ভূমিকা

কুলী ... ছিল বাক্য। উনিশ শতকের শেষ ভাগে আর্থার
কো ... র্যন্ত
সা ... য়েন্দা গল্পের ... বা
প্রথ ... কোনান ডয়েল তাঁর গে ... া
এ ... বেড়ে গেল যে তাঁর সৃষ্টি ... হবে স্থায়ী
আ ... নেন।

কে ... য়েল ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। ... ছিলেন। ব্রিটিশ মিলিটারিতে
কা ... দান করেছিলেন। এই কর্মক ... তে ছিলেন। তাঁর রচিত একটি
উ ... র উৎসস্থল ভারতবর্ষ। ডাক্ত ... গায় তিনি লেখায় মনোনিবেশ করেন।
তাঁর প্রথম উপন্যাস 'স্টাডি ইন স্কারলেট' ... শের সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত করে তোলে।
এরপর পাঠকরা তাঁকে থামতে দেয়নি। একের প... শার্লক হোমস-এর গল্প প্রকাশিত হতে থাকে। পাঠকরা শার্লক হোমস-কে জীবন্ত ভেবে নিয়ে তার ভক্ত হয়ে পড়েন।

ডাক্তারি ছেড়ে কোনান ডয়েল পরিপূর্ণভাবে লেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে তিনি শার্লক হোমস-কে মেরে ফেলেন এবং গোয়েন্দা গল্প লেখা থেকে সরে পড়তে চান। কিন্তু তাঁর অগণিত পাঠক তাঁকে বিরত হতে দিল না। তিনি বাধ্য হলেন মৃত হোমস-কে বাঁচিয়ে তুলে আবার লিখতে। রিটার্ন অব শার্লক হোমস-ই তার প্রমাণ।

কোনান ডয়েলের লেখার জনপ্রিয়তার প্রধান দুটি কারণ, শার্লক হোমস-এর তীক্ষ্ণ অনুমান ক্ষমতা ও পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ। ডাক্তারি পড়বার সময়ে আর্থার কোনান ডয়েল অধ্যাপক বেলের সংস্পর্শে আসেন। এই মানুষটি ছিলেন প্রচণ্ড বুদ্ধিমান এবং তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। ছাত্রাবস্থায় অধ্যাপকের এমন বুদ্ধিমত্তা কোনান ডয়েলকে মুগ্ধ করত। লিখতে এসে তিনি শার্লক হোমস-এর মধ্যে নিজের অধ্যাপক ডঃ বেলকে স্মরণ করেন এবং হোমস-এর চরিত্রে অবরোহী অনুমান (Theory of Deduction)-এর যুক্তিকে অভিনব উপায়ে তুলে ধরেন। ফলে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছে যান আর্থার কোনান ডয়েল।

গোয়েন্দা লেখক হিসাবে তাঁর স্বীকৃতি তাঁকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করে। আজও পৃথিবীর সব দেশে শার্লক হোমস এর সমাদর সমান। তিনি দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন এবং গোয়েন্দা গল্প ছাড়াও আরো অন্যান্য রচনা লিখেছিলেন। সেইসব রচনাও সমাদৃত হয়েছে পাঠক সমাজে।

বাংলা ভাষায় অনেকগুলি কোনান ডয়েলের অনুবাদ গ্রন্থ রয়েছে। বাঙালি পাঠক এখনো শার্লক হোমস পড়তে ভালবাসেন বলে নতুনভাবে এই সংস্করণটি প্রকাশ করা হল। আশাকরি আর পাঁচটা অনুবাদের মতোই এ গ্রন্থটি সকলের কাছে প্রিয় হয়ে উঠবে। অনুবাদক মূল গল্পের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকেছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

অজয় দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

প্রথম খণ্ড

উপন্যাস ঃ

দ্বিতীয় খণ্ড

গল্প ঃ

রিটার্ন অব শার্লক হোমস (১৯০৩-১৯০৪)

কেস বুক অব শার্লক হোমস (১৯২১-১৯২৭)

শার্লক হোমস রচনা সমগ্র

প্রথম খণ্ড

উপন্যাস

এ স্টাডি ইন স্কারলেট

প্রথম পর্ব

এক
মিঃ শার্লক হোমস

সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিলাম। ১৮৭৮ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট অফ মেডিসিন ডিগ্রি পেয়ে নাম লেখালাম সেনাবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগে। সেনাবাহিনীর সার্জনদের জন্য নেটলিতে বিশেষ শিক্ষাক্রম নির্দিষ্ট আছে। কর্তৃপক্ষের হুকুমে আমাকে তখনই রওনা হতে হল সেই বিশেষ শিক্ষাক্রমে যোগ দিতে। নেটলির শিক্ষাক্রম শেষ করে ফিফথ্ নর্দাম্বারল্যাণ্ড ফুসিলিয়ার্স সার্জনের পদে যোগ দিলাম। যখনকার কথা বলছি তখন ঐ বাহিনী ছিল ভারতে, আমি ভারতে গিয়ে কাজে যোগ দেবার আগেই সে দেশের সীমান্তে বাধল লড়াই — দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ। বোম্বাই বন্দরে জাহাজ থেকে নেমে খবর পেলাম আমার বাহিনী সমতল ছেড়ে আগেই সীমান্তে চলে গেছে, ইতিমধ্যে তারা গিরিসংকট পেরিয়ে শত্রু এলাকার অনেক ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বাহিনীর আরও কিছু অফিসার জাহাজে চেপে দেশ থেকে এসেছেন কাজে যোগ দিতে, আমার মত একই অবস্থায় পড়েছেন তাঁরা। কিন্তু তখন বসে থাকার সময় নেই, যাই হোক করে তাঁদের সঙ্গে রওনা দিলাম, একসময় এসে পৌঁছোলাম কান্দাহারে। আমার বাহিনী এখানেই ছিল, পৌঁছেই কাজে যোগ দিলাম।

এই আফগান যুদ্ধে যারা লড়তে এসেছে তাদের অনেকেরই পদোন্নতি ঘটেছে, বীরত্ব দেখিয়ে বিপুল সম্মানের অধিকারী হয়েছে অনেকেই। কিন্তু এ দুটোর কোনটাই আমার কপালে জোটেনি, বরং জুটেছে উল্টোটাই — দুর্ভাগ্য আর বিপর্যয় বারবার আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। ওপরওয়ালার হুকুমে আমায় নিজের ব্রিগেড ছেড়ে যোগ দিতে হয়েছে বার্কশায়ার রেজিমেন্টে, মাইওয়ান্দের যুদ্ধে আহত হয়েছি মারাত্মকভাবে; দুষমনের জেজাইল বুলেট আচমকা এসে বিঁধেছে কাঁধে, ফলে সেখানকার হাড় ভেঙ্গেছে, চোট লেগেছে সাবক্লেভি য়ান ধমনিতে। নৃশংস খুনে গাজী যোদ্ধারা পিছু নিল, প্রাণে বাঁচালো মুরে — আমার আর্দালি, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে আমায় তুলে নিয়ে এসে জোর করে বসিয়ে দিল মালবওয়া ঘোড়ার পিঠে, তীরের বেগে সেই ঘোড়া ছুটিয়ে আমায় সে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে এল বৃটিশ বাহিনীর এলাকায়। কিন্তু প্রাণে বাঁচলেও আমার অবস্থা তখন সাংঘাতিক — একে কাঁধের মারাত্মক যন্ত্রণা, তার ওপর আহত শরীরে এতদূর ঘোড়া ছুটিয়ে এসে দাঁড়ানোর ক্ষমতাটুকুও নেই। একদল আহত সৈনিকের সঙ্গে আমায় পাঠানো হল পেশোয়ারে বাহিনীর সদর হাসপাতালে। সময়মত চিকিৎসার ফলে এখানে আমি সেরে উঠলাম, শরীরের হারানো শক্তি ফিরে পেলাম। কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠার পরে আমি খাট থেকে নেমে আশেপাশের ওয়ার্ডে আর বারান্দায় পায়চারি করতাম। কিছুদিন বাদেই আন্ত্রিক জ্বরে আক্রান্ত হলাম। শরীর যেটুকু সেরেছিল ভারতের এই অভিশপ্ত ব্যাধিতে তা আবার হারালাম। মাসের পর মাস কাটতে লাগল, কিন্তু অসুখ আমার ছাড়ে না, জীবনের ওপর হতাশ হয়ে পড়লাম। একসময় রোগের হাত থেকে মুক্তি পেলাম। কিন্তু ততদিনে আমার দেহে শক্তি বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই, ভীষণ রোগা হয়ে গেছি, সবসময় দুর্বলতা অনুভব করি, ভীষণ কাহিল হয়ে পড়েছি স্পষ্ট টের পাই। শরীরের হাল দেখে মেডিক্যাল বোর্ড আমাকে ইংল্যাণ্ডে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল।

সেইমতন দেশে ফেরার জন্য আবার জাহাজে উঠলাম — একমাস বাদে সে জাহাজ পোর্টসমাউথ বন্দরে নোঙর ফেলল। বহুদিন পরে পা দিলাম দেশের মাটিতে। শরীরে আমার তখন আর কিছু নেই, স্বাস্থ্য পুরোপুরি ভেঙে গেছে, শরীর ভাল করতে হলে বেশ কিছুদিন ছুটি দরকার, কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে এই আর্জি পেশ করলাম। কর্তৃপক্ষ সেই আর্জি পাঠিয়ে দিলেন সরকারি দপ্তরে। আমার আর্জি সরকার মঞ্জুর করলেন, স্বাস্থ্য ভাল করতে সরকার আমায় ন'মাসের ছুটি মঞ্জুর করলেন। সবেতন নয়, শুধু রোজ এগারো শিলিং ছ'পেন্স হিসেবে একটা সামান্য ভাতা পাব ঐ সময়।

ইংল্যাণ্ডে আত্মীয় স্বজন আমার কেউ নেই যার কাছে ঐ সামান্য উপার্জন সম্বল করে কিছুদিন থাকতে পারি। শেষকালে আর কোন উপায় না পেয়ে চলে এলাম লণ্ডনে, নদীর ধারে এক সস্তার হোটেলে উঠলাম। কিছুদিন উদ্দেশ্যবিহীনভাবে জীবন কাটালাম এবং খুব স্বাভাবিকভাবে এমন খরচ করতে লাগলাম যা ঐ অল্প আয়ে মোটেও করা উচিত নয়। এর ফল যা হবার তাই হল, একসময় আমার আর্থিক অবস্থা এমন টানটান হয়ে দাঁড়াল যে ঐ হোটেলে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। খেয়ে পরে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার মত একটা পথ খোলা রইল আমার সামনে, যে পথ বেছে নিতে হলে আমার জীবনযাত্রার ধরন বদলাতে হবে। খরচের পরিমাণ অনেক কমিয়ে ফেলতে হবে এবং লণ্ডন ছেড়ে আশেপাশে কোথাও গিয়ে থাকতে হবে। কম খরচে থাকা খাওয়া যাবে মাথা গোঁজার এমন জায়গা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম।

শেষে কম খরচে থাকা খাওয়ার সমস্যার সুরাহা এত সহজে হবে ভাবতে পারিনি। হোটেল ছেড়ে কারও বাসায় থাকা খাওয়ার কথা যেদিন মাথায় এল সেদিনই ক্রাইটেরিয়ন বারে দেখা হয়ে গেল স্ট্যামফোর্ডের সঙ্গে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হালকা পানীয় ভর্তি গ্লাসে চুমুক দিচ্ছি এমন সময় কে যেন পেছন থেকে টোকা দিল কাঁধে। মুখ ফেরাতেই দেখি স্ট্যামফোর্ড, আমার পুরোন ড্রেসার। এতদিন বাদে একজন চেনামানুষের দেখা পেয়ে কি ভাল লাগল বলে বোঝাতে পারব না, সেও তেমনই খুশি হল এতদিন বাদে আমায় দেখে। খুশির রেশটুকু ধরে রাখতে স্ট্যামফোর্ডের সঙ্গে হলবোর্ণে লাঞ্চে যাব ঠিক করলাম। ঘোড়ার গাড়ি চেপে সেদিকে রওনা হলাম দু'জনে।

'ব্যাপার কি, ওয়াটসন?' গাড়ি চলতে শুরু করতেই জানতে চাইল স্ট্যামফোর্ড, 'চেহারা এত খারাপ হল কি করে?'

আমার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস সংক্ষেপে শোনালাম তাকে, খানিক বাদে হলবোর্ণে পৌঁছে গেলাম। ভাল টেবিল বেছে খাবার অর্ডার দিলাম। খেতে খেতে স্ট্যামফোর্ড জানতে চাইল, 'তা এখন কি করছ?' 'খুব কম খরচে থাকা খাওয়ার একটা আস্তানা খুঁজছি।' 'আশ্চর্য!' স্ট্যামফোর্ড বলল, 'আজ তোমায় নিয়ে দু'জনের মুখে একই কথা শুনলাম।'

'প্রথমে কার মুখে শুনেছো?'

'লোকটা কাজ করে হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে', বলল স্ট্যামফোর্ড, 'খুব ভাল ঘর পেয়েছে, কিন্তু একা থাকার খরচ ওর পক্ষে খুব বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্ধেক খরচ দেবে এমন একজন লোক পাচ্ছে না বলে আজ সকালেই বেচারা আক্ষেপ করছিল!'

'তাই নাকি!' মনটা খুশিতে নেচে উঠল, মুখে বললাম, 'স্ট্যামফোর্ড, তোমার সে বেচারা যদি সত্যিই ভাগীদার চায় তো আমি তৈরি আছি। আমিও তো একা দিন কাটাই, মনের মত রুমমেট পেলে আমিও খুশি হব।'

'শার্লক হোমস-এর নাম শুনেছো?' ওয়াটসনের গ্লাস তুলে বলল স্ট্যামফোর্ড, 'তোমার চাউনি বলছে শোননি। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটালে আর ওকথা বলতে না।'

'কেন, ওর কি এমন দোষ?'

'দোষ দেখলে তো বলব', অদ্ভুত গলায় বলল স্ট্যামফোর্ড, 'ওর বিরুদ্ধে বলার মত সত্যিই কিছু নেই। ভাল লোক, স্বভাবটা একটু অদ্ভুত গোছের, বিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয়ে খুব উৎসাহ। এককথায় ও হল সবদিক থেকে ভাল লোক।'

'ডাক্তারী করছে নাকি', আমি বললাম, 'মেডিক্যাল ছাত্র?'

'আরে না, ওয়াটসন, 'ডাক্তারী ছাত্র ও নয়,' স্ট্যামফোর্ড বলতে লাগল, 'ও যে আসলে কি তা হাজার চেষ্টা করেও জানতে পারিনি। বাঁধাধরা নিয়ম মেনে কোনও মেডিক্যাল স্কুল বা কলেজে পড়াশোনা না করলেও অ্যানাটমি আর কেমিস্ট্রি এ দুটো বিদ্যের এমন কিছু নেই যা ও জানে না। এর বাইরেও প্রচুর বিষয় নিয়ে লোকটা বিস্তর পড়াশুনো করেছে, অনেকটা খ্যাপাটের মত। বাইরের জ্ঞান ওর এত যা শুনলে অনেক প্রফেসরও অবাক না হয়ে পারবেন না।'

'এমন একজন লোককেই তো আমি চাই,' আমি বললাম, 'তা তোমার এই অদ্ভুত বন্ধুটিকে পাওয়া যাবে কোথায়?'

'ল্যাবরেটরিতে গেলেই দেখা যাবে,' শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখল স্ট্যামফোর্ড, 'ভীষণ খামখেয়ালি লোক হয়ত পরপর ক'দিন খাওয়া শোওয়া ঘুমের কথা ভুলে গিয়ে পড়ে রইল ল্যাবরেটরিতে, আবার হয়ত কিছুদিন ধারে কাছেও ঘেঁষল না। চাইছো যখন, তাহলে এখনই চলো। লাঞ্চ সেরে তোমায় নিয়ে যাব ওর কাছে, আলাপ করিয়ে দেব। কিন্তু আগেই বলে রাখছি, শার্লক হোমসের সঙ্গে মতের অমিল হলে যেন পরে আমায় দোষ দিয়ো না।'

'বনিবনা না হলে ওর সঙ্গে আর থাকব না।' ছেড়ে চলে আসব। কিন্তু মতের মিল না হবার কিই বা আছে, লোকটা কি খুব বদমেজাজী? কিছু বলার থাকলে খুলে বলো, ঝেড়ে কাশো।'

'সবকিছু কি বলে বোঝানো যায় ওয়াটসন', হাসল স্ট্যামফোর্ড, 'আসলে হোমস লোকটা আমার মতে বড্ড বেশি সায়েন্টিফিক, খুব ঠাণ্ডা মাথায় যেন অনেক কিছু করতে পারে। আমার একেক সময় মনে হয় বৈজ্ঞানিক প্রতিক্রিয়া জানতে হোমস অনায়াসে তার বন্ধুর গায়ে ভেজিটেবল অ্যালকালয়েড ফেলতে পারে। পারে নিজের গায়েও দিতে। জ্ঞানের পেছনে ধাওয়া করার এমনই ওর নেশা।'

'এ তো খুবই স্বাভাবিক, এর মধ্যে দোষের কি আছে?'

'বাইরে থেকে যাকে স্বাভাবিক বলছ ওয়াটসন, তাই একেক সময় সীমা ছাড়িয়ে যায়,' স্ট্যামফোর্ড দম নিয়ে বলল, 'কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে কেউ যদি লাঠি দিয়ে লাশের গায়ে ঘা মারে তা কি সীমা ছাড়ানো নয়?'

'লাঠি দিয়ে লাশ পেটানো?' অবাক হয়ে বললাম, 'এর পেছনে কি যুক্তি?'

'মরার পরে লাশের গায়ে ঘা মারলে চামড়ায় যে দাগ পড়ে সেসব খুঁটিয়ে যাচাই করা, এ হল যুক্তি। আমি নিজের চোখে ওকে লাশ পেটাতে দেখেছি।'

'এর পরেও বলছ এ লোক মেডিক্যাল ছাত্র নয়?' 'মেডিকেল কেন, ও যে কিসের ছাত্র তা শুধু ঈশ্বরই জানেন। এই যে এসে গেছি, চলো শার্লক হোমসের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, তারপর ও মানুষ না আর কিছু তা তুমি নিজেই ভেবে বের কোরো।' সরু গলির ভেতর দিয়ে স্ট্যামফোর্ড আমায় হাঁটিয়ে নিয়ে এল বড় হাসপাতালের পেছন দিকে। এ জায়গা আমার খুব চেনা, তাই ভেতরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার দরকার হল না। হাঁটতে হাঁটতে একসময় এসে ঢুকলাম ল্যাবরেটরিতে। ঘরখানা খুব বড়, ছাদও যথেষ্ট উঁচু। ভেতরে একগাদা শিশি বোতল থরে থরে সাজানো। ছোট্ট টেবিলের ওপর টেস্ট টিউব আর বিকার রাখা, একপাশে জ্বলছে বুনশেন বার্নার-এর নীলচে শিখা। ঘরের ভেতর একজনকেই চোখে পড়ল, বেশ খানিকটা দূরে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাজ করে চলেছে আপন মনে। আমরা ভেতরে ঢুকতে পায়ের আওয়াজ শুনে একবার

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, তারপরে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে একটা টেস্ট টিউব তুলে নিয়ে ছুটে এল আমাদের দিকে।

'ডঃ ওয়াটসন,' স্ট্যামফোর্ড আলাপ করিয়ে দিল, 'যার কথা বলছিলাম, ইনি সেই মিঃ শার্লক হোমস।'

'তারপর, খবর ভাল তো?' অন্তরঙ্গের মত লোকটি আমার ডানহাত নিজের মুঠোয় চেপে ধরে বলে উঠল, 'আরে আপনি দেখছি আফগানিস্থানে ছিলেন!' রোগাটে চেহারার লোকটির হাতের মুঠোয় এত জোর থাকবে ভাবতে পারিনি, তবে তার চেয়েও বড় ধাক্কা খেলাম আমি আফগানিস্থানে ছিলাম সেকথা ভবিষ্যৎবাণীর ঢং-এ ওর কথা বলা দেখে — স্ট্যামফোর্ডের সঙ্গে দেখা হয়েছে খানিকক্ষণ আগে। এই সময়ের মধ্যে তার মুখ থেকে আফগানিস্থানের বিবরণ শোনা তার পক্ষে সম্ভব নয়। 'আমি আফগানিস্থানে ছিলাম ঠিক, কিন্তু সেকথা আপনি কি করে জানলেন?'

'জেনে কি করবেন?' আপন মনে শুকনো হাসি হাসল হোমস, 'তার চেয়ে হেমোগ্লোবিনের এই ব্যাপারটা ঢের বেশি জরুরী। আমার এই আবিষ্কারের গুরুত্ব কতটা নিশ্চয় আঁচ করতে পারছেন?'

'রসায়নের দিক থেকে যথেষ্ট কৌতূহল বাড়ানোর মত মানছি,' আমি বললাম, 'কিন্তু হাতে কলমে —'

'কি বলছেন!' চেঁচিয়ে উঠল হোমস, 'হাতে কলমের কথা তুললেন, তাই না? জানেন ডাক্তারি আর আইন মেশানো এমন আবিষ্কার কত বছর হয়নি? রক্তের দাগ প্রমাণ করার এক অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি আপনি এর ফলে হাতের নাগালে পাচ্ছেন, ভাবতে পারেন? আসুন, আমার সঙ্গে, দেখে যান!' বলে আমায় টানতে টানতে নিয়ে এল সে তার কাজের জায়গায়, 'এবার আমার যা দরকার তা হল রক্ত, টাটকা রক্ত,' বলেই একটা বেশ বড় পিন তুলে নিয়ে সে পট করে ফুটিয়ে দিল নিজের আঙুলে, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত একটা কাঁচের পিপেতে টেনে নিল।

'দেখুন এই এক লিটার জলে রক্তটুকু মিশিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু জলের সঙ্গে মিশে যাবার ফলে এখন আর রক্ত চোখে পড়ছে না। এবার রক্ত মেশানো জলের ভেতর রক্তের হদিশ পেতে হবে!' বলে খানিকটা সাদা ক্রিস্টাল সে ফেলে দিল সেই জলে, তাতে কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ ঢালল। আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ জলের রং হয়ে গেল মেহগনি কাঠের মত, কাঁচের তলায় খানিকটা বাদামি গুঁড়ো থিতিয়ে পড়ল।

'কেমন, দেখলেন তো? শিশুর মত খুশিতে হাততালি দিল হোমস, 'হাতেকলমে আমার আবিষ্কার কতটা কার্যকর হবে খানিক আগে বলছিলেন না? দেখছেন তো নিজের চোখেই। এরপরেও আর কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে কি?'

'এটা খুব সূক্ষ্ম পরীক্ষাপদ্ধতি বলে মনে হচ্ছে,' আমি বললাম।

'শুধু সূক্ষ্ম নয়,' হোমস বলল, 'সেই সঙ্গে বলুন চমৎকার! ওয়াটসন, টেষ্ট খুবই সেকেলে পদ্ধতি, ওতে ফলাফলের ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়া যায় না। অনুবীক্ষণের সাহায্যে রক্তকণিকা পরীক্ষা করাও তেমন অনিশ্চিত ব্যাপার, আর রক্তের দাগ কয়েক ঘণ্টা পুরোনো হলে তো পরীক্ষার ব্যাপারটাই অর্থহীন হয়ে যায়। সেদিক থেকে রক্ত পুরোনো না টাটকা তা আমার আবিষ্কৃত পরীক্ষা পদ্ধতিতে ঠিকই ধরা পড়বে। আমার আগে আর কেউ এই পদ্ধতি আবিষ্কার করে গুরুতর অপরাধ করেছে, এমন অনেক লোক অনেক আগেই তাদের অপরাধের সাজা পেত।'

'সে তো বটেই', বিড়বিড় করে বললাম।

'খুন করার অনেকদিন বাদে হয়ত সন্দেহভাজন হিসেবে যাকে ধরা হয়েছে তার পোশাকে বাদামি দাগের হদিস পাওয়া গেল,' হোমস আত্মহারা হয়ে বলতে লাগল 'কিন্তু সে দাগ সত্যিই

রা রক্ত তা জানা যাবে কি করে? মরচে এমন কি কাদার দাগও তো হতে পারে। কোনও বিশেষণই এ বিষয়ে নিশ্চিত মতামত এতদিন দিতে পারেনি, কিন্তু এবার থেকে পারবে। শার্লক হোমস টেস্ট এর সাহায্যে দাগ সত্যিই রক্তের কি না, সে বিষয়ে শতকরা একশোভাগ নিশ্চিত হওয়া যাবে।' বলতে বলতে তার দুচোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল। 'আপনাকে সত্যিই অভিনন্দন জানানো দরকার', তার উৎসাহপূর্ণ কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে বললাম।

'এই তো গেল বছরের ঘটনা', বলল হোমস, 'ফ্রাংকফুর্টে বন বিসকদের কেস হল। এই টেস্ট কাজে লাগাতে পারলে লোকটার ঠিক ফাঁসি হয়ে যেত। তারপর ধরুন, ব্র্যাডফোর্ডের ম্যামন, কুখ্যাত মূলার, মন্টপেলিয়ারের লেফেভর, আর নিউ মর্লিয়েনসের শ্যামসন, কত নাম করব।" এদের সবার কেসেই আমার এই টেষ্ট শেষ কথা হতে পারত।'

'বাঃ, আপন মনে হেসে উঠল স্ট্যামফোর্ড, 'হোমস, তুমি তো দেখছি অপরাধের এক জলজ্যান্ত ক্যালেণ্ডার, এবার এর ওপর একটা কাগজ বের করো, নাম দিও 'পুরোনো পুলিশ কেস', দেখে নিয়ো, দারুণ চলবে।'

'মন্দ বলোনি' আঙ্গুলের ক্ষতে স্টিকিং প্লাস্ট্যার আঁটতে আঁটতে হোমস বলল, 'ওসব পড়ার মত কৌতূহলী পাঠকের অভাব হবে না'। বলে হাত বাড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করল সে, তখনই চোখে পড়ল হাতেব আরও নানা জায়গা অনেকগুলো স্টিকিং প্ল্যাস্টার আঁটা। 'আমার আরও একটু হুঁশিয়ার হওয়া দরকার', তার হাতের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে হাসল হোমস, 'নানারকম বিষ আর কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করতে হয় কি না।'

'একটা কাজে এসেছি', উঁচু তেপায়ার টুলে বসল স্ট্যামফোর্ড, পা দিয়ে আরেকটা টুল আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'আমার এই বন্ধুটি মানে ডঃ ওয়াটসন একটা ভদ্রগোছের থাকার জায়গা খুঁজছেন, দু'জনে মিলে থাকার মত লোক খুঁজে পাচ্ছো না বলে সেদিন প্যানপ্যান করছিলে, আমার মনে ছিল তাই ওঁকে নিয়ে এলাম তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে। এবার তোমরা নিজেরা কথাবার্তা বলে দ্যাখো পোষাবে কি না।'

'এতদিনে সত্যিই একটা কাজের কাজ করেছো, স্ট্যামফোর্ড, খুশিখুশি গলায় বলেই আমার দিকে তাকাল হোমস। 'বেকার স্ট্রিটে একটা বাড়ি আমার হাতের নাগালে আছে একেবারে দুজনের থাকার উপযুক্ত। আমি কিন্তু কড়া তামাক খাই, ওতে আপনাব অসুবিধে হবে না তো?'

'আমি নিজে 'সিক্স' মার্কা তামাক খাই।'

'আমার এই যে সব এক্সপেরিমেন্ট দেখলেন, ঘরময় ছড়ানো শিশিবোতল আর টেস্ট টিউব' ইশারায় দেখাল সে 'ওখানেও কিন্তু এসব করি, তাতে বিরক্ত হবেন না তো?'

'একদম না।'

'একটু ভেবে দেখি আমার ধাতে আর কি কি খামতি আছে যা অন্যের ভাল না লাগতেও পারে, শুনুন ডঃ ওয়াটসন, একেক সময় নিজের চিন্তাভাবনায় এমন ডুবে যাই যে হয়ত সারাদিন একটি কথাও বললাম না, একটানা ক'দিন হয়ত এমনই চলল, তখন যেন ভাববেন না কোনও কারণে আপনার ওপর চটে গেছি। অমন দেখলে আমায় একদম ঘাঁটাবেন না। একা থাকতে দেবেন, দেখবেন আবার সব ঠিক হয়ে গেছে। এবার আপনার গলদের ফিরিস্তি শোনান। একসঙ্গে থাকার আগে নিজেদের স্বভাবের খারাপ দিকগুলো আগেই পরস্পরের জেনে নেওয়া দরকার।'

'একটা কুকুরের বাচ্চা আমার সঙ্গে থাকে,' হোমসের বলার ধরনে হাসি চাপতে পারলাম না। 'পোষমানা বুলডগের বাচ্চা, এখনো অনেকদিন অসুখে ভোগার ফলে আমার নার্ভগুলো যথেষ্ট দুর্বল তাই ঝগড়াঝাটি, চেঁচামেচি অসহ্য মনে হয়। অনেক সময় রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে চুপচাপ নিজের বিছানায় বসে থাকি, আর আমি নিজে কিন্তু ভয়ানক কুঁড়ে। শরীর আর মনমেজাজ ভাল

থাকলে আরেক বদখেয়াল মাথায় চাপে তবে এতক্ষণ যেগুলো বললাম এটা তাদের মত প্রধান নয়।'

'চেঁচামেচি পছন্দ করেন না বলছেন' জানতে চাইল হোমস, 'ধরুন আপনার সঙ্গী যদি বেহালা বাজান তাহলে? ঐ বাজনার আওয়াজকে কি চেঁচামেচির মধ্যে ফেলবেন?'

'তা নির্ভর করছে যিনি বাজাচ্ছেন তাঁর ওপর' আমি বললাম, 'বেহালার সুরেলা আর সুমধুর আওয়াজে দেবতারাও খুশি হন — আর যদি কেউ খারাপ বাজান —'

'ব্যস আর বলার দরকার নেই', হোমসের হাসি দেখে বুঝলাম আমার স্পষ্ট জবাব তার খুব ভাল লেগেছে, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমরা একসঙ্গে থাকলে কোন সমস্যা হবে না। এখন দেখুন যে জায়গাটা আমার ভাল লেগেছে সেটা আপনারও পছন্দ হয় কি না।'

'কবে দেখাবেন বলুন।'

'কাল দুপুরবেলা এখানেই চলে আসুন', হোমস বলল, 'আপনাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনব।'

'তাহলে ঐ কথা রইল,' করমর্দন করে বললাম, 'কাল দুপুরে সোজা এখানে চলে আসছি।'

হোমসকে তার পরীক্ষাগারে রেখে স্ট্যামফোর্ডকে নিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম, খানিকদূর এসে কি মনে হতে দাঁড়িয়ে পড়লাম। স্ট্যামফোর্ডকে বললাম, 'আচ্ছা আমি যে আফগানিস্থানে ছিলাম তা মিঃ হোমস কি করে জানলেন?' 'এইটুকুতেই অবাক হচ্ছ?' স্ট্যামফোর্ড হাসল, 'এটা ওর বিশেষ ধরনের একটা ক্ষমতা বা স্বভাবের বৈশিষ্ট্য -- অচেনা মানুষকে একবার শুধু চোখের দেখা দেখলেই তার অতীত আর বর্তমানের এমন সব কথা বলে দেয় যা শুনলে চোখ কপালে উঠে যাবে। এ রীতিমত এক রহস্য।'

'একশোবার রহস্য।' হাতে হাত ঘষতে ঘষতে বললাম, 'এমন একজন মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'তুমি ওকে যত লক্ষ্য করবে তার চেয়ে বেশি লক্ষ্য করবে ও তোমায়,' বলল স্ট্যামফোর্ড, 'তোমায় পর্যবেক্ষণে রাখলাম, চিরকাল ঐ লোকটি তোমার কাছে রহস্য হয়ে থাকবে। আজকের মত চলি তাহলে।' 'এসো, তোমায় অজস্র ধন্যবাদ', স্ট্যামফোর্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

দুই
অবরোহী অনুমানভিত্তিক বিজ্ঞান

পরদিন হোমসের সঙ্গে এলাম বেকার স্ট্রিটের ২২১-বি বাড়িতে। দুটো শোবার ঘর ছাড়া প্রয়োজনীয় আসবাব দিয়ে সাজানো বড়সড় একখানা বসার ঘরও আছে। দুটো বড় জানালা থাকায় আলো হাওয়াও যথেষ্ট আসে। ভাড়াও দু'জনে একসঙ্গে থাকলে কারও গায়ে লাগবে না। টাকাকড়ি জমা দিয়ে আমরা তখনই বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। সন্ধ্যে নাগাদ আমার জিনিসপত্র নিয়ে এলাম হোটেল থেকে। কতগুলো বাক্স আর পোর্টম্যান্টো নিয়ে হোমস এল পরদিন সকালে। মালপত্র বাক্স থেকে বের করে জায়গা মতন গুছিয়ে রাখতে দু'একদিন কাটলো। এই পর্ব শেষ হলে হাতপা ছড়িয়ে বসলাম দু'জনে।

হোমস সম্পর্কে স্ট্যামফোর্ডের মুখে যা শুনেছি ক'দিন একসঙ্গে কাটিয়ে দেখলাম তার বেশির ভাগই মনগড়া — একসঙ্গে থাকলে হোমসকে মোটেও অসহ্য ঠেকে না। আসলে সে আর পাঁচজনের চেয়ে খুবই শান্ত, ধীর স্থির মানুষ, তার যাবতীয় অভ্যাসও নিয়মের ছকে বাঁধা। যার একটি হল রাত দশটার মধ্যে শোয়া আর খুব সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠা। আমার অনেক আগেই হোমসের

ঘুম ভাঙ্গে, চটপট ব্রেকফাস্ট সেরে নিজের কাজে বেরিয়ে পড়ে। হয় হাসপাতালের কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, নয়ত লাশকাটা ঘর অথবা শহরের কুখ্যাত অপরাধীদের ডেরা, সাধারণত এসব জায়গাতেই দিনের বেশিরভাগ সময় কাটায় হোমস; কাজের নেশায় একবার পেয়ে বসলে আর তাকে কোনমতে থামানো যায় না। আবার এর উল্টোও ঘটে একেক সময় – কোথাও না বেরিয়ে বসার ঘরে সোফায় গা এলিয়ে পড়ে থাকে একটানা কয়েকদিন। কথা বলা দূরে থাক একটি শব্দও ঐসময় বেরোয় না তার মুখ থেকে। হাত পায়ের একটি পেশিও না নাড়িয়ে সকাল থেকে রাতে শুতে যাবার আগে পর্যন্ত একভাবে একই জায়গায় বসে থাকে সে, দু'চোখের চাউনিও কেমন ফাঁকা আর ঘোলাটে হয়ে ওঠে তখন। হালকা নেশার ঘোরে থাকলে মানুষ যেভাবে তাকায় ঠিক সেরকম।

হোমস যে কি করে, কি ওর আসল পেশা তা এখনও আমি জানি না, অথচ ওর স্বভাবের এইসব অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ক্রমেই ওর সম্পর্কে কৌতূহল বাড়াতে লাগল।

শার্লক হোমস লম্বায় ছ'ফিটের ওপর, সেইসঙ্গে ভয়ানক রোগা বলে আরও লম্বা দেখায়। দু'চোখের দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে কারও দিকে তাকালে তার মনের ভেতরটাও দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হয়। পাখির ঠোঁটের মত লম্বা টিকালো নাক দেখলেই বোঝা যায় সে অসাধারণ আত্মবিশ্বাসের অধিকারী। সেই আত্মবিশ্বাস আর প্রচণ্ড একরোখা ভাব ফুটেছে চৌকো গড়নের দৃঢ় চোয়ালে; যখন তখন নানা ধরনের অ্যাসিড নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার ফলে হোমসের দু'হাতের চামড়ার স্বাভাবিক রং জ্বলে ফ্যাকাশে হয়ে গেলেও আঙুলের সরু গড়ন সূক্ষ্ম রুচিবোধ আর শিল্পীসুলভ মানসিকতার সাক্ষ্য বহন করছে।

হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে নিয়মিত যাতায়াত করলেও হোমস যে ডাক্তারির ছাত্র নয় সে সম্পর্কে এখন আমি নিশ্চিত। বিজ্ঞানের ওপর ভাল দখল আছে কিন্তু বিজ্ঞানের কোনও ডিগ্রি অর্জনের আগ্রহ তার নেই। তার সঙ্গে এই ক'দিন থেকে মনে হয়েছে গতানুগতিক জীবনযাপনের বাইরে কোনও নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যাবার লক্ষ্য ওর আদৌ নেই। আবার একেকটি বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দেখে এও বুঝেছি যে নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য না থাকলে কেউ এভাবে জ্ঞান অর্জন করে না।

জানার পাশাপাশি হোমসের না জানার বহরও কিন্তু কম নয় যা একেক সময় রীতিমত তাজ্জব করে দেয় আমায়। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে পাক খাচ্ছে, কোপার্নিকাসের এই বিখ্যাত তত্ত্ব যেমন হোমস জানে না তেমনই টমাস কার্লাইলের নাম আমার মুখে শুনে সরলভাবে জানতে চাইল তিনি কে ছিলেন এবং তাঁর বিপুল খ্যাতির ধারা কি ছিল।

আমি তাজ্জব হলেও নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে সে কিন্তু অকপট। হোমস খোলাখুলিভাবে বলে যে জ্ঞান ওর কোনও কাজে লাগে না তা জানা ওর মতে নিষ্প্রয়োজন। ওর কাজটা কি জানতে সেই মুহূর্তে খুব ইচ্ছে হলেও প্রশ্নটা আর করে উঠতে পারলাম না। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলাম। হোমসের বক্তব্য অনুযায়ী সেই জ্ঞানই ও অর্জন করছে যা ওর কাজে লাগে। কাজটি কি জানার কৌতূহল এমনভাবে আমায় পেয়ে বসল যে আর থাকতে না পেরে শেষকালে হোমসের জ্ঞানের মূল্যায়ন করতে লেগে গেলাম, একটা কাগজে তালিকার মত পরপর লিখলাম ঃ

১) সাহিত্য ও দর্শন — শূন্য, ২) জ্যোতির্বিদ্যা — শূন্য, ৩) রাজনীতি — ভাসাভাসা, ৪) রসায়ন — গভীর জ্ঞান, ৫) শারীরবৃত্ত ও অঙ্গসংস্থান বিদ্যা — গভীর ও নির্ভুল জ্ঞান কিন্তু পদ্ধতিবিহীন, ৬) ভূতত্ত্ব — অদ্ভুত জ্ঞান, যে কোন মাটি একবার দেখলেই তার পরবর্তী বৈশিষ্ট্য বলে দেয় নির্ভুলভাবে। এমন কি জামা বা জুতোয় মাটির দাগ লাগলে লণ্ডনের কোন এলাকায় ঐ মাটি পাওয়া যায় তা নির্ভুলভাবে বলে দেয়, ৭) চাঞ্চল্যকর সাহিত্যে জ্ঞান — বর্তমান শতাব্দীর যাবতীয় ভয়াল ও ভয়ংকর কাহিনী সব মুখস্থ, ৮) উদ্ভিদ বিজ্ঞান — অনেক রকম ধুতুরা, আফিম

ও বিষবিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক জানে। কিন্তু বাগান করা সম্পর্কে কিছুই জানে না, ৯) সুরজ্ঞান — প্রচুর, ভাল বেহালা বাজায়, ১০) বক্সিং, লাঠি আর তলোয়ার খেলতে জানে, ১১। বৃটিশ আইন সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান প্রচুর আছে।

কিন্তু নিজে হাতে তৈরি সেই তালিকার দিকে একবার তাকিয়েই বুঝলাম এইভাবে মূল্যায়ন করে হোমসের কাজের ধরন আর জীবনের লক্ষ্য হাতড়ে বেড়ানো নিরর্থক, তাই নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে কাগজটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম ফায়ারপ্লেসের আগুনে।

আগেই বলেছি আমার এই রহস্যময় সঙ্গীটি খুব ভাল বেহালা বাজায়। কিন্তু জ্ঞানার্জনের এই ক্ষেত্রেও সে একইরকম খামখেয়ালি। অনেক কঠিন ধ্রুপদী সুর বাজিয়ে সে আমায় মুগ্ধ করেছে, কিন্তু নিজের মর্জিতে বাজানোর সময় কোন বাঁধাধরা রীতি মেনে সুর তোলে না সে। একেক সন্ধ্যায় চেয়ারে গা হেলিয়ে বসে চোখ বুজে বিষণ্ণ সুরের মূর্ছনা তোলে সে বেহালার তারে, আবার কোনওদিন ফুটিয়ে তোলে ভরপুর আনন্দের উচ্ছলতা।

গোড়ার দিকে বাইরের লোক একজনও এল না তার কাছে। ধরে নিলাম আমার মতন হোমসেরও হয়ত চেনাশোনা বলতে তেমন কেউ নেই। কিন্তু তারপরেই আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। নানা ধরনের লোক আসতে শুরু করল তার সঙ্গে দেখা করতে। বেঁটেখাটো চেহারার একজন প্রায়ই আসে, চামড়ার রং ফ্যাকাশে, কালো চোখ, মুখের গড়ন ইঁদুরের মত। হপ্তায় কম করে তিন থেকে চারবার আসে লোকটা। আবার এরই মধ্যে এক সুসজ্জিতা তরুণী এসে হোমসের সঙ্গে চাপা গলায় কি সব আলোচনা করে পাক্কা আধঘণ্টা সময় কাটিয়ে চলে গেল। সেদিনই বিকেল নাগাদ আধবুড়ো একটা লোক একজন বয়স্কা মহিলাকে নিয়ে হাজির হল। ক'দিন বাদে এলেন এক ভদ্রলোক যার মাথার সব চুল ধবধবে সাদা, তারপর এল রেলের এক মালবওয়া কুলি, পরনে মখমলের উর্দি। দর্শনপ্রার্থী এইসব লোককে হোমস তার মক্কেল বলে উল্লেখ করত,

বসার ঘরে একা কথাবার্তা বলত তাদের সঙ্গে, আমি তখন চলে আসি শোবার ঘরে। হোমসের মুখে মক্কেল শব্দটা শুনে সে যে একজন পেশাদার বা কারবারী লোক এ বিষয়ে নিশ্চিত হলেও সেই পেশা বা কারবার ঠিক কি ধরনের এ প্রশ্ন একবারও করতে পারিনি। শুধু ভেতরে ভেতরে অদম্য কৌতূহলে ছটফট করি। একেক সময় মনে হত কোনও সঙ্গত কারণ আছে বলেই হয়ত নিজের পেশার কথা খুলে বলে না সে। এইভাবে কিছুদিন কাটবার পর হোমস নিজেই সে প্রসঙ্গ তুলল আর তার ফলে আমার এতদিনের কৌতূহল মিটল।

তারিখটা ছিল ৪ঠা মার্চ, একটু আগেই সেদিন বিছানা ছেড়েছি। ল্যাণ্ডলেডি তখনও আমার ব্রেকফাস্ট তৈরি করেনি দেখেই বিরক্ত হলাম। ব্রেকফাস্ট আনার ঘণ্টা বাজিয়ে চেয়ার টেনে বসলাম। হোমস তখনও বেরোয়নি। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে টোস্ট খাচ্ছে সে আপনমনে। পাশে একটা ম্যাগাজিন পড়ে আছে চোখে পড়তে তুলে নিলাম। ব্রেক .স্ট না আসা পর্যন্ত সময় কাটানো যাবে ভেবে একের পর এক পাতা ওল্টাতে লাগলাম। এক জায়গায় এক অদ্ভুত শিরোনাম চোখে পড়তে থমকে গেলাম - 'জীবন গ্রন্থ'।

অদ্ভুত শিরোনামার নীচে যা ছেপে বেরিয়েছে আসলে তা একটি প্রবন্ধ, শিরোনামার মতন অদ্ভুত তার প্রতিপাদ্য। দু'চার লাইন পড়ার পরেই প্রবন্ধ ও তার লেখকের ওপর বিরক্ত হলাম। লেখক গোড়াতেই উল্লেখ করেছেন সমস্ত জ্ঞানেরই মূলে আছে পর্যবেক্ষণ। অর্থাৎ খুঁটিয়ে দেখা। তাঁর মতে, যে কোন বিষয় খুঁটিয়ে দেখলে এমন অনেক কিছু জানা যায় যখন প্রশ্ন করার প্রয়োজন থাকে না। খোলাখুলিভাবে লেখক উল্লেখ করেছেন যে কোন মানুষের হাবভাব, তাকানো, চোখের পাতা ফেলা, ভুরু বা নাক কোঁচকানো একবার দেখেই তিনি ধরে ফেলতে পারেন তার মনের গতি কোন দিকে যাচ্ছে। অনেকেই সাধারণ বুদ্ধিতে ব্যাপারটা জাদু বা প্রেতচর্চা জাতীয় কোন অলৌকিক কার্যকলাপ বলে মনে করেন। কিন্তু আসলে তা ফলিত যুক্তিবিজ্ঞানের অঙ্গ যা নিউক্লিয়াসের

জ্যামিতির সূত্রের মত স্বতঃসিদ্ধ ও অভ্রান্ত। লেখকের গালভরা এসব বুলি কিন্তু আমায় প্রভাবিত করতে পারল না। বারবার মনে হতে লাগল, লেখক যুক্তিবিজ্ঞানের দোহাই পাড়লেও তাঁর বক্তব্যে কোথায় যেন বিশুদ্ধ চালাকি আর ফাঁকিবাজি সূক্ষ্মদেহে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু প্রবন্ধের বিচিত্র বিষয়বস্তু আমায় আকৃষ্টই করেছে মানতেই হবে। তাই ভেতরের বিরক্তি চেপে রেখে আবার পরের লাইনগুলোয় চোখ বোলালাম।

'নায়েগ্রা জলপ্রপাত বা অ্যাটলান্টিক মহাসাগর না দেখলেও' লেখক বলছেন, 'ঐ দু'জায়গার কয়েক ফোঁটা জল বিশ্লেষণ করে যুক্তিবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ যে কেউ ঐ প্রপাত আর মহাসাগরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে। এমন নিয়ম মানলে মানুষের গোটা জীবনটাই অনেকগুলো আংটা দিয়ে তৈরি এক শেকলে গাঁথা। একটা আংটার নাগাল পাওয়া গেলে তা বিশ্লেষণ করে যে কোন ব্যক্তিবিশেষের বাকি জীবন কি গতিতে চলছে আঁচ করা যায়। প্রচুর অধ্যবসায় সম্পন্ন যে কেউ দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করলে এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারবেন। আবারও বলছি, আপনার পাশে বসা লোকটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে খুঁটিয়ে দেখুন, তাঁর শার্টের আস্তিন, পায়ের জুতো মোজা, ট্রাউজার্সের হাঁটু, কোটের কনুই, হাতের বুড়ো আঙ্গুল, তর্জনীর কড়া এবং সর্বোপরি চোখের চাউনি দেখেই আপনি বলে দিতে পারবেন তাঁর আসল পেশা কি, সে সমাজের কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কি ধরনের লোক তাঁর সঙ্গী এইসব। যারা দক্ষ তদন্তকারী, এ বিদ্যা তাদের কাজে লাগবে না এমন কেউ জোর গলায় কখনোই বলতে পারবে না।'

'ধ্যত্তোর!' রেগেমেগে ম্যাগাজিনখানা টেবিলে রেখে বলে উঠলাম, 'পাগলের প্রলাপ বকার মত যা কিছু মনে এসেছে উগরে দিয়েছে, এত বাজে লেখা আগে কখনও পড়িনি।'

'হলটা কি,' অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল হোমস, 'এত চটে যাচ্ছ কেন?'

'এই প্রবন্ধটা এতক্ষণ পড়ছিলাম,' ম্যাগাজিনটা ইশারায় দেখালাম, 'হেডিং এ পেনসিলের দাগ দেখে মনে হল তুমিও পড়েছো। ভদ্রলোক লিখেছেন বেশ গুছিয়ে মানতেই হবে, খানিকটা পড়লেই বাকিটুকু পড়ার আগ্রহ জাগে তাও মানছি। তবু বলব বিষয়বস্তু যা বেছেছেন তা এককথায় জঘন্য, বিশ্বাস করতে রুচিতে বাধে। চোখের চাউনি আর ভাঁজ দেখে একজনের পেশা বলে দেওয়া মুখের কথা নয়! গোটা পাতা জুড়ে শুধু ফালতু বকবকানি, তার বাইরে কিছু নেই।'

'শুনলে অবাক হবে ওটা আমারই লেখা,' হোমসের গলা শুনে মনে হল এসব মন্তব্য শুনেও সে মোটেই চটেনি।

'তুমি লিখেছো?' এবার আমার অবাক হবার পালা।

'হ্যাঁ, পর্যবেক্ষণভিত্তিক অনুমান,' আত্মবিশ্বাসভরা গলায় বলল হোমস, 'এ থিওরি তোমার কাছে উদ্ভট ঠেকলেও কিছু করার নেই, কারণ আমার পেশার পুরোটাই এর উপর নির্ভরশীল।'

'কি রকম?' হোমসের ব্যাখ্যার বিন্দুবিসর্গ আমার মাথায় ঢুকল না।

'আমি একজন কনসালটিং ডিটেকটিভ,' হোমস বলল, 'এই মুহূর্তে এই পেশায় গোটা দুনিয়ায় আর কেউ আমার সমকক্ষ নয় বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। লণ্ডন শহরে সরকারি, বেসরকারি অনেক ডিটেকটিভ আছে তা আশা করি জানো। কোনও কেসের তদন্ত করতে গিয়ে খেই না পেলে এরা ছুটে আসে আমার কাছে, পরিস্থিতি তুলে ধরে জানতে চায় কোন পথে এগোলে সাফল্য আসবে। আমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সাধ্যমত ওদের পথ দেখাই, তদন্তে ভুল হলে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিই। সব অপরাধের মধ্যেই কিছু না কিছু মিল থাকে যাকে এককথায় সংখ্যাগত সাদৃশ্য বলা যায় অনায়াসেই। ধরো হাজার রকম অপরাধের ধরন তোমার জানা আছে — সেক্ষেত্রে একহাজার একতম অপরাধের ধরণ কি হতে পারে তা না জানাটাই অস্বাভাবিক। লেসট্রেড নামে একটা লোক খুব ঘনঘন ক'দিন আসতে দেখেছো তো? ও নিজে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের

এক নামজাদা ডিটেকটিভ, হালে নিজেই একটা জালিয়াতি মামলায় জড়িয়ে হালে পানি পাচ্ছিল না। আমার কাছে তাই এসেছিল বুদ্ধি নিতে।'

'আর বাকি সবাই?'

'ওদের বেশির ভাগই লণ্ডনের না বেসরকারি ডিটেকটিভ এজেন্সির মক্কেল, সবাই কোনও না কোনও ঝামেলায় পড়েছে।' 'তার মানে বলতে চাও আর সবাই ঘটনাস্থলে গিয়েও যা দেখেনি বা শোনেনি সে সব এই ঘরে বসে শুধু ওদের কথা শুনেই তুমি জানতে পারো?'

'হ্যাঁ, ওয়াটসন, আমি তা পারি।' এটা আমার এক ধরনের সহজাত ক্ষমতা। তবে ঘরে বসে সব কেসের সমাধান হয় ভেবো না যেন। কেস খুব জটিল হলে আমাকেও বেরোতে হয়, ঘটনাস্থলে গিয়ে দৌড়ঝাঁপ করতে হয়। তবে অনেক রকম জ্ঞান অর্জন করেছি ক্ষেত্রবিশেষে সে সব প্রয়োগ করে অদ্ভুত ফল পাই। খানিক আগে যা পড়ে যা তা বলেছো সেই প্রবন্ধে যে সব পদ্ধতির উল্লেখ করেছি সেগুলো আমার কাছে যেমন বাস্তব তেমন দামি। মনে পড়ে প্রথমদিন পরিচয়ের মুহূর্তে বলেছিলাম তুমি আফগানিস্থানে ছিলে, শুনে তুমি অবাক হয়েছিলে?

'হয়ত কথাটা কারও কাছে শুনে থাকবে!'

'মোটেও না, কিন্তু তুমি যে আফগানিস্থানে ছিলে প্রথমদিন তোমায় দেখেই টের পেয়েছিলাম। বহুদিন নিয়মিত অভ্যাসের ফলে একের পর এক ভাবনা এত দ্রুত মাথার মধ্যে এসেছিল যে প্রথমবার তোমাকে দেখেই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছিলাম, মাঝখানে আরও যা যা ভাবার ছিল সে সব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। তোমার চোখের চাউনি, তাকানো এসব দেখেই মনে হল তুমি ডাক্তার, সেই সঙ্গে পা ফেলার ভঙ্গি আর কিছু সামরিক আদব কায়দাও চোখে পড়ল যা দেখে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে তুমি মিলিটারি ডাক্তার। তারপর খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল চামড়া পোড়া তামাটে কিন্তু হাতের কবজি যথেষ্ট ফর্সা যার অর্থ বিষুবরেখার কাছাকাছি কোথাও তুমি টানা অনেকদিন কাটিয়েছ। রোগা শরীর আর বসে যাওয়া চোখ দেখে বুঝলাম স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল তোমার বাঁ হাতের দিকে, দেখলাম আড়ষ্টভাবে হাতটা উঁচু হয়ে আছে। যার অর্থ হাতে চোট লেগেছে। এবার পরপর সাজিয়ে নেওয়া — বিষুবরেখা আফগানিস্থানের ওপর দিয়ে গেছে সেখানে কিছুদিন আগে ভীষণ লড়াই বেধেছিল। সেই যুদ্ধে গিয়েই তোমার হাত জখম হয়ে থাকবে এই সম্ভাবনা মাথায় আসতে এক সেকেণ্ডও লাগল না। আমার ভাবনা কতটা ঠিক যাচাই করতে তোমায় প্রশ্ন করলাম, তুমি আফগানিস্থানে ছিলে কি না, প্রশ্ন শুনে তুমি অবাক হলে আমিও নিজের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম।'

'তোমার কথা শুনে এডগার অ্যালান পোর গোয়েন্দা দুপিনের কথা মনে পড়ছে,' হাসি চাপতে না পেরে বললাম, 'ব্যাপারটা এত সোজা ভাবতে পারিনি। গোয়েন্দাদের বাস্তব জীবনেও দেখা যায় আগে জানতাম না।'

'নিছক তারিফ করবে বলেই দুপিনের সঙ্গে আমার তুলনা করছ আমি বুঝতে পেরেছি, ওয়াটসন।' পাইপ ধরিয়ে হোমস বলল, 'কিন্তু আমি দুপিনকে এক নিকৃষ্ট স্তরের জীব ছাড়া আর কিছু বলতে রাজি নই। শুনে শুনে ঠিক পনেরো মিনিট চুপ করে থেকে তারপর বন্ধু কি ভাবছে তা বলে দেবার মধ্যে বাহাদুরি আছে ঠিকই কিন্তু যুক্তির গভীরতা একতিলও নেই। পো দুপিনকে যেমন ভেবেছিলেন হুবহু সেভাবে গড়তে পারেননি।'

'গ্যাবোরিয় পড়েছো?' জানতে চাইলাম, 'লেকক কি তোমার মতে খাঁটি জাত ডিটেকটিভ?'

'লেকক?' অবজ্ঞার তিক্ত হাসি হাসল হোমস, 'অমন আনাড়ি লোককে আর যাই হোক আমি ডিটেকটিভ বলে মানতে রাজি নই। যে কাজে হাত দেয় সেটাই ভণ্ডুল করে ছাড়ে!' একটু থেমে রাগ রাগ গলায় হোমস বলল, লেককের শুধু একটি বৈশিষ্ট্য তা হল এনার্জি, তার বাইরে আর কোনও গুণ ওর নেই। এক নাম না জানা কয়েদিকে সনাক্ত করতে যেখানে আমার চব্বিশ ঘণ্টার

বেশি সময় লাগে না লেকক নিয়েছে ছ'মাস। বইটা ধৈর্য ধরে পড়তে গিয়ে আমার শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তদন্ত করতে গিয়ে কি কি বাদ দিতে হয় তার ওপর বই লিখলে হয়ত ডিটেকটিভ গুলোর কাজে আসবে।'

হোমসের কথা শুনে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হলাম। দুপিন আর লেকক, দুই ডিটেকটিভ আমার প্রিয়। তাদের এইভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলে সবাই ক্ষুব্ধ হবে। জানালার দিকে তাকিয়ে মনে মনে হোমসের উদ্দেশ্যে বললাম লোকটা যে বুদ্ধিই ধরুক না কেন বড্ড দাম্ভিক।

'আজকাল তেমন অপরাধ আর হচ্ছে না তাই অপরাধীও চোখে পড়ছে না,' এমনই হামবড়া মেজাজে বলল হোমস, 'আমাদের পেশায় তাই মগজ থাকলেও তাকে কাজে লাগানোর সুযোগ নেই। আমি খুব ভালভাবেই জানি বিখ্যাত হবার অনেক কিছু আছে আমার মধ্যে। অপরাধের তদন্তের প্রয়োজনে আমার মত পড়াশুনো দুনিয়ার আর কেউ করেনি, একাজে যতটুকু সহজাত প্রতিভা আমার আছে তেমন আর কারও নেই। কিন্তু তাতে লাভ কি হল? খুঁটিয়ে তদন্ত করার মত অপরাধ এখন হয় না বললেই চলে। যেটুক হয় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অফিসারদের দিয়েই সেসব তদন্ত সাফল্যের সঙ্গে করানো যায়।'

হোমসের এসব দাম্ভিক মন্তব্য তখন কানে অসহ্য ঠেকছে, তাই মনে হল প্রসঙ্গ পরিবর্তনের এই হল উপযুক্ত সময়। তখনই চোখে পড়ল লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান সাধারণ পোশাক পরা একটি লোক উল্টোদিকের ফুটপাত ধরে বাড়ির ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে হাঁটছে। লোকটার হাতের মুঠোয় ধরা নীল রং এর খামখানা চোখে পড়তে মনে হল হয়ত কাউকে জরুরি চিঠি দিতে এসেছে।

'বলো তো লোকটা কাকে খুঁজছে?' ইশারায় লোকটিকে দেখিয়ে বললাম।

'ঐ রিটায়ার্ড মেরিন সার্জেন্টের কথা বলছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল হোমস।

এই আবার শুরু হল ভুঁইফোঁড়দের মত হামবড়াই। মনে মনে তাকে গাল দিলাম, হোমস ভালই জানে যে আমি তার অনুমান কখনও যাচাই করতে যাব না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে টোকা পড়ল বন্ধ দরজায়। দরজা খুলতেই দেখি একটু আগে দেখা সেই লোকটি হাসিমুখে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। নীল খামখানা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'মিঃ শার্লক হোমসের চিঠি।'

হোমসের থিওরি কতটা কার্যকর তা যাচাই করার এই স্বর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে পারলাম না। গলা নামিয়ে লোকটিকে প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কি করেন?'

'আজ্ঞে দারোয়ানের কাজ করি,' অভদ্রের মত সংক্ষেপে সে জবাব দিল, 'উর্দিটা সেলাই করতে দিয়েছি।'

'আগে কি করতেন?' আড়চোখে বন্ধুবরের দিকে তাকিয়ে ফের জানতে চাইলাম।

'আগে রয়্যাল মেরিন লাইট ইনফ্যান্ট্রিতে সার্জেন্ট ছিলাম, আর কিছু বলবেন? চলি স্যার।' ফৌজি ঢংএ গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকে হাত তুলে সেলাম করে চলে গেল সে।

তিন
লরিস্টন গার্ডেনস রহস্য

সত্যি বলতে কি, এই খানিক আগে হোমসের থিওরির সফল প্রয়োগ দেখে এমন হকচকিয়ে গেছি যে তার ওপর যেটুকু বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছিল সব বিদায় নিয়েছে। তার জায়গা দখল করেছে অপার শ্রদ্ধা। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি হাতে ধরা চিঠি পড়া শেষ করে একমনে কি যেন ভাবছে সে।

'ইয়ে - কি করে টের পেলে বলবে?' আমতা আমতা করে জানতে চাইলাম।

'কি টের পাবার কথা বলছ বলো তো?' হোমসের গলাটা আচমকা রুক্ষ শোনাল।

'যে লোকটা চিঠি দিয়ে গেল তার কথা বলছি, ও যে রিটায়ার্ড মেরিন সার্জেন্ট কি করে বুঝলে?'

'নাঃ, তোমায় নিয়ে আর পারা যাবে না দেখছি। এসব ছোটোখাটো তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময় আমার হাতে নেই, ওয়াটসন!' কপট বিরক্তি দেখিয়েই হেসে ফেলল হোমস, 'খারাপ ব্যবহার করার জন্য মাফ চাইছি। আসলে গভীরভাবে একটা বিষয় নিয়ে ভাবছিলাম ঠিক তখনই তুমি প্রশ্নটা করলে আর চিন্তার জাল তাতে ছিঁড়ে গেল। যাক, বাদ দাও ওসব। লোকটা যে মেরিন সার্জেন্ট ছিল তা সত্যিই তোমার চোখে ধরা পড়েনি?'

'সত্যি বলছি, চোখে পড়েনি।'

'তাহলে মন দিয়ে শোন — এখানে আসার আগে লোকটা যখন রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে তখনই ওর হাতের উল্টোদিকে গাঢ় নীল উল্কিতে আঁকা বড় নোঙ্গরের ছবি আমার নজরে পড়েছিল। তারপরেই চোখে পড়ল ওর গালে চওড়া জুলফি, মেরিনের মধ্যে যা সযত্নে লালন করার রেওয়াজ আছে। সবশেষে ওর হাবভাব, চলাফেরা, হাতের সরু ছড়ি দুলিয়ে যেভাবে ও দলের সর্দারের ঢং-এ পা ফেলছে দেখলে যে কেউ বলবে একসময় অনেক লোক ওর হুকুমে ওঠাবসা করত। এবার সবগুলো সূত্র পরপর সাজালে কি পাচ্ছি — হাতের নোঙ্গরের উল্কি কোনও এক সময় তার জাহাজে কাজ করার সাক্ষ্য দিচ্ছে, গালের চওড়া জুলফি তার মেরিনের ফৌজি হবার সম্ভাবনা বহন করছে এবং সর্দারি মেজাজে ছড়ি দুলিয়ে হাঁটা ওর যা বয়স সেই হিসেবে তার পদমর্যাদা সার্জেন্ট ছিল ভাবতে বাধা কোথায়?'

'সাবাশ!' ভেতরের উল্লাস আর চেপে রাখতে পারলাম না, তার থিওরির বিরুদ্ধে যে বিরূপ মনোভাব খানিক আগে তৈরি করেছিল আমার মনে তাকে যেন উড়িয়ে দিল এক ফুঁ-এ।

'এ নিতান্ত সামান্য আর তুচ্ছ ব্যাপার,' বলল হোমস, যদিও তার চোখমুখ দেখে মনে হল এতক্ষণে আমার প্রশংসা শুনে সে যারপরনাই খুশি হয়েছে। 'একটু আগেই তোমায় বলছিলাম না লণ্ডন শহরে অপরাধ হচ্ছে না। আমার সেই ধারণা যে ভুল তার প্রমাণ এই চিঠি,' বলে খানিক আগে আসা চিঠিটা ছুঁড়ে দিল হোমস আমার দিকে।

'আরে এ যে ভয়ানক ব্যাপার!' একনজর চিঠিতে চোখ বুলিয়েই চেঁচিয়ে উঠলাম।

'নিতান্ত সাধারণ ঠেকছে না ব্যাপারখানা। ওয়াটসন, চিঠিখানা একবার জোরে পড়ে শোনাও তো।'

চিঠির বিষয়বস্তু হুবহু এইরকম : —

'মিঃ শার্লক হোমস প্রিয়বরেষু —

গতকাল রাতে ব্রিক্সটন রোডের কিছু দূরে অবস্থিত ৩, লরিস্টন গার্ডেনসে এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। আমাদের যে কনস্টেবল বিটে পাহারায় ছিল রাত দুটো নাগাদ ওর চোখে পড়ে ঐ বাড়ির ভেতর আলো জ্বলছে। সে জানত বাড়িটা খালি পড়ে আছে, তাই সেখানে আলো জ্বলতে দেখে তার মনে সন্দেহ হয়, ভেতরে হয়ত কোনও বেআইনি কাজ হচ্ছে। সে তখনই ছুটে এসে দেখে বাড়ির সদর দরজা খোলা। সামনের ঘরে একটি আসবাবও ছিল না, কনস্টেবল ঢুকে দেখে মেঝের ওপর ভাল জামাকাপড় পরা একটি লোকের লাশ পড়ে আছে। লাশের জামার পকেটে যে কার্ড ছিল তাতে নাম লেখা 'এনক জে ড্রেবার, ক্লিভল্যাণ্ড, ওহিও, যুক্তরাষ্ট্র।' ডাকাতির কোন চিহ্ন সেখানে যেমন ছিল না তেমনই কিভাবে লোকটি মারা গেল তার কোনও চিহ্নও আশেপাশে ছিল না। লাশ যে ঘরে পড়েছিল সেখানে রক্তের দাগ না থাকলেও লাশের গায়ে কোথাও ক্ষতচিহ্ন নেই। ঐ খালি বাড়িতে লোকটি কি করে এলো এই প্রশ্নের উত্তর আমরা ভেবে পাচ্ছি না — গোটা ব্যাপারটাই একটা বিরাট ধাঁধা। বেলা বারোটার আগে এ বাড়িতে এলে আমায় হাতের কাছে পাবেন। আপনার কাছ থেকে যতক্ষণ না কিছু শুনছি ততক্ষণ এখানে স্থিতাবস্থা বজায়

রাখব, কোন কিছু সরাবো না। কোন কারণে আসতে না পারলে পরে আমি আপনাকে এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানাব এবং আপনার মতামত পেলে খুবই উপকৃত হব। ইতি —

আপনার বিশ্বস্ত

টোবিয়াস গ্রেগসন।'

'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পুলিশের গোয়েন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে চালাকচতুর এই গ্রেগসন,' মুখ টিপে হাসল হোমস, 'ও আর লেসট্রেড, গোয়েন্দাদের মধ্যে এদের দু'জনকেই সেরা বলা যায়। ওরা দুজনেই কিন্তু যথেষ্ট চটপটে, একবুক উৎসাহ আর কর্মশক্তি নিয়ে তদন্তে হাত দেয়। কিন্তু হলে কি হবে, কাজের ব্যাপারে দু'জনেই গতানুগতিক আর সেটাই সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক। একজন আরেকজনকে সইতে পারে না, ঠিক সুন্দরী মেয়েদের মত। ওয়াটসন, দু'জনেই এ কেসের তদন্তে নামলে সত্যিই একটা দারুণ মজার ব্যাপার হবে।'

'আমি তাহলে বেরোচ্ছি,' তার নির্লিপ্ত ভাব দেখে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, 'একটা গাড়ি নিয়ে আসি?'

'কি হবে গাড়ি এনে,' একই নির্লিপ্ত ভাব বজায় রেখে বলল হোমস, 'ওখানে আদৌ যাব কিনা তাই এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি, মাঝে মাঝে তেমনই ভীষণ কুড়েমি আমার ওপর ভর করে, আবার একে কসময় ঠিক তার উল্টোটাও দেখবে — আমার কাজ করার ক্ষমতা দেখে তখন তুমিই অবাক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু খানিক আগে এমনই একটা কাজ হাতে আসছে না বলে তুমিই আক্ষেপ করছিলে।'

'ঠিকই বলেছো, ওয়াটসন,' গম্ভীর গলায় বলল হোমস, 'কিন্তু ভেবে দ্যাখো এই কেসে মাথা ঘামিয়ে আমার কি লাভ হবে? ধরো তদন্ত করে রহস্যের সমাধান আমি একাই করলাম, কিন্তু সে কৃতিত্বের পুরোটাই হজম করবে ঐ গ্রেগসন লেসট্রেড কোম্পানি। সেক্ষেত্রে বেসরকারি গোয়েন্দার সহায়তার দরকার কি?'

'কিন্তু গ্রেগসন তো তোমার কাছে সাহায্য চেয়ে কাকুতি মিনতি করে ঐ চিঠি লিখেছে।'

'সাহায্য না চেয়ে কিই বা করবে,' বলল হোমস, 'গ্রেগসন খুব ভালভাবেই জানে যে তদন্তের ব্যাপারে আমার কাছে ওর এখনও অনেক কিছু শেখার আছে। আমার সামনে মুখ ফুটে তা স্বীকারও করে। কিন্তু ঐ আমি পর্যন্তই, আর কারও সামনে দরকার হলে ও নিজের জিভ কেটে ফেলবে তবু আমার সাহায্যের কথা মুখ ফুটে একবারও বলবে না। যাকগে, এসব সত্ত্বেও চলো একবার ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি দেখে আসি। যদি এ ব্যাপারে আদৌ এগোই তো নিজের বুদ্ধিমত এগোব! আর কিছু না পেলে ওদের সঙ্গে একটু হাসিঠাট্টা করে চলে আসব। চলো বেরোনো যাক।'

ওভারকোটটা চটপট গায়ে চাপিয়ে দরজার দিকে এগোল হোমস, হাবভাব দেখে বুঝলাম আচমকা কাজের প্রেরণা খানিক আগের অনিচ্ছাকে ছাপিয়ে উঠেছে।

'তোমার টুপি নাও,' আমায় বলল হোমস।

'আমি যাব তোমার সঙ্গে?'

'হাতে জরুরি কাজ না থাকলে আসতে পার।' হোমস নিজে যখন বলছে তখন তার সঙ্গী হতে বাধা নেই। মিনিটখানেক বাদে ঘোড়ার গাড়ি চেপে দুজনে রওনা হলাম ব্রিক্সটন রোডের দিকে।

তখনও কুয়াশা কাটেনি, আকাশেও মেঘ জমেছে। যে কাজে যাচ্ছি তা নিয়ে আমার মনে যতই কৌতূহল জমুক না কেন হোমসের কোনও ভাবনা চিন্তা নেই — বেহালা কত রকমের হয়, একটার সঙ্গে আরেকটার কোথায় ফারাক, এসব আমায় বোঝাচ্ছে ফূর্তির মেজাজে।

'ত এসবই হল 'ক্রেমোনা' বেহালার বৈশিষ্ট্য', হোমস বলল 'এবার স্ট্রাডিভেরিয়াস আর আমাতির মধ্যে কোথায় কতটুকু ফারাক, তাই বলছি, মন দিয়ে শোন।' তার এই নিস্পৃহ হাবভাব

দেখে এমনিতেই রাগ জমছিল ভেতরে ভেতরে এবারে আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলে উঠলাম, 'যে সমস্যা হাতে এসেছে তা নিয়ে কিন্তু এতটুকু ভাবছো না।'

'ভাববার মত কিছু এখনও হাতে আসেনি তাই ভাবছি না,' একই উদ্বেগহীন নিস্পৃহ গলায় জবাব দিল সে।

'তার মানে?' স্পষ্ট কথা শুনে অবাক হলাম।

'মানে এই যে ভাবার মত যথেষ্ট তথ্য আর উপাদান এখনও আমার হাতে আসেনি; সেইসঙ্গে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ না নিয়ে মাথা ঘামাতে বসলেই তদন্তে ভুল হবে, সেক্ষেত্রে তোমার সিদ্ধান্ত একপেশে হতে বাধ্য।'

'অন্য উপাদান আর সাক্ষ্যপ্রমাণ এক্ষুনি তোমার হাতে আসবে।' বাইরের দিকে চোখ পড়তে আমি আঙ্গুল তুলে ইশারায় দেখালাম, 'আমরা ব্রিক্সটন রোডে এসে গেছি, ঐ বাড়িটিই আমাদের গন্তব্যস্থল।'

'তাই তো দেখছি,' বলে উঠল হোমস, 'গাড়োয়ান, গাড়ি রোখো। আমরা এখানেই নামব।' নির্দিষ্ট বাড়িটি প্রায় একশো গজ দূরে। সেকথা হোমসকে বলেও লাভ হল না, 'এটুকু পথ দিব্যি পায়ে হেঁটে যাওয়া যাবে।' বলে আমায় আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে গাড়িভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল সে। অগত্যা আমাকেও তার পেছন পেছন এগোতে হল। বাইরে থেকে ৩নং লরিস্টন গার্ডেনসের বাড়িটার দিকে চোখ পড়তে গা শিউরে উঠল এক অজানা ভয়ে — কি এক অশুভ অতৃপ্তির নীরব হাহাকার যেন অভিশাপের মত মাখামাখি হয়ে আছে তার গায়ে। বড় রাস্তা থেকে খানিক তফাতে মোট চারটে বাড়ি যার দুটোতে বাসিন্দা আছে, বাকি দুটো একদম ফাঁকা। শেষ দুটো ফাঁকা বাড়ির একটি হল আমাদের গন্তব্যস্থল। তিন সারি জানালার শার্সির কাঁচ ছানিপড়া চোখের মত ঘোলাটে ফ্যাকাশে, 'বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে' নোটিশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে টাঙ্গানো আছে এখানে সেখানে। বড় রাস্তা আর বাড়ির মাঝখানে আগাছায় ভর্তি পাঁচিল তোলা একফালি বাগান, কাঁকর আর কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে তার একফালি রাস্তা। বাগানের পাঁচিল মাত্র তিন দিক উঁচু, তার উপর কাঠের রেলিং। সেই রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে জনৈক পুলিশ কনস্টেবল তাকে ঘিরে আছে একপাল অকর্মার ধাড়ি তাদের চোখেমুখে বাজ্যের কৌতূহল।

খানিক আগে যে নিরাসক্ত নিস্পৃহ ভাব হোমসের চোখেমুখে দেখেছিলাম তা একইরকম বজায় আছে। এবার ফুটপাথে খানিক পায়চারি করল সে। বাগান, তার রাস্তা, পাঁচিল, কাঠের রেলিং, পুলিশ কনস্টেবল আর তার চারপাশের মানুষজন সবাইকেই একপলক দেখল সে। মুখ তুলে আকাশের দিকেও একবার দেখল। এরপর সে এসে দাঁড়াল বাগানের একফালি রাস্তার ধারে ঘাসের জমির ধার ঘেঁষে। ঘাড় হেঁট করে কি যেন দেখল। খানিক বাদে আপন মনে একবার হাসল, তারপরেই চেঁচিয়ে উঠল চাপা গলায়। গলা শুনে বেশ বুঝলাম এমন কিছু তার চোখে পড়েছে যা সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং যা তাকে অবাক করেছে।

বাড়ির দোরগোড়ায় নোটবই হাতে লম্বাটে ফর্সা একটা অচেনা লোক দাঁড়িয়েছিল। হোমসকে দেখেই ছুটে এল সে। তার হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরে লোকটি বলল, 'আপনি এসেছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ, মিঃ হোমস। কোন কিছু সরাইনি, হাত দিইনি কিছুতে, সব যেমন ছিল তেমন রেখে দিয়েছি আপনার জন্য।'

'শুধু ওটা বাদে!' বাগানের একফালি রাস্তার দিকে ইশারা করল হোমস, 'ঘাঁটাঘাঁটি করে ওখানকার হাল যা করে রেখেছো একপাল মোষ হেঁটে গেলেও তত খারাপ হত না, গ্রেগসন।'

'ওসব লেসট্রেডের কাজ, মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর গ্রেগসন বলল, 'ভেতরে যা কিছু ঘটেছে আমার যত ভাবনা তাই নিয়ে, বাইরের ব্যাপারে যা দেখার লেসট্রেড দেখছে।'

'তোমাদের মত দুই সেরা ডিটেকটিভ যেখানে হাজির আছে সেখানে আমার করার মত কিইবা থাকতে পারে বলতে পারো? হয়ত কিছুই না পেয়ে আমার শেষটায় খালি হাতেই ফিরে যেতে হবে।'

হোমসের কথার বিদ্রূপটুকু গ্রেগসন ধরতে পারল না, সে তার প্রশংসা করছে ধরে নিয়ে বলল, 'আমার তো মনে হয় যা যা করার সব আমরা আগেভাগে সেরে ফেলেছি। তবে কেসটা অদ্ভুত, তাও মানছি। এমন অদ্ভুত কেসই তো আপনার পছন্দ।'

'তুমি আর লেসট্রেড কি ঘোড়ার গাড়িতে চেপে এসেছো?'

'নাঃ মিঃ হোমস।'

'বেশ, এবার তাহলে চলো ভেতরে যাওয়া যাক,' বলে এগোল হোমস, গ্রেগসনকে নিয়ে পেছন পেছন আমি এলাম। হোমসের রকমসকম দেখে তার তাক লেগে গেছে বেশ বুঝতে পারছি।

আমরা এসে ঢুকলাম বেশ বড়সড় একটা ঘরে। আসবাব না থাকার ফলে তা আরও বড় দেখাচ্ছে। দেওয়ালে আঁটা কম দামি রুচিহীন ওয়াল পেপার একেক জায়গায় ছিঁড়ে ঝুলছে, ফলে ভেতরের পলেস্তারা দেখা যাচ্ছে। দরজার ঠিক উল্টোদিকে নকল মার্বেল পাথরে মোড়া শৌখিন ফায়ারিং প্লেস, তার এক কোনে একটা লাল রংয়ের মোমবাতি আঁটা। ঘরের ভেতরে একটিমাত্র জানালার সবখানে ময়লার আস্তর। এত পুরু হয়ে পড়েছে যে তার শার্সি দিয়ে আলো আসছে খুবই কম, যেটুকু আসছে তা অত্যন্ত ঘোলাটে, ভেতরের কোনকিছু সেই আলোয় ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। ঘরের ভেতরের ধুলোর গাঢ় আস্তর সেই আলোকে আরও ঘোলাটে করে তুলেছে।

ঘরের মেঝের তক্তার ওপর পড়ে আছে একটি পুরুষের লাশ, দু'চোখ মেলে চেয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে যদিও সে চোখে এই মুহূর্তে পলক পড়ছে না। লাশের গড়ন মাঝারি, দেখে মনে হল বয়স বড়জোর ছেচল্লিশ নয়ত পঁয়তাল্লিশ, চওড়া কাঁধ, মাথায় ছোট করে ছাঁটা কোঁকড়া চুল, মুখে কড়া দাড়ি, পরনে হালকা রংয়ের ট্রাউজার্স, তার ওপর ওয়েস্ট কোট আর শক্ত কাপড়ের ফ্রক। লাশের ঠিক গা ঘেঁষে মেঝের ওপর তার টুপিখানা এমনভাবে রাখা যা দেখলে মনে হয় কেউ তা বসিয়ে রেখেছে ঐভাবে। এবার লাশের মুখের দিকে তাকালাম। ঢালু কপাল, চ্যাপ্টা নাক আর ঠেলে বেরিয়ে আসা চোয়ালে একই সঙ্গে প্রচণ্ড ঘৃণা আর সীমাহীন আতঙ্ক ফুটে উঠেছে, মৃত্যুর মুহূর্তে লোকটি খুব কষ্ট পেয়েছে বুঝতে বাকি রইল না। লাশের দু'হাত দু'পাশে ছড়ানো, যেন মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে বাঁচতে দু'হাতে কিছু আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল সে।

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল গ্রেগসনের দোসর ইন্সপেক্টর লেসট্রেড, তার রোগা শরীরের এতটুকু উন্নতি হয়নি, লোকটার মুখখানা হুবহু বেজির মত। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েই সুর পাল্টে হোমসকে বলল, 'এ কেসে প্রচুর রহস্য আছে স্যার, তদন্তে হাত দিলেই চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যাবে'।

'কোনও সূত্র চোখে পড়ল?' জানতে চাইল গ্রেগসন। 'একদম না' জবাব দিল লেসট্রেড। এবার হোমস এগিয়ে এল, লাশের পাশে মেঝের ওপর বসল হাঁটু গেড়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আগাপাশতলা দেখল, তারপর আশেপাশে ছড়ানো শুকনো রক্তের দাগ ইশারায় দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'এসব দেখেও বলছ লাশের গায়ে কোথাও চোট লাগেনি?'

'তাই বলছি, স্যর' একসঙ্গে জবাব দিল গ্রেগসন আর লেসট্রেড।

'তাহলে বলতেই হচ্ছে এ রক্ত দ্বিতীয় কারও - খুব সম্ভবত খুনির, অবশ্য যদি খুন আদৌ হয়ে থাকে। ১৮৩৮ সালে উট্রেক্টে ভ্যান জ্যানসেনের মৃত্যুর পরিস্থিতি এই প্রসঙ্গে মনে এল। কেসটা মনে পড়ে গ্রেগসন?'

'না, স্যর।'

'সময় করে একবার দেখে নিও — দেখা উচিত। দুনিয়ার কোথাও নতুন কিছুই হচ্ছে না হে। সবই আগেভাগে হয়ে গেছে।' আমার নজর হোমসের হাতের দিকে, লাশ পরীক্ষা করার কাজ তার শেষ হয়নি। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে অদ্ভুত দক্ষতায় চটপট লাশের এখানে ওখানে টিপে দেখছে, কিছু অনুভব করতে হাত বোলাচ্ছে, বোতামও খুলছে। এত চটপট যে এমন পরীক্ষা করা যায় আগে জানতাম না। খুঁটিয়ে নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাসও হত না। তার দু'চোখের চাউনির গভীরে ধ্যানমৌন তন্ময়ভাব যা দেখলে বোঝা যায় এই মুহূর্তে সে যা করছে তার প্রতিটি রন্ধ্রে সাঁতরে বেড়াচ্ছে তার মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ। পরীক্ষার শেষ পর্বে একবার লাশের মুখ তারপর তার পায়ের জুতোর শুকতলা শুঁকল হোমস, তারপর মুখ তুলে জানতে চাইল, 'লাশ সরানো হয়েছে?'

'আমাদের পরীক্ষার জন্য, যতটুকু দরকার তার বেশি একচুলও সরাইনি স্যর।' দুই পুলিশ অফিসার আবার গলা মিলিয়ে একই জবাব দিল।

'আর কিছু জানার নেই,' হোমস বলল, 'এবার লাশ মর্গে পাঠাতে পারেন।'

স্ট্রেচার নিয়ে চারজন লোক বাইরে অপেক্ষা করছিল, গ্রেগসন ডাকতেই তারা ভেতরে এল। লাশ তুলে বেরিয়ে যাবার মুখে একটা ছোট আংটি গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। লেসট্রেড সেটা তুলে নিয়ে খানিকক্ষণ দেখল, তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'এ তো মেয়েদের বিয়ের আংটি, এখানে এটা এল কি করে? তাহলে ধরে নিতে হচ্ছে এখানে একজন মেয়েও ছিল', বলে সবাইকে দেখাতে আংটিসমেত হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। ঝুঁকে পড়ে দেখলাম সবাই। সত্যিই একরত্তি একখানা সোনার আংটি, বিয়ের সময় যা পাত্রীর হাতের আঙুলে থাকে।

'এর সঙ্গে কেসটা আরও জটিল হল।' গ্রেগসন বলল, 'কোনদিক দিয়ে এগোব তাই মাথায় আসছে না।' 'সত্যি বলছ?' প্রশ্ন করল হোমস, 'কেসের সব জটিলতা এই আংটি পরিষ্কার করে দিচ্ছে না এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত?' 'ঔ গ্রেগসন, ওভাবে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখলে বাড়তি কিছুই জানতে পারবে না। লাশের পকেট হাতড়ে কি পেলে তাই বলো।'

'এখানে সব রাখা আছে,' সিঁড়ির নীচের ধাপটা ইশারায় দেখাল গ্রেগসন, এক সঙ্গে জড়ো করে রাখা অনেকগুলো জিনিস থেকে একটা সোনার পকেটঘড়ি তুলে দেখাতে দেখাতে বলল, 'এটা তৈরি করেছে লণ্ডনের ব্যারুড কোম্পানি, নম্বর হল ৯৭১৬। এরপর দেখুন এই সোনার অ্যালবার্ট চেন, যেমন ভারি তেমনই নিরেট সোনার তৈরি। এই সোনার আংটিটা পেয়েছি, খোদাই করা চিহ্নটা কোনও গুপ্ত সমিতির বলেই মনে হচ্ছে। চামড়ার কার্ড কেস পেয়েছি, ভেতরে কার্ডে লেখা এনক জে ড্রেবার অফ ক্লিভল্যাণ্ড। লাশের জামাকাপড়েও ই. জে ডি এই তিনটে হরফ আছে তাই আমার ধারণা এটা এনক জে ড্রেবারের লাশ। লাশের পকেটে পার্স না থাকলেও খুচরো সাত পাউণ্ড তেরো শিলিং ছিল। আর ছিল বোকাসিওর ডেকামেরন এক কপি পকেট সংস্করণ তার পুস্তানিতে নাম লেখা জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসন। দুটো চিঠিও ছিল লাশের পকেটে, একটার ওপর ই জে ড্রেবার, আর অন্যটার ওপর জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের নাম লেখা।'

চিঠি দুটোর ওপর ঠিকানা কি লেখা ছিল?'

'আমেরিকান এক্সচেঞ্জ, স্ট্র্যাণ্ড এই ঠিকানা। দুটো চিঠি এসেছে গাইওন সিপশিং কোম্পানি থেকে, লিভারপুল থেকে ওদের জাহাজ কবে ছাড়ছে তা লেখা হয়েছে দুটো চিঠিতেই। মনে হচ্ছে লোকটা দেশে ফেরার ব্যবস্থা করছিল।'

'ঐ যে আরেকটা নামের উল্লেখ দেখলে,' থেমে থেমে বলল হোমস, 'ঐ যে জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসন, ওর সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছো?' 'নেবার ব্যবস্থা করছি, স্যর', গ্রেগসন জবাব দিল, 'সব খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, তাছাড়া আমেরিকান এক্সচেঞ্জে লোকও পাঠিয়েছি খোঁজ নিতে, সে এখনও ফেরেনি।' ক্লিভল্যাণ্ডেও আজই সকালে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি।'

'খোঁজখবর নেবার কথা কি লিখেছো?'

'আমরা পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি, সেই সঙ্গে লিখেছি আমাদের কাজে লাগবে এমন যে কোন খবর পেলে খুশি হব।' 'শুধু এইটুকু? যে পয়েন্টটা তোমার কাছে চূড়ান্ত ঠেকেছে সে সম্পর্কে বিশদ জানতে চাওনি?' 'আমি স্ট্যাঙ্গারসন সম্পর্কে খোঁজখবর চেয়েছি।'

'তাতেই হবে? এমন কোনও পরিস্থিতি কি তোমার চোখে পড়েনি যার ওপর গোটা কেসটা ঝুলছে? আরেকটা টেলিগ্রাম পাঠাবে?'

'আমার যা বলার সবই আপনাকে বললাম,' গ্রেগসনের গলা শুনে মনে হল হোমসের ওপর বেশ চটে গেছে সে ভেতরে ভেতরে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মুচকি হাসল হোমস, তারপর কিছু বলতে যাচ্ছে ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল গ্রেগসনের দোসর ইন্সপেক্টর লেসট্রেড। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দু'চোখ, যেন গ্রেগসনকে ছাড়িয়ে গেছে এইভাবে হাতে হাত ঘসছে।

'মিঃ গ্রেগসন, আত্মপ্রসাদের সুরে বলল লেসট্রেড, 'এইমাত্র এক দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আবিষ্কার করেছি'। দেওয়ালগুলো খুঁটিয়ে না দেখলে এটা কারও চোখে পড়ত না।'

'এদিকে সরে আসুন,' বলে দেশলাই কাঠি বের করে জুতোয় ঘষতেই দপ করে জ্বলে উঠল, জ্বলন্ত কাঠিটা একদিকের দেওয়ালের কাছে নিয়ে এসে সে বলল, 'ঐ দেখুন।'

দেওয়ালে আঁটা কাগজ একেক জায়গায় ছিঁড়ে ভেতরের পলেস্তারা বেরিয়ে পড়েছিল আগেই বলেছি। লেসট্রেডের ইশারায় দেখানো জায়গাটা থেকে অনেকখানি কাগজ ছেঁড়া হয়েছে, ভেতরের হলদে পলেস্তারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যেন হলদে পলেস্তারার ওপর রক্তরাঙা হরফে লেখা শুধু একটি শব্দ ঃ

RACHE (র‍্যাসে)

'দেখেছেন আমার আবিষ্কার?' দুনিয়ার অষ্টম আশ্চর্যের যেন হদিশ পেয়েছে এমনই মেজাজে লেসট্রেড বলল, 'এ জায়গাটায় অন্ধকার বড্ড বেশি তাই লেখাটা কারও চোখে পড়েনি। আরও দেখুন শব্দটা লেখা হয়েছে রক্ত দিয়ে, প্রত্যেক হরফ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। তার মানে এটাই দাঁড়াচ্ছে খুনি পুরুষ বা নারী যেই হোক সে নিজের রক্ত দিয়ে এই শব্দটা লিখেছে। এবার তাহলে জোর দিয়ে বলা যায় এই ঘরে যার লাশ পড়েছিল সে আত্মহত্যা করেনি, তাকে খুন করা হয়েছে। মোমবাতিটা দেখেছেন তো? ওটা জ্বালালে এই জায়গাটায় সবচেয়ে বেশি আলো পড়ছে তাই খুনি ঐ শব্দটা লিখতে এই জায়গাই বেছে নিয়েছে।'

'তা তো বুঝলাম,' গ্রেগসন প্রশ্ন করল, 'কিন্তু এটা আবিষ্কার করে তদন্তের লাভ কতটুকু হল?'

'এত সহজ ব্যাপারটাও বুঝিয়ে বলতে হবে? খুনি আসলে যা লিখতে চেয়েছিল তা হল RACHEL, কোনও কারণে বাধা পেয়ে শেষ হরফটা লেখার সময় পায়নি। RACHEL মেয়েদের নাম। কেস শেষ হলে দেখবেন এই খুনের সঙ্গে একটা মেয়ে জড়িত যার নাম RACHEL। আপনি হাসছেন, মিঃ হোমস? আপনি চালাক চতুর মানুষ, গোয়েন্দাগিরিতে আপনার জুড়ি খুব কম আছে মানছি তবু জানেন তো যে যাই বলুক না কেন, বাড়ির পুরোনো ডালকুত্তাই বিপদে সবচেয়ে বেশি কাজে আসে।'

লেসট্রেডের রাগ আর ক্ষোভ হালকা করতে হো হো করে হেসে উঠল হোমস, হাসি থামলে বলল, 'কিছু মনে কোর না লেসট্রেড, আর কেউ দেখার আগেই এমন একটা নাম তুমি দেখে ফেলেছো যা গতকাল রাতে আততায়ী নিজের হাতে লিখে গেছে এটুকু মেনে নিচ্ছি। কিন্তু ঘরটা এখনও পরীক্ষা করা হয়নি। তুমি অনুমতি দিলে সে কাজটা এইবেলা সেরে ফেলা যায়।' কথা শেষ করেই হোমস পকেট থেকে মাপবার ফিতে আর একটা বড় গোল আতসী কাঁচ বের করল। ঐ দুটো সরঞ্জাম নিয়ে মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে মাপজোক নিতে লাগল। একটানা প্রায় কুড়ি

মিনিট ঐভাবে মাপজোক নিল সে, যদিও সে কি খুঁজছে তা আমার মাথায় ঢুকল না। শুধু এটুকু বুঝলাম যে মেঝের ওপর কতগুলো দাগ নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছে হোমস। সবশেষে মেঝে থেকে খানিকটা ধুলো নিয়ে খামে ভরে পকেটে রাখল হোমস। মেঝের পাট চুকলে ও দেওয়াল নিয়ে পড়ল, আতসী কাঁচ দিয়ে দেওয়ালের গায়ে রক্ত দিয়ে লেখা সেই অর্থহীন শব্দ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। দেখা শেষ হলে ফিতে আর কাঁচ পকেটে রাখতেই দুই গোয়েন্দা এক সঙ্গে প্রশ্ন করল, 'কি পেলেন বলুন।'

'আমি আগ বাড়িয়ে সাহায্য করলে তোমরা বাহবা নেবে কি করে? দুজনে খুব ভাল কাজ দেখাচ্ছো, মাঝখান থেকে আমি উড়ে এসে নাক গলাতে চাই না।' হোমসের মন্তব্যে বিদ্রূপ ঝরে পড়ল। পরমুহূর্তে আবার বলল, 'তদন্তের কাজ যেমন চালাচ্ছো চালিয়ে যাও, কতদূর এগোলে আমাকে জানালে তখন না হয় সাহায্য করব। তার আগে যে কনস্টেবল লাশ খুঁজে পেয়েছিল তার নাম ঠিকানা দাও তো, ওর সঙ্গে একবার কথা বলব।'

'সেই কনস্টেবলের নাম হল রানস,' নোটবইয়ের পাতা উল্টে বলল লেসট্রেড, 'এখন ওর ডিউটি নেই। ওর ঠিকানা ৪৬, অডলি কোর্ট, কেনসিংটন পার্ক গেট।'

'চলো ডাক্তার', ইশারায় আমায় ডাকল হোমস, 'চলো এবার রানসের পেছনে ধাওয়া করা যাক। আমি চললুম, যাবার আগে বলে যাই এটা একটা খুনের মামলা, খুন যে করেছে সে পুরুষমানুষ, দু'ফুটের ওপর লম্বা। কিন্তু মাথায় খুব উঁচু হলেও তার পা দুটো খুব ছোট। যে গাড়িতে চেপে এসেছিল তার চাকা চারটে। সেই গাড়ি টানে একটা ঘোড়া। ঘোড়ার পিছনের তিন পায়ে পুরোনো নাল শুধু সামনের একটা পায়ে নতুন নাল লাগানো হয়েছে। খুনির পায়ে চৌকো বুট তার আঙ্গুলের দিক বড্ড পুরু, লোকটার মুখ লালচে, সে ত্রিচিনোপলি চুরুট খায় আর তার ডানহাতের আঙ্গুলের নখ অস্বাভাবিক লম্বা। যা যা বললাম মনে রেখো, খুনিকে গ্রেপ্তার করতে হয়ত কাজে লাগবে।' বলে দাঁড়াল না হোমস, আমায় নিয়ে বেরিয়ে এল। হোমসের কথা শুনে গ্রেগসন আর লেসট্রেড দুজনেই অবিশ্বাসের হাসি হাসছে তা তাদের মুখের পানে একবার তাকিয়েই টের পেলাম।

'খুনটা হল কিভাবে?' জানতে চাইল লেসট্রেড।

'বিষে,' বলে এগোল হোমস, দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আরও একটা কথা লেসট্রেড। র‍্যাচে একটা জার্মান শব্দ, ওর অর্থ প্রতিশোধ বা বদলা। তাই র‍্যাচেল নামে কোন মেয়েকে খুঁজতে গিয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট কোর না।'

হতভম্ব দুই পুলিশের গোয়েন্দার মুখে কথা জোগালো না, তাদের সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে এল হোমস।

চার
জন রানস যা দেখেছিল

বেলা একটা। ৩, লরিস্টন গার্ডেনস থেকে বেরিয়ে হোমস আমায় নিয়ে এল টেলিগ্রাফ অফিসে। অফিস কাছেই, এখান থেকে সে কাউকে এক লম্বা টেলিগ্রাম পাঠাল। ডাকমাশুল মিটিয়ে এবার একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করল হোমস; খানিক আগে লেসট্রেডের দেওয়া ঠিকানা গাড়োয়ানকে বলল।

গাড়ি চলতে শুরু করার খানিক বাদে মুখ খুলল হোমস, নিজে থেকেই বলল, 'হাতে গরম তাজা খাবারের মত যে সাক্ষ্যপ্রমাণ চাক্ষুষ, রহস্য সমাধানে তাকেই সেরা জানবে। সত্যি বলতে কি, এ কেসের ব্যাপারে যেটুকু বোঝার তা আমার বোঝা হয়ে গেছে, তাহলেও রানসের কাছে যাচ্ছি আরও কিছু যদি জানা যায় এই আশায়।'

'ওখানে তুমি যা দেখলে তা সত্যিই অবাক হবার মত,' আমি বললাম, 'যা যা বললে সে সম্পর্কে কি সত্যিই তুমি নিশ্চিত, না নিশ্চিত হবার ভান করেছো?'

'আমার সিদ্ধান্তে ভুল হবার কোন কারণই নেই।' আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ গলায় বলল হোমস, 'ওখানে পৌঁছে গোড়াতেই চোখে পড়ল দুটো ঘোড়ার গাড়ির চাকার দাগ, ফুটপাতের গা ঘেঁষে পাশাপাশি এগিয়ে গেছে দাগদুটো। কাল রাতে বেশি বৃষ্টি হবার ফলে সে দাগ গভীরভাবে পড়েছে। ঘোড়ার পায়ের নালের যে দাগ পড়েছে তাদের মধ্যে তিনটে অস্পষ্ট একটা জোরালো তার মানে ঐ নাল কিছুদিন হল আঁটা হয়েছে ঘোড়ার পায়ে। রাতে বৃষ্টি নামার পরেই গাড়ি এসেছিল, সকালে ওখানে গাড়ি ছিল না, একথা বলেছে গ্রেগসন। তাহলে নিহত ব্যক্তি আর তার আততায়ী দু'জনে ঐ গাড়িতে চেপে এসেছিল এটা ধরে নিতে বাধা থাকছে না।'

'এটা তো খুব সহজেই ব্যাখ্যা করলে,' আমি বললাম, 'কিন্তু আততায়ী অনেক লম্বা তাকে না দেখে তুমি জানলে কি করে?'

'খুবই সোজা হিসেব,' মুচকি হাসল হোমস, 'লম্বা লম্বা পা ফেলে যে হাঁটে তার পায়ের ছাপ মেপে সে কতটা লম্বা বলা মোটেই কঠিন কাজ নয়। একবার বাইরে ধুলোকাদায়, আরেকবার ভেতরে দু'জায়গায় লোকটার পায়ের ছাপ পেয়েছি। তারপর দেওয়ালের গায়ে ঐ লেখা, যে কোন মানুষ মুখোমুখি দেওয়ালে কিছু লিখলে সে লেখা হবে তার চোখের সমান্তরাল, এখানে মেঝে থেকে ৬'ফিট উঁচুতে লেখা হয়েছে যা দেখে বোঝা যায় সে অত্যন্ত ঢ্যাঙ্গা।'

'আঙুলে বড় নখ আছে আর ত্রিচিনোপলি চুরুট খায় কি দেখে বুঝলে?'

'আতস কাঁচে চোখ রেখে দেওয়াল পরীক্ষা করার সময় দেখলাম দেওয়ালের প্রাস্টারে আঁচড়ের দাগ, আঙ্গুলের নখ ছোট করে কাটা থাকলে ঐ দাগ কখনোই পড়ত না। এবার চুরুট। ওয়াটসন, মেঝে পরীক্ষা করার ফাঁকে আমাকে খানিকটা ধুলো কুড়িয়ে কাগজে মুড়তে দেখেছিলে মনে পড়ে? ওটা ধুলো নয়, চুরুটের ছাই। থাকে থাকে সাজানো কালচে ছাই শুধু ত্রিচিনোপলি চুরুটেই হয়। যে কোন তামাকের আর চুরুটের ছাই দেখে সেটা কোন ব্র্যাণ্ডের তা বলে দেবার ক্ষমতা আমার আছে। চুরুটের ছাই নিয়ে পড়াশুনো করেছি, এর উপর প্রবন্ধও লিখেছি, কাজেই যা বললাম তা নিছক অহংকার ভেবো না। লেসট্রেড আর গ্রেগসনের সঙ্গে একজন দক্ষ ডিটেকটিভের এখানেই তফাত।

'আর খুনির লালচে মুখ?'

'আন্দাজে বললেও মনে হয় ভুল করিনি। যাক, পরিস্থিতি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে আর কোনও প্রশ্ন এখন কোর না।'

'জিজ্ঞেস করব কি, পরিস্থিতির কথা ভেবে আর তোমার থিওরি শুনে এমনিতেই মাথা ঘুরছে,' কপালে হাত বুলিয়ে বললাম, 'যত ভাবছি তত রহস্য বাড়ছে। ঐ নিহত ব্যক্তি আর আততায়ী শুধু এই দু'জনেই যে এসেছিল তার প্রমাণ কোথায়? এলেও ঐ খালি বাড়িতে ওরা ঢুকল কোন পথে? যে গাড়িতে চেপে ওরা এসেছিল তার গাড়োয়ানই বা গেল কোথায়? নিহত ব্যক্তিকে বিষ খেতে আততায়ী কিভাবে বাধ্য করল? বিষ প্রয়োগে মৃত্যু তাহলে এত রক্ত ওখানে এল কি করে? খুনের কারণ বোঝাই যাচ্ছে ডাকাতি নয়। তাহলে আততায়ী খুন করল কেন? মেয়েদের বিয়ের আংটি ওখানে এল কি করে? সবশেষে, পালানোর আগে আততায়ী জার্মান ভাষায় র‍্যাচে শব্দটি লিখতেই বা গেল কেন? এসব কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'তবু তোমায় ধন্যবাদ সবক'টা রহস্য গুছিয়ে বলতে পেরেছো বলে,' হোমস হাসল, 'যদিও আরও অনেক কিছুই এখনও অস্পষ্ট ধোঁয়াশার মধ্যে আছে। অবশ্য প্রধান সূত্রগুলো আমার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে। লেসট্রেড আবিষ্কার বলে যা বোঝাতে চেয়েছে তা হল পুলিশকে ভুল পথে চালানোর মানসিকতা, পুলিশ যাতে আর সবকিছু ভুলে ঐ 'র‍্যাচে' শব্দটা কোনও গোপন

সমিতি বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের অপচেষ্টা বলে ধরে নিয়ে ভুল পথে তদন্ত চালায়। যে কোনও জার্মান বা জার্মান জানে এমন কোনও আততায়ী ওটা লেখেনি। লক্ষ্য করে থাকলে দেখতে A হরফটা জার্মান ধাঁচে লেখা কিন্তু যে কোনও জার্মান জানে তারা ঐ ভাষা সব সময় লেখে ল্যাটিন ধাঁচে। অতএব এক্ষেত্রে অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, যে ওটা লিখেছে সে আদৌ জার্মান জানে না, ওটা লেখার উদ্দেশ্য একটিই তা হল তদন্তের গতি বিভ্রান্ত করা। আচ্ছা, ডাক্তার, এর বেশি আর কিছু এখন তোমায় বলা যাবে না। জাদুর খেলার রহস্য ফাঁস করে দিলে খেলা যে দেখায় সে অর্থাৎ জাদুকর হাততালি পাবে না তা নিশ্চয়ই জানো। আমার কাজের ধারা সবই বলে দিলে তুমিও আমায় নিছক এক সাধারণ লোক ছাড়া আর কিছু ভাববে না।'

'মোটেও না,' জোর গলায় বললাম, 'যেখানে অর্থাৎ চোখের সামনে গোয়েন্দাগিরিকে তুমিই প্রথম পরিপূর্ণ বিজ্ঞানে পরিণত করলে, সেখানে আমি তোমাকে সাধারণ মানুষের দলে ফেলব কোন আক্কেলে?'

তোষামোদ নয়, মন্তব্যটা সত্যিই আচমকা উঠে এসেছিল মন থেকে। হোমস তা শুনে বেজায় খুশি হল। লক্ষ্য করে দেখেছি নিজেদের রূপের প্রশংসা শুনলে মেয়েরা যেমন খুশি হয় তেমনই তার কাজের তারিফ শুনলে হোমসও একই রকম খুশি হয়।

'তাহলে আরও একটু বলে নিই, মন দিয়ে শোন,' হোমস আবার মুখ খুলল, 'ঘটনার দিন রাতে পেটেন্ট চামড়ার বুট আর চৌকো বুট অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি আর আততায়ী ঐ বাড়িতে এসেছিল একই গাড়িতে, বাগানের পথ ধরে পাশাপাশি হেঁটেছে দু'জনে ভেতরে ঢোকার আগে। ভেতরে ঢোকার পরে পেটেন্ট চামড়ার বুট অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল একই জায়গায় আর চৌকো বুট অর্থাৎ আততায়ী গোটা ঘরে পায়চারি করেছে, খুন করার আগে ঐভাবে সে নিজেকে তৈরি করেছে চরম মুহূর্তের জন্য। ঘরের ধুলোতে তার লম্বা পা ফেলা দেখেই বুঝেছি যে পায়চারি করতে করতে তার ভেতরের উত্তেজনা ক্রমে বেড়েছে। তোমাকে যা কিছু বললাম সবই এ কেসের তদন্তের কাঠামো। এবং যত শীগগির সম্ভব কাজটা শেষ করতে হবে কারণ আজ বিকেলে নরম্যান নেরুদা হ্যালির কনসার্টে বাজাবেন, আমায় শুনতে যেতেই হবে।'

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি একটা নোংরা রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। খানিক বাদে একটা গলির মুখে এসে গাড়ি থামল, গাড়োয়ান হেঁকে বলল, 'এসে গেছি অড্‌লি কোর্ট, আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি এখানেই অপেক্ষা করব।'

তাকিয়ে দেখার মত আকর্ষণীয় এলাকা অড্‌লি কোর্টকে বলা যায় না। নিম্ন ও স্বল্প আয় গোষ্ঠীর মানুষেরাই এখানকার বাসিন্দা। সরু গলির ওপর পাথর বাঁধানো চৌকো জমির ওপর নিতান্ত দায়সারাভাবে গড়ে উঠেছে এক একটি বাড়ি, তাদের কোনটির গায়ে লেশমাত্র ছিরিছাঁদ নেই। বিবর্ণ ফ্যাকাশে রং-এর জামাকাপড় পরা ছোট ছোট একপাল বাচ্চার মাঝখান দিয়ে পথ করে হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে এসে পৌঁছালাম ৪৬ নম্বর বাড়ির দোরগোড়ায়। সদর দরজার পাল্লার গায়ে আঁটা তামার পাতে জন রানসের নাম খোদাই করা আছে। দেখে বুঝলাম ঠিক জায়গাতেই এসেছি। খোঁজ নিয়ে জানলাম কনস্টেবল জন রানস এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। বাড়ির সামনে একফালি সরু বারান্দায় আমাদের বসিয়ে বাড়ির লোক রানসের ঘুম ভাঙ্গাতে ভেতরে গেল।

জন রানস এল খানিক বাদে। অসময়ে ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য সে যে বিরক্ত হয়েছে তা তার গলার আওয়াজেই ধরা পড়ল। গলা চড়িয়ে রানস বলল, 'আমার যা রিপোর্ট দেবার সে তো আগেই থানায় জমা দিয়ে এসেছি।'

'তা তো দেখেছি,' ঘাড় কাত করে মুচকি হাসল হোমস, সেটা তো তোমার কাজ।' তারপরে একটা আধ গিনি বের করে রানসকে দেখিয়ে সেটা দু'আঙ্গুলে নাচাতে নাচাতে বলল, 'তবু তুমি যেটুকু দেখেছ সেটা তোমার নিজের মুখ থেকে শুনব বলেই আমরা এত দূরে ছুটে এসেছি।'

'কষ্ট করে যখন এসে পড়েছেন তখন নিশ্চয়ই বলব,' লোভির চোখে সোনার আধ গিনির দিকে একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে জন রানস বলল, 'যেটুকু বলার খুশি মনেই বলব।'

'যা ঘটেছে দেখেছো তা তোমার নিজের ভাষায় বলো,' হোমস বলল, 'তোমার মত করে।'

'একদম গোড়া থেকেই বলছি', মুখোমুখি একটা পুরোনো পায়াভাঙ্গা চেয়ারে বসল রানস, 'রাত দশটা থেকে সকাল দু'টো পর্যন্ত আমার ডিউটি। 'হোয়াইট হার্ট' বার চেনেন নিশ্চয়ই, ওখানে রাত এগারোটা নাগাদ একবার মারপিট বাঁধল; শুধু ঐ একটা জায়গায় ছাড়া ওবিটের বাড়িগুলোয় কোনও ঝামেলা হয়নি। রাত একটায় বৃষ্টি নামল, হল্যাণ্ড গ্রোভ বিটে হ্যারি মার্চারের ডিউটি ছিল, দেখা হয়ে যেতে হেনরিয়েটা স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে খানিক গল্প করলুম। এর পরে, রাত দুটো নাগাদ মনে হল ব্রিক্সটন রোডে একবার টহল দিয়ে আসি। রাস্তাটা যেমন ফাঁকা তেমনই নোংরা। দু'একটা গাড়ি পাশ কাটিয়ে গেল বটে কিন্তু একটা লোককেও যেতে আসতে রাস্তায় হাঁটতে দেখলাম না। একচুমুক জিন-এর জন্য তখন মন প্রায় আইঢাই করছে। ঠিক তখনই একটা ফাঁকা বাড়ির জানালায় আলো জ্বলতে দেখলাম। লবিস্টন গার্ডেনসের ঐ দুটো বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে আমি জানি। দুটো বাড়ির একটায় এক ভাড়াটে অল্প কিছুদিন আগে টাইফয়েডে মারা গেছে। অথচ বাড়িওয়ালা তারপরেও নর্দমা সাফ করে না। তাই সেই খালি বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখে অবাক হলাম সন্দেহজনক কিছু হয়ত ভেতরে চলছে একথাও মনে এল। দরজার কাছে যেতেই – '

'থেমে দাঁড়িয়ে পড়লে, তারপর বাগানের দরজায় ফিরে এলে।' রানস বলা শেষ করার আগে হোমস বলে উঠল, 'কিন্তু কেন?'

হোমসের কথা শুনে ভূত দেখার মত চমকে উঠল রানস, হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, 'কি আশ্চর্য? ঠিক তাই হয়েছিল, আমি থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু সেকথা আপনি জানলেন কি করে? আসলে ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানেন? দরজা পর্যন্ত যাবার পরে দেখি চারপাশে মানুষ দূরে থাক, একটা জ্যান্ত প্রাণী ধারে কাছে নেই। তখনই মনে হল একা ভেতরে ঢোকা ঠিক হবে না। না স্যর, রাতের বেলা ডিউটি দিতে গিয়ে ভূতের ভয় আমি পাই না, তবু জায়গাটা এমন সাঁ সাঁ করছিল বুকের ভেতর, সাহস পেলাম না। একবার মনে হল যে ভাড়াটে কিছুদিন আগে টাইফয়েডে ভুগে মরেছে এতদিন বাদে সে হয়ত ফিরে এসেছে, তাই আলো জ্বলছে ওপরের জানালায়। কথাটা মনে হতেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, ভাবলাম ফিরে যাই। মার্চারের সঙ্গে লণ্ঠন আছে। দেখলে ওকে বরং ডেকে আনি, দু'জনে এক সঙ্গে ঢুকব বাড়ির ভেতরে। কিন্তু বাইরে এসে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়েও মার্চারকে দেখতে পেলাম না। সে যেন আগেভাগেই মিলিয়ে গেছে ভোজবাজির মত।'

'কাউকে চোখে পড়ল না?'

'না স্যর, কাউকে ধারে কাছে দেখতে পেলাম না। শেষটায় জোর করে মনে সাহস এনে আবার ফিরে এলাম, দরজা ঠেলে ঢুকলাম ভেতরে, কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। ম্যান্টলপিসে একটা লাল রং এর মোমবাতি জ্বলছিল তারই আলোয় দেখলাম —'

'কি দেখলে জানি। ঘরের চারপাশে কয়েকবার পায়চারি করলে, মেঝেতে যে লাশ পড়েছিল তার পাশে বসলে হাঁটু গেড়ে, তারপর ঘরের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলে এলে রান্নাঘরের সামনে, বন্ধ দরজা খোলার চেষ্টা করলে, তারপর —'

'আপনি তখন কোথায় লুকিয়ে বসেছিলেন, স্যর? রানসের দুচোখে উঁকি দিল রাজ্যের ভয়, সন্দেহ মাখানো দুটি মেলে হোমসকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'যতটা জানার কথা আপনি দেখছি তার চেয়ে অনেক বেশি জেনে ফেলেছেন!'

রানসের কথা শুনে গলা কাঁপিয়ে হেসে উঠল হোমস, হাসি থামলে নাম লেখা একখানা কার্ড

রানসের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, দেখো বাপু, বেশি জেনে ফেলেছি বলে আবার আমাকেই খুনি ঠাউরে গ্রেপ্তার কোর না যেন। আমি নেকড়ে নই, শিকারি হাউণ্ড; আমার সম্পর্কে জানতে হলে মিঃ গ্রেগসন আর মিঃ লেসট্রেডকে জিজ্ঞেস কোর, ওঁরাই যা বলার বলবেন। তাই বলে মুখ বন্ধ কোর না। এরপর তুমি কি করলে তাই বলো।'

'ফাঁকে গিয়ে জোরে বাঁশিতে ফুঁ দিলাম,' রানস বলল, তখনও তার চোখে সন্দেহের ঘোলাটে চাউনি লেগে আছে, 'বাঁশির আওয়াজ শুনে মার্চার আরও দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে এল।'

'তখনও কি রাস্তা ফাঁকা ছিল?

'ফাঁকা মানে, ভাল লোক বলতে কেউ ছিল না।'

'তার মানে? যা বলতে চাও খোলসা করে বলো।'

'পুলিশের চাকরিতে জীবনে ঢের ঢের মাতাল দেখেছি স্যর' হাসল জন রানস, 'কিন্তু নেশার ঘোরে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে এমন মাতাল সেই প্রথম চোখে পড়ল। আমি বেরিয়ে আসতে দেখি রেলিং-এ ঠেস দিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে, এতটাই মদ গিলেছে যে দাঁড়াতে পারছে না। ঐ অবস্থায় আবার গানও গাইছে গলার শিরা ফুলিয়ে।'

'কি গান গাইছিল মাতালটা?'

'কলাম্বিনস নিউফ্যাঙ্গলড্ ব্যানার' বা ঐ ধরনের কোনও গান, এর বেশি মনে নেই।'

'লোকটাকে কেমন দেখতে মনে আছে?' অধৈর্য শোনাল হোমসের গলা।

'লোকটা গাইতে গাইতে পড়ে যাচ্ছিল তখন মার্চার আর আমি ধরাধরি করে তাকে খাড়া করে দিলাম। সে লোক কেমন দেখতে, বলছেন? অস্বাভাবিক ঢ্যাঙ্গা, মাফলার দিয়ে মুখের নিচটা ঢাকা। মুখের কোন অংশের রং লালচে এটুকু মনে আছে।'

'ব্যস্, ওতেই হবে,' হোমস জানতে চাইল, 'ওর গায়ে কি পোশাক ছিল?'

'একটা বাদামী ওভারকোট তার গায়ে ছিল এটুকু মনে আছে', বলল রানস।

'হাতে চাবুক দেখেছিলে, গাড়োয়ানদের চাবুক?'

'গাড়োয়ানদের চাবুক — না।'

'চাবুক রেখে এসেছিল,' আপন মনে চাপা গলায় বলল হোমস।

'ওর পেছনে কোনও ঘোড়ার গাড়ি দ্যাখোনি?

'না।'

লোকটাকে ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে চলে যেতেও দ্যাখোনি?'

'আজ্ঞে না।'

'এই নাও,' আধ গিনিটা রানসের হাতে দিয়ে টুপি মাথায় চাপিয়ে হোমস বলল, 'রানস, সেপাই হয়েই কাটাতে হবে তোমায়, জীবনেও প্রমোশন পাবে না। জানো, কাল রাতে তুমি সার্জেন্টের স্ট্রাইপ্‌স পেয়ে যেতে! ঘাড়ের ওপর গয়নার মত বয়ে বেড়ানো ছাড়া মাথাটা আর কোনও কাজে লাগাতে পারবে না! যাকে আমরা সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছি সে লোককে হাতের নাগালে পেয়েও ছেড়ে দিলে এই ক্ষোভ আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। যাক, এ নিয়ে এখন আর মিছে তর্ক করে কোনও লাভ হবে না। ডাক্তার, চলে এসো!'

গলির মাথায় গাড়ি আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে মনে পড়তে আমরা জোরে পা চালালাম। না দেখেও বেশ বুঝতে পারলাম দু'চোখে অবিশ্বাসের চাউনি নিয়ে কনস্টেবল জন রানস পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

'হতচ্ছাড়া পয়লা নম্বরের গর্দভ!' গাড়ি চলতে তেতো গলায় হোমস বলল একবার ভেবে দ্যাখো তো এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়ে কেউ ছাড়ে?'

'কিন্তু আমি যে আঁধারে ছিলাম সে আঁধারেই রয়ে গেছি.' হতভম্বের মত বললাম, 'মানছি

রহস্যের দ্বিতীয় লোকটির চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছো এ লোকটাকে হুবহু তেমনই দেখতে। কিন্তু আমার মাথায় যা ঢুকছে না তা হল একবার ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পরে সে আবার সেখানে ফিরে আসবে কেন? অপরাধীদের কিন্তু এমন করতে দেখা যায় না।'

'আংটি হে বাপু, আংটি,' হোমস বলল, 'লাশের পাশে পড়ে থাকা একটা আংটি কুড়িয়ে নিয়েছিলাম মনে পড়ে? ঐ আংটির টানেই ফিরে আসতে হয়েছে তাকে। লোকটাকে ধরার আর কোনও পথ যদি নাও থাকে তাহলেও এই আংটিকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে আমরা ওকে টেনে আনতে পারব এ বিশ্বাস আমার আছে। তবে সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ দেব তোমাকে। তুমিই একরকম জোর করে আমায় ওখানে পাঠিয়েছিলে নয়ত এ কেস আমি নিতাম না। দুর্বোধ্য রূপক ব্যবহার করলে বলা যায় জীবনের বর্ণহীন জটিল সূত্রের মধ্যে নরহত্যার যে রক্তিম আভা মিশে আছে আমাদের কাজ তা খুঁজে বের করে আলাদা করা। তার প্রতিটি ইঞ্চি উদ্ঘাটিত করা। ঢের জ্ঞানের বুলি আউড়েছি, এবার বাড়ি ফিরে আগে লাঞ্চ পর্ব সারব, তারপর শুনতে যাব নরম্যান নেরুদার বাজনার প্রোগ্রাম। বেহালার ছড়ে মহিলার হাতের ছড় কি অদ্ভুত খেলে বেড়ায় বেহালার তারের ওপর, তারা যেন কথা বলে। আহা, শোঁপ্যার সেই মধুর রাগিনী ট্রা-লা-লা-লিরা-লিরা-লে?' সে কি ভোলা যায়?'

গাড়ির সিটের গদিতে ঠেস দিয়ে শৌখিন ব্লাডহাউণ্ড পাখির মত সুর ভাঁজতে লাগল। আমি মানবমনের নানা দিক নিয়ে ভাবতে লাগলাম।

পাঁচ
আমাদের বিজ্ঞাপন দেখে লোক এল

সকালে ঘোরাঘুরি করে বাড়ি ফিরে এত ক্লান্ত হয়ে পড়লাম যে বিকেলে আর বেরোতে পারলাম না, তাই আমাকে বাড়িতে রেখে হোমস একাই নরম্যান নেরুদার বাজনা শুনতে গেল। আমি যে এখনও পুরো সুস্থ হয়ে উঠিনি শরীরের এই হাল দেখেই তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। ঘুমোনোর চেষ্টা করতে যাওয়ার চোখ বুজলাম ওরকম নিহত এনক ড্রেবারের লাশের বাঁদরের মত মুখ ভেসে উঠল মনে।

হোমস বাড়ি ফিরল বেশ রাত করে। নরম্যান নেরুদার বেহালা বাজানোর তারিফ করতে করতে জানাল লরিস্টন গার্ডেনসে এনক ড্রেবারের লাশের পাশে পড়ে থাকা মেয়েদের বিয়ের আংটিখানা যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিতে সব খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে সে।

'বড় চমৎকার কাটল আজকের সন্ধ্যেটা, বুঝলে ওয়াটসন?' পরিতৃপ্ত গলায় বলল হোমস, 'এমন চমৎকার বাজানো অনেকদিন শুনিনি। ডারউইন সুর সম্পর্কে কি বলেছিলেন মনে পড়ছে? ডারউইন যা বলতে চেয়েছিলেন তার সারমর্ম হল কথা বলার আগেই মানুষ সুরসৃষ্টি আর তার রস উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করেছিল। হয়ত ওঁর ধারণা ঠিক আর এই কারণেই হয়ত সুর এত সূক্ষ্মভাবে দাগ ফেলতে পারে আমাদের মনে। কিন্তু তোমাকে তো খুব সুস্থ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না, ওয়াটসন। হল কি তোমার, ব্রিক্সটন রোড রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে শরীর খারাপ হয়েছে?'

'ঠিকই বলেছো,' সায় দিয়ে বললাম, 'আমার স্বাস্থ্য আরও পোড় খাওয়া উচিত ছিল, আফগান যুদ্ধে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে ঐরকম হওয়াই আমার উচিত ছিল। অথচ মাইওয়ান্দের যুদ্ধে সঙ্গী অফিসারদের কচুকাটা হতে দেখেও আমার নার্ভ এতটুকু কাঁপেনি!'

'তোমার মানসিক অবস্থা আঁচ করতে পেরেছি, ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'কল্পনাকে উত্তেজিত করার মত কি একটা রহস্য এই খুনের ঘটনায় লুকিয়ে আছে। আবার মজার ব্যাপার হল, কল্পনার

অভাব ঘটলে যা ভয়ানক বিভীষিকা, তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যাবে না। যাকগে, আজকের সন্ধ্যের কাগজ দেখেছো?'

'এখনও দেখিনি।'

'লরিস্টন গার্ডেনসের খুনের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ওতে বেরিয়েছে। তবে লাশ তোলার সময় মেয়েদের বিয়ের আংটি মেঝেতে পড়ে থাকার খবরটা ছাপেনি। আমার মতে না ছেপে ভালই করেছে।'

'কেন?'

'এই বিজ্ঞাপনটা দেখ তাহলেই বুঝবে। ওখান থেকে বেরিয়ে এসে সব খবরের কাগজে গিয়ে এই বিজ্ঞাপন ছাপতে দিয়েছি,' বলে সন্ধ্যেবেলা প্রকাশিত আজকের খবরের কাগজের একটি কপি সে ছুঁড়ে দিল আমার দিকে। 'পাওয়া গেছে' কলমের প্রথম বিজ্ঞাপনের বয়ান চোখে পড়ল :

'আজ সকালে ব্রিক্সটন রোডে হোয়াইট হার্ট সরাইখানা আর হল্যাণ্ড গ্রোভের মাঝামাঝি এক জায়গা থেকে সোনার তৈরি একটি বিয়ের আংটি পাওয়া গেছে। যার জিনিস তিনি আজ সন্ধ্যের পরে আটটা থেকে নটার মধ্যে ২২১-বি, বেকার স্ট্রিটে ডঃ ওয়াটসনের সঙ্গে দেখা করুন।'

'তোমার অনুমতি না নিয়েই তোমার নামটা বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছি বলে মাফ চাইছি,' হোমস বলল, 'নিজের নাম ব্যবহার করলে গর্দভগুলো চিনে ফেলে আমার মতলব ভেস্তে দিত।'

'ও ঠিক আছে,' আমি বললাম, 'কিন্তু ধরো বিজ্ঞাপনের জবাবে সত্যিই যদি কেউ এসে হাজির হয় তখন কি করবে? বিজ্ঞাপনে যে আংটির কথা লিখেছো তা তো আর আমার কাছে নেই।'

'নিশ্চয়ই আছে,' জোর গলায় বলে সোনার তৈরি একটা ছোট বিয়ের আংটি সে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'যেটা ওখানে পড়েছিল এটাকে ঠিক তার জোড়া মনে হচ্ছে, এতেই কাজ হবে।'

'এই বিজ্ঞাপনের জবাবে কে আসতে পারে বলে তোমার ধারণা?'

'কেন, যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমাদের সেই বাদামি কোট পরা লালচে মুখের বন্ধুটি যার জুতোর সামনের দিক চৌকো। লোকটা কোনও কারণে নিজে না এলেও তার কোনও স্যাঙ্গাত নয়ত চ্যালাকে পাঠাবে এটা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট।'

'কিন্তু কাজটায় যথেষ্ট বিপদ আর ঝুঁকি আছে তা কি সে জানে না ভেবেছো?'

'ঠিক তাই। এই কেস সম্পর্কে আমার ধারণা যদি সঠিক হয় এবং তা যে সঠিক এটা মেনে নেবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে, তাহলে ঐ বিয়ের আংটিখানা ফেরত পেতে লোকটি যে কোনও ঝুঁকি নিতে বা বিপদের মুখোমুখি হতে তৈরি আছে। আমার মনে হয় এনক ড্রেবারের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে কিছু দেখতে যাবার সময় আংটিটা ওর অজান্তে পড়ে গিয়েছিল। বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পরে ব্যাপারটা টের পেয়ে ও আংটিটা ফিরিয়ে নিতে আবার এল, কিন্তু পুলিশ কনস্টেবল জন রানস তার আগেই হাজির হয়েছে ঘটনাস্থলে। অত রাতে খুনের ঘটনাস্থলের কাছে দেখতে পেলে পুলিশের মনে সন্দেহ জাগতেই পারে। তা থেকে বাঁচতে এমন অভিনয় করল যা দেখে রানস তাকে পাঁড় মাতাল ভেবে ছেড়ে দিল। এবার লোকটার জায়গায় নিজেকে ভাবো। গোটা পরিস্থিতি ভাবতে গিয়ে সে নিশ্চয়ই ধরে নিল বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরে আংটিখানা রাস্তায় কোথাও পড়ে গেছে। তখন সেই আংটি ফিরে পাবার আশায় তার পক্ষে কি করা স্বাভাবিক? আমার মতে, বিকেলে প্রকাশিত সব ক'টা খবরের কাগজের 'পাওয়া গেছে' কলম আতিপাঁতি করে খোঁজা। আর সেই সূত্রেই আমার দেওয়া বিজ্ঞাপনটাও নিশ্চয়ই তার চোখে পড়বে। বিজ্ঞাপন দেখে খুশি হবে। বিজ্ঞাপনের আকারে আসলে এটা যে তাকে হাতে নাতে ধরার ফাঁদ এটা সে ভাববে কি করে? আংটির সঙ্গে খুনের সম্পর্ক আছে এমন চিন্তাভাবনা তারি মাথাতেই আসবে না। ওকে এখানে আসতেই হবে ওয়াটসন, বলে দিচ্ছি, দেখে নিয়ো। ও ঠিক চলে আসবে, ঘন্টাখানেকের

মধ্যেই সে এসে হাজির হবে।'

'বেশ, তা না হয় এল,' আমি বললাম, 'কিন্তু তারপর? তারপরে কি হবে?'

'ওকে ধরার কথা বলছ? সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে?'

'আগ্নেয়াস্ত্র বলতে পুরানো সার্ভিস রিভলভার আর কিছু কার্তুজ এখনও রয়ে গেছে।'

'ওতেই হবে, রিভলভারটা ভাল করে পরিষ্কার করে কার্তুজ ভরো। আগেই বলে রাখছি লোকটা শুধু দুঃসাহসী নয়, ভয়ানক বেপরোয়া বলতে যা বোঝায় তাই। ও কিছু আঁচ করার আগেই আমি ওকে পেড়ে ফেলব ঠিকই কিন্তু তাহলেও যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য আগে থাকতে তৈরি থাকা ভাল।'

শোবার ঘরে এসে হোমসের কথামত পুরোনো রিভলভারখানা বের করলাম। নলচের ভেতরটা সাফ করে চেম্বারে কার্তুজ ভরে ওটা পকেটে রাখলাম। ফিরে এসে দেখি টেবিল সাফ করা হয়েছে, চেয়ারে বসে হোমস তার সাধের বেহালা ঘসেমেজে পরিষ্কার করছে।

'ষড়যন্ত্রের জাল ছড়াচ্ছে,' আমি ঘরে ঢুকতেই বলল হোমস, 'আমেরিকায় পাঠানো টেলিগ্রামের জবাব এই সবে এল। বললে ডাক্তার, এই কেস-এর ব্যাপারে আমার ধারণাই সত্যি।'

'ধারণাটা কি?' কৌতূহল চাপতে না পেরে জানতে চাইলাম।

'নতুন তার লাগালে বেহালাটা আরও ভাল বাজবে,' নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিল।

বলল হোমস, 'পিস্তলটা পকেটে রাখো, লোকটা এলে খুব সাধারণভাবে কথা বলবে, বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। দেখো, চোখ পাকিয়ে মুখের পানে চেয়ে যেন আবার ঘাবড়ে দিও না।'

'এখন কাঁটায় কাঁটায় আটটা,' পকেটঘড়ি দেখে বললাম।

'হ্যাঁ, দরজাটা অল্প খুলে রাখো, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে ও এল বলে। হ্যাঁ, ঐটুকুই খোলা থাক। চাবিটা ভেতরে লাগিয়ে দাও, ধন্যবাদ! এই দ্যাখো কাল একটা স্টলে এই পুরোনো বইখানা দেখে কিনে ফেললাম, অদ্ভুত বই — ডিজুর গলায় জেনটিস — ল্যাটিনে ছাপা। বেরিয়েছিল ১৬৪২-এ পোল্যাণ্ডের লিজে থেকে। চার্লসের মাথা তখনও ধড়ের ওপর আস্ত আছে।'

'ছেপেছিল কে?'

'ফিলিপে দ্য ক্রয়, এই যে, ফ্লাই লিফে কালি দিয়ে লেখা একটা নামও আছে, 'এক্স লিবরিস গুলিয়েলমি হোয়াইট,' কালিটা এতদিনে ফিকে হয়ে এসেছে। উইলিয়াম হোয়াইট লোকটা কে বুঝতে পারছি না, মনে হচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দীর কোনও উকিল অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো যার স্বভাব। বইয়ের পাতায় আইনের কচকচি আছে। এই যে, আমাদের লোকও এসে পড়েছে।'

হোমসের কথা শেষ হতেই নীচে সদর দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠল। শব্দ না করে উঠে দাঁড়াল হোমস, নিজের চেয়ারখানা ঠেলে নিয়ে এল দরজার কাছে। কয়েক সেকেণ্ড বাদে বাইরে থেকে দরজায় কে যেন টোকা দিল।

'ভেতরে আসুন।' চেঁচিয়ে বললাম। পরমুহূর্তে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল যে সে ভয়ানক বেপরোয়া লোক নয়, এক বৃদ্ধা যার চামড়া কুঁচকে গেছে। আড় চোখে হোমসের চোখমুখ দেখে বুঝলাম বেশ নিরাশ হয়েছে সে।

'এই বিজ্ঞাপন পড়ে চলে এসেছি', বিকেলে প্রকাশিত খবরের কাগজের এক কপি বের করে বৃদ্ধা অভিবাদনের ভঙ্গিতে ঘাড় অল্প ঝুঁকিয়ে বলল।

'এখানে লিখেছে ব্রিক্সটন রোডে সোনার তৈরি একটা বিয়ের আংটি পাওয়া গেছে। আমার মেয়ে স্যালির বিয়ে হয়েছে বারো মাস আগে এটা তারই আংটি। স্যালির বর জাহাজের স্টুয়ার্ড। এখন সদরে বেরিয়েছে ফিরে এসে বৌয়ের হাতে বিয়ের আংটি নেই দেখলে কি বলবে ভাবতেও পারছি না। আমার জামাই এমনিতেই রাগী মানুষ, মদ খেলে তো আর কথাই নেই, সেই রাগ তখন তার সপ্তমে চড়ে। এবার তাহলে কথাটা বলেই ফেলি, কাল রাতে আমার সেই মেয়ে স্যালি

একজনের সঙ্গে গিয়েছিল সার্কাস দেখতে —

'এটা ওরই আংটি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ!' চেঁচিয়ে বলল বুড়ি, 'আজ রাতে আমার স্যালি শান্তিতে ঘুমোতে পারবে। আজ্ঞে হ্যাঁ, এটা ওরই আংটি।'

'আপনার ঠিকানা এবার বলুন,' পেনসিল হাতে নিয়ে বললাম।

'১৩ নম্বর, ডানকান স্ট্রিট, হাউণ্ডস ডিচ, এখান থেকে বেশ দূরে।'

'কিন্তু ব্রিক্সটন রোড তো সার্কাস আর হাউণ্ডস ডিচের মাঝখানে পড়ছে না,' তীক্ষ্ণগলায় বলে উঠল হোমস।

সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়াল বুড়ি, গোল গোল লাল চোখে কিছুক্ষণ তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ইশারায় আমাকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি আমায় ঠিকানা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাই বললাম। আমার মেয়ে স্যালির ঠিকানা ৩, মেফিল্ড প্লেস, পেকহ্যাম।'

'আপনার নাম?'

'আমার নাম সইয়ার — আর টম ডেনিসকে বিয়ে করার পরে আমার মেয়ে স্যালির নাম হয়েছে স্যালি ডেনিস। আমার জামাইটি ছেলে হিসেবে খুব ভাল, যতক্ষণ সমুদ্রে থাকে ততক্ষণ যেমন পরিষ্কার তেমনই চটপটে, ওদের কোম্পানিতে ওর মত সেরা স্টুয়ার্ড নেই বললেই চলে, কিন্তু ডাঙ্গায় পা দিলেই মদ আর মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ে ওর মাথার ঠিক থাকে না —'

'এই নিন আপনার আংটি,' হোমস ইশারা করতে জিনিসটা তার হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'মিসেস সইয়ার, এটা আপনার মেয়েরই আংটি, যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিতে পেরে সত্যিই খুশি হলাম।'

বিড়বিড় করে আমাদের দু'জনকে আশীর্বাদ করে বুড়ি আংটিটা কাগজে মুড়ে পকেটে রাখল, তারপর বাইরে গিয়ে ঘষে ঘষে পা ফেলে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে হোমস দ্রুতপায়ে চলে গেল নিজের কামরায়, ফিরে এল প্রায় তখনই গায়ে অলস্টার চাপিয়ে। দেখলাম এরই মধ্যে একটা ক্রাকাই গলায় বেঁধে নিয়েছে সে।

'আমি ওর পিছু নিচ্ছি,' চাপা অথচ চটপটে গলায় বলে উঠল হোমস, 'বুড়ি নিশ্চয়ই লোকটার চেনা, ওর পেছন পেছন গেলেই আসল লোকের কাছে পৌঁছে যাব। আমার জন্য অপেক্ষা কোরো।' হোমস বেরোনোর পরে জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলাম উল্টোদিকের ফুটপাত ধরে বুড়ি একইরকম পা ঘষে ঘষে হাঁটছে, কিছু দূরে ছায়ার মত তার পিছু নিয়েছে হোমস। নিজের মনে বললাম হয় ওর গোটা থিওরিটাই ভুল, আর নয়ত এবার ও পৌঁছে যাবে রহস্যের মূলকেন্দ্রে। আমাকে অপেক্ষা করতে বলার কোনও দরকার ছিল না কারণ ওর অভিযানের ফলাফল শোনার আগে আমার চোখে ঘুম কিছুতেই আসবে না।

হোমস যখন বেরিয়েছে তখন কাঁটায় কাঁটায় রাত ন'টা, কটা নাগাদ ফিরবে জানি না। মনটা অন্যদিকে ঘোরাতে পাইপ টানতে টানতে হেনরি মার্জারের 'ভান ডি বোহেমি'র পাতা ওল্টাতে লাগলাম। দশটায় দরজার বাইরে হালকা পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝলাম কাজের মেয়ে শুতে গেল। এগারোটা বাজতে ভারি পায়ের আওয়াজ তুলে ল্যাণ্ডলেডি শুতে গেলেন। রাত প্রায় বারোটা নাগাদ ল্যাচে চাবি ঘোরানোর আওয়াজ কানে এল, তার খানিক বাদে ঘরে ঢুকল হোমস। মুখ দেখে বুঝলাম যে উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল তা সফল হয়নি। তাই বলে দমে যাবার পাত্র নয় হোমস, ব্যর্থতা যাতে হতাশায় পরিণত না হয় সেই মানসিকতা নিয়ে বিদ্রূপ মাখানো ভাবভঙ্গি মুখের হাবভাবে দিব্যি বজায় রেখেছে সে। খানিক বাদে হাসতে হাসতে চেয়ারে বসে বলল, 'আজ আমার জীবনে যা ঘটেছে কোনমতেই তা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ঐ দুই বাহাদুরকে বলতে পারবে না। এতদিন আমি ওদের তদন্তে ভুলভ্রান্তি নিয়ে হাসিঠাট্টা কম করিনি, এ খবর শুনলে ওরা এতদিনের

পুরোনো গায়ের ঝাল ঝাড়বে। তবু আমি কেন হাসছি জানো? কারণ আমি জানি এই খেলায় শেষ পর্যন্ত আমিই জিতব।'

'আজ কি এমন হল?' আমি শুধোলাম।

'যে আপদটার পিছু নিয়েছিলাম, হাসিমুখে বলতে লাগল হোমস, 'এখান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে সেটা এমন লেংচাতে লাগল যে দেখে মনে হল পায়ে ঘা হয়েছে। শেষকালে আর পা ফেলতে না পেরে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করল। তার আগেই আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। কানে এল বুড়ি গাড়োয়ানকে বলল 'হাউণ্ডস ডিচে চলো, বাড়ির ঠিকানা ১৩ নম্বর, ডানকান স্ট্রিট।' বুড়ি ভেতরে চেপে দরজা আঁটতেই গাড়োয়ান গাড়ি ছাড়ল, আর ঠিক তখনই তাদের অজান্তে গাড়ির পেছনের পাদানিতে আমিও উঠে পড়লাম। গোয়েন্দাগিরির পিছু নেবার এই কৌশল সব ডিটেকটিভের রপ্ত করা উচিত। মনে মনে ভাবলাম বুড়ি তাহলে ঠিকানার ব্যাপারে মিথ্যে বলেনি।

নির্দিষ্ট জায়গার কাছাকাছি আসতেই নেমে পড়লাম পেছনের পাদানি থেকে। খানিক বাদে ডানকান স্ট্রিটের ১৩ নম্বর বাড়ির সামনে গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে নেমে এল, বুড়ির নামার জন্য দরজার পাল্লা খুলে দিল। আমি ততক্ষণে কাছাকাছি চলে এসেছি, স্পষ্ট দেখলাম গাড়ির ভেতরে সেই বুড়ি দূরে থাক দু'পেয়ে অন্য কোন প্রাণী নেই। সেই বুড়ির উদ্দেশ্যে গাড়োয়ান বেচারা গালাগালির ঝড় বইয়ে দিচ্ছে তাও কানে এল। বোঝ ব্যাপারখানা। নিজে নিশ্চিন্ত হলেও আমি যে ওর পিছু নিয়েছি তা বুড়ির চোখে ঠিক ধরা পড়েছিল তাই গাড়োয়ান আর আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোন এক ফাঁকে মাঝপথে গাড়ি থেকে নেমে পালিয়ে গেছে সে।'

'বুড়ি তোমাদের দু'জনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাল কি করে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

'বুড়ি না ছাই!' চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল হোমস, 'আসলে ও পুরোদস্তুর এক তরতাজা জোয়ান, আংটিটা হাতাতে বুড়ি সেজে এসেছিল আমার কাছে। এত নিখুঁত অভিনয় করে গেল অথচ তুমি বা আমি কারও মনে একটিবারেও সন্দেহ জাগল না। তাহলেই বোঝ ওয়াটসন, আমাদের প্রতিপক্ষ আদৌ বোকা বা দুর্বল নয়, তার স্যাঙ্গাতের সংখ্যাও খুব কম নয়। সে লোকগুলোও যে তার জন্য বড় বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে তা তো নিজের চোখেই দেখলে।'

'১৩ নম্বর বাড়িতে খোঁজ নিয়েছিলে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'নিয়েছি,' হোমস জবাব দিল, 'সইয়ার বা ডেনিস পদবির কেউ সেখানে থাকে না। ও বাড়ির মালিকের নাম কেসউইক, ঘরের দেওয়ালে রঙিন কাগজ আঁটার এক নামী কারবারী সে। ওয়াটসন, তোমায় খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, আজ আর দেরি না করে শুয়ে পড়ো।'

ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে সত্যিই ভেতরে ভেতরে খুব ক্লান্ত লাগছিল তাই কথা না বাড়িয়ে তখনই উঠে পড়লাম। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে ধিকিধিক করে, তার মুখোমুখি বসল হোমস বেহালা নিয়ে। বিছানায় এসে শোবার অল্প খানিক বাদে ঘুম ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'চোখের পাতায়। ঘুমের ঘোরে কানে এল হোমসের বেহালার করুণ সুর। বেহালা বাজানোর সঙ্গে ও যে এই কেসের গভীরে ডুবে আছে বুঝতে বাকি রইল না।

ছয়
টোবিয়াস গ্রেগসনের বাহাদুরি

ব্রিক্সটন রোডের খুনকে কেন্দ্র করে কদিন লণ্ডনের সব খবরের কাগজে খবর ছাপা হল বিস্তারিতভাবে। সে সব বিবরণ থেকে স্ক্র্যাপবুকে আঁটার জন্য যেগুলো বেছে নিয়েছিলাম তাদের কয়েকটা সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরলাম।

'দ্য ডেলি টেলিগ্রাফ' উল্লেখ করেছে অপরাধের ইতিহাসে এমন বিচিত্র ট্র্যাজেডি খুব কমই ঘটতে দেখা গেছে। নিহত ব্যক্তির জার্মান নাম, খুনের নির্দিষ্ট মোটিভের অভাব এবং রক্ত দিয়ে দেওয়ালে বীভৎস মন্তব্য এসব কিছুই রাজনৈতিক আশ্রিত ও বিপ্লবীদের গুপ্ত অপরাধমূলক কার্যকলাপের দিকে ইঙ্গিত করছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের বহু শাখা আমেরিকায় আছে এবং এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে নিহত এনক ড্রেবার তাদের কোনও দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। যতদূর সন্দেহ হয় দলের কোনও অলিখিত আইন নিহত ব্যক্তি লঙ্ঘন করেছিল যার ফলে তাদের কোপদৃষ্টি এসে পড়ে তার ওপর। তাকে চরমদণ্ডে দণ্ডিত করতে আমেরিকা থেকে তারা এসে হাজির হয় লণ্ডনে। সবশেষে ডারউইন ও ম্যালথাস তত্ত্ব এবং র‍্যাটক্লিফ সড়ক হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে ইংল্যাণ্ডে বিদেশীদের ওপর সরকারের কড়া নজর রাখার উল্লেখ করা হয়েছে।

'দ্য স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার মতে, প্রশাসন যন্ত্র পরিচালনা করতে গিয়ে সরকার অত্যন্ত উদার মনোভাব অবলম্বন করছে বলেই প্রশ্রয় পাচ্ছে অপরাধীরা। নিহত এনক ড্রেবার মার্কিন নাগরিক, খুন হবার আগে কয়েক সপ্তাহ তিনি দিন কাটাচ্ছিলেন লণ্ডন শহরে। ক্যাম্বারওয়েলের টর্কওয়ে টেরেস এলাকায় মিসেস চার্পেন্টিয়ার নামে জনৈক মহিলা এক বোর্ডিং হাউস চালান, লণ্ডনে এসে নিহত এনক ড্রেবার সেখানে উঠেছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর সেক্রেটারি জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসন। মঙ্গলবার ৪ তারিখে লিভারপুল এক্সপ্রেস ধরবেন বলে ওঁরা দুজনেই ল্যাণ্ডলেডিকে বলে ইউস্টন স্টেশনের দিকে রওনা হন। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ওঁদের দু'জনকে এক সঙ্গে দেখেছে অনেকেই। কিন্তু মিঃ ড্রেবারের লাশ পড়েছিল ব্রিক্সটন রোড এলাকার এক খালি বাড়িতে ইউস্টন স্টেশন থেকে যা অনেক দূরে। মিঃ এনক ড্রেবার নিহত হবার আগেই সেখানে পৌঁছেছিলেন নাকি খুন করে পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে আততায়ী তাঁর লাশ সেখানে নিয়ে গিয়েছিল এ প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা। আশ্চর্যের বিষয়, মিঃ ড্রেবারের সেক্রেটারি মিঃ স্ট্যাঙ্গারসনের কোনও খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না, তাঁর গতিবিধি কারও জানা নেই।

আমরা শুনে সুখী হয়েছি যে এই খুনের তদন্তের দায়িত্ব স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দুই গোয়েন্দা অফিসার মিঃ লেসট্রেড আর মিঃ গ্রেগসনকে দেওয়া হয়েছে। নামী এই দু'জন গোয়েন্দা অফিসার নিশ্চিতভাবে অল্প সময়ের মধ্যে রহস্যের ওপর আলোকপাত করতে পারবেন নিশ্চিতভাবে তা আশা করা যায়।

আবার **'ডেলি নিউজ'** খবরের কাগজ এনক ড্রেবারের খুন হবার পেছনে প্রচ্ছন্ন রাজনীতি আছে এমন মন্তব্য করতে পিছপা হল না। একই সঙ্গে তদন্ত করতে গিয়ে মিঃ গ্রেগসন প্রচুর বাহাদুরি দেখিয়েছেন, তাঁর তদন্তের ফলেই মিঃ ড্রেবারের আস্তানার হদিশ মিলেছে এমন মন্তব্যও তারা ছেপে বের করল।

'এ আর এমন কি,' ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে হোমস মুচকি হাসল, 'লেসট্রেড আর গ্রেগসন যে সবটুকু বাহবা কুড়োবে একথা তো আমি আগেই বলেছিলাম তোমায়।'

'এখনও তদন্ত শেষ হয়নি, বন্ধু,' হোমসকে চাঙ্গা করতে বললাম, 'শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গড়ায় তা আগে দ্যাখো, তারপর ওকথা বোল। ওদের দু'জনের বাহবা কুড়োনোর ক্ষমতা কতটুকু তা তখনই প্রমাণ হবে।'

'বেঁচে থাকো, ডাক্তার,' হাসিমুখে বলল হোমস, 'কিন্তু ওতে কিছুই যাবে আসবে না। ড্রেবারের খুনি ধরা পড়লে ওদের বাহবা দেবার লোকের অভাব হবে না, খুনি পালিয়ে গেলে ওরাই গ্রেগসন আর লেসট্রেডকে ইশারায় দেখিয়ে বলবে এরা এত খাটবার পরেও কিনা খুনি পালিয়ে গেল।'

হোমসের আক্ষেপ শেষ হতেই নিচ থেকে ল্যাণ্ডলেডির বিরক্তি মেশানো ধমক কানে এল সেই সঙ্গে কানে এল অনেকগুলো জুতোপরা পায়ের আওয়াজ।

'ও কিসের আওয়াজ!' চমকে বললাম, 'কারা যেন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে!'

'ঠিক ধরেছো।' সায় দিল হোমস, 'ডিটেকটিভ পুলিশের বেকার স্ট্রিট বাহিনী আসছে।' তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ধুলো কাদা মাখা ছ'টা রাস্তার ছেলে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। এমন হতদরিদ্র চেহারার কিশোর আগে কখনও আমার চোখে পড়েনি। বাপ মা থেকেও যত্ন না নেবার দরুন এরা লেখাপড়া ফেলে দিনরাত রাস্তায় ধুলোকাদা মেখে খেলাধুলো করে বেড়ায় তা একনজর দেখেই বুঝতে পারলাম।

'অ্যাটেনসান!' তীক্ষ্ণ গলায় ফৌজি কুচকাওয়াজের হুকুম হাঁকল হোমস. সঙ্গে সঙ্গে ছ'টা কেলেভূত ফৌজি কায়দায় এক লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এবার থেকে দেবার মত কোনও খবর পেলে একা উইগিন্সকে পাঠিয়ে দিবি,' হোমস বলল, 'আর তোরা নিচে রাস্তায় অপেক্ষা করবি। কিরে উইগিন্স, তোরা ওর হদিশ পেয়েছিস?'

'আজ্ঞে না, এখনও পাইনি,' ছোঁড়াগুলোর মধ্যে একজন বলে উঠল।

'পারবি না তা আগেই জানতাম। তবু ছাড়িস না, হদিশ না পাওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যা। এই নে, তোদের মজুরি।' ছ'জনকে মোট ছ'টা শিলিং দিয়ে হোমস আবার হেঁকে উঠল, 'নে. এবার ভাগ! পরের বার আরও ভাল তাজা খবর নিয়ে আসা চাই।'

মজুরি পকেটে পুরে খোশমেজাজে ছোঁড়াগুলো সিঁড়িতে ধুপধাপ আওয়াজ তুলে বিদেয় হল।

'ব্রিক্সটন রোড খুনের তদন্তে ওদের কাজে লাগিয়েছো নাকি?' আমি জানতে চাইলাম।

'ঠিক ধরেছো,' সায় দিল হোমস, 'কান খাড়া রেখে দিনরাত এখানে ওখানে ঘোরে এরা, কে কোথায় কি বলছে সব মনে রেখে দেয়। এদের একেকজন একডজন সাদা পোশাকের পুলিশের চাইতে অনেক বেশি খবর জোগাড় করতে পারে। আরে কি ব্যাপার! ঐ তো গ্রেগসন, এদিকেই আসছে বলে মনে হচ্ছে। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে কোথাও দারুণ বাহাদুরি দেখিয়ে আসছে।'

হোমসের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ গ্রেগসন ঘরে ঢুকে পড়লেন 'মিঃ হোমস, দোহাই আপনার। মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে না থেকে আমায় প্রাণ খুলে বাহবা দিন।' বলে দু'হাতে হোমসের সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন করল।

'কেসের তদন্ত প্রায় শেষ করে এনেছি।' হোমস কিছু বলার আগে গ্রেগসন বলল, 'পুরো ব্যাপারটাই এখন দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে।' আড়চোখে তাকিয়ে দেখি হোমসের চোখে ফুটে উঠেছে দুশ্চিন্তার ছাপ, সে শুধু জানতে চাইল, 'তাই নাকি? তা তুমি ঠিক পথ ধরে এগোচ্ছ তো?'

'খুনিকে গ্রেপ্তার করার কাজ পর্যন্ত সেরে ফেলেছি আর এখন আপনি জানতে চাইছেন আমি ঠিক পথ ধরে এগোচ্ছি কিনা? সে ব্যাটা এখন হাজতে।'

'ভাল কাজ দেখিয়েছো, গ্রেগসন' হোমস শুধোল, 'তা লোকটার নাম কি, কাজকর্ম কি করে?'

'লোকটা নেভির সাব লেফটেন্যান্ট, নাম আর্থার চার্পেন্টিয়ার.' হাতে হাত ঘষে বুক ফুলিয়ে দারুণ লড়াই জেতার মেজাজে জবাব দিল গ্রেগসন।

'তাই বলো। নাও, এবার মৌজ করে চুরুট ধরাও,' একটা চুরুট তার দিকে এগিয়ে দিল হোমস। গলা শুনে বুঝলাম গ্রেগসনের কথা শুনে খানিক আগে যেটুকু উদ্বেগ তার মনে উঁকি দিয়েছিল তা কেটে গেছে।

'কিভাবে কাজটা সারলে তাই এবার ধীরে সুস্থে বলো,' হোমস বলল, 'জল দিয়ে একটু হুইস্কি চলবে?'

'পেলে মন্দ হয় না,' গ্রেগসনের গলায় একই সুর, 'গত দু'দিন সাংঘাতিক ধকল গেছে মাথার ওপর। ভেবে আর কূলকিনারা পাই না। আপনাকে এসব আর নতুন কি বলব, মিঃ হোমস, আপনি আর আমি, আমাদের দু'জনকে তো দিনরাতই মাথা খাটাতে হচ্ছে।'

'আমার সম্পর্কে এটা একটু বেশি বলা হল,' হোমসের গলা বেশ গম্ভীর, 'লোকটাকে কিভাবে ধরলে তাই বলো।'

'ওদিকে আমার সহকর্মিটি ভাবেন তাঁর মত বুদ্ধিমান লোক দুনিয়ায় আর কেউ নেই,' চুরুটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল গ্রেগসন, 'ঐ লেসট্রেডের কথা বলছি আর কি। আসলে ও এক নিছক বোকাহাঁদা ছাড়া কিছু নয়, তাই ভুল পথে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। নিহত এনক ড্রেবারের সেক্রেটারি মিঃ স্ট্যাঙ্গারসন লোকটাকে গোড়া থেকেই আমার নির্দোষ মনে হচ্ছে; অথচ মজার ব্যাপার দেখুন, লেসট্রেডের মতে ঐ হল খুনি, তাকে বোকার মত এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে সে।' লেসট্রেডের দুর্দশার দৃশ্য কল্পনা করে আপনমনে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল গ্রেগসন, বিষম না খাওয়া পর্যন্ত তার সে হাসি থামল না।

'লেসট্রেডের কথা ছাড়ো।' হোমস বলল, 'খুনিকে ধরার সূত্র তুমি কি করে পেলে তাই বলো।'

'সব বলব, মিঃ হোমস, বলব বলেই তো ছুটে এলাম আপনার কাছে। ইয়ে তো ডঃ ওয়াটসন, এসব কথাবার্তা আমাদের তিনজনের মধ্যেই গোপন রাখবেন। বাইরের আর কোন লোকের কানে যেন না যায়। আচ্ছা, এবার আমার সূত্রের প্রসঙ্গে আসছি। জানেন তো মিঃ হোমস, আমি ইন্সপেক্টর লেসবিযাস গ্রেগসন, আর পাঁচজন যে পথে হাঁটে, আমি সে পথে হাঁটি না, আমার পথ একটু অন্য ধাঁচের। যাক গে, এনক ড্রেবারের লাশের পাশে একটা টুপি পড়েছিল আশা করি আপনার মনে আছে?'

'হ্যাঁ, মনে আছে বই কি,' হোমস বলল, 'জন আণ্ডারউড অ্যাণ্ড সনস্ কোম্পানির টুপি, ঠিকানা লেখা ছিল ১২৯, ক্যাম্বারওয়েল রোড।'

শুনে অবাক হল গ্রেগসন, খানিকক্ষণ বড় বড় চোখে চেয়ে থেকে জানতে চাইল, 'ওটা আপনারও চোখে পড়েছে আঁচ করতে পারিনি। আপনি ঐ ঠিকানায় ধাওয়া করেছিলেন নাকি?'

'না।'

'হা!' মনে হল হোমসের কথা শুনে নিশ্চিন্ত হল গ্রেগসন, জ্ঞান দেবার গলায় বলল, 'সুযোগ যত ছোটই মনে হোক তাকে অবহেলা করতে নেই।'

'মন যেখানে বিশাল সেখানে ছোট বলে কিছুই নেই,' জবাব দিল হোমস।

'যাক গে ওসব, তারপর কি হল শুনুন।' জাহির করার ঢং-এ শুরু করল গ্রেগসন, 'আমি সোজা চলে এলাম সেই টুপিওয়ালা আণ্ডারউডের কাছে, জানতে চাইলাম ঐরকম একখানা টুপি সে হালে কাউকে বিক্রি করেছে কিনা। দোকানদার করেছে বলতেই সেই খদ্দেরের নাম ঠিকানা আর চেহারার বর্ণনা দিতে বললাম। পুরোনো ক্যাশমেমো ঘেঁটে টুপিওয়ালা বলল, খদ্দেরের নাম এনক জে ড্রেবার, ঠিকানা চার্পেন্টিযার্স বোর্ডিং, টর্কে টেরেস। এইভাবে খুনির ঠিকানা জোগাড় করলাম।'

'বাহাদুর গ্রেগসন, তোমার বাহাদুরির সত্যিই তুলনা হয় না,' হোমস আপন মনে বিড়বিড় করলেও তার গলায় চাপা বিদ্রূপের সুর আমার কান এড়াল না।

'তারপর কি করলে?' বাহাদুর গোয়েন্দাকে তোল্লা দিল হোমস।

'ঠিকানা নিয়ে সোজা চলে এলাম টর্কে টেরেসে, চার্পেন্টিয়ার্স বোর্ডিং-এ ঢুকে সেখানকার মালকিন মাদাম চার্পেন্টিয়ারের সঙ্গে দেখা করলাম। ভদ্রমহিলার মেয়ে তাঁর পাশে বসেছিল। আমি সরাসরি মহিলাকে বললাম, 'মাদাম, ক্লিভল্যাণ্ডের মিঃ এনক জে ড্রেবার কিছুদিন আগে আপনাদের এখানে ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন তদন্ত করতে গিয়ে সে খবর আমাদের কানে এসেছে। কিছুদিন আগে রহস্যময় পরিস্থিতিতে ওঁর খুনের খবর কাগজে দেখেছেন?'

'মুখে কিছু না বলে ঘাড় নেড়ে মহিলা শুধু সায় দিলেন। দেখলাম তাঁর মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে, চোখে দুশ্চিন্তার ছাপও চোখে পড়ল। আমার প্রশ্ন শুনে তাঁর মেয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে

ফেলল। বেশ বুঝতে পারলাম নিহত মিঃ ড্রেবার সম্পর্কে অনেক কিছুই এরা দু'জনে জানে।

'মিঃ ড্রেবার ট্রেন ধরবেন বলে আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন জানতে পেরেছি,' আমি বললাম, 'তখন কটা বেজেছিল মনে আছে?'

'ঠিক আটটা,' ঢোক গিলে আমতা আমতা করে জবাব দিল ওঁর মেয়ে, 'মিঃ ড্রেবারের সেক্রেটারি মিঃ স্ট্যাঙ্গারসন বললেন, 'দুটো ট্রেন আছে, একটা ৯-১৫ তে, আরেকটা ১১টায়। মিঃ ড্রেবার প্রথম ট্রেনটা ধরবেন বলে বেরিয়েছিলেন।'

'মিঃ ড্রেবারকে তাহলে তখনই শেষবার দেখেছিলেন?' আমি জানতে চাইলাম। প্রশ্ন শুনে মহিলার মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড দম নিয়ে নিলেন 'হ্যাঁ,' আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মায়ের জবাব শুনেই মেয়ে শান্ত গলায় বলে উঠল, 'মা, শুধু শুধু মিছে কথা বলে কি হবে, সত্যি কথা এঁকে জানালেই বোধ হয় ভাল হবে। হ্যাঁ মিঃ ড্রেবারকে তারপরেও আমরা দেখেছিলাম।'

'হা ভগবান!' ডুকরে কেঁদে উঠলেন মিসেস চার্পেন্টিয়ার, 'বোন হয়ে নিজের ভাইকেই শেষে খুন করলি, অ্যালিস?'

'সত্যি কথা চেপে গেলে বরং আর্থারিই সবাইকে খুন করত,' জোর গলায় বলল অ্যালিস।

'সত্যি কথা চেপে না রেখে খুলে বলুন,' আমি বললাম, 'তাছাড়া আমরা এ ব্যাপারে কতটা ইতিমধ্যেই জেনেছি তা আপনাদের জানা নেই, তাই নিজেদের মঙ্গলের কথা ভেবে সব খুলে বলুন।'

'তোর জন্যই আর্থারের কপাল পুড়ল, অ্যালিস,' বলেই মিসেস চার্পেন্টিয়ার আমার দিকে তাকালেন, 'মেয়ে যখন মুখ খুলেছে তখন সব কথাই আমি বলব আপনাকে। আমার ছেলে সম্পূর্ণ নির্দোষ। তবু আপনাদের চোখের চাউনি আর আইন, এ দুটোকে আমি ভয় পাই, হয়ত নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও আইন আমার ছেলেকে দোষী ঘোষণা করতে পারে। অবশ্য তা সম্ভব নয়, তার স্বভাব চরিত্র, পেশা আর বংশপরিচয় বিচার করলে শুধু আমি কেন, যে কেউ সায় দেবে আমার কথায়।'

'যা যা ঘটেছে সব খুলে বলুন,' আমি বললাম, 'কিছুই চেপে রাখবেন না, বিশ্বাস করুন আপনার ছেলে সত্যিই নির্দোষ হলে তার কোন ভয় নেই।'

'তুমি বাইরে যাও অ্যালিস,' বললেন মিসেস চার্পেন্টিয়ার, সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

'মিঃ ড্রেবার ওঁর সেক্রেটারি মিঃ স্ট্যাঙ্গারসনকে নিয়ে প্রায় তিন হপ্তা ছিলেন আমাদের এখানে,' বললেন মিসেস চার্পেন্টিয়ার, 'মহাদেশ ঘুরতে বেরিয়েছিলেন দু'জনে, ওঠার সময় একথাই বলেছিলেন ওঁরা। ওঁদের সবক'টা ট্রাংকে 'কোপেনহেগেন' মার্কা দেওয়া লেবেল আঁটা ছিল বেশ মনে আছে, তার মানে ওঁরা সেখান থেকেই লণ্ডনে এসেছিলেন। মিঃ স্ট্যাঙ্গারসন ছিলেন খুব শান্তশিষ্ট কম কথার মানুষ, অথচ ওঁর মনিব মিঃ ড্রেবারের স্বভাব ছিল ঠিক এর উল্টো। যেমন রুক্ষ চোয়াড়ে কথাবার্তা, তেমনই হাবভাব। এখানে উঠেই মদ খেয়ে এমন মাতাল হলেন যে ধারে কাছে যাবার উপায় রইল না। পরদিন সকালেও সেই এক নাটক — দুপুর বারোটা বাজতে না বাজতেই বেহেড মাতাল হলেন। শুধু মাতাল হওয়াই নয়, নেশার ঘোরে কাজের মেয়েদের সঙ্গে এমন আচরণ করতেন যেন ওরা তাঁর বান্ধবী, প্রেমিকা। লজ্জার কথা কত বলব, শেষকালে মিঃ ড্রেবারের কুনজর গিয়ে পড়ল আমার ঐ একফোঁটা মেয়ে অ্যালিসের ওপর। একবার নেশার ঘোরে দু'হাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, এমন কিছু বললেন যার অর্থ বোঝার বয়স অ্যালিসের এখনও হয়নি। ওঁর সেক্রেটারি মিঃ স্ট্যাঙ্গারসন মনিবের এই ব্যবহারে খুব রেগে গিয়েছিলেন। আচ্ছা করে উনি ধমকে দিয়েছিলেন তাঁকে।'

'আপনি নিজেই বা এসব সহ্য করলেন কি বলে?' মিসেস চার্পেন্টিয়ারকে প্রশ্ন করলাম, 'বোর্ডার এরকম অসভ্যতা করলে তাকে তাড়িয়ে দেবার অধিকার আশা করি আপনার আছে?'

'একশোবার আছে, স্যর,' প্রশ্ন শুনে মিসেস চার্পেন্টিয়ার লজ্জা পেলেন। 'প্রথম দিনই ওঁকে বের করে দিতাম। পারিনি শুধু টাকা রোজগারের কথা ভেবে। মাথাপিছু এক পাউণ্ড, এক হপ্তায় চৌদ্দ পাউণ্ড। এই সময় খদ্দের আসা কমে যায়। বোর্ডিং এসময় ফাঁকা থাকে। তাই চৌদ্দ পাউণ্ড ঐসময় আমার কাছে অনেক টাকা। আমি বিধবা, ছেলেকে নেভিতে ঢোকাতে আমার অনেক টাকা খরচ হয়েছে। তাই শুধু টাকার কথা ভেবে মুখ বুঁজে ছিলাম। কিন্তু সবশেষে যে ব্যবহার মিঃ ড্রেবার করলেন তাতে আমার সব ধৈর্যের বাঁধ গেল ভেঙ্গে, ওঁকে সেদিনই ঘর খালি করে দিতে বললাম। এখান থেকে ওঁদের চলে যাবার এটাই একমাত্র কারণ।'

'তারপর?'

'মিঃ ড্রেবার যে এমন এক পাজির পা ঝাড়া নাছোড়বান্দা বদমাস আগে জানতেই পারিনি। জানলে কখনোই ওঁকে ঘর ভাড়া দিতাম না। মজার ব্যাপার দেখুন, বিদেয় হবার পর এক ঘণ্টাও কাটেনি, তার আগেই মিঃ ড্রেবার আবার এসে হাজির হলেন। মদের নেশায় তখন উনি ভাল করে দাঁড়াতে পারছেন না। মেয়েকে নিয়ে অন্য একটা ঘরে বসেছিলাম, মিঃ ড্রেবার একরকম জোর করেই ঢুকলেন সেখানে, বললেন ট্রেন ফেল করায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তারপর আমার সামনেই অ্যালিসকে বললেন, 'তুমি এখন সাবালিকা, নিজের ইচ্ছেমত চলতে পারো। আমি প্রচুর টাকার মালিক, সেসব তোমার পেছনে খরচ করব। তুমি এই মুহূর্তে ঐ বুড়িটাকে ছেড়ে চলে এসো আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে রানীর হালে রাখব।' বলে এগিয়ে এসে অ্যালিসের হাত মুঠোয় চেপে ধরে টানতে টানতে দরজার দিকে নিয়ে চললেন। ওঁকে বাধা দেবার মত দৈহিক শক্তি আমার ছিল না তাই খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে। ঠিক তক্ষুনি ঘরে ঢুকল আমার ছেলে আর্থার। এরপরে কি ঘটেছে তা আমার জানা নেই। তবে প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির আওয়াজ আর গালিগালাজ কানে এসেছিল এটুকু মনে আছে। ভয়ে কাঠ হয়ে পড়েছিলাম, মাথা তুলে দেখার মত সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলাম। এক সময় মুখ তুলে তাকাতে দেখলাম আর্থার লাঠি হাতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। চোখে চোখ পড়তে বলল, 'হতভাগা এদিকে আর আসবে বলে মনে হয় না, তবু একবার গিয়ে ওর দৌড়টা দেখে আসি,' বলে টুপিটা মাথায় পরে বেরিয়ে গেল সে তখনই। তার পরদিন সকালে খবরের কাগজে মিঃ ড্রেবারের রহস্যময় মৃত্যু সংবাদ পড়লাম।'

'মিসেস চার্পেন্টিয়ারের বিবৃতি আমি নোট বইতে লিখে নিলাম।'

'খুবই উত্তেজনাকর বিবৃতি সন্দেহ নেই,' হাই তুলে বলল হোমস, 'তারপর কি হল?'

'মিসেস চার্পেন্টিয়ারকে প্রশ্ন করলাম ওঁর ছেলে আর্থার সেদিন ক'টা নাগাদ ফিরেছিল, উত্তরে উনি বললেন, 'জানি না।'

'জানেন না?'

'না, আর্থারের নিজের কাছেও ল্যাচ কী আছে, তাই কখন ফিরেছিল বলতে পারব না।'

'আপনি শোবার পরে কি সে ফিরেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি ক'টায় শুয়েছিলেন?'

'রাত এগারোটায়।'

'তাহলে আপনার ছেলে সেদিন কম করে দু'ঘন্টা বাড়ির বাইরে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার হিসেবে চার পাঁচ ঘন্টাও হতে পারে?'

'হ্যাঁ।'

'ঐ সময় সে কি করছিল?'

'আমি জানি না,' বলতে গিয়ে ওঁর ঠোঁট ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বুঝতেই পারছেন মিঃ হোমস, এরপর আর কিছু করার ছিল না। মহিলার ছেলে লেফটেন্যান্ট চার্পেন্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করলাম। গ্রেপ্তার হবার সময় আমরা কিছুই বলিনি, তবু বুক চিতিয়ে বলল,'মনে হচ্ছে হতচ্ছাড়া ড্রেবারের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত আছি এই সন্দেহে আপনারা আমায় গ্রেপ্তার করছেন।' ওর যেচে এই জাতীয় মন্তব্য করা খুবই সন্দেহজনক নয় কি?'

'একশোবার,' সায় দিল হোমস, 'তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'গ্রেপ্তার করার সময় একটা মোটা পুরু লাঠি ওর সঙ্গে ছিল।' গ্রেগসন বলল, 'ওক গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরি। ওর মা এই লাঠিটার কথাই বলেছিলেন।'

'খুনিকে তো ধরলে,' হোমস বলল, 'কিন্তু এই খুনের মোটিভ প্রসঙ্গে তোমার নিজের থিওরিটা কি বলবে?'

'আমার থিওরি হল লেফটেন্যান্ট আর্থার চার্পেন্টিয়ার ঐ লাঠি হাতে ড্রেবারকে ব্রিক্সটন রোড পর্যন্ত তাড়া করে গিয়েছিল,' গ্রেগসন বলল, 'ঐখানে খালি বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছানোর পরে দুজনে মুখোমুখি হয়। গালিগালাজ, ধস্তাধস্তি, শেষকালে আর্থার ঐ লাঠি দিয়ে ড্রেবারের তলপেটে প্রচণ্ড আঘাত হানে তাতেই ড্রেবার মারা যায়। এজন্যই বাইরে থেকে দেহে কোন ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়েনি। তখন জোরে বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। ড্রেবারের লাশ ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মেঝেতে শুইয়ে দিল। মোমবাতি, রক্ত দিয়ে দেওয়ালে লেখা, এসব হল পুলিশকে ভুল পথে চালানোর প্রচেষ্টা।'

'বাহবা।' হোমস তারিফ করলেও তাতে কেমন যেন ব্যঙ্গের ছোঁয়া, 'গ্রেগসন, সত্যিই তোমার উন্নতি আর থামানো গেল না। তোমাকে বিরাট কেউকেটা না বানিয়ে ছাড়ছি না আমরা।'

'তবেই বুঝুন,' অহংকারে ডগমগ গ্রেগসন বলল, 'নিজের মুখে বললে খাবাপ শোনালেও তদন্তের কাজ কেমন একা হাতে সেরে এসেছি তাই একবার দেখুন। আর্থার জবানবন্দি দিতে গিয়ে বলেছে সে লাঠি হাতে ড্রেবারকে তাড়া করেছিল ঠিকই, কিন্তু কিছুদূর যাবার পর ড্রেবার ভয় পেয়ে ঘোড়ার গাড়ি চেপে পালিয়ে যায়। এরপর আর্থার বাড়ির দিকে হাঁটছিল। মাঝপথে জাহাজের এক পুরোনো সহকর্মির সঙ্গে দেখা হয়। দু'জনে গল্প করতে করতে অনেক দূর চলে যায়। কোথায় গিয়েছিল এই প্রশ্নের উত্তরে কোনও সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেনি সে। ওদিকে লেসট্রেডের কথা একবার ভাবুন। ভুল এগোচ্ছে সন্দেহ নেই, আরে, কি আশ্চর্য মিঃ হোমস, ঐ দেখুন, নাম নিতে না নিতেই লেসট্রেড এসে হাজির হয়েছে।'

গ্রেগসনের কথা শেষ হতে ঘরে ঢুকল লেসট্রেড। যে প্রখর আত্মবিশ্বাস সবসময় তার চোখেমুখে ঝলমল করে এই মুহূর্তে তার লেশমাত্র নেই। প্রচণ্ড দুর্ভাবনার ছাপ পড়েছে তার চোখেমুখে।

'মিঃ হোমস,' ঘরের মাঝখানে এসে লেসট্রেড টুপি খুলে বলল, 'বলতে বাধা নেই, এটা সত্যিই একধারে অদ্ভুত আর দুরূহ একটি কেস যার আগাপাস্তলা বুদ্ধির অগম্য।'

'সেটা এতক্ষণে বুঝলে?' জয়ের আনন্দে উচ্ছ্বসিত গ্রেগসন চেঁচিয়ে বলল, 'আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম তুমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছ। তা মিঃ ড্রেবারের সেক্রেটারি জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের হদিশ পেলে?'

'আজ সকাল ছ'টায় হ্যালিডে প্রাইভেট হোটেলে মিঃ জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসন খুন হয়েছেন,' গম্ভীর গলায় বলল লেসট্রেড।

সাত

অন্ধকারে আলোর রেখা

লেসট্রেডের মুখ থেকে খবর শুনে আমরা সবাই অবাক হলাম। তবে গ্রেগসন চমকেছে সবচেয়ে বেশি। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠতে যেতেই তার পা পিছলে গিয়ে এমন ধাক্কা দিল টেবিলে বাকি হুইস্কি আর জলটুকু পড়ে গেল মেঝেতে। আড়চোখে হোমসের দিকে চেয়ে দেখি তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে, কপালে ফুটে উঠেছে গভীর চিন্তার ভাঁজ। কোঁচকানো ভুরুর আড়ালে ঢাকা পড়েছে দু'চোখের তীক্ষ্ণ চাউনি।

'শেষকালে স্ট্যাঙ্গারসনও খুন হল! রহস্য আরও জটিল হল দেখছি!' এইটুকু শুধু বলল হোমস।

'লেসট্রেড,' খাবি খাওয়া গলায় বলে উঠল গ্রেগসন, 'খবরটা সত্যি তো?'

'হোটেলের কামরায় আমি ঢুকেছিলাম,' লেসট্রেড জবাব দিল, 'লাশ প্রথম আমারই চোখে পড়েছে।'

'এতক্ষণ এই খুনের মামলা সম্পর্কে গ্রেগসনের নিজস্ব ধারণা শুনছিলাম,' হোমস তাকাল লেসট্রেডের দিকে,' এবার তুমি বলো স্ট্যাঙ্গারসনের লাশের হদিশ কিভাবে পেলে।'

'শুনুন তাহলে, 'চেয়ার টেনে নিয়ে বসল লেসট্রেড, 'বলতে বাধা নেই গোড়াতেই আমার সন্দেহ পড়েছিল স্ট্যাঙ্গারসনের ওপরে, আমি ধরেই নিয়েছিলাম ওর মনিব মানে মিঃ ড্রেবারের খুনের সঙ্গে ও জড়িত। সেই ধারণার ওপর ভিত্তি করে আমি স্ট্যাঙ্গারসনকে খুঁজতে শুরু করি। খোঁজখবর নিয়ে জানলাম তিন তারিখ রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ইউস্টন রেল স্টেশনে মিঃ ড্রেবারের সঙ্গে তাকে দেখা গেছে। সেদিনই রাত দুটোয় মিঃ ড্রেবার হাজির হন ব্রিক্সটন রোডে। রাত সাড়ে আটটা থেকে মিঃ ড্রেবার খুন হওয়া পর্যন্ত এই সময়টুকু তিনি কোথায় ছিলেন এবং তারপর তাঁর হাল কি হল, কোথায় গেলেন, এসব প্রশ্ন উঁকি দিল মনে। আমি তখন মিঃ স্ট্যাঙ্গারসনের চেহারার বিবরণ উল্লেখ করে টেলিগ্রাম পাঠালাম লিভারপুলে আমাদের অফিসে। ঐ বন্দর থেকে আমেরিকাগামী সব জাহাজের যাত্রীদের ওপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিই। এরপর ইউস্টন রেল স্টেশনের আশেপাশের সব হোটেলে আর রাতে কাটানোর লজগুলোতে খোঁজখবর নিলাম। কারণ ছিল একটাই — মিঃ ড্রেবারের কাছ থেকে আলাদা হবার পরে ওঁর সেক্রেটারি স্টেশনের ধারে কাছেই রাত কাটানোর ব্যবস্থা করবে এই ভাবনাটাই এসেছিল মাথায়।'

'হয়ত দু'জনে কোথাও দেখা করার ব্যবস্থাও আগেভাগে করেছিল,' বলল হোমস।

'ঠিকই বলেছেন,' সায় দিল লেসট্রেড, 'আর তাই প্রমাণ হল। গতকাল সন্ধ্যের পর থেকে মিঃ স্ট্যাঙ্গারসনের হদিশ পেতে যেখানে পেরেছি হাতড়ে বেড়িয়েছি, কিন্তু হদিশ পাইনি। আজ খুব সকালে বেরিয়ে আবার খুঁজতে এগোলাম, বেলা আটটা নাগাদ এলাম লিটল জর্জ স্ট্রিটে। হ্যালিডে প্রাইভেট হোটেলে খোঁজ নিতে স্ট্যাঙ্গারসনের হদিশ পেলাম। নাম শুনেই ওরা বলল।

'গত দু'দিন হল উনি এক ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষা করছেন, আপনিই নিশ্চয় সেই ভদ্রলোক?'

'উনি কোথায় আছেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'ওপরতলায় ঘুমোচ্ছেন, ন'টায় ডেকে দিতে বলেছেন।'

মনে হল আচমকা গিয়ে হাজির হলে হয়ত পুলিশের লোক দেখে ভয় পেয়ে এমন অনেক কথা উনি বলে বসবেন যা আমাদের তদন্তের কাজে আসবে।

'আমি এখুনি ওপরে ওঁর সঙ্গে দেখা করব,' এইটুকু শুধু বললাম। শুনে হোটেলের লোক আমায় সঙ্গে নিয়ে তেতলায় এল। ঘরটা ইশারায় দেখিয়ে সে চলে যাচ্ছে ঠিক তখনই বন্ধ দরজার দিকে আমার চোখ পড়ল। আমার গা শিউরে উঠল এক ভয়ানক দৃশ্য দেখে। দেখলাম দরজার

পাল্লার নিচ দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে একটা রক্তের ধারা কোঁচকানো লাল ফিতের মত বেরিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে ওপাশে রক্তের পুকুর বানিয়ে ফেলেছে। আমি চেঁচিয়ে উঠতেই লোকটা ফিরে এল। ভেতর থেকে দরজায় চাবি আঁটা ছিল তাই দু'জনে একসঙ্গে কাঁধ দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে দরজার পাল্লা খুলে ফেললাম। ঘরের জানালা ছিল খোলা, তার পাশে রাতপোশাক পরা একটা পুরুষ কুঁকড়ে পড়েছিল মেঝেতে। মুখ দেখে হোটেলের লোক তাকে মিঃ স্ট্যাঙ্গারসন বলে সনাক্ত করল। পরীক্ষা করে দেখলাম অনেক আগেই তার মৃত্যু হয়েছে, বুকের বাঁদিকে ছুরি দিয়ে গভীর আঘাত করার ফলেই মৃত্যু ঘটেছে। কলজে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে। মিঃ স্ট্যাঙ্গারসনের হদিশও পেলাম। এবার অদ্ভুত কিছু শোনাব যা শুনলে সত্যিই তাজ্জব হতে হয়। বলুন তো মিঃ হোমস, লাশের ওপর কি ছিল?'

'রক্ত দিয়ে লেখা একটা জার্মান শব্দ — র‍্যাচি,' বলল হোমস, যার অর্থ প্রতিশোধ। তাই তো?'

'ঠিক বলেছেন,' বলে চুপ করল লেসট্রেড। এক অজানা ভয়, আতংক আর সীমাহীন বিস্ময়ের আবেগ যেন কিছুক্ষণ আমাদের কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নিল।

'সন্দেহজনক একটা লোককে অন্তত একজন দেখেছে,' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পরে মুখ খুলল লেসট্রেড, 'হোটেলের পেছনে খোলা উঠোনের চারপাশে অনেক আস্তাবল। সেই উঠোন থেকে একটা সরু গলি বেরিয়েছে — এ গলি ধরে ডেয়ারিতে যাচ্ছিল গোয়ালাদের ছেলে। আগে অনেকবার ঐখানে একটা লম্বা সিঁড়ি ওর চোখে পড়েছে — এবার দেখল হোটেলের তেতলার একটা ঘরের খোলা জানালার সামনে সেই সিঁড়িটা দাঁড় করানো। আরও দেখল একটা ঢ্যাঙ্গা লোক নেমে আসছে সেই সিঁড়ি বেয়ে। লোকটাকে সে মিস্ত্রি ভেবেছিল। পলকের জন্য হলেও ছেলেটা লক্ষ্য করেছিল ঢ্যাঙ্গা লোকটার মুখের রং লালচে, গায়ে তার পাটকিলে রং-এর লম্বা কোট। স্ট্যাঙ্গারসনের ঘরের ভেতরে খাটের বিছানার চাদরে ছুরির রক্ত মোছার দাগ দেখেছি নিজের চোখে হাত ধোবার বেসিনে রক্তমাখা জলও দেখেছি, এর মানে খুন করার পরে ঐ বেসিনের জলে সে রক্তমাখা হাত ধুয়েছিল।'

'এসব ছাড়া খুনের আর কোনও সূত্র ঘরের ভেতরে চোখে পড়েনি?' প্রশ্ন করল হোমস।

'যা কিছু পেয়েছি তাদের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র কোনমতেই বলা চলে না,' বলল লেসট্রেড, 'বিছানায় একটা নভেল পড়েছিল, ঘুম না আসা পর্যন্ত নিশ্চয়ই ওটা পড়তেন স্ট্যাঙ্গারসন। এছাড়া লাশের পকেট হাতড়ে পেয়েছি মিঃ ড্রেবারের মানিব্যাগ। ভেতরে ছিল নগদ আশি পাউণ্ড। মিঃ ড্রেবারের যাবতীয় খরচ সব উনি করতেন বলেই ওঁর মানিব্যাগ নিজের কাছে রাখতেন মিঃ স্ট্যাঙ্গারসন। 'এছাড়া আরও যা পেয়েছি তাদের মধ্যে আছে একটা তামাক খাবার পাইপ, ক্লিভল্যাণ্ড থেকে পাঠানো প্রেরকের নামবিহীন একটা টেলিগ্রাম, জানালার চৌকাঠে একটা মলমের কৌটো পড়েছিল।'

'কি ছিল সেই কৌটোতে?'

'দুটো বড়ি,' বলে একটা ছোট্ট কৌটো হোমসের দিকে বাড়িয়ে দিল লেসট্রেড, 'মানিব্যাগ টেলিগ্রাম আর কৌটোটা থানায় নিয়ে যাচ্ছি নিরাপদ হেফাজতে রাখব বলে।'

'বড়ি দুটো এখানে রেখে যাও,' হোমস বলার সঙ্গে সঙ্গে বড়ি দুটো তার সামনে রাখল লেসট্রেড।

'ডাক্তার, দ্যাখো তো এগুলো কি সাধারণ বড়ি?' আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল হোমস।

দুটো বড়িরই রং ধূসর, আলোর সামনে ধরলে স্বচ্ছ ঠেকে, নিটোল গোলাকার চেহারা। 'এত হালকা আর স্বচ্ছ যখন দেখাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই জলে গুলে যাবে।'

'ঠিক বলেছো' সায় দিল হোমস, 'এবার একটা কাজ করো। ল্যাণ্ডলেডির টেরিয়ার কুকুরটা ক'দিন হল ভুগছে, ভদ্রমহিলা গতকাল ওটাকে মেরে দেবার অনুরোধ করেছিলেন তোমাকে। ওকে এখনই নিয়ে এসো।'

একতলা থেকে অসুস্থ টেরিয়ারকে ওপরে নিয়ে এলাম। বেচারার দু'চোখ ঘোলাটে দেখাচ্ছে, নিঃশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। নাকের লালচে রং তুষারের মত ধপধপে সাদা হয়েছে। দেখেই বুঝলাম এর জীবনীশক্তি ফুরিয়ে এসেছে। মেঝের কম্বলে গদি পেতে বেচারাকে শুইয়ে দিলাম।

'এবার একটা বড়িকে দু'টুকরো করছি,' বলে পেনসিল কাটা ছোট ছুরি দিয়ে একটা বড়ি কেটে দু'টুকরো করল হোমস, অর্ধেকটা দুধ আর জলে গুলে তুলে ধরল কুকুরটার মুখের সামনে। কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে সেই বড়ি মেশানো দুধ চেটে খেয়ে নিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও কুকুরটার মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ল না।

'এই পরীক্ষার সঙ্গে মিঃ স্ট্যাঙ্গারসনের খুনের কি সম্পর্ক এখনও বুঝতে পারছি না, মিঃ হোমস!' অধৈর্য শোনাল লেসট্রেডের গলা।

'সম্পর্ক আছে হে লেসট্রেড, খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, একটু ধৈর্য ধরলেই দেখতে পাবে। বলে দ্বিতীয় বড়িটিও আগের মত দু'টুকরো করল সে, এরও অর্ধেকটুকু দুধ আর জলে গুলে নিয়ে এল অসুস্থ কুকুরের সামনে। এবং দুধ গোলা জলে জিভ একটু ঠেকাতেই মরে গেল সে।

'তাহলে এই হল ব্যাপার!' আপনমনেই বলল হোমস, 'বড়ি দুটোর একটা বিষাক্ত, অন্যটা নিছক চিনির ঢ্যালা। কৌটোটা দেখেই এটা আমার আঁচ করা উচিত ছিল। যে কেস অতি সাধারণ আর মামুলি তাকেই খুব জটিল বলে মনে হয়। এ কেসের বেলাতেও বৈচিত্র্য এই কেসটাকে জটিল না করে জলের মত সহজ করে তুলেছে।

'মিঃ হোমস,' গ্রেগসন মুখ খুলল, 'আপনার ভাষণ শোনার আগ্রহ এখন আমাদের নেই। থিওরি আর নয়। এখন চাই প্রমাণ। বেশ বুঝতে পারছি খুনি সন্দেহে যাকে গ্রেপ্তার করেছি সেই লেফটেন্যান্ট চার্পেন্টিয়ার সম্পূর্ণ নির্দোষ, মিঃ ড্রেবারের খুনের সঙ্গে তিনি কোনভাবেই যুক্ত নন। লেসট্রেডও একই ভুল করেছে, মিঃ ড্রেবারের খুনি হিসেবে সে যাকে সন্দেহ করে পিছু নিয়েছিল সেই মিঃ স্ট্যাঙ্গারসন নিজেই খুন হয়েছেন। আপনি নিজে যাই আঁচ করুন না কেন খুনির আসল নাম কিন্তু একবারও বলছেন না। পরিস্থিতি এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে একথা বলার অধিকার মনে হয় আমার আছে।'

'গ্রেগসন ঠিকই বলেছে, মিঃ হোমস,' সায় দিল লেসট্রেড, 'খুনিকে গ্রেপ্তার করতে যত দেরি হবে মনে রাখবেন নতুন খুনের সুযোগ তত বেশি পাবে সে।'

'খুন আর হবে না,' হঠাৎ বলে উঠল হোমস, 'গ্রেগসন খানিক আগে খুনির নাম জানাতে বলেছিল। হ্যাঁ, খুনির নাম আমি জানি, কিন্তু নাম জানানোর চেয়ে তাকে ধরাই এখন বড় সমস্যা। লোকটা যেমন সাংঘাতিক ধড়িবাজ তেমনই শক্তিধর। তার বুদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দেবার মত ক্ষমতা তোমাদের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে কারও নেই। এই কারণেই তোমাদের সহায়তা চাইনি পাছে লোকটা সব জেনে সরে যায়। আমার নিজের তদন্তের ধারা অব্যাহত রেখে যেটুকু জানানো সম্ভব তা আমি ঠিক জানাবো।'

গ্রেগসন আর লেসট্রেডের গোমড়া মুখ দেখে বুঝতে পারলাম ধোঁয়াসায় ভরা হোমসের বক্তব্য শুনে তাদের কেউ খুশি হয়নি। ঠিক তখনই বাইরে থেকে দরজায় কে যেন টোকা দিল; পরমুহূর্তে ধরে ঢুকল হোমসের বিশেষ গুপ্তচর বাহিনী সেই রাস্তার ছেলেদের দলের নেতা উইগিনস। সেলামের ভঙ্গিতে কপাল ছুঁয়ে উইগিনস বলল, 'গাড়ি এনেছি স্যর।'

'খুব ভাল করেছো, উইগিনস, তুমি খুব ভাল ছেলে, যাও গাড়োয়ানকে একবার ওপরে পাঠিয়ে দাও।' বলে একজোড়া নতুন হাতকড়া বের করে বলল, 'এটা স্প্রিংয়ের, পুরোনোগুলোর চাইতে ঢের ভাল।' বলে ঘরের কোনে রাখা ছোট পোর্টম্যানটার সামনে বসে তার স্ট্র্যাপ খুলতে লাগল।

লম্বা চেহারার গাড়োয়ান টের পেল হোমস, ঘাড় না তুলেই বলল, 'এই যে, এদিকে এসো তো, এটার বাকলে একটু হাত লাগাও।'

গাড়োয়ান এগিয়ে এসে নিচু হয়ে হাত বাড়াতেই ধাতব আওয়াজ কানে এল 'ক্লিক' সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল হোমস। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'জেন্টেলম্যান, এঁর নাম মিঃ জেফারসন হোপ্ট, মিঃ এনক ড্রেবার আর মিঃ জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের আসল খুনি ইনি নিজেই।'

তার কথা শুনে তিনজনেই চমকে উঠলাম। অবাক হয়ে তাকাতে দেখি হোমসের নতুন হাতকড়া গাড়োয়ানের দু'হাতের কবজিতে এঁটে বসেছে।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরেই চাপা গলায় গর্জে উঠল গাড়োয়ান, প্রচণ্ড জোরে হাতকড়া বাঁধা অবস্থাতেই নিজের শরীরটা নিয়ে আছড়ে পড়ল সে জানালার কাঁচে; সেই আঘাতে জানালার কাঠ আর কাঁচ ভেঙে টুকরো হল, ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোয় তার মুখ আর হাত কেটে রক্ত ছুটল দরদর ধারায়। ভাঙ্গা জানালা দিয়ে গলে যাবার আগেই গ্রেগসন, লেসট্রেড, হোমস আর আমি টেনে হিঁচড়ে তাকে এনে ঢোকালাম ঘরের মাঝখানে। লাফিয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই লেসট্রেড দু'হাতে টিপে ধরল তার গলা, সেই ফাঁকে আমরা তার হাত পা বেঁধে ফেললাম মজবুত দড়ি দিয়ে। পালানোর চেষ্টা নিষ্ফল হবে জেনে স্থির হল লোকটা।

'যে গাড়ি চালিয়ে ও এসেছে তাতেই ওকে চাপিয়ে চলো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পৌঁছে দিয়ে আসি। গ্রেগসন, লেসট্রেড, ওয়াটসন এতক্ষণে আমরা সবাই এই রহস্যের শেষ অংকে পৌঁছেছি। যে প্রশ্ন ইচ্ছে এবার করতে পারেন, জবাব দিতে এখন আর আমি কোন আপত্তি করব না।'

এক

বিশাল অনুর্বর প্রান্তরে

উত্তর আমেরিকা। সিয়েরা নেভাদা থেকে নেব্রাসকা ও উত্তরের ইয়োলো স্টোন নদী থেকে দক্ষিণে কোলোরাডো পর্যন্ত ছড়ানো বিশাল মরু এলাকার কোথাও জীবনের চিহ্ন চোখে না পড়লেও অনুর্বর লোনামাটির এখানে ওখানে পড়ে থাকা মানুষ, ঘোড়া আর বলদের কংকাল ও হাড় প্রায়ই চোখে পড়ে। যেসব অভিযাত্রী অতীতে ভাগ্যান্বেষণে এপথ ধরে এগিয়েছে এসব হাড়গোড় তাদেরই দেহের।

৪ঠা মে, ১৮৪৭। পোড়খাওয়া চেহারার এক প্রৌঢ় রাইফেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সেখানে, বহুদূর থেকে এসেছিল সে পানীয় জলের খোঁজে' কিন্তু অনেক উঁচুতে উঠে দূরে দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে শুধু বিশাল অনুর্বর প্রান্তর, শুকনো পাহাড় আর আগাছা ছাড়া এক ফোঁটা জলও তার চোখে পড়েনি। লোকটির সঙ্গে ছিল বছর পাঁচেকের একটি মিষ্টি ছোট্ট মেয়ে। পুঁটুলিতে ভরে কাঁধে ঝুলিয়ে তাকে বয়ে আনছিল সে। এক অভিযাত্রী দলের সঙ্গী হয়ে এইখানেই আসছিল তারা, পানীয় জলের অভাবে মাঝপথে সবাই একে একে মারা পড়েছে। বেঁচে আছে শুধু এরা দু'জন। চারপাশের ভয়ানক ধু ধু নীরবতা আর অদূরে পাহাড়ের ওপর বসে থাকা শকুনের পালের দিকে চেয়ে নামতে নামতে প্রৌঢ় যখন মরণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে ঠিক তখনই একপাল মানুষ তার চোখে পড়ল, ক্যানভাসে ঢাকা ঘোড়ার গাড়ির আগেপিছে সে সব মানুষ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে যাচ্ছিল, তাদের সবার সঙ্গে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। অগুনতি যুবতী আর শিশুও ছিল তাদের দলে।

যেতে যেতে দূর থেকে চোখে পড়তে ছুটে এল তারা, দেখল ছোট্ট পাহাড়ের মাথায় পাশাপাশি আধশোয়া হয়ে এক প্রৌঢ় আর একটি বাচ্চা মেয়ে। পথশ্রমে দুজনেই ক্লান্ত, এগোনোর ক্ষমতা নেই। মেয়েটিকে একজন কাঁধে তুলে নিল, দু'জন জোয়ান প্রৌঢ়কে ধরে ধরে পাহাড় থেকে নীচে নামিয়ে নিয়ে চলল ক্যানভাস ঢাকা ঘোড়ার গাড়ির দিকে।

'আমার নাম হল ফেরিয়ার,' যেতে যেতে উদ্ধারকারীদের প্রশ্নের জবাবে জানাল সেই প্রৌঢ়, 'আমরা মোট একুশজন রওনা হয়েছিলাম, খিদে তেষ্টায় দক্ষিণ এলাকায় সবাই মরেছে, বেঁচে আছি কেবল আমরা দু'জনে।'

'এই মেয়ের বাবা কি তুমি?' উদ্ধারকারীদের একজন জানতে চাইল।

'ঠিক বলেছো,' জন ফেরিয়ারের গলা উদ্ধত শোনাল, 'ওকে আমি বাঁচিয়েছি কিনা, তাই এখন থেকে ও আমার মেয়ে। আমিই ওর বাবা। আজ থেকে ওর নাম হবে লুসি ফেরিয়ার। কিন্তু তোমরা কে? তোমাদের দলে তো অনেক লোক আছে দেখছি।'

'কম করে দশ হাজার,' উদ্ধারকারীদের একজন বলল, 'অ্যাঞ্জেল সেরোনার ধর্মমতে বিশ্বাসী আমরা ঈশ্বরের নিপীড়িত সন্তান।'

'অ্যাঞ্জেল সেরোনা! আগে কখনও এ নাম শুনিনি!' বলল জন ফেরিয়ার, তা তিনি দেখছি একগাদা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন!'

'পবিত্র বিষয় নিয়ে ঠাট্টা তামাশা না করলেই খুশি হব,' গম্ভীর গলায় উদ্ধারকারী বলল, 'ইলিনয় রাজ্যের নওভূ সওভূ এলাকার নাম জানো? আমরা সেখান থেকে আসছি, সেখানে আমাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরও আছে। এক ভয়ানক হিংস্র ও নাস্তিকের অত্যাচারে আমরা সে দেশ ছেড়ে চলে এসেছি, নতুন দেশ খুঁজে বেড়াচ্ছি, সে দেশ মরুভূমির মাঝখানে হলেও ভাল।'

'নওভূ!' নামটা কানে যেতে কি যেন জন ফেরিয়ারের মনে পড়ল, সে বলল, 'তোমরা মর্মোন?'

'ঠিক ধরেছো, আমরা মর্মোন,' উদ্ধারকারীরা বলে উঠল।

'এখন কোথায় চলেছো তোমরা?' 'কোথায় যাচ্ছি তা জানি না, আমরা যাকে আমাদের ধর্মগুরু বলে মানি তিনিও আমাদের সঙ্গে চলেছেন। তোমাকে তার কাছেই নিয়ে যাচ্ছি, তোমায় নিয়ে কি করা হবে তা উনিই বলে দেবেন।'

ধর্মগুরু বিগ্রাস ইয়ং-এর ঘোড়াটানা ওয়াগনখানা বাকিগুলোর চেয়ে বেশি সাজানো, গাড়োয়ানের আসনে বসে ইয়ং বই পড়ছিল। জন ফেরিয়ারকে দেখলে সে মুখ তুলে, কি পরিস্থিতিতে সে ঐ সংকটের মধ্যে পড়েছে সব শুনল মন দিয়ে। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'যদি আমাদের ধর্মে বিশ্বাসী হও শুধু তাহলেই তোমাদের সঙ্গে নিতে পারি। রাজি না হলে তোমাদের এখানে ফেলে রেখে আমরা চলে যাব।'

'তোমাদের সব শর্তেই আমি রাজি,' এমন জোরের সঙ্গে কথাটা বলল ফেরিয়ার যা শুনে বয়স্করাও মুখ টিপে হাসল, শুধু ধর্মগুরু বসে রইল গম্ভীর মুখে।

'ব্রাদার স্ট্যাঙ্গারসন, এদের নিয়ে যাও,' ধর্মগুরু বলে উঠল, 'ওদের দু'জনকেই খাবার আর পানীয় জল দাও। আমাদের ধর্মের নিয়মকানুন ওকে শেখানোর ভারটা তুমিই নাও।'

'আচ্ছা! এখানে অনেকক্ষণ দেরি করেছি আমরা, এবার আগে বাড়ো। স্বর্গের দিকে চলো।'

ধর্মগুরু যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন সে নিজের ওয়াগনে নিয়ে এল জন ফেরিয়ার আর বাচ্চা মেয়ে লুসিকে। খাবার ততক্ষণে তৈরি হয়ে গেছে।

'কয়েকটা দিন এখানেই কাটাও,' জন ফেরিয়ারকে বলল সেই বয়স্ক, 'শরীরের সব ক্লান্তি আর অবসাদ দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তবে সেই সঙ্গে মনে করালো, এখন থেকে চিরকালের জন্য তুমি আমাদের ধর্মমতে বিশ্বাসী। ঈশ্বর তার নিজের কথা যোসেফ স্মিথের গলায় বিগ্রাস ইয়ং এর মুখ দিয়ে শোনালেন।'

দুই
উটার ফুল

মিসিসিপি নদীর উপকূল থেকে রকি পর্বতমালার পশ্চিম ঢাল, এই সুবিশাল এলাকার নাম উটা। ঘরছাড়া মর্মোনরা এখানে নতুন করে ঘর বাঁধল। এখানকার মাটি লোনা নয়, ফসল ফলানোর মত উর্বর। মর্মোনদের ধর্মগুরু বিগ্রাস ইয়ং-এর মতে, স্বয়ং ঈশ্বর পথ দেখিয়ে তাদের নিয়ে এসেছেন এখানে। এখানকার মাটিতে আগে কখনও কেউ ফসল ফলায়নি, মর্মোনরাই এখন থেকে হবে এই এলাকার মালিক। শুধু ধর্মগুরু নয়, এই নতুন এলাকাকে মানুষের থাকার উপযোগী করে তোলার বুদ্ধি আর ক্ষমতাও তার আছে এটা অনুগামীদের কাছে প্রমাণ করে ছাড়ল সে।

দিনরাত মাথা ঘামিয়ে নতুন এলাকার জমি জায়গা বিলি বন্দোবস্ত করল অনুগামীদের মধ্যে, যে যার থাকার উপযোগী জমি পেল। জমিতে গমের বীজ পুঁতল ইয়ং। চাষবাসের দায়িত্ব সঁপে দিল তাদের হাতে। পাশাপাশি বসতি এলাকায় পানীয় জল আর জলনিকাশী ব্যবস্থাও গড়ে তুলল, গড়ে তুলল নিজেদের সম্প্রদায়ের বিশাল গির্জা। ছোটখাটো কল কারখানাও গড়ে উঠল সেখানে

মদতে মর্মোনদের নানারকম অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িত হবার খবর জন ফেরিয়ারের কানে এসেছিল তাই সাতসকালে লোকটার মুখ দেখে আশংকায় ভরে উঠল তার মন।

'ব্রাদার ফেরিয়ার,' কোন ভূমিকা না করেই গুরুঠাকুর ইয়ং বলে উঠল, 'আমাদের ধর্মমতে বিশ্বাসী হবে এই কসম খেয়েছিলে বলেই একদিন তোমাকে ও তোমার মেয়েকে মরুভূমিতে তিলে তিলে মরণের কবল থেকে বাঁচিয়েছিলাম, মনে পড়ে? আমাদের দয়ায় মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছো, জমিতে ফসল ফলিয়ে মুঠো মুঠো টাকা কামাচ্ছো, কিন্তু তারই মাঝে ধর্মবিরোধী কাজ করতেও পিছপা হচ্ছ না।'

'কিন্তু আমি তো নিয়মিত গির্জায় গিয়েছি, সাধারণ তহবিলে মোটা টাকা চাঁদাও দিয়েছি, তাহলে –'

'তোমার বৌদের দেখছি না,' ইয়ং ব্যাজার মুখে বলল, 'তাদের ডাকো, কথা বলি।'

'আমি বিয়ে করিনি,' জন ফেরিয়ার বলল, 'বাড়িতে আমার মেয়ে আছে, আমার সংসার সেই দেখাশোনা করে। তার প্রতিপালনের দায়িত্বও আমাকেই বহন করতে হয়।'

'ব্রাদার ফেরিয়ার,' জনের কথা শেষ না হতেই ইয়ং বলল 'এই মেয়েটির ব্যাপারে কথা বলতেই আমি এসেছি। তোমার মেয়েটি তো বেশ বড়সড় হয়েছে, এই উটার গণ্যমান্য অনেকের মুখে তার রূপের কথা শুনেছি, [illegible] উটার [illegible]। তোমার মেয়েকে [illegible] পছন্দ হয়েছে জেনে রেখো।'

ইয়ং এর কথা শুনে জন ফেরিয়ারের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল অজানা আশংকায়।

'আমাদের শাস্ত্রে বিয়ে সম্পর্কে যা লেখা আছে জানো তো ব্রাদার ফেরিয়ার, প্রত্যেক কুমারী নিজের ধর্মমতের কোনও পুরুষকে বিয়ে করবে। এর বিপরীত আচরণ করে বিধর্মী পুরুষকে যে বিয়ে করে সে মহাপাপ করে। আমাদের শাস্ত্রে সেন্ট জোসেফ স্মিথ তাঁর ত্রয়োদশ [illegible] এ কথা লিখেছেন। তাই মেয়েকে পাপের পথ থেকে বাঁচাতে চাইলে অমন কাজ ভুলেও কোর না, বিধর্মীর সঙ্গে তার বিয়ে দিও না।'

উপযুক্ত জবাব খুঁজে পায় না জন ফেরিয়ার। কি করবে ভেবে না পেয়ে [illegible] আনমনে নাড়াচাড়া করতে থাকে।

'আমাদের [illegible], কিন্তু আমাদের [illegible] মেয়ে দরকার। স্ট্যাঞ্জারসন আর ড্রেবার, দু'জনেরই একটি করে [illegible]। আমার ইচ্ছে এদের দু'জনের মধ্যে [illegible] তোমার মেয়ে বিয়ে করুক।'

কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল জন ফেরিয়ার, তারপর বলল, 'ব্যাপারটা ভেবে দেখবার জন্য কিছু সময় দিন,' বলল জন, 'মেয়ে আমার এখনও বাচ্চা, বিয়ের বয়স এখনও হয়নি।'

'বেশ,' ইয়ং বলল, 'বর বেছে নেবার জন্য একমাস সময় পাবে তোমার মেয়ে, তারপর কিন্তু উত্তর দিতে হবে মনে রেখো।' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল গুরুঠাকুর ব্রিগাম ইয়ং। দরজার দিকে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে জন ফেরিয়ারের দিকে আগুন জ্বালা চাউনি ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'জন ফেরিয়ার, পবিত্র চার্চের বারজন প্রবীণের অসম্মান করতে চাইবে আমি জানি, এর চেয়ে মরুভূমিতে তুমি আর তোমার মেয়ের শুকিয়ে মরা বরং ভাল ছিল।' বলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ইয়ং।

লুসি ছিল পাশের কামরায়, দু'জনের কথাবার্তা সবই তার কানে গেছে, শুনে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে সে।

'ভয় পেয়ো না,' মেয়েকে কাছে এনে আশ্বাস দিল জন,' আমি জানি, জেফারসনকে তুমি ভালবাসো, অমন ছেলেকে স্বামী হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের কথা। আমি কালই ওকে খবর পাঠাবো, শুনলেই ঠিক ছুটে আসবে।'

'কিন্তু এদের কথা মতন না চললে ফল কি খুব ভাল হবে?'

'একমাস সময় হাতে আছে,' জন বলল, 'তার আগেই আমরা এ জায়গা ছেড়ে পালিয়ে যাব।'

'উটা ছেড়ে চলে যাবে?'

'তা ছাড়া উপায় কোথায়? নগদ টাকাকড়ি যতটা সম্ভব [illegible] নেব, বাকিটা পড়ে থাকবে। লুসি, সত্যি কথা বলতে কি, বেশ কিছুদিন হল এখান থেকে চলে যাবার কথা ভাবছি আমি। এদের এই গুরুঠাকুরের হুকুমে দিনরাত ওঠাবসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আমেরিকান, স্বাধীনতা আমার রক্তে।' ইয়ং আবার এ নিয়ে কথা বলতে এসে দেখুক, আমি ওকে ঠিক গুলি করে মারব।

'কিন্তু তাতে আমরা এখান থেকে পালাব কি করে?'

'জেফারসন আসুক, ওর সঙ্গে কথা বলে একটা পথ ঠিক [illegible] বার করব। তার আগে অত ভেবে উতলা হয়ো না।'

সে রাতে শোবার আগে লুসি দেখল তার বাবা দরজা জানালা [illegible] ভেতর থেকে ভাল করে বন্ধ করল। তারপর গুলি ভরল পুরোনো শটগানে।

চার

মেয়েকে নিয়ে পালালো জন ফেরিয়ার

[illegible]

[illegible] বাবাদের ইচ্ছে তাই এসো। [illegible] ড্রেবারের বাবার সাত সাতটা বৌ [illegible] দাবিটা আমারই [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে বলে উঠল ড্রেবার, 'ওর যাকে পছন্দ হবে ও সেই। [illegible]'

দরজায় দাঁড়িয়ে দুই অপদার্থের কথা শুনতে শুনতে ফুঁসছিল জন ফেরিয়ার। চাবুক [illegible] পিঠের ছাল চামড়া তুলে নেবার সাধ বহু কষ্টে দমন করছিল সে। এবার তার ধৈর্যের বাঁধ গেল ভেঙ্গে। এগিয়ে এসে ঘোড়ার চাবুকটা নাচাতে নাচাতে বলল, 'এই যে, তোমাদের বলছি, মন দিয়ে শোন। এরপরে আমার মেয়ে যখন নিজে ডেকে পাঠাবে শুধু তখনই আসবে, তার আগে যেন তোমাদের মুখ এখানে না দেখি। বুঝলে কি বললাম? ওঠো, উঠে দাঁড়াও বলছি।'

ড্রেবার আর স্ট্যাঙ্গারসন সেই ধমক খেয়ে উঠে দাঁড়াল, হাঁ করে তাকিয়ে রইল জন ফেরিয়ারের দিকে। এত সাহস কে জোগাল তাকে তাই বুঝে উঠতে পারল না তারা।

'এখান থেকে বেরিয়ে যাবার দুটো পথ আছে,' চাবুক তুলে প্রথমে জানালা তারপর দরজা দেখালো জন, 'এ দুটোর মধ্যে কোনটা তোমাদের পছন্দ?'

ডাকের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে ধ্বনিত হল মানুষের গলা, 'কাল ঠিক মাঝরাতে, হুইপার উইল আমি তিনবার ডাকাব সঙ্গে সঙ্গে ...'

'তাই হবে,' সাড়া দিল আরেকজন, 'ব্রাদার ড্রেবারকে জানিয়ে দেব?'

'দাও, আর বলে দিও উনি যেন বাকি সবাইকে জানিয়ে দেন। নাইন টু সেভেন!'

'সেভেন টু ফাইভ!' সংকেত বিনিময় করে দুই নজরদার দু'দিকে চলে গেল। ক্ষেতে ঢুকতে হলে একটা বড় ফাঁকের ভেতর ঢুকতে হবে; নজরদার দু'জনের পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে বুকভরা দম নিয়ে উঠে দাঁড়াল জেফারসন, জন ফেরিয়ার আর লুসিকে দু'হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে ঢুকে পড়ল সেই ফাঁকের ভেতর, তারপর আবার আগের মত মাটিতে উপুড় হয়ে এগোতে লাগল যত জোরে সম্ভব। দম ফুরিয়ে যেতে লুসি কয়েকবার থেমে গেল, জেফারসন তাকে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে ছুটতে লাগল। একটানা অনেকক্ষণ ঐভাবে ছুটতে ছুটতে একসময় ঈগল গিরিখাতে এসে পৌঁছোল তারা। এখানকার পথঘাট, গলি ঘুপচি সব জেফারসনের মুখস্থ। উঁচু পাঁচিলের মত চারদিকে বড় বড় পাথরের মাঝখানে দুটো ঘোড়া আর একটা খচ্চর ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। টাকাকড়ি সোনাদানার থলে নিয়ে প্রৌঢ় জন ফেরিয়ার বসল একটা ঘোড়ার পিঠে, লুসিকে বসানো হল খচ্চরের পিঠে। অন্য ঘোড়াটার পিঠে চাপল জেফারসন। এগিয়ে চলল চড়াই পথ ধরে।

পথটা এত সরু যে পাশাপাশি এগোনো যায় না। সারি বেঁধে তিনটে জানোয়ার এগোতে লাগল সাবধানে পা ফেলে। অনেকক্ষণ পরে পথের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছোতে চোখে পড়ল রাইফেল কাঁধে এক নজরদার পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। তিনজনকে দেখেই সে হেঁকে উঠল,

'কে যায়?'

'নেভাদার যাত্রী,' কোমরে গোঁজা পিস্তলটাতে হাত রেখে জবাব দিল জেফারসন হোপ।

'যাবার হুকুম দিল কে?'

'চার বয়স্ক,' এবার জবাব দিল জন ফেরিয়ার, মর্মোন সমাজে চার বয়স্ক যে সবার ওপরে তা বুঝেছে সে।

'নাইন টু সেভেন!'

'সেভেন টু ফাইভ!' পাল্টা হাঁক পাড়ল জেফারসন। খানিক আগে ক্ষেতের ধারে এই সাংকেতিক সংখ্যা বিনিময় নিজের কানে শুনে তার শেখা হয়ে গেছে।

'এগিয়ে যান, ভগবান সহায় হোক,' নজরদারের গলা ভেসে এল। মর্মোনদের নজরদারীর এটাই শেষ ঘাঁটি, এখান থেকে চড়াই পথ চওড়া হয়ে এগিয়ে গেছে। মুক্তির আশ্বাস পেয়ে সেই পথ ধরে এগিয়ে চলল তিনজন।

পাঁচ
অ্যাভেঞ্জিং এঞ্জেলস

সেই খাড়াই পথ ধরে এগোতে এগোতে গোটা রাত কখন কেটে গেল তিনজন টেরই পেল না। তারপর রাত কেটে গিয়ে ভোর হল, সূর্যের আলোয় লাল হয়ে উঠল পুবের আকাশ, বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে খিদে আর ক্লান্তি ছেয়ে ফেলল লুসি আর জন ফেরিয়ারকে। খানিক বাদে এক পাহাড়ি নদীর ধারে এসে পৌঁছোল তারা, জেফারসনের নির্দেশে ঘোড়া থেকে নেমে সেখানেই খানিকটা খিদে মেটানোর মত কিছু খেয়ে নিল তারা, ঘোড়াগুলোও নদী থেকে জল খেল পেট পুরে। লুসি আর জন ফেরিয়ার সেই নদীর ধারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে চাইল, কিন্তু জেফারসন তাতে রাজী হল না। বলল, 'কার্সন সিটিতে না ঢোকা পর্যন্ত আমরা নিশ্চিন্ত নই, জানবেন।

ওখানে পৌঁছে যত খুশি বিশ্রাম নেবেন, তখন আর ধারে কাছে কেউ ঘেঁসবে না, তবে আগে যে কোন সময় ওরা এসে চড়াও হতে পারে।' একথা শোনার পরে আর কিছু বলার থাকে না, ক্লান্তি দেহে পুষে রেখেই আবার যাত্রা শুরু করে তারা।

সারাদিন চলবার পরে আবার সন্ধ্যে হল, রাতের আঁধার গ্রাস করল চরাচর। এগোতে এগোতে রাত কাটানোর মত একটা জায়গা চোখে পড়তে ঘোড়া থামাল জেফারসন। পাহাড়ের গা থেকে একটা বড় পাথর ঝুলছিল। হিমেল হাওয়ার দাপট সেখানে খুব কম। সেই জায়গায় তিনজনে গায়ে গা ঠেকিয়ে কোনরকমে রাত কাটিয়ে দিল। সূর্য ওঠার আগেই আবার শুরু হল তাদের যাত্রা।

একটা দিন ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। পরের দিন দুপুরবেলা জন ফেরিয়ারের চোখে পড়ল টান পড়েছে খাবার দাবারে। পালিয়ে আসার সময় খাবার দাবার যেটুকু থলেতে পুরে সঙ্গে নিয়েছিল বলতে গেলে তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। লুসিকে কিছু না বলে চাপা গলায় ব্যাপারটা জেফারসনকে জানিয়ে রাখল জন ফেরিয়ার। ঠিক তখনই ঘাড় ফেরালো লুসি। কথাটা যে তার কানে গেছে তা তার চোখের চাউনি দেখেই আঁচ করল জন ফেরিয়ার।

'খাবার দাবার ফুরিয়ে গেছে তো কি হয়েছে,' বেপরোয়া গলায় বলে উঠল জেফারসন, 'আমার সঙ্গে রাইফেল, রিভলভার দুটোই আছে, পাহাড়ি জঙ্গলেও প্রচুর জানোয়ার চরে বেড়াচ্ছে। আপনারা এখানেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি একটু বাদেই খাবার দাবার নিয়ে আসছি। ততক্ষণ আগুন জ্বালান, মাংস ঝলসে খেয়ে খিদে মিটিয়ে আবার এগোতে হবে। যেভাবেই হোক আজকের মধ্যে কার্সন সিটিতে পৌঁছাতে পারলে সবদিক থেকে বাঁচোয়া।'

ঘোড়া আর খচ্চর সেখানেই বাঁধল জেফারসন। শুকনো ডালপালা জোগাড় করে আগুন জ্বালল পাহাড়ের গায়ে একটা খাড়ে। সেই আগুনের পাশে বাপ আর মেয়েকে বসিয়ে রেখে ঘোড়াদুটোর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল আলতো হাতে, তারপর পায়ে হেঁটে এগোল জঙ্গলের দিকে শিকারের খোঁজে।

পাহাড়ি জঙ্গলে জানোয়ারের অভাব নেই ঠিকই, কিন্তু চাইলেই তারা যেচে আসবে শিকার হতে এমন আশা বৃথা জানে জেফারসন। শিকার খুঁজতে খুঁজতেই তার দু'তিন ঘণ্টা কেটে গেল তবু চড়াই বেয়ে আরও ওপরে উঠল সে আর সেখানেই শিকারের মুখোমুখি হল। জানোয়ারটা দেখলে বড়সড় ভেড়া মনে হয়, মাথায় একজোড়া ধারালো শিংও আছে। খানিকটা পিছিয়ে গেল জেফারসন। রাইফেল তুলে জানোয়ারটার কপালের মাঝখানে তাক করে ট্রিগার টিপল। এক গুলিতেই শিকারের খেল খতম। লাফিয়ে উঠে চড়াইয়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল নিচে। পিঠে রাইফেল বেঁধে নিচে নেমে এল জেফারসন। মরা জানোয়ারটার লাশ দেখে খানিক ভাবল। এতবড় লাশ বয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধা হবে ভেবে কোমর থেকে ছুরি বের করল। ছাল ছাড়িয়ে দু'দিকের পাঁজরা আর কোমর থেকে অনেকটা মাংস কেটে থলেতে পুরে ওপরে উঠে এল। এবার ফিরে যেতে হবে সেখানে যেখানে কিছুক্ষণ আগে নিজ হাতে আগুন জ্বেলে এসেছে সে। বেলা পড়ে এসেছে, সন্ধ্যের আঁধার ঘনিয়ে আসছে। তার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলল জেফারসন। অনেকক্ষণ ঘুরপাক খাবার পরে চেনা পথের হদিশ পেল। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল জেফারসন, ক'ঘণ্টা আগে যে আগুন সে জ্বালিয়েছিল সেখানে তার শিখা বা ধোঁয়া কিছুই নেই। চেঁচিয়ে গলা ছেড়ে লুসির নাম ধরে ডাকল কয়েকবার। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল প্রতিধ্বনি হয়ে, কিন্তু লুসি সাড়া দিল না। কি হল ওদের? নিজেকে শুধোল জেফারসন, বাপ বেটি গেল কোথায় এটুকু সময়ের মধ্যে?

প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে যেখানে আগুন জ্বেলেছিল সেখানে ফিরে এল জেফারসন, দেখল আগুন নিভে গেছে, মাটিতে পড়ে থাকা আধপোড়া ডালপালা তখনও জ্বলছে ধিকিধিক করে।

একটুও বিচলিত হল না, কারণ গোড়া থেকেই তার নজর পড়েছিল জন ফেরিয়ারের তিল তিল করে গড়ে তোলা অগাধ বিষয় সম্পত্তির ওপর। শুধু সেই কারণেই লুসিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু এনক ড্রেবারের আর সব বৌয়েরা লুসি মারা যেতে খুব দুঃখ পেল, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কবর দেবার আগেরদিন রাতে জেগে সতীনের মড়া আগলে বসে রইল তারা। রাতে কেউ মারা গেলে মর্মোনরা এইভাবে রাত জেগে মড়া আগলায়। সে রাতেই ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। তখন শেষ রাত, আচমকা শোবার ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল এক পুরুষ যাকে দেখলে জ্যান্ত প্রেত ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। পরনের পোশাক ছিঁড়ে ফালি ফালি হয়ে গেছে, রোদে পুড়ে জলে ভিজে গায়ের চামড়ার রং গেছে জ্বলে, মাথার ঝাঁকড়া চুলে কতদিন চিরুনি পড়েনি সেই জানে। চাউনি মেলে সেই জ্যান্ত প্রেতমূর্তি চারপাশে তাকিয়ে দেখল, তারপর পায়ে পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল কফিনের পাশে, হাঁটু গেড়ে বসে গভীর মমতায় লুসির মৃতদেহের কপালে চুমু খেল সে। তারপর কেউ কিছু আঁচ করার আগেই মৃতদেহের হাতের আঙুলে পরানো বিয়ের আংটি একটানে খুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। কেউ চেঁচিয়ে ওঠার আগে বীভৎস গলায় হাসতে হাসতে বলল, 'এই আংটি সমেত ওকে কবর দেওয়া যাবে না।' পরমুহূর্তে সেই আংটি নিয়ে ঘর থেকে উধাও হল সে। ভূতপ্রেত ভেবে ড্রেবারের বৌয়েরা ভয়ে সিঁটিয়ে গেল, চেঁচামেচি করে লোক ডাকার সাহসও হারিয়ে ফেলল তারা।

লুসি চলে গেল কবরের গভীরে, তার স্মৃতি সেই বিয়ের আংটিটা নিয়ে শুধু প্রতিশোধ নেবার তাগিদে বেঁচে রইল জেফারসন হোপ।

প্রিয়তমার সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে কিছুদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বন্য জীবন কাটাল জেফারসন। জানোয়ার শিকার করে তার ঝলসানো মাংস খেয়ে খিদের জ্বালা মেটাল, রাত কাটাল গিরিখাতের খাঁজে শুয়ে। কিন্তু এইভাবে অনিয়মিত জীবনযাপন করলে যে শরীর ভেঙ্গে যাবে আর তখন প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে উঠবে না এটাও বুঝতে পারল সে। তাই শুধু প্রতিশোধ নেবার জন্য বেঁচে থাকতে হবে একথা মনে রেখে জীবিকার খোঁজে সে ফিরে গেল নেভাদার খনি অঞ্চলে। প্রতিশোধ নিতে হলে বেঁচে থাকতে হবে, আর ঐ শয়তানদের নাগাল পেতে হলে প্রচুর টাকাও রোজগার করতে হবে, একথা মনে রেখে সুস্থ জীবনযাত্রা আবার নতুন করে শুরু করল জেফারসন হোপ।

অবশ্য তার আগে সল্টলেক সিটিতে আতংক ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে সে। সল্টলেক সিটি আর পাহাড়ি চড়াই পথের মাঝামাঝি তাকে দেখে অনেক মর্মোন আঁতকে উঠেছে ভূত প্রেত ভেবে। তার ছোঁড়া রাইফেলের গুলি জন ফেরিয়ারের খুনি স্ট্যাঙ্গারসনের খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে তার ফুটখানেকের মধ্যে গেঁথে গেছে দেওয়ালে; একবার এনক ড্রেবার একটা বড় পাথরের চাঁই-এর নিচ দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল সেই সময় একখানা বড় পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে দিয়েছে সে তার মাথা তাক করে। কিন্তু একচুলের জন্য পাথরটা শেষ পর্যন্ত পাশ দিয়ে পড়ার ফলে প্রাণে বেঁচেছে ড্রেবার তখনকার মত। বাঁচলেও এ কীর্তি কার তা আঁচ করতে তাদের দেরি হয়নি। পুরোনো দুষমনকে খতম করতে দলবল নিয়ে পরপর কয়েকবার হানা দিল পাহাড়ি জঙ্গলে, কিন্তু জেফারসনের হদিশ পেল না তারা। সেই থেকে হুঁশিয়ার হল দুজনে — ড্রেবার আর স্ট্যাঙ্গারসন, দিনরাত পাহারা মোতায়েন থাকে তাদের বাড়িতে, একা কখনও বাড়ির বাইরে বেরোয় না দু'জনের একজনও। কিছুদিন এইভাবে কাটার পরে কোনও ঘটনা ঘটল না। জেফারসন হোপের মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে এটাই ধরে নিল তারা।

একটানা পাঁচ পাঁচটা বছর নেভাদায় কাটাল জেফারসন। এই পাঁচ বছরে প্রতিশোধের জ্বালা কমার বদলে আরও কয়েক গুন বেড়েছে তার বুকের ভেতর। একদিন ছদ্মবেশ নিয়ে নাম পাল্টে ফিরে এল জেফারসন সল্টলেক সিটিতে। এসে দেখল সেখানে নতুন হাওয়া বইছে, নতুন প্রজন্ম মাথা চাড়া দিয়েছে, আগের জমানার শাসকদের হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে তারা।

ড্রেবার আর স্ট্যাঙ্গারসন দু'জনেই যে যার বিষয় সম্পত্তি বেচে সেই টাকাকড়ি নিয়ে কোথায় চলে গেছে তা কেউ জানে না।

এই ঘটনাতেও কিন্তু হতাশ হল না জেফারসন। পাঁচ বছরে যেটুকু টাকাকড়ি হাতে এসেছিল তাই নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়াল সে ঐ দুই বদমাশের খোঁজে। হাতের টাকা ফুরোতে বেশিদিন লাগে না। তখন বাধ্য হয়েই পেট চালাতে নানা রকমের কাজ জুটিয়ে নিল জেফারসন। খুঁজতে খুঁজতে তার মাথার সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেল। শেষকালে ওহিওর ক্লিভল্যাণ্ডে তাদের দেখা পেল। সেখানকার এক বাড়ির জানালায় কয়েক মুহূর্তের জন্য ড্রেবারের মুখ তার চোখে পড়ল। ড্রেবারও দেখতে পেল তাকে। সে তখন প্রচুর টাকার মালিক, স্ট্যাঙ্গারসন তার সেক্রেটারি। জেফারসনকে দেখেই ড্রেবার বুঝল তাদের খোঁজেই সে এসেছে। সেদিনই ড্রেবারের অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করল জেফারসনকে। সে তাদের পুরোনো দুশমন, খুন করবে বলে পিছু নিয়েছে এই অভিযোগ দায়ের করল ড্রেবার। জামিনের টাকা দিতে না পেরে জেফারসন কয়েক হপ্তা কাটাল হাজতে, সেই ফাঁকে ওহিও ছেড়ে পালালো ড্রেবার আর তার সেক্রেটারি। হাজত থেকে ছাড়া পেয়ে জেফারসন শুনল ড্রেবার তার সেক্রেটারিকে নিয়ে পাড়ি দিয়েছে ইউরোপে।

হাতের নাগালে পেয়েও শিকার পালিয়ে যাওয়ায় প্রতিশোধের আগুন নতুন করে জ্বলে উঠল জেফারসনের বুকে। লেখাপড়া তেমন শেখেনি, তাই শুধু দৈহিক পরিশ্রম করে নানারকম জীবিকা গ্রহণ করে তিলে তিলে টাকা জমাল সে। বেশ কিছু টাকা হাতে জমার পর রওনা হল ইউরোপে। সেখানে গিয়ে এক শহর থেকে আরেক শহরে ধাওয়া করে বেড়াল তাদের — সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্যারিস, প্যারিস থেকে কোপেন হেগেন। কোপেন হেগেন পৌঁছোতে তার একটু দেরি হয়েছিল, সেই ফাঁকে লণ্ডনে এল দুশমনেরা। লণ্ডনে ফিরে এল জেফারসন, এখানে এসেই শিকারের হদিশ পেল। ইউরোপে ঘুরে বেড়ানোর সময় কুলি মজুর থেকে রেস্তোরাঁর ওয়েটার, বাবুর্চি সবরকম পেশার কাজ করেছে ঐ পেট চালানোর টাকা রোজগার করতে। এর পরের কাহিনী প্রৌঢ় শিকারি জেফারসন হোপের নিজের জবানিতেই শোনা যাক ডঃ ওয়াটসনের লেখা তার নিজস্ব বিবরণ থেকে। পড়লেই তা উপলব্ধি হবে।

ছয়

ডঃ জন ওয়াটসন এম ডি-র মুখে শোনা কাহিনী

ধরা পড়ার পরেও লক্ষ্য করলাম জেফারসন হোপ নামে সেই গাড়োয়ান আমাদের ওপর এতটুকু রেগে নেই, বরং শান্ত ভাবে জানতে চাইল তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে আমরা জখম হয়েছি কিনা। হোমসকে বলল, 'আপনারা এবার নিশ্চয়ই আমায় থানায় নিয়ে যাবেন। আমার গাড়ি নিচে দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে এসেছি। ওতে চড়েই না হয় যাবেন। কিন্তু তার আগে আমার পায়ের বাঁধন খুলে দিন, আমি হেঁটেই গাড়িতে উঠব। আমার ওজন আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে, পাঁজাকোলা করে গাড়িতে তুলতে কষ্ট হবে।'

লোকটার সাহস দেখে অবাক হল দুই গোয়েন্দা অফিসার গ্রেগসন আর লেসট্রেড। তোয়ালে দিয়ে লোকটার পা দুটো বেঁধেছিল হোমস, উবু হয়ে এবার সেই বাঁধন খুলে দিল সে। উঠে দাঁড়িয়ে সে এবার দুই পা টান টান করল আর তখনই লক্ষ্য করলাম কি অপরিসীম দৈহিক শক্তির অধিকারী সে।

'আপনাকে পুলিশের বড়কর্তার চেয়ারে বসানো উচিত,' হোমসের চোখে চোখ রেখে বলল জেফারসন হোপ, 'কিন্তু আমার হদিশ কিভাবে পেলেন তাই মাথায় আসছে না।'

ড্রেবার আর স্ট্যাঙ্গারসন কখনও একা বেরোত না, সবসময় একসঙ্গে বেরোত দু'জনে। ড্রেবার পাঁড় মাতাল, নেশার ঘোরে টলতে টলতে হাঁটত, কিন্তু স্ট্যাঙ্গারসনকে একদিনও টলতে দেখিনি। খতম করব বলে বহুদিন ওদের পিছু নিয়েছি, কিন্তু একবারও সুযোগ আসেনি। না এলেও বুঝতে পেরেছিলাম ওদের দুজনেরই সময় হয়ে এসেছে, এবার আর আমার হাত থেকে ওদের নিস্তার নেই। বুকের অসুখটারও বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছিল। জানতাম আমি সব চিকিৎসার বাইরে চলে গেছি তাই ওদের খতম করার আগে নিজেই মারা না যাই এই ভয় দিনরাত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত আমায়।

এরই মধ্যে একদিন সুবর্ণ সুযোগ এল হাতে। সন্ধ্যে হবার কিছু পরের ঘটনা। টর্কে স্ট্রিটে যে বাড়িতে ওরা উঠেছিল তার সদর দরজার সামনে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল।

বাড়ির ভেতর থেকে মালপত্র বের করে তোলা হল সেই গাড়িতে, সবশেষে ড্রেবার আর স্ট্যাঙ্গারসন বেরিয়ে এসে চেপে বসল তাতে। আমি অনেকক্ষণ ধরে গাড়ি নিয়ে ঐ বাড়ির ওপর নজর রেখেছিলাম, ঘোড়া ছোটাতেই আমি পিছু নিলাম। ওরা আবার আস্তানা পাল্টাচ্ছে বুঝতে বাকি রইল না। ওরা এসে নামল ইউস্টন রেল স্টেশনে। একটা ছোঁড়াকে পাহারায় রেখে ওদের পেছন পেছন চলে এলাম প্ল্যাটফর্মে। স্পষ্ট শুনলাম লিভারপুলের ট্রেন কখন আসবে ওরা সেই খোঁজ নিচ্ছে। গার্ড জানাল এই একটু আগে লিভারপুলের একটা গাড়ি চলে গেছে, পরেরটা আসবে কয়েক ঘণ্টা বাদে। শুনে স্ট্যাঙ্গারসন গম্ভীর হল, কিন্তু ড্রেবারের খুশি আর ধরে না, বলল তার নিজের একটা দরকারি কাজ আছে সেটা সেরেই আবার চলে আসবে। আপত্তি করল স্ট্যাঙ্গারসন, সব সময় একসঙ্গে থাকবে আর চলাফেরা করবে বলে যে শপথ দু'জনে নিয়েছে সেকথা মনে করিয়ে দিল। জবাবে ড্রেবার বলল এটা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার তাই তাকে একাই যেতে হবে। একথার জবাবে স্ট্যাঙ্গারসন কি বলল তা মনে পড়ছে না, তবে তার জবাব শুনে ড্রেবার ভীষণ রেগে গেল, যা তা বলে গালিগালাজ করল তাকে। সবশেষে বলল, স্ট্যাঙ্গারসন যেন সব সময় মনে রাখে যে সে ড্রেবারের মাইনে করা সেক্রেটারি অর্থাৎ পোষা চাকর ছাড়া আর কিছু নয়।

ড্রেবার এভাবে অপমান করবে তা স্ট্যাঙ্গারসন আশা করেনি তাই আর কথা বাড়াল না সে, শুধু মনে করিয়ে দিল ফিরে আসার শেষ ট্রেন ধরতে না পারলে ড্রেবার যেন হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে চলে যায়, সে নিজে ওখানেই নামবে। ড্রেবার বলল, রাত এগারোটার আগেই সে প্ল্যাটফর্মের ঐ জায়গায় ফিরে আসবে। বলে বেরিয়ে এল স্টেশন থেকে।

কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল বলে ওদের সব কথাবার্তাই আমার কানে এল। বুঝতে পারলাম গত কুড়ি বছর ধরে যে সুযোগের অপেক্ষায় বুকভরা জ্বালা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি সেই সুযোগ আজ এসেছে আমার সামনে। ওরা আলাদা হতে আমার পক্ষে ভালই হল – একসঙ্গে থাকলে আমায় রুখতে পারত, এখন আলাদা হওয়ায় আর তা পারবে না। ড্রেবার স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসতে আমি তার পিছু নিলাম। কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোক আমার গাড়িতে চেপে ব্রিক্সটন রোডে বাড়ি দেখতে গিয়েছিলেন। মনের ভুলে একটা বাড়ির চাবি তিনি আমার গাড়ির ভেতরে ফেলে গিয়েছিলেন। চাবিটা সে রাতেই তাঁকে ফেরত দিয়েছিলাম, তবে তার আগে ঐ চাবির একটা জোড়া আমি তৈরি করিয়ে নিয়েছিলাম। ড্রেবারকে ঐ খালি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খুন করব বলেই কাজটা করেছিলাম আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এবার কিভাবে তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় তাই ভাবতে লাগলাম। জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে দেখেছি মরণ যখন ডাকে তখন শিকার নিজেই এগিয়ে আসে রাইফেলের নলের আওতার মধ্যে। ড্রেবারকেও সেদিন মরণ একইভাবে ডাকছিল, তাই আমার সব ভাবনার অবসান করে দিল সে নিজেই। স্টেশন থেকে একা বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পরপর দুটো শুঁড়িখানায় ঢুকল ড্রেবার, আধঘণ্টা পরে দ্বিতীয় দোকানটা থেকে

যখন বেরোল তখন তার পা বেশ টলছে। সামনে ঘোড়ার গাড়ি দেখে তাতে চেপে বসল। আমি আমার গাড়ি চালিয়ে তার ঠিক পেছন পেছন আসতে লাগলাম। ঘুরতে ঘুরতে একসময় টার্কে টেরেসের চার্পেন্টিয়ার বোর্ডিং এস্টাবলিসমেন্টের সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করাল। আগে এই বাড়িতেই ও আর স্ট্যাঙ্গারসন ঘর ভাড়া নিয়ে কিছুদিন ছিল। এতদিন বাদে আবার এখানে ও কেন ফিরে এল তা তখনও আঁচ করতে পারিনি। যাই হোক, আমি আন্দাজ একশ গজ দূরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভাড়া মিটিয়ে ড্রেবার ঢুকল বাড়ির ভেতরে, গাড়োয়ান গাড়ি নিয়ে চলে গেল। আমায় একগ্লাস জল দেবেন? গলাটা শুকিয়ে গেছে।'

এক গ্লাস জল দিলাম, কয়েক ঢোঁকে সবটুকু জল খেয়ে আবার শুরু করল জেফারসন হোপ। জায়গা খালি পেয়ে আমি নিজের গাড়ি এনে ঠিক সেখানে দাঁড় করালাম। একটানা প্রায় পনেরো মিনিট ঠায় বসে আছি এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে দারুন ধস্তাধস্তির আওয়াজ এল। তারপরেই খুলে গেল সদর দরজা। ঘাড় ফেরাতে দেখি সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ড্রেবার, অল্পবয়সী একটি ছেলে শক্ত মুঠোয় তার শার্টের কলার চেপে ধরে ধমকাচ্ছে। দেখার জন্য ঘাড় ঘোরাতেই সেই ছেলেটা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে এমন এক লাথি মারল ড্রেবারের পেছনে যে টাল সামলাতে না পেরে হতভাগা উল্লুকের মত ছিটকে গিয়ে পড়ল রাস্তার মাঝখানে।

'অ্যাই নেড়িকুত্তার বাচ্চা!' হাতের লাঠি উঁচিয়ে সেই ছেলেটা ধমকে উঠল, 'ভদ্রলোকের মেয়েদের পেছনে লাগতে লজ্জা হয় না? আমার বোন যে তোর মেয়ের বয়সী, হতচ্ছাড়া! ফের কখনও আমার বোনের পেছনে লাগতে এলে ছাল ছাড়িয়ে নেব মনে রাখিস।' এত রেগে গিয়েছিল ছেলেটা যা বলার নয়। আমার মনে হল সত্যিই হয়ত ও লাঠি দিয়ে কয়েক ঘা দিয়েছে নচ্ছারটাকে। ওর ধমক শুনে ড্রেবার সত্যি ভয় পেল, কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে পালাতে চাইল, কিন্তু পালাবে কি করে, এমন নেশা করেছে যে ঠিকমত দাঁড়াতে পারছে না। এমন সময় সামনে আমার গাড়ি দেখতে পেয়ে ও টলতে টলতে এগিয়ে এল, ভেতরে ঢুকেই বলল 'আমায় হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে নিয়ে চলো।'

এতদিন যাদের খতম করব বলে খুঁজে বেড়াচ্ছি তাদের একজন এনক ড্রেবার নিজে থেকে আজ উঠে বসল আমার গাড়িতে, ঠিক কুড়ি বছর বাদে। আনন্দে আমার বুকের ভেতরটা নাচতে লাগল। ভয় পেলাম শেষকালে ডাক্তারদের কথা মতন শিরা ছিঁড়ে যদি এখানেই মারা যাই তবে এতদিনের অপেক্ষা মিছে হবে। নিজেকে যতদূর সম্ভব শান্ত রেখে গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবলাম এবার কি করা যায়, এত বড় সুযোগ কিভাবে কাজে লাগিয়ে ওকে খতম করব। এরই মধ্যে ঝড়বৃষ্টি শুরু হল, আর আমার ভাবনার সমাধান করে দিল ড্রেবার নিজেই। এমনিতেই দাঁড়াতে পারছে না, তার ওপর ওর মদের নেশা আবার চাগিয়ে উঠল, জিন প্যালেস শুঁড়িখানায় নিয়ে যেতে বলল। নিয়ে এলাম ওকে সেই জায়গায়। ভেতরে যাবার আগে ড্রেবার আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিল যেন ওর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি। শুঁড়িখানার দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভেতরে রইল ড্রেবার, যখন বেরিয়ে এল তখন আর তার গাড়িতে ওঠার ক্ষমতা নেই। অগত্যা আমি নেমে এসে টেনে হিঁচড়ে তাকে ঠেলে তুললাম গাড়ির ভেতরে, তারপর আবার গাড়ি ছোটালাম। ততক্ষণে আমার মাথার জট খুলে গেছে। আজ রাতে আমার হাত থেকে ড্রেবার প্রাণ নিয়ে কোনমতেই পালাতে পারবে না সে বিষয়ে তখন আমার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই।

ততক্ষণে ড্রেবারকে খতম করার একটা প্ল্যান আমি ছকে ফেলেছি। ওদের পিছু নিয়ে আমেরিকায় ঘুরে বেড়ানোর সময় একবার ইয়র্ক কলেজে ঝাড়ুদারের চাকরি নিয়েছিলাম। সেই সময় একদিন এক অধ্যাপকের লেকচার কানে এসেছিল, ক্ষারজাতীয় এক জাতের বিষ ছাত্রদের দেখিয়ে তিনি বলছিলেন ঐ বিষ রেড ইণ্ডিয়ানেরা তাদের তীরের ফলায় মাখিয়ে রাখে যার এক গ্রেণ খেলে বা রক্তের সংস্পর্শে এলেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটবে। শিশিতে বিষটা ছিল দেখে নিয়েছিলাম। ক্লাস ছুটি

হবার পরে সবার চোখ এড়িয়ে সেই শিশি থেকে একটু ঢেলে নিয়েছিলাম। ওষুধ কিভাবে তৈরি করে আমি জানি। ঐ বিষ দিয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট বড়ি বানালাম, তারপর বিষ না মিশিয়ে একইরকম দেখতে আরও কতগুলো বড়ি বানিয়ে ফেললাম, দু'রকম বড়ি রাখলাম একটা ছোট কৌটোয়। ঠিক করেই রেখেছিলাম ওদের দুজনকে ঐ একই কৌটোর কয়েকটা বড়ি খাওয়াব, যে ক'টা বাকি থাকবে আমি নিজে খাব। বন্দুক বা রিভলভারের নলের মুখ রুমালে ঢেকে গুলি ছুঁড়লে আওয়াজ হবে, ছুরি মারলেও চেঁচাতে পারে। কিন্তু এই বড়ি খাইয়ে দিলে মরণ আসবে নিঃশব্দে, আশেপাশের কেউ টেরও পাবে না। অনেকদিন আগের সেই পরিকল্পনা সফল করার সময় হল এতদিনে।

রাত প্রায় একটা, ঝড়বৃষ্টি তখনও চলছে। গাড়ি চালাতে চালাতে এক সময় স্পষ্ট দেখলাম লুসি আর তার বাবা জন ফেরিয়ারের মুখ দু'টো আঁধারের মধ্যে ভেসে উঠল চোখের সামনে, মনে হল দু'জনেই হাসিমুখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বিশ্বাস করুন, আপনাদের যেমন দেখছি তেমনই স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওদের। রিক্সটন রোডে যতক্ষণ না এলাম ততক্ষণ ওরা বাপ আর মেয়ে আমার ঘোড়ার দু'পাশে দুজনে এল হাওয়ায় ভেসে। নিশুতি রাত, পথে লোকজন নেই, বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম ভেতরে সিটের এককোণে দলা পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে মাতাল ড্রেবার। সেই খালি বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করালাম, দরজা খুলে ওকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'আমরা এসে গেছি।'

'ঠিক হ্যায়,' বলে চোখ মেলে উঠে বসল ও। জল কাদার মধ্যে পা টলতে টলতে পাছে পড়ে যায় এই ভেবে ধরে ধরে তাকে নামিয়ে আনলাম। নেশার ঘোরে ড্রেবার ভাবল ওকে হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলেই নিয়ে এসেছি, আশেপাশে একবারও না তাকিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে কাদামাটি মাড়িয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে এসে ঢুকল বাড়িতে। জোড়া চাবি দিয়ে দরজা খুলে সামনের ঘরে ঢোকালাম তাকে। বিশ্বাস করুন, লুসি আর তার বাবাকে আবার দেখতে পেলাম, গোটা পথটুকু তারা এল আমাদের সঙ্গে হাওয়ায় ভেসে।

'কোথায় নিয়ে এলে বাপ?' শুকনো মেঝেতে কয়েক পা হেঁটে চেঁচিয়ে উঠল ড্রেবার, 'এ যে দেখছি জাহান্নমের আঁধার, কিছুই চোখে পড়ছে না।'

'এবার আলো আসবে,' বলে দেশলাই জ্বেলে মোমবাতি ধরালাম, আমার মুখের কাছে মোমবাতি নিয়ে এসে বললাম, 'এনক ড্রেবার, ভাল করে দ্যাখো তো আমায় চিনতে পারো কিনা।'

নেশায় ঢুলু ঢুলু লাল চোখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখেই ড্রেবার আমায় চিনতে পারল। সেই আবছা আলো আঁধারে দেখলাম তার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে দরদর করে, দাঁতে দাঁত লাগার ধকপকানি আওয়াজও কানে এল। নেশার মধ্যেও ভয়, প্রচণ্ড মৃত্যুভয়, যে তাকে পাহাড়ি অজগরের মত পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে ওসব তারই লক্ষণ। আর আমি? তার ঐ দশা দেখে সেই মুহূর্তে দরজায় ঠেস দিয়ে আমি তখন আনন্দে দমফাটা হাসি হাসছি। নিজের হাসির আওয়াজ কানে যেতে চমকে উঠলাম। বদলা নেবার ব্যাপারটা এত মিষ্টি তার তুলনা হয় না এতদিন এটাই জেনে এসেছি, কিন্তু আত্মার পরিতৃপ্তি যে তার চেয়েও মিষ্টি তা সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করলাম।

'নেড়িকুত্তার বাচ্চা!' আমি ধমকে উঠলাম, 'সল্টলেক সিটি থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ পর্যন্ত ধাওয়া করেছি তোর পেছনে, বারবার তুই আমার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে বেঁচেছিস। এতদিনে তোর পালিয়ে বেড়ানোর পালা বরাবরের মত ঘুচল, হয় তুই, নয়ত আমি, দু'জনের একজন কাল ভোরের সূর্য ওঠা দেখতে পাবে না!' সে যে আমায় দেখে ভয় পেয়েছে আগেই বলেছি, এবার মনে হল সে ধরে নিয়েছে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, যেন তফাতে গেলেই আমার হাত থেকে প্রাণে বাঁচবে এইভাবে নিজেকে গুটিয়ে নেবার মত ভঙ্গি করে কয়েক পা পিছোল সে।

শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়ে দুঃখের দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠছিল, সেসব দিনের কথা মনে পড়ায় রাগে দুঃখে আমি তখন সত্যিই পাগলের মত অস্থির হয়ে উঠেছি, দু'কানের পাশের রগ কেঁপে উঠছে থরথর করে, বুকের ভেতর কে যেন একনাগাড়ে হাতুড়ি পিটে চলেছে। সেই মুহূর্তে নাক দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল বলেই এতবড় ধাক্কা তখনকার মত সামলে নিলাম নয়ত ঠিক বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতাম সেখানেই। ভেতর থেকে দরজার চাবি আঁটলাম, তারপর আংটিটা তার মুখের সামনে নেড়ে দাঁতে দাঁত পিষে বললাম, 'লুসি ফেরিয়ারকে মনে পড়ছে? এখন ওর মুখটা কেমন লাগছে রে কুত্তার বাচ্চা? সাজা তোকে শেষ পর্যন্ত পেতেই হবে, তবে অনেক দেরি হয়ে গেল।' মোমবাতির আবছা আলোয় দেখলাম আমার কথা শুনে সীমাহীন আতংকে তার ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাঁচতে চাইলেও লাভ হবে না বুঝেই তা চাইল না, শুধু আমতা আমতা করে বলল, 'তুমি আমায় খুন করবে?'

'খুন মানুষ মানুষকে করে,' হাসতে হাসতেই জবাব দিলাম, 'কিন্তু রাস্তার কুকুর পাগল হলে তাকে সবাই কুকুরের মতই মারে। এতদিন বাদে হাতের মুঠোয় পেয়েও তোর প্রাণ বাঁচানোর কথাটা বলার জন্য মন বড্ড ছটফট করছে, তাই না? দয়া ভিক্ষে করছিস? যাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম, তার বাবাকে খুন করে তাকে টেনে হিঁচড়ে নিজের হারেমে ঢোকানোর সময় কতটুকু দয়া দেখিয়েছিলি?'

'লুসির বাবাকে আমি খুন করিনি।' চেঁচিয়ে উঠল ড্রেবার।

'না করলেও তুই ওর নিষ্পাপ হৃদয় মন সব ভেঙ্গে চৌচির করে দিয়েছিলি,' বলতে বলতে বিষের বড়ির কৌটোটা পকেট থেকে বের করলাম, ঢাকনা খুলে ওর সামনে এগিয়ে নিয়ে এসে বললাম :

'ঈশ্বরের ওপর তোর বিচারের ভার ছেড়ে দিচ্ছি, এর মধ্যে দু'রকম বড়ি আছে, কতগুলোতে মেশানো আছে কড়া বিষ, কতগুলোতে বিষ নেই, কোনগুলোতে বিষ আছে আমি জানি না। এই কৌটো থেকে আমি একটা বড়ি তুলে মুখে পুরছি, তুই একটা নে। যে সত্যি পাপী, ঈশ্বরের বিচারে সে পার পাবে না।'

ভয়ানক ভয় পেয়ে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল ড্রেবার, বারবার কাতর মিনতি করল প্রাণে বাঁচবার জন্য। কিন্তু তখন আমায় টলায় কে। ওর গলায় ছুরির ফলা চেপে ধরে একটা বড়ি খেতে বাধ্য করলাম। একটা বড়ি আমি নিজেও খেলাম। প্রায় এক মিনিট বা তারও কিছু বেশি সময় দু'জনে তাকিয়ে রইলাম দু'জনের মুখের দিকে। খানিক বাদে চোখেমুখে প্রচণ্ড যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠতেই বুঝলাম বিষের কাজ শুরু হয়েছে। দেখে আবার হাসিতে ফেটে পড়লাম। লুসির মৃতদেহের আঙ্গুল থেকে খুলে নেওয়া বিয়ের আংটিটা বের করে তার চোখের সামনে দোলাতে লাগলাম। মারাত্মক সেই বিষের ক্রিয়া শুরু হল, প্রচণ্ড যন্ত্রণা তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল, তারপর দমবন্ধ হয়ে আসতে বাতাস খিমচে ধরার চেষ্টায় দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ে কর্কশ চিৎকার করে দু'হাত ছড়িয়ে মেঝের ওপর পড়ল উপুড় হয়ে। পা দিয়ে তাকে উল্টে দিলাম, বুকে হাত রেখে দেখি কলজের ধুকপুকুনি থেমে গেছে, এনক জে ড্রেবার বেঁচে নেই।

দুষমনদের একজন খতম হল, আরও একজন স্ট্যাঙ্গারসন এখনও বাকি। নাক দিয়ে তখনও রক্ত পড়ছিল, কিন্তু তা নিয়ে একবারও মাথা ঘামাইনি। হঠাৎ কেন জানি না ইচ্ছে হল রক্ত দিয়ে ঘরের দেওয়ালে এমন কিছু লিখে যাই যার অর্থ ভেদ করা পুলিশের সাধ্যে কুলোবে না। নিউইয়র্কে এক জার্মান খুন হয়েছিল, তার লাশের ওপর খুনি 'RACHE' শব্দটি লিখে দিয়েছিল। ও শব্দটা জার্মান, যার অর্থ প্রতিশোধ। পুলিশকে ভুল পথে চালানোর জন্যই হয়ত বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল। নিজের রক্ত দিয়ে আমিও দেওয়ালে লিখলাম বড় বড় হরফে RACHE। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি ঝড়বৃষ্টি তখনও চলেছে, রাস্তাঘাট আগের মতই নির্জন। হিমেল হাওয়া বইছে। পকেটে

হাত দিয়ে দেখি লুসির আংটিটা নেই। ভীষণ ধাক্কা লাগল মনে। ঐ আংটি ছাড়া লুসির আর কোন স্মৃতি আমার কাছে নেই। ড্রেবারের লাশ দেখার সময় হয়ত পড়ে গেছে পকেট থেকে এই ভেবে গাড়ি নিয়ে ফিরে এলাম ঘটনাস্থলে। গাড়ি রেখে বাড়িতে ঢুকতে যাব এমন সময় দেখি একজন পুলিশ অফিসার বেরিয়ে আসছে বাড়ির ভেতর থেকে। বুঝতে পারলাম পুলিশ যেভাবেই হোক ড্রেবারের লাশের হদিশ পেয়েছে। মনে হল ভেতরে গেলে লুসির আংটি তো পাবই না, উল্টে পুলিশ খুনি সন্দেহে আমায় গ্রেপ্তার করবে, তখন আর স্ট্যাঙ্গারসনকে খতম করা হবে না। তাই পুলিশ দেখেই মাতাল সেজে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে এমন গান গাইলাম যে আমাকে তার একবারও সন্দেহ হল না। সেই সুযোগে আমিও দিব্যি পার পেয়ে গেলাম।

স্ট্যাঙ্গারসন হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে উঠেছে আগেই জেনেছিলাম। ড্রেবার খতম হবার পরে গাড়ি নিয়ে সেখানে হাজির হলাম, দিনরাত নজর রাখলাম ঐ হোটেলের ওপর। গোটা দিনটা ঐভাবে কেটে গেল কিন্তু স্ট্যাঙ্গারসন একবারও তার কামরা থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল না। ড্রেবারের চেয়েও মহা ফন্দিবাজ আর শয়তান ঐ ব্যাটা স্ট্যাঙ্গারসন। ড্রেবার যখন শেষ পর্যন্ত ফিরে এল না তখনই ধরে নিয়েছিল সে মারাত্মক বিপদে পড়েছে, তাই সবদিক থেকে হুঁশিয়ার হচ্ছিল। কিন্তু আমিও অত সহজে ছাড়ার পাত্র নই। স্ট্যাঙ্গারসন হোটেলের কোন তলায় কোন কামরায় উঠেছে সে খবর ততক্ষণে আমার জানা হয়েছে। হোটেলের পেছনের গলিতে কতগুলো বড় সিঁড়ি পড়ে থাকতে দেখেই ঐ সিঁড়িগুলোর একটায় চেপে বাইরের দিক থেকে স্ট্যাঙ্গারসনের কামরার খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। দেখি স্ট্যাঙ্গারসন তখনও ঘুমোচ্ছে। ঘুম ভাঙ্গিয়ে প্রথমেই ড্রেবারের মৃত্যুসংবাদ জানালাম আর আমিই তাকে খুন করেছি তাও জানালাম। লুসির বাবা জন ফেরিয়ারকে খুন করার জন্য এবার আমি তাকে খুন করব একথা শুনেই চমকে উঠল সে। আমি ভ্রূক্ষেপ না করে বিষের বড়ির কৌটো খুলে বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে। ড্রেবারের মত একইভাবে তাকে জীবন অথবা মরণ বেছে নেবার সুযোগ দিলাম। কিন্তু স্ট্যাঙ্গারসন তার ধারে কাছে গেল না। বিছানা থেকে একলাফে উঠে সে আমার গলা টিপে ধরতে গেল। আমি তখন উপায় না দেখে ছুরি বের করে সোজা বসিয়ে দিলাম ওর বুকে। দু'নম্বর দুষমনকে এইভাবেই খতম করলাম আমি।

আমার সব কথাই আপনাদের শুনিয়েছি, আর বিশেষ কিছু আপনাদের বলার নেই। আমার কর্তব্য শেষ। আমেরিকায় ফিরে যেতে হবে, কিন্তু সেজন্য টাকার দরকার। টাকা রোজগারের জন্য কিছুদিন এই শহরে গাড়ি চালালাম। আজ গাড়ি নিয়ে বেরোব এমন সময় ছেঁড়া জামাকাপড় পরা একটা ছেলে এসে খোঁজ নিল জেফারসন হোপ নামে কোন গাড়োয়ান আছে কি না। তার কথায় সাড়া দিতেই ছেলেটা বলল, বেকার স্ট্রিটের ২২১ বি ঠিকানায় যেতে হবে, এক ভদ্রলোক আমায় খুঁজছেন। সন্দেহ না করে তার সঙ্গে চলে এলাম, তারপরেই সেই ভদ্রলোক দিব্যি একখানা হাতকড়া এঁটে দিলেন আমার হাতে। এমন সুন্দরভাবে আগে কাউকে হাতকড়া পরাতে দেখিনি। আমার যা বলার ছিল আপনাদের শোনালাম। আপনারা আমায় খুনি বলে ভাবতে পারেন, কিন্তু আমি নিজেকে আপনাদের মতই ন্যায়বিচারের রক্ষক মনে করি জানবেন।'

এতক্ষণ ধরে যে কাহিনী সে শোনাল তা হৃদয়ে এতই প্রভাব ফেলেছিল যে সেই মুহূর্তে বলার মত কিছুই আমাদের মুখে এল না। চুপ করে মাথা নিচু করে আমরা বসে রইলাম। পেশাদার দুই গোয়েন্দা যারা এই কেসের তদন্ত করেছে সব শোনার পরেও তারা খুনির মুখ থেকে আরও কিছু শোনার অপেক্ষায় বসে আছে হাঁ করে। ঘরের ভেতর কারও মুখে কোন কথা নেই, শুধু লেসট্রেড শর্টহ্যাণ্ড পেনসিলে যে বিবরণ লিখে নিচ্ছে তার খস্‌খস্ আওয়াজ হচ্ছে।

'একটা প্রশ্ন করছি,' অনেকক্ষণ পরে প্রশ্ন করল হোমস, 'খবরের কাগজে আমার দেওয়া বিজ্ঞাপন দেখে আংটি নিতে কে এসেছিল?'

'নিজের যা কিছু গোপন কথা আছে সব আমি বলতে পারি,' হাসিখুশি গলায় হোমসের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল আসামি হোপ, 'কিন্তু আর কাউকে আমি বিপদে ফেলতে চাই না। খবরের কাগজে আপনার বিজ্ঞাপন দেখে একবার মনে হল সত্যিই হয়ত বিজ্ঞাপনদাতা লুসির আংটি খুঁজে পেয়েছে, তারপরেই মনে হল এটা আমাকে হাতে নাতে গ্রেপ্তার করার ফাঁদও হতে পারে। আমার বন্ধু বিজ্ঞাপন পড়ে নিজেই সেই বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে দেখা করতে চাইল। আমার মনে হয় সে খুব ভালভাবেই উতরে গেছে, তাই না?'

'তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই,' আন্তরিক গলায় বলল হোমস।

'আচ্ছা, মশায়েরা,' থানার ইন্সপেক্টর বললেন, 'এবার তাহলে আইনমাফিক কাজকর্মের পালা মেটাতে হবে, আসামিকে এবার হাজতে যেতে হবে। বেস্পতিবার আসামিকে আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তোলা হবে। আপনারাও দয়া করে সেদিন আসবেন, সাক্ষী হিসেবে আপনাদের হাজির হতে হবে। ততদিন পর্যন্ত ওর দায়িত্ব আমার ওপর।' বলে তিনি ঘণ্টা বাজাতে দু'জন প্রহরী এসে ঢুকল, জেফারসনকে তারা নিয়ে গেল হাজতে। থানা থেকে বেরিয়ে হোমস আর আমি ঘোড়ার গাড়ি চেপে ফিরে এলাম বেকার স্ট্রিটে।

সাত

শেষ কথা

কিন্তু বেস্পতিবারে শেষ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কাউকে হাজির হতে হল না, তার আগেই আরও বড় একজন বিচারক গোটা ব্যাপারটার বিচারের দায়িত্ব নিজের হাতে নিলেন, আসামি জেফারসন হোপকে তিনিই কাছে টেনে নিলেন। শুনলাম হাজতে যেদিন ঢোকানো হল সেদিন রাতেই অ্যানিউরিয়জম ফেটে মারা যায় জোড়া খুনের আসামি জেফারসন হোপ; পরদিন সকালবেলা হাজতের দরজা খোলার পরে প্রহরী দেখতে পায় সে নিথর হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, দেহে প্রাণ নেই, মুখে প্রশান্ত হাসি। জীবনের যা কিছু কর্তব্য সব সুষ্ঠুভাবে সেরে মৃত্যুবরণ করেছে ভেবেই হয়ত ঐরকম প্রশান্ত হাসি হেসে শেষনিঃশ্বাস ফেলেছে সে।

'হোপ মারা যাবার ফলে গ্রেগসন আর লেসট্রেডের মাথা কেমন গরম হয় দেখো,' পরদিন সন্ধ্যায় এই প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময় বলল হোমস, 'হাতের মুঠোয় এসেও জোড়া খুনের আসামি এইভাবে ওদের ফাঁকি দিল! খবরের কাগজে খুব বড় করে বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছিল মনে পড়ে? এখন কি হবে?'

'কিন্তু জেফারসনকে হাতেনাতে ধরার ব্যাপারে ওদের হাত আর কতটুকু?' আমি বললাম।

'দুনিয়ায় তুমি আমি যে যতটুকু করছি তার সঙ্গে ফলাফলের সম্পর্ক খুব কমই আছে, মনে রেখো।' তিতিবিরক্ত শোনাল হোমসের গলা, 'কাজটা যেমনই হোক তা যে তোমারই কীর্তি, লোকে তা জানতে পারলেই তোমার অনেক পাওয়া হবে। বাদ দাও ওসব।' একটু থেমে হাসিমুখে বলল, 'সহজ হলেও এত ভাল কেস আগে আমার হাতে আসেনি। শেখার মত অনেক পয়েন্ট ছিল এতে।'

'সহজ কেস?' আমি অবাক হলাম।

'তা নয় তো কি,' বলল হোমস, তখনও আমার বিস্ময় কাটেনি দেখে মুচকি হাসল, 'কোনরকম ভেতরের সাহায্য না নিয়ে শুধু কতগুলো সাধারণ অনুমান আর সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করেই ঘটনার মাত্র তিনদিনের ভেতর অপরাধীকে ধরে ফেললাম। কেসটা যে খুবই সহজ এটাই তো তার প্রমাণ।'

সে কথা সত্যি, আমি সায় দিলাম।

'হয়ত ভুলে গেছ আমি আগেও একবার বলেছিলাম যা কিছু ধরাবাঁধা আর সাধারণ তা সচরাচর প্রতিবন্ধক হবার বদলে পথ দেখায়। এই জাতীয় সমস্যা সমাধানের সবচাইতে ভাল উপায় হল পেছনের যত কারণ আর যত যুক্তি আছে সব হাতড়ে বেড়ানো। এটা যেমন সহজ তেমন উপযোগী, কিন্তু মানুষ একে মূল্য দেয় না, এ নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না।'

'তোমার একটি কথাও আমি বুঝতে পারছি না।'

'বুঝবে তেমন আশাও আমি করি না, তবু চেষ্টা করে দেখি ব্যাপারটা সহজ করা যায় কিনা। অনেক লোক আছে যারা পরপর অনেকগুলো ঘটনা শোনার পরে বলে দেয় ফলাফল কি ঘটবে। ঘটনাগুলো ভেবে নিয়ে তার পরিণতি কি হবে তা আঁচ করতে পারে। আবার একদল লোক আছে যারা শুধু ফলাফল বা পরিণতি শুনলেই কিভাবে তা ঘটেছে নিজের মনে অনেক চিন্তা ভাবনা করে তা জানতে পারে। ভাবনা চিন্তার এই ক্ষমতাকেই আমি বিশ্লেষণ বা পেছন দিকে হাঁটার যুক্তি বলে বোঝাতে চাইছি।'

'এতক্ষণে খানিকটা বুঝেছি,' আমি বললাম।

'এই কেসেও তেমনই শুধু ফলাফলই পাওয়া গিয়েছিল, বাকি সবকিছু ভেবে বের করতে হয়েছে। কি কি ভেবে বের করেছিলাম তাই এবার শোন। প্রথম খুনের ঘটনাস্থলে অর্থাৎ ব্রিক্সটন রোডের সেই বাড়িতে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে। যাবার সময় মনকে পুরোপুরি ফাঁকা রেখেছিলাম, কোনও ধারণার প্রভাব সেখানে পড়তে দিইনি। তখন গোড়াতেই চোখে পড়ল বাড়ির বাইরে রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ির চাকার দাগ। চাকার দাগ সরু দেখে বুঝলাম ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়ি। তার মানে নিহত ব্যক্তি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে এসেছিল ঘটনাস্থলে। এই হল প্রথম পয়েন্ট। এরপরে ঢুকলাম বাগানের পথে। সেখানকার মাটি কাদাটে যার ওপর পায়ের ছাপ সহজেই পড়ে। পুলিশ কনস্টেবলের ভারি পায়ের ছাপ ছাড়া সাধারণ দু'জোড়া পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। একেক জায়গায় তাদের পায়ের ছাপের ওপর পড়েছে কনস্টেবলের পায়ের ছাপ। তার ফলে এটাই বুঝলাম যে কনস্টেবল আসার আগে দু'জন লোক ঢুকেছিল বাড়ির ভেতর। সেই দু'জোড়া পায়ের ছাপেরও বৈশিষ্ট্য আছে — একজোড়া ছাপ দামি শৌখিন বুটের, বুঝলাম দু'জনের একজন ধনী শৌখিন মানুষ। আর বাকি দু'জোড়া পায়ের ছাপের মাঝখানে অনেকটা ফাঁক যা সেই পায়ের মালিকের অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের প্রমাণ দেয়। তাহলেই বোঝ, শৌখিন লোকটির সঙ্গী যে বেজায় ঢ্যাঙ্গা ছিল তা কত সহজে আমার জানা হয়ে গেল। আমার যুক্তির শেকলের দ্বিতীয় গিঁটখানা এভাবেই হাতে এল।

এরপরে ঢুকলাম বাড়ির ভেতরে। শৌখিন লোকটি খুন হয়েছে দেখে ধরে নিলাম তার সঙ্গী ঢ্যাঙ্গা লোকটিই খুনি। লাশের গায়ে কোনও ক্ষত নেই অথচ তার চোখমুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় মারা যাবার আগে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল সে, যন্ত্রণাও পেয়েছিল। তার ঠোঁট শুঁকতেই একটা খুব টক গন্ধ পেলাম, আর তখনই নিশ্চিত হলাম জোর করে বিষ খাইয়ে খুন করা হয়েছে লোকটিকে। জোর করে খাওয়ানোর জন্যই ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে চোখেমুখে। জোর করে বিষ খাওয়ানো ঘটনা আরও ঘটেছে অপরাধের ইতিহাসে। ওডেসার ডোলস্কি কেস, আর মন্টপেলিয়ারের লেটুরিয়ারের কেস-এর বিবরণ যে কোনও বিষ বিশারদের মনে আছে, জানতে চাইলেই বলে দেবেন। জোর করে বিষ খাওয়ানোর এই ব্যাপারটা হল তিন নম্বর পয়েন্ট যে আমার যুক্তির শেকলের তিন নম্বর বা শেষ গিঁট।

খুনের কারণ কি হতে পারে সেই প্রশ্ন এবার দেখা দিল মনে। সাধারণ ছিনতাই বা লুঠের নয় কারণ লাশের সঙ্গে যা কিছু ছিল কোনটিই খোয়া যায়নি। আর মাত্র দুটি সম্ভাবনা হাতে থাকে তখন — রাজনীতি ও নারীঘটিত কোন কেলেংকারি। বিয়ের আংটি পাবার পর নারীঘটিত কারণই বারবার উঁকি দিল মনে। তাছাড়া খুনের পেছনে রাজনীতি থাকলে আততায়ী কাজ সেরেই পালায়।

ঘরের ভেতরে পায়চারি করে, দেওয়ালে জার্মান ভাষায় প্রতিশোধ লিখে নিজেকে জাহির করে না। ঐ একটি শব্দ আর মেয়েদের বিয়ের আংটি দেখেই বুঝলাম কোনও পুরোনো প্রেমের ব্যর্থতা আর বঞ্চনা আছে খুনের পেছনে। কথাটা মনে আসতেই গ্রেগসনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মিঃ ড্রেবারের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে টেলিগ্রাম করা হয়েছে কিনা। মনে আছে তো, খোঁজ নেওয়া হয়নি এমনই জবাব দিয়েছিল গ্রেগসন।

এরপর খুঁটিয়ে ঘটনাস্থল পরীক্ষা করতে গিয়ে আরও কিছু দামি তথ্য জেনেছিলাম; খুনির উচ্চতা, সে ত্রিচিনোপল্লি চুরুট খায়, এসব। ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন না পেয়ে ধরে নিয়েছিলাম খুনির দেহে প্রচুর রক্ত, ঘটনার সময় অত্যন্ত উত্তেজিত হবার দরুন তার নাকমুখ থেকে কিছু রক্ত বেরিয়েছিল, সেই রক্ত দিয়েই সে RACHE শব্দটি লিখেছিল। শরীরে প্রচুর রক্ত আছে, বেজায় ঢ্যাঙ্গা এসব দেখেই বলেছিলাম খুনির মুখের র[illegible] লালচে। পরে তোমরা দেখেছো আমার ধারণা কতখানি নির্ভুল।

গ্রেগসন যা দেখেও দেখেনি সেই ব্যাপারটাই ভাবিয়ে তুলেছিল আমায়, ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে ওহিওর ক্লিভল্যান্ডের পুলিশ চিফকে ব্যক্তিগত টেলিগ্রাম পাঠালাম তাতে জানতে চাইলাম ড্রেবারের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে। পুলিশ চিফ জবাবী টেলিগ্রামে যা জানালেন তাতেই সমস্যার সমাধান হল। তিনি উল্লেখ করলেন জেফারসন হোপ নামে একটি লোক তার মৃত স্ত্রীকে বিয়ের আগে ভালবাসত, খুন করার জন্য সে পিছু নিয়েছে বলে ড্রেবার পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিল বলে তিনি জানান। তিনি এও জানান হোপ নামে ড্রেবারের সেই প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী এখন ইউরোপে

সব প্রমাণ এইভাবে হাতে আসার পরে বাকি রইল শুধু অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা। [illegible] গেলাম ঘটনার রাতে – ড্রেবারের সঙ্গীই যে তাকে খুন করেছিল সে সম্পর্কে আগেই নিশ্চিত হয়েছি, তাহলে যে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ড্রেবার ঘটনাস্থলে এসেছিল সেই গাড়ি চালিয়ে এসেছিল তারই খুনি এটাও প্রমাণিত হচ্ছে। গাড়িটা ভাড়ার গাড়ি ছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি আরও আগে। অতএব তাকে খুন করেছে এটা জলের মত স্বচ্ছ হয়ে গেল তখন থেকেই জেফারসন হোপ নামে একজন ঢ্যাঙ্গা গাড়োয়ানকে খুঁজে বের করতে [illegible] ইস্ট আমার কিশোর বাহিনীকে। ওদের সর্দার উইগিন্স [illegible] আড্ডায় ঘুরে ঘুরে জেফারসন হোপকে খুঁজে বের করে আমার হাতে এনে দিয়েছে [illegible] সহকারী দিতে হল। স্ট্যাঙ্গারসনের খুন একটা অভাবিত ব্যাপার [illegible] দ্যাখো স্ট্যাঙ্গারসন খুন হল বলেই [illegible] দেখছো, ওয়াটসন, [illegible] কেসের আগাগোড়া একটা ধারাবাহিক [illegible] যুক্তিসঙ্গত অনুমান ও পরিণামের এক নিখুঁত শেকলও অনায়াসে [illegible] যেখানে চোখে পড়বে না।'

'একটাই প্রশ্ন আছে,' আমি বললাম, 'জেফারসন হোপ যে এদেশে এসে নাম পাল্টায়নি সে বিষয়ে নিশ্চিত হলে কি করে?'

'এটা একটা প্রশ্ন হল?' হাসল হোমস, 'জেফারসন হোপকে ঐ নামে চিনত আমেরিকার লোক, কিন্তু এই লণ্ডন শহর তো তার কাছে বিদেশ, তার আসল নাম কি সে খবর এখানকার মানুষ জানবে কি করে আর জেনেই বা তাদের দরকার কি?'

'জবাব নেই।' উল্লাস চাপতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'সত্যি হোমস, তোমার অসামান্য প্রতিভার কথা দেশের মানুষের জানা দরকার। এই কেসের তদন্তের আগাগোড়া তোমার ছেপে বের করা উচিত। তুমি না করলে আমি তোমার হয়ে লিখে ঠিক ছাপাব, দেখে নিয়ো।'

'সে তোমার যা খুশি তাই কোর, ডাক্তার, এখন এটা পড়ে দ্যাখো,' বলে একটা খবরের কাগজ সে এগিয়ে দিল।

দৈনিক 'একো' খবরের কাগজের সেদিনের প্রভাতী সংস্করণ, তাতে যে খবরটা হোমস পড়তে বলল তার বিবরণ হুবহু তুলে ধরলাম।

'মিঃ এনক জে ড্রেবার ও তাঁর সেক্রেটারি মিঃ জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের হত্যাকারী সন্দেহে জেফারসন হোপ নামে যে লোকটি ধরা পড়েছিল পুলিশ হাজতে দুরারোগ্য হৃদরোগে তার মৃত্যু ঘটায় এক চাঞ্চল্যকর খুনের মামলার বিবরণ দেশবাসীর অজানাই থেকে গেল। এই মামলার বিস্তারিত বিবরণ কখনও প্রকাশিত হবে না ঠিকই, কিন্তু নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি এই জোড়া খুনের সঙ্গে জড়িত আছে পুরোনো প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রেমে ব্যর্থতার জ্বালা এবং মর্মোনদের কার্যকলাপ। নিহত দুই ব্যক্তি মিঃ ড্রেবার আর মিঃ স্ট্যাঙ্গারসন যৌবনে আমেরিকার সাধুদের দেশ সল্টলেক সিটির বাসিন্দা ছিলেন এবং মৃত আসামি জেফারসন হোপও এসেছিল সেখান থেকেই। এ মামলার লাভ হয়েছে একটাই — পুরোনো সবরকম বিরোধের মীমাংসা যার যার নিজের দেশেই করে আসা উচিত, সেই বিরোধের জের যেন তারা ব্রিটেনের মাটিতে টেনে না আনে এই ব্যাপারটা বিদেশীদের দৃষ্টান্ত সহকারে ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই জোড়া খুনের মামলার তদন্তের সব কৃতিত্ব যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দুই বিখ্যাত গোয়েন্দা মিঃ গ্রেগসন আর মিঃ লেসট্রেডের প্রাপ্য সে এখন আর চাপা নেই। জানা গেছে মিঃ শার্লক হোমস নামে এক শৌখিন গোয়েন্দার ঘর থেকে গোয়েন্দারা আসামিকে গ্রেপ্তার করেছেন। ঐ দু'জন তদন্তকারী গোয়েন্দা অফিসারকে তাদের অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে উপযুক্ত প্রশংসাপত্র দেওয়া হবে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কাছে তা অবশ্যই আশা করা যায়।'

'কেমন, ডাক্তার?' হাসল হোমস, 'তদন্তের গোড়াতেই বলেছিলাম কিনা, রহস্যের সমাধান করব আমি, আর পুরো কৃতিত্ব পাবে লেসট্রেড আর গ্রেগসন? বলেছিলাম কিনা?'

'এ নিয়ে ভেবো না,' আমি সান্ত্বনা দিলাম, আমার জার্নালে ঘটনার সব তথ্য লিখে রেখেছি, দেশের মানুষও তা যথাসময় জানতে পারবে। তার আগে পর্যন্ত এ জয়ের সব কৃতিত্ব একা তোমারই ভেবে নিজেকে শান্ত রেখো।'

দ্য সাইন অব ফোর

এক

অনুমান ভিত্তিক সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান

ম্যান্টলপিসের এককোণে রাখা বোতলটা নামিয়ে আনল হোমস, মরোক্কো চামড়ার সুন্দর খাপ খুলে বের করল হাইপোডার্মিক ইঞ্জেকশান সিরিঞ্জ। কাঁপা হাতের লম্বা আঙ্গুলে সরু সূঁচ সিরিঞ্জের মুখে এঁটে শার্টের বাঁ হাতের আস্তিন অনেকটা গুটিয়ে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল শিরাবহুল হাতের দিকে। হাতের সর্বত্র সিরিঞ্জের সূঁচ ফোটানোর দাগ কিছুক্ষণ একমনে দেখল সে। তারপর সেই হাতেই আবার ফুটিয়ে দিল সূঁচ, কাঁচের খুদে পিস্টনে চাপ দিয়ে সিরিঞ্জের ভেতরের সবটুকু তরল বিষ ঢুকিয়ে দিল চামড়ার ভেতর। সবশেষে পরিতৃপ্তির লম্বা শ্বাস ফেলে হোমস গা এলিয়ে দিল মখমল মোড়া আর্মচেয়ারে।

দিনে তিনবার করে নিজে হাতে ইঞ্জেকশন নেয় হোমস। মাসের পর মাস ধরে এই দৃশ্য দেখছি আমি। কিন্তু যার ব্যাপার সে নিজে না বললে আমার তরফ থেকে কিছু বলা ভাল দেখায় না তাই দেখেও মুখ বুজে থাকি। কিন্তু মুখ বুজে থাকলেও রেহাই নেই। কারণ মনের নজর বড় সূক্ষ্ম আর তীক্ষ্ণ। ভদ্রতা সভ্যতার দোহাই পেড়ে তার হাত থেকে রেহাই মেলে না; যতবার প্রতিবাদ করবার সংকল্প করেছি ততবার হোমসের উদ্বেগহীন শান্ত মুখ আমায় চুপ করে থাকতে বাধ্য করেছে। সে কতদূর স্বাধীনতাপ্রিয় তা আমার চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না, আর এও জানি নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা কাজকর্মের ওপর অন্যের খবরদারি মোটেও হজম করতে পারে না সে। বিশাল ব্যক্তিত্বের এই মানুষটাকে ঘাঁটাতে একেক সময় আমার সত্যিই ভয় হয়, তাই আমি শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ না করে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।

অন্যদিকে আমিও হয়তো সহ্যের কিনারায় এসে পৌঁছেছিলাম। তাই শেষ পর্যন্ত আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। এর মধ্যে একদিন লাঞ্চের শেষে 'বোন' মদ খেয়েছিলাম। হয়ত তারই প্রভাবে সেদিন বিকেলে আচমকা প্রশ্ন করে বসলাম, 'আজ কোনটা নেবে, মর্ফিন না কোকেন?'

'কোকেন, সেভেন পার্সেন্ট সলিউসান', বইয়ের খাতা থেকে ক্লান্ত চোখ তুলল হোমস, 'তুমি একটু নিয়ে দেখবে নাকি?'

'একদম না,' চটপট মাথা নাড়লাম, 'আফগান যুদ্ধে যে চোট খেয়েছি তার জের এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি, তার ওপর এই নতুন নেশার চাপ ধাতে সইবে না।'

'হয়ত ঠিকই বলেছো, ওয়াটসন,' হোমস হাসল, 'শরীরের ওপর এর প্রভাব হয়ত ভাল নয় ঠিকই। তাহলেও এর প্রভাবে চিন্তাশক্তি বাড়ে, মনকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যায়।'

'তা না হয় হল,' আমি বললাম। 'কিন্তু এজন্য কি দাম দিতে হচ্ছে একবারও তা ভেবেছো? চিন্তা ভাবনার ক্ষমতা বাড়ছে মানেই তোমার মগজ উত্তেজিত হচ্ছে, আর তা হচ্ছে তোমার দেহের টিসুর ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটিয়ে, যার ফলে সেটায় এক স্থায়ী অবসাদ আর ক্লান্তি অনিবার্য। কেনা তোমার সব চেতনা যে এক অদ্ভুত আচ্ছন্নতায় ঢেকে যায় একথা তো তোমার মুখ থেকে শুনেছি। চিন্তার ক্ষমতা বেড়ে যাবার ফলে যে লাভটুকু হচ্ছে তার চেয়ে দৈহিক ক্ষতি হচ্ছে বহু গুণ। ভেবো না শুধু বন্ধু বলেই এসব বলছি, ডাক্তার হিসেবেও আমার কর্তব্যবোধ আছে।'

আমাদেব কথাবার্তাব মাঝখানে ল্যাণ্ডলেডি মিসেস হাডসন একটা কার্ড নিয়ে এলেন। কার্ডে লেখা নামটা পড়ল হোমস, 'মিস মেবি মর্সটান। হুম। এ নাম আগে শুনিনি কখনও। মিসেস হাডসন, আপনি এখুনি ঐ মহিলাকে ওপবে পাঠিয়ে দিন। ওকি, ডাক্তাব, তুমি পালাচ্ছো কোথায়? আমি চাই এই মহিলাব সঙ্গে কথা বলাব সময় তুমি এখানে থাকো।'

দুই
কেসের বিবরণ

দেখতে ছোটোখাটো মিস মর্সটান ব্রণ্ড অর্থাৎ তাঁব চুলেব বং সোনালি লাল। পোশাকে রুচিব পবিচয় মেলে। হাতে দস্তানা, মাথায় পালক গোঁজা টুপি। গায়েব বং যেমন ফেটে পড়াব মত নয় নাক চোখও তেমনই কাটাকাটা নয়, কিন্তু দুচোখে সহানুভূতিব ছাপ স্পষ্ট। হাবভাব যেমন ভদ্র অমায়িক তেমনই মিষ্টি। হোমসেব এগিয়ে দেওয়া চেয়াবে বসাব সময় মহিলাব ঠোঁট আব হাত কেঁপে উঠতে বুঝলাম তিনি চাপা উত্তেজনায় ভুগছেন।

'মিঃ হোমস,' মিস মর্সটান বললেন, 'আমাব মনিব মিসেস সিসিল ফবেস্টাবেব একটা ছোট পাবিবাবিক ঝামেলাব অবসান আপনি করে দিয়েছিলেন শুনেছি। আপনাব দক্ষতাব ওপব ওঁব অগাধ বিশ্বাস, সেকথা শুনে ছুটে এসেছি আপনাব কাছে।'

'আপনাব কেসটা কি?'

এবাব আমি অস্বস্তিতে পড়লাম। চেয়াব ছেড়ে উঠে বললাম, 'আচ্ছা, আমি এখন যাচ্ছি।' কিন্তু যাওয়া আব হল না। তাব আগেই মিস মর্সটান আমাব উদ্দেশ্যে হোমসকে বললেন, 'আপনাব বন্ধু থেকে গেলে আমাব উপকাব হবে।'

একথা শোনাব পব আব যাওয়া যায় না। তাই আবাব চেয়ারে বসে পড়লাম। 'সংক্ষেপে সব বলছি,' মিস মর্সটান শুরু করলেন, 'আমাব বাবা ক্যাপ্টেন মর্সটান ছিলেন ভাবতীয় সেনাবাহিনীব অফিসাব। আমি যখন খুব ছোট সেই সময় আমাব মা মাবা যান। বাবা তাবপব আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে আমাদেব কোনও আত্মীয়স্বজন ছিল না। তাই বাবা এডিনবরাব এক বোর্ডিং-এ বেখে আমাব বড় হবাব ব্যবস্থা করেন। সতেবো বছব বয়স পর্যন্ত আমি সেই বোর্ডিং-এ ছিলাম। আমাব বাবা ছিলেন ওই বেজিমেন্টেব এক সিনিয়ব ক্যাপ্টেন। ১৮৭৮ এ এক বছরেব ছুটি নিয়ে উনি দেশে ফিবলেন। লণ্ডনে পৌঁছে বাবা আমায় টেলিগ্রাম করলেন, লিখলেন ভাল আছেন, ল্যাংঘাম হোটেলে উঠেছেন। আমায় তাড়াতাড়ি সেখানে আসতে এবং দেখা করতে বললেন। আমি লণ্ডন পৌঁছে ল্যাংঘাম হোটেলে উঠলাম, কিন্তু বাবাব সঙ্গে দেখা হল না। ওখানকাব ম্যানেজাব বললেন ক্যাপ্টেন মর্সটান ওখানে উঠেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আগেব দিন বেরিয়ে সেদিন আব ফিবে আসেননি। বাবাব ফেবাব অপেক্ষায় আমি সাবাদিন হোটেলে বসেছিলাম কিন্তু বাবা আব ফিবে এলেন না। বাতে হোটেলেব ম্যানেজাবেব কথায় পুলিশে খবব দিলাম। পবদিন ওখানে সকালেব সবকটি খববেব কাগজে বিজ্ঞাপনও দিলাম। কিন্তু এসবে কোনও ফল হল না। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বাবাব আব কোনও খোঁজখবব পাইনি। বাবা কোথায় আছেন, কেমন আছেন কি অবস্থায় আছেন আমি কিছু জানি না। বুঝতে পাবি একটু শান্তিব খোঁজে বুকভবা আশা নিয়ে বাবা দেশে ফিবেছিলেন, কিন্তু তাব বদলে—বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মিস মর্সটান।

'আপনাব বাবা কবে নিখোঁজ হন?' নোটবই খুলে জানতে চাইল হোমস।

'১৮৭৮-এব ৩বা ডিসেম্বব, আজ থেকে প্রায় দশ বছব আগে।'

'ওঁব মালপত্র?'

'সব হোটেলেই ছিল, কিছু বই, জামাকাপড়, আব আন্দামানেব একবাশ দুষ্প্রাপ্য জিনিস।'

হোমস অবাক হল, 'আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ?'

'আন্দামানে দ্বীপান্তর জেলের একজন অফিসার ছিলেন আমার বাবা।' মিস মর্সটান বললেন, উনি ছিলেন কনভিক্ট গার্ডদের ইনচার্জ।'

'শহরে ক্যাপ্টেন মর্সটানের বন্ধু কেউ ছিল না?'

'একজনের নামই আমরা জানতাম — মেজর শোল্টো বাবার সঙ্গে থার্টি ফোর্থ বোম্বে ইনফ্যান্টি রেজিমেন্টে ছিলেন। বাবা নিখোঁজ হবার কিছু আগে মেজর শোল্টো অবসর নেন। উনি থাকতেন আপার নরউডে। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু উনি জানান বাবা যে ইংল্যাণ্ডে ফিরেছেন তা উনি জানতে পারেননি।''

'আশ্চর্য কেস দেখছি,' আপন মনে বলল হোমস।

'এ কেসে যা সবচেয়ে আশ্চর্যের তা এখনও বলাই হয়নি। আজ থেকে প্রায় ছ'বছর আগে— তার মানে ১৮৮২ সালের ৪ঠা মে তারিখে 'দ্য টাইমস' খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল যার সংক্ষিপ্ত বয়ান ছিল এরকম ঃ 'মিস মর্সটানকে অনুরোধ করছি উনি যেন নিজের ঠিকানা জানিয়ে বিজ্ঞাপন দেন, এতে ওঁর ভালই হবে।' বিজ্ঞাপনে কারও নাম বা কোনও ঠিকানা ছিল না। আমি তখন মিসেস সিসিল ফরেস্টারের বাড়িতে গভর্নেসের চাকরিতে সবে ঢুকেছি। ওঁর কথামত খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন কলমে আমার ঠিকানা উল্লেখ করে একটা ছোট বিজ্ঞাপন দিলাম। বিজ্ঞাপন যেদিন বেরোল সেদিনই ডাকযোগে একটা ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স এল আমার ঠিকানায়, ভেতরে ছিল একটা উজ্জ্বল মুক্তো, কিন্তু সঙ্গে কোনও চিঠি নেই, কাজেই কে তা পাঠাল জানতে পারলাম না। সেই থেকে প্রত্যেক বছর ঐ তারিখে একই রকম দেখতে একটি করে উজ্জ্বল মুক্তো ডাকযোগে আসছে আমার কাছে। একজন রত্নবিশেষজ্ঞ যাচাই করে বলেছেন মুক্তোগুলো দুর্লভ, দামও অনেক। এই দেখুন, বলে একটা ছোট বাক্স খুলে এগিয়ে দিলেন—দেখলাম ভেতরে ৬'টি উজ্জ্বল মুক্তো পাশাপাশি সাজানো।

'আপনার কথা শুনে আমার কৌতূহল বাড়ছে,' বলল হোমস। এছাড়া আর কিছু এর মধ্যে ঘটেছে কি?'

'ঘটেছে বলতে আজ সকালেই চিঠিটা পেয়েছি,' বলে একটা চিঠি এগিয়ে দিলেন মিস মর্সটান, 'এটা পেয়েই ছুটে এসেছি আপনার কাছে।'

চিঠির খামটাও চেয়ে নিলো হোমস, চোখের সামনে এনে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'লণ্ডন, এস ডব্লিউ ডাকঘর তারিখ ৭ই জুলাই। হুম। খামের কোনে পুরুষের আঙুলের ছাপ দেখছি। এটা ডাকপিওনেরই হওয়া স্বাভাবিক। কাগজটা খুব সেরা জাতের, এই কাগজে তৈরি এক প্যাকেট খামের দাম ছ'পেনির কম নয়। এসব প্রমাণ করছে চিঠির লেখক যেই হোক, লেখার কাগজ সে অনেক বাছাই করে কেনে। ঠিকানার নামগন্ধ নেই। চিঠির বয়ানে লেখা হয়েছে, 'আজ রাত সাতটায় লাইসিয়াম থিয়েটারের বাইরে বাঁদিক থেকে তিন নম্বর থামের পাশে অপেক্ষা করবেন। আমার ওপর আস্থা না থাকলে দুজন বন্ধুকে সঙ্গে অবশ্যই নিয়ে আসতে পারেন। আপনার ওপর অনেক অন্যায় অবিচার হয়েছে, এবার সুবিচার পাবেন। সঙ্গে পুলিশ আনবেন না। আনলে আপনার সুবিচারের জন্য এত প্রচেষ্টা সব মাঠে মারা যাবে। ইতি, আপনার এক অজানা অচেনা বন্ধু।'

'চিঠি পড়ে ব্যাপার খুবই রহস্যময় মনে হচ্ছে, বলুন মিস মর্সটান, আপনি কি ঠিক করছেন?'

'ঠিক এই প্রশ্নটা আমিও আপনাকে করতে চাই, মিঃ হোমস।'

'সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই যেতে হবে। আপনি আর আমি। হ্যাঁ, চিঠিতে দু'জন বন্ধুকে নিয়ে আসতে পারেন লেখা হয়েছে, তাহলে ডঃ ওয়াটসনেরও আমাদের সঙ্গে না যাবার কারণ

দেখছি না। হ্যাঁ ওয়াটসন তুমিও যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে। আমরা দু'বন্ধু আগেও একসঙ্গে কাজ করেছি। সঙ্গে না যাবার কোন কারণ দেখছি না।

'কিন্তু উনি কি যাবেন?' ইশারায় আমাকে দেখিয়ে জানতে চাইলেন মিস মর্সটান।

'আমাকে দিয়ে আপনার কোন কাজ হলে আমি গর্ববোধ করব।'

'আপনাদের দুজনেরই মন খুব নরম, দুজনেই ভাল,' বললেন যুবতী, 'চাকরি ছাড়বার পর থেকে একা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছি। আর তাই মনের কথা খুলে বলার এমন বন্ধু আমার একজনও নেই। আমি তাহলে কখন এলে আপনাদের সুবিধে হবে বলুন — ছ'টায়?'

'হ্যাঁ', বলল হোমস, 'তারপর আর দেরি করবেন না। একটু বসুন, আর একটা পয়েন্ট জানার আছে। এই চিঠি যিনি লিখেছেন আর মুক্তোর বাক্স যিনি এতদিন পাঠিয়ে এসেছেন তাঁরা কি একই লোক, অর্থাৎ চিঠি আর মুক্তোর বাক্সের খামের ঠিকানা যার লেখা সেই দু'জন কি একই লোক?'

'সেই হাতে লেখা ঠিকানাগুলো আমি নিয়ে এসেছি', বলে নাম ঠিকানা লেখা দুটো ছোট কাগজের টুকরো এগিয়ে দিলেন তিনি।

'বাঃ, আপনি দেখছি সত্যিই একজন আদর্শ মক্কেল,' প্রশংসার সুর ফুটল হোমসের গলায়, 'আমার যা যা কাজে লাগবে সব আগে থাকতে টের পেয়ে গুছিয়ে নিয়ে এসেছেন। এবার হাতের লেখাগুলো একবার মিলিয়ে দেখা যাক,' বলে চিঠির পাশে কাগজের টুকরোগুলো খুলে খুঁটিয়ে হাতের লেখা পরীক্ষা করতে লাগল সে।

'প্রত্যেকবার মুক্তো পাঠাবার সময় হাতের লেখা পাল্টানোর চেষ্টা করা হয়েছে,' পরীক্ষা শেষ করে মুখ তুলল হোমস, 'কিন্তু চিঠিটা লেখার সময় সে চেষ্টা করা হয়নি। তবে সবগুলো একই লোকের হাতের লেখা তাতে সন্দেহ নেই। পরপর ছ'বার ঠিকানা আর চিঠি একই লোক লিখেছে মিস মর্সটান। এবার বলুন, এই হাতের লেখা কি আপনার চেনা, মানে আমি জানতে চাই আপনার বাবার হাতের লেখার সঙ্গে এর লেখার কি মিল আছে?'

'না, ওঁর হাতের লেখা অন্যরকম।'

'আমিও ঠিক এই উত্তরই আশা করেছিলাম। তাহলে আপনি এবার যান। সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ চলে আসবেন। আমরা তৈরি হয়েই থাকব। কাগজগুলো আরও খুঁটিয়ে দেখতে চাই। আপনি এগুলো রেখেই যান। সাড়ে তিনটে বাজে আপনি এবার আসুন।'

মুক্তোভর্তি বাক্সটা বুকের ভেতর গুঁজে যুবতী অল্প হেসে বিদায় নিলেন তখনকার মত। জানালায় দাঁড়িয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে। খানিক বাদে তাঁর সাদা পালক আঁটা ধূসর টুপি ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'কেমন অদ্ভুত এক আবর্তে লুকোনো আছে এই মিস মর্সটানের ব্যক্তিত্ব, সেজন্য একবার ওঁকে দেখলেই ভাল লাগে।'

'তাই নাকি?' চোখ নামিয়ে ক্লান্ত গলায় হোমস বলল, 'ভদ্রমহিলা এতক্ষণ সময় ছিলেন কিন্তু আমার তা একবারও মনে হয়নি —'

'কিছু মনে কোর না ভাই,' আমি ভেতরের রাগ চাপতে না পেরে বললাম, 'একেক সময় তুমি এমন নিষ্ঠুর আর অমানবিক কথাবার্তা বলো যে তখন তোমায় নিছক এক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ছাড়া আর কিছু বলে মনে হয় না।'

'এই ব্যাপার?' হোমস হাসল, 'মক্কেল আমার কাছে নিছক মক্কেল, তাদের কারও চারিত্রিক গুণ যদি একবার বিষয়বুদ্ধির ওপর প্রভাব ফেলে তাহলে আমার পক্ষে তদন্ত করার গোটা ব্যাপারটাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। ভেতরের আবেগ যত মাথা চাড়া দেবে বুদ্ধির ধার তত কমবে। অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের এক রূপসী বীমার টাকার লোভে তিনটি সন্তানকে বিষ খাইয়ে খুন করেছিলেন বলে সেই রূপসী যুবতীকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়েছিল। আবার দেখলে ঘেন্না হয় এমন এক বদখত্

চেহারার পরোপকারী ভদ্রলোককে জানি যিনি লণ্ডনের দীনদুঃখী মানুষের সাহায্যের জন্য প্রায় আড়াই লাখ পাউণ্ড খরচ করে বসে আছেন।'

'কিন্তু তোমার এই কেসটা—'

'হাতের লেখা দেখে মানুষের স্বভাব চরিত্র বোঝার বিদ্যে জানা আছে? এই লোকটার হাতের লেখা ভাল করে খুঁটিয়ে দ্যাখো, তারপর তার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে কি ধারণা হল বল।'

'স্পষ্ট খুব সাধারণ হাতের লেখা', আমি বললাম, 'দেখে মনে হচ্ছে ব্যবসায়ী লোক, চরিত্রবলও যথেষ্ট আছে।'

বন্ধুবরের ঘাড় নাড়া দেখে বুঝলাম আমার ধারণার সঙ্গে সে মোটেও একমত হতে পারেনি।

'চরিত্রবল যাদের থাকে,' হোমস বলল, 'তাদের অক্ষরগুলো বরাবর একরকম থাকে। মনের অস্থিরতা আর আত্মবিশ্বাস দুটোই এখানে ফুটে উঠেছে। কিছু পড়াশোনা করতে হবে তাই বেরোচ্ছি। এই বইটা রেখে গেলাম, সময় করে পড়ে দেখো। এমন অদ্ভুত বই আগে লেখা হয়নি— উইনউড রিডের 'মানুষের আত্মোৎসর্গ'। আমি বেরোচ্ছি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরব।'

হোমস বেরোবার পরে বইটা নিয়ে বসলাম বটে, কিন্তু মিস মর্সটানের মুখ বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠায় মন মোটেও বসাতে পারলাম না।

তিন
সমাধানের খোঁজে

বিকেল ঠিক সাড়ে পাঁচটায় হোমস ফিরল। লক্ষ্য করলাম মেজাজ ভাল। উৎসাহ যেন ফুটে বেরোচ্ছে দু'চোখের চাউনিতে।

'এ কেসে যেমন ভেবেছিলাম তেমন কোনও বিরাট রহস্য নেই,' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে হোমস বলল, 'পুরোনো খবরের কাগজ ঘেঁটে দেখলাম আপার নরউডের বাসিন্দা আর থার্টি ফোর্থ বোম্বে ইনফ্যান্ট্রির অফিসার মেজর শোল্টো ১৮৮২ সালের ২৮শে এপ্রিল তারিখে মারা গেছেন।'

'তা তো বুঝলাম,' আমি বললাম, 'কিন্তু এই কেসের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে মাথায় আসছে না।'

'আসছে না? তাহলে যা বলি মন দিয়ে শোনো। আমার মক্কেল মিস মর্সটানের বাবা ক্যাপ্টেন মর্সটান আচমকা উধাও হলেন। লণ্ডনে এলে যার বাড়িতে তিনি গল্প করতে যেতেন তিনি হলেন ঐ মেজর শোল্টো। মিস মর্সটান তা জানতেন বলেই ক্যাপ্টেন মর্সটান উধাও হবার পরে দেখা করতে এলেন মেজর শোল্টোর সঙ্গে। জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন মর্সটানের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল কিনা। কিন্তু মেজর শোল্টো তাকে বলে দিলেন ক্যাপ্টেন মর্সটান তাঁর কাছে আসা দূরে থাক তিনি যে লণ্ডনে এসেছেন সেই খবর তাঁর জানা নেই। এর পাঁচ বছর পরে মারা গেলেন মেজর শোল্টো। তিনি মারা যাবার এক হপ্তার মধ্যে একটা দামি মুক্তো তাকে উপহার হিসেবে এল তাঁর নামে। পরপর পাঁচ বছর একই রকম দেখতে মোট ছটা দামি দুর্লভ মুক্তো একইভাবে উপহার পেলেন তিনি। এবার এসেছে এক রহস্যময় চিঠি যার বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে মিস মর্সটানের ওপর অন্যায় অবিচার করা হয়েছে। প্রশ্ন এখানেই—ঠিক কি ধরনের অন্যায় অবিচার করা হয়েছে মিস মর্সটানের ওপর? তাহলে কি এটাই আমাদের ধরে নিতে হবে যে সেই অন্যায় অবিচারের সঙ্গে ক্যাপ্টেন মর্সটানের রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হবার কোনও যোগসূত্র আছে? যদি অন্যায় অবিচার আদৌ হয়েই থাকে তো ধরে নিতেই হচ্ছে তা করা হয়েছে মেজর শোল্টোর দিক থেকে। ওয়াটসন, সেক্ষেত্রে এও ধরে নিতে হচ্ছে যে সেই অন্যায় অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করতেই প্রতি বছর একটি

করে দুর্লভ রত্ন উপহার পাচ্ছেন মিস মর্সটান — যা ডাক মারফৎ পাঠাচ্ছেন মেজর সোল্টোর উত্তরাধিকারী। আমার মাথায় তো আর কিছুই আসছে না, তুমি ভেবে থাকলে চটপট বলো।'

'অন্যায় অবিচার যাই হোক না কেন,' আমি বললাম, 'এইভাবে তার প্রায়শ্চিত্ত করা এ তো আরও অদ্ভুত। তাছাড়া অন্যায় অবিচার করা হয়েছে এই বোধ যখন পত্রলেখকের হয়েছে তখন চিঠিটা তিনি ছ'বছর আগে লিখলেই পারতেন। চিঠিতে সুবিচারের উল্লেখও করা হয়েছে। সেটা কি ধরনের সুবিচার -- মিস মর্সটানের বাবা এখনও বেঁচে আছে এটাই কি বোঝানো হয়েছে? তাছাড়া তার প্রতি আর কিই-বা করার মত সুবিচারের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ঐ চিঠিতে?'

'মিস মর্সটানের সঙ্গে আমাদের যেখানে যাবার কথা, হয়ত সেখানেই এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। ঐ তো এসে গেছেন মিস মর্সটান। আমরা তৈরি হয়ে আছি। ছ'টা বেজেছে, চলো, এবার নিচে নামা যাক।'

আমি টুপি আর মজবুত একটা ছড়ি নিলাম, আড়চোখে দেখলাম হোমস ড্রয়ার খুলে ওর রিভলভার বের করে পকেটে গুঁজল। তার মানে হোমস আজ রাতে এমন কোনও অভাবিত ঘটনার আশংকা করছে যেখানে আমরা আক্রান্ত হতে পারি।

এবেলা কালো আলখাল্লা গায়ে চাপিয়েছেন মিস মর্সটান। সুন্দর ফুটফুটে মুখখানা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। হোমসের পরপর অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বললেন, 'মেজর সোল্টো ছিলেন বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু। বাবা সব চিঠিতে ওর কথা লিখতেন। আন্দামানে থাকার সময় দু'জনে দু'জনের খুব কাছে এসেছিলেন বলেই ঐ অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ও হ্যাঁ, সকালে এই কাগজটার কথা আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।' মিস মর্সটান বললেন, 'ল্যাংহাম হোটেলের যে কামরাটায় বাবা উঠেছিলেন সেখানকার ডেস্কের ওপর এটা পড়েছিল। আমার একবার মনে হয়েছিল এটার কোনও দরকার নেই। তবু আপনাকে দেখাব ভেবে নিয়ে এলাম।' বলে ভাজ করা একখানা কাগজ হোমসকে দিলেন মিস মর্সটান। সাবধানে কাগজের ভাঁজ খুলে হাঁটুর ওপর বিছিয়ে ধরল হোমস, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে আগাপাশতলা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'এ কাগজ ভারতে তৈরি, কোণে পিনের ফুটো আছে, তার মানে কোনও একসময় এটা পিন দিয়ে বোর্ডে গাঁথা ছিল। একটা খুব বড় বাড়ির খানিকটা অংশের নকসা এখানে আঁকা হয়েছে। প্রচুর হলঘর বারান্দা আর গলি ছড়ানো রয়েছে বাড়ির সেই অংশে। একপাশে লাল কালি দিয়ে ছোট একখানা ক্রশচিহ্ন আঁকা তার ওপরে অস্পষ্ট পেনসিল দিয়ে লেখা আছে '৩.৩৭ বাঁদিক থেকে'। বাঁদিকের কোনে অদ্ভুত চিহ্ন যা দেখে সংকেত মনে হচ্ছে -- পাশাপাশি একসারিতে চারটে ক্রস তার পাশে মোটা হরফে চারমূর্তির সই — জোনাথোন স্মল, মাহামেত সিং, আবদুল্লা খান, দোস্ত আকবর। কেসের সঙ্গে এই কাগজের যোগসূত্র এই মুহূর্তে চোখে না পড়লেও মনে হচ্ছে কাগজটা কাজে লাগতে পারে।'

'হোটেলের কামরায় ডেস্কের ওপর বাবার ডায়েরি পড়েছিল, মিঃ হোমস,' মিস মর্সটান বললেন, 'তারই ভেতরে ঐ নকশা ভাঁজ করা অবস্থায় ছিল।'

'কাগজটা যেমন ছিল সেভাবে নিজের কাছে রাখুন, মিস মর্সটান,' হোমস বলল, 'পরে হয়ত কাজে ঠিকই লাগবে।'

বলেই চুপ করে গভীর চিন্তার জগতে ডুব দিল হোমস। গোটা পথটুকু মিস মর্সটানের সঙ্গে তাই একা আমাকেই কথা বলতে হল। মিস মর্সটানের মুখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। কিন্তু বলতে লজ্জা নেই, গোটা পরিস্থিতিটাই আমাকেও নার্ভাস করে তুলেছে। ব্যতিক্রম শুধু হোমস। নিজের চিন্তাভাবনার মাঝে সে নিজের নোটবই হাঁটুর ওপর রেখে কি সব পয়েন্ট পরপর লিখে যাচ্ছে।

লাইসিয়াম থিয়েটারে পৌঁছে তিনজনে গাড়ি থেকে নামলাম। বাঁ দিক থেকে তিন নম্বর থামের সামনে আসতেই বেঁটেখাটো একটি লোক এগিয়ে এসে জানতে চাইল, 'আপনারা কি মিস মর্স্টানের সঙ্গে এসেছেন?'

'মিস মর্স্টান আমার নাম,' আমাদের মক্কেল এগিয়ে এসে পরিচয় দিলেন, আমাদের দেখিয়ে বললেন, 'এঁরা দু'জন আমার বন্ধু।'

অদ্ভুত তীক্ষ্ণ চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে লোকটি বলল, 'আমায় মাফ করবেন। কিন্তু নির্দেশ আছে বলেই জানতে চাইছি এরা পুলিশের লোক নন সে বিষয়ে কথা দিচ্ছেন তো?'

'নিশ্চয়ই,' জোর গলায় মিস মর্স্টান বললেন, 'কথা দিচ্ছি, এঁদের একজনও পুলিশ নন।'

এবার লোকটা শিস দিতেই একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। দিনরাত রাস্তায় [illegible] এমনই একটা ছ্যাকরা চালিয়ে নিয়ে এল। ছ্যাকরা নেমে যেতে বেঁটেখাটো লোকটা আমাদের গাড়ির ভেতরে বসার জায়গায় বসিয়ে নিজে উঠে বসল গাড়োয়ানের জায়গায়। আর সেই মুহূর্তে তার হাতের চাবুক আছড়ে পড়ল ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়াও ছুটল গাড়ি নিয়ে।

গাড়ি [illegible] চলছে জানি না। কেন চিঠি দিয়ে এভাবে আমাদের নিয়ে আসা হল, না কি গোটা ব্যাপারটাই ধাপ্পা, কিছুই আঁচ করতে পারছি না। মিস মর্স্টানের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে উনি নার্ভাস অবস্থা কাটিয়ে উঠেছেন, এই মুহূর্তে যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে তিনি তৈরি। সেদিনের প্রসঙ্গ উঠলে আজও উনি বলেন, আমি সেদিন বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম আর সে ভাব চাপা দিতে আফগানিস্তানের গল্প শোনাচ্ছিলাম ওঁকে। আমি নাকি বলেছিলাম, গভীর রাতে একটা দোনলা বন্দুক মুখ বাড়িয়ে ছিল আমার তাঁবুতে আর দেখতে পেয়ে আমি একটা বাঘের বাচ্চা তাক করে ছুঁড়েছিলাম সেদিকে। হোমস পাশেই গম্ভীর হয়ে বসেছিল। আমার বর্ণনা শুনে ধমকে উঠে বলেছিল, 'বাজে বোকো না ওয়াটসন।'

গাড়ি কোনদিকে যাচ্ছে তা আমি আঁচ করতে না পারলেও হোমস জানলা দিয়ে তাকিয়ে রাস্তার নামগুলো দিব্যি বলে যাচ্ছে গড়গড় করে। 'ঐ দ্যাখো আমরা ব্রিজে উঠছি, ঐ যে টেমসের জল দেখা যাচ্ছে। ব্রিজ পেরিয়ে এবার [illegible] ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোডে, এরপর প্রায়রি রোড, [illegible] স্ট্রিট, কোল্ডহারবার লেন। [illegible] ওয়াটসন, [illegible] নামী এলাকা নয় দেখছি।' সত্যি কোনদিকে যাচ্ছি [illegible]

ততক্ষণে গাড়ি [illegible] এলাকায় ঢুকে গেছে যেখানকার সুনামের চাইতে দুর্নামের কথাই বেশি শোনে লণ্ডনের মানুষ। আরও কিছুক্ষণ পরে গাড়ি এল আরেকটা রাস্তায়, সেখানে সারি সারি বাড়ি গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে। জায়গাটা যে লণ্ডনের শেষদিকের এক প্রান্তে সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না বাইরের দিকে একপলক তাকিয়ে। খানিক বাদে একটা পুরানো বাড়ির সামনে এসে আমাদের গাড়ি থামল। রান্নাঘরের জানালা বাদে বাড়ির আর কোথাও আলো চোখে পড়ছে না। টোকা দিতেই খুলে গেল দরজা, সামনে এসে যে দাঁড়াল পরনে ঢোলা পোশাক, আর মাথায় পাগড়ি দেখেই ধরে নিলাম যে সে একজন ভারতীয় খানসামা।

'সাহেব আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন', ইংরেজিতে বলল সে। তার কথা শেষ হতে না হতেই ভেতর থেকে সরু খ্যানখ্যানে গলায় কে একজন বলে উঠল, 'খিদমতগার, ওঁদের এখানে আমার কাছে নিয়ে এস।'

চার

টাকমাথা লোকটির বিবৃতি

ভারতীয় খানসামা আমাদের নিয়ে এল ভেতরে। সে যেখানে আমাদের নিয়ে এল সেখানে আলো নেই বললেই চলে। চারপাশে অত্যন্ত নোংরা, এক জায়গায় এসে ডানদিকের দরজা খুলে

দিতেই একরাশ হলদে আলো ঝলসে উঠল। সেই আলোয় দেখতে পেলাম আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে একটি বেঁটেখাটো লোক, তার মাথাটা বেঢপ উঁচু। মাথার ওপরে বিশাল টাক, চারপাশে থোকা থোকা লালচে চুল। হঠাৎ দেখলে তার মাথাটা ছোটোখাটো পাহাড়ের চূড়ো বলে মনে হয়। তার ঠোঁট দুটো ঝুলছে, তার ফাঁক দিয়ে ভেতরের অসমান হলদে ছোপ ধরা দাঁতের সারি দিব্যি দেখা যাচ্ছে। ভয়ানক অস্থির দেখাচ্ছে লোকটাকে—কখনও ভুরু কুঁচকে হাসছে, কখনও হাতে হাত ঘসতে ঘসতে শরীরটা ঝাঁকাচ্ছে, আবার কখনও হাত দিয়ে ঝোলা ঠোঁট ঢাকতে চাইছে। অকালে বুড়িয়ে গেলেও তার বয়স ত্রিশের কোটা এখনও পেরোয়নি।

'ভেতরে আসুন মিস মর্সটান,' টাকমাথা লোকটি বিনীতভাবে অভ্যর্থনা জানাল, 'আপনারাও আসুন। এই আমার ঘর। ছোট হলেও নিজের মনের মতন করে সাজিয়েছি।'

ঘরের সাজসজ্জা সত্যিই চমকে দেবার মত। চারপাশের দেওয়াল জুড়ে ভারি ভারি দামি পর্দা, তার মাঝে অনেকগুলো অয়েলপেন্টিং, ফ্রেমগুলো যে দামি তা দূর থেকে দেখেই বোঝা যায়। মেঝেতে পাতা কার্পেট যেমন পুরু তেমনই নরম, পা রাখতেই ডুবে গেল ভেতরে। কার্পেটের এককোণে রাখা দুটো বাঘের মাথা, তাদের ছাল বিছানো আছে কার্পেটের ওপর। এককোণে রাখা তামাক খাবার ভারতীয় হুঁকো, নল আঁটা। ঘরের মাঝখানে সিলিং থেকে ঝোলানো রূপোর বাতিদানটি পায়রার মত, তাতে সুগন্ধী তেলে আলো জ্বলছে। সেই গন্ধে ভরে উঠেছে গোটা ঘর।

'মিস মর্সটান', টাকমাথা লোকটি হেসে বলল, 'আমারই নাম থেডিয়াস শোল্টো। আপনার বন্ধুদের পরিচয়?'

'ইনি মিঃ শার্লক হোমস, আর ইনি ডাক্তার ওয়াটসন।'

'ডাক্তার? সঙ্গে স্টেথোস্কোপ আছে? হার্টের মিট্রাল ভাল্ভটা অনেকদিন ধরে বেশ ভোগাচ্ছে। দয়া করে একটু দেখে দেবেন? অ্যাওর্টিকের জন্য ভাবনা নেই, যত ভাবনা এই মিট্রালকে নিয়ে। আপনি একটু দেখে দিলে উপকৃত হতাম।'

দেখে দিতাম, কিন্তু মিট্রাল ভালভ নিয়ে ভাবনার কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না। হার্ট কিছুটা উত্তেজিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার কারণ হল ভীতি। কোনও কারণে এই থেডিয়াস শোল্টো দারুণ ভয় পেয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

'ঠিকই আছে মনে হচ্ছে,' আমি বললাম, 'অযথা দুশ্চিন্তার কারণ নেই।'

'মিস মর্সটান', হালকা গলায় থেডিয়াস বললেন, 'আশা করব আমার এই ভীতিকে মাফ করবেন। মিস মর্সটান, হার্টের ওপর উত্তেজনার চাপ কমাতে পারলে আপনার বাবা কিন্তু বাঁচতেন।'

টেনে তাঁর গালে একটা থাপ্পড় মারার সাধ বহু কষ্টে দমন করলাম। এইভাবে কখনও প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ দিতে হয়? নাঃ, ভদ্রলোকের মাথায় বাস্তব বুদ্ধি দেখছি খুব কমই আছে। মিস মর্সটানের মুখ ততক্ষণে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, ধীরে ধীরে বসতে বসতে বললেন, 'ঠিক এই আশংকাই করেছিলাম — আমার বাবা আর বেঁচে নেই।'

'যা যা ঘটেছে সব আপনাকে বলব, মিস মর্সটান,' একটা ছোট সোফায় বসে বললেন থেডিয়াস শোল্টো, সেই সঙ্গে সুবিচার পাবেন এই প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছি। বন্ধুদেরও সঙ্গে এনে ভালই করেছেন। এতে আমার যমজ ভাই বার্থোলোমিউ হয়ত চটবে, কিন্তু তা নিয়ে এখন আর আমি ভয় পাই না। আমাদের সব কথাবার্তায় সাক্ষিও থাকবেন আপনার এই দু'জন বন্ধু। কিন্তু তাই বলে পুলিশের লোক এর মধ্যে থাকুক তা আমরা চাই না। যা কিছু ব্যাপার, সব আমরা নিজেরা বসে নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতে পারব। এসব ব্যাপার জানাজানি হোক আমার ভাই বার্থোলোমিউ-এর তা মোটেও পছন্দ নয়। মিস মর্সটানকে সামনে রেখে আমরা তিনজন গিয়ে দাঁড়াতে পারব ওর সামনে, সবাই মিলে বোঝাব।' বলে সমর্থন পাবার আশায় থেডিয়াস তাকালেন আমাদের মুখের

দিকে। তাঁর চোখের পাতার ঘন ঘন ওঠাপড়া দেখে বুঝতে পারলাম ভেতরে ভেতরে তার উত্তেজনা বাড়ছে।

'আমাদের দিক থেকে এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি আপনি যা কিছু বলবেন বাইরের লোক তার কিছুই জানতে পারবে না,' বলল হোমস।

'ব্যস্, ব্যস্, তাহলেই হবে। মিস মর্স্টান, এক গ্লাস চিয়ান্তি নেবেন? নয়ত টোকে? ও দুটো ছাড়া অন্য ওয়াইন নেই বাড়িতে। ফ্লাস্ক খুলি তাহলে? না? আচ্ছা, তাহলে আমি একটু তামাক খাচ্ছি। এটা উৎকৃষ্ট ভারতীয় তামাক, ঐ নলের ভেতর পুরে টানতে হয়, এর নাম 'হুঁকা'। এর গন্ধ ভারি চমৎকার। আমি নার্ভাস গোছের মানুষ, দেখেছি ঐ হুঁকায় তামাক টানলে উত্তেজনা কমে আসে। ওতে ঘুমও হয় ভাল।' বলে থেডিয়াস তাঁর হুঁকার মাথার পাত্রে রাখা কাঠকয়লার টুকরোগুলো মোমবাতির আগুনে ধরিয়ে নিলেন, তারপর নলে মুখ লাগিয়ে টানতে লাগলেন। গোলাপজলের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এল উৎকৃষ্ট ভারতীয় তামাকের সুগন্ধী ধোঁয়া। আমরা তিনজন গালে হাত দিয়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে। কিন্তু প্রিয় তামাক টানলেও ভেতরের অস্বস্তি আর উত্তেজনা যে দিব্যি বজায় আছে তা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই আমরা টের পেলাম।

'ইচ্ছে করলে আমি সরাসরি যোগাযোগ করতে পারতাম আপনার সঙ্গে, মিস মর্স্টান', অদ্ভুত আওয়াজ করে হুঁকা টানতে টানতে বলতে লাগলেন থেডিয়াস, 'কিন্তু পাছে অবাঞ্ছিত লোকেদের নিয়ে এসে হাজির হন তাই বাধ্য হয়ে এই সতর্কতা অবলম্বন করেছি। আমার যে লোকটি আপনাদের এখানে নিয়ে এল তার নাম উইলিয়ামস। আপনার সঙ্গে আর কেউ আছেন কি-না, থাকলে তারা কিরকম লোক এসব লক্ষ্য করার নির্দেশ দিয়েছিলাম ওকে। বলেছিলাম, সন্দেহ হলে যেন আগ বাড়িয়ে আপনাকে এখানে নিয়ে না আসে। আমার এই যে সতর্কতা, দয়া করে একে মাফ করবেন। এটুকু আপনাদের কাছে আশা করব। দেখছেন তো আমি সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন মানুষ, বলতে গেলে অবসর জীবনযাপন করছি...'

'মাফ করবেন মিঃ শোল্টো', বললেন মিস মর্স্টান, 'আপনার কি বলার আছে তাই শুনতে আমি এসেছি। রাত অনেক হয়েছে, যা বলার দয়া করে সংক্ষেপে বলুন।'

'যত সংক্ষেপেই বলি, কিছু সময় লাগবে মিস মর্স্টান, তারপর আপনাদের নিয়ে নরউডে গিয়ে দেখা করতে হবে আমার ভাই বার্থোলোমিউর সঙ্গে, সেটা আপনারই প্রয়োজনে। আমি নিজের ইচ্ছেমতন কাজ করেছি বলে ও আমার ওপর চটে গেছে। তিনজনে একসঙ্গে গেলে হয়ত ভাল করে বোঝাতে পারব ওকে। এই তো গতকাল রাতে ওর সঙ্গে বেশ কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। রেগে গেলে ও কি সাংঘাতিক হয়ে ওঠে ভাবতে পারবেন না।'

'নরউডে যদি যেতে হয়, আমি বললাম, 'তাহলে আর দেরি না করে এখুনি বেরোতে হয়।'

'তাতে ফল খুব ভাল হবে বলে মনে হয় না,' হাসতে হাসতে বললেন থেডিয়াস, 'আগে থেকে আপনাদের কোন কিছু না বোঝালে ও যা খুশি করে এবং বলে বসতে পারে। তার চেয়ে একটু ধৈর্য ধরে আমার সব কথা মন দিয়ে দয়া করে শুনুন। অবস্থাটা শুনে বোঝার চেষ্টা করুন। আগেই বলে রাখছি যা বলার তার অনেক পয়েন্ট এখনও অজানা রয়ে গেছে আমার কাছে। যা জানি শুধু তাই বলব, তার মধ্যে বেশির ভাগই হল ঘটনা।

আমার বাবা মেজর জন শোল্টো ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ছিলেন। আজ থেকে প্রায় এগারো বছর আগে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে উনি আপার নরউডে পণ্ডিচেরি লজে এসে উঠেছিলেন। ভারতে থাকতে প্রচুর টাকার মালিক হয়েছিলেন আমার বাবা, অবসর নিয়ে রাজার ঐশ্বর্য সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন। সেই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন একগাদা ভারতীয় কাজের লোক, যাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন এখনও টিকে আছে। এখানে এসে বাবা বাড়ি কিনলেন আর খুব বিলাসবহুল জীবন কাটাতে শুরু করলেন। বার্থোলোমিউ আর আমি ছাড়া বাবার আর কোনও সন্তান ছিল না।

আগেই বলেছি আমরা যমজ ভাই। ক্যাপ্টেন মর্সটান আচমকা রহস্যজনকভাবে উধাও হওয়ার ফলে গোটা দেশে কি চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সেকথা এখনও আমার মনে আছে। খবরের কাগজগুলোতে এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছিল সে-সময়, আমরা দু'ভাই সেইসব বিস্তারিতভাবেই পড়েছি। উনি বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, জেনেই ওঁর উধাও হওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে বাবার সামনে নানারকম আলোচনা করতাম। ওঁর কি ঘটেছে তা নিয়ে নানা অনুমান করতাম আমরা দু'ভাই। বাবাও যোগ দিতেন আমাদের সঙ্গে। ওঁর উধাও হবার রহস্যের পুরোটাই যে বাবা জেনে বসে আছেন একথা একবারের জন্যও আমাদের মনে আসেনি। তবে বাবা যে দিনরাত এক অজানা আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তা আঁচ করেছিলাম। যে কোন সময় খুন হতে পারেন এই ভয়ে বাবা পারতপক্ষে কখনও একা বাড়ির বাইরে বেরোতেন না। বাজি ধরে লড়ে এমন দুজন সেরা বক্সারকে বাবা কুলির চাকরি দিয়ে বহাল করলেন পণ্ডিচেরি লজে। তাদের একজন উইলিয়ামস, অন্যজন ম্যাকমার্ডো। আপনাদের আজ যে নিয়ে এসেছে সে হল উইলিয়ামস। ম্যাকমার্ডো আছে পণ্ডিচেরি লজে বার্থোলোমিউর কাছে। উইলিয়ামস একসময় ইংল্যাণ্ডের লাইট ওয়েট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। কাকে ভয় পান তা বাবা একবারও না বললেও লক্ষ্য করেছি এমন কাউকে উনি ভয় পান যার একটা পা কাঠের। একবার কাঠের পা লাগানো একটা লোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখেই বাবা গুলি ছুঁড়ে বসলেন। পরে দেখা গেল লোকটা এক নিরীহ ফেরিওয়ালা, বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্ডার যোগাড় করাই ছিল তার কাজ। লোকটার মুখ বন্ধ রাখতে সেবার প্রচুর টাকা খেসারত দিতে হয়েছিল। গোড়ায় আমরা ধরেই নিয়েছিলাম এটা বাবার এক ধরনের মনগড়া ভয়, কিন্তু তার কিছুদিন পরে এমন ঘটনা ঘটল যখন আগের ধারণা পাল্টাতে আমরা দুজনেই বাধ্য হলাম।

১৮৮২ সালের এক সকালের ঘটনা। ব্রেকফাস্ট খেতে আমার বাবা টেবিলে বসেছিলেন, এমন সময় একটা চিঠি তাঁর নামে এল ভারত থেকে। খেতে খেতেই খাম খুলে ভেতরের চিঠিখানা বাবা বের করে আনলেন, কিন্তু তাতে চোখ বোলানোর সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন টেবিলে। কি লেখা ছিল সেই চিঠিতে বাবা আমাদের বলেননি, তবে পাশে বসে আড়চোখে যা দেখেছিলাম তাতে এটুকু বেশ মনে আছে হাতের লেখা ছিল জড়ানো। ঐ চিঠি পড়ার পর থেকেই বাবা যেন কেমন হয়ে গেলেন। প্লীহার রোগে বহুদিন ধরে ভুগছিলেন তিনি। ঐ ঘটনার পর থেকে তাঁর রোগের প্রকোপ গেল বেড়ে। তিনি যে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন তা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। তাঁর অবস্থা দিনে দিনে খারাপের দিকে যেতে লাগল। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে শুনলাম শেষবারের মত তিনি আমাদের দু'ভাইকে দেখতে চেয়েছেন। মৃত্যুর আগে কিছু বলতে চান।

গেলাম বাবার কাছে। ঘরে ঢুকে দেখি তিনি বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসেছেন, নিঃশ্বাস নিচ্ছেন খুব জোরে। আমাদের দেখে ইশারায় দরজা ভেতর থেকে এঁটে তার দুপাশে আসতে বললেন। তারপর আমাদের দুভাইয়ের হাত জড়িয়ে ধরে এমন কিছু কথা বললেন যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর আবেগে ভাঙ্গা গলায় সেদিন তিনি যা বলেছিলেন, তা হুবহু এরকম ঃ--

'তোমরা দুজনেই এখন বড় হয়েছো, তাই আশা করি বেশ বুঝতে পারছো যে আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু মারা যাবার আগে একটা ঘটনা কিছুতেই ভুলতে পারছি না, তা আমার মনে চেপে বসে আছে পাথরের মত। শোন, ক্যাপ্টেন আর্থার মর্সটানের একমাত্র মেয়েটির প্রতি আমি খুবই অন্যায় আচরণ করেছি, বেচারিকে তার বাবার প্রাপ্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছি। আমি আজ অতুলনীয় ধনরত্নের মালিক, কিন্তু তার অর্ধেক ওর পাওনা। যে লোভের তাড়নায় জীবনভর পাপের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি তারই বশবর্তী হয়ে ফাঁকি দিয়েছি মেয়েটাকে। অথচ সে সম্পদ আমার ভোগ করা হয়ে ওঠেনি, মৃত্যু পর্যন্ত তা শুধু আগলেই বসে রইলাম। কুইনাইনের বোতলের পাশে ঐ যে মুক্তোর হারখানা দেখছো ওটা মেয়েদের মাথায় পরার গয়না। এটা মর্সটানের

মেয়েকে দেখার খুব সাধ ছিল। শোন, বাবারা, আগ্রার ধনরত্নের কিছু অংশ তোমরা ওকে দিও। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে নয়, যা দেবার সব দেবে আমি মারা গেলে, এমনকি ঐ মুক্তোর হারটাও। এবার ক্যাপ্টেন মর্সটান কিভাবে মারা যান বলছি, মন দিয়ে শোন। ওঁর হার্ট বরাবরই ছিল দুর্বল, হার্টের রোগে বহুদিন ভুগেছেন উনি। কিন্তু এই ব্যাপারটা আমায় ছাড়া আর কাউকে বলেননি উনি। ওঁর হার্ট যে কোনরকম চোট সহ্য করতে পারে না তা আমি ছাড়া আর কেউ জানত না। ভারতে থাকার সময় নানা ঘটনার ভেতর প্রচুর ধনরত্ন আমাদের হাতে আসে। আমি সেসব নিয়ে চলে আসি ইংল্যাণ্ডে। ক্যাপ্টেন মর্সটান যেদিন দেশে ফিরে এলেন, সেদিন রাতেই সোজা চলে আসেন এখানে, এসেই তাঁর অংশ দাবি করলেন। স্টেশন থেকে এতদূর পায়ে হেঁটে এসেছিলেন ক্যাপটেন মর্সটান। লাল চন্দর নামে আমার এক পুরোনো বিশ্বস্ত কাজের লোক তখন ছিল। দরজা খুলে সেই তাঁকে নিয়ে এসেছিল আমার কাছে। লাল চন্দর অনেকদিন আগেই মারা গেছে। ক্যাপ্টেন মর্সটান এসেই সেই আগ্রার ধনরত্নের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে কথা শুরু করলেন। ভাগ বাঁটোয়ারার প্রসঙ্গে ওঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা কাটাকাটি হয়। স্টেশন থেকে এতদূর পায়ে হেঁটে এসে সে এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার ওপর কথা কাটাকাটি হতে প্রচণ্ড রাগে তাঁর মাথা গরম হয়ে উঠল। উনি বসেছিলেন চেয়ারে, রাগে আর উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। পরমুহূর্তে ওঁর মুখখানা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বুকের বাঁ দিকটা জোরে চেপে উল্টে পড়লেন, ধনরত্নের বাক্সটা ঠিক ওঁর পেছনেই ছিল, পড়ার সময় তার এককোণে মাথাটা ঠুকে গেল। মেঝেতে পড়েই বেহুঁশ হয়ে গেলেন মর্সটান। ছুটে এসে পরীক্ষা করে দেখি উনি আর বেঁচে নেই।

আমি পড়লাম মুশকিলে, কি করব ভেবে না পেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। গোড়ায় ভাবলাম চেঁচিয়ে লোক ডাকি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল লোকজন এসে জুটলে ধনরত্ন বোঝাই বাক্সের কথা চাপা থাকবে না। সবাই তখন ধরে নেবে ঐ লোভে আমি খুন করেছি তাকে। তারপর আসবে পুলিশ, তদন্ত করতে গিয়ে ধনরত্নের বাক্স চালান দেবে সরকারি দপ্তরে। মর্সটান বলেছিলেন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন সেকথা কাউকে জানান নি। তাঁর এখানে আসার ব্যাপারটা গোপন আছে ভেবে নিশ্চিন্ত বোধ করলাম।

মর্সটানের মৃতদেহ নিয়ে যখন কি করব ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না ঠিক সেই সময় চোখে পড়ল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে লাল চন্দর। নিজে ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজায় ছিটকিনি আঁটল সে, তারপর চাপা গলায় বলল, 'সাহেব, এত ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনি যে এই সাহেবকে খুন করেছেন তা আর কেউ জানতে পারবে না। এত রাতে বাড়ির কেউ কোথাও জেগে নেই, আসুন লাশটা পাচার করে ফেলি।'

'তুমি ভুল করছ চন্দর', আমি বললাম, 'আমি একে খুন করিনি।' কিন্তু সেকথা তার বিশ্বাস হল না। হেসে মাথা নেড়ে বলল, 'সাহেব, বাইরে দাঁড়িয়ে আমি সব শুনেছি। আপনাদের ঝগড়া ও ওঁর মাথায় চোট লাগার আওয়াজ, সবই আমার কানে এসেছে। কিন্তু আমি মুখ খুলব না। কাজেই এসব কথা আর কেউ জানতে পারবে না।' ভেবে দেখলাম, লাল চন্দর এত দিনের পুরোনো চাকর। সে যখন আমার কথা বিশ্বাস করছে না, তখন যে বারোজন অপদার্থ ব্যবসায়ী আদালতে জুরির কাজ করতে হাজির হবে তারাই বা বিশ্বাস করবে কেন, তারাও আমাকে ক্যাপ্টেন মর্সটানের খুনি বলে সাব্যস্ত করবে। চিন্তা ভাবনা করে সময় নষ্ট না করে সে রাতেই লাল চন্দরের সাহায্যে ক্যাপ্টেন মর্সটানের মৃতদেহ সবার অগোচরে পাচার করে ফেললাম। তার কয়েকদিন পরে ওঁর রহস্যময় অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করে নানারকম খবর ছাপা হল লণ্ডনের খবরের কাগজগুলোতে। আমার কথা শুনে বুঝতেই পারছো ওঁর আকস্মিক মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা। এজন্য আমাকে কোনভাবেই দায়ী করা যায় না। হ্যাঁ, ওঁর লাশ পাচার আর ওঁর ধনরত্নের ন্যায্য অংশ নিজে হজম করা, আমার অপরাধ বলতে এ দুটোই। কিন্তু এবার সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় এসেছে। আমার

মুখের কাছে কান নিয়ে এসো, ধনরত্ন বোঝাই সেই বাক্স কোথায় লুকিয়ে রেখেছি জেনে নাও। ওটা আছে —'

এটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের চেহারা ভীষণ পাল্টে গেল। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল কোটর থেকে, চোয়াল পড়ল ঝুলে, প্রাণপণে বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওকে দূর করে দাও! ভগবানের দোহাই ভেতরে ঢুকতে দিও না ওকে। দূর করে দাও ওকে এখনই!''

আমরা দু'ভাই দাঁড়িয়েছিলাম জানালার দিকে পেছন ফিরে, বাবা চিৎকার করে উঠতেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। স্পষ্ট দেখলাম, বন্ধ জানালার ওপাশে একটা গোঁফ দাড়িওয়ালা মুখ! জানালার কাঁচে নাকটা চেপে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে বাবার দিকে। দু'চোখের চাউনিতে হিংসা আর নিষ্ঠুরতা ফুটে বেরোচ্ছে। দুজনেই ছুটে গেলাম জানালার কাছে, কিন্তু তার আগেই উধাও হয়েছে সে। ফিরে এসে দেখি বাবা আর বেঁচে নেই।

অনেক রাত পর্যন্ত দু'ভাই বাগানের ভেতর আতি পাতি করে খুঁজলাম। কিন্তু সেই রহস্যময় লোকটির হদিশ পেলাম না। যে জানালার বাইরে সে দাঁড়িয়ে ছিল তার নিচে ফ্লাওয়ার বেডের মাটিতে শুধু তার এক পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। মনে পড়ল বাবা বেঁচে থাকতে একটি পা নেই এমন একজন লোক সম্পর্কে সবসময় আতংকে থাকতেন। তাহলে কি এই সেই লোক, বাবা মারা যাবার সময় এসেছিল তাঁকে দেখা দিতে? প্রশ্নটা মনে উঁকি দিলেও আমরা দু'ভাই এ নিয়ে আলোচনা করিনি। ফ্লাওয়ার বেডের নরম মাটিতে ঐ এক পায়ের ছাপ চোখে না পড়লে ধরেই নিতাম সে রাতে জানালার ওপাশে যে মুখ আমরা দেখেছিলাম আসলে তা আমাদের মনের ভুল ছাড়া কিছু নয়। তবে কেউ যে আমাদের ওপর দিনরাত নজর রাখছে তার প্রমাণ শীগগিরই পেলাম। বাবা যে রাতে মারা যান তার পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি বাবার ঘরের জানালা খোলা, আলমারি আর সিন্দুকের ভেতরে যা কিছু ছিল সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে তছনছ হয়ে আছে। সিন্দুকের গায়ে দেখলাম একটুকরো ছেঁড়া কাগজ কে সেঁটে দিয়ে গেছে, তাতে লেখা 'চার এর নিশানা।' এই অদ্ভুত কথাটার অর্থ কি, রাতের সেই রহস্যময় লোকটিই বা কে, এসব প্রশ্নের উত্তর পেলাম না। জিনিসপত্র তছনছ হলেও কিছুই খোয়া যায়নি। এই ব্যাপারটা আজও আমাদের দু'ভাইয়ের কাছে রহস্য থেকে গেছে।

বাবা যে কথা বলার জন্য মারা যাবার আগে আমাদের ডাকিয়ে এনেছিলেন সেই গুপ্তধন কোথায় রেখেছেন তা বলার আগেই আচমকা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে হার্টফেল করলেন। বাগানে অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করলাম কিন্তু গুপ্তধনের হদিশ পেলাম না। গুপ্তধনের বাক্স থেকে ঐ মুক্তোর হারখানাই বাবা বের করেছিলেন। সেটা যাচাই করেই আঁচ করেছিলাম বাক্সের ভেতর বাকি যা ধনরত্ন আছে তা কত দামি আর দুর্লভ। আপনাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি তাই বলছি আমার বাবা ক্যাপ্টেন মর্সটান আর তার মেয়ের প্রতি যে অন্যায় অবিচার করেছেন আমার ভাই বার্থোলোমিউ তাকে আদৌ গুরুত্ব দেয়নি। তার যুক্তি হল ঐ দামি মুক্তোর হার হাতছাড়া হলে নিশ্চয়ই তা একদিন কারো না কারো নজরে পড়ে যাবে, তখন হয়ত সব জানাজানি হবে, সরকারি টানাহ্যাঁচড়া শুরু হবে আমাদের নিয়ে। বলতে লজ্জা নেই, এসব বলে সে হারটা হাত ছাড়া করতে চায়নি। শেষকালে অনেক বুঝিয়ে ওকে রাজি করাতে পেরেছি। ওকে বোঝালাম গোটা হারখানা একবারে পাঠাব না। মিস মর্সটানের ঠিকানা জোগাড় করে কিছুদিন পর পর একটা মুক্তো হার থেকে খুলে উপহার হিসেবে পাঠাব ওঁকে। তাহলে অন্তত যে অন্যায়বোধ বাবাকে তাঁর মৃত্যুসময় পর্যন্ত তাড়া করে বেড়িয়েছে তার উপশম হবে আর মিস মর্সটানেরও নিজেকে আর নিঃস্ব অসহায় মনে হবে না।'

'আপনি সত্যিই উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন মিঃ শোল্টো, আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব,' বললেন মিস মর্সটান।

হাত নেড়ে মিস মর্সটানের মন্তব্যকে গুরুত্ব না দিয়ে থেডিয়াস শোল্টো বললেন, 'আমার মতামতটা গতকাল রাত্রে ভাইকে জানিয়ে রেখেছি, অবশ্য বার্থোলোমিউর দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। তাই সে ব্যাপারটা এভাবে দেখছে না। আমাদের প্রচুর টাকা আছে এর বেশি আমার আর দরকার নেই। তাছাড়া এক পিতৃহারা অসহায় যুবতীকে ঠকানোর রুচি আমার নেই। এ প্রসঙ্গে আমাদের দু'জনের মধ্যে মতবিরোধ এমন চরমে পৌঁছোলো যে শেষ পর্যন্ত আমি আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম। বুঝতেই পারছেন এই কারণেই পণ্ডিচেরি লজ ছেড়ে এখানে থাকছি। বুড়ো খিদমতগার আর বাবার পুরানো দুই দেহরক্ষির একজন উইলিয়ামস চলে এসেছে আমার সঙ্গে। গতকাল খবর পেয়েছি এতদিন পরে গুপ্তধন পাওয়া গেছে। খবর পেয়ে তখনই যোগাযোগ করলাম মিস মর্সটানের সঙ্গে। এখন আর দেরি না করে পণ্ডিচেরি লজে গিয়ে যার যা অংশ তা বুঝে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে আমার ধারণা। কাল রাতে আমি বার্থোলোমিউকে একথা যখন বলেছি তখন আমরা যে আজ ওখানে নিশ্চিত যাব তা সে জানে।'

এতগুলো কথা বলে থেডিয়াস শোল্টো থামলেন। কিন্তু চাপা উত্তেজনায় তাঁর ছোট শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল। আমরা তিনজন চুপচাপ, কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই। আচমকা হোমস চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল, 'আপনি গোড়া থেকে এ পর্যন্ত সত্যিই কাজের কাজ করে এসেছেন, যেটুকু বোঝেননি, তা এখনই বুঝিয়ে দিতে পারি, রহস্যের জটিলতা পরিষ্কার করতে পারি। কিন্তু এখন নয়। মিস মর্সটান খানিক আগেই বলেছেন রাত অনেক হয়েছে, তাই যেটা করার তা আগে সেরে ফেলাই ঠিক হবে।'

হোমসের কথা শুনে আর একটি কথাও না বলে উঠে দাঁড়ালেন থেডিয়াস শোল্টো, হুঁকোর নল পেঁচিয়ে সরিয়ে রেখে কলারে আর আস্তিনে পুরু লোম আঁটা একটা লম্বা টপকোট গায়ে চাপালেন। বেজায় গুমোটের মধ্যেও গলা পর্যন্ত সবকটা বোতাম আঁটলেন। সবশেষে মাথায় পরলেন কানঢাকা খরগোশের চামড়ার টুপি। শুধু রোগা মুখখানা ছাড়া তার দেহের আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

'আমার স্বাস্থ্য ভাল নয়,' ঘর থেকে বেরিয়ে এগোতে এগোতে থেডিয়াস বললেন, 'তাই সবসময় এভাবে বেঁধে ঢেকে নামতে হয়।'

বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, আমাদের প্রোগ্রামও যে আগে থেকেই তৈরি ছিল তারও প্রমাণ পেলাম কারণ আমরা উঠে বসার পরেই গাড়োয়ান সবেগে গাড়ি ছোটাল। আমরা তিনজন চুপ করে আছি, শুধু মিঃ থেডিয়াস শোল্টোই কথা বলে চললেন।

'আমার ভাই বার্থোলোমিউ খুব বুদ্ধিমান,' ঘর্ঘর আওয়াজ ছাপিয়ে তাঁর গলা ভেসে এল, 'গুপ্তধনের হদিশ এতদিন বাদে কিভাবে পেল বলছি। গুপ্তধনের বাক্সটা বাড়ির ভেতরেই কোথাও আছে এ বিষয়ে ও নিশ্চিত ছিল। এতদিন ধৈর্য ধরে সে বাড়ির প্রতিটি বর্গইঞ্চি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে। তবু হদিশ না পেয়ে থামেনি। শেষকালে গোটা বাড়ির মাপজোক করেছে। আর তখনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ওর নজরে এল। বাড়িটা চুয়াত্তর ফিট উঁচু। কিন্তু সব ঘরের উচ্চতা যোগ দিয়ে সে দেখল উচ্চতা সত্তর ফিটের বেশি আসছে না। তাহলে বাকি চার ফিট গেল কোথায়? অনেক হিসেব করে সে এই সিদ্ধান্তে এল যে সেই চার ফিট আছে বাড়ির মাথার দিকে। ওপরতলায় ঘরের সিলিং-এ গর্ত করে সে দেখল তার ধারণা ঠিক, সত্যিই সেই ঘরের সিলিং-এর ওপর আরও একখানা ছোট কামরা আছে যা আকারে চিলেকোঠার মত। এই কামরার ভেতর রাখা আছে গুপ্তধনের বাক্স। সিলিং এ যে গর্ত করেছে তারই ভেতর দিয়ে সেই বাক্স নামিয়ে এনেছে সে, রেখে দিয়েছে নিজের ঘরে, বাক্স খুলে হিসেব করে দেখেছে ভেতরের গুপ্তধনের মোট দাম কম করে পাঁচ লাখ পাউণ্ড স্টার্লিং।'

পাঁচ লাখ পাউণ্ড স্টার্লিং! বলে কি লোকটা! টাকার অঙ্ক শুনে আমরা তিনজনে অবাক হয়ে একে অপরের মুখের দিকে তাকালাম। মিস মর্সটান তাঁর অংশ পেলে রাতারাতি তাঁর বরাত ফিরে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। গরীব গভর্নেসের চাকরি করে আর তাঁকে খেতে হবে না, রাতারাতি হয়ে যাবেন ইংল্যাণ্ডের সেরা ধনী যুবতী। যে কোন প্রকৃত বন্ধুই এ খবর শুনলে উল্লাসিত হবেন; কিন্তু বলতে লজ্জা হচ্ছে আমি তেমন হতে পারলাম না। তাঁর এই সৌভাগ্যে ঈর্ষা বোধ করলাম, মনে হল বুকের ভেতরটা একতাল সিসার মত ভারি হয়ে উঠল। তাই মন খুলে অভিনন্দন জানাতে গিয়েও পারলাম না। কথাগুলো জড়িয়ে গেল তোতলানোর মত। মাথা নিচু করে বসে রইলাম।

এদিকে থেডিয়াস শোল্টোর বকবকানি তখনও একনাগাড়ে চলছে। এরপর তিনি নানারকম অসুখবিসুখের প্রসঙ্গ তুললেন, আর হাতুড়ে ডাক্তাররা যেসব টোটকা জাতীয় বাজে ওষুধ বাতলায় সেসবের খোঁজ নিতে লাগলেন। অনেকক্ষণ কাজ বন্ধ রেখেছিলাম, কিন্তু ঐভাবে আর কতক্ষণ থাকা যায়। কি কি ওষুধ সেদিন তাঁকে বাতলেছিলাম আর মনে পড়ে না। তবে হোমস বলে আমি নাকি বলেছিলাম ক্যাস্টর অয়েল দু'ফোঁটার বেশি খেলে মুশকিলে পড়তে পারেন, তারপরেই ঘুরে ওষুধ হিসেবে বড় ডোজে স্ট্রিকনিন খেতে বলেছিলাম। এইভাবে একসময় গাড়ি থামতে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। গাড়োয়ান নেমে এসে দরজা খুলে ধরল। আমাদের মক্কেলকে হাতে ধরে নামিয়ে থেডিয়াস শোল্টো বললেন, 'মিস মর্সটান, আমরা পণ্ডিচেরি লজে এসে গেছি।'

পাঁচ
পণ্ডিচেরি লজে বিয়োগান্ত নাটক

রাত এগারোটা। কুয়াশায় ভেজা স্যাঁতসেঁতে লণ্ডন শহরের পরিবেশ এখানে নেই। পরিষ্কার রাত, আবহাওয়া চমৎকার। আকাশে মেঘের ফাঁক দিকে উঁকি দিচ্ছে আধখানা চাঁদ। চাঁদের আলোয় কিছুদূর পর্যন্ত রাস্তা পরিষ্কার চোখে পড়ছে। তবু মিঃ শোল্টো গাড়ির গায়ে ঝোলানো একটা সাইডল্যাম্প খুলে হাতে নিলেন।

পণ্ডিচেরি লজের চারদিক ঘিরে বিশাল পাথুরে পাঁচিল। সেই পাঁচিলের মাথায় ভাঙ্গা কাচের টুকরো বসানো। পাঁচিলের গায়ে একটি সদর দরজা। পাল্লার গায়ে লোহার পাত বসানো। এই দরজার পাল্লার গায়ে মিঃ শোল্টো অনেকটা ডাকপিয়নদের কায়দায় ঠক্ঠক করে টোকা মারলেন।

'কে, কি চান এত রাতে?' ভেতর থেকে রুক্ষ পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল।

'আমি ম্যাকমার্ডো,' মিঃ শোল্টো জবাব দিলেন, 'আমার টোকার আওয়াজ এতদিনেও চিনলে না?'

এবার দরজার ওপাশ থেকে শোনা গেল বিরক্তি মাখানো গজরানি আর সেই সঙ্গে চাবি দিয়ে দরজা খোলার আওয়াজ। দরজার পাল্লা গেল খুলে, বেঁটেখাটো চওড়া বুক জোয়ান চেহারার একটি লোক হাতের লণ্ঠন উঁচু করে ধরে বলল, 'ওহো, আপনি, মিঃ থেডিয়াস? কিন্তু এঁরা কারা? আমার মনিব এঁদের ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেননি।'

'সেকি, ম্যাকমার্ডো! এসব কি বলছ? কাল রাতেই তো তোমার মনিবকে বলে গেলাম আমার সঙ্গে কয়েকজন বন্ধু আজ আসবেন এখানে!'

'আপনি তো বলেছেন, কিন্তু আমার মনিব আজ সকাল থেকে একবারও ওর ঘরের বাইরে আসেননি। তাছাড়া আর কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেবার হুকুম উনি আমায় দেননি। তাই আমি শুধু আপনাকেই ভেতরে আসতে দিতে পারি, আর কাউকে নয়।'

'কাজটা ভাল করছ না, ম্যাকমার্ডো।' অপ্রত্যাশিত বাধা পেয়ে চারদিকে তাকিয়ে বললেন থেডিয়াস শোল্টো, 'এঁরা এসেছেন আমার সঙ্গে, তাই তো যথেষ্ট, আমি এঁদের জামিন থাকছি।

তাছাড়া দেখছ সঙ্গে একজন মহিলা আছেন। এত রাতে তুমি ওঁকে কখনোই বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারো না।'

'মাফ করবেন, মিঃ থেডিয়াস,' কঠিন গলায় বলল ম্যাকমার্ডো, 'আপনার সঙ্গে যারা এসেছেন তাঁরা আপনার বন্ধু মানছি, কিন্তু আমার মনিবের বন্ধু তাঁরা নাও হতে পারেন। এঁদের কাউকেই আমি চিনি না। আগে কখনও দেখিনি।'

'নিশ্চয়ই চেনো। ম্যাকমার্ডো, আমায় তুমি নিশ্চয়ই জানো।' বলে উঠল হোমস, 'চার বছর আগের সেই রাতের কথা মনে নেই? সেই যে তোমার সাহায্যে অ্যালিসনের কামরায় এক অ্যামেচার তিন রাউণ্ড লড়েছিল তোমার সঙ্গে, তুমি কি সত্যিই ভুলে গেছো?'

'কি আশ্চর্য, এ যে সেই মিঃ শার্লক হোমস! এতক্ষণ আমি আপনাকে চিনতেই পারিনি। আসুন স্যার, আপনার বন্ধুদের নিয়ে ভেতরে আসুন। মিঃ হোমস, এত কথা না বলে আমার চোয়ালে আপনার সেই ক্রস হিট ঘুসিটা মারলে ঠিক চিনতে পারতাম। [illegible] হিসেবে আপনার ভেতরে অনেক সম্ভাবনা ছিল, স্যার সেসব নষ্ট না করে ঐ লাইনে গেলে অনেক উন্নতি করতেন।'

'শুনলে তো ওয়াটসন! জীবনে আর কিছু করতে যদি নাও পারি, ওই একটা পেশার দরজা আমার জন্য খোলা রইল।' হাসতে হাসতে বলল হোমস।

কাঁকর বিছানো আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এসে দাঁড়ালাম বাড়িটার সামনে। চৌকো গড়নের বাড়ি ছিরিছাঁদ বলতে কিছুই নেই, কেমন যেন ন্যাড়াপেটা গোছের। বাড়ির ভেতর কোথাও আলো চোখে পড়ছে না। কারও সাড়াশব্দ ভেসে আসছে না। ছাদের চিলেকোঠার জানলায় চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সীমাহীন অন্ধকার আর [illegible] পরিবেশকে [illegible] দেয়, গায়ের রোম অস্বস্তিতে খাড়া হয়ে ওঠে আপনা থেকেই।

'মনে হচ্ছে কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে,' বললেন থেডিয়াস শোল্টো, '[illegible] পইপই করে আমাদের আসার কথা বলে গেলাম, [illegible] ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারছি না। চাঁদের আলোতে [illegible] ভেতরে আলো জ্বলছে না।'

'ঠিক বলেছেন,' সায় দিল হোমস, 'তবে দরজার পাশে ছোট্ট জানলায় [illegible] দেখছি।'

'ওটা হাউসকিপার মিসেস বার্নস্টোনের ঘর, এ বাড়িতে উনিই একমাত্র [illegible] আপনারা ওখানে একটু দাঁড়ান, আমি গিয়ে আগে দেখে আসি ব্যাপারটা কি। সবাই একসঙ্গে গেলে উনি হয়ত ঘাবড়ে যেতে পারেন। ও কি ও কিসের আওয়াজ!' বলেই সভয়ে [illegible] থেডিয়াস। তাঁর কাঁপা হাতে লণ্ঠনের আলো কাঁপতে লাগল। বাড়ির ভেতর থেকে [illegible] ভেসে আসছে আর্তনাদ। নারীকণ্ঠের সেই আওয়াজ যার গলা থেকেই বেরোক না কেন সে যে ভীষণ ভয় পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

'এ তো মিসেস বার্নস্টোনের গলা,' চমকে উঠে বললেন থেডিয়াস শোল্টো, 'কে জানি কি হল!' বলে দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে গেলেন। পাশে দাঁড়িয়ে শক্ত মুঠোয় আমার হাত চেপে ধরলেন মিস মর্স্টান, টের পেলাম তাঁর হাত কাঁপছে থরথর করে। সামনের দিকে তাকাতে দেখি থেডিয়াস অদ্ভুত কায়দায় হাউস কিপারের দরজায় টোকা দিতেই দরজা ভেতর থেকে খুলে গেল। স্পষ্ট দেখলাম এক বয়স্কা মহিলা দরজা খুলে দিলেন। দূর থেকে গলা ভেসে এল, 'যাক মিঃ থেডিয়াস, শেষ পর্যন্ত আপনি এসেছেন তাহলে? এতক্ষণে একটু স্বস্তি পেলাম। কি ভাল না লাগছে আপনাকে দেখে।' বলে তাঁকে ঘরে ঢুকিয়ে ভেতর থেকে দরজা এঁটে দিলেন। থেডিয়াস যাবার আগে হাতের লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। এবার হোমস সেটা তুলে দোলাতে দোলাতে বাড়ির চারপাশ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। জমির ওপর সর্বত্র খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন, আবর্জনার স্তূপ এখানে ওখানে জড়ো করে রাখা হয়েছে।

মিস মর্স্টান আর আমি, সবে সকালবেলা আমাদের পরিচয় হয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে তিনি যে আমার মনের খুব কাছে পৌঁছে গেছেন তা বেশ অনুভব করছি। একইভাবে বেশ বুঝতে পারছি তিনিও আমায় আঁকড়ে থাকতে চাইছেন। তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা যে সেই মুহূর্তে ঠিক ছিল সে কথা পরে সংসার করতে গিয়ে বহুবার শুনেছি তাঁর মুখে।

'জায়গাটা কেমন যেন অদ্ভুত!' লণ্ঠনের আলোয় চারপাশে চোখ বুলিয়ে বলে উঠলেন মিস মর্স্টান।

'ইংল্যাণ্ডের যত ইঁদুর আর ছুঁচো যেন দল বেঁধে এখানে এসে মাটি খুঁড়েছে। ব্যালারাটে এক পাহাড়ের গায়ে এমনই গর্ত একবার দেখেছিলাম বেশ মনে আছে, সোনার খনি খুঁজতে গিয়ে কিছু লোক সেখানকার মাটি এইভাবে খুঁড়ে তাল করে জমিয়ে রেখেছিল। এখানেও গত ছ'বছর ধরে এঁরা দুভাই মিলে সেই একই কাজ চালিয়ে গেছেন। তবে সোনার খনি নয়, গুপ্তধনের লোভে।'

হোমসের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হাউসকিপারের দরজা সজোরে খুলে গেল। ভীষণ উত্তেজিত অবস্থায় দুহাত সামনে বাড়িয়ে ছুটে এলেন থেডিয়াস শোল্টো, সামনে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'মিঃ হোমস, আমার ভাই বার্থোলোমিউর নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে! ভীষণ ভয় হচ্ছে! আমার নার্ভ এ চাপ আর সইতে পারছে না!' বলতে বলতে তিনি সত্যিই শিশুর মত কেঁদে ফেললেন।

এতটুকু বিচলিত না হয়ে হোমস দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'আসুন, ভেতরে যাই।'

'হ্যাঁ, আসুন,' বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন থেডিয়াস, 'মিঃ হোমস, যা করার আপনিই করুন, এই মুহূর্তে কি করা উচিত হবে কিছুই আমার মাথায় আসছে না।'

হাউসকিপার মিসেস বার্ণস্টোনের ঘরে সবাই এলাম। মিস মর্স্টানকে দেখে বৃদ্ধার খুব ভাল লাগল, তাঁর কপালে মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, 'আহা, কি শান্ত আর মিষ্টি তোমার মুখখানা। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। গোটা দিনটা যা ধকলের মধ্যে কেটেছে তা বলার নয়।' শুনে মনে হল ভদ্রমহিলা বোধহয় হিস্টিরিয়ার রুগী। মিস মর্স্টান সান্ত্বনার সুরে কি যেন বললেন তাঁকে, শুনেই ভদ্রমহিলা বললেন, 'মিঃ বার্থোলোমিউ শোল্টো তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে আছেন। এত ডাকাডাকি করছি কিন্তু একবারও সাড়া দিচ্ছেন না। কি হল কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। এদিকে কখন উনি ডাকাডাকি করেন তারও ঠিক নেই। মাঝে মাঝে এমনই একা থাকতে ভালবাসেন উনি। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা অন্যরকম ঠেকছে। আপনার আসার প্রায় আধঘণ্টা আগে আমার মনে হল ওঁর নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। চাবির ফুটো দিয়ে ভেতরে তাকাতে চমকে গেলাম। মিঃ থেডিয়াস আপনি নিজে গিয়ে একবার দেখুন। গত দশ বছর আমি মিঃ বার্থোলোমিউ শোল্টোকে দেখে আসছি, বহুবার তাঁকে হাসতে কাঁদতে দেখেছি। কিন্তু আজ খানিক আগে যা দেখলাম এমন অদ্ভুত বিকট ভাব তাঁর মুখে কখনও দেখিনি।'

শুনে ভয়ে থেডিয়াস শোল্টোর হাঁটু দুটো কাঁপতে লাগল থরথর করে, দাঁতে দাঁত লেগে ভির্মি খান আর কি! তাঁকে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে যেতে হল। হাতে ধরা ল্যাম্প মাথার ওপর তুলে তীক্ষ্ণ চোখে এপাশ ওপাশ দেখতে দেখতে একের পর এক ধাপ পেরিয়ে সবার আগে এগোল হোমস, তার পেছনে থেডিয়াস শোল্টোকে আগলে ধরে এগোচ্ছি আমি। মিস মর্স্টান হাউসকিপারকে সঙ্গে নিয়ে সবার পেছনে।

চারতলার সিঁড়ির শেষে টানা লম্বা গলি, সেই গলির বাঁদিকে তিনটে দরজা, আর ডানদিকে টাঙ্গানো ছবি আঁকা বিশাল ভারতীয় পর্দা। তিন নম্বর দরজার সামনে দাঁড়াল হোমস, টোকা মেরে সাড়া না পেয়ে হাতল ঘোরাল, সবশেষে গায়ের জোরে ঠেলল। কিন্তু তাতেও পাল্লা খুলল না। লম্ফের আলোয় এটুকু বোঝা গেল ভেতর থেকে দরজায় খিল তোলা হয়েছে। এবার হেঁট হয়ে বসে চাবির গর্তে চোখ রেখে ভেতরে উঁকি দিল হোমস, পরক্ষণেই টান হয়ে দাঁড়াল সে, জোরে

নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'ওয়াটসন, মনে হচ্ছে ভয়ানক নারকীয় কোনও শয়তানি হয়ে গেছে ভেতরে, তুমি নিজে একবার দ্যাখো। ভাল করে দেখে কি মনে হয় বলো।' খুব বিচলিত আর উত্তেজিত শোনাল তার গলা।

কোমর বেঁকিয়ে ঝুঁকে সেই চাবির গর্তে চোখ রেখে ভেতরে উঁকি দিয়েই আতংকে শিউরে উঠলাম। তার মধ্যে স্পষ্ট দেখলাম একটা মাথা শূন্যে ভাসতে ভাসতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আর আশ্চর্যের বিষয়, সে মুখ আমাদের সঙ্গী থেডিয়াস শোল্টোর। তেমনই লম্বা উঁচু মাথা, মাথার চারপাশে খাড়া খাড়া চুল থাকলেও ওপরটা ফাঁকা, দেখলে পাহাড়ের চূড়ো বলে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, থেডিয়াস খানিক আগে তাঁর বাড়িতে বসে বলেছিলেন বার্থোলোমিউ তাঁর যমজ ভাই। তাকালাম সেই মুখের দিকে। বার্থোলোমিউর মুখের সে হাসি শুধু বিকট নয়, অদ্ভুত, গায়ে কাঁটা দেবার মতন অদ্ভুত।

'এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার দেখছি হোমস' উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'কি করা যায় এখন?'

'দরজা ভেঙ্গে ফেলা ছাড়া পথ নেই', বলে এক লাফ দিয়ে পড়ল বন্ধ দরজার গায়ে, কিন্তু সেই ধাক্কায় দরজা খুলল না। তখন হোমসের সঙ্গে আমিও জোরে ধাক্কা দিতে লাগলাম দরজার গায়ে। দুজনের ধাক্কা সামলাতে না পেরে ভেতরের খিল ভেঙ্গে পড়তেই খুলে গেল দরজা। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

ঘরের ভেতরটা দেখলে ল্যাবরেটরি বলে মনে হয়, ঠিক তেমনভাবে সাজানো যেখানে যা যা থাকে। দরজার মুখোমুখি দেওয়ালের শেলফে সারি সারি কাঁচের বোতল, মাঝখানে টানা লম্বা টেবিলে ছড়িয়ে আছে বুনসেন বার্ণার, টেস্ট টিউব আর বাকার। এককোণে খড়ের আঁটিতে মোড়া অনেকগুলো অ্যাসিড ভর্তি কাঁচের বোতল। মনে হল বোতলগুলোর একটা হয় ভেঙ্গেছে নয়তো ফুটো হয়ে গেছে। একটা বোতল থেকে কালচে অ্যাসিড চুঁইয়ে পড়ে মেঝের ওপর গড়িয়ে যাচ্ছে, তার কড়া গন্ধে ঘরের বাতাস ভরে উঠেছে। এককোণে মেঝের ওপর কিছু কাঠের তক্তা, খসেপড়া চুনবালি আর ভাঙ্গা প্লাস্টারের মাঝখানে দাঁড় করানো কাঠের সিঁড়ি যাতে চেপে মিস্ত্রিরা কাজকর্ম করে। সিঁড়ির ঠিক মাথায় ঘরের সিলিং-এ বড় ফুটো তার ভেতর দিয়ে একজন মানুষ গলে যেতে পারে। সিঁড়ির গোড়ায় খানিকটা দড়িও চোখে পড়ল।

টেবিলের এক পাশে দরজার দিকে মুখ করে ইজিচেয়ারে কাত হয়ে পড়ে আছেন বাড়ির কর্তা বার্থোলোমিউ শোল্টো, তাঁর মাথা ঝুলে পড়েছে বাঁ কাঁধের ওপর, মুখে সেই অদ্ভুত রহস্যময় হাসি। ঠোঁট আর দাঁত বেরিয়ে পড়ায় সে হাসি বিকট দেখাচ্ছে। ঠাণ্ডা আড়ষ্ট শরীর পরীক্ষা করে বুঝলাম বেশ কয়েকঘণ্টা আগে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর হাতের কাছে টেবিলের ওপর পড়ে আছে বাদামি রং এর একটা লাঠি, তার মাথায় টোয়াইন সুতো দিয়ে একটা পাথর শক্ত করে বাঁধা। তার পাশে পড়ে আছে খাতার পাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া একটুকরো কাগজ, তাতে টানা জড়ানো হাতে কি যেন লেখা। কাগজটা একবার দেখে হোমস আমার হাতে দিয়ে বলল, 'দ্যাখো।' লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম তাতে লেখা 'চারের নিশানা'।

'এর মানে কি হোমস?' জানতে চাইলাম।

'মানে একটি খুন, আর কিছুই নয়,' গৃহকর্তার মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল হোমস, 'হুঁ, এটাই আঁচ করেছিলাম, দ্যাখো ওয়াটসন—' বলে মৃতদেহের ঠিক কানের ওপর বেঁধা কালো কাঁটার মত একটা জিনিস ইশারায় দেখাল।

'মনে হচ্ছে কাঁটা', আমি বললাম।

'ঠিক বলেছো, কাঁটা,' সায় দিয়ে বলল, 'সাবধানে তুলে নাও ওতে কিন্তু বিষ মাখানো আছে, হুঁশিয়ার।'

তর্জনি আর বুড়ো আঙুলের টানে খুব সহজে উঠে এল কাঁটাটা। চামড়ার গায়ে একফোঁটা লাল রক্ত ছাড়া আর কোনও চিহ্ন রইল না।

'ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে দাঁড়াল,' আমি বললাম, 'এই ঘটনার ফলে জটিলতা বেড়ে গেল।'

'আমার মতে ঠিক তার উল্টোটাই ঘটেছে,' বলল হোমস, 'জটিলতা যেটুকু ছিল প্রতি মুহূর্তে তা ঘুচে গিয়ে সব স্পষ্ট হচ্ছে। আরও দু'একটা সূত্র পেলেই গোটা কেসটা সহজসাধ্য হবে।'

ঘরে ঢোকার পর থেকে মিঃ থেডিয়াস শোল্টো একটি কথাও বলেননি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদছিলেন আর ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে আপন মনে বিড়বিড় করে বকছিলেন। হঠাৎ কানে এল কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'সর্বনাশ হয়েছে, গুপ্তধন চুরি হয়েছে! সিলিং-এর ঐ গর্ত দিয়ে আমরা দু'জনে গুপ্তধনের বাক্সটা নামিয়ে এনেছিলাম কাল রাতে। শেষবারের মত আমিই বার্থোলোমিউকে জীবিত অবস্থায় দেখেছি। কাল রাতে বাড়ি যাবার সময় ওকে এই ঘরেই দেখেছি –– সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দরজায় তালা লাগানোর আওয়াজও কানে এসেছিল।'

'রাত তখন ক'টা হবে?'

'দশটা। ও তো মারা গেল। এবার পুলিশ আসবে। আর তখন সন্দেহ পড়বে আমার ওপর। কিন্তু আপনারা? আপনারা কি আমাকেই সন্দেহ করবেন? আমার ভাইকে যদি আমি খুনই করি তাহলে আপনাদের এখানে নিয়ে আসতে যাব কেন? হা ঈশ্বর! কি করি আমি এখন? আমি এবার পাগল হয়ে যাব।' বলে থেডিয়াস শোল্টো সত্যিই পাগলের মত হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন।

'কোনও ভয় নেই, মিঃ শোল্টো', পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখল হোমস, সহানুভূতির সুরে বলল, 'মিছিমিছি ভয় পাবেন না। যা বলি তাই করুন। গাড়ি নিয়ে সোজা থানায় গিয়ে খুনের খবর দিন। আপনি সবরকম সহায়তা করতে প্রস্তুত তাও বলবেন মনে করে। আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই অপেক্ষা করব।'

থেডিয়াস শোল্টোকে দেখে বোঝা যায় তাঁর মাথা কাজ করছে না। তবু হোমসের কথা তিনি রাখলেন। থানায় যাবার জন্য তৈরি হয়ে মোহাবিষ্ট মানুষের মত টলতে টলতে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে হোঁচট খেতে খেতে নিচে নেমে গেলেন।

ছয়
করে দেখালো শার্লক হোমস

'হাতে আধঘণ্টার মত সময় আছে ওয়াটসন।' থেডিয়াস শোল্টো বেরিয়ে যাবার পরে হাতে হাত ঘষে বলল হোমস, 'এই সময়টুকু কাজে লাগানো যাক। তোমায় খানিক আগে বলেছি কেসের সমাধান আমি প্রায় করে ফেলেছি। অবশ্য বেশি আত্মবিশ্বাস অনেক সময় ভুলের কারণ হয়। ওপর থেকে দেখে খুব সহজ মনে হলেও এর অতলে কোনও গভীর চক্রান্ত বা ঘোরপ্যাচ আছে কিনা কে বলতে পারে? আচ্ছা এবার তুমি গিয়ে বোস ঐ কোণে, দেখো তোমার পায়ের ছাপ মেঝেতে যেন না পড়ে তাহলে আবার গোটা কেসটা আরও জটিল হবে। এবার প্রথমেই ভাবতে হবে খুনি কোন পথে এ ঘরে ঢুকল, গেলই বা কোন পথে। কাল রাত থেকে তো ঘরের দরজা খোলাই হয়নি। কিন্তু এই জানালা?' বলে ল্যাম্প হাতে নিয়ে জানালার কাছে চলে এল হোমস, চৌকাঠ পরীক্ষা করে বলল, 'ছিটকিনি ভেতর দিকে, শক্ত ফ্রেম, পাশে কব্জা নেই, খুলে দেখা যাক। ধারে কাছে জলের পাইপ নেই, ছাদও হাতের নাগালের মধ্যে নেই। তা সত্ত্বেও একটা লোক যে জানালা দিয়ে এ ঘরে ঢুকেছিল তাতে সন্দেহ নেই। গতরাতে অল্প বৃষ্টি হয়েছিল। এই তো, চৌকাঠের কাছে একটা পায়ের ছাপ, আর একটা কাদামাখা গোল দাগও আছে দেখছি মেঝেতে,

টেবিলের পাশেও দাগটা আছে। ওয়াটসন, হাতে কলমে শিখতে চাও তো নিজের চোখে ভাল করে খুঁটিয়ে দ্যাখো।'

কাদামাখানো গোল দাগ ইশারায় দেখিয়ে বললাম, 'কিন্তু এগুলো তো পায়ের ছাপ নয়।'

'পায়ের ছাপ না হলেও আমাদের কাছে এ দাগ অনেক।' বলল হোমস, 'এগুলো কাঠের খোঁটার দাগ।'

'কাঠের খোঁটা, তার মানে তুমি বলছ এ সেই লোক যার একটা পা নেই, সেখানে কাঠের পা লাগানো?'

'ঠিক ধরেছো,' সায় দিল হোমস। 'তবে সে একা আসেনি। তার সঙ্গে একজন ছিল খুব চটপটে লোক। আচ্ছা, এবার বলো দেখি ডাক্তার, ঐ দেওয়াল বেয়ে তুমি উঠতে পারবে?'

খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। চাঁদের আলোয় বাড়ির কোণ ঝকমক করছে। নিচের দিকে তাকাতে মাথা ঘুরে উঠল — মাটি থেকে এ ঘরের উচ্চতা কম করে ষাট ফিট। পালিশ দেওয়ালে পায়ের আঙ্গুল রাখার মত জায়গাটুকুও নেই।

'না,' আমি বললাম, 'এই দেওয়াল বেয়ে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়।'

'ঠিক তাই,' বলল হোমস, 'তবে চটপটে কোনও সঙ্গী সঙ্গে থাকলে অসম্ভব নয়। ধরে নাও সেই চটপটে লোকটি ছিল এই ঘরে; সিঁড়ির গোড়ায় ঐ যে দড়ি গাছা পড়ে আছে তার একটা মাথা দেওয়ালে ঐ বড় আংটায় মজবুত করে বাঁধল সে, তারপর দড়ির আরেকটা মাথা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিল নিচে। সেখানে তার যে সঙ্গী অপেক্ষা করছিল সে তখন ঐ দড়ি বেয়ে অনায়াসে ওপরে উঠে আসতে পারে, তা তার একটা পা কাঠের হোক চাই না হোক। কাজ সেরে যে পথে সে এসেছিল সেই পথ ধরেই আবার চলে যাবে সে। তারপর তার সেই সঙ্গী দড়িটা আংটা থেকে খুলে ফেলে দেবে কাঠের সিঁড়ির গোড়ায়। জানালা চেপে বন্ধ করে ভেতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ করে দেবে, তারপর যে পথে এসেছিল সেই পথেই আবার বেরিয়ে যাবে।' দড়িতে হাত বুলিয়ে বলল হোমস, 'ছোট্ট হলেও আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট মনে রাখতে হবে ওয়াটসন। দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার ব্যাপার জাহাজের নাবিকদের কাছে খুব সহজ কারণ এসব কাজ ওদের জানা। কিন্তু এ লোকটি কিন্তু পেশায় নাবিক নয়। নাবিকদের হাতে কড়া পড়ে যায় যা তার হাতে পড়েনি। লেনস ফেলেছি দড়ির গায়ে রক্তমাখা ছালচামড়া তখনও লেগে আছে। বোঝাই যায় নামার সময় অনভ্যস্ত হাত ফসকে সে নিচে নেমেছিল আর তখনই দড়ির ঘষটানি লেগে তার হাতের তালুর ছাল চামড়া উঠে গেছে।'

'তা তো বুঝলাম,' আমি বললাম, 'কিন্তু এর ফলে রহস্যের জটিলতা যে আরও বাড়ল। এই রহস্যময় চটপটে সঙ্গীটি কে, কিভাবে সে ঢুকল এই ঘরে?'

'দেশের অপরাধের ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম, যদিও ভারতে এবং সেনেগাম্বিয়ায় এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে।' খানিকটা আত্মমগ্নভাবে বলল হোমস, 'সঙ্গীর কথা বলছ তো? তাকে ঘিরে অনেক রহস্য আছে, আছে অনেক কৌতূহলপ্রদ পয়েন্ট। আমার ধারণা এই কাঠের পা ওয়ালা লোকটি এদেশে এক নতুন ধারার অপরাধ চালু করল।'

'কিন্তু তার চটপটে সঙ্গিটী ঘরে ঢুকল কোন পথে তাই বলো,' একগুঁয়ের মত বললাম, 'ভেতর থেকে দরজা বন্ধ, খাড়া দেওয়াল বেয়েও ওঠা সম্ভব নয়, তাহলে তুমি কি বলতে চাও সে লোক চিমনি দিয়ে গলে ভেতরে ঢুকেছে?'

'এ প্রশ্ন আমার মনেও উঁকি দিয়েছিল,' হাসল হোমস, 'কিন্তু চিমনির ঝাঁঝরি খুব ছোট, তাই সে সম্ভাবনা টিকছে না।'

'তাহলে?'

'আগেও বহুবার বলেছি অসম্ভব ঠেকছে না দেখার পরে, বাকি যা সামনে পড়ে থাকবে, জানবে হাজার অদ্ভুত আর অবাস্তব মনে হলেও সেটাই হল সত্য। জানলা, দরজা, চিমনি এই তিনটের একটা দিয়েও যে সে ভেতরে ঢোকেনি তা ইতিমধ্যে আমাদের জানা হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যেও লুকিয়ে থাকার মত জায়গা নেই। তাই আগে থাকতে যে সেখানে ঢুকে ওৎ পেতে বসেছিল সে সম্ভাবনাও টিকছে না। তাহলে হাতে আর কোন সম্ভাবনা বাকি রইল? কোনখান দিয়ে ভেতরে ঢুকল সে?'

'ছাদের গর্ত দিয়ে ঢুকেছে,' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

'ঠিক বলেছো,' সায় দিল হোমস। 'ঘরে ঢোকার আর কোনও পথ না পেয়ে ঐ পথেই ভেতরে ঢুকেছে সে। ল্যাম্পটা একটু তুলে ধরো, যেখানে গুপ্তধনের বাক্স রাখা ছিল ছাদের সে ঘরখানা একবার দেখে আসি।'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সিলিং-এর ছোট গর্ত দিয়ে দিব্যি ভেতরে গলে গেল হোমস, সেখানে শুয়ে পড়ে হাত বাড়িয়ে ল্যাম্পটা নিল আমার হাত থেকে তার পেছন আমিও একই ভাবে উঠলাম সেখানে।

যেখানে সেঁধোলাম ঘর না বলে তাকে কুঠরী বলাই সঙ্গত হবে — লম্বায় দশ ফিট, চওড়ায় ছ'ফিট। বরগাগুলোর মাঝের ফাঁকগুলো ভরাট করা হয়েছে পাতলা প্লাস্টার দিয়ে, তাই হাঁটতে গেলে একটা বরগা থেকে আরেকটা বরগায় পা রেখে হাঁটতে হয়। আসবাবপত্র সেখানে কিছুই নেই। মেঝেতে বহু বছরের জমানো ধুলো। ছাদের একটা দিক ক্রমে উঁচু হয়ে এক জায়গায় এসে মিশেছে, বোঝাই যায় সেটা বাড়ির আসল ছাদের ভেতরের দিক।

ঢালু দেওয়ালে হাত রেখে অল্প ঠেলতেই ফাঁক হল। হোমস বলল, 'এটা হল ছাদে যাবার পথ। প্রথম লোকটি এই পথেই যে ঢুকেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এসো এবার দেখি চেহারার কোনও ছাপ মশায় রেখে গেছেন কিনা।' বলে ল্যাম্প মেঝের কাছে আনতে চমকে উঠল হোমস, তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মেঝের দিকে তাকাতে চমকে উঠলাম আমি নিজেও। মেঝেতে অসংখ্য পায়ের ছাপ, সবকটিই স্পষ্ট, আঙ্গুল থেকে গোড়ালি পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট কিন্তু -কিন্তু সেসব ছাপ পূর্ণাঙ্গ মানুষের পায়ের অর্ধেকও নয়।

'একি কাণ্ড হোমস,' আমার বিস্ময় বাধা মানল না। 'এ যে দেখছি বাচ্চা ছেলের পায়ের ছাপ!'

হোমস একটু আনমনা হয়েছিল আমার কথা কানে যেতেই স্বাভাবিক হয়ে বলল, 'অন্য কথা ভাবছিলাম নয়ত আগেই এটা আমি আঁচ করতাম। এখানে আর দেখার কিছু নেই, চলো নিচে যাওয়া যাক।'

নিচে আসার পর জানতে চাইলাম, 'ছোট ছেলের পায়ের ছাপ সম্পর্কে তোমার থিওরিটি কি, বলবে?'

'প্রিয় ওয়াটসন, একটু নিজের মাথা খাটিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করো,' অসহিষ্ণু গলায় বলল সে, 'ওতে অনেক কিছু শিখতে পারবে।'

'কিন্তু ঘটনা জানার মত কিছুই তো মাথায় আসছে না,' আমি বললাম।

'শীগগিরই আসবে,' দায়সারা গোছের জবাব দিল হোমস। 'তেমন দরকারি আর গুরুত্বপূর্ণ কিছু এখানে পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। তবু দেখি যদি আচমকা কিছু মিলে যায়।'

বলে পকেট থেকে লেনস আর মাপার ফিতে বের করল হোমস, হাঁটু গেড়ে ঝুঁকে তাই নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের সবখানে সূত্র খুঁজতে লাগল। ব্লাকহাউণ্ড যেমন অপরাধীর গন্ধ লক্ষ্য করে তেড়ে যায়, হোমসকেও এই মুহূর্তে তেমনই দেখাচ্ছে — এমন কিছুর সন্ধানে ও হাতড়ে বেড়াচ্ছে যা অপরাধী ফেলে গেছে বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার বারবার মনে হল এই লোক নিজে

ক্রিমিন্যাল হলে ওব সঙ্গে পাল্লা দেওযা পুলিশেব পক্ষে সত্যিই মুশকিল হত। খানিক বাদে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল সে।

'আমাদেব কপাল ভাল বলতে হবে ওয়াটসন, এক নম্বব আততাযী ক্রিয়োজোট মাড়িয়েছে। বোতল ভেঙ্গে ক্রিওজোট গড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে, হতভাগা ক্ষুদে ক্ষুদে পাযে তা মাড়িয়েছে দেখে যাও, ঐখানে, ঐ যে।'

'তাতে কি এমন সুবিধা হল?'

'সুবিধা হল এই যে সে ব্যাটা আমাদেব হাতেব মুঠোয এসে গেল, ধবে নাও আমি ওকে একবকম ধবেই ফেলেছি। ওয়াটসন, এই গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে পৃথিবীব অন্য প্রান্তে যাবাব হিম্মৎ বাখে এমন একটি কুকুবেব হদিস আমি জানি। শিকাবি কুকুবেব পাল বেহিং মাছেব ঝাঁকেব গন্ধ শুঁকে যদি একটা জেলা পেবিয়ে যায তাহলে একটা বিশেষভাবে শিক্ষিত হাউণ্ড এমনই কড়া আব বিটকেল গন্ধ শুঁকে কতদূব যেতে পাবে? উত্তবটা হবে গিয়ে ... আবে! থানাব লোকেবা এসে গেছে দেখছি।' তাব কথা শেষ হতেই ভাবি বুটেব শব্দ আব গলাব আওয়াজ ভেসে এল একতলা থেকে। ঘবেব দবজা জোবে বন্ধ হবাব আওয়াজও কানে এল।

'ওবা এখানে আসাব আগে একটা কাজ কবো, লাশেব হাত আব পা তোমাব হাত দিয়ে ছুঁয়ে দ্যাখো। কি মনে হচ্ছে?'

'মাসলগুলো কাঠেব মত শক্ত হয়ে গেছে।'

'ঠিক বলেছো, বাইগাব মর্টিস হলেও লাশেব হাত পা এত শক্ত হয না। তাব সঙ্গে মিশেছে মুখেব খিঁচুনি, বেবিয়ে আসা ঠোঁট, দাঁত আব বিকট হাসি সব মিলিয়ে মৃত্যুব কাবণ কি হতে পাবে বলে তোমাব ধাবণা?'

'আমাব ধাবণা মৃত্যুব কাবণ এমন কোনও অ্যালকালয়েড গোত্রীয বিষ যা জোগাড় কবা হয়েছে লতাপাতা থেকে। এই বিষটা অনেকটা স্ট্রিকনিনেব মত, বক্তে মেশাব সঙ্গে সঙ্গে টিটেনাস সংক্রমণ শুরু হয়েছে।'

'ঠিক বলেছো, আচ্ছা, এবাব যে কাঁটাটা লাশেব কানেব কাছে বিঁধেছিল সেটা একবাব পবীক্ষা কবে দ্যাখো তো।'

'কাঁটা বেঁধাব জাযগাটা যেখানে আছে সিলিং এব দিকে তাব মানে চেযাবে বসা অবস্থাতেই এই কাঁটা বেঁধানো হয়েছে।'

ল্যাম্পেব আলোব সামনে এনে দেখলাম কাঁটাটা বেশ ছুঁচোলো, লম্বা কালো, ছুঁচোলো দিকটায চটচটে কোনও আঠালো জিনিস মাখানো আছে, সেখানে মাথাব দিকটা ছুবি দিয়ে গোল কবে কাটা।

'এ কাঁটা কি ইংল্যাণ্ডেব?' হোমস জানতে চাইল।

'না, এদেশেব মোটেও নয়।'

'তাহলেই দ্যাখো, এসব সূত্র থেকে পৌঁছোনোব মত একটা জাযগায আমবা এসে পড়েছি। কিন্তু এই যে নিযমিত ফৌজ এসে হাজিব হয়েছে, এবাব তাহলে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীব পিছিয়ে যাওযা উচিত।'

হোমসেব কথা শেষ হবাব সঙ্গে সঙ্গে ধূসব স্যুট পবা মোটাসোটা হোঁৎকা দেখতে একটি লোক ঘবে ঢুকল, তাব পেছনে এল উর্দিপবা একজন পুলিস ইন্সপেক্টব আব থেডিযাস শোল্টো। থেডিয়াসেব মুখেব দিকে একপলক তাকিযেই বুঝলাম তাব বুকেব ধুকপুকুনি এখন একই তালে চলছে।

'হুম্।' ইজিচেয়াবে শোওয়া লাশেব দিকে একপলক তাকিয়ে হোঁৎকা লোকটা চাপা কক্ষ গলায বলে উঠল, 'এই তাহলে ব্যাপাব। দাকণ কাববাব দেখছি।' বলতে বলতে হোমস আব

আমাদের দিকে তার চোখ পড়ল, জানতে চাইল, 'এরা আবার কারা? আর বাড়িখানাও তেমনই, চারপাশে শুধু খরগোশের গর্ত!'

'সে কি মিঃ অ্যাথেলনি জোনস,' হাসিমুখে বলল হোমস, 'আমায় চিনতে পারছেন না?'

'আরে এ যে মনস্তাত্ত্বিক মিঃ শার্লক হোমস! আপনাকে চিনব না তাও কখনও হয়? সেই যে বিশপ গেট জুয়েল কেসে কার্যকারণ আর যুক্তির প্রয়োগের সিদ্ধান্তের ওপর ভাষণ দিয়েছিলেন তা কি ভোলা যায়? মানছি আপনি ঠিক সূত্রটাই আমাদের সামনে এনে হাজির করেছিলেন, কিন্তু তার পেছনে কোনও যুক্তি দেখাতে পারেননি, স্রেফ বরাত জোরে সেবার উতরে গিয়েছিলেন।'

'কিন্তু সে তো খুব সোজা কেস। তাতে যুক্তি দেখানোর সুযোগও তেমন ছিল না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর বলতে হবে না। হার মানতে লজ্জা পাচ্ছেন বুঝতে বাকি নেই। সে যাকগে, কিন্তু এখানে এসবের মানে কি? ভারি বিচ্ছিরি ব্যাপার! ঘটনাও দেখছি জলের মত পরিষ্কার — থিওরি কপচানোর সুযোগ নেই। কি ভাগ্যি আরেকটা কেসের তদন্তে আমায় নরউডে আসতে হয়েছিল! খবর যখন এল তখন থানাতেই ছিলাম আমি। তা লোকটার মৃত্যুর কারণ কি বলে আপনার মনে হচ্ছে?'

'আমি আর কি বলব বলুন।' শুকনো গলায় হোমস ঠেস দিয়ে বলল, 'একটু আগে আপনিই তো বললেন কেসটা জলের মত পরিষ্কার, এ কেসে থিওরি কপচানোর সুযোগ নেই।'

'সে আমি ঠিকই বলেছি, মিঃ হোমস, তাহলেও উল্টো পাল্টা বুলি আউড়ে আপনি মাঝে মাঝে খেল দেখান তা তো মানতেই হবে। আরে একি! ঘরের দরজা দেখছি ভেতর থেকে আঁটা ছিল। তার মধ্যে পাঁচ লাখ পাউণ্ড স্টার্লিং এর ধনরত্ন উধাও হয়েছে ঘরের ভেতর থেকে। জানালা বন্ধ না খোলা ছিল?'

'বন্ধ ছিল তবে চৌকাঠে পায়ের দাগ ছিল।'

'জানালা বন্ধ থাকলে চৌকাঠে পায়ের ছাপ থাক চাই না থাক তার সঙ্গে এ কেসের কোন সম্পর্ক নেই। এ তো সাধারণ মাথা খাটানোর ব্যাপার মশাই, কমন সেন্স ছাড়া কিছু নয়। লোকটা হয়ত এমনিতেই মরেছে, নয়ত কোনও কারণে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়, তারপর খিঁচুনি শুরু হয়েছিল, তাতেই মারা গেছে; তারপর ধনরত্নের বাক্সটাও উধাও হয়েছে। হুম। সার্জেন্ট, আপনি বাইরে যান, মিঃ শোল্টো আপনিও যান। আপনার বন্ধুরা থাকতে পারেন। আপনার নিজের কি ধারণা মিঃ হোমস? শোল্টো নিজেই স্বীকার করেছে কাল রাতে ও এখানে ছিল। ভাই তারপর মারা যেতে ধনরত্নের বাক্স নিয়ে চলে গেলো শোল্টো। বলুন, কেমন লাগছে থিওরিটা?'

'শোল্টো ধনরত্নের বাক্স নিয়ে চলে গেল। আর তারপরেই লাশটা উঠে ভেতর থেকে দরজায় খিল এঁটে আবার ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল। এটাই তো বলতে চান?'

'হুম্! থিওরিতে গলদ আছে দেখছি, তাহলে এবার একটু কমন সেন্স খাটানো যাক। থেডিয়াস শোল্টো এই ঘরেই ছিল, তার ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়াও বাঁধিয়ে ছিল সে। থেডিয়াস চলে যাবার পরে তার ভাইকে আর কেউ দেখেনি। তার বিছানাতেও কেউ শোয়নি। থেডিয়াস শোল্টোর এখন নিজেরই মাথার ঠিক নেই, যাকে বলে উদভ্রান্ত অবস্থা। তার ওপর বলতে কি লোকটাকে দেখতেও ভারি বদখত্। বুঝতেই পারছেন আমি থেডিয়াসকে ঘিরে জাল গোটাচ্ছি আর সেই জাল এবার বেঁধে ফেলছে ওকে।'

'অনেক ঘটনাই এখনও আপনার অজানা,' বলল হোমস, 'এই যে কাঠের ছুঁচোলো কাঁটাটা দেখছেন এটা কিন্তু বিষাক্ত, মৃত লোকটির কানের ওপরে এটা বিঁধেছিল, বেঁধার দাগ এখনও ওখানে আছে, ইচ্ছে হলে দেখে নিতে পারেন। এই লেখা কাগজটা টেবিলের ওপর আর তার পাশে ছিল পাথর বাঁধা এই অদ্ভুত লাঠিটা। এবার বলুন এসব কি আপনার থিওরির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে?'

'নিশ্চযই মিলে যাচ্ছে,' অ্যাথেলনি জোনস উৎসাহিত গলায বললেন, 'সবদিক দিযেই। ভাবত থেকে আনা অনেক দুর্মূল্য জিনিস এ বাড়িতে ছড়িযে ছিটিযে আছে, কাঁটাটিও তাদেবই একটি। তাতে বিষ মাখানো থাকলে বঝতে হবে খুন কবাব মতলবেই সে বিষ মাখানো হযেছে। কাগজে ঐ হিজিবিজি লেখা, পুলিশকে ভুল পথে চালনা কবা ছাড়া ওব আলাদা কোনও মানে নেই। প্রশ্ন একটাই – ভাইকে খুন কবে থেডিযাস এ ঘব থেকে বেবোল কি ভাবে? এই তো পেযেছি, সিলিং-এব এই ফুটো দিযে।' বলতে বলতে কাঠেব সিঁড়ি বেযে হোঁৎকা অ্যানেলসি জোনস উঠে পড়লেন লুকোনো চিলেকোঠায, খানিক বাদে সেখান থেকে খুশিভবা গলা শুনে বুঝলাম ছাদে যাবাব দবজাবও হদিশ পেযেছেন।

'নিজেব চোখেই দেখেছেন মিঃ হোমস, থিওবি কপচানোব চেযে হাতে কলমে কবে দেখানোব দাম কত বেশি। এ কেসে শেষটায আমাব থিওবিই টিকল। ছাদে যাবাব দবজাটা যে খোলা হযেছে তাও আমাব চোখ এড়াযনি।'

'ওটা আপনাব আগে আমিই খুঁজেছি, মি. জোনস,' বলল হোমস।

এই কথা শুনে তাঁব মুখ কালো হল, বললেন, 'তা হোক গে, ঐ পথেই যে থেডিযাস পালিযেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ইন্সপেক্টব মি. শোল্টোকে নিযে আসুন।'

থেডিযাস শোল্টো ভেতবে ঢুকতেই অ্যানেলসি জোনস বললেন, 'মি. শোল্টো, ভাই এব খুনে জড়িত থাকাব দাযে মহাবাণীব নামে আমি আপনাকে গ্রেপ্তাব কবছি। এখন থেকে যা কিছু বলবেন সে সবই আপনাব বিবদ্ধে যেতে পাবে, এ বিষযে আপনাকে হুঁশিযাব কবে দেওযা আমাব কর্তব্য।'

'দেখলেন তো! এ সেই আপনাদেব বলেছিলাম, বলিনি?' হাত পা ছুড়ে বাঁটকুল থেডিযাস করুণ চোখে আমাদেব মুখেব পানে তাকালেন।

'ও নিযে একদম ভাববেন না, মি. শোল্টো,' হোমসেব গলায আশ্বাসেব সুব ফুটল, 'আশা কবছি আপনাকে খালাস কবাতে পাবব।'

'না না, ডাক্তাব মশাই, অত আশা দযা কবে ওকে দিতে যাবেন না,' ... গোযেন্দা জোনস, 'যেমন ভাবছেন ব্যাপাবটা হযত তত সোজা হবে না।'

'মিঃ জোনস,' দৃঢ় গলায হোমস বলল, 'আমি শুধু ওকে বেকসুব খালাস কবব তাই নয, সেই সঙ্গে কাল বাতে এই ঘবে যে দুজন লোক ঢুকেছিল তাদেব একজনেব নাম আব চেহাবাব বর্ণনাও আপনাকে উপহাব দেব। আমাব যতদূব দৃঢ় বিশ্বাস, তাব নাম জোনাথান স্মল। বেশিদূব লেখাপড়া শেখেনি। ছোটোখাটো দেখতে, কিন্তু খুব চটপটে, ডান পা নেই, সেখানে একটা কাঠেব খোঁটা লাগানো যাব ভেতবেব দিক ক্ষযে গেছে। বাঁ পাযেব ভাবি বুটেব সামনেব দিকটা চৌকো থ্যাবড়ানো গোড়ালিতে একটা লোহাব বেড়ও আছে। মাঝাবি বযস বোদেপোড়া চেহাবা জেলফেবত আসামি। তাব দু'হাতেব তালুব অনেকটা ছালচামড়া হালে উঠে গেছে। তাব সঙ্গী দ্বিতীয লোকটা —'

'দ্বিতীয লোক!' তাচ্ছিল্যেব সুবে বলে উঠলেন ইন্সপেক্টব জোনস, 'এব মধ্যে আবাব দ্বিতীয লোক –'

'সে একটু অদ্ভুত,' হোমসেব গলায প্রখব আত্মবিশ্বাস ফুটল, 'এই দুজনেব সঙ্গে খুব শীগগিবই আপনাব পবিচয কবিযে দিতে পাবব সে আশা বাখি। ওযাটসন এদিকে একবাব এসো,' বলে আমায সিঁড়িব মাথায নিযে এল হোমস, অন্যদিকে প্রথমে তাচ্ছিল্যেব ভাব দেখালেও হোমসেব কথায যে তিনিও দ্বিধায পড়েছেন তা অ্যানেলসি জোনসেব হাবভাব দেখে বুঝতে পাবছি।

'যেজন্য এখানে আসা সেই ব্যাপাবটাই কিন্তু এখন পিছিযে গেল।' সিঁড়িব মাথায এসে হোমস বলল।

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' আমি সায় দিলাম, 'এই মৃত্যুপুরীতে মিস মর্সটানের আর থাকা উচিত নয়। তোমার কি মত?'

'ঠিকই বলেছো,' সায় দিল হোমস, 'ওয়াটসন, তুমি ওঁকে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দাও। লোয়ার ক্যাম্বারওয়েলে মিসেস সিসিল ফরেস্টারের কাছে থাকেন উনি, এখান থেকে কাছেই। যদি দিয়ে আসো তো তোমার অপেক্ষায় থাকব, নাকি খুব ক্লান্ত লাগছে?'

'এতটুকুও না।' আমার মাথায় তখন এক ভয়ানক জেদ চেপে বসেছে, এই সাংঘাতিক রহস্যের শেষ না দেখে ছাড়ব না। হোমসকে তাই বললাম, 'এতটুকু ক্লান্ত নই আমি, এতদূর যখন এসেছি তখন শেষ পর্যন্ত আমি আছি তোমার সঙ্গে।'

'তুমি সঙ্গে থাকলে সুবিধা হবে' বলল হোমস, 'দুজনে আলাদা করে কেসের তদন্ত করব, অপদার্থ ভোঁদাই জোনস মুর্খের স্বর্গে হাতড়ে মরুক! মন দিয়ে শোন, ওয়াটসন, মিস মর্সটানকে পৌঁছে দিয়ে তুমি সোজা ক্যাম্পবেলে যাবে, ওখানে তিন নম্বর পিনচিন লেনে থাকে শেরম্যান নামে এক অদ্ভুত লোক। তার সঙ্গে দেখা করবে। মরা পাখির পেটে খড়কুটো ভরে বিক্রি করে শেরম্যান। শেরম্যানের কাছ থেকে আমার নাম করে টবিকে নিয়ে এখানে চলে আসবে।'

'টবি নিশ্চয়ই কুকুরের নাম?'

'হ্যাঁ। গন্ধ শুঁকে শিকার ধরায় অদ্ভুত ক্ষমতা ওর আছে। লণ্ডনে যত ডিটেকটিভ আছে তাদের সবার চেয়ে টবির সাহায্য আমার কাছে অনেক দামি।'

'আমি চললাম, ফিরে আসছি টবিকে নিয়ে। এখন রাত একটা, তেজি ঘোড়ার গাড়ি পেলে আশা করছি তিনটের আগেই আসতে পারব।'

'আমি ততক্ষণ দেখি হাউসকিপার মিসেস বার্ণস্টোন আর ভারতীয় চাকরের মুখ থেকে কিছু বের করতে পারি কিনা।'

সাত
পিপে পর্ব

পুলিশের লোকেরা যে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসেছিল, তাইতে মিস মর্সটানকে চাপিয়ে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলাম। এতক্ষণ ধৈর্য ধরে সব সয়ে গেছেন তিনি, কিন্তু গাড়িতে ওঠার পরে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, প্রথমে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন, হুঁশ ফিরে আসতে ভেঙ্গে পড়লেন কান্নায়। এক রাতে এত ধকল বহন করতে পারেনি তার স্নায়ু। সে রাতের প্রসঙ্গ উঠলে এখনও মেরি বলে আমি নাকি গোটাপথ এমনভাবে সঙ্গে বসেছিলাম যেন বহুদূরের মানুষ, কোনও আগ্রহ বা কৌতূহল ছিল না তার সম্পর্কে। উত্তরে কিছু না বলে আমি চুপ করে শুধু শুনে যাই, সেদিন কি প্রচণ্ড ঝড় বইছিল আমার বুকের ভেতর আর কত কষ্টে তা আমি চেপে রেখেছিলাম সেকথা আজও জানাইনি তাকে। তাঁর আর আমার আর্থিক অবস্থাটা সেদিন মাঝখানের ব্যবধান গড়েছিল — উনি পাঁচ লাখ পাউণ্ড স্টার্লিং এর অধিশ্বরী, আর আমি রিটায়ার্ড মিলিটারি ডাক্তার, অর্ধেক মাইনের ওপর কোনো রকমে টিকে আছি, এখনও নিজের পসার জমাতে পারিনি। পাছে তিনি ভেবে বসেন উনি হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছেন বলেই আমি অন্যায় সুযোগ নিচ্ছি একথা মনে রেখেই অতিকষ্টে গুটিয়ে নিয়েছিলাম নিজেকে, ভেতরে প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাস বয়ে চলেছে টের পেয়েও ভালবাসার কথা শোনাতে পারিনি সেদিনের সেই পার্শ্ববর্তিনীকে। তবু পণ্ডিচেরি লজে বাগানের মধ্যে তাঁর হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় ধরার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সবটুকু ভালবাসা তাঁকে উজাড় করে দিয়েছিলাম।

বাত দুটোয পৌঁছোলাম মিসেস সিসিল ফবেস্টাবেব বাড়ি। বাড়িব কাজেব লোকেবা খেয়ে দেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও তিনি জেগে বসেছিলেন। সম্ভ্রান্ত মহিলা, মাযেব মত স্নেহভবে জড়িয়ে ধবলেন মিস মর্সটানকে, নাম ধবে জানতে চাইলেন তিনি সুস্থ আছেন কিনা। থেডিয়াস শোল্টোব পাঠানো সেই বহস্যময চিঠিব বিষয তিনিও দেখলাম জানেন, সে ব্যাপাবে চিন্তিতও দেখলাম তাকে। মিস মর্সটান আলাপ কবিয়ে দেবাব পবে কথা প্রসঙ্গে যা কিছু ঘটেছে সব জানালাম। শুনে মহিলা আবাব আসতে বললেন। মিস মর্সটান বসেছিলেন তাঁব পাশে। সেই মুহূর্তে তাঁকে দেখে এক ফোঁটাও মাইনেকবা গভর্নেস বলে মনে হয়নি, মনে হচ্ছিল মা আব মেয়ে যেন বসে আছে পাশাপাশি।

সেখান থেকে বেবিয়ে এসে হাজিব হলাম ক্যাম্পবেলে। এটি বস্তি এলাকা। পিনচিন লেনেব নোংবা গলিতে ঢুকে তিন নম্বব বাড়িব দবজায পবপব কযেকবাব ধাক্কা দিতে ওপবেব জানালাব খড়খড়িব ফাঁকে আলো জ্বলে উঠল। পবমুহূর্তে একটা মুখ উঁকি দিল জানালায।

'দব হ আপদ, ব্যাটা মাতাল কোথাকাব। ফেব যদি জ্বালাস, আমাব পোষা তেতাল্লিশটা কুকুব লেলিয়ে দেব, দেখবি তখন মজা।'

'বেযাল্লিশটা বেখে ওব একটাকে ছেড়ে দাও,' আমি বললাম, 'সেইজন্যেই এসেছি।'

'বলছি ভাগ এখান থেকে, নইলে দাঁড়িয়ে [illegible]। আমাব এই থলেব ভেতব [illegible] আছে, দুফোঁটা মাথায ঢাললেই সব চুল একেবাবে [illegible] উঠে [illegible] দেখাচ্ছি মজা, ব্যাটা মাতাল।'

'আমি মাতাল হতে যাব কেন, মি. শার্লক হোমস একটা কুকুব নিতে পাঠিয়েছেন — '

সে সত্যিই আমাব মাথায ঢালাব জন্য তেল বেব কবেছিল কিনা জানিনা, তবে শার্লক হোমস নামটা বলামাত্র যাদুব মত কাজ হল। জানালা বন্ধ কবে নিচেব দবজা খুলে মুখ বাড়ালেন মি. শেবমান, লম্বা রোগা বুড়ো মানুষ। ঘাড়টা অল্প নোযানো এবং চোখে নীল কাচেব চশমা।

'আসুন স্যাব, ভেতবে আসুন,' ভদ্রলোক দবজা থেকে সবে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মি. শার্লক হোমসেব [illegible] এ বাড়িব দবজা সবসময খোলা পাবেন। সাবধান! ঐ [illegible] কাছে যাবেন না। [illegible] খাঁচাব মধ্যে [illegible] দিয়ে [illegible] এই কথা [illegible] মাফ কববেন, [illegible] সঙ্গে খাবাপ ব্যবহাব কবে ফেলেছি। তা বলুন মি. শার্লক হোমস কি চান।'

'একটা কুকুব।'

'তাহলে নিশ্চযই টবিকে ওব দবকাব।'

'হ্যা, টবিব কথাই তো বললেন।'

'টবি থাকে এদিকে, বাঁদিকে সাত নম্ববে।'

টবিকে দেখতে অতি কদাকাব, ঝোলা কান, লম্বা চুল, সাদা আব বাদামি মেশানো অদ্ভুত [illegible] হেলেদুলে হাঁটে। [illegible] আধা স্প্যানিয়েল আধা লার্চাব মি. শেবমান আমাকে এক ডেলা চিনি দিয়ে ওব মুখেব সামনে ধবতে বললেন। একটু যেন ভাবল টবি তাবপব ডেলাটা মুখে পুবে দিব্যি চলে এল আমাব পেছন পেছন। দবজা খুলতে উঠে বসল গাড়িতে. গোটা পথ ভদ্রভাবে এল সঙ্গে। ঠিক তিনটেয টবিকে নিয়ে ফিবে এলাম পণ্ডিচেবি লজে, শুনলাম প্রাক্তন বক্সাব ম্যাকমার্ডোকেও পুলিশ গ্রেপ্তাব কবে থেডিয়াস শোল্টোব সঙ্গে হাটিয়ে থানায নিয়ে গেছে। দু'জন কনস্টেবল গেটে পাহাবায ছিল। হোমসেব নাম বলতে কুকুব সমেত আমায ভেতবে ঢুকতে দিল তাবা।

'এই যে এসেছো?' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পাইপ টানছিল হোমস, আমায় দেখেই বলল, 'টবিকেও এনেছো দেখছি। বেশ। অ্যানেসলি জোনসের কাজের বহর শুনবে? মিঃ থেডিয়াস শোল্টো তো বটেই সেই সঙ্গে ওঁর বাবার প্রাক্তন দেহরক্ষি ম্যাকমার্ডো, হাউসকিপার মিসেস বার্ণস্টোন, ভারতীয় চাকর, এমনকি বাড়ির দারোয়ানকেও ধরে নিয়ে গেছে। বাইরে দুজন কনস্টেবল, ভেতরে একজন সার্জেন্ট আর আমি এই ক'জন ছাড়া বাড়ির ভেতর আর একজনও নেই। অ্যানেসলি জোনসের ভাষায় এই বাড়ির প্রত্যেকটি লোক বাড়ির কর্তা বার্থোলোমিউ শোল্টোর খুনের সঙ্গে জড়িত। টবি, গুড ডগ। ওয়াটসন ওকে এখানে রেখে একবার ওপরে চলো।'

কুকুরটাকে হলঘরের পায়ার সঙ্গে বেঁধে হোমসের সঙ্গে ওপরে গেলাম। ইজিচেয়ারে লাশ এখনও পড়ে, একটা সাদা চাদর দিয়ে শুধু তা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। একজন সার্জেন্ট এককোণে চুপচাপ বসে আছে।

'লন্ঠনটা আমায় ধার দিন সার্জেন্ট' হোমস বলল, 'এবার কর্ডটা আমার ভালো এমনভাবে বাঁধুন। ধন্যবাদ। পাইপ বেয়ে ওঠানামা করতে হবে তাই জুতো মোজা খুলে ফেলছি। এগুলো নিচে নিয়ে যাও ওয়াটসন। এবার এই রুমালটা ক্রিয়োজোটে ভাল করে ডুবিয়ে দাও। হ্যাঁ, ওতেই হবে। এবার আমার সঙ্গে চিলেকোঠায় এসো।'

সিঁড়ি বেয়ে সিলিং-এর গর্ত দিয়ে ওপরে উঠে এলাম দু'জনে, ধুলোমাখা পায়ের ছাপগুলোর কাছে লন্ঠন নিয়ে এল হোমস, বলল, 'চোখে পড়ার মত কোনও বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছো ওয়াটসন?'

'এ ছাপ হয় কোনও বেঁটে মেয়ের নয়ত বাচ্চা ছেলের।'

'তাছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু দেখছ না?'

'সাধারণ পায়ের ছাপ বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'উঁহু, ভুল করলে, ভাল করে দ্যাখো।' বলে ধুলোর ওপর বসা পায়ের ছাপের পাশে নিজের ডান পা ফেলে ছাপ তুলল হোমস। 'এবার দ্যাখো, দুটো ছাপের মধ্যে তফাত কোথায়?'

'তোমার পায়ের আঙ্গুলগুলো লেগে আছে গায়ে গায়ে, সব যেন এক জায়গায় জড়ো করা আর ঐ ছাপটার সবকটা আঙ্গুলের মাঝখানে বেশ ফাঁক আছে।'

'ঠিক বলেছো, এটাই কিন্তু আসল পয়েন্ট, পয়েন্টটা মনে রেখো। এবার ঐ ঠেলা জানালার কাছে গিয়ে কাঠের ফ্রেমের ধারটা একটু শুঁকে দ্যাখো। আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি।'

জানালার কাঠের ফ্রেম শুঁকতে আলকাতরার মত গন্ধ নাকে এল। হোমসকে তা বললাম।

'ঘর থেকে বেরোবার সময় খুনি ঐখানেই প্রথমে পা দিয়েছিল,' বলল হোমস। 'তুমি যখন গন্ধ পাচ্ছো তখন টবির নাকেও তা আসবে। যাও, এবার নিচে গিয়ে টবিকে ছেড়ে দাও।'

আমি নিচে নেমে আসতে না আসতে হোমস দৌড়ে উঠে পড়ল ছাদে। নিচে নেমে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা মস্ত পোকার মত ছাদের আলসের ওপর দিয়ে হাঁটছে হোমস, গলায় ঝোলানো লন্ঠনের আলোতে জোনাকি পোকার মত মনে হচ্ছে তাকে। কয়েকটা চিমনির আড়ালে অদৃশ্য হল হোমস, বেরিয়ে এল অন্য দিক থেকে, ফের অদৃশ্য হল উল্টো দিকে। ঘুরে সেদিকে গিয়ে তাকাতে দেখি চালের শেষে দিব্যি পা ঝুলিয়ে বসে আছে,'ওয়াটসন নাকি?' ওপর থেকে ভেসে এল হোমসের গলা।

'হ্যাঁ।'

'এখান দিয়ে নেমে গেছে। নিচে ঐ গোলমত ওটা কি?'

'একটা খালি পিপে।'

'খাড়া করে বসানো আছে?'

'হ্যাঁ।'

'ধারে কাছে সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছো?'

'না।'

'সর্বনাশ, পা ফসকে নিচে পড়লে গুঁড়ো হয়ে যাবে। তা ও ব্যাটা যখন উঠতে পেরেছে তখন আমিও নামতে পারব। জলের পাইপটা তো বেশ মজবুত বলেই মনে হচ্ছে, দেখা যাক।' খসখস আওয়াজ কানে আসতে দেখি দেওয়ালের গা বেয়ে আসছে লণ্ঠনের আলো। খানিক বাদে লাফিয়ে লাফিয়ে পিপের ওপর নামল হোমস, সেখান থেকে মাটিতে।

'এই পথেই সে উঠেছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত হলাম।' জুতো মোজা পরতে পরতে বলল হোমস,'তাড়াহুড়োর মাথায় এই জিনিসটা ফেলে গেছে' বলে রঙিন ঘাসে তৈরি একটা খুদে লাল থলে দেখালো। গায়ে পুঁতি বসানো ভেতরে গোটা কয়েক সেই কাঠের কাঁটা — যা বেঁধানো ছিল বার্থোলোমিউর লাশের রগে।

'এগুলো কাঠের হলেও বুলেটের চেয়ে মারাত্মক। হুঁশিয়ার, চামড়ায় যেন বিঁধে না যায়, সবকটা বিষ মাখানো। ওয়াটসন, মাইল দুয়েক পথ হাঁটার মত ক্ষমতা আছে?'

'একশোবার আছে।'

এরপর ক্রিয়োজোট মাখানো রুমালটা টবির নাকের কাছে নাড়তে লাগল হোমস। চার পা ফাঁক করে এমন কায়দায় দাঁড়িয়ে কুকুরটা তা শুঁকতে লাগল যেন দামি মদের গন্ধ শুঁকছে। রুমালটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টবির কলারে একটা মোটা দড়ি বেঁধে হোমস তাকে নিয়ে এল পিপের কাছে। এবার জোর গলায় কয়েকবার ডেকে উঠল টবি তারপর লেজ তুলে আমাদের টানতে টানতে নিয়ে চলল। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের দ্রুত পা ফেলে এগোতে হল।

ভোর হয়ে আসছে, আলো ফুটছে আকাশে, বাড়ির চারপাশের খোঁড়া জমির ওপর দিয়ে যাচ্ছে টবি। গোটা জায়গাটা এখন অভিশপ্ত বলে মনে হচ্ছে। কোপানো এবড়ো খেবড়ো জমি পেরিয়ে সীমানার দেওয়ালের কাছে একটা বুনো গাছের ধারে এসে থামল টবি। দেওয়ালের প্ল্যাস্টার খসে অনেকগুলো ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। সেই ইঁটগুলোতে পা রেখে টবিকে নিয়ে উঠল হোমস। তারপর তাকে ওপাশে নামিয়ে লাফিয়ে নামল, পেছন পেছন আমিও ঐভাবে দেওয়াল ডিঙোতে যাব এমন সময় হোমস বলল, 'কাঠের পাওয়ালা লোকটার হাতের রক্ত লেগেছে পাঁচিলে, এই দ্যাখো।' দেখলাম, চুনবালির ওপর অল্প রক্তের দাগ এখনও স্পষ্ট। আমাদের কপাল ভাল কাল থেকে তেমন জোরে বৃষ্টি হয়নি। আঠাশ ঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পরেও রাস্তায় ওদের গায়ের গন্ধ এখনও আছে।'

'তাই বলে যেন ভেবো না যে খুনিদের একজন হঠাৎ ক্রিয়োজোটে পা ডুবিয়েছে বলে কেসের পুরো সাফল্য তারই ওপর নির্ভর করছে। এরই সঙ্গে আমি যা আবিষ্কার করেছি তার জোরে নানাভাবে ওদের পিছু নিতে পারি। তবে এটাই সবচেয়ে সহজ উপায় আর বরাতজোরে সুযোগ যখন হাতে এসেছে তখন তা অবহেলা করা ঠিক হবে না। তবে এটাও ঠিক যে এই কেসে বুদ্ধি খাটানোর যেটুকু সম্ভাবনা ছিল তা আর রইল না।'

'কিন্তু কাঠের পাওয়ালা আততায়ির বর্ণনা এত নিখুঁতভাবে তুমি দিলে কি করে? জোনসকে যেটুকু বলেছো তা বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছো, আর তা বিশ্বাস করো বলেই বলেছো তাতে সন্দেহ নেই।'

'এ তো জলের মত সোজা ব্যাপার ওয়াটসন, ভাল করে শোন, নাটক করার এতটুকু সাধ আমার নেই। জেলের এক কয়েদি প্রহরীর কাছ থেকে গুপ্তধন সংক্রান্ত কিছু জেনেছিল। জোনাথান স্মল নামে এক ইংরেজ সেই গুপ্তধনের ম্যাপ এঁকে তুলে দেয় সেই অফিসারদের হাতে। ক্যাপ্টেন মর্সটানের জিনিসপত্রে যেসব দরকারি কাগজ ছিল তাতে এ নাম দেখেছিলে মনে পড়ে, ওয়াটসন ক্যাপ্টেন নিজের আর তার সঙ্গীদের পক্ষে সেই ম্যাপে স্বাক্ষর করেছিলেন। এই স্বাক্ষরই হল 'চারের নিশানা'। অফিসারদের মধ্যে একজন সেই ম্যাপের সাহায্যে মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন তুলে নিয়ে

আসেন ইংল্যাণ্ডে। ধরে নেওয়া যাক, যে শর্তে তা এনেছিলেন সেই শর্ত তিনি রাখেন নি। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে জোনাথান স্মল নিজে সেই গুপ্তধন মাটি খুঁড়ে তোলেননি কেন? এর জবাব আছে হাতের কাছেই। ম্যাপে যে তারিখ লেখা আছে সেই তারিখে ক্যাপ্টেন মর্সটান নিজেই ছিলেন কয়েদিদের সঙ্গে। জোনাথান স্মল নিজেও কয়েদিদের একজন ছিল তাই গুপ্তধন নিয়ে পালাতে পারেনি।'

'কিন্তু এ তো স্রেফ অনুমানের ওপর বলছ' আমি বললাম।

'তার চেয়েও বেশি। শুধু এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই ঘটনাগুলোকে যুক্তিসঙ্গতভাবে খাড়া করা যায়। পরবর্তীকালে যা যা ঘটেছে এই অনুমানের ভিত্তিতে সেগুলো আলোচনা করলেই দেখবে প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে মেজর শোল্টো কয়েকটা বছর বেশ শান্তিতেই কাটালেন। ইংল্যাণ্ডে বাড়ি কিনে বিশাল ঐশ্বর্যের মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন, কিন্তু এ সুখ বেশিদিন তাঁর সইল না। একদিন ভারত থেকে একটা চিঠি পেয়ে তিনি ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। বলতে পারো, কি ছিল সেই চিঠিতে?'

'গুপ্তধনের পাওনা থেকে যাদের অন্যায়ভাবে ঠকিয়েছেন জেল থেকে তাদের খালাস পাবার খবর।'

'অথবা পালানোর খবর, দ্বিতীয়টা হওয়াই বেশি স্বাভাবিক, কারণ ওদের জেল খাটার মেয়াদ কতদিনের তা তিনি জানতেন। স্বাভাবিকভাবে নির্দিষ্ট সময়ে খালাস পাবার খবর পেলে এমনই ভয়ে আঁতকে উঠতেন না। তারপরেই কাঠের পাওয়ালা মানুষ সম্পর্কে এক মারাত্মক ভয় তাঁকে দিনরাত তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল। ম্যাকমার্ডো আর উইলিয়ামস নামে দু'জন পেশাদার পালোয়ানকে নিজের দেহরক্ষির চাকরি দিয়ে বহাল করলেন, কাঠের পাওয়ালা লোক সম্পর্কে তাদেরও হুঁশিয়ার করে দিলেন। একদিন কাঠের পাওয়ালা এক ফেরিওয়ালাকে দেখে ভয় পেয়ে গুলি ছুঁড়ে বসলেন। ওয়াটসন, গুপ্তধনের ম্যাপে সাদা চামড়ার লোকের নাম একটাই আছে, তা হল জোনাথান স্মল, বাকি যারা আছে তারা হয় হিন্দু, নয় মুসলমান। তাই কাঠের পাওয়ালা সেই লোকটি যে জোনাথান স্মল ছাড়া আর কেউ নয়, আর কেউ হতে পারে না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এবার বলো, আমার যুক্তিতে কোন ফাঁক আছে?'

'না, যেটুকু বলেছো তা সংক্ষেপ হলেও বেশ স্পষ্ট, কোথাও এতটুকু ধোঁয়াশা নেই।'

'তাহলে এবার এসো জোনাথন স্মলের জায়গায় নিজেদের বসানো যাক। দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এল সে — এক, গুপ্তধন উদ্ধার আর দুই, বেইমানির বদলা নেওয়া। মেজর শোল্টোর বাড়ি যে কোনওভাবে খুঁজে বের করে এবং যতদূর মনে হয় বাড়ির কাজের লোকেদের কারও সঙ্গে দোস্তি পাতায়। বাড়ির খাস চাকর লাল রাওকে আমরা কিন্তু দেখিনি। এদিকে গুপ্তধনের বাক্স মেজর শোল্টো কোথায় রেখেছেন তা কিন্তু তখনও স্মল জানতে পারেনি। মেজর নিজে আর তাঁর এক কাজের লোক ছাড়া আর কেউ জানত না। এমনকি তাঁর ছেলেরাও নয়। মেজর শোল্টোর সেই কাজের লোকটি অবশ্য বেঁচে নেই। আচমকা স্মল জানতে পারে মেজর শোল্টো শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন, খুব বেশিদিন তিনি বাঁচবেন না। বাড়ির যে কাজের লোকের সঙ্গে সে দোস্তি পাতিয়েছিল এ খবর যে তার মুখ থেকেই সে জেনেছিল তাতে সন্দেহ নেই। হঠাৎ একদিন মেজর মারা গেলে গুপ্তধনের হদিশও চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে এই ভয়ে পাহারাদারদের নজর এড়িয়ে সে তাঁর শোবারঘরের জানালার বাইরে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু ভেতরে মেজরের ছেলেরা থাকায় ঢোকার সাহস পায় না। মেজর শোল্টো কিন্তু তাকে ঠিক দেখতে পেয়েছিলেন আর তখনই প্রচণ্ড ভয় পেয়ে হার্টফেল করে মারা যান তিনি। সে রাতে স্মল মেজরের বাড়িতে ঢুকে গুপ্তধনের হদিশ পাবার আশায় হাতের কাছে কাগজপত্র যা ছিল সব তছনছ করল। কিন্তু গুপ্তধনের হদিশ পেল না। যাবার আগে কাগজে 'চারের নিশানা' লিখে রেখে দিয়ে গেল মেজর

শোল্টোর মৃতদেহের বুকের ওপর। মেজর শোল্টোকে খুন করে তাঁর বুকের ওপর ঐ কাগজ রেখে আসার পরিকল্পনা যে তার ছিল এই ঘটনাতেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এইভাবে সে বোঝাতে চেয়েছিল এটা সাধারণ খুন নয়, চার সঙ্গীর তরফে সে এক পুরোনো দুষমনকে তার বেইমানির সাজা দিয়ে গেল। অপরাধের ইতিহাসে সব দেশেই এই জাতীয় খামখেয়ালির অনেক উদাহরণ চোখে পড়বে। আর এ থেকেই অনেক অপরাধী সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। যা বললাম বুঝলে?'

'পরিষ্কার বুঝেছি,' আমি বললাম।

'গুপ্তধনের হদিস না পেলেও তা যে মেজরের বাড়িতেই কোথাও না কোথাও আছে মেজরের দুই ছেলের বাগান খোঁড়ার বহর দেখেই জোনাথন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হল। এরপর শুধু সেই বাড়ির ওপর নজর রাখতে লাগল সে। কিন্তু ঈশ্বর তাকে গোড়াতেই যে মার মেরেছেন তাই নিয়ে অর্থাৎ কাঠের পা নিয়ে দিনরাত নজর রাখা মুশকিল। তাই সে মাঝে মাঝে ইংল্যাণ্ড ছেড়ে চলে যায়। আবার কিছুদিন পর ফিরে আসে। এর কিছুদিন বাদে বাড়ির ভেতরেই গুপ্তধনের হদিশ পাওয়া গেল আর সে খবরও যথাসময় পেল স্মল। তাহলেই দ্যাখো। বাড়ির ভেতরে কে কি করে বেড়াচ্ছে সে খবর তার কানে পৌঁছে দেবার মত একজন লোক ছিল বাড়ির ভেতরেই। এর ফলে তা প্রমাণিত হচ্ছে। মেজরের ছেলে গুপ্তধনের হদিস পেয়েছে শুনে তা উদ্ধারের জন্য তৈরি হল স্মল। কিন্তু এ কাজে বাধ সাধল তার কাঠের পা। ঐ পা নিয়ে গুপ্তধন যেখানে রাখা আছে সেখানে যাওয়া মুশকিল। তাই বাধ্য হয়ে এক অদ্ভুত সঙ্গীকে গুপ্তধন উদ্ধারের কাজে বেছে নিল সে। এই অদ্ভুত সঙ্গীকে নিয়ে কাজ উদ্ধার করল স্মল, কিন্তু গুপ্তধন নিয়ে চলে যাবার সময় সেই সঙ্গী না জেনে আচমকা ক্রিয়োজোটে পা ডুবিয়ে বসল যার ফলে এসে হাজির হল টবি, আর একজন অর্ধেক মাইনের মিলিটারি ডাক্তার তার জখম টেণ্ডো অ্যাকিলিস নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল পুরো দু'মাইল।'

'কিন্তু বার্থোলোমিউ শোল্টোকে স্মলের সেই অদ্ভুত সঙ্গীই খুন করেছে এ তো ঠিক?'

'একশোবার ঠিক, আর ঐ ঘটনায় যে স্মল নিজে খুব চটেছে ধরময় তার পায়চারিতেই তা ফুটে উঠেছে। বার্থোলোমিউর ওপর তার রাগ ছিল না। পিছমোড়া করে বেঁধে মুখের ভেতর কাপড় গুঁজে তাকে ফেলে রেখে গুপ্তধন নিয়ে চলে যেতে পারলেই খুশি হত সে, ঝামেলা বাধিয়ে ফাঁসির দড়ি গলায় পরার সাধ তার ছিল না। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। সঙ্গীর বিষমাখানো কাঁটায় বার্থোলোমিউর মৃত্যু ঘটেছে, তাই 'চারের নিশানা' লেখা কাগজ ফেলে চলে গেল স্মল। আগে গুপ্তধন নিচে নামাল। সঙ্গীকে নিচে নামাল। সবশেষে নিজেও নেমে এল। এই পর্যন্ত ঘটনাগুলো সাজিয়ে তাদের ব্যাখ্যা বের করতে পেরেছি। স্মল লোকটা যে মাঝবয়সী আর আন্দামানের মত জায়গায় বহুদিন কাটানোর ফলে রোদে পুড়ে জলে ভিজে তার রং যে পোড়া তামাটে হয়ে গেছে তা আন্দাজ করাও কঠিন নয়। লম্বা পা ফেলে ঘরের ভেতর পায়চারি করছিল সে, দুপায়ের মাঝখানের ফাঁক দেখে সে মাথায় কতটা লম্বা আঁচ করেছি। জানালার কাঁচে মুখ চেপে দাঁড়ানোর সময় থেডিয়াস শোল্টো মুখে দাড়ি গোঁফের ঘন জঙ্গল দেখেছিলেন। এছাড়া আর কি বলার আছে জানি না।'

'আর স্মলের সেই অদ্ভুত সঙ্গী, তার কথা কিছু বলো।'

'ওহো, তার ব্যাপারে তেমন রহস্য নেই, শীগগিরই তুমি সব জানবে। আহা, সকালটা কি মিষ্টিই না লাগছে। ভোরের হালকা হাওয়ায় গা জুড়িয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট মেঘটা দেখে কি মনে হচ্ছে জানো? ঠিক যেন বড় ফ্ল্যামিঙ্গো পাখির খসে পড়া পালক। ভাল কথা, তুমি সঙ্গে পিস্তল এনেছো?'

'না, এই ছড়িটা আছে।'

'ওদের ডেরায় পৌঁছোনোর পরে হাতাহাতি হবার সম্ভাবনা আছে। ওয়াটসন, জোনাথন স্মলকে তুমি সামলাবে। আর ওর ঐ অদ্ভুত বিটকেল সঙ্গী বজ্জাতি করলে কিন্তু রেহাই পাবে না। আমি ওকে গুলি করে মারব।' বলে রিভলভার বের করে দুটো খালি চেম্বারে গুলি ভরল হোমস, তারপর সেটা জ্যাকেটের ডানদিকের পকেটে ঢোকাল।

টবির পেছন পেছন এতক্ষণে আমরা শহরের শেষ প্রান্তে এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছি যেখানে খালাসিরা ঘুম ভেঙ্গে উঠতে শুরু করেছে। জাহাজি মজুরদের সঙ্গে তারা বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। অপরিচ্ছন্ন নোংরা মেয়েমানুষের পাল জানালার খড়খড়ি খুলে ব্রাশ দিয়ে চৌকাঠ সাফ করছে। রুক্ষ দেখতে পুরুষেরা চোখ মুখ ধুয়ে জামার হাতায় মুখ ঘষছে। রাস্তার কুকুরগুলো কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে বটে কিন্তু টবির সেদিকে হুঁশ নেই। একইভাবে ঘাড় কাত করে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছে সে, আর থেকে থেকে গরগর করে বোঝাচ্ছে গন্ধের রেশ এখনও তাজা আছে।

স্ট্রেটহ্যাম, ব্রিক্সটন, ক্যাম্বারওয়েল পেরিয়ে এসে ঢুকলাম কেনসিংটন লেনে। গলির ভেতর দিয়ে পৌঁছে গেলাম ওভ্যালে। মাইলস্ স্ট্রিট মোড় নিয়ে নাইটস প্লেসের বাঁক যেখানে মিশেছে ঠিক সেখানে এসে থেমে গেল টবি। তারপর ঘুরতে লাগল পাক খেয়ে আর থেকে থেকে তাকাতে লাগল হোমসের মুখের দিকে।

'টবির কি হল', গলা চড়াল হোমস, 'ওরা নিশ্চয়ই এখান থেকে গাড়িতে বা বেলুনে চাপেনি?'

'হয়ত ওরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল এখানে।' আমি বললাম।

'ঐ তো ঠিক হয়ে গেছে। ঐ তো টবি আবার এগোচ্ছে।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল হোমস।

সত্যি আবার এগোচ্ছে টবি, 'প্রচণ্ড জোরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। গন্ধ নিশ্চয়ই এখানে তীব্র! হোমসের উজ্জ্বল চোখ দেখে মনে হল পথের শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। টবিকে দেখে মনে হচ্ছে ও খুব জোরে দৌড়োতে চাইছে।

নাইন এলম্স পেরিয়ে হোয়াইট ঈগল বার-এর গা ঘেঁষে এসে পৌঁছোলাম ব্রডরিক অ্যাণ্ড নেলসনের কাঠের গোলায়। ভেতরে লোকেরা যে যার কাজে ব্যস্ত, পাগলের মত টবি আমাদের টানতে টানতে নিয়ে এল সেখানে। সেইখানে একটা সরু গলির ভেতর আমাদের নিয়ে এল সে, আবার সেখান থেকে একটা চওড়া পথ পেরিয়ে একটা ঠেলাগাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠেলাগাড়ির ওপর বসানো একটা মাঝারি পিপের ওপর আচমকা লাফিয়ে উঠে ডাকতে লাগল ঘেউ ঘেউ করে।

টবির ডাক শুনে আর তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন বিশ্বজয় করেছে। জিভ বের করে হোমসের দিকে তাকাতে লাগল একটু বাহবা পাবার আশায়। ঠেলাগাড়ির চাকা আর পিপের কাঠে একটা কালো তরল পদার্থ লেগে আছে — ক্রিয়োজোটের কড়া গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস।

এতক্ষণে বুঝলাম টবির উল্লাসের কারণ, হোমস আর আমি দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলাম।

আট

হোমসের খুদে গোয়েন্দারা

'এবার কি করবে বলো?' হাসি থামিয়ে বললাম, 'তোমার টবিও যে ভুল করছে তা তো দেখতেই পাচ্ছ!'

'ওকে দোষ দিচ্ছ কেন', হোমস টবিকে নামিয়ে এনে কাঠের গোলা থেকে বের করে আবার হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'ও যা পেয়েছে তেমনই কাজ করেছে। সারাদিনে লণ্ডনে ক্রিয়োজোটের

পিপে বোঝাই কত গাড়ি আসে সে হিসেব রাখলে বেচারাকে এভাবে দোষ দিতে না। কাঠ সিজন্‌ করতে ক্রিয়োজোট লাগে তাই গন্ধ এখানে আগের চেয়ে তীব্র। এসব না জেনে টবি বেচারাকে মিছিমিছি দোষ দেবার মানে হয়?'

যাই হোক, আগের গন্ধ খুঁজে বের করতে টবির বেশি সময় লাগল না। যেখানে দ্বিধায় পড়েছিল সেখানে নিয়ে যেতেই এক পাক খেয়ে তীরের মত ছিটকে গেল অন্যদিকে।

এবার টবির পেছন পেছন এসে পৌঁছোলাম নদীর ধারে। ব্রড স্ট্রিটের শেষে নদীর তীরে ছোট্ট কাঠের জেটি। তার ওপর উঠে সামনে নদীর দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল টবি।

'বরাত মন্দ হে, ওয়াটসন', হোমস বলল, 'ওরা দেখছি নৌকা বা লঞ্চে চেপে পালিয়েছে।'

জলের ধারে বাঁধা নৌকোগুলোর কাছে টবিকে নিয়ে এলাম, নাক তুলে সেগুলো শুঁকল সে। কিন্তু শিকার খুঁজে পাবার মত হাবভাব দেখাল না।

জেটির কাছেই একটা ছোট বাড়ি চোখে পড়ল। তার দ্বিতীয় জানালার সামনে একফালি কাঠের ওপর বড় বড় হরফে লেখা ঃ

'মর্ডেকাই স্মিথ,' তার নিচে লেখা 'ঘণ্টা ও দিনের ভিত্তিতে নৌকো ভাড়া দেওয়া হয়।' দরজার ওপরে আলাদা নোটিশে লেখা 'কয়লার লঞ্চও ভাড়া পাওয়া যায়'।

হোমস বাড়িটার দিকে এগোতে যাবে এমন সময় বছর ছয়েকের একটি বাচ্চা ছেলে ভেতর থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল। তাড়া করার ভঙ্গিতে স্পঞ্জ হাতে বেরিয়ে এল মোটাসোটা এক যুবতী, বাচ্চাটিকে লক্ষ্য করে সে চেঁচিয়ে বলল, 'জ্যাক, শীগগির ফিরে আয় বলছি। তোর বাবা এসে এই নোংরা চেহারা দেখলে আর রক্ষে রাখবে না। এদিকে আয় বলছি, ভাল করে চান করিয়ে দিই!'

'জ্যাক তোমার কি চাই বলো তো!' এগিয়ে এসে সেই বাচ্চাটাকে প্রশ্ন করল হোমস।

'এক শিলিং,' একটু ভেবে বলল সে।

'ব্যস আর কিছু চাও না?'

'দু শিলিং', আরও কিছুক্ষণ ভেবে বলল সে।

'বেশ, এই নাও ধরো,' বলে যুবতীর দিকে তাকাল হোমস, 'বাঃ, আপনার বাচ্চাটি সত্যিই ভাল ছেলে মিসেস স্মিথ। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনই চালাক চতুর আর সুন্দর স্বভাবের।'

• 'আজ্ঞে হ্যাঁ। ভগবান আপনার ভাল করুন স্যার। তবে ছেলে আমার এত দুষ্টু যা বলার নয়। ওকে সামলাতে গিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠি। আরও ওর বাবা যখন বাড়ির বাইরে থাকে সেই সময়।'

'মিঃ স্মিথ বাইরে গেছেন নাকি?' হোমস বলল, 'কিন্তু ওঁর সঙ্গে যে আমার খুব দরকার ছিল।'

'সেই যে কাল সকালে বেরিয়েছেন তারপর আর ফেরেননি। ওঁর কথা ভেবে ভারি ভাবনা হচ্ছে, স্যার। তবে যদি নৌকোর জন্য এসে থাকেন আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।'

'হ্যাঁ', হোমস বলল, ''আমি ওঁর লঞ্চটা ভাড়া নিতে এসেছিলাম।'

'কিন্তু স্যার, ও তো লঞ্চটা নিয়েই চলে গেছে আর তাই এত ভাবছি। ওতে কয়লা যা আছে তাতে উলউইচ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসা যায় না। কয়লা ছাড়া স্টিম লঞ্চ নিয়ে বেরোবার ঝুঁকি অনেক।'

'এ আর এমন কি ভাবনার ব্যাপার,' হোমস বলল, 'কোনও জেটি থেকে কিনে নেবে।'

'কিনে নিলে ঝামেলা মিটে যায় তা আমি জানি স্যার, কিন্তু জ্যাকের বাপ তেমন সোজা লোক নয়, মিছিমিছি কয়লার দাম নিয়ে ঝগড়া করে সময় নষ্ট করবে। সঙ্গে আবার কাঠের পা-ওয়ালা একটা বদখত দেখতে লোক নিয়ে বেরিয়েছে। দেখলে যে কেউ বলবে লোকটা সুবিধের নয়।'

'কাঠের পাওয়ালা লোক?'

'হ্যাঁ স্যার, মুখটা বাঁদরের মত। কাল রাতে সেই তো এসে ডেকে নিয়ে গেল মিঃ স্মিথকে।'

'তা এই কাঠের পাওয়ালা লোকটা কি একা এসেছিল?'

'তা তো বলতে পারব না, ওর হেঁড়ে গলা চেনা হয়ে গেছে। তার ওপর কাল রাত তিনটেয় বাইরে শুনলাম কাঠের খোঁটার টুকটুক আওয়াজ, তাতেই বুঝলাম ও এসেছে।'

'খুবই দুঃখের কথা, মিসেস স্মিথ,' হোমস বলল, 'আমি সত্যিই একটা লঞ্চ ভাড়া নেব বলেই এসেছিলাম। আপনাদের লঞ্চের নাম কি?'

'অরোরা।'

'পুরোনো সবুজ রং এর লঞ্চ তো, সামনের দিকটা চওড়া ডোবাকাটা।'

'আজ্ঞে না, বেশ পাতলা ছিপছিপে, এই হালে রং করা হয়েছে, কালোর ওপর লাল ডোরা।'

'ধন্যবাদ, মিসেস স্মিথ। আশা করছি মিঃ স্মিথের খবর শীগগিরই পাবেন। অরোরা র দেখা পেলে ওঁকে বলব আপনি ভাবনায় আছেন। চিমনির রং কালো, তাই না?'

'আজ্ঞে না, কালোর ওপর সাদা বেড়।'

'ধন্যবাদ, মিসেস স্মিথ। ওয়াটসন, ঐ যে একটা ছোট পানসি দেখছি, মাঝিও আছে। চলো ওতে চেপেই নদী পেরোব।'

'মিসেস স্মিথের মত মানুষদের পেট থেকে কথা বের করতে হলে কি জানতে চাইছো তা কখনোই এদের জানতে দেবে না। এ খবর জানতে পারলে ওরা এমনভাবে মুখ বন্ধ করবে যে আর খুলতে পারবে না। কিন্তু যদি ওদের কথা শোনার ভান দেখিয়ে আপত্তি তোল তাহলে যা জানতে চাও তার উত্তর পাবে।'

'এবার তাহলে একটা লঞ্চ ভাড়া নিয়ে অরোরার খোঁজে বেরোতে হবে,' আমি বললাম, 'ধারে কাছে দেখলেই পিছু নিয়ে ওদের ধরে ফেলতে হবে।'

'কাজটা যত সোজা ভাবছো তত সোজা নয়, ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'ব্রিজের নিচে মাইলের পর মাইল জুড়ে গোলকধাঁধার মত অগুনতি জেটি আছে, সেসব জায়গার খোঁজ নিতে গেলে বহুদিন লেগে যাবে। তাছাড়া জেটির মালিকদের কাছে খোঁজ নিতে গেলে সে খবর ওদের কানে ঠিক আসবে, তখন ওরা এ দেশ ছেড়ে পালাবে। মনে রেখো যতদিন ওরা জানবে বিপদের ভয় নেই ততদিন ওদের এদেশ ছেড়ে পালানোর তাড়া থাকবে না। এক্ষেত্রে আমাদের বন্ধু অ্যাথেলনি জোনস যা করে বেড়াচ্ছে তা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সহায়ক হবে। পুলিশ ভুল লোককে গ্রেপ্তার করেছে ভেবে আসল খুনিরা নিশ্চিন্তে দিন কাটাবে। তাই জোনস ওর ইচ্ছেমতন যা করে করুক, ওকে শেষ মুহূর্তে খবর দিলেই হবে।'

'তাহলে এখন কি করা?'

'এখন আগে বাড়ি যাব' হোমস পরম নিশ্চিন্ত গলায় বলল, 'ব্রেকফাস্ট খেয়ে কয়েকঘণ্টা ঘুমোব, আজ রাতে হয়ত আবার বেরোতে হবে। গাড়োয়ান, টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে একটু রাখো। টবিকে কাছে রাখব, হয়ত আজও দরকার হতে পারে।'

গ্রেট পিটার স্ট্রিট পোস্ট অফিসে ঢুকে হোমস কাকে যেন টেলিগ্রাম পাঠাল, ফিরে এসে জানতে চাইল, 'বলো তো কাকে এইমাত্র টেলিগ্রাম করে এলাম?'

'কি করে বলব?'

'জেফারসন হোপের কেসটা ভোলনি আশা করি? ওকে ধরার ব্যাপারে যাদের সাহায্য নিয়েছিলাম সেই বেকার স্ট্রিটের মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো খুদে গোয়েন্দা বাহিনীর সর্দার উইগিনসকে। ব্রেকফাস্ট শেষ হবার আগেই নিশ্চয়ই ও দলবল নিয়ে এসে হাজির হবে।'

বেকার স্ট্রিটের আস্তানায় দু'জনে যখন ফিরে এলাম তখন সকাল প্রায় ন'টা। গতকাল সন্ধ্যের পর থেকে বাড়ির বাইরেই আছি। ঘটনার পর ঘটনা, সেই সঙ্গে এতদূর হাঁটায় শরীর যেন ভেঙ্গে

পড়েছে। কিন্তু স্নান সেরে জামাকাপড় পাল্টানোর পরে সেই ক্লান্তি মিলিয়ে গেল। বেরিয়ে এসে দেখি ব্রেকফাস্ট তৈরি, কাপে কফি ঢালছে হোমস।

'কাগজওয়ালাদের কাণ্ড দেখ!' খবর কাগজের একটা হেডিং দেখাল হোমস, দেখলাম লিখেছে, 'আপার নরউডে রহস্যময় ঘটনা—'

স্ট্যাণ্ডার্ড লিখেছে - কাল রাত প্রায় বারোটা নাগাদ আপার নরউডের পণ্ডিচেরি লজ এর মালিক মিঃ বার্থোলোমিউ শোল্টোকে তাঁর ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। যেভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে তাতে এর মধ্যে সুগভীর কোনও ষড়যন্ত্র আছে এই ধারণাই জাগে মনে। জানা গেছে মিঃ শোল্টোর দেহে আঘাতের কোনও চিহ্ন ছিল না। তবে ভারতবর্ষ থেকে আনা দামি ধনরত্ন বোঝাই একটি বাক্স তাঁর ঘর থেকে রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়েছে যা তিনি পৈতৃক উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। মৃতের ভাই থেডিয়াস শোল্টোর সঙ্গে মিঃ শার্লক হোমস ও ডঃ ওয়াটসন পণ্ডিচেরি লজে গিয়েছিলেন, ধনরত্ন বোঝাই বাক্স চুরির ঘটনা প্রথমে তাঁরাই আবিষ্কার করেন। ঘটনাচক্রে পুলিশের কৃতি অফিসার মিঃ অ্যাথেলনি জোনস তখন নরউড থানায় ছিলেন। খবর পেয়ে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি এসে হাজির হন ঘটনাস্থলে। বহুদিনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রয়োজনীয় তদন্তের কাজ তিনি তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেন এবং মৃতের ভাই মিঃ থেডিয়াস শোল্টো হাউসকিপার মিসেস বার্নস্টোন ভারতীয় খাস আর্দালি লাল রাও ও দারোয়ান ম্যাকমার্ডোকে গ্রেপ্তার করেন। বাক্সটা কোথায় কি ছিল তা যে আততায়ীদের অজানা ছিল না তা প্রমাণিত হয়েছে। শুধু তাই নয় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে আততায়ী ছাদের মেঝেতে গর্ত করে সেখান দিয়ে ঢোকে মৃত শোল্টোর ঘরে। এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে সুপরিকল্পিত ভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। আইন রক্ষকদের প্রশংসনীয় তৎপরতা ও উৎসাহ প্রমাণ করে শক্তিমান ও মননশীল মানবের পক্ষে কিনা সম্ভব হতে পারে।

'বাহবা রে কাগজের রিপোর্টার,' কফির কাপ ঠোঁটে তুলে মুচকি হাসল হোমস, 'কি ওয়াটসন, চুপ কেন, কিছু বলো! কি মনে হচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে উৎসাহের তাগিদে শক্তিমান ও মননশীল জোনস আমাদের দু'জনকেও গ্রেপ্তার করতে গিয়ে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছে।'

'ঠিক বলেছো!' কফিতে চুমুক দিয়ে বলল হোমস, 'আবার জোনসের শক্তি মাথা চাড়া দিলে আমাদের কি হাল হবে কে জানে।'

হোমসের কথা শেষ হতে না হতে ছেঁড়া জামাকাপড় পরা হোমসের খুদে বাহিনী হৈ হৈ করতে করতে ঘরে ঢুকল এসে। এরা সবাই এই এলাকার মা-বাপ তাড়ানো খেদানো ছেলে, আর্থিক অনটন ও সাংসারিক বিশৃঙ্খলার দরুন দিনের বেশিরভাগ সময় এদের কাটে রাস্তায় রাস্তায়।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই লাইন করে দাঁড়াল সবাই। তাদের ভেতর থেকে একজন এগিয়ে এসে হোমসকে বলল, 'আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই সবাইকে জুটিয়ে চলে এলাম স্যার। টিকেটের দাম সাড়ে তিন শিলিং দিয়ে দেবেন স্যার।'

'এই নাও', বলে কিছু খুচরো ছেলেটির হাতে দিল হোমস, 'শোন্ উইগিনস, এরপর থেকে তুই এমনই সবাইকে জুটিয়ে আসবি না। চ্যালাদের কাছ থেকে খবর জোগাড় করে তুই একা চলে আসবি আমার কাছে। শোন একটা কাজ দিচ্ছি। অরোরা নামে একটা স্টিম লঞ্চ কোনদিকে গেছে চটপট খুঁজে বের করতে হবে। মালিকের নাম মর্ডেকাই স্মিথ। লঞ্চের রং কালো, দুপাশে লাল ডোরা, ফানেলের রং কালো মাঝখানে সাদা বেড়। নদী যেখানে সাগরের দিকে গেছে মনে হচ্ছে তার কাছাকাছি ওর হদিশ পাবি। একজনকে মিলব্যাংকের কাছে, মর্ডেকাই স্মিথের জেটির সামনেও একজনকে মোতায়েন রাখবি, লঞ্চ ফিরে এলেই সে খবর দেবে তোকে। নদীর দু'দিকেই নজর

রাখবি। এখন কাকে কোথায় মোতায়েন রাখবি নিজেরা ঠিক করে নে। খবর পেলেই আমাকে জানিয়ে যাবি, কেমন। বুঝেছিস কি বললাম?'

'বুঝেছি স্যার।'

'পয়সা যা পেয়ে এসেছিস তাই পাবি, যে প্রথম লঞ্চের হদিশ পাবে সে পাবে এক গিনি। এই নে, সবার জন্য এক একটা শিলিং। এবার যা। জলদি কাজে লেগে যা।' পারিশ্রমিক পেয়ে হৈ হৈ করতে করতে খুদে গোয়েন্দারা আগের মতই সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল।

'লঞ্চ জলে থাকলে ওদের চোখে ঠিক ধরা পড়বে,' বলল হোমস, 'মনে হচ্ছে আজই রাতে খবর আসবে। যতক্ষণ তা না আসছে ততক্ষণ বসে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই।'

'মাংস আর হাড়ের টুকরোগুলো টবিকে খাইয়ে দিচ্ছি,' আমি বললাম, 'তুমি একটু ঘুমিয়ে নেবে নাকি?'

'না, ওয়াটসন আমি ক্লান্ত নই। প্রচণ্ড পরিশ্রম সইতে পারি, বরং হাতে কাজ না থাকলেই কাহিল হয়ে পড়ি। কিন্তু তুমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। ঐ সোফায় শুয়ে একটু জিরিয়ে নাও। আমি বেহালা বাজিয়ে দেখি তোমায় ঘুম পাড়াতে পারি কিনা।'

আমি সোফায় শুতে হোমস তার বেহালায় নিজের তৈরি সুর তুলল। সেই সুর শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম টেরই পেলাম না। তবে এটুকু আজও মনে পড়ে ঘুমিয়ে পড়ার মুহূর্তে মিস মেরি মর্স্টানের সুন্দর মুখখানা স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল মনের আয়নায়।

নয়

সূত্রে ফাঁক

ঘুম থেকে উঠে দেখি বিকেল শেষ হতে আর বেশি বাকি নেই। শরীর এখন ঝরঝরে, ক্লান্তির এতটুকু রেশ নেই। হোমস বেহালা রেখে মন দিয়ে একটা বই পড়ছে। আমাকে দেখেই বলল, 'একটু আগেই উইগিনস এসেছিল। অরোরা স্টিম লঞ্চ এখনও তাদের চোখে পড়েনি। এতখানি এগিয়ে যাবার পরে এইভাবে বাধা পেয়ে খুব খারাপ লাগছে ওয়াটসন। প্রতিটি মূহূর্ত এখন আমাদের কাছে দামি।'

'আমায় দিয়ে যদি কোনও কাজ হয় তো বলো, এখন আরও একটা রাত আমি জাগতে পারি।'

'না, এখন বসে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। তুমি আর কিছু করতে চাইলে করতে পারো কিন্তু আমার এখানেই ঠায় বসে থাকতে হবে।'

'তাহলে আমি একটু ক্যাম্বারওয়েল থেকে ঘুরে আসছি ঘণ্টা দুয়েকের ভেতর। মিসেস সিসিল ফরেস্টার ঘটনা কতদূর এগোল জানতে চেয়েছিলেন।'

'শুধু উনি নন,' হোমস বলল, 'সেই ফাঁকে মিস মর্স্টানের মুখখানাও একবার দেখে আসবে। অমি তোমার মতলব আঁচ করিনি ভেবেছো? যাও বাছা, যাও, দেখে এসো গে, আমি এখানেই বসে আছি। এক কাজ করো, টবিকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। ওকে আর দরকার হবে না।'

পিনচিন লেনে শেরম্যান বুড়োর হাতে টবিকে ফিরিয়ে হাতে আধগিনি গুঁজে দিলাম। সেখান থেকে সোজা ক্যাম্বারওয়েলে চলে এলাম। ঘটনার বিবরণ শুনে মিসেস ফরেস্টার বললেন, 'বাবাঃ এ তো দেখছি রূপকথার রোমান্স! সুন্দরী রাজকন্যাকে গুপ্তধনের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করা, খুন, কাঠের পাওয়ালা শয়তান!'

'সেই সঙ্গে দু'জন বীর যোদ্ধাও আছেন যারা রাজকন্যাকে তাঁর প্রাপ্য অংশ পাইয়ে দিতে এগিয়ে এসেছেন,' বললেন মিস মর্স্টান।

'তোমার সব ঐশ্বর্য এই দু'জন বীরের তদন্তের ওপরেই নির্ভর করছে তা জানো তো,' মিসেস ফরেস্টার বললেন, 'কিন্তু গুপ্তধন পাবার আনন্দে তোমায় তো এতটুকু খুশি আর উত্তেজিত দেখছি না। এই ঐশ্বর্য হাতে এলে গোটা দুনিয়া যে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে তা জানো?'

কিন্তু খুশি হওয়া তো দূরের কথা, এই তুচ্ছ ব্যাপারে যে মোটেই তাঁর আগ্রহ নেই তা মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন মিস মর্স্টান, বললেন, 'আমি শুধু মিঃ থেডিয়াস শোল্টোর কথা ভাবছি। উনি গোড়া থেকে খাঁটি ভদ্রলোকের মত যে আচরণ আমার সঙ্গে করেছেন সেকথা আমি জীবনেও ভুলতে পারব না। ভাইকে খুন করার মিথ্যে অপবাদ থেকে ওঁকে উদ্ধার করা আমাদের কর্তব্য।''

ক্যাম্বারওয়েল থেকে বেরিয়ে যখন বেকার স্ট্রিটে এলাম তার অনেক আগেই সন্ধ্যে হয়েছে। চেয়ারের পাশে বই আর পাইপ পড়ে। কিন্তু হোমসের দেখা নেই। ল্যাণ্ডলেডি মিসেস হাডসন ঘরে আসতে জিজ্ঞেস করলাম, 'মিঃ হোমস কি বেরিয়েছেন?'

'না, ডঃ ওয়াটসন,' মিসেস হাডসন গলা নামিয়ে বললেন, 'উনি ওঁর ঘরেই আছেন। ওঁর শরীর বোধ হয় ভাল নেই।'

'কি করে বুঝলেন?'

'আপনার বন্ধুটি অদ্ভুত লোক,' মিসেস হাডসন বললেন, 'আপনি বেরিয়ে যেতে উনি ঘরের ভেতর পায়চারি শুরু করলেন, সেই সঙ্গে শুরু হল আপন মনে বকবক করা। সদর দরজায় যতবার ঘণ্টা বেজেছে ততবার বেরিয়ে এসে জানতে চেয়েছেন কে এল। খানিক পরে দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শুনেছি। কিন্তু এখন ঘরের ভেতরে পায়চারি করে চলেছেন উনি একইভাবে।'

'ও নিয়ে একদম ভাববেন না।' আমি বললাম, 'আগেও দেখেছি মাথায় কোনও সমস্যা ঢুকলে এমনই অস্থির হয়ে পায়চারি শুরু করেন উনি।'

কথাটা এমনভাবে বললাম বটে কিন্তু দুশ্চিন্তার বোঝা চাপল আমার নিজের মাথায়। সারা রাত হোমসের পায়চারি করার আওয়াজ ভেসে এল পাশের ঘর থেকে। কষ্ট হল ওর মানসিক অবস্থার কথা ভেবে—বেচারা শান্ত থাকলেই ওর এমনই অবস্থা হয়, কাহিল হয়ে পড়ে। তাই ছটফট করে নিজের সঙ্গে লড়াই করে সুস্থ করে রাখতে চাইছে নিজেকে।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে দেখা হল হোমসের সঙ্গে, মুখ কালো, উদভ্রান্ত। গালের রং দেখেই বুঝলাম ভেতরে বেশ জ্বর এসেছে।

'রাতে না ঘুমিয়ে এভাবে শুধু শুধু নিজের শরীরের ক্ষতি করছ কেন?' আমি বললাম, 'কাল সারা রাত তোমার পায়চারি করার আওয়াজ ঘুমের মধ্যেও শুনেছি।'

'কি করে ঘুমোবো তুমিই বল,' হোমস বলল, 'এত বড় বড় সব বাধা পেরিয়ে এসে শেষকালে এই ছোট ব্যাপারে হোঁচট খেয়ে থমকে গেছি, আর এগোতে পারছি না। লঞ্চের খবর পেয়েছি ওতে যারা আছে তাদেরও জেনেছি, কিন্তু তারপরে আর খবর পাচ্ছি না। নদীর দুধারে লোক খোঁজা খুঁজেছে আমার ছেলেরা, কিন্তু লঞ্চের হদিশ তারা পায়নি। মিসেস স্মিথও তাঁর স্বামীর খবর পাননি। এ থেকে যে সিদ্ধান্ত মনে আসে তা হল হতভাগারা তলায় ফুটো করে জল ঢুকিয়ে লঞ্চও ডুবিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আর যাই হোক আমি রাজি নই।'

'যদি এমন হয় যে মিসেস স্মিথ ইচ্ছে করে আমাদের ভুল পথে চালাতে চাইছেন, তাহলে?'

'না, সে সম্ভাবনা নেই, ওয়াটসন। খোঁজ নিয়ে জেনেছি ঐরকম একটা লঞ্চ সত্যিই আছে।'

'ধরো এমন যদি হয় ওরা মোহনার দিকে এগিয়ে গেল, তাহলে?'

'একথা আমার মনেও এসেছে, ওয়াটসন। একটা তল্লাশি দল পাঠিয়েছি, তারা রিচমণ্ড পর্যন্ত দেখে আসবে। ওরা খোঁজ না পেলে আমি নিজেই বেরোবো ঐ লঞ্চের খোঁজে। তবে মনে হচ্ছে তার আগে খবর ঠিকই আসবে।'

খবর কিন্তু এল না। উইগিনস বা অন্য কেউই স্টিমলঞ্চ 'অরোরা'-র গতিবিধির কোনও খবর দিতে পারল না, অন্যদিকে বার্থোলোমিউ শোল্টোর খুনের খবরের ওপর সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে স্থানীয় সবক'টি দৈনিক পত্রিকায়। প্রত্যেকটিতেই এমনভাবে থেডিয়াস শোল্টোকে দোষারোপ করা হয়েছে যেন সত্যিই তিনি ভাইকে খুন করেছেন নিজের হাতে। তারপর গুপ্তধনের বাক্স নিয়ে পালিয়েছেন ছাদের গর্ত দিয়ে, তার খানিক বাদে আবার তিনিই মিঃ হোমস আর তাঁর কিছু পরিচিত লোককে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন নাটক করতে। যেন পুরো ঘটনাটা ঘটেছে তাঁদের চোখের সামনে অথবা দিব্যদৃষ্টিতে সব জেনেছেন তাঁরা। এমনই ভাবে সম্পাদকীয়ের কলম চালিয়েছেন একেকজন বাহাদুর লিখিয়ে। কাগজে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে খুনের কারণ খুঁজে বের করতে পরদিনই করোনারের জুরি নিয়োগ করা হবে এবং সরকারি পর্যায়ের তদন্ত শুরু হবে। সন্ধ্যে নাগাদ আজও গেলাম ক্যাম্বারওয়েলের মহিলা দুজনকে সারাদিনের কাজের বিবরণ জানাতে. ফিরে এসে দেখি হোমস আরও মুষড়ে পড়েছে। আমার অর্ধেক কথা মন দিয়ে শুনল না, উত্তরও দিল না অর্ধেক প্রশ্নের। খানিক বাদে গিয়ে ঢুকল নিজের ল্যাবরেটরিতে, এক জটিল রাসায়নিক বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত রইল। বিশ্লেষণের গন্ধের ঠ্যালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার জোগাড়। অনেক রাত পর্যন্ত সেই কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখল হোমস, গতিক সুবিধের নয় আঁচ করে তার ধারে কাছে ঘেঁষলাম না।

খুব ভোরবেলা আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলতেই চমকে উঠে দেখি খাটের পাশটিতে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে হোমস। তার পরনে লঞ্চের খালাসিদের মোটা জ্যাকেট। গলায় পুরু লাল কাপড়ের স্কার্ফ।

'নদীর দিকে চললাম, ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'সারারাত অনেক ভাবলাম এ নিয়ে। অনেক ভেবে জট খোলার একটা পথই মাথায় এসেছে, তাই নিজে গিয়ে যাচাই করে দেখতে চাই তাতে কাজ হয় কিনা।'

'আমিও যাব তো সঙ্গে?'

'না, ওয়াটসন, যাব আমি একা। তুমি বরং আমার প্রতিনিধি হয়ে এখানে থেকে গেলে অনেক বেশি কাজ দেবে। কাল রাতে উইগিনস নিজে হতাশ হয়ে পড়লেও আমার হিসেব মত আজ খবর আসতে পারে। কোনও চিঠি বা টেলিগ্রাম এলে তুমি খুলে পড়বে তারপর নিজের বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করবে, কেমন, তোমার ওপর ভরসা রেখে রওনা হতে পারি তো?'

'নিশ্চয়।'

'তুমি চাইলেও আমায় টেলিগ্রাম করতে পারবে না কারণ আজ কখন কোথায় থাকব তা এখনও জানি না, তবে কপাল ভাল হলে ফিরে আসব অল্প কিছুক্ষণের ভেতর।'

হোমস বেরিয়ে গেল তার কাজে। সকালে একা ব্রেকফাস্ট খেলাম, তখনও পর্যন্ত কোনও খবর এল না, শোল্টোর খুন সম্পর্কে নতুন খবর চোখে পড়ল স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় --

'আপার নরউডের খুনের মামলাটি গোড়ায় যত সহজ ভাবা গিয়েছিল এখন দেখা যাচ্ছে তা অনেক জটিল। নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে মৃতের ভাই থেডিয়াস শোল্টো ও হাউসকিপার মিসেস বার্ণস্টোন দু'জনেই নির্দোষ, খুন বা ধনরত্ন চুরির সঙ্গে তাঁরা আদৌ জড়িত নন। সবদিক বিচার করে তাঁদের দু'জনকেই গতকাল বিকেলে পুলিস হাজত থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আসল অপরাধী কারা এবং কোথায় তারা গা ঢাকা দিয়ে আছে এ ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পুলিশের হাতে এসেছে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুদক্ষ গোয়েন্দা অফিসার মিঃ অ্যাথেলনি জোনস তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও মস্তিষ্কশক্তি কাজে লাগিয়ে এই সূত্রের সাহায্যে আসল অপরাধীদের পিছু নিয়েছেন। যে কোনোদিন যে কোন সময় তারা ধরা পড়তে পারে ....

চুলোয় যাক অ্যাথেলনি জোনসেব প্রাণশক্তি, নিবীহ থেডিয়াস শোল্টো ছাডা পেয়েছেন এটাই যথেষ্ট। এ খবব পেয়ে মিস মর্সটানও খুশি হবেন সন্দেহ নেই। তবে নতুন কি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পুলিশেব হাতে এসেছে বুঝতে পাবলাম না। কাগজটা টেবিলে ছুঁডে ফেলতে যেতেই 'হাবানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' কলমে চোখ পডল। দেখলাম সেখানে একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে যাব বয়ান এইবকম দাঁড়িয়েছে। 'গত মঙ্গলবার বাত তিনটে নাগাদ 'অবোবা' স্টিমলঞ্চ বওনা হয়েছে মাঝি মর্ডেকাই স্মিথ আব তাব ছেলে জিমকে নিয়ে। লঞ্চেব বং কালো , দুপাশে লাল ডোবা, কালো ফানেল, সাদা বেড। স্মিথসহোয়ার্ফ জেটিতে মিসেস স্মিথ অথবা ২২১ বি বেকাব স্ট্রিটে মর্ডেকাই স্মিথ অথবা অবোবা সম্পর্কে খোঁজখবব দিলে নগদ পাঁচ পাউণ্ড পুবস্কাব পাওয়া যাবে।' এ বিজ্ঞাপন যে হোমস দিয়েছে তাব প্রমাণ বেকাব স্ট্রিটেব ঠিকানা। বেশ বুদ্ধি কবে বিজ্ঞাপনটা দিয়েছে সে। বিজ্ঞাপনটা ফেবাবি আততায়ীদেব চোখে পডবে এবং স্বামী বাডি ফিবে আসছে না বলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত স্ত্রী থাকতে না পেবে ঐ বিজ্ঞাপন দিয়েছে এটাই ধবে নেবে

আমাব দিন আব কাটতে চাইছে না, দবজায় শব্দ হলেই ভাবছি এই বুঝি ফিবে এল হোমস, নয় বিজ্ঞাপনেব জবাব এল। বই নিয়ে পডতে চেষ্টা কবলাম, কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পাবলাম না। বিকেল তিনটে নাগাদ খুব জোবে সদব দবজাব ঘণ্টা বেজে উঠল, খানিক বাদে ভেতবে ঢুকলেন গোয়েন্দা অফিসাব অ্যাথেলনি জোনস। সেদিন পণ্ডিচেবি লজে যে মেজাজ আব হম্বিতম্বি দেখেছিলাম আজ তাব এতটুকু নেই। আজ তাব মুখে শান্ত বিনীতভাব দেখে মনে হয় যেন ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে এসেছেন।

বললেন, 'গুড ডে, স্যাব, মিঃ শার্লক হোমস বেবিয়েছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, খুব ভোবে বেবিয়েছেন। কোথায় কোন দিকে গেছেন কখন ফিববেন, কিছুই বলে যাননি তবে আপনি ইচ্ছে কবলে অপেক্ষা কবতে পাবেন। বসুন, চুরুট নিন।'

'ধন্যবাদ' বলে চেয়াবে বসলেন জোনস, রুমাল বাব কবে মুখ মুছলেন।

'হুইস্কি আব সোডা নেবেন?'

'দিন, তবে আধ গ্লাস এবাব গবম বড বেশি এসময় গবম এত বাডে না। চিন্তাভাবনা আব খাটুনিও তেমনই বেডেছে নবউড কেসে আমাব থিওবি আশা কবি আপনি জানেন?'

'একবাব বলেছিলেন বটে।'

'থিওবিটা আবাব নতুন কবে ভাবতে বাধ্য হলাম। থেডিয়াস শোল্টোকে জালে বেঁধেছিলাম, কিন্তু উনি সেই জাল ছ্যাদা কবে বেবিয়ে গেলেন। ওব অ্যালিবাই এত জোবালো ছিল যা কিছুতেই খাবিজ কবা গেল না। ভাইয়েব কাছ থেকে বেবিয়ে আসাব পব কেউ না কেউ তাকে দেখেছে কাজেই ছাদেব ফুটো দিয়ে ঘবেব ভেতব ওব পক্ষে নামা সম্ভব নয়, এ হতে পাবে না কেসটি সত্যিই বড্ড জটিল ড ওয়াটসন, আমাব এতদিনেব সুনাম নষ্ট হতে বসেছে তাই এই অবস্থায় কেউ সাহায্য কবলে খুব ভাল হয়।'

'সাহায্যেব দবকাব সবাবই হয়, মিঃ জোনস,' আমি বললাম।

'আপনাব বন্ধু মিঃ হোমস সত্যিই আশ্চর্য লোক,' বললেন জোনস, 'ওকে হাবানো যায় না। আজ সকালে ওঁব পাঠানো একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি, এই দেখুন।' পকেট থেকে টেলিগ্রাম বেব কবে এগিয়ে দিলেন জোনস। ভদ্রলোকেব দুববস্থা এই মুহূর্তে খুব উপভোগ কবছি — পাকে পড়ে মান সম্মান খোযানোব ফলে এখন এসেছেন হোমসেব কাছে সাহায্য চাইতে।

সত্যিই হোমসের পাঠানো টেলিগ্রাম, দুপুব বাবোটায় পাঠিয়েছে পপুলাব পোস্ট অফিস থেকে, লিখেছে, 'এক্ষুনি বেকাব স্ট্রিটে চলে যান। আমি না ফেবা পর্যন্ত বসে থাকুন, শোল্টোব খুনিদেব নাগাল পেয়েছি। শেষ অংকে হাজিব থাকতে চাইলে আজ বাতে আমাদেব সঙ্গে যেতে পাবেন।'

'ভালই তো,' মুখ তুলে বললাম, 'এবার তাহলে ওদেব নাগাল পেয়েছে।'

'উনিও তাহলে ভুল করেছেন,' খুশি খুশি গলায় বললেন জোনস, 'এটা উড়ো খবরও হতে পারে। তবু গোয়েন্দা অফিসার হিসেবে সূত্রের শেষ পর্যন্ত দেখা আমার কর্তব্য। দরজায় টোকা দিচ্ছে কে? মিঃ হোমস ফিরে এলেন মনে হচ্ছে।'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে এক বয়স্ক লোক ভেতরে ঢুকল। পরনে গলা পর্যন্ত আঁটা নাবিকের পোশাক, তার ওপর পুরু খাটো ওভারকোট। বয়সের ভারে থরথর করে কাঁপছে, সেই সঙ্গে বেদম হাঁফাচ্ছে থেকে থেকে। লোকটা যে একসময় অনেক সমুদ্র সফরে অংশ নিয়েছে তা তাকে এক নজর দেখলেই বোঝা যায়।

'কি চাই?' আমি জানতে চাইলাম।

'মিঃ শার্লক হোমসের কাছে বিশেষ দরকারে এসেছি। উনি আছেন?'

'না, তবে তাঁর তরফে আমি আছি, যা কিছু বলার আমাকে বলতে পারেন।'

'তাঁর সঙ্গেই আমি কথা বলতে চাই।'

'আপনাকে তো একবার বললাম ওঁর হয়ে কথা বলার জন্য আমি আছি। আপনি যা বলার স্বচ্ছন্দে আমায় বলতে পারেন। কথাটা কি মর্ডেকাই স্মিথের ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ, লঞ্চ কোথায়, গুপ্তধন কোথায়, এসবই জানি আমি। এমনকি উনি যাদের খুঁজছেন কোথায় গেলে তাদের পাওয়া যাবে তাও জানি।'

'তাহলে সে খবর আমায় বলুন। আমি জানিয়ে দেব মিঃ হোমসকে।'

'না, আপনাকে আমি চিনি না, যা বলার ওঁকেই বলব,' একগুঁয়ে জেদি গলায় বলল বুড়ো। এই বয়সের সব বুড়ো মানুষেরা এমনই জেদি খিটখিটে মেজাজি হয়।

'তাহলে মিঃ হোমস ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'না মশায়, কাউকে খুশি করতে গিয়ে একটা গোটা দিন আমি নষ্ট করতে পারব না। মিঃ হোমস যখন এখানে নেই বলছেন তখন আমিই না হয় ওঁকে খুঁজে বের করে যা বলার বলব। আপনাদের দেখে ভাল লোক বলে মনে হচ্ছে না তাই আপনাদের কিছুই বলব না।'

বলে টলতে টলতে দরজার দিকে এগোল বুড়ো, কিন্তু তার আগেই অ্যাথেলনি জোনস গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, 'দাঁড়ান, যে খবর আপনি নিয়ে এসেছেন তা খুবই জরুরি। একবার যখন এসেছেন তখন আর ফিরে যাওয়া চলবে না। মিঃ হোমস না ফেরা পর্যন্ত আপনাকে এখানে থাকতে হবে তা আপনি পছন্দ করুন চাই না করুন।'

বুড়ো দরজার দিকে পা বাড়াতে গেল কিন্তু জোনস পাল্লার গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে বুঝল তিনি তাকে যেতে দেবেন না।

'এ আপনাদের কেমনতর ব্যাপার?' লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বুড়ো আক্ষেপের সুরে বলল, 'এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করব বলে এলাম আর আপনারা দুজন মশাই আমায় এভাবে জোর করে আটকে রেখেছেন!'

'আপনার সময় নষ্ট হলেও তা উশুলও হয়ে যেতে পারে,' আমি বললাম, 'নিন এবার ঐ সোফায় বসুন। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না আপনাকে।'

দু'হাতে মাথা রেখে বুড়ো বসল। চুরুট ধরিয়ে জোনসের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। হঠাৎ কানের কাছে শুনলাম চেনা গলায়।

'একটা চুরুট আমাকেও দিতে পারতে হে!'

চমকে তাকিয়ে দেখি কোথায় বুড়ো, তার জায়গায় হাসিমুখে বসে শার্লক হোমস।

'হোমস!' অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি! তাহলে বুড়োটা গেল কোথায়?'

'এই যে বুড়োটা এখানে,' বলে একরাশ কালো পরচুলা দেখাল সে, 'ছদ্মবেশটা নিখুঁত হয়েছে জানতাম, কিন্তু এত ভাল হয়েছে ভাবতে পারিনি। আমি তাহলে পরীক্ষায় উতরে গেলাম।'

'খুব ভাল অভিনয় করতে পারেন বটে,' বললেন জোনস, 'হেঁপো রুগির মত হাঁফাচ্ছেন, পা কাঁপাচ্ছেন থরথর করে, কিচ্ছু ধরার উপায় নেই। তবে মশাই যাই বলুন আপনার ঐ জ্বলজ্বলে চোখ দেখে একটু খটকা লেগেছিল, তাই বেরোতে দিইনি।'

'আজ সকাল থেকেই বুড়ো সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছি।' চুরুট ধরিয়ে বলল হোমস, 'নামজাদা অপরাধীদের অনেকেই আজকাল একবার মুখ দেখলেই আমায় চিনে ফেলে তার ওপর আমার এই বন্ধুটি আমার কিছু কেস নিয়ে গল্প ছাপাবার পর থেকে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে কাজে কর্মে বেরোতে হলে ছদ্মবেশ নিতেই হয়। যাক, টেলিগ্রাম পেয়েছেন?'

'পেয়েই তো চলে এলাম।'

'আপনার কেস কতদূর এগোল?'

'একপাও না। দু'জন আসামিকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিতে হল। আরও যে দু'জন আছে তাদের বিরুদ্ধেও কোনও জোরালো প্রমাণ নেই।'

'ও নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই,' হোমস বলল, 'দু'জন হাতছাড়া হয়েছে তার বদলে আরও দু'জনকে দেব, কিন্তু আমার কথামতন চলতে হবে আপনাকে। পুলিশ অফিসার হিসেবে যা বাহাদুরি সব আপনিই পাবেন। কিন্তু আমার হুকুম মত চলতে হবে, রাজি?'

'যদি আসল আসামি ধরে দিতে পারেন তো যা বলবেন তাই শুনব।'

'খুব ভাল কথা। তাহলে প্রথমে আমার যা দরকার, খুব জোরে ছুটতে পারে এমন পুলিশের স্টিম লঞ্চ। ঠিক সাতটায় ওয়েস্টমিনস্টার স্টেয়ার্সে যেন তৈরি থাকে।'

'খুব সহজেই তা জোগাড় হবে, ঐ রকম একটা লঞ্চ সবসময় ওখানে তৈরি থাকে, তবু আমি টেলিফোনে কথা বলে এখুনি ব্যবস্থা করিয়ে দিচ্ছি।'

'এরপর চাই দুজন ষণ্ডামার্কা জওয়ান, যদি আসামিদের সঙ্গে হাতাহাতি করতে হয়, বলা তো যায় না।''

'ওরকম দু'তিনজন লোক লঞ্চে তৈরি থাকে সবসময়। আর?'

'আসামিদের গ্রেপ্তার করলেই গুপ্তধন হাতে আসবে। আমার ইচ্ছে ওর অর্ধেক যার পাওনা তাঁকে ওয়াটসন বাক্সটা একবার দেখিয়ে আনবে, উনিই যেন প্রথমে বাক্সটা খোলেন। কেমন, ওয়াটসন, খুশি তো?'

'এটা কিন্তু ঠিক আইনমাফিক ব্যবস্থা হল না,' ঘাড় নেড়ে বললেন অ্যাথেলনি জোনস, 'তবে কিছুই যখন আইনমাফিক হচ্ছে না তখন এর বেলাতেও না হয় দেখেও না দেখার ভান করা যাবে। তবে তারপর তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত গুপ্তধন কিন্তু সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে।'

'সে একশোবার, ওটা কোনও ব্যাপার নয়। আরেকটা পয়েন্ট। জোনাথান স্মলের নিজের মুখ থেকে এ ব্যাপারে খুঁটিনাটি কিছু জানতে চাই। জানেন তো, মামলার খুঁটিনাটি দিকগুলো জানতে আমি খুবই আগ্রহী, ওগুলোর ওপরেই খুব জোর দিই আমি। পুলিশি জবানবন্দি যা নেবার আপনি নেবেন। কিন্তু এই ঘরে বা অন্য কোথাও তাকে জেরা করার একটা সুযোগ আমার চাই, অবশ্য আপনার তরফ থেকে উপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থার মধ্যেই তা হবে। রাজি?'

'আরে মশাই, এখন তুরুপের তাস আপনার হাতে, সময় আপনার পক্ষে। এই জোনাথান স্মল লোকটা কে তাই এখনও জানি না। ও নামে কোনও লোকের অস্তিত্ব আছে কিনা সে প্রমাণ এখনও পাইনি। তা বেশ, তাকে ধরতে পারলে যত খুশি জেরা করুন না আপনি। তাতে আমার এতটুকু আপত্তি নেই। কথা দিচ্ছি, যা চাইছেন সেই ব্যবস্থাই করব। আর কিছু?'

'আর একটা ব্যাপার। আজ রাতে এখানে ডিনার খেতে হবে আপনাকে, বড়জোর আধঘণ্টা, তার মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে, ঝিনুক আর একজোড়া মেঠো মোরগ সেই সঙ্গে কিছু সাদা ওয়াইন। ওয়াটসন, রান্নাবান্না গেরস্থালির কাজে তুমি আগে আমার দৌড় দ্যাখোনি। আজ একবার দ্যাখো।'

নয়
দ্বীপবাসীর শেষ প্রহর

হৈ হৈ করে আনন্দের মধ্যে ডিনার পর্ব সমাধা হল। খেতে খেতে একটানা কথা বলে গেল হোমস। লক্ষ্য করলাম, আনন্দে ভরপুর হয়ে আছে সে। একটানা ক'দিন মনমরা হয়ে থাকার পর আজ ফূর্তির মেজাজ পেয়ে বসেছে তাকে। খেতে খেতে নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করল। খাওয়া শেষ হলে টেবিল সাফ করল হোমস। ঘড়ি দেখে তিনটে গ্লাসে কানায় কানায় ঢালল সাদা ওয়াইন।

'ছোট্ট এই অভিযানের সাফল্য কামনা করি, চলো এবার বেরোনো যাক। ওয়াটসন, সঙ্গে পিস্তল আছে তো?'

'পুরোনো সার্ভিস রিভলভারটা আছে ডেসকে।'

'সঙ্গে নাও, কাজে লাগতে পারে। গাড়িও এসে গেছে দেখছি। ঠিক সাড়ে ছ'টায় আসতে বলেছিলাম।'

সাতটার অল্প কিছু পরে আমরা এসে হাজির হলাম ওয়েস্টমিনস্টার জেটিতে, দেখলাম পুলিশ লঞ্চ তৈরি।

'পুলিশ বোট বলে চেনার মত কোনও চিহ্ন এতে আছে?' লঞ্চের চারপাশ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলে উঠল হোমস।

'আছে', জোনস বললেন, 'মাথার ঐ সবুজ লণ্ঠনটা।'

'ওটা খুলে নিন।'

লণ্ঠন খুলে নেবার পরে আমরা লঞ্চে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে নোঙ্গর বাঁধা দড়ি খুলে নেওয়া হল জেটির খোঁটা থেকে। জোনস, আমি আর হোমস বসলাম পেছনে। হাল ধরে বসল একজন, আরেকজন ধরে রইল ইঞ্জিন। এছাড়া দু'জন গাঁট্টাগোট্টা পুলিশ ইন্সপেক্টর রইল লঞ্চের সামনে।

'কোনদিকে যাব?' জানতে চাইলেন জোনস।

'টাওয়ারের দিকে,' বলল হোমস, 'জেকবসনস ইয়ার্ডের উল্টোদিকে নামতে বলুন।'

ছাড়বার পর বুঝলাম লঞ্চটা সতিাই দ্রুতগামী। মালবোঝাই বড় নৌকোগুলোর পাশ কাটিয়ে এত জোরে এগিয়ে চলল যে মনে হল ওগুলো দাঁড়িয়ে আছে জলের ওপর। একটা স্টিমারকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবার পরে হাসি ফুটল হোমসের মুখে, বলল, 'এবার মনে হচ্ছে যে কোন নৌকোর নাগাল আমরা পেয়ে যাব।'

'সবার নাগাল না পেলেও এ লঞ্চের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত লঞ্চ বেশি আছে মনে হচ্ছে না।'

'অরোরাকে ধরতেই হবে ওয়াটসন', মরীয়ার মত শোনাল হোমসের গলা।

'মনে রেখো ওয়াটসন, দ্রুতগামী স্টিমলঞ্চ হিসেবে 'অরোরা'র সুনাম আছে। তোমার মনে আছে ক'দিন আগে ছোট বাধায় হোঁচট খেয়ে কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, মেজাজ কেমন খিটখিটে হয়ে উঠেছিল?'

'মনে আছে।'

'ঐসময় একটা রাসায়নিক পরীক্ষায় নিজেকে ব্যস্ত রেখে মনকে পুরোপুরি বিশ্রাম দিলাম। মানসিক সামর্থ্য ফিরে এলে আবার শোল্টো খুনের মামলায় ফিরে এলাম। উইগিনস আর তার খুদে গোয়েন্দারা লঞ্চের হদিশ না পাওয়ায় আমায় অন্য পথে এগোতে হল। জোনাথান স্মল বেশ কিছুদিন লণ্ডনে গা ঢাকা দিয়ে পণ্ডিচেরি লজ-এর ওপর নজর রেখেছিল, এই ব্যাপারটা মাথায় আসতেই বুঝলাম গুপ্তধন হাতে এলেও রাতারাতি এদেশ ছেড়ে পালানো ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। সবকিছু গুটিয়ে আনতে কিছু সময় তার নিশ্চয়ই লেগে যাবে। মিসেস স্মিথ বলেছিলেন রাত তিনটে নাগাদ ওরা লঞ্চ নিয়ে রওনা হয়েছে। তার প্রায় এক দেড় ঘণ্টা বাদে ভোরের আলো

ফুটেছে, রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়েছে। তাই আমার মনে হল ওরা নিশ্চয়ই খুব বেশিদূর লঞ্চ নিয়ে যেতে পারেনি। তবে এটা ঠিক মুখ বন্ধ রাখার জন্য অরোরা লঞ্চের মালিক মর্ডেকাই স্মিথকে ওরা অনেক টাকা দিয়েছে আর সেই সঙ্গে শেষবারের মত পালাবার জন্য লঞ্চটা ভাড়া করে ফেলেছে। তারপর গুপ্তধন নিয়ে ফিরে গেছে নিজেদের ঘাঁটিতে। ওখানে বসে এখন কয়েকদিন খবরের কাগজের ওপর নজর রাখবে, দেখবে পুলিশের সন্দেহ তাদের ওপর পড়েছে কিনা। এরপর সুযোগমত গ্রেভসবণ্ড নয়ত ডাউনস-এ গিয়ে কোনও স্টিমারে চেপে গুপ্তধন নিয়ে পাড়ি জমাবে কোনও ব্রিটিশ উপনিবেশে বা আমেরিকায়।'

'কিন্তু তাহলে লঞ্চটা, সেটাকে লুকিয়ে রাখবে কোথায়?' আমি বললাম, 'ওটা তো আর ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'ঠিক বলেছো,' আমার যুক্তিকে সায় দিল হোমস, 'এটা আমার মাথাতেও এসেছিল তার তখনই স্মলের জায়গায় নিজেকে বসিয়ে ভাবলাম আমি হলে কি করতাম। লঞ্চ কোনও জেটিতে রাখলে পুলিশ জেনে ফেলতে পারে এই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল স্মলের মনেও। একমাত্র উপায় হল লঞ্চ লুকিয়ে ফেলা। আর লুকোনোর একমাত্র পথ হল কোনও মেরামতি ইয়ার্ডে রেখে তার দু'একটা খুচরো পার্টস পাল্টে ফেলা। তারপর এমন ব্যবস্থা করা যাতে কয়েক ঘন্টার নোটিশে লঞ্চটা হাতে আসে। এই সম্ভাবনা মাথায় নিয়ে খালাসি সেজে নিজেই বেরিয়ে পড়লাম। অনেকগুলো জাহাজ আর লঞ্চ মেরামতি কারখানায় ঢুঁ মারলাম। কিন্তু 'অরোরা'র হদিশ পেলাম না। মিলল শেষকালে জেকবসনের ইয়ার্ডে। ওখানে গিয়ে খোঁজ নিতে জানলাম দু'দিন আগে লঞ্চের মালিক হালটা পাল্টে নিতে সেখানে এসেছিল। তার সঙ্গে ছিল কাঠের পাওয়ালা একটা লোক। বড় মিস্ত্রি দেখাল মেরামতির কাজ শেষ হয়নি, ঐ দেখুন পড়ে আছে লঞ্চটা। ঠিক তার খানিক বাদে লঞ্চের মালিক নিজে এসে হাজির হল সেখানে, নেশায় চুরচুর হয়ে। আমাকে সে চেনে না। তাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বলতে লাগল, 'আমি অরোরা স্টিমলঞ্চের মালিক মর্ডেকাই স্মিথ। দু'জন লোক ওটা ভাড়া নিয়ে বসে আছে। আজ রাত ঠিক আটটায় আমার লঞ্চ চাই, দেখি যেন না হয়।' বলে একটা শিসিং বাজাতে বাজাতে চলে গেল সে। স্মল যে তাকে প্রচুর টাকা দিয়ে মদ খাইয়ে খুশি রাখছে তা বুঝতে বাকি রইল না। আমি বেরিয়ে স্মিথের পিছু নিলাম। কিন্তু খানিকদূর গিয়ে ও ঢুকে পড়ল মদের দোকানে। আমি ফিরে গেলাম লঞ্চ মেরামতির কারখানায়, মাঝখানে আমার এক খুদে গোয়েন্দার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাকে অরোরা লঞ্চ চিনিয়ে তার ওপর নজর রাখতে বললাম, এও বললাম নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সে যেন নজর রাখে। লঞ্চ স্টার্ট দিলে পাড়ে দাঁড়িয়ে যেন রুমাল নাড়তে থাকে। আমরা নদীর মাঝ বরাবর থাকব। বুঝতেই পারছ ওয়াটসন, এত প্রস্তুতির পরেও লঞ্চ আর গুপ্তধন সমেত বদমাসটাকে ধরতে যদি না পারি তো সেটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার হবে।'

'ঐ হল জেকবসনের লঞ্চ মেরামতির ইয়ার্ড,' খানিকদূর যাবার পরে নদীর এক পাড়ে জাহাজের দড়িদড়া ইশারায় দেখাল হোমস, 'অরোরা লঞ্চটা এখানে আড়ালে উজানে আর ভাটিতে চলাফেরা করে। আমার খুদে গোয়েন্দাকে দেখছি, কিন্তু কই ও তো রুমাল নাড়ছে না।'

'আচ্ছা, চলুন না স্রোতের দিকে আরেকটু এগিয়ে দেখা যাক,' বললেন অ্যাথেলনি জোনস, 'ব্যাটারা কাছাকাছি এলেই ধরব।'

'না, তার চেয়ে এই জায়গাটা সবচাইতে নিরাপদ কারণ এখানে অপেক্ষা করলে ওরা আমাদের দেখতে পাবে না। দূরে সাদামত কি উড়ছে বলে মনে হচ্ছে, ভাল করে দ্যাখো তো ওয়াটসন!'

'হ্যাঁ, ঐ তো তোমার খুদে গোয়েন্দা সাদা রুমাল নাড়ছে, তুমি যেমন বলেছিলে।'

'তার মানে ওরা ইয়ার্ড থেকে রওনা হচ্ছে বা হয়েছে,' বলেই প্রবল উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল হোমস, 'আরে, ঐ তো ছুটছে অরোরা, পেছনে হলদে আলো জ্বলছে। বাপরে, এ তো দেখছি ফুল

স্পিডে ছুটছে। স্টোকার, ইঞ্জিনে বেশি করে কয়লা ঢালুন, যত পারেন স্পিড তুলুন, সামনের ঐ লঞ্চটাকে যেভাবে হোক ধরতেই হবে, এত কাণ্ডের পরে ওকে হাতছাড়া হতে দেওয়া যাবে না!'

কারখানার ভেতর দিয়ে লঞ্চটা কখন বেরিয়ে গেছে দেখা যায়নি। স্রোতের মুখে স্পিড তুলে অনেকটা এগিয়ে গেছে সে এরই মধ্যে।

'ভীষণ জোরে ছুটছে দেখছি!' জোনস বললেন, 'ধরতে পারব কিনা সন্দেহ!'

'ও কথা বললে মানব না,' গর্জে উঠল হোমস। 'স্টোকার আরও কয়লা ঢালুন, স্পিড তুলুন, আরও স্পিড চাই। লঞ্চে আগুন লাগলেও আজ থামব না, দরকার হলে পোড়া লঞ্চ নিয়ে ওকে থামাব।'

আগুনের সোঁ সোঁ আর এঞ্জিনের ঝং ঝং কড় কড়াৎ আওয়াজে কানে তালা লাগার জোগাড়, জল কেটে উন্মাদের মত ছুটে চলেছে পুলিশ লঞ্চ আসামিদের পিছু নিয়ে। পেছনের জলে যে ফেনা উঠছে সেদিকে চোখ পড়লেই বোঝা যায়, কি প্রচণ্ড জোরে লঞ্চ ছুটছে। সওদাগরী জাহাজ, গাদাবোট, স্টিমার আর জেলে ডিঙ্গির পাশ কাটিয়ে সংঘর্ষ এড়িয়ে ছুটছি আমরা। অরোরাও ছুটে চলেছে প্রাণপণে।

'আরও আরও স্পিড চাই!' এঞ্জিনরুমের দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে উঠল হোমস, 'আবার ঢালুন কয়লা, আরও আরও বাড়ান স্টিম, স্পিড তুলুন।'

'মনে হচ্ছে অনেকটা কাছাকাছি চলে আসতে পেরেছি', ছুটন্ত অরোরার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন অ্যাথেলনি জোনস।

'ঠিক বলেছেন,' সায় দিয়ে বললাম, 'মনে হচ্ছে আর কয়েক মিনিটের ভেতর ওদের ধরে ফেলব!'

আমার কথা শেষ হতে না হতেই কোথা থেকে তিনটে মালবোঝাই গাদাবোট এসে হাজির হল আমাদের সামনে। এভাবে পথ রুখে দেবার ফলে অরোরা সুযোগ পেয়ে আরও এগিয়ে গেল। সংঘর্ষ বাঁচিয়ে গোল হয়ে পাশ কাটিয়ে আবার আমরা তার পিছু ধাওয়া করলাম। খানিক বাদে আবার স্পষ্ট দেখা গেল অরোরাকে, জোনস এগিয়ে এসে সার্চলাইট ফেলতে অরোরার ডেকে কয়েকজনকে দেখা গেল। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অরোরা লঞ্চের পেছনে একটা লোক উবু হয়ে বসে, দু হাঁটুর মাঝে কালো একটা জিনিসের ওপর ঝুঁকে আছে, তার ঠিক পাশেই কি একটা জীব যেন গুটিশুটি মেরে পড়ে আছে কুকুরের মত। আধবুড়ো মর্ডেকাই স্মিথকে ফার্নেসের গনগনে আগুনের আলোয় দেখা যাচ্ছে, বারবার বেলচা দিয়ে কয়লা তুলে ঢালছে ফার্নেসে, কমবয়সী যে ছেলেটা হালের চাকা ধরে আছে সে নিশ্চয়ই স্মিথের ছেলে। প্রতি মিনিটে দুটো লঞ্চের মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে, আমরা একটু একটু করে অরোরার কাছে এগিয়ে যাচ্ছি। ইঞ্জিনের যান্ত্রিক আওয়াজে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খানখান হয়ে যাচ্ছে। সামনের লঞ্চের পেছনে সেই লোকটা এখনও উবু হয়ে বসে আছে আগের মতই, মনে হচ্ছে কি যেন ফেলে দিচ্ছে সে টেমসের জলে। তারই মাঝে মুখ তুলে দেখছে দুটো লঞ্চের মধ্যে ব্যবধান কতটা কমেছে। খুব কাছাকাছি এগিয়ে আসার পরে অ্যাথেলনি জোনস চেঁচিয়ে সামনের লঞ্চকে থামার হুকুম দিলেন। তাঁর গলার আওয়াজ শুনেই পেছনে যে লোকটা উবু হয়ে বসেছিল সে একলাফে উঠে দাঁড়াল, মুঠো পাকিয়ে ভাঙ্গা গলায় আমাদের গালিগালাজ করতে লাগল। তখনই চোখে পড়ল লোকটার স্বাস্থ্য ভাল, কিন্তু তার ডান পা শেষ হয়েছে হাঁটুতে, একটা কাঠের খোঁটা লাগানো আছে সেখানে। এই তাহলে সেই কাঠের পাওয়ালা আততায়ী জোনাথান স্মল!

ওদিকে তার পাশে এতক্ষণ কালো পিণ্ডের মত যে জীবটা পড়েছিল, হিংস্র গলায় চেঁচিয়ে সেটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অবাক হয়ে দেখলাম সেটা একটা পিগমি বা ক্ষুদে মানুষ, জঙ্গলের বাসিন্দা। একরাশ কালো চুলে ঢাকা মাথাটা যেমন পেল্লায় তেমনই বেঢপ। তাকে দেখেই

হোমস রিভলভার বের করল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও বের করলাম আমার সার্ভিস রিভলভার। কালো কম্বলে গা ঢাকা থাকার ফলে শুধু তার মুখটুকু দেখা যাচ্ছে, আর সে মুখের হাবভাব এত ভয়ানক হিংস্র যে একবার দেখলেই প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হতে চায়।

'ওর হাতের দিকে নজর রাখো, ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'হাত তুললেই গুলি করবে।'

দুটো লঞ্চের মধ্যে এখন ব্যবধান খুব কমে আসছে। অরোরা এসে গেছে আমাদের হাতের নাগালে। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে কাঠের পাওয়ালা শয়তান আমাদের পিণ্ডিশ্রাদ্ধ করছে, পাশে দাঁড়িয়ে দাঁত খিঁচোচ্ছে জংলি বামন সঙ্গী, তার পাপের দোসর। লণ্ঠনের হলদে আলোয় বামনের বড়ো বড়ো হিংস্র দাঁত ঝকঝক করছে, মুখে ফুটে উঠেছে জিঘাংসা।

লঞ্চ আরেকটু কাছে এগোতেই সেই বামন কম্বলের তলা থেকে কলের মত লম্বা একখানি কাঠ টেনে বের করে ঠোঁটে চেপে ধরল। নিমেষে গর্জে উঠল হোমস আর আমার রিভলভার। দুহাত ওপরে তুলে জংলিটা লকলক করে একবার কেঁপে উঠে ছিটকে গিয়ে পড়ল নদীর জলে। স্রোতের টানে তলিয়ে যাবার মুহূর্তে যে আগুনপানা চাউনি আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিল সে তা বহুদিন ভুলতে পারিনি। সঙ্গে সঙ্গে কাঠের পাওয়ালা শয়তান ছুটে এসে হালের ওপর লাফিয়ে পড়তেই চাকা গেল ঘুরে, গোঁত্তা মেরে টেমসের দক্ষিণ তীরের দিকে সরে গেল অরোরা। আমরাও পাক খেয়ে তার পিছু নিলাম। দেখতে দেখতে তীরের কাছে পৌঁছোল অরোরা। আঁধারে চারদিক খাঁ খাঁ করছে। তীরে কোথাও বদ্ধ জলা, কোথাও পথে শ্যাওলা আর জলজ উদ্ভিদে ভর্তি কাদার প্যাচপেচে মাঠ। অরোরার মুখ বেগে জল থেকে ধেয়ে গেল কাদা প্যাচপেচে মাঠের দিকে — লঞ্চের সামনের মুখ ঠেলে উঠল ওপর পানে, পেছনের দিকটা বসে গেল নদীর জলে। সেই মুহূর্তে কাঠের পা নিয়ে ডাঙ্গায় লাফিয়ে পড়ল আততায়ী। কিন্তু ডান হাঁটুর সঙ্গে আঁটা তার সেই কাঠের খোঁটা পুরোটা ডুবে গেল কাদার মধ্যে, অনেক টানা হ্যাঁচড়া করেও সে সেই খোঁটা কাদার বুক থেকে টেনে তুলতে পারল না, বরং চেঁচামেচি করে টানাহেঁচড়া করার ফলে কাঠের খোঁটা আরও শক্ত হয়ে গেঁথে গেল কাদা মাটিতে। ততক্ষণে আমরাও তীরে পৌঁছে গেছি। দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে তাকে পেঁচিয়ে কাঠের খোঁটা সমেত টেনে তুলতে হলো কাদামাটি থেকে। গোমড়া মুখে মর্ডেকাই স্মিথ ছেলেকে নিয়ে বসেছিল লঞ্চে, হোমসের হুকুমে তারা সুড়সুড় করে নেমে উঠে এল পুলিশ লঞ্চে, অরোরাকে আমাদের লঞ্চের সঙ্গে বেঁধে বহু কসরৎ করে আবার জলে ভাসানো হল। অরোরার পেছনের ডেকে পড়েছিল একটা লোহার বাক্স, তার গায়ে ভারতীয় শিল্পের কারুকার্য খোদাই করা। বুঝতে বাকি রইল না এই গুপ্তধনের বাক্স, ভাবি, চাবি নেই। ধরাধরি করে তা বয়ে নিয়ে আসা হল পুলিশ লঞ্চের কেবিনে। পুলিশ লঞ্চ এবার স্টার্ট নিয়ে স্বাভাবিক গতিতে মুখ ঘুরিয়ে যেদিক থেকে রওনা হয়েছিল সেদিক দিয়ে চলল। জলের ভেতর চারদিকে সার্চলাইট ফেলা হল। কিন্তু গহন জঙ্গলের বাসিন্দা সেই বেঁটে শয়তানের হদিস মিলল না। স্রোতের প্রবল টানে টেমসের অতলে সে তলিয়ে গেছে।

'দ্যাখো! ওয়াটসন দ্যাখো!' লঞ্চের খোলে নামার সময় কাঠের পাটাতনের দিকে ইশারা করল হোমস, 'দ্যাখো, গুলি ছুঁড়তে দেরি করে ফেলেছিলাম।' অবাক হয়ে দেখি কাঠের গায়ে বিঁধে গেছে বিষাক্ত কাঠের কাঁটা, যার খোঁচায় খুন হয়েছেন থেডিয়াস শোল্টোর যমজ ভাই বার্থোলোমিউ। হোমস আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেও ভয়ে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল, অল্পের জন্য নিক্ষিপ্ত নিশ্চিত মরণের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি ভেবে। দু'জনের গুলি খেয়ে জলে পড়ে যাবার আগে বেঁটে শয়তান তার ব্লো পাইপে ফুঁ দিয়ে আরেকটা কাঁটা ছুঁড়েছিল আমাদের দিকে। হোমস আর আমি দুজনের যে কোনও একজনের মাথায় তা বেঁধেনি অল্পের জন্য, কানের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে কখন তা গেঁথে গেছে লঞ্চের পাটাতনের ওপর, আঁধারে প্রবল উত্তেজনার মধ্যে তা টেরও পাই নি।

দশ

আগ্রার লুঠ করা দৌলত

কাঠের পাওয়ালা কয়েদি জোনাথান স্মলকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে পুলিশ লঞ্চের কেবিনে. তার সামনে রাখা আছে অরোবা থেকে নিয়ে আসা সেই লোহার বাক্স।

স্মলের গায়ের রং রোদে পোড়া, মুখখানা যেন মজবুত মেহগনি কাঠ খোদাই করে তৈরি। অগুনতি বলিরেখায় ভর্তি সে মুখের দিকে একপলক তাকালেই বোঝা যায় জীবনের অনেকটা সময় খোলা আকাশের নিচে রোদ জল ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে কাটিয়েছে সে। দাড়ি ঢাকা চিবুকের গড়নে সংকল্পসিদ্ধির লক্ষণ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। পাক ধরেছে কোঁকড়ানো কালো চুলের আনাচে কানাচে। এমনিতে বদখত দেখতে না হলেও মোটা ভুরু আর উদ্ধত চিবুক রাগের মুহূর্তে ভয়ানক করে তোলে তার মুখখানা, খানিক আগে নদীর বুকে পিছু নেবার সময় সেই ভয়ানক মুখ নিজের চোখে দেখেছি। হাতকড়া আঁটা হাত দু'খানা কোলের ওপর রেখে আগুনহানা চাউনি মেলে স্মল তাকিয়ে আছে লোহার বাক্সটার দিকে। মনে হল, রাগ নয়, এই মুহূর্তে তার চাউনিতে হারেভাবে দুঃখ আর পরিতাপ ফুটে উঠেছে।

'জোনাথান স্মল', চুরুট ধরিয়ে বলল হোমস, শেষকালে ফলটা এমনই দাঁড়াল বলে আমি দুঃখিত।'

'আমিও', স্মল মুখ তুলল, 'বাইবেল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি মিঃ শোল্টোকে খুন করা দূরে থাক আমি ওঁকে ছুঁয়েও দেখিনি। ওঁকে খুন করেছে ঐ বেঁটে বাঁদর টোঙ্গা, আচমকা তীর ছুঁড়ে খতম করল ওঁকে। আমি বলার আগেই। রাগে দড়ি দিয়ে আচ্ছা মার মেরেছিলাম হতভাগাকে, চাবকে ছাল তুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু মারলে কি হবে ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে।'

'নাও, চুরুট খাও, আর ফ্লাস্ক থেকে এক ঢোঁক ব্র্যাণ্ডিও নাও। আচ্ছা, এবার বলো তো ঐ বেঁটে পলকা বামনটা মিঃ শোল্টোকে সামলাবে আর সেই ফাঁকে তুমি দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসবে এটা তুমি আশা করলে কি করে?'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন ঘটনাগুলো সব আপনার সামনে ঘটেছে। আসলে আমি ভেবেছিলাম ঐ সময় ঘর ফাঁকা থাকবে, ভেতরে কেউ থাকবে না। ও বাড়িতে কে কখন জাগে, কখন খেতে যায়, কখন শোয় সব খবর জোগাড় করেছিলাম। জানতাম মিঃ শোল্টো ঐ সময় নিচে খেতে যাবেন। মিঃ শোল্টোর বদলে ওর বাপ মেজর বুড়ো ঐভাবে মরলে মনে দুঃখ থাকত না। কিন্তু সত্যি বলছি ওঁর ছেলেকে আমি মারতে চাইনি। বাপের মত উনি তো আমার সঙ্গে শত্রুতা করেননি। তবুও মাঝখান থেকে ভদ্রলোকের খুনের দায়ে জড়িয়ে গেলাম।'

'তোমার কেসের তদন্ত করছেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অফিসার মিঃ অ্যাথেলনি জোন্স, উনিই তোমাকে নিয়ে আসবেন আমার বাড়িতে। তখন যা যা ঘটেছে বলবে, আমি সব লিখে নেব। সবকথা খুলে বললে আমি তোমার উপকারে আসতে পারি। বিষটা যে কত মারাত্মক আমি জানি, তুমি ঘরে গিয়ে ঢোকার আগেই মিঃ শোল্টো মারা যান আমি তা প্রমাণ করতে পারব।'

'ঠিকই ধরেছেন স্যার। জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই দেখি মিঃ শোল্টোর মাথা ঝুলে পড়েছে, দাঁত বের করে অদ্ভুত হাসি হাসছেন আমার দিকে তাকিয়ে। দেখে চমকে গেলাম, তারপরেই বুঝলাম কি হয়েছে। মারতে মারতে বেঁটে বাঁদরটাকে আধমরা করে ফেললাম, ও প্রাণে বাঁচতে দৌড়ে পালাল সামনে থেকে। যাবার আগে ওর পাথর বাঁধা লাঠি আর তীরের থলে ভুল করে ফেলে এল। এখন মনে হচ্ছে ওগুলোকে সূত্র হিসেবে কাজে লাগিয়েই আমার পিছু নিতে পেরেছিলেন। তবে ওইসব সূত্র এতদিন মাথার ভেতর ধরে রেখেছিলেন কি করে জানি না। আপনি যেই হোন না কেন, জানবেন, আপনার ওপর আমার এতটুকু রাগ নেই।' তিক্ত হাসি

হেসে স্মল বলল, 'এমনই পোড়াকপাল আমার আন্দামান জেলে সাগরের ঢেউ ভাঙ্গার পাথর বসিয়ে কাটালাম জীবনের অর্ধেক সময়, বাকি সময়টুকু কাটুক ডার্টমুর জেলের নর্দমা খুঁড়ে। অথচ এই আমারই পাঁচ লাখ পাউণ্ডের ওপর ন্যায্য অধিকার আছে। সওদাগর আসমতকে যেদিন দেখেছি আর আগ্রার ধনরত্নের ওপর যেদিন থেকে লোভের নজর পড়েছে সেদিন থেকে আমার কপাল পুড়েছে, জীবনের ওপর নেমে এসেছে অভিশাপ। ঐ দৌলত এ পর্যন্ত কাউকেই অভিশাপ ছাড়া আর কিছু দেয়নি। মণিমুক্তোর আসল মালিক নিজে হয়েছে খুন, মেজর শোল্টোকে দিয়েছে আতঙ্ক আর অপরাধবোধ, আর আমাকে দিয়েছে জীবনভর গোলামি।'

'বাঃ, দিব্যি গালগল্পের আসর জমিয়ে বসেছেন দেখছি,' কেবিনে উঁকি দিয়ে বললেন অ্যাথেলনি জোনস, 'একেবারে ফ্যামিলি পার্টি। ফ্লাস্কটা একবার দিন হোমস, একঢোক গলায় ঢেলে নিই, এ কেসের সাফল্যের জন্য আমাদের সবার কৃতিত্ব আর অভিনন্দন প্রাপ্য। জংলি বাঁটকুলটাকে জ্যান্ত ধরতে পারলাম না বলে দুঃখ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু এছাড়া কিছু করারও ছিল না। অরোরার নাগাল পেতে আপনার হাতও কম নয় হোমস। কত মেহনত করে ওকে কাদা থেকে তুলতে হয়েছে তা আমিই জানি।'

'সব ভাল যার শেষ ভাল', হোমস বলল, 'তবে অরোরা যে এত জোরে ছুটতে পারে আগে জানা ছিল না।'

'ঠিকই বলেছেন,' সায় দিলেন জোনস, 'মর্ডেকাই স্মিথ বলছিল টেমস নদীতে অরোরার চেয়ে জোরে যাবার ক্ষমতা কোন স্টিমলঞ্চের নেই। একা লোক, ইঞ্জিন সামলানোর লোক আরেকজন থাকলে নাকি ওর নাগাল পেতাম না। তবে হ্যাঁ, নরউডে যা ঘটেছে তার সঙ্গে স্মিথ জড়িত নয়, এ ব্যাপারে কিছুই সে জানেনা।'

'স্মিথ ঠিকই বলেছে,' জোনাথান স্মল বলে উঠল, 'অত জোরে ছোটার ক্ষমতা আর কারও নেই বলেই ওর লঞ্চ ভাড়া নিয়েছিলাম। আমরা কিছুই বলিনি ওকে, তবে প্রচুর টাকা দিয়েছিলাম। গ্রেভসএণ্ডে 'এসমারেল্ডো' জাহাজে তুলে দিতে পারলে আরও দিতাম। ঐ জাহাজে চেপে সোজা পাড়ি দিতাম ব্রেজিলে।'

'বেশ তো, স্মিথ যদি সত্যিই জড়িত না থাকে আমরাও দেখব ওর ওপর যেন অন্যায় না হয়। আমরা যত শীঘ্র চটপট ধরি তত চটপট সাজা দিই না।'

জোনসের কথাগুলো বেশ উপভোগ করছিলাম। এরই মাঝে এই অভিযানের সাফল্যের কৃতিত্ব যে সে নিজের দিকে টানতে চাইছে তা হোমসের হাসিমাখা চাউনি দেখেই বুঝলাম।

'ডঃ ওয়াটসন, রত্নের বাক্সসমেত আপনাকে ভক্সহল ব্রিজে নামিয়ে দেব। কাজটা বেআইনি হচ্ছে বুঝতেই পারছেন। তবু মিঃ হোমসকে যখন কথা দিয়েছি তখন তা রাখার জন্য এতটুকু ঝুঁকি আমি বাধ্য হয়ে নিচ্ছি। দামি জিনিস নিয়ে যাচ্ছেন তাই আপনার সঙ্গে একজন ইন্সপেক্টর দেব। গাড়ি নিয়ে যাবেন তো?'

'হ্যাঁ, গাড়ি নিয়ে যাব।'

'তালা খোলার চাবিটাও নেই। কিন্তু বাক্সে কি আছে তার ফর্দ তো করতেই হবে। আপনাকে তালা ভাঙ্গতে হবে। কি হে স্মল, এর চাবিটা কোথায়?'

'নদীর তলায়', সংক্ষেপে জবাব দিল কয়েদি স্মল।

'হুম্! মিছিমিছি এই ঝামেলাটা না পাকালেও পারতে! যাক। ডাক্তার এত দামি জিনিস নিয়ে যাচ্ছেন, আপনাকে আলাদাভাবে হুঁশিয়ার করার দরকার আছে বলে মনে করি না। থানায় যাবার আগে আমরা বেকার স্ট্রিটের বাসায় থাকব। আপনি ওটা ওখানেই নিয়ে আসবেন।'

ভারি বাক্স সমেত আমায় ওরা ভক্সহলে নামিয়ে দিল, সঙ্গে রইলেন একজন অমায়িক ইন্সপেক্টর। পনেরো মিনিটের ভেতর পৌঁছোলাম মিসেস সিসিল ফরেস্টারের বাড়িতে। কাজের লোকের

মুখে শুনলাম মিসেস ফরেস্টার সন্ধ্যের সময় বেরিয়েছেন, ফিরতে রাত হবে। মিস মর্স্টান বাড়িতেই আছেন। ইন্সপেক্টরকে বাইরে গাড়িতে বসিয়ে রেখে বাক্স হাতে আমি বসার ঘরে এসে বসলাম।

সাদা কাপড়ের পোশাক পরে জানালার ধারে বসেছিলেন মিস মর্স্টান। আমায় দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, খুশির পরশে গালে দেখা দিল রক্তিমাভা।

'ভাবতেই পারিনি আপনি এসেছেন,' বললেন মিস মর্স্টান, 'বলুন আর কি খবর এনেছেন।'

'খবরের চেয়েও ভাল জিনিস এনেছি', ইশারায় বাক্সটা দেখিয়ে বললাম, 'এর মধ্যে রয়েছে সেই ঐশ্বর্য যার কিছু অংশ আপনারও প্রাপ্য।' জোর করে মুখে হাসি এনে কথাগুলো বললেও ভেতরে ভেতরে আমার বুক যে ভেঙ্গে যাচ্ছে তা স্পষ্ট অনুভব করলাম।

'এই সেই গুপ্তধন?' ঠাণ্ডা গলায় বললেন মিস মর্স্টান।

'সেই গুপ্তধন অর্ধেক আপনার, বাকি অর্ধেক থেডিয়াস শোল্টোর। আপনার মত ধনী মহিলা ইংল্যাণ্ডে এই মুহূর্তে খুব কমই আছেন জানবেন!'

'সব কিছুর জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব, ডঃ ওয়াটসন', বললেন তিনি।

'মোটেও না।' জোর গলায় বললাম। 'কৃতজ্ঞতা জানাতে হলে জানাবেন মিঃ শার্লক হোমসকে। ওঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তি পেছনে না থাকলে এই গুপ্তধন উদ্ধার করা সম্ভব হত না।'

'কিভাবে উদ্ধার করলেন বলুন শুনি।'

তদন্তের শেষ পর্যায়ে হোমসের নিরাশ হওয়া থেকে আরোবার পিছু নেওয়া, স্মলকে গ্রেপ্তার করা আর তার জংলি সঙ্গীর সলিলসমাধি সবিস্তারে শোনালাম। একচুলের জন্য বিষমাখানো কাঁটা গায়ে বেঁধেনি শুনে ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাঁর মুখ।

'বাক্সটা দেখতে ভারি সুন্দর,' লোহার বাক্সের ওপর ঝুঁকে মিস মর্স্টান বললেন, 'কিন্তু এর চাবি কোথায়?'

'টেমসের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে স্মল।'

'মিসেস ফরেস্টারের ফায়ারপ্লেস খোঁচানোর শিকটা বরং নিয়ে আসি,' বলে উঠলেন তিনি।

লোহার শিক ঢুকিয়ে জোরে চাপ দিতেই উপড়ে গেল লোহার কব্জা; কিন্তু ডালা খুলে দু'জনেই অবাক। বাক্সের ভেতর কিছু নেই, একেবারে ফাঁকা।

'ধনরত্ন কিছুই তো ভেতরে নেই ডঃ ওয়াটসন,' মিস মর্স্টান বললেন, 'সব উধাও।' কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভেতর থেকে একটা বড় বোঝা যেন নেমে গেল। অভিশপ্ত এই ঐশ্বর্য যে বোঝার মত চেপে বসেছিল আমার বুকে তা আগে টের পাইনি। এই টের পাওয়াটা অন্যায় এবং অনুচিত তা মানছি, তবু সেই মুহূর্তে আমাদের দুজনের মধ্যে ঐশ্বর্যের ব্যবধান ঘুচে গেল ভেবেই খুশি হয়েছিলাম।

'বাঁচা গেল!' কে যেন আমার ভেতর থেকে ঐ কথাটা বলে উঠল।

'একথা কেন বলছেন?' জানতে চাইলেন মিস মর্স্টান।

'তোমাকে আবার কাছে ফিরে পেলাম' বলে তার হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে উত্তর দিলাম, সে একবারও হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না। 'মেরি', বুকের কাছে নিয়ে এসে তার কানে কানে চাপাগলায় বললাম, 'তোমায় সত্যিই ভালবাসি। পুরুষ নারীকে যেভাবে হৃদয়মন সঁপে দেয়, সেইভাবে আমিও তোমায় তা সঁপে দিয়েছি, এই ঐশ্বর্য একথা বলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐশ্বর্য এখন আর নেই, তাই সে বাধাও কেটে গেছে। মেরি, তাই বললাম, 'বাঁচা গেল।'

'তাহলে আমিও তোমার মত বলব, 'বাঁচা গেল', চাপা গলায় বলে উঠল মেরি, 'আঃ, গুপ্তধন না পেয়ে সত্যিই বাঁচলাম!'

সে রাতে কেউ ঐশ্বর্য হারিয়েছে, কিন্তু আমি যে ঐশ্বর্য পেয়েছি তার কাছে সে ঐশ্বর্য তুচ্ছ।

এগারো
জোনাথান স্মলের কাহিনী

'কি বললেন, বাক্স খালি, ভেতরে কিছু নেই?' মিস মর্সটানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে সঙ্গী ইন্সপেক্টরকে খালি বাক্সটা দেখাতে তিনি আক্ষেপের সুরে বললেন, 'গুপ্তধন ভেতরে থাকলে স্যাম ব্রাউন আর আমি দুজনেই দশ লক্ষ পাউণ্ড হিসেবে পুরস্কার পেতাম।'

'পুরস্কারের জন্য এত হাপিত্যেশ?' আমি বললাম, 'মিঃ থেডিয়াস শোল্টো ধনী লোক, খালি বাক্স পেলেও উনি আপনাদের ঠিকই পুরস্কার দেবেন।'

'কাজটা কিন্তু ভাল হল না,' আশ্বাস পেয়েও শান্ত হলেন না ইন্সপেক্টর, 'মিঃ অ্যাথেলনি জোনসও একই কথা বলবেন।'

বেকার স্ট্রিটে ফিরে এসে দেখি অ্যাথেলনি জোনস হোমসকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করতে কয়েদি জোনাথান স্মলকে এনে হাজির করেছেন। গুপ্তধনের বাক্স খালি শুনে স্মল হো হো করে হেসে উঠল।

'এ তাহলে তোমারই কাজ, স্মল,' কয়েদির দিকে তাকিয়ে রেগে উঠলেন জোনস।

'ঠিক ধরেছেন,' স্মল বলল। 'ওগুলো এমন জায়গায় ফেলতে ফেলতে গেছি যেখান থেকে জীবনেও আর তুলে আনতে পারবেন না! এ ধনদৌলত আমার। কিন্তু আমিই যখন পেলাম না, তখন আর কাউকে তা পেতে দেব না! আবারও বলছি, আন্দামান জেলের কয়েদি ব্যারাকের তিনজন আর আমি নিজে, এই চারজন ছাড়া ঐ ধনসম্পদের ওপর আর কারও অধিকার নেই: এ পর্যন্ত আমি যা কিছু করেছি সব আমাদের চারজনের স্বার্থেই করেছি। আমি জানি আমি যা করছি ওরা হলে তাই করত, শোল্টো বা মর্সটানের ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেবার বদলে ওরাও আমারই মত তা টেমসের জলে ফেলে দেওয়াই ঠিক মনে করত। ওদের ধনী বাবার জন্য আসমতকে খুন করিনি আমরা। যেখানে বাক্সের চাবি আর বামন টোঙ্গার লাশটা পাবেন সেখানেই ধনরত্নের হদিশ পাবেন। যখন দেখলাম আপনাদের লঞ্চ আমাদের ঠিকই ধরে ফেলবে তখনই লুঠের মাল ঐ নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রাখলাম। এযাত্রায় আপনারা টাকাকড়ি কিছুই পেলেন না।'

'তুমি আমাদের ঠকাচ্ছো, স্মল,' অ্যাথেলনি জোনস বললেন, 'ধনরত্ন ঐভাবে জলে না ফেলে বাক্সসমেত ফেলে দিলেই তো পারতে।'

'আমার পক্ষে বাক্সসমেত ছুঁড়ে ফেলা সহজ হত আবার সেটা জল থেকে তুলে আনা আমাদের পক্ষে খুব সহজ হত,' আড়চোখে তাকিয়ে ধূর্ত হাসি হাসল স্মল, 'এত বুদ্ধি খাটিয়ে যিনি আমার পিছু নিয়েছেন ধনরত্ন বোঝাই একটা বাক্স নদীর জল থেকে উদ্ধার করা তাঁর পক্ষে খুব কঠিন কাজ হত না। কিন্তু এখন সেগুলো পাঁচমাইল অথবা তারও বেশি দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, তাই সেগুলো তুলে আনা খুব কঠিন কাজ হবে। যখন দেখলাম আপনারা আমাদের প্রায় ধরে ফেলেছেন তখন রাগে দুঃখে পাগল হয়ে উঠলাম। আর তখনই এই বুদ্ধিটা এল মাথায়! হীরে মুক্তো চুনি পান্না মুঠো মুঠো করে ছড়ানোর সময় দুঃখে শোকে বুক ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু এখন আর কোনও দুঃখ নেই। অনেক উত্থান পতনের ভেতর দিয়ে আমার জীবন কেটেছে। দুধ উপচে পড়ে গেলে তার জন্য কান্নাকাটি করা বৃথা এই শিক্ষা জীবনে পেয়েছি।'

'বুঝতে পারছ না স্মল,' মিঃ জোনস বললেন, 'ব্যাপারটা ভয়ানক গুরুতর। আইনকে এভাবে কলা না দেখিয়ে সাহায্য করলে বিচারের সময় কিছু সুবিধা পেতে, সাজার পরিমাণও কম হত।'

'আইন! বিচার!' হিংস্র পশুর মত দাঁত খিঁচিয়ে গর্জে উঠল স্মল, 'ভুলে যাবেন না আমি জেলখাটা আসামি, আইন আদালতের হালচাল আমার খুব ভাল জানা আছে। এই ধনদৌলত আমার, আমি ভোগ করতে না পারলে আর কে করবে বলতে পারেন? হাড়ভাঙ্গা কঠোর পরিশ্রম

করে একদল রোজগার করবে আর একদল তা ভোগ করবে, এই তো আপনাদের আইনের নমুনা? শুনবেন কিভাবে রোজগার করেছি এই রাজার ঐশ্বর্য? একটানা কুড়ি বছর এমন এক জলাভূমিতে কয়েদির জীবন কাটিয়েছি, যেখানে প্রচণ্ড জ্বরের হাত থেকে কেউ রেহাই পায় না। দিনের বেলা প্রচণ্ড রোদে গরান গাছের নিচে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেছি, রাতের বেলা জঘন্য নোংরা কুঁড়ে ঘরে শেকলবাঁধা অবস্থায় রাত কাটিয়েছি। মশার প্রচণ্ড দাপটে রাতের পর রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। তাদের কামড় খেয়ে ম্যালেরিয়ায় ছটফট করেছি। এর সঙ্গে মিলেছে কালোচামড়ার পুলিশের অকথ্য অত্যাচার, সঙ্গে লাঠি আর চাবুক, মেরে গায়ের ছাল ছাড়িয়ে কি সুখ পেত তারা কল্পনা করতে পারবেন না। এত কষ্ট সহ্য করে অর্জন করেছি আগ্রার দৌলত আর আপনি আমায় আইনের মহিমা শোনাচ্ছেন? অন্যের হাতে তুলে দেব বলেই কি এত কষ্ট আর অত্যাচার সয়ে ওই ঐশ্বর্য অর্জন করেছি? আমি গায়ের ঘাম ঝরিয়ে জেলের ঘানি ঘুরিয়ে দিন কাটাব আর একজন আমারই ঐশ্বর্য নিয়ে প্রাসাদে বসে রাজার হালে দিন কাটাবে? মাফ করবেন, এর চেয়ে খুন করে ফাঁসিতে ঝোলা কিংবা নিদেনপক্ষে টোঙ্গার বিষমাখানো কাঁটার খোঁচা খেয়ে মরা ঢের ভাল।' বলতে বলতে তার দুচোখ আগুনের মত জ্বলে উঠল।

'স্মল, তুমি ভুলে যাচ্ছো তোমার কাহিনী এখনও আমাদের শোনা হয়নি,' শান্তগলায় বলল হোমস, 'তাই কতটা অন্যায় তোমার প্রতি করা হয়েছে তার বিচার আমরা করতে পারছি না।'

'আপনার জন্যই যে আমি ধরা পড়েছি তা আমার জানতে বাকি নেই,' স্মল বলল, 'তবু আপনার কথা আর ব্যবহার খুব ভাল, আপনার কথাগুলোও বেশ স্পষ্ট, সেজন্য আপনার ওপর আমার কিন্তু এতটুকু রাগ নেই। আমার কাহিনী যখন শুনতে চাইছেন তখন তা গোপন করব না, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আমার বক্তব্যের প্রতিটি কথা সত্যি। ধন্যবাদ, গ্লাসটা পাশে রাখুন, গলা শুকিয়ে গেলে ভিজিয়ে নিতে পাবব।'

উরস্টারশায়ারের লোক আমি, জন্মেছি পার্কশায়ারের কাছে গ্রামে, এ এলাকায় কখনও গেলে স্মল পদবির প্রচুর লোক পাবেন। বাড়ির লোকেরা ছিল ধার্মিক, পরিশ্রমী, নিয়মিত গির্জায় যেত, এলাকার মানুষ তাদের সম্মান করত। অন্যদিকে ছোটবেলা থেকেই আমি হয়ে উঠেছিলাম ভবঘুরে বাউণ্ডুলে। আঠারোতে পা দিতে বাড়ির লোকেরা বুঝিয়ে দিল আমার ওপর তাদের কোনও আশা ভরসা নেই। এক মেয়েঘটিত কেলেংকারিতে জড়িয়ে পড়লাম। ব্যাপারটা অনেকদূর গড়ানোর আগেই সেনাবাহিনীতে নাম লেখালাম। থার্ডবাফস্ বাহিনী তখন ভারতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে, আমার ঠাঁই হল সেখানে।

ভারতে এসে সবে কুচকাওয়াজ আর বন্দুক চালানো রপ্ত করেছি এমনই সময় একদিন বোকার মত সাঁতার কাটতে নামলাম গঙ্গায়। বাহিনীর সেরা সাঁতারু জন হোল্ডার ছিল আমার কোম্পানির সার্জেন্ট, সেও আমার সঙ্গে সেদিন জলে নেমেছিল। জলে নেমে সাঁতরে নদীর মাঝ বরাবর এসেছি এমন সময় একটা কুমির আমায় তাড়া করল। পালাবার আগেই সে জলের নিচে আমার ডানপায়ের হাঁটুর ওপর থেকে কামড়ে কেটে নিল। প্রচণ্ড রক্তপাত আর যন্ত্রণায় জলের ভেতর অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। সার্জেন্ট হোল্ডার জলে না নামলে সেদিন আমার আর বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না। সেই-ই আমাকে টেনে তীরে নিয়ে এল। আমায় পাঠানো হল হাসপাতালে। পাঁচ মাস বাদে ডান হাঁটুতে পায়ের খোঁটা এঁটে আমায় ছেড়ে দেওয়া হল। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে জানতে পারলাম একটা পা বরবাদ হয়ে যাবার দরুন সেনাবাহিনী থেকে আমার চাকরি গেছে। কুড়িতে পা দেবার আগেই পঙ্গু হওয়ায় খেটে খাবার সব যোগ্যতা হারালাম।

দুর্ঘটনায় পা বাদ যাবার পরে বাহিনীর কর্ণেলের নজরে পড়েছিলাম। স্নেহ ভালবাসা না বলে ওঁর করুণার পাত্র হয়ে উঠেছিলাম বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হবে। আমাদের বাহিনী তখন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কাছে 'মুত্রা' বলে এক জায়গায় ছাউনি ফেলেছে। কাছাকাছি থাকতেন

অ্যালেন হোয়াইট নামে এক ইংরেজ নীলকর, আমাদের বাহিনীর কর্ণেল ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নীলের ক্ষেতের কুলিদের কাজকর্মের ওপর নজর রাখার জন্য একজন লোক তাঁর দরকার হয়েছিল, কর্ণেলের সুপারিশে মিঃ অ্যালেন হোয়াইট সেই চাকরিতে বহাল করলেন আমায়। কাজটা আমার পছন্দ হল, মাইনেপত্রও ভাল, থাকার জায়গাও ছিল। মিঃ হোয়াইট ছিলেন ভাল, প্রায়ই এসে খোঁজখবর নিতেন।

এরই মধ্যে বেধে গেল সিপাহী বিদ্রোহ। সিপাহীদের ধারে কাছে যত অসামরিক শ্বেতাঙ্গ পরিবার ছিল সবাই ঘরবাড়ি বিষয়সম্পত্তি ফেলে টাকাকড়ি নিয়ে পায়ে হেঁটে আগ্রায় গিয়ে আশ্রয় নিল। একদিন আচমকা সিপাহিরা হানা দিল নীলকুঠিতে, কেরানি মিঃ ডসন তাঁর স্ত্রী আর মিঃ হোয়াইটকে খুন করে নীলকুঠিতে আগুন লাগিয়ে দিল। তারপর সিপাহিদের ঐ তাণ্ডবের বলি হয়ে আমার নীলকুঠির চাকরি যেমন গেল শেষ হল আমার সুখের দিন। প্রাণ বাঁচাতে কোনমতে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হলাম আগ্রায়, সেখানে পুরোনো কেল্লায় আশ্রয় নিলাম। অসামরিক লোক আর ব্যবসায়ীদের নিয়ে এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এখানে গড়ে উঠেছিল, কাঠের পা নিয়ে আমি তাতে যোগ দিলাম।

কেল্লার ভেতরে ছিল অগুনতি দরজা আর জানালা। কেল্লার মাঝখানে ছিল আমাদের শান্ত্রীদের গুমটি। এছাড়া প্রত্যেক দরজায় শ্বেতাঙ্গ আর অনুগত সিপাহিদের নিয়ে পাহারার আলাদা ব্যবস্থা। কেল্লার দক্ষিণ পশ্চিমে এক দরজায় রাতের বেলা পাহারা দেবার দায়িত্ব আমায় দেওয়া হল। দু'জন পাঞ্জাবি সিপাহি রইল আমার অধীনে। এরা দু'জনেই লম্বা, চোখমুখ দেখলে আতঙ্ক জাগে মনে। একজনের নাম মাহোমেত সিং, আরেকজন আবদুল্লা খান। দু'জনেই ইংরেজি বলত ভাল কিন্তু গোড়ায় আমার সঙ্গে দু'রাত তেমন কথাবার্তা বলল না। আমি গেটের বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে, নদীর ওপার থেকে বন্দুকের গুলি, লাখো সিপাহির উন্মত্ত চিৎকার, ড্রাম পেটানোর আওয়াজ এসব শুনতে শুনতেই আমার সময় কেটে গেল, তারই মাঝে মাঝে দু'ঘণ্টা পরপর ডিউটি অফিসার টহলে বেরিয়ে দেখে গেল সব ঠিকঠাক আছে কিনা।

পাহারায় বহাল হবার পরে তৃতীয় রাতে ঘটল এক ঘটনা। পাইপ ধরাব বলে দেশলাই জ্বালাতে যাব ঠিক তখনই পাঞ্জাবি দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর — একজন কপালে রাইফেলের নল ঠেকাল, আরেকজন গলায় ছোরা ঠেকিয়ে বলল টুঁ শব্দ করলেই আমায় শেষ করে ফেলবে।

ভাবলাম বিদ্রোহীরা কেল্লা দখল করার মতলবে ওদের দলে ভিড়িয়েছে। চেঁচিয়ে উঠতে যাব ঠিক তখনই ওদের একজন চাপা গলায় বলল, 'সাহেব যা ভাবছ আমরা তা নই, বিদ্রোহীরা নদীর এপারে আসেনি।' শুনে আমি নিজেকে সামলে নিলাম, মনে ভাবলাম দেখি ওরা কি চাইছে।

'তিন মিনিট সময় আপনাকে দিলাম,' আবদুল্লা খান গলায় ছুরি ধরে চাপাগলায় বলল, 'বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক হবেন না জান দেবেন, জলদি ভেবে ঠিক করুন।'

শুনে চমকে গেলাম, বললাম, 'বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক কে না হতে চায়। কিন্তু কিভাবে কোন পথে তা আমার হাতে আসবে?'

'তাহলে আপনার বাবা, মা এবং ধর্মের নামে দিব্যি করুন আজ, কাল বা পরে কখনও আমাদের দিকে হাতিয়ার তুলবেন না, কখনও কোনও অবস্থাতেই আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না?'

'যদি কথা দাও কেল্লা দখল করবে না শুধু তাহলেই দিব্যি করব।' আমি বললাম।

'তাহলে আমরা দুজনেও কসম খাচ্ছি লুটের বখরা আপনি পাবেন, আগ্রার দৌলতের চার ভাগের একভাগ আপনি পাবেন, সাহেব।'

'কিন্তু এখানে তো আমরা তিনজন,' আমি বললাম, 'তাহলে চারভাগ হবে কেন?'

'দৌলত যার কাছে আছে সেই সওদাগর আসমতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে দোস্ত আকবর, সেও আমাদের লোক, তাই তাকেও একটা বখরা দিতে হবে। আবদুল্লা খান এরপর যে পরিকল্পনা

শোনাল তা এরকম। উত্তর প্রদেশের এক রাজা তাঁর নিজের ধনরত্নের অর্ধেক লোহার বাক্সে ভরে এক বিশ্বাসী ভৃত্যের হাতে দিয়ে আগ্রা কেল্লায় পাঠাচ্ছেন, বাকি অর্ধেক রেখেছেন নিজের প্রাসাদে। এই রাজা শ্বেতাঙ্গ আর বিদ্রোহী দুপক্ষের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন। স্বার্থপর এই মানুষটি বিশ্বাস করেন যুদ্ধে যেই জিতুক তাঁর ধনরত্নের অর্ধেক ঠিকই বেঁচে যাবে। তাঁর বিশ্বাসী ভৃত্য আসমত নাম নিয়ে সওদাগর সেজে অর্ধেক ধনরত্ন নিয়ে রওনা হয়েছে। কেল্লার দিকে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে আবদুল্লা খাঁর পালিত ভাই দোস্ত আকবর। তার মুখ থেকেই আবদুল্লা খান সব জেনেছে, তারপর ধনরত্ন হাতিয়ে নেবার মতলব এঁটে জুড়িদার মাহোমেত সিংকেও ষড়যন্ত্রে সামিল করেছে। খানিক বাদে তারা এসে হাজির হল, একজন বেঁটে মোটা, কাপড়ে মোড়া বড় বাক্স হাতে, আরেকজন লম্বা কালো, মুখের দাড়ি নেমে এসেছে কোমর পর্যন্ত। আমার প্রশ্নের জবাবে বেঁটে লোকটা জানাল তার নাম আসমত, পেশায় সওদাগর। কিছু পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন বাক্সে ভরে নিয়ে বিদ্রোহীদের হাত থেকে বাঁচতে সে এসেছে আগ্রার পুরোনো কেল্লায় আশ্রয় নিতে। আমি তাকে ভেতরে নিয়ে যাবার হুকুম দিলাম। খানিক বাদেই শুনলাম আর্তনাদ, ফিরে দাঁড়িয়ে দেখি মোটা লোকটা তার পোঁটলা নিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে আসছে আর যে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল সেই লম্বা লোকটা ছুরি হাতে তাকে তাড়া করছে। কাছাকাছি আসতেই মোটা লোকটার দু'পায়ের ফাঁকে আমি হাতের রাইফেলের বাঁটটা গলিয়ে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সে হুমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়ল। পেছনের লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোরা বসিয়ে দিল তার বুকে, তখনই মারা গেল সে। কেল্লার ভেতরে এক হলঘরের মেঝে খুঁড়ে আবদুল্লা আর মাহোমেত আগে থেকেই কবর খুঁড়ে রেখেছিল, আসমতের লাশটা সেই কবরে ঢুকিয়ে ইঁট চাপা দিলাম আমরা চারজন। লোহার বাক্সটা খুলতেই চমকে উঠলাম — হীরে, মুক্তো, চুনি পান্নায় ভেতরটা ঠাসা, এত রত্ন জীবনেও দেখিনি। বারোটা দামি মুক্তো দিয়ে গাঁথা একটা সোনার মুকুটও ছিল ভেতরে। এবার বখরা বুঝে নেবার পালা, কিন্তু এই তাণ্ডবের মধ্যে তা সঙ্গে রাখা নিরাপদ হবে না, ধরা পড়লে বেহাত হবে ভেবে আমরা সেই হলঘরেই এক কোণায় শক্ত দেওয়াল ভেঙে সেখানে বাক্স লুকিয়ে আবার ইঁট ঢুকিয়ে গর্ত বুজিয়ে দিলাম, বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোনও উপায় রইল না। এবার আমরা জায়গাটার চারটে আলাদা ম্যাপ তৈরি করে রাখলাম, প্রত্যেক ম্যাপের নিচে চারজনে একসঙ্গে সই করলাম। পরিস্থিতি যেমনই হোক কেউ কাউকে ঠকাব না এই শপথ নিলাম। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলতে পারি আজ পর্যন্ত সেই কথা আমি ভাঙিনি। গুপ্তধনের বাক্স মিঃ শোল্টোর বাড়ি থেকে উদ্ধার করার পরে একবার খুলেছিলাম, ভেতরে বারোটা সোনার মুক্তো গাঁথা সেই সোনার মুকুটটা কিন্তু চোখে পড়েনি।' স্মলের কথা শুনে হোমস তাকাল আমার দিকে, কিছু না বলে ধীরে ঘাড় নেড়ে বোঝালাম যা বোঝার বুঝেছি — সোনার মুকুট থেকে ঐ বারোটা মুক্তো খুলে নিয়েছিলেন থেডিয়াস শোল্টো, তাঁর বাবা ক্যাপ্টেন মর্সটানের সঙ্গে যে প্রতারণা করেছিলেন তার প্রতিবিধান করতে একটানা ছ'বছর একটি করে মুক্তো উপহার পাঠিয়ে এসেছেন তাঁর মেয়ে মেরি মর্সটানকে।

'এই ঘটনার কিছুদিন বাদেই সিপাহিরা হেরে গেল, বিদ্রোহ ব্যর্থ হল। রাজার ধনরত্ন নিয়ে যে ভৃত্য কেল্লার দিকে রওনা হয়েছিল পেছন থেকে রাজার লোকেরা যে তার ওপর নজর রেখেছে তা তার পথ প্রদর্শক দোস্ত আকবর টেরও পায়নি। আসমত যে ধনরত্ন সমেত কেল্লায় ঢুকেছে এটুকু তারা পেছন থেকে দেখেছিল। এরপর সেই রাজা কেল্লার কর্তৃপক্ষকে সব জানালেন, শুরু হল খানাতল্লাশি। তার ফলে সেই হলঘরের মেঝের নিচ থেকে উদ্ধার হল আসমতের পচা গলা লাশ। অবশ্য ধনরত্নের হদিশ তাঁরা পাননি। এরপর বিদ্রোহের সময় কারা সেই ঘরের পাহারায় ছিল সেই খোঁজখবর নিলেন ওপরওয়ালারা, তার ফলে ধরা পড়লাম আমরা তিনজন, ধরা পড়ল দোস্ত আকবরও। বিচারে আমার ফাঁসির হুকুম হল, ওদের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। পরে

আমার সাজা কমিয়ে ওদের সঙ্গেই দ্বীপান্তরের হুকুম হল। আসমত যার ভৃত্য সেই রাজাকেও ভারত থেকে তাড়ানো হয়েছিল, তাই তার ধনরত্ন কোথায় গেল এ প্রশ্ন তোলার মত লোক ছিল না।

আমাদের চারজনকে প্রথমে জাহাজে চাপিয়ে নিয়ে আসা হল মাদ্রাজে সেখান থেকে আন্দামানের নির্জন ব্লেয়ার দ্বীপের জেলখানায়। কিছু শ্বেতাঙ্গ ছিল সেখানে। রাস্তা তৈরি, নর্দমা খোঁড়া, আলু চাষ আর চুবড়ি বানানো এসব কাজ করতে হত আমাকে। এছাড়া জেলের ছোট ডাক্তারখানাতেও কাজ করতে হত। ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বর বারোমাস লেগেই ছিল, সেই সঙ্গে ছিল অসভ্য জংলি মানুষের ভয় যারা এখনও মানুষের মাংস খায়। নিজেদের জায়গা পেরিয়ে তাদের এলাকায় ঢুকলেই বিষমাখানো কাঁটা এসে বিঁধতে পারে গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। আশপাশে আরও অনেক দ্বীপ ছিল, কিন্তু দুটো দ্বীপের মাঝখানের ব্যবধান কম করে একশো মাইল, তাই পালাবার ইচ্ছে থাকলেও সম্ভব ছিল না।

জেলের ডাক্তার সোমার্টেন আমার ওপর ডাক্তারখানার দায়িত্ব দিয়ে বাড়ি চলে যেতেন, হাসিখুশি মিশুকে এই অফিসারের বাড়িতে রোজ রাতে তাস খেলতে আসতেন অন্যান্য অফিসাররা — এদের মধ্যে ছিলেন, মেজর শোল্টো, ক্যাপ্টেন মর্সটান আর লেফটেন্যান্ট ব্রাউন, এই তিন ফৌজি অফিসার। নামেই তাস খেলা আসলে ওঁরা জুয়ো খেলতেন তা ডাক্তারখানার জানালায় দাঁড়িয়ে ঠিকই দেখতে পেতাম। ফৌজি অফিসারেরা তাসের জুয়া খেলার সব ছলচাতুরি জানতেন না তাই এক এক জন প্রচুর টাকা হারতেন, হেরে গিয়েও পিছু হটতেন না তাঁরা। মোটা টাকার বাজি ধরতেন আর তেমনই গো-হারা হারতেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হারতেন মেজর শোল্টো নিজে। দিনের বেলা প্রচুর পরিশ্রম করতেন আর আকণ্ঠ মদ গিলতেন তিনি যদিও তাঁর শরীরে সইত না।

একদিন রাতে ঘরের বাইরে বসে আছি, এমন সময় দেখি মর্সটান আর শোল্টো বাড়ি ফিরছেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন দুজনে, মনের কথা পরস্পরের কাছে খুলে বলতেন দুজনেই। কানে এল মেজর শোল্টো জুয়োয় অনেকগুলো টাকা হেরেছেন বলে আক্ষেপ করছেন। বলছেন, তাঁর হাত খালি হয়ে এসেছে। শুনে ক্যাপ্টেন মর্সটান বললেন তাঁর নিজেরও একই অবস্থা।

জেলের বাইরে এক জায়গায় আমার রাজার ধনরত্নের বখরা পড়ে রয়েছে অথচ আমি তা ভোগ করতে পারছি না এই ব্যাপারটা মনে পড়লেই খুব দুঃখ পেতাম, জ্বলে পুড়ে মরতাম অক্ষমতার আগুনে। কিন্তু মেজরের নেশা জড়ানো গলায় ঐ আক্ষেপ কানে যেতে একটা মতলব মাথায় এল। ক'দিন বাদে মেজর শোল্টোকে একা পেয়ে বললাম পাঁচলাখ পাউণ্ড স্টার্লিং-এর গুপ্তধন কোথায় আছে আমি জানি। ওটা সরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিলে আমার জেলের মেয়াদ কিছু কমতে পারে।

পাঁচ লাখ পাউণ্ড স্টার্লিং! শুনেই থ হয়ে গেলেন মেজর শোল্টো, চোখের চাউনি দেখে বুঝলাম আমার টোপ উনি গিলেছেন। টাকরায় বঁড়শি গেঁথে গেছে।

'ঐ গুপ্তধনের আসল মালিক কে স্মল?' জানতে চাইলেন মেজর শোল্টো।

'আসল মালিক দেশ থেকে নির্বাসিত, তাই ঐ সম্পত্তির ওপর এখন আর কারো অধিকার নেই,' একটু থেমে বললাম, 'খবরটা তাহলে কলকাতার গভর্নর জেনারেলকে পাঠিয়ে দিই, কি বলেন মেজর?'

'আমার মত যদি শুনতে চাও তাহলে বলব আসল মালিক যখন দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে তখন এত তাড়াতাড়ি তার ধনসম্পত্তি সরকারের হাতে তুলে দিতে চাইছো কেন? অত তাড়াহুড়ো কোর না, শেষে অনুতাপ করবে, কেঁদে বুক ভাসিয়ে, হা হুতাশ করে পার পাবে না। আর, স্মল,

আপত্তি না থাকলে সবকিছু খুলে বলো। জেলের মেয়াদ কমানোর কথা খানিক আগে বলছিলে না? আগে সব বলো শুনি, তারপর ভেবে দেখি তোমার স্বার্থ কিভাবে রক্ষা করা যায়।

ওষুধ ভালমত ধরেছে বুঝে কিছু এদিক ওদিক করে ঘটনাটা ওঁকে শোনালাম। কতকগুলো জায়গা ইচ্ছে করেই চাপতে বা পাল্টে দিতে হল যাতে হাজার চেষ্টা করলেও কেল্লার ভেতরে যেখানে গুপ্তধন রাখা রয়েছে সেই জায়গাটা উনি খুঁজে বের করতে না পারেন। মেজর শোল্টো মন দিয়ে সব শুনলেন, তারপরেই দেখলাম গভীরভাবে চিন্তা করছেন। ভেতরে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে তা তাঁর ঠোঁট কাঁপছে দেখেই আঁচ করলাম। খানিক ভেবে বললেন, 'ব্যাপারটা খুব গুরুতর, দেখো ভুলেও এসব কথা কাউকে বোল না। এখন আমি যাচ্ছি। পরে কথা বলব তোমার সঙ্গে।'

দু'দিন পরে গভীর রাতে মেজর শোল্টো ক্যাপ্টেন মর্সটানকে সঙ্গে নিয়ে লণ্ঠন হাতে এলেন আমার কুঁড়ে ঘরে। 'স্মল,' মেজর বললেন, 'পুরো ঘটনাটা তুমি ক্যাপ্টেন মর্সটানকে একবার শোনাও।' মেজরকে যেমনটি বলেছিলাম, হুবহু তেমনটি তাঁর সামনে শোনালাম ক্যাপ্টেন মর্সটানকে। আমার বলা শেষ হতে মেজর তাকালেন মর্সটানের দিকে, বললেন, 'কি মনে হচ্ছে মর্সটান, ভরসা করে এগোনো যায়?'

মর্সটান ঘাড় নাড়লেন।

আমাদের মধ্যে চুক্তি হল। ঠিক হল গুপ্তধনের পাঁচ ভাগের একভাগ পাবেন ওরা দুজন, সেটা ওঁরা নিজেরা ভাগাভাগি করে নেবেন। হিসেবে তার পরিমাণ দাঁড়াল পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং। আর ওরা তার বিনিময়ে আমাদের এখান থেকে পালাতে সাহায্য করবেন। মেজর শোল্টো গোড়ায় বেঁকে বসেছিলেন। বলেছিলেন আমি যাতে এখান থেকে পালাতে পারি সে ব্যবস্থা উনি করবেন। কিন্তু আমার সঙ্গী বাকি তিন কালা আদমির জন্য ওঁর কোনও দায়দায়িত্ব বা সহানুভূতি নেই, তাদের তিনি এর মধ্যে আনতে রাজি নন। তখন আমি বেঁকে গেলাম, বললাম, 'তা হয় না। গোড়াতেই কসম খেয়েছি আমরা চারজন এই গুপ্তধনের ব্যাপারে থাকব।' মেজর শোল্টোকে দেখলাম খুব দোটানায় পড়েছেন, কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। শেষকালে উনি বললেন আমি যা বলেছি তা একবার উনি নিজে ভারতে গিয়ে যাচাই করে আসতে চান। জানতে চাইলেন, গুপ্তধনের বাক্স কোথায় রাখা আছে। তাঁর প্রস্তাব শুনে আমি বাকি তিন সঙ্গীর সঙ্গে কথা বললাম, স্থির হলো, মেজর শোল্টো আর ক্যাপ্টেন মর্সটান দুজনকেই আগ্রার পুরোনো কেল্লার একটা করে ম্যাপ এঁকে দেব, গুপ্তধন কোথায় আছে ঐ ম্যাপে তার নিশানা থাকবে। গুপ্তধনের বাক্স দেখতে পেলে মেজর শোল্টো সেখানেই রেখে দেবেন। তারপর একটা ছোট ইয়াটে খাবার দাবার আর পানীয় জল তুলে পাঠিয়ে দেবেন আন্দামানে, সেই ইয়াট রাটল্যাণ্ড দ্বীপে নোঙর ফেলবে, আমরা চারজন প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে উঠব সেই ইয়াটে, তারপর মেজর শোল্টো আন্দামানে ফিরে এসে আবার কাজে যোগ দেবেন। তিনি ফিরে এলে ক্যাপ্টেন মর্সটান ছুটি নিয়ে আগ্রায় পুরোনো কেল্লায় আমাদের সঙ্গে দেখা করে নিজের বখরা নেবেন, মেজর শোল্টোর ভাগও তিনিই নেবেন। আমরা চারজন আর ওঁরা অফিসার দু'জন, ছ'জনেই শপথ নিলাম, যা কথা বলে সবাই মিলে স্থির করেছি তার নড়চড় হবে না। রাত জেগে দুটো ম্যাপ তৈরি করলাম, তারপর দুটোতেই সই করলাম আমরা চারজন — আবদুল্লা খান, মাহোমেত সিং, দোস্ত আকবর আর আমি।

সেই ম্যাপ দুটো আমরা মেজর শোল্টো আর ক্যাপ্টেন মর্সটানকে দিলাম। মেজর শোল্টো ছুটি নিয়ে সেই যে ভারতে গেলেন আর ফিরে এলেন না। কিছুদিন বাদে এক ডাক জাহাজের যাত্রী তালিকায় মেজর শোল্টোর নাম ক্যাপ্টেন মর্সটান আমায় দেখালেন। ওঁর মুখে শুনলাম মেজর শোল্টোর এক কাকা মারা যাবার আগে সব বিষয়সম্পত্তি ভাইপোর নামে লিখে দিয়েছেন। কাকার সম্পত্তি পেয়ে মেজর শোল্টো সামরিক বাহিনীর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঐ জাহাজে চেপে দেশে

ফিরে গেছেন। কিছুদিন বাদে ক্যাপ্টেন মর্সটান ছুটি নিয়ে আগ্রা গেলেন। পুরোনো কেল্লায় গিয়ে আমাদের ম্যাপে যে জায়গার উল্লেখ করা ছিল দেখেন সে জায়গা ফাঁকা। গুপ্তধনের বাক্স উধাও হয়েছে। আন্দামান ফিরে এসে এই খবর দিলেন তিনি। শুনে মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠল, প্রতিহিংসার আগুন। আমার কথা সত্যি কিনা যাচাই করার নাম করে মেজর শোল্টো কেল্লায় ঢুকে ম্যাপ দেখে গুপ্তধনের বাক্সটাই সরিয়ে ফেলেছেন বুঝতে বাকি রইল না। বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় ক্যাপ্টেন মর্সটান নিজেও আঘাত পেলেন — শোল্টো কথা দিয়েও গুপ্তধনের প্রাপ্য অংশ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করলেন। সেদিন আবার নতুন করে শপথ নিলাম, মেজর শোল্টোর এই বিশ্বাসঘাতকতার বদলা নেবার শপথ। বন্দিজীবন থেকে যেভাবে হোক পালাব তারপর মেজর শোল্টোকে খুঁজে বের করে গলা টিপে তাঁকে খুন করব, এই পরিকল্পনা কিভাবে সফল করব তাই ভেবেই আমার দিনরাত কাটতে লাগল, খুন করলে যে ফাঁসি হবে জানতাম কিন্তু বদলা নেবার চিন্তা ভাবনা এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে খুন করে ফাঁসিতে মরার ভয় আপনিই দূর হয়ে গিয়েছিল মন থেকে। কিভাবে বদলা নেব তাই নিয়ে নানারকম পরিকল্পনা করতাম, দিনে রাতে তো বটেই এমনকি ঘুমের মধ্যেও এই শপথ তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

জেলের ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারের কাজ করতে করতে রোগ সারানোর কিছু কিছু বিদ্যা শেখা হয়ে গিয়েছিল। একদিন এক বয়েদি জঙ্গলের ভেতর থেকে এক অসুস্থ জংলি আদিবাসী ছোকরাকে নিয়ে এল জেলের ডাক্তারখানায়। অসুখে ভুগতে ভুগতে আদিবাসীটা ধরেই নিয়েছিল সে মরে যাবে তাই মৃত্যুবরণ করতে গিয়ে ঢুকেছিল গভীর জঙ্গলে, এটাই ওদের সামাজিক প্রথা। আন্দামানের আদিবাসীরা সাপের মত বিপজ্জনক জেনেও আমি সাধ্যমত চিকিৎসা করে ছেলেটাকে সারিয়ে তুললাম। সেরে ওঠার পর ছেলেটা আর জঙ্গলে ফিরে যেতে চাইত না, আমার কুঁড়ে ঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়াত, আমাকে খুব ভালবেসে ফেলেছিল। মেলামেশা করার ফলে ওদের কিছু কিছু ভাষাও আমার শেখা হল, শুনলাম ওর নাম টোঙ্গা।

টোঙ্গার নিজের একটা বড় ছিপ নৌকো ছিল তাতে জায়গাও ছিল প্রচুর। খুব ভাল নৌকো চালাত সে। ছেলেটা দিনরাত কাছে কাছে ঘুরঘুর করে, আমার জন্য সব করতে পারে দেখে নতুন বুদ্ধি এল মাথায়, ঠিক করলাম ওর সাহায্যেই পালাব এখানকার নরক থেকে।

ক'দিন পরে টোঙ্গার নৌকো চেপে পালালাম দ্বীপ থেকে, বার মুখে এক পাঠান গার্ডের সামনে পড়েছিলাম। লোকটা সুযোগ পেলেই আমায় গালিগালাজ করত, মারধোরও করত। ও রাইফেল তোলার আগেই ডানপায়ের খোঁটা খুলে হাঁকালাম, এক ঘায়েই খুলির সামনের দিকটা ফেটে ঘিলু ছিটকে বেরিয়ে এল। ওদিকে জঙ্গলের দিকে গেলে এখন তার ঘিলুর ছাপ আপনাদের চোখে পড়বে। খাবার জন্য মিষ্টি আলু আর প্রচুর জল টোঙ্গা জোগাড় করেছিল, তারই ওপর ভরসা করে সাগরে নৌকো ভাসালাম। একটানা দশদিন আমরা ভেসে বেড়ালাম, এগারোদিনের দিন একটা সওদাগরি জাহাজ আমাদের দেখতে পেয়ে তুলে নিল। জাহাজে ছিল একদল সাগরের তীর্থযাত্রী, সিঙ্গাপুর থেকে জেড্ডায় যাচ্ছিল তারা। তাদের একটা সদগুণ চোখে পড়েছিল, কোথা থেকে আসছি, কি বৃত্তান্ত এসব জানবার জন্য গায়ে পড়ে আলাপ করার ফিকির খুঁজত না।

গোড়ায় লণ্ডনে ঢুকতে না পারলেও হতাশ হইনি, টোঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে দুনিয়ার নানা জায়গায় কিছুদিন ঘুরে বেড়ালাম। তিন-চার বছর আগে এলাম ইংল্যাণ্ডে, খোঁজখবর নিয়ে মেজর শোল্টোর আস্তানা বের করলাম। এমন একজনের সঙ্গে ভাব জমালাম যে ওর খুব কাছের লোক, কিন্তু তার নাম বলব না। আমি কাউকে ফাঁসাতে চাই না। তার কাছ থেকে দুষমন শোল্টোর বাড়ির চৌহদ্দির ভেতর কে কি করে বেড়াচ্ছে সব খবর পেতাম। তার কাছ থেকেই জানতে পারলাম হীরে জহরৎ কিছুই বিক্রি করেনি শোল্টো। বিক্রি না করলে সেসব নিশ্চয়ই বাড়িতে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে সে, এই সম্ভাবনা মাথার ভেতর উঁকি দিল। শোল্টোর কাছে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু লোকটা

কি মহা ধূর্ত, বাজি ধরে লড়ে এমন দু'জন বক্সারকে মাইনে দিয়ে বাড়িতে পুষত দেহরক্ষি হিসেবে তাছাড়া তার দুই ছেলে আর কাজের লোকেরাও দিনরাত পাহারা দিত তাকে। এদের পেরিয়ে তার কাছে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

একদিন আমার লোকের মুখে খবর পেলাম ডাক্তার শোল্টোকে জবাব দিয়ে গেছেন। যে কোনদিন সে মরতে পারে। মাথা এমনিতেই গরম হয়ে আছে সে খবর শুনে মাথা আরও তেতে উঠল। হতভাগা বুড়ো এইভাবে আমার হাত ফসকে পালাবে? তক্ষুণি ছুটে গেলাম বাগানে, জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি মেজর শোল্টো বিছানায় শুয়ে, দু'পাশে দাঁড়ানো দুই ছেলেকে কি যেন বলছে সে। কি করব ভাবছি এমন সময় শোল্টো আমায় জানালার বাইরে দেখতে পেয়ে ভয়ে আঁতকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করে মরল হতভাগা। বদলা নেবার আগে দ্বিতীয়বার আমায় ফাঁকি দিল সে। সে রাতে বাড়ির ভেতর ঢুকে হাতের কাছে যা পেলাম সব তছনছ করলাম। গুপ্তধনের বাক্স যদি কোথাও লুকিয়ে রাখে তো সেই জায়গায় ম্যাপের হদিশ পাওয়াই ছিল আমার লক্ষ্য। কিন্তু যা খুঁজছিলাম তা পেলাম না। রাগে অন্ধ হয়ে, ম্যাপে যেভাবে সই করেছিলাম হুবহু সেইভাবে একটা কাগজে 'চারের নিশানা' লিখে শোল্টোর লাশের বুকের ওপর গেঁথে রেখে এলাম। মনে হল বদলা নিতে না পারলেও এভাবে আমাদের চারজনের ঘৃণার চিহ্ন বেইমানের লাশের ওপর গেঁথে রেখে এসেছি জানলে আমার বাকি তিন সঙ্গী হয়ত খুশি হবে।

শোল্টো মারা যাবার কিছুদিন পরে ওঁর দু'ছেলে আলাদা হল। এদিকে আমার খরচ তখন চালাচ্ছে টোঙ্গা, নরখাদক সেজে কাঁচা মাংস চিবুত, আদিবাসীদের যুদ্ধের নাচ নাচত আর লোকে সেসব দেখে খুশি হয়ে মুঠো মুঠো পেনি রাখত আমার টুপির ভেতর। ওদিকে আমি কিন্তু তখনও হাল ছাড়িনি। রোজগারের ফাঁকে ফাঁকে নজর রাখছি পণ্ডিচেরি লজের ওপর। কয়েক বছর এইভাবে কাটাবার পরে একদিন খবর পেলাম মেজর শোল্টোর ছেলে বার্থোলোমিউর ল্যাবরেটরি ঘরের ছাদের মাথায় আছে গুপ্তধনের বাক্স। এও শুনলাম ছাদ আর ঘরের মাঝখানে একটা ছোট চিলে কোঠায় রাখা হয়েছে সেই বাক্স। টোঙ্গাকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করার ফন্দি আঁটলাম। বার্থোলোমিউ শোল্টো যখন রাতে ডিনার খেতে একতলায় নামেন, ঠিক করলাম সেই ফাঁকে কাজ সারব। কিন্তু আবার আমার ভাগ্য বিরূপ হল, নিচে না নেমে মিঃ শোল্টো সে রাতে তাঁর ঘরেই বসে রইলেন। টোঙ্গার কোমরে দড়ি জড়িয়ে দিতে ও দেওয়ালে পা রেখে পাইপ বেয়ে উঠে পড়ল ছাদে। সেখান থেকে চিলে কোঠার কুঠরিতে। সেখান থেকে মেঝের গর্ত দিয়ে গলে সোজা নেমে পড়ল মিঃ শোল্টোর ল্যাবরেটরিতে। খুব সম্ভব মিঃ শোল্টো বাধা দেবার আগেই টোঙ্গা বিষমাখানো কাঁটা ছুঁড়ে খুন করে দেয় তাকে। ঘরের ভেতর ঢুকে মিঃ শোল্টোর লাশ দেখেই আমার মাথায় খুন চড়ে গেল, টোঙ্গার কোমর থেকে দড়ি খুলে বেধড়ক মার মারলাম ওকে; মার খেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে জানালা বেয়ে নেমে পালাল সে। গুপ্তধনের বাক্সের হদিশ মিলল ল্যাবরেটরিতে। ছাদের গর্ত দেখেই বুঝলাম মিঃ শোল্টো তার হদিশ পেয়ে নামিয়ে এনেছেন ওপরের চোরা কুঠরি থেকে। আগে বাক্সে দড়ি বেঁধে নিচে নামিয়ে দিলাম জানালা দিয়ে, তারপর দড়ি বেয়ে আমিও নামলাম, অবশ্য নামার আগে 'চারের নিশানা' লেখা আরেকখানা কাগজ রেখে এসেছিলাম ল্যাবরেটরির টেবিলে। আমার কাহিনী শেষ হয়ে এসেছে। এরপর ঠিক করলাম জাহাজে চেপে বিদেশে পালিয়ে যাব। খোঁজ খবর নিতে গিয়ে শুনলাম অরোরার মত জোরে কোনও স্টিমলঞ্চ এ তল্লাটে নদীতে দেখা যায় না। অরোরার মালিক স্মিথকে অনেক টাকা দিয়ে ঠিক করলাম বিদেশী জাহাজে আমাদের তুলে দিয়ে আসবে। স্মিথ সন্দেহ করলেও কোনও প্রশ্ন করেনি, টাকাকড়ি পেয়ে শেষ পর্যন্ত মুখ বুজে ছিল। অবারও বলছি, মিঃ শোল্টোর মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই। তাঁর বাবা আমার সঙ্গে যতই বিশ্বাসঘাতকতা করুন না কেন, তাঁর সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা গড়ে ওঠেনি।'

'একটা প্রশ্ন স্মল,' হোমস বলল, 'টোঙ্গা তার কাঁটা ভর্তি থলে ফেলে যাবার পরেও নদীতে আমাদের তাক করে কাঁটা ছুঁড়ল কি করে?'

'ওর ব্লো পাইপের ভেতর একটা কাঁটা থেকে গিয়েছিল।' জবাব দিল জোনাথান।

'সত্যিই এ এক অসাধারণ কাহিনী', স্মলের দিকে তাকাল হোমস, 'এমন জটিল রহস্যজনক মামলার উপযুক্ত সমাপ্তি।'

'আর কিছু জানতে চান?' জানতে চাইল স্মল।

'না, ধন্যবাদ।'

'আপনাদের দু'জনকে গুডনাইট,' বলল স্মল।

'স্মল, তুমি আগে ঘর থেকে বেরোও,' বললেন অ্যাথেলনি জোনস, 'তোমার ঐ কাঠের পা নিয়ে আন্দামানের জঙ্গলে যা করে এসেছো আমার ওপর তা করার সুযোগ তোমায় দেব না। চলি মিঃ হোমস আপনার রসবোধের তারিফ করতে হয়। সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞ রইলাম। অবশ্য আপনি আর আপনার বন্ধুর কথা রাখতে গিয়ে আমাকেও আইন ভাঙ্গতে হয়েছে। আদালতে মামলার সময় কিন্তু আপনাদের দরকার হবে, গুডনাইট।'

'স্মল নাম না বললেও পণ্ডিচেরি লজের সব খবর যে ওকে এনে দিত সে ঐ বাড়িরই খাস আর্দালী,' কয়েদি স্মলকে নিয়ে মিঃ জোনস বিদায় হবার পরে বলল হোমস, 'নাম তার লাল রাও।'

'জানো তো,' আমি আর চেপে রাখতে পারলাম না, 'মিস মর্স্টান আমাকেই তাঁর জীবন সঙ্গী হিসেবে পছন্দ করেছেন।'

'ঠিক এই ভয়টাই পেয়েছিলাম,' বলল হোমস, 'ভালবাসা জন্মায় আবেগ থেকে। সত্য আর যুক্তিকে তা পদে পদে বাধা দেয়। বিচারবুদ্ধি পাছে হারিয়ে ফেলি, এই ভয়ে আমি আজও বিয়ে করিনি।'

'আমি পেলাম বৌ, অ্যাথেলনি জোনস কুড়োবে সরকারি বাহবা। আর তুমি? এ কেস সমাধান করে তুমি কি পেলে?'

'এইটে', বলে কোকেনের বোতলখানা ইশারায় দেখাল হোমস।

দ্য ভ্যালি অফ ফিয়ার

প্রথম পর্ব

দ্য ট্র্যাজেডি অফ বার্লস্টোন

এক

সতর্কীকরণ

'ভাবতে বাধা হচ্ছি' — আমি বললাম।

'আমি হলেও তাই ভাবতাম', হোমসের গলা অধৈর্য শোনাল।

নশ্বরদেহী প্রাণীদের মধ্যে আর কাউকে আমার মত দীর্ঘস্থায়ী একটানা যন্ত্রণা আর দুর্ভোগ সইতে হয়নি এ বিশ্বাস আমার নিজের যতটুকু থাকুক না কেন বিদ্রূপের সুরে ঐভাবে ফোঁড়ন কাটায় আমার মেজাজটা সত্যিই গেল বিগড়ে; গলা চড়িয়ে বললাম, 'সত্যিই হোমস, একেক সময় তোমার কথা কানে এত অসহ্য ঠেকে যা বলার নয়!'

কিন্তু আমার বলাই সার কারণ ততক্ষনে নিজের গভীর ভাবনার জগতে ডুব দিয়েছে হোমস। ল্যাণ্ডলেডি অনেকক্ষণ আগে ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছেন, কিন্তু সে খাবার যেমনকার তেমনই পড়ে আছে প্লেটে, তার একটি কণাও হোমস এখনও মুখে তোলেনি।

আমার কথা কানে যেতে তার তন্ময়তা ভাঙ্গল; এতক্ষণ খাম থেকে এক চিলতে কাগজ বের করে উল্টেপাল্টে খুঁটিয়ে দেখছিল, এবার সেটা চাপা দিয়ে খামে লেখা নাম ঠিকানা পড়তে পড়তে আপনমনে বলল, 'কি আশ্চর্য, এত পোর্লকের হাতের লেখা দেখছি। পোর্লকের হাতে লেখা আগেও কম করে দু'বার আমি দেখেছি তাই এটা যে তার লেখা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। গ্রিক 'e'র মাত্রাটা এমন অদ্ভুত কায়দা করে ওপরে তোলা এর বৈশিষ্ট্য। যাক, এখন কথা হল এ চিঠির লেখক যদি সত্যিই পোর্লক হয় তাহলে ব্যাপার নিশ্চয় খুব গুরুতর।'

মুখোমুখি বসে আছি তা বোধহয় ভুলেই গেছে হোমস — দিব্যি নিজের মনে বকবক করে যাচ্ছে, যেন ইচ্ছে করেই ও আমাকে দেখেও দেখছে না। শুধু আজ বলে নয়। এমন ব্যবহার ও প্রায়ই করে আমার সঙ্গে যখন ভীষণ রেগে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই আমার করার থাকে না। মজার ব্যাপার হল এটা যে ও ইচ্ছে করে করে না তা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। ততক্ষণে হোমসের ওপর যেটুকু ক্ষোভ আমার মনে জমেছিল তা কৌতূহলে পরিণত হয়েছে, তারই তাগিদে জানতে চাইলাম, 'এই পোর্লক লোকটা কে?'

'পোর্লক একটা ছদ্মনাম, ওয়াটসন,' খাম থেকে চোখ না তুলে জবাব দিল হোমস, 'আগে একটা চিঠিতে সে লিখেছিল এটা তার আসল নাম নয়। লিখেছিল এতবড় শহরে লাখ লাখ মানুষের ছাপিয়ে ওঠা ভিড়ের মধ্যে তাকে আমি খুঁজে বের করতে পারব না। এক ভয়ানক ব্যক্তির সঙ্গে পোর্লকের ওঠাবসা আছে বলেই সে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। হাঙ্গরের সঙ্গে যেমন থাকে পালঙ্গ ফিশ, ডাঙ্গায় সিংহের সঙ্গে যেমন থাকে শেয়াল, তেমনই এক ভয়ানক বিপজ্জনক মানুষের সঙ্গে থাকে এই পোর্লক আর সেই কারণেই আমার কাছে সে গুরুত্বপূর্ণ। সেই ভয়ানক বিপজ্জনক মানুষটির নাম আমার মুখে আগেও শুনেছো ওয়াটসন। প্রফেসর মরিয়ার্টি। কি, মনে পড়ে ওর কথা?'

'সেই বিখ্যাত সায়েন্টিফিক ক্রিমিনালের কথা বলছ তো, ধুরন্ধর অপরাধীদের মধ্যে বিখ্যাত —'

'লজ্জার কথা! ওয়াটসন, ছিঃ কি লজ্জা!'

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি হোমস, বলতে চাই ধুরন্ধর অপরাধীদের মধ্যে বিখ্যাত হলেও সাধারণ মানুষ যাকে চেনে না এখনও!'

'বাঃ খাসা বললে কথাটা!' খুশিখুশি গলায় বলল হোমস, 'তোমার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে দেখছি, কায়দা করে ঠাট্টা করতে শিখেছো, এবার থেকে আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে। কিন্তু ওয়াটসন, হাজার মিষ্টি পালিশ দিলেও প্রফেসর মরিয়ার্টিকে ক্রিমিন্যাল বলে তুমি আইনত অন্যায় করেছো। মরিয়ার্টি সাধারণ মানুষের কাছে একজন কৃতী পুরুষ। তাঁর নামে বদনামের কাদা ছিটিয়ে তুমি আইনের চোখে অপরাধী হচ্ছ। একই সঙ্গে বলছি তুমি ভুল বলোনি — এতবড় শয়তান দুনিয়ায় আর দুটি নেই। সাধারণ মানুষ যার হদিশ রাখে না, সেই অপরাধ জগতের যাবতীয় কাজকর্ম চালানোর বুদ্ধি জোগায় ঐ লোকটির মগজ। মানো বা নাই মানো, একটা গোটা জাতিকে গড়ার বা ধ্বংস করার ক্ষমতা প্রফেসর মরিয়ার্টির আছে। অথচ এতসব সত্ত্বেও আইনরক্ষকেরা এ লোকের নাগাল পায়নি, নিজেকে সবার চোখে নিষ্কলঙ্ক অনায়াসে রাখতে পারে সে। তাই বলছি খানিক আগে তার সম্পর্কে তুমি যে অপমানজনক মন্তব্য করেছো তা কানে গেলে সে অনায়াসে তোমার নামে মিথ্যে দুর্নাম রটানোর মামলা দায়ের করতে পারে আর তোমার আগামী কয়েক বছরের পেনসনের টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিজের পকেটে পুরতে পারে। ভাবতে পারো 'গ্রহাণুর গতিবিজ্ঞান' বই-এর লেখক স্বয়ং প্রফেসর মরিয়ার্টি, বিশ্বাস হয়? উচ্চস্তরের বিশুদ্ধ গণিতের অনেক উদাহরণ আছে ঐ বইয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঐ বই-এর সমালোচনা করার উপযুক্ত লেখক এখনও পাওয়া যায়নি। এমন একজন গুণী লোককে তুমি ক্রিমিন্যাল বলে অপবাদ দেবে কি করে? তবে এও জেনো ওয়াটসন, সময় আমারও আসবে সেদিন ওকে আমি দেখে নেব।'

'সেদিনও আমি যেন তোমার পাশে থাকি', আমি বললাম, 'কিন্তু পোর্লক সম্পর্কে তোমার বলা এখনও শেষ হয়নি।'

'হ্যাঁ, পোর্লক। ওয়াটসন, একটা বড় শেকলের জোড় ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যায় না। শেকল যেখানে বাঁধা হয়েছে সেখান থেকে খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে সে — পোর্লক। তবে বিশ্বাস করে তোমাকে বলছি, যোগসূত্র হিসেবে পোর্লককে খুব মজবুত বলা যায় না। আমি যাচাই করে দেখেছি শেকলের সবচেয়ে দুর্বল জোড় হল এই পোর্লক।'

'তা যদি বলো তাহলে বলব দুর্বল জোড়ের মত সেই শেকলটাও তো খুবই দুর্বল।'

'ঠিক বলেছো, ওয়াটসন, আর তাই পোর্লককে আমি এত গুরুত্ব দিই। মাঝে মাঝে আমি ওকে দশ আউন্সের একটা নোট পাঠিয়ে দিই, আর তার বিনিময়ে পোর্লক এর আগে পরপর দু'বার যে আগাম খবর পাঠিয়েছে তা কিন্তু এই শহরের মারাত্মক অপরাধ নিবারণের কাজে লেগেছে। ওয়াটসন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সংকেতও তেমনই আগাম কোনও খবর নিয়ে এসেছে।' কথার শেষে খাবার সমেত প্লেটের ওপর কাগজখানা বিছিয়ে দিল হোমস, ঝুঁকে কাগজে লেখা সেই সাংকেতিক হরফগুলো পড়লাম, সেগুলো এরকম ঃ—

৫৩৪ সি২ ১৩ ১২৭ ৩৬ ৩১ ৪১৭ ২১ ৪১

ডগলাস ১০৯ ২৯৩ ৫৩৭ বার্লস্টোন

২৬ বার্লস্টোন ৯ ১২৭ ১৭১

'এর মানে কি, হোমস?'

'আমার ধারণা, এইসব হরফ আর সংখ্যার ভেতরে কোনও গোপন খবর লুকিয়ে আছে।'

'কিন্তু এই সংকেতের অর্থ যতক্ষণ বুঝতে না পারছো ততক্ষণ সেই খবর তোমার কোন কাজে আসবে না।'

'এক্ষেত্রে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটা বইয়ের পাতার কিছু শব্দ এখানে বসানো হয়েছে। এখন বই-এর নাম আর পাতার সংখ্যা না জানা পর্যন্ত আমি এগোবার পথ পাচ্ছি না।'

'বার্লস্টোন আর ডগলাস, এ দুটো শব্দ সংকেতে উল্লেখ করা হয়েছে কেন?'

'কারণ একটাই, যে বই-এর কথা বলছি তার পাতায় ও দুটো শব্দ নেই, তাই।'

'তাহলে সে বই-এর নামই বা সংকেতে উল্লেখ করা হয়নি কেন?'

'গোপন সংকেত আর গোপন খবর কেউ কি একই খামে ভরে পাঠায়, ওয়াটসন? আমার মনে হয় দ্বিতীয় কোনও চিঠিতে সেটা আসবে। দ্বিতীয় চিঠি আসার সময় হয়ে গেছে।'

হোমসের ধারণাই মিলে গেল, আরেকটা খাম দিয়ে গেল ছোকরা বিলি।

'একই হাতের লেখা।' খামের ওপর লেখা নাম ঠিকানা খুঁটিয়ে দেখে ভেতর থেকে চিঠিটা বের করল হোমস, 'চিঠির নীচে পোর্লক নিজের নামও সই করেছে। দেখি কি লিখেছে।'

'মিঃ হোমস সমীপেষু,' হোমস দ্বিতীয় চিঠিখানা পড়তে শুরু করল, 'ব্যাপারটা খুবই বিপজ্জনক, তাই এ নিয়ে আর এগোবো না। উনি আমার ওপর নজর রাখছেন। সংকেতের মানে বের করার পদ্ধতি পাঠাতে গিয়ে খামের ওপর আপনার নাম ঠিকানা সবে লিখেছি ঠিক তখনই কোথা থেকে উনি এসে হাজির হলেন। হুঁশিয়ার হয়ে তখনই খামটা লুকিয়ে ফেলেছি, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি উনি আমার ওপর নজর রাখছেন। এটা আপনার কাজে আসবে না, তাই পড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলার অনুরোধ করছি। ফ্রেড পোর্লক।'

চিঠিটা দু'আঙ্গুলে ছিঁড়তে ছিঁড়তে ভুরু কুঁচকে হোমস তাকিয়ে রইল ফারায়প্লেসের আগুনের দিকে, খানিক বাদে বলল, 'এমনও হতে পারে যে ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। পোর্লক নিজে অপরাধী তো, তাই আশেপাশে যাকে দেখে তাকেই সন্দেহ করে।'

'চিঠিতে উনি বলে যাকে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি নিশ্চয়ই প্রফেসর মরিয়ার্টি, তোমার সেরা দুশমন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'ঠিক ধরেছো, ওয়াটসন।' হোমস বলল 'এ লোকের নাম শুনেই ভাবনা হচ্ছে, আবার আমার সঙ্গে টক্কর না লাগে।'

'কি করতে পারেন উনি, মানে তোমার দুশমন ঐ প্রফেসর মরিয়ার্টি?''

'কি করতে পারেন? না জেনে এমন একটা বড় প্রশ্ন করে বসেছো যার সঠিক উত্তর তোমার বিশ্বাস নাও হতে পারে। তবু জেনে রাখো, এই মুহূর্তে গোটা ইউরোপে ওঁর মত সেরা 'ব্রেন' এককথায় প্রতিভাশালী মানুষ আর একজনও নেই। ধূমকেতু দেখেছ তো, প্রফেসরের ব্রেন-এর সঙ্গে একটা বিশাল ধূমকেতুর মাথার তুলনা অনায়াসে করা যায়। ধূমকেতুর ল্যাজের মত ওঁর পেছনে ছুটছে গোটা পৃথিবীর অপরাধীরা, নিজের ইচ্ছেমতন তিনি যাদের দিয়ে একের পর এক অপরাধ করিয়ে নিচ্ছেন। এমন লোক যখন দুশমন হয় তখন অনেক অঘটনই ঘটতে পারে। পোর্লকের চিঠিখানাই তার প্রমাণ। ভালো করে পড়ে দ্যাখো, খামের ওপর আমার নাম ঠিকানা কি স্পষ্টভাবে লিখেছে সে, কিন্তু তারপরে চিঠিখানা দ্যাখো, একটি অক্ষরও ভাল করে পড়া যাচ্ছে না, কেমন যেন কাঁপাহাতে লেখা হয়েছে চিঠিখানা।'

'তার মানে?'

'তার মানে হল খামের ওপর আমার নাম ঠিকানা লেখার পরেই প্রফেসর মরিয়ার্টি ওর কাছে কোনো কারণে গিয়ে হাজির হন। তাঁকে দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে পোর্লক তাই চিঠি লিখতে গিয়ে হাত গেছে কেঁপে।'

'দ্বিতীয় চিঠিটা ওর লেখার কোনও দরকার ছিল না।' আমি বললাম।

'আসলে ঘাবড়ে গিয়ে লিখেছে,' বলল হোমস, 'ভেবেছিল প্রথম চিঠি পেয়ে আমি হয়ত নিজে তদন্তে নামব, তখন ও ঝামেলায় পড়বে। এসব ভেবেই দ্বিতীয় চিঠিখানা লিখেছে পোর্লক।'

'ঠিকই বলেছো,' সংকেত লেখা কাগজখানা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললাম, 'একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গোপন খবর এই সংকেতে আছে কিন্তু সেই সংকেত ভেঙ্গে খবরটা বের করার মত ক্ষমতা আমাদের মগজে নেই একথা ভাবলেই মাথা গরম হয়ে ওঠে।'

'মন্দ বলোনি কথাটা', ব্রেকফাস্ট কখন জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কিন্তু সেদিকে হোমসের হুঁশই নেই। এবার পুরোনো পাইপে তামাক পুরে জ্বালিয়ে ঠোঁটে গুঁজে গভীর চিন্তায় ডুব দিল সে, খানিক বাদে চোখ খুলে সিলিং-এর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "সংকেত ভাঙ্গবার সূত্র নিশ্চয়ই আছে এর মধ্যে। এবার যুক্তি দিয়ে দেখা যাক তার নাগাল পাওয়া যায় কিনা। আমার মনে হচ্ছে কোনও বইয়ের উল্লেখ আছে এই লিপিতে, এতক্ষণ এই ব্যাপারটা আমাদের নজরে পড়েনি। কি ধরনের বই তার কোনও উল্লেখ আছে কি?'

'না।'

'না থাকলেও হতাশ হবার কিছু নেই। সংকেতের গোড়াতেই আছে একটা বড় সংখ্যা-৫৩৪। এটা যদি বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় তাহলে ধরে নিতে বাধা নেই সেটা একটা বেশ বড়সড় বই। এবার দ্যাখো পরের সংখ্যাটা হল সি২। এবার বলো, কোনও সম্ভাবনা মাথায় আসছে?''

'কলম,' জোর গলায় বলে উঠলাম, 'হোমস, দ্বিতীয় সংখ্যায় কলম উল্লেখ করা হয়েছে বলেই আমার ধারণা।'

'সাবাশ, ওয়াটসন! তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না! তাহলে ধরে নিতেই হচ্ছে যে বইখানা আকারে বেশ বড় আর তার প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা দু'কলমে ছাপা। অথচ ওয়াটসন মজার ব্যাপার হল এটা নিশ্চয়ই এমন কোন বই সবার বাড়িতেই যা চোখে পড়বে। অর্থাৎ এ বই পোর্লকের কাছে যেমন আছে, তেমনই আছে আমার কাছেও, এটা ধরে নিয়েই সংকেত পাঠিয়েছে পোর্লক।'

'সেটা কি বাইবেল হতে পারে?'

'নাঃ, এটাও আবার আন্দাজে বোকার মত ঢিল ছুঁড়লে, ওয়াটসন।' আক্ষেপের সুরে বলল হোমস, 'অথচ খানিক আগেই কি চমৎকার মাথা খাটানো নমুনা দেখালে তুমি। ওয়াটসন প্রফেসর মরিয়ার্টির হয়ে যারা দিনরাত কুকর্ম করে বেড়াচ্ছে তাদের একজন বাইবেল সামনে রেখে আমায় গোপন সংকেতে পাঠাচ্ছে এটা তোমার মাথায় এল কি করে? তাছাড়া ~ . জায়গা থেকে বাইবেলের এত সংস্করণ বেরিয়েছে যে তাদের সবার পৃষ্ঠাসংখ্যা কখনোই এক হওয়া সম্ভব নয়। উঁহু, সেটা অন্য কোনও বই যার ৫৩৪ পৃষ্ঠায় যা ছাপা আছে তারই মধ্যে লুকোনো আছে এই সংকেত লিপির অর্থ।'

'তাহলে কি ব্র্যাডশ?'

'না ওয়াটসন, ব্র্যাডশ আর অভিধান দুটোতে শব্দ প্রচুর আছে মানছি, কিন্তু তাদের কোনটাই এমন জোরালো নয় যাদের সাহায্যে সংকেত পাঠানো যায়। ব্র্যাডমা, আর অভিধান, দুটোই বাদ পড়লে হাতে থাকল কি?'

'পাঁজি,' আমি বললাম, 'এছাড়া আর কিছু তো মাথায় আসছে না।'

'তোমার এই যুক্তিতে সম্ভাবনা আছে।' হোমস হুইটেকার্স অ্যালমানাক-এর পাঁজি বের করে বলল, 'এটা ঘিরেই তাহলে চেষ্টা করা যাক। এই তো ৫৩৪ পৃষ্ঠা। ছাপাও হয়েছে দু'কলমে। এ পর্যন্ত সবই মিলেছে, বাকি আছে শব্দগুলো। লিখে নাও, ওয়াটসন আমি পড়ে যাচ্ছি। এখানে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে, তেরো নম্বর শব্দ হল 'মারাঠা', তারপর একশো সাতাশ নম্বরে পাচ্ছি 'সৎকার', তার পরের ছত্রিশ নম্বর শব্দ দেখছি 'শুয়োরের লোমের কুচি।' না তো, ওয়াটসন, প্রফেসরের চ্যালার বুদ্ধির নাগাল বোধহয় শেষ পর্যন্ত আর পাওয়া যাবে না।'

কথার মধ্যে রাগের সুর থাকলেও তার ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে তা আমার নজর এড়ায়নি। কি করব ভেবে না পেয়ে ফায়ারপ্লেসের আগুনের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ, তারপর কি ভেবে হোমস আচমকা একলাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, ফিরে এল ঐ পাঁজিবই গত বছরের সংখ্যাটা নিয়ে।

'সময়ের চেয়ে আমরা বেশি এগিয়ে গিয়েছিলাম, বুঝলে ওয়াটসন,' আগের পাঁজিটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলে উঠল হোমস, তাই ব্যর্থতা দিয়ে তার দাম মেটাতে হল। বেশি আধুনিক হবার ফল এটা। নতুন বছর শুরু হয়েছে বলে আমরা পাঁজি পাল্টেছি। কিন্তু পোর্লকও নতুন পাঁজি কিনবে এমন আশা করা ভুল। আমি নিশ্চিত পুরোনো পাঁজি ঘেঁটেই সে এই সংকেত তৈরি করেছে, এবার দেখা যাক পুরোনো পাঁজির ৫৩৪ পৃষ্ঠায় কি লেখা আছে। এই দ্যাখো, ৫৩৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের তেরো নম্বর শব্দ — 'দেয়ার', তারপর একশো সাতাশ নম্বর শব্দ — 'ইজ', ছত্রিশ নম্বর শব্দ — 'ডেঞ্জার'। আমি বলে যাচ্ছি চটপট লিখে নাও, ওয়াটসন। দেখো 'দেয়ার - ইজ - ডেঞ্জার - মে - কাম ভেরি সুন ওয়ান। তারপর 'ডগলাস' নামটা তো লেখাই ছিল, এখানে পাঁজিতেও পাচ্ছি। এখন, ডগলাস - রিচ - কান্ট্রি - নাউ অ্যাট - বার্লস্টোন - হাউস বার্লস্টোন - কনফিডেন্স - ইজ - প্রেসিং। সংকেতে পাঠানো গোপন খবরের অর্থ শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হল' যুক্তির গাছে কি ফল ফলালাম নিজের চোখে দেখলে তো, ওয়াটসন?'

'কিন্তু পোর্লকের খবর পাঠানোর পদ্ধতি অদ্ভুত তা মানতেই হবে,' সংকেত লেখা সেই কাগজে চোখ বুলিয়ে বললাম, 'কিন্তু এই খবরের মধ্যে এমনকি গুরুত্বপূর্ণ আছে চোখে পড়ছে না।'

'সেকি,' আমার কথা শুনে অবাক হল হোমস, 'পোর্লক তো খোলাখুলিভাবে জানিয়েছে ডগলাস নামে এক ধনী ভদ্রলোক শহরের বাইরে বার্লস্টোন হাউসে থাকেন, তাঁকে বিপদে ফেলার জন্য জাল বিছানো হয়েছে।' তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর অ্যালেক ম্যাকডোনাল্ড।

'আসুন, মিঃ ম্যাক,' হোমস হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল তাঁকে, 'সাতসকালে যখন দেখা দিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই কোনও সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে এটাই ধরে নিতে হবে।'

'আপনার কথা পুরোপুরি উড়িয়ে দেবার মত নয়, মিঃ হোমস,' মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'না, অশেষ ধন্যবাদ, এখন কোনমতেই ধূমপান করব না। তদন্তের কাজ হাতে নিয়েই বেরিয়েছি, কিন্তু একি — 'বলতে বলতে তাঁর দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল, সংকেত লিপির অর্থ ভেঙে আসল খবরটা যে কাগজে খানিক আগে লিখেছি সেটা তখনও টেবিলের ওপর পড়ে আছে, সেদিকে চোখ পড়তেই ম্যাকডোনাল্ড অবাক হলেন।

'মিঃ হোমস, আপনি কি তুকতাক জানেন না কি? নয়ত ডগলাস আর বার্লস্টোন এ দু'টো নাম পেলেন কোত্থেকে?'

'খানিক আগে একটা গোপন সংকেত হাতে এসেছিল।' হোমস বলল, 'ওয়াটসন আর আমি দু'জনে মাথা খাটিয়ে সেটা ভেঙে খবরটা উদ্ধার করলাম। কিন্তু এই নাম দু'টো দেখে আপনি অবাক হলেন কেন জানতে পারি?'

'কারণ আজ সকালেই বার্লস্টোন ম্যানর হাউসের মিঃ ডগলাস নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন মিঃ হোমস!' আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড।

দুই
ভাবতে বসল হোমস

'তাজ্জব ব্যাপার! মিঃ ম্যাক!' ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ডের খবর শুনে আপন মনে বলল হোমস, 'সত্যিই তাজ্জব ব্যাপার!'

'বলছেন বটে, মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'কিন্তু আপনাকে দেখে তাজ্জব হয়েছেন মনে হচ্ছে না।'

'তাহলে বলব আপনার খবর শুনে মোটেও তাজ্জব হইনি, তবে আমার কৌতূহল বেড়েছে। আপনি এসে পৌঁছাবার খানিক আগে একজন গোপন সংকেতে জানালো একটি লোক মারাত্মক বিপদে পড়তে চলেছে। ঠিক তারপরেই আপনি এসে খবর দিলেন সে লোক খুন হয়েছে। আপনি ঠিকই দেখেছেন, তাজ্জব আমি মোটেও হইনি, তবে আপনার মুখ থেকে খবরটা শোনার পর কৌতূহল বেড়েছে। এটা ঠিক।' বলে হোমস পোর্লকের পাঠানো সংকেতলিপির কথা সংক্ষেপে শোনাল তাঁকে; শুনে ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন ইন্সপেক্টর, মনে হল ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছেন না।

'আজ সকালেই রওনা হয়েছিলাম বার্লস্টোনে,' ইন্সপেক্টর বললেন। 'আপনারাও যাবেন কিনা খোঁজ নেব বলেই এসেছিলাম। কিন্তু যে ইতিহাস শোনালেন তাতে মনে হচ্ছে খুনের তদন্ত শুরু করতে হবে এখানেই, এই লণ্ডনে।'

'আপনার সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, মিঃ ম্যাক,' হোমস বলল, 'ঐভাবে ভুল পথে পা বাড়াবেন না।'

'পরিস্থিতির কথাটা একবারও ভেবেছেন, মিঃ হোমস?' ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বার্লস্টোন খুনের তদন্তে আমাদের কাজের হাজারও সমালোচনা করে খবরের কাগজগুলো আজকালের মধ্যে পাতা ভরাতে শুরু করবে। এদিকে আপনার কথা অনুযায়ী ঐ খুনের সব রহস্য এই লণ্ডনেই একটি লোককে ঘিরে পাক খাচ্ছে যে আগেভাগেই খুনের সম্ভাবনা আপনাকে গোপন সংকেতে পাঠিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। খুনের তদন্তে হাত দিলে সবার আগে এখন ঐ লোকটিকে গ্রেপ্তার করতে হবে, তাহলেই গোটা ব্যাপারটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হবে।'

'ঠিকই বলেছেন, মিঃ ম্যাক, কিন্তু আপনিই বলুন ঐ ফ্রেড পোর্লককে ধরবেন কি করে?'

পোর্লকের পাঠানো সংকেত লিপিটা উল্টে চোখের কাছে নিয়ে এলেন, ভুরু কুঁচকে পোস্ট অফিসের ছাপ দেখে বললেন, 'এত ক্যাম্বারওয়েল পোস্ট অফিসের ছাপ দেখছি - - তাতে খুব একটা সুবিধে হবে না। আপনি বলছেন ফ্রেড পোর্লক একটা ছদ্মনাম, সত্যিই, তদন্তে এগোবার মত জোরালো কোনও সূত্র এই চিঠিতে নেই। আচ্ছা মিঃ হোমস, 'খানিক আগেই আপনি বলছিলেন না ওকে আগে টাকা পাঠিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, দু'বার টাকা পাঠিয়েছি।'

'কিভাবে পাঠিয়েছিলেন?'

'নগদ টাকা পাঠিয়েছিলাম ঐ ক্যাম্বারওয়েল পোস্ট অফিসেই।'

'টাকাগুলো কে নিতে এসেছিল একবারও দেখেননি?'

'না।'

এবার ইন্সপেক্টরের তাজ্জব হবার পালা। হোমসের সরাসরি জবাব যে আশা করেনি দেখে বেশ বুঝলাম।

'কেন দেখেননি জানতে পারি?'

'দেখিনি কারণ তাতে ঐ লোকটির ওপর অবিশ্বাস করা হত। প্রথম চিঠিতে সে উল্লেখ করেছিল আমি যেন তাকে কখনও খুঁজে বের করার চেষ্টা না করি। আমিও সে চেষ্টা করব না বলে তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা মিঃ হোমস, আপনার কি ধারণা ঐ ফ্রেড পোর্লকের পেছনে কোনও ক্ষমতাবান লোক আছে?'

'ঠিক তাই।'

'সেই কোন এক প্রফেসরের কথা একবার বলেছিলেন মারাত্মক সব অপরাধ যার মগজে ঘুরপাক খায়, তিনিই?'

'হ্যাঁ, সেই অসামান্য প্রতিভা, প্রফেসর মরিয়ার্টি।'

'মিঃ হোমস,' মুচকি হাসলেন ইন্সপেক্টর, 'খোলাখুলিভাবেই বলছি, 'ওঁর, মানে প্রফেসর মরিয়ার্টি সম্পর্কে নানারকম অদ্ভুত কল্পনা করে আপনি খুবই ভুল করেছেন। একজন সি আই ডি অফিসার হিসেবে আমি নিজে ওঁর সম্পর্কে অনেকরকম খোঁজখবর নিয়েছি, দেখেছি উনি যেমন প্রতিভাশালী তেমনই বিখ্যাত লোক। এমন লোকের সঙ্গে অপরাধ জগতের যোগসূত্র কখনও থাকতে পারে না।'

'যাক, ওঁর মত লোকের গুণের কদর করছেন দেখে সতিাই ভাল লাগছে,' বলল হোমস, 'সে আপনি যা বলে খুশি হন।' হোমসের খোঁচা গায়ে মাখলেন না ইন্সপেক্টর, 'ওর সম্পর্কে আপনার মুখ থেকে শোনার পরেই ওঁকে কাছ থেকে একবার দেখার ইচ্ছে হল, ভাবতে ভাবতে নিজেই একদিন চলে গেলাম। ভদ্রলোক বাড়িতেই ছিলেন, আলাপ করতে এসেছি শুনে খুশি হলেন। আলাপ করতে গিয়ে কোন ফাঁকে যেন বিজ্ঞানের কথা উঠল আর তার লেজুড় ধরে গ্রহণের প্রসঙ্গে পৌঁছে গেলাম কখন বলতে পারব না। গোড়ায় কঠিন মনে হলেও একটা গ্লোব আর রিফ্লেক্টব লণ্ঠন দিয়ে মিনিটখানেকের মধ্যে গোটা ব্যাপারটা উনি সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন। বিজ্ঞানেব ওপব একটা বইও উনি আমায় পড়তে দিলেন কিন্তু সত্যি বলতে কি তাব একবর্ণও আমাব মাথায় ঢোকেনি। প্রফেসর খুব গুরুগম্ভীর অথচ শান্ত গলায় কথা বলেন। রোগা পাতলা মুখ আর পাকা চুলে ওঁকে দেখায় মন্ত্রির মত। চলে আসার সময় উনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন, আমার মনে হল একজন স্নেহময় পিতা তাঁর পুত্রকে বাইরের নিষ্ঠুর দুনিয়ায় কঠোর বাস্তবের মধ্যে পাঠাবার আগে আশীর্বাদ করছেন।'

'খাসা বলেছেন, মিঃ ম্যাক, জবাব নেই আপনার। এবার বলুন মিঃ ম্যাক, প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলছিলেন কি ওঁর স্টাডিতে?' ইন্সপেক্টরের গলায় নাটকীয় আবেগ শুনে আগেই হাসতে শুরু করেছিল সেটা সামলাতে না পেরে এবার কাশতে লাগল সে।

'ঠিক বলেছেন, আমরা স্টাডিতেই বসেছিলাম। সুন্দর রুচিশীলভাবে সাজানো।'

'এই মহামূল্যবান পরিচয়পর্ব দিনের কোনসময় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?'

'তখন সূর্য পড়ে এসেছে, সন্ধে হতে দেরী নেই।'

'প্রফেসরের মুখ ছিল ছায়ায় আর আপনার মুখের ওপর আলো ফেলা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, লেখার টেবিলের আলোটা উনি এমনভাবে রেখেছিলেন যাতে তার আলো আমার চোখের ওপর পড়ে।'

'ওঁর মত লোকের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। যাক, প্রফেসর যেখানে বসেছিলেন ঠিক তার কিছুটা ওপরে দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গানো তেলরং-এ আঁকা কোনও ছবি দেখেছিলেন?'

'দেখেছিলাম, মিঃ হোমস, অল্পবয়সী যুবতীর ছবি, হাতের ওপর মাথা রেখে বসে আছে মেয়েটি, মনে হচ্ছিল যেন লুকিয়ে দেখছে আমাকে।'

'ঠিক বলেছেন, ঐ ছবিটা এঁকেছেন ফরাসি শিল্পী ব্যাপতিস্তি গ্রুজ। ১৭৫০-১৮০০ সালেব মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা পান। ওঁর কালে ওঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে খুব উচ্চাশা শিল্পী সমালোচকরা পোষণ করতেন, যদিও আরও বেশি উচ্চাশা পোষণ করেন এখনকার আধুনিক সমালোচকরা।'

আলোচনার গতি অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে দেখে ইন্সপেক্টর যে অস্বস্তি বোধ করছেন তা তাঁর চোখের আনমনা চাউনিতে ফুটে উঠল, বললেন, 'মিঃ হোমস. এসব ব্যাপার ছেড়ে —'

'ধৈর্য হারাবেন না, মিঃ ম্যাক,' হোমস বাধা দিল, 'আমি যা বলছি তা অবান্তর নয়, জানবেন বার্লস্টোনে যে খুন হয়েছে তার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।'

'মিঃ হোমস, আপনি এত দ্রুত ভাবেন যে একেক সময় খেই পাওয়া বেশ মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়,' আমার দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত হাসলেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড।

'সালটা ছিল ১৮৬৫', বলল হোমস, 'পোর্টালিসের এক প্রদর্শনীতে ঐ ফরাসি শিল্পী গ্রুজের আঁকা একখানা ছবি বিক্রি হয় বারো লাখ ফ্রাংকে, সে ছবির নাম যতদূর মনে পড়ে ছিল 'লা জুন ফিলে আ ল্যাগনে।' এই ব্যাপারটা মাথায় রাখলেই মনে হয় এই খুনের তদন্তের ব্যাপারে নতুন ভাবনা উঁকি দেবে আপনার মনে।'

হোমস যে ভুল বলেনি ইন্সপেক্টরের হাবভাবেই তা প্রমাণ পেল, মনে হল তার দেওয়া খবর ভাবনার নতুন খোরাক জুগিয়েছে তাঁকে আর তা চোখে পড়তেই হোমস বলল, 'খানকয়েক রেফারেন্স বই ঘাঁটলেই জানা যায় প্রফেসর মরিয়ার্টি কত মাইনে পান — বছরে মাত্র সাতশো পাউণ্ড।'

'তাহলে অত দাম দিয়ে ঐ ছবি উনি —'

'কি করে কিনলেন, এই তো? মিঃ ম্যাক ঠিক এই প্রশ্নটাই আমি করতে চাই আপনাকে।'

'ঠিক আছে মিঃ হোমস, সত্যিই খুব ভাল যুক্তি তুলেছেন আপনি। আপনি বলে যান, এবার সত্যিই ভাল লাগছে। আপনি বলুন আমি আর বাধা দেব না।'

'বার্লস্টোনে যা যা ঘটেছে খুলে বলুন, মিঃ ম্যাক।' ইন্সপেক্টরের কথা শুনে সে যে বিলক্ষণ খুশী হয়েছে তা তার গলা শুনেই বুঝলাম।

'হাতে প্রচুর সময় আছে,' আড়চোখে ঘড়ি দেখলেন ইন্সপেক্টর, 'দরজায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি, ঠিক কুড়ি মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব ভিক্টোরিয়া জংশনে। তবে একটা কথা, মিঃ হোমস, এই ছবির কথা তুললেন বলেই, স্পষ্ট মনে আছে আপনি আগে আমায় বলেছিলেন এখনও পর্যন্ত প্রফেসর মরিয়ার্টির মুখোমুখি হননি আপনি, তাই তো?'

'মনে আছে, মিঃ ম্যাক, আবারও বলছি, ওঁর মুখোমুখি হবার সুযোগ এখনও আমি পাইনি।'

'তাহলে ওঁর ঘরের এত নিখুঁত বিবরণ দিচ্ছেন কি করে?'

'তাই বলুন! সে অন্য ব্যাপার, মিঃ ম্যাক, প্রফেসরের মুখোমুখি না হলেও এ পর্যন্ত মোট তিনবার ওঁর ঘরে আমি ঢুকেছিলাম। দু'বার ওঁর সঙ্গে দেখা করব বলে কিন্তু উনি এসে হাজির হবার আগেই সরে পড়েছিলাম। আরেকবার, অবশ্য সেটা গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরের সামনে বলা হয়ত ঠিক হবে না, সেবার প্রফেসর মরিয়ার্টির স্টাডির কিছু কাগজপত্র ঘেঁটেছিলাম আর তার ফলে এমন কিছু খবর হাতে এসেছিল যা অভাবিত।'

'প্রফেসরের বিরুদ্ধে যেতে পারে হয়ত এমন কোনও খবর?'

'না, মিঃ ম্যাক, তেমন কিছু নয়, আর তাতেই আমি অবাক হয়েছিলাম। যাক, ঐ ছবি কেনার প্রসঙ্গে কি বলতে চাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন? এত দামি ছবি যখন কিনেছেন তখন ওঁকে ধনীলোক বলতে বাধা কোথায় বুঝতে পারছি না। এবার আমি সবিনয়ে জানতে চাইছি এত ধনী উনি হলেন কিভাবে, অর্থাৎ এত দামি ছবি কেনার টাকা কবে, কিভাবে উনি পেলেন। আমি যতদূর জানি প্রফেসর মরিয়ার্টি অবিবাহিত, ওঁর ছোট কাকা ইংল্যাণ্ডের পশ্চিমে একটা ছোট স্টেশনের স্টেশনমাস্টার; প্রফেসর বছরে মাত্র সাতশো পাউণ্ড বেতন পান, অথচ গ্রুজের আঁকা একখানা দামি ছবি টাঙ্গানো আছে ওঁর স্টাডির দেওয়ালে।'

'তাহলে মিঃ হোমস, সব মিলিয়ে ব্যাপার কি দাঁড়াচ্ছে?'

'এতক্ষণ যা বললাম ব্যাপার তো তার মধ্যেই স্পষ্ট ফুটে উঠেছে দিনের আলোর মত, মিঃ ম্যাক, এরপরেও কি কিছু বুঝতে বাকি থাকে?'

'তাহলে আপনি বলতে চান প্রফেসর মরিয়ার্টি বেআইনি পথে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করছেন?'

'ঠিক ধরেছেন, মিঃ ম্যাক। প্রফেসর মরিয়ার্টিকে একটি প্রাণিজগতের এক বিশেষ প্রজাতির সঙ্গেই তুলনা করতে চাই আমি সে হল মাকড়শা। চারপাশে বিশাল জাল ছড়িয়ে সে বসে আছে শিকার ধরবে বলে। ছড়ানো জালের যে কোনও একটি সূত্র ধরে পৌঁছোন যায় ঐ প্রাণিটির কাছে। ওঁর স্টাডিতে টাঙ্গানো গ্রুজের আঁকা দামি ছবিটা আপনার চোখে পড়েছে বলেই এই তুলনা দিলাম।'

'মিঃ হোমস, আপনার প্রত্যেকটি কথা একই সঙ্গে বিস্ময় আর কৌতূহল জাগায়। তবু আরেকটু খোলাখুলিভাবে জানতে চাইছি প্রফেসর মরিয়ার্টি ঠিক কি ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত? নোট জালিয়াতি, না চুরি চামারি, নাকি গুমখুন কোনটা? ওঁর টাকাটা ঠিক কোন পথে আসে?'

'আপনি জোনাথান ওয়াইল্ডের নাম শুনেছেন?'

'জোনাথান ওয়াইল্ড, নামটা চেনা চেনা ঠেকছে। কোনও গোয়েন্দা গল্প বা উপন্যাসের নায়ক বুঝি? মিঃ হোমস, গল্পের গোয়েন্দাদের নিয়ে আমি খুব একটা মাথা ঘামাব না। কারণ একটাই, ওরা শুধু পাতায় পাতায় বাহাদুরি দেখায়, অপরাধীদের একহাত ঝেড়ে নেয়, কিন্তু রহস্য সমাধানের ব্যাপার আদৌ খোলসা করে না। ওসব পড়তেই ভাল লাগে, সময় কেটে যায়, কিন্তু বাস্তবে যে কোন সমস্যায় ওদের পদ্ধতিতে কাজ হয় না।'

'মিঃ ম্যাক, জোনাথান ওয়াইল্ড গল্পের গোয়েন্দা নয়, সে ছিল অপরাধজগতের এক সফল নায়ক। গত শতাব্দীতে ধরুন ১৭৫০ সাল বা ঐ সময় নাগাদ সে হরেক রকম অপরাধ করে অন্ধকার জগতে খুব নাম কিনেছিল।'

'মিঃ হোমস, আমি বাস্তব জগতের মানুষ, কাজ করি বাস্তব জগতে, ঐ লোক আমার কোনও কাজে আসবে না।'

'আবার ভুল করলেন মিঃ ম্যাক,' স্বাভাবিক গলায় বলল হোমস, 'বাড়িতে বসে রোজ কম করে বারো ঘন্টা অপরাধের ইতিহাস আপনার পড়া দরকার, অন্তত তিনটে মাস; সেটাই হবে আপনার পক্ষে সবচেয়ে প্র্যাকটিক্যাল কাজ। মনে রাখবেন নতুন করে কিছু ঘটে না। যা কিছু ঘটছে সবই আগে ঘটে গেছে, ইতিহাসের নিয়মে চাকার গতিতে সেগুলো আবার ফিরে আসছে — এমনকি প্রফেসর মরিয়ার্টি নিজেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নন। খানিক আগে যার নাম করলাম, প্রফেসর মরিয়ার্টির মত সেও ছিল লণ্ডনের অন্ধকার জগতের একচ্ছত্র সম্রাট, এখনকার প্রফেসর মরিয়ার্টির মত এক সময় এই জোনাথান ওয়াইল্ডও ছিল এই শহরের যাবতীয় অপরাধচক্রের আসল ব্রেন। বিশ্বাস করা না করা আপনার ওপর, কিন্তু এই জোনাথান ওয়াইল্ড নিজের বুদ্ধি আর দল তার আমলের কুখ্যাত অপরাধীদের ধার দিত শতকরা পনেরো পাউণ্ড বখরার বিনিময়ে। তাই বলছি এসবই আগে ঘটে গেছে, এখন নতুন রূপে ফিরে এসেছে, অদূর ভবিষ্যতে আরও নতুন চেহারায় আবার ফিরে আসবে। পুরোনো চাকা ঘুরপাক খেলে ভেতরের কাঁটাগুলো যেমন বারবার ঘুরেফিরে আসে, এও অনেকটা সেইরকম। প্রফেসর মরিয়ার্টির কাজকর্ম সম্পর্কে আরও অনেক কিছুই আমি জানি যা হয়ত আপনার কৌতূহলের খোরাক হতে পারে।'

'আপনার সব কথাই আমার সমান কৌতূহল জাগায়, মিঃ হোমস।'

'এই শহরে যত অপরাধ ঘটছে তাদের যদি একটা লম্বা শেকল বলে ভেবে নিতে পারেন মিঃ ম্যাক,' হোমস বলল, 'তাহলে জানবেন সেই শেকলের একদিকে আছে এক অধঃপাতে যাওয়া হতচ্ছাড়া নচ্ছার নিজেকে যে নেপোলিয়নের মত শক্তিমান ভেবে খুশি হয়। সেই নচ্ছার ব্যাটার নাম আপনার আমার সবার জানা — প্রফেসর মরিয়ার্টি। যে শেকলের কথা বলছি তার অন্য মাথায় আছে এক পাগল অপরাধী — চোর, ডাকাত, পকেটমার, জুয়াড়ি, ব্ল্যাকমেলার, গুণ্ডা, ছেনতাইবাজ, খুনে এবং অন্যান্য যাবতীয় অপরাধের কারবারী। এদের আবার একজন সর্দার আছে, যে প্রফেসরের সব বদ মতলব তাদের দিয়ে কাজে পরিণত করে। সেই সর্দার হল কর্ণেল

সেবাস্টিয়ান মোরান। লণ্ডনের সব অপরাধচক্রের দলপতি হলেও প্রফেসর মরিয়ার্টি নিজের স্বার্থে তাকে এমন সাবধানে রাখে যে আইন তার নাগাল পায় না। এই কার্ণেল মোরানকে প্রফেসর মরিয়ার্টি বছরে ছ'হাজার পাউণ্ড দিয়ে পোষে!'

'এত টাকা দেয়!' বেতনের পরিমাণ শুনে ইন্সপেক্টরের দু'চোখ ছানাবড়া হল।

'অবাক হচ্ছেন তো? হবারই কথা, কারণ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রিও বছরে যে বেতন পান তা এর ধারেকাছেও নয়। আসলে প্রফেসর মরিয়ার্টি আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ওঁর এতবড় অপরাধের কারবার চালান। আমেরিকান ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিভঙ্গি কি জানেন — মগজের দৌড় দেখে পারিশ্রমিক দেওয়া তা সে টাকার পরিমাণ যতই হোক ওরা ঘাবড়ায় না। হালে মরিয়ার্টির কয়েকটা চেক আমার হাতে এসেছিল, মোট ছ'টা সংসার চালাতে গেলে রোজের যেসব খরচ না করলেই নয়, এমন কিছু জিনিসপত্রের দাম বাবদ ঐ চেকগুলো কাটা হয়েছে। চোখে পড়ার মত, তা হল, একটা নয়, ছ'টা ব্যাংকের ওপর চেকগুলো কাটা হয়েছে। বলুন, এ থেকে কি ধারণা হতে পারে?'

'অদ্ভুত ব্যাপার ঠিকই,' ইন্সপেক্টর বললেন, 'আপনার নিজের কি ধারণা তাই বলুন।'

'কম করে কুড়িটা ব্যাংকে ওঁর অ্যাকাউন্ট আছে' হোমস হলল, 'অবশ্য যে টাকা উনি জমিয়েছেন তার বেশীরভাগ রেখেছেন বিদেশী ব্যাংকগুলোতে; ডয়েটশে ব্যাংকে আর ক্রেডিট লিওনেস-এ। জমানো টাকার পরিমাণ গোপন রাখতে যে উনি এতগুলো ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। দু'এক বছর ছুটি পেলে প্রফেসর মরিয়ার্টিকে নিয়ে গবেষণা করবেন, মিঃ ম্যাক।

'প্রফেসর মরিয়ার্টির প্রসঙ্গ এখনকার মত তোলা থাক, মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর বললেন, 'যে অপরাধের খবর নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি সেই বার্লস্টোন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রফেসর মরিয়ার্টির কি সম্পর্ক সেটাই ভাবার বিষয়। খুন হবার আগেই ঐ পোর্লক না কে, সে তো এ ব্যাপারে আপনাকে সাংকেতিক ভাষায় হুঁশিয়ারি পাঠিয়েছে। এ সম্পর্কে আরও কিছু যদি বলেন তাহলে হয়ত আমাদের তদন্তের সুবিধা হতে পারে।'

আমরা এই মুহূর্তে খুনের মোটিভ বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ধারণা তৈরি করতে পারি মিঃ ম্যাক।' মুচকি হাসল হোমস, দুটো আলাদা মোটিভ থাকতে পারে — এক, প্রফেসর মরিয়ার্টির দেওয়া শাস্তি। জেনে রাখবেন মিঃ ম্যাক, দলের লোকদের সবসময় পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখেন উনি, হয়ত দলের কোনও নিয়মকানুন ভাঙ্গা অথবা বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হিসেবেই প্রফেসর খুন করেছেন বার্লস্টোনের ডগলাসকে। ডগলাস খুন হতে চলেছে এ খবর যারা আগেভাগে জেনেছিল হয়ত পোর্লক তাদের একজন, তাই সে সেটা রুখতে আমায় ঐ চিঠি পাঠিয়েছে। এক্ষেত্রে ধরে নিতেই হবে ডগলাসকে এভাবে চরম সাজা দিয়ে প্রফেসর দলের সবাইকে হুঁশিয়ার করলেন।'

'এ তো গেল একটা, এবার দ্বিতীয় ধারণা কি বলুন।'

'দ্বিতীয় ধারণা হল নিজের অপরাধের কারবারের সূত্রে প্রফেসর মরিয়ার্টি খুন করিয়েছেন ডগলাসকে। ভাল কথা, মিঃ ম্যাক, খুনের আগে বা পরে কি ওখানে ডাকাতি হয়েছে?'

'তেমন কোনও খবর এখনও পাইনি, মিঃ হোমস।'

'ডাকাতি সত্যি সত্যি হলে প্রথম ধারণা বাতিল হবে, দ্বিতীয়টা টিকবে। ডাকাতি হয়ে থাকলে ধরে নিতে হবে তা রুখতে গিয়ে খুন হয়েছে ডগলাস। অথবা কোনও তৃতীয় পক্ষের টাকা খেয়ে ডগলাসকে খুন করিয়েছেন প্রফেসর মরিয়ার্টি। অবশ্য ডাকাতি সত্যিই হয়ে থাকলে মোটা বখরা পাবার লোভেও ওঁর পক্ষে ডগলাসকে খুন করানো অসম্ভব নয়। মিঃ ম্যাক, প্রফেসর মরিয়ার্টিকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি, ওঁর মত বজ্জাত ধরা পড়ার মত কোনও সূত্র আমাদের হাতের নাগালে রাখবে না এটা জেনে রাখবেন। তাই আমার মতে, রহস্যের তদন্তে হাত দিতে গেলে এই মুহূর্তে আমাদের বার্লস্টোনে যেতে হবে।'

'তাহলে সেখানেই চলুন!' জোরগলায় বলেই চেয়ার ছেড়ে একলাফে উঠে দাঁড়ালেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, 'কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে যে, চটপট তৈরি হয়ে নিন আপনারা, পাঁচ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না।'

'আমাদের দু'জনের পক্ষে পাঁচ মিনিটই যথেষ্ট,' বলে হোমসও লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, ড্রেসিং গাউন খুলে ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে বলল, 'যাবার পথে পুরো ব্যাপারটা বলবেন কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই বলব,' ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড খুলে বললেও টের পাচ্ছি যেটুকু বললেন তা এত সামান্য আর অর্থহীন যে তদন্তের ব্যাপারে তা কোনও কাজেই লাগে না। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে ঘটনাস্থলের দিকে যাবার সময় ঘোড়ার গাড়িতে বসে হোমসকে আরও যে খবরটি তিনি শোনালেন তা আমার কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও হোমসের কৌতূহল জাগালো। স্থানীয় থানা অফিসার ইন্সপেক্টর হোয়াইট ম্যাসন ব্যক্তিগতভাবে ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ডকে চিঠি লিখে তাঁর সাহায্য চেয়েছেন। সে চিঠির বয়ান এরকম।

'প্রিয় ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড,

আলাদা একটি খামেও চিঠি পাঠাচ্ছি আপনাকে, তাতেও আপনার সাহায্য প্রার্থনা করেছি তবে তা নিছক সরকারি পর্যায়ে। কোন্ ট্রেনে বার্লস্টোনে আসছেন জানিয়ে টেলিগ্রাম করলে আপনাকে নিতে আসব, নয়ত কাউকে পাঠাব। বার্লস্টোনে যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তার সঙ্গে এমন রহস্য পাকে পাকে জড়িয়ে আছে যা কল্পনা করা যায় না। আরও ভাল হয় যদি মিঃ শার্লক হোমসকে সঙ্গে আনতে পারেন। উনি চিন্তাশীল মানুষ, চিন্তাভাবনা করার মত অনেক খোরাক পাবেন। এ কেস আমার মতে এক প্রচণ্ড ঝড়! একজন মানুষ খুন না হলে গোটা ব্যাপারটা নাটক বলে ধরে নিতেন, এ চিঠি পাবার পরে। দয়া করে একটি মুহূর্তও নষ্ট করবেন না। প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে এই কেসের তুলনা দেওয়া ঠিক হয়েছে কিনা তা এখানে না এলে বুঝতে পারবেন না।'

'মনে হচ্ছে আপনার বন্ধুটি বেশ বুদ্ধিমান লোক,' চিঠি পড়ে বলল হোমস।

'একশোবার,' সায় দিলেন ম্যাকডোনাল্ড, 'এবং খুবই কাজের লোক।'

'আর কিছু জেনেছেন?'

'ওর সঙ্গে আগে দেখা হোক, যা শোনার ওর মুখ থেকেই শুনবেন।'

'তাহলে মিঃ ডগলাসের নিষ্ঠুর আর বীভৎসভাবে খুন হবার খবর পেলেন কি করে?'

'সরকারি রিপোর্টে ওঁর খুনের খবর ছিল যদিও 'বীভৎস' শব্দটা সেখানে ছিল না। সরকারি পরিভাষায় ঐ শব্দের চল নেই। নিহতের নাম রিপোর্টে লেখা আছে জন ডগলাস, মৃত্যুর কারণ হিসেবে লেখা আছে শটগানের গুলি। খুনের খবর জানাজানি হয়েছে রাত বারোটায় তাও লেখা হয়েছে। আর যা লেখা হয়েছে তা হল নিঃসন্দেহে খুনের ঘটনা হলেও কেস খুবই জটিল, সেইসঙ্গে জটিল কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে ওর সঙ্গে জড়ানো। এর বেশি আর কিছু এখনও আমার হাতে আসেনি, মিঃ হোমস।'

'বুঝলাম তাহলে মিঃ ম্যাক, এখনকার মত এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোনও কথা আমরা বলব না। এই মুহূর্তে শেকলের দুটো প্রান্ত ভাসছে আমার চোখের সামনে — লণ্ডনের এক বিশাল ব্রেন আর সাসেক্সে এক নিহত ব্যক্তির লাশ। এবার শেকলের মাঝের অংশটা খুঁজতেই আমরা যাচ্ছি।'

তিন

দ্য ট্র্যাজেডি অফ বার্লস্টোন

সাসেক্সের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত বার্লস্টোনকে গ্রাম না বলে গ্রাম্য এলাকা বলাই সঙ্গত হবে। কাঠের গুঁড়ি কেটে তৈরি অগুণতি মাঝারি আর ছোট কুঁড়েঘর এই এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের শোভা বাড়িয়েছে আর সেই শোভায় মোহিত হয়ে কিছু ধনী মানুষ সুরম্য ভিলা গড়ে তুলছে।

খুনের ঘটনাস্থল ম্যানর হাউস নামের বাড়ি, আসলে তা এক প্রাচীন দুর্গ বা গড়ের ঐতিহ্য বহন করছে যা ফুটে উঠেছে তার সর্বাঙ্গে। এই দুর্গের কিছু অংশ তৈরি হয়েছিল প্রথম ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের কালে। দুর্গস্বামি যে নিজেও ক্রুসেড-এ লড়তে গিয়েছিলেন তা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। দুর্গকে ঘিরে দু'টি পরিখা আছে, তার মধ্যে একটির জল গেছে পুরোপুরি শুকিয়ে, ভেতরের পরিখাতে এখনও জল আছে। প্রস্থে বিশাল হলেও তার গভীরতা খুব বেশি নয়। স্থানীয় একটি নদীর ঘোলাটে স্রোতধারা পরিখার একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। রাজবাজড়াদের আমলে ড্রব্রিজ উঠিয়ে নামিয়ে দুর্গের ভেতরে ঢোকা আর বেরোনোর ব্যবস্থা এখনও বজায় আছে — রোজ সন্ধ্যের পরে ড্রব্রিজ ওঠানো হয়, আবার নামানো হয় ভোরবেলা। সূর্য ডুবলে ড্রব্রিজ ওঠানো হয় আর তারপরে গোটা ম্যানর হাউসকে দেখলে একটা জলঘেরা দ্বীপ মনে হয়।

অনেক বছর ধরে খালি পড়েছিল ম্যানর হাউস; বাসিন্দা কেউ না থাকায় দুর্গের মত দেখতে এই বিশাল বাড়িটা ভেঙ্গেচুরে পড়ছিল। এইভাবে কিছুদিন যাবার পরে জন ডগলাস নামে এক ভদ্রলোক ঐ বাড়ি ভাড়া নিলেন। স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে এসে উঠলেন তিনি। পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই স্বাস্থ্যবান মিঃ ডগলাসের মুখখানা ছিল কঠোর রুক্ষতা মাখানো, ধূসর গোঁফজোড়া আর ধূসর দু'চোখের তীক্ষ্ণ চাউনি তাকে আরও কঠিন করে তুলেছিল। রুক্ষ চোয়াল তাঁর প্রচণ্ড মানসিক বলের পরিচয় বহন করত। এমনিতে ভদ্র আর আমুদে স্বভাবের লোক হলেও একেক সময় তাঁর মধ্যে ফুটে উঠত শিষ্টাচারের অভাব যা দেখে মনে হত সমাজের খুব নীচুতলা থেকে তিনি উঠে এসেছেন। ম্যানর হাউসে এসে ওঠার অল্প কিছুদিনের মধ্যে গোটা গ্রামে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন মিঃ ডগলাস। গ্রামের মানুষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন তিনি। সবরকম উৎসব অনুষ্ঠানে চাঁদা দিতেন দরাজ হাতে, গানবাজনার কোন অনুষ্ঠান হলে তাতেও যোগ দিতেন। গলা ছেড়ে এমন গান গাইতেন যা শুনে সবাই মুগ্ধ হত। তাঁদের স্বামী স্ত্রীর কথাবার্তা শুনে গ্রামের লোক আঁচ করেছিল যে দু'জনেই জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন আমেরিকায়। এইভাবে সবাই ধরে নিল মিঃ ডগলাস যখন আমেরিকায় বহুদিন কাটিয়েছেন তখন ক্যালিফোর্ণিয়ার সোনার খনি থেকে নিশ্চয়ই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উপার্জন করেছেন।

মিঃ ডগলাস ছিলেন ভয়ানক দুঃসাহসী। গ্রামের গির্জায় একবার আগুন লাগে। স্থানীয় দমকল সে আগুন নেভাতে ব্যর্থ হল, তখন মিঃ ডগলাস গির্জার ভেতরের দামি জিনিসপত্র বাঁচাতে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে ঢুকে পড়েন জ্বলন্ত গির্জার ভেতরে। তাঁর এই দুঃসাহস দেখে ধন্য ধন্য করে ওঠে সবাই। গ্রামে আসার বছর পাঁচেকের মধ্যে স্থানীয় মানুষের কাছে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন মিঃ জন ডগলাস।

মিসেস ডগলাস ছিলেন রূপসী, লম্বা, রোগা পাতলা গড়ন, স্বামীর চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট এই মহিলা জাতে ছিলেন ইংরেজ। দিনরাত নিজের সংসার নিয়েই পড়ে থাকতেন। বাইরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা কম করলেও তাঁর খুব কাছের মানুষ যারা হতে পেরেছে তারা জেনেছে তিনি কতখানি অন্তরঙ্গ। তাঁর সম্পর্কে নানা কথা রটতেও বেশি সময় লাগল না। অনেকেই বলে বেড়াতে লাগল মিসেস ডগলাস তাঁর স্বামী এতদিন কি কাজকর্ম করে এসেছেন সে সম্পর্কে কারও কাছে মুখ খোলেন না। অনেকে তাতে এই মাত্রা জুড়ল যে মিসেস ডগলাসকে এ নিয়ে দোষ দিয়ে লাভ নেই, তাঁর স্বামীই হয়ত নিজের কাজকর্মের পুরো বিবরণ তাঁকে জানাননি। আবার অনেকে এও বলতে লাগল যে মিঃ ডগলাসের বাড়ি ফিরতে দেরি হলে মিসেস ডগলাস নিরাপত্তার অভাব জনিত মানসিক অস্বস্তিতে ভোগেন, ঐসময় তাঁকে দেখলে মনে হত কোনও কারণে খুব ভয় পেয়েছেন।

বার্লস্টোন ম্যানর-এ সিসিল জেমস বার্কার নামে একটি লোক প্রায়ই আসত। মিঃ বার্কার নিজে থাকত হ্যাম্পস্টিডের হেলস লজে। বার্কার জাতে ইংরেজ, ধনী এবং ব্যাচেলর। বয়সে মিঃ ডগলাসের চেয়ে কিছু ছোট। মিঃ বার্কারও একসময় আমেরিকায় দিন কাটিয়েছেন, মিঃ ডগলাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় সেখানেই, আর তার সূত্র ধরে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে দু'জনের মধ্যে। মিঃ ডগলাসের বাড়ির কাজের লোকেদের কথায় জানা গেছে মিঃ বার্কারকে দেখতে লম্বা, দাড়িগোঁফ কামানো মুখ, ঘন কালো চোখে প্রখর ব্যক্তিত্বের ছাপ। প্রচণ্ড দৈহিক শক্তির অধিকারী মিঃ বার্কারকে কেউ ঘোড়ায় চড়তে বা বন্দুক ছুঁড়তে দেখেনি, ঘোড়ার গাড়িতে চেপে গ্রামের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো ছিল তার স্বভাব। ঐ সময় পাইপ টানত সে, মিঃ ডগলাসের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী সঙ্গ দিতেন মিঃ বার্কারকে। কিন্তু মিঃ ডগলাসের খাস আর্দালি অ্যামিসের বক্তব্য থেকে জানা গেছে মিঃ বার্কারের সঙ্গে নিজের স্ত্রীর এই অন্তরঙ্গতা কখনও ভাল চোখে দ্যাখেননি মিঃ ডগলাস। অ্যামিস ছাড়া মিসেস অ্যালেন নামে এক মহিলাও মিসেস ডগলাসের ঘর সংসার দেখাশোনা করতেন, দু'জনের বক্তব্যেই যে বিষয়টা স্পষ্ট হয়েছে তা হল ৬ই জানুয়ারি রাতে মিঃ ডগলাস খুন হবার সময় মিঃ বার্কার অতিথি হিসেবে ছিল বাড়িতে।

৬ই জানুয়ারি মিঃ ডগলাসের খুনের খবর স্থানীয় থানায় পৌঁছায় রাত পৌনে এগারোটা নাগাদ, সাসেক্স কনস্ট্যাবুলারির সার্জেন্ট উইলসন তখন থানার চার্জে ছিলেন। উত্তেজিত অবস্থায় মিঃ ডগলাসের খুনের খবর সার্জেন্ট উইলসন তার মুখ থেকেই শোনেন।

মিঃ বার্কারকে তখন খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল, খবরটা থানায় পৌঁছে দিয়েই সে দৌড়ে ফিরে আসে বাড়িতে, খানিক বাদে বারোটার কিছু পরে সার্জেন্ট উইলসনও কয়েকজন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হন সেখানে। থানা থেকে বেরোবার আগে এই খবর তিনি তাঁর উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

ম্যানর হাউসে পৌঁছে সার্জেন্ট উইলসন দেখেন ড্রব্রিজ নামানো, বাড়ির প্রত্যেকটি জানালায় আলো জ্বলছে, সেইসঙ্গে হৈ হট্টগোল শুরু হয়েছে গোটা বাড়িতে। বাড়িতে কাজের লোক যে ক'জন ছিল সবাই এসে জড়ো হয়েছিল একতলার হলঘরে, ভয়ে সবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সার্জেন্ট উইলসনের নজর এড়ায়নি। বাড়ির সর্বত্র অস্থিরতা, কে কি করবে, কি বলবে, ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। এবার থেকে কার হুকুম তারা মানবে তাই নিয়েও শুরু হয়ে গিয়েছিল কথা কাটাকাটি। এই তীব্র বিশৃঙ্খলার মধ্যে শুধু একটি লোক দাঁড়িয়েছিল শান্তভাবে, সে হল মিঃ বার্কার, মিঃ ডগলাস পরিবারের হিতাকাঙ্খী ও পুরোনো বন্ধু। সদর দরজা খুলে মিঃ বার্কারই ভেতরে নিয়ে যায় সার্জেন্ট উইলসনকে। তারও খানিক বাদে হাজির হয়েছিলেন গাঁয়ের চিকিৎসক ডঃ উড। ডঃ উড আর সার্জেন্ট উইলসনকে নিয়ে মিঃ বার্কার ভেতরের দিকে পা বাড়াতে খাস আর্দালি অ্যামিস পাছে বাড়ির কাজের মেয়েরা ভয় পায় এই ভেবে দরজা এঁটে দিয়েছিল ভেতর থেকে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে মেঝের ওপর হাত পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়েছিল মিঃ ডগলাসের লাশ, রাত পোশাকের ওপর হালকা গোলাপি ড্রেসিং গাউন জড়ানো, পায়ে কার্পেট স্লিপার্স। লাশের টেবিলের ওপরে রাখা ল্যাম্পটা হাতের মুঠোয় ধরে লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন ডঃ উড, লাশের শিরা আর চোখের মণি পরীক্ষা করে বুঝলেন অনেকক্ষণ আগেই মিঃ ডগলাস মারা গেছেন। এখন আর তাঁর সেখানে থাকার দরকার নেই। লাশের বুকের ওপর পড়েছিল এক অদ্ভুত আগ্নেয়াস্ত্র — একটা দোনলা শটগান, ট্রিগার থেকে ফুটখানেক দূরত্বে তার দুটো নলচেই করাত দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। একবার তাকিয়েই ডঃ উড আর সার্জেন্ট উইলসন বুঝেছিলেন মুখের খুব কাছে নলচে নিয়ে এসে ট্রিগার দুটো টেপা হয়েছে যার ফলে লাশের মাথা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। দুটো কার্তুজ একসঙ্গে ছোঁড়ার মতলবে বন্দুকের দুটো ট্রিগার তার দিয়ে বাঁধা যাতে দুটো

নলচের কার্তুজ একসঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে লক্ষ্যস্থলে মারাত্মক আঘাত হানে। বলতে কি, এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন সার্জেন্ট উইলসন, লাশের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলেছিলেন, 'আমার ওপরওয়ালা না আসা পর্যন্ত কেউ যেন এই ঘরের কোন কিছু না ছোঁয়।'

'এখনও কেউ কিছু ছোঁয়নি, সার্জেন্ট,' বলেছিল মিঃ বার্কার, 'সে জবাব দিতে আমি তৈরি আছি। এখন যেভাবে পড়ে আছে ঠিক সেইভাবে আমিও পড়ে থাকতে দেখেছি।'

'কখন দেখলেন?' লোকটার প্রশ্নের জবাব লিখতে লিখতে প্রশ্ন করলেন সার্জেন্ট উইলসন।

'ঠিক রাত সাড়ে এগারোটায়,' জানাল মিঃ বার্কার, 'তখনও জামাকাপড় পাল্টানো হয়নি, আমার শোবারঘরে আগুনের ধারে বসে গা গরম করছি ঠিক তখনই গুলির আওয়াজ কানে এল। জোরালো নয়, চাপা আওয়াজ! ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে আমি দৌড়ে এসে এঘরে ঢুকলাম।'

'এ ঘরের দরজা খোলা ছিল?'

'হ্যাঁ, খোলা ছিল। এসে দেখি বেচারা ডগলাস ঠিক এইভাবেই চিত হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, বুকের ওপর পড়ে ঐ অস্ত্রটা। আমার শোবার ঘর থেকে এঘরে আসতে বড়জোর ত্রিশ সেকেণ্ড লেগেছে, এর বেশি কোনমতেই নয়।'

'ঘরে ঢুকে কি করলেন?'

'ওর শোবার ঘরের মোমবাতিটা জ্বলছিল ঐ টেবিলে,' বার্কার বলল; 'খানিক বাদে আমি ল্যাম্পটা জ্বাললাম।'

'ঘরের ভেতরে বা দরজার বাইরে কাউকে দেখেননি?'

'আজ্ঞে না। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝলাম মিসেস ডগলাস দৌড়ে নামছেন। আমি তখনই দৌড়ে বেরিয়ে ওঁর সামনে দাঁড়ালাম যাতে ভেতরে ঢুকে এই বীভৎস দৃশ্য দেখতে না পান। মিসেস অ্যালেন এসে ওঁকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। ততক্ষণে বাটলার অ্যামিস এসে পৌঁছেছে, ওকে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকলাম।'

'কিন্তু মিঃ বার্কার, আমি যতদূর জানি ম্যানর হাউসে ঢোকার আগে একটা ড্রব্রিজ পেরোতে হয়, আর সেটা সন্ধ্যের পরেই তুলে নেওয়া হয়।'

'ঠিকই বলেছেন, ড্রব্রিজ তোলা ছিল, আমি গিয়ে ওটা নামাই।'

'ড্রব্রিজ তোলা থাকলে খুনি পালাল কোন পথে? সে প্রশ্ন উঠতেই পারে না। মিঃ ডগলাস নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করেছেন।'

'গোড়ায় আমরাও তাই ধরে নিয়েছিলাম,' বলতে বলতে মিঃ বার্কার এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন জানালার সামনে, পর্দা টেনে সবাতেই দেখা গেল জানালার পাল্লা পুরো খোলা। 'এই দেখুন' বলে হাতের ল্যাম্প জানালার চৌকাঠে নামিয়ে আনতেই সেখানে খানিকটা জায়গা জুড়ে রক্তের দাগ লেগেছে স্পষ্ট দেখা গেল, তার ওপর জুতোর ছাপ। 'দেখাতেই পাচ্ছেন এই জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাবার মতলবে এমন কেউ এখানে দাঁড়িয়েছিল যার জুতোর নীচে রক্তের দাগ লেগেছিল।'

'আপনি কি বলতে চান ড্রব্রিজ তোলা ছিল দেখে খুনি কাদাজল ভেঙ্গে পায়ে হেঁটে পরিখা পেরিয়েছে?'

'ঠিক তাই?'

'এর মানে দাঁড়াচ্ছে খুনের আধ মিনিট পরে আপনি এ ঘরে থাকতে থাকতেই সে পরিখায় নেমেছে?'

'নিশ্চয়ই, আমার তো লাশ আবিষ্কার করার পরেই জানালার সামনে এসে দাঁড়ানো উচিত ছিল, কিন্তু পর্দা টানা ছিল তাই জানালা যে খোলা একবারও বুঝতে পারিনি। এরপরেই মিসেস ডগলাসের পায়ের আওয়াজ কানে এল। আমি তার আগেই ওঁকে রুখতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। জানতাম এই ভয়ানক দৃশ্য উনি সইতে পারবেন না।'

'শুধু ভয়ানক নয়, বীভৎস!' ডঃ উড বললেন, 'বার্লস্টোন রেল দুর্ঘটনার পরে এমন বীভৎসভাবে কাউকে মরতে দেখিনি।'

'কিন্তু আমি জানতে চাই,' সার্জেন্ট উইলসন বললেন, 'আপনারা বলছেন খুনি জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখেছে ড্রব্রিজ তোলা, তখন বাধ্য হয়েই সে নেমে পড়েছে পরিখায়, পায়ে হেঁটে কাদাজল ভেঙ্গে ওপারে উঠে পালিয়েছে। খুব ভাল কথা। এখন আমার প্রশ্ন, ড্রব্রিজ তোলার পরে সে এ বাড়িতে ঢুকল কি করে?'

'এই প্রশ্ন আমিও করব,' সায় দিল মিঃ বার্কার।

'কটা নাগাদ ড্রব্রিজ তোলা হয়েছিল?'

'প্রায় ছ'টা নাগাদ,' জবাব দিল খাস আর্দালি অ্যামিস।

'আমি যতদূর জানি ড্রব্রিজ তোলা হয় সূর্যাস্তের পরে,' সার্জেন্ট উইলসন বললেন, 'বছরের অন্য সময় সূর্যাস্ত হয় ছটায়, কিন্তু এই সময় সাড়ে চারটের মধ্যেই সূর্য ডোবে।'

'মিসেস ডগলাসের চায়ের পার্টিতে বাইরের কিছু লোক এসেছিল,' অ্যামিস বলল, 'ওরা চলে যাবার পরে আমি নিজে গিয়ে ড্রব্রিজ তুলেছি।'

'ড্রব্রিজ তোলার অনেক আগেই খুনি এসেছিল,' বললেন সার্জেন্ট উইলসন, 'ভেতরে ঢুকে কোথাও লুকিয়ে ঘাপটি মেরে বসেছিল। ড্রব্রিজ তুলে নেবার পরে আঁধারে গা মিশিয়ে ছিল বলে কারও চোখেও ধরা পড়েনি সে। লুকিয়ে থেকে সে নজর রেখেছিল মিঃ ডগলাসের ওপর। তিনি ঘরে ঢুকতে সে গুলি ছুঁড়ে খুন করে তাঁকে। খুন করে খোলা জানালা দিয়ে পালিয়ে যাবার আগে খুনের হাতিয়ার ঐ শটগান ফেলে রেখে যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এইভাবেই পরপর ঘটেছে ঘটনাগুলো — অন্যভাবে সেগুলো সাজানো যায় না।'

মিঃ ডগলাসের লাশের পাশে মেঝেতে পড়েছিল একখানা কার্ড, সার্জেন্ট উইলসন উবু হয়ে সেটা তুললেন। কার্ডের একপিঠে আনাড়িহাতে কালো কালিতে বড় ইংরেজি হরফে লেখা ভি ভি, তার নীচে একটা সংখ্যা ৩৪১।

'এটা কি?' কার্ডখানা তুলে জানতে চাইল সার্জেন্ট, 'এই লেখার মানে কি?' কৌতূহলী চোখে কার্ডখানা দেখে বার্কার বলল, 'নিশ্চয়ই খুনি পালাবার সময় ফেলে গেছে, তবে এতক্ষণ এটা চোখে পড়েনি।'

'ভি ভি ৩৪১।' কার্ডের লেখার গায়ে বড় বড় আঙ্গুল বোলাতে বোলাতে সার্জেন্ট বললেন, 'এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। ভি ভি কারও নাম আর পদবির প্রথম অক্ষর?' 'আরে ডঃ উড, আপনি অত খুঁটিয়ে কি দেখছেন? কোনও সূত্র পেলেন?'

ফায়ারপ্লেসের সামনে মেঝেতে পাতা কম্বলের ওপর পড়ে আছে একখানা বড় হাতুড়ি যা সারারাত কাঠের মিস্ত্রিদের কাজে লাগে। ফায়ারপ্লেসের ম্যান্টেলপিসে রাখা এক বাক্স তামার মাথাওয়ালা পেরেক ইশারায় দেখাল বার্কার, 'মিঃ ডগলাস কাল রাতে এ ঘরের ছবিগুলো এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়ালে লাগাচ্ছিলেন। চেয়ারে দাঁড়িয়ে নিজেই বড় ছবিটা উনি দেওয়ালে টাঙ্গাচ্ছেন নিজের চোখে দেখেছি; হাতুড়িটা সেই থেকে পড়ে আছে ওখানে।'

'ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস যেখানে যেমন আছে তেমনই রেখে দিলে তদন্তের কাজে সাহায্য হবে; এই রহস্যের গোড়ায় পৌঁছোতে হলে লণ্ডন থেকে আমাদের ফোর্সের সেরা লোককে নিয়ে আসতে হবে।' মাথা চুলকে বললেন সার্জেন্ট উইলসন। তিনি যে হতভম্ব হয়ে গেছেন তা তাঁর মন্তব্যেই প্রমাণ হল। আলোটা উঁচু করে ধরে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে জানালার পর্দা একদিকে টেনে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'আচ্ছা, এই পর্দা ক'টা নাগাদ নামানো হয়েছিল বলতে পারেন?'

'বিকেল চারটের অল্প কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বালানো হয়েছিল,' খাস আর্দালি জানাল, 'তখনই নামানো হয়েছিল।'

'এখানটায় কেউ লুকিয়েছিল তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই,' আলোটা নামিয়ে বললেন সার্জেন্ট আর তখনই ঘরের কোনে কাদামাখা জুতোর ছাপ দেখা গেল। 'মিঃ বার্কার,' সার্জেন্ট উইলসন বললেন, 'আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন — পর্দা সরানো হয়েছে চারটের পরে, আর ড্রব্রিজ ওঠানো হয়েছে ছ'টার পরে — খুনিও ঐ সময় মতই ভেতরে ঢুকেছে অর্থাৎ বিকেল চারটের পরে, কিন্তু ছ'টার আগে। হয়ত নিছক চুরি করতেই ঘরের ভেতরে ঢুকেছিল সে, তারপর লুকিয়েছিল এখানে। কিন্তু ঘটনাক্রমে মিঃ ডগলাস তাকে দেখে ফেলেন আর ধরতে যান, তখন সে তাঁকে খুন করে পালিয়ে যায়। বাইরে থেকে যত কঠিনই দেখাক ব্যাপারটা আসলে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ।'

'আমিও ঠিক এমনটাই ভেবেছি,' বার্কার সায় দিল, 'কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে শুধু শুধু আমরা সময় নষ্ট করছি কেন? আসুন, এখুনি সবাই মিলে লোকটাকে খুঁজতে বেরোই, এদেশ ছেড়ে পালাবার আগে ধরে ফেলি ব্যাটাকে।'

'সকাল ছ'টার আগে কোনও গাড়ি নেই,' বার্কারের প্রস্তাব খানিক ভেবে নিয়ে সার্জেন্ট বললেন, 'তাই ট্রেনে চেপে তার পালানো হচ্ছে না। পায়ে হেঁটে যে পথ ধরেই যাক, তার গা থেকে রক্তের ফোঁটা পড়বে, আশেপাশের লোকেরাও তা ঠিকই দেখতে পাবে, এখন পরিস্থিতি যাই হোক, অন্য কোনও অফিসার যতক্ষণ না আসছেন ততক্ষণ আমিও এখান থেকে একপা নড়তে পারছি না। দেখবেন ঝোঁকের মাথায় আপনারা কেউ যেন ব্যাটাকে খুঁজতে বেরোবেন না।'

ডঃ উড গোড়া থেকেই কিছুটা আলগা ছিলেন, আলো হাতে নিয়ে তিনি তখনও উবু হয়ে লাশ পরীক্ষা করছেন।

'এ দাগটা কি করে হল? এর সঙ্গে কি খুনের কোনও সম্পর্ক আছে?' গলা সামান্য চড়িয়ে আপন মনে বলে উঠলেন ডঃ উড।

মিঃ ডগলাসের লাশের ডানহাতের অনেকটা জায়গা বেরিয়ে এসেছে ড্রেসিং গাউন থেকে, সেই খোলা ডানহাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি দেখছেন ডঃ উড। দেখা গেল কনুইয়ের কিছুটা নীচে একটা অদ্ভুত গোল দাগ তার ভেতরে এইটুকু খুদে ত্রিকোণ। চর্বি রং-এর চামড়ার ওপর সেই অদ্ভুত দাগ দগদগ করছে।

'এটা উল্‌কি নয়,' চোখ তুলে ডাক্তার বললেন, 'পোড়া দাগ। গোরু ভেড়াকে যেমন কোনও কোনও জায়গায় দাগিয়ে দেওয়া হয় তেমনই এই লোকটির চামড়াও লোহা পুড়িয়ে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই অদ্ভুত ছাপের অর্থ কি তাই তো বুঝতে পারছি না।'

'অর্থ কি আমিও জানি না,' সায় দিল সিসিল বার্কার, 'কিন্তু গত দশ বছরের ওপর এ দাগ ওর ডান হাতে আমারও চোখে পড়েছে।'

'আজ্ঞে আমিও দেখেছি' বলল খাস আর্দালি, 'উনি জামার হাতা গোটালেই ঐ দাগ চোখে পড়ত, যদিও এর মানে আমার জানা নেই।'

'আরে, একি কাণ্ড!'

'কি হল আবার?' জানতে চাইলেন সার্জেন্ট।

'ওর বিয়ের আংটিটা দেখছি না,' খাস আর্দালি বলল, 'এ নিশ্চয়ই খুনির কাজ।'

'কি বলছ?'

'ঠিকই বলছি হুজুর,' আর্দালি জোরগলায় বলল, 'আমার মনিব মিঃ ডগলাসের বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলে ছিল ওর বিয়ের আংটি। সাধারণ সোনার আংটি। সেই আংটির ওপরে ছিল দলাপাকানো একরত্তি সোনার তার, আস্ত সাপের গড়নের আরেকটা প্যাচানো আংটি পরতেন

অনামিকায়। এই দেখুন সেই সাপ আংটি, আর সোনার তার সব ঠিক আছে, নেই শুধু বিয়ের আংটি।'

'ও ঠিকই বলেছে,' বার্কার সায় দিল।

'আপনি বলছেন বিয়ের আংটিটা ঐ দলাপাকানো সোনার তারের নীচে থাকত?' জানতে চাইলেন সার্জেন্ট উইলসন।

'ঠিক তাই?'

'তাহলে ধরে নিতে হচ্ছে খুনি যেই হোক সে আগে ঐ দলাপাকানো সোনার তার আগে খুলেছে তারপর খুলেছে বিয়ের আংটিখানা। কিন্তু বিয়ের আংটি ছাড়াই ঐ সোনার তারটুকু আবার আগের মত পরিয়ে দিয়েছে লাশের বাঁহাতের কড়ে আঙ্গুলে, তাই তো?'

'ঠিক তাই।'

'হুম্' নাক দিয়ে গম্ভীর আওয়াজ করে গাঁইয়া পুলিশ অফিসার হতাশভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে আপনমনে বললেন, 'এখানে অবস্থা পরপর যা দাঁড়াচ্ছে তাতে লণ্ডনে চটপট খবর না পাঠিয়ে উপায় নেই দেখছি। ইন্সপেক্টর হোয়াইট ম্যাসনের মত চালাকচতুর অফিসার আমাদের ফোর্সে কমই আছে, এমন জটিল খুনের তদন্ত আর যাকে দিয়ে হোক চাই না হোক আমায় দিয়ে যে হবে না একথা মেনে নিতে আমার লজ্জা নেই, তাই বাধ্য হয়েই বড়কর্তাদের সাহায্য নিতে হবে।'

চার
আঁধারে

রাত তখন তিনটে। বার্লস্টোনের সার্জেন্ট উইলসনের পাঠানো জরুরি খবর পেয়ে সাসেক্স এর চিফ ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর হোয়াইট ম্যাসন সদর থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি চেপে এসে পৌঁছোলেন বার্লস্টোন, সেখান থেকে ভোর পাঁচটা চল্লিশের ট্রেনে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে খবর পাঠালেন। বেলা বারোটায় ট্রেন থেকে বার্লস্টোন স্টেশনে নামতে তিনি হোমস আর আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। শান্ত চেহারার হোয়াইট ম্যাসনের পরনে ঢোলা টুইডের স্যুট। মুখখানা লালচে, একপলক দেখলে বোঝা যায় প্রচুর জোর আছে গায়ে। আমার মনে হল গোয়েন্দা অফিসার ছাড়া অন্য যে কোন পেশার মানুষ বলে তাঁকে কল্পনা করা যায় অনায়াসে।

ইন্সপেক্টর হোয়াইট ম্যাসন করিতকর্মা লোক, আগে থাকতেই ওয়েস্টভিল আর্মস সরাইয়ে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন; সেখানে পৌঁছোনোর পরে বারান্দায় বসে কেস নিয়ে হোমসের সঙ্গে আলোচনায় মেতে উঠলেন। বার্লস্টোনের মিঃ ডগলাস খুন হবার পরে স্থানীয় পুলিশ অফিসার সার্জেন্ট উইলসন সেখানে প্রাথমিক তদন্ত করতে গিয়ে যা যা পেয়েছেন সব হোমসকে শোনালেন হোয়াইট ম্যাসন। শুনে হোমস বলল, 'সত্যিই এ এক অদ্ভুত কেস, মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, এমন অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যে ভরা খুনের কেস আগে খুব কমই দেখেছি।'

'ঠিক এমনই জবাব আপনার মুখ থেকে শুনব বলে আশা করেছিলাম, মিঃ হোমস।' হোয়াইট ম্যাসন খুশিভরা গলায় বললেন, 'সার্জেন্ট উইলসনের কাছ থেকে পাওয়া খবর সবই আপনাকে শোনালাম, এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটা বাড়তি পয়েন্ট তদন্তের রিপোর্টে যুক্ত হতে পারে যা একান্তভাবে আমার নিজের মাথা খাটিয়ে বের করা।'

'বলুন শুনি,' কৌতূহলী গলায় বলল হোমস।

'গোড়ায় হাতুড়িটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছি, ডঃ উড আমায় সাধ্যমতন সাহায্য করেছেন।' বললেন হোয়াইট ম্যাসন, 'কিন্তু দেখা গেল হাতুড়ির গায়ে রক্তের দাগ বা মাথার চুলের গুছি কি চামড়া ছিল না যাতে প্রমাণ হয় তা দিয়ে কাউকে আঘাত করা হয়েছে। হাতুড়ি দেখে গোড়ায় মনে

হয়েছিল হয়ত খুনিকে বাধা দিতে মিঃ ডগলাস হাতুড়ির মোক্ষম ঘা মেরেছেন তার গায়ে, কিন্তু মনে হওয়াই সার, হাতুড়ির গায়ে কোনও দাগ পাওয়া গেল না।'

'দাগ সবসময় পাওয়া নাও যেতে পারে,' ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড পাশ থেকে বাধা দিলেন, 'তা কখনও প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হয় না। অপরাধের দুনিয়ায় হাতুড়ি দিয়ে এমন অনেক খুন সংঘটিত হয়েছে যেখানে হাতুড়ির গায়ে কোনও দাগ পাওয়া যায়নি।'

'ঠিক তাই, কিন্তু দাগ থাকতে পারত, সেক্ষেত্রে আমাদের তদন্তের সুবিধা হত। এরপরে খুনের হাতিয়ার শটগানটা পরীক্ষা করলাম। ভেতরে দুটো হাঁস মারা কার্তুজের খালি খোল দুটো নলের ভেতরে পেলাম। সার্জেন্ট উইলসন দেখালেন বন্দুকের দুটো ট্রিগার একসঙ্গে তার দিয়ে বাঁধা যার অর্থ পেছনের ট্রিগার টানলে একসঙ্গে দুটো নল থেকে জোড়া কার্তুজ বেরিয়ে গিয়ে আঘাত হানবে লক্ষ্যস্থলে। এতে বোঝা যায় খুনি মিঃ ডগলাসের আততায়ী তাঁকে খুন করার সংকল্প নিয়েই বাড়িতে হানা দিয়েছিল, আর গুলি যাতে না ফসকায় সেই ভেবে দুটো ট্রিগার বেঁধেছিল তার দিয়ে যাতে একটা গুলি গতিকে ফস্‌কে গেলেও পরেরটা ঠিকই বিঁধবে শিকারের গায়ে। করাত দিয়ে নল্‌চে কেটে ফেলার পরে বন্দুকের মাপ দাঁড়িয়েছিল লম্বায় মাত্র দু'ফিট। বুঝতেই পারছেন ওভারকোটের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে যাবার মতলবে খুনি করাত দিয়ে বন্দুকের নল্‌চে ছেঁটে খাটো করেছিল। বন্দুকটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেছি কিন্তু যে কারখানায় ওটা তৈরি হয়েছে বন্দুকের গায়ে কোথাও তার নাম ঠিকানা পাইনি। শুধু তিনটে ইংরেজি হরফ চোখে পড়েছে — 'PEN', দুটো নল্‌চের মাঝখানে খোদাই করা।' P-র চাইতে E আর N আকারে ছোট, তাই তো?'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'পেনসিলভ্যানিয়া স্মল আর্মস কোম্পানি,' হোমস বলল, 'আমেরিকার নামকরা আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান।'

'সাবাশ, মিঃ হোমস। সত্যিই আপনার প্রতিভার তুলনা হয় না।' হোয়াইট ম্যাসনের গলা শুনে মনে হল হোমসের জ্ঞানের বহর দেখে ধন্য হয়ে গেছেন।

'বন্দুকটা আমেরিকান শটগান তাতে সন্দেহ নেই,' বললেন হোয়াইট ম্যাসন, 'আমি পড়েছি আমেরিকার অনেক জায়গায় সমাজবিরোধীরা কাউকে খুন করার মতলব আঁটলে করাত দিয়ে শটগান কেটে ছোট করে লুকিয়ে তা শিকারের আস্তানায় বয়ে নিয়ে যায়। যাক, তাহলে মিঃ ডগলাসের খুনি যে আমেরিকান সে বিষয়ে এতক্ষণে নিশ্চিত হলাম।'

'নাঃ, তুমি বড্ড তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছ হে, হোয়াইট ম্যাসন,' অধৈর্য ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, 'বাড়ির ভেতরে বাইরের লোক আদৌ ঢুকেছিল কিনা সে বিষয়ে আমি এখনও নিশ্চিত কোনও প্রমাণ পাইনি।'

'কেন, খোলা জানালা, জানালার চৌকাঠে রক্ত, লাশের পাশে পড়ে থাকা অদ্ভুত কার্ড, ঘরের কোণে কাদামাখা জুতোর ছাপ, আমেরিকায় তৈরি বন্দুক, এসব কি আমার যুক্তির সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নয়?'

'না, মিঃ হোয়াইট ম্যাসন,' মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'এসবই খুনের আগে থেকে জোগাড় করে জায়গা মতন সাজিয়ে রাখা যায় যাতে তদন্তকারী এটাই ধরে নেয় যে খুনি বাইরের লোক। নিহত মিঃ ডগলাস নিজে ছিলেন আমেরিকান, অথবা বহুদিন আমেরিকায় কাটিয়েছিলেন। মিঃ বার্কারের জীবনেরও বহু বছর কেটেছে ওদেশে। তাই খুনি আমেরিকান তা প্রমাণ করতে বাইরে থেকে আমেরিকান ধরে আনার কোনও দরকার দেখছি না।'

'খাস আর্দালি অ্যামিস —'

'হ্যাঁ, অ্যামিসের কথা বলুন, ওকে কি বিশ্বাসী বলা যায়?'

'পাঁচ বছর আগে মিঃ ডগলাস ম্যানর হাউস ভাড়া নেবার পর থেকেই ও তাঁর কাছে কাজ করছে, তার আগে কাজ করত স্যার চার্লস স্যাণ্ডোজের কাছে —'

'আপনি চাইলে যা খুশি বলতে পারেন কিন্তু আমি অ্যামিসকে অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক বলেই জানি, শক্ত পাথরের মত ওর স্বভাব। অ্যামিস শপথ করে বলেছে ম্যানর হাউসে আগে কখনও এমন বন্দুক ওর চোখে পড়েনি।'

'লুকিয়ে রাখার জন্য ঐ বন্দুকের নল্‌চে কাটা হয়েছিল; আকারে ছোট হওয়ায় যে কোন বাক্সে তা এমনভাবে ধরে যেত যাতে বাইরে থেকে কারও বোঝার সাধ্য ছিল না। তাই ঐ বন্দুক বাড়ির মধ্যে ছিল না একথা অ্যামিস এমন জোর দিয়ে কি করে বলছে?'

'অ্যামিসের বক্তব্য হল ঐ বন্দুক বাড়ির ভেতরে ও আগে কখনও দেখেনি।'

বাইরে থেকে কারও বাড়ির ভেতরে ঢোকার প্রমাণ এখনও পাইনি আমি।' জেদী গলায় বললেন মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, 'বাইরে থেকে বন্দুক নিয়ে খুনি বাড়িতে ঢুকল, তারপর খুন করে পালিয়ে গেল, এমন অসম্ভব ব্যাপার কি করে মেনে নেওয়া যায়? আপনি নিজেই বিচার করুন মিঃ হোমস, সব তো শুনেছেন আপনি।'

'মিঃ ম্যাক,' বিচারকের ভঙ্গিতে বলল হোমস, 'আপনার যা বলার খুলে বলুন।'

'যদি ধরেও নিই বাড়ির ভেতরে বাইরে থেকে কেউ এসেছিল,' মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'তাহলে আমার মতে সে আর যাই হোক অপরাধী ছিল না। বিয়ের আংটি উধাও হওয়া আর লাশের পাশে অদ্ভুত মার্কা দেওয়া কার্ড দেখে বোঝা যায় এ খুনের পরিকল্পনা আগেই করা হয়েছিল যার পেছনে ব্যক্তিগত কারণ থাকা অসম্ভব নয়। খুব ভাল, তাহলে এমন একজন বাইরের লোককে আমরা পাচ্ছি যে খুন করবে বলেই বাড়িতে ঢুকল। এবার পরিকল্পনা অনুযায়ী এ খুন হয়ে থাকলে ধরে নিতেই হবে বাড়ি ঘিরে পরিখা আছে তা খুনি জানত, আর এও জানত বাড়িতে প্রচুর লোক আছে গুলির আওয়াজ কানে গেলেই যারা দল বেঁধে ছুটে আসবে তাকে ধরতে। সেক্ষেত্রে কাজ হাঁসিল করতে হলে এমন হাতিয়ার বেছে নেওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক গুলি ছুঁড়লে যাতে আওয়াজ হবে না। কিন্তু তা না করে এমন হাতিয়ার সে কেন বেছে নেবে গুলি ছুঁড়লে যার প্রচণ্ড আওয়াজে চমকে উঠবে বাড়ির লোকেরা, নিমেষের মধ্যে দল বেঁধে সবাই ছুটে আসবে, আর জানালা গলে বাইরে বেরোলেও পরিখা পেরোবার আগেই সে ধরা পড়ে যাবে তাদের হাতে? বলুন মিঃ হোমস, আমার যুক্তি কি খুব অবাস্তব ঠেকছে?'

'না, মিঃ ম্যাক,' ভুরু কোঁচকালো হোমস, 'বরং আপনার যুক্তি কেসটাকে আরও জোরালো করল। আচ্ছা, মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, এখানে এসেই কি আপনি পরিখার দু'পাশ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন? পরিখার জল ভেঙ্গে কোনও লোকের ডাঙ্গায় ওঠার কোনও চিহ্ন আপনার চোখে পড়েছিল?'

'পরিখার দু'পাশ পাথর দিয়ে বাঁধানো, মিঃ হোমস,' বললেন মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, 'জল থেকে কেউ উঠে এলে তার পায়ের ছাপ থাকা সম্ভব নয়। না, কোনও মানুষের পায়ের দাগ ওখানে আমার চোখে পড়েনি।'

'হুম্!' খানিক ভেবে হোমস বলল, 'তাহলে মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, এবার আমরা ঘটনাস্থলে যেতে পারি?'

'আমিও ঠিক এটাই বলতে যাচ্ছিলাম, মিঃ হোমস', হোয়াইট ম্যাসন জবাব দিলেন, 'যাবার আগে তাই সব ঘটনা আপনাকে শোনাচ্ছিলাম।'

গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে একসময় আমরা চারজন কাঠের তৈরি ড্রব্রিজ আর পরিখা পেরিয়ে তিনশো বছরের পুরোনো ম্যানর হাউসের সামনে এসে পৌঁছোলাম। একটা খোলা জানালা ইশারায়

দেখিয়ে হোয়াইট ম্যাসন বললেন, 'এই সেই জানালা, ড্রব্রিজের ঠিক ডানদিকে পড়ছে। গতকাল রাতেও ঠিক এমনই খোলা ছিল।'

'মাত্র এইটুকু ফাঁক?' খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে হতাশ হল হোমস, 'এর ভেতর দিয়ে যে কোন লোকের ভেতরে ঢুকতে কষ্ট হবে।'

'যে ভেতরে ঢুকেছিল সে মোটা নয়, মিঃ হোমস, আপনার অনুমান ভিত্তিক বিজ্ঞানের সাহায্য না নিয়েই তা বলা যায়। তাছাড়া আপনি বা আমিও এই ফাঁক দিয়ে সহজে ভেতরে ঢুকতে পারি।'

লম্বা পা ফেলে পরিখার পাড়ে এসে দাঁড়াল হোমস, পাথরে বাঁধানো পাড় আর তার লাগোয়া ঘাসের জমি খুঁটিয়ে দেখল।

'আমি ভাল করেই এদিকটা দেখেছি, মিঃ হোমস,' মিঃ হোয়াইট ম্যাসন বললেন, 'কোনও দাগ বা পরিখার জল কেটে উঠে আসার কোনও চিহ্ন পাইনি। সবচেয়ে বড় কথা, কোনও চিহ্ন সে রাখতে যাবে কেন।'

'সত্যিই তো, কোনও চিহ্ন সে রাখতে যাবে কেন? আচ্ছা, এই পরিখার জল কি সবসময় এমনই ঘোলাটে থাকে?'

'স্রোতের সঙ্গে প্রচুর কাদা ভেসে আসে কিনা, তাই এই ঘোলাটে রং সবসময়েই থাকে।'

'আচ্ছা, এবার বলুন পরিখার জল কতটা গভীর?'

'পাড়ের কাছে দু'ফিট, আর মাঝখানে বড়জোর তিন ফিট, তার বেশি নয়।'

'তাহলে পরিখা পেরোতে গিয়ে জলে ডুবে মরার সম্ভাবনা খারিজ করা যায়?'

'নিশ্চয়ই, একটা বাচ্চাও এই জলে ডুবে মরবে না।'

ড্রব্রিজ পেরিয়ে আসার পরে খাস আর্দালি অ্যামিস আমাদের নিয়ে গেল বাড়ির ভেতরে। বেচারা বুড়ো মানুষ, কিম্ভূত রোগাটে দেখতে, ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। যে ঘরে খুন হয়েছে সেখানে স্থানীয় পুলিশ অফিসার সার্জেন্ট উইলসন একলা এককোণে দাঁড়িয়ে লাশ পাহারা দিচ্ছেন। ডঃ উড চলে গেছেন অনেকক্ষণ আগেই।

'নতুন কোনও খবর পেলেন, সার্জেন্ট?' জানতে চাইল হোয়াইট ম্যাসন।

'এখনও হাতে কিছু আসেনি স্যর।'

'তাহলে এবার আপনি বাড়ি যান, সার্জেন্ট, তেমন দরকার হলে খবর পাঠাব। হ্যাঁ, যাবার আগে খাস আর্দালিকে বাইরে দাঁড়াতে বলুন, ওকে মিসেস ডগলাস, মিঃ বার্কার আর হাউস কিপারের কাছে পাঠান, বলতে বলুন দরকার হলে ওঁদের জেরা করব তাই সবাই যেন ধারে কাছে থাকেন। আচ্ছা, জেন্টেলম্যান, এবার আমার অভিমত আগে শুনুন — আপনাদের সিদ্ধান্ত নেবার পক্ষে তা সহায়ক হবে। গোড়াতেই আমাদের জানতে হবে এটা সত্যিই খুন, না আত্মহত্যা। আত্মহত্যা যদি হয় তাহলে অনুমান করতে হবে বিয়ের আংটি আঙুল থেকে খুলে বাড়ির লোকের চোখে পড়বে না এমন কোনও জায়গায় লুকিয়ে রাখলেন, তারপর ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে নেমে এলেন এই ঘরে, পর্দার আড়ালে ঘরের কোনে কাদামাখা জুতোর ছাপ রাখলেন, জানালার পাল্লা খুলে চৌকাটে খানিকটা রক্ত ঢাললেন —'

'আত্মহত্যার সম্ভাবনা আমরা বাদ দিচ্ছি,' বললেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড।

'আমারও তাই ধারণা, আত্মহত্যার ঘটনা নয়, এটা আসলে খুন। সেক্ষেত্রে খুনি বাইরের না ভেতরের লোক সে সম্পর্কে গোড়াতেই নিশ্চিত হতে হবে।'

'বলে যান, মিঃ হোয়াইট ম্যাসন।'

'অনুমানের বেলায় দু'দিকেই অসুবিধে আছে, তাহলেও দুটোর মধ্যে একটা না হয়েই যায় না। এবার ধরে নিচ্ছি বাড়ির লোকেদের মধ্যে একজন বা অনেকে মিলে খুন করেছে মিঃ ডগলাসকে। এমন একটা সময় বেছে নিয়ে তারা মিঃ ডগলাসকে এঘরে নামিয়ে এনেছে যখন চারদিকের সব

আওয়াজ থেমে গেছে। বাড়ির বাকি বাসিন্দারা ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে কিন্তু কেউই ঘুমোয়নি। তারপর এক লহমায় গুলি ছুঁড়ে ওরা খুন করেছে তাঁকে আর সেই গুলির আওয়াজ শুনে বাড়ির লোকেরা বুঝতে পেরেছে যে তাদের মনিব খুন হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটে এল এঘরে, দেখল মনিব খুন হয়েছেন ঠিকই, তাঁর লাশের বুকের ওপর পড়ে আছে এক আগ্নেয়াস্ত্র যা এ বাড়িতে দেখেনি তারা। বলুন, এই সম্ভাবনা নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না?'

'মোটেও না।'

'তাহলে এটা অবশ্যই মানছেন যে গুলির আওয়াজ হবার এক মিনিটের ভেতর শুধু মিঃ বার্কার একা নন, খাস আর্দালি অ্যামিস সমেত বাড়ির বাকি সবাই এসে হাজির হয়েছিল এঘরে। এবার তাহলে বলুন, কাদামাখা জুতো পায়ে ঐ কোণে দাঁড়ানো, জানালার পাল্লা খুলে চৌকাঠের রক্ত ফেলা, সবশেষে লাশের আঙ্গুল থেকে বিয়ের আংটি খুলে নিয়ে পালানো, এসব কি খুনি ঐ গুলি ছোঁড়ার পরে এক মিনিটের মধ্যে সেরে ফেলেছে? আমার মতে তা অসম্ভব।'

'চমৎকার যুক্তি,' সায় দিল হোমস, 'আপনার বক্তব্যের সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত।'

'তাহলে খুনি বাইরের লোক সেই থিওরিতে ফিরে আসতে হচ্ছে। অনেক অসুবিধা এখনও আছে, কিন্তু যাই হোক, তাদের আর অসম্ভব বলা চলে না। বাইরে থেকে আসা লোকটি বিকেল সাড়ে চারটে থেকে সন্ধ্যে ছ'টা, এই সময়ের মধ্যে বাড়িতে ঢুকেছে - তার মানে ঠিক সন্ধ্যে নাগাদ ড্রব্রিজ তোলার মুখে। বাড়ির ভেতরে অতিথি ছিলেন, দরজা ছিল খোলা, তাই ভেতরে ঢুকতে কোনরকম বাধা তাকে পেতে হয়নি। চোর চোট্টা বলতে যা বোঝায় সে লোক হয়ত তাই ছিল অথবা কোনও ব্যক্তিগত কারণে সে হয়ত রেগেছিল মিঃ ডগলাসের ওপরে। মিঃ ডগলাস জীবনের অনেকটা সময় আমেরিকায় কাটিয়েছেন তাছাড়া এই নলচে কাটা শটগান এটাও আমেরিকার তৈরি মনে হচ্ছে তাই ওঁর ওপর খুনির ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল এই থিওরিটাই বেশি বিশ্বাসযোগ্য। এই ঘরে ঢুকে লোকটা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রইল, রাত এগারোটার পরেও ঐখানেই লুকিয়ে রইল সে। এগারোটার কিছু পরে মিঃ ডগলাস এ ঘরে ঢুকলেন। খুনির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা কিছু হয়ে থাকলে অল্পই হয়েছে যেহেতু মিসেস ডগলাস বলেছেন মিঃ ডগলাস তাঁর কাছ থেকে চলে আসার অল্প কয়েক মিনিট পরেই গুলির আওয়াজ হয়েছিল।'

'মোমবাতি দেখেও তাই মনে হচ্ছে,' বলল হোমস।

'ঠিক বলেছেন। মোমবাতিটা নতুন কিন্তু পুড়েছে মাত্র আধ ইঞ্চি। মিঃ ডগলাস নিশ্চয়ই গুলি লাগার আগে ওটা টেবিলে রেখেছিলেন নয়ত ওটা মেঝেতে ছিটকে পড়ত। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় মিঃ ডগলাস ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আততায়ী তাঁকে গুলি করেনি। মিঃ বার্কার ঘরে ঢুকে মোমবাতি নিভিয়ে তেলের ল্যাম্প জ্বেলেছিলেন।'

'তা ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।'

'খুব ভাল, তাহলে এবার ঘটনাগুলো পরপর সাজানো যাক। মিঃ ডগলাস ঘরে মোমবাতি টেবিলে রাখলেন, ঠিক তখনই শটগান হাতে একটা লোক বেরিয়ে এল পর্দার আড়াল থেকে, বিয়ের আংটি খুলে দিতে বলল। মিঃ ডগলাস তা দিলেনও, আর তারপরেই লোকটা গুলি করল তাঁকে। খুনটা ঠাণ্ডা মাথায় করেছিল যদিও ধস্তাধস্তির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, বিশেষত যেখানে মাদুরের ওপর একটা হাতুড়ি ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছে। এমনও হতে পারে যে লোকটার হাত থেকে বাঁচতে মিঃ ডগলাস হাতুড়ি তুলে তাকে মারতে গিয়েছিলেন আর তখনই সে গুলি ছুঁড়েছিল তাঁকে লক্ষ্য করে। মিঃ ডগলাস গুলিতে মারা যাবার পরে সে খুনের হাতিয়ার সেই শটগান রাখে লাশের বুকের ওপর, অর্থহীন কিছু হরফ আর সংখ্যা লেখা একটা কার্ড রাখল লাশের পাশে, তারপর খোলা জানালা দিয়ে পালিয়ে গেল। মিঃ বার্কার খানিক বাদে এঘরে ঢুকে

যখন মিঃ ডগলাসের লাশ দেখলেন তখন তাঁর খুনি পরিখা পেরোচ্ছে। বলুন মিঃ হোমস, কেমন লাগল?'

'কৌতূহলের খোরাক প্রচুর আছে মানতেই হবে, কিন্তু তাহলেও বিশ্বাস করতে কেমন বাধো বাধো ঠেকছে যে!'

'কি সব আজে বাজে বকছেন মিঃ হোয়াইট ম্যাসন?' রেগেমেগে চেঁচিয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, 'মাথা নেই, মুণ্ডু নেই যা খুশি বললেই হল? খুন যে একজন করেছে তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই, কিন্তু যেভাবে সাজিয়ে বললেন, তার বাইরে অন্যভাবেও যে এ খুন হয়ে থাকতে পারে তা আমি প্রমাণ করতে পারি। একটা কথা কেন ভুলে যাচ্ছেন যে সে বাইরের লোক, চুপি চুপি কাজ সেরে সবার চোখের আড়ালে এখান থেকে পালানোই হবে তার লক্ষ্য, সেখানে শটগান ছুঁড়ে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে সবাইকে সতর্ক করতে সে যাবে কেন? মিঃ হোমস এক্ষুনি বললেন মিঃ হোয়াইট ম্যাসনের যুক্তি আপনার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। তা এবার আপনি নিজেই পথ দেখান না, বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে এমন কোনও যুক্তি খাড়া করে পথ দেখান আমাদের।'

যাকে বলা সেই হোমস কিন্তু বিরক্ত না হয়ে কান খাড়া করে তাঁর প্রত্যেকটি কথা শুনল, সন্ধানী চাউনি মেলে আশে পাশে কি দেখল, তারপর মিঃ ডগলাসের লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, 'আপনি বলছেন বটে মিঃ ম্যাক, কিন্তু আরও কতগুলো ঘটনা খুঁটিয়ে বিচার না করে কোনও থিওরি খাড়া করা আমার পক্ষে উচিত হবে না। নাঃ লাশের চোটগুলো দেখছি সত্যিই ভয়ানক। মিঃ ম্যাক, ঘণ্টা বাজিয়ে খাস আর্দালিকে একবার ডাকবেন? ধন্যবাদ, এই যে অ্যামিস, শুনলাম মিঃ ডগলাস মানে তোমার মনিবের হাতে উল্‌কির মত এই অদ্ভুত দাগটা নাকি উনি বেঁচে থাকতে বহুবার তোমার চোখে পড়েছে?'

'আপনি ঠিকই শুনেছেন।'

'দাগটা কিভাবে হল তা নিয়ে কারও কোনরকম মন্তব্য কখনও শুনেছো? ভাল করে মনে করে দ্যাখো।'

'আজ্ঞে না, তেমন কিছু কখনও আমার কানে আসেনি।'

'উল্‌কি নয়,' ভুরু কুঁচকে দাগটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হোমস বলল, 'পোড়ানোর দাগ, তাতে সন্দেহ নেই। চামড়ার ওপর জ্বলন্ত কিছু চেপে ধরে পুড়িয়ে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, দাগানোর সময় মিঃ ডগলাস নিশ্চয়ই খুব যন্ত্রণা পেয়েছিলেন, আর ওঁর চোয়ালের কোনে এই স্টিকিং প্লাস্টারটা এল কোথা থেকে? অ্যামিস, মিঃ ডগলাস বেঁচে থাকতে এ প্লাস্টার তুমি দেখেছিলে?'

'আজ্ঞে পড়েছিল, কাল সকালে দাড়ি কামাবার সময় চোয়ালের কাছটা অল্প কেটে ফেলেছিলেন, তারপরেই ওখানে স্টিকিং প্লাস্টার লাগালেন।'

'দাড়ি কামাতে গিয়ে ওঁকে আগে কখনও গালের চামড়া কেটে ফেলতে দেখেছো?'

'খুব আগের কথা বলতে পারব না, তবে এমন ঘটনা অনেকদিন ঘটতে দেখিনি।'

'নোট করার মত পয়েন্ট,' বলল হোমস, 'হয়ত নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর, ঘটনার সঙ্গে এর কোনও যোগসূত্র নেই; আবার এমনও হতে পারে যে জীবনহানির সম্ভাবনা আঁচ করে মিঃ ডগলাস ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন আর তার ফলেই দাড়ি কামানোর সময় ঐভাবে চোয়ালের চামড়া কেটে ফেলেছিলেন। আচ্ছা অ্যামিস, ভাল করে ভেবে দ্যাখো তো, গতকাল তোমার মনিবের কথাবার্তা বা আচরণ অস্বাভাবিক ঠেকেছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওঁকে অন্য দিনের চেয়ে অস্থির আর উত্তেজিত মনে হয়েছিল।'

'হুম! তাহলে চরম কিছু ঘটতে চলেছে এটা উনি আগে থেকে আঁচ করেছিলেন মনে হচ্ছে, আমরা খানিকটা এগিয়েছি, কি বলেন, মিঃ ম্যাক? এবার আপনি যদি চান জেরা করতে পারেন।'

'মিঃ হোমস, আমার চেয়ে যোগ্য লোক এখানে আছেন, জেরা করতে হলে তিনিই করবেন।'

'খুব ভাল কথা, এবার তাহলে লাশের পাশে পড়ে থাকা এই কার্ড নিয়ে একটু ভাবা যাক — 'ভি ভি ৩৪১,' এ তো দেখছি এবড়ো খেবড়ো কার্ডবোর্ড। অ্যামিস, এমন কাডবোর্ড বাড়ির ভেতরে আছে?'

'যতদূর জানি নেই, থাকলেও আমার চোখে পড়েনি।'

এবার পায়ে পায়ে ডেসকের কাছে এসে দাঁড়াল হোমস, খানিকটা ব্লটিং পেপার ছিঁড়ে সামনে রাখা দুটো দোয়াতে ডুবিয়ে খানিকটা কালি শুষে নিল, তারপর কার্ডের লেখার কালির পাশে সেই কালি রেখে খুঁটিয়ে দেখে বলল, 'বোর্ডের কালি বেগুনি, ডেসকের কালি কালো, তাই কার্ডটা বাইরে থেকে লিখে আনা হয়েছে, তাছাড়া হরফগুলো দেখে বোঝা যায় ভোঁতা নিব দিয়ে লেখা, কিন্তু ডেসকের কলমগুলোর নিব সরু। না, এটা বাইরে কোথাও লেখা হয়েছে। অ্যামিস, কার্ডের এই লেখার মানে কিছু আঁচ করতে পারছো?'

'আজ্ঞে না।'

'মিঃ ম্যাক, আপনার কিছু মনে হচ্ছে?'

'কোনও গুপ্ত সমিতির ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে,' মিঃ ম্যাক বললেন, 'আমার ধারণা লাশের হাতের ঐ অদ্ভুত দাগটাও তাদেরই চিহ্ন।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' সায় দিলেন মিঃ হোয়াইট ম্যাসন।

'কাজ চালানোর মত অনুমান হিসেবে এটা ধরে নিয়ে এগোনো যেতে পারে, তারপর আমাদের অসুবিধেগুলো কতটা সাদৃশ্য হয় তা নাহয় পরে দেখা যাবে,' বলল হোমস, 'তাহলে ধরে নিচ্ছি ঐরকম এক গুপ্ত সমিতির একজন ঘাতক সবার নজর এড়িয়ে ঢুকে মিঃ ডগলাসের জন্য ওৎ পেতে রইল, সামনা সামনি পেয়ে গুলি ছুঁড়ে সে তার মাথা উড়িয়ে দিল, তারপর কাজ সেরে পরিখায় নেমে জলকাদা ভেঙ্গে পালিয়ে গেল; যাবার আগে লাশের পাশে এই কার্ডখানা রেখে গেল, উদ্দেশ্য একটাই — খবরের কাগজে ছাপানো খুনের খবরে ঐ কার্ডের উল্লেখ থাকবে যা পড়ে গুপ্ত সমিতির বাকি সদস্যরা জানবে বদলা নেওয়া হয়েছে। এ সবই তো বেশ লাগসই মনে হচ্ছে, কিন্তু এত হাতিয়ার থাকতে এই কিম্ভূত অস্ত্রটা খুনি কাজে লাগাল কেন ভেবে পাচ্ছি না।'

'ঠিক বলেছেন, মিঃ হোমস।'

'আংটিটাই বা আঙ্গুল থেকে উধাও হল কেন?'

'আমারও সেই প্রশ্ন।'

'তার ওপর, এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কোনও লোক ধরা পড়ল না কেন? এখন বেলা দুটো। খবর বহুদূর ছড়িয়ে গেছে, আর তাই মেনে নিতেই হচ্ছে আশেপাশে অন্তত চল্লিশ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে যত কনস্টেবল আছে সবাই এমন একজনকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে যার জামা কাপড় জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে।'

'ঠিক বলেছেন, মিঃ হোমস।'

'তাই কোথাও লুকিয়ে না থাকলে অথবা ইতিমধ্যেই ভেজা জামাকাপড় পাল্টে না ফেললে তার ধরা পড়া উচিত। তবু দেখছেন পুলিশের চোখে সে লোক এখনও পড়েনি। বলে জানালার সামনে এল হোমস, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে চৌকাটে লেগে থাকা রক্তের দাগ দেখতে দেখতে বলল, 'এ যে জুতোর ছাপ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দাগটা অদ্ভুত রকমের চওড়া, দেখে বেশ বোঝা যায় লোকটার পা চ্যাপটা আর কোণের এই কাদা মাখা জুতোর ছাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে শুকতলার আকারটা স্বাভাবিক, তাকে অদ্ভুত বলা যায় না। কিন্তু ছাপগুলো মোটেও স্পষ্ট নয়। আরে, সাইড টেবিলের নীচে এটা আবার কি?'

'মিঃ ডগলাসের ডাম্বেল,' বলল খাস আর্দালি অ্যামিস।

'ডাম্বেল একটা কেন, এর জোড়াটা কোথায়?'

'জানি না মিঃ হোমস, একটাই হয়ত আছে, দুটো ডাম্বেল কয়েক মাস হল দেখছি না।'

'একটা ডাম্বেল,' গম্ভীর শোনাল হোমসের গলা, কিন্তু তার কথার মাঝখানে বাধা পড়ল — বাইরে থেকে কে যেন টোকা দিল দরজায়। দরজা খুলতেই এক অচেনা পুরুষকে দেখলাম — লম্বা, দাড়িগোঁফ কামানো মুখ, পেটা পোড়খাওয়া স্বাস্থ্য, তামাটে মুখ। বুঝতে পারলাম ইনিই মিঃ সিসিল বার্কার, মিঃ ডগলাসের পুরোনো বন্ধু।

'আপনাদের আলোচনার মাঝখানে বাধা দেবার জন্য দুঃখিত,' বার্কার বললেন, 'কিন্তু সর্বশেষ পরিস্থিতিটা আপনাদের জানাতেই আমি এসেছি।'

'কেউ ধরা পড়েছে?'

'না, তবে তার সাইকেল পাওয়া গেছে, সাইকেলটা ফেলেই ব্যাটা পালিয়েছিল। আপনারা এসে দেখতে পারেন, কাছেই আছে ওটা, হলঘরের দরজার একশ গজের ভেতর।'

রাজ হুইটওয়ার্থ বাই সাইকেল, একনজর দেখেই বোঝা যায় বেশ পুরোনো, অনেকদিন ধরে তাতে চড়া হয়েছে, সারা গায়ে কাদার ছোপ। শুনলাম ঝোপের ভেতর লুকোনো ছিল। হ্যাণ্ডেলে একটা ঝোলা টাঙ্গানো তার ভেতরে তেল দেবার অয়েল ক্যান আর একটা স্প্যানার। কিন্তু এসব সূত্র সাইকেল চালকের পরিচয় জানার কাজে আসবে না। তবু ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'এটা খুনের তদন্তে পুলিশকে যথেষ্ট সাহায্য করবে, তাই এখনই নম্বর এঁটে খাতায় লিখে রাখতে হবে। লোকটা যেখানেই পালাক কোথা থেকে এসেছিল তা এবার জানা যাবে। কিন্তু এমন একটা কাজের জিনিস পালাবার সময় সে ফেলে গেল কেন তাই ভেবে পাচ্ছি না। মিঃ হোমস, যে ধাঁধায় পড়েছি তা থেকে বেরিয়ে আসার মত পথ এখনও দেখতে পাচ্ছি না।'

'সত্যি বলছেন?' ভুরু কুঁচকে গম্ভীর গলায় বলল হোমস, 'তাহলে তো সত্যিই খুব আশ্চর্যের ব্যাপার!'

পাঁচ
নাটকের কুশীলববৃন্দ

'স্টাডির ভেতরে যা যা দেখার সব খুঁটিয়ে দেখেছেন তো?' বাড়ি ফেরার পরে জানতে চাইলেন মিঃ হোয়াইট ম্যাসন।

'এখনকার মত যেটুকু দেখার দেখেছি,' বললেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, হোমস কোনও মন্তব্য না করে ঘাড় নেড়ে শুধু সায় দিল।

এরপর শুরু হল বাড়ির লোকের জেরা পর্ব, সবার আগে ডাক পড়ল খাস আর্দালি অ্যামিসের। জেরার জবাবে সংক্ষেপে অ্যামিস যা জানাল তা এরকম।

অ্যামিসের বিবৃতি

বছর পাঁচেক আগে মিঃ ডগলাস বার্লস্টোনে প্রথম আসেন, তখনই অ্যামিস বহাল হয়েছে তাঁর খাস আর্দালির কাজে। মনিবটি ধনী পয়সাওয়ালা মানুষ এবং সে পয়সা তিনি রোজগার করেছেন আমেরিকায় তাও জেনেছে সে। মনিব হিসেবে তার মতে মিঃ ডগলাস ছিলেন দয়ালু ও বিবেচক, মিষ্টি কথা বলে কাজ আদায় করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। মিঃ ডগলাসের মত এমন সাহসী মানুষ অ্যামিস জীবনে দেখেনি। সূর্য ডোবার পরে সন্ধ্যের আঁধার নামার মুখেই মিঃ ডগলাস বাড়ির বহুকালের পুরোনো নিয়ম মেনে ড্রব্রিজ তোলার হুকুম দিতেন। গ্রামের বাইরে খুব কমই বেরোতেন তিনি, বিশেষ দরকার না পড়লে লণ্ডনে তাঁকে যেতে দেখেনি সে। কিন্তু খুন হবার আগের দিন তিনি বাজার করতে গিয়েছিলেন টুনব্রিজ ওয়েলস-এ। পাঁচ বছরের মধ্যে অ্যামিস সেদিনই প্রথম তাঁকে খানিকটা উত্তেজিত আর অধৈর্য অবস্থায় দেখেছিল, খুব সম্ভবত সেই উত্তেজনার

বশেই দাড়ি কামাতে গিয়ে তাঁর চোয়াল কেটে গিয়েছিল। পরদিন রাতে অ্যামিস ভাঁড়ারঘরের রূপোর বাসনপত্র সাজিয়ে রাখছে ঠিক তখনই সদর দরজার ঘণ্টা খুব জোরে বেজে উঠল। না, বন্দুকের গুলির কোনও আওয়াজ তার কানে যায়নি আর তা না যাওয়াই স্বাভাবিক কারণ রান্নাঘর আর ভাঁড়ারঘর দুটোই বাড়ির পেছনদিকে, বাইরের ঘর থেকে সেখানে যেতে হলে অনেকগুলো গলি আর বন্ধ দরজা পেরোতে হয়। সেই ঘন্টার আওয়াজ শুনে হাউসকিপারও নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, অ্যামিসকে সঙ্গে নিয়ে সে এগিয়ে গিয়েছিল বাড়ির সামনের অংশে। সেখানে পৌঁছে দেখেছিল মনিবের স্ত্রী মিসেস ডগলাস নেমে আসছেন সিঁড়ি বেয়ে, ঐ সময় তাঁকে দেখে অ্যামিসের মোটেও উত্তেজিত বলে মনে হয়নি। তিনি সিঁড়ির নীচে নেমে আসতেই স্টাডি থেকে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন মিঃ বার্কার, তাঁকে নীচে নামতে নিষেধ করলেন, ওপরে নিজের ঘরে ফিরে যেতে বারবার অনুরোধ করলেন। অ্যামিসের স্পষ্ট মনে আছে মিঃ বার্কারেব কথাগুলো ঃ 'স্টাডিতে যেয়ো না, ভগবানের দোহাই! জ্যাক বেচারা মারা গেছে, এখন আর ওখানে তোমাব কবার কিছু নেই। ভগবানের দোহাই, ওপবে নিজের ঘরে যাও।' মিসেস ডগলাস অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাননি, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন সিঁড়িতে, বুক চাপড়ে কান্নাকাটি বা হা হুতাশ কিছুই করেননি। মিঃ বার্কার আবার তাঁকে বুঝিয়েছিলেন, মিনতি করে ওপরে যেতে বলেছিলেন। হাউসকিপাব মিসেস অ্যালেন মিসেস ডগলাসের সঙ্গেই থাকে ওঁর শোবার ঘবে, সে ওঁকে ধরে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এরপর মিঃ বার্কারের সঙ্গে অ্যামিস স্টাডিতে এসে দেখে তার মনিবেব লাশ পড়ে আছে মেঝেতে। মোমবাতি আগেই নিভে গিয়েছিল, ঘরেব ভেতব তেলেব ল্যাম্প জ্বলছিল। অ্যামিস খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েও কাউকে দেখেনি, কোনও সন্দেহজনক শব্দও শোনেনি। এরপর অ্যামিস ড্রব্রিজ নামিয়েছে, মিঃ বার্কার পুলিশে খবর দিতে রওনা হয়েছেন।

এই হল খাস আর্দালি অ্যামিসের বক্তব্যের সারমর্ম, এর বেশি আব কিছু তার কাছ থেকে জানা যায়নি।

হাউসকিপারের বক্তব্য

জেরার জবাবে হাউসকিপার মিসেস অ্যালেন যা বলল তা অ্যামিসের বক্তব্যকেই সমর্থন করে। মিসেস অ্যালেনের ঘব বাড়ির সামনের দিকে। ঘটনার দিন সে শুতে যাবে এমন সময় ঘণ্টার জোরালো আওয়াজ শুনে চমকে গেল। না, গুলির আওয়াজ সে শোনেনি তবে ঘণ্টা বাজার বেশ কিছু আগে জোরে দরজা বন্ধ হবার গোছের একটা আওয়াজ তার কানে এসেছিল। অ্যামিসের সঙ্গে সে ছুটে যাচ্ছিল সদর দরজার দিকে ঠিক তখনই স্টাডি থেকে বেরিয়ে এলেন মিঃ বার্কার, উত্তেজনায় তাঁর মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। মিসেস ডগলাস সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলেন কিন্তু মিঃ বার্কার তাঁকে নামতে দিলেন না, অনেক অনুরোধ করে আবার ওপবে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে বললেন, মিসেস ডগলাসকে ওপরে ওঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও, ওঁর সঙ্গে সব সময় থাকো। হ্যাঁ, মিঃ ডগলাস যে মারা গেছেন সেকথা ওপরে ওঠার আগে মিঃ বার্কারের মুখ থেকেই জানতে পেরেছিলেন মিসেস ডগলাস। ওপরে নিজের ঘরে ফিরে বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন মিসেস ডগলাস, সারা রাত না ঘুমিয়ে ফায়ার প্লেসের পাশে বসে কেঁদে কাটিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে মিসেস অ্যালেন নিজেও ঘুমোতে পারেননি, জেগে থেকে সারারাত তাঁকে শান্ত করেছেন, মনে সাহস জুগিয়েছেন। বাড়ির আর সব কাজের লোক যারা ছিল তারা আগেই শুয়ে পড়েছিল, বাড়ির পেছনে তাদের আস্তানায় কোনও গুলির আওয়াজ শুনতে পায়নি তারা। পুলিশ আসার আগে মনিবের মৃত্যুসংবাদ জানতে পারেনি তারা। হাউসকিপার মিসেস অ্যালেনকে জেরা করে এর বেশি কিছু জানা গেল না।

সিসিল বার্কারের বক্তব্য

মিসেস অ্যালেনের পরে জেরা করা হল মিঃ সিসিল বার্কারকে। আগেরদিন রাতের খুনের ঘটনার প্রসঙ্গে পুলিশের কাছে যে বক্তব্য তিনি আগেই পেশ করেছিলেন জেরার জবাব দিতে গিয়ে তার বাইরে একটি কথাও বললেন না। মিঃ বার্কারের দৃঢ় বিশ্বাস জানালার চৌকাটে পড়ে থাকা রক্তে যখন পায়ের ছাপ পড়েছে তখন তা অবশ্যই মিঃ ডগলাসের খুনির এবং সে যে ঐ খোলা জানালা দিয়েই পালিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। তাছাড়া খুনের সময় ড্রব্রিজ তোলা ছিল তাই অন্য পথে তার পালানোর সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এরপরে সেই খুনি কোনদিকে গেল, যাবার আগে সাইকেলখানা ফেলে গেল কেন, এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না।

মিঃ বার্কারের বক্তব্য থেকে জানা গেল, মিঃ ডগলাস ছিলেন কম কথার মানুষ, নিজের অতীত সম্পর্কে অনেক কথাই তিনি চেপে গেছেন। অল্প বয়সে আয়ারল্যাণ্ড থেকে আমেরিকা গিয়ে দু'হাতে টাকা রোজগার করেন মিঃ ডগলাস, এরপর ক্যালিফোর্নিয়ায় মিঃ বার্কারের সঙ্গে পরিচয়। সেখানে দু'জনে অংশীদার হয়ে সোনার খনি কেনে এবং অল্প সময়ের মধ্যে দুজনেই ধনী হয়। বার্কারের সঙ্গে পরিচয়ের সময় মিঃ ডগলাস ছিলেন বিপত্নীক। আচমকা নিজের অংশ বেচে মিঃ ডগলাস ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন, পরে মিঃ বার্কারও চলে আসেন সেখানে। আবার দু'জনের পুরোনো বন্ধুত্ব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাঁর নিজের মাথার ওপর বিপদ ঝুলছে, মিঃ ডগলাস প্রায়ই বলতেন, যে কোনও মুহূর্তে তিনি খুন হতে পারেন। খুন হবার ভয়েই তিনি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ইংল্যাণ্ডে এসে গ্রামাঞ্চলে বাড়িভাড়া করে আছেন। আমেরিকার সবখানে গুপ্ত সমিতির ছড়াছড়ি, তাদেরই কোনও একটির কোপে মিঃ ডগলাস পড়েছেন তাঁর কথা শুনে এটাই ধরে নিয়েছিলেন মিঃ বার্কার। মিঃ ডগলাসের কথা শুনে বুঝেছিলেন ঐ সমিতির সদস্যরা রেগে আছে মিঃ ডগলাসের ওপর, তাঁকে খুন না করে শান্ত হবে না তারা। কিন্তু ঐ গুপ্ত সমিতির প্রসঙ্গে মিঃ ডগলাস আর কিছু তাঁকে খুলে বলেননি।

'মিঃ ডগলাসের সঙ্গে আপনি ক্যালিফোর্নিয়ায় কতদিন কাটিয়েছেন?' জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড।

'মোট পাঁচ বছর।'

'উনি কি সেইসময় বিবাহিত ছিলেন?'

'না, ওঁর স্ত্রী আগেই মারা যান।'

'ওর প্রথম স্ত্রীর বাড়ি কোথায় জানেন?'

'যতদূর মনে পড়ে মিঃ ডগলাস বলেছিলেন তাঁর প্রথম স্ত্রীর বাবা মা ছিলেন সুইডিশ। আমি মহিলার ফটো দেখেছি। অপরূপ রূপসী ছিলেন তিনি। মিঃ ডগলাসের সঙ্গে আমার পরিচয় হবার আগের বছর উনি টাইফয়েডে ভুগে মারা যান।'

'আমেরিকার এমন কোনও জায়গার নাম ওঁর মুখে কখনও শুনেছেন যেখানে জীবনের বেশিরভাগ সময় উনি কাটিয়েছেন?'

'শিকাগো শহরের নাম বহুবার ওঁর মুখে শুনেছি; উনি সেখানে একসময় কাজ করতেন তাই শহরের কোথায় কি আছে সব উনি জানতেন। কমবয়সে মিঃ ডগলাস প্রচুর দেশে বিদেশ ঘুরেছেন।'

'মিঃ ডগলাস সরাসরিভাবে বা গোপনে কোনও গুপ্ত বা নিষিদ্ধ রাজনৈতিক সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি? ভদ্রলোক রাজনীতি করতেন।'

'না, রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে ওঁর কোনদিনই উৎসাহ ছিল না।'

'আপনার কি কখনও ওঁকে অপরাধী চরিত্রের লোক বলে মনে হয়েছে?'

'মোটেই না, বরং ওঁর মত সোজা সরল মানুষ জীবনে দেখিনি।'

'আচ্ছা ক্যালিফোর্ণিয়ায় ওঁর জীবনে অদ্ভুত কিছু ঘটেছিল কিনা জানেন?'

'ভাল প্রশ্ন করেছেন। মিঃ ডগলাস পারতপক্ষে বেশি লোকের মধ্যে কাজ করত না, বেশিরভাগ সময় আমাদের পাহাড়ি এলাকার খনিতে একা কাজ করা ওর নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইভাবে কিছুদিন চলার পরে আচমকা ও নিজের অংশ বিক্রি করে কাউকে কিছু না বলে ইউরোপে চলে গেল, আর ঠিক তার হপ্তাখানেক বাদে দু'জন লোক এসে হাজির হল ওর খোঁজে।'

'দু'জন লোক বলছেন, তারা কেমন লোক, দেখতে কেমন?'

'পোড় খাওয়া চেহারার দু'জন তাগড়াই জোয়ান, কিন্তু কে জানে লোকগুলোকে আমার পছন্দ হয়নি, মনে হয়েছিল নৃশংস গুণ্ডা প্রকৃতির লোক। খনিতে ঢুকে জানতে চাইল ডগলাস কোথায়। বললাম ইউরোপ গেছে, কোন দেশে কোন ঠিকানায় আছে জানি না। তাদেব নিজেদের কথা বার্তা শুনে এটুকু বুঝেছিলাম খতম করবে বলেই ডগলাসকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাবা।'

লোকগুলোকে কি ক্যালিফোর্ণিয়ান বলে আপনার মনে হয়েছিল?'

'ক্যালিফোর্ণিয়ান কিনা বলতে পারব না, তবে ওরা আমেরিকান ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ওরা খনির লোক নয় এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সত্যি বলতে কি, ওরা কে কোথা থেকে এসে জুটেছিল তা এখনও আমি জানি না, তবে আগেই বলেছি ওদের চেহারা, ভাবগতিক, কথাবার্তা কিছুই আমার ভাল লাগেনি তাই ওরা চলে যাবাব পরে খুশিই হয়েছিলাম।'

'এ ঘটনা ক' বছর আগে ঘটেছিল?'

'প্রায় সাত বছর আগে।'

'মিঃ ডগলাস আর আপনি ক্যালিফোর্ণিয়ায় মোট প্রায় এগারো বছর ব্যবসা করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'এত বছর ধরে কারও ওপর রাগ পুষে রাখা খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার। ঘটনা যাই ঘটে থাকুক তা যে তুচ্ছ সাধারণ নয় এতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'আমার মতে কখন কি ঘটে যায় এই আতংক মনে পুষে রেখে ডগলাসকে জীবন কাটাতে হয়েছে, আর শেষ পর্যন্ত ওর সেই আতংক একদিন সত্যিই বাস্তবে পরিণত হল।'

'কিন্তু এমন মারাত্মক আশংকা মনে পুষে না রেখে নিরাপত্তার কথা ভেবে পুলিশকে সব জানানো কি তাঁর উচিত ছিল না?'

'হয়ত ডগলাস এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিল যে পুলিশের পক্ষে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না তাই জানায়নি। মনে রাখবেন নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবেই ডগলাস সবসময় পকেটে রিভলভার নিয়ে ঘুরে বেড়াত বাড়ির ভেতর। কিন্তু কপাল মন্দ তাই গতরাতে ড্রেসিংগাউন পরে স্টাডিতে আসার আগে রিভলভার ঘরে রেখে এসেছিল। আমি লক্ষ্য করেছি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এক চাপা অস্বস্তিতে ও ছটফট করত, সন্ধ্যের মুখে ড্রব্রিজ উঠিয়ে নেবার পরে স্বাভাবিক হত।

'মিঃ ডগলাস ঠিক ক' বছর আগে ক্যালিফোর্ণিয়া ছেড়েছিলেন,' ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'আর তার পরের বছর আপনি সেখানকার পাট উঠিয়ে ইংল্যাণ্ডে চলে এসেছিলেন, তাই তো?'

'ঠিক তাই।'

'মিঃ ডগলাস পাঁচ বছর আগে বিয়ে করেছিলেন, নিশ্চয়ই সেই বিয়ের সময়েই আপনি এসেছিলেন?'

'বিয়ের প্রায় একমাস আগে, ওঁর বিয়েতে আমি নিতবর হয়েছিলাম।'

'বিয়ের আগে মিসেস ডগলাসের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল?'

'না, হয়নি, ওঁদের বিয়ের আগে দশবছর ইংল্যাণ্ডের বাইরে ছিলাম।'

'বেশ, তা না হয় ছিলেন, কিন্তু বিয়ের পর নিশ্চয়ই মিসেস ডগলাসের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত?'

দু'চোখ পাকিয়ে ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ডের দিকে তাকিয়ে মিঃ বার্কার জবাব দিলেন, 'বিয়েব পর মিঃ ডগলাসের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। আর ওঁর স্ত্রী মিসেস ডগলাসেব সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত কিনা যদি জানতে চান তাহলে বলব স্ত্রীকে বাদ দিয়ে তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা হয় না। দেখা হবাব অর্থে যদি অন্য কোন সম্পর্কের কথা ভেবে থাকেন —'

'আপনি ভুল করছেন, মিঃ বার্কার, কেসের তদন্তের প্রসঙ্গে সব কিছু খুঁটিয়ে জানতে আমি বাধ্য। তাই বলে আপনাকে অপমান করার কোনও অভিপ্রায় আমার নেই তা জানবেন।'

'কিন্তু বেশিরভাগ তদন্তের ক্ষেত্রেই অপমানকর প্রশ্ন করা হয়,' মিঃ বার্কারেব কথায় তাঁর ভেতরের রাগ চাপা রইল না।

'অতীতে যদি কোনও ঘটনা ঘটে থাকে তবে তদন্তের স্বার্থে তা আমাদের জানা দরকার, আব তাই এই জেরার ব্যবস্থা। যে কোন ঘটনা চেপে না রেখে প্রকাশ করলে অনেক খবর বেবিয়ে পড়ে। আচ্ছা এবার বলুন, মিসেস ডগলাসের সঙ্গে আপনাব মেলামেশায় মিঃ ডগলাসেব পুরোপুরি মত ছিল?'

'এই প্রশ্ন কবাব কোনও অধিকাব আপনাব নেই।' উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন মিঃ বার্কার. তাঁর মুখ ততক্ষণে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে. উত্তেজনার প্রকোপে দু'হাত কেঁপে উঠতে লাগল থবথব করে, সেই কাঁপুনি সামলাতে এক হাতের মুঠোয় অন্য হাত চেপে ধবলেন সজোরে. কাঁপাগলায় বলে উঠলেন. 'যে বিষয় তদন্ত করছেন, তাব সঙ্গে এসবেব সম্পর্ক কি?'

'আমি আবার প্রশ্নটা করছি, মিঃ বার্কাব।'

'এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।'

'জবাব আপনি না দিতেই পারেন. মিঃ বার্কার, তবে এও জেনে রাখুন এই জবাব না দেওযার মধ্যেই আমার প্রশ্নের জবাব আপনি দিয়ে দিলেন. কারণ গোপন কবার মত কিছু আছে বলেই আপনি জবাব দিতে চাইছেন না বেশ বুঝতে পারছি।'

মিঃ বার্কারের মুখ দেখে মনে হল নিজেব অজান্তে ইন্সপেক্টব ম্যাকডোনাল্ডের জেরার ফাঁদে পা দিয়েছেন এতক্ষণে তিনি বুঝতে পেবেছেন। খানিক আগে তাঁর মধ্যে যে উত্তেজনা চোখে পড়েছিল ততক্ষণে তিনি তা সামলে নিয়েছেন। এক মুহূর্ত গম্ভীর মুখে দাঁড়ালেন তিনি. ঘন কালো ভুরু জোড়া কুঁচকে কি ভাবলেন, তারপর বললেন, 'বেশ, আপনারা যখন জেরা করতে চাইছেন. তখন তাতে বাধা দেবার কোনও অধিকার আমার নেই বুঝতে পারছি। শুধু একটা অনুরোধ. মিসেস ডগলাসের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে তাই এ ব্যাপারে দয়া করে ওঁকে কোনভাবেই বিব্রত করবেন না। এই মুহূর্তে বলতে বাধা নেই, মিঃ ডগলাস ছিলেন ভয়ানক ঈর্ষাকাতর, আর সেটাই ছিল তাঁর চরিত্রের একমাত্র গলদ। আমাকে তিনি যেভাবে ভালবাসতেন, বন্ধুর প্রতি তার বেশি ভালবাসা কারও পক্ষেই সম্ভব না। স্ত্রীকেও খুবই ভালবাসতেন তিনি। মিঃ ডগলাস প্রায়ই আমাকে এখানে ডেকে পাঠাতেন, আমিও তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম না। কিন্তু এখানে আসার পরে ওঁর স্ত্রী আমাব সঙ্গে কথা বললেই ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠত ওঁর মনে, নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে যা তা গালাগাল দিয়ে বসতেন। ওঁর এই ব্যবহারে আঘাত পেয়ে একেকসময় মনে মনে ভেবেছি আর কখনও এখানে আসব না। কিন্তু কয়েকদিন না এলেই উনি এমন অনুতাপের ভাষায় চিঠি লিখে পাঠাতেন যে না এসে পারতাম না। তবে জেনে রাখবেন, আমার মত বিশ্বাসী বন্ধু যেমন দুনিয়ায় খুব বেশি মিলবে না, তেমনই মিসেস ডগলাসের মত পতিব্রতা স্ত্রী আর একটিও খুঁজে পাবেন না।

'আপনি কি জানেন মিঃ ডগলাসের মৃতদেহের আঙ্গুল থেকে ওঁর বিয়ের আংটি খুলে নেওয়া হয়েছে?'

'তাই তো ঠেকছে,' বললেন মিঃ বার্কার।

'ঠেকছে' বলছেন কেন,' গলা সামান্য চড়ালেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, 'এটা যে সত্যিই ঘটেছে তা তো আপনার অজানা নয়, তাহলে ঠেকছে বলছেন কেন?' মৃতদেহের আঙ্গুল থেকে বিয়ের আংটি খুলে নেওয়া হয়েছে, তা সে যেই নিক। এর ফলে সবাই ভাববে ওঁর বিয়ের সঙ্গে হয়ত এই বিয়োগান্ত ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে।'

ইন্সপেক্টরের যুক্তিতে এতটুকু ফাঁক নেই, মনে হল তাঁর কথা শুনে মিঃ বার্কার বেশ মুশকিলে পড়েছেন, কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। নিজেকে সামলে একটু ভেবে বললেন, 'মিঃ ডগলাস খুন হবার আগে হয়ত নিজেই কোনও কারণে আংটিটা খুলে নিয়েছিলেন এই অনুমান করেই কথাটা বলেছি, তাতে কে কি ধরে নেবেন সে ভবিষ্যদ্বাণী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে যদি বলতে চান যে এর ফলে মিসেস ডগলাসের মর্যাদা হানি হবে —' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দু'চোখ জ্বলে উঠল, কষ্ট করে নিজেকে আবার সামলে নিয়ে বললেন — 'তাহলে আপনারা যে ভুল পথে তদন্ত চালাচ্ছেন সে বিষয়ে আমার নিজের অন্তত কোনও সন্দেহ থাকবে না।

'এই মুহূর্তে আপনাকে আমার আর কোন প্রশ্ন করার নেই,' ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ডের গলা ঠাণ্ডা শোনাল।

'একটা ছোট পয়েন্ট ছাড়া,' বলল হোমস, 'আপনি যখন খুনের পরে এঘরে ঢোকেন তখন টেবিলের ওপর শুধু একটা মোমবাতি জ্বলছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'এমন একটা বীভৎস ঘটনা এ ঘরে ঘটেছে তা ঐ মোমবাতির অল্প আলোয় আপনি দেখতে পেলেন?'

'তাই তো দেখলাম।'

'সঙ্গে সঙ্গে আপনি ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়ির সবাইকে এখানে এনে হাজির করালেন?'

'হ্যাঁ।'

'আর সবাই তখনই এসে হাজির হল?'

'মিনিট খানেকের ভেতর।'

'আর এখানে এসেই তারা দেখল মোমবাতি নিভে গেছে, টেবিলে তেলের ল্যাম্প জ্বলছে। ব্যাপারটা কিন্তু অদ্ভুত লাগছে।'

মিঃ বার্কারের হাবভাব দেখে মনে হল হোমসের প্রশ্ন তাঁকে বেকায়দায় ফেলেছে, কিন্তু তিনি ঘাবড়ালেন না, একটু ভেবে বললেন, 'এর মধ্যে অদ্ভুত কিছু তো আমার চোখে পড়ছে না, মিঃ হোমস। মোমবাতির কম আলো চোখে লাগছিল, সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, তাই ঘরে ঢুকে প্রথমেই আলোর ব্যবস্থা করলাম। টেবিলের ওপর তেলের ল্যাম্প ছিল, ওটা জ্বালালাম।'

'তার আগে মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নেভালেন?'

'হ্যাঁ।'

হোমস আর কোনও প্রশ্ন করল না, মিঃ বার্কার সেই ফাঁকে সবার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে কাউকে তোয়াক্কা না করার ভাব করে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

একফালি কাগজে তাঁর ঘরে গিয়ে কথা বলতে চান লিখে আমিসের হাত দিয়ে ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড পাঠিয়েছিলেন মিসেস ডগলাসের কাছে, কিন্তু তিনি জবাবে লিখে পাঠালেন ডাইনিং রুমে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। এবার তিনি ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রমহিলা দেখতে লম্বা এবং এককথায় অসাধারণ রূপসী, বয়স বছর ত্রিশের বেশি কোনমতেই নয়। প্রিয়জনের অভাবিত

বিয়োগব্যথার ছাপ পড়েছে চোখেমুখে, অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনায় কালচে ছাপ পড়েছে গোটা মুখে কিন্তু তার মধ্যেও অদ্ভুত সংযত রেখেছেন নিজেকে, যা তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বে অবশ্যই যোগ করেছে আলাদা মাত্রা। টেবিলে বসার পর লক্ষ্য করলাম উত্তেজনায় তাঁর হাত এতটুকুও কাঁপছে না। তার মানে মানসিক প্রশান্তি এখনও বজায় রেখেছেন। জিজ্ঞাসু চোখে একে একে সবার মুখের দিকে তাকালেন, তারপরে আচমকা প্রশ্ন করলেন, 'কিছু খুঁজে পেলেন?' শোনার ভুল কিনা জানি না, কিন্তু আশার বদলে, যেন মনের কোণে লুকিয়ে থাকা একরাশ ভয় ধ্বনিত হল সেই প্রশ্নে।

'আমাদের পক্ষে যা যা করা সম্ভব সবই করেছি, মিসেস ডগলাস,' ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড আশ্বাস দেবার সুরে বললেন, 'কোনও কিছুই আমরা এড়িয়ে যাব না এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'আমার ইচ্ছা করণীয় যা কিছু আছে তার কিছুই যেন বাদ না পড়ে,' নিষ্প্রাণ গলায় বললেন মিসেস ডগলাস, 'সেজন্য যত টাকা খরচ হয়, হোক।'

'হয়ত আপনার বক্তব্য থেকে এমন কোনও তথ্য বেরোবে যা রহস্য সমাধানে সাহায্য করবে।'

'তেমন কিছু জানার আছে বলে তো মনে হচ্ছে না, তবু যতটুকু জানি নিশ্চয়ই বলব।'

'মিঃ বার্কারের মুখ থেকে শুনলাম যে ঘরে ঘটনাটা ঘটেছে সে ঘরে এখনও আপনি ঢোকেননি, কথাটা সত্যি?'

'হ্যাঁ, সিসিল, মানে মিঃ বার্কার আমাকে অনুরোধ করলেন যাতে ঐ ঘরে না ঢুকি, আমি সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলাম, ওঁর কথা ফেলতে না পেরে সেখান থেকেই আবার ওপরে আমার ঘরে ফিরে গেলাম।'

'বুঝেছি, তাহলে গুলির আওয়াজ শুনেই আপনি নীচে নেমে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ, ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে তখনই নেমে এসেছিলাম।'

'এবার বলুন গুলির আওয়াজ শোনার ঠিক কতক্ষণ বাদে মিঃ বার্কার আপনার পথ আটকেছিলেন? ভাবুন, ভাল করে ভেবে বলুন।'

'দেখুন, ঐ পরিস্থিতিতে এইভাবে সময়ের হিসেব মনে রাখা খুব কঠিন, তবু যতদূর মনে পড়ে গুলির আওয়াজ শোনার প্রায় দু'মিনিট বাদে উনি আমায় একতলার স্টাডিতে ঢুকতে নিষেধ করলেন, বললেন ওখানে আমার করার কিছু নেই। তারপরে হাউসকিপার মিসেস অ্যালেন আমায় ধরে ধরে ওপরে আমার ঘরে নিয়ে গেলেন। গোটা ব্যাপারটাই এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে।'

'সময় সংক্রান্ত আবার একটি প্রশ্ন করছি, আগের মতই ভাল করে ভেবে চিন্তে জবাব দিন। গুলির আওয়াজ শোনার কতক্ষণ আগে আপনার স্বামী মিঃ ডগলাস একতলায় গিয়েছিলেন?'

'নিজের ড্রেসিংরুম থেকে কখন বেরিয়ে নীচে গিয়েছিলেন জানতে পারিনি তাই সঠিক সময় বলতে পারব না। বাড়িতে কখন আগুন লাগে এই একটি ভয়ে আগাগোড়া ওঁকে নার্ভাস থাকতে দেখেছি। আগুন থেকে সতর্কতা নেওয়া হয়েছে কিনা দেখতে রোজ রাতে উনি শোবার আগে গোটা বাড়ি ঘুরে দেখতেন।'

'মিসেস ডগলাস, ঠিক এই পয়েন্টটাতেই আমি আসতে চাইছি। আচ্ছা, মিঃ ডগলাসকে তো আপনি শুধু ইংল্যাণ্ডেই দেখেছেন, তাই না?'

'ঠিক বলেছেন, বিয়ের পরে আমাদের পাঁচ বছর এখানেই কেটেছে।'

'আচ্ছা, আমেরিকায় থাকাকালীন যে অভিজ্ঞতা ওঁর হয়েছিল সেসব নিশ্চয়ই উনি গল্পের ছলে আপনাকে শুনিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, অফুরন্ত অভিজ্ঞতা, বলে শেষ করা যায় না।'

'আমেরিকায় থাকাকালীন ঘটেছে এমন কোনও বিপজ্জনক অভিজ্ঞতার কথা কি উনি কখনও শুনিয়েছিলেন যা এখানে ওঁর জীবন সংকটাপন্ন করে তুলতে পারে?'

'হ্যাঁ,' খানিকক্ষণ গভীর চিন্তা করে মিসেস ডগলাস জবাব দিলেন, 'মনে পড়েছে, এক সাংঘাতিক বিপদের আশংকা দিনরাত ওঁকে গ্রাস করছে ওঁর কথাবার্তা আর হাবভাবে তা আমি আঁচ করেছি, কিন্তু কিসের বিপদ, তা নিয়ে আমার একটি প্রশ্নের জবাব কখনও দেননি উনি। আমায় অবিশ্বাস করতেন বলে বলতেন না তা যেন ভেবে বসবেন না — আসলে সব জেনে পাছে আমি ভয় পাই, দুর্ভাবনার শিকার হই তাই ঐ প্রসঙ্গ চেপে যেতেন আমি জানি। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে উনি আমায় ভালবাসতেন তাই ওঁর নিজের কোনও বিপদাশংকায় আমাকে জড়াতে চাইতেন না।'

'তাহলে জানতে পারলেন কি করে?'

'প্রসঙ্গ যত গোপনই হোক কোনও স্বামী কি জীবনভর তা তার স্ত্রীকে না জানিয়ে থাকতে পারে? যে স্ত্রী মনপ্রাণ দিয়ে স্বামীকে ভালবাসে, ঐ গোপনীয়তা কি একবারও সন্দেহ জাগাবে না তার অন্তরে? কি ঘটেছিল তা উনি মুখ ফুটে না বললেও নানাভাবে আমি তার কিছু কিছু জানতে পেরেছি। আমেরিকায় থাকাকালীন ওঁর জীবনের কিছু ঘটনা সম্পর্কে কখনও মুখ খুলতেন না বলে জেনেছি। কিছু কিছু ব্যাপারে ওঁর সদাসতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জেনেছি। একেক সময় ওঁর কথার ফাঁকে এমন কিছু ব্যাপার বেরিয়ে গেছে যা আমায় জানতে সাহায্য করেছে। অচেনা অপ্রত্যাশিত লোকেদের দিকে ওঁর সতর্ক চাউনি দেখে বুঝেছি। একদল শক্তিশালী শত্রু দিনরাত ওঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর তা উনি জানেন এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলাম। এও জানতে পেরেছিলাম ওদের হাত থেকে বাঁচতে সবসময় তৈরি থাকতেন উনি, সশস্ত্র থাকতেন সবসময়। জেনেছিলাম বলেই বিয়ের পরে এতগুলো বছর ওঁর ফিরতে কখনও দেরি হলে ভয়ে আধমরা হয়ে থাকতাম। সুস্থ শরীরে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত 'কি হয় কি হয়' ভাব ওঠাপড়া করত মনের কোণে।'

'একটু আগে আপনি বললেন, একেক সময় ওঁর কথার ফাঁকে কিছু কিছু ব্যাপার বেরিয়ে এসেছে যা আপনাকে ওঁর বিপদাশংকা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করেছে, তেমন দু'একটা কথা মনে পড়ে কি?' জানতে চাইল হোমস।

'ভ্যালি অফ ফিয়ার,' মিসেস ডগলাস বললেন, 'আমার প্রশ্নের জবাবে উনি বলেছিলেন, আমি এমন এক উপত্যকায় বাস করছি যেখানে চারপাশে শুধু ভয়, সীমাহীন বিভীষিকা আর আতংক ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ে না। এই উপত্যকার বাইরে এখনও যেতে পারিনি আমি।' 'এই ভয়ভীতির উপত্যকা পেরিয়ে আমরা কি কখনও যেতে পারব না?' আমি প্রশ্ন করেছিলাম।'

'উনি কি বলেছিলেন?'

'বলেছিলেন, 'মাঝে মাঝে আমারও সেই ভয় হয়, মনে হয় বেঁচে থাকতে কখনও এই উপত্যকার বাইরে যেতে পারব না।'

'ভয়ভীতির উপত্যকা বলতে মিঃ ডগলাস কি বোঝাতে চেয়েছিলেন জানতে চাননি?'

'চেয়েছিলাম; কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনে ওঁর চোখমুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল, মাথা নেড়ে শুধু বলেছিলেন, 'এই ভীতির ছায়ায় আমাদের কাটাতে হবে এর চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সেই ছায়া যেন তোমার ওপর না পড়ে।' তখনই বুঝতে পেরেছিলাম এমন কোনও উপত্যকায় ও ছিল যেখানে থাকার সময় ভয়ানক কোনও ঘটনা ঘটে গেছে ওর জীবনে — এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত — এর বেশি আর কিছু আমি বলতে পারব না।'

'উনি কারও নাম বলেননি আপনাকে?'

'বলেছিলেন; বছর তিনেক আগে আমায় নিয়ে শিকারে গিয়েছিলেন, সেখানে দুর্ঘটনায় আহত হন। আহত অবস্থায় ওঁর জ্বর হয় আর সেই জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে শুরু করেন। প্রলাপের সময় একটা নাম প্রায়ই বলতেন, রেগে ভয় পেয়ে বলছেন বুঝতে বাকি থাকেনি। সে এক অদ্ভুত

নাম — বডিমাস্টার ম্যাকজিটি। উনি সেরে ওঠার পরে জানতে চেয়েছি বডিমাস্টার ম্যাকজিটি লোকটা কে, কার বডির মাস্টার সে। প্রশ্ন শুনে উনি হেসে বলেছেন, 'ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন, আর যারই হোক, সে লোক আমার বডির মাস্টার নয়!' ব্যস্, এইটুকু বলেই চুপ করে গেলেন, ঐ প্রসঙ্গে আর কিছুই বললেন না। তবে ভয়ের উপত্যকার সঙ্গে বডিমাস্টার ম্যাকজিটির যে নিবিড় যোগসূত্র আছে তা ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম।'

'আর একটা প্রশ্ন, বললেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, 'লণ্ডনের এক বোর্ডিং হাউসে মিঃ ডগলাসের সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয়, বিয়ের কথাবার্তাও তো ঠিক হয়েছিল সেখানেই, তাই না? তা এই বিয়ের ব্যাপারে কোনও গোপন রহস্যজনক কিছু তখন ঘটেছিল?'

'রোমান্স ছিল বইকি। রোমান্স সবসময়েই ছিল। কিন্তু গোপন বা রহস্যজনক কিছু ঘটেনি।'

'আপনার বিয়ের প্রসঙ্গে মিঃ ডগলাসের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না?'

'না; সেদিক থেকে আমি ছিলাম মুক্ত, আর কারও সঙ্গে আমার প্রেম বা বিয়ের কথাবার্তা হয়নি, কাজেই সেদিক থেকে ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বী একজনও ছিল না।'

'নিশ্চয়ই শুনেছেন যে আপনার স্বামীর মৃতদেহের আঙ্গুল থেকে ওঁর বিয়ের আংটি খুলে নেওয়া হয়েছে। আপনার কি মনে হয় এর কোনও অর্থ আছে? ধরে নিন ওঁর কোনও পুরোনো দুশমন এখানে এসে ওঁকে খুন করল। কিন্তু তারপরে বিয়ের আংটি আঙ্গুল থেকে খুলে নেবার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে?'

মিসেস ডগলাসের মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম তাই প্রশ্ন শুনে এক লহমার জন্য ওঁর সুন্দর ঠোঁটদুটো কালচে হয়ে গেল স্পষ্ট দেখলাম, পরমুহূর্তে স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'সত্যি বলছি এ প্রসঙ্গে কিছুই আমি জানি না, আপনার মুখ থেকে যা শুনলাম তাতে ব্যাপারটা অভাবিত শুধু এটুকু বুঝতে পারছি।'

'আর আপনাকে ধরে রাখব না,' বললেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, 'এই শোকের মুহূর্তে এতক্ষণ ধরে আপনাকে কষ্ট দেবার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। অবশ্য করার মত আরও কিছু প্রশ্ন ছিল, পরে পরিস্থিতি অনুযায়ী সেসব তুলব।'

মিসেস ডগলাস উঠে দাঁড়ালেন, জেরা করে আমার সম্পর্কে কি বুঝলেন চাউনিতে এই প্রশ্ন ফুটিয়ে ঘাড় অল্প হেঁট করে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

'ভদ্রমহিলা সুন্দরী, সত্যি সুন্দরী বলতে যা বোঝায় উনি তাই,' দরজা ভেজিয়ে আপনমনে ভুরু কুঁচকে বললেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, 'এই সিসিল বার্কার লোকটা প্রায়ই এখানে আসত মনে হচ্ছে। ওর চেহারাখানা দেখেছেন, মিঃ হোমস, দেখলে যে কোন বয়সের মেয়ে আকৃষ্ট না হয়ে পারবে না। লোকটা একটু আগে নিজে মুখে বলল, মিঃ ডগলাস ভীষণ ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন, আর সে ঈর্ষার কি কারণ তাও ওর অজানা ছিল না। তারপর এই বিয়ের আংটি খোয়া যাবার ব্যাপারটা। এই ঘটনা উড়িয়ে দেবার মত নয়। লাশের আঙ্গুল থেকে যে লোক বিয়ের আংটি খুলে নেয় — আপনার কি মত, মিঃ হোমস?'

দু'হাতের পাতায় মাথা চেপে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল হোমস। এবার ও উঠে ঘণ্টা বাজিয়ে খাস আর্দালিকে ডাকল। অ্যামিস ঘরে ঢুকতেই হোমস জানতে চাইল, 'অ্যামিস, মিঃ সিসিল বার্কার এই মুহূর্তে কোথায় আছেন বলতে পার?'

'দেখে আসছি, স্যার,' বলে বেরিয়ে গেল সে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে জানাল মিঃ বার্কার বাগানে আছে।

'আচ্ছা অ্যামিস,' হোমস বলল, 'কাল রাতে স্টাডিতে ঢোকার পরে মিঃ বার্কারের পায়ে কি দেখেছিলে মনে আছে?'

'আছে, মিঃ হোমস, একজোড়া বেডরুম স্লিপার্স, আমি বুট এনে দেবার পরে উনি স্লিপার্স খুলে তা পায়ে গলিয়ে পুলিশে খবর দিতে বেরোলেন।'

'ওঁর সেই স্লিপার্সজোড়া গেল কোথায়?'

'হল ঘরে চেয়ারের নীচে, স্যর।'

'খুব ভাল, অ্যামিস। কোন পায়ের ছাপ বাইরে থেকে এসেছে আর কোনটা মিঃ বার্কারের তা জানা খুবই দরকার।'

'হ্যাঁ, স্যর। ওঁর আর আমার দু'জনের স্লিপার্সেই রক্তের দাগ লেগেছিল স্পষ্ট দেখেছি।'

'ঘরের অবস্থা যা হয়ে আছে তাতে পায়ের জুতো বা স্লিপার্সে রক্তের দাগ লাগা খুবই স্বাভাবিক। ঠিক আছে, অ্যামিস, তুমি এবার যেতে পারো, পরে দরকার হলে আবার ঘণ্টা বাজিয়ে তোমায় ডাকব।'

কয়েক মিনিট বাদে আমরা স্টাডিতে এলাম। হলের একটা চেয়ারের নীচে একজোড়া কার্পেট স্লিপার্স রাখা ছিল, হোমস খুঁজে খুঁজে সে জোড়া ঠিক বের করে নিয়ে এসেছে। দেখলাম অ্যামিস ঠিকই বলেছে, জুতোর তলায় লেগে থাকা জমাট বাঁধা কালচে শুকনো রক্ত এখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'অদ্ভুত!' আলোর সামনে দাঁড়িয়ে জুতোর তলা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে আপনমনে বিড়বিড় করে হোমস বলে উঠল, 'সত্যিই অদ্ভুত!' পরমুহূর্তে বেড়ালের মত একলাফে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল সে, চৌকাটে লেগে থাকা রক্তমাখা জুতোর দাগের ওপর স্লিপার্সজোড়া রাখল। দু'টো দাগ হুবহু মিলে গেল। তদন্তকারী দুই গোয়েন্দা অফিসারের দিকে তাকিয়ে হাসল। তাঁরা দুজনেই এসে মিলিয়ে দেখলেন, ফলাফল দেখে উত্তেজনায় দু'জনেরই চোখ কপালে উঠল।

'সন্দেহের অবকাশ যেটুকু ছিল এই হাতে কলমে পরীক্ষার ফলাফল দেখে তাও দূর হল!' দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠলেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, 'জানালার চৌকাটের রক্তমাখা পায়ের ছাপ যে মিঃ বার্কারের স্লিপার্সের তাতে আর কোনও সন্দেহ রইল না। যে কোনও সাধারণ জুতোপরা পায়ের চেয়ে এই পা অনেক চওড়া আর চ্যাপ্টা, মিঃ হোমস, যেমনটি আপনি বলেছিলেন। কিন্তু এখানে মিঃ বার্কারের পায়ের ছাপ কেন? এ কোন্ খেলা, মিঃ হোমস এ আবার কি খেলা শুরু হল?'

'ঠিক বলেছেন,' সায় দিল হোমস, ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমারও সেই প্রশ্ন, এ আবার কোন খেলা?'

'খেলা নয়, মিঃ হোমস, বলুন ঝড়!' দু'হাত কচলে পেশাদার দেঁতো হাসি হাসলেন মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম, 'এ এক ঝড়! প্রবল ঝড়!'

ছয়
আঁধারে আলোর আভাস

খুনের তদন্ত প্রসঙ্গে দুই সরকারি গোয়েন্দার সঙ্গে গভীর আলোচনায় হোমস মেতে উঠেছে দেখে আমি আর অপেক্ষা না করে সরাইখানায় ফিরে যাব বলে পা বাড়ালাম। অনেকক্ষণ এক জায়গায় থাকার ফলে খিঁচ ধরে গিয়েছিল পায়ে, সেটা ছাড়াবার জন্য ম্যানর কুঠির লাগোয়া সাবেকি আমলের বাগানে একটু পায়চারি করব বলে ঢুকে পড়লাম। বাড়ির ভেতরে একটা নৃশংস খুন হওয়া সত্ত্বেও বাগানের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ আছে, এই ঘটনার কোনও প্রভাব পড়েনি সেখানে। কিন্তু সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে পায়চারি করতে গিয়ে এমন এক দৃশ্য চোখে পড়ল যার ফলে বাড়ির ভেতরে ঘটে যাওয়া সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড আবার ভেসে উঠল

মনের কোণে, আমিও ফিরে এলাম পার্থিব জগতে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানে ঢুকলেই চোখে পড়ে সারি সারি 'ইউ' গাছের ঝোপ, আমি জানি একটা পাথরে বাঁধানো বেঞ্চ আছে সেই ঝোপের আড়ালে। নিজের মনে পায়চারি করতে করতে সেই ঝোপের দিকে এগোচ্ছি এমন সময় নারীপুরুষের গলার আওয়াজ কানে এল। শুনে চমকে উঠলাম কারণ দুটো গলাই আমার খুব চেনা। কৌতূহলী পা ফেলে আরেকটু এগোতেই দেখি ইউ গাছের ঘন ঝোপ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে মিসেস ডগলাস আর মিঃ বার্কার। ওঁরা তখনও আমায় লক্ষ্য করেননি। মিসেস ডগলাসকে দেখে অবাক হলাম। হবারই কথা, কারণ খানিকক্ষণ আগেই ডাইনিং হলে শোকার্ত চোখমুখ আর শান্ত কথাবার্তা শুনে বিষাদপ্রতিমার মত দেখাচ্ছিল তাঁকে। কিন্তু এই মুহূর্তে শোকের একতিল ছায়াও তাঁর চোখেমুখে নেই, বরং দিব্যি হাসিখুশি দেখাচ্ছে তাঁকে। হাঁটুতে কনুই রেখে দু'হাত মুঠো করে বসে মিঃ সিসিল বার্কার, হাসি উপচে পড়ছে তাঁরও চোখ থেকে। কিন্তু সে কয়েকটি মুহূর্তের জন্য, তারপরেই আমায় এগিয়ে আসতে দেখে অদ্ভুতভাবে দু'জনেই নিজেদের সামলে নিলেন, নিমেষের মধ্যে গাম্ভীর্যের মুখোশ মুখে আঁটলেন দু'জনে, মিসেস বার্কার তাঁর চোখেমুখে যেন জাদুবলে খানিক আগের সেই শোকার্ত ভাব আবার ফিরিয়ে আনলেন। চাপাগলায় দু'জনে কিছু কথা বলাবলি করলেন, তারপর মিঃ বার্কার এগিয়ে এসে বললেন, 'মাপ করবেন, আপনিই কি ডঃ ওয়াটসন?'

মুখে জবাব না দিয়ে ইচ্ছে করেই এমনভাবে মাথা হেলালাম যাতে আমার মনোভাব তাঁদের কাছে উদঘাটিত হল।

'ঠিক ধরেছি, মিঃ শার্লক হোমসের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বের আন্দাজ করেছি,' মিঃ বার্কার বললেন, 'কিছু যদি মনে না করেন একবার মিসেস ডগলাসের কাছে আসবেন? উনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

প্রবল অনিচ্ছাভরে মিসেস ডগলাস সামনে এসে দাঁড়ালাম। চোখ তুলে মিনতি মাখানো গলায় মহিলা বললেন, 'নিশ্চয়ই আমাকে নির্মম আর হৃদয়হীন ভাবছেন?'

'ভুল করছেন,' তাচ্ছিল্যভরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিলাম, 'আমি ভাবলেও কিছু যায় আসে না কারণ ব্যাপারটা আমার নয়।'

'ব্যাপারটা বুঝলে হয়ত আমার প্রতি সুবিচার হত —'

'ডঃ ওয়াটসন কেন বুঝতে যাবেন,' মিঃ বার্কার গায়ে পড়ে বলে বসলেন, 'উনি তো বলেই দিলেন এটা ওঁর ব্যাপার নয়।'

'ঠিক তাই,' ভেতরের বিরক্তি চাপতে না পেরে বললাম, 'একটু পায়চারি করব বলে এসেছিলাম, এবার আমি চললাম।'

'এক মিনিট দাঁড়ান, ডঃ ওয়াটসন,' অনুনয়ের সুরে বললেন মিসেস ডগলাস, 'বিশ্বাসভাজন মনে করেই ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্নটা করছি, মিঃ হোমসকে আপনার চেয়ে কেউ বেশি চেনে না। আমি যদি মিঃ হোমসকে গোপনে কিছু বলি তবে উনি কি তা সরকারি গোয়েন্দাদের বলে দেবেন?'

'ঠিক এই প্রশ্নের উত্তরটাই উনি জানতে চান,' মিঃ বার্কার আগ বাড়িয়ে বলে উঠলেন, 'উনি মানে মিঃ হোমস কি স্বাধীন, নাকি সরকারি গোয়েন্দাদের অধীনে তদন্ত করছেন?'

'এ বিষয়ে আলোচনা করা উচিত কিনা তা এই মুহূর্তে আমার জানা নেই,' আমি বললাম।

'আমার কথা রাখুন, ডঃ ওয়াটসন,' মিনতিমাখা গলায় বললেন মিসেস ডগলাস, 'এ ব্যাপারে দয়া করে কথা বলে আমাদের সাহায্য করুন — আপনি আমাদের সাহায্য করছেন জেনে আমি আশ্বস্ত হব, বিশ্বাস করুন।' তাঁর গলায় আন্তরিকতা এমনভাবে ফুটে বেরোল যে আমি আর এড়িয়ে যেতে পারলাম না। বললাম, 'মিঃ হোমস কারও অধীন নন, এই কেসেও উনি স্বাধীনভাবে কাজ করছেন, ওঁর মনিব উনি নিজে, নিজের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করেন। তবে যে

সরকারী গোয়েন্দাদের পাশে দাঁড়িয়ে উনি কাজ করছেন তাঁদের প্রতিও ওঁর কর্তব্য আছে তাই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার মত কোনও খবর গোপনে পেলে উনি কখনোই তা ওঁদের কাছে চেপে যাবেন না। এর বেশি আর কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আরও বেশি কিছু যদি জানতে চান তাহলে আমার মতে খোদ মিঃ হোমসের সঙ্গেই আপনার কথা বলা দরকার।' বলে আর দাঁড়ালাম না, টুপি তুলে অভিবাদন জানিয়ে পেছন ফিরে হাঁটতে লাগলাম। খানিক দূর এসে ফেরাতে দেখলাম তখনও দু'জনে পাশাপাশি বসে কথা বলছেন অন্তরঙ্গভাবে। আমাকে নিয়েই যে কথা বলছেন তাতে সন্দেহ রইল না।

'না হে,' সব শুনে হোমস বলল, 'ওদের দু'জনের কারও কোনও গোপন বক্তব্য আমি শুনতে রাজি নই।' দুই গোয়েন্দার সঙ্গে গোটা দুপুর আর বিকেল এন্তার বকবক করার ফলে ভয়ানক ক্ষুধার্ত অবস্থায় সরাইয়ে ফিরেছে বিকেল পাঁচটা নাগাদ। বন্ধুবরের ভয়ানক খিদে মেটাতে হাইটির অর্ডার দিয়েছি। 'মিসেস ডগলাস আর মিঃ বার্কার, খুন আর ষড়যন্ত্রের সম্ভাব্য অভিযোগের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছেন ওঁরা দুজনেই, যে কোন মুহূর্তে গ্রেপ্তার হতে পারেন দু'জনেই, তাই এখন ওঁদের ওপর আর আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই।'

'তোমার মতে তাহলে ওঁরা দুজনেই শেষকালে গ্রেপ্তার হবেন?' প্রশ্নটা আপনিই মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

'দ্যাখো বাপু, তুমি জানো খিদে মেটার আগে বকবক করতে আমার কতটা খারাপ লাগে তা তোমার অজানা নয়। আগে তোমার হাইটি আসুক, তিনটে ডিম পেটে চালান করি। তার আগে পর্যন্ত একটি কথাও নয়। চতুর্থ ডিমটা গেলার পরে আশা করছি গোটা পরিস্থিতিটা তোমায় বোঝাতে পারব। তার আগে শুধু এটুকু জেনো যে আসল রহস্যের ধারেকাছেও আমরা এখনও পৌঁছাইনি। তবে হ্যাঁ, ডাম্বেল জোড়ার একটা খুঁজে পাওয়া যায়নি আশা করি ভোলনি। সেটা খুঁজে পেয়েছি, আর তারপর থেকেই —'

'ডাম্বেল।'

'নাঃ, তোমায় নিয়ে আর পারলাম না, ওয়াটসন! আরে বাপু, গোটা কেসটা যে ঐ হারানো ডাম্বেলের সঙ্গে ঝুলছে তা কি তুমি এখনও বুঝতে পারোনি? না, না, বুঝতে না পারলেও মাথা নিচু করার দরকার নেই। শোন, তবে তোমাকেই বলছি, এই ডাম্বেলের গুরুত্ব কতখানি তা ইন্সপেক্টর ম্যাক বা ঐ বুদ্ধির ঢেঁকি হোয়াইট ম্যাসন দু'জনের কারও মগজে এখনও আসেনি। একটা ডাম্বেল, ওয়াটসন! একজন অ্যাথলিট একখানা ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম করছে এ দৃশ্য কখনও দেখেছো বা ভাবতে পারো? তুমি নিজে চিকিৎসক, ভালভাবেই জানো ঐভাবে একখানা ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম করতে গেলে শরীরের একদিকে শুধু চাপ পড়বে ফলে শরীরের একদিকে শিরদাঁড়া যাবে বেঁকে। ওফ্, সে কি সাংঘাতিক ব্যাপার, ওয়াটসন, ভাবতে গেলে ভয়ে গা শিউরে ওঠে!'

একমনে টোস্ট চিবুচ্ছে হোমস, সেইসঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে মিটমিট করে। ওর ডাম্বেল রহস্যের সমাধানের বিন্দুবিসর্গ কিছুই আমার মাথায় ঢোকেনি এখনও আঁচ করে বেশ মজা পাচ্ছে তা ওর চাউনি দেখেই বুঝতে পারছি। না বুঝলেও এই জটিল তদন্তে মাথা গলিয়ে শেষ পর্যন্ত হোমস যে একটা সন্তোষজনক সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছে তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই আমার মনে। ওর এই ভয়ানক খিদেই তার একমাত্র লক্ষণ। আগেও দেখেছি তদন্ত করতে গিয়ে প্রচণ্ড সমস্যার মুখোমুখি হলে কিছু না খেয়ে খালিপেটে মাথা ঘামিয়ে রাতের পর রাত কাটিয়েছে হোমস, গভীর চিন্তায় ডুবে থাকার ফলে রোগা শরীর তার আরও শুকিয়েছে, তপঃক্লিষ্ট মুখে দু'চোখের উজ্জ্বল চাউনি হয়ে উঠেছে আগের চেয়ে ধারালো। তবু সমস্যার জটিল আঁধারে সমাধানের আলোকবিন্দু চোখে পড়ার আগে পর্যন্ত খাবারের একটি দানাও মুখে তুলতে দেখিনি তাকে। পেট ভরে খেয়ে সাধের পাইপখানা ধরালো হোমস, তারপর সরাইখানার ফায়ারপ্লেসের

চিমনির কোনে আরাম করে বসে এ কেসের তদন্ত করতে গিয়ে যেসব অসঙ্গতি তার চোখে পড়েছে সেগুলো একে একে তুলে ধরল।

'ঐ দুই বাহাদুর গোয়েন্দার চোখে যা আদপে ধরা পড়েনি তা হল একটা আগাগোড়া মিথ্যের ওপর ভিত্তি করে তাঁদের তদন্ত করতে হচ্ছে। এই পয়েন্ট থেকেই তাহলে এগোনো যায়। গোড়াতেই বলে রাখি মিঃ বার্কার যা বলেছেন তার পুরোটাই মিথ্যে। সেই মিথ্যেকে ফলাও করে সায় দিয়েছেন মিসেস ডগলাস, অতএব তিনিও মিথ্যে বলেছেন এই মন্তব্য করা যায় অনায়াসেই। ব্যাপার তাহলে দাঁড়াচ্ছে দু'জনেই মিথ্যে বলছেন এবং তার পেছনে স্পষ্ট কোনও মতলব আছে, এটুকু মেনে নিলে যে প্রশ্ন বা সমস্যা দেখা দিচ্ছে তা হল কেন ওঁরা দু'জনেই মিথ্যে বলছেন, কি সে সত্য যা গোপন করতে দু'জনেই এত সচেষ্ট? এসো ওয়াটসন, দেখা যাক মিথ্যের বেড়াজাল পেরিয়ে সেই চরম সত্যের হদিশ পাই কি না। নিশ্চয়ই ভাবছ ওঁরা দু'জনেই যে মিছে কথা বলেছেন সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হলাম কি করে? ওঁদের বক্তব্যের মধ্যে যেসব অসঙ্গতি বা খুঁত রয়ে গেছে সেগুলো একের পর এক বিশ্লেষণ করেই নিশ্চিত হলাম। একটু মাথা খাটালে তোমার মনেও প্রশ্ন জাগবে। যে গপ্পো আমাদের শোনানোর জন্য ফাঁদা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে একটা আংটি খুলে তার নিচ থেকে বিয়ের আংটি খুলে নিয়ে আগের আংটিটা পরানো হয়েছে মিঃ ডগলাসের লাশের আঙ্গুলে, সে অপকম্মোটি আততায়ী এক মিনিটেরও কম সময়ে সেরে ফেলেছে। ভেবে দেখলেই বুঝবে এত তাড়াতাড়ি এ কাজ সারা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর সেই কার্ড — খুন করে লাশের পাশে অর্থহীন হরফ আর সংখ্যা লেখা একখানা কার্ড খুনি ফেলে রেখে গেল। আমার মতে এটা নিতান্তই অসম্ভব আর সেই কারণেই অবিশ্বাস্য। হয়ত তুমি তর্ক করবে — ওয়াটসন, তোমার বিচার বুদ্ধিকে আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখি তা জানো, আমি জানি খুন করার আগেই মিঃ ডগলাসের আঙ্গুল থেকে আততায়ী আংটিখানা খুলে নিয়েছিল একথা তোমার মুখ থেকে কখনোই বেরুবে না। মোমবাতিটা খানিক আগে জ্বালানোর মানে দাঁড়াচ্ছে খুনির সঙ্গে মিঃ ডগলাসের বেশিক্ষণ কথাবার্তা হয়নি। ওয়াটসন, আমরা মিঃ ডগলাস সম্পর্কে এটুকু শুনেছি যে তিনি খুব বেপরোয়া দুঃসাহসী প্রকৃতির লোক ছিলেন। এবার ভেবে দ্যাখো, এমন একজন লোকের পক্ষে এত অল্প সময়ের মধ্যে কি বিয়ের আংটি খুলে দেওয়া সম্ভব? না, ওয়াটসন, টেবিলে যখন ল্যাম্প জ্বলছিল সেই সময় আততায়ীর সঙ্গে মিঃ ডগলাস কিছুক্ষণ একা ছিলেন। এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ এতটুকু নেই। মৃত্যুর কারণ এখনও পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে তা ঐ শটগানের গুলি ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব যে সময় আমাদের বলা হয়েছে বন্দুক তার ঢের আগেই ছোঁড়া হয়েছে এ ব্যাপারে ভুল কখনোই হতে পারে না। বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনেছে দু'জন — মিসেস ডগলাস আর মিঃ বার্কার — তাহলে এদের দু'জনের মধ্যে একটা চক্রান্ত বা মতলব যে গড়ে উঠেছিল তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত চোখে পড়ছে। তোমার মনে আছে কিনা জানি না, স্টাডির জানালার চৌকাঠে রক্তের দাগ রেখেছিলেন এই মিঃ বার্কার যার উদ্দেশ্য ছিল পুলিশকে ধাঁধায় ফেলা। এইসব অসঙ্গতি বিচার করলে পুরো কেসটা যে মিঃ বার্কারের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তা আশা করি মানবে তুমি। এরপরেই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠবে, তাহলে ঠিক ক'টায় খুন হলেন মিঃ ডগলাস? এর উত্তরে আমি বলব রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত বাড়ির কাজের লোকেরা সবাই ব্যস্ত ছিল তাই খুন হয়েছে তারপরে। কাজের লোকেরা সবাই শুতে গেল রাত পৌনে এগারোটায়, জেগে রইল কেবল একজন, খাস আর্দালি অ্যামিস। রান্নাঘরের কাছেই ভাঁড়ারে। তুমি আজ ওখান থেকে চলে আসার পরে হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখলাম দরজা বন্ধ স্টাডির ভেতরে ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড যত জোরেই আওয়াজ করুন না কেন সে আওয়াজ রান্নাঘর বা ভাঁড়ারে বসে শোনা যায় না। তবে হাউসকিপারের কথা আলাদা। হাউসকিপার মিসেস অ্যালেনের ঘর করিডরের শেষের দিকে নয় তাই স্টাডিতে বসে কেউ খুব জোরে কথাবার্তা বললে বা চেঁচামেচি করলে তার অস্পষ্ট রেশ মিসেস অ্যালেনের

ঘর থেকে ঠিক শোনা যায়, অন্তত আমার কানে এসেছে। খুব কাছ থেকে শটগান ছোঁড়া হলে আওয়াজ তেমন জোরালো না হয়ে কিছুটা চাপা হবে, আর এখানেও তাই হয়েছে। গুলি ছোঁড়ার একটা চাপা আওয়াজ মিসেস অ্যালেনের ঘরে পৌঁছোনো উচিত ছিল। মিসেস অ্যালেন অবশ্য বলেছেন উনি কানে কম শোনেন, তা সত্ত্বেও চেঁচামেচির আগে খুব জোরে দরজা বন্ধ হবার মত একটা আওয়াজ উনিও শুনেছিলেন একথা জানিয়েছেন। সে আওয়াজ যে আসলে বন্দুকের গুলির তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই, আর ঐ আওয়াজ যখন হয় খুনটা হয়েছিল তখনই। এবার যদি ধরেই নিই মিঃ বার্কার আর মিসেস ডগলাস আসল খুনি নন, তাহলে একটি বিরাট প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে যাচ্ছে তা হল, রাত পৌনে এগারোটায় বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনে নিচে নেমে আসার পর থেকে ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়ির কাজের লোকেদের ডাকার সময়টুকুর মধ্যে ওঁরা কি করছিলেন, কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কেন ঘণ্টা বাজাননি। মনে রেখো এই প্রশ্নের সঠিক জবাব পেলে রহস্যের অনেকখানি সমাধান আপনিই হয়ে যাবে।'

'ওদের দু'জনের মধ্যে যে একটা বোঝাপড়া আছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। স্বামী বীভৎসভাবে খুন হতে না হতেই যে পরপুরুষের গায়ে গা এলিয়ে ওরকম হাসতে পারে তার মধ্যে আর যাই থাক হৃদয় বলে কোনও বস্তু আছে কিনা সেটাই ভাবার বিষয়।'

'এদিক থেকে আমি তোমার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একমত, ওয়াটসন। স্বামী খুন হবার পর থেকে মিসেস ডগলাস যা করে বেড়িয়েছেন তাকে নাটক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কিন্তু নাটক করতে গিয়ে কতগুলো খুব কাঁচা কাজ তিনি করে ফেলেছেন নিজেরই অজান্তে যার একটি হল শুধু মিঃ বার্কারের নির্দেশ মেনে নিয়ে স্টাডিতে না ঢুকে সুড়সুড় করে নিজের ঘরে ফিরে যাওয়া। ডুকরে বিলাপ করা বা বুকফাটা আর্তনাদে ভেঙ্গে পড়া, এসব বাদ দিলেও স্বামীর মৃতদেহ শেষবারের মত দেখার উদ্দেশ্যে একবারের জন্য হলেও মিঃ বার্কারের নিষেধে কান না দিয়ে তাঁর স্টাডিতে এসে ঢোকা উচিত ছিল। কিন্তু তা করা দূরে থাক, এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠা যে খুব স্বাভাবিক, সেই কথাটাও একবারের জন্য উঁকি দিল না তাঁর মনে। এসব প্রশ্ন মনে আসছে বলেই তিনি আদৌ স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন কিনা সেই সন্দেহ দেখা দেয়।'

'মিঃ ডগলাসের খুনের পেছনে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও মিসেস ডগলাস আর মিঃ বার্কারের হাত আছে এ বিষয়ে তুমি তাহলে নিশ্চিত?'

'তোমার এই ধরনের সরাসরি প্রশ্ন একই সঙ্গে মনে ভয় আর বিরক্তি জাগায়, ওয়াটসন, তাই বলছি এ প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ বা না বলার মত পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। কিন্তু যদি জানতে চাও খুনের সব রহস্য জানা সত্ত্বেও আসল কথা চেপে গিয়ে দু'জনে ঝুড়ি ঝুড়ি মিছে কথা বলেছেন কিনা, তাহলে তার উত্তরে আমি বলব হ্যাঁ, ওঁরা দু'জনে মিলে একজোট হয়ে তাই করেছেন। এবার আরও গভীরভাবে ভাবো। ধরে নাও মিসেস ডগলাস আর মিঃ বার্কার যে ভালবাসার খেলা খেলছেন তার মধ্যে শুধু অবৈধ প্রেম নয়, সেইসঙ্গে জড়িত আছে একজন মানুষের প্রাণ। তিনি যে মিঃ ডগলাস আশা করি তা বলার দরকার হবে না। মিঃ ডগলাস যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন ওঁরা পুরোপুরিভাবে একে অপরকে পাবেন না তাই তাঁকে সরিয়ে ফেলতেই হবে দুনিয়া থেকে। মানছি এটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের অনুমান কারণ বাড়ির কাজের লোকেদের আলাদা আলাদাভাবে জেরা করে জেনেছি মিঃ ডগলাস আর মিসেস ডগলাস একে অপরকে গভীরভাবে ভালবাসতেন।'

হোমসের শেষ মন্তব্যটুকু কানে যেতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল মিসেস ডগলাস আর মিঃ বার্কারের সেই মুখ খানিক আগে যা নিজের চোখে দেখে এসেছি; হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠেছেন দু'জনে, বাড়িতে এমন ঘটনা ঘটে গেছে কিন্তু তার কোনও প্রভাব পড়েনি ওঁদের মধ্যে।

'ডগলাস দম্পতি পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসতেন একথা সত্যি হতেই পারে না,' জোর গলায় বললাম, 'অন্তত বাগানে খানিক আগে যে দৃশ্য দেখে এসেছি তারপর ওকথা মানতে আমি কোনমতেই রাজি নই।'

'হুম, ওদের দু'জনকে ঐ অবস্থায় হাসিঠাট্টায় মেতে উঠতে দেখে যে সন্দেহ তোমার মনে দেখা দিয়েছে তা উড়িয়ে দেবার মত নয়। যাক, আমরা ধরে নিচ্ছি এ ব্যাপারে মিসেস ডগলাস আগাগোড়া তাঁর স্বামী মিঃ ডগলাসকে গভীরভাবে ভালবাসার অভিনয় করেছেন আর একই সঙ্গে তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার মতলব আঁটছেন। এদিকে মিঃ ডগলাস এসব কিছুই আঁচ করতে পারেননি উল্টে বলে বেড়াচ্ছেন তাঁর জীবন খুবই সংকটাপন্ন. যে কোন মুহূর্তে তাঁর জীবন নাশ হতে পারে।'

'সত্যিই সংকটাপন্ন ছিলেন কিনা সে কথা তো মিঃ ডগলাসের নিজের মুখ থেকে শোনার সৌভাগ্য তোমার হয়নি, হোমস,' আমি বললাম, 'এই দিনরাত বিপদের মধ্যে কাটানোর ব্যাপারটা তুমি শুনেছ মিসেস ডগলাস আর মিঃ বার্কারের মুখ থেকে। কাজেই এ কথার বিশ্বাসযোগ্যতা কতটুকু তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলেই আমার মনে হচ্ছে।'

'তাই তো ওয়াটসন,' হোমসকে চিন্তিত দেখাল, 'তুমি দেখছি এবার সত্যিই আমায় ভাবিয়ে তুললে। তোমার ধারণা ভ্যালি অফ ফিয়ার, সেখানকার কোন বডিমাস্টার ম্যাক, আর গুপ্ত সমিতি, এসবই ওদের বানানো গপ্পো। মানছি তোমার এই অনুমান এড়িয়ে যাওয়া যায় না। খুনের পেছনে যা আসল মতলব তা চাপা দিতেই এসব গপ্পো আগে থেকে ফেঁদেছে দু'জনে। বাইরের লোক যে সত্যিই ঢুকেছিল তা প্রমাণ করতে বাগানে সাইকেলটা রেখে দিল, জানালার চৌকাঠে রক্ত ঢেলে চটিপরা পায়ে তা মাড়িয়েও সেই ধারণা সৃষ্টি করতে চাইল। এরপর সেই কিম্ভূত হরফে লেখা কার্ড। ব্যাপারটায় একটু নাটকীয় ছোঁয়া আনতেই এটা করা সন্দেহ নেই, আর সে কার্ড যে বাড়ির ভেতরে বসেই লেখা হয়েছে তাও অনুমান করতে বাধা নেই। যে কালি আর কলম দিয়ে ঐ কার্ডে লেখা হয়েছে তেমন খোঁজাখুঁজি করলে হয়ত বাড়ির ভেতরেই তাদের হদিশ মিলবে। এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে, কিন্তু তারপরেই এমন একটা প্রশ্ন মাথা তুলছে যাকে তোমার যুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো মুশকিল হবে — এত হাতিয়ার থাকতে খুনি নলচে কাটা শটগান ছুঁড়ে খুন করতে গেল কেন? মনে রেখো সেই শটগানখানা আমেরিকায় তৈরি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। গুলির আওয়াজ শুনে কাজের লোকেরা কেউ ছুটে আসবে না এই হিসেবটাই বা ওরা আগে থাকতে কষে রাখলেন কিভাবে? মনে রেখো কানে খাটো হলেও হাউসকিপার মিসেস অ্যালেন দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ ঠিকই শুনতে পেয়েছিলেন। উনিও তো সে আওয়াজ শুনে স্টাডিতে ছুটে আসতে পারতেন। তুমিই বলো, ওয়াটসন, মিসেস ডগলাস আর মিঃ বার্কারের এসব করার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে?'

'হোমস, স্বীকার করছি এসব প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাচ্ছি না, আমার মাথা এই মুহূর্তে আর কিছু ভাবতে পারছে না।'

'তাহলে যা বলি মন দিয়ে শোন,' হোমস বলল, 'যে নারী তার প্রেমিকের সাহায্যে স্বামীকে খুন করার মতলব আঁটছে, সত্যি সত্যি খুন করার পরে সে কি তার স্বামীর লাশের আঙুল থেকে বিয়ের আংটি খুলে ফেলার চক্রান্তের কথা সবাইকে ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াবে? তোমার কি মত, ওয়াটসন, তা কি কখনও সম্ভব?'

'না, কখনও নয়।'

'এরপর ভেবে দ্যাখো, খুন যদি সত্যিই ওঁরা দু'জনে মিলে করে থাকেন, তাহলে সাইকেলখানা বাগানে ওভাবে লুকিয়ে রাখার মতলবে কিন্তু কোনও কাজ হচ্ছে না। একেবারে ভোঁদাই যে গোয়েন্দা তার চোখেও এ ব্যাপারটা পুলিশের চোখে ধোঁকা দেয়ার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু বলে মনে হবে না। সাইকেলে চেপে যেখানে সহজেই পালানো যায় সেখানে অপরাধী সেটা ফেলে রেখে পালাবে কেন?'

'সত্যি বলছি, এর কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা এখনও আমার মাথায় আসছে না।'

'মাথা ঠিক মত খাটালে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না এ কখনও হতে পারে না। এবার আমি একটা সম্ভাবনা বলছি --- শুধু মাথা খাটানোর কথা ভেবে --- এমন নয় যে আমার বক্তব্য পুরোপুরি সত্যি। যা বলব তা নিছক কল্পনা বলেই ধরে নাও। যদিও এটা ঠিক যে অনেক সময় কল্পনার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সত্যের বীজ। এবার কল্পনা করা যাক এই মিঃ ডগলাসের জীবনে এমন কোনও গুপ্ত রহস্য ছিল যার সঙ্গে একই সঙ্গে মিশেছিল অপরাধ ও গভীর লজ্জার কোনও ব্যাপার। হয়ত তারই জেরে খুন হতে হয়েছে তাঁকে। আবার ধরে নিচ্ছি অতীতের সেই অপরাধের প্রতিশোধ নিতেই কেউ এসেছিল বাইরে থেকে। লোকটা এল, বাড়ির ভেতরে ঢুকল। মিঃ ডগলাসের মুখোমুখি হল এবং তিনি বাধা দেবার আগেই শটগান ছুঁড়ে তাকে খুন করে প্রতিশোধ নিল। কিন্তু লাশের হাতের আঙ্গুল থেকে বিয়ের আংটি সে কেন খুলে নিল স্বীকার করছি তার ব্যাখ্যা এখনও খুঁজে পাচ্ছি না। আবার এও হতে পারে যে দু'জনের মধ্যে এই যে শত্রুতা তা বংশগত, হয়ত মিঃ ডগলাসের প্রথম বিয়ের সময় থেকে ঐ শত্রুতা শুরু হয়েছিল। হয়ত সেই কারণেই প্রতিশোধ নেবার পরে খুনি পুরোনো আক্রোশের জের মেটাতে বিয়ের আংটিটা খুলে নিল লাশের হাতের আঙ্গুল থেকে। এরপর সে পালাতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে মিঃ বার্কার আর মিসেস ডগলাস দু'জনেই সেখানে এসে হাজির হলেন। খুনিকে ধরতে যেতেই সে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিল যে তাকে ধরলে মিঃ ডগলাসের অতীতের অপরাধ ফাঁস হয়ে যাবে তখন সমাজে মিসেস ডগলাসের মুখ দেখানোই দায় হয়ে উঠবে। খুনি যে মিছে ভয় দেখাচ্ছে না এটা আঁচ করেই তাঁরা তাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দিয়েছেন। হয়ত তাঁরা তার পালানোর সুবিধা করে দিতে নিঃশব্দে ড্রব্রিজ নামিয়েও দিতে চেয়েছিলেন। ড্রব্রিজ নামানো হলে তার ওপর দিয়ে সাইকেলে চেপে খুনির পক্ষে পালানো সহজ নয়, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক খুনি সেই পথে গেল না, তার বদলে সাইকেল ফেলে রেখে সে পায়ে হেঁটেই পরিখার জল কাদা ভেঙ্গে পালিয়ে গেল। ওয়াটসন, এখনও পর্যন্ত আমরা কিন্তু সম্ভাবনার সীমার মধ্যেই আছি, তোমার কি মত?'

'তা তো বটেই, এতে সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই,' অনেক ভেবেচিন্তে জবাব দিলাম।

'ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'আমাদের মনে রাখতে হবে যা কিছু ঘটে থাকুক না কেন তা অত্যন্ত অসাধারণ। আচ্ছা, এসো, আবার অনুমানের জগতে ফিরে যাওয়া যাক। খুনিকে ছেড়ে দেবার পরেই শুরু হল ওঁদের দুর্ভাবনা — এই খুন যে ওঁরা করেন নি বা লোক লাগিয়ে করাননি তা সহজে প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু ঘাবড়ে না গিয়ে দু'জনেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তে প্রচুর ফাঁকফোকর রয়ে গেল। খুনি পালিয়েছে প্রমাণ করতে নিজের চটিতে মিঃ ডগলাসের লাশের রক্ত মাখিয়ে সেই রক্তমাখা চটির ছাপ রাখা হল খোলা জানালার চৌকাঠে। বাড়িশুদ্ধ লোকের মধ্যে শটগানের গুলির আওয়াজ শুধু ওঁরাই দু'জনে শুনেছেন তাই ওরকম আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে যতটা হৈ চৈ করা স্বাভাবিক তা করলেন না, করলেন কিন্তু খুনি পালিয়ে যাবার ঠিক আধঘণ্টা পরে।'

'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এসব প্রমাণ করবে কিভাবে তা ভেবেছো?'

'ভেবেছি বই কি। খুনি বাইরের লোক হলে পিছু নিয়ে তাকে ধরা হবে আর তখনই সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যাবে। তা যদি না হয় তাহলে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে এগোব। একটা গোটা সন্ধ্যে একা ঐ স্টাডিতে কাটাতে পারলেই আমার কাজ হয়ে যাবে।'

'একটা গোটা সন্ধ্যে, তাও একা?'

'আমি এক্ষুনি যাচ্ছি ওখানে; খাস আর্দালি অ্যামিসের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করে এসেছি, ও নিজেও মিঃ বার্কারের ওপর খুব খুশি নয় তা আমার নজর এড়ায়নি। ঐ ঘরে কিছুক্ষণ একা বসে দেখবো ওখানকার পরিবেশ থেকে কোনও প্রেরণা পাই কিনা। এই পরিবেশ থেকে প্রেরণা পাবার

ব্যাপারে আমি যথেষ্ট ভরসা করি। ও কি, তুমি হাসছো, ওয়াটসন? ঠিক আছে, যথাসময় দেখা যাবে। ভাল কথা, তোমার সেই পেল্লায় ছাতাটা সঙ্গে এনেছো? ওটা যে বড্ড দরকার।'

'এই তো ছাতা।'

'এটা কিছুক্ষণের জন্য আমায় ধার দেবে?'

'একশোবার দেব — কিন্তু আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এমন নচ্ছার হাতিয়ার তোমার কোন কাজে লাগবে! যদি সত্যিই আত্মরক্ষার দরকার হয়?'

'না, ওয়াটসন, ব্যাপার তেমন গুরুতর নয়; তেমন হলে আমি ছাতাসমেত তোমাকে সঙ্গে নিতাম। কিন্তু এখন শুধু ছাতাটা আমার দরকার। আমার বুদ্ধিমান সহকর্মি দু'জন গেছেন টুনব্রিজ ওয়েলস-এ সাইকেলের মালিকের খোঁজে; ওঁদের ফেরার অপেক্ষায় এখন বসে থাকতে হবে।'

সরকারি গোয়েন্দা দু'জনের ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল, দু'জনেরই চোখ জ্বলছে, এমন হাবভাব করছেন যেন সাফল্যের সঙ্গে তদন্তের কাজ শেষ করে ফেলেছেন।

'বাইরের লোক সত্যিই এসেছিল কিনা তা নিয়ে গোড়া থেকেই যথেষ্ট সন্দেহ আমার মনে ছিল তা স্বীকার করছি,' উল্লাস ভরা গলায় বলে উঠলেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, 'তবে যা হয়ে গেছে তা নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বাইসাইকেল সনাক্ত হয়েছে, এতে যে চেপেছিল তার চেহারার বর্ণনাও পেয়েছি। এবার এর ওপর ভরসা করে তদন্তে আরও এগোনো যাবে।'

'আপনাদের দু'জনকেই আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি,' বলল হোমস, 'মনে হচ্ছে এবার শেষের শুরু হল,' হোমস চোখেমুখে আগ্রহের ভাব ফুটিয়ে বলল, 'বলুন, মিঃ ম্যাক, কিভাবে এগোলেন।'

'পরশুদিন মিঃ ডগলাস টুনব্রিজ ওয়েলস-এ গিয়েছিলেন,' ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড শুরু করলেন, 'ওখান থেকে ফেরার পরেই তাঁকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল, এই পয়েন্ট থেকেই আমি এগোলাম। এর মানে একটাই তা হল টুনব্রিজ ওয়েলস এ পৌঁছেই উনি টের পেয়েছিলেন সাংঘাতিক কোনও বিপদ ঘনিয়ে আসছে। অতএব যদি সাইকেলে চেপে কোনও বাইরের লোক আসে তবে ধরে নিতে হবে সে ওখান থেকেই এসেছে। এসব ভেবেই সাইকেলটা সঙ্গে নিয়ে ওখানে গেলাম, টুনব্রিজ ওয়েলস এর প্রত্যেক হোটেলে ঢুকে সাইকেল দেখালাম। ঈগল কমার্শিয়াল হোটেলের ম্যানেজার দেখেই সনাক্ত করল, বলল, দু'দিন আগে হারগ্রেভ নামে একটা লোক ঐ সাইকেলে চেপে এসেছিল ঘর ভাড়া নিতে। একটা ছোট্ট চামড়ার ব্যাগ ছাড়া আর কিছু তার ছিল না।'

খাতায় নামের পাশে লোকটা লিখেছে লণ্ডন থেকে এসেছে কিন্তু কোনও ঠিকানা উল্লেখ করেনি। চামড়ার ঝোলা আর তার ভেতরে যা কিছু ছিল সবই লণ্ডনে তৈরি হলেও লোকটা আমেরিকান তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'সাবাশ!' উল্লাসভরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল হোমস, 'ডাঃ ওয়াটসনের সঙ্গে বসে যখন একের পর এক থিওরির জাল বুনে চলেছি তখন আপনারা সত্যিই লণ্ডনে গিয়ে সত্যিই একটা কাজের মত কাজ করে এসেছেন। সত্যি মিঃ ম্যাক, আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার ছিল, একথা এখন আর না মেনে উপায় নেই।'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই,' হোমসের কথায় আত্মপ্রসাদের সপ্তম স্বর্গে পৌঁছে গেলেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, 'হাজার হলেও আমরা হলাম গিয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা, আমাদের বাদ দিয়ে লণ্ডন পুলিশ এক পাও এগোতে পারে না।'

'তা তো হল,' হোমস শুধোল, 'কিন্তু তারপর কোন কম্মোটা সারলেন শুনি? যার কথা বলছেন সেই হারগ্রেভ লোকটাকে সনাক্ত করার মত কিছু পেয়েছেন?'

'পেয়েছি কিন্তু তা এত কম যে বোঝা যায় সনাক্তকরণের হাত থেকে নিজের গা বাঁচাতে সে সবদিক থেকে আঁটঘাট বেঁধে রেখেছিল। তার ঘর খানাতল্লাশি করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে কোনও কাগজ বা চিঠিপত্র পাওয়া যায়নি, এমনকি তার ফেলে যাওয়া জামাকাপড়েরও কোনও দর্জির

দোকানের ছাপ বা লেবেল নেই। শুধু একটা জিনিসের হদিশ মিলেছে, তা হল এই এলাকার সাইকেল ম্যাপ পড়েছিল শোবার ঘরে টেবিলের ওপর। গতকাল সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে লোকটা সাইকেলে চেপে সেই যে বেরিয়েছে, আমরা আজ ওখানে গিয়ে খোঁজখবর নেওয়া পর্যন্ত আর ফিরে আসেনি।'

'একই কারণে আমারও কেমন ধাঁধা লাগছে, মিঃ হোমস,' বললেন মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, 'লোকটা ঝামেলায় জড়াতে না চাইলে সাধারণ নিরীহ টুরিস্টের মতই হোটেলে থাকত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে হোটেল ম্যানেজার যে তার পালানোর কথা পুলিশকে জানাবেন, আর এইভাবে আচমকা গা ঢাকা দেবার দরুন খুনের সঙ্গে জড়িত বলে সে যে সন্দেহের আওতায় আসবে এটা তার জানা উচিত।'

'একথা সবারই মনে হবে,' বলল হোমস, 'তবু এখনও পর্যন্ত ধরা না পড়ার ফলে বোঝা যাচ্ছে তার বুদ্ধি শুদ্ধি এখনও সুস্থভাবে কাজ করছে। কিন্তু লোকটার চেহারার কোনও বিবরণ পাওয়া গেছে কি?'

'চেহারার বিবরণ সম্পর্কে যার মুখ থেকে যতটুকু জানা গেছে সব আমি লিখে নিয়েছি,' ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড নোটবইয়ের পাতা উল্টে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন, 'লোকটার বয়স আন্দাজ বছর পঞ্চাশ, লম্বায় প্রায় পাঁচ ফিট ন'ইঞ্চি, চুল আর গোঁফে অল্প পাক ধরেছে। টিকোলো নাক, আর সবাই বলছে তার মুখখানা দেখতে ভয়ানক।'

'মুখের ভাব ছেড়ে দিলে দেখবেন মিঃ ডগলাসের চেহারাও হুবহু ওরকম,' বলল হোমস, 'ওঁর বয়সও সবে পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে, লম্বায় ঐরকম, চুল আর গোঁফও ঐরকম কাঁচাপাকা। যাক, এছাড়া আর কি জেনেছেন?'

'তার পরনে ছিল ধূসর রঙের ভারি স্যুট সেইসঙ্গে জাহাজী জ্যাকেট, তার ওপর খাটো হলদে ওভারকোট আর মাথায় নরম ক্যাপ।'

'শটগান সঙ্গে ছিল কিনা জেনেছেন?'

'শটগান তো লম্বায় দু'ফিটেরও ছোট, মিঃ হোমস,' ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'লোকটার সঙ্গে চামড়ার যে ঝোলানো ব্যাগ ছিল তাতে খুব সহজেই তা ভরে নেওয়া যায়। আমার ধারণা ব্যাগে শটগান ভরে কাঁধে ঝুলিয়ে তার ওপর ওভারকোট চাপিয়েছিল।'

'কিন্তু কেসের সঙ্গে এ সবের যে সম্পর্ক আছে তা কি করে বুঝলেন?'

'তা যদি বলেন মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড চাপা ক্ষোভের সুরে বললেন, 'আগে লোকটাকে ধরি তারপর কি সম্পর্ক আছে তা ভালভাবে বিচার করে দেখা যাবে। লোকটার চেহারার বিবরণ হাতে আসার পাঁচ মিনিটের ভেতর আমি তা টেলিগ্রাম করে আশেপাশে যেখানে যত দপ্তর আছে সবখানে জানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি অনুসারে জানবেন আমরা অবশ্যই বহুদূর এগিয়েছি। আমরা জানি হারগ্রেভ নামে একজন আমেরিকান দু'দিন আগে সাইকেলে চেপে এসেছিল টুনব্রিজ ওয়েলস-এ, তার কাঁধে ছিল একটা চামড়ার ঝোলা ব্যাগ, আর তার ভেতরে অবশ্যই ছিল করাত দিয়ে কাটা নলচের একটা আমেরিকার তৈরি শটগান। খুনের মতলব নিয়েই যে সে এসেছিল তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। খোঁজখবর নিয়ে এটুকু জেনেছি যে আশপাশের কেউ, স্থানীয় কোনও বাসিন্দা এমন কাউকে সাইকেল চালিয়ে ধারে কাছে আসতে দেখেনি। এরপরে ধরে নিচ্ছি হারগ্রেভ নামে সেই লোকটা বাগানে ঢুকে ঝোপের আড়ালে সাইকেল লুকিয়ে রেখে বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল কখন মিঃ ডগলাস বাগানে আসবেন এই আশায়। ভুলে যাবেন না এটা ইংল্যাণ্ডের গ্রাম্য এলাকা, আশেপাশের বাসিন্দারা অনেকেই ছোটখাটো শিকার করতে বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে ঢোকে, তাই বাগানের দিকে বন্দুকের আওয়াজ হলেও কেউ শিকার

করছে এটাই ধরে নেবে সবাই, সেই আওয়াজ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। এছাড়া শটগানের গুলি সচরাচব লক্ষ ভ্রষ্ট হয় না, সেটা বাড়তি সুবিধা।'

'সাবাশ, মিঃ ম্যাক,' বাহবা দিল হোমস, 'জলের মত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।'

'কিন্তু তার বাগানে বসে থাকাই সার হল,' ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড আবার খেই ধবলেন, 'কারণ মিঃ ডগলাস বাগানে না ঢুকে বাড়িতেই বসে রইলেন। এদিকে লোকটা তখন তাঁকে খুন কববে বলে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই সাইকেল ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বেখে গোটা দিনটা বাগনেই গাছের আশেপাশে গা ঢাকা দিয়ে কাটাল সে। বেলা পড়ে গিয়ে সন্ধ্যে হবার মুখে সে দেখল আর বাগানে বসে থেকে লাভ নেই। তাই সে এবার এসে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। সেটা ছিল মিঃ ডগলাসের স্টাডি, ওখানে পর্দাব আড়ালে লুকিয়ে রইল সে। ওখানে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে দেখতে পেল ড্রব্রিজ তুলে নেওয়া হচ্ছে। সে নিমেষে বুঝতে পারল সাইকেল চেপে আর পালাতে পারবে না, কাজ সেরে তাকে পালাতে হবে পবিখাব জলকাদা ভেঙ্গে। এসব ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিল সে। রাত সওয়া এগারোটা নাগাদ রোজের মত মিঃ ডগলাস বাড়ির সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখতে নীচে নেমে এলেন, স্টাডিতে ঢুকতেই সে তাঁকে গুলি করে পালিয়ে গেল। তার সাইকেলের হদিশ পাবার পরে পুলিশ যে তা খুনের সূত্র হিসেবে ব্যবহার করবে আর হোটেলের লোকেবা ঐ সাইকেল সনাক্ত করবে এসব কথা তার মাথায় এসেছিল তাই সাইকেল ফেলে রেখেই সে জলকাদা মাড়িয়ে পরিখা পেরিয়ে পালিয়ে গেল। লণ্ডনে বা কাছাকাছি অন্য কোথাও সে আগে থেকেই লুকিয়ে থাকাব ব্যবস্থা করে বেখেছিল আব এই মুহূর্তে সে যে সেখানেই আছে এটুকু আমবা অনায়াসেই ধরে নিতে পারি। বলুন মিঃ হোমস, আমার অনুমান শুনতে কেমন লাগল?'

'আবাবও বলছি, মি ম্যাক, আপনি আপনাব বক্তব্য খুব পবিষ্কার আব স্পষ্ট করে বোঝাতে পেরেছেন। তবে আমার মতে, অনুমানের নামে আপনি এতক্ষণ যা শোনালেন তা নিছক গল্প ছাড়া কিছু নয়। তার মধ্যে যেটুকু অনুমান খাড়া কবেছেন তা হল ঐ গল্পেব শেষ ভাগ। এবার অনুমান বা গল্প যাই বলুন, আমি যা শোনাব তাব শেষভাগ কিন্তু অন্যবকম, তা হল, খুনেব সময় যা বলা হয়েছে, খুন হয়েছে তাব আধঘণ্টা আগে। কোনও সত্য গোপন করার চক্রান্তে মিসেস ডগলাস আর মিঃ বার্কার যে হাত মিলিয়েছেন তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই, এছাড়া খুনিকে পালাতে ওঁবা দু'জনেই সাহায্য কবেছেন — অথবা সে পালিয়ে যাবার আগেই ওঁরা দু'জনে স্টাডিতে ঢুকেছিলেন — এবং খুনি খোলা জানালা দিয়ে পালিয়ে যাবার গপ্পোটা দু'জনেই চমৎকার ফেঁদেছেন। আমার মতে, খুনিকে পালাতে সাহায্য করতে ওঁরা দু'জনে ড্রব্রিজ নামিয়েছিলেন। আমি যে অনুমানভিত্তিক তদন্ত করেছি তার প্রথমার্ধের এই হল বক্তব্য।'

'শুনলাম, মিঃ হোমস,' সরকারি গোয়েন্দা দু'জন একসঙ্গে হতাশভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, 'আপনার বক্তব্য সত্যি হলে আমরা এক রহস্য থেকে ফের নতুন কোনও রহস্যে পড়তে চলেছি,' বললেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড।

'এবং সে রহস্য যে এই রহস্য থেকে আরও জটিল তাতেও সন্দেহ নেই,' বললেন মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, 'গোড়াতেই মনে রাখবেন ঐ মহিলা মানে মিসেস ডগলাস কখনও আমেরিকায় ছিলেন না। কাজেই যেখান থেকে এসেছে এমন এক খুনিকে আশ্রয় দেবার মত কি সম্পর্ক তার সঙ্গে ওঁর থাকতে পারে?'

'এসব অসুবিধের কথা খোলাখুলিভাবে আমিও স্বীকার করছি,' হোমস বলল, 'আজ রাতে তাই আমি নিজে একটু ছোটখাটো তদন্ত করতে চাই, হয়ত তাতে এখনকার জটিল পরিস্থিতিটা অনেকটা পরিষ্কার হবে।'

'তদন্ত করতে চান ভাল কথা, মিঃ হোমস, আপনাকে আমরা কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'না, যথেষ্ট ধন্যবাদ, রাতের ঘুটঘুটে আঁধার আর ডঃ ওয়াটসনের ছাতা। এছাড়া আব কোনও সাহায্য আমার দরকার হবে না। হ্যাঁ, আরও একজন আছে সে হল খাস আর্দালি অ্যামিস। অ্যামিস লোকটা বিশ্বস্ত, একটা পয়েন্ট সে আমার হাতে তুলে দেবে। অনেক ভেবেও যে প্রশ্নের উত্তর এখনও পাইনি তা হল একজন অ্যাথলিট শুধু একখানা ডাম্বেল দিয়ে কেন ব্যায়াম করতে চাইছেন?

একা তদন্ত সেরে হোমসের সরাইখানায় ফিরতে অনেক রাত হল। আমি আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হোমস ঘরে ঢুকতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল।

'কিছু পেলে, হোমস?' ঘুমজড়ানো গলায় জানতে চাইলাম।

মোমবাতি হাতে আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল হোমস, ঝুঁকে আমার কানেব কাছে মুখ এনে বলল, 'মগজ যার নরম হয়ে আসছে, মন হারিয়েছে শক্তি এমন এক পাগলের সঙ্গে একই ঘরে রাত কাটাতে গা ছমছম করবে না তো?'

'মোটেও না,' অবাক হয়ে জবাব দিলাম।

'তাহলে তো কপালটা সত্যিই ভাল বলতে হয়,' বলে নিজের বিছানায় হাত পা মেলে শুয়ে পড়ল হোমস, সেই রাতে তার মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পাবলাম না।

সাত
রহস্যভেদ

যেদিকে তাকাই শুধু গাদা গাদা চিঠি আর টেলিগ্রাম। পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে স্থানীয় পুলিশ সার্জেন্টের দপ্তরে ঢুকে হোমস আর আমি দু'জনেই অবাক। বসার ঘবে ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড মিঃ হোয়াইট ম্যাসনের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মত্ত, গাদা গাদা টেলিগ্রাম আর চিঠি বেছে নিয়ে আলাদাভাবে সাজিয়ে রাখছেন দু'জনে।

'সেই ফেরারি সাইক্লিস্টের পেছনে এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছেন?' হোমসের গলায় খুশি উপচে পড়ল, 'হতচ্ছাড়া শয়তানটাব কোনও হদিশ পেলেন?'

'পেয়েছি বইকি,' ইন্সপেক্টব ম্যাকডোনাল্ডেব গলা শুনে বুঝলাম তিনি বেশ চটে আছেন, চিঠির গাদা ইশারায় দেখিয়ে বললেন, 'সাউদাম্পটন, নটিংহ্যাম, ডার্বি, লিমেস্টাব, ইস্ট হ্যাম, বিচমণ্ড কম করে আরও চৌদ্দটা জায়গায় ওব হদিশ পাওয়া গেছে। এব মধ্যে লিভারপুল, ইস্ট হ্যাম আর লিমেস্টার থেকে ঐরকম দেখতে কিছু লোকের গ্রেপ্তারের খবব পর্যন্ত এসেছে। হলদে কোট পরা ফেরারি সাইক্লিস্টে গোটা দেশ ছেয়ে গেছে।'

'হা কপাল!' সহানুভূতির সুরে বলল হোমস, 'মিঃ ম্যাক, আর মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, আপনাদের দু'জনকেই একটা সদুপদেশ দিতে চাই। আপনাদের হয়ত মনে আছে এই কেসের তদন্তে আপনাদের সাহায্য করতে রাজি হবার আগে আমি বলেছিলাম নিজের অনুমান সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবার আগে আমি সে ব্যাপারে মুখ খুলব না, যা কিছু জেনেছি সব গোপন রাখব। তাই এই মুহূর্তে আমার মনে যে অনুমান তৈরি হয়েছে তা এক্ষুণি বলতে পারছি না। এও বলেছিলাম যে তদন্তের কাজ আসলে যা করার আপনারাই সরকারি গোয়েন্দা হিসেবে করবেন, আমি পাশে থেকে যতদূর সম্ভব আপনাদের মদত দেব। এসব ভেবেই মনে করছি আদৌ আশা নেই এমন একটা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আপনারা অজান্তে সব শক্তি, উৎসাহ উদ্দীপনা ক্ষয় করে ফেলবেন তা আমি কখনোই দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না। আর তাই এই সাতসকালে আপনাদের অনুরোধ করছি এই কেস ছেড়ে দিন।'

'কি বলছেন আপনি মিঃ হোমস?' উত্তেজিত ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এতদিন বাদে আপনি আমাদের বলছেন এ কেসে আদৌ কোনও আশা নেই!'

'আপনাদের কেস যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে কোনও আশা আছে বলে আমি মনে করি না, তবে আসলে ঘটনা যা ঘটেছে তার হদিশ পাওয়ার আশা নেই একথা আমি কখনও মনে করি না।'

'কিন্তু এই ফেরারি সাইক্লিস্ট, এ তো আর আমার কল্পনা নয়। তার চেহারার বিবরণ, চামড়ার ঝোলা ব্যাগ, তার সাইকেল সবই আমাদের হাতে এসেছে। লোকটা নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে, আপনিই বলুন মিঃ হোমস, হাতের নাগালে পেলে আমরা তাকে গ্রেপ্তার করব না কেন?'

'ঠিক বলেছেন মিঃ ম্যাক,' হোমস বলল, 'সে লোক নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে এবং হাতের নাগালে পেলেই আমরা তাকে অবশ্যই গ্রেপ্তার করব। তবে লিভারপুলে বা ইস্ট হ্যামে আপনাদের শক্তি অযথা ব্যয় হোক, তা আমি চাই না। সত্য নির্ণয়ের আরও সোজা পথ আছে।'

'এই তো আপনার পুরোনো খেলা শুরু করলেন মিঃ হোমস, আপনি নিশ্চয়ই এমন কিছু জেনেছেন যা আমাদের বলতে চাইছেন না, এটা ঠিক হচ্ছে না।' ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ডের কথা শুনে বোঝা গেল তিনি হোমসের ওপর বেজায় চটে গেছেন।

'মিঃ ম্যাক, আমি যে পদ্ধতি মেনে কাজ করি তা আপনার অজানা নয়, তাই আপনি রাগ করলেও আমার কিছু করার নেই। হ্যাঁ, বলতে চাইছি না ঠিকই, তবে তা অল্প কিছুক্ষণের জন্য। যেটুকু জেনেছি তা নিজে আগে যাচাই করে দেখব, কাজ শেষ হলে যা হাতে আসবে তা আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে ফিরে যাব লণ্ডনে। এমন অদ্ভুত আর কৌতূহল জাগানো রহস্যের মুখোমুখি আগে কখনও হতে হয়নি।'

'মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'আপনি সত্যিই ধাঁধায় ফেলে দিচ্ছেন। কাল রাতে টুনব্রিজ ওয়েলস থেকে আমরা ফিরে আসার পড়ে আপনার সঙ্গে কথা বলে এইটুকু বুঝেছিলাম যে আপনি আমাদের ধারণার সঙ্গে একমত। তারপরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এমন কি ঘটল যাতে এই কেস সম্পর্কে আপনার ধারণা আমূল পাল্টে গেল, বলছেন এ কেসে আদৌ আশা নেই?'

'বেশ, শুনুন তাহলে, কাল রাতে কয়েক ঘণ্টা ম্যানর হাউসে কাটাব একথা আপনাদের বলেছিলাম, মনে পড়ছে?'

'পড়ছে, তারপর কি হল?'

'এই প্রশ্নের জবাবে এই মুহূর্তে খুব সাধারণ একটা উত্তর আপনাদের দেব। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, এখানকার এক দোকান থেকে তামাক কেনার সময় দোকানির কাছে একটা ছোট বই চোখে পড়েছিল, ম্যানর হাউসের অতীত ইতিহাস সংক্ষেপে তাতে লেখা আছে। দেখে লোভ সামলাতে পারিনি, এক পেনি দিয়ে বইটা কিনেই ফেলেছিলাম।' এইটুকু বলে ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে একটা খুদে বই বের করল হোমস। বই না বলে তাকে পুস্তিকা বলাই ঠিক হবে। মলাটে ম্যানর হাউসের স্থূলভাবে খোদাই করে ছাপানো ছবি।

'যা বলতে চাইছি, মিঃ ম্যাক, তা হল তদন্ত করতে এসে আশেপাশের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী হলে তদন্তে সুফল পাওয়া যায়। না, না, অনুগ্রহ করে অধৈর্য হবেন না, কারণ এখানে যে বর্ণনা আছে তা পড়তে ভাল না লাগলেও অতীতের একটা ছবি মনের পর্দায় ঠিক ফুটে ওঠে। আপনার অনুমতি নিয়ে একটু পড়ে শোনাচ্ছি, মন দিয়ে শুনুন। রাজা প্রথম জেমসের আমলে তৈরি এবং আরও একটি পুরোনো বাড়ির জমির ওপর অবস্থিত বার্লস্টোনের এই ম্যানর হাউস পরিখা ঘেরা জ্যাকোবিয়ান বাসভবনের এক সেরা নজির —'

'মিঃ হোমস, বেশ বুঝতে পারছি আপনি আমাদের নেহাৎই বোকা ঠাউরেছেন।'

'আপনি যদি আমায় ভুল বোঝেন মিঃ ম্যাক তো সে আমার দুর্ভাগ্য,' হোমস পড়া থামিয়ে বইখানা ওয়েস্টকোটের পকেটে চালান করে বলল, 'এই প্রথম দেখলাম আপনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন। বেশ, শুনতে যখন চাইছেন না তখন মিছিমিছি পড়ে আর আপনার বিরক্তি বাড়াবো না, কিন্তু জেনে রাখবেন ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধের সময় সম্রাট প্রথম চার্লস অনেকদিন এই বাড়ির এক গোপন জায়গায় প্রাণের দায়ে লুকিয়েছিলেন, তারও আগে একজন পার্লামেন্টারি কর্ণেল ১৬৬৪-তে এই বাড়ি দখল করেছিলেন। সবশেষে সম্রাট দ্বিতীয় জর্জও এই বাড়িতে একবার এসেছিলেন। এসব শোনার পরে নিশ্চয়ই ভাববেন যে এই বাড়ির প্রত্যেক আনাচে কানাচে অতীত ইতিহাসের অনেক উপাদান জমে আছে যা আজও কৌতূহল জাগায়।'

'আপনার মত আমারও তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই, মিঃ হোমস, কিন্তু এই মুহূর্তে এসব আমাদের তদন্তের কোনও কাজে আসবে না।'

'সত্যিই কি তাই, মিঃ ম্যাক? এইমাত্র যেটুকু অংশ পড়ে শোনালাম তার মধ্যে তদন্তের কাজে লাগার মত কিছুই নেই এ বিষয়ে কি আপনি সত্যিই নিঃসন্দেহ? ভুলে যাবেন না আমাদের গোয়েন্দাগিরি পেশার অন্যতম যা অপরিহার্য তা হল চিন্তা ও দৃষ্টির প্রসারতা। হরেক রকম চিন্তাভাবনার ক্রিয়াকলাপ আর জ্ঞানের জটিল ও অস্বাভাবিক ব্যবহার মনে ক্রমাগত আগ্রহ জাগায়। আপনার মত এক পেশাদার সহযোগীর কাছে মার্জনা চেয়েই বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি শুধু অপরাধের সমঝদারই নই, সেইসঙ্গে বয়সে আপনার বড় এবং হয়ত আপনার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ।'

'মিঃ হোমস, এ কথা সবার আগে আমিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব,' আন্তরিক সুরে গদগদ হয়ে বললেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, 'আপনি নিজের লক্ষ্যে পৌঁছোন ঠিকই কিন্তু অগ্রসর হন দারুণ ঘোরপ্যাঁচের ভেতর দিয়ে।'

'বেশ, অতীত ইতিহাস রেখে দিয়ে এবার তাহলে বর্তমানকেই তুলে নিচ্ছি,' হোমস বলল, 'খানিক আগেই বলেছি, গতকাল রাতে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছি ম্যানর হাউসে। মিসেস ডগলাস বা মিঃ বার্কার, ওঁদের বিরক্ত করার দরকার মনে হয়নি বলেই দু'জনের একজনের সঙ্গেও দেখা করিনি। তবে স্বামীর শোচনীয় অকালমৃত্যুতে মিসেস ডগলাস এতটুকু হা হুতাশ করছেন না এবং মনের আনন্দে খাওয়া দাওয়া করছেন জেনে সত্যিই খুশি হয়েছি। খাস আর্দালি অ্যামিস সত্যিই খাঁটি লোক, একটু ভাল ব্যবহার করতেই সে আমায় নিয়ে গেল স্টাডিতে, সেখানে একা কিছুক্ষণ কাটাতেও আপত্তি করল না। বেশিক্ষণ নয়, মিঃ ম্যাক, মাত্র মিনিট পনেরো সেখানে একা ছিলাম আর তাতেই অনেক কিছু জানা হল, আগে দেখিনি এমন অনেক জিনিসও দেখা হল নতুন রূপে।'

'একা ওখানে বসে কি করলেন?'

'মিঃ ম্যাক, ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও এত ছোট যে তা গোপন করার মানে হয় না। হ্যাঁ, মিঃ ডগলাসের স্টাডিতে যে একখানা ডাম্বেল চোখে পড়েছিল আমি তার জোড়াটা খুঁজছিলাম। শেষকালে ওটার হদিশ পেয়েছি।'

'কোথায় পেলেন?'

'এই তো, এমন একটা প্রশ্ন করলেন যার উত্তর পেলেই পৌঁছে যাবেন রহস্য সমাধানের কিনারায়। মিঃ ম্যাক, আপনাকে মিনতি করছি আর একটু অল্প খানিকটা আমায় এগোতে দিন, তারপরে আমি যা কিছু জেনেছি তার কিছুই আর আপনাদের কাছে চেপে রাখব না।'

'গোড়াতেই যখন রাজি হয়েছি,' ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'তখন আপনার কথা না মেনে উপায়ই বা কোথায়? কিন্তু এই যে খানিক আগে আপনি কেসটা ছেড়ে দিতে বলছিলেন সেই প্রসঙ্গে জানতে চাইছি, সত্যিই কেসটা ছেড়ে দেব কেন?'

'এর উত্তর জলের মত সোজা, মিঃ ম্যাক, তা হল, তদন্তের বিষয়টি কি তা এখনও আপনারা কেউ বুঝতে পারেননি।'

'আমরা বার্লস্টোনের ম্যানর হাউসের মিঃ জন ডগলাসের খুনের তদন্ত করতে নেমেছি, মিঃ হোমস।'

'ঠিক, এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ আমার মনেও নেই। কিন্তু অনুগ্রহ করে সেই ফেরারি সাইক্লিস্টাকে খোঁজাখুঁজি করা এবার বন্ধ করুন। যতই খুঁজে বেড়ান না কেন, তার হদিশ পাবেন না, সে বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ, মাঝখান থেকে পরিশ্রম করাটাই সার হবে।'

'তাহলে আপনি আমাদের কি করতে বলছেন?'

'যা করতে বলব যদি ঠিক তাই করেন তাহলেই বলব।'

'মিঃ হোমস, আপনার তদন্তের পদ্ধতি খুব অদ্ভুত হলেও তা কখনোই যুক্তির বাইরে হয় না জানি, আর সে কথা মনে রেখেই কথা দিচ্ছি, যা বলবেন ঠিক তাই করব।'

'আর আপনি, মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, আপনিও কি আমার কথা মতন চলবেন?'

মিঃ হোয়াইট ম্যাসন গ্রামের গোয়েন্দা, হোমসের তদন্তের ধরন ধারণ কখনও দেখেননি তিনি। অসহায়ভাবে কিছুক্ষণ মুখ চাওয়া চাওয়ি করে শেষকালে বললেন, 'ঠিক আছে, ইন্সপেক্টর যা মেনে নিচ্ছেন আমিও তা মেনে নিলাম।'

'খুব ভাল!' বলল হোমস, 'এবার তাহলে আপনাদের দু'জনকেই গাঁয়ের পথে কিছুদূর বেড়িয়ে আসতে বলছি। আমি যতদূর জানি বার্লস্টোনের পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে ওয়েল্ড এলাকার প্রাকৃতিক শোভা অপরূপ দেখায়। দুপুরের খাওয়া নিয়ে ভাববেন না, কাছাকাছি ভাল কোনও সরাইয়ে সেরে নেবেন। তবে এ গ্রামের কোথায় কি আছে জানা নেই, তাই কোন সরাই ভাল হবে তা আগেভাগে বলতে পারছি না। এতদূরের পথ ঘুরে এলে ক্লান্ত হবেন ঠিকই, কিন্তু সন্ধ্যের পরে দেখবেন কেমন তাজা লাগছে, অফুরন্ত মানসিক শক্তিতে আপনি ভরপুর এটা অনুভব করে আপনি নিজেও অবাক হবেন —'

'নাঃ এসব সত্যিই বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে!' রাগের মাথায় চেয়ার ছেড়ে উঠে চেঁচিয়ে কথাগুলো বললেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড।

'বেশ তো, যেমন চাইছেন তেমনভাবেই দিন কাটান আপনারা,' হাসিমুখে দু'জনের পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বলল হোমস, 'যেখানে খুশি যান, কিন্তু বেলা পড়ে আসার আগেই এখানে ফিরে এসে দেখা করবেন আমার সঙ্গে, মিঃ ম্যাক। যা বললাম, তাই করবেন, উল্টো কিছু করতে যাবেন না যেন।

'এই তো, এবার তো বেশ সুস্থ স্বাভাবিক মেজাজে কথা বলছেন।'

'যাবার আগে একটা কাজ করে যান, মিঃ বার্কারকে একটা চিঠি লিখুন আমার বয়ানে। কাগজ কলম নিন।'

'বলুন।'

'মাননীয় মিঃ বার্কার,

তদন্তের কাজে সাহায্য হবে মনে হচ্ছে এমন কিছু খুঁজলে পাওয়া যাবে, তাই আমার মতে পরিখার সব জল বের করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।'

'অসম্ভব,' ইন্সপেক্টর বললেন, 'আমি খোঁজখবর নিয়েছি — '

'যা বলছি, তাই লিখুন, মিঃ ম্যাক।'

'বলে যান।'

'আমাদের তদন্তে সাহায্য হতে পারে এমন কিছু ওখানে খুঁজলে পাওয়া যাবে বলে আমি নিশ্চিত। আমি সব ব্যবস্থা করেছি, মজুররা কাল খুব ভোরবেলা কাজ শুরু করবে স্রোতের মুখটা ওরা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেই হবে —'

'আবার বলছি, অসম্ভব।'

'অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেই হবে, তাই আগে সব আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।'

'নিন, এবার নিজের নাম সই করুন, তার হাতে চিঠিটা বিকেল চারটে নাগাদ পাঠাবেন। ততক্ষণে আমরা সবাই আবার এখানে এসে জড়ো হব। তার আগে আমরা যে যা খুশি করতে পারি। কারণ তদন্তের ব্যাপারটা যে একটা জায়গায় এসে আচমকা থেমে গেছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।'

ঠিক সন্ধ্যে হবার মুখে আমরা সবাই আবার এসে হাজির হলাম সেই ঘরে। আমি এমনিতেই কৌতূহলী, হোমসের ভীষণ গুরুগম্ভীর মুখ আর হাবভাব সেই কৌতূহলকে বাড়িয়ে তুলল। অন্যদিকে সরকারি গোয়েন্দা দু'জন আমাদের মনোভাব এখনও আঁচ করতে পারেন নি, উল্‌টে হোমসের ওপর তাঁরা দু'জনেই যে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত তা তাঁদের চাউনি, হাবভাব, হাঁটাচলা আর চাপাগলায় তার প্রতিটি কাজের সমালোচনার ভেতর ফুটে বেরোচ্ছে।

'আচ্ছা, জেন্টেলমেন,' গম্ভীর শোনাল হোমসের গলা, 'যত রকমভাবে হয় এবার আপনারা আমায় পরীক্ষা করতে পারেন, যে সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছেছি তা কতটা যুক্তিসম্মত আপনারা নিজেরাই তা বিচার করে দেখুন। ঠাণ্ডাটা ভালই পড়েছে, তার ওপর যে অভিযানে এবার আমরা বেরোব তা কতক্ষণ চলবে এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। এসব ভেবেই বলছি আপনারা গরম কোট পরে নিন। বেশি আঁধার হবার আগেই যে যার জায়গায় পৌঁছোনো দরকার, তাই আপনাদের অনুমতি নিয়ে এবার সেই অভিযানে বেরোনো যাক।'

ম্যানর হাউস পার্কের বাইরের সীমানা ধরে কিছুদূর এগোনোর পরে যেখানে এলাম সেখানে বেড়ার রেলিং-এ দেখি অনেকটা ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে এক এক করে চারজনেই ঢুকলাম। এরপর হোমসের পেছন পেছন সদর দরজা আর ড্রব্রিজের মুখোমুখি একটা ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে গেলাম।

'এবার কি করতে হবে?' রুক্ষ গলায় জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড।

'যতদূর সম্ভব কম আওয়াজ করতে হবে আর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে,' স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল হোমস।

'কিন্তু এখানে আসার আসল কারণটুকু একটু খোলাখুলিভাবে আমাদের বলতে আপনার আপত্তি কোথায় তা তো বুঝতে পারছি না!'

'বন্ধু ডঃ ওয়াটসনের মতে তদন্ত থেকে শুরু করে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার গোটা ব্যাপারটা আমি নাকি নাটকের মত উপস্থাপনা করি, নাট্যকারেরা যেভাবে তাঁদের লেখা নাটক মঞ্চস্থ করেন ঠিক সেভাবে। মিঃ ম্যাক, ওয়াটসনের কথা রসিকতা মনে হলেও তার ভেতরের সূক্ষ্ম অর্থটা বোঝার চেষ্টা করুন। অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে হাতে হাতকড়া পরিয়ে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যাওয়া আপনার পক্ষে খুব সহজ, কিন্তু ভেবে দেখুন তো, তার মধ্যে গর্ব করার বিষয় কতটুকু আছে। তার চেয়ে গোটা ব্যাপারটাকে শিকার ধরে নিয়ে সেইভাবে এগোতে ক্ষতি কি? মনে করুন আপনি ফাঁদ পেতেছেন, যথাসময় শিকার এসে সেই ফাঁদে পা দেবে। ফাঁদ পেতে শিকার ধরার মত অপরাধীকে ধরার মধ্যে যে রোমাঞ্চ তার স্বাদ পাবার ইচ্ছে কি এই মুহূর্তে আপনার হচ্ছে না, মিঃ ম্যাক? তাই আবার বলছি, অনুগ্রহ করে কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরুন, দেখবেন তারপরেই রহস্য পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'আপনার যা ইচ্ছে করুন মশাই,' অসহায়ের মত শোনাল ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ডের গলা, 'শুধু দেখবেন ঠাণ্ডায় হাত পা জমে যাবার আগেই আপনার ঐ রোমাঞ্চের স্বাদ যেন পাওয়া যায়।'

মুখ ফুটে না বললেও আমরা বাকি তিনজনও আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করছি যাতে ঠাণ্ডা বাড়ার আগে আমাদের অপেক্ষার যবনিকাপাত ঘটে। রাত যত বাড়ছে ম্যানর হাউসের ওপর আঁধারের ছায়া ততই গাঢ় হয়ে চেপে বসছে। পরিখার জলকাদার ঠাণ্ডা দাঁত বসাচ্ছে গায়ের চামড়ায়, দাঁতে দাঁত ঠোকার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। গেটের ওপর জ্বলছে একটা ল্যাম্প, বাড়ির ভেতরে যেখানে মিঃ ডগলাসের লাশ পড়েছিল সেই স্টাডিতেও জ্বলছে গোল ল্যাম্প, তার শিখা এতটুকু কাঁপছে না। এছাড়া চারপাশের আর সবকিছু ডুবে আছে আঁধারের অতলে।

'এই অপেক্ষা করার খেলা আর কতক্ষণ খেলতে হবে, মিঃ হোমস?'

আবার রুক্ষ গলায় জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, 'এখানে আমরা বসে আছি কার অপেক্ষায়?'

'বারবার যখন একই প্রশ্ন করছেন তখন বলতে বাধ্য হচ্ছি অপেক্ষা করার খেলাটা সত্যিই আর কতক্ষণ খেলতে হবে তা আপনার মত আমারও জানা নেই,' এবার হোমসের গলাও রুক্ষ শোনাল, 'আর কার অপেক্ষায় বসে আছি এই প্রশ্নের উত্তরে বলব — আরে, এই তো সে এসে গেছে, এবার আমাদের অপেক্ষা পর্ব শেষ হল মনে হচ্ছে।'

তার কথা শেষ হবার আগেই স্টাডির উজ্জ্বল হলদে আলো আবছা ঠেকল, দেখলাম স্টাডির জানালার সামনে দিয়ে কেউ হাঁটাচলা করছে। খানিক বাদেই জোরে আওয়াজ করে খুলে গেল স্টাডির জানালার পাল্লা, একজন পুরুষের মাথা আর কাঁধ অস্পষ্ট আলোয় দূর থেকে দিব্যি দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ সে ঝুঁকে পড়ে পরিখার দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। আরও কিছুক্ষণ পরে চোখে পড়ল সে ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে পরিখার জলে কিছু ধরে আছে, আঁধারে জলের ভেতর ছপ ছপ আওয়াজ হচ্ছে! পরমুহূর্তে জেলেরা যেমন জল থেকে মাছ তোলে ঠিক তেমনই ভাবে একটা গোল জিনিস একটানে তুলে আনল জল থেকে, খোলা জানালার সামনে দিয়ে সেটা নিয়ে যাবার সময় স্টাডির ভেতরের আলো ঢাকা পড়ল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

'সময় হয়েছে!' চাপা গলায় বলে উঠল হোমস, 'উঠুন সবাই!' তার কথা শেষ হবার আগেই উঠে দাঁড়ালাম সবাই। অবিশ্বাস্য বেগে ছুটতে ছুটতে ড্রব্রিজ পেরিয়ে জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। খানিক বাদে সদর দরজা গেল খুলে, দরজার ওপাশে ভেসে উঠল খাস আর্দালি অ্যামিসের মুখ। তাকে পাশ কাটিয়ে হোমস স্টাডিতে যেখানে খানিক আগে সেই লোকটিকে ঢুকতে দেখেছি, খানিক আগে যার ওপর আমরা নজর রেখেছিলাম: বাইরে থেকে একটু আগেও যে গোল ল্যাম্পটা টেবিলের ওপর জ্বলতে দেখেছিলাম এই মুহূর্তে সেটা যাঁর হাতে ধরা তিনি আমাদের খুব চেনা, নাম মিঃ সিসিল বার্কার। আমাদের হুড়মুড় করে ঢুকতে দেখে ল্যাম্পখানা বাগিয়ে ধরেছেন তিনি।

'এসবের মানে কি?' জোর গলায় বলে উঠলেন মিঃ বার্কার, 'পেয়েছেন কি আপনারা? কেন এসেছেন এখানে?'

লহমার মধ্যে চারপাশে অনুসন্ধানী চোখ বুলিয়ে নিয়ে রাইটিং টেবিলের নিচে ঝুঁকে পড়ল হোমস, দড়ি বাঁধা একটা ভেজা পুঁটুলি সেখান থেকে টেনে বের করে বলল, 'এই জিনিসটা, এই পুঁটুলিটার খোঁজেই আমরা এখানে এসেছি, মিঃ বার্কার, ডাম্বেল দিয়ে এই জিনিসটাকে আগেই ভারি করা হয়েছিল তা কিন্তু আমি জেনে ফেলেছি। খানিক আগে এই পুঁটুলিটা পরিখার জল থেকে আপনাকে তুলতে দেখেছি আমরা।'

'আপনি এটার কথা জানলেন কি করে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন মিঃ বার্কার।

'আপনিই ওটা ওখানে ফেলেছিলেন! আপনি নিজে হাতে! 'ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড,' হোমস বলল, 'দু'টো ডাম্বেলের মধ্যে একটা উধাও হওয়ায় আমার মনে যে সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল আশা করি তা আপনার মনে আছে। কিন্তু পরিস্থিতির জটিলতায় এ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাননি। হাতের কাছে আছে পরিখার জল, তার ওপর একটা ভারি ডাম্বেল বাড়ি থেকে উধাও হয়েছে, এ

দুটো ব্যাপার পাশাপাশি রেখে ভাবতেই আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে পরিখার জলে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে আর ডোবানোর জন্য তার মধ্যে ডাম্বেলের মত একটা ভারি লোহার পিণ্ড রাখা হয়েছে। আমার সিদ্ধান্ত কতদূর সত্যি তা যাচাই করতে গতকাল রাতে এখানে সবার চোখের আড়ালে একটা পরীক্ষা করেছি — ডঃ ওয়াটসনের ছাতার বাঁকানো হাতলটা পরিখার জলে ডুবিয়ে পুঁটলিটা খানিকটা তুলে পরীক্ষা করেছিলাম। আমার সিদ্ধান্ত সঠিক জানার পরে দরকার হল পুঁটলিটা যে ওখানে রেখেছে তার পরিচয় বের করা। এ কাজটা করতে হলে লোক জানাজানি হওয়া দরকার তাই মিঃ ম্যাককে দিয়ে মিঃ বার্কারকে চিঠি লিখে জানালাম পরিখার জল অন্যমুখে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। তখনই জানতাম এ চিঠি হাতে এলে যে সত্যিই পুঁটলিটা জলে ফেলেছে সে ওটা তুলে নেবার জন্য আসবে রাতের আঁধারে গা ঢেকে। আমার অনুমান যে সত্যি হল তার সাক্ষি আপনারা সবাই, পুঁটলিটা জল থেকে কে সরিয়েছে তা নিজে চোখে খানিক আগেই দেখেছেন আপনারা। অতএব, মিঃ বার্কার, রহস্যের কোনকিছুই যে আপনার অজানা নয় তা কিন্তু আমাদের জানা হয়ে গেল।' কথা শেষ করে পুঁটলির দড়ি ছিঁড়ে ভেতর থেকে আগে একখানা ডাম্বেল বের করে ঘরের কোনে রাখা অন্য ডাম্বেলটার দিকে ছুঁড়ে দিল। এরপর পুঁটলি খুলে একজোড়া জুতো বের করে বলল, 'এই জুতোজোড়া কিন্তু আমেরিকায় তৈরি। তারপর বের করল খাপে ঢাকা একটা লম্বা ছুরি। এরপর বের করল কিছু জামাকাপড় যার মধ্যে আছে কিছু অন্তর্বাস, একটা ধূসর টুইডের স্যুট, আর একটা হলদে ওভারকোট।

'এর ভেতরের লাইনিংএ যথেষ্ট জায়গা আছে, 'ওভারকোটের ভেতরটা দেখাল হোমস, 'অন্তত একটা নল্‌চে কাটা শটগান অনায়াসে এর লাইনিং-এর ভেতর পুরে বয়ে নিয়ে বেড়ানো যায়। ঘাড়ের কাছে লেবেলে লেখা — নিল, দর্জি, ভারমিসা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কয়লা আর লোহার খনির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এই শহরটি বিখ্যাত। মিঃ বার্কার, মিঃ ডগলাসের প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়লা উৎপাদনকারী জেলাগুলোর সম্পর্ক আছে এই গোছের একটা মন্তব্য আপনি করেছিলেন আমার বেশ মনে আছে। আরও আছে — লাশের পাশে পড়ে থাকা একখানা কার্ডে পাশাপাশি দুটো ভি লেখা ছিল মনে আছে। ঐ দুটো ভি যে ভারমিসা ভ্যালি সে সম্পর্কে এখন আমি নিশ্চিত। আমরা এও শুনেছি যে ঐ ভারমিসা ভ্যালিরই আরেক নাম ভ্যালি অফ ফিয়ার যেখান থেকে নেকড়ের চেয়েও হিংস্র খুনিরা আসে তাদের দুশমনদের খতম করতে। এবার বলুন মিঃ বার্কার, এতসব জানবার পরে আপনার বলার মত আর কি থাকতে পারে।'

'আপনি যখন এতকিছু জেনে ফেলেছেন মিঃ হোমস,' ব্যঙ্গের সুরে মিঃ বার্কার জবাব দিলেন, 'তখন বাকি যদি আরও কিছু থেকে থাকে তো সেকথা আপনিই বলুন, সবাইকে শোনান।'

'মিঃ বার্কার, আপনি এখনও আমাকে চিনতে পারেননি,' হোমস বলল, 'আপনি যা ভাবছেন তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি আমি জানি, কিন্তু আপনি বললে আপনার নিজেরই সুবিধা হত।'

'আমার সুবিধার কথা আপনাকে আর ভাবতে হবে না, মিঃ হোমস,' বিদ্রূপ মেশানো গলায় মিঃ বার্কার বললেন, 'এখানে যদি কোনও গোপন রহস্য আদৌ থাকে তো জানবেন তা আমার নয়, কাজেই আমি তা কখনোই আপনাকে বলতে পারব না।'

'মিঃ বার্কার,' শান্ত গলায় বললেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, 'রহস্য সমাধানে এইভাবে পদে পদে বাধা দিলে আমি পরোয়ানা এনে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হব।'

'সে আপনাদের যা খুশি করুন,' কঠোর গলায় বললেন মিঃ বার্কার।

মিঃ বার্কারের মুখ দেখে আমরা বেশ বুঝলাম তিনি ভাঙ্গবেন তবু মচকাবেন না। ঠিক তখনই মিসেস ডগলাস ভেতরে ঢুকলেন, মিঃ বার্কারের কাছে এসে তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, 'সিসিল তুমি আমাদের জন্য যা করেছো, কোনকিছুর বিনিময়েই সে ঋণ আমরা শোধ করতে পারব না।'

'শুধু অনেক নয়, তার চেয়েও অনেক,' গম্ভীর গলায় বলল হোমস, 'ম্যাডাম, মনে রাখবেন আপনার প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এখনও সময় আছে, পুলিশকে সব কথা খুলে বলুন। ভুল আমিও করেছি, ডঃ ওয়াটসনকে দিয়ে আপনি আমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু তখন আমি আপনাকে গুরুত্ব দিইনি। সেটা অবশ্যই আমার ভুল। আমি ধরেই নিয়েছিলাম আপনারা দু'জনই মিঃ ডগলাসের খুনের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু পরে জেনেছি আমার সে ধারণা ভুল। অনেক কিছুই তখনও জানা হয়নি, অনেক অনেক ঘটনারই ব্যাখ্যা অজানা রয়ে গেছে, আপনার সেসব বলতে অসুবিধা থাকতেই পারে। সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে অনুরোধ করব আপনি আপনার স্বামী মিঃ ডগলাসকে ওঁর সব কথা খুলে বলতে বলুন।' হোমসের মুখে তাঁর নিহত স্বামীর নাম শুনে ভয়ে, বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ডগলাস, চেঁচিয়ে উঠেছিলাম একইভাবে আমরা তিনজনেও, কারণ হঠাৎই যেন জাদু বলে দেওয়ালের ভেতর থেকে একজন অচেনা লোক বেরিয়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সে, মিঃ বার্কার সে হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন, আর মিসেস ডগলাস নিমেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন লোকটিকে, তারপর বললেন, 'সেটাই বরং ভাল হবে, জ্যাক, আমি নিশ্চিত এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না।'

'আপনার স্ত্রী ঠিকই বলেছেন, মিঃ ডগলাস,' সায় দিল হোমস, 'নিজের কাহিনী নিজে খুলে বলার চেয়ে ভাল আর কিছুই হতে পারে না একথা আমিও বিশ্বাস করি।'

হোমস যাকে মিঃ ডগলাস বলছে সেই নবাগত অচেনা লোকটির মুখের দিকে তাকালাম, চৌকো গড়নের দৃঢ় চোয়াল, নাকের নীচে ছোট ছাঁটা কাঁচাপাকা গোঁফ, মণির ধূসর চোখের চাউনিতে দুঃসাহসের ছাপ। এগিয়ে এসে সে একতাড়া কাগজ আমার হাতে দিয়ে বলল, 'আপনার নাম জানি বলেই এগুলো আপনাকে দিলাম, ডঃ ওয়াটসন, ভাল করে পড়ে এর ইতিহাস আপনি লিখবেন এই আমার আশা। 'ভ্যালি অফ ফিয়ার'-এর এই কাহিনী লিখেছি আমি নিজে, দেওয়ালের গায়ে যে বড়সড় লুকোনোর গর্ত আছে সেখানে বসে। বাজি ধরে বলছি, নিজের মত করে এ কাহিনী লিখতে পারলে পাঠকেরা লুফে নেবে।'

'মিঃ ডগলাস,' শান্ত স্বাভাবিক গলায় হোমস বলল, 'ডঃ ওয়াটসনকে যা দিলেন সে তো আপনার অতীত ইতিহাস, আমরা আপনার বর্তমান অর্থাৎ এখনকার কাহিনী শুনতে চাই।'

'তাও শোনাব,' বললেন মিঃ ডগলাস, 'কথার সঙ্গে ধূমপান করতে পারি তো? ধন্যবাদ। মিঃ হোমস, আমি জানি আপনি নিজেও ধূমপান করেন, তাই পকেটে তামাক নিয়ে ঠায় দুটো দিন একভাবে বসে থাকার মধ্যে কি কষ্ট তা আপনিই বুঝবেন। গন্ধ ছড়ালে পাছে ধরা পড়ে যাই এই ভয়েই সঙ্গে তামাক থাকা সত্ত্বেও ধূমপান করতে পারছি না।' হোমসের দেওয়া চুরুট ঠোঁটে কামড়ে চুষতে চুষতে ম্যান্টলপিসে ঠেস দিয়ে কথাগুলো বললেন মিঃ ডগলাস।

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড এতক্ষণ দু'চোখ পাকিয়ে তাকিয়েছিলেন নবাগত ভদ্রলোকের দিকে, এবার অধৈর্য গলায় চেঁচিয়ে বললেন, 'কিন্তু এসব কি হচ্ছে কিছুই তো আমার মাথায় ঢুকছে না! এই যে মশাই, আপনাকে বলছি, আপনিই যদি বার্লস্টোন ম্যানরের মিঃ জন ডগলাস হন, তাহলে এই দু'দিন কার খুনের তদন্ত করলাম আমরা? তাছাড়া আপনি হঠাৎ এসে হাজির তো হলেন, কিন্তু এই দু'দিন ছিলেন কোথায়? কেন এইভাবে লুকোচুরি খেলছিলেন আমাদের সঙ্গে?'

'আঃ, কি হচ্ছে, মিঃ ম্যাক!' মৃদু শাসনের সুরে সরকারি গোয়েন্দাকে বলল হোমস, 'ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধের সময় রাজা প্রথম চার্লস প্রাণের দায়ে যে এই বাড়ির এক জায়গায় লুকিয়েছিলেন সে কথা আপনাকে আগেই বলেছিলাম, যে বই পড়ে সে কাহিনী জানলাম সে বইখানা আপনি একটিবার ছুঁয়েও দেখলেন না। অতীতের সেই ঘটনার কথা মিঃ ডগলাস জানতেন বলেই উনি নিজে সেই লুকোনোর জায়গা নিজের কাজে লাগালেন। অনেক ভেবে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে মিঃ

ডগলাস খুন হননি, আসলে তিনি এই বাড়ির ভেতরেই এমন কোনও গুপ্ত জায়গায় লুকিয়ে আছেন বাইরে থেকে যা চোখে পড়ে না।'

'তাহলে সব জেনেশুনেও কেন চুপ করেছিলেন, মিঃ হোমস?' ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড যে সত্যিই ভীষণ রেগে গেছেন তা তাঁর গলার আওয়াজ আর চোখের চাউনিতেই বোঝা যাচ্ছে, 'যখন বুঝলেন আমরা ভুল পথে তদন্ত করছি, তখনই আসল কথা আমাদের জানাননি কেন? তাহলে আর মিছিমিছি এত পরিশ্রম করতে হত না।'

'আপনি শুধু শুধু আমার ওপর রেগে যাচ্ছেন, মিঃ ম্যাক,' বলল হোমস, 'গতকাল রাতে এখানে আসার পরেই আমার ধারণা পাল্টে গেল। আর তা সত্যি কিনা যাচাই করতে হলে হাতেকলমে পরীক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই, তাই মিঃ বার্কারকে চিঠি লিখতে বলেছিলাম। পরিখার জলে একগাদা জামাকাপড় দেখেই বুঝেছিলাম ওগুলোর মালিক মিঃ ডগলাস নন।'

'ওইসব জামাকাপড় কার, মিঃ হোমস?' জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড।

'এসব জামাকাপড়ের আসল মালিক সেই অচেনা লোকটি যে টুনব্রিজ ওয়েলস থেকে মিঃ ডগলাসকে খুন করার মতলবে সাইকেলে চেপে এখানে এসেছিল,' বলেই মিঃ ডগলাসের দিকে তাকাল হোমস, 'আশা করি আমার অনুমান নির্ভুল, মিঃ ডগলাস, বাকিটুকু এবার আপনি বলুন।'

'ঠিকই ধরেছেন, মিঃ হোমস,' বলে ইশারায় আমার হাতে ধরা কাগজের তাড়া দেখালেন মিঃ ডগলাস, 'একদম গোড়া থেকে শুরু করব না, কারণ সে সবই ওতে আছে। আমায় খুন করতে এসে একটা লোক খুন হল আমারই হাতে। এই ঘটনা ঘটার ফলে আইন আমায় কি চোখে দেখবে সে বিষয়ে দ্বিধার মধ্যে ছিলাম বলেই স্ত্রী আর পুরোনো বন্ধুর সাহায্যে লুকিয়েছিলাম বাড়ির ভেতরে। এদিকের গোলমাল থেমে এলে বৌকে নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যাব এটাই ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু মিঃ হোমসের বুদ্ধির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এঁটে উঠতে পারলাম না। উনি শেষ পর্যন্ত আমায় ঠিক খুঁজে বের করলেন। যাক, এবার শুনুন, আমেরিকার কিছু গুপ্ত বদমাশ আমাকে খুন করবে বলে ধনুকভাঙ্গা পণ করেছে। মারা যাবার আগে অন্য লোকের হাতে সে দায়িত্ব দিয়ে যাবে, এমনই সাংঘাতিক জীব তারা। এদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচতে শিকাগো থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পালিয়েছি, তারপর পালাতে বাধ্য হয়েছি আমেরিকা থেকে। বিয়ের পরে এখানে ইংল্যাণ্ডের এই গ্রামে ঘর বেঁধে ভেবেছিলাম এবার শান্তিতে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাতে পারব। কাদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচতে আমেরিকা ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি সেকথা একটি দিনের জন্যও বলিনি আমার স্ত্রীকে, তাসত্ত্বেও অসাবধানে আমার মুখ ফসকে বেরোনো দু'চারটে শব্দ শুনে ও বুঝতে পেরেছে যে এক মারাত্মক বিপদের আশংকায় কাটছে আমার একেকটি দিন। দু'দিন আগে পুরোনো দুশমণ আমার হাতে খুন হবার পরে হাতে সময় একদম ছিল না তাই আমার স্ত্রীকে কিছুই বুঝিয়ে বলতে পারিনি। তবু ও আর বার্কার দু'জনেই আপনাদের বলেছে ওরা সবকিছুই জানত। এখন মনে হচ্ছে সব কথা আগেই আমার স্ত্রীকে জানিয়ে রাখলেই বোধহয় ভাল করতাম।' এটুকু বলেই স্ত্রীর হাত নিজের হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে মিঃ ডগলাস বললেন, 'বিশ্বাস করো, সবই তোমার মঙ্গলের কথা ভেবেই করেছি।'

'শুনুন, জেন্টেলমেন,' স্ত্রীর হাত ছেড়ে আবার আমাদের দিকে তাকালেন মিঃ ডগলাস, 'ঘটনা যে দিন ঘটে ঠিক তার আগেরদিন কিছু কাজ হাতে নিয়ে গিয়েছিলাম টুনব্রিজ ওয়েলসে। ওখানে পৌঁছোনোর খানিক পরে একটা লোককে সাইকেল চালাতে দেখেই চমকে উঠেছিলাম। আমায় খুন করতে যারা দুনিয়ার যে কোনও প্রান্তে যেতে তৈরি তাদেরই একজন আমেরিকা থেকে আমায় খুঁজতে খুঁজতে ইংল্যাণ্ডে এসে হাজির হয়েছে এ ব্যাপারটা নিমেষে ঝিলিক দিয়ে উঠল মগজের ভেতর। কাজকর্ম না সেরে তখনই বাড়ি ফিরে এলাম, আমার মন বলতে লাগল চরম মুহূর্ত এগিয়ে আসছে, যতদিন আমেরিকায় ছিলাম ততদিন মরদের বাচ্চার মত একাই লড়ে গেছি

ওদের সঙ্গে; সেই মনোভাবটা ফিরিয়ে এনে নতুন করে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হলাম। সেদিনটা আর কিছুই হল না।

পরদিন সকাল থেকে হুঁশিয়ার হলাম, একবারও পার্কে গেলাম না। ভাগ্য ভাল যাইনি, নয়ত ওখানেই তার শটগানের এক গুলিতে খুন হতাম। সন্ধ্যের মুখে ড্রব্রিজ তোলার পরে আমার মন এমনিতেই শান্ত হয়ে আসে। সেদিনও ড্রব্রিজ তোলার পরে ব্যাপারটা একরকম জোর করে সরিয়ে দিলাম মন থেকে। কিন্তু আগেরদিন যাকে টুনব্রিজ ওয়েলসের পথে সাইকেলে চেপে ঘুরতে দেখেছি, সে যে এরই মাঝে আমার বাড়ির ভেতর ঢুকে আমায় বাগে পাবার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে একথাটা একবারের জন্যও মাথায় আসেনি। রোজের মতই ড্রেসিংগাউন গায়ে চাপিয়ে গোটা বাড়ি ঘুরে দেখব বলে ঢুকেছি স্টাডিতে, ঠিক তখনই আসন্ন বিপদ সম্পর্কে আভাস দিল আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয়। আগেও বহুবার এমন ঘটেছে — বিপদ আসার মুখে মগজের ভেতর তার আভাস পেয়েছি, নাকে গন্ধ পাবার মতই, কেন বা কিভাবে এটা হয়ত আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না। ঠিক তখনই জানালার পর্দার নীচে একটা অচেনা বুটপরা পা চোখে পড়ল, বুঝলাম মৃত্যুদূত আমার খুনের পরোয়ানা নিয়ে শিকারি কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসে হাজির হয়েছে। খোলা দরজা দিয়ে হলঘরের ল্যাম্পের খানিকটা আলো স্টাডিতে আসছিল, আমার ডানহাতের মুঠোয় ধরা একটা জ্বলন্ত মোমবাতি। ম্যান্টলপিসের ওপর হাতুড়িটা চোখে পড়তেই মোমবাতি নামিয়ে রেখে লাফিয়ে এসে সেটা তুলতে গেলাম। একই সঙ্গে সেও পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল। হাতুড়িটা ততক্ষণে চলে এসেছে আমার হাতের মুঠোয়, সেই মুহূর্তে ওটা এক মারাত্মক হাতিয়ার। লোকটা লাফ দেবার সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতির আলোয় তার হাতের ছুরির ফলা ঝলসে উঠল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে সেই হাতে হাতুড়ির ঘা বসালাম। এক ঘায়েই ছুরি হাত থেকে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে সে পিছলে টেবিলের ওপাশে সরে গেল তারপরেই কোটের ভেতর থেকে টেনে বের করল শটগান। ট্রিগার 'কক্' করার আওয়াজ কানে আসতেই ছুটে গিয়ে চেপে ধরলাম বন্দুকের নলচে। প্রায় মিনিটখানেকের ওপর ধস্তাধস্তি চলল — যার মুঠো আলগা হবে সেই মরবে। ওর বা আমার কারও মুঠোই আলগা হয়নি, কিন্তু বন্দুকের বাঁটটা হয়ত কিছু বেশি সময় নীচের দিকে রেখেছিল, ট্রিগার হয়ত আমি টিপেছিলাম, নয়ত অজান্তে টিপেছিল ও নিজে, অথবা এও হতে পারে যে দু'জনে একই সঙ্গে ট্রিগার টিপেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে দুটো নল থেকে দুটো গুলি বেরিয়ে ওর মুখের অর্ধেকখানা উড়িয়ে দেল। রক্তাক্ত লাশটা মেঝেতে পড়ে যেতে আমি সেদিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। টেড বলডুইনের ঐ বীভৎস আধখানা মুখ দেখলে তার মাও তাকে হয়ত সনাক্ত করতে পারত না। অনেক কঠোর আর কঠিন কাজ আমার জীবনে করতে হয়েছে, কিন্তু টেড বলডুইনের সেই গুঁড়িয়ে যাওয়া মুখের অর্ধেকটা আর রক্তমাখা ঘিলু দেখে কি প্রচণ্ড ঘেন্না হচ্ছিল বলে বোঝাতে পারব না।

টেবিলের এক কোণে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ভাবছি এবার কি করব, এমন সময় দৌড়ে এসে স্টাডিতে ঢুকল বার্কার, সিঁড়িতে স্ত্রীর পায়ের আওয়াজও কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে তাকে ভেতরে ঢুকতে মানা করলাম। জানি মেয়েদের মন ভারি নরম, এই জাতীয় ভয়ানক দৃশ্য ওরা সইতে পারে না। বললাম খানিক বাদে ওপরে যাচ্ছি। বার্কার বুদ্ধিমান, দু'একটা কথা সংক্ষেপে বলতেই ও ব্যাপারটা বুঝতে পারল। আরও কেউ চড়াও হয় কিনা দেখতে দু'জনে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু আর কেউ এল না। বুঝলাম শুধু আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ এই ঘটনা জানে না। মেঝেতে পড়ে থাকা টেড বলডুইনের লাশের দিকে চোখ পড়তে দেখি তার বাঁ হাতের জামার আস্তিন সরে গেছে, চামড়ার ওপর দাগিয়ে দেওয়া লজ-এর পুরোনো চিহ্নটা বেরিয়ে পড়েছে। ঐ চিহ্ন আমার হাতেও আছে, এই দেখুন,' বলে মিঃ ডগলাস কোট খুলে শার্টের বাঁ হাতের আস্তিন গুটিয়ে দেখালেন বাহুতে বৃত্তের মধ্যে ত্রিভুজ চিহ্ন দাগানো।

'একই চিহ্ন আমাদের দু'জনের হাতে দাগানো আছে দেখেই একটা মতলব মাথায় এল। যার লাশ মেঝেতে পড়ে আছে সেই টেড বলড়ুইন লম্বায় আমারই সমান, মাথার চুলও আমার মতন। মুখের অর্ধেকটা উড়ে গেছে তাই আমার মুখের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে কিনা সে প্রশ্ন ওঠে না। বার্কারকে আমার মতলব বুঝিয়ে বললাম, তারপর ওপরে গিয়ে আমার এসব জামাকাপড় আর ড্রেসিংগাউন নিয়ে আবার নেমে এলাম। লাশের গা থেকে জামাকাপড় সব খুলে নিয়ে বাণ্ডিল বাঁধলাম। হাতের কাছে ডাম্বেল জোড়া পড়েছিল, তার একটা ভেতরে গুঁজে বাণ্ডিলটা ভারি করলাম, তারপর ওটা খোলা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেললাম পরিখার জলে। যে কার্ডখানা আমার মৃতদেহের পাশে রাখবে বলে ও এনেছিল, সেটা রাখলাম ওরই লাশের পাশে। আমার আংটি খুলে ওর আঙুলে পরিয়ে দিলাম, তারপর একটু স্টিকিং প্লাস্টার এনে আমার গালে যেমন লাগানো আছে সেইভাবে এঁটে দিলাম ওর গালে একই জায়গায়। মিঃ হোমস, এই একটা ব্যাপারে আমি কিন্তু আপনাকে ঠকিয়ে দিয়েছি। আপনি লাশের গাল থেকে প্লাস্টারটা টেনে তুললেই দেখতেন চামড়ার কোথাও কাটাছেঁড়ার দাগ নেই। মিঃ হোমস, এই হল গিয়ে ব্যাপার। কিছুদিন চুপ করে থাকার পরে যদি স্ত্রীকে নিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে পারি তাহলে বাকি জীবনটুকু শান্তিতে কাটাতে পারব। খবরের কাগজে আমার খুন হবার খবর পড়ে বলড়ুইনের সঙ্গীরা ধরে নেবে সে সত্যিই আমায় খতম করেছে। তখন ওরা আমার কথা ভুলে যাবে। বার্কার আর আমার স্ত্রীকে এত কথা বুঝিয়ে বলার মত সময় আমি হাতে পাইনি বটে, তাহলেও ওরা দু'জনেই ব্যাপারটা বুঝেছিল এবং আমায় সাহায্য করতেও রাজি হয়েছিল। এই যে বাড়ির ভেতর লুকিয়ে থাকার জায়গা, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গার খোঁজ কিন্তু আমার খাস আর্দালি অ্যামিসও রাখে, কিন্তু গোটা ব্যাপারের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক যে থাকতে পারে তা ও জানে না। আমি এরপর ঐ গুপ্ত কোটরের ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে পড়লাম। বার্কার আমার নির্দেশমত গোটা ব্যাপারটা এমনভাবে সাজাল যাতে ওপর থেকে দেখলে মনে হবে খুনি তার কাজ সেরে খোলা জানালা দিয়ে পালিয়েছে আর তখনই চৌকাঠে তার রক্তমাখা জুতোর ছাপ লেগেছে। এরপরের ঘটনা সবই আপনারা জেনেছেন। এবার আপনারা আমায় নিয়ে যা ভাল বোঝেন করতে পারেন। শুধু জানবেন আমার বিবৃতির মধ্যে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই, যা বলেছি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। প্রশ্ন একটাই, ইংল্যাণ্ডের আইন এবার আমাকে কিভাবে দেখবে?'

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ, তারপর হোমস বলল, 'ইংল্যাণ্ডের আইন নিছকই একটা আইন, আর আইনের কাছ থেকে এই পরিস্থিতিতে ভাল কিছু যা আপনি আশা করেন? আপনি এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি যে এখানে আছেন, বা এ বাড়িতে কখন কোন্ পথে ঢুকতে হবে এসব খবর লোকটা জানল কি করে?'

'এসবের কিছুই আমার জানা নেই,' জবাব দিলেন মিঃ ডগলাস, জবাব শুনে হোমসের মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল, গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনার ফাঁড়া কিন্তু এখনও কাটেনি, মিঃ ডগলাস। ইংল্যাণ্ডের আইনের চেয়েও সাংঘাতিক সংকট যে কোনও দিন, যে কোনও মুহূর্তে ঘনিয়ে আসতে পারে আপনার জীবনে। আমেরিকায় আপনার যেসব দুশমন আছে, এ সংকট তাদের চেয়েও ভয়ানক। মিঃ ডগলাস, আপনার মত আমিও আগেভাগে বিপদের আভাস পাই, তাই বলছি এক মারাত্মক সংকট ঘনিয়ে আসতে চলেছে আপনার জীবনে। কখন কোন্ পথে তা আসবে আমি জানি না। শুধু এইটুকু বলব সেই আসন্ন সংকটের কথা মনে রেখে সাবধানে থাকবেন।'

'প্রিয় পাঠকেরা,

বার্লস্টোন ম্যানরের রহস্যের সমাধান তো হল। বহু বছর আগের আমেরিকার সেই এলাকায় পাড়ি দেওয়া যাক যেখানকার ভয়াল উপাখ্যান মিঃ ডগলাস নিজে হাতে লিখে আপনাদের শোনাবার জন্য আমায় উপহার দিয়েছেন।'

দ্য ভ্যালি অফ ফিয়ার
দ্বিতীয় পর্ব
খুনে বদমাশদের দল

এক
আগন্তুক

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫। তুষারে ঢাকা পড়েছে গিলমার্টন পর্বতমালার গিরিখাত। ভারমিসা ভ্যালি আর স্ট্যাগভিলের মাঝামাঝি অগুনতি কয়লাখনি আর লোহার কারখানার মাঝখানে পাহাড়ি খাড়াইপথের ওপর দিয়ে গেছে রেলপথ, সন্ধ্যের ট্রেনখানা খুব আস্তে এগিয়ে চলেছে সেই পথ ধরে।

ট্রেনখানা ছোটো, সাধারণত লোহার আকর আর কয়লা বহন করা হয় বলে যাত্রী কামরা মাত্র একখানা তাও সামনের দিকে। টানা লম্বা সেই কামরায় জ্বালানো হয়েছে তেলের বাতি। ভেতরে প্রায় বিশ ত্রিশজন যাত্রী। এদের বেশিরভাগই খেটেখাওয়া দিনমজুর, দশ বারোজনের সারা গায়ে কালিঝুলি, হাতে সেফটি লণ্ঠন, একপলক তাকালেই বোঝা যায় তারা কয়লাখনির শ্রমিক। নীচের উপত্যকায় সারাদিন খেটেখুটে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরছে। কামরার ভেতর উর্দিপরা দু'জন পুলিশ অফিসারও আছে, খনিশ্রমিকেরা গলা নামিয়ে কথা বলার ফাঁকে একেকবার আড়চোখে তাকাচ্ছে তাদের দিকে। যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন মেয়েমজুরও আছে। আর যারা আছে তাদের দেখলে স্থানীয় মুদি বা দোকানদার বলে সহজেই চেনা যায়। এরা ছাড়া আরও একজন আছে, সে একা বসে আছে এক কোণে। এই লোকটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই কাহিনী। লোকটির চেহারা সত্যিই তাকিয়ে দেখার মত।

বয়স তার ত্রিশের বেশি কোনোমতেই নয়। তরতাজা গায়ের রং, গড়ন মাঝারি। চশমা পরা দু'চোখ মেলে থেকে থেকে সে আশেপাশের যাত্রিদের দেখছে, পলক ফেলার মুহূর্তে চশমার কাঁচের আড়ালে তার দু'চোখে একই সঙ্গে ফুটে উঠছে কৌতুক আর ধূর্ততা। বয়সে যুবক এই আগন্তুক যে আইরিশ তা একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়; এও বোঝা যায় যে সে হাসিখুশি মিশুকে স্বভাবের মানুষ, যে কোনও মানুষের বন্ধুত্ব ও বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম। কাছাকাছি বসা খনিমজুরটির সঙ্গে আলাপ করতে গেল সেই যুবক, কিন্তু তার রুক্ষ জবাব শুনে নিমেষে গুটিয়ে নিল নিজেকে। ঠায় চুপ করে এতখানি পথ পাড়ি দেওয়া যে তার ধাতে নেই এতেই তা স্পষ্ট হল। ভাসা ভাসা চোখ মেলে জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। সূর্য ডুবে গেলেও চারপাশ আঁধারে ঢাকা পড়েনি এখনও। লোহার কারখানায় ফার্নেসের আগুনের আভায় পাহাড়ের গা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে দু'একটা কয়লাখনিতে ঢোকার মুখও চোখে পড়ছে। রেলপথের দু'পাশে স্তূপীকৃত হয়ে আছে ছাইয়ের গাদা তার একপাশে নোংরা কদর্য চেহারার অসংখ্য কাঠের বাড়ি গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গায়ে গা ঠেকিয়ে। ট্রেন মাঝে মাঝে থামলে এইসব বাড়ির দরজা খুলে উঠছে কামরায়।

বিতৃষ্ণা মেশানো চোখে অনেকক্ষণ বাইরের দৃশ্য দেখে যুবক মুখ ঘোরাল, সেই মুহূর্তে তার দু'চোখের চাউনি দেখে বোঝা গেল এদেশে সে নতুন এসেছে। এরপর পকেট থেকে একটা খুব বড় চিঠি বের করে কিছুক্ষণ একমনে পড়ল সে। পাশের ফাঁকা জায়গায় কিছু মন্তব্য লিখল। তারপর কোমরের পেছন থেকে টেনে বের করল একখানা বড় সড় নৌবাহিনীর রিভলভার।

কাত করে ধরতেই কামরার স্বল্প আলোতেও দেখা গেল রিভলভারটি গুলিভরা। তাড়াতাড়ি জিনিসটা পকেটে ঢোকাতে যাচ্ছিল সে কিন্তু তার আগেই পাশের বেঞ্চে বসা এক শ্রমিক আগ্নেয়াস্ত্রটা দেখে ফেলল। গায়ে পড়ে আলাপ করতে সে বলে উঠল, 'হেলো দোস্ত্, তুমি দেখছি তৈরি হয়েই বেরিয়েছো।'

'হ্যাঁ,' বিব্রত হলেও হেসে যুবকটি বলল, 'আমি যেখান থেকে আসছি সেখানে এ জিনিস একেক সময় কাজে লাগে।'

'সে জায়গার নাম কি, কোথা থেকে আসছো তুমি?'

'জায়গাটা হল শিকাগো, ওখান থেকে আসছি আমি।'

'এখানে কি এই পয়লা বার আসছো?'

'হ্যাঁ।'

'ক' দিন থাকলে দেখবে এখানেও ও জিনিস কাজে লাগবে।'

'তাই নাকি?' শ্রমিকটির মন্তব্য শুনে এতক্ষণে যুবকটি কৌতূহলী হল।

'এখানে যা সব ঘটছে তার কিছুই জানো না?'

'তেমন কিছু ঘটেছে বলে তো শুনিনি।'

'সেকি, দেশের কারও তো জানতে আর বাকি নেই। কয়েকটা দিন গেলে তুমিও শুনবে। তা এত জায়গা থাকতে হঠাৎ এখানে চলে এলে কেন?'

'এলাম কাজের খোঁজে। শুনেছি কাজ চায় এমন লোকেব এখানে কাজ জোটাতে কষ্ট হয় না।'

'হুম, কাজের খোঁজে এসেছো। তা তুমি কি শ্রমিক ইউনিয়নে আছো?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে তো মনে হচ্ছে কাজ একটা তোমার ঠিকই জুটে যাবে। ভাল কথা, এখানে চেনা শোনা লোক বা বন্ধু নেই?'

'এখনও হয়নি, তবে বন্ধু তৈরি করে নেবার পথ আমার জানা।'

'সে আবার কেমন?'

'আমি এনসেন্ট অর্ডার অফ ফ্রিম্যান সংগঠনের সদস্য। এমন কোনও শহর নেই, যেখানে এদের শাখা নেই। আর শাখা থাকলে সেখানে দু'চারজন বন্ধুর খোঁজ ঠিকই পেয়ে যাব।'

আগন্তুকের কথা কানে যেতে লোকটির মধ্যে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল। কামরার আরও যারা আছে তাদের দিকে সন্দেহমাখানো চোখে তাকাল সে। খনিমজুররা আগের মতই চাপাগলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, পুলিশ অফিসার দু'জন বসে বসে ঝিমুচ্ছে। লোকটা এবার নিজের জায়গা ছেড়ে আগন্তুক যুবকের পাশে বসল, তারপর নিজের ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'হাত মেলান।'

যুবক তার কথামত হাতে হাত মেলাল। 'জানি সত্যি বলছ,' লোকটা বলল, 'তবু নিজে একবার যাচাই করে নিতে চাই।' বলে ডান হাত স্যালিউট করার ঢং-এ তুলল ডান ভ্রূতে, তাই দেখে যাত্রিটিও বাঁহাতে নিজের বাঁ ভ্রূ ছুঁল।

'আঁধার রাত, ভারি গুমোট,' লোকটি সংকেত বাক্য বলল।

'হ্যাঁ, অচেনা যাত্রির কাছে,' পাল্টা সংকেত বাক্য বলল সেই যুবক।

'ঠিক আছে, তুমি সত্যিই খাঁটি লোক।' লোকটি বলল, 'আমি ব্রাদার স্ক্যানলান, ভারমিসা ভ্যালির ৩৪১ নম্বর লজের সদস্য। তুমি এখানে আসায় খুশি হয়েছি।''

'ধন্যবাদ। আমি ব্রাদার জন ম্যাকমার্ডো। শিকাগোয় ২৯ নম্বর লজের সদস্য। আমার বডিমাস্টার জে এইচ স্কট। নতুন জায়গায় আসতে না আসতে একজন ব্রাদার পেয়েছি, তখন আমার বরাত ভালই বলতে হবে।'

'এখানে আমবা অনেকে ছডিয়ে ছিটিযে আছি। এই ভাবমিসা ভ্যালিতে অর্ডাব যতটা ছড়ানো, যুক্তবাষ্ট্রেব আব কোথাও তেমন নয। তোমাব মতই কিছু কমবযসী তবতাজা জোযান ছেলে আমাদেব দবকার। তবে তোমাকে দেখে তো কাজেব লোক বলেই মনে হচ্ছে, বলছ তুমি শ্রমিক ইউনিযনেব লোক। তাহলে শিকাগোব মত শহবে তোমাব কাজ জুটল না কেন এটাই ভেবে পাচ্ছি না।'

'কবাব মত অনেক কাজ আমাব ওখানে ছিল,' ম্যাকমার্ডো নামে যুবকটি বলল।

'তাহলে ওখান থেকে চলে এলে কেন?'

'কেন এলাম সে কথা জানলে ওবা খুশি হবে,' বলে ইশাবায পুলিশ অফিসাব দু'জনকে দেখাল ম্যাকমার্ডো।

'ওঃ এই ব্যাপাব?' সহানুভূতিব আওযাজ কবল স্ক্যানলান, গলা নামিযে বলল, 'ঝামেলায পড়েছো মনে হচ্ছে?'

'সাংঘাতিক।'

'জেল ভেঙ্গে পালিযেছো?'

'সে তো আছেই, তাব বাইবেও কিছু আছে।'

'খুন কবে ফেবাব হযেছো?'

'এত সব জেনে আপনাব কি কাজ বলুন তো? এই তো সবে আলাপ, এখনই হাঁড়িব খবব জানতে চাইছেন! আমি নিজেব ইচ্ছেয শিকাগো ছেড়ে এখানে এসেছি এব বেশি আপনাব এখন না জানলেও চলবে। আমাব হাঁড়িব খবব নেবাব কি দায পড়েছে আপনাব শুনি যে এত জেবা কবছেন?' বলতে বলতে হঠাৎ দাকণ বেগে উঠল সে। চশমাব আড়ালে দু'চোখেব চাউনিতে সে বাগ ফুটে উঠল।

'ঠিক আছে, ভাই মাথা গবম কোব না! আমাব কোনও মতলব নেই। যাক এখন যাচ্ছো কতদূব?'

'ভাবমিসায।'

'এখান থেকে তিননম্বব হল্ট হল ভাবমিসা। ওখানে পৌঁছে উঠবে কোথায?'

একটা খাম বেব কবে কালিঝুলি মাখা তেলেব ল্যাম্পেব সামনে ধবল ম্যাকমার্ডো, বলল 'শিকাগোয আমাব এক চেনা লোক এই ঠিকানায দেখা কবতে বলেছে — জ্যাকব শ্যাফটাব, শেবিডন স্ট্রিট। এটা একটা বোর্ডিং হাউস, থাকা খাওযাব ব্যবস্থা আছে।'

'শেবিডন স্ট্রিট আমাব আওতাব বাইবে, তাই জাযগাটা জানা নেই। আমাব আস্তানা হল হবসন্স প্যাচ, আমাদেব দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্তা সব ওখানেই হয। নেমে যাবাব আগে তোমাকে একটা উপদেশ দিতে চাই। ভাবমিসায কখনও কোনও ঝামেলায পড়লে সোজা চলে যাবে ইউনিযন অফিসে। ওখানকাব বস্ ম্যাকজিন্টিব সঙ্গে দেখা কবে সব খুলে বলবে। উনি হলেন ভাবমিসা লজেব বডিমাস্টাব। মনে বাখবেন ব্ল্যাক জ্যাক ম্যাকজিন্টি না চাইলে এই এলাকায কোনও ঘটনা ঘটে না। আজ তাহলে এখানেই বিদায নিচ্ছি, দোস্ত্। হযত শীগগিবই কোনও সন্ধ্যেব লজে তোমাব সঙ্গে আবাব দেখা হবে। তবে যা বললাম মনে বেখো। কোনও ঝামেলায পড়লে বস ম্যাকজিন্টিব সঙ্গে দেখা কোব।' ট্রেন থামতেই নেমে গেল স্ক্যানলান। সন্ধ্যে পেবিযে বাত নামছে। আঁধাবেব মধ্যে লোহাব কাবখানাব ফার্নেসেব আগুন থেকে থেকে লাফিযে গর্জে উঠছে। আঁধাবে গা মিশিযে দিনমজুবেবা ক্রেনে ভাবি মাল টেনে তুলছে। মেহনতেব দুনিযায চিবন্তন আওযাজ উঠছে ঠন্ঠন্, ঝনঝন।

'জাহান্নামেব চেহাবা নিশ্চযই এ বকম,' কামবাব ভেতব কে একজন বলে উঠল। ম্যাকমার্ডো ঘাড় ঘোবাতে দেখল পুলিশ অফিসাব দু'জনেব মধ্যে একজন ঘুবে বসেছে, জানালাব বাইবে

গনগনে লাল ফার্নেসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে। জাহান্নামের সঙ্গে ফার্নেসের আগুনের তুলনা যে তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে সে বিষয়ে তার সন্দেহ রইল না।

'ঠিকই বলেছো,' সঙ্গী পুলিশ অফিসার সায় দিল, 'জাহান্নামের চেহারা যে এমনই তাতে সন্দেহ নেই। আমরা যাদের জানি তাদের চেয়েও অনেক সাংঘাতিক বদমায়েসের আস্তানা হল ঐ জাহান্নাম। আরে, নতুন মুখ দেখছি।' ম্যাকমার্ডোর দিকে চোখ পড়তে দ্বিতীয় অফিসারটি বলল, 'এদিকে নতুন এসেছো মনে হচ্ছে?'

'নতুন যদি এসেই থাকি তো আপনার কি?' খেঁকিয়ে উঠল ম্যাকমার্ডো।

'আমার এইটুকু যে ভাল করে জেনে শুনে তবেই অচেনা লোকের সঙ্গে মিশবে। তোমার জায়গায় আমি হলে মাইক স্ক্যানলান বা তার দলের কোনও বদমায়েসের সঙ্গে ভাব জমাতাম না।'

'আমি কার সঙ্গে ভাব জমাই কি না জমাই তাতে আপনার কি শুনি?' বলতে বলতে গলার জোরে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকমার্ডো, সেই চিৎকার শুনে চমকে উঠল সবাই, ঘাড় ঘুরিয়ে সবাই তাকিয়ে রইল তার দিকে।

'আমি কি আপনার উপদেশ বা জ্ঞান শুনতে চেয়েছি যে এসব কথা শোনাতে এসেছেন? আপনার জায়গায় আমি হলে এভাবে গায়ে পড়ে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে আসতাম না।' কথা শেষ করে ম্যাকমার্ডো হিংস্র কুকুরের মত ঘাড় বের করে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল।

পুলিশ অফিসার দু'জনেই স্বাস্থ্যবান, খারাপ নন, কিন্তু সদুপদেশ দিতে গিয়ে এইভাবে ধমক চমক শুনে দু'জনেই থ।

'এত মাথা গরম করছ কেন হে,' তাদের একজন বলল 'এখানে নতুন এসেছো তাই আগে থেকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। যা বলছি তা তোমার ভালর জন্যেই মনে রেখো।'

'ওরে আমার কে রে?' আগের চেয়ে দ্বিগুণ জোরে চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকমার্ডো, 'আমার ভালো আপনাদের ভাবতে হবে না! আপনারাও শুনে রাখুন এই এলাকায় নতুন হলেও পুলিশের কাছে আমি নতুন নই, আপনাদের ধাত আমার মত জানে খুব কম লোকই!'

'তাই নাকি?' প্রথম অফিসার এতক্ষণে মুচকি হাসলেন, 'আমার তো মনে হচ্ছে তুমি নিজেও মাইক স্ক্যানলানের মতই এক আঁধারের জীব হে! সত্যিই তেমন হলে শীগগিরই আমাদের মোলাকাৎ হবে, কাজেই তোমার ভাবনার কোনও কারণ নেই। তখন দেখব তোমার এইসব বাতেল্লা আর গলার জোর যায় কোথায়!'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' সায় দিলেন দ্বিতীয় অফিসার, 'খুব শীগগিরই হয়ত আমাদের দেখা হবে।'

'দেখা হয়ত হবে,' ম্যাকমার্ডো ফের চেঁচিয়ে উঠল, 'ভেবেছেন কি আপনারা, আপনাদের দেখে ইঁদুরের গর্তে লুকোব? শুনুন আমি শিকাগোর জ্যাক ম্যাকমার্ডো, খোঁজখবর নিয়ে দেখবেন আমার মত বদলোক দু'টি হয় না। এখানে ভারমিসার শেরিডন স্ট্রিটে জ্যাকব শ্যাফটারের বোর্ডিং-এ উঠব। আপনাদের দরকার হলে দয়া করে ওখানেই পায়ের ধুলো দেবেন। বুঝতেই পারছেন, পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে থাকার লোক আমি নই। দিনে হোক রাতে হোক পুলিশের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার হিম্মৎ আমার আছে, কথাটা যেন ভুলে যাবেন না।'

ভারমিসায় নতুন এসেই দু'জন পুলিশ অফিসারকে মুখের মত জবাব দেওয়ায় কামরার যাত্রিরা বিস্ময় মেশানো শ্রদ্ধার চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে। পুলিশ অফিসার দুজন হাওয়ার মোড় ঘোরাতে ম্যাকমার্ডোকে ছেড়ে এবার নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করলেন। অল্প কিছুক্ষণের ভেতর ট্রেন এসে ঢুকল ডিপোয়। কামরার ভেতরে যেমন তেমনই মিটমিটে আলো জ্বলছে এখানেও। ভারমিসা এই এলাকার সবচেয়ে বড় শহর। তাই কামরার বেশির ভাগ লোক মালপত্র নিয়ে নেমে গেল এখানে। হাতে ঝোলানো বড় চামড়ার থলেটা নিয়ে ম্যাকমার্ডো নেমে এগোতে যাবে এমন

সময় খনিমজুরদের একজন তার পাশে এসে চাপাগলায় বলল, ''সাবাস ভাই, যেভাবে এতক্ষণ ওদের মুখে মুখে জবাব দিলেন তাতে বাহবা দিতে হয় আপনাকে! আপনার থলেটা আমায় দিন। এবার পা চালিয়ে আসুন, জ্যাকব শ্যাফটারের ডেরায় আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি। আমার আস্তানায় যাবার পথেই ওর বাড়ি।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরোনোর সময় ট্রেনে আর যেসব শ্রমিক এতক্ষণ ছিল তারা সবাই গুডনাইট বলে শুভেচ্ছা জানাল ম্যাকমার্ডোকে। ভারমিসাতে পা ফেলতে না ফেলতে সেখানকার বাতাসে তার নাম আর দুঃসাহসের কথা লেখা হয়ে গেল।

শহরের রাস্তাগুলো চওড়া হলেও দারিদ্র্য আর কদর্যতার একটা ছাপ সর্বত্র ফুটে বেরোচ্ছে। এবড়ো খেবড়ো সরু ফুটপাত, ল্যাম্পপোস্টে গ্যাসের বাতি জ্বলছে। চারপাশে তাকিয়ে ম্যাকমার্ডো দেখল বড় বড় করে একগাদা দোকানের পাশাপাশি মদের 'পাব' আর জুয়োর আড্ডা অজস্র গজিয়ে উঠেছে। হোটেলের মত বড়সড় একটা সেলুন দেখিয়ে ম্যাকমার্ডোর পথপ্রদর্শক বলল, 'ঐ যে ইউনিয়ন হাউস, ওখানকার যে বস, তার নাম ম্যাকজিন্টি।'

'উনি লোক কিরকম?' জানতে চাইল ম্যাকমার্ডো।

'সে কি,' অবাক হল পথপ্রদর্শক, 'ওঁর নাম আগে শোনেননি?'

'আগেই তো বলেছি আমি এই এলাকায় নতুন এসেছি,' ম্যাকমার্ডো জবাব দিল, 'ম্যাকজিন্টির নাম আমি জানব কি করে?'

'ওর নাম খবরের কাগজেও ছাপা হয়েছিল,' পথ প্রদর্শক বলল।

'কেন?'

'সেই ব্যাপারে,' গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল পথ প্রদর্শক।

'কোন ব্যাপারে বলুন তো?'

'নাঃ, আপনাকে কি করে বোঝাবো ভেবে পাচ্ছি না।' অধৈর্য হলেও পথপ্রদর্শক আবার চাপাগলায় বলল, 'এখানে নতুন না হয় এসেছেন, কিন্তু এই এলাকার স্কাউরার্সদের নামও আগে শোনেননি?'

'ও, স্কাউরার্স, তাই বলুন,' চাপা গলায় ম্যাকমার্ডো বলল 'শিকাগোয় থাকতে ঐ খুনে বদমায়েসদের কথা কানে এসেছে বটে।'

'আস্তে।' পথ প্রদর্শক চাপাগলায় ধমক দিল, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে জোরে জোরে এসব কথা বললে আর বেশিদিন বাঁচবেন না, একবার কানে গেলে ওরা আপনাকে ঠিক খতম করবে। আরও কম অপরাধে কম মানুষের জান ওরা নিয়েছে বলে শেষ করা যাবে না।'

'আমি তো এতসব ব্যাপার জানি না।' ম্যাকমার্ডো বলল, 'ওদের কথা খবরের কাগজে যা পড়েছি তাই শুধু বললাম।'

'আমি একথা বলব না যে খবরের কাগজে ওদের সম্পর্কে যা পড়েছেন তা ভুল,' ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে পথপ্রদর্শক [illegible] আশেপাশে তাকাতে লাগল যেন সাংঘাতিক ভয়ানক মৃত্যু আততায়ীর আকার নিয়ে [illegible] দাঁড়িয়ে নজর রাখছে তার ওপর যে কোনও মুহূর্তে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সে। '[illegible] যদি মানুষের প্রাণ নেওয়া বোঝায়,' পথপ্রদর্শক বলল, 'তাহলে জেনে রাখুন [illegible] এই এলাকায় যখন তখন ঘটে আর কে মরল কে বাঁচল তা নিয়ে স্বয়ং ঈশ্বরেরও কিছুই যায় আসে না। তবু আপনাকে আগে থাকতে হুঁশিয়ার করে দিতে বলছি, কোথাও কেউ খুন হয়েছে [illegible] ভুলেও সে প্রসঙ্গে ঐ বডিমাস্টার ম্যাকজিন্টির নাম মুখে আনবেন না। আপনি একে বিদেশী তার ওপর নতুন এসেছেন বলেই আগে থাকতে হুঁশিয়ার করছি, গলা নামিয়ে কথা [illegible] কানে পৌঁছে যায়। থাক গে ওসব, ঐ হল গে

জ্যাকব শ্যাফটারের বোর্ডিং হাউস, রাস্তার একটু পেছনে। ওর মত খাঁটি আর সৎ লোক একজনও নেই জানবেন।'

'অশেষ ধন্যবাদ,' বলে পথ প্রদর্শকের হাত থেকে ঝোলাটা নিয়ে ম্যাকমার্ডো করমর্দন করল তার পর এগিয়ে চলল সেই বাড়িটির দিকে। রাস্তা পেরিয়ে নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে এসে দরজায় টোকা দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। ম্যাকমার্ডো অবাক হয়ে দেখল সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অপরূপা সুন্দরী এক কমবয়সী যুবতী। মুগ্ধচোখে ম্যাকমার্ডোর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে যুবতী বলল, 'আমি ভাবলাম বাবা ফিরে এলেন বোধ হয়। আপনি কি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? আমি জেকব শ্যাফটারের মেয়ে এট্টি। বাবা শহরে গেছেন, খানিক বাদেই ফিরবেন।'

'না, দেখা করার এত তাড়া নেই,' ম্যাকমার্ডো বলল, 'আসলে এই শহরে থাকবার জন্য আমায় এই বাড়ির কথাই বলা হয়েছিল। তখন শুনে মনে হয়েছিল এখানে থাকতে আমার খুবই ভাল লাগবে। বাড়িটা হয়ত হবে আমার মনের মত। এখন দেখছি ঠিকই ভেবেছিলাম, এটা সত্যিই মনের মত বাড়ি।'

'খুব তাড়াতাড়ি মনস্থির করে ফেলেন আপনি,' বলে হাসল এট্টি শ্যাফটার।

'আমি তো অন্ধ নই,' বলল ম্যাকমার্ডো, 'যে অন্ধ সে ছাড়া এ কথা সবাই বলবে।'

'তাহলে অনুগ্রহ করে ভেতরে আসুন,' হাসিমুখে বলল এট্টি, 'ঝোলাটা নামিয়ে রাখুন, তারপর ওখানে ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে বসে শরীরটা একটু তাতিয়ে নিন। ততক্ষণে বাবাও এসে পড়বেন। মা মারা যাবার পর থেকে সংসার আমাকেই দেখাশোনা করতে হয়। ঐ যে, বাবা ফিরে এসেছেন। এবার ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা সেরে ফেলুন।'

ভারি চেহারার এক বয়স্ক মানুষ দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। অল্পকথায় থাকা খাওয়ার কথাবার্তা সেরে ফেলল ম্যাকমার্ডো। দু'জনের কেউই কোনো দরাদরি করল না। আর ম্যাকমার্ডোর মনে হল লোকটি প্রচুর টাকার মালিক। সাতদিনের থাকা খাওয়া বাবদ আগাম বারো ডলার দিতে হবে ম্যাকমার্ডোকে। শুনেই রাজি হয়ে গেল ম্যাকমার্ডো। এক হপ্তার আগাম জ্যাকবের হাতে তুলে দিল সে।

এইভাবে আইনের হাত থেকে পালিয়ে আসা ফেরারি ম্যাকমার্ডোর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হল ভারমিসা ভ্যালিতে জ্যাকব শ্যাফটারের আশ্রয়ে।

দুই
বডিমাস্টার ম্যাকজিন্টি

কিছু লোক আছে যারা যেখানে থাকুক না কেন, সবসময় নিজেদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঁচে। এমনই তাদের ব্যক্তিত্ব যা কখনও চাপা থাকে না, অল্প সময়ের মধ্যে আশেপাশের সবাই তার সঙ্গে পরিচিত হয়। ম্যাকমার্ডো নিজে সেই জাতের লোক আর তাই একটা হপ্তা কাটতে না কাটতেই জ্যাকব শ্যাফটারের বোর্ডিং-এ সে হয়ে উঠল এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আগেও দশ বারোজন লোক থাকত সেই বোর্ডিং-এ। তাদের মধ্যে কেউ ছিল দোকানদার, কেউ বা কারখানার ফোরম্যান। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও তারা ছিল ছাপোষা মানসিকতার লোক। সন্ধ্যের পরে কাজ থেকে ফেরার পরে বোর্ডাররা যখন একসঙ্গে গল্পগুজব করতে বসত তখন হাসিঠাট্টায় বাকি সবাইকে ছাপিয়ে যেত ম্যাকমার্ডো। জমিয়ে আড্ডা মারতেও তার জুড়ি ছিল না। আবার গানের গলাও ছিল তার চমৎকার। ম্যাকমার্ডোর চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল যখন তখন প্রচণ্ড রেগে ওঠা, ভারমিসা ভ্যালিতে আসার সময় ট্রেনের কামরায় যার উদাহরণ রেখেছে সে। ক্রোধ যতই

নিন্দনীয় হোক না কেন, আইরিশ বংশোদ্ভূত ম্যাকমার্ডোর চরিত্রে তা কাজ করেছে চুম্বকের মত। তার রাগের বহর দেখে অনেকেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আরও বলতে বাধা নেই, আইন কানুন হল তার দু'চোখের বিষ।

বোর্ডিং-এর মালিকের মেয়ে এট্টিকে দেখে প্রথম দিনই মুগ্ধ হয়েছে ম্যাকমার্ডো, দ্বিতীয় দিনই সে এট্টিকে বলে দিল যে তাকে তার পছন্দ হয়েছে, এট্টিকে নিয়ে সে ঘর বাঁধতে চায়। পাত্র হিসেবে সে সুশিক্ষিত, ভাগ্যান্বেষণে শিকাগো থেকে এসেছে ভারমিসায়, কোনদিক থেকেই এট্টির অযোগ্য নয় সে। এট্টির মনও ম্যাকমার্ডোর ব্যক্তিত্বে বাঁধা পড়েছে সেই প্রথম দিন থেকেই, কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার হল অন্য একটি লোক ম্যাকমার্ডোর মতন তাকে প্রেম নিবেদন করেছে অনেক আগে। তার প্রেমের আহ্বানে সাড়া না দিলেও প্রসঙ্গটা এট্টি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানিয়ে দিয়েছে ম্যাকমার্ডোকে।

'জাহান্নামে যাক সে!' এট্টির কথা শুনে চেঁচিয়ে উঠেছে ম্যাকমার্ডো, 'আর একজন সে যেই হোক তার কথা ভেবে আমি হৃদয়ের কামনা বাসনা সব বিসর্জন দেব নাকি? তুমি যত খুশি আমায় প্রত্যাখ্যান করতে পারো, এট্টি, কিন্তু এও জেনে রেখো একদিন তোমাকে আমার ডাকে সাড়া দিতেই হবে, আর সেই দিনটির আশায় অপেক্ষা করে থাকতে আমি তৈরি।' এট্টি ম্যাকমার্ডোর প্রেম প্রত্যাখ্যান করলেও তার মুখ থেকে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের গল্প শোনে কৌতূহলী মন নিয়ে, আর তখনই ম্যাকমার্ডোর রোমান্টিক মনের কাছাকাছি এসে মুগ্ধ হয়ে যায়।

ভারমিসায় এসে অল্প কিছুদিনের ভেতর হিসেব রাখার একটা সরকারি কাজ জুটিয়ে নিল। কাজের তাগিদে তার পুরো দিনটা বাইরে কাটে তাই ভারমিসায় আসার পরে এনসেন্ট অর্ডার অফ ফ্রিম্যান লজ-এর বডি মাস্টার-এর সঙ্গে সে এখনও দেখা করার সময় পায়নি।

ক'দিন বাদে ট্রেনে যার সঙ্গে তার প্রথম আলাপ হয় সেই মাইক স্ক্যানলান এল তার সঙ্গে দেখা করতে। তখন সবে সন্ধ্যে হয়েছে, ম্যাকমার্ডোকে দেখে খুব খুশি হল মাইক স্ক্যানলান, দু গ্লাস হুইস্কি খাবার পর মাইক বলল, 'দোস্ত, ঠিকানাটা মনে আছে বলেই দেখা করতে এলাম। এখানে এতদিন এসেছো কিন্তু এখনও আমাদের বডিমাস্টার-এর সঙ্গে দেখা করোনি কেন?'

'ওর কথা আমার মনে আছে ভাই,' ম্যাকমার্ডো বলল, 'হালে একটা কাজকর্ম জোটাতে গিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে ওর কাছে যাবার সময় পাচ্ছিলাম না।'

'কিন্তু তা বললে তো চলবে না দোস্ত, সময় না থাকলেও বডিমাস্টার এর সঙ্গে দেখা করার সময় তোমায় জোগাড় করে নিতে হবে। এখানে আসার পরদিন সকালেই ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে তোমার নাম লেখানো উচিত ছিল। ম্যাকগিন্টির কুনজরে একবার পড়লে কিন্তু — থাক গে, সে কথা আর নাই বা শুনলে!'

'এসব কি বলছ তুমি!' ম্যাকমার্ডো অবাক হবার ভান করে বলল, 'গত দু'বছরের বেশি আমিও লজের মেম্বার হয়েছি, কিন্তু হাজিরা দেবার ব্যাপার এত জরুরি আগে কখনও শুনিনি।'

'শিকাগোতে হয়ত এখানকার মত কড়াকড়ি নেই।'

'কিন্তু একটা সংগঠন তো সব জায়গায় কাজ করছে —'

'তাই কি?' ম্যাকমার্ডোর কথা শুনে কিছুক্ষণ পরে তার চোখে চোখ রাখে স্ক্যানলান, তার চাউনিতে এক অশুভ ইঙ্গিত ফুটে ওঠে।

'তাই নয় কি?'

'এক মাসের ভেতর তুমি নিজেই টের পাবে। শুনলাম, আমি নেমে যাবার পর ট্রেনে ঐ দুই পুলিশ অফিসারের একজনের সঙ্গে তোমার কথা কাটাকাটি হয়েছিল?'

'তুমি জানলে কি করে?'

'আরে দোস্ত, এসব খবর কি চাপা থাকে নাকি?'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছো,' বলল ম্যাকমার্ডো, 'কুকুরগুলোকে আমি কি চোখে দেখি তা ওর মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছি!'

'সত্যি! বাঃ, তুমি তো দেখছি ম্যাকজিন্টির মনের মত লোক।'

'কেন—পুলিশকে উনিও খুব ঘেন্না করেন?'

ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল মাইক স্ক্যানলান, বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'সেটা নিজেই গিয়ে দেখে এসো না। আর না গেলে পুলিশের বদলে তোমাকেই কুকুরের মত ঘেন্না করবেন উনি। কথাটা মনে রেখো। ভাল কথা বলছি, এখনই গিয়ে দেখা করে এসো ওঁর সঙ্গে।' বলে বেরিয়ে গেল সে।

সে রাতেই জ্যাকব শ্যাফটার ম্যাকমার্ডোকে নিজের ব্যক্তিগত কামরায় ডেকে নিয়ে এলো, তারপর কোনও ভূমিকা না করেই বলল, 'যতদূর মনে হচ্ছে আপনি আমার মেয়ে এট্টির ওপর ঝুঁকে পড়েছেন। কেমন ঠিক তো, না কি ভুল বলেছি?'

'পুরোপুরি ঠিক।'

'তাহলে আগেই বলে রাখি ওতে কোনও লাভ হবে না। আপনার আগেই অন্য একজন—'

'জানি, তার কথাও এট্টি আমায় বলেছে।'

'ও ঠিকই বলেছে, তার নাম বলেছে কি?'

'না, আমি নাম জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও কিছুতেই বলল না।'

'হয়ত আপনি ঘাবড়ে যাবেন ভেবেই বলেনি।'

'নাম শুনে ঘাবড়ে যাব! আমি?' শুনেই রেগে আগুন হয়ে গেল ম্যাকমার্ডো।

'হ্যাঁ, তাই। শুনুন, ওর নাম শুনে ঘাবড়ে যাবার মধ্যে লজ্জা পাবার কিছুই নেই। লোকটার নাম হল টেড বলড্উইন।'

'তার নাম শুনে ঘাবড়ে যাবার কি আছে?'

'লোকটা স্কাওরার্সদের দলের এক চাঁই।'

'স্কাওরার্স! হ্যাঁ, ওদের নাম এর আগেও আমার কানে এসেছে। এখানে তো দেখছি স্কাওরার্সদের ছড়াছড়ি। ওদের কথা বলতে উঠলেই লোকে গলা নামিয়ে ঠোঁটে আঙ্গুল রাখে। কিন্তু ওদের এত ভয় পান কেন আপনারা? এরা কারা?'

'স্কাওরার্সরা হল 'এনসেন্ট অর্ডার অফ ফ্রিমেন' সংগঠনের লোক,' গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল জ্যাকব শ্যাফটার।

'কি বলছেন!' অবাক হল ম্যাকমার্ডো, 'আমি নিজেও তো ঐ সংগঠনের মেম্বার।'

'আপনিও ওদের দলের লোক!' এবার চমকে উঠল জ্যাকব শ্যাফটার নিজে, 'আগে জানলে কখনোই আপনাকে এ বাড়িতে থাকতে দিতাম না, হপ্তায় একশো ডলার দিলেও নয়।'

'কিন্তু ওদের দোষটা কি তাই বলুন। মানুষের প্রতি মানুষের সহৃদয়তা আর নানারকম সামাজিক কাজে দানধ্যান আমাদের সংগঠনের মূল লক্ষ্য। এর মধ্যে দোষের আছেটা কি?'

'ওসব লক্ষ্য অন্য জায়গায় চলে, এখানে নয়।'

'এখানে ওদের লক্ষ্য কি?'

'মানুষ খুন করা। স্কাওরার্স হল খুনে বদমাসদের পাল।'

'কি যে বলেন!' অবিশ্বাসের হাসি ফুটল ম্যাকমার্ডোর ঠোঁটে, 'এইমাত্র যা বললেন তা প্রমাণ করতে পারবেন?'

'প্রমাণ? কত প্রমাণ চান, পঞ্চাশ? ওতে হবে তো? মিলম্যান, ভ্যাল ফার্স্ট, নিকলসন পরিবার, বুড়ো মিঃ হায়াম, আর পুঁচকে বিলি জেমস, কাদের হাতে এরা খুন হল? আরও আছে, কত চান? এমন কেউ এই এলাকায় নেই যে এসব জানে না। তারপরেও প্রমাণ চান?'

'শুনুন মশাই,' জোর গলায় বলল ম্যাকমার্ডো, 'এতক্ষণ যা যা বললেন যদি সেসব সত্যি হয় তা প্রমাণ করুন, নয়ত সাফ বলে দিচ্ছি যতই বলুন আপনার ঘর আমি ছাড়ব না।'

'কিছু দিন এ শহরে থাকুন,' জ্যাকব শ্যাফটার বলল, 'তাহলেই আমার কথা সত্যি কিনা তার প্রমাণ পাবেন। কিন্তু আমি আপনাকে বলে যাচ্ছি যে আপনি নিজেও ঐ দলের লোক, দুদিন বাদে আপনিও ওদের মত এক বদমাশ হয়ে উঠবেন। তাই বলছি, আপনি আমার ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে উঠুন, এখানে আপনাকে আমি রাখতে পারব না। ওদের দলের একজন এসে প্রেম করতে চাইবে আমার মেয়ে এট্টির সঙ্গে, তাকে তাড়িয়ে দিতে পারব না। তার ওপর আবার আরেকজন বোর্ডার হয়ে থাকবে। তা কি করে হয়? এ অন্যায়, ভারি অন্যায়। না মশাই, আজ রাতটা যেমন আছেন থাকুন, কিন্তু কাল থেকে আপনি রাত কাটানোর অন্য জায়গা দেখে নিন।'

ম্যাকমার্ডো আর কিছু না বলে মুখ বুজে রইল। সে দেখল অবস্থা খুবই খারাপ, বিদেশ বিভুঁইয়ে থাকা খাওয়ার জায়গা যাও বা একটা জুটেছিল সেটা হাতছাড়া হতে চলেছে। এখান থেকে চলে গেলে এট্টিকেও যে হারাতে হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেদিন সন্ধ্যের পরে বসার ঘরে এট্টির সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

'কপাল খারাপ এট্টি,' বলল ম্যাকমার্ডো, 'তোমার বাবা আমায় এখান থেকে চলে যেতে বলেছেন। শুধু চলে গেলে দুঃখ থাকত না, কিন্তু তোমার সঙ্গে মাত্র একহপ্তা হল পরিচয় হয়েছে বিশ্বাস করো এট্টি, এরই মধ্যে তুমি আমার মনের অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছো, তোমায় ছেড়ে আমি তো প্রাণে বাঁচব না, এট্টি সোনা।'

'চুপ করুন মিঃ ম্যাকমার্ডো,' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল এট্টি, 'আপনার ভালোর জন্যেই বলছি ওসব কথা ভুলেও মুখে আনবেন না। গোড়াতেই তো বলেছি, আপনি অনেক দেরি করে এসেছেন, আপনার আগে আরও একজন এসে প্রেম নিবেদন করেছে আমায়। ওকে আমি বিয়ে করব বলে কথা দিইনি ঠিকই, কিন্তু আপনাকেও তো এই মুহূর্তে কথা দিতে পারি না।'

'আচ্ছা এট্টি,' ম্যাকমার্ডো বলল, 'আমিই যদি আগে আসতাম, তাহলে তুমি কথা দিতে?'

এবার আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না এট্টি। দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'হা ঈশ্বর! কেন তাই হল না! কেন আপনিই আগে এলেন না?'

'ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলছি, এট্টি, তবে তাই হোক। কথা যখন কাউকে এখনও দাওনি, তখন বলব, এখন থেকে শুধু একজনের ইচ্ছেমতই চলো, তার নাম বিবেক। মনপ্রাণ যা চাইবে সেইমতই চলো তুমি,' বলে, এট্টির ধপধপে সাদা নরম হাত দুটো নিজের বলিষ্ঠ হাতের বাঁধনে জড়িয়ে ধরল ম্যাকমার্ডো, গলা নামিয়ে বলল, 'এট্টি একবার, শুধু একটিবার বলো তুমি আমার, তারপর দু'জনে ওর মুখোমুখি হব।'

'এখানে থেকে?'

'হ্যাঁ, এখানে থেকে।'

'না, জ্যাক এখানে কোনমতেই নয়!' ম্যাকমার্ডোর কথায় আঁতকে উঠে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে বলল এট্টি, 'তার চেয়ে তুমি আমায় অন্য কোথাও নিয়ে চলো। বলো, পারবে না আমায় নিয়ে যেতে?'

এক মুহূর্তের জন্য কি এক দ্বন্দ্বের মেঘের ছায়া পড়ে ম্যাকমার্ডোর মুখে, পরক্ষণেই তা মিলিয়ে যায়। পাথরের মতো কঠোর গলায় সে বলে, 'না এট্টি, এখানে থেকেই যা হবার হবে, গোটা দুনিয়ার হাত থেকে আমি একা আগলে রাখব তোমায়, আর তা রাখব এখানেই।'

'কিন্তু এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে আমাদের বাধা কিসের?'

'না, এট্টি, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারব না।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ একবার এখান থেকে পালিয়ে গেলে জীবনে আর কখনও শিবদাঁড়া খাড়া করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। আমাকে একজনের ভয়ে পালাতে হয়েছে এই ব্যাপারটা জীবনভোর তাড়া করে বেড়াবে আমায়। তাছাড়া আমরা যখন স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ তখন এত ভয় পাবার মত কি আছে? যদি আমরা দুজনে দুজনকে সত্যিই ভালবাসি তাহলে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াবে এমন বুকের পাটা কার আছে?'

'আছে জ্যাক, টেড বলডুইনকে দ্যাখোনি, তার ধাত তুমি জানো না। আর জানো না ম্যাকজিন্টি আর তার স্কাওরার্সদের। অল্প ক'দিন হল এখানে এসেছো, এত শীগগির জানবেই বা কি করে?'

'না, আমি তাদের চিনি না, এট্টি,' গভীর আত্মবিশ্বাসের সুর ম্যাকমার্ডোর গলায়, 'তবে জেনে রেখো, যত সাংঘাতিকই হোক আমি তাদের ভয় করি না। ডার্লিং, আমায় তুমি চেনো না। জীবনের অনেকটা সময় আমার কেটেছে খারাপ লোকদের সঙ্গে। আমি কিন্তু তাদের কখনও ভয় পাইনি, বরং একসময় দেখেছি তারাই আমাকে ভয় পাচ্ছে। তোমার বাবার মুখে শুনলাম, এই স্কাওরার্সরা একের পর এক খুনখারাপি করছে এই উপত্যকায়, সবাই তা জানে, সবার চোখের সামনে সেসব অপরাধ ঘটছে, কিন্তু এসব সত্ত্বেও তারা ধরা পড়ছে না, তাদের বিচার হচ্ছে না। কেন এট্টি, বারবার অপরাধ করেও কেন এরা পার পেয়ে যাচ্ছে বলতে পারো?'

'কারণ একটাই, এদের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষি হবে এমন সাহস এ তল্লাটে কারও নেই। সবাই জানে সাক্ষি হলে মাসখানেকের মধ্যে খুন হয়ে যাবে। তবু আদালতে সাক্ষির অভাব হয় না, আর তারা সবসময় ওদেরই পেটোয়া লোক যাদের একটা কথায় আসামি বেকসুর খালাস পায়। কাঠগড়ায় উঠে সাফ বলে দেয় খুনের সময় আসামি ঘটনাস্থল থেকে বহুদূরে তার সঙ্গে গল্প করছিল। কিন্তু জ্যাক, এসব নিয়ে আগেও বহুবার ছাপা হয়েছে খবরের কাগজে। তুমি কি সেসব পড়োনি?'

'পড়েছি এট্টি, কিন্তু তখন এসব নিছক গল্প বলে মনে হয়েছে। হয়ত কারণ আছে বলেই এরা এসব অপরাধ করে বেড়ায়।'

'জ্যাক, দোহাই এভাবে বোল না। সেই যে আরেকজন ঠিক এইভাবেই কথা বলে।'

'আরেকজন, মানে টেড বলডুইন! সেও এসব বলে তাহলে?'

'ঠিক তাই, জ্যাক, আর তখনই তার ওপর আমার দারুণ ঘেন্না হয়। জ্যাক, বিশ্বাস করো, ওকে আমি যেমন ঘেন্না করি, তেমনই ভয়ও পাই। শুধু নিজের জন্য নয়, বাবার কথা ভেবেও ওকে আমি ভয় পাই। এও জানি ওকে ঘেন্না করি একথা বললে আর রক্ষে নেই, ও আমাদের সর্বনাশ না করে ছাড়বে না। আর ঠিক এই কারণেই বিয়ের প্রতিশ্রুতি যাকে বলে তা আমি ওকে দিইনি। এসব প্রসঙ্গ উঠলে আমি এমনভাবে কথা বলি যা শুনলে যে কেউ বলবে আমি পাকাপাকিভাবে কথা দিচ্ছি না। বুঝতেই পারছো, সে যাতে আমাদের ওপর চটে না যায় তাই এটা করতে হয় আমায়। কিন্তু জ্যাক, তুমি যদি একবার আমায় নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারো, তাহলে বাবাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। শুধু তাহলেই এই খুনে বদমাশগুলোর হাতের নাগালের বাইরে থাকতে পারেন উনি।'

খানিক আগে যে দ্বন্দ্বের মেঘ ছায়া ফেলেছিল ম্যাকমার্ডোর চোখেমুখে আবার তা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা পাথরের মত কঠিন দেখাল।

'না এট্টি, বিশ্বাস করো, তোমার বা তোমার বাবার কোনও ক্ষতি ওরা করতে পারবে না। যারা আজ তোমার চোখে বদমায়েশ, হয়ত একদিন দেখবে আমি তাদের চেয়েও আরও খারাপ।'

'না জ্যাক, ও কথা বোল না। তুমি যেখানে আমায় নিয়ে যেতে চাইবে, তোমার ওপর পুরো ভরসা করলে আমি এককথায় সেখানে চলে যাব।'

'আহা রে বেচারি!'

ম্যাকমার্ডোর হাসি দেখে তাকে খুব অসহায় মনে হল, খানিকটা চাপাগলায় সে বলল, 'আমার মত একটা লোকের সম্পর্কে কতটুকুই বা জানো তুমি। ডার্লিং, তোমার মনে পাপ নেই তাই আমার মনে কি তোলপাড় চলছে বুঝতে পারছ না। কিন্তু ওকি, কে এল?'

তার কথা শেষ হতেই দরজা খুলে যে ভেতরে ঢুকল বয়সে সে ম্যাকমার্ডোর সমান হলেও তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিষ্টাচারের এতটুকু লক্ষণ নেই। মুখের গড়ন সুন্দর হলেও দুচোখের চাউনিতে তা চাপা পড়েছে। ঘরে ঢুকেও মাথা থেকে টুপি খোলেনি সে। নাকখানা তার বাজপাখির ঠোঁটের মত বাঁকানো ধারালো।

ফায়ার প্লেসের ধারে বসে থাকা ম্যাকমার্ডো আর এট্টির পানে দু'চোখ পাকিয়ে তাকাল সে।

'এই যে মিঃ বলড়ুইন,' উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল এট্টি, 'কি ভাল লাগছে আপনাকে দেখে বলে বোঝাতে পারব না। আজ অবশ্য একটু আগেই এসে গেছেন।'

কোমরের পেছনে দু'হাত রেখে দাঁড়াল টেড বলড়ুইন। ইশারায় ম্যাকমার্ডোকে দেখিয়ে অসভ্যের মত বলে উঠল, 'এটা আবার কে, এখানে কি করছে?'

'উনি একজন বোর্ডার, সেইসঙ্গে আমার বন্ধু। মিঃ ম্যাকমার্ডো, ইনি মিঃ টেড বলড়ুইন।'

মাথা অল্প হেলিয়ে কাট ভঙ্গিতে যুবক দু'জন একে অপরকে অভিবাদন জানাল। সঙ্গে সঙ্গে বলড়ুইন জানতে চাইল, 'তা মিঃ বোর্ডার, মিস এট্টির বন্ধু হোন চাই না হন, ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি আশা করি তা জানতে বাকি নেই?'

'সম্পর্ক?' অবাক হবার ভান করে ম্যাকমার্ডো, 'আপনার মত লোকের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কিভাবে লাগতে পারে এই ব্যাপারটাই বুঝতে পারছি না।'

'এখনও পারেননি বুঝি? তাহলে এবার পারবেন! শুনুন মশাই এট্টি আমার, আর কারও নয়। আশা করি এবার বুঝেছেন। নিন, এবার বাইরে যান, সবে সন্ধে হয়েছে, বাইরে গিয়ে একটু ঘুরে আসুন। দেখবেন মন ভাল হয়ে যাবে।'

'অজস্র ধন্যবাদ, কিন্তু বাইরে যাবার ইচ্ছে এখন আমার নেই।'

'নেই বুঝি?' বলড়ুইনের দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠল। 'তাহলে কি মারামারি করার ইচ্ছে হয়েছে, মিঃ বোর্ডার?'

'এই তো, এইবার ঠিক বলেছেন,' বলে লাফিয়ে উঠল ম্যাকমার্ডো, 'জানতাম আপনি এই কথাটাই বলবেন, তাই শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'জ্যাক!' পেছন থেকে এট্টি কাঁদোকাঁদো গলায় বলে উঠল, 'জ্যাক, কি করছ! ওকে চেনোনা, ও ঠিক তোমার ক্ষতি না করে ছাড়বে না।'

'বাঃ, এখনই জ্যাক বলে ডাকতে শুরু করেছো?' এট্টির দিকে তাকিয়ে কুৎসিত হাসি হাসল বলড়ুইন, কসম খেয়ে বলল, 'এরই মধ্যে এতদূর এগিয়েছো?'

'টেড, তুমি মিছিমিছি মাথা গরম করছ,' এট্টি একইরকম কাঁদো কাঁদো গলায় বোঝানোর চেষ্টা করল, 'মাথা ঠাণ্ডা করো, আমার কথাটা একবার ভাবো টেড। যদি আমায় সত্যি ভালবেসে থাকো তাহলে মনটাকে বড় করার চেষ্টা করো। সবাইকে ক্ষমা করতে শেখো।'

'এট্টি,' ম্যাকমার্ডো মাথা ঠাণ্ডা রেখে শান্ত গলায় বলল, 'তুমি একটু বাইরে গেলে আমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে পারি। আর তা না হলে মিঃ বলড়ুইন আমার সঙ্গেও বাইরে আসতে পারেন। সবে সন্ধে হয়েছে, বাড়ির পেছনেই খানিকটা ফাঁকা মাঠ আছে, সেখানেই না হয়—'

'থাক, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ আমি করি না,' বলড়ুইন তেরিয়া মেজাজে বলল, 'আপনার মত লোককে শিক্ষা দেবার দরকার যখন সত্যিই হয়েছে তখন আমি নিজে হাতে করতে যাব কেন? সে যারা করার তারা করবে। তবে এও বলে রাখছি যে শিক্ষা পাবার পরে কেন মরতে এ বাড়িতে

ঢুকেছিলেন ভেবে আফশোষ করতে হবে।'

'তা সেটা এখনই হয়ে যাক না।' গলা চড়াল ম্যাকমার্ডো, 'শিক্ষা দেবার হিম্মৎ কত একবার পরখ করা যাক।'

'আপনার হুকুম মেনে তো আমি চলব না,' পাল্টা গলা চড়াল বলডুইন, 'আমি যখন ভাল বুঝব তখন আসব, তা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি বরং এটা দেখে রাখুন।' বলে জামার বাঁদিকে হাত গুটিয়ে ফেলল বলডুইন, ম্যাকমার্ডোর চোখে পড়ল তার কবজির কিছু ওপরে একটা গোল ছাপ, তার ভেতরে ছোট ত্রিভুজ দেওয়া হয়েছে। ছাপটা ছ্যাঁকা দিয়ে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'এর মানে জানেন?' ধমকে উঠল বলডুইন।

'না, জানি না, আর ও নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার আছে বলে মনে করি না।'

'আগে থেকেই অত নিশ্চিন্ত হবেন না।' বলডুইন বলল, 'এর মানে কী তা শীগগিরই জানবেন, তবে এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় তখন আর পাবেন কিনা বলতে পারছি না। চাইলে এ সম্পর্কে এট্টির কাছ থেকেও কিছু জেনে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এট্টি তোমাকেও বলে রাখছি, দু'নৌকায় পা দিয়ে কাজটা ভাল করছ না। আজ যা হল এজন্য ভবিষ্যতে তোমায় হাঁটু গেড়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, মনে রেখো। তখন আমি ভেবে দেখব কি সাজা তোমায় দেব। যেমন কাজ করবে ওপরওয়ালা তেমনই ফল দেবেন!' আগুনহানা চোখে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল টেড বলডুইন।

কয়েক মুহূর্ত ম্যাকমার্ডো আর এট্টি মুখোমুখি চুপ করে বসে রইল। পরম আবেগে এট্টি দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'জ্যাক! আমার জ্যাক, তুমি এত সাহসী তা আগে একবারও বুঝতে পারিনি। কিন্তু শুধু এই সাহস দিয়ে তো কাজ হবে না, তাই বলছি তুমি পালাও! হ্যাঁ, জ্যাক, আজ রাতেই এই এলাকা ছেড়ে তুমি পালাও! এখান থেকে পালিয়ে গেলেই তুমি প্রাণে বাঁচবে, নয়ত ওকে চেনোনা, ও ঠিক তোমাকে খুন করবে। ওর চোখের চাউনিতে সে মতলব স্পষ্ট দেখেছি। বলডুইনের সঙ্গে আছে ওর দলের গোটা বারো খুনে, সেইসঙ্গে ওদের বস্ ম্যাকজিন্টি আর লজ আছে ওদের পেছনে। তুমি একা ওদের সঙ্গে এঁটে উঠবে কি করে?'

'আমার কথা ভেবে ভয় পেয়ো না।' এট্টিকে চুমু খেয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিল ম্যাকমার্ডো, 'আমি নিজেও একজন ফ্রিম্যান, ওদের মত আমিও সঙ্ঘের সদস্য। তোমার বাবাকেও তা বলে রেখেছি। আমায় আর পাঁচজনের চেয়ে ভাল ভেবো না যেন, আমি সাধুপুরুষ নই। এত কথা শোনার পরে হয়ত তুমিও আমায় ঘেন্না করতে শুরু করবে।'

'ভুল করছ জ্যাক,' এট্টি বলল, 'আমি জীবনে কোনদিন ঘেন্না করব না তোমায়। কিন্তু তুমি নিজে যখন ফ্রিম্যান তখন ওদের বস ম্যাকজিন্টির সঙ্গে দেখা করছ না কেন? আমি বলব তুমি এক্ষুণি ওর কাছে যাও, ওরা পিছু নেবার আগেই তুমি ওদের সর্দারের সঙ্গে আলাপ করে ভাব জমাও।'

'এতক্ষণে একটা কাজের কথা বলেছো, ডার্লিং, এটা আমিও ভাবছিলাম। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। তোমার বাবাকে বোল, আজ রাতটুকু আমি এখানেই কাটাব, কাল থেকে অন্য ব্যবস্থা করব।'

মার্কার স্কোয়ারে ম্যাকজিন্টির সেলুনে রোজের মতই মদের আসর জমিয়ে রেখেছে শহরের কুখ্যাত অপরাধীরা। একই সঙ্গে কর্কশ ও আমুদে স্বভাবের লোক হওয়ায় ম্যাকজিন্টি এমনিতে খুব জনপ্রিয়। কিন্তু আসলে এটা ওর এক ধরনের মুখোশ, তার চরিত্রে যেসব ভয়ানক বৈশিষ্ট্য আছে বাইরের এই আমুদের স্বভাব দিয়ে ম্যাকজিন্টি সেসব ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। ত্রিশ মাইল বিস্তৃত বিশাল ভারমিসা উপত্যকা ছাড়াও পাহাড়ের ওপাশের বাসিন্দারা তার নাম শুনলে ভয়ে কাঁপে তা ম্যাকজিন্টি জানে।'

একপাল খুনে বদমাশের মদতে ভোটে জিতে ম্যাকজিন্টি আজ এলাকাব জনগণের প্রতিনিধি। পদস্থ সরকারি কর্মচারি ছাড়াও সে স্থানীয় পৌর কমিশনার এবং পথ কমিশনার। যে পরিমাণ কর ও অন্যান্য ট্যাক্স সে আদায় করে তার পরিমাণ অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্যি। অথচ সেই তুলনায় জনসাধারণের স্বার্থ ও সুখসুবিধা দেখাব ব্যাপারে কিছুই করে না সে।

কর বাবদ আদায় করা টাকার সিংহভাগ ম্যাকজিন্টি পোরে নিজের পকেটে, অবশ্য তার খানিকটা খরচ করে খুনে বাহিনী পোষার কাজে। সরাসবি অডিটর বা হিসাব পরীক্ষকেরা হিসেবেব গরমিল ধরে ফেলার আগেই ম্যাকজিন্টি মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে তাঁদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া আর সব জেনেশুনেও শুধু প্রাণের দায়ে শান্তিপ্রিয় নাগরিকরা আকাশছোঁয়া কর দিতে বাধ্য হচ্ছে যে কর আসলে এক ধরনের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা ছাড়া আর কিছু নয়।

সেলুনেব দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ম্যাকমার্ডো। কড়া তামাকের পোড়া গন্ধেব সঙ্গে মদের গন্ধ মিশে ভারি হয়ে উঠেছে ভেতরের বাতাস। উজ্জ্বল আলোয চারদিক ঝলমল করছে। চাব দেওয়ালে ঝোলানো গিল্টি করা দামি ফ্রেমের আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে সে আলো। হাতা গুটিয়ে কিছু পরিবেশক মদ ঢালতে ব্যস্ত। বার-এর সামনে দাঁড়িয়ে মদ্যপের দল গল্পগুজব করছে নিজেদের মধ্যে। বার-এ ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে যে দীর্ঘদেহী পুরুষ চুরুট টানছে তারই নাম ম্যাকজিন্টি। দাঁড়কাকের মত কুচকুচে কালো ঝাঁকড়া চুল নেমে এসেছে কলারে, কালো দাড়ি আর চুল এসে মিশেছে চোয়ালে। ইটালিয়ানদের মতই শ্যামলা তার গায়ের রং, কুচকুচে কালো দু'চোখের মণি অল্প ট্যারা হওযায তাব মুখখানা ভযানক দেখাচ্ছে। বাইরে থেকে দেখলে তাকে সৎ ও স্পষ্টবাদী মনে হয বটে, কিন্তু তার কালো ট্যারা চোখেব চাউনি যার ওপর গিয়ে পড়ে তার অন্তরাত্মা তখনই আতংকে শিউরে ওঠে।

লোকটিকে খুঁটিযে দেখে ভিড় ঠেলে তাব দিকে এগিয়ে এল ম্যাকমার্ডো। ম্যাকজিন্টির সামনে এসে দাড়াল সে।

'নতুন মুখ দেখছি।' তার দিকে চোখ পড়তে বলে উঠল ম্যাকজিন্টি, 'আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'নতুন এসেছি, মিঃ ম্যাকজিন্টি,' স্বাভাবিক গলায় বলল ম্যাকমার্ডো।

'একজন ভদ্রলোককে তাব যথাযথ উপাধিতে ডাকতে না পারার মত নতুন নিশ্চয়ই নয়,' বলল ম্যাকজিন্টি।

'উনি কাউন্সিলব ম্যাকজিন্টি,' সামনে দাঁড়ানো স্তাবকদেব মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল।

'আমি দুঃখিত, কাউন্সিলর,' ম্যাকমার্ডো বলল, 'এখানকাব আদব কায়দা জানা নেই। কিন্তু আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা কবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

'বেশ দেখা হল, এখন কী মনে হচ্ছে?'

'আমি তো আজই প্রথম এলাম, এখনও আনকোরা বলতে পারেন। তবে শরীরের মত আপনার হৃদযও যদি বড় হয়, মনটাও যদি হয় ফুলের মত সুন্দর, তাহলে আমার আর কিছু চাইবার নেই।'

'বাঃ, এ তো জাত আইরিশম্যানের মত কথা। কথাতেও আইরিশ টান আছে। তাহলে আমার চেহারাটা মনে ধরেছে?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমার সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কাউন্সিলর।'

'কে বলেছে?'

'ভারমিসার ৩৪১ লজ-এর ব্রাদার মাইক স্ক্যানলান। আমাদের পরিচয় আরও গভীর হোক এই উদ্দেশ্যে আপনার স্বাস্থ্য পান করি, কাউন্সিলর।' কথাবার্তার মাঝখানে একজন ম্যাকমার্ডোর

হাতে মদের গ্লাস গুঁজে দিয়ে গেল। সেই গ্লাস ঠোঁটের কাছে তুলে ডানহাতের কড়ে আঙ্গুল উঁচু করে একচুমুকে পানীয়টুকু গিলে ফেলল সে।

তীক্ষ্ণ চোখে ম্যাকমার্ডোর দিকে তাকিয়েছিল ম্যাকজিন্টি, কড়ে আঙ্গুল উঁচু করে স্বাস্থ্যপান করা যে লজের সদস্যদের একে অপরের কাছে নিজের শুভেচ্ছার পরিচয় দেবার সংকেত তা ম্যাকমার্ডো জানে দেখে কৌতূহলী হল ম্যাকজিন্টি।

'আচ্ছা! আচ্ছা! তাহলে এই ব্যাপার! এবার তো দেখছি আপনাকে একটু ভাল করে বাজিয়ে দেখতে হচ্ছে, মিস্টার —'

'ম্যাকমার্ডো।'

'একটু ভাল করে খুঁটিয়ে কাছ থেকে আপনাকে দেখতে চাই। এ এমনই জায়গা যেখানে শুধু মুখের কথায় আর বিশ্বাসের ওপর ভরসা করে আমরা সব ছেড়ে দিই না। আপনি বারের পেছনে এদিকে একবার আসুন।'

বারের পেছনে সারি সারি মদের পিপে ভর্তি একটা ছোট ঘরে ম্যাকমার্ডোকে নিয়ে এল ম্যাকজিন্টি। ভেতর থেকে দরজাটা সাবধানে এঁটে চুরুট চিবোতে চিবোতে একটা পিপের ওপর বসল ম্যাকজিন্টি। অস্বস্তি মেশানো চাউনি মেলে ম্যাকমার্ডোকে কিছুক্ষণ দেখল সে, তারপর একটা বদখত গড়নের বিভলভার বের করে বলল, 'এই যে ছোকরা, ভাল করে দেখে নাও, এটা কিন্তু গুলি ভরা। আমার সঙ্গে কোনোরকম চালাকি করতে গেলে কিন্তু ফল ভাল হবে না আগেই বলে রাখছি। এক গুলিতে কলজে ফুঁড়ে দেব। হুঁশিয়ার!'

'ভারি অদ্ভুত দেখছি আপনার অভ্যর্থনা,' ম্যাকমার্ডোর গলায় আত্মমর্যাদার সুর ফুটে উঠল, 'ফ্রিম্যানের বডিমাস্টারের পক্ষে একজন নতুন ব্রাদারকে এভাবে অভ্যর্থনা জানানো কি খুব সম্মানজনক?'

'ঠিক,' ম্যাকজিন্টি সায় দিয়ে বলল, 'সেটাই তো আপনাকে প্রমাণ করতে হবে, না পারলে ঈশ্বর নিজেও আপনাকে বাঁচাতে পারবেন না। কোন লজে প্রথম নাম লিখিয়েছেন?'

'লজ ২৯, শিকাগো।'

'কবে?'

'২৪শে জুন, ১৮৭২।'

'বডিমাস্টার কে?'

'জেমস এইচ স্কট।'

'জেলাশাসক কে?'

'বার্থোলোমিউ উইলসন।'

'পরীক্ষার জবাব তো বেশ চটপট দিচ্ছেন, তা এখানে কাজকর্ম কি করা হচ্ছে?'

'একটা ছোটোখাটো কাজ করছি, কিন্তু আয় খুব কম।'

'কথার জবাব বেশ চটপট দিতে পারেন দেখছি।'

'ঠিক বলেছেন, কথার জবাব খুব চটপট আমার মুখে এসে যায়।'

'হাত পা-ও এমনই চটপট চালাতে পারেন?'

'কাউন্সিলর, আমায় যারা চেনে ওকথাই বলে।'

'হাতে কলমে শীগগিরই তা যাচাই হয়ে যাবে। এই এলাকার লজ সম্পর্কে কতটুকু জানেন?'

'এটুকু শুনেছি যে, যারা পুরুষ শুধু তারাই লজের ব্রাদার হতে পারে।'

'আপনার বেলায় কথাটা সত্যি খাটে, মিঃ ম্যাকমার্ডো। তা শিকাগো ছাড়লেন কেন?'

'সেকথা আপনাকে বলতে পারব না।'

ভুরু কুঁচকে এতক্ষণ প্রশ্ন করছিল ম্যাকজিন্টি, ম্যাকমার্ডোর জবাব শুনে চোখ খুলে তাকাল সে, এভাবে কারও জবাব শুনতে অভ্যস্ত নয় সে।

'কেন বলতে পারবেন না?'

'কারণ ব্রাদার হয়ে আরেকজন ব্রাদারকে মিথ্যে কথা বলা যায় না।'

'তাহলে সত্যি কথাটা এতই খারাপ যে বলা যায় না?'

'সে আপনি মনে করতে পারেন।'

'কিন্তু মিঃ ম্যাকমার্ডো, নিজের অতীত যে ঢেকে রাখে তাকেও লজে ঢুকতে দিতে পারব না।'

ম্যাকজিন্টির এ কথায় ভাবনায় পড়ল ম্যাকমার্ডো। একটু ভেবে পকেট থেকে একটা বহুদিনের পুরোনো খবরের কাগজের কাটিং বের করে সে বলল, 'এই দেখুন, কিন্তু ব্যাপারটা ফাঁস করে দেবেন না তো?''

'ওভাবে কথা বললে একটি থাপ্পড় মারব আপনার গালে।' রাগ চাপতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকজিন্টি।

'মাফ করবেন, কাউন্সিলর,' নিমেষে নিজেকে সামলে নিল ম্যাকমার্ডো, 'কথাটা বলা আমার উচিত হয়নি। জানি আপনার কাছে আমি নিরাপদ। এই কাটিংটা দয়া করে পড়ে দেখুন।'

কাগজের সেই কাটিং-এ চোখ বোলাল ম্যাকজিন্টি, মানুষ খুনের খবর। ১৮৭৪ এ বছরের প্রথম সপ্তাহে শিকাগোর মার্কেট স্ট্রিটের লেক সেলুনে জোনাস পিন্টো নামে একটি লোককে গুলি করে খুন করার খবর।

'আপনার কাজ?' কাটিংটা ফিরিয়ে দিয়ে জানতে চাইল ম্যাকজিন্টি। ঘাড় নেড়ে স্বীকার করল ম্যাকমার্ডো। 'কেন খুন করলেন?'

'স্যাম কাক্ ডলার ছাপাত, আমি সেকাজে ওকে সাহায্য করতাম। আমার ছাপানো মাল ওর মত সেরা না হলেও দেখতে হয়েছিল একরকম, আর ছাপাতে খরচও হয়েছিল খুব কম। জোনাস পিন্টো নামে এই লোকটা আমার ছাপানো মাল বাজারে ছাড়তে গোড়ায় মদত দিয়েছিল, তারপর ফাঁসিয়ে দেবে বলে হুমকি দিল। শেষ পর্যন্ত সত্যিই ফাঁসিয়ে দিত কিনা জানি না, তবু আমি ঝুঁকি নিলাম না। এক গুলিতে ওকে খতম করে চলে এলাম এই লোহার আর কয়লার এলাকায়।'

'এত জায়গা থাকতে বেছে বেছে এখানেই এলেন কেন?'

'এলাম কারণ খবরের কাগজে পড়েছিলাম এই এলাকায় সরকারি নজরদারি তেমন নেই, যে কাজ আমি করেছি তা নিয়ে কেউ এখানে বড় একটা মাথা ঘামায় না।'

ম্যাকজিন্টি কৌতুক বোধ করে এবার হেসে বলল, 'ছিলেন জালিয়াত, তারপর হলেন খুনী। তারপর আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা জানাব বলে এসে জুটেছেন এখানে?'

'তা ব্যাপারটা অনেকটা সেইরকমই বটে।'

'হুম, মনে হচ্ছে আপনার উন্নতি হবে। তা আগের মত এখনও ডলার ছাপাতে পারবেন?'

'এগুলো যাচাই করে নিন,' পকেট থেকে ছ'টা ডলার বের করে ম্যাকজিন্টির হাতে দিল ম্যাকমার্ডো, 'এগুলো ওয়াশিংটনের টাকশালে ছাপানো হয়নি।'

'আরে করেছেন কি?' গরিলার মত বিশাল লোমশ হাতে ডলারগুলো নিয়ে আলোর সামনে এনে খুঁটিয়ে দেখল ম্যাকজিন্টি, তারপর খুশিখুশি গলায় বলল, 'কে বলবে এগুলো জাল, আমার চোখে তো আসল মাল বলেই মনে হচ্ছে! নাঃ, ব্রাদার, আপনি দেখছি সত্যিই খুব কাজের লোক। তা বন্ধু ম্যাকমার্ডো, আমাদের দলে দু'একজন খারাপ লোক থাকলে কিছু যায় আসে না। কারণ এমন সময়ও আসে যখন আমাদের নিজেদের ভূমিকায় নামতে হয়। যারা আমাদের কোণঠাসা করতে চায় তাদের এক্ষুণি ঠেলে সরিয়ে যদি রাস্তা সাফ না করি তো আমাদেরই দেওয়ালে সেঁটে যেতে হবে।'

'তো সেই সাফ করাব কাজে আমি আর সবার সঙ্গে কাঁধ দেব বৈকি।'

'আপনার নার্ভ দেখছি বেশ শক্ত,' ম্যাকজিন্টি হাতে ধরা রিভলভারটা ইশারায় দেখাল, 'এটা আপনার দিকে তাক করেছি দেখেও আপনি ঘাবড়ে যাননি!'

'আপনি তাক করলে কি হবে, ওতে আমার জানের ভয় আদৌ ছিল না।' বলল ম্যাকমার্ডো।

'কার জানের ভয় ছিল শুনি?'

'আপনার, কাউন্সিলব,' বলে পকেট থেকে ট্রিগার তোলা পিস্তলটা টেনে বের করল ম্যাকমার্ডো, 'গোড়া থেকেই নলটা ফেরানো ছিল আপনার দিকে। আপনি গুলি ছুঁড়লে আমিও ছুঁড়তাম!'

ভীষণ রেগে উঠেই ম্যাকজিন্টি হো হো করে হেসে উঠল, 'নাঃ, আপনার বুকের পাটা তো কম নয় দেখছি। আপনার মত ব্রাদারকে পেয়ে লজের গৌরব সত্যিই বাড়বে। এই যে, এখানে কেন ঢুকেছো, কি চাই তোমার? ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাদা কথা বলার জন্য পাঁচটা মিনিটও সময় দেবে না তোমরা? কি হয়েছে কি?'

'দুঃখিত কাউন্সিলর,' মদ পরিবেশক ছোকরাটি অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'মিঃ টেড বলড়ুইন এসেছেন, বলছেন এক্ষুণি দেখা করতে চান।'

ছোকরাটি বাইরে যাবার আগেই তাকে ঠেলে বাইরে বের করিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকল টেড বলড়ুইন স্বয়ং। দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াতেই সে দেখতে পেল ম্যাকমার্ডোকে, দু'চোখের চাউনিতে তাকে পুড়িয়ে ছাই করতে করতে সে বলে উঠল, 'এই যে, আগেভাগেই এসে গেছেন দেখছি। কাউন্সিলর, এই লোকটার সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলার ছিল।'

'বেশ তো, কিছু বলার থাকলে আমার সামনেই বলে ফেলুন।'

'আপনার কথামত আমায় চলতে হবে নাকি?' গলা সামান্য চড়িয়ে বলড়ুইন বলল, 'আমি নিজের সময়মত আমার ইচ্ছেমতন বলব।'

'না, এসব একদম চলবে না!' মদের পিপে থেকে নামতে নামতে ম্যাকজিন্টি বলল, 'বলড়ুইন, আমরা একজন নতুন ব্রাদার পেয়েছি, ওঁর সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে ভাল দেখাচ্ছে না। এসো। দু'জনে হাতে হাত মিলিয়ে যা কিছু বিরোধ সব মিটিয়ে নাও।'

'না। ওর সঙ্গে মিটমাটের কোনও প্রশ্নই আসে না।' রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে বলল টেড বলড়ুইন।

'উনি যদি ভাবেন আমি ওঁর প্রতি অন্যায় করেছি তাহলে লড়াই করতে রাজি আছি,' বলল ম্যাকমার্ডো, 'উনি চাইলে ঘুষির লড়াই লড়ব, তাতে মন না উঠলে উনি যেভাবে বলবেন সেইভাবে লড়ার জন্য আমি তৈরি আছি। এবার আমি ব্যাপারটা আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি, কাউন্সিলর, বডিমাস্টার হিসেবে আপনি নিজেই বিচার করুন।'

'ঝগড়ার কারণটা কি নিয়ে?' জানতে চাইল ম্যাকজিন্টি।

'একজন যুবতী,' ম্যাকমার্ডো বলল।

'তাঁর পছন্দ অপছন্দের ওপর কারও কিছু বলার নেই।'

'তাই নাকি?' রাগে ঘর কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল বলড়ুইন।

'ব্যাপারটা যখন লজের দু'জন ব্রাদারের মধ্যে,' ম্যাকজিন্টি বলল, 'তখন আমি বলব তাই।'

'তাহলে এই আপনার বিচার?'

'হ্যাঁ, টেড বলড়ুইন।' শয়তানি মাখানো চাউনি মেলে তাকে দেখতে দেখতে ম্যাকজিন্টি বলল, 'কেন, তুমি আমার বিচারের ওপর আপত্তি তুলবে?'

'জ্যাক ম্যাকজিন্টি, যাকে আগে কখনও দেখেননি তার মুখের দিকে তাকিয়ে যে গত পাঁচ বছর আপনার সঙ্গে কাটিয়েছে তাকে এককথায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন? মনে রাখবেন, আপনি আজীবন বডিমাস্টার থাকবেন না। এরপর যখন ভোট নেওয়া হবে, তখন —'

টেড বলডুইনের কথা শেষ হবার আগেই ম্যাকজিন্টি তার টুঁটি চেপে একটা পিপের ওপর ছুঁড়ে মারল। ম্যাকমার্ডো সময়মত ধরে না ফেললে ম্যাকজিন্টি ঠিক গলা টিপে খুন করত তাকে।

'শান্ত হোন, কাউন্সিলর। ঈশ্বরের দোহাই শান্ত হোন!' বলতে বলতে ম্যাকমার্ডো সরিয়ে নিয়ে এল ম্যাকজিন্টিকে।

টলতে টলতে মদের পিপের ওপর উঠে বসল টেড বলডুইন, তখনও সে হাঁপাচ্ছে, প্রচণ্ড ভয় আর উত্তেজনায় গোটা শরীর কাঁপছে থরথর করে, সীমাহীন আতংকে ফর্সা মুখখানা তার কালচে দেখাচ্ছে।

'তোমার বাড় বড্ড বেড়েছে তা অনেকদিন ধরে লক্ষ্য করছি আমি, টেড বলডুইন,' ম্যাকজিন্টি মেঘ ডাকা গলায় বলল, 'আমাকে ভোটে হারিয়ে তোমার বডিমাস্টার হবার সাধ হয়েছে। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নেবে লজ। কিন্তু আমি যতদিন চীফ আছি, ততদিন কেউ আমার মুখের ওপর কথা বলবে বা আমার বিচার নিয়ে বাঁকা মন্তব্য করবে তা আমি হতে দেব না।'

'আপনার বিরুদ্ধে আমার বলার কিছুই নেই,' গলায় হাত বোলাতে বোলাতে আমতা আমতা করে বলল টেড বলডুইন।

'খুব ভাল,' নিমেষের মধ্যে ম্যাকজিন্টি আবার আমুদে গলায় বলল, 'তাহলে সব মিটে গেল। আবার আমরা আগের মত বন্ধু হলাম।'

কথা শেষ করে শেলফ থেকে শ্যাম্পেনের বোতল আর তিনটে বড় গ্লাস নামাল ম্যাকজিন্টি, ছিপি খুলে গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালতে ঢালতে বলল, 'এসো, সত্যের ঝগড়া মিটিয়ে নেবার নামে শ্যাম্পেন খাওয়া যাক। জানো তো, এরপর আর আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া রাখতে নেই। এসো, টেড বলডুইন, তোমার বাঁ হাত আমার কণ্ঠায় রাখো। এবার বলো, এত রেগে উঠেছো কেন?'

'আকাশে বড্ড মেঘ জমেছিল,' বলল টেড বলডুইন।

'কিন্তু মেঘ তো এবার চিরদিনের জন্য কেটে যাবে।

'শপথ নিলাম তাই হবে।'

এক সঙ্গে শ্যাম্পেন পান করল ম্যাকজিন্টি, ম্যাকমার্ডো আর টেড বলড়ুইন, তারপর ম্যাকমার্ডো আর বলড়ুইন আবার শ্যাম্পেন পান করল।

'ব্যস', হাতে হাত ঘষে উল্লাসভরা গলায় বলল ম্যাকজিন্টি, 'সব শত্রুতার অবসান হল। ব্রাদার ম্যাকমার্ডো আজ থেকে লজের সবরকম শৃংখলা মেনে তোমায় চলতে হবে। কাউন্সিলর যেন এই ব্যাপারের আর জের টানতে যেয়ো না। টানতে গেলে কঠোর সাজা পেতে হবে তা বলড়ুইন যেমন জানে তেমনই তুমিও মনে রেখো।'

'আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন, কাউন্সিলর,' ম্যাকমার্ডো বলল, 'শরীরে আইরিশ রক্ত আছে কিনা, তাই মাথায় যেমন হঠাৎ খুন চাপে তেমনই আবার চটপট ঠাণ্ডা হয়ে যাই, রাগ ভুলে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব পাতাই দুশমনের সঙ্গে। কথা দিচ্ছি ওর ওপর আমার আর রাগ নেই।' বলে হাত বাড়িয়ে দিল ম্যাকমার্ডো। বসের সামনে বলডুইন বাধ্য হয়েই সে হাতে হাত মেলাল, কিন্তু তার চোখের চাউনি দেখে বোঝা গেল ম্যাকমার্ডোর ওপর রাগ তার আদৌ যায়নি।

'আমার দু'জন ব্রাদারের মাঝখানে এসে জুটেছে একটা মেয়ে,' দু'জনের কাঁধে চাপড় মারল ম্যাকজিন্টি, 'যত ঝামেলা বাঁধায় এরাই। কিন্তু যে ঝামেলা সে বাঁধিয়েছে সেটা মেটানো বডিমাস্টারের কম্মো নয়, ও নিজেই তার জট ছাড়াক। ব্রাদার ম্যাকমার্ডো, শিকাগোর নিয়মকানুন কিন্তু আমাদের এখানে চলে না। আমরা আমাদের নিজেদের নিয়মকানুন মেনে চলি। শনিবার রাতে আমাদের সভা বসে, ঐদিন এসে লজ ৩৪১-এ তোমার নাম লিখিয়ে নিও। তাহলেই ভারমিসা উপত্যকায় আমরা তোমাকে ফ্রিম্যান করে নেব।'

তিন
লজ ৩৪১, ভারমিসা

ম্যাকমার্ডো এট্টিকে দেওয়া তার কথামতই কাজ করল—এসব উত্তেজনাকর ঘটনা যে সন্ধ্যায় ঘটল তার পরদিনই সকালবেলা তাদের বোর্ডিং ছেড়ে দিল, শহরের শেষপ্রান্তে মিসেস ম্যাকনামার নামে এক আইরিশ বিধবার বাড়িতে ঠাঁই নিল। ট্রেনে আসার আগে মাইক স্ক্যানলান নামে যে লোকটির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল ক'দিন বাদে সেও এসে জুটল সেখানে। বাড়িতে তারা দু'জন ছাড়া তৃতীয় কোনও বোর্ডার নেই ফলে ম্যাকমার্ডোর সুবিধাই হল, খোলাখুলি ভাবে কথা বলতে পারে দু'জনে, কেউ তাদের কথাবার্তা আড়ি পেতে শোনে না। বাড়িওয়ালি নিজে আইরিশ, উদারমনা, ভাড়াটেদের কথাবার্তা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামান না। আগের আস্তানা ছেড়ে আসার সময় এট্টির বাবা জ্যাকব শ্যাফটার ম্যাকমার্ডোকে বারবার বলেছে উপায় নেই বলেই সে ম্যাকমার্ডোকে চলে যাবার কথা বলতে বাধ্য হয়েছে। তবে কখনও খিদে পেলে যে কোন সময় এসে তার বোর্ডিং-এ খাওয়া দাওয়া করে যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থার ফলে ম্যাকমার্ডোর সুবিধাই হয়েছে, খেতে আসার ছুতোয় জ্যাকব শ্যাফটারের বোর্ডিং-এ গিয়ে খাওয়া আর সেইসঙ্গে এট্টির সঙ্গে মেলামেশা, দুটো উদ্দেশ্যই তার সিদ্ধ হচ্ছে। দিন যত যাচ্ছে ততই ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে দু'জনের মধ্যে।

অন্যদিকে নতুন আস্তানায় এসে ডলার জাল করার কাজ নতুন করে আবার শুরু করেছে ম্যাকমার্ডো। নিজের শোবার ঘরে বসে গভীর রাতে সবার চোখ এড়িয়ে জাল ডলারের ছাঁচ বের করে নতুন করে কাজে নেমেছে সে। লজের ব্রাদাররা নানা ছুতোয় মাঝেমাঝে আসে সেখানে, জাল টাকার নমুনা কিছু কিছু করে পকেটে পুরে যে পথে এসেছিল সেই পথে চলে যায়, টের পায় না কাকপক্ষিটিও। ম্যাকমার্ডোর তৈরি সেসব জাল ডলার বাজারে চালাতে তাদের কোনও অসুবিধা হয় না। এত ভাল আর নিখুঁত নোট জাল করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ম্যাকমার্ডো কেন একটা বাজে চাকরি করতে রোজ সারাদিন কাটিয়ে দেয়, এই প্রশ্নের উত্তর অনেক ভেবেও পায় না তারা। তবে ম্যাকমার্ডো নিজে এই প্রশ্নের জবাবে সাফ বলে দেয় ঐসব বাজে কাজ নিয়ে পড়ে না থাকলে পুলিশের নজর শীগগিরই এসে পড়বে তার ওপর।

কিন্তু এভাবে হুঁশিয়ার হবার পরেও, পুলিশ লাগল তার পেছনে। তবে ম্যাকমার্ডোর কপাল সত্যিই ভাল, এর ফলে তার ক্ষতির বদলে লাভই হয়েছে। অফিস থেকে ফিরে এট্টির কাছে না গেলে বেশিরভাগ দিনই ম্যাকমার্ডো চলে আসে ম্যাকজিন্টির সেলুনে। ঘটনাটা একদিন সেখানেই ঘটল।

সেদিন সন্ধ্যের পরে লজের ব্রাদাররা সবাই এসে জুটেছে, ম্যাকজিন্টির সেলুনে পা ফেলার জায়গা নেই। আচমকা দরজা খুলে একটি লোক ঢুকে পড়ল ভেতরে। লোকটির পরনে কোল অ্যাণ্ড আয়রণ পুলিশের হালকা নীল উর্দি, থানার অফিসারের টুপি। স্থানীয় পুলিশ শহরে গুণ্ডামি, দাঙ্গাবাজি সমেত সবরকম অপরাধ দমনে ব্যর্থ হয়েছে দেখে কয়লা খনি আর লোহার কারখানার মালিকেরা একজোট হয়ে পয়সা খরচ করে গড়ে তুলেছে এই বিশেষ পুলিশবাহিনী —'কোল অ্যাণ্ড আয়রণ পুলিশ'। নিরাপত্তা রক্ষা করতে স্থানীয় পুলিশকে সহায়তা করাই তাদের কাজ; স্কাউরার্সদের অপরাধমূলক কাজকর্মের ফলে গোটা জেলায় যে আতংক ছড়িয়েছে তা দূর করার সংকল্প নিয়েছে এই বিশেষ পুলিশবাহিনী। এতক্ষণ সেলুনের ভেতর ব্রাদাররা সবাই যে যার মত কথাবার্তা বলছিল। লোকটিকে ঢুকতে দেখেই চুপ মেরে গেল তারা। বিচলিত হল না দু'জন, তাদের একজন ম্যাকজিন্টি স্বয়ং। মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে পুলিশের মুখ বন্ধ রাখে সে, তার ওপর সে

স্থানীয় কাউন্সিলর। তাই একজন পুলিশ অফিসারকে ঢুকতে দেখে সে এতটুকু বিচলিত হল না। অন্যজন ম্যাকমার্ডো, কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আপন মনে মদের গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল সে।

ভিড় ঠেলে সেই পুলিশ অফিসার এসে দাঁড়াল কাউন্টারে; ম্যাকজিন্টিকে বলল, 'কাউন্সিলর, আগে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না। যাক গে, ঠাণ্ডাটা হাড়ে গিয়ে ঠেকছে, সোডা ছাড়া একটা নিট হুইস্কি দিন তো দেখি।'

'আপনিই এখানকার নতুন ক্যাপ্টেন?' জানতে চাইল ম্যাকজিন্টি। 'ঠিক ধরেছেন কাউন্সিলর। আমি ক্যাপ্টেন মার্ভিন, কোল অ্যাণ্ড আয়রণ পুলিশের ক্যাপ্টেন মার্ভিন। শহরের শান্তি বজায় রাখতে আর আইনশৃংখলা রক্ষার কাজে আপনার মত সমাজের মাথা আর জনগণের প্রতিনিধিদের সাহায্য চাই।'

'আলাপ হয়ে খুশি হলাম, ক্যাপ্টেন,' ভদ্র সংযত ভাষায় ঠাণ্ডা গলায় বলল ম্যাকজিন্টি, 'তবে কথাটা তুললেন বলেই বলছি, আপনাদের বাদ দিয়েই এই শহরের শান্তিশৃংখলা রক্ষা করতে স্থানীয় পুলিশকে কোনরকম বেগ পেতে হত না। আমাদের নিজেদের পুলিশ যেখানে শহরে আছে সেখানে বাইরে থেকে আপনাদের মত আমদানি করা পুলিশের দরকার নেই, এই হল আমার মত। শান্তি রক্ষার নামে যারা আপনাদের ভাড়া করে এনেছে তাদের মদত জোগাতে আপনারা এখানকার গরীব মানুষদের পিটিয়ে নয়ত গুলি ছুঁড়ে দিনের পর দিন খতম করছেন। এই তো আপনাদের শান্তি রক্ষার নমুনা।'

'সে আপনি বলতে চাইছেন যখন বলুন কাউন্সিলর, এ নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে কোনওরকম তর্ক করব না,' হাসিমাখা গলায় বলল ক্যাপ্টেন মার্ভিন, 'চোখে যেমন দেখছি ঠিক সেইভাবে কর্তব্য পালন করব এ আমরা সবাই চাই, কিন্তু আমাদের সবার দেখা তো একরকম নয়। তাছাড়া আমাদের দেখার বাইরেও অনেক কিছু ঘটে।' বলে খালি গ্লাস কাউন্টারে রেখে ক্যাপ্টেন মার্ভিন ঘুরে দাঁড়াতে যাবে এমন সময় ম্যাকমার্ডোকে তার চোখে পড়ল। কাউন্টারে কনুইয়ে ভর দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে এতক্ষণ সব শুনছিল সে।

'আরে এই তো!' তীক্ষ্ণ চোখে তার মাথা থেকে পা একঝলক দেখে নিয়ে ক্যাপ্টেন মার্ভিন বলে উঠল, 'এই তো একজন চেনা মুখ বেরিয়ে গেল, পুরোনো মাল।'

কয়েক পা সরে এসে ম্যাকমার্ডো বলল, 'ভুল করছেন, আপনি বা আপনার মত সেপাইদের সর্দারের সঙ্গে জীবনেও আমি বন্ধুত্ব পাতাইনি।'

'চেনা হলেই যে বন্ধু হবে তা তো বলিনি।' দাঁত বের করে হাসল ক্যাপ্টেন মার্ভিন, 'আপনি যে শিকাগোর জ্যাক ম্যাকমার্ডো তা তো অস্বীকার করতে পারবেন না।'

'অস্বীকার করতে যাবই বা কেন, বলতে পারেন?' গলা সামান্য চড়াল ম্যাকমার্ডো, নিজের নাম বলতে লজ্জা পাব এমন কোনও কাজ যখন জীবনে করিনি।'

'কে জানে, লজ্জা পাবার মত কারণ থাকতেও তো পারে।'

'আপনার সাহস তো কম নয় অফিসার!' গ্লাস রেখে দু'হাতে মুঠি পাকিয়ে গর্জে উঠল, 'মদ খেতে এসে অচেনা লোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া পাকাচ্ছেন? কি পেয়েছেন কি শুনি! আপনার মতলবখানা কি?'

'আস্তে জ্যাক, অমন চেঁচিও না,' তাকে শান্ত করতে মার্ভিন হাত তুলে বললেন, 'গলা বাজি করে আমার সঙ্গে সুবিধে হবে ভেবো না। এই নচ্ছার কয়লার গাদায় আসার আগে শিকাগো পুলিশে বহুদিন অফিসার ছিলাম তাই শিকাগোর কোনও পুরানো বদমাশকে দেখলে চিনতে আমার ভুল হয় না।'

শুনে এবার সত্যিই দারুণ ধাক্কা খেল ম্যাকমার্ডো। কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বলল, 'মার্ভিন! আপনি কি শিকাগো সেন্ট্রালের সেই ক্যাপ্টেন মার্ভিন?'

'চিনতে পেরেছো তাহলে? হ্যাঁ, আমি সেই টেডি মার্ভিন, অ্যাদ্দিন বাদে আবার তোমার সেবা করতে এখানে ফিরে এসেছি। ভাল কথা জ্যাক, চিনতে যখন পেরেছো তখন বলে রাখি শিকাগোতে তোমার জোনাস পিন্টোকে গুলি করে খুন করার ব্যাপারটা আমরা কিন্তু এখনও ভুলিনি।'

'আমি মোটেও গুলি করে ওকে খুন করিনি।'

'করোনি নাকি? কোনও দলে নেই এমন সাক্ষি হিসেবে বেড়ে বলেছো কথাটা। তবু বলছি জ্যাক, পিন্টো খুন হয়ে তোমার ভালই হয়েছে, নয়ত ডলার জাল করার দায়ে জেলে যেতে হত। যাক পুরোনো ব্যাপার নিয়ে আর সময় নষ্ট করতে চাই না। তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হাতে নেই বলে পুলিশ তোমার নামে কেস দিতে পারেনি। তাই শিকাগোয় ফিরে যাবার দরজা তোমার জন্য খোলা আছে, মনে রেখো।'

'থাক ঢের হয়েছে, আপনি এবার নিজের কাজে যান। আমি এখানেই ভাল আছি।

'বেশ তোমার যেখানে ইচ্ছে, সেখানেই থাকো। তবে এও মনে রেখো যতদিন ভাল ছেলে হয়ে চলবে সে ক'দিন চুপ করেই থাকব। কিন্তু আবার বজ্জাতি শুরু করেছো জানতে পারলে কিন্তু চুপ করে থাকব না। সেই মতন চলাফেরা কোর। যাচ্ছি তাহলে। গুডনাইট! কাউন্সিলর, আপনাকেও গুডনাইট।' বলে বড় পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন মার্ভিন। সে বেরিয়ে যেতেই ম্যাকমার্ডোকে ছেঁকে ধরল সবাই। এর আগে শিকাগোয় যা করেছে সেসব বড় গলায় কখনও জাহির করেনি সে। নিখুঁতভাবে ডলার জাল করতে পারে লজের বেশির ভাগ ব্রাদার তার সম্পর্কে এইটুকুই জানে। কিন্তু আজ একজন স্থানীয় পুলিশ অফিসারের মুখ থেকে তার মানুষ খুন করার কাহিনী শুনে চমকে উঠল সবাই, ম্যাকমার্ডো সেই পুলিশ অফিসারের কথার বদলে মুখের মত জবাব দেওয়ায় ব্রাদারদের মধ্যে তার ইজ্জতও গেল বেড়ে। সবাই মদ গিলে ম্যাকমার্ডোকে মাথায় তুলে নাচতে লাগল। ম্যাকমার্ডো নিজে যতই মদ খাক না কেন, তার চলাফেরা কথাবার্তা দেখে কেউ কিছু বুঝতে পারত না। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে ফেলল সে নিজেই। স্ক্যানলান নিজে হাত ধরে টেনে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে না গেলে সারা রাত সেই সেলুনেই হৈচৈ করে কাটিয়ে দিত ম্যাকমার্ডো।

এল শনিবারের রাত। সদস্যদের সবার সঙ্গে ম্যাকমার্ডোর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। বড় হলঘরে টানা লম্বা টেবিল ঘিরে বসল প্রায় ষাটজন সদস্য, পাশে আরেকটা টেবিলে রাখা হল বোতল ভর্তি মদ আর খালি গ্লাস। গোটা ভারমিসা উপত্যকায় আরও বহু লজ ছড়িয়ে আছে, দু'পাশের পাহাড় পেরোলে আছে আরও। গোটা কয়লা জেলায় এসব লজের সদস্য সংখ্যা পাঁচশোর বেশি ছাড়া কম নয়।

লম্বা টেবিলের মাথায় বসেছে ম্যাকজিন্টি, তার দু'পাশে লজের বয়স্ক উচ্চপদস্থ সদস্যরা, এদের মধ্যে টেড বলডুইনও আছে। ম্যাকজিন্টি মাথায় পরেছে কালো ভেলভেটের টুপি, কাঁধের ওপর বেগুনি চাদর। শয়তান পুজোর পুরুত বলে মনে হচ্ছে তাকে। বয়স্ক সদস্যরাও সবাই যার যার পদমর্যাদা অনুযায়ী চাদর জড়িয়েছে গায়ে, কেউবা ফিতে আঁটা মেডেল ঝুলিয়েছে গলায়। বয়স্কদের বাদ দিলে কমবয়সী বাকি সদস্যদের বয়স আঠারো থেকে পঁচিশ, তার বেশি নয়। বয়স কম হলে কি হবে এরই মধ্যে মানুষ খুনের নেশায় মেতে উঠেছে এরা।

যথাসময়ে শুরু হল ম্যাকমার্ডোর কঠোর অগ্নিপরীক্ষা, কিন্তু সেটা কি ধরনের হবে তা কেউ তাকে বলল না। পাশের ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছিল তাকে, বডিমাস্টারের হুকুমে তার দু'হাত বেঁধে ফেলা হল, মাথায় একটা কালো টুপি এমনভাবে বসিয়ে দেওয়া হল যাতে কিছুই দেখতে না পায় সে। এরপর তাকে হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে আসা হল। 'জন ম্যাকমার্ডো,' ম্যাকজিন্টির গলা শুনতে পেল ম্যাকমার্ডো, 'তুমি কি আগেই এনসেন্ট অর্ডার অফ ফ্রিমেন সংঘের সদস্য হয়েছো?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল ম্যাকমার্ডো।

'তুমি শিকাগোর ২৯ নম্বর লজের সদস্য?'

ঘাড় নেড়ে একই ভাবে সায় দিল সে।

'আঁধার রাত, ভারি গুমোট।' সংকেত বাক্য বলল ম্যাকজিন্টি।

'অচেনা যাত্রির কাছে।' পাল্টা সংকেত বাক্য বলল ম্যাকমার্ডো।

'আকাশ ভর্তি মেঘ।'

'ঝড় উঠবে, তাই।'

'ব্রাদাররা বলো, সবাই খুশি তো?' হেঁকে উঠল ম্যাকজিন্টি।

সমবেত চাপা গলায় আওয়াজ শুনে ম্যাকমার্ডো টের পেল সবাই খুশি হয়েছে।

'ব্রাদার ম্যাকমার্ডো,' ম্যাকজিন্টি বলল, 'তুমি যে আমাদেরই একজন তা প্রমাণ হল। এবার মন দিয়ে শোন, নতুন সদস্য নেবার সময় কিছু নিময়কানুন আমাদের মানতে হয়। আমাদের নিজেদের কয়েকটা পরীক্ষা পদ্ধতি আছে, তুমি তাদের মুখোমুখি হবার জন্য মনের দিক থেকে তৈরি আছো?'

'নিশ্চয়ই।'

'তুমি সাহসী তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'এক পা সামনে এগিয়ে তাব প্রমাণ দাও।' ম্যাকজিন্টিব কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকমার্ডো চোখ বাঁধা অবস্থাতেই টের পেল তাব দুচোখের ওপব সূঁচের মত কোনও অস্ত্র এমনভাবে কেউ চেপে রেখেছে যাতে এক পা বাড়ালেই সে দুটো চুপি ফুঁড়ে গেঁথে যাবে তার দু'চোখে। কিন্তু এতটুকু ভয় না পেয়ে পা বাড়াল সে, সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখেব ওপর থেকে সেই সূঁচেব চাপ সবে গেল। ব্রাদারদের সমবেত গলায় প্রশংসা আবার তাব কানে এল।

'না, ওর সত্যিই সাহস আছে,' বলে উঠল ম্যাকজিন্টি, 'ব্রাদার ম্যাকমার্ডো, তুমি প্রচণ্ড যন্ত্রণা সইতে পারো?'

'নিশ্চযই,' আগের মত একই জবাব দিল সে। 'তোমরা দ্যাখো ও সত্যিই সইতে পারে কিনা,' এটুকু শুধু শুনতে পেল ম্যাকমার্ডো, তারপরেই পেছন থেকে অনেকগুলো হাত জোরে চেপে ধরল তাকে, সেইসঙ্গে পুড়ে যাবার প্রচণ্ড যন্ত্রণা বাঁ হাতে অনুভব করল সে, টের পেল জ্বলন্ত কয়লা বা কোনও ধাতুর টুকবো কেউ চেপে বেখেছে সেখানে। বুকফাটা আর্তনাদ ঠোঁট কামড়ে বহু কষ্টে চেপে বাখল ম্যাকমার্ডো, বলল, 'এর চেয়েও যন্ত্রণা সইতে পাবি আমি।'

এর আগে চাপাগলায় সমবেত প্রশংসা তার কানে এসেছে, এবাব সবাই ঘর কাঁপিয়ে হাততালি দিয়ে বাহবা জানাল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে খুলে নেওয়া হল তার দুহাতের বাঁধন আর মাথার টুপি।

বাঁ হাতের দিকে চোখ পড়তে চমকে শিউরে উঠল সে, দেখল সেখানকাব চামড়ার ওপর দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বৃত্তের মাঝখানে ছোট ত্রিভুজচিহ্ন। পলকে তার মনে পড়ল এই ছাপ দেখেছিল সে টেড বলড়ুইনের হাতে। সামনে দাঁড়ানো অন্যান্য সদস্যরাও তাদের আস্তিন গুটিয়ে একই চিহ্ন দেখাল তাকে।

'সবশেষে একটা কথা তোমায় মনে করিযে দিই ব্রাদাব ম্যাকমার্ডো,' ম্যাকজিন্টি বলে উঠল, 'লজ আর তার বডিমাস্টারের প্রতি অনুগত না থাকলে বা তার গোপনীযতা বাইরে ঘুণাক্ষরে ফাঁস করলে তোমায় মৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, তা আশা করি জানো?'

'হ্যাঁ, জানি।'

'বডিমাস্টারেব নির্দেশ সবসময় মেনে চলবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে আমি বডিমাস্টার ম্যাকজিন্টি ভারমিসায় ৩৪১ নম্বর লজে সদস্য হিসেবে যোগ দিতে তোমায় স্বাগত জানাচ্ছি। এখন থেকে লজের সব সুযোগসুবিধা আর বিতর্কে অংশ নেবার অধিকার তুমি অর্জন করলে। ব্রাদার স্ক্যানলান, নতুন ব্রাদারের স্বাস্থ্যপান উপলক্ষে এবার মদ পরিবেশন করো।'

মদ পরিবেশন হল, নতুন ব্রাদারের স্বাস্থ্যপান করতে সবাই সে মদ খেল। এরপর শুরু হল সভার কাজ।

'এবার তাহলে সভার কাজ করছি,' বলল ম্যাকজিন্টি, কাগজপত্র ঘেঁটে বলল, 'প্রথমে একটা চিঠি পড়ে শোনাচ্ছি। চিঠি লিখেছে মার্টন কাউন্টির লজ নম্বর ২৪৯-এর ডিভিশনাল মাস্টার উইণ্ডল, জে ডব্লিউ উইণ্ডল। পড়ছি চিঠিখানা, শোন সবাই ঃ—

'মাননীয় মহাশয়,

এখানে রি অ্যাণ্ড স্টারম্যাশ কয়লাখনির মালিক অ্যান্ড্রু রি-কে খতম করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আগে আমাদের লজের দু'জন ব্রাদার গিয়ে আপনার এলাকায় একটা কাজ সেরে এসেছিল আশা করি মনে আছে — সেই পাহারাদারের ব্যাপারটা? এবার আপনাদের সেই উপকার শোধ করার পালা। আপনার লজের দু'জন সেরা লোক পাঠাবেন। আমাদের লজের কোষাধ্যক্ষ হিগিনসের ঠিকানা আছে আপনার কাছে, তার কাছে ওদের পাঠাবেন। কোথায় কিভাবে কাজ সারতে হবে তা হিগিনস ওদের বলে দেবে।

আপনার বিশ্বস্ত জে ডব্লিউ উইণ্ডল, ডি এম এ ও. এফ।'

'কাজের লোক চাইতে উইণ্ডল এখানে পাঠিয়েছে,' বলল ম্যাকজিন্টি, এবার নিষ্ঠুর চোখে তাকাল ঘরভর্তি সদস্যদের দিকে, 'কে কে যেতে রাজি হাত তোল।'

তার কথা শুনে কয়েকজন কমবয়সী ছোকরা হাত তুলল। ঠোঁটে আমি ফুটিয়ে ম্যাকজিন্টি বলল, 'টাইগার কোরম্যাক, তোমার একা গেলেই হত, কিন্তু ওরা দু'জন লোক চেয়েছে তাই — হ্যাঁ, উইলসন তুমিও যাবে টাইগারের সঙ্গে।'

উইলসনকে দেখেই বোঝা যায় তার তখনও উনিশ পেরোয়নি, বলল, 'কিন্তু আমার তো পিস্তল নেই।'

'এই তোমার পয়লা কাজ, তাই না? তাহলে তো এবার রক্তে তোমার হাত লাল করতেই হবে, ভাল। এই কাজেই সে সুযোগ পাবে, পিস্তলের কথা বলছিলে না? ওটা ঠিক সময় জুটে যাবে তাই ও নিয়ে ভেবো না। পরশু সোমবার ওখানে গিয়ে দেখা করলে তৈরি হবার মত সময় পাবে হাতে হাতে।

'এবারের কাজের জন্য বকশিস পাওয়া যাবে?' জানতে চাইল কোরম্যাক, পশুর মত দেখতে এই যুবকের অমানুষিক হিংস্রতার জন্য নাম হয়েছে টাইগার।

'বকশিস নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর তো কোনও দরকার নেই, কাজ করতে যখন বলা হয়েছে তখন মাথা নিচু করে তা করে যাও। কাজ শেষ করে এলে বাক্স হাতড়ে কিছু ডলার পেলেও পেতে পারো।'

'যে লোকটাকে খতম করতে যাচ্ছি তার অপরাধ?' নির্দোষ গলায় জানতে চাইল উইলসন। 'কি করেছে সে?'

'সে খোঁজ নেবার দরকার তো তোমার নেই,' কড়া গলায় বলে উঠল ম্যাকজিন্টি, 'যে লজ বিচার করেছে তার সাজার ব্যবস্থা ওরাই করেছে। আমাদের শুধু গিয়ে কাজটা সেরে আসতে অনুরোধ করা হয়েছে, একইভাবে মার্টিন লজ থেকে আবার দু'জন আসছে হপ্তায় কাজ সারতে এখানে আসছে।'

'তারা কারা?' আরেকটি সমবয়সী ছোকরা জানতে চাইল।

'যদি বুদ্ধিমান হও তাহলে কখনও এমন প্রশ্ন কোর না। যদি কখনও ধরা পড়ে যাও তাহলে কিছু বলতেও পারবে না। তবে এইটুকু বলতে পারি যারা আসছে তারা রীতিমত ওস্তাদ লোক।'

'পূজনীয় মহাপ্রভু,' উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাকমার্ডো বলল, 'যদি আরও লোকের দরকার পড়ে তো বলুন, লজের মান রাখতে আমিও যাব।'

তার আর্জি শুনে প্রায় কমবয়সী ছোকরারা হাততালি দিয়ে বাহবা জানাল। কিন্তু বয়স্ক সদস্যরা ব্যাপারটা অন্যভাবে নিল, তাদের মনে হল নিজের সাহস দেখিয়ে ছেলে ছোকরাদের মন জয় করে এইভাবে নবাগত সদস্যটি বড্ড তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে চাইছে। সেক্রেটারি হ্যারাওয়ের মন্তব্যে তা স্পষ্ট হল, ম্যাকজিন্টির পাশে বসেছে সে — দেখতে অবিকল শকুনের মত, চিবুকের পাকা দাড়ি ধূসর হয়ে গেছে। ম্যাকমার্ডোর কথা শুনে সে বলল, 'আমার মতে লজ যতক্ষণ পর্যন্ত দায়িত্ব না দিচ্ছে ততক্ষণ ব্রাদার ম্যাকমার্ডোর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা উচিত।'

'ঠিক বলেছেন,' বলল ম্যাকমার্ডো, 'আমিও ঠিক তাই বলতে চাইছি। যখন দায়িত্ব দেবেন জানবেন তখনই আমি তৈরি।'

'তুমি ঠিক সময়মতই দায়িত্ব পাবে, ব্রাদার,' বলল চেয়ারম্যান ম্যাকজিন্টি। তুমি যে কাজ করতে ইচ্ছুক তা আমার নজরে ঠিকই এসেছে, দিলেও নিশ্চয়ই নিখুঁতভাবে সারতে পারবে। আজ রাতেই একটা ছোট কাজ আছে, চাইলে তুমি তাতে অংশ নিতে পারো। ব্যাপারটা পরে বলছি, তার আগে আরও দু'একটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। প্রথমে কোষাধ্যক্ষের কাছে জানতে চাই এই মুহূর্তে আমাদের আর্থিক পরিস্থিতি কেমন, ব্যাংকে আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকাকড়ি কেমন আছে? লজের কাজ করতে গিয়ে মারা গেছে বেচারা জিম, কাজেই তার বিধবা বৌকে কিছু মাসোহারা দেওয়া আমাদের কর্তব্য।'

'জিম কার্নাওয়েজ!' ম্যাকমার্ডোর পাশে বসা ব্রাদারটি চাপা গলায় বলল, 'এই তো গেল মাসে মার্লি ক্রিকের চেস্টার উইলকক্সকে খতম করতে গিয়ে নিজেই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল জিম।'

'আমাদের আর্থিক অবস্থা এই মুহূর্তে ভাল,' কোষাধ্যক্ষ জানাল, 'কোম্পানিগুলো এখন বাধ্য হয়ে আমাদের খুব ভাল চাঁদা দিচ্ছে। ম্যাক্স লিণ্ডার কোম্পানি দিয়েছে পাঁচশো। ওয়াকার ব্রাদার্স দিয়েছিল একশো, আমি না নিয়ে ফেরত পাঠিয়েছি, বলেছি পাঁচশোর কমে নেব না। আসছে বুধবারের মধ্যে পাঁচশো আমাদের হাতে না এলে ওদের কারখানার ওয়াইন্ডিং গিয়ার বিগড়ে যাবে। গেল বছরও ওরা চাঁদা দেওয়া নিয়ে একই রকম ঝামেলা করেছিল, তারপর ব্রেকার পুড়ে যাবার পর বুঝেছিল কাজটা ভাল করেনি, ওয়েস্ট সেকশন ও কয়লাখনি বার্ষিক চাঁদা পাঠিয়ে দিয়েছে। কাজেই এই মুহূর্তে যে কোন ধরনের দায়দায়িত্ব বহন করতে আর্থিক সঙ্গতি আমাদের আছে।'

'আর্চি সুইণ্ডনের খবর কি?' জানতে চাইল একজন ব্রাদার।

'আর্চি সুইণ্ডন তার খনি বেচে পালিয়েছে এই জেলা ছেড়ে,' জানাল কোষাধ্যক্ষ, 'যাবার আগে আমাদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছে একপাল ব্ল্যাকমেলারের চাপ সহ্য করে খনির মালিক হবার চাইতে ওর কাছে নিউইয়র্কে রাস্তার ঝাড়ুদারের কাজ করা ঢের ভাল। খনি বিক্রি করার কাজটা আর্চি এত লুকিয়ে সেরেছে যে কেউ তা টের পায়নি। ও এখান থেকে সব গুছিয়ে পালিয়ে যাবার পরে চিঠিটা আমাদের হাতে এসেছে। বাছাধনের কপাল ভালই বলতে হবে, নয়ত আগে থেকে আভাস পেলে খনি বিক্রির টাকা নিয়ে ওকে আমরা পালাতে দিতাম না। তবে আমার নিজের ধারণা এই এলাকায় ফিরে আসার সাহস আর্চি সুইণ্ডনের আর হবে না।'

চেয়ারম্যানের উল্টোদিকে টেবিলের এককোণে বসা এক বয়স্ক ব্রাদার এবার উঠে দাঁড়াল। লোকটির মুখখানা অতি নরম, দেখলে অতি দয়ালু মনে হয়, তার হৃদয়ে মায়া মমতার অভাব নেই মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায়। তার ভ্রূর গড়ন সুন্দর, গাল নিখুঁতভাবে কামানো, এই নিষ্ঠুর

খুনে বদমাশদের দঙ্গলে সে যেমনই বেমানান, তেমন কিভাবে সে এদের সঙ্গে ভিড়ল তাও প্রশ্ন তোলে মনে।

'মাননীয় কোষাধ্যক্ষ,' লোকটি বলল, 'যে লোকটি আমাদের উৎপাতে এই জেলা ছেড়ে পালিয়ে গেল তার কারবার আর সম্পত্তি কে বা কারা কিনেছে দয়া করে বলবেন?'

'অবশ্যই বলব, ব্রাদার মরিস, কিনেছে স্টেট অ্যাণ্ড মার্টন কাউন্টি রেলরোড কোম্পানি।'

'টডম্যান আর লীড গত বছর একইভাবে তাদের খনি আর সম্পত্তি বেচে পালিয়েছে এই জেলা ছেড়ে তাদের কারবার কিনেছে কে?'

'এ একই কোম্পানি কিনেছে, ব্রাদার মরিস।'

'মানসন, শুম্যান, ভান ডেহের আর অ্যাটউড এসব লোহার কারখানাগুলোও ত যতদূর শুনেছি হালে বিক্রি হয়ে গেছে, ওদের মালিকেরা সবাই যে যার কারখানা, বাড়িঘর বিষয়সম্পত্তি ছেড়ে পালিয়েছে এ এলাকা ছেড়ে। এসব কারখানার নতুন মালিক কে বলতে পারেন, কারা কিনেছে এসব?'

'আপনি যাদের নাম করলেন তাদের সবক'টা কিনেছে ওয়েস্ট গিলমার্টন জেনারেল মাইনিং কোম্পানি।'

'আমি বুঝতে পারছি না ব্রাদার মরিস,' চেয়ারম্যান ম্যাকজিন্টি বলল, 'কারখানা কে বা কারা কিনল তা জেনে আমাদের দরকার কি? ওরা তো আর খনি বা কারখানা এই জেলার বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'শ্রদ্ধেয় প্রভু, আপনার প্রতি সবরকম শ্রদ্ধা বজায় রেখেই বলছি আমাদের অস্তিত্বের স্বার্থেই দরকার আছে। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন শুধু আজ নয়, গত প্রায় দশ বছর ধরে ছোট ব্যবসায়ীরা তাদের কারবার বড় কোম্পানিকে বিক্রি করে, চিরদিনের মত এ জেলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, যাবার আগে নিজেদের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তিও বিক্রি করে দিচ্ছে তারা। মনে রাখবেন এইভাবে ওদের এখানে থেকে চলে যাবার মূলে কিন্তু আছি আমরাই। আমাদেরই ভয়ে ওরা এ জায়গা ছেড়ে একে একে চলে যাচ্ছে। ওরা আমাদের ভয়ে এতদিন তটস্থ থেকেছে, আমাদের প্রত্যেকটি দাবি মিটিয়েছে এককথায়। কিন্তু ওদের কারবার যারা কিনেছে সেই রেলরোড বা জেনারেল আয়রণের মত বড় কোম্পানির ডিরেক্টররা সবাই থাকে নিউইয়র্কে নয়ত ফিলাডেলফিয়ায় ওরা কিন্তু আমাদের ভয়ে মোটেও ভীত নয়। আমাদের ক্ষতি করার মত টাকা বা ক্ষমতা কোনটাই ছোট ব্যবসায়ীদের নেই। কিন্তু এইসব বড় কোম্পানিগুলো যদি দেখে আমরা তাদের স্বস্তিতে ব্যবসা করতে দিচ্ছি না আর লাভের টাকায় হাত বাড়াচ্ছি, তাহলে কিন্তু ওরা চুপ করে বসে থাকবে না, দরকারমত টাকা খরচ করে ওরা আমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করাবে, তারপর মামলা রুজু করে নিয়ে যাবে আদালতে।'

ব্রাদার মরিসের কথাগুলো শুনে এতগুলো লোকের বুক ভয়ে কেঁপে উঠল। ব্রাদার মরিস একটু থেমে আবার বলে উঠল, 'আমার মনে হয় ছোটোখাটো ব্যবসায়ী আর কারবারীদের ওপর আমাদের চাপ কমানোর সময় এবার এসেছে। ওরা সবাই এভাবে দল বেঁধে এ জায়গা থেকে পালালে আমাদের সমিতির শিরদাঁড়া তো এমনিতেই ভেঙ্গে পড়বে, তখন আমরা চলব কাদের নিয়ে?' এইটুকু বলে ব্রাদার মরিস বসে পড়ল বটে কিন্তু চারদিকে শুরু হল ক্রুদ্ধ গুঞ্জন। তার এসব কথা সত্যি হলেও তা যে উপস্থিত সদস্যদের ভাল লাগেনি ঐ সমবেত চাপা গুঞ্জনেই তা প্রকাশ পেল। সবার মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে পরিস্থিতিটা নিমেষে আঁচ করে নিল ম্যাকজিন্টি, ভুরু কুঁচকে বলল, 'ব্রাদার মরিস তুমি যে আমাদের মধ্যে একমাত্র ভীতু সম্প্রদায়ের লোক তা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু লজের সদস্যরা সবাই যতদিন একসঙ্গে থাকবে ততদিন আমাদের গায়ে হাত দেবার মত লোক গোটা যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যাবে না। আমার কথা যে সত্যি তা কি আদালতে এতদিন প্রমাণিত হয়নি? কোম্পানি ছোট বা বড় যাই হোক, আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চেয়ে টাকা দিয়ে সব মিটমাট করে নেওয়া যে মঙ্গলজনক তা ছোটদের মত বড়

কোম্পানিগুলোও সমানভাবে উপলব্ধি করবে। যাক, আমাদের মিটিং প্রায় শেষ, শুধু একটা কাজ বাকি, মহাভোজের পরে সে প্রসঙ্গ তুলব।' বলে টুপি আর গায়ের চাদর খুলে ফেলল ম্যাকজিন্টি, ব্রাদারদের সঙ্গে মেতে উঠল মদের উৎসবে। ম্যাকমার্ডো এরপর ধরল গান, গান গেয়ে মাতিয়ে দিল সবাইকে। খানিক বাদে ম্যাকজিন্টি আবার শুরু করল তার ভাষণ —

'শোন সবাই, এই শহরে একজনের বড্ড বাড় বেড়েছে, তাকে একটু উচিত শিক্ষা দেবার সময় এসেছে। দ্য হেরাল্ড পত্রিকার সম্পাদক জেমস স্ট্যাঙ্গার যে হালে আবার আমাদের পেছনে লাগতে শুরু করেছে তা আশা করি তোমাদের অনেকের চোখে পড়েছে। আমাদের নামে ও যা লিখেছে পড়ে শোনাচ্ছি,' বলে খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া একটুকরো কাগজ ম্যাকজিন্টি বের করল ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে, চোখের কাছে এনে আবেগ দিয়ে পড়তে শুরু করল —

'আইন শৃঙ্খলা! এই হল সম্পাদকীয় হেডিং। কয়লা আর লোহার খনি যে জেলার সম্পদবাহী ঐতিহ্য সেই ভারমিসা উপত্যকায় চলছে সন্ত্রাসের রাজত্ব। আজ থেকে বারো বছর আগে প্রথম যে কয়েকটি গুপ্তহত্যা ঘটেছিল তাতে সেখানে অপরাধীদের একটি সংঘটিত চক্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। তারপর বারো বছর ধরে সেই চক্রের অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাত্রা ক্রমেই এত বেড়েছে যে এর ফলে সভ্য সমাজে আমাদের রাষ্ট্রের হতাশা বাড়ছে। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচারী শাসকদের অত্যাচার সইতে না পেরে যারা পালিয়ে এদেশে এসেছে, তাদের আশ্রয় দেওয়ার এই কি প্রতিদান? আশ্রয় পেয়েছে বলেই কি তারা আশ্রয়দাতার ওপর এমন অন্যায়ভাবে অত্যাচার চালাবে? এদের সবাই চেনে, জানে। এদের সংগঠন গুপ্ত নয়, সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। কিন্তু আর কতদিন এদের অত্যাচার আমাদের এইভাবে সয়ে যেতে হবে? আমরা কি চিরকাল এসব —'

'নাঃ! ঢের পড়েছি' বলে চেয়ারম্যান কাগজের সেই কাটিংটা টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'শুনলে তো সবাই, হতচ্ছাড়া কি সব লিখেছে আমাদের নামে। এবার বলো ওর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?'

'খতম!' প্রায় জনা বারো কমবয়সী ছোকরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে।

'আমি এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাচ্ছি,' বলে উঠল সুন্দর ভদ্র নমনীয় দেখতে সেই ব্রাদার মরিস, 'ভাইসব, এই উপত্যকায় যে ত্রাস আমরা সৃষ্টি করেছি তা কিন্তু একদিন আমাদের বিরুদ্ধে যাবে, এলাকার মানুষ একজোট হয়ে আমাদের সবাইকে পায়ের নিচে পিষে ফেলবে। সাংবাদিক জেমস স্ট্যাঙ্গার বুড়ো মানুষ, শহরে তো বটেই, সেইসঙ্গে গোটা জেলায় সবাই ওঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। উপত্যকার জনকল্যাণের ব্যাপারে ওঁর কাগজের বড় ভূমিকা আছে। ওঁকে খতম করলে গোটা দেশে সাড়া পড়ে যাবে আর তা আমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে।'

'এই যে ভীতু সম্প্রদায়ের লোক, তোমাকে বলছি,' ব্রাদার মরিসকে লক্ষ্য করে বলে উঠল ম্যাকজিন্টি, 'আমাদের ধ্বংস করবে কে, পুলিশ? ওদের অর্ধেক আমাদের ঘুষ খায় বাকি অর্ধেক জুজু হয়ে আছে আমাদেরই ভয়ে। নাকি আইন আদালত? সে পরীক্ষাও কি এর আগে হয়নি? ফল কি দাঁড়িয়েছিল মনে আছে নিশ্চয়ই?'

'গণহত্যার কেস বিচার করার জন্য একজন জজ আছেন,' ব্রাদার মরিস বলল, 'জেমস স্ট্যাঙ্গার খতম হলে তাঁর আদালতে মামলা যেতে পাবে।'

সমবেত গলায় চাপা রাগ ধ্বনিত হল। ম্যাকজিন্টি উপস্থিত সবার মনোভাব আঁচ করে বলে উঠল, 'জেলার মানুষ একজোট হয়ে আমাদের পিষে ফেলবে, এত ক্ষমতা ওদের? আমি একবার আঙুল তুললে মাত্র দুশো জন লোক শহরের এ মুড়ো থেকে ও মুড়োর মধ্যে যত লোক আছে সবাইকে এক মুহূর্তে খতম করে ফেলবে!' পরমুহূর্তে আচমকা ভ্রূ কুঁচকে গলা চড়াল ম্যাকজিন্টি, 'শোন ব্রাদার মরিস, এতক্ষণ ধৈর্য ধরে তোমার অনেক নাকি কান্না শুনলাম, কিন্তু আমারও ধৈর্যেরও তো সীমা আছে! তোমার ওপর অনেকদিন ধরে নজর রাখছি আমি। তুমি নিজে ভীতু লোক, যার বুকে সাহস আছে তাকেও নিজের দলে টানবার চেষ্টা করছ। সভার এজেণ্ডাতে যেদিন

তোমার নিজের নাম উঠবে, জানবে সেদিন তোমার জীবনে দুর্গতি সত্যিই ঘনিয়ে আসবে। বুঝতেই পারছ তোমার নামটা সেখানে তুলতে হলে আমিই তুলব।'

ধমক খেয়ে ব্রাদার মরিসের সুন্দর মুখখানা মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। হাঁটুদুটো এমন কাঁপতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত সে বসে পড়তে বাধ্য হল। কাঁপা হাতে গ্লাস তুলে একচুমুকে মদটুকু শেষ করে কাঁপাগলায় বলল, 'মাননীয় প্রভু, যেটুকু বলার তার চেয়ে বেশি কিছু যদি বলে থাকি তো সেজন্য আপনার কাছে, আর লজের প্রত্যেক ব্রাদারের কাছে মাফ চাইছি। আমি যে একজন অনুগত সদস্য তা আপনারা সবাই জানেন, লজের কোনও ক্ষতি না হয় এই ভয়ে হয়ত অনেক সময় কিছু বেশি কথা বলে ফেলি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, প্রভু, নিজের ওপর যত না তার চেয়ে ঢের বেশি আস্থা রাখি আমি আপনার বিচারবুদ্ধির ওপর। মাননীয় প্রভু, কথা দিলাম আমি আর কখনোই এমন কিছু বলব না যাতে আপনি ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হন।'

ব্রাদার মরিসের বিনীত আবেদন শুনতে শুনতে ম্যাকজিন্টির কোঁচকানো ভ্রূ আবার স্বাভাবিক হয়ে এল, সে বলল, 'খুব ভাল, ব্রাদার মরিস, যেদিন তোমায় শিক্ষা দেবার দরকার হবে সেদিন সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাব আমি নিজে। কিন্তু যত দিন আমি লজের এই বডিমাস্টারের চেয়ারে আছি ততদিন কথায় আর কাজে আমরা সবাই এক থাকব। এবার আমার বাকি কথাটুকু বলি তাহলে,' আশেপাশে সবার দিকে একবার তাকিয়ে ম্যাকজিন্টি বলল, 'হেরাল্ডের সম্পাদক জেমস স্ট্যাঙ্গারকে এই মুহূর্তে খতম করা হলে তা নিয়ে এমন সাংঘাতিক হৈ চৈ বাঁধবে যা আমরা চাইছি না। দেশে যত সম্পাদক আর কাগজ আছে সবাই মিলে একজোট হয়ে পুলিশ, আর্মি, মিলিটারির সাহায্যের জন্য গলা ফাটাবে। তবে সমঝে দেবার জন্য ওকে একটু কড়া দাওয়াই দিতে আমাদের কোন বাধা নেই। ব্রাদার বলড়ুইন, এ দায়িত্ব তুমি নেবে?'

'নিশ্চয়ই নেব।' চেঁচিয়ে বলে উঠল টেড বলড়ুইন।

'ক'জন যাবে তোমার সঙ্গে?'

'আমার তো মনে হয় ছ'জন হলেই হবে। দু'জন চাই দরজা আগলানোর জন্য। গাওয়ার, ম্যানসেল, স্ক্যানলান আর উইলবি ভাই দু'জন, তোমরা যাবে সঙ্গে।'

'আমাদের নতুন ব্রাদারকে যাবে বলে কথা দিয়েছি,' বলল ম্যাকজিন্টি। শুধু বলড়ুইন তাকাল ম্যাকমার্ডোর দিকে। বোঝা গেল ক'দিন আগের ঘটনা সে কিছুই ভোলে নি।

'আসতে চাইলে আসতে পারে,' বিরক্তি মেশানো গলায় বলল বলড়ুইন, 'এই ক'জনেই হবে, যত জলদি কাজে হাত দেওয়া যায় ততই ভাল।'

ব্রাদারদের হৈ হট্টগোল, মাতলামো, আর নেশাজড়ানো গলার গানের মাধ্যে সভার কাজ শেষ হল। বলড়ুইন তার সঙ্গীদের নিয়ে ভাগে ভাগে দু'জন চারজন করে বেরিয়ে গেল যাতে কারও নজরে না পড়ে। বাইরে হাড়কাঁপানো কনকনে ঠাণ্ডা, কুয়াশাভরা আকাশে অনেক তারার আসরে মধ্যমণি হয়ে ফুটফুট করছে আধখানা চাঁদ। সবাই এসে হাজির হল ভারমিসা হেরাল্ড পত্রিকার অফিসের সামনের আঙ্গিনায়। বাড়ির বন্ধ জানালায় কাঁচের পাল্লায় সোনালী হরফে লেখা 'ভারমিসা হেরাল্ড,' অফিসের ভেতরে ছাপাখানা সেখান থেকে মেশিন চালানোর যান্ত্রিক আওয়াজ ভেসে আসছে ঘট ঘটাং ঘট ঘটাং।

'ওহে, তুমি নিচে যাও,' সর্দার টেড বলড়ুইন ম্যাকমার্ডোকে বলল, 'দরজায় দাঁড়িয়ে নজর রেখো যাতে কাজ সেরে বেরোনোর সময় বাধা না পাই। আর্থার উইলবি থাকুক তোমার পাশে। বাকি সবাই আমার সঙ্গে ওপরে চলো। ভয় পেয়ো না, এই মুহূর্তে আমরা যে ইউনিয়ন বারে বসে মদ খাচ্ছি কম করে তার ডজনখানেক সাক্ষি আছে হাতে।'

তখন প্রায় মাঝ রাত, ঘরমুখো দু'তিনজন লোক ছাড়া পথঘাট একেবারে ফাঁকা। দাঙ্গাবাজেরা রাস্তা পেরিয়ে এপারে এসে গেট খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে, সামনে সিঁড়ি চোখে পড়তে তারা

সবাই উঠে গেল ওপরে। নিচে ম্যাকমার্ডো ছোকরাদের একজনকে নিয়ে পাহারায় দাঁড়িয়ে রইল গেটের মুখে। আচমকা ওপরের একটা ঘর থেকে আর্ত চিৎকার ভেসে এল 'বাঁচাও! বাঁচাও!' ধুপ ধাপ দৌড়োনোর শব্দ এবং তারপরেই চেয়ার টেবিল এদিক ওদিক আছড়ে পড়ার জোর আওয়াজ। পরমুহূর্তে ধপধপে পাকা চুল এক বয়স্ক ভদ্রলোক দৌড়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। কিন্তু কয়েক পা এগোবার আগেই দাঙ্গাবাজেরা পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর — ভদ্রলোকের চোখের চশমা সিঁড়ির ওপর থেকে পড়ল ম্যাকমার্ডোর পায়ের সামনে। আড়চোখে এক নজর তাকিয়েই ম্যাকমার্ডো আঁচ করল ইনিই পত্রিকার সম্পাদক জেমস স্ট্যাঙ্গার। ভদ্রলোক ততক্ষণে পড়ে গেছেন সিঁড়ির মুখে বলড়ুইন আর তার ছয় ছোকরা স্যাঙ্গাতের লাঠি বৃষ্টির মত আঘাত হানছে তাঁর মাথায়, মুখে, পিঠে, হাতে, পায়ে। মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে গেছেন বৃদ্ধ, অসহায়ভাবে গোঙাচ্ছেন। যন্ত্রণায় শরীরটা বেঁকেচুরে মুচড়ে উঠছে। মারতে মারতে তারা বৃদ্ধের মাথা ফাটিয়ে দিল, রক্তে লাল হয়ে গেল তার মাথার ধপধপে সাদা চুল, আর সবাই তাই দেখে লাঠি নামিয়ে নিয়েছে কিন্তু বলড়ুইনের তখনও থামার লক্ষণ নেই, তার মাথায় খুনের নেশা চেপেছে, মাথা ফেটে গেছে দেখেও যেন লাঠি মারছে সে মাথায়। ভদ্রলোক উপুড় হয়ে শুয়ে মাথা বাঁচাতে যতবার হাত বাড়াচ্ছেন ততবার বলড়ুইনের লাঠি এসে আছড়ে পড়ছে তার দুটির হাতের ওপর। নিচে দাঁড়িয়ে ম্যাকমার্ডো সব দেখছিল এবার দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এক ধাক্কায় বলড়ুইনকে সরিয়ে দিয়ে বলল লোকটাকে মেরে ফেলবে নাকি, হ্যালো, ফেলে দাও লাঠি।

আচমকা বাধা পেয়ে থমকে গেল বলড়ুইন তারপরেই চেঁচিয়ে উঠল জাহান্নামে যাও। সবে নাম লিখিয়েই আমার কাজে নাক গলানোর সাহস! তা তোমার কম নয় দেখছি! সরো বলছি' বলে হাতের লাঠি তুলল।

তুমি সরো। খবরদার, বলড়ুইন, আমার গায়ে ঐ লাঠি লাগালে এক গুলিতে তোমার মাথা উড়িয়ে দেব!' বলেই ম্যাকমার্ডো হিপ পকেট থেকে পিস্তল বের করে তাক করল বলডুইনের দিকে, বলল 'বডিমাস্টারের কথা ভুলে গেলে — খতম করা চলবে না। কিন্তু তুমি তো লাঠিপেটা করে ওকে খতম করতে চাইছো।'

উনি ঠিক বলেছেন। সায় দিল ছেলে ছোকরারা।

'জলদি করো!' নিচ থেকে হুঁশিয়ারি এল, 'আশেপাশের বাড়ির জানালায় আলো জ্বলে উঠছে আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে শহরের সব মানুষ তোমাদের পিছু নেবে। বাঁচতে চাও তো জলদি পালাও।

রাস্তায় অনেক লোকের গলা শোনা যাচ্ছে, প্রেসের কম্পোজিটার টাইপসেটাররা দল বেঁধে নিচে হলঘরে বেরিয়ে এসেছে, পাল্টা আক্রমণ করার জন্য তৈরি হচ্ছে সবাই। সিঁড়ির মাথায় বৃদ্ধ সম্পাদককে আহত অবস্থায় ফেলে রেখে দাঙ্গাবাজ বদমায়েশরা যেমন এসেছিল তেমনই দৌড়ে নিচে নেমে এল, গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে উধাও হল। ইউনিয়ন হাউসে পৌঁছে ম্যাকগিন্টির সেলুনে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল সবাই কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে তাদের বস ম্যাকগিন্টিকে চাপা গলায় অভিযানের সাফল্যের খবরটা দিল। ম্যাকমার্ডো সমেত বাকি যারা ছিল তারা সবার চোখ এড়িয়ে আশপাশের গলির ভেতর ঢুকে হাঁটা দিল যে যার বাড়ির দিকে

চার
খুনে বদমাশদের পাল

পরদিন সকাল। ঘুম ভাঙতেই হাতের দাগিয়ে দেওয়া পোড়া জায়গাটা টাটিয়ে উঠল। আড়চোখে তাকিয়ে ম্যাকমার্ডো দেখল হাতের পোড়া জায়গাটা ফুলে উঠেছে। সন্ধ্যের পরে মদ একটু বেশি

খাওয়া হয়েছে তাই মাথার ভেতরটা এখনও ধরে আছে। অন্য দিনের তুলনায় একটু বেলা করেই ব্রেকফাস্ট খেল ম্যাকমার্ডো। কাজে না বেরিয়ে সকালটা কাটাল বাড়িতে, কিছু জরুরি চিঠিপত্র লিখে বসল খবরের কাগজ নিয়ে। সকালের ডেলি হেরাল্ড চোখের সামনে মেলে ধরল ম্যাকমার্ডো, দেখল তাদের চড়াও হবার খবর ছাপা হয়েছে বিশেষ কলমে, শিরোনামায় লেখা হয়েছে 'হেরাল্ড অফিসে দাঙ্গাবাজি। সম্পাদক আহত।' এরপর সংবাদদাতা এ নিয়ে যে বিবরণ দিয়েছেন তাব থেকে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ঢের বেশি জানে ম্যাকমার্ডো নিজে। সবশেষে লেখা হয়েছে তদন্তের দায়িত্ব পুলিশের হাতে আছে ঠিকই, কিন্তু আগের কয়েকটি ঘটনার মত এই অত্যাচারেরও কোনও কিনারা তারা করবে এ আশা করা যায় না। হামলাকারীদের কয়েকজনকে চেনা গেছে, আশা কবা যায় আদালতে তাদের সাজাও হবে। দাঙ্গাবাজির মূলে সেই কুখ্যাত সমিতি যারা দিনের পব দিন এখানে একের পর এক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। এদেরই বিরুদ্ধে হালে কলম ধরেছিলেন জেমস স্ট্যাঙ্গার। আশার কথা এই যে গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রাণের আশংকা নেই।' সবশেষে উল্লেখ কবা হয়েছে পুলিশের এক বাইফেলধাবী কনস্টেবলকে অফিস পাহারা দিতে মোতায়েন করা হয়েছে।

খবরের কাগজ রেখে সবে পাইপ ধরিয়েছে ম্যাকমার্ডো, এমন সময় ল্যাণ্ডলেডি একটি চিঠি নিয়ে এলেন — খানিক আগে একটা ছেলে এসে চিঠিটা দিয়ে গেছে। স্বাক্ষরহীন সে চিঠির বয়ান এরকম, 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই, তবে বাড়িতে নয়। সিনাব হিলে যেখানে পতাকা ওড়ে তার ঠিক পাশে আমি থাকব। আপনি এলে এমন কিছু যা আপনার আর আমার দু'জনের কাছেই সমান গুরুত্বপূর্ণ।'

অবাক হয়ে কয়েকবাব চিঠিটা পড়ল ম্যাকমার্ডো। বুঝতে পারল না কে লিখেছে, কিই বা বলতে চায় সে। তবে যেই লিখুক সে যে শিক্ষিত পুরুষ আর চিন্তাভাবনা করে তাতে সন্দেহ নেই। কিছুক্ষণ ভেবে সে সিনার হিলে যাবে স্থির করল।

সিনাব হিল জায়গাটা আসলে একটা পার্ক, শহরের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত একটা পার্ক। এই পার্কের চূড়ায় দাঁড়ালে শহব তো বটেই, সেই সঙ্গে গোটা ভাবমিসা উপত্যকা দূব থেকে পরিষ্কাব দেখা যায়। আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে সেই চূড়ায় গিয়ে উঠতেই দেখল পতাকা যাতে টাঙ্গানো হয় সেই বড় লোহার দণ্ডেব পাশে দাঁড়িয়ে টুপি মাথায় একটি লোক, মাথার টুপির কানাত টেনে নামানো এবং পেছন থেকে ওভারকোটের কলার তোলা ফলে সে যেই হোক, সামনে বা পেছন থেকে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তাকে আসতে দেখে লোকটি মুখ ফেরাল। অবাক হয়ে ম্যাকমার্ডো দেখে লোকটি আর কেউ নয়, ব্রাদার মরিস, গতকালই ম্যাকজিন্টির সঙ্গে যাব মতবিরোধ হয়েছে কতগুলো ব্যাপারে।

নিয়মমত লজের সংকেত বিনিময় করল দু'জনেই, তারপর মুখ খুলল ব্রাদার মরিস। দ্বিধাজড়ানো গলায় বলল, 'এসেছেন বলে ধন্যবাদ নেবেন, ব্রাদাব ম্যাকমার্ডো, একটা কথা বলতে চাই।'

'চিঠিতে নাম লেখেননি কেন?' জানতে চাইল ম্যাকমার্ডো।

'সাবধান হবার জন্য। এখন দিনকাল সুবিধের নয়, কাকে বিশ্বাস করা যায় বা যায় না তা কেউ বলতে পারে না।'

'তাই বলে কি লজের ব্রাদারদের বিশ্বাস করা যায় না?'

'না, সবসময় নয়,' তীব্রভাবে চাপাগলায় বলল মরিস, 'আমরা যা বলি এমনকি যা ভাবি সব কিভাবে যেন জেনে যায় ম্যাকজিন্টি।' একটু থেমে বলল, 'শিকাগোর ফ্রিমেন সোসাইটিতে যোগ দেবার পরে একবার কি আপনার মনে হয়েছিল খুব শীগগিরই এভাবে পা বাড়াবেন অপরাধের পথে?'

'আমি যা করছি আপনি তাকে অপরাধ বলছেন?'

'অপরাধ নয়!' আবেগে মরিসের গলা কেঁপে উঠল, 'এই যে কাল রাতে বাবার বয়সী একজনকে মারতে মারতে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হল, একি আপনার চোখে অপরাধ নয়?'

'কিন্তু অনেকের মতে এটা দুই শ্রেণীর মধ্যে এক ধরণের সংগ্রাম, তাছাড়া আর কিছুই নয়।'

'শিকাগোর ফ্রিম্যান সোসাইটিতে যোগ দেবার সময় একবারও ভেবেছিলেন এই যুদ্ধ? শিকাগোর ফ্রিম্যান সোসাইটিতে যোগ দেবার আগে বা পরে আপনি কি এমনই যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য মনে মনে তৈরি হয়েছিলেন?'

'না, তা অবশ্য হইনি।'

'আমিও তৈরি হইনি। আমি যোগ দিয়েছিলাম ফিলাডেলফিয়ার ফ্রিম্যান সোসাইটিতে। সাধারণ মানুষের উপকার আর অবসর সময় নিজেদের মধ্যে আলোচনা আধ্যাত্মিক বিষয় চর্চা এই ছিল আমাদের লক্ষ্য। তারপর ভারমিসা ভ্যালির নাম কানে এল, শুনলাম কয়লা খনি আর লোহার কারখানায় ভর্তি ঐ এলাকায় যারা যায় অল্প সময়ের মধ্যে তাদের বরাত যায় খুলে। আমিও উন্নতির কথা ভেবে বৌ ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলাম এখানে। আজ মনে হয় এক অশুভ মুহূর্তে শুনেছিলাম এ জায়গার নাম। মার্কেট স্কোয়ারে শুকনো জিনিসের দোকান খুললাম। অবস্থারও ধীরে ধীরে উন্নতি হতে লাগল, তারপর যেদিন খবর রটে গেল যে আমি ফ্রিম্যান সেদিনই আমার কপালে ঘনিয়ে এল দুঃসময়। আপনার মত আমাকেও একরকম স্থানীয় লজে যোগ দিতে বাধ্য করা হল। আপনার মত আমারও হাতে একই কলংকের চিহ্ন দেগে দেওয়া হল। এ চিহ্ন কি অভিশপ্ত, কত নিরীহ নারী পুরুষ ও অসহায় শিশুর চোখের জল এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তা জানে সবাই, তাই কারও সামনে জামার হাতা গোটাতে পারি না। ক'দিন যেতে না যেতেই এখানকার লজের কাজকর্মের নমুনা দেখলাম, টের পেলাম ফ্রিম্যান নামের আড়ালে এদের আসল উদ্দেশ্য কি। আরও দেখলাম এই শহরের অনেক সরকারি ক্ষমতার চূড়ায় কালো ভূতের মত দেখতে যে শয়তানটা বসে আছে তারই ইচ্ছেমত দিনরাত আমায় চলতে ফিরতে হচ্ছে। ভারমিসা উপত্যকার এই লজ আসলে এক অপরাধ চক্র ছাড়া কিছু নয় যে চক্রের জালে আমিও দুর্ভাগ্যক্রমে জড়িয়ে পড়েছি। আমি কতটা নিরুপায় তার প্রমাণ কাল রাতেই পেয়েছেন, আমার হুঁশিয়ারিকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখা হচ্ছে, এবং লজের ছোট বড় সদস্যদের কাছে ঐ ভাবেই আমাকে চেনানো হচ্ছে। পালানোর পথ আমার নেই, ঐ দোকানই আমার আয়ের একমাত্র পথ। আমি ভালভাবেই জানি এই মুহূর্তে লজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খুন করার আদেশ দেওয়া হবে আর তা পালন করবে হয়ত কোনও কমবয়সী ব্রাদার। আমি খুন হলে বৌ আর ছেলেমেয়েরা অসহায় হয়ে পড়বে, তাদের দেখার কেউ থাকবে না। সে কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল ব্রাদার মরিস, কান্নার আবেগে তার দেহ কেঁপে উঠতে লাগল।

'আপনার মন বড্ড নরম,' বলল ম্যাকমার্ডো, 'এসব কাজের উপযুক্ত নন।'

'বিবেক, ধর্ম দুটোই আমার ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধু সংসারের কথা ভেবে আজ আমাকে এই খুনে বদমাশদের পালের সঙ্গে পাকে চক্রে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। লজে সদস্য হবার পরে একদিন একজনকে খুন করতে কিছু লোককে পাঠানো হল, আমিও বাদ পড়লাম না। আগেই বলেছি পিছিয়ে গেলে কি পরিণতি হবে জেনেই সেদিন একপাল খুনের সঙ্গী হয়েছিলাম। এখান থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে একটা বাড়ির সামনে এসে পৌঁছোলাম। আমায় দরজায় পাহারায় রেখে বাকি সবাই ঢুকল ভেতরে। খানিক বাদে ওরা বেরিয়ে আসার পর দেখলাম সবার হাত কবজি পর্যন্ত রক্তে লাল, বুঝলাম লোকটিকে খুন করে তার রক্তে হাত ডুবিয়েছে সবাই। আমরা ফিরে আসছি এমনই সময় একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বাইরে বেরিয়ে এল। তার বয়স বড়জোর

পাঁচ বছর। তার চোখের সামনেই তার বাবাকে খুন করেছে এরা। ভেতরে প্রচণ্ড ঝড় বইছে তবু সেই মুহূর্তে মুখের হাসি বজায় রাখতে হয়েছে। জানতাম এর উল্টোটা করলে পরদিন হয়ত আমার বাড়িতেই চড়াও হবে এরা — আমায় খুন করে কল্জি পর্যন্ত রক্তে ডোবাবে এরা আর সে দৃশ্য দেখে আমার কচি ছেলে ফ্রেড মাটিতে আছড়ে পড়ে তার বাবার জন্য কেঁদে ভাসাবে। এইভাবে একপাল ঘৃণ্য অপরাধীর সঙ্গে আমার ওঠা বসা শুরু হল, এইভাবেই ওদের দলে আমাকে ভিড়তে বাধ্য করা হল। আমি ধর্মে ক্যাথলিক, কিন্তু আমি স্কাওরার্স দলের একজন শুনলে কোনও পাদ্রি কথা বলবে না আমার সঙ্গে, আমার একটি কথাও বিশ্বাস করবে না সে। এইভাবেই দিন কাটাচ্ছি আমি, নিজের চোখে দেখছি আপনিও নেমে যাচ্ছেন সেই পথে। ওরা যারা ঠাণ্ডা মাথায় একের পর এক মানুষ খুন করে চলেছে আপনি নিজেও কি তাই হতে চান? নাকি এসব যাতে চিরদিনের জন্য বন্ধ হয় সেই চেষ্টা করতে একজোট হব সবাই?'

'আপনারই বা কি করার আছে, পুলিশে খবর দেওয়া?'

'মাথা খারাপ?' ভয়ে কেঁপে উঠল মরিস, 'এসব কথা অজান্তে মনে এলেও আমি খুন হতে পারি।'

'তাহলে আর এ নিয়ে ভয় পাবার কি আছে', স্বাভাবিক গলায় বলল ম্যাকমার্ডো, 'দেখছি খানিক আগে আপনার সম্পর্কে ঠিকই ধারণা করেছি — আপনি এক নরম মনের লোক, তার ওপর দুর্বল, সামান্য ব্যাপারকে খুব বড় করে দেখেন।'

'খুব বড় করে দেখি? সবে এসেছেন তো, তাই এ কথা বলছেন। ক'দিন গেলেই টের পাবেন আমার কথাগুলো সত্যি কিনা। ঐ উপত্যকার দিকে একবার তাকান। দেখুন, প্রায় শতখানেক চিমনি থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ায় কালো মেঘ কেমন ঢেকে রেখেছে গোটা জায়গাটা। আমি বলব ঐ কালো ধোঁয়ার মেঘের চেয়েও ঘন হয়ে এই উপত্যকার বাসিন্দাদের মাথার ওপর ঝুলছে অন্যরকম কালো মেঘ, সে মেঘ হল মরণের কালো মেঘ। ভারমিসা ভ্যালি আসলে হল ভ্যালি অফ ডেথ। মরণ উপত্যকা। মৃত্যুর আতংকে ভুগছে এখানকার প্রত্যেক মানুষ। কিছুদিন থাকলে সে আতংক আপনিও টের পাবেন।'

'বেশ তো,' বেপরোয়া গলায় বলে উঠল ম্যাকমার্ডো, 'তেমন কিছু যদি টের পাই তো আপনাকে নিশ্চয়ই জানাব। তবে আসল ব্যাপার কি জানেন, আপনি এখানে থাকার উপযুক্ত নন। ভাল কথা বলছি সময় থাকতে থাকতে দোকান বেচে দিয়ে এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যান। দর কম পেলেও তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমাকে এতক্ষণ যা বললেন তা কেউ জানবে না কথা দিচ্ছি, কিন্তু এসব কথা যদি আপনি কারও কানে তোলেন তাহলে আপনার হাল কি হবে -- '

'না, না!' করুণভাবে ককিয়ে উঠল ব্রাদার মরিস, 'বিশ্বাস করুন, আমি কারও কানে এসব কথা কোনমতেই তুলব না।'

'ব্যস, তাহলে ঝামেলা এখানেই মিটে গেল। কথা দিলাম আপনার কথাগুলো মাথায় রাখব। যেমন বললেন ভবিষ্যতে পরিস্থিতি তেমন দাঁড়ালে আপনার কথাগুলো আবার ভাবব। এবার চলুন ফেরা যাক।'

'যাবার আগে একটা কথা মনে করিয়ে দিই,' বলল মরিস, 'আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে হয়ত কেউ দেখেছে। কি প্রসঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।'

'হ্যাঁ, এটা একটা ভাল কথা বলেছেন বটে।'

'কেউ জানতে চাইলে বলবেন আপনাকে আমার দোকানে কেরানির চাকরির অফার দিয়েছিলাম।'

'আর আমি তাতে রাজি হইনি, এই তো? সেটা আমাদের ব্যাপার। তাহলে চলি ব্রাদার মরিস, আপনার আগামী দিনগুলো ভালভাবে কাটুক, যাবার সময় এই কামনা করছি।'

ব্রাদার মরিসের অনুমান যে এত শীগগির সত্যি হয়ে দাঁড়াবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি ম্যাকমার্ডো। সেদিন বিকেলে ফায়ারপ্লেসের পাশে সে বসে ভাবছে এখন সময় দরজা খুলে গেল, ম্যাকমার্ডো অবাক হয়ে দেখল দরজার ওধারে বিশালবপু ম্যাকজিন্টি দাঁড়িয়ে। সংকেত বিনিময়ের পর ভেতরে ঢুকল সে, ম্যাকমার্ডোর মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার চোখের দিকে, তারপর বলল, 'ব্রাদার ম্যাকমার্ডো, একটা বিষয় জানতে এলাম তোমার কাছে। আজ সকালে সিনার হিলে ব্রাদার মরিস তোমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছিল? কি নিয়ে কথা বার্তা হচ্ছিল তোমাদের মধ্যে?'

'মরিস এখনও জানে না চাকরি আর জালিয়াতি এই দুটো পথে আমি প্রচুর টাকা আয় করি; ও ধরে নিয়েছে আমার রোজগার বলতে কিছুই নেই আর তাই খুব কষ্টে আছি। তাই ওর দোকানে কেরানীর চাকরির অফার দিল।'

'এই তাহলে ব্যাপার?'

'হ্যাঁ, কাউন্সিলর।'

'তুমি নিশ্চয়ই ওর অফার নিতে রাজি হওনি?'

'কেন রাজি হব বলতে পারেন? অফিস থেকে ফিরে রাতে শোবার ঘরে বসে মাত্র চার ঘণ্টা কাজ করে ও যা মাইনে দেবে তার দশগুণ রোজগার কি আমার হয় না?'

'সে তো বটেই, একশোবার, তবে মরিসের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করলে আমি কিন্তু তা পছন্দ করব না।'

'কেন?'

'এর মধ্যে আবার কেন আসছে কি করে, আমি বলছি, এই যথেষ্ট। বেশির ভাগ লোকের পক্ষে'

'বেশির ভাগ লোকের পক্ষে হলেও আমার পক্ষে নয়, কাউন্সিলর,' সাহসী গলায় বলে উঠল ম্যাকমার্ডো, 'লোক চেনার ক্ষমতা থাকলে আপনিও একই কথা বলবেন।'

দু'চোখ পাকিয়ে ম্যাকমার্ডোর দিকে তাকাল ম্যাকজিন্টি, সামনে রাখা সঙ্গে গ্লাসটা হাত দিয়ে এমন জোরে চেপে ধরল যেন সেটা বসিয়ে দেবে ম্যাকমার্ডোর মাথায়। তারপরেই অদ্ভুতভাবে নিজেকে সামলে নিল ম্যাকজিন্টি, উঁচু গলায় বরাবর যেমন হাসে তেমনই হেসে উঠে বলল, 'নাঃ, তুমি সত্যিই অদ্ভুত লোক হে, ব্রাদার ম্যাকমার্ডো! বেশ, কারণ যখন জানতে চাইছো তখন শোন, আচ্ছা ব্রাদার মরিসের মুখে লজের কাজকর্মের কোনও সমালোচনা শুনলে?'

'না।'

'সে কি আমায় নিয়েও সমালোচনা করেনি?'

'না।'

'ও তোমায় বিশ্বাস করে না তাই করেনি। কিন্তু ব্রাদার হিসেবে মরিস লজের প্রতি মোটেও অনুগত নয় এটা আমরা সবাই জানি। আর সেই কারণে ওর ওপর দিন রাত নজরও রাখছি আমরা। ব্রাদার মরিস কখন কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে দেখা করছে, কি বলাবলি করছে, সব, এমন কি ওর চিন্তা ভাবনাও আমার জানা। সময় আসুক তখন জন্মের শোধ কড়াকে দেব। আমার তো মনে হচ্ছে সেই সময় হয়ে এল বলে, ব্রাদার মরিসের ঘণ্টা বাজতে দেরি নেই। ব্রাদার মরিস অনুগত নয়, বিদ্রোহী। আর সে লোকের সঙ্গে যদি মেলামেশা করো তাহলে তোমাকেও আমরা বিদ্রোহী বলেই ধরে নেব।'

'লোকটাকে গোড়াতেই আমার ভাল লাগেনি তাই ওর সঙ্গে মেলামেশার প্রশ্নই ওঠে না' বলল ম্যাকমার্ডো, 'আর বিদ্রোহী প্রসঙ্গে বলছি, আপনি ছাড়া আর কেউ হলে তাকে কথাটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণের সুযোগ দিতাম না।'

'ব্যস, ব্যাস, যেটুকু জানার ছিল জেনেছি,' গ্লাসের মদটুকু একঢোঁকে গিলে বলল, 'আগে থাকতে ঐ লোকটার কাছ থেকে তফাতে থাকার কথা বলব বলেই এসেছিলাম।'

'একটা কথা জানার ইচ্ছে হচ্ছে,' বলল ম্যাকমার্ডো, 'ব্রাদার মরিসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে এ খবর পেলেন কি করে?'

হেসে উঠে ম্যাকজিন্টি বলল, 'এই শহরে কখন কোথায় কি হচ্ছে, কে কার সঙ্গে দেখা করছে, এ সব খবর জোগাড় করাই যে আমার কাজ। থাক, হাতে আজ আর সময় নেই, ওঠা যাক।'

কিন্তু ম্যাকজিন্টি ঘর ছেড়ে বেরোবার আগেই দরজা গেল খুলে, রিভলভার উঁচিয়ে ঘরে ঢুকল কোল অ্যাণ্ড আয়রণ পুলিশের ক্যাপটেন মার্ভিন, তাঁর পেছনে নীল উর্দিপরা তিনজন কনস্টেবল, তাদের উইঞ্চেস্টার রাইফেলের নল ম্যাকমার্ডোর মাথার দিকে উঁচোনো।

'যাক, সময়মতই এসে পড়েছি তাহলে,' দাঁতে দাঁত পিষে হাসলেন ক্যাপ্টেন মার্ভিন, 'এই যে শিকাগোর ধাড়ি বদমাশ মিঃ ম্যাকমার্ডো, তোমার খোঁজেই আসা। আগের দিন তোমায় হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমার হুঁশিয়ারিতে কান না দিয়ে ফের ঝামেলা পাকালে। বদমায়েশি না করলে কি হাত কামড়ায়? নাও, টুপিটা পরে ভাল ছেলের মত চলে এসো।'

'কাজটা ভাল করছেন না, ক্যাপ্টেন মার্ভিন,' বাইরে না গিয়ে বলে উঠল ম্যাকজিন্টি, 'আমি এই এলাকার কাউন্সিলর, আমি জানতে চাই এই অসময়ে আইন মেনে চলেন এমন এক ভদ্রলোকের বাড়ি চড়াও হয়ে কেন তাঁর ওপর হামলা করছেন? কি মতলব আপনার? একটা কথা বলে রাখি, মতলব যাই হোক, এর দাম কিন্তু দিতে হবে আপনাকে।'

'কাউন্সিলর ম্যাকজিন্টি, আপনি খামোখা আমার কর্তব্যে বাধা দিচ্ছেন,' পুলিশি গলায় বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন মার্ভিন, 'আপনাকে নয়, আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি এই ম্যাকমার্ডোকে। কর্তব্যে বাধা দেবার বদলে আপনার উচিত আমাদের সাহায্য করা।'

'মিঃ ম্যাকমার্ডো আমার বন্ধু, ওর সম্পর্কে যদি কিছু জানার থাকে তো আমায় জিজ্ঞেস করতে পারেন। ওর কাজের জন্য যা কিছু জবাবদিহি করার আমি করব,' বলল ম্যাকজিন্টি।

'মিঃ ম্যাকজিন্টি, এই লোকটির জন্য নয়, দিন রাত আপনি যা করে বেড়াচ্ছেন তার জবাবদিহি দেবার জন্য বরং তৈরি হোন। এই ম্যাকমার্ডো আগেও ছিল ধাড়ি বদমাশ, এখানে আসার পরেও তাই রয়ে গেল। প্যাট্রলম্যান, নজর রাখো, আমি একে তল্লাশী করব।'

'এই নিন আমার পিস্তল,' নিজেকে শান্ত রেখে ঠাণ্ডা গলায় বলল ম্যাকমার্ডো, 'মনে রাখবেন ক্যাপ্টেন মার্ভিন, আমি যখন একা ছিলাম সেই সময় যদি একা আসতেন তাহলে এত সহজে আমায় নিয়ে যেতে পারতেন না।'

'ক্যাপ্টেন, আপনার ওয়ারেন্ট — গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কোথায়?' জানতে চাইল ম্যাকজিন্টি, 'আপনার মত অফিসারেরা যতদিন থাকবে ততদিন রাশিয়া আর ভারমিসা একই রকম জায়গা হয়ে দাঁড়াল দেখছি — পুলিশের ভয়ে দিনরাত কুঁকড়ে বসে থাকা! গরীব আর সাধারণ মানুষের ওপর ধনীদের এই জুলুমবাজি আর বেশিদিন চলবে না তাও বলে রাখছি, ক্যাপ্টেন।'

'আপনি আপনার কর্তব্য করুন, কাউন্সিলর,' ম্যাকজিন্টির এত হুঁশিয়ারিতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখাল না ক্যাপ্টেন মার্ভিনকে, 'আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করব।'

'আমার অপরাধ কি?' জানতে চাইল ম্যাকমার্ডো।

'হেরাল্ড পত্রিকার দপ্তরে হানা দিয়ে দাঙ্গাবাজি করা, তারপর বৃদ্ধ সম্পাদক মিঃ স্ট্যাঙ্গারকে মেরে মাথা ফাটানো। কপাল ভাল যে খুনের চার্জ নিয়ে আমায় আসতে হয়নি। অবশ্য দোষ তোমার নয়।'

'আমার বন্ধুর বিরুদ্ধে এই যদি আপনার অভিযোগ হয় তাহলে এই মুহূর্তে তা তুলে নিতে পারেন। তুলে নিলে লাভ হবে আপনারই — প্রচুর ঝামেলা এড়াতে পারেন। এ লোকটি কাল

রাত বারোটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে সেলুনে বসে পোকার খেলেছে, একথা প্রমাণ করতে আমি কম করে বারোজন সাক্ষি জোগাড় করতে পারি।'

'সাক্ষি জোগাড় করা, আদালতে তাদের দিয়ে ইচ্ছে মতন বলানো, এসবই আপনার ব্যাপার, আগামীকাল কোর্টে গিয়ে এসব যা করার করবেন। তার আগে লক্ষ্মী ছেলের মত চলে এসো তো ম্যাকমার্ডো। কোনও চালাকি করলে কিন্তু রাইফেলের বাঁট দিয়ে মাথায় মারব। সরে যান মিঃ ম্যাকজিন্টি, যতক্ষণ ডিউটিতে আছি ততক্ষণ কর্তব্য পালনে কোনও বাধাই কিন্তু আমি বরদাস্ত করব না।'

ক্যাপ্টেন মার্ভিনের কথায় দুজনের একজনও আর প্রতিবাদ করতে পারল না। তবে ম্যাকমার্ডোকে নিয়ে যাবার আগে ম্যাকজিন্টি বুড়ো আঙুল তুলে জাল ডলার ছাপানোর যন্ত্রটার কথা জানতে চাইল।

ম্যাকমার্ডো আগেভাগেই মেঝের নিচে এক নিরাপদ জায়গায় গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে রেখেছিল, তাই জবাবে শুধু ফিসফিস করে বলল, 'সব ঠিক আছে।'

'এখনকার মত বিদায় জানাচ্ছি,' ম্যাকমার্ডোর হাতে হাত মেলাল ম্যাকজিন্টি, 'তুমি কিছু ভেবো না। উকিল আনতে চললুম আমি। দেখে নিয়ো ওরা তোমায় আটকে রাখতে পারবে না।'

'তোমরা এগোও, আমি বাড়িটা একবার খানাতল্লাশী করে তারপর যাচ্ছি', সেপাইদের হুকুম দিলেন ক্যাপ্টেন মার্ভিন, 'আসামি পালাতে গেলে গুলি ছুঁড়বে।'

সেপাইরা ম্যাকমার্ডোকে নিয়ে থানার দিকে এগোল। পোড়খাওয়া বদমাশ ম্যাকমার্ডোর অপরাধের প্রমাণের খোঁজে গোটা বাড়ি খানাতল্লাশী করলেন ক্যাপ্টেন মার্ভিন। কিন্তু যা পাবেন ভেবেছিলেন সেই জাল ডলার ছাপানোর সরঞ্জামের হদিশ পেলেন না। ম্যাকমার্ডোকে নিয়ে সেপাইরা বাইরে অপেক্ষা করছিল। এবার ক্যাপ্টেন মার্ভিন আর তাঁর সেপাইরা তাকে নিয়ে এল স্থানীয় পুলিশ হেড কোয়ার্টারে। সূর্য ডুবেছে অনেকক্ষণ আগে, চারদিক ঢেকে গেছে গাঢ় আঁধারে, তার মধ্যে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড তুষার ঝড়। ভবঘুরে ছাড়া পথঘাট এখন জনশূন্য, মজা দেখতে এরা পুলিশের পেছন পেছন এল, ম্যাকমার্ডোকে হাজতে ঢোকানোর পরে হতভাগারা বাইরে দাঁড়িয়ে 'হতচ্ছাড়া স্কাওরার্সটাকে খতম করুন' 'ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিন।' বলে কিছুক্ষণ দাবির নামে হট্টগোল করল। হাজতে ঢুকে ম্যাকমার্ডো দেখল আগেরদিন খবরের কাগজের অফিসে হামলা করতে যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে চারজনকে পুলিশ আগেই হাজতে পুরেছে। টেড বলড়ুইনও ছিল তাদের মধ্যে। তাদের মুখ থেকে ম্যাকমার্ডো শুনল পরদিন সকালে নির্দিষ্ট অভিযোগে তাদের হাজির করা হবে আদালতে।

হাজতে সবার সঙ্গে ম্যাকমার্ডোর সময়টা ভালই কাটল। বেশি রাতের দিকে একজন রক্ষি তাদের শোবার জন্য এক আঁটি খড় নিয়ে এসে হাজতের মেঝেতে রাখল। সেই খড়ের আঁটির ভেতর থেকে বেরোল দু'বোতল হুইস্কি, কয়েকটা গ্লাস আর এক প্যাকেট তাস। হাজতের ভেতর নির্ভাবনায় সময় কাটানোর জন্য ম্যাকজিন্টি নিজেই যে এসব পাঠিয়েছে তা বুঝতে তাদের বাকি রইল না।

পরদিন সকালে পুলিশ ম্যাকমার্ডো সমেত বাকি সবাইকে পত্রিকার অফিসে হামলা চালানো আর সম্পাদককে বেধড়ক মার মারার অভিযোগে হাজির করল আদালতে। মামলা শুরু হলেও তার ফল যে ধৃতদের পক্ষেই যাবে দু'একদিন যেতে না যেতে তা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। খবরের কাগজের ছাপাখানার কম্পোজিটার, টাইপসেটার আর মেশিনম্যানেরা আলাদা আলাদা ভাবে সাক্ষ্য দিতে এসে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে ঘটনার সময় আলো খুব অল্প থাকার ফলে আততায়ীদের সনাক্তকরণ তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তবে পুলিশ যখন এইসব লোককে ধরে এনেছে তখন হামলাবাজদের মধ্যে তারা নিশ্চয় ছিল। ম্যাকজিন্টির উকিলের জেরায় ঐ সাক্ষিরা

বলতে বাধ্য হল আদালতে আসামির কাঠগড়ায় যারা দাঁড়িয়ে আছে ঘটনার দিন তারাই হামলা চালিয়েছিল কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে তাদের মনে। অন্যদিকে আহত সম্পাদক জেমস স্ট্যাঙ্গার তাঁর জবানবন্দিতে বললেন হামলাবাজেরা আচমকা দল বেঁধে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে তাদের কারও মুখ তাঁর মনে নেই, শুধু মনে আছে তাদের একজনের গোঁফ ছিল তাঁর মাথায় সেই লোকটিই প্রথম লাঠি মারে। এরা যে স্কাওরার্স সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ, কারণ দুনিয়ায় অন্য কোনও শত্রু নেই। কিছুদিন ধরেই কাগজের সম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে তাদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন তিনি, তাই তাঁর ধারণা ঐভাবে বদলা নিতে এসেছিল তারা।

আসামি পক্ষের উকিল এরপর স্বয়ং ম্যাকজিন্টিকেই সাক্ষ্য দিতে তলব করলেন আদালতে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ইশারায় আসামিদের দেখিয়ে সে বলল, খবরের কাগজের অফিসে হামলার সময় ঐ ক'জন লোক ইউনিয়ন অফিসে এসে তাস খেলছিল তার সামনে। এরপর বিচারকের সামনে আর এমন কোনও পথ খোলা রইল না যার সাহায্যে মামলাটি উচ্চতম আদালতে পাঠানো যায়। শেষ পর্যন্ত বিচারক মামলা খারিজ করে দিলেন এবং আসামিদের সবাইকে বেকসুর খালাস দিতে বাধ্য হলেন। অযথা হয়রানির জন্য সরকারের তরফ থেকে ধৃতদের কাছে মাফ চাইলেন বিচারক এবং একই সঙ্গে পুলিশি অপদার্থতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য ক্যাপ্টেন মার্ভিন ও স্থানীয় পুলিশকে ভর্ৎসনা করলেন।

বিচারকের রায় শুনে উপস্থিত জনতার প্রবল হাততালিতে ফেটে পড়ল আদালত, লজের ব্রাদাররা হেসে, হাত নেড়ে যারা ছাড়া পেল তাদের অভিনন্দন জানাল।

পাঁচ
আঁধারে ম্যাকমার্ডো

লজে যোগ দেবার এত অল্প সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার ও খালাস হবার ফলে ব্রাদারদের মধ্যে ম্যাকমার্ডোর প্রভাব প্রতিপত্তি গেল বেড়ে। লজে যেদিন যোগ দিল সেদিনই রাতে অভিযানে অংশ নেবার বাছাই হওয়া এবং সেই অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে আদালতে হাজির এবং বেকসুর খালাস হওয়া লজের ইতিহাসে এমন নজির এই প্রথম।

কিন্তু লজে এই সুনাম অর্জনের ফলে অন্যদিকে ঘটল অসুবিধা, এট্টির বাবা আগে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে ছেড়েছিলেন, এবার তার বাড়িতে ম্যাকমার্ডোকে ঢুকতে মানা করে দিলেন তিনি। এট্টির ততদিনে হুঁশ হয়েছে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার মত বুদ্ধি উঁকি দিচ্ছে মগজে, একজন অপরাধীকে বিয়ে করলে ভবিষ্যতে দাম্পত্য জীবনে তার প্রভাব পড়বে, ফলাফল কি দাঁড়াবে এসব কথা প্রায়ই ভাবছে সে।

একই সঙ্গে সে বেশ বুঝতে পারছে ম্যাকমার্ডোকে সে মন থেকে মোটেও সরিয়ে দিতে পারবে না। বাবা ম্যাকমার্ডোকে তাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে বারণ করার পরে একটা গোটা রাত না ঘুমিয়ে শুধু ভেবে কাটাল এট্টি, পরদিন সকালে স্থির করল সে নিজে যাবে ম্যাকমার্ডোর বাড়িতে, তারপর এই এলাকার মার্কামারা বদমাশদের সঙ্গ থেকে সে যাতে সরে আসে সে ব্যাপারে শেষ চেষ্টা করবে। এর আগে ম্যাকমার্ডো তার বাড়িতে যেতে এট্টিকে অনেক অনুরোধ করেছে কিন্তু সে রাজি হয়নি। কিন্তু সেদিন নিজেই গেল এট্টি। ম্যাকমার্ডো তখন বসার ঘরে দরজার দিকে পেছন ফিরে বসাকে চিঠি লিখতে বসেছে। এট্টির বয়স মাত্র উনিশ, সেদিক থেকে এখনও ছেলেমানুষ বলা চলে। দরজা খুলে যখন দেখল ম্যাকমার্ডো তাকে লক্ষ্য করেনি, তখনই তাকে চমকে দেবার বদবুদ্ধি এল তার মাথায়, পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে পেছন থেকে তার কাঁধে হাত রাখল এট্টি।

এট্টিব ঐ মতলব সফল হল — ম্যাকমার্ডো চমকে উঠল ঠিকই কিন্তু তাব সঙ্গে সঙ্গে এট্টিকেও এমন চমকে দিল যা সে আশা কবতে পাবেনি। কাঁধে হাত বাখাব সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে বা হাতে চিঠিব কাগজটা দলা পাকিয়ে ফেলল ম্যাকমার্ডো আব বাঘেব মত লাফিয়ে ডান হাত বাড়িয়ে চেপে ধবতে গেল এট্টিব গলা। পবমুহূর্তে এট্টিকে দেখে নিজেকে সামলে নিল সে, হিংস্র ভাব মিলিয়ে গিয়ে চোখে মুখে ফুটে উঠল আনন্দ।

'একি, তুমি! কাজেব সময় এভাবে কখনও চমকে দিতে হয়? দ্যাখো তো, কি কাণ্ড বাধাচ্ছিলে!' দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে ম্যাকমার্ডো বলল, 'তুমি আমাব প্রিয়তমা, আমাব মনপ্রাণ, আমাব কাছে এসেছো আব আমি কিনা তোমাব গলা টিপে ধবতে যাচ্ছিলাম! এসো আমাব কাছে এসো।'

কিন্তু এট্টি তখনও সহজ হতে পাবেনি, খানিক আগে চমকে ওঠাব সময় তাব চোখে মুখে এক চাপা আতংক স্পষ্ট ফুটে উঠতে দেখেছে সে, সেই চাপা আতংকেব চেহাবাই ভাবিয়ে তুলেছে এট্টিকে। চেঁচিয়ে এট্টি বলল, 'জ্যাক, তোমাব কি হয়েছে, আমাকে দেখে এত ভয় পাচ্ছো কেন? কাকে চিঠি লিখছিলে দেখি —' বলে সেই দলাপাকানো কাগজেব দিকে হাত বাড়াল সে।

'দুঃখিত এট্টি, ও চিঠি দেখাব জন্য জেদ কোব না, এ এত গোপনীয় যা আমি কাউকেই দেখাতে পাবব না।'

'এত গোপনীয়তাব অর্থ একটাই হতে পাবে,' নাবী মনেব চিবকালীন সন্দেহ জাগল এট্টিব মনে, 'তুমি নিশ্চয়ই কোনও মেয়েকে চিঠি লিখছিলে, তাই আমাকে ওটা দেখাতে তোমাব আপত্তি। আব সে মেয়েটি যে তোমাব বৌ নয়, সে বিষয়ে কি কবে নিশ্চিত হব আমি? তুমি অপবিচিত বিদেশী, বাড়িতে তোমাব বৌ নিশ্চয়ই আছে।'

'ভুল কবছ এট্টি,' দৃঢ় গলায় বলল ম্যাকমার্ডো, 'খ্রীষ্টেব পবিত্র ক্রুশেব নামে শপথ নিয়ে বলছি আমি বিয়ে কবিনি, এখনও পর্যন্ত তুমিই আমাব জীবনে একমাত্র নাবী, বিশ্বাস কবো।'

'তাহলে কেন চিঠিটা দেখাচ্ছো না,' ম্যাকমার্ডোব গলায় ফুটে ওঠা আন্তবিকতাব আবেগকে অবিশ্বাস কবতে পাবল না এট্টি। সঙ্গে সঙ্গে আবাব জেদ ধবল সে, 'তাহলে চিঠিটা আমায় দেখাচ্ছো না কেন?'

'তাহলে শোন, যাদেব এ চিঠি লিখছি সেই লজেব সদস্যদেব সামনে শপথ কবেছি এ চিঠি কাউকে দেখাব না। তোমাব কাছেও তো শপথ কবেছি মনে নেই যে সব কথা তোমাকে দিয়েছি বা দেব তাব খেলাপ কখনও কবব না। এও ঠিক তেমনই। লজেব সব ব্যাপাবই অতি গোপনীয় তাই তুমি পেছন থেকে কাধে হাত বাখাতে চমকে উঠেছিলাম, ভেবেছিলাম কোনও গোয়েন্দা হয়ত আমাব ঘবে ঢুকেছে পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছে আমি কাকে চিঠি লিখছি।'

ম্যাকমার্ডো এভাবে বোঝানোব পবে এট্টিব বিশ্বাস হল যে সে সত্যি কথা বলছে। এবাব ম্যাকমার্ডো তাকে জড়িয়ে ধবল দু হাতে। সব ভয় ভীতি তাব মন থেকে দূব কবাতে চুমুতে ভবিয়ে দিতে দিতে বলল, 'নাও, বোস এখানে। অদ্ভুত হলেও তোমাব গবীব প্রেমিক তোমাব মত বাণীব জন্য এব চেয়ে ভাল সিংহাসন এখনও জোগাড় কবতে পাবেনি। কেমন, মনেব অস্থিব ভাবটা এবাব গেছে তো?'

'কি করে যাবে তুমিই বলো জ্যাক,' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল এট্টি, 'যখন জানি একপাল বদমাশেব দলে ভিড়ে তুমি নিজেও ঐবকম হয়ে উঠছো -- জানি না কবে মানুষ খুনেব দায়ে পুলিশ তোমায় আদালতেব কাঠগড়ায় দাঁড় কবাবে! দোহাই জ্যাক, এ পথ তুমি ছেড়ে দাও ঈশ্ববেব দোহাই, ওদেব সঙ্গ ছেড়ে সবে এসো তুমি! বিশ্বাস কবো, এসব কথা বলব বলেই আমি ছুটে এসেছি তোমাব কাছে। জানো, সেদিন আমাদেব একজন বোর্ডাব তোমাব কথা উঠতে বলল, 'ম্যাকমার্ডো? সে নিজে তো এখন স্কাওবার্সদেব দলে গিয়ে ভিড়েছে!' কথাটা ছুবিব মত এসে বিঁধল আমাব বুকে।'

'ও, শুধু বুকে বিঁধেই রেহাই দিয়েছে?' ব্যাপারটা হালকা করতে রসিকতার সুরে বলে ম্যাকমার্ডো, হাড়গোড় ভাঙেনি তো? বাজে কথা শুনতে যত খারাপই হোক তাতে কিন্তু হাড় গোড় ভাঙে না।'

'কিন্তু ও যা বলল তা যে সত্যি তা অস্বীকার করতে পারবেন না,' এট্টি বলল, 'শুনে আমার এত খারাপ লাগল —'

'যতটা ভাবছো বা যতটা লোকে বলে ততটা খারাপ নয় এট্টি। আসলে আমরা নিছকই একপাল গরীব লোক। তোমাদের চোখে যা অপরাধ, আমাদের চোখে তা অধিকার অর্জনের লড়াই।'

যুক্তির জাল আর কথার মারপ্যাঁচে ম্যাকমার্ডোর সঙ্গে পেরে ওঠে না এট্টি, তবু শেষ চেষ্টা করতে তার সামনে হাঁটু ভেঙ্গে বসে সে বলল, 'জ্যাক, তোমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ভিক্ষে চাইছি এপথ তুমি ছেড়ে দাও, ওদের সঙ্গ ত্যাগ করো।' দু'হাতে প্রেমিকের গলা জড়িয়ে ধরল এট্টি।

'কি করে ছাড়ব বলো,' এট্টির মুখ বুকে সাপটে ধরে বলল ম্যাকমার্ডো, 'আমার কাছে কি চাইছো তা নিজেই জানো না তুমি। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে গেলে আমার শপথ ভাঙ্গতে হবে, সঙ্গীদের ছাড়তে হবে যার আরেক নাম বিশ্বাসঘাতকতা। গোটা ব্যাপারটাই জানলে কখনোই এমন অনুরোধ করতে না। তাছাড়া আমি চাইলেই ওরা আমায় ছাড়বে ভেবেছো? তুমি কি ভেবেছো সব গুপ্ত খবর যে জানে লজ তাকে ছেড়ে দেবে?'

'সে কথা আমি ভেবেছি জ্যাক, সবদিক বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসার পথও বের করেছি। শোন এ জায়গাটা বাবার মোটেও ভাল লাগছে না। বাবা বলেন, দিনরাত এইভাবে প্রচণ্ড ভয়ের মধ্যে টেঁকা যায় না। কিছু টাকা তিনি জমিয়েছেন, তার ওপর ভরসা করে অন্য কোথাও চলে যাবার কথা ভাবছেন তিনি। চলো, বাবা, তুমি আর আমি, তিনজনে একসঙ্গে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাই —'

'পালাবে এখান থেকে এই তো? পালিয়ে যাবে কোথায় তা একবারও ভেবেছো?'

'ফিলাডেলফিয়া বা নিউইয়র্ক, ওসব জায়গায় গেলে এদের আতংকের হাত থেকে তো বাঁচব।'

'ভুল করছ এট্টি,' হাসল ম্যাকমার্ডো, 'লজের হাত কি বিশাল সে ধারণা তোমার নেই। সে হাত ফিলাডেলফিয়া বা নিউইয়র্কে পৌঁছোবে না ভেবেছো?'

'তাহলে পশ্চিমে কোনও জায়গায় চলো, ইংল্যাণ্ড নয়ত সুইডেনে, বাবা যেখান থেকে এসেছিলেন। ভ্যালি অফ ফিয়ার থেকে বাঁচব এমন কোনও জায়গায়।'

'ভ্যালি অফ ফিয়ার নামটা এই নিয়ে দু'বার শুনলাম,' এই উপত্যকার কিছু লোক দিন রাত ভীষণ ভয়ের মধ্যে ডুবে আছে, তুমিও তাদেরই একজন।' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাদার মরিসের কথা তার মনে পড়ল।

'আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের ওপর এই উপত্যকার আতংক কালো ছায়া ফেলছে। টেড বলডুইনকে মনে নেই? তুমি কি ভেবেছো সে আমাদের ক্ষমা করেছে? ও তোমাকে ভীষণ ভয় পায় তাই নয়ত আমাদের হাল ও যা করত তা ভাবতে পারবে না। আমার দিকে টেড যখনই তাকায় তখনই ওর কালো চোখের চাউনিতে কি অদম্য খিদে আর হিংস্রতা ফুটে ওঠে যদি দেখতে!'

'এতদূর? দাঁড়াও, আমার সামনে আগে একবার ঐভাবে হতচ্ছাড়া তাকাক তোমার দিকে, তারপরে ওর মজা আমি বের করছি! কিন্তু আমার ছোট্ট সোনা মেয়ে, আমার ছোট্ট রাণি, এই মুহূর্তে তো এ জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা। তবে ব্যাপারটা যদি আমার ওপর ছেড়ে দাও তো ছ'মাসের মধ্যে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে এখান থেকে যাতে চলে যাওয়া যায় সে চেষ্টা আমি করব।'

'এসব ব্যাপারে যদিও কোনও সম্মানের প্রশ্ন ওঠে না তাহলেও — তুমি বলছ ছ'মাসের মধ্যে পারবে? শপথ করছো তো?'

'ছয় থেকে আট মাস খুব বড় জোর এক বছর। তার মধ্যে এ জায়গা ছেড়ে আমরা সবাই আশা করছি চলে যেতে পারব।'

ম্যাকমার্ডোর প্রতিশ্রুতি আদায় করে খুশি মনে বাড়ি ফিরে গেল এট্টি, তার পরে কয়েকদিন বাদে আবার রক্তগঙ্গার বান ডাকল ভারমিসা উপত্যকায়। ম্যাকজিন্টির ওপরওয়ালার নির্দেশে দু'জন ঘাতক এসে হাজির হল ভারমিসায়, ক্রো-হিল কয়লাখনির এঞ্জিনিয়ার আর ম্যানেজারের নাম উঠেছে তাদের খতম খাতায়, ঐ দু'জনকে খুন করতে এসেছে তারা। লজের সদস্যরা একটি ব্যাপারে শৃঙ্খলা মেনে চলে, কাজ শেষ করার আগে পর্যন্ত যাকে খতম করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার নাম কারও কাছে বলে না এমনকি তার প্রসঙ্গে কোনও আলোচনাও করে না। ব্রাদারেরা সবাই নিজেদের মধ্যেও এই নিয়ম মেনে চলে কঠোরভাবে। তবু আগেভাগে খবর বেরিয়ে যেতে পারে এই ভয়ে ঘাতক দু'জনকে ইউনিয়ন হাউসে রাখল না ম্যাকজিন্টি, ম্যাকমার্ডোর বাড়িতে তার সঙ্গে তাদের দু'জনের থাকার ব্যবস্থা করল সে। লালার আর উইলিয়ামস নামে ঐ দু'জন কাকে বা কাদের খতম করতে এসেছে তা নিয়ে ম্যাকমার্ডো আর স্ক্যানলানের কৌতূহলের অন্ত নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা প্রশ্ন করলেই এরা মুখে তালা আঁটে। যে ক'দিন তারা রইল সে ক'দিন তাদের ওপর দিন রাত নজর রাখল স্ক্যানলান। একদিন সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরোল দুই ঘাতক। ম্যাকমার্ডো আর স্ক্যানলান তাদের পিছু নিল। ক্রো-হিল খনিতে পৌঁছে ম্যানেজার আর এঞ্জিনিয়ার দুজনকেই গুলি ছুঁড়ে খুন করল তারা। খনি শ্রমিকরা ধরে ফেলার আগেই পালিয়ে গেল দু'জনে। এর প্রায় একই সঙ্গে ভারমিসা লজ থেকেও তিন জন সদস্য গিয়ে খতম করে এল গিলমারটন জেলার উইলিয়াম হেইল্‌স নামে এক খনি মালিককে, এই দলের নেতা হয়ে গিয়েছিল টেড বলডুইন। পরপর দু'টি খতম অভিযানে সাফল্য উপলক্ষ্যে উৎসবের বন্যা বয়ে গেল ভারমিসা লজে, দু'দুটো খনির মালিক আর ওপরওয়ালাদের খুন করা কি যে সে কথা! এর ফলে ঐ দু'টি খনির কাছ থেকে এখন মোটা বার্ষিক চাঁদা আদায় করা যাবে। না দিলে আরও কয়েকটা লাশ পড়বে, এই এলাকায় ব্যবসা করে খাবার পথ বন্ধ হবে বরাবরের জন্য।

সেই উৎসবের রাতে সদস্যরা বাড়ি যাবার পরে ভেতরের ঘরে ম্যাকমার্ডোকে নিয়ে এল ম্যাকজিন্টি যেখানে দু'জনের প্রথম পরিচয় হয়েছিল।

'এতদিনে তোমার করার মত একটা কাজ আমার হাতে এসেছে ম্যাকমার্ডো,' বলল ম্যাকজিন্টি, 'কাজটা তোমার নিজের হাতে করতে হবে।'

'মাননীয় প্রভু,' ম্যাকমার্ডো বলল, 'আপনার কথা শুনে আমি গর্ববোধ করছি।'

'আয়রণ ডাইক কোম্পানির চিফ ফোরম্যান চেস্টার উইলকক্সকে খতম করতে হবে। স্যানডার্স আর বিলি, এই দু'জন চাকরি করে ঐ কোম্পানিতে, এদের দু'জনকে ডেকে যখন তখন ধমকায়, চাকরি খাবার হুমকি দেয়। তাই যদি চাও তো এ কাজে ওদের দু'জনকেও সঙ্গে নিতে পারো। কাজটা করতে পারলে এই এলাকার প্রতিটি লজ ধন্যবাদ জানাবে তোমায়।'

'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব,' বলল ম্যাকমার্ডো, 'কিন্তু লোকটাকে পাবো কোথায়?'

ম্যাকজিন্টি চুরুট টানছিল, দিনরাত চুরুট থাকে তার মুখে। শুধু টানে বললে ভুল হবে, চোয়ালের দাঁত দিয়ে হিংস্রভাবে চুরুট চিবোয় সে। ম্যাকমার্ডোর প্রশ্নের জবাবে এবার চুরুটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে রাখল সে, তারপর নোটবইয়ের পাতা ছিঁড়ে চেস্টার উইলকক্সের বাড়ির মোটামুটি নকশা আঁকতে আঁকতে বলল, 'লোকটার গায়ে প্রচণ্ড জোর আছে, একেবারে লোহার মত পেটা শরীর। আগে ছিল মিলিটারি সার্জেন্ট, যুদ্ধেও গিয়েছিল, গায়ে প্রচুর ক্ষতের দাগ আছে। আগে পরপর দু'বার ওকে খতম করার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু দু'বারই লোকটা বেঁচে গেছে। ওকে খতম করতে গিয়ে জিম কার্ণাওয়ে নামে আমাদের এক সদস্য খুন হয়েছে ওরই হাতে। এবার ওকে খতম করার

দায়িত্ব তোমাকে দিচ্ছি। মনে রেখো লোকটার সঙ্গে সবসময় পিস্তল থাকে, আর ওর নিশানা কখনও ভুল হয় না। এবার মন দিয়ে এই ম্যাপটা দেখো। আয়রণ ডাইক ক্রস রোডে এই হল ওর বাড়ি, বৌ, তিনটে বাচ্চা আর একটা ঠিকে কাজের লোক নিয়ে এখানেই থাকে সে। এলাকাটা নিরিবিলি। আশেপাশে লোকজন বিশেষ তেমন নেই বললেই চলে। দিনের বেলা সুবিধে হবে না, যা করতে হবে রাতে। একটা কথা মনে রেখো এ লোককে খতম করতে গিয়ে কোনরকম বাছবিচার করবে না, হয় বাড়ির সবাইকে খতম করবে, নয়ত কাউকে নয়। বাড়িতে ঢুকে খতম করতে ঝুঁকি আছে তার চেয়ে আমি বলব বাড়ির দোরগোড়ায় এক বস্তা বিস্ফোরক রেখে পলতেয় আগুন যদি দাও —'

'এ লোকটার অপরাধ কী?'

'ঐ যে বললাম জিম কার্ণাওয়ে তারই গুলিতে খুন হয়েছে।'

'কেন খুন করল?'

'সে খবর জেনে তোমার তো কাজ নেই বাপু। জিম কার্ণাওয়েকে রাতের বেলা বাড়ির সামনে ঘুরে বেড়াতে দেখেই গুলি ছোঁড়ে লোকটা। তুমি, আমি, আমাদের পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। এখন এর বদলা তোমায় নিতে হবে।'

'ওর বৌ আর তিনটে বাচ্চা, এদেরও খতম করতে হবে?'

'নিশ্চয়ই, সে তো গোড়াতেই বলেছি। নইলে ওকে শায়েস্তা করবে কি করে?'

'কিন্তু এটা কি ওদের ওপর অবিচার হয়ে যাচ্ছে না? ওরা কি দোষ করেছে?'

'এ আবার কি বলছ? তাহলে কি ধরে নেব তুমি পিছিয়ে যাচ্ছো। কাজটা করতে চাইছো না?'

'একটু সহজ হন, কাউন্সিলর। আপনি আমার লজের বডিমাস্টার। এমন কি বলেছি যে আপনার মনে হচ্ছে আপনার নির্দেশ আমি অমান্য করছি? আমার ন্যায় অন্যায় বিচার করবেন আপনি।'

'বাঃ, এই তো কথার মত কথা, তাহলে তুমি রাজী?'

'নিশ্চয়ই রাজী?'

'কবে সারবে?'

'দু'একদিন সময় আগে আমায় দিন যাতে বাড়িটা দেখে মতলব ভাঁজতে পারি। তারপর —'

'খুব ভাল কথা,' ম্যাকজিন্টি তার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বলল, 'তাহলে এ কাজের পুরো দায়িত্বটুকু তোমাকেই দিলাম, ম্যাকমার্ডো। আগে কাজ সেরে ফিরে এলে দেখবে তোমায় নিয়ে কি বিরাট উৎসব হবে, তোমায় মাথায় তুলে নাচবে সবাই। এই আঘাতের পরে এই এলাকায় সবাই আমাদের পা জড়িয়ে ধরে পড়ে থাকবে।'

নতুন দায়িত্ব পেয়ে অনেকক্ষণ ভাবল ম্যাকমার্ডো। চেস্টার উইলকক্স থাকে পাঁচ মাইল দূরে পাশের উপত্যকার এক নিরিবিলি বাড়িতে। কিভাবে কাজটা সারবে তা দেখতে সে রাতেই সেখানে গেল ম্যাকমার্ডো, ফিরল পরদিন সকালে। ম্যাকজিন্টি যে দু'জনকে সঙ্গে নেবার কথা বলেছে সেই স্যাণ্ডার্স আর বিলির সঙ্গে পরদিন কাজের কথাবার্তা সেরে ফেলল। দু'দিন বাদে রাতের বেলা শহরের বাইরে এল তিনজনে। সশস্ত্র তিনজনেই, একজনের হাতে থলে ভর্তি বারুদ যা খনি খোঁড়ার কাজে লাগে। উইলকক্সের বাড়ির এলাকা সত্যিই নিরিবিলি, রাত দুটো নাগাদ তিনজনে এসে পৌঁছোল সেখানে। ঝোড়ো বাতাস বইছে, ভাঙ্গা মেঘ ঢেকে ফেলেছে চাঁদের তিন ভাগ। বাড়ির আশেপাশে শিকারি ব্লাডহাউণ্ড ছাড়া থাকতে পারে সে কথা ভেবে তিনজনেই পিস্তল উঁচিয়ে এগোচ্ছিল। বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছে দরজার গায়ে কান রাখল ম্যাকমার্ডো, ভেতরে কোনও আওয়াজ পেল না। এরপর বারুদভর্তি থলেটা সেই দরজার সামনে রাখল ম্যাকমার্ডো, ছুরি দিয়ে তার গায়ে ফুটো করে বারুদমাখানো পলতে জুড়ে দিল। খানিক বাদে নিশ্চিন্ত হয়ে

আগুন দিল পলতেয়। বারুদ মাখানো পলতে জ্বলতে জ্বলতে থলের দিকে এগোচ্ছে দেখে সঙ্গীদের নিয়ে সেখান থেকে সে দৌড়ে পালাল। কিছুদূর গিয়ে একটা নালায় ঢুকতেই প্রচণ্ড শব্দ, পরমুহূর্তে বাড়িটা খানখান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। কাজ হাসিল হয়েছে এটাই ধরে নিল তিনজনে। কিন্তু তাদের ধারণা ভুল, তিনজনের কেউই আঁচ করতে পারেনি সেদিন একটি লোকও বাড়িতে ছিল না। বারুদ জ্বালিয়ে খালি বাড়িটা ওড়ানোই তাদের সার হল। খুনের পর খুন হচ্ছে দেখে হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছিল চেস্টার উইলকক্স, তাই আগেরদিন রাতেই বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পুলিশ পাহারায় আশ্রয় নিয়েছিলেন নিরাপদ এলাকায়।

ম্যাকজিন্টির মুখ থেকে এ খবর শুনে এতটুকু মুখ কালো করল না ম্যাকমার্ডো, শুধু বলল, 'ওকে আমার হাতেই ছেড়ে দিন, আমি ওকে ঠিকই খতম করব। তাতে যদি এক বছর কেটে যায় তাহলেও জানবেন আমার হাত থেকে ও পার পাবে না।' লজের সবাই ধন্যবাদ জানাল ম্যাকমার্ডোকে, তার প্রতি সবার পূর্ণ আস্থা আছে ভোটের মাধ্যমে তাও জানিয়ে দিল সবাই। এর কিছুদিন পরে কাগজে খবর বেরোল আড়াল থেকে কেউ গুলি করেছে চেস্টার উইলকক্সকে। সবাই জানল ম্যাকমার্ডো তার কথামতন অসমাপ্ত দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ছয়
সংকট

ব্রাদারদের মধ্যে ম্যাকমার্ডোর জনপ্রিয়তা বাড়ার পাশাপাশি ম্যাকমার্ডোর ওপর স্থানীয় মানুষের মনে জমে উঠছিল সীমাহীন ঘৃণা আর ক্রোধ। স্কাওরার্সদের ওপর পাল্টা আঘাত হানতে এলাকার ভুক্তভোগী মানুষ একজোট হচ্ছে এবং আইন মেনে চলে এমন মানুষদের মধ্যে গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র বিলি করা হচ্ছে এমন খবরও এসে পৌঁছোল লজে। কিন্তু ম্যাকজিন্টি আর তার চ্যালাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এসব খবর ভিত্তিহীন, এককথায় গুজব ছাড়া কিছু নয়।

ফি শনিবার বিকেলে লজের সভা বসে। মে মাসের এমনই এক শনিবারের বিকেলে ম্যাকমার্ডো লজে যাবার জন্য বেরোতে যাবে এমন সময় তার সঙ্গে দেখা করতে এলো লজের একমাত্র দুর্বল ও নরম মনের সদস্য ব্রাদার মরিস। ম্যাকমার্ডো লক্ষ্য করল ব্রাদার মরিসের সুন্দর মুখখানায় দুশ্চিন্তা ও বিভ্রান্তির ছায়া পড়েছে।

'মিঃ ম্যাকমার্ডো,' ব্রাদার মরিস বলল, 'আপনার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারি?'

'নিশ্চয়ই,' বলে ম্যাকমার্ডো লক্ষ্য করে চাপা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে মরিস। গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'আপনার মত লোকেদের এই তো শরীরের হাল, নিন, আগে এটা খেয়ে নিন। তারপর যা বলার বলুন।'

হুইস্কি খাবার পরে ব্রাদার মরিসের চোখমুখ একটু স্বাভাবিক দেখাল, বলল, 'এক কথায় বলছি, আমাদের পেছনে একজন ডিটেকটিভ লেগেছে।'

'এই ব্যাপার?' হাসল ম্যাকমার্ডো, 'এই নিয়ে এত ভাবছেন আপনি। গোটা এলাকাটাই তো পুলিশ আর ডিটেকটিভে ছেয়ে গেছে; কিন্তু তাতে হয়েছেটা কি, ওরা কি আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পেরেছে?'

'ভুল করছেন, আমি জেলার পুলিশের কথা বলছি না, ওদের কিছু করার ক্ষমতাই নেই! কিন্তু আপনি পিংকারটনের নাম শুনেছেন?'

'ঐ নামের কয়েকজনের কাজকর্মের কথা পড়েছি বটে।'

'এরা সরকারি লোক নয় মনে রাখবেন, অপরাধী ধরা পড়ল তো ভাল, না পড়লে বয়েই গেল মনোভাব এদের নয়। এরা যে কেসই হাতে নিক না কেন সাফল্য ছাড়া আর কিছু বোঝে না এরা।

পিংকারটনের কোনও ডিটেকটিভ যদি সত্যিই আমাদের ব্যাপারে নাক গলিয়ে থাকে তো জানবেন আমাদের ধ্বংসের দিন ঘনিয়ে এল বলে!'

'এ নিয়ে এত ভাবনার কি আছে,' ম্যাকমার্ডো বলল, 'একদিন লোকটাকে খুঁজে বের করব তারপর সবাই মিলে লাশ ফেলে দেব।'

'গোড়ায় আমিও তাই ভেবেছিলাম, লজেও সবাই তাই ভাববে। আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম যতদিন যাবে খুনোখুনি তত বাড়বে।'

'তা খুনোখুনি আর নতুন কি বলুন, এই এলাকায় খুনোখুনি তো যখন তখন হচ্ছে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, মিঃ ম্যাকমার্ডো,' ব্রাদার মরিস বলল, 'কিন্তু যে লোক খুন হতে চলেছে তাকে চিনিয়ে দিয়ে আমি তার মৃত্যুর কারণ হতে চাই না। বিশ্বাস করুন, মিঃ ম্যাকমার্ডো, তেমন ঘটনা ঘটলে আমার চোখ থেকে রাতের ঘুম বিদায় নেবে, ঘুচে যাবে মনের শান্তি। অথচ এদিকে আমাদের নিজেদের প্রাণ নিয়েও টানাটানি — কোনও ব্রাদাবের গুলি, নয়ত ফাঁসির দড়ি। হা ঈশ্বর এই সংকটে এখন আমি কি করব, কোন পথে যাব কিছুই জানি না!'

নরম মনের মানুষ বলে অপছন্দ হলেও ব্রাদার মরিসের কথাগুলো সাড়া জাগাল তার মনে। ম্যাকমার্ডো দেখল সংকট আর তার মোকাবিলার ব্যাপারে তাদের দু'জনেরই দৃষ্টিভঙ্গি একইরকম। সে এবার মরিসের কাঁধ খামচে ধরে বলে উঠল, 'আপনি কি পেয়েছেন বলুন তো! মুখ গোমড়া করে শুধু ভাবলে চলবে? যে লোকের কথা বললেন তার সম্পর্কে যা জানেন, যতটুকু জানেন বলুন। কে লোকটা? এখন সে কোথায় আছে? তার খবর কিভাবে জানলেন? আমার কাছেই এলেন কেন?'

'আমার বিচারে আপনিই একমাত্র লোক যে এই নিদারুণ সংকটে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি দিয়ে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। আমার খুবই অন্তরঙ্গ এক বন্ধু টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করে, গতকাল তার পাঠানো এই চিঠিখানা পেয়েছি। এই সে চিঠি, আপনি নিজে পড়ে দেখুন।'

ব্রাদার মরিসের হাত থেকে চিঠিখানা নিল ম্যাকমার্ডো, চোখের কাছে এনে পড়ল তার বয়ান এরকম ঃ

'তোমাদের এলাকার স্কাওরার্সদের খবর কি? খবরের কাগজে এদের অনেক অত্যাচারের খবর চোখে পড়ছে। তবে এও জেনো পাঁচটা বড় কর্পোরেশন আর দুটো বড় রেল কোম্পানি ওদের সবরকম অরাজকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। সেরা গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান পিংকারটনকে এ কাজে ভাড়া করেছে। পিংকারটন ওদের সেরা গোয়েন্দা বার্ডি এডওয়ার্ডসকে কাজের দায়িত্ব দিয়ে ভারমিসায় পাঠিয়েছে। এবার স্কাওরার্সদের ধ্বংস হবার পালা ঘনিয়ে এল বলে —'

'কি সর্বনাশ?' বলে উঠল ম্যাকমার্ডো, 'এতক্ষণে বুঝেছি লোকটা কে। কিছু ভাববেন না, ব্রাদার মরিস, এবার হতভাগার বারোটা আমি একাই বাজাব। ব্রাদার মরিস, এ ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'বেশ, কিন্তু আমায় এর মধ্যে যেন আদৌ জড়াবেন না।'

'কথা দিচ্ছি জড়াব না। আপনি সরে দাঁড়ান, সব ঝুঁকি আমি একা নিলাম। চিঠিখানা যেন আমিই পেয়েছি, আপনি নন। কেমন ঠিক আছে?'

'আমি তাই বলতে যাচ্ছিলাম।'

'সব দায়িত্ব আমার ওপর দিয়ে মুখ বুজে থাকুন। আমি লজে যাচ্ছি, এবার যা করার আমিই করব, আপনি এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবেন না।'

'লোকটাকে সত্যিই খুন করবেন?'

'বন্ধু মরিস, এইমাত্রই তো বলেছি এ ব্যাপারের দায়িত্ব যা নেবার আমিই নেব। প্রশ্ন যত কম করবেন ততই মঙ্গল, বিবেকও ততই পরিষ্কার থাকবে আর রাতে ঘুমও ভাল হবে। যাই ঘটুক না

কেন, এ ব্যাপারে আর একটি প্রশ্নও করবেন না। আমি যা কবার করব, আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে যান।'

'বেশ বুঝতে পারছি এই লোকটা এবার খুন হবে, আর সেজন্য প্রধানত আমাকেই দায়ী হতে হবে বিবেকের কাছে।'

'আত্মরক্ষার মানে কিন্তু খুন নয়, ব্রাদার মরিস,' বলল ম্যাকমার্ডো, 'এই লোক এই উপত্যকায় বেশিদিন থাকলে আমরা একজনও প্রাণে বাঁচব না। ভাবছেন কেন, ব্রাদার মরিস? এভাবে আগে থেকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে আপনি তো লজের উপকারই করলেন, হয়ত এর ফলে ভবিষ্যতে আপনি ভোটে বডিমাস্টার নির্বাচিত হতে পারবেন।'

ব্রাদার মরিস চলে যাবার পরে ম্যাকমার্ডো লজে যাবার পথে এল শ্যাফটারের বোর্ডিং-এ। শ্যাফটার তাকে ঢুকতে নিষেধ করেছে তাই বাইরে দাঁড়িয়েই দরজায় টোকা দিল সে, খানিক বাদে দরজা খুলে দিল এটি। প্রণয়ীর চোখমুখ চিন্তাকুল চাউনি দেখে ঘাবড়ে গেল সে।

'কি হয়েছে জ্যাক?'

'তোমায় কথা দিয়েছিলাম সময় হলেই এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব, মনে আছে? মনে হচ্ছে সেই সময় এবার আসছে। বলো আমায় বিশ্বাস করো, যেমন বলব সেইমত করবে?'

মুখে কিছু না বলে এটি তার প্রণয়ীর হাতে হাত রাখল।

'বেশ, তাহলে যা বলি শোন। এই এলাকা ছেড়ে শীগগিরই অনেক লোককে পালাতে হবে, আমিও তাদের একজন। যেদিন ডাকব যখন ডাকব তখনই তোমাকেও বেরিয়ে আসতে হবে এখান থেকে, পালাতে হবে এই উপত্যকা ছেড়ে। পুলিশ হয়ত আর কখনও আমায় এই এলাকায় ঢুকতে দেবে না। যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানে আমার এক পরিচিত বিশ্বাসী ভদ্রমহিলা আছেন, আমাদের বিয়ে যতদিন না হয় ততদিন তোমাকে তাঁর আশ্রয়েই রাখব। বলো, রাজি তো? আসবে আমার সঙ্গে?'

'কথা দিলাম জ্যাক, নিশ্চয়ই আসব।'

'আমার খবর পাওয়ামাত্র সব রেখে এক কাপড়ে চলে আসবে ডিপোর ওয়েটিং হলে, আমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সেখানে।'

'তাই করব জ্যাক, দিনে বা রাতে যখনই হোক, তোমার পাঠানো খবর পেলেই সব ফেলে রেখে ছুটে আসব আমি।'

এটিকে সঙ্গে নিয়ে পালানোর ব্যবস্থা এত সহজে হবে ভাবতে পারেনি ম্যাকমার্ডো, এবার খানিকটা হালকা মনে লজে এসে হাজির হল সে। বস ম্যাকজিন্টি তখন বখশিসের সালিশি নিয়ে ব্যস্ত, — বৃদ্ধ ক্যাবিকে খুন করে এসেছে দুই ব্রাদার ইগান আর ল্যাণ্ডার, এই কাজের জন্য বখশিস দাবি করছে। ম্যাকমার্ডোকে দেখে ম্যাকজিন্টি তার ওপর এই বিচারের মীমাংসার ভার দিতে চাইল।

'মাননীয় প্রভু,' ম্যাকমার্ডো গম্ভীর গলায় বলল, 'এসব ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে পরেও মাথা ঘামানোর সময় পাওয়া যাবে। এমন একটি খবর আমি পেয়েছি যা রীতিমত ভয়ের। এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই,' বলে ব্রাদার মরিসের দেওয়া সেই চিঠিখানা পকেট থেকে বের করল সে। ম্যাকজিন্টি আর উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি যে খবর শোনাব তা লজের পক্ষে চিন্তার। এই রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড়, নামী আর শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের ধ্বংস করতে একজোট হয়েছে। এই এলাকায় এবং আশেপাশে আমাদের কাজকর্ম বন্ধ করতে ওরা আমেরিকার সেরা ডিকেটটিভ প্রতিষ্ঠান পিংকারটনকে ভাড়া করেছে। বার্ডি এডওয়ার্ডস নামে তাদের এক সেরা ডিটেকটিভকে পিংকারটন পাঠিয়েছে এই এলাকায় সে খবরও পেয়েছি।'

'তোমার এই খবরের ভিত্তি কি, ম্যাকমার্ডো?' জানতে চাইল ম্যাকজিন্টি, 'প্রমাণ কোথায়?'

'প্রমাণ এই চিঠিতে আছে, মাননীয় প্রভু,' বলে চিঠিটা পকেট থেকে বের করে তার বয়ান সবাইকে পড়ে শোনাল। সবশেষে বলল, 'এ চিঠির কথা কাউকে জানাব না বা এটা হাতছাড়া করব না বলে কথা দিয়েছি, এর বেশি আর কিছু জানি না। আমার হাতে যেভাবে এসেছে হুবহু সেইভাবে এর বিবরণ পেশ করলাম।'

'মিঃ চেয়ারম্যান,' একজন বয়স্ক ব্রাদার উঠে বলল, 'বার্ডি এডওয়ার্ডস-এর নাম আমিও শুনেছি, সত্যিই পিংকারটনের সে সেরা ডিটেকটিভ।'

'তাকে দেখলে চিনতে পারবে এমন কেউ এখানে আছে?' জানতে চাইল ম্যাকজিন্টি।

'নিশ্চয়ই,' বলল ম্যাকমার্ডো, 'আমি তাকে দেখেছি, আবার দেখলে ঠিক চিনতে পারব।'

'কোথায় আছে লোকটা?'

'হবসন্স প্যাচে দেখা হয়েছে তার সঙ্গে,' বলল ম্যাকমার্ডো, 'প্রথম আলাপ হয়েছে গত বুধবার গাড়িতে, তখন নাম বলেছিল স্টিভ উইলসন, পেশায় সাংবাদিক, নিউইয়র্ক প্রেস কাগজের হয়ে এই এলাকায় এসেছে স্কাওরার্সদের সম্পর্কে নানারকম খবর জোগাড় করতে। এই এলাকার বাসিন্দা জেনে আমার কাছ থেকেও কারও নাম জানতে চাইল। উল্টোপাল্টা কিছু খবর দিলাম ওকে যাতে আমার ওপর বিশ্বাস জন্মায়। আমাকে খবর জোগানোর পারিশ্রমিক হিসেবে কুড়ি ডলার দিল, আরও খবর আনতে পারলে দশ গুণ পারিশ্রমিকের লোভ দেখাল।

'লোকটা যে সত্যিই খবরের কাগজের লোক না তা বুঝলে কি করে?'

'বলছি প্রভু, ও লোকটা নামল হবসন্স প্যাচ-এ, খানিক বাদে আমিও নামলাম। টেলিগ্রাফ অফিসে কিছু কাজ ছিল, আমি ঢুকতে যাচ্ছি দেখি ও ভেতর থেকে বেরোচ্ছে। কাউন্টারে যেতেই চেনা অপারেটর বলল, 'ফর্মে এসব যা লিখেছে এর জন্য ডবল চার্জ ঐ লোকটার দেওয়া উচিত।'

'কার কথা বলছ বল তো?' আমি বললাম।

'ঐ যে এইমাত্র যে লোকটা বেরিয়ে গেল,' অপারেটর বলল, 'রোজ এখানে এসে ফর্মে হাবিজিবি লেখে যা দেখে চীনা ভাষা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। এইভাবে টেলিগ্রাম পাঠায় লোকটা।' শুনে বললাম, 'উনি কাজের লোক, পাছে আর কেউ জেনে ফেলে তাই এইভাবে সংকেতে খবর পাঠান।' অপারেটর নিজেও গোড়ায় তাই ভেবেছিল, আমিও ভেবেছিলাম কিন্তু এখন আর ভাবি না।'

'মনে তো হচ্ছে সত্যি খবরই এনেছো।' ম্যাকজিন্টি বলল, 'কিন্তু এখন আমাদের কি করা ঠিক হবে বলে মনে করো?'

'কেন, এই মুহূর্তে গিয়ে ওকে আমরা খতম করে ফেললেই সব ল্যাঠা চুকে যায়,' একজন বলল।

'ঠিক,' সায় দিল আরেকজন, 'যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল।'

'কিন্তু তার বাড়িটা এখনও জানি না প্রভু,' বলল ম্যাকমার্ডো, 'শুধু শুনেছি সে হবসন্স প্যাচ-এ আছে। আমি একটা ফন্দি এঁটেছি ওকে কব্জা করার, বলব?'

'বলো।'

'কাল সকালে টেলিগ্রাফ অফিসে আবার যাব আমি। অপারেটরের কাছ থেকে বের করে নেব লোকটার আস্তানা কোথায়। লোকটার সঙ্গে দেখা করে বলব যে আমি নিজেই একজন লজের ফ্রিম্যান; এও বলব যে আমার টাকার দরকার, তাই সে দাম দিলে খবর বিক্রি করতে রাজি আছি। এও বলব যে আমার কাগজপত্রের ফাইল আছে আমার বাড়িতে, রাত দশটা নাগাদ যদি আসে তখন আর কেউ বাড়িতে থাকবে না। আমার মনে হয় এই টোপ গিললে সে ঠিক আমার বাড়িতে এসে হাজির হবে খবরের লোভে। তখনই আমি ওকে হাতের মুঠোয় পাব।'

'তারপর?'

'তারপরের ব্যাপার আপনি প্ল্যান করে ঠিক করুন, মাননীয় প্রভু। আমার ল্যাণ্ডলেডি বিধবা, তায় কানে খাটো। বাড়িতে স্ক্যানলান আর আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না। লোকটা আমার বাড়িতে আসতে যদি রাজি হয় তো সে খবর আপনাদের জানিয়ে দেব। আগে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে এ কথা সে কথায় ভুলিয়ে আটকে রাখব তারপর আপনি জনাসাতেক লোক নিয়ে ন'টা নাগাদ আসবেন। এরপর ওকে আর প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে না দিলেই হবে।'

'আমার হিসেবে ভুল না হলে পিংকারটনে শীগগিরই একটা চাকরি খালি হচ্ছে,' বলল ম্যাকজিন্টি, 'তাহলে ঐ কথাই রইল, ম্যাকমার্ডো, রাত ন'টায় আমরা তোমার আস্তানায় যাচ্ছি। ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজাটা এঁটে দিয়ে যা করার আমরা করব।'

সাত

ফাঁদ ঃ বার্ডি এডওয়ার্ডস

ম্যাকমার্ডো তার প্ল্যানমত এগোল, পরদিন সকালে গেল হবসন্স প্যাচ-এ, ক্যাপ্টেন মার্ভিন ছিল কাছাকাছি, দূর থেকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, কিন্তু ম্যাকমার্ডো তাকে পাত্তা না দিয়ে সরে গেল। সেদিন বিকেলেই ইউনিয়ন হাউসে এল ম্যাকমার্ডো, ম্যাকজিন্টিকে জানাল 'লোকটার সঙ্গে দেখা হল। যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে। টোপ গিলেছে, আজ রাতে আসবে আমার ওখানে।'

'খাসা!' আনন্দে নেচে উঠল ম্যাকজিন্টি, 'আমরাও যাচ্ছি সময়মত।'

'শুনুন কাউন্সিলর, প্ল্যানটা এইভাবে ছকেছি : আপনারা সবাই থাকবেন আমার বড় ঘরে — যে ঘরে আপনি বসেছিলেন। সে আসবে রাত ঠিক দশটায়। তিনবার টোকা শুনলেই দরজা খুলে দেব, তারপর নিচে নিয়ে বসার বসার ঘরে, ফাইলপত্র খুঁজতে যাবার নাম করে বসিয়ে রাখব, ফিরে আসব কিছু বাজে কাগজপত্র নিয়ে। ও সেসব পড়তে শুরু করলেই চেপে ধরব তার ডান হাত; আমার চিৎকার শোনার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা ভেতরে ঢুকবেন। আপনারা ভেতরে না ঢোকা পর্যন্ত আমি ওকে ধরে রাখতে পারব।'

রাত ঠিক ন'টায় ম্যাকজিন্টি তার বাছা বাছা অনুগত সাত জন লোককে নিয়ে এল ম্যাকমার্ডোর ডেরায়। ম্যাকমার্ডো সবাইকে ভেতরে এনে বসাল, গ্লাসে ঢেলে হুইস্কি রাখল সবার সামনে। এদের মধ্যে টাইগার বারম্যাক আর টেড বলডুইনকেও দেখতে পেল সে।

'ওর আসবার সময় হয়েছে', বলে জানালার পর্দাগুলো টেনে দিল ম্যাকমার্ডো। এর একটু পরে বাইরে থেকে টোকা পড়ল দরজায়, একবার, দু'বার, তিনবার। আওয়াজ শুনে হিংস্র উল্লাস আগুনের মত জ্বলে উঠল সমবেত খুনীদের চোখে, সবাই যে যার হাতিয়ারে হাত রাখল।

'চুপ! একদম চুপ, কেউ শব্দ করবেন না।' বলে ঠোঁটে আঙুল চেপে ম্যাকমার্ডো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই দরজা খোলার আওয়াজ তাদের কানে এল আর সেইসঙ্গে অদ্ভুত পায়ের আওয়াজ আর অচেনা গলা। পরমুহূর্তে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ হল। শিকার ফাঁদে ঢুকেছে আঁচ করে পাশের ঘরে নিশ্চিন্ত হল খুনেরা। টাইগার বারম্যাক খুশিতে চাপাগলায় হেসে উঠতেই ম্যাকজিন্টি এক ধমকে থামিয়ে দিল তাকে।

পাশের ঘরে দু'জন লোক গলা নামিয়ে কি যেন বলাবলি করছে, তার খানিক বাদে এ ঘরে এল ম্যাকমার্ডো, ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় সবাইকে চুপচাপ অপেক্ষা করতে বলল। নির্দেশ মেনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সবাই, তারপর আর থাকতে না পেরে অধৈর্য গলায় ম্যাকজিন্টি একসময় বলে ফেলল, 'কোথায়, সে এসেছে? এসেছে বার্ডি এডওয়ার্ডস?'

'এসেছে,' চাপা গলায় জবাব দিল ম্যাকমার্ডো, 'আমারই আসল নাম বার্ডি এডওয়ার্ডস।'

শুনে থমকে গেল সবাই। মেঝেতে সূঁচ পড়লেও হয়ত শোনা যাবে ঘরের ভেতর এমনই নিস্তব্ধতা। প্রচণ্ড আতংকে সম্মোহিতের মত এরা তাকিয়ে রইল তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়ল সবক'টা জানালার কাঁচ, ভাঙ্গা কাঁচের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল কোল অ্যাণ্ড আয়রণ পুলিশবাহিনীর অনেকগুলো উইঞ্চেস্টার রাইফেলের চকচকে নল, ভেতরে বসা খুনের পালের একেকজনের মাথার দিকে তাক করা সেগুলো। জানালার পর্দাগুলো ছিঁড়ে খসে পড়ল। বুনো ভালুকের মত প্রচণ্ড ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে আধ খোলা দরজার দিকে ম্যাকজিন্টি লাফিয়ে গিয়েই থমকে গেল, দেখল সেখানে বিভলভার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে কোল অ্যাণ্ড আয়রণ পুলিশের ক্যাপ্টেন মার্ভিন।

'হুঁশিয়ার কাউন্সিলর,' ম্যাকমার্ডো নামে এতদিন পরিচিত লোকটি নিজের বিভলভার বের করল, 'যেখানে আছেন সেখানেই বসে থাকুন। বলডুইন, পিস্তল থেকে হাত না ওঠালে কিন্তু ফাঁসি কাঠকে কলা দেখাবে! বাঁচতে চাও তো হাত সরাও, নয়ত! দেখবে মজা! হ্যাঁ, ঠিক আছে। চল্লিশজন রাইফেলধারী পুলিশ এই বাড়ি ঘিরে ফেলেছে, কাজেই তোমাদের পালাবার আর কোনও পথই খোলা নেই, মার্ভিন ওদের পকেট থেকে পিস্তলগুলো তুলে নিন!'

তাদের নিরস্ত্র করতে ক্যাপ্টেন মার্ভিনকে বেগ পেতে হল না, এতগুলো উদ্যত রাইফেলের সামনে খুনেরা ফ্যাকাশে মুখে অসহায়ের মত বসে রইল।

'তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে আদালতে,' ম্যাকমার্ডো রূপী বার্ডি এডওয়ার্ডস বলল, 'তবে সেখানে আমি থাকব বাইরে। বড় জোর সাক্ষির কাঠগড়ায়, আর তোমরা দাঁড়াবে জাল দিয়ে ঘেরা আসামির খাঁচায়। তোমাদের জেল, ফাঁসির রায় আদালতে বিচারকই দেবেন, তার আগে শেষবারের মত কয়েকটা কথা বলে যাই। আমিই পিংকারটনের বার্ডি এডওয়ার্ডস। আপনাদের দলসমেত সবাইকে হাতে নাতে ধরার জন্য আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এই এলাকায় ক্যাপ্টেন মার্ভিন ছাড়া আর কেউ জানতেন না আমার আসল পরিচয়। যে খেলায় আমি নেমেছিলাম তা আগুন নিয়ে খেলার মতই বিপজ্জনক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। পালের গোদাসমেত আপনাদের ধরার কাজে নামার আগে পর্যন্ত ভাবতে পারিনি এমন এক জঘন্য সমিতি এখানে আছে, নরকের বীভৎস বর্ণনাও যার কাছে কিছুই নয়। ফ্রিম্যান সেজে একপাল খুনে বদমাশ এখানে ব্ল্যাকমেলিং আর খুনের কারবার চালাচ্ছে খবর পেয়েছিলাম, তাই ফ্রিম্যানের দলে ভিড়ে যাবার নির্দেশ আমায় দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনে শিকাগোতে আমি আগে ফ্রিম্যান সমিতির সদস্য হলাম। কিন্তু দেখলাম ওরা দান ধ্যান, পরোপকার, আধ্যাত্মিক চর্চা এসব নিয়েই ব্যস্ত। তারপর কানে এল খুনি ফ্রিম্যানদের আসল ঘাঁটি ভারমিসায়। শুনে এখানে চলে এলাম। শিকাগোতে মানুষ খুন বা ডলার জাল আমি করিনি, যেসব ডলার আপনাদের দিয়েছি সেসবই আসল। আপনাদের কাছাকাছি পৌঁছোনোর জন্য এমন অভিনয় করতে হয়েছে যেন পুলিশ তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

আপনাদের গোটা দলটাকে ধরতেই ভিড়ে গেলাম দলে। হাতে জঘন্য দাগিয়ে দেবার ছাপ নিয়ে হলাম খুনে বদমাশদের একজন। যে রাতে লজে যোগ দিলাম সে রাতেই হেরাল্ডের অফিসে চড়াও হলেন আপনারা হামলা করতে। বেধড়ক মারলেন বৃদ্ধ জেমস স্ট্যাঙ্গারকে। তাঁকে সেদিন আগে থেকে হুঁশিয়ার করতে পারিনি। বলডুইন, মনে আছে নিশ্চয়ই আমি বাধা না দিলে তোমার হাতে ভদ্রলোক সেদিন খুন হতেন। আপনাদের অনেক খুন করার চক্রান্ত আমি বানচাল করতে পেরেছি, আপনারা কিছুই টের পাননি। তবে অনেক সময় ব্যর্থও হয়েছি — আগে থেকে জানতে পারিনি বলে ক্রো-হিল কয়লা খনির ম্যানেজার আর এঞ্জিনিয়ারকে বাঁচাতে পারিনি, চোখের সামনে ওঁদের খুন হতে দেখেছি। চেস্টার উইলকক্সের বাড়ি বারুদে উড়িয়ে দেবার আগের দিন আমারই হুঁশিয়ারি পেয়ে উনি বাড়ির সবাইকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিলেন। বহুবার

দেখেছেন আপনাদের শিকার যেখানে থাকার কথা সেখানে তাকে পাওয়া যায়নি। যে পথে তার আসার কথা সে পথের বদলে অন্য পথে চলে গেছে। কাউকে খুন করতে গিয়ে দেখেছেন সে অন্য কোথাও নয়ত শহরে গেছে। জানবেন এসব আমিই করেছি, আগে থেকে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছি।'

'বিশ্বাসঘাতক!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ম্যাকজিন্টি।

'জন ম্যাকজিন্টি, আমায় বিশ্বাসঘাতক বলে যদি শান্তি পাও তো বলতে পারো। তবে এই এলাকার সাধারণ মানুষ কিন্তু উদ্ধারকারী বলে আমায় বাহবা দেবে মনে রেখো। মার্ভিন, আর আপনাকে ধরে রাখব না। রাত অনেক হয়েছে, এই বেলা এগুলোকে নিয়ে গিয়ে হাজতে ঢোকান।'

ভ্যালি অফ ফিয়ার থেকে অনেক দূরে স্কাওরার্সদের বিচার হল। এতদিন ধরে মানুষকে নিংড়ে যে টাকা তারা জমিয়েছিল জলের মত তা খরচ করেও শেষ রক্ষা করা গেল না। বিচারে ম্যাকজিন্টি সমেত আরও আটজনের হল ফাঁসি, প্যানপেনে নাকি কান্না কাঁদতে কাঁদতে গলায় ফাঁস পরল ম্যাকজিন্টি। দলের পঞ্চাশ জনের বিভিন্ন অপরাধে হল লম্বা মেয়াদের জেল। ভেঙ্গে গেল স্কাওরার্সদের দল। সফল হল বার্ডি এডওয়ার্ডসের অভিযান।

খেলা কিন্তু এখানেই শেষ হল না। দশ বছর জেল খেটে বেরোবার পর টেড বলডুইন যেদিন ছাড়া পেল সেদিনই বার্ডি এডওয়ার্ডস বুঝল তাকে বধ না করা পর্যন্ত সে শান্ত হবে না। আরও যারা ছাড়া পেল তারাও বার্ডি এডওয়ার্ডসকে খুন করার সংকল্প নিয়ে একজোট হল বলডুইনের সঙ্গে। এট্টিকে বিয়ে করে ঘর বেঁধেছিল এডওয়ার্ডস। কিন্তু খালাস পেয়ে শত্রুরা তাকে তখন কুকুরের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে। শিকাগোতে দু'বার তাদের হাত থেকে বেঁচে গেল বার্ডি, সেখান থেকে চলে এল ক্যালিফোর্নিয়ায়। এখানে মারা গেল এট্টি। এখানেও তার জীবনের ওপর আক্রমণ হল, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল বার্ডি। এবার সে নাম পাল্টাল, জন ডগলাস নাম নিয়ে সিসিল বার্কার নামে এক ইংরেজের সঙ্গে পাহাড়ে কারবার করে প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হল, এরই মাঝে জানতে পারল সেই খুনেরা আবার তার হদিশ পেয়েছে। এবার প্রাণ বাঁচাতে সে পালিয়ে এল ইংল্যাণ্ডে। এখানে এসে দ্বিতীয়বার বিয়ে করল। তারপর গ্রামের দিকে বার্লস্টোন ম্যানরের পুরোনো খামারবাড়ি কিনে দিন কাটাতে লাগল।

আট

শেষ কথা

পুলিশ কোর্টে জন ডগলাসের ফৌজদারি মামলা শুরু হল। কিছুদিন বাদে মামলা পাঠানো হল উচ্চতর আদালতে। আত্মরক্ষার জন্য ডগলাস গুলি ছুঁড়ে হত্যা করেছে, অতএব সে নিরপরাধ এই যুক্তিতে বিচারক তাকে বেকসুর খালাস দিলেন। মিঃ জন ডগলাস ছাড়া পাবার পরে তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লিখল হোমস। তাতে উল্লেখ করল, '... যে ভাবে হোক আপনার স্বামীকে ইংল্যাণ্ডের বাইরে কোথাও নিয়ে যান। এত বছর যাদের হাত থেকে উনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের চেয়েও ভয়ানক বিপজ্জনক লোক আছে এখানে। জানবেন ইংল্যাণ্ড ওঁর পক্ষে মোটেই নিরাপদ জায়গা নয়।'

এরপরে দু'মাস কেটে গেল। কেসটার কথা প্রায় ভুলতে বসেছি এমন সময় একদিন সকালে একটা হেঁয়ালি মাখানো চিঠি পাওয়া গেল লেটার বক্সে। খাম খুলতেই বেরোল একখানা কাগজ, তাতে পত্রলেখকের নাম ঠিকানা কিছু নেই, শুধু আক্ষেপের সুরে লেখা 'হায়রে মিঃ হোমস, বেচারা!'

'ওয়াটসন, এর মধ্যে কোনও শয়তানি আছে টের পাচ্ছি,' বলে ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ বসে ভাবল হোমস। সেদিনই রাতের বেলা সিসিল বার্কার এলেন দেখা করতে, তাঁর চোখমুখ উত্তেজিত।

'খুব দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি, মিঃ হোমস,' বললেন মিঃ বার্কার।

'আমি আগেই জানতাম,' বলল হোমস।

'মিঃ অ্যান্ড মিসেস ডগলাস তিন হপ্তা আগে 'পামিরা' জাহাজে চেপে দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হয়েছিলেন।'

'সে তো জানি।'

'গত রাতে জাহাজ ভিড়েছে কেপটাউনে, তারপর আজ সকালে মিসেস ডগলাসের পাঠানো এই তার পেয়েছি।' বলে টেলিগ্রামখানা তিনি এগিয়ে দিলেন।

কাগজে সংক্ষেপে মিসেস ডগলাস যা লিখেছেন তা হল, 'সেন্ট হেলেনা দ্বীপের কাছে প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়ের মধ্যে মিঃ ডগলাস জাহাজের ডেক থেকে জলে পড়ে নিখোঁজ হয়েছে — আইভি ডগলাস।'

'যাক ওর শেষ পরিণতি তাহলে এভাবেই ঘটানো হল,' আত্মমগ্নভাবে বলল হোমস, 'পরিকল্পনায় এতটুকু ফাঁক নেই, নিখুঁত।'

'মিঃ হোমস,' মিঃ বার্কার বললেন, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে এটা দুর্ঘটনা নয়।'

'ঠিক ধরেছেন, দুর্ঘটনা মোটেও নয়।'

'খুন?'

'নিশ্চয়ই!'

'আমারও তাই ধারণা, এসব ঐ শয়তান স্কাওরার্স হতচ্ছাড়াদের কাজ। হতভাগাদের '

'আজ্ঞে না, ওরা নয়, এ যার কাজ সে ওদের গুরু। এটা নকল টাকা শট গান বা বদখত রিভলভারের কেস নয়। বিখ্যাত শিল্পীর তুলির একটু আঁচ দেখলেই যেমন বোঝা যায় ছবিটা কার আঁকা, এও ঠিক তেমনই। আমেরিকা নয়, এ কাজের পেছনে আছে ইংল্যান্ডের ব্রেন। মরিয়ার্টির কাজের ধরন দেখলেই বোঝা যায়।'

'কিন্তু ওর মোটিভ কি, এ কাজে তার স্বার্থই বা কি?'

'বিদেশে কাউকে খুন করতে গেলে সেখানকার অপরাধীদের দিয়ে করাতে হয়। স্কাওরার্সদের যারা এখনও বদলা নেবার জন্য বেঁচে আছে তারাই ভাড়া করেছে মরিয়ার্টিকে। আপনার মনে পড়ে কি মিঃ ডগলাসকে বলেছিলাম এবার যে বিপদ আসবে তা আগেরগুলোর চেয়ে বেশি ভয়ানক? মনে পড়ছে?'

'কিন্তু এইভাবেই কি আমাদের দিন কাটাতে হবে, কোথাও স্কাওরার্স, কোথাও মরিয়ার্টির ভয়ে? ওদের শায়েস্তা করবার লোক কি কেউ নেই?'

'আমি সেকথা বলিনি,' বহুদূরের দিকে তাকিয়ে বলল হোমস, 'মরিয়ার্টিকে কেউ শায়েস্তা করতে পারবে না, একথা আমি বলিনি। কিন্তু আমাকে সময় দিন। আরও সময় দিন।'

দ্য হাউণ্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস

এক
মিঃ শার্লক হোমস

'বলো ওয়াটসন, ছড়িখানা খুঁটিয়ে দেখে কি বুঝলে?'

হোমস আমার দিকে পেছন ফিরে বসেছে, তাই এতক্ষণ আমি কি করছিলাম তা ওর নজরে কি করে এল ভেবে পেলাম না।

'আমি কি করছিলাম তা তুমি জানলে কি করে?' জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'তোমার মাথার পেছনে চোখ গজিয়েছে মনে হচ্ছে।'

'মাথার পেছনে চোখ গজিয়েছে কিনা জানি না,' হাসিমাখা গলায় বলল হোমস, 'কিন্তু সিলভার পালিশ করা কফির পটটা যে আমার সামনে রাখা তা তোমার চোখে পড়েনি। তুমি এতক্ষণ যা করছিলে সব ওর পালিশ করা গায়ে প্রতিফলিত হয়েছে। ভদ্রলোক কাল রাতে এলেন কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হল না। ফিরে যাবার সময় ভদ্রলোক ভুল করে ছড়িখানা ফেলে রেখে গেলেন। এ ছড়ির গুরুত্ব কম নয়, ওয়াটসন। যাক, এবার ঐ ছড়ির ওপর ভিত্তি করে ভদ্রলোক সম্পর্কে যা যা ধারণা হয়েছে বলো শুনি।'

গতকাল রাতে এক বয়স্ক ভদ্রলোক এসেছিলেন হোমসের কাছে, কিন্তু হোমস তখন বাড়ি ছিল না। হয়ত অপেক্ষা করার মত সময় হাতে না থাকায় ভদ্রলোক চলে গিয়েছিলেন আর যাবার সময় ভুল করে নিজের ছড়িখানা ফেলে রেখে গিয়েছিলেন।

হোমসের ঘুম ভাঙ্গে বেলার দিকে। ভাবনা চিন্তা করতে করতে একেকদিন গোটা রাতটাই কাটিয়ে দেয় সে। তাই সাতসকালে বিছানা ছেড়ে সে ব্রেকফাস্ট টেবলে এসে বসেছে দেখে সত্যিই অবাক হয়েছিলাম।

ফায়ারপ্লেসের সামনে মেঝেতে পাতা মোটা কম্বলের ওপর থেকে ছড়িখানা কুড়িয়ে নিলাম। পুরু কাঠের বাহারি ছড়ি, মুঠ বা মাথাটা বড় পেঁয়াজের মত ফোলা। এ ছড়ির চলতি নাম 'পেন্যাং ল ইয়ার'। কিন্তু নামে ল ইয়ার হলেও সাধারণত পুরোনো আমলের গৃহচিকিৎসকদেরই এই ছড়ি দুলিয়ে মানী লোকেদের মত চলাফেরা করতে দেখা যায়। ছড়ির মুঠের ঠিক নিচেই প্রায় ইঞ্চিখানেক চওড়া রূপোর বেড তাতে খোদাই করা — 'জেমস মর্টিমার, এম আর সি এস-কে সি সি এইচ-এর বন্ধুদের উপহার, ১৮৮৪।'

'ডঃ মর্টিমার আমার ধারণায় এক বয়স্ক চিকিৎসক,' হোমস যে অনুমান ভিত্তিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি মেনে চলে তারই নিয়ম মেনে বললাম, 'গ্রামের দিকে ওঁর প্র্যাকটিস ভালই জমেছে। ভদ্রলোক ওঁর বন্ধুদের শ্রদ্ধার পাত্র তাই তাঁরা ওঁকে এই ছড়িখানা উপহার দিয়েছেন।'

'খুব ভাল বলেছো, ওয়াটসন,' প্রশংসার সুর উপচে পড়ল হোমসের গলায়, 'তারপর?'

'মনে হচ্ছে গ্রামের দিকে প্র্যাকটিস করেন বলে ওঁকে বেশি হাঁটাহাঁটি করতে হয়।'

'এমন মনে হবার কারণ?'

'কারণ এই ছড়ির চেহারা। আগে এই ছড়িটা দেখতে আরও বাহারি আর সৌখিন ছিল যার অর্ধেকেরও বেশি ক্ষয়ে গেছে। গ্রামের পথে চলতে গিয়ে যেখানে সেখানে ঠোক্কর খাবার ফলেই

এমন হয়েছে বলে আমার ধারণা। লোহার মোটা 'ফেরুল'-টা আগে কত পুরু ছিল দেখলেই বোঝা যায়, কিন্তু এখন আর ওটার কিছু নেই বললেই চলে। কোনও শহরে ডাক্তারের হাতে থাকলে এই ছড়ি এত তাড়াতাড়ি এমন ক্ষয়ে যেত না।'

'তোমার ধারণা পুরোপুরি ঠিক,' বলল হোমস।

'আরও আছে,' বাহবা পেয়ে আমার উৎসাহ গেল বেড়ে, 'সি সি এইচ এর বন্ধুরা, মনে হচ্ছে এই ডাক্তার ভদ্রলোক গ্রামের কোনও শিকারি ক্লাবের সদস্য। 'এইচ' হরফ যখন আছে তখন পুরো শব্দটা 'হান্ট' হতে বাধা দেখছি না। ধরেই নিচ্ছি ক্লাবের কিছু সদস্যের অস্ত্রোপচারে উনি সাধ্যমত সাহায্য করেছিলেন তাই তাঁরাও বন্ধুত্ব ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে এই ছড়ি ওঁকে উপহার দিয়েছেন।'

'নাঃ, এবার বলতেই হচ্ছে তুমি আমাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছ!' বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে ছড়িখানা আমার হাত থেকে নিল হোমস। তারপর জানালার কাছে গিয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাসে চোখ রেখে ছড়ির আগাপাশতলা খুঁটিয়ে দেখল। খানিক বাদে ফিরে এসে চেয়ারে বসে বলল, 'এই ছড়ির গায়ে এমন কিছু চিহ্ন আছে যা কৌতূহল জাগানোর মত। আমার মতে তা নিঃসন্দেহে কিছু সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে।'

'তেমন কিছু কি আমার নজর এড়িয়ে গেছে?' প্রশ্নটা করতেই খট্‌কা জাগল মনে। আমার মনে হল এমনভাবে প্রশ্নটা করলাম আমি যেন গোয়েন্দাগিরির পুরোটাই আমার শেখা হয়ে গেছে।

'বলতে বাধ্য হচ্ছি ওয়াটসন,' স্বাভাবিক গলায় বলল হোমস, 'তোমার বেশিরভাগ সিদ্ধান্তই ভুল। তবে এও ঠিক যে তোমার এই ভুল সিদ্ধান্তগুলোই আমাকে সঠিক ধারণার দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। তবে ভদ্রলোক গ্রামের ডাক্তার, আর বিস্তর হাঁটাহাঁটি করেন, তোমার এই পয়েন্টটা ঠিক।'

'তাহলে তো ঠিকই বলেছি।'

'ঐটুকুই ঠিক বলেছো, তার পরেরগুলো নয়।'

'কিন্তু তার পরে বলার মত আর আছেই বা কি?'

'আছে আরও অনেক কিছু। উপহারের প্রসঙ্গেই আসা যাক। একজন ডাক্তারের উপহার শিকারিদের বদলে হাসপাতাল থেকে আসবে সেটাই স্বাভাবিক। এখানে সি সি এইচ এই তিনটে হরফ দেখে মনে হচ্ছে সে জায়গাটা হল চেয়ারিং ক্রস হাসপাতাল।'

'বেশ, তাই মেনে নিচ্ছি, কিন্তু এ থেকে আর কি কি সিদ্ধান্ত মাথায় আসছে?'

'যা আসছে তার বাইরে আর কোনও সিদ্ধান্ত আসতে পারে না,' হোমস বলল, 'তা হল এই যে গ্রামে যাবার আগে ডঃ মর্টিমার একসময় শহরে প্র্যাকটিস করতেন আর তখন চেয়ারিং ক্রস হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হাসপাতালের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে গ্রামে যাবার আগে নিশ্চয়ই সেখানকার সহযোগী ডাক্তারেরা মিলিতভাবে এই ছড়িখানা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। এই হল আমার অচ্ছেদ্য সিদ্ধান্ত।'

'আমার মতে এই সিদ্ধান্ত খুবই সম্ভাব্য আর বিশ্বাসযোগ্য,' আমি বললাম।

'ভাববার মত আরও পয়েন্ট আছে, ওয়াটসন, তা হল উনি চেয়ারিং ক্রস হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ঠিকই কিন্তু সেখানকার বেতনভুক স্থায়ী ডাক্তার কখনোই ছিলেন না। এর কারণ একটাই তা হল, লণ্ডনে প্র্যাকটিস জমিয়েছেন শুধু এমন ডাক্তারই হাসপাতালের বেতনভুক ডাক্তারের স্থায়ী চাকরি পেতে পারেন। ব্যাপার হল, লণ্ডনে যাঁর জমাট প্র্যাকটিস তিনি কখনোই গ্রামে যাবেন না। আমার ধারণা ডঃ মর্টিমার চেয়ারিং ক্রস হাসপাতালে বড় জোর হাউস সার্জন নয়ত হাউস ফিজিশিয়ান ছিলেন। ছড়ির গায়ে যে তারিখ খোদাই করা আছে তা থেকে বোঝা যায় পাঁচ বছর আগে উনি হাসপাতাল ছেড়েছেন। অতএব, প্রিয় ওয়াটসন, মাঝবয়সী গম্ভীর চেহারার

যে ডাক্তাবেব চেহাবা তুমি ধবে নিয়েছিলে তা হাওয়ায মিলিয়ে গেল, সাল তাবিখ জেনে মনে হচ্ছে ডঃ মর্টিমাবেব বযস ত্রিশেব নিচে। ভদ্রলোক আনমনা, উচ্চাশাহীন, আব অমাযিক। এছাড়া টেবিযাবেব চেয়ে বড অথচ ম্যাস্টিফেব চেয়ে ছোট একটা কুকুব ওঁব আছে।' বলে কাত হয়ে ঘবেব ছাতেব দিকে একমনে ধোঁযাব বিং ছাডতে লাগল হোমস।

তাব বক্তব্যেব পুবোটাই যে বিশ্বাসযোগ্য নয তা বোঝাতে হেসে বললাম, 'ওঁব আসল বযস আব পেশাগত বিববণেব নাগাল পাওযা খুব কঠিন কাজ নয, তবে তোমাব ধাবণাব শেষটুকু কতটা সত্যি তা পবখ কবা আমাব পক্ষে এক্ষুনি সম্ভব নয।' হোমস কোনও মন্তব্য না কবে একমনে আমাব কথাগুলো শুনে গেল।

এবাব আমাব খুদে ডাক্তাবি শেলফ থেকে মেডিক্যাল ডাইবেক্টবিখানা নামিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলাম। মর্টিমাব পদবিভুক্ত বেশ ক' জন ডাক্তাবেব হদিশ আছে এখানে। তাদেব ভেতব থেকে গতকাল যিনি এসেছিলেন তাঁকে খুঁজে বেব কবতে বেগ পেতে হল না। ভদ্রলোকেব পেশাগত বিববণ জোবে জোবে পডে শোনালাম।

'মর্টিমাব জেমস, এম আব সি এস, ১৮৮২, গ্রিম্পেন ডার্টমুব ডেভন। ১৮৮২ ১৮৮৬ চেযাবিং ক্রস হাসপাতালে হাউস সার্জন। 'সব বোগই কি ফিবে ফিবে আসে' শীর্ষক কম্পাবেটিভ প্যাথলজি বিষযক প্রবন্ধ লিখে জ্যাকসন পুবস্কাব পান। সুইডিশ প্যাথলজিক্যাল সোসাইটিব পত্রলেখক সদস্য, তাঁব লেখা কযেকটি প্রবন্ধেব শিবোনামা ঃ দূব পূর্বপুরুষেব সঙ্গে সাদৃশ্যেব খামখেযালি (ল্যানসেট, ১৮৮২), 'আমবা কি এগোচ্ছি?' (জার্নাল অফ সাইকোলজি, মার্চ ১৮৮৩)। গ্রিম্পেন থর্সলি ও হাই ব্যাবোব পাদ্রিব শাসনাধীন এলাকাব ভূতপূর্ব মেডিক্যাল অফিসাব।'

'তাহলে ওযাটসন কিন্তু দেখছো এই পেশাগত বিববণেব মধ্যে স্থানীয় শিকাবিদেব গ্রাব বা তাদেব সদস্যদেব অস্ত্রোপচাবেব উল্লেখ নেই ' মুচকি হাসল হোমস, 'তবে তোমাব একটা ধাবণাব সঙ্গে আমি গোডাতেই একমত হযেছি, তা হল ভদ্রলোক পুবোপুবি গ্রামেব ডাক্তাব এছাড়া যতদূব মনে পডছে খানিক আগে ভদ্রলোকেব প্রকৃতি সম্পর্কে তিনটে বিশেষণ উল্লেখ কবেছিলাম — আনমনা, উচ্চাশাহীন আব অমাযিক। নিজেব অভিজ্ঞতায বলছি, উচ্চাশা যাদেব নেই শুধু তাবাই লণ্ডন শহব ছেড়ে প্র্যাকটিস জমাতে গ্রামে যায, অমাযিক মানুষবাই প্রশংসাপত্র কুডোয, আব সবশেষে যাবা আনমনা তাবাই বহুক্ষণ অপেক্ষা কবে শেষ পর্যন্ত নিজেব ছডি ফেলে চলে যায, যাবাব আগে নিজেব ভিজিটিং কার্ডখানা পর্যন্ত বেখে যাবাব কথা তাদেব মাথায আসে না

'আব ঐ যে কুকুবেব কথা বললে সেটা?'

ঠিকই বলেছি বন্ধু ছডিখানা বেশ ভাবি তাই ওব পাগা কবব ছডিখানা দাতে কামড়ে ধবে ওব পেছন পেছন যায় আত্মবিশ্বাস ভবা গলায বলল হোমস আমাব মত খুঁটিযে দেখলে ছডিব মাঝখানে কুকুবেব দাঁতেব স্পষ্ট দাগ তোমাবও চোখে ধবা পডত। দাতেব মাঝখানেব ফাঁক দেখেই ধবা যায কুকুবটাব চোযাল কতটা চওডা। টেবিযাবেব চোযালেব চেয়ে বেশি চওডা, কিন্তু ম্যাস্টিফেব চোযালেব মত চওডা নয। পেযেছি, পেযেছি। হ্যাঁ, ঠিক যা ভেবেছিলাম। ওযাটসন, ভদ্রলোকেব কুকুবটা যে কোঁকডানো লোমওযালা স্প্যানিয্যাল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।' বলতে বলতে উঠে দাঁডাল হোমস, পাযচাবি কবতে লাগল ঘবেব ভেতব। তাব গলাব আওযাজে এমন এক আত্মপ্রত্যয ফুটে বেবোচ্ছে যা শুনে অবাক না হযে পাবলাম না।

'কিন্তু এতটা নিশ্চিত হচ্ছ কি কবে?' আমি বললাম।

ততক্ষণে সে জানালাব সামনে এসে দাঁডিযেছে। বাইবেব দিকে তাকিযে জবাব দিল, 'কাবণ খুব সোজা। আমি যে কুকুবটাকে দবজাব সামনেই দেখছি। হ্যাঁ, তাব মনিবও এসে গেছে। যেযো না ওযাটসন, দোহাই, বোস। উনি তোমাব মত একই পেশাব মানুষ। ওঁব সঙ্গে কথা বলাব সময

তুমি এখানে থাকলে সুবিধে হবে। আসুন, ভেতরে আসুন।'

ঘরে যিনি ঢুকলেন তাঁর বয়স খুব বেশি নয়, কিন্তু হলে কি হবে, লম্বা পিঠ বেঁকে যাবার ফলে তিনি হাঁটছেন কুঁজো হয়ে। পাতলা ছিপছিপে শরীরের গড়ন, পাখির ঠোঁটের মত নাক, চশমার আড়ালে দু'চোখের চাউনি খুবই উজ্জ্বল। ভদ্রলোকের পোশাক খুবই সাধারণ, তার ওপর যত্নের অভাব — ময়লা ফ্রক কোর্ট আর ছেঁড়া ট্রাউজার্স তারই প্রমাণ। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নজর পড়ল হোমসের হাতে ধরা ছড়ির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দৌড়ে তার কাছে এসে খুশিভরা গলায় বললেন, 'বাঁচা গেল মশাই, এখানে, না জাহাজ অফিসে, কোথায় এটা ফেলে এসেছি মনে করতে পারছিলাম না। এ ছড়ি আমি হারাতে পারব না।'

'উপহার পেয়েছিলেন,' হোমস বলল, 'চেয়ারিং ক্রশ হাসপাতালে থাকার সময়?'

'ঠিক বলেছেন, আমার বিয়েতে ওখানকার ক'জন বন্ধু উপহার দিয়েছিল।'

'তাই নাকি!' আক্ষেপের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল হোমস, 'তাহলে তো খুব মুশকিল হয়ে গেল!'

'কেন বলুন তো?'

'এই একটা কারণে আমাদের সব সিদ্ধান্ত গোলমাল হয়ে গেল। বিয়ের কথা বললেন, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বিয়ে করলাম বলেই হাসপাতাল ছাড়তে হল, সেই সঙ্গে কনসাল্টিং প্র্যাকটিসের যে আশা ছিল তাও ছাড়তে হল। নিজের একটা মাথা গোঁজার জায়গার দরকার হয়ে পড়ল।'

'এই ব্যাপার! তাহলে মনে হচ্ছে খুব গোলমাল হয়নি। তারপর, বলুন ডঃ জেমস মর্টিমার।'

'আমি এক সাধারণ এফ আর সি এস। আচ্ছা, আমি নিশ্চয়ই মিঃ শার্লক হোমসের সঙ্গে কথা বলছি, আর ইনি —'

'আমি শার্লক হোমস, আর ইনি আমার বন্ধু ও সহযোগী ডঃ ওয়াটসন।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। মিঃ হোমস, আপনার মাথার খুলির গড়ন এত উন্নত হবে ভাবিনি। খুলির দু'পাশের হাড় একটু ছুঁয়ে দেখলে নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না। চোখের গর্তের ওপরের হাড়ও সুগঠিত। আপনার খুলি জাদুঘরে রেখে দেবার মত। আপনার মাথার খুলির ওপর সত্যিই ভীষণ লোভ হচ্ছে।'

ইশারায় ভদ্রলোককে বসতে বলে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর হাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হোমস বলল, 'আপনার আঙুলের গড়ন দেখে মনে হচ্ছে হাতে তৈরি সিগারেট পাকিয়ে খান। চটপট পাকিয়ে একটা ধরিয়ে ফেলুন।'

সম্মতি পেয়ে ভদ্রলোক তামাক আর পাতলা কাগজ বের করলেন। কাগজে তামাক রেখে পাকিয়ে সিগারেট বানিয়ে ধরিয়ে নিলেন। তাঁর সরু আর লম্বা আঙুলগুলো থেকে থেকে চাপা উত্তেজনায় কাঁপছে, দেখলে পোকার শুঁড়ের কথা মনে পড়ে।

'ডঃ মর্টিমার,' হোমস বলল, 'এবার বলুন আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

দুই

বাস্কারভিল বংশের অভিশাপ

কোটের পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করে ডঃ মর্টিমার বললেন, 'ডিভনশায়ারের বাস্কারভিল জমিদার বংশের নাম আশা করি শুনেছেন, মিঃ হোমস। মাসতিনেক আগে ঐ বংশের অন্যতম পুরুষ স্যর চার্লস বাস্কারভিল রহস্যজনকভাবে মারা যান। এই যে কাগজগুলো দেখছেন, অতীতে ওঁদের বংশে ঘটে যাওয়া এক রহস্যময় ঘটনার বিবরণ এতে বর্ণনা করা হয়েছে। স্যর চার্লস ছিলেন আমার বন্ধুস্থানীয় লোক, আমি তাঁর পারিবারিক চিকিৎসকও ছিলাম। মানুষ হিসেবে

স্যব চার্লস ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী ও সাহসী, আমাব মত কল্পনাপ্রবণ তিনি ছিলেন না। তবু এই পাবিবাবিক পাণ্ডুলিপি ছিল তাঁব কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেভাবে স্যব চার্লস মাবা গেলেন সেই অনিবার্য মৃত্যুব জন্য মনে প্রাণে তিনি তৈবি ছিলেন। আমি যে সমস্যা নিয়ে আপনাব কাছে এসেছি, তাব সমাধান আগামী চব্বিশ ঘন্টাব মধ্যে কবে ফেলতে হবে, তাব সঙ্গে পাণ্ডুলিপিতে যে কাহিনীব বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাব সম্পর্ক আছে। আপনাব অনুমতি নিয়ে সে কাহিনী পড়ে শোনাচ্ছি।' হোমস চোখ বুঁজে পেছনে ঠেস দিয়ে নীবব সম্মতি জানাল।

ডঃ মর্টিমাব আলোব সামনে সেই কাগজেব তাড়া নিয়ে এসে পড়তে শুরু কবলেন

'বাস্কাবভিল হল, ১৭৪২। আমাদেব বংশেব সঙ্গে জড়িত অভিশপ্ত হাউণ্ড সম্পর্কে অনেকে অনেকবকম মত পোষণ কবে ঠিকই, কিন্তু যেহেতু আমি নিজে হুগো বাস্কাবভিলেব অন্যতম বংশধব, এবং যেহেতু এই কাহিনী আমি আমাব বাবাব মুখ থেকে শুনেছি যিনি আবাব তা একইভাবে শুনেছিলেন তাঁব বাবাব মুখ থেকে, তাই এ ঘটনা বাস্তবে সত্যিই ঘটেছিল এই বিশ্বাস নিয়েই আমি তা এখানে লিপিবদ্ধ কবছি।

মহাবিপ্লবেব সময়ে বাস্কাবভিল জমিদাবদেব এই খামাববাড়িব মালিক ছিলেন হুগো বাস্কাবভিল নামে এই বংশেবই এক পূর্বপুরুষ। একাধাবে দুশ্চবিত্র লম্পট ও নাস্তিক প্রকৃতিব মানুষ ছিলেন তিনি। বাস্কাবভিল জমিদাবিব কাছেই এক তালুকদাবেব জমিজমা ছিল, হুগো তাব মেয়েব প্রেমে পড়েন। মেয়েটি কিন্তু ছিল খুবই বুদ্ধিমতী ও হুঁশিয়াব, তাব স্বভাব চবিত্রও ছিল খুবই ভাল। হুগোব স্বভাবচবিত্রেব কথা জানত বলেই মেয়েটি তাঁকে এড়িয়ে চলত। একবাব মাইকেল মাস পববেব বাতে পাঁচ ছ'জন নিষ্কর্মা পাজিব পাঝাড়া বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে হুগো সবাব চোখ এড়িয়ে সেই তালুকদাবেব বাড়িতে ঢুকে পড়েন। তালুকদাব আব তাব ছেলেবা ঐ সময় বাড়িতে ছিল না সেই সুযোগে মেয়েটিকে হুগো জোব কবে নিজেব খামাববাড়িতে এনে তোলেন। বাড়িব ওপবতলাব এক ঘবে মেয়েটিকে আটকে বেখে নিচেব তলায় মদ মাংস খেয়ে হুগো তাব সঙ্গীদেব নিয়ে মেতে ওঠেন পাশবিক উল্লাসে।

হুগো আব তাব সঙ্গীদেব নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হৈ হট্টগোল শুনে ওপবতলাব ঘবে আটক মেয়েটি ভাবি ভয় পেয়ে গেল। আতঙ্কে মবিয়া হয়ে যে কোন সাহসী পুরুষমানুষেব পক্ষে যা কবা স্বাভাবিক ছিল তাই কবে বসল সে — দক্ষিণ দেয়ালেব আইভিলতা বেয়ে ঝুলতে ঝুলতে নিচে নেমে এল, তাবপব বাড়িব লোকদেব নজব এড়িয়ে জলাভূমিব ওপব দিয়ে দৌড়ল বাড়িব দিকে বাস্কাবভিল হল থেকে মেয়েটিব বাড়ি ছিল প্রায় ন'মাইল দূবে।

খানিক বাদে হুগো ওপবে এসে দেখেন ঘব খালি মেয়েটি পালিয়েছে বাগে আগুন হয়ে তিনি নিচে নেমে এলেন মদেব বোতল গ্লাস, প্লেট টেবিল থেকে তুলে ছুড়তে লাগলেন আব চেচিয়ে বলতে লাগলেন কোনমতে একবাব মেয়েটাকে ধবতে পাবলে তিনি নিজেব দেহ মন শয়তানেব হাতে সঁপে দেবেন। মাতাল ইয়াববন্ধুবা সেই ভয়ানক শপথ শুনে ভয়ে আঁতকে উঠল। এদেব মধ্যে একজন দিশাহাবা হয়ে বলে উঠল, 'মেয়েটাব পেছনে তোমাব পোষা হাউণ্ডগুলো লেলিয়ে দাও।' হুগো আবও তেতে উঠলেন। ওপবে যে ঘবে মেয়েটিকে আটকে বেখেছিলেন সেখানে আবাব এসে ঢুকলেন তিনি, এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন মেয়েটিব একটা রুমাল পড়ে আছে মেঝেতে। সেই রুমালখানা তুলে নিলেন হুগো, পোষা শিকাবি হাউণ্ডগুলোকে সেই রুমালেব গন্ধ শুঁকিয়ে ছেড়ে দিলেন জলাভূমিব দিকে। নিজে ঘোড়াব পিঠে চেপে ছুটলেন তাদেব পেছন পেছন।

হুগো তাঁব হাউণ্ডদেব নিয়ে দৌড়ে চলে যাবাব পবে তাঁব বন্ধুদেব হুঁশ ফিবল, ভয়ানক কিছু যে ঘটতে চলেছে তা আঁচ কবল তাবা। তখন মোট তেবোজন ঘোড়ায় চেপে হুগোব পিছু নিল। সে বাতে আকাশ ছিল পবিষ্কাব, চাঁদেব আলোয় মেয়েটিব বাড়িব দিকে ঘোড়া ছোটাল তাবা।

দু'এক মাইল যাবার পরেও সেই মেয়েটি বা হুগো আর তার হাউণ্ডদেব দেখতে পেল না তারা। খানিক বাদে এক রাখালকে জলাভূমির ওপর দিয়ে ফিরতে দেখে চেঁচিয়ে ডাকল তারা। লোকটি কাছে এলে জানতে চাইল একপাল হাউণ্ড নিয়ে কোনও শিকারিকে দেখেছে কিনা। লোকটি ভয়ে ভয়ে বলল সে দেখেছে একপাল হাউণ্ড একটা মেয়েকে তাড়া করে ছুটেছে। তবে তার চেয়েও ভয়ানক এক দৃশ্য দেখেছে সে। কি সে দৃশ্য জানতে চাইলে রাখাল বলল, একটা কালো ঘোড়াকে ছুটে যেতে দেখেছে সে যার পিঠে বসেছিলেন জমিদার হুগো বাস্কারভিল; আর তাঁর ঘোড়ার পেছন পেছন ছুটে চলেছে বাছুরের মত উঁচু একটা কুচকুচে কালো হাউণ্ড যাকে একবার দেখলেই শয়তানের অনুচর ছাড়া আর কিছু বলে মনে হয় না। রাখালের মুখ থেকে একথা শুনে ইয়ারবন্ধুরা ভীষণ ভয় পেল, গালিগালাজ করে তারা ছুটল হুগোর খোঁজে। কিছুদূর যেতেই ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ তাদের কানে এল, পরমুহূর্তে দেখল হুগোর কালো ঘোড়া উল্টোদিক থেকে ছুটে আসছে, পিঠে হুগো নেই, সাদা ফেনা বেরোচ্ছে ঘোড়াব মুখ থেকে, লাগাম গড়াচ্ছে মাটিতে। হুগোর ঘোড়াকে ঐ অবস্থায় দেখে তাদের গায়ের লোম ভয়ে খাড়া হয়ে উঠল, তবু গায়ে গা ঠেকিয়ে এগিয়ে চলল তারা। ঘোড়ায় চেপে আবও কিছুদূর যেতে একটা ঢালু জায়গার কাছে পৌঁছাতে হুগোব পোষা হাউণ্ডগুলোকে দেখতে পেল তাবা ---- ঢালেব ওপর দাঁড়িয়ে সেগুলো সামনের দিকে তাকিয়ে দল বেঁধে গোঙাচ্ছে।

হাউণ্ডদেব করুণ সুরে সেই গোঙানি শুনে দলের বেশিরভাগ লোকের নেশা গেল ছুটে, তারা আর এগোতে চাইল না। শুধু তিনজন সাহসে ভর করে এগোল। চাঁদের আলোয় ঢালু জায়গাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তারা দেখতে পেল সেই ঢালু জায়গার মাঝখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সেই মেয়েটি। প্রচণ্ড ভয় আর পরিশ্রমে মারা গেছে বেচারি। খানিক তফাতে লুটিয়ে পড়ে আছে তাদেব পবম বন্ধু হুগো বাস্কাবভিল, তাঁর বুকেব ওপব থাবা তুলে দাঁড়িয়ে অস্বাভাবিক বড় কালো কুচকুচে একটি হাউণ্ড। ধারালো দাঁত দিয়ে সে কামড়ে ধরেছে তাঁব গলা। চোখেব পলকে সেই কুকুব হুগোর টুটি ছিঁড়ে ফেলল তারপর জ্বলন্ত চোখ মেলে তাকাল ঐ তিনজনের দিকে। ঐ দৃশ্য দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল তাবা, ঘোড়ায় চেপে তখনই পালিয়ে এল সেখান থেকে। শোনা যায় ঐ তিনজনের মধ্যে একজন সে রাতেই মারা যায়, বাকি দু'জন উন্মাদে পরিণত হয়েছে।

ছেলেবা, এই হল বাস্কারভিল হাউণ্ডেব কাহিনী। সব কথা জানলে ভয়েব মাত্রা কমে যায় তাই কিছুই গোপন করলাম না। আমাদের বংশের অনেকেবই মৃত্যু ঘটেছে আকস্মিক রহস্যজনকভাবে। তাই তোমাদের বলছি তোমরা সেই পরমেশ্বরের শরণ নাও, আর সন্ধের পরে ভুলেও জলাভূমির দিকে যেয়ো না, কাবণ ঐ সময় অশুভশক্তি জেগে ওঠে সেখানে।'

[ছেলে রজাব ও জনকে এই কাহিনী শুনিয়েছেন আরেক হুগো বাস্কারভিল, সেই সঙ্গে নিষেধ করেছেন যাতে তারা এই কাহিনী তাদের বোন এলিজাবেথকে না বলে।]

পাণ্ডুলিপি পড়া শেষ হতে ডঃ মর্টিমার তাঁব চশমাটা কপালে ঠেলে বললেন, 'বলুন মিঃ হোমস, কাহিনীতে কৌতূহলেব খোরাক আছে কিনা?'

'তা আছে, যারা ঘুরে ঘুরে রূপকথার গালগল্প জোগাড় করে তাদেব কাছে।'

'মিঃ হোমস,' পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা পুরোনো খবরের কাগজ বের করে ডঃ মর্টিমাব বললেন, 'মিঃ হোমস, এবার আমি আপনাকে হালের একটা ব্যাপার দেখাচ্ছি। এই যে কাগজটা দেখছেন এটা এ বছরের ১৪ই জুন-এর 'ডিভন কাউন্টি ক্রনিকল', এতে ছাপানো একটা খবর আমি পড়ছি, দয়া করে মন দিয়ে শুনুন ---'

'স্যর চার্লস বাস্কারভিলের রহস্যময় মৃত্যু গোটা ডিভন কাউন্টির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। পরবর্তী নির্বাচনে মিড ডিভন থেকে লিবারাল দলেব প্রার্থী হিসেবে তাঁর জয়লাভের প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। স্যর চার্লস অল্পবয়সে দক্ষিণ আফ্রিকার শেয়ার বাজারে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

বাস্কারভিল হলে তিনি মাত্র দু'বছর আগে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে মধুর স্বভাব ও দানশীলতার জন্য তিনি ডিভনশায়ার এলাকার বাসিন্দাদের হৃদয় জয় করেছিলেন। স্যার চার্লস ছিলেন অপুত্রক, তাই জীবিতাবস্থায় নিজের অর্জিত ধন সম্পদের সাহায্যে ডিভনশায়ার এলাকার উন্নতি সাধনের জন্য অনেক পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর এই অকালমৃত্যুর ফলে সেসব ব্যাহত হল।

যে অবস্থায় স্যর চার্লসের মৃত্যু হয়েছে, পুলিশি তদন্তের সাহায্যে তা উদঘাটিত হয়েছে এ দাবি কেউ করতে পারে না। বিপত্নীক স্যার চার্লসের দেখাশোনার কাজ করত তাঁদের পুরোনো ভৃত্য ব্যারিমোর আর তার স্ত্রী। তাদের বিবৃতি থেকে জানা গেছে স্যর চার্লস হৃদরোগী ছিলেন। তাঁর স্থানীয় কয়েকজন বন্ধুও এই বিবৃতি সমর্থন করে জানিয়েছেন মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে তাঁর চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে যেত, ঐ সময় তিনি মানসিক বিষণ্ণতাতে ভুগতেন। তাঁর বন্ধুসদৃশ পারিবারিক চিকিৎসক ডঃ মর্টিমারও একই বিবৃতি দিয়েছেন।

রোজ রাতে ডিনার খাবার পরে শুতে যাবার আগে স্যার চার্লস বাস্কারভিল হলের গলিপথে ইউবিনীতে কিছুক্ষণ পায়চারি করতেন। এ তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। ১৪ই জুন স্যর চার্লস পরদিন লণ্ডন যাবার জন্য তৈরি হন এবং ব্যারিমোরকে তাঁর বাক্স বিছানা গোছানোর নির্দেশ দেন। রোজের মত সেদিন রাতেও তিনি ডিনার খেয়ে চুরুট ধরিয়ে নৈশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু ভ্রমণ শেষ করে আর ফিরে আসেননি। রাত বারোটা নাগাদ ব্যারিমোর দেখতে পায় হলের দরজা খোলা। ভীত হয়ে লণ্ঠন হাতে সে তাঁর খোঁজে বেরোয়। সেদিন বৃষ্টি হওয়ায় গলিপথের ভেজা মাটিতে স্যর চার্লসের পায়ের ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এই পথের মাঝখানে একটি দরজা আছে, সেই দরজা পেরোলে হেঁটে জলাভূমির দিকে যাওয়া যায়। স্যর চার্লস যে এই দরজার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন সেই প্রমাণও পাওয়া গেছে। ঐ দরজার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর তিনি আবার ইউবিনী ধরে এগিয়েছিলেন; সেই পথের শেষধারে তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। স্যর চার্লসের মৃত্যু প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার রহস্যময় থেকে গেছে তা হল ব্যারিমোরের বিবৃতির একটি অংশ — সে বলেছে জলাভূমির দিকের দরজার পর থেকে তার মনিবের পায়ের দাগ কিছু পাল্টে যায়। ব্যারিমোর উল্লেখ করেছে তিনি ডান পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে হাঁটছিলেন। স্যর চার্লসের মৃতদেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না, অবশ্য ডাক্তার বিবৃতিতে বলেছেন তাঁর মুখ সাংঘাতিক বিকৃত হয়েছিল। ডাক্তারের মতে আচমকা হার্টফেল করে মারা গেলে মুখের এমনই বিকৃতি ঘটে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও ডাক্তারের মতকে সমর্থন করা হয়েছে। স্যর চার্লসের উত্তরাধিকারী এসে বাস্কারভিল হলে থাকবেন তাই এটা প্রমাণিত হওয়া খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে প্রচলিত অপবাদের অবসান না ঘটলে বাস্কারভিল হলে এসে কেউ থাকতে চাইবেন না। স্যর চার্লসের ছোট ভাইয়ের ছেলে মিঃ হেনরি বাস্কারভিলই এখন তাঁর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে জানা গেছে। তাঁর সম্পর্কে পাওয়া শেষ খবরে জানা গিয়েছিল তিনি আমেরিকার বাসিন্দা। তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে; খোঁজ পাওয়া গেলে তাঁকে তাঁর জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যু ও তাঁর যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবার কথা জানানো হবে।'

'মিঃ হোমস,' খবরের কাগজটা পকেটে গুঁজে ডঃ মর্টিমার বললেন, 'স্যর চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু সম্পর্কে যে সব ঘটনা জনসাধারণ জানতে পেরেছে সে সবই আপনাকে শোনালাম।'

'কেসটার মধ্যে কৌতূহলের খোরাক যথেষ্ট আছে মানতেই হচ্ছে, জনসাধারণ যা জানতে পারেনি এমন কিছু আপনার যদি জানা থাকে তবে তা বিনা দ্বিধায় খুলে বলতে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি,' বলল হোমস।

'তাহলে এমন কিছু বলতে হয় মিঃ হোমস, যা এপর্যন্ত কাউকে বলিনি আমি। না বলার কারণ একটিই, তা হল আমি নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র, বহু প্রচলিত একটা কুসংস্কার আমার মনেও শেকড়

গেড়েছে এ ধারণা যাতে লোকের মনে তৈরি না হয়। এছাড়া অন্য কারণটি হল, সে কথা বললে কেউ আর ভবিষ্যতে বাস্কারভিল হলে এসে থাকতে চাইবে না। তবে আপনাকে খুলে বলতে বাধা নেই বলেই বলছি।'

বাস্কারভিলের কাছে যে জলাভূমি আছে সেখানে বাসিন্দার সংখ্যা খুব কম। যে কয়েকঘর মানুষ আছে তারা খুব কাছাকাছি আর ঘনিষ্ঠভাবে বাস করে। কাছেই থাকেন মিঃ ফ্র্যাংকল্যাণ্ড আর থাকেন মিঃ স্টেপলটন নামে এক প্রকৃতিবিজ্ঞানী আর তাঁর বোন। বোনটি সুন্দরী এবং অবিবাহিতা। এই তিনজনকে বাদ দিলে কয়েক মাইলের মধ্যে আর কোনও শিক্ষিত লোক ওখানে থাকে না। স্যার চার্লস অসুস্থ ছিলেন, তাছাড়া আমরা মোটামুটি সবাই বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী হওয়ায় আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিল।

স্যার চার্লস যে অসহ্য মানসিক চাপে ভুগছিলেন তাঁর মৃত্যুর আগে তা আমি আঁচ করতে পেরেছিলাম। বাস্কারভিল বংশের পুরোনো অভিশাপের যে গল্প আপনাকে পাণ্ডুলিপি থেকে পড়ে শুনিয়েছি তা গভীর প্রভাব ফেলেছিল স্যার চার্লসের মনে। বংশের পুরোনো অভিশাপ যে কোন সময় তাঁর ওপর আঘাত হানতে পারে এমন একটা অন্ধ বিশ্বাস পেয়ে বসেছিল তাঁকে। এমনই পেয়ে বসেছিল যে সন্ধ্যের পরে তিনি ভুলেও জলাভূমির দিকে যেতেন না, যদিও রাতে নিজের পৈতৃক বাড়ির আশেপাশে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। আমায় প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন, রোগীর বাড়ি যাবার পথে নয়ত সেখান থেকে ফেরার পথে জলাভূমিতে হাউণ্ডের ডাক শুনেছি কি না বা ঐরকম কোনও জানোয়ার সেখানে চোখে পড়েছে কি না।

স্যার চার্লস মারা যাবার কিছুদিন আগের ঘটনা। সন্ধ্যের মুখে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখি তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে দূরে জলাভূমির দিকে একভাবে তাকিয়ে কি যেন দেখছেন। স্যার চার্লসের চাউনিতে আতংক ফুটে উঠেছে তা আমার চোখ এড়াল না। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাতেই দূরে বাছুরের মত উঁচু একটা কালো কুকুরকে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলাম। তারপরেই সেটা মিলিয়ে গেল আমার চোখের সামনে থেকে। আমি তখনই নিজে সেখানে গেলাম কিন্তু কালো বং এর বিশালদেহী কোনও কুকুর ধারে কাছে দেখতে পেলাম না। ফিরে এসে তাঁকে সেকথা বললাম কিন্তু তাতে যে কাজ হল না তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। নিজের চোখে দেখা সেই বিশাল হাউণ্ড মারাত্মক প্রভাব ফেলল তাঁর মনে। যে পাণ্ডুলিপি থেকে আপনাকে ওঁদের পারিবারিক অভিশাপ সম্পর্কে খানিক আগে পড়ে শোনালাম সেগুলো সেদিনই উনি আমায় পড়ার জন্য দিলেন।

স্যার চার্লসকে পরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছিলাম ওঁর হার্ট দুর্বল হয়েছে। যে মারাত্মক ভীতির মধ্যে তিনি দিন কাটাচ্ছেন তা তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য। ভেবেছিলাম কিছুদিন শহরে গিয়ে নানা আকর্ষণের মধ্যে কাটালে এযাত্রা হয়ত ওঁর রোগের উপশম হবে। এসব ভেবেই ওঁকে কিছুদিন লণ্ডনে গিয়ে কাটিয়ে আসতে বলেছিলাম। ভেবেছিলাম শহরের নানা আকর্ষণের মধ্যে কিছুদিন কাটালে হয়ত ওঁর মানসিক উদ্বেগ কেটে যাবে। মিঃ স্টেপলটনও আমার এই যুক্তির সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। কিন্তু যা ভেবেছিলাম তা হল না। ভয়ানক সংকট এসে চার্লসকে আমাদের মধ্যে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

স্যার চার্লস যে রাতে মারা যান সেই রাতেই ওঁর পুরোনো কাজের লোক ব্যারিমোর ওঁদের সহিস পার্কিনসকে আমার কাছে পাঠিয়েছিল। আমি তখনও জেগে কাজ করছিলাম। ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে আমি বাস্কারভিলে যাই। তদন্তে যেসব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সবই আমি নিজে যাচাই করেছি, তারপর সমর্থন করেছি। দু'হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে দুহাতের দশ আঙ্গুলে মাটি আঁকড়ে ধরে পড়েছিল স্যার চার্লসের মৃতদেহ। মৃত্যুর আগে প্রচণ্ড খিঁচুনি হয়েছিল এক নজর দেখেই বুঝেছিলাম যার ফলে তাঁর মৃতদেহ সনাক্ত করতে গিয়ে দ্বিধায় পড়েছিলাম।

দৈহিক আঘাত ওঁর দেহের কোথাও ছিল না। ব্যারিমোর বলেছিল মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল তার আশেপাশের জমিতে কোনও পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি। আসলে ও লক্ষ্য করেনি। আমি কিন্তু লক্ষ্য করেছিলাম, খানিক তফাতে, বেশ স্পষ্ট আর তাজা সে দাগ।'

'পায়ের ছাপ?'

'হ্যাঁ, পায়ের ছাপ।'

'পুরুষের না নারীর পায়ের ছাপ?'

খানিকক্ষণ অদ্ভুতভাবে হোমসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডঃ মর্টিমার, তারপর চাপাগলায় বললেন, 'মিঃ হোমস, পায়ের ছাপগুলো ছিল বাছুরের সমান উঁচু একটা বিশাল হাউণ্ডের।'

তিন
দুর্বোধ্য

'আপনি নিজের চোখে দেখলেন?' ডঃ মর্টিমারের শেষ কথাগুলো শুনে নড়েচড়ে বসল হোমস, উদগ্র কৌতূহলে উজ্জ্বল হয়ে উঠল দু'চোখ, 'স্পষ্ট দেখলেন?'

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস, আপনাকে যেমন স্পষ্ট দেখছি।'

'তারপরেও ব্যাপারটা চেপে গেলেন, কাউকে কিছু বললেন না?'

'বলে লাভ কি হত, বলতে পারেন?'

'কিন্তু আপনি ছাড়া আর কারও চোখে তা পড়ল না এটাই বা কেমন করে সম্ভব?'

'তার একটা কারণ স্যর চার্লসের মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল চিহ্নগুলো ছিল সেখান থেকে প্রায় কুড়ি গজ দূরে, তাই হয়ত অত দূরে গিয়ে সেগুলো দেখার কথা কেউ ভাবেনি। ওদের পারিবারিক অভিশাপের ঘটনার কথা না জানলে হয়ত আমিও দেখতাম না।'

'জলাভূমিতে ভেড়া পাহারা দেবার অনেক কুকুর ঘুরে বেড়ায়, তাই না?'

'নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এটা ভেড়া পাহারা দেবার কুকুরের পায়ের ছাপ নয়।'

'বলছেন কুকুরটা পেল্লায় রাক্ষুসে দেখতে?'

'হ্যাঁ, বিশাল।'

'গলি পথের বর্ণনা সংক্ষেপে দিন।'

'গলি পথের দু'দিকে পুরোনো ইউ গাছের প্রায় বারো ফিট উঁচু বেড়া আছে, সেই বেড়ার ভেতর দিয়ে ভেতরে ঢোকার উপায় নেই। গলি পথের মাঝামাঝি জায়গাটা প্রায় আট ফিট চওড়া। তার দু'দিকে আছে প্রায় দু'ফিট ঘাসে ছাওয়া জমি।'

'আপনার বর্ণনা শুনে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে গেট ছাড়া ঝোপের বেড়ার ভেতর দিয়ে ঢোকার আর কোনও পথ নেই?'

'হ্যাঁ, জলাভূমিতে যাবার জন্য একটা কাঠের গেট আছে।'

'আর কোথাও কোনও ফাঁক নেই?'

'না।'

'তাহলে ঐ গলিতে ঢুকতে হলে হয় বাড়ি থেকে, নয়ত ঐ গেট দিয়ে আসতে হবে?'

'বাইরের বাগানবাড়ির মাঝখান দিয়ে ঐ গলিপথ থেকে বেরোনো যায়।'

'স্যর চার্লস কি অতদূর পৌঁছেছিলেন?'

'না, মিঃ হোমস, সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে পড়েছিল তাঁর মৃতদেহ।'

'আচ্ছা, ভাল করে ভেবে বলুন তো ডঃ মর্টিমার, কাঠের গেট কি বন্ধ ছিল?'

'বন্ধ এবং তালা দেওয়া ছিল।'

'গেট কত উঁচু?'

'প্রায় চার ফিট।'

'তাহলে তো যে কোন লোক ওটা টপকে এপারে আসতে পারে?'

'হ্যাঁ।'

'কাঠের গেটের পাশে কোনও চিহ্ন আপনার চোখে পড়েছিল?'

'তেমন বিশেষ কিছু নয়, সবই অস্পষ্ট ধ্যাবড়ানো। তবে স্যর চার্লস প্রায় দশমিনিট সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'কি করে নিশ্চিত হলেন?'

'কারণ তাঁর চুরুট থেকে দু'বার ছাই পড়েছিল।'

'বাঃ! সাবাশ! ওয়াটসন, আমাদের পেশার যোগ্যতা দেখছি এঁরও আছে, একদম আমি যেমনটি চাই। আর কোনও চিহ্ন দেখেছিলেন?'

'গোটা জায়গাটায় তাঁর নিজেরই পায়ের ছাপ পড়েছিল, অন্য চিহ্ন দেখিনি।'

'এটা কৌতূহলপ্রদ ঘটনা সন্দেহ নেই,' অধৈর্য শোনাল হোমসের গলা, 'বিশেষজ্ঞের গবেষণার বিষয়বস্তু,' বৃষ্টির আগে আমি নিজে সেখানে যেতে পারলে অনেক কিছুই জানতে পারতাম।'

'ডঃ মর্টিমার! আপনি আগে আমার কাছে আসেননি কেন? তখনই আমায় ডাকেননি কেন?'

'কারণ এমন এক দুনিয়া আছে যেখানে অভিজ্ঞ গোয়েন্দাও অসহায়, নিরুপায়।'

'তার মানে আপনি ব্যাপারটা অলৌকিক বলতে চান, এই তো?'

'মিঃ হোমস, স্যর চার্লসের মৃত্যুর আগে স্থানীয় লোকেদের অনেকে জলাভূমিতে ঐ ভয়ানক জানোয়ারটাকে দেখেছে যার সঙ্গে বাস্কারভিল পরিবারের প্রাচীন অভিশাপের সঙ্গে জড়িত সেই দানব হাউণ্ডের সাদৃশ্য আছে। যারা দেখেছে তারা সবাই বলেছে জানোয়ারটার আকার বাছুরের মত, তার সারা গা, দু'চোখ আর মুখ দিয়ে আগুন বেরোয়। আমি তাদের নানাভাবে জেরা করেছি, কিন্তু একই জবাব দিয়েছে সবাই। গোটা ডিভনশায়ার ঐ ভয়ানক জীবের আতংকে কাঁপছে থরথর করে। খুব দুঃসাহসী যারা তারাও এখন রাতের বেলা জলাভূমির দিকে যেতে চায় না।'

'দেখতেই পাচ্ছি বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও আপনি অলৌকিকে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন। এই যদি আপনার ধারণা হয়ে থাকে ডঃ মর্টিমার তাহলে আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন?'

'কারণ স্যর চার্লসের ভাইপো আর একমাত্র উত্তরাধিকারী স্যর হেনরি বাস্কারভিল ওয়াটার্লু স্টেশনে এসে পৌঁছোবেন। সমস্যাটা এখন তাঁকে নিয়ে। ওঁকে নিয়ে কি করব সে সম্পর্কে পরামর্শ নিতেই আপনার কাছে এসেছি।'

'স্যর হেনরি উত্তরাধিকারী হয়েছেন বলেই আপনি আমার পরামর্শ চাইছেন?'

'ঠিক ধরেছেন, মিঃ হোমস। স্যর চার্লস মারা যাবার পর খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি তাঁর এই ভাইপোটি কানাডায় চাষবাস নিয়ে ব্যস্ত আছেন। শুনেছি, মানুষ হিসেবেও তিনি ভাল। ডাক্তার হিসেবে নয়, মিঃ হোমস, স্যর চার্লস মারা যাবার আগে আমাকেই তাঁর উইলের অছি নিয়োগ করেছেন, সেই দায়িত্ব পালন করতেই এসব বলছি।'

'স্যর চার্লসের উইলের আর কোনও দাবিদার নিশ্চয়ই নেই?'

'না, তিন ভাইয়ের মধ্যে স্যর চার্লসই ছিলেন বড়, মেজো ভাই খুব কম বয়সে মারা যান, তাঁরই ছেলে এই স্যর হেনরি। ছোট ভাই রজার ছিলেন বংশের কুলাঙ্গার, পূর্বপুরুষ কুখ্যাত স্যর হুগোর চরিত্রের যাবতীয় বদগুণ তিনি অর্জন করেছিলেন। একসময় বাধ্য হয়ে ইংল্যাণ্ড ছেড়ে তিনি পালিয়ে আমেরিকায় গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে ১৮৭৬-এ জ্বরে ভুগে তিনি মারা যান। তাই স্যর হেনরি এখন বাস্কারভিল বংশের শেষ পুরুষ। এবার বলুন মিঃ হোমস, এঁকে নিয়ে আমি কি করব? আজ সকালেই টেলিগ্রাম পেয়েছি স্যর হেনরি সাউদ্যাম্পটনে এসে গেছেন, আর

ঘণ্টাখানেক বাদে ওয়াটার্লু স্টেশনে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে। বলুন মিঃ হোমস, এঁকে নিয়ে এখন কি করব আমি?'

'কিন্তু স্যর হেনরি ওঁর পৈতৃক বাড়িতে কেন যাবেন না সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'মিঃ হোমস, বাস্কারভিল হলে ঐ বংশের যে গিয়ে থেকেছে সেই কোনও না কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ঘোর অমঙ্গল নেমে এসেছে তার জীবনে। আমি মনে করি মারা যাবার আগে স্যর চার্লসের সঙ্গে আমার দেখা হলে ওঁদের শেষ বংশধর যাতে ওঁদের পৈতৃক বাসভবনে এসে না ওঠেন সেই ব্যবস্থা করার নির্দেশ উনি আমায় দিতেন! আবার ঐ এলাকার উন্নতিসাধনের জন্য কিছু করতে হলে স্যর হেনরিকে বাস্কারভিল হলে এসে থাকতেই হবে। স্যর চার্লস ঐ এলাকার উন্নতির জন্য যেসব কাজে হাত দিয়েছিলেন সেসবের কোনটিই বাস্তবে রূপায়িত হবে না।'

'তাহলে আপনি বলতে চান ডার্টমুরে এমন এক অশুভ শক্তির প্রভাব আছে যা বাস্কারভিল বংশের পক্ষে ক্ষতিকারক, এই তো?' একটু ভেবে নিয়ে বলল হোমস, 'সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হল সেই অশুভ শক্তি শুধু ডার্টমুর নয়, এই লণ্ডন শহরেও বাস্কারভিল বংশধরদের ওপর একই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। কোনও শক্তির প্রভাব কখনও একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আবদ্ধ থাকে না।'

'তাহলে এই পরিস্থিতিতে আপনি কি করতে বলেন?'

'নাঃ, আপনার স্প্যানিয়েল কুকুরটা আমার দরজা আঁচড়ে শেষ করে দিল, ডঃ মর্টিমার। নিন, ওকে নিয়ে গাড়ি ভাড়া করে ওয়াটার্লু স্টেশনে যান, সেখানে হেনরি বাস্কারভিলের সঙ্গে দেখা করুন। কিন্তু আমি যতক্ষণ না মনস্থির করছি ততক্ষণ পর্যন্ত এসব কথা ওঁকে ভুলেও বলবেন না।'

'আপনার মনস্থির করতে কতক্ষণ লাগবে?'

'চব্বিশ ঘণ্টা। ডঃ মর্টিমার, কাল সকাল ঠিক দশটায় আপনি এখানে এলে আমি বাধিত হব। স্যর হেনরি বাস্কারভিলকে যদি সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে এরপরে কি করব, কোন পথে এগোব সেসব ঠিক করতে সুবিধা হবে।'

'তাই করব। মিঃ হোমস,' বলে শার্টের আস্তিনে সাক্ষাৎকারের সময়টা লিখে উঠে পড়লেন। নিজস্ব আনমনা ঢং-এ এগিয়ে গেলেন, আচমকা সিঁড়ির মাথায় হোমস তাঁকে দাঁড় করাল: 'আর একটা প্রশ্ন, ডঃ মর্টিমার। আপনি বলছিলেন স্যর চার্লস মারা যাবার আগে জলার ওপর অনেকেই সেই অশরীরী বিভীষিকাকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে, তাই না?'

'তিনজন দেখেছে।'

'স্যর চালস মারা যাবার পর কেউ দেখেছে?'

'আমি শুনিনি।'

'ধন্যবাদ, আসুন তাহলে।'

ডঃ মর্টিমার তাঁর পোষা কুকুরকে নিয়ে চলে গেলেন। চোখ বুঁজে ভাবতে বসল হোমস। পা টিপে টিপে বেরোতে যাচ্ছি ঠিক তখনই কি করে যেন টের পেয়ে বলল, 'ওয়াটসন, বেরোচ্ছ?'

'আমায় কোনও কাজে না লাগলেই বেরোব।'

'কাজের সময়েই যে তোমাকে দরকার হয়, ওয়াটসন। কয়েকটা পয়েন্টের দিক থেকে বিচার করলে এ কেসে কিন্তু অদ্ভুত চমক আছে, নজিরবিহীন: একটা কাজ করবে? যাবার মুখে ব্র্যাডলির দোকানের পাশ দিয়েই তো যাবে, ওকে এক পাউণ্ড খুব কড়া তামাক পাঠিয়ে দিতে বলবে? ধন্যবাদ। বেরোচ্ছ যখন তখন বলছি, সন্ধ্যে পর্যন্ত বাইরে কোথাও কাটিয়ে এলে ভাল হয়। সেই ফাঁকে আমি এই কেসের অদ্ভুত পয়েন্টগুলো নিয়ে একটু মাথা ঘামিয়ে দেখি।'

আমি দেখেছি গভীরভাবে কোনও বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় হোমস একা থাকতে পছন্দ করে। সারাদিন ক্লাবে কাটিয়ে যখন ফিরে এলাম তখন রাত ন'টা। ঘরে ঢুকতেই দেখি ঘন ধোঁয়ায় চারদিক ভরে গেছে, আগুন লাগলে যেমন হয়। পরমুহূর্তে নাকে এল কড়া তামাকের

গন্ধ। কাশতে কাশতে ভেতরে পা দিতেই ধোঁয়ার আড়াল থেকে হোমসের গলা ভেসে এল, 'পুরো দিনটা ক্লাবে কাটিয়ে এলে?'

'কি করে জানলে?

'চারদিকে বর্ষার জলকাদা প্যাচপ্যাচ করছে, তার মধ্যে যখন এমন ফিট ফাট হয়ে ফিরে এসেছো বোঝাই যায় সারাদিন কোথাও একভাবে বসেছিলে। সেটা ক্লাব ছাড়া আর কি হতে পারে, তুমিই বলো।'

'ঠিক বলেছো।'

'সব জিনিসই আমাদের চোখের সামনে ঘটছে, অথচ চোখ মেলে সবাই তা দেখে না। আমি কোথায় ছিলাম বলো তো?'

'এই ঘরে, আবার কোথায়?'

'ভুল, আমি গিয়েছিলাম ডিভনশায়ারে. চারপাশ দেখা হয়ে গেল।'

'মানস ভ্রমণ?'

'অনেকটা তাই। তুমি বেরিয়ে যাবার পর দোকান থেকে ওখানকার একটা ম্যাপ আনিয়েছি। বড় দু'পট কফি খেয়ে আর এন্তার তামাক ফুঁকে ঐ ম্যাপ ধরে ঘুরে এলাম, ওখানকার পথঘাট চিনতে এতটুকু ভুল হয়নি।' বলে খুব বড় একটা ম্যাপের একটা অংশ খুলে হাঁটুর ওপর মেলে ধরল হোমস, পাইপের ছুঁচোলো মুখটা ম্যাপের কাছাকাছি এনে একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, 'এই হল ডিভনশায়ার জেলা, এই যে এখানে বাস্কারভিল হল।'

'চারপাশে বনজঙ্গল?'

'ধরেছো ঠিক। ম্যাপে নাম উল্লেখ করা না হলেও এই হল সেই ঝোপের বেড়া দেয়া গলিপথ, পাশের জলাভূমি; এই ছোট ছোট কতগুলো বাড়ি দেখছ, এ হল গ্রিমপেন পল্লী, ডঃ মর্টিমার এখানে থাকেন। এই হল ল্যাফটার হল। দ্যাখো, পাঁচ মাইল পরিধির মধ্যে অল্প কয়েকটা ঘরবাড়ি শুধু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ম্যাপে এই জায়গায় একটা বাড়ির চিহ্ন আছে এখানে স্টেপলটন নামে সেই প্রকৃতিবিদ থাকেন তাতে সন্দেহ নেই। এখানে আছে জলাভূমির দুটো খামারবাড়ি -- হাইটর আর ফাউলমায়ার। এখান থেকে প্রিন্সটাউনের জেল চৌদ্দ মাইল দূরে। চারপাশে ছড়ানো এই কয়েকটা জায়গা আর মাঝখানে ধু ধু করছে নির্জন জলাভূমি। বিয়োগান্ত নাটকের করুণ মর্মান্তিক দৃশ্য এখানেই অভিনীত হয়েছে, আর এখানে তার পুনরাভিনয়ের চেষ্টা চালাব আমরা।'

'জায়গাটা পরিত্যক্ত জনবিরল বলে মনে হচ্ছে।'

'যে কঠিন সমস্যার মুখোমুখি আমরা হয়েছি তার উপযুক্ত স্থান। গোড়ায় দুটো প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে — এক, আদৌ কোনও অপরাধ এখানে ঘটেছে কিনা। দুই, অপরাধটা কি এবং তা কিভাবে ঘটানো হয়েছে। ডঃ মর্টিমারের ধারণা যদি সত্যি হয় অর্থাৎ যদি কোনও অপ্রাকৃতিক অশুভ শক্তির কার্যকলাপ এ কেসে থাকে, তাহলে আমাদের তদন্ত এখানেই শেষ। কিন্তু সেটা হল গিয়ে আমাদের শেষ অনুমান, বাকি অনুমানগুলো যাচাই করার আগে ঐ অনুমানে পৌঁছাতে আমি রাজি নই। কেসটা নিয়ে তুমি কিছু ভেবেছো?'

'হ্যাঁ, সারাদিন এ নিয়ে আমিও ভেবেছি।'

'ভেবে কি সিদ্ধান্তে এলে?'

'খুবই জটিল ও গোলমেলে।'

'কাঠামোর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই আছে, যেমন পায়ের ছাপের পরিবর্তন। এ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি?'

'ডঃ মর্টিমার তো বললেন মারা যাবার আগে স্যর চার্লস গলিপথের ইউ বীথির দিকে পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। তদন্তের সময় কতগুলো মূর্খ ওকথা বলেছে, ডঃ মর্টিমার তার পুনরাবৃত্তি করলেন। বীথির পথে পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে কখনও কাউকে হাঁটতে শুনেছো?'

'তাহলে?'

'দৌড়োচ্ছিলেন, ওয়াটসন, স্যার চার্লস প্রচণ্ড ভয় পেয়ে দৌড়োচ্ছিলেন। দৌড়োতে দৌড়োতে আচমকা মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে হার্টফেল করেন।'

'কিন্তু কার ভয়ে উনি ঐভাবে দৌড়োচ্ছিলেন?'

'সেই রহস্যই তো আমাদের সামনে এই মুহূর্তে প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে, ওয়াটসন। আরও যা লক্ষ্য করার ব্যাপার আছে তা হল, স্যার চার্লস ভয়ের চোটে দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন কারণ বাড়ির দিকে না গিয়ে উনি দৌড়োচ্ছিলেন উল্টোদিকে। একদল ভবঘুরে বেদে ওঁকে দৌড়োতে দেখেছিল, তারা যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে স্যার চার্লস 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে যে দিকে দৌড়োচ্ছিলেন সেদিক থেকে তাঁকে বাঁচাতে কারও আসার কথা নয়। পরের প্রশ্ন সে রাতে উনি কার জন্য অপেক্ষা করছিলেন? বাড়িতে অপেক্ষা না করে বাইরে ঐ জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কেন?'

'তোমার কি ধারণা উনি কারও জন্য অপেক্ষা করছিলেন?'

'ওয়াটসন, স্যার চার্লসের যথেষ্ট বয়স হয়েছিল, তাছাড়া তিনি অসুস্থ ছিলেন মনে রেখো। নৈশভ্রমণ তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যে রাতে তিনি মারা যান সে রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছিল, বাইরে ঝোড়ো হাওয়া বইছিল, পথঘাটও ছিল ভেজা স্যাঁতসেঁতে। এই পরিস্থিতিতে তার মত একজন অসুস্থ বয়স্ক মানুষ বাড়ির বাইরে এক জায়গায় এসে প্রায় পাঁচ থেকে দশ মিনিট দাঁড়িয়েছিলেন। এ কি স্বাভাবিক বলে তোমার মনে হয়? ডঃ মর্টিমার স্যার চার্লসের চুরুটের ছাই দেখে যা বলেছেন ভদ্রলোক ওখানে পাঁচ থেকে দশ মিনিট দাঁড়িয়েছিলেন ঠিকই বলেছেন। ডঃ মর্টিমারের বাস্তববুদ্ধি প্রখর মানতেই হবে।'

'কিন্তু স্যার চার্লস কি রোজই সন্ধ্যার পরে বেড়াতেন?'

'মানছি কিন্তু রোজই বেড়াতে বেরিয়ে নিশ্চয়ই জলার দিকের গেটে গিয়ে দাঁড়াতেন না, তিনি যে জলাভূমি এড়িয়ে চলতেন তা সাক্ষিদের বিবৃতি থেকে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু সে রাতে তিনি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেই জলার দিকের গেটে। পরদিনই তার লণ্ডন যাবার কথা। এসবের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে। আর নয়, আজকের মত এ নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা হয়েছে। বেহালাটা দাও তো ওয়াটসন। কাল সকালে আবার ডঃ মর্টিমার আসছেন স্যার হেনরিকে নিয়ে ততক্ষণ এ প্রসঙ্গ তোলা থাক।'

চার

স্যর হেনরি বাস্কারভিল

পরদিন সকাল ঠিক দশটায় ডঃ মর্টিমার এলেন সম্ভ্রান্ত চেহারার এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে। টুইড স্যুট পরা যুবকটি দেখতে ছোটখাটো, বয়স বড়জোর ত্রিশ। পেটা লোহার মত বলিষ্ঠ শরীরের গড়ন, ঘন কালো ভুরুর নিচে একজোড়া কালো চোখে শান্ত চাউনি, চোয়ালের গড়ন দৃঢ়। রোদেপোড়া মুখ দেখলেই বোঝা যায় বহুদিন খোলা আকাশের নিচে কাটিয়েছেন।

'ইনিই স্যার হেনরি বাস্কারভিল,' ডঃ মর্টিমার যুবকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে মিঃ হোমস,' স্যার হেনরি বললেন, 'ডঃ মর্টিমার আমায় নিয়ে না এলেও আমি আপনার কাছে আসতাম। আজ সকালে এই চিঠিখানা পেয়েছি,' বলে একখানা খাম হোমসের সামনে টেবিলে রাখলেন।

সাধারণ খাম, গায়ে লেখা স্যার হেনরি বাস্কারভিল নর্দাম্বারল্যাণ্ড হোটেল। এক কোণে চেয়ারিং ক্রস ডাকঘরের ছাপ। গতকাল সন্ধ্যার পরে চিঠিখানা ডাকে ফেলা হয়েছে। খামের গায়ে নাম ও ঠিকানা হাতে লেখা নয়, খবরের কাগজের ছাপা হরফ কেটে বসানো।

'আপনি যে নর্দাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে উঠেছেন তা কে জানত?' তীক্ষ্ণচোখে স্যার হেনরির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল হোমস।

'কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়,' জবাব দিলেন স্যার হেনরি, 'ডঃ মর্টিমারের সঙ্গে দেখা হবার পরে আমরা দু'জনে কথা বলে এখানে উঠব বলে স্থির করেছি।'

'ডঃ মর্টিমার কি আগেই এখানে উঠেছিলেন?'

'না, মিঃ হোমস, আমি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছি,' বললেন ডঃ মর্টিমার, 'এই হোটেলে আসব এমন আভাসও কেউ পায়নি।'

'হুঁম, কেউ আড়াল থেকে আপনার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে এটাই বোঝা যাচ্ছে,' বলে খামের ভেতর থেকে চিঠিখানা বের করল হোমস, খামের মত একইভাবে খবরের কাগজ থেকে টুকরো টুকরো ছাপা শব্দ কেটে সেগুলো আঠা দিয়ে কাগজে সেঁটে তৈরি করা হয়েছে চিঠির বয়ান। বয়ান বলতে একটি বাক্য — 'নিজের জীবন আর বুদ্ধিকে দামি মনে করলে ঐ জলাভূমির ধারে কাছে ঘেঁসবে না।' 'জলাভূমি' শব্দটা শুধু কালি দিয়ে লেখা হয়েছে।

'এসবের মানে কি হতে পারে বলুন মিঃ হোমস,' স্যার হেনরির গলায় উদ্বেগ ফুটে উঠল।

'ডঃ মর্টিমার, আপনার কি মনে হচ্ছে?' এর মধ্যে যে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত অশুভ শক্তির খেলা নেই আশা করি তা মানবেন?'

'নেই ঠিকই তবে এ চিঠি যেই লিখে থাক সে বিশ্বাস করে ব্যাপারটা অতিপ্রাকৃত,' জবাব দিলেন ডঃ মর্টিমার।

'অতিপ্রাকৃত? ব্যাপার কি বলুন তো?' স্যার হেনরি অবাক হয়ে বললেন, 'আমার ব্যাপারে আপনারা সবাই দেখছি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন।'

'এখান থেকে বেরোনোর আগে আমরা যেটুকু জানি তা আপনিও জানতে পারবেন, স্যার হেনরি,' হোমস বলল, 'কিন্তু তার আগে এই অদ্ভুত চিঠি সম্পর্কে একটু ভাবা যাক। এটা কাল সন্ধ্যের পরে ডাকে ফেলা হয়েছে। ওয়াটসন, গতকালের টাইমস কাগজটা নিয়ে এসো তো?'

'ঐ তো কোণে রয়েছে।'

'সম্পাদকীয় প্রবন্ধ যেখানে আছে সেই পাতাটা একটু বের করে দাও না,' বলল হোমস। পাতাটা এগিয়ে দিতে সে প্রত্যেকটা ছাপানো কলমে একবার চোখ বোলালো। একটা প্রবন্ধের খানিকটা পড়ে শুনিয়ে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু বুঝতে পারলে?'

প্রবন্ধটা ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত, কিন্তু আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্যার হেনরি বললেন, 'ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক থাকতে পারে তা তো বুঝতে পারছি না।'

'সম্পর্ক আছে,' হোমস বলল, 'আমার কাজের পদ্ধতি ওয়াটসন কিছুটা জানে কিন্তু উনিও তো দেখছি কিছুই বুঝতে পারছেন না।'

'না, সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না।'

'ওয়াটসন, এই প্রবন্ধ থেকেই যে এই চিঠিগুলোর প্রত্যেকটি শব্দ কেটে নেওয়া হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'আশ্চর্য!' বললেন স্যার হেনরি।

'সত্যিই, এ আমি ভাবতেই পারছি না,' বললেন ডঃ মর্টিমার, চিঠির শব্দগুলো খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে বলা যায়, কিন্তু কোন কাগজের কি প্রবন্ধ থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে তা বলতে পারা আমার কাছে সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। এটা কি করে করলেন?'

'আমি জানি সব খবরের কাগজ একই কাগজে, একই হরফে, একই কালিতে ছাপা হয় না। টাইমস-এর হরফ আমার চেনা তাই চিঠিটা একবার দেখেই বুঝেছি শব্দগুলো টাইমস পত্রিকা

থেকেই কেটে নেওয়া হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যের পরে চিঠি ডাকে ফেলা হয়েছে তাই ধরে নিলাম কাগজটা নিশ্চয়ই গতকালের।'

'তা না হয় বুঝলাম,' স্যার হেনরি বললেন, 'কিন্তু জলাভূমি শব্দটা কালিতে লেখা হল কেন?'

'কারণ ঐ শব্দটা খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে পাওয়া যায়নি তাই।'

'এ থেকে আর কি সিদ্ধান্তে এলেন?'

'এদেশের শিক্ষিত লোকেরা প্রায় সবাই টাইমস পত্রিকা পড়ে। অতএব ধরেই নেওয়া যায় এ চিঠি যেই লিখে থাকুক সে রীতিমত শিক্ষিত লোক। হাতের লেখা দেখে পাছে আপনারা চিনে ফেলেন তাই খবরের কাগজের ছাপানো হরফ কেটে গঁদের আঠা দিয়ে কাগজে সেঁটেছে। হরফগুলো সব এক লাইনে নেই, কোনটা ওপরে উঠে গেছে কোনটা নেমে এসেছে নিচে। এ থেকে দুটো ধারণা মনে আসে — এক, হয় তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে উত্তেজনার মধ্যে হরফের মাত্রা ঠিক রাখতে পারেনি, নয়ত সে ভয়ানক অসতর্ক। আমার মতে যে নিজের হাতের লেখা গোপন করতে এইভাবে মাথা খাটিয়ে চিঠি লেখে সে আর যাই হোক অসতর্ক কোনমতেই হতে পারে না। তাড়াহুড়োর মধ্যে কাজটা সেরেছে সে। কিন্তু রাত বারোটার আগে যে কোন সময় চিঠি ডাকে ফেললে তা পৌঁছে যেত স্যার হেনরির কাছে। তাহলে কি পত্রলেখক বাধা পাবার আশংকা করেছিল বলেই তাড়াতাড়ি কাজ সারতে চেয়েছিল? এ কাজ করতে কে বাধা দিত তাকে?'

'এবার তাহলে আমরা অনুমানের জগতে ঢুকেছি,' বললেন ডঃ মর্টিমার।

'না, ডঃ মর্টিমার,' হোমস বলল।

'তার চেয়ে বলুন সম্ভাবনার ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছি। এবার শুরু হবে সম্ভাবনার কমবেশি বিচার। বলুন স্যার হেনরি, লণ্ডনে আসার পর আপনাকে কেন্দ্র করে আর কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে?'

'না, তেমন কিছু তো মনে পড়ছে না।'

'কেউ আপনার পিছু নিয়ে ছায়ার মত অনুসরণ করছে মনে হচ্ছে না?'

'কেন, আমার পিছু নিয়ে কার কতটুকু লাভ বলতে পারেন?'

'আমি জানতে চাই অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে কিনা।'

'জানতে চাইলেন বলেই মনে পড়ল, গতকাল একজোড়া নতুন বুট কিনেছিলাম তার একপাটি হারিয়েছি। আমি বিদেশে থাকি, তাই একপাটি জুতো হারানোটা স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক তা বলতে পারব না।'

'আপনার একপাটি বুট হারিয়েছে?' জানতে চাইল হোমস।

'কাল রাতে দরজার সামনে দু'পাটি রেখেছিলাম,' স্যার হেনরি বললেন, 'আজ সকালে উঠে দেখি মাত্র একপাটি পড়ে আছে, আরেক পাটির হদিশ নেই। কাল সন্ধ্যেয় কিনেছি, একদম নতুন, এখনও পরা হয়নি।'

'একপাটি জুতো কেউ চুরি করবে না,' হোমস বলল, 'কোনও কাজেই লাগবে না। শীগগিরই ওটা যেখানে ছিল সেখানেই ফিরে পাবেন।'

'আমি যা জানি, সব বললাম,' স্যার হেনরি বললেন, 'এবার আপনারা যা জানেন, আর আমি যা জানি না তা বলুন।'

'ডঃ মর্টিমার, যেভাবে গল্পটা আমাদের শুনিয়েছিলেন সেইভাবে তা স্যার হেনরিকেও বলুন।'

ডঃ মর্টিমার শুনেই খুব আগ্রহ সহকারে বাস্কারভিল বংশের পুরোনো পাণ্ডুলিপি পকেট থেকে বের করলেন, গতকাল যেভাবে আমাদের শুনিয়েছেন সেইভাবে আজ স্যার হেনরিকে প্রচলিত কাহিনীটা শোনালেন।

'উত্তরাধিকার হিসেবে অগাধ সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিহিংসার অভিশাপও আমি অর্জন করেছি,' স্যার হেনরি বললেন, 'কিন্তু এ গল্প আমার কাছে নতুন নয়, খুব ছোটবেলায় আমাদের পরিবারের

এই প্রাচীন অভিশাপের কাহিনী শুনেছি ধাইমার কাছে, ডার্টমুরের ভৌতিক হাউণ্ডের গল্পও তখনই কানে এসেছে। তবে এটা আমার কাছে গল্প ছাড়া কিছু নয়। আমার প্রশ্ন সার চার্লসের মৃত্যুরহস্য উদঘাটন কে করবে, পুলিশ না গির্জার পাদ্রি?'

'খুব খাঁটি কথা বলেছেন, এখন বাস্কারভিল হলে যাওয়া আপনার পক্ষে উচিত হবে কিনা সেটাই আমাদের ঠিক করতে হবে,' বলল হোমস।

'কেন, যাব না কেন?'

'সেখানে একটা ভীতি; এক মারাত্মক আতংকের কারণ তো থাকতে পারে।'

এমন কোনও শয়তান বা মানুষ নেই যে আমার বাস্কারভিল হলে যাবার পথে বাধা দিতে পারে। তবু এ ব্যাপারে মনস্থির করতে হলে কম করে একঘণ্টা আমায় একা বসে ভাবতে হবে। এখন প্রায় সাড়ে এগারোটা, আমি হোটেলে ফিরে যাচ্ছি। আপনি আর ডঃ ওয়াটসন দুটো নাগাদ হোটেলে আসুন, আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবেন। তখন আরও খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারব।'

'ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'তুমি আসছ?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে স্যর হেনরি, দুটো নাগাদ আমরা যাচ্ছি আপনার হোটেলে।'

স্যর হেনরিকে নিয়ে ডঃ মর্টিমার চলে যেতেই হোমস বলল, 'চটপট টুপি আর জুতো পরে নাও, ওয়াটসন, নষ্ট করার মত একমুহূর্ত সময় নেই। বলে হোমস নিজেও পোশাক পাল্টে নিল। এরই মাঝে চটপট জুতো পরে নিয়েছিলাম, মাথায় টুপিটা চাপাতেই হোমস আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল রাস্তায়। স্যর হেনরি আর ডঃ মর্টিমারকে দূর থেকে দেখতে পেলাম, ওরা অক্সফোর্ড স্ট্রিটের দিকে এগিয়ে চলেছেন। হোমসের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ওঁদের খুব কাছাকাছি এসে গেলাম।

রিজেন্ট স্ট্রিটে একটা দোকানের সামনে আমাদের মক্কেল দু'জন দাঁড়ালেন। শোকেসে তন্ময় হয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে খুশির সুরে একটা শব্দ বেরিয়ে এল হোমসের মুখ থেকে। আড়চোখে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি রাস্তার উল্টোদিকে এসে দাঁড়িয়েছে একটা ছোট ঘোড়ার গাড়ি, ভেতরে একজন পুরুষ যাত্রী, মুখে কালো চাপদাড়ি। আমি তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলতে শুরু করল।

'ওয়াটসন, এই হল আমাদের লোক,' হোমস বলল, 'লণ্ডনে স্যর হেনরির ওপর এই লোকটিই নজর রাখছে। কেউ ওঁর পিছু নিয়েছে তা আমি জানতাম নয়ত উনি কোন হোটেলে উঠেছেন তা সে জানবে কি করে। দিনরাত যে তাঁকে অনুসরণ করছে সে যে এখানেও আসবে আঁচ করেই তোমায় নিয়ে বেরোলাম তার মুখখানা দেখব বলে। গাড়ির নম্বর দেখে নিয়েছি — ২৭০৪। ভেতরের লোকটার মুখ দেখতে পেয়েছো?'

'না, শুধু কালো চাপদাড়ি দেখেছি।'

'আমার মনে হচ্ছে ওটা নকল দাড়ি। এবার জানতে হবে ২৭০৪ গাড়ি কে চালায়, তারপর দুটোর সময় হোটেলে যাব। তার আগে আরেকটা ছোট কাজ সারতে হবে, ২৭০৪ গাড়ির গাড়োয়ানকে দেখা করার কথা বলে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে,' বলে হোমস পা চালিয়ে ঢুকে পড়ল সামনের টেলিগ্রাফ অফিসে।

পাঁচ
হারানো বুট ও ছেঁড়া সূত্র

ঠিক দুটোয় হোমসের সঙ্গে এলাম নর্দাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে। সিঁড়ির মাথায় স্যর হেনরির সঙ্গে দেখা হল, একপাটি পুরোনো কালো বুট হাতে নিয়ে রেগে লাল হয়ে আছেন ভদ্রলোক।

'এরা পেয়েছে কি!' চেঁচিয়ে উঠলেন স্যার হেনরি, 'বাঁদরামো আমার সঙ্গে? আমার আরেকপাটি জুতো খুঁজে না পেলে সবাইকে তুলোধোনা করে ছাড়ব বলে দিলাম!'

'কি হল, স্যার হেনরি,' হোমস জানতে চাইল, 'এখনও বুট খুঁজছেন?'

'খুঁজছি আর খুঁজে ঠিকই বের করব।'

'কিন্তু আপনি তো বললেন, নতুন কেনা বাদামি রঙের বুটের একপাটি পাচ্ছেন না।'

'ঠিকই বলেছি, সেটা তো গেছেই, এখন আবার দেখছি পুরোনো এই বুটজোড়ার একপাটি নেই।' বলেই হোটেলের কেরানির দিকে তেড়ে এলেন তিনি, 'কি হে, পুতুলের মত মুখ বুঁজে দাঁড়িয়ে যে বড়, কথা বলছ না কেন?'

কেরানি মুখ চূণ করে দাঁড়িয়ে রইল, একজন জার্মান ওয়েটার ছুটে এল, উত্তেজনায় তার চোখমুখ লাল হয়ে গেছে, সে বলল, 'স্যর, হোটেলের সবখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও পেলাম না।'

'সূর্য ডোবার আগে হয় আমার জুতো হাজির করবে,' স্যর হেনরি রাগে গর গর করতে করতে বললেন, 'আর নয়ত আমি ম্যানেজারের কাছে রিপোর্ট করে হোটেল ছেড়ে চলে যাব।'

'পাওয়া যাবে স্যর,' জার্মান ওয়েটার তাঁকে শান্ত করতে বলে উঠল, 'একটু ধৈর্য ধরুন, কথা দিচ্ছি, আমি আপনার একপাটি জুতো ঠিক খুঁজে বের করব।'

'কথাটা মনে রেখো' বলেই আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, এই সামান্য একটা জিনিসের জন্য এতক্ষণ আপনাদের এইখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে পারেন?'

'এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। আপনার এই ব্যাপারটা ভয়ানক জটিল। তবে কিছু সূত্র হাতে এসেছে।'

লাঞ্চের পরে হোমস জানতে চাইল, 'আপনি শেষ পর্যন্ত কি স্থির করলেন?'

স্থির করলাম এ হপ্তার শেষ নাগাদ বাস্কারভিল হলে যাব।'

'আপনি বুদ্ধিমানের মতই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,' হোমস বলল, 'লণ্ডনে আপনাকে অনুসরণ করা হচ্ছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু এতবড় শহরে কেউ যদি আপনার পিছু নেয় তবে তার মতলব কি বোঝা কঠিন। বদ মতলব থাকলে তারা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে যা ঠেকানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ডঃ মর্টিমার আপনি জানেন না আজ সকালে আমার কাছ থেকে যাবার পর একজন আপনাদের পিছু নিয়েছিল।'

'পিছু নিয়েছিল?' ডঃ মর্টিমার চমকে উঠলেন, 'সে লোক কে, মিঃ হোমস?'

'দুঃখিত, তা বলতে পারব না। আচ্ছা বলুন তো মর্টিমার, আপনার চেনা কোনও লোকের চাপদাড়ি আছে?'

'না, হ্যাঁ, মনে পড়েছে স্যার চার্লসের খাস আর্দালি ব্যারিমুরেরই তো চাপদাড়ি আছে।'

'বেশ, ব্যারিমুর এখন কোথায়?'

'সে বাস্কারভিল হলেই আছে।'

'সে সত্যিই সেখানে আছে, না গ্রিমপোনে এসেছে তা জানতে হবে।'

'কিভাবে তা জানা যাবে?'

'ডার্টমুরে সবচেয়ে কাছের টেলিগ্রাফ অফিস কোথায়?'

'গ্রিমপোনে'।

'বেশ, তাহলে ব্যারিমুরের নামে বাস্কারভিল হলে টেলিগ্রাফ পাঠান। একটা টেলিগ্রাফ ফর্ম নিন। এবার এতে লিখুন, স্যার হেনরির থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তো? ব্যস, আর কিছু লিখতে হবে না। এবার ঠিকানা লিখুন, ব্যারিমুর, বাস্কারভিল হল, এবার গ্রিমপোন টেলিগ্রাফ অফিসের

পোষ্টমাষ্টারকে আলাদা আরেকটা টেলিগ্রাফ পাঠান, তাতে লিখুন মিঃ ব্যারিমুরের টেলিগ্রাফ যেন তাঁর হাতে দেওয়া হয়। তিনি বাড়িতে না থাকলে টেলিগ্রাফ যেন নর্দাস্কারল্যাণ্ডে স্যর হেনরি বাস্কারভিলকে ফেরত পাঠানো হয়। এবার আজ সন্ধ্যার আগেই জানা যাবে ব্যারিমুর সত্যিই বাস্কারভিলে আছে কিনা।'

'এই ব্যারিমুর লোকটি কে, ডঃ মর্টিমার?' জানতে চাইলেন স্যর হেনরি।

বাস্কারভিল হলের পুরোনো কেয়ারটেকারের ছেলে, সেই কেয়ারটেকার মারা গেছে। চার পুরুষ ধরে ওরা বাস্কারভিল হলের দেখাশোনা করছে। যতদূর জানি ওরা স্বামী স্ত্রী দু'জনেই লোক ভাল, গ্রামের মানুষ ওদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে।'

'স্যর চার্লস উইলে ব্যারিমুরকে কিছু দিয়ে যাননি?' জানতে চাইল হোমস।

'ব্যারিমুর আর তার স্ত্রী দু'জনে পাঁচশো পাউণ্ড করে পাবে।'

'একথা তারা জানে?'

'হ্যাঁ জানে, উইলে কাকে কি দিয়েছেন তা নিয়ে সাব চার্লস কথা বলতে ভালবাসতেন। আমার নামেও এক হাজার পাউণ্ড লেখা আছে উইলে।'

'আর কারও জন্য?'

'অল্পস্বল্প কিছু কিছু অনেককেই দিয়েছেন; বাদ বাকি সব পাবেন ভাইপো স্যর হেনরি।'

'বাদবাকি বলতে কত?'

'সাত লাখ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড।'

'সেকি!' বিস্ময়ে হোমস ভুরু তুলে বলল, 'তবে এই টাকার জন্য যে কেউ ঝুঁকি নিয়ে জেতা-হারার প্রতিযোগিতায় নামতে পারে। আর একটা প্রশ্ন ডঃ মর্টিমাব, ধরুন, স্যর হেনরির যদি কিছু হয় তাহলে ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবে?'

'স্যর চার্লসের ছোটভাই রজার বাস্কারভিল অবিবাহিত অবস্থায় মাবা গেছেন তাই হেনরির পরে সম্পত্তির অধিকারী হবেন স্যর চার্লসের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি ভাই হেমস ডেসমণ্ড। উনি বয়স্ক লোক, ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের এক গির্জার পাদ্রি।'

'ধন্যবাদ, আপনি মিঃ হেমস ডেসমণ্ডকে চেনেন?'

'হ্যাঁ একবার তিনি সার চার্লসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁকে দেখলে মনে শ্রদ্ধাভক্তি জাগে, সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন। আমার মনে আছে স্যর চার্লস ওঁকে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি হাসিমুখে তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

'এই সাধু সরল মানুষটি স্যর চার্লসের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।'

'যেহেতু এই সম্পত্তি তাঁরই প্রাপ্য হবে তাই উত্তরাধিকারী হওযা ছাড়া তাঁব উপায় নেই।

'স্যর হেনরি অন্য উইল করলে সব টাকাকড়িও তিনিই পাবেন।'

'স্যর হেনরি উইল করেছেন?'

'না মিঃ হোমস, এখনও উইল করার মত সময় পাইনি। কারণ ডার্টমুরের আসল অবস্থা কি, সবে গতকাল তা জেনেছি। তবে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন জমিদারি আর উপাধি যে পাবে, টাকাও পাবে সে। সম্পত্তি রক্ষা করার মত টাকা না থাকলে বাস্কারভিল বংশের হারানো গৌরব ফিরে আসবে কিভাবে?

'ঠিকই বলেছেন, স্যর হেনরি। আর দেরি না করে যত শীগগির হয় আপনার ডিভনশায়ারে যাবার ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত,' বলল হোমস্, তবে এখনকার পরিস্থিতির কথা ভেবে আমি বলব, একা যাবেন না, সঙ্গে কাউকে নিয়ে যান।'

'ডঃ মর্টিমার আমার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন।'

'ডঃ মর্টিমার ডাক্তার, ওঁর প্র্যাকটিস আছে; তার ওপর ওঁর বাড়ি বাস্কারভিল থেকে অনেক দূরে। ইচ্ছে থাকলেও হয়ত প্রয়োজনে আপনার পাশে দাঁড়াতে পারবেন না। এখন একজন বিশ্বাসী লোক আপনার দরকার যে সবসময় আপনার সঙ্গে থাকবে।'

'আপনি কি আমার সঙ্গে আসতে পারেন মিঃ হোমস?'

'তেমন সংকট কখনও দেখা দিলে আমি নিজে উপস্থিত হবার চেষ্টা করব। কিন্তু আমার পেশা আপনি জানেন, আমি একজন কনসাল্টিং ডিটেকটিভ আমার প্র্যাকটিস বহুদূর ছড়িয়েছে, নানাদিক থেকে যখন তখন আমার ডাক আসে। তাই অনির্দিষ্টকাল লণ্ডনের বাইরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে এক ব্ল্যাকমেলার ইংল্যাণ্ডের এমন একজন লোকের নামে কলংক আরোপ করতে চাইছে যাঁকে সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আমি উদ্যোগী না হলে এই কেলেংকারি ঠেকানো যাবে না। কাজেই দেখতেই পাচ্ছেন এই মুহূর্তে কিছুদিনের জন্য ডার্টমুরে যাওয়া আমার পক্ষে কতখানি অসম্ভব?'

'তাহলে আপনি কাকে আমার সঙ্গী হতে বলছেন?'

'আমার এই বন্ধুটি যেতে রাজি হলে জানবেন সংকটে আপনার পাশে দাঁড়ানোর মত এঁর চাইতে যোগ্য লোক আর কেউ নেই, এত জোর দিয়ে একথা আর কেউ বলতে পারবে না।' আমার হাতে হাত রেখে বলল হোমস।

'আপনার অনুগ্রহ, ডঃ ওয়াটসন।'

স্যার হেনরি বললেন, 'বাস্কারভিল হলে এসে আমার সঙ্গে থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ বরাবর আমায় আকর্ষণ করে তার ওপর হোমসের অভিনন্দন পূর্ণ সুপারিশ আর ব্যারনেটের আমন্ত্রণ — একি প্রত্যাখ্যান করা যায়?

'আপনার সঙ্গী হলে নিজেকে ধন্য মনে করব,' আমি বললাম, সময়টাও ভালই কাটবে তাতে সন্দেহ নেই।'

'খুব দেখে শুনে আমায় রিপোর্ট পাঠাবে,' হোমস বলল, 'সংকট আসা খুব স্বাভাবিক, এলে কিভাবে তার মোকাবিলা করবে, তা আগে থেকে জানিয়ে দেব, শনিবার নাগাদ বেরিয়ে পড়তে পারবে আশা করি?'

'শনিবার ঠিক আছে তো, ডঃ ওয়াটসন?'

'নিশ্চয়।'

'তাহলে ঐ কথাই রইল। মাঝখানে অন্যরকম কিছু না ঘটলে আসছে শনিবার সাড়ে দশটায় প্যাডিংটন থেকে ট্রেন ধরব।'

যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন স্যার হেনরি, উল্লাসে চেঁচিয়ে লাফিয়ে পড়লেন ঘরের এককোণে, একটা কাঠের আসবাবের তলা থেকে বাদামি চামড়ার একপাটি আনকোরা বুট টেনে বের করলেন।

'এই তো আমার সেই হারানো নতুন বুটের একখানি,' বলে উঠলেন স্যার হেনরি।

'এইভাবেই যেন আমাদের সব দুর্ভোগ আর অসুবিধা মিলিয়ে যায়,' দার্শনিকের মত মন্তব্য করল হোমস।

'কিন্তু এ তো খুব আশ্চর্য ব্যাপার,' ডঃ মর্টিমার বললেন, 'লাঞ্চে যাবার আগে আমি নিজে গোটা ঘরখানা পাতি পাতি করে খুঁজেছি।'

'আমিও খুঁজেছি,' স্যার হেনরি বললেন, 'ঘরের প্রত্যেক ইঞ্চি হাতড়েছি, কিন্তু তখন এটা ওখানে ছিল না।'

'তাহলে আমাদের খাবার ফাঁকে ওয়েটার হয়ত এসে রেখে গেছে।'

আমরা হোটেলে ঢোকার সময় স্যর হেনরি যার সঙ্গে হারানো জুতো নিয়ে কথা বলছিলেন সেই জার্মান ওয়েটারটিকে খুঁজে পেতে ডেকে আনা হল। সব শুনে লোকটা শপথ করে বলল ঘরের ভেতর আসবাবের নিচে হারানো জুতোর পাটি সে রাখেনি, এ ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। জুতো রহস্যের সমাধান হল না। ফেরার সময় হোমসের কোঁচকানো ভুরু দেখে বুঝলাম গভীর চিন্তার অতলে ডুবে আছে সে।

আস্তানায় ফেরার পরে হোমস তার চিন্তায় ডুবে রইল, আমি ইচ্ছে করেই তাকে ঘাঁটালাম না। ডিনারের কিছু আগে স্যর হেনরির টেলিগ্রাম এল, লিখেছেন, 'এইমাত্র খবর পেলাম ব্যারিমুর আজ বাড়িতেই ছিল — বাস্কারভিলা।' আরও খানিকক্ষণ বাদে সদর দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠল। একটু পরেই রুক্ষ চেহারার একটি লোক এল হোমসের সঙ্গে দেখা করতে।

হোটেলে ঢোকার আগে ঘোড়ার গাড়ির দপ্তরে টেলিগ্রাম করে হোমস ২৭০৪ গাড়ির গাড়োয়ানকে দেখা করতে বলেছিল, সেই টেলিগ্রাম পেয়ে ঐ গাড়ির গাড়োয়ান নিজেই চলে এসেছে।

'আমার নাম স্যর জন ক্লেটন, ২৭০৪ নম্বর গাড়ি আমিই চালাচ্ছি গত সাতবছর ধরে। আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে ইয়ার্ড থেকে সোজা ছুটে এলাম। গত সাত বছরে আমার নামে কেউ কোনও নালিশ করেনি। তাহলে হয়ত না জেনে কোনও গলদ করে বসেছি। যদি তেমন কিছু করে থাকি স্যর তো সামনা সামনি বললে ভাল হয়।'

'শোন হে ভালমানুষের পো,' হোমস বলল।

'তোমার নামে আমার কোনও নালিশই নেই, আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে, ঠিক জবাব দিলে আধ গিনি বকসিশ পাবে।'

'বলুন স্যর কি জানতে চান।'

'তোমার নাম বললে জন ক্লেটন। থাকো কোথায়? গাড়ি রাখো কোথায়?'

'৩, টার্কি স্ট্রিট, দ্যা বরো ঐখানে থাকি আমি, গাড়ি থাকে ওয়াটার্লু স্টেশনের কাছে ফিপলিস ইয়ার্ডে।' পরে কাজে লাগতে পারে ভেবে হোমস লোকটার নাম ঠিকানা লিখে রাখল।

'আচ্ছা ক্লেটন,' হোমস বলল, 'আজ সকালে একটা লোক তোমার গাড়িতে চেপেছিল। মুখে কালো চাপদাড়ি আছে, দশটা নাগাদ সে তোমার গাড়িতে বসে নজর রেখেছিল এবাড়ির ওপর। এবাড়ি থেকে দু'জন ভদ্রলোক বেরিয়ে রিজেন্ট স্ট্রিট ধরে হেঁটে যাবার সময় তুমিও সে লোককে নিয়ে ওদের পেছন পেছন যাচ্ছিলে, এবার বলো তোমার ঐ দাড়িওয়ালা প্যাসেঞ্জার সম্পর্কে কতটুকু জানো।'

'আপনি নিজে যখন সব জানেন তখন আমার না বলার মত কোনও কারণ দেখছি না,' অসহায় চোখে কিছুক্ষণ হোমসের দিকে তাকিয়ে থেকে ক্লেটন বলল, 'আজ সকালে লোকটা ট্রাফালগার স্কোয়ারে আমার গাড়ি থামিয়ে বলে, সে একজন ডিটেকটিভ। আজ সারাদিনের জন্য আমার গাড়ি ভাড়া করতে চায়, এও বলল যে গোটা পথ কোনও প্রশ্ন না করে মুখ বুঁজে থাকলে ভাড়ার ওপর দু'গিনি বকশিস দেবে। আমি শুনেই রাজি হলাম।'

'লোকটা তোমায় বলল ও একজন ডিটেকটিভ?' জানতে চাইল হোমস।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গাড়ি ছেড়ে দেবার সময় বললেন, উনিই বিখ্যাত ডিটেকটিভ শার্লক হোমস।'

'কি বললে?' রেগে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে ছাদ ফাটানো হাসি হেসে হোমস বলল, 'রাসকেলটার কাণ্ড শুনলে, ওয়াটসন, কি নাম বলেছে শুনলে? যাক ক্লেটন এরপর তুমি সেই শার্লক হোমসকে নিয়ে কোথায় গেলে?'

'প্রথমে ওকে নিয়ে গেলাম নর্দাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে, সেখান থেকে দু'জন ভদ্রলোক বেরিয়ে গাড়ি ভাড়া করলেন, আমরাও ওঁদের গাড়ির পেছন পেছন চললাম। ওদের গাড়ি এখানেই একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।'

'এই বাড়িরই সামনে,' হোমস বলল, 'তারপর কি হল বল?'

'প্যাসেঞ্জারের কথামত রাস্তার মাঝখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঘণ্টা দেড়েক বাদে ঐ দু'জন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে রিজেন্ট স্ট্রিট ধরে হাঁটতে লাগলেন, আমরাও ওঁদের পেছন পেছন এগোতে লাগলাম। রিজেন্ট স্ট্রিটের অর্ধেকের বেশি পথ পেরোনোর পর আচমকা লোকটা দুদিকের জানালার খড়খড়ি তুলে দিল তারপর আমায় খুব তাড়াতাড়ি ওয়াটার্লু স্টেশনে নিয়ে যেতে বলল। আমি জোরসে গাড়ি হাঁকিয়ে এসে হাজির হলাম ওয়াটার্লু স্টেশনে। ভদ্রলোক ভাড়া মিটিয়ে দুগিনি বকশিস দিলেন। তারপর বললেন, উনিই বিখ্যাত ডিটেকটিভ শার্লক হোমস, তখনই ওঁর নাম জানলাম।'

'তা ঐ শার্লক হোমসকে দেখতে কি রকম?'

'স্যার ভদ্রলোকের চেহারার বর্ণনা দেওয়া খুব সহজ নয়,' ক্লেটন বলল, 'মাঝারি উচ্চতা তবে আপনার চেয়ে মাথায় খাটো, বয়স চল্লিশ হবে, ধোপদুরস্ত পোশাক, ফিটফাট, ফ্যাকাসে মুখে কালো চাপদাড়ি, এর বেশি আর কিছু মনে পড়ছে না।'

'চোখের মণির রং কি?'

'বলতে পারব না।'

'আর কিছু মনে পড়ছে না?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে এই নাও আধ গিনি। আরও খবর আনতে পারলে আরও আধ গিনি পাবে। গুডনাইট!'

'গুডনাইট স্যার, ধন্যবাদ।'

জন ক্লেটন হাসিমুখে চলে যেতে হোমস বলল, 'সবকটা সূত্র আজ ছিঁড়ে যাচ্ছে, ওয়াটসন, যেখান থেকে শুরু করেছিলাম আবার ফিরে এলাম সেখানে। আমায় চেনে, তাই রিজেন্ট স্ট্রিটে আমাদের দুশমন জানালা তুলে পালিয়েছে ফেরার ট্রেন ধরতে। তার মানে স্যার হেনরি যে আমার পরামর্শ মত চলছেন তাও ও জেনে ফেলেছে। ওয়াটসন, ইস্পাতের মত কঠিন এই লোকের সঙ্গে এবার আমাদের লড়তে হবে, লণ্ডনে এসে হতভাগা জিতল ঠিকই, কিন্তু তোমায় বলে রাখি ডিভনশায়ারে এর উল্টোটা হবে। সেখানে জিতব আমরাই, ওয়াটসন, বিশ্বাস করো, সেদিনই আমি প্রাণ খুলে হাসব।

'তেমনই বিপজ্জনক, হাসছো, হাসো। কিন্তু যেদিন তুমি নিরাপদে ফিরে আসবে সেদিন আমিও প্রাণ খুলে হাসব।'

ছয়
বাস্কারভিল হল

দেখতে দেখতে ঘনিয়ে এল শনিবার। সকালবেলা স্যার হেনরিকে নিয়ে ডঃ মর্টিমার এলেন আমাদের কাছে। আমি তৈরি হয়ে ছিলাম নিজের জিনিসপত্র নিয়ে। তাঁদের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে চাপলাম। স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে হোমসও সঙ্গে এল।

'আগে থেকে কাউকে সন্দেহ করার কথা বলে তোমাকে পক্ষপাতদুষ্ট করতে চাই না, ওয়াটসন,' গাড়িতে যেতে যেতে হোমস বলল, 'তুমি যতদূর সম্ভব দ্রুত ঘটনা আমায় লিখে জানাবে, থিওরি গড়ার ভারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'কি ধরনের ঘটনা লিখব?'

আমি জানতে চাইলাম।

'এ কেসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন যে কোন ঘটনা তা সে যত পরোক্ষ হোক না কেন, এছাড়া স্যর চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু সংক্রান্ত যে কোন তাজা খবর, পাশাপাশি স্যর হেনরি বাস্কারভিলের সঙ্গে তাঁর প্রতিবেশীদের সম্পর্ক কেমন দাঁড়াচ্ছে তার বিশদ বিবরণ। গত ক'দিনে আমি নিজেও এসব দিক নিয়ে কিছু তদন্ত করেছি কিন্তু ফলাফল আশানুরূপ ইতিবাচক হয়নি। তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত স্যর হেনরির পরবর্তী উত্তরাধিকারী মিঃ জেমস ডেসমণ্ড একজন প্রৌঢ় সৎ ও অমায়িক মানুষ, আমার সন্দেহের তালিকা থেকে তাঁকে পুরোপুরি বাদ দিতে পারি। এবার বাকি রইল সেই সব লোক যারা সত্যি সত্যি ঐ জলাভূমিতে স্যর হেনরির চার পাশে তাঁকে ঘিরে আছে।'

'এই ব্যারিমুর দম্পতিকেও কি সন্দেহের আওতা থেকে বাদ দিলে ভাল হয় না?'

'ভুলেও এমন কাজটি করো না। ওরা সত্যিই নিরপরাধ হলে অবিচার করা হবে ঠিকই কিন্তু অপরাধী যদি হয় তাহলে একবারও যেন টের না পায় যে তাদের সন্দেহ করা হচ্ছে। এছাড়া হ্যাঁ ঐ বাড়িতে একজন গাড়োয়ান আছে, চাষবাস করে এমন দুজন চাষী আছে। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন ডঃ মর্টিমার— ওঁকে সচ্চরিত্র বলে জানি ঠিকই কিন্তু ওঁর স্ত্রী সম্পর্কে কিছুই জানি না। এরপর আছেন প্রকৃতি বিশারদ স্টেপলটন। শুনেছি তাঁর তরুণী বোনটি সুন্দরী এবং অবিবাহিতা। একটি অজানা চরিত্র হলেন মিঃ ফ্রাংকল্যাণ্ড তাছাড়া নিশ্চয়ই আরও কয়েকজন প্রতিবেশী আছেন। এদের প্রত্যেকের ওপর তোমার সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ভাল কথা, তোমার রিভলভার সঙ্গে নিয়েছো?'

'হ্যাঁ।'

'সবসময় ওটা সঙ্গে রাখবে, কিছু হবে না এই নিশ্চিন্ত ভাব মোটেও মনে ঠাঁই দেবে না।'

স্টেশনে পৌঁছে দেখি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে ছাড়ার অপেক্ষায়। স্যর হেনরিকে নিয়ে ডঃ মর্টিমার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের অপেক্ষায়। আমাদের দেখেই ডঃ মর্টিমার জানালেন ফার্স্ট ক্লাস কামরায় বসার জায়গা পেয়ে গেছেন।

'নতুন কোনও খবর নেই?' হোমসের প্রশ্নের জবাবে ডঃ মর্টিমার বললেন, 'তবে গত দু'দিনে কেউ আমাদের পিছু নেয়নি তা হলফ করে বলতে পারি, যখনই বাইরে বেরিয়েছি আশেপাশে নজর রেখেছি, নজর এড়িয়ে কাউকে আমাদের পিছু নিতে দেখিনি।'

'দু'জনে আগাগোড়া একসঙ্গে ছিলেন তো?' হোমস শুধোল।

'গতকাল বিকেলে একবার ছিলাম না,' বললেন ডঃ মর্টিমার, 'গতকাল কলেজ অফ সার্জনস-এ গিয়েছিলাম। শহরে এলে কম করে একটা দিন আমোদ প্রমোদের মধ্যে থাকি।'

'আমি গিয়েছিলাম পার্কে,' স্যর হেনরি বললেন, 'লোকজনের ভিড় দেখলাম, তবে কোনও ঝামেলা পোয়াতে হয়নি।'

'দু'জনেই খুব অবিবেচকের মত কাজ করেছেন,' গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল হোমস। 'স্যর হেনরি, আপনাকে আবারও অনুরোধ করছি একা কখনও কোথাও বেরোবেন না। বেরোলে মুশকিলে পড়বেন আগেই বলে রাখছি। আপনার বুটজোড়ার হারানো পাটি পেলেন?'

'না মিঃ হোমস, ওটা সত্যিই গেল কোথায়?'

'তাই তো দেখছি, ব্যাপারটা আমার কাছে যেমন কৌতূহলপ্রদ তেমনই উদ্বেগের, বিদায় তাহলে,' হোমসের কথা শেষ হতে না হতে ট্রেন ছেড়ে দিল।

'ডঃ মর্টিমার যে কাহিনী শুনিয়েছেন তার শেষের দিকটা মনে রাখবেন,' চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে তাল রেখে কয়েক পা এগিয়ে এল হোমস, 'সন্ধ্যের পরে যখন জলায় অশুভ শক্তি জেগে ওঠে তখন যেন কোনমতেই তার ধারেকাছে যাবেন না।'

ট্রেন অনেক দূর চলে আসার পরেও দেখলাম হোমস তখনও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

গাড়ি ছুটে চলল। খানিক বাদেই বাদামি মাটির সীমানা পেরিয়ে আমরা ঢুকলাম ইঁটের মত শক্ত লাল পাথুরে মাটির দেশে। দূরে কোথাও বেড়া দেওয়া সবুজ মাঠ, কোথাও গরু চরছে, কোথাও ক্ষেতে চাষীরা ফসল ফলাচ্ছে।

'ছোটবেলায় এই এদিকের এলাকা ছেড়ে চলে যাবার পরে দুনিয়ার বহু দেশ ঘুরেছি,' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে স্যর হেনরি বললেন, 'কিন্তু এমন অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা কোথাও দেখিনি।'

'আমি যতদুর জানি আপনি খুব অল্প বয়সে এই এলাকা ছেড়ে গিয়েছিলেন।' আমি বললাম।

'ঠিকই বলেছেন,' স্যর হেনরি বললেন, 'আমি কুড়িতে পা দেবার আগেই বাবাকে হারালাম, বাবা থাকতেন সমুদ্রতীরে, বাস্কারভিল হলে বাবা বেঁচে থাকতে যাওয়া হয়নি। বাবা মারা যাবার পরেই আমি আমেরিকা যাই, জলাভূমি আর বাস্কারভিল হল দুটোই আমার কাছে অচেনা, দুটো জায়গাই দেখতে খুব ইচ্ছে করে।'

'আবার আপনার সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে,' বললেন ডঃ মর্টিমার, 'বাইরের দিকে তাকান, দূরে যে ছোট পাহাড়টা দেখছেন তার কাছেই জলাভূমি।' স্যর হেনরির সঙ্গে আমিও জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম, বহুদূরে চৌকো সবুজ ক্ষেতের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট ধূসর পাহাড়, মনে হচ্ছে যেন কেউ কোন জায়গা থেকে তুলে এনে পাহাড়টা নিপুণ হাতে বসিয়ে দিয়েছে ঐখানে। অতীতে এসব জায়গা ছিল বাস্কারভিল জমিদারদের অধীনে। দু'চোখ ভরা কৌতূহল নিয়ে স্যর হেনরি তাকিয়ে রইলেন সেই পাহাড়ের দিকে।

আরও কিছুক্ষণ বাদে কুম্বি ট্র্যাসি নামে একটা ছোট্ট স্টেশনে ট্রেন থামতেই মর্টিমার আমাদের নিয়ে নেমে পড়লেন। স্টেশনমাস্টার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের মালপত্র বাইরে ছোট্ট দুই ঘোড়ায় টানা গাড়িতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করলেন। স্টেশনের গেটের পাশে দু'জন উর্দি পরা সেপাই রাইফেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, গেট দিয়ে বেরোনোর মুখে তীক্ষ্ণ চোখে তারা আমাদের দেখল। স্টেশনের বাইরে আসতে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান স্যর হেনরিকে দেখে সেলাম ঠুকল। কয়েক শতাব্দী পুরোনো গ্রাম্যপথের ওপর দিয়ে গাড়ি জোরে ছুটতে লাগল। গলির মত আঁকা বাঁকা পথ ধরে গাড়ি এগিয়ে চলল ওপর দিকে। গাড়ি একেক জায়গায় বসে গেছে। দুপাশের খাড়া পাড়ে পুরু শ্যাওলার গা থেকে জল ঝরছে ফোঁটায় ফোঁটায়, চড়াই পথের নিচ দিয়ে ছুটে চলেছে পাহাড়ি নদী। গাড়ি একবার মোড় ঘুরছে আর দু'পাশের প্রাকৃতিক শোভা দেখে আনন্দে বিভোর হয়ে উঠলেন স্যর হেনরি, খুশি চাপতে না পেরে উল্লাসধ্বনি করে উঠছেন থেকে থেকে, ছেলেমানুষের মত নানারকম প্রশ্ন করছেন। ওঁর চোখে সব সুন্দর মনে হলেও এই সুন্দর প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক বিষণ্ণতা ধরা পড়ছে আমার চোখে, যা শীতের উন্মাদনা কমে আসার লক্ষণ। গাড়ির চাকা ছোটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উড়ছে হলদে ঝরা পাতা।

'কি আশ্চর্য! এটা আবার কি?' ইশারায় পাশের দিকে দেখালেন ডঃ মর্টিমার। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাতে দেখি জলাভূমির মাঝখানে ওঠা একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় ঘোড়ার পিঠে বসে এক অশ্বারোহী সৈনিক, হাতে উদ্যত রাইফেল। আমরা যে পথ ধরে যাচ্ছি সন্ধানী চোখে সেই পথের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'কি ব্যাপার, পার্কিনস' ইশারায় অশ্বারোহীকে দেখিয়ে গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করলেন ডঃ মর্টিমার।

'প্রিন্সটাউন জেল ভেঙ্গে একজন কয়েদী পালিয়েছে, সার,' গাড়োয়ান বলল, তারই খোঁজে পথের সব মোড়ে পুলিশ মোতায়েন হয়েছে, কিন্তু তার হদিশ মেলেনি। এখানকার চাষীরা এসব প্রশ্ন করছে না। লোকটাও ভীষণ হিংস্র, যে কোন কাজ করতে পারে সে।'

'কে লোকটা?'

'মেলডেন, নটিং হিল খুনি।'

নামটা শুনে চমকে উঠলাম। মেলডেন যতগুলো খুন করেছে, তাদের সবক'টার মধ্যে হিংস্র পাশবিকতা হোমস লক্ষ্য করেছিল। বিচারে গোড়ায় তার প্রাণদণ্ড হয়েছিল পরে সে প্রকৃতিস্থ কিনা এই সন্দেহে প্রাণদণ্ড মকুব করে মেলডেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

উর্বর জমি পেছনে অনেক নিচে ফেলে এসেছি। পেছন দিকে তাকাতে সূর্যের ঠিকরে পড়া আলোয় ছোট ছোট জলের ধারাগুলোকে দূর থেকে সোনার সুতোর মত দেখতে লাগল। রাস্তা আগেই অসমতল ও ধূলিধূসর হয়ে উঠেছে। আচমকা চোখে পড়ল ঝোপের মত একটা জায়গায় অনেকগুলো ওক আর ফার গাছ যেন প্রকৃতির বহুবছরের সঞ্চিত ও ঝড়ঝাপটার দুঃখরাশি সয়ে বেঁকে দুমড়ে গিয়েছে। ঐ গাছগুলোর ওপর দিয়ে উঁচু দুটো পাথুরে চূড়া ইশারায় দেখিয়ে গাড়োয়ান বলল, 'আমরা এসে গেছি, ঐ যে বাস্কারভিল হলের চূড়া দেখা যাচ্ছে।'

শুনেই সোজা হয়ে বসলেন স্যার হেনরি, তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠল চাপা উত্তেজনা। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ওঁরা এসে পৌঁছোলেন বাস্কারভিল হলের সামনে, ফটক পেরিয়ে সোজা চওড়া পথে এসে পড়লেন। পথের দু'ধারে সারি সারি গাছ, বাস্কারভিল হল ভবনের দিকে চোখ পড়তে স্যার হেনরির গা শিউরে উঠল। তিনি বললেন, 'এমন জায়গায় স্যার চার্লসের অস্বাভাবিক মৃত্যু মোটেও অস্বাভাবিক ছিল না, দূর থেকে বাড়িটা দেখলেই ভয় জাগে মনে। স্যার চার্লসও ভয় পেতেন, আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তেন যখন তখন। দু'মাসের মধ্যে এখানে আমি বিজলি বাতির ব্যবস্থা করব, পথের দু'পাশে ল্যাম্পপোস্টে জ্বলবে বিজলি আলো, তখন এ জায়গার চেহারাই বদলে যাবে।'

রাস্তার শেষে ঘাসে ঢাকা আঙ্গিনা, তার পরেই বাড়ির গাড়িবারান্দা। সেখানে এসে গাড়ি থামতেই একটি লম্বা লোক এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলল। স্যার হেনরি নামতেই সে বলে উঠল, 'আসুন, স্যার হেনরি, বাস্কারভিলে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।' লোকটির পেছন থেকে একটি মেয়েও এগিয়ে এল। দু'জনে হাত লাগিয়ে গাড়ি থেকে মালপত্র নামাতে লাগল। লম্বা লোকটির মুখে চাপদাড়ি দেখে আন্দাজ করলাম এই ব্যারিমুর, সঙ্গের মেয়েটি সম্ভবত তার স্ত্রী।

'কিছু মনে করবেন না স্যার হেনরি,' ডঃ মর্টিমার গাড়ি থেকে নামেননি তখনও, 'আমি এই গাড়িতেই বাড়ি যাচ্ছি, স্ত্রী নিশ্চয়ই বসে আছেন আমার অপেক্ষায়।'

'আর কিছুক্ষণ পরেই নয় যাবেনখন, একেবারে ডিনার সেরে তারপর —'

'মাপ করবেন, স্যার হেনরি, আজ আমায় বাড়ি যেতেই হবে। অনেক কাজও আমার জমে আছে। থেকে বাড়িটা আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাতে পারলে খুশিই হতাম, কিন্তু ও কাজ আমার থেকে ব্যারিমুরই ভাল পারবে। আমি চললাম, দিনে রাতে কোনও দরকার পড়লে আমায় ডেকে পাঠাতে দ্বিধা করবেন না।'

ডঃ মর্টিমার গাড়ি চেপে চলে যেতে স্যার হেনরির পেছন পেছন ভেতরে ঢুকলাম। ঝনঝন আওয়াজ করে ভারি সদর ফটক বন্ধ হবার আওয়াজ হল পেছনে।

'আমার পূর্বপুরুষেরা পাঁচ শতাব্দী ধরে এই বাড়িতে থেকেছেন ভাবতে রোমাঞ্চ হয়। এ বাড়ি তাই আমার কাছে পবিত্র।' ছোটবেলার মত খুশিতে চকচক করে উঠল তাঁর দু'চোখ।

'আপনাকে ডিনার এখন দেব?' কাছে এসে বিনীত ভঙ্গিতে জানতে চাইল ব্যারিমুর।

'ডিনার তৈরি?'

'কিছুক্ষণের মধ্যে হয়ে যাবে, ততক্ষণ আমি বরং আপনাদের থাকার ঘরগুলো দেখিয়ে দিই।'

বড় চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। মালপত্র আগেই আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসেছে ব্যারিমুর। সিঁড়ির মাথা থেকে দুটো বড় বারান্দা দু'দিকে বাড়ির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়ানো। শোয়ার ঘরগুলোর মুখই বারান্দার দিকে। স্যার হেনরির পাশের ঘরেই আমার শোবার

ব্যবস্থা হয়েছে। বাড়ির মাঝের অংশের তুলনায় এই ঘরগুলো অনেক আধুনিক মনে হয়। অসংখ্য মোমের আলোয় ঘরগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেই তুলনায় খাবার ঘরে তত আলো নেই, সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক মৌন বিষণ্ণময় হাওয়া। লম্বাটে ঘর, একদিকে বেদির মত উঁচু মঞ্চ সেখানে খেতে বসত বাড়ির পরিবারের সদস্যরা। বাড়ির কর্মচারি, পরিচারক আর আশ্রিতরা বসত নিচু জায়গায়। এক কোণে চারণ কবিদের গান শোনানোর জায়গাও আছে। খেতে বসে স্যর হেনরি বিশেষ কথা বললেন না। ডিনার সেরে সেই বিষণ্ণ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম, তারপর বিলিয়ার্ড রুমে ঢুকে সিগারেট টানলাম।

'খুব খুশির জায়গা এটা নয়,' স্যর হেনরি বললেন, 'তবে কিছুদিন থাকলে হয়ত সয়ে যাবে। স্যার চার্লসের মন মাঝেমাঝেই এত মুষড়ে পড়ত বলে যা এতদিন শুনেছি, এই পরিবেশে তা স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে। রাত অনেক হল, যদি আপত্তি না করেন তো আজ একটু তাড়াতাড়ি শুতে যাওয়া যাক। কাল সকালে হয়ত জায়গাটা এত খারাপ নাও লাগতে পারে।'

স্যর হেনরি বিদায় জানিয়ে শুতে গেলেন। জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। বাড়ির সামনের দিকে ঘাসে ঢাকা উঠোন। উঠোনের পরে কয়েকটা বড় গাছের জটলা। সেই জটলার ওপাশে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় চোখে পড়ছে পাথরের টিলার কিছু অংশ, আর বিষণ্ণ জলাভূমির নিচু বিশাল ধনুকের মত প্রান্তভাগ, জানালার পর্দা টেনে দিয়ে এসে শুয়ে পড়লাম।

শুয়ে পড়লাম ঠিকই কিন্তু শুধু এপাশ ওপাশ করাই সার হল, সারারাত ঘুমোতে পারলাম না। রাত বাড়তে কার কান্নার আওয়াজ কানে আসতে চমকে উঠে বসলাম। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে একটি মেয়ে, সে কান্নার আওয়াজ একবার শুনলে যে কেউ বলবে বহুদিনের চাপা দুঃখ আর হাহাকার বেরিয়ে আসছে তার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে। কান্নার আওয়াজটা যে বাড়ির ভেতরেই হচ্ছে তাতে একটুও সন্দেহ নেই। প্রায় আধঘণ্টা কান পেতে সেই কান্নার আওয়াজ শুনলাম। কিছুক্ষণ পরে থেমে গেল সেই কান্নার আওয়াজ, এবার শুরু হল বহুদূরে পনেরো মিনিট পরপর অনেকগুলো ঘণ্টার সমবেত ধ্বনি, তার সঙ্গে মিশল বাইরে দেয়ালের গায়ে আইভিলতার একটানা খসখস শব্দ। সময় বয়ে চলল, রাতজাগা চোখ বুঁজে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে রইলাম, সময় বয়ে চলল।

সাত
মেরিপিট হাউসের স্টেপলটন দম্পতি

'কাল আপনি আমি দুজনেই ক্লান্ত ছিলাম তাই এমন খারাপ লাগছিল,' পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে স্যর হেনরি বললেন, 'কিন্তু এখন বেশ ভালই লাগছে। আসলে বাড়ির নয়, ওটা আমাদের নিজেদের মনের দোষ। এখন দেখুন, শরীর বেশ ঝরঝরে, বাড়ির দিকে তাকালেও মনে হবে যেন হাসছে।'

'সব দোষই কিন্তু মনের নয়,' আমি বললাম, 'কাল রাতে মেয়েছেলের গলায় কান্না শুনতে পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমার ঘুমটা তখন সবে আসছে,' স্যর হেনরি বললেন, 'আধো ঘুমের মধ্যে ঐরকম কি একটা যেন কানে এসেছিল।'

'আমি কিন্তু স্পষ্ট শুনেছি, একটা মেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, আর তা এই বাড়িরই ভেতরে।'

'তাহলে জিজ্ঞেস করে দেখা যাক,' বলে ঘণ্টা বাজালেন স্যর হেনরি, ব্যারিমুর এলে তাকে ঘটনাটা বললেন, তারপর জানতে চাইলেন এ ব্যাপারে সে কিছু বলতে পারে কিনা। স্যার হেনরি লক্ষ্য করলেন কিনা জানি না কিন্তু প্রশ্ন শুনে ব্যারিমুরের মুখ যে ফ্যাকাশে হয়ে গেল তা আমার

চোখ এড়াল না। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'এ বাড়িতে দু'জন মেয়ে লোক আছে হুজুর, একজন বাসনপত্র ধোয়, সে বাড়ির অন্যদিকে থাকে। আরেকজন আমার বৌ, কান্নার আওয়াজ যে তার নয় সেটুকু আমি বলতে পারি।'

কথাটা যে মিথ্যে খানিক বাদেই তা আমার চোখে ধরা পড়ল। ব্রেকফাস্টের পর বারান্দায় ব্যারিমুরের বৌকে খুব কাছ থেকে দেখলাম। রোদ পড়েছিল তার মুখে, ভারি দোহারা চেহারা, মুখ দেখে মনের ভাব আঁচ করা যায় না। দু'চোখ লাল, চোখের পাতা ফোলা। সারাটা রাত না ঘুমিয়ে যে সে কান্নাকাটি করেছে একপলক তাকালেই বোঝা যায়। কিন্তু ব্যারিমুর কথাটা চেপে গেল কেন? ধরা পড়ে যাবে জেনেও মিথ্যে কথা কেন বলল সে? আর তার বৌ-ই বা রাতভর কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে কেন? কালচে মুখ, সুপুরুষ দাড়িওয়ালা ব্যারিমুরকে ঘিরে যে একটা রহস্য দানা বেঁধেছে তাতে সন্দেহ নেই। লণ্ডনে রিজেন্ট স্ট্রিটে যে চাপদাড়িওয়ালা লোকটা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে স্যার হেনরিদের পিছু নিয়েছিল সে কি তবে ব্যারিমুর? এই ব্যারিমুরই তো স্যর চার্লসের মৃতদেহ প্রথম আবিষ্কার করেছিল। বিষয়টা যাচাই করা দবকার, নাঃ এবার তদন্তের স্বার্থে বাড়ির বাইরে বেরোতে হবে। গ্রিমপোনের পোস্টমাস্টারের সঙ্গে দেখা করলে হয়ত জানা যাবে টেলিগ্রামটা ব্যারিমুরের হাতেই দেওয়া হয়েছিল কি না।

স্যর হেনরি ব্রেকফাস্টের পর দলিলপত্র ঘাঁটতে বসেছেন দেখলাম, এই আমার বেরোনোর সুযোগ। জলার ধার ঘেঁসে প্রায় চার মাইল হেঁটে এলাম গ্রিমপোনে। গ্রিমপোন একটা গ্রাম, এই গ্রামের মুদিই পোস্টমাস্টার। আলাপ করে দেখলাম সেই টেলিগ্রামের কথা তাঁর বেশ মনে আছে। আমার প্রশ্ন শুনে বললেন, 'টেলিগ্রামটা মিঃ ব্যাবিমুরের হাতে দেবার নির্দেশ ছিল। সেটা ঐ ভাবেই দেওয়া হয়েছে। একটু দাঁড়ান, আমার ছেলেকে ডাকছি, টেলিগ্রামটা সে নিজেই বাস্কারভিল হলে গিয়ে বিলি করে এসেছিল। জেমস! ও জেমস! চট করে একবার এদিকে আয় তো!' ছেলে এলে ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, 'জেমস, গেল হপ্তায় বাস্কারভিল হলে যে টেলিগ্রামটা এসেছিল সেটা কি তুই নিজে গিয়ে ওঁকে দিয়ে এসেছিলি?'

'না, বাবা,' জেমস বলল, 'মিসেস ব্যারিমুর বললেন, ওঁর স্বামী চিলেকোঠায় আছেন তাই টেলিগ্রামটা মিসেস ব্যারিমুরের হাতে দিয়েছিলাম।'

'তুমি তাহলে মিঃ ব্যারিমুরকে দেখতে পাওনি?' জানতে চাইলাম।

'না, স্যার,' জেমস বলল, 'বললাম তো উনি চিলেকোঠায় ছিলেন।'

'নিজের চোখে না দেখলে কি করে বুঝলে উনি সত্যিই চিলেকোঠায় ছিলেন কি না?' আমি ছেলেটাকে পাল্টা প্রশ্ন কবলাম।

'কেন, মিঃ ব্যারিমুর কি সে টেলিগ্রাম পাননি?' ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে মিঃ ব্যারিমুর নিজেই নালিশ করবেন।'

এরপর আর কথা বাড়ানো যায় না। ব্যারিমুর রহস্য নিয়ে ভাবতে ভাবতে ফেরার পথ ধরলাম। খানিকদূর আসার পর পেছনে পায়ের শব্দ শুনলাম, সেই সঙ্গে কানে এল কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছেন। গোড়ায় ভেবেছিলাম ডঃ মর্টিমার। কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে যাকে দেখলাম তাঁকে আগে কখনও দেখিনি — ভদ্রলোককে দেখতে ছোটখাটো, ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বয়স, দাড়িগোঁফ কামানো, চোখ মুখের গড়ন সুন্দর। ভদ্রলোকের কাঁধে ঝুলছে গাছগাছড়া রাখার একটা টিনের বাক্স, ডানহাতে প্রজাপতি ধরার সবুজ রঙের জাল।

'মাপ করবেন,' ভদ্রলোক কাছে এসে বললেন, 'আপনিই তো ডঃ ওয়াটসন। এই জলাভূমিতে আমরা কিন্তু সবাই খুব সাদাসিধে মানুষ, আদব কায়দার ধার ধারি না, নিজেরাই গায়ে পড়ে আলাপ করি, ডঃ মর্টিমারের মুখে আশা করি আমার নাম শুনেছেন, আমার নাম স্টেপলটন, থাকি মেরিপিট হাউসে।'

'মিঃ স্টেপলটন, আপনি যে প্রকৃতিবিদ, তা আপনার জাল আর কাঁধের টিনের বাক্স দেখেই বোঝা যায়।' আমি বললাম, 'কিন্তু আমায় চিনলেন কি করে?'

'ডঃ মর্টিমারের কাছে গিয়েছিলাম, আপনি তখন আমার গা ঘেঁসে যাচ্ছিলেন। ডঃ মর্টিমার ওঁর সার্জারির জানালায় দাঁড়িয়ে আপনাকে দেখালেন। একই পথে যাচ্ছি, তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করি। তা বলুন, স্যর হেনরীর শরীর ভাল তো?'

'হ্যাঁ, উনি খুবই ভাল আছেন, ধন্যবাদ।'

'যাক, ভাল থাকলেই ভাল,' স্টেপলটন বললেন, 'আমরা সবাই একরকম ধরেই নিয়েছিলাম স্যব চার্লসের শোচনীয় মৃত্যুর পরে নতুন ব্যারনেট তাঁর ভাইপো হয়ত এখানে এসে থাকতে চাইবেন না, তা এ ব্যাপারে স্যর হেনরির মনে কোনও কুসংস্কারজনিত ভীতি নেই তো?'

'মনে তো হয় তেমন কিছু নেই।'

'ভৌতিক হাউণ্ডের কাহিনীটা আশা করি আপনি শুনেছেন?'

'শুনেছি।'

'এখানকার চাষীরা কিন্তু ঐ কাহিনী মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, সহজ, সরল মানুষ হলে যা হয় আর কি, ওদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাবা বলে ঐরকম একটা ভয়ানক চেহারাব জানোয়ারকে নিজেব চোখে জলার আশেপাশে ঘুরতে দেখেছে।' স্টেপলটন হাসতে হাসতে কথাগুলো বললেন বটে, কিন্তু তাঁব চাউনি আব বলবার ধবন দেখে মনে হল নিছক হাসিব ব্যাপার হিসেবে ব্যাপারটাকে উনি নিচ্ছেন না। 'স্যাব চার্লসও এই কাহিনী শুনেই অনেক কিছু কল্পনা করেছিলেন যার ফলে এইরকম শোচনীয়ভাবে তাঁকে মরতে হল।'

'কিভাবে তাঁর মৃত্যু হল বলে আপনি মনে করেন?'

'স্যর চার্লসের হার্টের অবস্থা ভাল ছিল না, আমার মনে হয় সেদিন রাতে ইউ বীথিতে ঐ রকম কোনও ভয়ানক জানোয়ার না হলেও কোনও কুকুরের ছায়া দেখে উনি হয়ত আঁতকে উঠেছিলেন।'

'স্যর চার্লসের হার্টেব অবস্থা ভাল ছিল না আপনি কার কাছ থেকে জানলেন?'

'ডঃ মর্টিমাব বলেছেন।'

'তাহলে আপনি বিশ্বাস করেন যে শুধু কুকুরের ছায়া দেখেই ভয় পেয়ে হার্টফেল করে স্যব চার্লস মারা গেছেন?'

'এর চাইতে ঘটনার আর কোনও ভাল ব্যাখ্যা দিতে পারবেন?'

'আমি কোনও সিদ্ধান্তে এখনও পৌঁছোইনি।'

'মিঃ শার্লক হোমস পৌঁছেছেন কি?'

কথাটা শুনে এক মুহূর্তের জন্য আমার দমবন্ধ হয়ে এল, কিন্তু মনে জোব এনে ভদ্রলোকেব শান্ত চাউনি আব ধীর স্থির ভাব দেখে বুঝলাম আমাকে চমকে দেবার মতলব তাঁর নেই।

'ডঃ ওয়াটসন,' মিঃ স্টেপলটন বললেন, 'আপনাব নিজের হাতে লেখা ডিটেকটিভ মিঃ শার্লক হোমসের বিচিত্র তদন্ত কাহিনী এদিকেও পৌঁছেছে কাজেই আপনাকে চিনতে না পাবার ভান করা অর্থহীন। ডঃ মর্টিমার আপনার নাম বলতেই তাই জেনেছি আপনার আসল পরিচয়। আপনি যখন এখানে এসেছেন তখন বুঝতে হবে মিঃ শার্লক হোমস নিজেও এ কেসে আগ্রহী। তাই জানতে চাইছিলাম এই কেসের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কি।'

'দুঃখিত, এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারব বলে মনে হয় না।'

'মিঃ হোমস নিজে এখানে আসবেন কি?'

'ওঁর হাতে এই মুহূর্তে প্রচুর কেস, শহর ছেড়ে কিছুদিন বেরোতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

'কি দুঃখের কথা বলুন দেখি! তিনি নিজে এলে এ ব্যাপারে হয়ত কিছু আলোকপাত করতে পারবেন। যাক আপনার তদন্তের কাজে কখনও দরকার হলে দ্বিধা না করে আমায় বলবেন, আমি সবরকম সাহায্য বা উপদেশ দিতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।'

'আপনি ভুল করছেন মিঃ স্টেপলটন, আমি এখানে তদন্ত করতে আসিনি। আমার বন্ধু স্যার হেনরির সঙ্গে বেড়াব বলে এখানে এসেছি, তাই আপনার সাহায্য বা উপদেশের দরকার হবে না।'

'অনধিকার চর্চার জন্য সচেতন করে ভালই করেছেন,' ভদ্রলোক বললেন, 'কথা দিলাম এ বিষয়ে আর একটি প্রশ্নও করব না।'

কথা বলতে বলতে একটা গ্রাম্য মেঠো পথের সামনে এসে পড়লাম। স্টেপলটন বললেন, 'জলার এই পথ ধরে একটু গেলেই আমাদের বাড়ি মেরিপিট হাউস। ঘণ্টাখানেক সময় হাতে থাকলে ঘুরে আসতে অনুরোধ করব। বাড়িতে আমার বোন আছে, আপনার সঙ্গে পরিচয় হলে সেও ধন্য হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে সার হেনরির আর হোমসের দুজনের মুখ ভেসে উঠল মনে। স্যর হেনরির পাশে সবসময় আমায় থাকতে বলেছে হোমস। কিন্তু আসার সময় দেখে এসেছি তিনি এস্টেটের দলিলপত্র দেখতে ব্যস্ত। সেখানে আমি কি ভাবে সাহায্য করব তাঁকে? অন্যদিকে আসার সময় জলার বাসিন্দাদের প্রত্যেককে খুঁটিয়ে দেখার কথাও বলে দিয়েছে হোমস। তাই হোমসের দ্বিতীয় নির্দেশিকাকে বেশি গুরুত্ব দিতে স্টেপলটনের সঙ্গে হেঁটে চললাম তাঁর বাড়ির দিকে।

উঁচু নিচু অসমান জমি সবুজ আর পাথরের উঁচু টিলার দিকে তাকিয়ে স্টেপলটন বললেন, 'অদ্ভুত সুন্দর জায়গা এই জলাভূমি। এখানে দাঁড়িয়ে চারপাশে যতই তাকান আপনি এতটুকু ক্লান্তি বোধ করবেন না। কত আশ্চর্য জিনিস যে এখানে প্রকৃতির কোলে ঘুমিয়ে আছে ভাবতে পারবেন না।'

'আপনি কতদিন এ অঞ্চলে আছেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'বেশিদিন নয়, মাত্র ছবছর, স্যর চার্লস এখানে আসার কিছু পরে আমরা এসেছি। এই ক'বছরে এখানকার সবকিছু জেনে ফেলেছি। আমি এ জায়গা যত ভালো জানি আর কেউ তত জানেনা এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'এ জায়গা চেনা কি খুব কঠিন?'

'নিশ্চয়ই। যেমন ধরুন ঐ যে বিস্তৃত সমভূমি, ওর মাঝখানে ছোট ছোট কয়েকটি পাহাড় আছে তাদের ওপরে আছে ঘন সবুজ এক এলাকা যার নাম গ্রিমপোনশায়ার। চারপাশে ঘাসের আড়ালে গভীর পাঁক, এত গভীর যে ভুল করে পা পড়লে একেবারে তলিয়ে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু। কি মানুষ কি পশু রেহাই নেই কারও। আমার চোখের সামনে ক'দিন আগে একটা বুনো টাট্টু ঘোড়া তলিয়ে গেল ঐ পাঁকে। কিছুই করার ছিল না তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার তলিয়ে যাওয়া দেখলাম। বর্ষায় পড়ে এ জায়গার চেহারা ভয়ানক হয়ে ওঠে। কিন্তু আমি ঠিক পায়ে হেঁটে কাজকর্ম সেরে সুস্থ দেহে ঘরে ফিরে আসতে পারি।'

'অত ভয়ানক জায়গায় আপনি কিভাবে যান, কেনই বা যান?'

'দু-একটা পথ আছে যে পথ ধরে সাহসে ভর করে এগোলে নিরাপদে যাওয়া আসা করা যায়। আর কেন যাই প্রশ্নের উত্তরে বলি, দূরের ঐ যে পাহাড়গুলো দেখছেন ওখানে নানারকম দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়া আর বিভিন্ন প্রজাতির প্রজাপতি আছে। কি সর্বনাশ! ঐ দেখুন ডঃ ওয়াটসন আজ আবার একটা টাট্টু তলিয়ে যাচ্ছে পাঁকে।'

চমকে মুখ তুলে দেখি সবুজ লম্বা ঘাসের ভেতর সত্যিই একটা ঘোড়ার লম্বা গলা দেখা যাচ্ছে। ওপরে ওঠার জন্য বেচারা ছটফট করা সত্ত্বেও পাঁকের ভেতর থেকে উঠে আসতে পারছে না। তার প্রাণে বাঁচার ভয়াবহ আর্তনাদ প্রতিধ্বনি তুলে জলার ওপর দিয়ে বহুদূরে বয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত বাদে আর পশুটাকে দেখতে পেলাম না, রাক্ষুসে পাঁক এরই মাঝে গিলে ফেলেছে তাকে।

'এখানে থাকতে থাকতে একদিন দূরের পাহাড় গুলোতে যাব দুর্লভ প্রজাতির প্রজাপতি দেখতে' আমি বললাম।

'দয়া করে এমন কাজটিও করবেন না।' বললেন স্টেপলটন।

'পাঁক পেরোতে গিয়ে কখন পা ফসকে তলিয়ে যাবেন শেষকালে আপনার শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য দায়ী হব আমি, সবাই আমকেই দুষবে। না, না, ভুলেও ওধার মাড়াবেন না।'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে জলার ওপর দিয়ে চাপা আর্তনাদের মত প্রতিধ্বনি তুলে বয়ে গেল একটানা বিষন্ন এক গোঙানির সুর। সুরটা কোন দিক থেকে আসছে বোঝা গেল না কিন্তু তার করুণ রেশ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে বাতাসে। লক্ষ্য করলাম সেই গোঙানি প্রথমে হাহাকার, তারপর চাপা গর্জন, তারপর গম্ভীর গর্জন, সবশেষে আবার গোঙানির আওয়াজ তুলে ধীরে ধীরে একসময় মিলিয়ে গেল।

স্টেপলটনের চোখমুখের ভাব সেই আওয়াজ শুনে কেমন বদলে গেল। অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানকার চাষীরা বলে এ হল সেই ভৌতিক হাউণ্ডের গজরানির আওয়াজ, শিকার খুঁজছে। আগেও কয়েকবার এ ডাক আমি শুনেছি কিন্তু তা আজকের মত এত জোরালো নয়।

'আপনি নিজে একজন শিক্ষিত লোক হয়ে চাষাভূষোদের ঐ রকম বাজে কুসংস্কারে বিশ্বাস করছেন?' আমি মিঃ স্টেপলটনকে বললাম, 'পাঁকে ভরা ওসব জায়গা থেকে এমনই শব্দ হওয়া খুব স্বাভাবিক। কোথাও পাঁক বসে যাবার জন্য আবার কোথাও নিচের জল বেগে ওপরে উঠে আসার দরুন এমন শব্দ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।'

'না ডঃ ওয়াটসন, এ আওয়াজ কোনও জীবন্ত প্রাণীর এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।' বললেন স্টেপলটন।

পাহাড়ের ঢালু গায়ে কতগুলো গোল পাথরের ঘর দেখিয়ে জানতে চাইলাম, 'ওগুলো কি ভেড়ার খোঁয়াড়?'

'না ডঃ ওয়াটসন,' স্টেপলটন বললেন, 'ওগুলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের আস্তানা, প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষ ঐসব পাথুরে ঘরে বাসা বেঁধেছিল। বহুকাল খালি পড়ে আছে বলে ওগুলোর ছাদ নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ভেতরে ঢুকলে সব আজও একই রকম আছে দেখতে পাবেন।'

তাঁর বলা শেষ হতেই একটা রঙিন প্রজাপতি উড়ে গেল আমাদের সামনে দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে স্টেপলটন জাল উঁচিয়ে ছুটলেন তাকে ধরতে।

প্রজাপতিটা যত দূরে যেতে লাগল, তিনিও তার পিছু নিয়ে সেই পাঁক ভর্তি জমির ওপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে চললেন, একবার পা ফসকে পাঁকে পড়লে কি দশা হবে ভেবে হাঁ করে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম, তারপর ঘাড় ঘোড়াতেই দেখি পথের ওপর এক যুবতী দাঁড়িয়ে। একদৃষ্টে আমায় দেখছেন। যুবতী দেখতে সুন্দরী।

একনজর দেখেই ইনি যে মিঃ স্টেপলটনের বোন, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল এই যে ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর চেহারায় কোনও মিলই আমার চোখে ধরা পড়ল না। আমায় দেখেই যুবতী এগিয়ে এলেন, মিনতি করে বললেন, 'আপনি এই মুহূর্তে লণ্ডনে ফিরে যান, এতটুকু দেরি করবেন না!'

'লণ্ডনে ফিরে যাব?'

কিছু বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কিন্তু কেন? ফিরে যাব কেন? আমি তো সবে কাল এলাম।'

'কেন, তা বুঝিয়ে বলতে পারব না।' তেমনই গলা নামিয়ে বললেন মিস স্টেপলটন। গলায় উদ্বেগ ফুটে উঠেছে তা কিন্তু আমার কানে ঠিক ধরা পড়েছে। 'যাই হোক, চলে যান এ জায়গা ছেড়ে। ভুলেও আর কখনওই এখানে আসবেন না। ঐ যে আমার ভাই আসছে।'

'এতক্ষণ যা বললাম সেসব ওকে বলতে যাবেন না যেন।'

বোনের পেট থেকে কি কথা না জানি বেরিয়ে গেল এমনই ভাবে মিঃ স্টেপলটন দৌড়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। বোনের মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে আমায় বললেন, 'আশা করি আপনাদের পরিচয় হয়েছে?'

'হ্যাঁ', মিস স্টেপলটন বললেন, স্যর হেনরিকে বলছিলাম 'এই সময় এলে জলাভূমির সৌন্দর্য কিছুই চোখে পড়ে না।'

'স্যর হেনরি?'

'না না আপনি ভুল করছেন, আমি ডঃ ওয়াটসন, স্যর হেনরির বন্ধু।'

'আমি দেখছি তাহলে ভুল করে ফেলেছি,' বললেন মিস স্টেপলটন, 'আসুন, ডঃ ওয়াটসন, এতদূর যখন এসেছেন তখন আমাদের মেরিপিট হাউসটা একবার ঘুরে যান।'

মেরিপিট হাউস জায়গাটা এক সময় ছিল খামার বাড়ি, অনেক সংস্কার করে এখন তাকে বসতবাড়ির চেহারা দেওয়া হয়েছে। বাইরেটা শুকনো বিষণ্ণ দেখালেও ভেতরের অংশ রুচিসম্মতভাবে সাজানো। মিঃ স্টেপলটনের মত একজন শিক্ষিত লোকে তাঁর বোনকে নিয়ে এই অদ্ভুত জংলা জায়গায় কিসের মোহে পড়ে আছেন ভেবে পেলাম না। সম্ভবত আমার মনের ভাব আঁচ করে মিঃ স্টেপলটন বললেন, 'ডঃ ওয়াটসন নিশ্চয়ই ভাবছেন কোন আকর্ষণে আমার মত শিক্ষিত লোক এই অদ্ভুত জায়গায় পড়ে আছে। তাহলেও বলব আমরা দু'ভাইবোন এখানে সুখেই দিন কাটাচ্ছি। ইংল্যাণ্ডের উত্তরদিকে একটা স্কুল খুলেছিলাম, নিজের মনের মত করে ছোট ছোট ছাত্রদের তৈরি করতাম, কিন্তু কপালের ফের, একবার মড়ক লাগল স্কুলে, তাতে তিনজন ছাত্র মারা গেল। তারপর থেকে স্কুল আর ভাল চলল না, যে টাকা ঢেলেছিলাম স্কুলের পেছনে সব জলে গেল। তবে সেই দুর্ভাগ্য আমায় টেনে নিয়ে এল এখানে। এখানকার অবাধ প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদতত্ত্ব আর প্রাণিবিদ্যা নিয়ে মেতে আছি, এ নিয়ে কাজ করারও প্রচুর সুযোগ এখানে। আমার বোনেরও ঐ দুটি বিষয়ে প্রচুর উৎসাহ। এখানে বন আছে, গবেষণা করার ঘর আছে, ডঃ মর্টিমারের মত শিক্ষিত প্রতিবেশীরা আছেন। স্যর চার্লসও বেঁচে থাকতে আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন প্রিয়জনকে হারিয়েছি। শুনেছি তাঁর ভাইপো স্যর হেনরি এসেছেন। আজ বিকেলে আমরা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে উনি বিরক্ত হবেন?'

'বিরক্ত হবেন কেন, বরং খুবই খুশি হবেন।'

'তাহলে দয়া করে বলবেন আমরা আজ বিকেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব। নতুন পরিবেশে উনি যতদিন না অভ্যস্থ হয়ে উঠছেন ততদিন আমরা আমাদের সাধ্যমত ওঁকে সবদিক থেকে সাহায্য করার চেষ্টা করব।'

মিঃ স্টেপলটন আর তাঁর বোন লাঞ্চ খেয়ে যাবার জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তা রাখতে পারলাম না। স্যর হেনরিকে একা ফেলে অনেকক্ষণ হল বেরিয়েছি, মাঝখানে টাট্টুর অসহায় মৃত্যু দেখে আর জলায় ভৌতিক গর্জন শুনে মনটা বেশ দমে আছে! এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খানিক আগে মিস স্টেপলটনের হুঁশিয়ারি। আর দেরি না করে বিদায় নিয়ে বাস্কারভিল হলে ফেরার পথ ধরলাম। ফেরার পথে আবার দেখা হল মিস স্টেপলটনের সঙ্গে, পথের ধারে একটা পাথরের ওপর বসে আছেন তিনি, যেন আমারই প্রতীক্ষায়।

'ডঃ ওয়াটসন,' মিস স্টেপলটন বললেন, 'আপনাকে স্যর হেনরি ভেবে যা বলেছি সব ভুলে যান।'

'কিন্তু স্যর হেনরিকে লণ্ডনে ফেরত পাঠাতে আপনি এত ব্যগ্র কেন?' কথাটা বলতে গিয়ে আমার গলা কাঁপছিল।

'স্যর চার্লস আমাদের খুব ভালবাসতেন, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বংশধর যাতে তাঁরই মত পারিবারিক অভিশাপের শিকার না হন তাই বলেছিলাম।'

'তাহলে আপনার ভাইকে কথাগুলো বলতে নিষেধ করলেন কেন?'

'কারণ আমার ভাই চায় বাস্কারভিল হলে ঐ বংশের লোকেরা এসে থাকুক। স্যর হেনরিকে এখান থেকে চলে যেতে বলেছি শুনলে পাছে সে রেগে যায় তাই তাকে এসব কথা বলতে বারণ করেছিলাম। আচ্ছা, আমি আসছি,' বলে জীবন্ত প্রহেলিকার মত চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হলেন সুন্দরী মিস স্টেপলটন।

আট

ডঃ ওয়াটসনের প্রথম রিপোর্ট

বাস্কারভিল হল,
১৩ ই অক্টোবর।

প্রিয় হোমস,

জনমনুষ্যহীন এই অঞ্চলে এতদিন যা যা ঘটেছে সে সবই আমার চিঠি আর টেলিগ্রাম পড়ে জেনেছো। যত দিন যাচ্ছে ততই এই জলাভূমির পরিবেশ তার ভয়ংকর সুন্দর আকর্ষণ নিয়ে যেন বোঝা হয়ে বুকের ওপর চেপে বসছে। এ জায়গার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কত বললে বিশ্বাস হবে না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে প্রস্তর যুগের মানুষ একসময় এই এলাকায় ঘর বেঁধেছিল।

নৃশংস খুনি মেলডেনকে আশা করি ভোলনি; আমরা এখানে আসার তিনদিন আগে মেলডেন এখানকার প্রিন্সটাউন জেল ভেঙ্গে পালিয়েছে। জেলার পুলিশ কর্তৃপক্ষের কড়া নজরদারি সত্ত্বেও সে এখনও ধরা পড়েনি।

এবার স্যর হেনরি সম্পর্কে কিছু খবর দিচ্ছি —স্যর হেনরি মিঃ স্টেপলটনের অবিবাহিতা সুন্দর বোন মেরিলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। মিস স্টেপলটনও যে তাঁর প্রতি একইভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন আশা করি তা আলাদা করে লেখার দরকার নেই। এখানে আসার পরের দিনই স্টেপলটন কিভাবে গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন তা আগে তোমায় লিখেছি। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে আমাকে স্যর হেনরি ঠাউরে মিস স্টেপলটন লণ্ডনে চলে যেতে বলেছিলেন এবং অনুরোধ করেছিলেন যাতে ভবিষ্যতে এখানে কখনও না আসি। কথাপ্রসঙ্গে এও বলেছিলেন যে এসব কথা যেন তাঁর দাদাকে না বলি। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত চতুর, এসব কথা বলার পরে সেদিনই নিজেকে শুধরে নিতে তিনি আমায় বলেছিলেন যাতে তাঁর আগের কথাগুলোকে গুরুত্ব না দিই, আমার চোখে ওঁর এই আচরণ স্বাভাবিক ঠেকেনি।

আমার সঙ্গে যেদিন আলাপ হয় সেদিনই বিকেলে মিঃ স্টেপলটন তাঁর বোনকে নিয়ে এসেছিলেন স্যর হেনরির সঙ্গে আলাপ করতে। পরদিন সকালে আমাদের মিঃ স্টেপলটন সেই জায়গা দেখিয়ে আনেন যেখানে ভৌতিক হাউণ্ড গুলো বাস্কারভিলের টুঁটি ছিঁড়ে নিয়েছিল। সেখানে যেতে হলে জলাভূমির ভেতর দিয়ে কয়েক মাইল পথ পেরোতে হয়, সে জায়গার কাছে গেলে এমনিতেই গা ছমছম করে। মিঃ স্টেপলটন তাঁর বোনকে নিয়ে একদিন রাতে এখানে ডিনার খেয়েছেন। আগামী হপ্তায় তাঁদের বাড়িতে আমরাও যাব খেতে। স্যর হেনরি তাঁর বোনের সঙ্গে

মেলামেশা করবেন এটা কিন্তু মিঃ স্টেপলটন খুব ভাল চোখে দেখছেন না। হয়ত তিনি এই ভেবে ভয় পেয়েছেন যে তাঁর বোন স্যর হেনরিকে বিয়ে করলে তাঁকে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হবে।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ডঃ মর্টিমার আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছেন। স্যর চার্লসের মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল সেই জায়গাটা তিনি আমাদের দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। গলিপথের মাঝামাঝি জায়গায় জলাভূমির দিকের গেট, এখানেই স্যর চার্লসের চুরুটের ছাই পড়েছিল। এই গেটের ওপারেই বিস্তৃত জলাভূমি। বৃদ্ধ স্যর চার্লস ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার সময় জলাভূমিতে ভয়ানক কিছু দেখে বাড়ির দিকে না গিয়ে উল্টো মুখে প্রাণভয়ে ছুটেছিলেন আর তখনই নিদারুণ আতংকে তাঁর হার্টফেল করে মৃত্যু ঘটেছিল। তোমার মুখে শোনা এই সম্ভাবনা এখনও আমার মনে আছে।

বাস্কারভিল হল থেকে প্রায় চার মাইল দূরে ল্যাফটার হলে থাকেন মিঃ ফ্র্যাংকল্যাণ্ড, হালে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ভদ্রলোকের যথেষ্ট বয়স হয়েছে, মাথা ভর্তি পাকা চুল, ভীষণ খিটখিটে মেজাজের লোক, কথায় কথায় দাঁত খিঁচোন। ইনি দু'টি বিশেষ গুণের অধিকারী - - এক, পয়লা নম্বরের মামলাবাজ, দিনরাত মামলা করে পয়সা ওড়াচ্ছেন। দুই, মিঃ ফ্র্যাংকল্যাণ্ড একজন শখের জ্যোতির্বিদ। তাঁর বাড়িতে টেলিস্কোপ আছে। তবে সেই দূরবীনের সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্র না দেখে তিনি সারাদিন তার নল তাক করেন জলাভূমির দিকে যদি জেলপালানো কয়েদী সেলডেনের হদিশ পান, এই আশায়।

এরপর ব্যারিমুর সম্পর্কে কিছু খবর দিচ্ছি। গতকাল মাঝরাতে ঘরের বাইরে পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দরজা খুলে দেখি একটা লোক মোমবাতি হাতে এগিয়ে যাচ্ছে। পেছন থেকে ভাল করে দেখে বুঝলাম যে ব্যারিমুর, এ বাড়ির খাস আর্দালি। পা টিপে টিপে ব্যারিমুর বারান্দার শেষপ্রান্তে আসবাবহীন একটা খালি ঘরে ঢুকে পড়ল। বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখলাম জানালার কাঁচের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ব্যারিমুর হাতে ধরা মোমবাতিটা তুলে ধরে সামনের জলাভূমির দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকার পর সে ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিল, আমিও ঘরে ফিরে এলাম, এর কিছুক্ষণ পরে ঘরের বাইরে আবার পায়ের শব্দ শুনে বুঝলাম সে চলে যাচ্ছে। চোখ বুঁজে থাকতে থাকতে ঘুম পাচ্ছিল, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বাড়ির কোথাও তালা খোলার শব্দ হল স্পষ্ট শুনতে পেলাম, কিন্তু শব্দটা কোন দিক থেকে এল আঁচ করতে পারলাম না।

স্যর হেনরির অজান্তে গোপন কোনও কার্যকলাপ যে এই বাড়িতে ঘটছে সে বিষয়ে এখন আমি নিঃসন্দেহ।

নয়

ডঃ ওয়াটসনের দ্বিতীয় রিপোর্ট

বাস্কারভিল হল,
১৫ ই অক্টোবর।

প্রিয় হোমস,

আগের চিঠিতে তোমাকে ব্যারিমুর সম্পর্কে লিখেছিলাম। যে রাতে ওকে জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে জানালার সামনে বসে থাকতে দেখি তার পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে স্যর হেনরিকে সব বললাম। কিন্তু দেখলাম ব্যারিমুর যে রাতের বেলা ঘুরে বেড়ায় তা তাঁর অজানা নয় তাই আমার কথা শুনে অবাক হলেন না। স্যর হেনরি শুধু বললেন যে তিনি নিজে এ সম্পর্কে ব্যারিমুরকে প্রশ্ন করবেন ভেবেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর তা করা হয়ে ওঠেনি। ওঁর সঙ্গে কথা বলে স্থির করলাম আজ রাতে আমি স্যর হেনরির ঘরে অপেক্ষা করব, ব্যারিমুরের পায়ের শব্দ পেলে দু'জনে মিলে তার পিছু নেব, তারপর মুখোমুখি হয়ে জানতে চাইব ব্যাপার কি। ব্যারিমুর প্রসঙ্গে

কথাবার্তা শেষ হলে স্যর হেনরি বাইরে যাবার জন্য টুপি মাথায় দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠলাম।

'ওয়াটসন, আপনিও যাবেন নাকি?' স্যর হেনরির গলা অদ্ভুত ঠেকল, মনে হল আমি তার সঙ্গে যাই এটা তাঁর পছন্দ নয়।

'জলার দিকে যদি যান তো আসব,' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, ওইদিকেই যাচ্ছি।'

'মিঃ হোমস কি বলেছেন আশা করি মনে আছে,' আমি বললাম। 'অবশ্য বুঝতে পারছি আপনি ধরে নিচ্ছেন আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি নাক গলাচ্ছি, তবু বলছি জলায় একা যাবেন না।'

'ওয়াটসন,' স্যর হেনরি বললেন, 'জলায় আমি যাবার পরে কি ঘটতে পারে তা মি. হোমস জানতেন না, এখন কি ঘটছে তা আপনি অন্তত জানেন। দয়া করে আমার আনন্দে বাধা ঘটাবেন না, যেতে হলে আমি একাই যাব।' বলে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি ছড়ি হাতে বেরিয়ে গেলেন। কি করা উচিত তাই নিয়ে আমি দোটানায় পড়লাম। শেষকালে মনে হল স্যর হেনরিকে একা কখনও ছাড়া চলবে না। তাই আমিও তাঁর পেছন পেছন বেরিয়ে পড়লাম। খুব জোরে জোরে হেঁটেও স্যর হেনরির নাগাল পেলাম না। অগত্যা কাছেই একটা ছোট পাহাড়ের ওপর উঠলাম। এখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম মিস স্টেপলটনের পাশে পাশে স্যর হেনরি হেঁটে চলেছেন জলার দিকে। আগে থেকেই যে দুজনের মধ্যে দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত হলাম। দেখলাম কথা বলতে বলতে দু জনে আস্তে আস্তে পা ফেলছেন। মিস স্টেপলটনের দ্রুত হাত নাড়া দেখে বুঝলাম কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে কথা বলছেন, একবার গররাজি হবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। হাঁটতে হাঁটতে খানিক বাদে দু জনে এক জায়গায় এসে দাঁড়ালেন, তারপর গভীর আলোচনায় মগ্ন হলেন। আরও খানিক বাদে দেখলাম শুধু আমি নই, কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে মি. স্টেপলটনও তাঁদের ওপর নজর রাখছেন। আরও খানিক বাদে অবাক হয়ে দেখলাম স্যর হেনরি আচমকা মিস স্টেপলটনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছেন, কিন্তু মিস স্টেপলটনের হাবভাব দেখে মনে হল এসব তিনি পছন্দ করছেন না। স্যর হেনরি জড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে গেলেন তিনি। পরমুহূর্তে প্রজাপতি ধরার জাল হাতে কোথা থেকে ছুটে এলেন মি. স্টেপলটন, স্যর হেনরির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে কড়া কড়া কথা শোনাতে লাগলেন, অন্যদিকে তার বোন নীরব দর্শক সেজে এ দৃশ্য দেখতে লাগলেন। খানিক বাদে বোনকে নিয়ে অন্যপথে চলে গেলেন মি. স্টেপলটন, স্যর হেনরি মাথা হেঁট করে যে পথে এসেছিলেন ফিরে চললেন সেই পথ ধরে। কৌতূহল চাপতে না পেরে পাহাড় থেকে নেমে এলাম। স্যর হেনরির মুখোমুখি হতে দেখি রাগে উত্তেজনায় তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বললেন, 'আরে ওয়াটসন যে, লুকিয়ে পিছু নিয়েছিলেন মনে হচ্ছে।' তিনি যে আমায় ভুল বুঝছেন চেষ্টা করেও তাকে বোঝাতে পারলাম না। স্যর হেনরি বললেন, 'সব মানুষই একটু ব্যক্তিগতভাবে প্রেম নিবেদন করার আশা রাখে, কিন্তু আমার বেলায় সবাই দেখছি একেবারে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ছে মজা দেখতে। তা এতক্ষণ আপনি কোথায় ছিলেন?'

'ঐ পাহাড়ের ওপর,' ইশারায় পাহাড়টা দেখালাম।

'তাহলে তো অনেক দূরে, একদম পেছনের সিটে বসেছিলেন বলতে হচ্ছে। কিন্তু ভাইটি তো ছিলেন সামনের সিটে, কিভাবে তেড়ে এলেন নিজের চোখেই তো দেখলেন?'

'দেখেছি বই কি?'

'আমার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ভাইয়ের আপত্তি নেই,' স্যর হেনরি বললেন, 'তাহলে আপত্তি করবার আর কি থাকতে পারে? আমি তো জীবনে কারও ক্ষতি করিনি, তাহলে আমাকে মি

স্টেপলটন এত ঘেন্না করেন কেন? তাঁর বোনকে ছুঁয়ে দেখার যোগ্যতাও কি আমার নেই? নাকি তাঁর বোনের উপযুক্ত নই?'

'উনি বললেন এসব কথা?'

'বলেছেন আরও অনেক কথা, সব মুখে আনা যায় না। ওয়াটসন, ওঁর বোনকে যেদিন দেখেছি সেদিনই মনে হয়েছে ঈশ্বর যেন আমাদের দু'জনকে দু'জনের জন্যই তৈরি করেছেন। ওঁর বোনকে বিয়ে করতে চেয়ে এমন কি অন্যায় অপরাধ আমি করেছি? একথা বলেছি বলে মিঃ স্টেপলটন ভুল বুঝে আমায় যা তা বলে গালিগালাজ করলেন। আমিও আর মাথা ঠিক রাখতে না পেরে দু'কথা ওঁকে শুনিয়ে দিলাম।'

অনেক বুঝিয়ে স্যর হেনরিকে বাড়ি ফিরিয়ে আনলাম। সেদিন বিকেলেই স্টেপলটন এসে সকালবেলা তাঁর ব্যবহারের জন্য মাফ চাইলেন স্যর হেনরির কাছে। স্যর হেনরিও রাগ পুষে রাখলেন না।

পরে জিজ্ঞেস করে জানলাম স্টেপলটন মাফ চাইতে গিয়ে বলেছেন বোন ছাড়া ওঁর জীবনে আর কেউ নেই। তাই তাকে হারাতে হবে ভেবে নিজের মাথা ঠিক রাখতে পারেননি। এই হল ব্যাপার। স্যর হেনরি সুপাত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে একমাত্র বোনের বিয়ে দিতে কেন মিঃ স্টেপলটন রাজি নন তা বোঝা গেল।

এরপর ব্যারিমুরের প্রসঙ্গে আসছি। সেদিন রাতের বেলা আগে থাকতে যেমন পরিকল্পনা করেছিলাম সেইভাবে স্যর হেনরির ঘরে গিয়ে বসে রইলাম। কিন্তু বাইরে কারও পায়ের শব্দ শুনলাম না। শুনলাম রাত তিনটে নাগাদ। স্যর হেনরি খুব আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। সেই সঙ্গে আমি বারান্দা পেরিয়ে এসে দেখলাম ব্যারিমুর আগের দিনের মতই মোমবাতি হাতে এগিয়ে যাচ্ছে বারান্দা প্রান্তে যে ঘর আছে সেদিকে। সে সেই ঘরে না ঢোকা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। যথারীতি ঘরে ঢুকে ব্যারিমুর আগেরদিনের মতই জানালার সামনে বসে মোমবাতিটি তুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। স্যর হেনরিকে দেখে ব্যারিমুর জানালা থেকে সরে এল।

'ব্যারিমুর,' স্যর হেনরি বললেন, 'তুমি এখানে কি করছ?'

'কিছু না স্যর।' আমতা আমতা করে ব্যারিমুর বলল, 'জানলাগুলো ঠিকমত বন্ধ করা আছে কিনা তাই দেখছিলাম।'

'ফের বাজে কথা!' গলা চড়িয়ে স্যর হেনরি বললেন, 'আমরা তোমার বাজে গল্প শুনতে আসিনি। সত্যি সত্যি এখানে কি করছিলে বলো।'

'আমি আপনার কোনও ক্ষতি করিনি স্যর' কাতর গলায় বলল ব্যারিমুর, 'শুধু জানালায় এই বাতিটা ধরেছিলাম।'

'কিন্তু কেন'?

'সে কথা জানতে চাইবেন না স্যর। এর সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। এটা পুরো আমার ব্যাপার, আমি বলতে পারব না।'

'তাহলে তোমার এই বাড়িতে আর থাকা চলবে না ব্যারিমুর, এই মুহূর্তে এখান থেকে তুমি চলে যাও!'

'তাই হবে, স্যর! যেতে বলছেন যখন তখন চলেই যাব!'

'কিন্তু মনে রেখো, তুমি দুর্নাম নিয়ে যাচ্ছ। তোমার বাপ ঠাকুর্দারা একশ বছরেরও ওপর আমাদের পরিবারের সেবা করেছে। আর আজ তুমি তাদের বংশধর হয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ!'

ব্যারিমুরের স্ত্রী এই সময় ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। স্যর হেনরির কথাগুলো তার কানে গেছে, সে বলল, 'না স্যর। আমার স্বামী আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেনি।'

'আমাদের কাজ গেল এলিজা।'

ব্যারিমুর বৌয়ের দিকে তাকাল। 'যাও জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আমরা এক্ষুনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব!'

ডঃ জন!' ডুকরে কেঁদে উঠল ব্যারিমুরের বৌ, 'আমারই জন্য আজ তোমার এই অবস্থা হল, শুধু আমারই জন্য! স্যর হেনরি, ও আমারই জন্য এ কাজ করেছে। আমিই এ কাজ করতে বলেছিলাম।'

'কিন্তু কেন?'

'আমার হতভাগা ছোট ভাইটা জলায় না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। বোন হয়ে চোখের সামনে তাকে এভাবে মরতে দিতে পারিনা। মোমবাতির আলোর সংকেত পাঠিয়ে আমরা তাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে খাবার তৈরি হয়েছে। জানালা দিয়ে দেখুন স্যর দূরে জলার মাঝখানে পাহাড়ের গায়ে ঐ যে একটু আলো দেখা যাচ্ছে ঐখানে খাবারটা রেখে এলেই ভাই খেয়ে নেবে।'

ব্যারিমুরের বৌ-এর কথামত জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি সত্যিই দূরে, অনেক দূরে একটা আলোর শিখা কাঁপছে থরথর করে।

'তাহলে তোমার ভাই হল —'

'সেলডেন, স্যর, সেই জেল পালানো কয়েদী।'

'আমার বৌ সত্যি কথাই বলছে স্যর,' ব্যারিমুর বলল, 'এই কারণেই বলছিলাম এটা বলতে পারব না। যার ব্যাপার তার মুখ থেকেই শুনলেন। এবার ভেবে দেখুন সত্যিই আপনার বিরুদ্ধে আমি কোনও ষড়যন্ত্র করছি কিনা।'

'ব্যারিমুর এসব সত্যি?'

'হ্যাঁ স্যর। এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই।'

'স্ত্রীর জন্য যা করেছো তার জন্য তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না। যা বলেছি সব ভুলে যাও। কিছু মনে রেখো না। এবার তোমরা ঘরে যাও, কাল সকালে এ নিয়ে কথা হবে।'

বৌকে নিয়ে ব্যারিমুর তার ঘরে চলে গেল। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি দূরের সেই আলোর শিখা তখনও জ্বলছে।

'লোকটার সাহস আছে মানতেই হয়,' স্যর হেনরি বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখান থেকে কত দূরে আছে বলে মনে হয়?'

'ফাটল ধরা টিলার পাশে।'

'দু'এক মাইল হবে?'

'অত দূরে নয়।'

'ঠিক বলেছেন, ব্যারিমুর ওখানে গিয়ে খাবার রেখে আসে কাজেই জায়গাটা খুব বেশি দূরে হতেই পারে না।'

'ঐ আলোর পাশেই খাবারের অপেক্ষায় শয়তান সেলডেন বসে আছে। ওয়াটসন, আমি ওকে এক্ষুনি ধরতে চললাম।'

কথাটা আমার মনেও এসেছিল। ব্যারিমুর আর তার বৌ আমাদের বিশ্বাস করে তাদের এই গোপন কথা জানায়নি, জোর করে তা জানতে হয়েছে। শুধু জেল পালানো আসামি বলেই নয়, সেলডেন লোকটা এক ভয়ানক খুনি। সমাজের শত্রু। এভাবে ছাড়া থাকলে আশপাশের লোকেদের ক্ষতি যে সে করবে না সে নিশ্চয়তা কোথায়। মিঃ স্টেপলটন আর তাঁর বোনেরও ক্ষতি করতে পারে সে। তার চেয়ে তাকে হাতে নাতে ধরে তুলে দেব জেল কর্তৃপক্ষের হাতে।

'আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি,' আমি বললাম।

'তাহলে চটপট বুট পরে নিন। সঙ্গে রিভলভার নিন, তাড়াতাড়ি না গেলে ব্যাটা আলো নিভিয়ে পালাবে।'

পাঁচ মিনিটের ভেতর তৈরি হয়ে নৈশ অভিযানে বেরোলাম দু'জনে। বৃষ্টি পড়ছে, তারই মধ্যে দেখলাম আলোটা একইভাবে জ্বলছে।

'আপনি সঙ্গে হাতিয়ার নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, ঘোড়ার চাবুক এনেছি।'

'লোকটা কিন্তু ভীষণ মরিয়া,' আমি বললাম, 'ও টের পাবার আগেই আচমকা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।'

'ওয়াটসন,' আমাদের এই নৈশ অভিযানের কথা শুনলে মিঃ হোমস কি বলবেন? সেই যে রওনা হবার সময় তিনি বলেছিলেন সন্ধ্যের পরে জলায় অশুভ শক্তির প্রভাব বাড়ে?'

যেন তাঁর কথার প্রত্যুত্তর দিতেই জলায় নিস্তব্ধ বিষণ্ণতার বুক চিরে জেগে উঠল সেই ভয়ানক চাপা গর্জন যা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। বুকের ভেতর হিম হয়ে আসে। এ গর্জন আগে শুনেছি দিনের আলোয়, আর এখন গভীর রাত, ভোর হতে অনেক দেরি।

'ও কিসের ডাক, ওয়াটসন?' ভয়ে আমার জামার হাতা চেপে ধরলেন স্যর হেনরি।

'জানি না, জলায় এ আওয়াজ প্রায়ই শোনা যায় বলে শুনেছি, আমিও আগে একবার শুনেছি।

আগে যেমন শুনেছিলাম তেমনইভাবে চাপা গজরানি বাড়তে বাড়তে আবার ক্ষীণ হয়ে একসময় থেমে গেল।

'ওয়াটসন,' স্যর হেনরি বললেন, 'এতো হাউণ্ডের ডাক, শিকার ধরার আগে এমনই চাপা গজরানের আওয়াজ বেরোয় ওদের মুখ থেকে,' বলতে গিয়ে তাঁর গলার আওয়াজ ভেঙ্গে গেল, বেশ বুঝতে পারলাম তিনি ঘাবড়ে গেছেন। তাঁর মনে সাহস সঞ্চয় করতে আমি তাঁকে আসামির আলোটার দিকে নিয়ে চললাম। এতক্ষণে আলোটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'এখন কি করা যায়, বলুন,' স্যর হেনরি আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন।

'একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক,' ফিস ফিস করে বললাম, 'নিশ্চয়ই কাছেই আছে লোকটা।

আমার কথা শেষ হতেই তার মুখখানা দেখতে পেলাম — ফ্যাকাশে হলদে রং-এর ভয়ানক মুখ, হঠাৎ দেখলে নাম না জানা হিংস্র জন্তুর মুখ বলে মনে হয়। তাকে দেখতে পেয়ে দু'জনেই লাফিয়ে পড়লাম তার সামনে। সেই মুহূর্তে আমাদের লক্ষ্য করে একটা পাথর ছুঁড়ে মারল সে, ভাগ্য ভাল যার আড়ালে লুকিয়েছিলাম সেই গ্রানাইট পাথরের চাঁই-এ লেগে সেটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ফেরারী কয়েদী ততক্ষণে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে পাথুরে পথে পাহাড়ি ছাগলের মত দৌড়োচ্ছে। আমরাও তার পিছু নিলাম, কিন্তু তার আর আমাদের মাঝখানের ব্যবধান ক্রমেই বাড়তে লাগল, খানিক বাদে তাকে ধরার আর আশা নেই বুঝে ফেরার পথ ধরলাম, আর তখনই ঘটল এক অভাবিত ঘটনা — চাঁদ হেলে পড়েছিল পাহাড়ের ডানদিকে তারই আলোয় স্পষ্ট দেখলাম অসমতল পাথরের উঁচু টিলার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে একটি লোক, লম্বা রোগাটে গড়ন। দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে মাথা ঝুঁকিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে সে। সেটা কিন্তু ফেরারী আসামি সেলডেনের মূর্তি নয়। চেঁচিয়ে উঠে স্যর হেনরির দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে মূর্তি নিমেষে অদৃশ্য হল। তক্ষুনি সেখানে গিয়ে টিলাটার চারপাশে খুঁজে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু একে জায়গাটা অনেকদূর, তার ওপর জলার সেই অজানা ভয়ানক গর্জন শোনার পর স্যর হেনরি এমনিতেই দমে গিয়েছিলেন, তাই শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা দমন করে ফিরে এলাম দু'জনে।

এই হল গতরাতে জলায় আমাদের নৈশ অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ। কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথাও হয়ত লিখে ফেলেছি। সিদ্ধান্ত খাড়া করতে সহায়ক এমন বিবরণগুলো তুমি তাদের মধ্যে থেকে বেছে নিও।

পরদিন সকাল থেকেই আকাশ দেখছি কুয়াশায় ঢাকা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে ভোর থেকে। গতরাতের ব্যর্থ অভিযানের পরে স্যার হেনরি দেখছি ঝিমিয়ে পড়েছেন আর সেই ঝিমিয়ে পড়ার ভাব বিষণ্ণতার আবহাওয়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বাড়িতে।

গতরাতে জলায় টিলার ওপর যে ঢ্যাঙ্গা লোকটিকে দেখলাম অনেক ভেবেও সে কে হতে পারে বুঝতে পারছি না।

আজ সকালে একটা ছোট নাটক অভিনীত হল। ব্রেকফাস্ট খাবার পরে ব্যারিমুর স্যার হেনরির সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চাইল। স্যার হেনরি তাকে স্টাডিতে নিয়ে এসে ভেতর থেকে দরজা এঁটে দিলেন। আমি একা বিলিয়ার্ড রুমে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে স্যার হেনরি আমায় ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'ব্যারিমুরের ধারণা আমরা ওকে আঘাত করেছি। স্বেচ্ছায় গোপন কথা জেনে আমরা তার শ্যালককে এভাবে তাড়া করে খুব অন্যায় করেছি।'

ব্যারিমুর পাশেই দাঁড়িয়েছিল ফ্যাকাশে মুখে, আমি তাকে বললাম, 'ব্যারিমুর, তুমি কিন্তু তোমার শ্যালকের কথা স্বেচ্ছায় বলোনি। স্যার হেনরি চাপ দিতে শেষকালে তোমার স্ত্রী ওঁর ভাইয়ের কথা বলেছিলেন।'

'আপনারা এর সুযোগ নেবেন তা ভাবতেই পারিনি,' ক্ষুব্ধ ব্যারিমুর সংযত ভাষায় বলল।

'ব্যারিমুর,' এবার আমি বললাম, 'লোকটা সমাজের শত্রু তা কিন্তু অস্বীকার করতে পারবে না। জলার নির্জন এলাকায় অনেক বাড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এ লোক কখন সেসব বাড়ির লোকেদের ওপর চড়াও হবে কে বলতে পারে? এ লোককে জেলের ভেতর না ঢোকানো পর্যন্ত এই এলাকার কেউ নিরাপদ নয়।'

'স্যার, ও কারও বাড়িতে ঢুকবে না আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি,' ব্যারিমুর অনুনয়ের সুরে বলল, 'কারও ক্ষতি করবে না। ও দক্ষিণ আমেরিকায় চলে যাবে ঠিক করেছে সেজন্য দু'চার দিন দেরি হবে। আপনাদের হাতজোড় করে মিনতি করছি, সে যে এখানে লুকিয়ে আছে তা দয়া করে পুলিশকে জানাবেন না। দক্ষিণ আমেরিকার জাহাজ যতদিন না ছাড়ে ততদিন ওকে এখানে নিরাপদে থাকতে দিন, দোহাই হুজুর।'

'আপনি কি বলেন, ওয়াটসন?'

'লোকটা পালিয়ে গেলে তো সবার সুবিধেই হয়,' আমি বললাম।

'ঠিক আছে,' স্যার হেনরি বললেন, 'ব্যারিমুর, তুমি যখন এত করে বলছ তখন আমরাও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমার শ্যালকের খবর পুলিশকে জানাব না।'

'আপনার অনেক দয়া, স্যার,' বলে ব্যারিমুর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে থেমে গেল, কি ভেবে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি যে দয়া করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন তার প্রতিদানে আমারও কিছু করা কর্তব্য বলে মনে করছি। হয়ত আগেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা জেনেছি স্যার চার্লসের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত শেষ হবার অনেক পরে। আমি এমন কিছু জানি যার সঙ্গে স্যার চার্লসের মৃত্যুর সম্পর্ক আছে।'

'সেটা কি ব্যারিমুর?'

'মারা যাবার আগে স্যার চার্লস জলার দিকের গেটের কাছে কেন দাঁড়িয়েছিলেন তা আমি জানি, হুজুর,' ব্যারিমুর বলল, 'এক মহিলা সেখানে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, উনি সে রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই গিয়েছিলেন ওখানে।'

'তুমি কিভাবে জানলে?'

'সেদিন সকালে স্যর চার্লসের নামে একটা খাম এসেছিল কুম্বি ট্র্যাসি থেকে। খামের ওপর ওঁর নাম ঠিকানা মেয়েলি ছাঁদে লেখা ছিল।'

'তারপর?'

'স্যর চার্লস মারা যাবার বেশ কিছু পরে কয়েক হপ্তা আগে আমার স্ত্রী ওঁর স্টাডি ঝেড়ে সাফ করতে ঢুকেছিল। ফায়ারপ্লেস সাফ করার সময় ওর চোখে পড়ে একটা আধপোড়া ঝলসানো চিঠি পড়ে আছে ফায়ারপ্লেসের ভেতরে। চিঠির বেশিরভাগই পুড়ে গিয়েছিল শুধু শেষের একটা আধপোড়া টুকরো ছাড়া, তাতে পুনশ্চ দিয়ে লেখা ছিল ঃ 'আপনি প্রকৃতই একজন ভদ্রলোক, তাই একান্ত অনুরোধ করছি আমার এ চিঠি পড়েই দয়া করে পুড়িয়ে ফেলবেন এবং রাত ঠিক দশটার সময় জলার দিকের গেটে হাজির থাকবেন। চিঠির নিচে নাম সই করা ছিল এল্ এল্।'

'চিঠিটা আছে তোমার কাছে?'

'না সার,' পড়ার পর তত সাবধান হইনি তাই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে।'

'স্যর চার্লস এই নামে সই করা আর কোনও চিঠি আগে পেয়েছিলেন কিনা জানো?'

'না স্যর, এটা ঘটনাক্রমে ফায়ারপ্লেসের ভেতর থেকে পাওয়া গিয়েছিল বলেই চোখে পড়েছিল।'

'এল্ এল্ কার নাম আর পদবির গোড়ার হরফ হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

'তা বলতে পারব না, স্যর, তবে আমার ধারণা এই মহিলার হদিশ পেলে স্যর চার্লসের মৃত্যু সংক্রান্ত এমন অনেক খবর হাতে আসতে পারে যা তদন্ত করে জানা যায় নি।'

'বলুন ডঃ ওয়াটসন,' ব্যারিমুর চলে যাবার পরে স্যর হেনরি বললেন, 'ব্যারিমুরের দেওয়া এই খবরের ওপর ভিত্তি কবে আপনি এবপবে কি করবেন বলে ভাবছেন?'

'মিঃ হোমস থাকলে সবচেয়ে ভাল হত,' আমি বললাম, 'কিন্তু উনি অন্য কেস নিয়ে লণ্ডনে ব্যস্ত আছেন, তাই খবরটা ওঁকে জানিয়ে দেব।'

পরদিন সারাদিন খুব বৃষ্টি হল। জলায় ফেরারী কয়েদি সেলডেনের জন্য এই প্রথম করুণা বোধ করলাম, বেচারা ঠাণ্ডায় নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছে। তার ভাবনা দূর হতে না হতে জলায় টিলার ওপর দেখা সেই রহস্যময় লোকটির কথা মনে পড়ে গেল। স্যর হেনরির ধারণা লোকটি প্রিন্সটাউন জেলের কোনও প্রহরী হওয়াই স্বাভাবিক, ফেরারী কয়েদী জলায় লুকিয়েছে অনুমান করে নজর রাখতে এসেছিল। আমার মনে জেগেছিল অন্য সম্ভাবনা — রিজেন্ট স্ট্রিটে যে লোকটি স্যর হেনরি আর ডঃ মর্টিমারের পিছু নিয়েছিল, এ সেই লোক নয়ত? শুধু ভাবাই সার হল, দু'জনের কেউই সে লোক কে হতে পারে সে সম্পর্কে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না।

সারাদিন ঘরে বসে অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম, সন্ধ্যের পর গায়ে ওয়াটারপ্রুফ জড়িয়ে একাই ঘুরে আসতে বেরোলাম, ফেরার পথে দেখা হল ডঃ মর্টিমারের সঙ্গে। ঘোড়ার গাড়ি চেপে ভদ্রলোক ফিরছিলেন ফাউলসায়ার থেকে, আমায় দেখতে পেয়েই তুলে নিলেন। শুনলাম ওঁর কুকুরটার খোঁজ পাচ্ছেন না, জলার দিকে গিয়ে আর ফেরেনি। ডঃ মর্টিমারকে বললাম, 'আপনাকে তো অনেক জায়গায় যেতে হয়, ধারে কাছে এমন কোনও মহিলাকে চেনেন যার নামের আদ্যাক্ষর এল্ এল্?'

কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ডঃ মর্টিমার বললেন, 'একজনকে চিনি তার নাম লরা লায়নস, থাকে কুম্বি ট্র্যাসিতে।'

'কে ঐ মহিলা?'

'মিঃ ফ্র্যাংকল্যাণ্ডের মেয়ে।'

'ঐ আধপাগলা বুড়ো ফ্র্যাংকল্যাণ্ড, ওঁর মেয়ে?'

'হ্যাঁ, এক কমবয়সি শিল্পি জলায় আসত স্কেচ করতে, নাম লায়নস। লরা তাকেই ভালবেসে বিয়ে করে। পরে জানা গেল লোকটা বদমাস, একদিন লরাকে ফেলে পালিয়ে গেল সে। বাবার অমতে বিয়ে করেছিল বলে মিঃ ফ্র্যাংকল্যাণ্ড বেগেমেগে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন।'

'সম্পর্ক ত্যাগ করলেও বাপ তো, নিজের মেয়েকে ফেলতে পারেন না, তাই ফ্র্যাংকল্যাণ্ড কিছু সাহায্য করেন মেয়েকে, তাছাড়া আরও অনেকে লরাকে সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য করেন যাতে সে সৎপথে রোজগার করে নিজের পেট চালাতে পারে। এঁদের মধ্যে আছে মিঃ স্টেপলটন, এছাড়া স্যর চার্লসও বেঁচে থাকতে কিছু সাহায্য করেছেন। আমি তাকে মাঝেমাঝে টাইপ করার কাজ দিই।' সবশেষে ডঃ মর্টিমার জানতে চাইলেন লরা লায়নস সম্পর্কে আমার কৌতূহলী হবার পেছনে কারণ কি, আমি অন্য প্রসঙ্গ তুলে উত্তর এড়িয়ে গেলাম।

মিসেস লরা লায়নস সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হলে কুম্বি ট্র্যাসিতে যেতে হয়। স্যর হেনরির সঙ্গে আলোচনা করে পরদিনই এসে হাজির হলাম সেখানে। লবা লায়নসের আস্তানা খুঁজে বেব করতে বেগ পেতে হল না। বসার ঘরে লরা টাইপ করছিলেন, আমি ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালেন। হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানিয়েই ফের বসে পড়লেন টুলে, আসাব কারণ জানতে চাইলেন।

লরা লায়নসকে দেখতে সুন্দরী ঠিকই কিন্তু তাঁর মুখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে একসময় মনে হয় মুখের সৌন্দর্যে এমন এক খুঁত লুকিয়ে আছে চোখে না পড়লেও যার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। আসার কারণ কিভাবে বলব ভেবে পেলাম না। শেষকালে বলে ফেললাম, 'আপনার বাবা মিঃ ফ্র্যাংকল্যাণ্ডের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে।'

'বাবার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই,' নিস্পৃহ গলায় বললেন লরা, 'তাঁর আর তাঁর বন্ধুদের ধার আমি ধারি না। আমি না খেয়ে মরে গেলেই বাবা খুশী হতেন। নেহাৎ স্যর চার্লস বাস্কারভিলস আর দু'একজন দয়ালু মানুষ বিপদে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাই কিছু করে খাচ্ছি।'

'স্যর চার্লসের ব্যাপারেই আমি এসেছি আপনার কাছে।'

'ওঁর মত সদাশয় মানুষ সম্পর্কে আমি আর কি বলব বলুন,' বলতে গিয়ে কি বোর্ডের ওপর লরার আঙ্গুলগুলো অল্প কেঁপে উঠল।

'স্যর চার্লসকে আপনি নিশ্চয়ই চিনতেন?'

'আগেই তো আপনাকে বললাম তিনি পাশে এসে না দাঁড়ালে নিজেব পায়ে দাঁড়াতে পারতাম না। তাঁর কাছে আমি আজীবন ঋণী থাকব।'

'আপনি তাঁকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন, তাই না?'

রূপসী লরা লায়নসের দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠল, কঠোর চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'এ প্রশ্ন করার কারণ?'

'কারণ কেলেংকারি এড়ানো। গোটা ব্যাপারটাই হাতের বাইরে যাবার আগে তাই এখানে এসেছি আপনার কাছে খোঁজখবর নিতে।'

জবাব শুনে লরা লায়নসের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, পরমুহূর্তে কিছুটা সামলে উদ্ধত গলায় বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, কি জানতে চান বলুন, জবাব দেব।'

'আবার প্রশ্নটা করছি, আপনি স্যর চার্লসকে চিঠি লিখতেন?'

'দু'একবার লিখেছি, যে সহানুভূতি তিনি আমার প্রতি দেখিয়েছেন, যে অসীম উপকার আমার করেছেন তার প্রত্যুত্তরে ধন্যবাদ জানিয়ে।'

'চিঠিগুলোর তাবিখ মনে আছে?'

'না।'

'আপনি নিজে কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন?'

'উনি দু'একবার কুম্বি ট্র্যাসিতে এসেছিলেন, তখন দেখা হয়েছে।'

'আপনি বলছেন, স্যর চার্লস আপনাকে সাহায্য করতেন, কিন্তু আপনাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ এত কম হলে তিনি আপনার সব কথা জানলেন কি করে? চিঠিপত্রও তো খুব কম লিখেছেন বলছেন!'

'আমার আর্থিক দুরবস্থার কথা কয়েকজন ভদ্রলোক জানতেন, এঁদের মধ্যে একজন স্যর চার্লসের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ও বন্ধু মিঃ স্টেপলটন। প্রধানত তাঁর মুখ থেকেই স্যর চার্লস আমার আর্থিক সংকটের কথা শুনেছিলেন।'

স্যর চার্লস অনেকের বেলায় সত্যিই মিঃ স্টেপলটনের হাত দিয়ে আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছেন একথা আগে কানে এসেছিল, তাই মনে হল লরা সত্যি বলছেন।

'আপনি কি কখনও স্যর চার্লসকে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য চিঠি লিখেছিলেন?।'

প্রশ্ন শুনে আবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন লরা, বললেন, 'এটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে না?'

'দুঃখিত, ম্যাডাম,' নিজেকে যতদূর সম্ভব শান্ত রেখে বললাম, 'প্রশ্নটা না করলেই নয়।'

'তাহলে আমিও জবাব দিচ্ছি, কখনও তেমন চিঠি লিখিনি।'

'যেদিন স্যর চার্লস মারা যান সেদিনও ঐরকম কোনও অনুরোধ জানিয়ে ওঁকে চিঠি লেখেননি বলতে চান? ভাল করে মনে করার চেষ্টা করুন।'

মিসেস লরা লায়নসের টুকটুকে ফর্সা মুখখানা আবার ফ্যাকাশে দেখাল, জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চেটে বললেন, 'না!'

'লিখেছিলেন ম্যাডাম,' আমি বললাম, 'আপনি আসলে মনে করতে পারছেন না। আপনি সেদিন স্যর চার্লসকে যা লিখেছেন তা শুনিয়ে দিচ্ছি: 'আপনি ভদ্রলোক হলে এই চিঠিটা আগে পড়ে তারপর দয়া করে পুড়িয়ে ফেলবেন এবং রাত ঠিক দশটায় জলার দিকের গেটে হাজির থাকবেন।'

লরা হয়ত আরেকটু হলে অজ্ঞানই হয়ে যেতেন, কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'ভদ্রলোক কি দুনিয়ায় একজনও থাকতে নেই?'

'দয়া করে স্যর চার্লসের ওপর অবিচার করবেন না, মিসেস লায়নস,' আমি বললাম, 'উনি আপনার সে চিঠি ঠিকই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু জানেন নিশ্চয়ই পোড়া চিঠির অংশবিশেষও অনেক সময় পড়া যায়? যাক, তাহলে স্বীকার করছেন চিঠিটা আপনি লিখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, লিখেছিলাম, চেঁচিয়ে উঠলেন লরা, 'অস্বীকার করতে যাবই বা কেন? আমি ওঁর সাহায্য চেয়েছিলাম, সেই কারণেই দেখা করতে চেয়েছিলাম। দেখা হলে আমার প্রয়োজনের কথা ওঁকে বলতাম আর উনি সব শুনে সত্যিই আমায় সাহায্য করতেন।'

'কিন্তু রাত দশটায় কেন?'

'কারণ শুনেছিলাম পরদিনই উনি লণ্ডন রওনা হচ্ছেন, ফিরবেন কয়েক মাস বাদে। কারণ ছিল তাই আগেভাগে দেখা করে উঠতে পারিনি।'

'বেশ, আপনি সেখানে যাবার পরে কি হল?'

'আমি ওখানে যাই-ই নি!'

'মিসেস লায়নস!' ধৈর্যচ্যুতি হওয়ায় ধমক দিতে বাধ্য হলাম।

'শপথ করে বলছি সেদিন আমি ওখানে যাইনি, হঠাৎ বাধা পড়ায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি।'

'কারণটা কি?'

'কারণটা খুবই ব্যক্তিগত, বলতে পারব না।'

'তাহলে স্বীকার করছেন স্যর চার্লস যে জায়গায় মারা যান সে রাতে ওঁর সঙ্গে সেই সময় ঐ জায়গায় দেখা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত এগোননি?'

'কথাটা সত্যি।'

'মিসেস লায়নস, আবারও বলছি এভাবে খবর চেপে রেখে বোকার মত কাজ করছেন। আমি পুলিশকে সব জানালে মুশকিলে পড়বেন। চিঠি পুড়িয়ে ফেলার কথা উল্লেখ করেছিলেন কেন?'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'প্রকাশ্য তদন্তের ঝামেলা আপনি এড়িয়ে যেতে পারবেন না বলেই মনে হচ্ছে।'

'তাহলে শুনুন। বাবার অমতে বিয়ে করে হঠকারিতা করেছি তা আশা করি শুনেছেন। জেনেছিলাম কিছু টাকা পেলে এই বিয়ের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারি। স্যর চার্লসের দানধ্যানের কথা জানতাম, তাই ভেবেছিলাম আমার নিজের মুখে সব শুনলে হয়ত আমাকে সাহায্য করবেন।'

'তাহলে আপনি গেলেন না কেন?'

'কারণ তার আগেই অন্য এক জায়গা থেকে সেই সাহায্য পেয়েছিলাম।'

'স্যর চার্লসকে এ বিষয়ে কিছু জানাননি কেন?'

'জানাবো বলে তৈরি হয়েছিলাম, কিন্তু তার আগেই পরদিন সকালের খবরের কাগজে স্যর চার্লসের মৃত্যুসংবাদ পড়লাম।'

মিসেস লরা লায়নসের বক্তব্যে সামঞ্জস্য থাকলেও বারবার মনে হচ্ছে কি যেন চেপে যাবার চেষ্টা করছেন উনি। যতবার করে ভয় দেখিয়ে যতবার কথা বের করেছি পেট থেকে ততবার ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে চোখ মুখ। স্যর চার্লসকে চিঠি লিখেও কেন দেখা করতে গেলেন না সেটা তাও এক রহস্য। আপাতত এ নিয়ে আর এগোতে পারছি না। কিন্তু অন্য আরেকটা সূত্র হাতে আছে, সেই সূত্র ধরে জলার বুকে টিলার ওপর যে রহস্যময় লোকটিকে দেখেছি তার খোঁজে এবার এগোনো যাক!

ফেরার পথে দেখা হল মিঃ ফ্র্যাংকল্যাণ্ডের সঙ্গে, বাড়ির বাইরের বাগানের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। আমায় দেখে এগিয়ে এলেন, বাড়ির ভেতরে গিয়ে একটু জিরিয়ে নিতে বললেন।

'স্যর হেনরিকে ফিরে গিয়ে বলো আমি ডিনারের আগে হেঁটে বাড়ি ফিরব,' গাড়োয়ান পার্কিনসকে একথা বলে মিঃ ফ্র্যাংকল্যাণ্ডের সঙ্গে ঢুকলাম তাঁর বাড়ির ভেতরে, তিনি আমায় নিয়ে এলেন ছাদে, তার টেলিস্কোপের কাছে।

'জানেন মিঃ ওয়াটসন' মিঃ ফ্র্যাংকল্যাণ্ড হাসি হাসি মুখে বললেন, 'জেলপালানো কয়েদী সেই সেলডেন যে জলার ভেতর লুকিয়ে আছে যে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই আমার মনে।'

'দূরবীন দিয়ে তাকে দেখেছেন নিশ্চয়ই,' আমি বললাম। একই সঙ্গে দুশ্চিন্তা হল ব্যারিমুর আর তার স্ত্রীর কথা ভেবে— এই ছিটেল বুড়োটা যদি সত্যি সেলডেনকে জলায় দেখতে পেয়ে থাকে তাহলে ভাবনার কথা, সে জাহাজে চেপে বিদেশে পালিয়ে যাবার আগেই হয়ত বুড়োটা পুলিশে খবর দিয়ে ধরিয়ে দেবেন তাকে।

'না মশাই,' মিঃ ফ্র্যাংকল্যাণ্ড হেসে বললেন, 'কয়েদীটাকে দেখতে পাইনি কিন্তু তাকে রোজ যে খাবার দিয়ে আসে সে আমার দূরবীনে ঠিক ধরা পড়েছে।'

শুনে বুকটা কেঁপে উঠল। উনি ব্যারিমুরের কথা বলছেন কিনা বুঝতে পারলাম না।

'তাই নাকি?' মনের ভাব চেপে রেখে বললাম, 'তা যে লোকটা রোজ খাবার দিয়ে যায় তার বয়স আন্দাজ কত হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

'লোক নয় মশাই' বলে হেসে উঠলেন ফ্র্যাংকল্যাণ্ড, 'বাচ্চা, একটা বাচ্চা ছেলে, রোজ একই সময় খাবার নিয়ে জলার দিকে যেতে দেখেছি তাকে।'

যাক লোক নয় বাচ্চা। ছিটেল বুড়োটা তাহলে ব্যারিমুর নয়, আর কাউকে দেখেছে।

'ঐ দেখুন মশাই, দূরবীনে চোখ রেখে জলার দিকে আঙ্গুল দেখালেন ফ্র্যাংকল্যাণ্ড, 'ঐ সেই বাচ্চা ছেলেটা যার কথা বলছিলাম। আসুন দূরবীনে চোখ রেখে সামনের দিকে তাকান; তাকালেই দেখতে পাবেন........।'

দূরবীনের কাঁচে চোখ রেখে জলার দিকে তাকাতে দেখি সত্যিই একটা বাচ্চা ছেলে একটা বড় পোঁটলা কাঁধে নিয়ে টিলা বেয়ে ওপরে উঠছে। সে ওপরে ওঠার পর আরেকজন লোক এসে দাঁড়াল সেখানে। কিন্তু এতদূর থেকে দেখে তাকে চিনতে পারলাম না।

'দেখলেন?' যেন দারুণ কাজ করেছেন এমনই ভাবে বুক ফুলিয়ে মিঃ ফ্র্যাংকল্যাণ্ড বললেন,'ঠিক বলেছিলাম কিনা, বাচ্চাটা সেই জেলপালানো কয়েদীর জন্য রোজ খাবার বয়ে নিয়ে আসে। ঐ টিলার ভেতব শয়তানটা আস্তানা গেড়েছে। কিন্তু দেখবেন, একথা আমার পেট থেকে কেউ বের করতে পারবে না; ডঃ ওয়াটসন, কথা দিন। যা দেখলেন তা হজম করে যাবেন, কারও সামনে উগরে দেবেন না।'

'আপনি যখন বলছেন তখন তাই হবে,' বলে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

জোরে জোরে হাঁটতে লাগলাম জলার বুকে সেই টিলাব দিকে, খানিক আগে যেখানে বাচ্চাটাকে খাবার নিয়ে যেতে দেখেছি দূরবীনে। আমার মন বলছে মেলডেন নয়, সেদিন রাতে স্যর হেনরি আর আমি চাঁদের আলোয় যে লম্বা অচেনা লোকটিকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, বাচ্চা ছেলেটি তারই জন্য রোজ খাবার নিয়ে আসে। ঐ টিলার ভেতরেই আশ্রয় নিয়েছে সে।

টিলার মাথায় যখন উঠলাম তখন সূর্য ডুবতে বসেছে, জলার কোথাও কারও সাড়া শব্দ নেই। টিলার মাঝে একটা খাদের মত জায়গায় কয়েকটা পাথরের ঘর দেখা যাচ্ছে, তাদের একটাব মাথায় শুধু ছাদ আছে দেখতে পাচ্ছি। ছাদ আছে দেখে খুশি হলাম, সেই অচেনা লোকটার আস্তানা নিশ্চয় ঐ ঘরে। এতটুকু আওয়াজ না করে পা টিপে টিপে সেই ঘরটাব কাছে এলাম। লোকটাকে খানিক আগে দূরবীনে দেখতে পেয়েছি, তার মানে সে কাছেই কোথাও আছে। হাতেব সিগারেট ফেলে রিভলভার বের করে ঘরেব দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিলাম ভেতবে। ঘর ফাঁকা, ভেতবে জনপ্রাণী কাউকে দেখা যাচ্ছে না। না পেলেও হতাশ হলাম না।

কারণ ওয়ারটারপ্রুফে মোড়া একটা কম্বল পড়ে আছে এককোণে, একটা উনোনে গাদা হয়ে আছে একরাশ ছাই।

এদিক ওদিক দেখে নিয়ে রিভলভার হাতে ভেতরে ঢুকলাম। সামনে একটা পাথরের বেদির ওপর কতগুলো শুকনো খাবারের টিন, তাদের নিচে এক টুকরো কাগজ। কাগজটা তুলে নিয়ে দেখি পেনসিল দিয়ে তাতে লেখা হয়েছে 'ওয়াটসন কুম্বি ট্রাসিতে গেছেন।'

তাহলে এইখানে থেকে লোকটা আমার গতিবিধির ওপর নজর রেখে চলেছে! এই সামান্য আবিষ্কার আমায় দৃঢ়সংকল্প করে তুলল, লোকটা যেই হোক তাকে না দেখে আমি যাব না।

সূর্য ডুবছে, পশ্চিম দিগন্ত লাল আর সোনালি রঙে মাখামাখি হয়ে আছে। ঘরের একটা অন্ধকার কোণে বসে রিভলভার বাগিয়ে লোকটার ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটু পরেই শোনা গেল তার পায়ের আওয়াজ, আওয়াজটা এইদিকেই এগিয়ে আসছে। খানিক বাদে পায়ের আওয়াজ থেমে গেল। একটা মানুষের লম্বা ছায়া পড়ল ঘরের ঠিক সামনে। শুনতে পেলাম আমার চেনা গলা — 'সন্ধেটা কি সুন্দর দেখেছো ওয়াটসন! ভেতরে ওখানে বসে না থেকে বাইরে এসো, দেখবে, আরও ভাল লাগবে।'

দশ
জলায় মৃত্যু

সেই গলার আওয়াজে আমার দম আপনিই বন্ধ হয়ে এল, কয়েক মুহূর্ত কি করব বুঝতে না পেরে চুপ করে বসে রইলাম। তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'হোমস! হোমস! তুমি এসেছো?'

'রিভলভারটা সামলে বাইরে এসো!' আবার ভেসে এল সেই অতি পরিচিত গলা। রিভলভার পকেটে রেখে বাইরে এলাম, অবাক হয়ে দেখি একটা পাথরের ওপর বসে আছে হোমস। আগের চেয়ে আরও রোগা লাগছে তাকে, টুইডের স্যুট গায়ে চাপিয়েছে, মাথায় পরেছে কাপড়ের ক্যাপ। ফলে যে সব পর্যটক এই জলাভূমিতে বেড়াতে আসে হোমসকে দেখাচ্ছে তাদের মত।

'কাউকে দেখে এত আনন্দ আগে পাইনি,' হোমসের দু'হাত ধরে বললাম।

'অবাকও হওনি মানবে নিশ্চয়ই।'

'তা তো বটেই।'

'তুমি হয়ত আমাকে জেলপালানো ফেরারী কয়েদী বলে ঠাউরেছিলে তাই না?'

'তা বলতে পারব না। তবে তুমি কে তা না জেনে বাড়ি ফিরব না বলে শপথ করেছিলাম।'

'যে রাতে কয়েদীটিকে তাড়া করে এখানে এসেছিলে,' হোমস বলল, 'খুব সম্ভব সে রাতেই প্রথম আমাকে তুমি দেখতে পেয়েছিলে। আমি চাঁদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ সে সময় তোমায় দেখেছিলাম কিন্তু দূর থেকে চিনতে পারিনি, তবে যে বাচ্চাটা তোমার খাবার নিয়ে আসে তাকে এখানকার একজন লোক দেখেছে। তার কাছ থেকে শুনেই আমি এলাম।'

'লোক বলতে নিশ্চয়ই ছিটেল ফ্র্যাংকল্যাণ্ডের কথা বলছ,' হাসল হোমস, 'দিনরাত এর তার নামে মামলা করে আর দূরবীণ চোখ রেখে জলার দিকে তাকানো ছাড়া আর কোনও কাজ যার নেই।' বলে উঠে ভেতরে এল হোমস। 'কার্টরাইট দেখছি খাবার দাবার সময়মতই নিয়ে এসেছে। ওকে নিয়ে এসেছি লণ্ডন থেকে, আমার খাবার আর দরকারি জিনিসপত্র জোগাচ্ছে ছেলেটা। এই কাগজটা কি? ওহো, তুমি তাহলে কুম্বি ট্র্যাসিতে গিয়েছিলে মিসেস লরা লায়নসের সঙ্গে দেখা করতে?'

'ঠিক তাই।'

'ভাল করেছো। একসঙ্গে না থাকলেও আমরা দুজনে সমান্তরালভাবে তদন্ত করছি। দুটোর যোগফলে দুজনে সব পুরোপুরি জানতে পাবব আশা করি।'

'তুমি যে এসেছো এতেই আমি খুশি, দায়দায়িত্ব আর বইতে পারছি না। কিন্তু এখানে এসে তুমি কি করছ? আমি তো ভেবেছিলাম এখনও সেই স্মাগলিং কেস নিয়ে পড়ে আছো?'

'তুমি তাই ভাবো এটাই আমি চেয়েছিলাম। ওয়াটসন, কি সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে তোমার দিন কাটছে আঁচ করে চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। নিজে এসে সব দেখতে চেয়েছিলাম। স্যার হেনরির প্রতিপক্ষ কিন্তু ভয়ানক হুঁশিয়ার। ওঁর কাছে কাছে থাকলে সে আমার প্রতি পদক্ষেপ আঁচ করে ফেলত। তখন তার নাগাল পাওয়া আমার পক্ষে বেশ মুশকিল হত। এখানে আমি কে তা কেউ জানেনা, কোথায় যাই না যাই, তার ওপর কেউ নজর রাখে না। সুযোগের আশায় লুকিয়ে আছি, সুযোগ এলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। যাক, এবার বলো দেখি মিসেস লরা লায়নসের সঙ্গে কথা বলে কি জানতে পারলে? এই ভদ্রমহিলার কাছ থেকে অনেক খবর পাওয়া যাবে তা আমি জানি।'

হাড় কাঁপানো বাতাস বইছে, ঘরের ভেতরটা সেই তুলনায় বেশ গরম। আঁধার ছড়িয়ে পড়েছে জলার সবখানে। মিসেস লরা লায়নসের মুখ থেকে যেটুকু খবর জোগাড় করেছি সব হোমসকে শোনালাম। শুনে খুব খুশি হল সে। আমার কাছ থেকে সব শুনে বলল, খুব জটিল এক

ব্যাপার আঁচ করতে পারছিলাম না। অসুবিধে হচ্ছিল, এবার সেই অসুবিধে কেটে গেল। লরা লায়নস আর স্টেপলটনের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তুমি কি তা জানো?'

'না, এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।'

'ওরা সবার চোখ এড়িয়ে দেখা সাক্ষাৎ করে, একে অপরকে চিঠি লেখে, এবং তাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া আছে। ফলে এবার আমরা একটা শক্তিশালী অস্ত্র পেলাম। এই অস্ত্র প্রয়োগ করে যদি লোকটার স্ত্রীকে তার কাছ থেকে আলাদা করা যেত।'

'কার স্ত্রী? কার কথা বলছ হোমস?'

'অনেক খবর তো তুমি এতক্ষণ দিলে আমায়, এবার অন্তত একটি খবর তার বিনিময়ে দিচ্ছি তোমায়। শোন ওয়াটসন, বোন বলে স্টেপলটন যে মহিলার পরিচয় দেয় যে আসলে তার স্ত্রী।'

'কি বলছ হোমস? যা বলছ তা যদি ঠিক হয় নিজের স্ত্রীর প্রেমে ও স্যার হেনরিকে পড়তে দিল কেন?'

'দিল কারণ স্যার হেনরি ওর বৌয়ের প্রেমে পড়লে তাতে স্যার হেনরির নিজের ছাড়া আর কারও ক্ষতি হবে না। স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দিলে তাকে স্বাধীন যুবতী হিসেবে কাজে লাগাতে পারবে বলেই এই খেলায় নেমেছে স্টেপলটন।'

'তাহলে এই উদ্ভিদ বিজ্ঞানীই আমাদের আসল শত্রু, এই লোকটাই লণ্ডনে স্যার হেনরির পিছু নিয়েছিল?'

'হিসেবে তো তাই দাঁড়াচ্ছে ওয়াটসন।'

'কিন্তু মিস স্টেপলটন যে ওঁর স্ত্রী তা তুমি কি করে জানলে হোমস?'

'তুমি আমায় যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলে তার মধ্যে ওঁর নিজের মুখে বলা জীবনীর উল্লেখ ছিল। উত্তর ইংল্যাণ্ডে ছিলেন স্টেপলটন। তখন কিন্তু ওঁর অন্য নাম ছিল। লণ্ডনে শিক্ষাব্রতীদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত যে কোন লোকের সব সময় খোঁজ খবর পাওয়া যায়। খোঁজ নিয়ে জানলাম অমানবিক পরিস্থিতির দরুন ঐ এলাকার একটা স্কুলের অবস্থা খারাপ হয়। স্কুলের মালিক নিজের স্ত্রীকে নিয়ে উধাও হন। তখন অবশ্য তাঁর অন্য নাম ছিল। কিন্তু চেহারার বিবরণ মিলে গেল। খোঁজ নিয়ে যখন এও জানলাম যে স্কুলের মালিক কীটপতঙ্গ আর উদ্ভিদবিজ্ঞান চর্চা করতেন তখন আর কোনও সন্দেহ রইল না।'

'কিন্তু বোন বলে উনি যার পরিচয় দিচ্ছেন তিনি আসলে যদি ওঁর স্ত্রী হন তাহলে এর মধ্যে মিসেস লরা লায়নস কোথা থেকে আসছে?'

'সে প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই আজ জোগাড় করে এনেছ ওয়াটসন! মিসেস লায়নস নিজেই তোমায় আভাসে জানিয়েছেন বাবার অমতে বিয়ে করে যে ভুল করেছিলেন তা থেকে মুক্তি পেতে চান। অর্থাৎ তিনি আবার স্বামীর কাছে ডিভোর্স চাইছেন। বুঝতেই পারছ, লরা স্টেপলটনকে অবিবাহিত ভেবে তাঁকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখছেন।'

'কিন্তু উনি যখন জানবেন স্টেপলটন বিবাহিত তখনকার অবস্থা কি দাঁড়াবে?'

'তখন তাঁকে আমাদের কাজে লাগানো সহজ হবে। এখন আমাদের দুজনেরই কাজ হবে আগামীকাল মিসেস লরা লায়নসের সঙ্গে দেখা করা। ওয়াটসন, তুমি কিন্তু স্যার হেনরির কাছ থেকে অনেকক্ষণ দূরে সরে আছো। তোমার এবার বাস্কারভিল হলে ফেরা উচিত।'

আঁধার নেমে এসেছে জলাভূমিতে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'যাবার আগে আর একটা কথা জানতে চাইছি হোমস, আমাদের মধ্যে লুকোচুরির তো কোনও ব্যাপার নেই। কিন্তু এসবের মানে কি? লোকটা কি চায়?'

'খুন, ওয়াটসন,' গলা নামিয়ে বলল হোমস, 'ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে ধীরে পরিকল্পনা করে মানুষ খুন। সে যেমন স্যার হেনরির চারপাশে জাল বুনছে, তেমনই আমার বোনা জালও গুটিয়ে আসছে

তাব চাবদিকে – তোমাব সাহায্য পাবাব পবে বলতে পাবি এখন তাকে হাতেব মুঠোয এনে ফেলেছি। ভয পাচ্ছি শুধু এক জাযগায — আমবা চবম আঘাত হানাব প্রস্তুতি শেষ কবাব আগেই না সে নিজে স্যব হেনবিব ওপব আঘাত হেনে বসে। আশা কবছি আব বড়জোব দু'একদিনেব মধ্যে কেসেব সমাধানে পৌঁছোতে পাবব। এই দুটো দিন স্যব হেনবিকে তুমি সবসময মা যেমন তাব শিশুসন্তানকে আগলে বাখে ঠিক তেমনই দিনবাত আগলে বাখো। আজকেব অভিযানে অবশ্য কাজ অনেক হযেছে কিন্তু আমাব মনে হয তাঁকে এতক্ষণ ছেড়ে তোমাব এখানে চলে আসা উচিত হযনি -- ঐ শোনো।'

একটা প্রচণ্ড বুকফাটা বীভৎস মর্মন্তুদ আর্তনাদ। হোমসেব কথা শেষ হবাব সঙ্গে সঙ্গে জলাভূমিব ওপব প্রতিধ্বনি তুলে খান খান হযে ছড়িয়ে পড়ল।

মবণাপন্ন মানুষেব সেই আর্তনাদ কানেব ভেতব দিয়ে মগজে পৌঁছে যেন সব অনুভূতিকে অচল কবে দিতে চাইল। স্পষ্ট অনুভব কবলাম হিম বক্তস্রোত শিবদাঁড়া বেযে নেমে গেল নিচেব দিকে। সেই আর্ত চিৎকাব শুনে হোমসও এক লাফে উঠে দাঁড়িযেছিল। সর্বাঙ্গ বেঁকিয়ে চবিযে দবজাব বাইবে মাথা বেব কবে বাইবেব নিচ্ছিদ্র আঁধাবে উঁকি দিযে ব্যাপাব কি

ও কি?' বলতে গিয়ে দম প্রায বন্ধ হযে এল 'ও কিসেব আওযাজ?'

'চুপ!' মুখ না ফিবিয়ে খাদে নামানো গলায ফিসফিসিয়ে বলল হোমস, 'টু' শব্দটি কোব না।'

বুকফাটা হাহাকাবেব সঙ্গে মিলেমিশে একাকাব হযেছিল বলে আর্তনাদ অত জোবালো হযে ঘা দিয়েছিল কানেব পর্দায, এবাব তা শোনা গেল আবও কাছে আবও তীব্র হযে জোবালো হযে।

'ওযাটসন, আওযাজটা কোথা থেকে আসছে বলো তো?' হোমসেব কাঁপা গলা শুনে বুঝলাম তাব নিজেব শবীবও ঐ আর্তনাদ শুনে শিউবে উঠেছে।

'মনে হচ্ছে ওদিক থেকে।'

আঁধাবেব দিকে আন্দাজে আঙুল তুলে দেখালাম

'না এদিক থেকে।' বলল হোমস

বাতেব আঁধাব চিবে খান খান কবে প্রতিধ্বনিব ঢেউ তুলে চাবদিকে ছড়িযে গেল সেই আর্তনাদ – সেই বুকফাটা হাহাকাব আগেব চাইতে আবও ব্যাকুল, আবও কবুণ শোনাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আমাদেব খুব কাছে এই পাথুবে ঘবেব বাইবেই ত উৎস, বেবোলেই যা চোখে পড়বে। হাহাকাব মেশানো বক্ত হিম কবা আর্তনাদেব সঙ্গে এক অদ্ভুত গম্ভীব গুবগুব গবগব আওযাজ মিশেছে, যে আওযাজ পুবোপুবি জীবন্ত।

'হাউণ্ড' ভযে উত্তেজনায চেঁচিয়ে উঠল হোমস, 'ওযাটসন, হযত আমবা খুব দেবি কবে ফেলেছি' আব এক মুহূর্ত এখানে না। শীগগিব চলো।'

ঘব থেকে বেবিযে অদ্ভুত ক্ষিপ্র বেগে টিলা বেযে নেমে এলাম দু'জনে মাটিতে নেমেই জলাব ওপব দিয়ে তীবেব মত ছুটল হোমস। পেছন পেছন আমিও। খানিক দূব যেতে না যেতে পাহাড়ি জমিব দিক থেকে ভেসে এল কাতব গলাব মবণ চিৎকাব তাবপবেই ধুপ কবে ভাবী কিছু আছড়ে পড়াব আওযাজ। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে কপাল চাপড়াল হোমস, সর্বনাশ হযে গেছে ওযাটসন, আমবা খুব দেবি কবে ফেলেছি। দ্যাখো ওযাটসন, কতক্ষণ আগে তোমায হুঁশিযাব কবেছি কিন্তু তুমি এখানে ঠায বসে বইলে। তবে মনে বেখো স্যব হেনবিব সত্যিই কিছু হযে থাকলে আমি শোধ না নিয়ে ছাড়ব না। চলো, দৌড়োও,' বলে আবাব ছুটল হোমস, পেছন পেছন পাথব আব কাঁটাঝোপেব ওপব দিয়ে আমিও তাব পেছন পেছন ছুটতে লাগলাম। গাঢ় আঁধাবেব ভেতব কখনও হুমড়ি খেযে পড়ে কখনও কাঁটাঝোপে ক্ষতবিক্ষত হযে যেদিক থেকে আর্তনাদ ভেসে এসেছে সেদিকে ছুটে চলেছি। মাটি থেকে উঁচু জমিতে উঠেই চাব পাশে তাকাচ্ছে হোমস কিন্তু আঁধাবেব বুকে কিছুই চোখে পড়েনি।

'কিছু চোখে পড়ছে?'

'কিছু না।'

'ঐ শোন! ওকি?' বাঁদিক থেকে মানুষের গলায় চাপা গোঙানি ভেসে আসতে থমকে দাঁড়াল হোমস। সঙ্গে সঙ্গে আমার পা দুটোও থেমে গেল আপনা থেকেই। একটা পাথরের উঁচু টিলা, তার সামনে টুকরো টুকরো পাথরে ভরা বিস্তৃত জমি। একদলা জমে থাকা আঁধারের মত কি একটা পড়ে আছে তার ওপর। তীরবেগে নিচে নেমে কাছে এসে দেখি সেটা একটা মানুষ—মাথাটা বেঁকে দুমড়ে বীভৎস ভাবে ঢুকে গেছে দেহের নিচে। গোটা দেহটা ধনুকের মত এমন বেঁকে আছে যে একপলক দেখলেই বোঝা যায় অনেক উঁচু থেকে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে ঘাড় ভেঙ্গে গেছে। দেহে এতটুকু সাড় নেই, নীরব, নিথর। হোমস দেশলাই জ্বালতে চোখে পড়ল মাটিতে পড়ে থাকা লোকটির মাথা থেঁতলে গেছে, খুলি ফেটে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে রক্তমাখা ঘিলু। লোকটির দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠলাম। এ যে স্যর হেনরি বাস্কারভিল। পরনে সেই লালচে টুইডের স্যুট, যে স্যুট পরে তিনি প্রথম দিন ডঃ মর্টিমারের সঙ্গী হয়ে এসেছিলেন আমাদের বেকার স্ট্রিটের আস্তানায়।

'হোমস!' নিষ্ফল আক্রোশে বলে উঠলাম, 'তোমার কথামত কিছুক্ষণ আগে ফিরে গেলেও স্যর হেনরির এই করুণ পরিণতি ঘটত না। হা ঈশ্বর! শেষ পর্যন্ত আমাকেই ওঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী হতে হল। এ দুঃখ আমি জীবনেও ভুলতে পারব না।'

'না ওয়াটসন, তোমার চেয়ে আমিই বেশি দোষী। শয়তানের চারপাশে বিছানো জাল মজবুত করতে গিয়ে মাঝখান থেকে আমার মক্কেলের জীবনটাই নষ্ট করলাম। আমার পেশায় এতবড় আঘাত কখনও পাইনি। কিন্তু আমিই বা কি করে জানব যে বারবার এত নিষেধ করা সত্ত্বেও উনি একা জলায় চলে আসবেন?'

খানিক বাদে চাঁদ উঠল আকাশে, যে পাহাড় থেকে পড়ে আমাদের মক্কেলের মৃত্যু হয়েছে, গিয়ে উঠলাম সেই পাহাড়ে, দূরে তাকিয়ে দেখলাম আলো জ্বলছে বহুদূরে স্টেপলটনের বাড়িতে সন্দেহ নেই। সেদিকে ইশারা করে দাঁতে দাঁত পিষে বললাম 'এক্ষুণি গিয়ে শয়তানটাকে গ্রেপ্তার করা উচিত!'

'ভুল করো না, ওয়াটসন, আবেগ তাড়িত হয়ে বিচারবুদ্ধি হারিয়ো না, কেস এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। লোকটা যেমন ধূর্ত তেমনই হুঁশিয়ার। তার সম্পর্কে জেনেছি ঠিকই, কিন্তু সেসব প্রমাণ করব কি করে তা ভেবেছো? উল্টে এখন পা ফেলতে ভুল হলে সে উধাও হবে তা মনে রেখো।'

'তাহলে এখন আমরা কি করব?'

'আগামীকাল করার মত অনেক কাজ পাবে তার আগে আজ রাতে আমাদের এই পরমবন্ধুর মৃতদেহের শেষকৃত্য করতে হবে।'

খাড়া পাহাড় বেয়ে আবার নেমে এলাম দু'জনে। হঠাৎ মৃতদেহের কাছে গিয়ে দাঁড়াল হোমস, ঝুঁকে কি যেন দেখল, তারপর দু'হাত তুলে আনন্দে নাচতে শুরু করল। তার কাণ্ড দেখে আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'দাড়ি! ওয়াটসন, এ লোকটার দাড়ি আছে!'

'দাড়ি!'

'হ্যাঁ দাড়ি! স্যর হেনরি নয়, ওয়াটসন, 'এ হল সেই ফেরারী কয়েদী মেলডেনের লাশ, এতদিন সে এই জলার বুকে ছিল আমারই প্রতিবেশী!'

প্রবল উত্তেজনায় মাথা কাজ করছে না, হোমসের কথা শুনে যন্ত্রচালিতের মত মাটিতে পড়ে থাকা মৃতদেহটা উল্টে দিতে চমকে উঠলাম। সত্যিই তো ঠিকই বলেছে হোমস। এ তো সেই মেলডেনের বীভৎস মুখ। চাঁদের আলোয় দাড়িটা স্পষ্ট দেখা গেল।

স্যর হেনরির সঙ্গে যে রাতে জলায় এসেছিলাম সে রাতে ঐ বীভৎস মুখই আগুনঝরা চাউনি ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ছুঁড়ে মেরেছিল বড় একটুকরো পাথর। অল্পের জন্য সে পাথর আমার মাথায় না লেগে গ্রানাইটের পিণ্ডে লেগে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছিল।

এতক্ষণে মনে পড়ল স্যর হেনরি বাস্কারভিল হলে এসে নিজের পুরোনো কিছু পোশাক দিয়েছিলেন খাস আর্দালি ব্যারিমূরকে। ব্যারিমূর সেই থেকে বেছে নিশ্চয়ই এই টুইডের স্যুটটা দিয়েছিল তার শ্যালক ফেরারী কয়েদী সেলডেনকে। মৃতদেহের স্যুট, সার্ট, বুট, টুপি সবই স্যর হেনরির ব্যবহৃত। হোমসকে খুলে বললাম সে কথা।

'তাহলে স্যর হেনরির ব্যবহার করা স্যুটই যে এই লোকটির মৃত্যুর কারণ প্রমাণিত হল,' হোমস বলল, 'আমার ধারণা হোটেল থেকে চুরি করা স্যর হেনরির হারানো একপাটি বুটের গন্ধ শুঁকিয়ে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল ঐ হাউণ্ডকে, সেই একই গন্ধ এই লোকটার স্যুটে পেয়ে হতচ্ছাড়া হাউণ্ডটা তাকে এতদূর তাড়া করে এনেছে। এতক্ষণ ধরে যে বুকফাটা চিৎকার আমাদের কানে আসছিল তা ঐ বেচারা সেলডেনের। শিকারি হাউণ্ড পিছু নেওয়ার পরে প্রাণভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে সে ছুটে আসছিল। ওয়ে বহুদূর থেকে হাউণ্ডের তাড়া খেয়ে অনেকক্ষণ ধরে ছুটে আসছে তা ওর চেঁচানোর ধরন শুনেই বোঝা গেছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই লাশটা নিয়ে আমরা এখন কি করি।

'ধারে কাছে অনেক পাথরের ঘর আছে' আমি বললাম, 'তাদের কোনও একটায় লাশটা ঢুকিয়ে পুলিশকে খবর দিতে পারি।'

'ঠিক বলেছো। দুজনে লাশটা বয়ে নিয়ে যেতে পারব।'

'আরে! কি আশ্চর্য, ওয়াটসন, আসল শয়তান নিজেই দেখি এদিকে আসছে। হুঁশিয়ার ওয়াটসন, একটাও বেফাঁস কথা যেন মুখ থেকে না বেরোয়, হয়ত ওকে আর ধরা যাবে না। আমার পুরো প্ল্যানটা মাটি হয়ে যাবে।

জলার ওপর দিয়ে চুরুট টানতে টানতে একজন এগিয়ে আসছে। আমাদের দেখেই সে থেমে গেল। চাঁদের আলোয় প্রকৃতিবিদের মুখখানা অদ্ভুত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

'একি! ড. ওয়াটসন, এত রাতে এই জলার ভেতর কি করছেন?'

'একি! কি সর্বনাশ! কে জখম হল? স্যর হেনরি মনে হচ্ছে?'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সামনে পড়ে থাকা মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়লেন স্টেপলটন। পরমুহূর্তে তাঁর জোরে নিঃশ্বাস নেবার আওয়াজ এল কানে, প্রচণ্ড হতাশার ছাপ ফুটে উঠল মুখে, চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম জ্বলন্ত চুরুট খসে পড়ল হাত থেকে।

আমতা আমতা করে বললেন, 'কে, ও কে?'

'এ হল সেলডেন, প্রিন্সটাউন জেলের ফেরারী কয়েদী।'

'কি সাংঘাতিক! তা ও মরল কি করে?'

'মনে হচ্ছে পাহাড় থেকে পড়ে মাথার খুলি ফেটে মারা গেছে,' আমি বললাম, 'আমরা দু'জন জলায় বেড়াচ্ছিলাম, চিৎকার শুনে ছুটে এসে দেখি বেচারা এখানে মরে পড়ে আছে।'

'চিৎকার আমারও কানে গেছে,' স্টেপলটন বললেন, 'তাই ছুটে এলাম দেখতে, মনে হল স্যর হেনরির কিছু হল না তো?'

'এত লোক থাকতে শুধু হেনরির কথাই মনে এল?' আচমকা প্রশ্নটা বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

'কারণ তাঁকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলেছিলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন এলেন না তখন স্বাভাবিক ভাবেই এর আর্তনাদ শুনে ওঁর জন্য আমার আশংকা হচ্ছিল। জলার ওপর দিয়ে আসার পথে বিপদে পড়লেন কিনা কে জানে, তাই দেখতে এলাম। ভাল কথা,' বলেই হোমসের মুখের দিকে একপলক দেখলেন মিঃ স্টেপলটন, 'খানিক আগে এই লোকটার আর্তনাদ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেয়েছিলেন?'

'কই, না তো,' হোমস বলল।

'আপনি শুনতে পেয়েছেন?'

'না।'

'তাহলে জানতে চাইলেন কেন?'

'এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এক কুসংস্কার বহুদিন ধরে প্রচলিত আছে তা হল জলার ভৌতিক হাউণ্ড। অনেক সময় গভীর রাতে জলায় তার গর্জন শোনা যায়। আজ রাতে তেমনই কোনও গর্জন আপনারা শুনতে পেয়েছেন কি না জানার কৌতূহল হল তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

'তেমন কোনও গর্জন আমাদের কানে আসেনি,' আমি বললাম।

'এ বেচারী কয়েদীর মৃত্যুর কারণ কিছু অনুমান করতে পারছেন?'

'লোকটা খুনি হলেও মানসিক দিক থেকে প্রকৃতিস্থ ছিল না তা ওর বিচারের সময়েই প্রমাণিত হয়েছে,' আমি বললাম 'আমার ধারণা জেল থেকে পালিয়ে এখানে আসার পরে ওর মাথাটাই পরোপুরি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খেতে পরতে পায় না ঘুমোতে পারে না, তার ওপর প্রচণ্ড বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রাত কাটাতে হয়। মাথা খারাপ হবার আর দোষ কি। সেই অবস্থায় হয়ত পাহাড়ে উঠতে গিয়েছিল, পা পিছলে পড়ে ঘাড় ভেঙ্গে মারা গেছে!'

'হতে পারে,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মিঃ স্টেপলটন তাকালেন হোমসের দিকে, বললেন, 'মি শার্লক হোমসেরও কি তাই ধারণা?'

'আপনি দেখছি খুব চটপট লোক চিনতে পারেন,' ঘাড় নুইয়ে শুকনো অভিবাদন জানাল হোমস।

'ড. ওয়াটসন আসার পর থেকে এখানে আপনি কবে আসবেন সেই অপেক্ষায় বসে আছি আমরা' মি স্টেপলটন বললেন 'এসেই দেখলেন এক ট্র্যাজেডি।

'তা ঠিক' হোমস বলল 'এই ট্র্যাজেডির স্মৃতি নিয়েই কাল আমায় লণ্ডনে ফিরতে হবে।

কালই ফিরে যাবেন'

'তাই তো স্থির করেছি

'এখানকার যে সব ঘটনা আমাদের কাছে খুব রহস্যময় ঠেকছে আপনি এসে সে সব রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারলেন?'

'চাইলেই কি ফল মনের মত হয়?' স্বাভাবিক গলায় বলল হোমস, 'গল্প উপকথা, কিংবদন্তী প্রচলিত বিশ্বাস এসবের একটাও তদন্তকারীর কাজে আসে না। তার ওর দরকার ঘটনা। সেদিক দিয়ে বিচার করলে এটা একটা অতি যাচ্ছেতাই কেস।' খুব খোলাখুলিভাবে কথাগুলো বললেও মিঃ স্টেপলটন যে কঠিন চোখে তাকিয়ে তার আসল মনোভাব আঁচ করার চেষ্টা করছেন বুঝতে বাকি রইল না। হোমসের জবাব শুনে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই লাশটা আমি বাড়িতে বয়ে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু আমার বোন দেখলে ভয় পাবে তাই ইচ্ছে থাকলেও তা করতে পারছি না। মনে হয় ওর গায়ে কিছু চাপা দিলে সকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্তে থাকা যাবে।' এরপর আমাদের দুজনকেই বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন মিঃ স্টেপলটন, কিন্তু হোমস রাজী হল না।

অগত্যা মিঃ স্টেপলটন একাই বাড়ি ফিরে গেলেন। হোমসকে নিয়ে আমি চললাম বাস্কারভিলের দিকে।

'লোকটার স্নায়ু কি মজবুত দেখলে?' যেতে যেতে বলল হোমস, যাকে খুন করার মতলব এঁটেছিল তার বদলে অন্য লোক খুন হয়েছে দেখে কি অদ্ভুতভাবে নিজেকে সামলে নিল। ওয়াটসন, এত কঠিন মানসিকতার দুশমনের সঙ্গে আগে কখনও আমায় পাল্লা দিতে হয়নি।'

'কিন্তু তুমি যে এখানে আছো তা তো ও জেনে ফেলল,' আমি বললাম, 'এবার ও কোন পথে এগোবে বলে তুমি মনে করো?'

'হয় আরও হুঁশিয়ার হবে, নয়ত ভীষণ মরিয়া হয়ে কিছু একটা করে বসবে। বেশিরভাগ অপরাধীর মতই হয়ত অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের ওপর ভরসা করে ভাববে আমাদের সবাইকে দারুণ বোকা বানিয়েছে।'

'তাহলে আমরা এই মুহূর্তে ওঁকে গ্রেপ্তার করছি না কেন?'

'গ্রেপ্তার তো আজ রাতেই করা যায়, ওয়াটসন, কিন্তু তাতে আদৌ লাভ হবে কি। এখনও পর্যন্ত ওঁর বিরুদ্ধে আমরা কোনও প্রমাণই জোগাড় করতে পারিনি। মনে রেখো মানুষ খুন করতে উনি মানুষকে লাগাচ্ছেন না, তা লাগালেও না হয় প্রমাণ পাওয়া যেত। কিন্তু এখানে সেই উদ্দেশ্যে উনি কাজে লাগাচ্ছেন এমন একটা কুকুরকে দিয়ে যাকে আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি, কাজেই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও পথই আমাদের সামনে এই মুহূর্তে খোলা নেই। কেসকে পাকা করতে যে কোনও ঝুঁকি নিয়ে আরও অপেক্ষা করতে হবে।

বাস্কারভিল হলের গেটের কাছে পৌঁছে জানতে চাইলাম, 'হোমস, তুমি ভেতরে আসবে না?'

'আসব,' হোমস বলল, 'আর লুকিয়ে থাকার কারণ নেই। তবে ভেতরে যাবার আগে দুটো কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমায় — এক, হাউণ্ড সম্পর্কে স্যর হেনরিকে একটি কথাও বলবে না, এবং দুই, সেলডেনের মৃত্যু স্টেপলটন আমাদের বিশ্বাস করাতে চাইছিলেন ওকেও সেভাবে ভাবতে দাও। আমাকে পাঠানো রিপোর্টে যতদূর মনে পড়ে তুমি লিখেছিলে আগামীকাল স্টেপলটনের বাড়িতে রাতে ডিনার খেতে যাবেন স্যর হেনরি। ওর স্নায়ু কতটা মজবুত আগামীকালই তার পরীক্ষা হবে।'

'খেতে তো ওর সঙ্গে আমিও যাব।'

'না কোনও অজুহাত দেখিয়ে তুমি যেয়ো না, ওকেই পাঠাবে। সে একটা ব্যবস্থা না হয় করা যাবে। রাত অনেক হল এবার ভেতরে চলো। ডিনার না পেলেও রাত কাটানোর মত কিছু খাবার আশা করি পাওয়া যাবে।

এগারো

জাল গোটানোর দিন

শার্লক হোমস আমার সঙ্গে এসেছে দেখে স্যর হেনরি যত না অবাক হলেন, খুশি হলেন তার চেয়ে বেশি। ব্যারিমুর আর তার স্ত্রীকে ডেকে সেলডেনের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ আমাদের দিতে হল। ব্যারিমুরের স্ত্রী ছোট ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল যদিও ব্যারিমুরকে মনে হল খবর শুনে স্বস্তি পেয়েছে।

'মিঃ স্টেপলটন আজ বিকেলে ওঁদের বাড়িতে যেতে বলেছিলেন,' স্যর হেনরি বললেন, 'শুধু একলা কোথাও যাব না বলে ডঃ ওয়াটসনকে কথা দিয়েছি তাই শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ওখানে গেলে সন্ধ্যেটা চমৎকার কাটত।'

'আমাদের জন্য আপনার ঘাড় ভাঙল ভেবে অনুতাপে জ্বলে পুড়ে মরছি, আর আপনি বলছেন ওখানে গেলে সন্ধ্যেটা চমৎকার কাটত।'

'তার মানে?' অবাক হয়ে স্যর হেনরি জানতে চাইলেন, 'ব্যাপার কি?'

'সেলডেন আপনার স্যুট পরে বেরিয়েছিল,' বলল হোমস, 'ওটা যে ব্যারিমুরই দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তদন্ত হলে ব্যারিমুর পুলিশি ঝামেলায় পড়তে পারে।'

'সে ভয় নেই,' স্যর হেনরি বললেন, 'কোনও পোশাকেই এমন কোন মার্কা নেই যা দেখে আমার বলে চেনা যায়।'

'তাহলে ব্যাবিমুবেব কপাল ভাল, তদন্ত হলে ও বেঁচে যাবে।'

'তা তো বুঝলাম,' সাব হেনবি বললেন, 'কিন্তু কেস কতদূব এগোল, জট খুলতে পাবলেন?'

'জট খুলতে আব দেবি নেই,' আশ্বাস দেবাব সুবে বলল হোমস, 'আব ক'দিনেব মধ্যে সবকিছু আমবা আপনাব কাছে স্পষ্ট কবতে পাবব সে বিশ্বাস বাখি। তবে গোটা ব্যাপাবটা অত্যন্ত জটিল তা অস্বীকাব কবা যাবে না।'

'ও ওয়াটসন আপনাকে বলেছেন কিনা জানি না, ক'দিন আগে জলায় আমাদেব দু'জনেব একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমবা ওখানে হাউণ্ডেব ডাক শুনেছি। তাবপব থেকেই আমাব মনে হচ্ছে ওটা শুধু কুসংস্কাব নয়, একটা হাউণ্ড ধাবে কাছে নিশ্চযই আছে, কিন্তু তাকে কেউ চোখে দেখেনি। মিঃ হোমস, ঐ হাউণ্ডটাকে ধবে দিতে পাবলে আপনাকে পৃথিবীব শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ বলে আমি মানতে বাজি আছি।'

যদি আমাদেব সাহায্য কবেন তাহলে সে হাউণ্ডেব গলায় আমি শেকল পবাব,' বলল হোমস।

বেশ, কি কবতে হবে বলুন, যা বলবেন তাই কবব।'

'যা বলব কোনও প্রশ্ন না করে কাবণ জানতে না চেয়ে তাই কববেন। তা যদি কবেন তাহলে আশা কবছি সমস্যাব সমাধান হতে দেবি নেই,' বলে আচমকা থেমে গেল হোমস ওয়াটসনেব মাথাব ওপব দিয়ে উল্টোদিকেব দেযালেব দিকে তাকিয়ে বইল

স্যাব হেনবি বললেন, 'কি হল মিঃ হোমস?'

দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো ইশাবায় দেখাল হোমস, 'এঁবা সবাই আপনাব পূর্বপুরুষ?'

'হ্যাঁ, প্রত্যেকে,' বললেন স্যাব হেনবি।

ঘোড়াব পিঠে চড়া এক অশ্বাবোহী সৈনিকেব তৈলচিত্র দেখিয়ে জানতে চাইল হোমস ইনি কে ছিলেন বলতে পাবেন?

'ইনি আমাব পূর্বপুরুষদেব মধ্যে একমাত্র কুলাঙ্গাব হুগো বাস্কাবভিল।' স্যাব হেনবি বললেন 'বাস্কাবভিল হাউণ্ডেব অভিশাপ এই দুবাচাবী লম্পটই আমাদেব বংশে নিয়ে এসেছিলেন।'

খুটিয়ে খুটিয়ে বাস্কাবভিল বংশেব পূর্বপুরুষদেব প্রত্যেকেব ছবি দেখল হোমস খাওয়া দাওয়াব পবে স্যাব হেনবি নিজেব ঘবে শুতে যাবাব পবে ল্যাম্প নিয়ে আমায় হোমস নিয়ে এল খাবাব ঘবে হুগো বাস্কাবভিলেব ছবিব সামনে আলোটা উঁচু কবে ধবে বলল 'ভাল কবে খুটিয়ে দেখো এই চেহাবাব সঙ্গে মুখেব মিল আছে এমন কাউকে চেনো?'

'চোযালেব গড়ন অনেকটা সাব হেনবিব মতন।'

'আচ্ছা, এবাব দ্যাখো তো,' বলে চেযাব টেনে তাব ওপব উঠে দাঁড়াল হোমস বাঁহাতে আলো ধবে ডানহাতেব পাতা দিয়ে হুগোব টুপি আব লম্বা চুল ঢেকে দিয়ে বলল 'এবাব দ্যাখো তো, এঁব মুখেব সঙ্গে কাব মুখেব মিল আছে?'

সেদিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম, খুব চেনা একটা মুখ ভেসে উঠল চোখেব সামনে, 'সর্বনাশ! এ যে মিঃ স্টেপলটন!' চাপাগলায় নিজেব বিস্ময় চেপে বাখতে পাবলাম না।

'ঠিক বলেছো,' হোমস চেযাব থেকে নেমে এসে বলল, আসলে বাস্কাবভিল বংশেব একজনই সম্পর্কে স্যাব হেনবিব খুড়তুতো বা জ্যাঠতুতো ভাই।'

পবদিন খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলাম, কিন্তু হোমস উঠেছিল আবও আগে। পোশাক পবতে পবতে দেখি হোমস বাগানেব দিক থেকে চলাব পথ ধবে আসছে। আমায় দেখেই বলল, 'ওয়াটসন, আজকেব দিনটা প্রচুব কাজেব মধ্যে কাটবে।'

'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?' আমি জানতে চাইলাম।

'গ্রিমপোনে গিয়েছিলাম,' হোমস বলল, 'ওখান থেকে প্রিন্সটাউন জেলে সেলডেনেব মাবা যাবাব খবব পাঠালাম।'

'এর পরের কাজ কি?'

'স্যার হেনরির সঙ্গে দেখা করা, ঐ যে উনি এদিকেই আসছেন।'

'গুড মর্নিং, হোমস!' স্যর হেনরি বললেন, 'আপনাকে ঠিক একজন জেনারেল বলে মনে হচ্ছে, চিফ অফ স্টাফের সঙ্গে লড়াইয়ের ছক কাটছেন!'

'অবস্থা এখন ঠিক তেমনই,' বলল হোমস, 'ওয়াটসন আক্রমণের অর্ডার চাইছে। যাকগে, আজ রাতে তো স্টেপলটনের বাড়িতে আপনার নেমন্তন্ন আছে?'

'আপনারাও চলুন, ওরা ভাই বোন দু'জনেই অতিথিবৎসল, সবাইকে ডেকে খাওয়াতে ভালবাসেন। আপনারা গেলে ওঁরা খুশি হবেন।'

'দুঃখিত, আজ আর তা সম্ভব হবে না,' হোমস বলল, 'খানিক বাদেই ওয়াটসনের সঙ্গে আমায় লণ্ডনে ফিরতে হবে।'

'লণ্ডনে চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ, সেখানে ফিরে যাওয়া এখন আমাদের দু'জনেরই একান্ত দরকার।'

হতাশা ফুটল স্যর হেনরির মুখে, বললেন, 'ভেবেছিলাম আপনারা এ ব্যাপারের শেষ দেখে যাবেন। বুঝতেই পারছেন এই হল আর জলায় আমার পক্ষে টেকা খুব মুশকিল হয়ে পড়বে।'

'চুপ করে থেকে আমার ওপর ভরসা রাখুন, যেমন বলি ঠিক তেমনই চলুন। আপনি মেরিপিট হাউসে গিয়ে মি. স্টেপলটন আর ওর বোনকে বলবেন ওঁদের বাড়িতে যেতে পারলে সত্যিই খুব খুশি হতাম, কিন্তু জরুরি কাজে আমাদের দু'জনকেই শহরে যেতে হচ্ছে। এই কথাগুলো নিশ্চয় মনে করে ওদের সামনে বলবেন, কেমন?'

'তাই বলব, আপনারা যাবেন কখন?'

'সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরোব, এখান থেকে আগে কুম্বি ট্রাসিতে, অবশ্য ওয়াটসনের জিনিসপত্র সব ওখানেই থাকবে। ওয়াটসন, যেতে পারছ না বলে দুঃখপ্রকাশ করে মি. স্টেপলটনকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দাও। ভাল কথা, স্যর হেনরি, আপনি গাড়ি চেপে যাবেন স্টেপলটনের বাড়িতে, ওখানে পৌঁছে গাড়ি বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন, ওদের বলবেন যে পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরবেন।'

'জলার ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে? মি. হোমস, এ কাজটা না করতেই এতদিন আপনি আমায় বারবার হুঁশিয়ার করেছেন।'

'এবার আমিই বলছি আপনি নির্ভয়ে জলার ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে পারেন। আপনার সাহস আর আত্মবিশ্বাসের ওপর ভরসা রেখেই কাজটা করতে বলছি স্যর হেনরি, এটা আপনার করা খুব দরকার।'

'বলছেন যখন নিশ্চয়ই করব।'

'আরেকটা কথা। জীবনের ওপর এতটুকু মায়া থাকলে আপনার বাড়ি থেকে স্টেপলটনের বাড়ি পর্যন্ত যে হাঁটা পথ আছে তা ছেড়ে ভুলেও এদিক ওদিক যাবেন না। কোন মতেই না।'

'যা বলছেন তাই করব।'

'খুব ভাল। আমরা ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরোচ্ছি যাতে বিকেল নাগাদ লণ্ডনে পৌঁছাতে পারি।'

ব্রেকফাস্ট খেয়ে স্যর হেনরির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা রওনা হলাম। কুম্বি ট্রাসি স্টেশনে পৌঁছোলাম ঘণ্টা দু'য়েক বাদে। প্লাটফর্মে একটা ছোকরা দাঁড়িয়েছিল, হোমসকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, 'কোনও কাজ আছে, স্যর?'

'কার্টরাইট,' হোমস বলল, 'এই ট্রেনেই শহরে যাও, ওখান থেকে আমার নামে স্যর হেনরিকে টেলিগ্রাম করবে। লিখবে ভুল করে যে পকেট বইটা ওঁর ওখানে ফেলে এসেছি সেটা যেন উনি

রেজিস্ট্রি করে ৫ বেকার স্ট্রিটে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তার আগে স্টেশনের টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে জেনে এস আমার নামে কোনও টেলিগ্রাম এসেছে কিনা।'

একটা টেলিগ্রাম নিয়ে কার্টরাইট ফিরে এল, তাতে লেখা —

'টেলিগ্রাম পেয়েছি। সই না করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে যাচ্ছি। পাঁচটা চল্লিশে পৌঁছোবো। — লেসট্রেড।'

'সকালে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম,' হোমস বলল, 'এটা তার জবাব। লেসট্রেড আমার পুলিশের সবচেয়ে কাছের লোক। এবার চলো, মিসেস লরা লায়নসের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।' সকাল থেকে হোমসের মতিগতি দেখে মোটেও বুঝতে পারিনি সে কি করতে চাইছে। এতক্ষণে বুঝলাম যে সে সত্যিই লণ্ডনে চলে গেছে তা স্টেপলটনকে বিশ্বাস করাতেই ঐ টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। পকেট বই লণ্ডনে রেজিস্ট্রি করে পাঠানোর কথা টেলিগ্রামে লিখেছে একথা নিশ্চয়ই স্যর হেনরি মিঃ স্টেপলটনের সামনে বলবেন, তিনিও ধরে নেবেন যে সত্যিই ফিরে গেছে লণ্ডনে।

মিসেস লরা লায়নস সেদিনের মতই অফিসে বসে টাইপ করছিলেন, হোমস কোনও ভূমিকা না করে খোলাখুলিভাবে তাঁকে বলল, 'কি পরিস্থিতিতে স্যর চার্লস বাস্কারভিল মারা গেছেন আমি তার তদন্ত করছি। ইনি আমার বন্ধু ও সহযোগী ডঃ ওয়াটসন, আমাকে জানিয়েছেন অনেক কথাই আপনি ওঁর কাছে গোপন করেছেন।'

'গোপন করেছি?'

'রাত দশটায় জলার দিকের গেটের কাছে স্যর চার্লসকে আসতে বলেছিলেন একথা আপনি স্বীকার করেছেন। আমরা জানি ঠিক ঐ সময় স্যর চার্লস মারা যান। কিন্তু এই দুটো ঘটনার মধ্যে যে যোগসূত্র আছে তা আপনি চেপে গেছেন।'

'এর মধ্যে কোনও যোগসূত্র নেই।'

'আপনি বললেও একটা যোগসূত্র ঠিকই আছে আর আমরা তা ঠিকই খুঁজে বের করব। মিসেস লায়নস, আমি খোলাখুলিভাবেই বলছি, স্যর চার্লসকে আসলে খুন করা হয়েছে এবং সাক্ষ্যপ্রমাণে জানা গেছে এই খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন আপনার বন্ধু মিঃ স্টেপলটন আর তাঁর স্ত্রী।'

'তাঁর স্ত্রী?' লরা চেয়ারের হাতল দুটো চেপে ধরে বলল। 'কিন্তু মিঃ স্টেপলটন তো বিয়ে করেন নি।'

'ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেছে,' হোমস বলল, 'এতদিন যাকে বোন বলে উনি চালিয়েছেন তিনি আসলে ওঁরই বিবাহিতা স্ত্রী।'

'তিনি যে সত্যিই বিবাহিত তা প্রমাণ করতে পারবেন?' মিসেস লায়নসের দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠল, 'যদি পারেন তাহলে —' বলে থেমে গেলেন, প্রবল উত্তেজনায় আর কিছু বলতে পারলেন না।

'প্রমাণ আমার সঙ্গেই আছে,' বলে একটা ফোটো আর কয়েকটা কাগজ বের করে তাঁর সামনে রাখল হোমস, 'এই দেখুন চারবছর আগে ইয়র্কে তোলা ওঁদের স্বামী স্ত্রীর ফোটো, দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। নাম অবশ্য লেখা আছে মিস্টার আর মিসেস ভ্যাণ্ডেলর, তবু ওদের মুখ দেখলেই চিনবেন। ওই দেখুন এখানে লেখা আছে ওঁদের চেহারার বিবরণ, তখন এঁরা স্বামী স্ত্রী সেন্ট অলিভার্স প্রাইভেট স্কুল নামে একটা স্কুল চালাতেন, পড়ে দেখুন ওঁদের সনাক্ত করতে পারেন কিনা।'

খুঁটিয়ে ফোটো আর কাগজগুলো দেখে লরা চোখ তুলে তাকালেন, তাঁর চোখের চাউনি তখন কঠিন হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন, 'মিঃ হোমস, এবার আমি বুঝতে পারছি এই লোকটা এতদিন

শুধু মিথ্যে কথা বলে আর মিথ্যে আশা ভরসা দিয়ে আমায় ঠকিয়ে এসেছে। আমার স্বামীকে ডিভোর্স করলে আমায় বিয়ে করবে বলে কথাও দিয়েছে সে। লোকটা একটা শয়তান। আমি এতদিন ভেবেছি ও আমায় সত্যিই ভালবাসে বলেই সবকিছু করছে, এখন দেখছি ও নিজের মতলব হাসিল করতে আমায় কাজে লাগাচ্ছে। আপনি কি জানতে চান বলুন, আমি কিছুই গোপন করব না। তবে এও বলছি, আমি যাকে ওর কথা মত চিঠি লিখেছিলাম সেই স্যর বাস্কারভিলের কোনও ক্ষতি করার চিন্তা আমার মাথায় আসেনি, তিনি সত্যিই ছিলেন আমার [illegible] বন্ধু।'

'তাহলে মিঃ স্টেপলটনের কথামতই আপনি স্যর চার্লসকে চিঠি লিখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, চিঠির বয়ানও উনি বলে দিয়েছিলেন।'

'নিশ্চয়ই বলেছিলেন স্বামীর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা চালাবার জন্য স্যর চা[illegible] আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন।'

'ঠিক এই কথাটাই উনি বলেছিলেন।'

'তারপর আপনি ওর কথামত চিঠি লিখে স্যর চার্লসকে পাঠালেন, কিন্তু তারপরই মিঃ স্টেপলটন নিজেই আপনাকে স্যর চার্লসের সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করলেন, কেমন?'

'হ্যাঁ উনি বললেন, ডিভোর্সের মামলার খরচ আর কেউ দিলে তার আত্মসম্মানে বাধবে। তিনি গরীব তবু এজন্য আমার যা খরচ হবে তা তিনিই দেবেন, দরকার হলে নিজের শেষ কপর্দকটুকুও তুলে দেবেন আমার হাতে।'

'এরপরে স্যর চার্লসের মৃত্যুর খবর কাগজে পড়ার আগে আর কিছু শোনেননি?'

'না।'

'স্যর চার্লসকে লেখা আপনার চিঠির কথা কাউকে না বলতে উনি আপনাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ বলেছিলেন স্যর চার্লসের মৃত্যুটা রহস্যজনক, ওঁকে যে চিঠি লিখেছিলাম সেকথা জানাজানি হলে আমি নিজেও জড়িয়ে পড়ব, পুলিশ তখন আমাকে ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী ভেবে সন্দেহ করবে। আমাকে এ ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে উনি মুখবন্ধ রেখেছিলেন।'

'ঠিক এই। আপনি কিছু সন্দেহ করেছিলেন?'

প্রশ্ন শুনে বিব্রত পড়লেন মিসেস লায়নস, চোখ নামিয়ে বললেন, 'ওকে আমার চিনতে বাকি নেই, আমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখলে আমিও কাউকে কোনও কথা বলতাম না।'

'নেহাৎ বরাত জোরে আপনি বেঁচে গেছেন বলেই আমার ধারণা,' হোমস বলল, 'আপনি ওর অনেক গোপন কথা জেনে এবং তারপরেও এখনও বেঁচে আছেন। এই ক'মাস আপনি সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে কাটিয়েছেন। আমরা এবার আসি, আশা করছি খুব শীগগিরই আবার আমাদের দেখা হবে।'

কুম্বি ট্রাসি স্টেশন। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলাম হোমসের পাশে। সন্ধ্যের একটু বাদেই লণ্ডন এক্সপ্রেস এসে দাঁড়াল। ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে নামলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর লেসট্রেড। আমাদের দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এসে করমর্দন করে হোমসকে প্রশ্ন করলেন 'কেমন, খবর ভাল তো?'

'বছরের সবচেয়ে বড় খবর, লেসট্রেড,' হোমস বলল, 'খেলতে নামার আগে হাতে দু'ঘন্টা সময় আছে, এই ফাঁকে রাতের ডিনারটা সেরে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, তারপর ডাটমুরের জলার বিশুদ্ধ বায়ু তোমায় সেবন করাবো। ওখানে তো আগে কখনও যাওনি। আশা করছি আজকের স্মৃতি জীবনে কখনও ভুলতে পারবে না।'

বারো
দ্য হাউণ্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস

ঘোড়ার গাড়িটা মিঃ ফ্র্যাংকল্যাণ্ডের বাড়ি পেরিয়ে যাবার পরে বুঝতে পারলাম বাস্কারভিল হল এসে গেছে। আরও কিছুটা পথ পেরিয়ে হোমস গাড়ি থামাল। ভাড়া মিটিয়ে নেমে এলাম তিনজনেই, হোমস গাড়োয়ানকে কুম্বি ট্র্যাসিতে ফিরে যেতে বলল। চাঁদের আলোয় লেসট্রেড, হোমস আর আমি এগিয়ে চললাম মেরিপিট হাউসের দিকে।

'লেসট্রেড,' হোমস বলল, 'সঙ্গে অস্ত্র আছে?'

'আমার ট্রাউজার্সের হিপ পকেটে ওটা সবসময় থাকে, মিঃ হোমস,' হাসলেন লেসট্রেড, 'কিন্তু এবার আমাদের খেলাটা কি হবে, মিঃ হোমস?'

'শুধু অপেক্ষা করে থাকা, লেসট্রেড।'

'শুধু অপেক্ষা?'

'হ্যাঁ,' বলল হোমস, 'সামনের দিকে তাকাও লেসট্রেড, ঐ যে ছোট বাড়িটার ভেতর হলদে আলো জ্বলছে ওটাই হল স্টেপলটনের আস্তানা মেরিপিট হাউস। এবার আমাদের যাত্রা শেষ।'

বাড়ি থেকে কিছু দূরে হোমস থামল, ফিস ফিস করে বলল, 'ডানদিকের এই পাথরের টিলাটা আমাদের ভালই আড়াল করবে।'

'আমরা এখানেই অপেক্ষা করব?'

'হ্যাঁ, এখানেই ওঁৎ পেতে থাকব আমরা। লেসট্রেড, তুমি এই ফাঁকটায় নেমে দাঁড়াও। ওয়াটসন, তুমি তো ওদের বাড়িতে আগে একবার ঢুকেছো, একটু হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দ্যাখো তো ওরা যেন তোমায় দেখতে না পায়।'

টিপে টিপে ফলের বাগান ঘেরা দেওয়ালের কাছে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ালাম। ছায়ার গা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এক জায়গায় এলাম। খোলা জানালার বাইরে একধার থেকে উঁকি দিয়ে দেখি গোল টেবিলের পাশে স্টেপলটন আর স্যর হেনরি। স্যর হেনরিকে আনমনা দেখালো যেন কোনও কারণে ব্যাজার হয়েছেন। কিন্তু স্টেপলটনের মুখে যেন কথার খৈ ফুটছে। কফি আর মদের গ্লাস দু'জনের সামনেই, দু'জনেই চুরুট টানছেন, খানিক বাদে উঠে দাঁড়ালেন স্টেপলটন, বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। স্যর হেনরি ফের গ্লাসে মদ ঢেলে চেয়ারে ঠেস দিয়ে চুরুট টানতে লাগলেন।

পাঁচিলের ওপাশে পাথরকুঁচি মাড়িয়ে যাবার আওয়াজ কানে এল। মাথা তুলে দেখি ফলের বাগানের কোণে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন স্টেপলটন, চাবি দিয়ে দরজা খোলার আওয়াজ হল, দরজা খুলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত খস্‌খস্‌ আওয়াজ শোনা গেল ভেতরে। মিনিটখানেক বাদে স্টেপলটন ফের বেরিয়ে এলেন, দরজায় তালা দিয়ে আবার বাড়িতে ঢুকে বসলেন অতিথির পাশে, আমিও এবার হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এলাম। যা যা দেখেছি সব বললাম সঙ্গী দু'জনকে।

'ভদ্রমহিলাকে স্যর হেনরির ধারে কাছে দেখতে পাওনি?' হোমস জানতে চাইল।

'না।'

'তাহলে তিনি গেলেন কোথায়, কোথায় যেতে পারেন।'

'আমি ঠিক বলতে পারছি না।'

গ্রিমপোনসায়ার বা পাঁকে ভরা জলার ওপর অনেকক্ষণ ধরেই ভাসছে সাদা কুয়াশা। এবার দেখি কুয়াশাটা ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। দেখতে দেখতে জলার অর্ধেক ঢাকা পড়ে গেল সেই কুয়াশার আড়ালে।

'স্যার হেনরি আর পনেরো মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে না এলে পথঘাট সব কুয়াশায় ঢেকে যাবে,' আক্ষেপ ফুটল হোমসের গলায়, 'আর আধঘণ্টা বাদে নিজেদের হাতই দেখা যাবে না।'

চাঁদের আলোয় সেই চলন্ত কুয়াশার মেঘকে বরফ ঢাকা মাঠ বলে মনে হচ্ছে। হোমস এবার উবু হয়ে বসে মাটিতে কান পেতে কি শুনতে লাগল। খানিক বাদে বলে উঠল,'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, পায়ের আওয়াজ এদিকেই আসছে, মনে হচ্ছে স্যর হেনরি এতক্ষণে এদিকে আসছেন।'

জলার নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে জোরে জোরে পা ফেলে কারও এগিয়ে আসার আওয়াজ কানে এল, পাথরের ওপর বসে দেখলাম স্যর হেনরি কুয়াশা ভেদ করে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়ালেন তারপর আমাদের পেছনে ঢালু জমি ধরে এগিয়ে গেলেন। যেতে যেতে তিনি যে বারবার অস্বস্তিতে পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

'চুপ।' চাপা গলায় সতর্ক করল হোমস, সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের ঘোড়া তোলার আওয়াজ হল, 'হুঁশিয়ার সবাই, ওটা ছুটে আসছে।'

কুয়াশার প্রাচীরের ওপাশে খসখস, মচমচ আওয়াজ হল, পরমুহূর্তে কুয়াশার পর্দার আড়াল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল জ্যান্ত বিভীষিকা – অস্বাভাবিক বিশাল দেখতে কুচকুচে কালো এক হাউণ্ড। সত্যিই হাউণ্ড? কিন্তু এ কেমন হাউণ্ড নাক মুখ দিয়ে তার গলগল করে আগুন বেরোচ্ছে। আগুন বেরোচ্ছে দু'চোখ থেকে। সেই অমানুষিক পিশাচকে ধেয়ে আসতে দেখে ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের মত সাহসী গোয়েন্দাও ভয়ে আর্তনাদ করে উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লেন মাটিতে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে স্যর হেনরি যে পথে এগোচ্ছেন সেই পথে ছুটে গেল সেই জীবন্ত বিভীষিকা। পলকের জন্য হোমস আর আমি দু'জনেই বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম, সামলে উঠে এবার দু'জনেই তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম। কান ফাটানো আর্তনাদ করে উঠল জন্তুটা, গর্জে উঠল ভীমরবে! গুলি খেয়েও থামল না, লাফাতে লাফাতে ধেয়ে গেল সামনে। শিকারের দিকে! তার শিকার স্যর হেনরি দেখলাম সেই গর্জন শুনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। যেন দৌড়োনোর শক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

ওদিকে হাউণ্ডের আর্তনাদ শুনে আমাদের ভয় গেছে কেটে, যে গুলি খেয়ে আহত হয়েছে সে বধও হতে পারে ভেবে হোমস আর আমি পিস্তল উচিয়ে তেড়ে গেলাম তার দিকে। খানিক দূর এগোতে দেখি স্যর হেনরির ওপর জানোয়ারটা ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু তাঁর গলায় দাঁত বসানোর সুযোগ সে পেল না, তার আগেই তার বাঁদিকের পাঁজরে পরপর পাঁচবার গুলি ছুঁড়ল হোমস। যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদে চারদিক ভরিয়ে তুলে জানোয়ারটা মুখ তুলে বাতাসে প্রচণ্ড কামড় বসালো তারপর উল্টে মাটিতে পড়ে দাপাতে দাপাতে চার পা তুলে বাতাস আঁচড়াতে লাগল প্রবল জোরে। আমি তার মাথায় পিস্তল চেপে ধরলাম, কিন্তু গুলি ছোঁড়ার আগেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলে সেটা অসাড় হয়ে পড়ে রইল।

নিদারুণ আতংকে স্যর হেনরি বেহুঁশ হয়ে পড়েছেন, তাঁর গলার কলার টেনে খুলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল হোমস, গলায় বা দেহের কোথাও হাউণ্ড আঁচড় কামড় বসাতে পারেনি, তিনি জখম হবার আগেই তার দুশমন খতম হয়েছে আমাদের পিস্তলের গুলিতে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটু ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দিতেই চোখ মেললেন স্যর হেনরি, বললেন, 'ওটা কি?' দোহাই বলুন ওটা কি?'

'ওটা যাই হোক এখন খতম হয়েছে,' বলল হোমস, 'বাস্কারভিল বংশের ভৌতিক হাউণ্ডকে আমরা কবরে পাঠিয়েছি, আর কখনও সে শান্তি কেড়ে নিতে আসবে না!'

মাটিতে পড়ে থাকা জানোয়ারের লাশের দিকে এবার ভাল করে তাকালাম, হাউণ্ড আর ম্যাস্টিফের মিলনে উৎপন্ন এক ভয়ংকর কুকুর, আকার যার ছোটখাটো সিংহের মত। মারা যাবার

পরেও তার চোয়াল থেকে সবজে আগুন চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরে পড়ছে, আগুন বেরোচ্ছে চোখ আর নাক থেকে। সেই আগুনে হাত ছুঁইয়ে দেখি আমার আঙ্গুলও জ্বলছে আঁধারে।

বললাম, 'এতো ফসফরাস।'

'ফসফরাস দিয়ে তৈরি মলম,' বলল হোমস, 'গন্ধ নেই স্যর হেনরি, আপনাকে এই প্রচণ্ড আতংকের সামনে এগিয়ে দিয়েছি বলে ক্ষমা করবেন। আমি সাধারণ হাউণ্ড ধরে নিয়েছিলাম, এমন বীভৎস চেহারার কোনও প্রাণীর জন্য তৈরি ছিলাম না। তাছাড়া কুয়াশার জন্য আমাদের কিছু দেরি হয়ে গেছে।'

স্যর হেনরির তখন আর উঠে দাঁড়ানোর মত ক্ষমতা নেই, আরেকটু ব্র্যাণ্ডি খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলেন তিনি, তাঁকে ধরাধরি করে একটা পাথরে বসিয়ে দেওয়ার পরে হোমস বলল, 'আপনাকে এখন এখানেই রেখে যাব আমরা, কাজ এখনও বাকি, কেস হাতের মুঠোয়, শুধু আসল লোকটাকে এবার চাই। এখন আর বাড়িতে তাকে পাওয়া যাবে না, গুলির আওয়াজ শুনেই বুঝেছে তার খেলা শেষ।'

'কুয়াশার মধ্যে আওয়াজ চাপা পড়ে যায়,' আমি বললাম, 'তাছাড়া আমরা তো অনেক দূরে ছিলাম।'

'ভুল করছ ওয়াটসন,' আত্মবিশ্বাস ভরা গলায় হোমস বলল, 'উনি হাউণ্ডটিকে লেলিয়ে দিয়ে পেছন পেছন ঠিক এসেছিলেন, কাজ হয়ে গেলেই ওটাকে ডেকে ফিরিয়ে নিতেন। তবে এতক্ষণে তিনি পালিয়েছেন। তবু ওঁর বাড়িতে তল্লাশি চালাতে হবে।'

বাড়ির সামনের দরজাটা খোলা, পা চালিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে, কিন্তু স্টেপলটনের কোনও হদিশ পেলাম না। দোতলায় উঠে দেখা গেল একটা ঘরের দরজায় তালা দেওয়া।

'ঘরের ভেতর কেউ নড়াচড়া করছে,' বলে উঠলেন লেসট্রেড, 'দরজা খুলতে হবে।'

ঘরের ভেতর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে এল। হোমস জোরে এক লাথি মারতে দরজার পাল্লা খুলে গেল। পিস্তল হাতে ভেতরে ঢুকে দেখি এটা প্রকৃতিবিদ স্টেপলটনের মিউজিয়াম, চারপাশে সারি সারি কাঁচের আধারে রাখা প্রজাপতি, মথ, আর নানারকম কীটপতঙ্গ। ঘরের মাঝখানে খুঁটির সঙ্গে একটি মানুষকে পাকে পাকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, তোয়ালে দিয়ে মুখ বাঁধা থাকায় বোঝা যাচ্ছে না সে পুরুষ না নারী। বাঁধন খুলতেই মেঝের ওপর আছড়ে পড়লেন মিসেস স্টেপলটন। মাথা হেঁট করতেই চোখে পড়ল ফর্সা ঘাড়ের ওপর নির্মম মারধোরের দাগ।

'জানোয়ার! লোকটা জানোয়ার!' চেঁচিয়ে উঠল হোমস, 'লেসট্রেড, একে একটু ব্র্যাণ্ডি দাও!'

মুখে ব্র্যাণ্ডি পড়তে ভদ্রমহিলা চোখ মেললেন, জানতে চাইলেন, 'উনি নিরাপদে আছেন তো? পালাতে পেরেছেন?'

'না ম্যাডাম,' হোমস বলল, 'আমাদের হাত থেকে উনি পালাতে পারবেন না।'

'ভুল করছেন, আমার স্বামীর কথা বলছি না, স্যর হেনরি নিরাপদে আছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'আর হাউণ্ডটা, সেটা কোথায়?'

'দেখুন কত বড় শয়তান,' বলে মহিলা তাঁর দু'হাতে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন দেখালেন, 'দেখুন স্বামী হয়ে সে আমার সঙ্গে কি খারাপ ব্যবহার করেছে!'

'দয়া করে বলুন এখন আমরা তাকে কোথায় পেতে পারি,' হোমস বলল, 'যদি কখনও তার শয়তানিতে না জেনে সাহায্য করে থাকেন এখন আমাদের সাহায্য করে তার প্রায়শ্চিত্ত করুন।'

'ওর পালানোর মত একটিমাত্র জায়গার খোঁজ আমি দিতে পারি,' বললেন মিসেস স্টেপলটন, 'জলার পাঁকের মাঝখানে একটা পুরোনো টিনের খনি আছে সেখানে হাউণ্ডটা দিনের বেলা লুকিয়ে

বাখত সে। দবকাব মত পালিয়ে সেখানে আশ্রয় নেবাব ব্যবস্থাও কবে বেখেছে সে আগেভাগে। ওকে পেলে সেখানেই পাবেন।'

কিন্তু ততক্ষণে সাদা কুয়াশাব পর্দা এসে গেছে জানালাব কাছে, সেদিকে ল্যাম্প তুলে দেখাল হোমস, 'দেখেছেন? আজ বাতে গ্রিমপেনেব জলাব পাঁকে পথ চিনে কেউ যেতে পাববে না।'

'খুঁজে খুঁজে ঠিক যেতে পাববে' হিংস্র আক্রোশে হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন মিসেস স্টেপলটন, 'তবে সেখান থেকে বেবোতে পাববে না। পথ চেনাব কাঠিগুলো আজ বাতে কুয়াশায় চোখে পডবে না তাই। পথ চিনে এগোবাব জন্য ও আব আমি দু'জনেই সব সব লম্বা কাঠি পুঁতেছিলাম ওখানে। আজ আগেভাগে তুলে ফেলতে পাবলে ওকে সহজেই হাতেব নাগালে পেতেন আপনাবা।'

কুয়াশাব পর্দা পবিষ্কাব না হওয়া পর্যন্ত পিছু ধাওয়া কবা যাবে না বুঝতে বাকি বইল না। লেসট্রেডকে মেবিপিট হাউসে বেখে স্যব হেনবিকে নিয়ে বাস্কাবভিল হলে ফিবে এলাম হোমস আব আমি। এবাব স্টেপলটনেব কুকীর্তিব কাহিনী তাঁকে শোনানো হল। হাউণ্ডেব কামড না খেলেও নৈশ অভিযানেব চোটে তাব সঙ্গে ভয়ানক বিপর্যস্ত হয়েছিল। ভোবেব দিকে তাব প্রবল জ্বব এল, আব জ্ববেব প্রলাপে ভুল বকতে লাগলেন। খবব পেয়ে ডঃ মর্টিমাব এসে তাব চিকিৎসাব ভাব নিলেন। তিনিই বললেন একটু সেবে উঠলে তিনি স্যব হেনবিকে নিয়ে বিদেশে বায়ু পবিবর্তনে যাবেন। পুবোপুবি সুস্থ হয়ে ফিবে এসে তাবপব জমিদাবিব দায়িত্ব হাতে নেবেন তিনি।

পবদিন সকালে কুয়াশা কেটে গেলে মিসেস স্টেপলটন আমাদেব পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন জলাব পাবে এক বাঁকা শক্ত জমিতে ভদ্রমহিলাকে দাঁড কবিয়ে বেখে হোমসকে নিয়ে আমি এগোতে লাগলাম খুব সাবধানে পা ফেলে। কয়েক হাত পবপব ছোট ছোট লাঠি পুঁতে আঁকাবাঁকা পথটাব নিশানা দেওয়া হয়েছে ঐসব জায়গায় কিছু শক্ত মাটি আছে, তাব চাবদিকে ভয়ানক তবল পাঁক, একবাব ভুল কবলে পা পডলে তলিয়ে যাবে। দু'একবাব ভুল জায়গায় পা দিতে হোমসেব পা হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল। একটা জায়গায় আগাছাব মধ্যে কালোমতন কিছু চোখে পডতে হোমস হাত বাডাল, কিন্তু ওদিকে পাবে পা দেবাব সঙ্গে তাব কোমব পর্যন্ত ডুবে গেল তবল পাঁকে। অনেক কষ্ট কবে তাকে টেনে তুললাম। হোমস এবাব সেই কালো জিনিসটা তুলে আনল দেখা গেল সেটা একপাটি পুবোনো জুতো, ভেতবে আমেবিকাব টিবেন্টোব মেয়ার্স কোম্পানিব ছাপ।

এটা স্যব হেনবিব সেই হাবিয়ে যাওয়া পুবোনো কালো জুতোব একপাটি,' হোমস বলল, স্টেপলটন পালাবাব সময় ফেলে দিয়ে গেছে।'

কিন্তু স্টেপলটনেব খোঁজ পাওয়া গেল না। না গেলেও তিনি যে বেঁচে নেই এ বিষয়ে এখন আব সন্দেহ নেই। আগেব বাতে প্রচণ্ড কুয়াশায় পালাতে গিয়ে জলাব পাঁকে তলিয়ে গেছেন তিনি ঐখানেই নিজেব কবব বেছে নিয়েছেন তিনি।

পবিত্যক্ত টিনেব খনি খুঁজে বেব কবতে বেগ পেতে হল না। এইখানে একটা আধভাঙ্গা কুঁডেঘবে ঢুকতেই চোখে পডল দেয়ালে আঁটা আংটা থেকে শেকল ঝুলছে, তাব সামনে মেঝেতে পডে আছে কিছু চিবোনো হাডগোড। বুঝলাম এখানেই বেঁধে বাখা হত বাস্কুসে হাউণ্ডকে। একপাশে একটা কুকুবেব কংকালও চোখে পডল, বাদামি লোম এখনও লেগে আছে তাব হাডে।

'কুকুবেব কংকাল, কোঁকডা বাদামি লোম! বুঝলে, ওয়াটসন, ক'দিন আগে ডঃ মর্টিমাবেব পোষা স্প্যানিয়ালটা জলাব দিকে এসে উধাও হয়েছিল মনে পডে? এ যে তাবই কংকাল তাতে

সন্দেহ নেই। যাক, এখানে আর কিছু দেখার নেই। এখানে শেকলবাঁধা অবস্থায় হাউণ্ডটা এককে সময় পিলে চমকানো ডাক ছাড়ত যা শুনে আশেপাশের লোক ধরে নিত যে এ সেই ভৌতিক হাউণ্ডের গর্জন। এই দ্যাখো, টিনের কৌটোয় যে ফসফরাসটা দেখছো, কেমন জ্বলজ্বল করছে দ্যাখো। হাউণ্ডকে শিকারের পেছনে লেলিয়ে দেবার আগে এই মলম মাখানো হত হাউণ্ডের মুখে। বুঝতেই পারছো, জলার ভৌতিক হাউণ্ডের পুরোনো গল্পটা কাজে লাগানোর মতলবেই স্টেপলটন এই বজ্জাতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। মুখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে এমন একটা জানোয়ার ছুটে এলে ভয়ে আঁতকে উঠবে। স্যার চার্লস একে দেখেই ভয়ে দৌড়োতে গিয়ে হার্টফেল করে মারা যান, ফেরারী কয়েদী সেলডেনও ভয় পেয়ে পালাতে গিয়ে পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে মারা যায়। শুধু ভয় দেখিয়ে শিকারকে মেরে ফেলার এমন শয়তানি বুদ্ধি যার মাথায় খেলে তার মত বিপজ্জনক লোকের পেছনে এর আগে আমায় ছুটতে হয়নি।

তেরো
সমাধান

'বাস্কারভিল হলের দেয়ালে টাঙ্গানো আপনার পূর্বপুরুষ হুগোর ছবি দেখে আমি এই সিদ্ধান্তে আসি যে স্টেপলটন আপনার নিকটাত্মীয়, তিনি আপনারই মত বাস্কারভিল পরিবারের লোক,' বেকার স্ট্রিটে বসে স্যার হেনরি আর ডঃ মর্টিমারকে বলল হোমস, 'স্যর চার্লসের ছোট ভাই রজার ছিলেন বংশের কুলাঙ্গার, সবাই জানে তিনি আমেরিকায় পালিয়ে যান এবং সেখানে অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। আসলে তিনি আমেরিকায় পালিয়েছিলেন ঠিকই, পরে সেখানে বিয়েও করেছিলেন। সেই রজারের ছেলে এই স্টেপলটন। এঁরও নাম ছিল রজার বাস্কারভিল। রজার বড় হয়ে বেরিল গার্সিয়া নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। বিয়ের পরে জনসাধারণের সম্পত্তি হাতিয়ে ধরা পড়ার ভয়ে তাঁরা স্বামী স্ত্রী পালিয়ে আসেন ইংল্যাণ্ডে ভ্যাণ্ডেলার দম্পতি পরিচয়ে এখানে একটি প্রাইভেট স্কুল খুলে দু'জনে প্রচুর টাকা উপার্জন করেন। কিন্তু সব টাকা কড়ি গোপনে সরিয়ে ফেলায় স্কুল উঠে গেল, তখন স্টেপলটন পদবি নিয়ে এঁরা স্বামী স্ত্রী এসে বাসা বাঁধেন ডার্টমুরে। তবে স্বভাব অপরাধী হলেও স্টেপলটন যে সত্যিই প্রকৃতিবিদ ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এই বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি আছে। সেদিক থেকে সত্যিই তিনি ছিলেন এক উচ্চ শিক্ষিত বিজ্ঞানী ও গবেষক।

ডার্টমুরে এসে বাসা বাঁধবার পরেই পূর্বপুরুষের জমিদারির অধিকারী হবার বাসনা জাগে তার মনে। নিঃসন্তান স্যর চার্লস এবং তাঁর উত্তরাধিকারী স্যর হেনরি বেঁচে থাকতে তা সম্ভব নয় জেনেই বংশের পুরোনো কিংবদন্তী কাজে লাগানোর পরিকল্পনা আসে তার মাথায়। জলার পাঁকের ভেতর পুরোনো টিনের খনিতে লুকোনোর একটা ঘর আগেই তৈরি করে রেখেছিলেন স্টেপলটন। একটা বড়সড় হাউণ্ড জোগাড় করে সেখানে এনে বেঁধে রাখলেন।

ভৌতিক হাউণ্ডের কাহিনী স্যর চার্লসের মুখ থেকে শুনেছিলেন স্টেপলটন। জানতেন তার হার্ট দুর্বল। কিছুদিন তাঁর বাড়ির আশেপাশে মুখে ফসফরাস মাখানো হাউণ্ড নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন কিন্তু স্যর চার্লসের চোখে একবারও তা ধরা পড়ল না। নিজের স্ত্রীকে মারধোর করে কাজে লাগাতে চাইলেন, যাতে তিনি কোনও অজুহাতে রাতের এমন সময় স্যর চার্লসকে বাইরে ডেকে আনেন যখন হাউণ্ডটা বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী এই নোংরা চক্রান্তের অংশীদার হতে অস্বীকার করেন।

শয়তানের সুযোগের অভাব হয় না। শীগগিরই মিসেস লরা লায়নসের মাধ্যমে এসে গেল সে সুযোগ। স্টেপলটনের হাত দিয়ে লরাকে মাঝেমাঝে আর্থিক সাহায্য পাঠাতেন স্যর চার্লস, সেই ফাঁকে স্টেপলটন লরার কাছে নিজেকে অবিবাহিত বলে পরিচয় দেন এবং এই বলে আশ্বাস দেন যে স্বামীকে ডিভোর্স করলে তিনি তাকে বিয়ে করবেন। বেচারি লরা কিছু না জেনে তার ফাঁদে পা দিয়ে বসে। কিন্তু ডিভোর্স পেতে হলে মামলা করতে হবে, সে মামলার খরচ জোগাবে কে? স্টেপলটন লরাকে বুদ্ধি দিলেন স্যর চার্লস দানশীল লোক, তার পর তো লরাকে তিনি স্নেহ করেন, তার ডিভোর্সের মামলার খরচ তিনিই অনায়াসে জোগাতে পারেন। এর কিছুদিন আগে ডঃ মর্টিমারের কাছে স্টেপলটন [illegible] স্যর চার্লস বেশ কিছুদিনের জন্য লণ্ডনে যাবেন, তাই সেখানে যাবার আগেই তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা নতুন করে করলেন তিনি।

[illegible] আগের দিন স্যর চার্লস লরার লেখা একটি চিঠি পেলেন, তাতে তাঁকে [illegible] হয়েছে রাত দশটায় যেন তিনি বাগানে [illegible] দিকের গেটের কাছে আসেন। সে [illegible] সঙ্গে [illegible] প্রয়োজনে দেখা করবে। [illegible] পরে পুড়িয়ে ফেলার অনুরোধও লরা স্টেপ[illegible] নির্দেশে করেছিল ঐ চিঠিতে।

চিঠির নিচে লরার নাম ও পদবি লেখা তাই স্যর চার্লস ঐ চিঠির মধ্যে শয়তানির কোনও গন্ধ পাননি। পড়ে চিঠিটা তিনি ফায়ারপ্লেসে ফেলে দিয়েছিলেন, চিঠির ওপরের দিকের প্রায় পুরোটাই পুড়ে গেলেও নিচের কিছুটা [illegible]।

এদিকে লরাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে স্টেপলটন [illegible] কারণ লরার ডিভোর্সের খরচ পাবার ব্যাপারে [illegible] আসল লক্ষ্য স্যর চার্লসকে [illegible] খুন করা। [illegible] চিঠি [illegible] তিনি [illegible] ডিভোর্সের খরচ তিনি [illegible] ব্যাপারে [illegible] কিছুই না বুঝে [illegible] তাতেই রাজি [illegible] চিঠির বয়ান অনুযায়ী [illegible] দিকে [illegible] স্টেপলটনের [illegible] শিকারি হাউণ্ড [illegible] আগুনের শিখা বেরোচ্ছে। বাগানে [illegible] ঐ হাউণ্ড স্যর চার্লসকে [illegible] পুরোনো অভিশাপকে এতদিন বাদে চোখের সামনে দেখে ভয়ে দিশাহারা হয়ে [illegible] বাড়ির উল্টোদিকে ছুটলেন, ছুটতে ছুটতে হার্টফেল করে মারা গেলেন [illegible] হাউণ্ড [illegible] ফিরে [illegible] নিজের কাছে। এইজন্যই স্যর চার্লসের [illegible] হাউণ্ডের পায়ের ছাপ [illegible] মর্টিমারের চোখে পড়েছিল। সম্পত্তি অধিকারের [illegible] প্রথমবার [illegible] বিনা [illegible] প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দিলেন দুনিয়া থেকে।

কিন্তু তখনও দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী স্যর হেনরি [illegible] স্যর হেনরি [illegible] আসার আগে প্রথমে এলো লণ্ডনে, সেখানে স্ত্রীকে নিয়ে এলেন স্টেপলটন, উঠলেন অন্য একটি হোটেলে। মুখে চাপদাড়ি লাগিয়ে দিনরাত উনি স্যর হেনরির পেছন পেছন ঘুরতে লাগলেন। কিন্তু হাউণ্ডকে স্যর হেনরির গন্ধ চেনাতে হলে তার ব্যবহার করা কোনও জিনিস দরকার, তাই ওয়েটারদের হাত করে তাঁর একপাটি জুতো চুরি করলেন স্টেপলটন। কিন্তু নতুন জুতোয় গন্ধ থাকে না, তাই সেই পাটি ফিরিয়ে দিয়ে পুরোনো একপাটি জুতো হাতিয়ে নিলেন। আগেই বলেছি মিসেস স্টেপলটন তাঁর স্বামীর এই শয়তানি খেলায় অংশ গোড়া থেকেই নিতে চাননি যেজন্য তাঁকে স্বামীর মারধোর সহ্য করতে হয়েছে। স্যর চার্লসকে বাঁচাতে না পারলেও স্যর হেনরিকে বাঁচাতে স্বামীর বিরুদ্ধে রুখে

দাঁড়ালেন তিনি। খবরের কাগজ থেকে হরফ কেটে স্যার হেনরিকে হুঁশিয়ার করে একটি চিঠি লিখলেন তিনি। চিঠিতে সুগন্ধী লেগে গিয়েছিল যা নাকে যেতে আমি বুঝেছিলাম তা কোন মহিলার লেখা। বাস্কারভিল হলের কাছে মিসেস স্টেপলটন ছাড়া কোনও মহিলার হদিশ তখনও পাইনি, তাই তাঁর আর তাঁর স্বামীর ওপর গোড়াতেই আমার সন্দেহ গিয়ে পড়ল। আমি ইচ্ছে করেই লণ্ডনে আছি বোঝাতে ওয়াটসনকে ওখানে পাঠালাম তারপর গোপনে ওখানে গিয়ে কুম্বি ট্র্যাসি স্টেশনের কাছে এক জায়গায় উঠলাম। মাঝে মাঝে দরকার হলে জলায় এসে টিলার ওপর পাথরের ঘরে রাত কাটাতাম। মাঝখানে এসে জুটল ফেরারী কয়েদী সেলডেন। আপনার পুরোনো স্যুট পরেছিল বলে হাউণ্ডটা তার পিছু নিল। বেচারা তার হাত থেকে বাঁচতে পাহাড়ে উঠতে গিয়ে পিছলে পড়ে ঘাড় ভেঙ্গে মারা গেল। তার আগেই কিন্তু স্টেপলটনের আসল চেহারা আমার জানা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ হাতে ছিল না বলে হাতে নাতে ধরব বলে অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

যাক, স্যার হেনরি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ। অভিশপ্ত হাউণ্ডের অস্তিত্বও লোপ পেয়েছে। পরিস্থিতি অন্যরকম দাঁড়ালে কি হত সেটাই প্রশ্ন। স্যার হেনরি মারা গেলে স্টেপলটন কি করত? মিসেস স্টেপলটন বলেছেন তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের আসল পরিচয় দিয়ে বাস্কারভিল জমিদারির মালিকানা দাবি করতেন। লোভের বশে এমন একজন বিদ্বান গবেষকের এমন শোচনীয় পরিণতি ঘটল এটাই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

শার্লক হোমস রচনা সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

গল্পসমগ্র

অ্যাডভেঞ্চার অব শার্লক হোমস

এক

এ স্ক্যাণ্ডাল ইন বোহেমিয়া

বন্ধুবর হোমস্ যত বড় গোয়েন্দাই হোক প্রেম ভালবাসার ছিটেফোঁটাও তাকে ঈশ্বর দেননি — এ কথা আগের কাহিনীগুলোর কোনও কোনও জায়গায় প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে কুণ্ঠাবোধ করিনি। হোমসকে দোষ দেওয়ার অর্থ হয় না, তার পেশাটাই এমন যেখানে তার মতে প্রেম ভালবাসা মস্তিষ্কের বিচার ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। এহেন হোমসে্র চোখে আইরিন অ্যাডলার-এর মত এক জাঁহাবাজ যুবতী যখন শ্রেষ্ঠ মহিলা হয়ে ওঠে, তখন তা নিঃসন্দেহে কৌতূহলের উদ্রেক করে। এ কাহিনী বলা বাহুল্য সেই আইরিন অ্যাডলারকে নিয়ে, এবং শুরু করার আগে আরেকবার সবিনয়ে জানাই, মেয়েদের ঘটে আদৌ বুদ্ধি আছে কিনা সে বিষয়ে হোমসে্র যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আঠারশো অষ্টাশি সালের বিশে মার্চ। হালে বিয়ে করে অন্য জায়গায় আস্তানা পেতেছি, এখন প্র্যাকটিস আর সংসার, এই নিয়েই আমার সময় কাটে, হোমসে্র সঙ্গে কালে ভদ্রে দেখা হয়। বেসরকারি গোয়েন্দার পেশা, কোকেনের নেশা, আর গাদা গাদা বই-এর সাম্রাজ্য, এরই ভেতর আগের মত ডুবে আছে সে। অসামাজিক ধাতটাও তার বহাল আছে আগের মতই, ভুলেও এদিকে আসে না।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। সে রাতে রোগী দেখে বেকার স্ট্রিট দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছি, এমন সময় চোখে পড়ল পুরোনো আস্তানার খোলা জানালার দিকে। পর্দার গায়ে ওপাশ থেকে হোমসে্র চলন্ত ছায়া — পায়চারি করছে, দু'হাত পেছনে। মাথা ঝুঁকে পড়েছে। কোকেনের নেশা কাটলে চিন্তাভাবনার বোঝা হোমসের মাথায় সাগরের ঢেউ তোলে, তখন বসে থাকতে না পেরে এভাবে পায়চারি করতে আগেও দেখেছি তাকে।

বন্ধুত্বের টানে এসে হাজির হলাম পুরোনো আস্তানায়। হোমস্ খুশি খুশি চোখে ইশারায় বসতে বলল, চুরুটের বাক্স খুলে মদের বোতল দেখিয়ে বলল, 'বিয়ের পরে তোমার ওজন সাড়ে সাত পাউণ্ড বেড়েছে, ওয়াটসন।' তার মানে সুখেই আছো।'

'সাড়ে সাত নয়, শুধু সাত।'

'আবার প্র্যাকটিস ধরেছো?'

'কে বললে?'

'কেউ বলেনি,' হাসল হোমস্, 'দেখেই বুঝেছি। আরও বলছি মিলিয়ে নাও হালে বৃষ্টিতে খুব ভিজেছো এবং তোমার বাড়ির কাজের মেয়েটি একেবারে অপদার্থ।'

'এটা মধ্যযুগ নয়, বন্ধু, তাই বেঁচে গেলে,' আমি হাসলাম, 'যা বলছ তা ধ্রুবসত্য, জানতে গেলে দিব্যদৃষ্টি লাগে। মধ্যযুগ হলে এই ক্ষমতা থাকার জন্য গির্জার পাদ্রিরা তোমায় পুড়িয়ে মারত শয়তানের চ্যালা বদনাম দিয়ে। হ্যাঁ, আগের বৃহস্পতিবার শহরের বাইরে পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছিল, কাকভেজা হয়ে ফিরেছি। কিন্তু ভেজা জামাকাপড় ছেড়েছি কবে, এতদিন বাদে তুমি

জানলে কি করে? মেরি জেইন, অর্থাৎ আমার কাজের মেয়েটিও অপদার্থ মানছি, গিন্নি তাঁকে বরখাস্তের নোটিশ দিয়েছেন। কিন্তু এত খবর —'

'এতগুলো বছর আমার সঙ্গে মিছিমিছি কাটালে, ডাক্তার,' মুচকি হাসল হোমস্, 'বাঁ পায়ের জুতোর দিকে তাকালে দেখবে চামড়ার আঁচড় পড়েছে — তাড়াহুড়ো করে কাদা তোলার অপচেষ্টার ফল। জলঝড়ের দিনে পথে বেরিয়েছিলে বলে কাদা লেগেছিল জুতোয়। বাড়ি ফিরে কাজের লোককে বলেছিলে কাদা সাফ করতে, সে চটপট কাজ সারতে গিয়ে আঁচড় ফেলেছে চামড়ায়। আর প্র্যাকটিসের খবর? তোমার ডানহাতের তর্জনিতে সিলভার নাইট্রেটের ছোপ লেগেছে, গা থেকে ভুরভুর করে বেরোচ্ছে আইডোফর্মের গন্ধ, মাথায় পরেছো স্টেথো রাখার উঁচু টুপি। তুমি যে আবার প্র্যাকটিসে নেমেছো এরপরেও কি বুঝতে বাকি থাকে বন্ধু?'

'কি সহজ সরল যুক্তি,' হেসে বললাম, 'এখন মনে হচ্ছে আমিও বলতে পারতাম।'

'ঐখানেই তোমার সঙ্গে আমার বিশাল ফারাক,' চুরুট ধরিয়ে এতক্ষণ বাদে বসল হোমস্, 'আমার মত খুঁটিয়ে তুমি কখনও দেখো না।

'আচ্ছা আমার এখানে কমদিন কাটাওনি, বলো তো নিচের হলঘর থেকে এ ঘরে ওঠার সিঁড়িতে মোট কটা ধাপ আছে?'

'তা বলতে পারব না।'

'আমি পারব, মোট সতেরোটা ধাপ,' একটা গোলাপি কাগজ এগিয়ে দিল হোমস্, 'এই চিঠিটা জোরে পড়ো।'

পুরু কাগজ, তাতে ঠিকানা, তারিখ, স্বাক্ষর কিছু নেই, আছে কয়েক লাইনের ছোট্ট বয়ান ঃ

'আজ রাত পৌনে আটটা নাগাদ এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক মুখে মুখোশ এঁটে আপনার কাছে আসবেন কোনও জটিল ব্যাপারে পরামর্শ করতে। তাঁকে যতদূর পারেন সাহায্য করবেন।'

'এর মধ্যে কোনও রহস্য আছে,' আমি বললাম।

'পুরু দামি কাগজ,' হোমস্ বলল, 'এ কাগজ তৈরি হয়েছে বোহেমিয়ায়, আলোর কাছে নিয়ে গেলে জার্মান ভাষায় লেখা জলছাপ চোখে পড়বে। ওয়াটসন, চিঠি যিনিই লিখুন তিনি যে একজন ধনী জার্মান তাতে সন্দেহ নেই। কোনও হেজিপেজি জার্মান, এত দামি কাগজে চিঠি লেখে না। ঐ বাইরে ঘোড়ার গাড়ি থামার আওয়াজ হল, মনে হচ্ছে তিনি এসেছেন।'

তার কথা শেষ হতে নিচে সদর দরজার ঘণ্টা বাজল, জানালা দিয়ে বাইরে এক ঝলক দেখে হোমস মুখ ফেরাল, 'ওয়াটসন, যা ভেবেছি তাই। দামি ব্রুহাম গাড়ি, ঘোড়াদুটোর দাম কম করে তিনশো গিনি। এ কেসে টাকার গন্ধ পাচ্ছি।'

পর মুহূর্তে দরজার পাল্লার বাইরে থেকে জোরালো আওয়াজ— আঙুল দিয়ে ঠোকার আওয়াজ।

'আসুন' বলল হোমস্।

দরজার পাল্লা ঠেলে লম্বা চওড়া যে মানুষটি ঢুকলেন একপলক তাকালে যে কেউ তাঁকে জমকালো রাজার ছেলে ঠাওরাবে। পরনে খুব দামি পোশাক, মাথায় উঁচু টুপি, মুখে মুখোশ। প্রখর ব্যক্তিত্ব আর মনের জোর ঠিকরে বেরোচ্ছে।

'চিঠি পেয়েছেন?'আগন্তুকের কথার ঢংয়ে জার্মান ছোঁয়া।

' পেয়েছি'ইশারায় আমায় দেখাল হোমস্, ইনি আমার বন্ধু ও সহকারী ডঃ ওয়াটসন। মহাশয়ের পরিচয় জানতে পারি?'

'আমি কাউন্ট ফন ক্র্যাম' ভদ্রলোক বললেন, বোহেমিয়ার এক অভিজাত বংশের ছেলে। আপনার সহকারীকে বিশ্বাস করা যায়?'

উঠে দাঁড়াতেই হোমস্ আমার হাত ধরে টেনে বসিয়ে বলল, 'যা বলবেন এঁর সামনেই বলতে হবে আপনাকে, নয়তো শুনব না।'

'বলছি,' ভদ্রলোক গলা নামালেন, 'তার আগে কথা দিন কম করে দু'বছর আমার সব কথা গোপন রাখবেন, নয়তো ইউরোপের পরিস্থিতিতে ঘোর দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে।'

'কথা দিচ্ছি,' একসঙ্গে বললাম দু'জনে।

'আমার আসল পরিচয় আপনাকে দিইনি,' মুখোশ আঁটা রহস্যময় আগন্তুক বললেন।

'এ আমার কাছে নতুন নয়,' হোমসের গলা রুক্ষ শোনাল, 'আমি জানি।'

'বোহেমিয়ার আর্মস্টাইন রাজবংশের স্বার্থেই আমায় এত হুঁশিয়ার হতে হচ্ছে।'

'তাও জানি, মহারাজ,' নিমেষে বিনীত হল হোমস্, 'তবে সব কথা যদি খুলে বলেন তাহলে আপনাকে সাহায্য করার ব্যাপারে বুদ্ধি দিতে পারি।'

বন্ধুর মুখে 'মহারাজ' সম্বোধন শুনে চমকে উঠলেন আগন্তুক। নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখার প্রচেষ্টা এভাবে ব্যর্থ হবে ভাবতে পারেননি। উত্তেজিত ভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করে একটানে মুখোশ খুলে ফেলে বললেন, 'ঠিক ধরেছেন, আমিই বোহেমিয়ার রাজা, সবই যখন জেনেছেন তখন আর গোপন রেখে লাভ কি?'

'ওয়াটসন,' হোমস্ বলল, 'ক্যাসেল ফেলস্টাইনের গ্রাণ্ড ডিউক উইলহেল্ম সিগিসমণ্ড ফন ওর্মস্টাইন এখানে এসেছেন, কি সৌভাগ্য! হ্যাঁ, জেনে রাখো ইনি বোহেমিয়ার রাজা।'

'আমার নাড়ি নক্ষত্র কিছুই জানতে দেখছি আপনার বাকি নেই,' বোহেমিয়ার রাজা বললেন, 'সেই প্রাগ থেকে এভাবে মুখে মুখোশ এঁটে আসছি, ব্যাপারটা এত গোপন।'

'না থেমে সব খুলে বলুন।'

'আইরিন অ্যাডলারের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন,' মহারাজ বললেন, 'বিখ্যাত অভিনেত্রী, আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর আগে ওয়ারশে ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।'

ওয়াটসন নামের সূচিপত্রখানা একবার বের করো, চেয়ারে ঠেস দিয়ে চোখ বুজল হোমস্।

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত মানুষদের নাম ধাম পেশা ইত্যাদি যাবতীয় বিবরণ একটা খাতায় লিখে রাখে হোমস্, দরকারের সময় কাজে লাগে। সূচিপত্রের পাতা ঘেঁটে আইরিন অ্যাডলারের নাম বের করে হোমস্কে দিলাম।

কি লেখা আছে? ১৮৫৮তে জন্মেছে নিউজার্সিতে। পোল্যাণ্ডের ইম্পিরিয়াল ওয়ারস রঙ্গ মঞ্চের প্রধান গায়িকা। আপাতত রঙ্গমঞ্চ থেকে অবসর নিয়ে লণ্ডনে আস্তানা গেড়েছেন। এই হল ব্যাপার! মহারাজ বোধ হয় একদা এর প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে কিছু চিঠি লিখেছিলেন,তাই না?

'ঠিক ধরেছেন, মিঃ হোমস্!'

'এবং এখন সেই চিঠিগুলো ফেরত চান, এই তো?'

'অনেকটা তাই, কিন্তু আপনি—'

'লুকিয়ে মহিলাকে বিয়ে করে বসেননি তো?'

'আজ্ঞে না, অতদূর এগোয়নি।'

'তাহলে? কোনও গোপন দলিল বা ঐ জাতীয় অন্য কাগজপত্র?'

'তাও না।'

'মহিলাকে লেখা চিঠিগুলো সত্যিই আপনার লেখা তার প্রমাণ কি?'

'প্রমাণ আমার হাতের লেখা।'

'হাতের লেখা জাল করা যায়, কঠিন কাজ নয়, মহারাজ।'

'কিন্তু সেসব চিঠি তো আমারই নিজের রাইটিং প্যাডের কাগজে লেখা।'

'প্যাডের কাগজ চুরি করা শক্ত নয় মহারাজ।'

'কিন্তু সেসব চিঠিতে যে আমার ব্যক্তিগত সীলমোহর আছে মিঃ হোম্স।'

'সীলমোহর নকল করা যায়।'

'আমার ফোটোও আছে আইরিনের কাছে, তার কি হবে?'

'ফোটো কেনা যায়।'

'কিন্তু ফোটোতে যে দুজনেই আছি,' আক্ষেপ ফুটে বেরোল মহারাজের গলায়,'আইরিনকে পাশে নিয়ে ফোটো তুলেছিলাম।'

'হ্যাঁ, এটা সত্যিই বোকার মত কাজ করেছেন।'

হোমসের গলা গম্ভীর হল, 'পরিণতির কথা একবারও ভাবেননি।

'মানছি মিঃ হোমস, কিন্তু তখন আমার বয়স ছিল কম, তাই পরিণতির কথা মাথায় আসেনি।'

'সে ফোটো মিস অ্যাডলারের কাছ থেকে সরিয়ে ফেললেই তো ঝামেলা মিটে যায়, মহারাজ।'

'সে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি মিঃ হোমস্। তারপর সেটা দাম দিয়ে কিনতে চেয়েছি কিন্তু আইরিন সে ফোটো বেচতে রাজি হয়নি। বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা, শেষ পর্যন্ত পেশাদার চোর ভাড়া করেও সে ফোটো চুরি করাতে পারিনি আইরিনের হেফাজৎ থেকে।'

'আচ্ছা একটা প্রশ্নের জবাব দিন। ঐ একখানা ফোটো নিয়ে আপনিই বা এত দুশ্চিন্তা করছেন কেন?'

'তাহলে শুনুন মিঃ হোমস্, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাজার সেজো মেয়ে ক্লোতিনাদে লোথম্যান ফন স্যাকসে মেনিনজেনের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে। পাত্রপাত্রী স্থির করার ব্যাপারে ঐ রাজপরিবারের মনোভাব কতদূর গোঁড়া আশা করি তা আপনার অজানা নয়। আমার হবু পাত্রী নিজেও এ নীতি মেনে চলেন। আইরিনের সঙ্গে তোলা আমার ফোটোখানা রাজকুমারীর হাতে এলেই আমার স্বভাবচরিত্র নিয়ে সন্দেহ জাগবে তাঁর মনে তখন এ বিয়ে ভেঙ্গে যেতে বাধ্য।'

'আইরিন বলেছেন একথা?'

'হ্যাঁ মিঃ হোমস, ফোটোখানা রাজকুমারীর হাতে পাঠিয়ে দেবে বলে ও আমায় শাসিয়েছে। আইরিনকে আপনি চেনেন না, আমি চিনি ওর হৃদয় মন যে ইস্পাতে গড়া তা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। একবার যা বলবে তা যেমন করে হোক করে ছাড়বে সে। আইরিন দেখতে যেমন সুন্দরী তেমনই ভয়ানক একগুঁয়ে জেদী।'

'বেশ, কিন্তু সে ফোটোটা যে এর মাঝেই উনি আপনার হবু পাত্রীর কাছে পাঠাননি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছেন কি করে?'

'কারণ আইরিনের বক্তব্য — আসছে সোমবার আমার বিয়ের কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হবে, আইরিন জানিয়েছে ঐদিনই ফোটোখানা পাত্রীর হাতে পৌঁছে দেবে সে।'

'তাহলে হাতে মাত্র তিনটে দিন সময় পাচ্ছি,' হোমস্ হাই তুলে অলস ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি লণ্ডনে কোথায় উঠেছেন?'

'এখানে ল্যাংঘাস হোটেলে উঠেছি,' বোহেমিয়ার মহারাজা বললেন, 'দরকার মত সেখানেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

বেশ সহজ গলায় হোমস বলল, 'এবার বলুন আমায় পারিশ্রমিক বাবদ কত দেবেন?'

'আপনি যা চাইবেন তাই।'

'কথা দিলেন তো?'

'মিঃ হোমস, চান তো আমার রাজত্বের একটা পুরো এলাকা আপনাকে দিতে পারি — যে কোনও উপায়ে ফোটোটা আমার চাই।'

'এ কাজে খরচ আছে মহারাজ, আগাম কিছু দিয়ে যান।'

ফ্রান্স লেদারের একটা থলে হোমসের সামনে রাখলেন মহারাজ 'এতে সাতশো পাউণ্ডের নোট আর তিনশো সোনার মোহর আছে, আপাতত এই দিয়ে কাজ চালিয়ে নিন।'

'ধন্যবাদ,' হোমস্ চামড়ার থলে ড্রয়ারে রেখে হাতে লেখা কাঁচা রসিদ দিল, 'আরেকটা জিনিস দরকার, আইরিন অ্যাডলারের ঠিকানা।'

'লিখে নিন মিঃ হোমস', গ্র্যাণ্ড ডিউক বললেন,'ব্রায়োনিলজ, সাপেনিস্টন অ্যাভিনিউ, সেন্টজনসউড।'

শেষ প্রশ্ন — যেটা চাইছেন সেই ফোটোটা কি ক্যাবিনেট সাইজের?'

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস।'

'অশেষ ধন্যবাদ মহারাজ, আর আমার কোনও প্রশ্ন নেই, আশা করছি শীগগিরই আপনাকে ভাল খবর দিয়ে দেব। আজকের মত গুডনাইট।'

'মুখোশে আগের মত চোখমুখ ঢেকে গ্র্যাণ্ড ডিউক বিদায় নিলেন, তাঁর ঘোড়ার গাড়ির চাকার আওয়াজ মিলিয়ে যেতে আমার দিকে তাকাল হোমস। 'বাড়ি যাও, ওয়াটসন, আগামীকাল বিকেল তিনটে নাগাদ চলে এস, কেসটা নিয়ে কিছু আলোচনা করার আছে। কষ্ট করে এসেছ বলে ধন্যবাদ! গুডনাইট!'

দুই

কথামত পরদিন ঠিক বিকেল তিনটেয় এসে হাজির হয়েছি বেকার স্ট্রীটে পুরোনো আস্তানায়। ল্যাণ্ডলেডি জানালেন হোমস্ সাতসকালে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। ফায়ারপ্লেসের ধারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে ময়লা পোশাকপরা যে লোকটি ঘরে ঢুকল একনজর তাকালে তাকে গাড়োয়ান ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তবু ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে মালুম হল গাড়োয়ান হোমস্ স্বয়ং, মুখে দাড়ি গোঁফ, দুচোখ টকটকে লাল, পা ফেলতে গিয়ে বারবার টলে পড়ছে — যেন ভরদুপুরে আকণ্ঠ মদ খেয়েছে, নেশায় দাঁড়াতে পারছে না। আমায় কিছু না বলে হোমস্ ঢুকে পড়ল শোবার ঘরে, দাড়ি গোঁফ আর ময়লা পোশাক পাল্টে পরিষ্কার স্যুট গায়ে চাপিয়ে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে কিছুক্ষণ হাসল। খুশির দমফাটা হাসি। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলে উঠল, 'অমন হাঁ করে দেখছ কি? সকালে গিয়েছিলাম রাজা সাহেবের প্রেমিকা আইরিন অ্যাডলারের বাড়ি। গাড়োয়ান সেজেছিলাম নিজেই দেখেছো, ওখান কয়েকজন গাড়োয়ানের কাছ থেকে কিছু খবর যোগাড় করেছি। খুব ভোরে বেড়ানো আর কোথাও কনসার্টে গাইতে যাওয়া ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোন না। তবে নিঃসঙ্গ নন, গডফ্রে নর্টন নামে এক পুরুষ বন্ধু রোজ ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তিনি পেশায় উকিল। একথা শোনার পর থেকেই সন্দেহ জেগেছে মনে, হবু পাত্রীর কাছে ফোটো পাঠিয়ে রাজাসাহেবের বিয়ে ভেঙ্গে দেবার বুদ্ধি নিশ্চয়ই ওঁর মগজ থেকে বেরিয়েছে। সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে আইরিনের উনি প্রেমিক। আমার সামনেই গডফ্রে নর্টন গাড়ি থেকে নেমে চললেন আইরিন অ্যাডলারের বাড়িতে। সুন্দর সুপুরুষ। একবার দেখলে শুধু আইরিম কেন, যে কোন মেয়েই প্রেমে পড়বে। বসার ঘরে আইরিনকে হাত পা নেড়ে কি যেন বোঝালেন। তারপর বেরিয়ে আবার চাপলেন ঘোড়ার গাড়িতে, সেন্ট মন্টিকা গির্জায় যাবার হুকুম দিলেন। কুড়ি মিনিটে পৌঁছে দিলে আধ গিনি বকশিষও কবুল করলেন কানে এল। তাঁর গাড়ি উধাও হতেই আরেকটা গাড়ি এসে থামল দোরগোড়ায়, দেখলাম আইরিন অ্যাডলার সেজে গুজে তাতে চাপলেন। তিনিও সেন্ট মন্টিকা গির্জায় পৌঁছে দেবার হুকুম দিলেন গাড়োয়ানকে, মিঃ নর্টনের মত তাঁকেও হাঁকতে শুনলাম — 'কুড়ি মিনিটে পৌঁছে দিতে পারলে আধ গিনি বকশিষ!'

তাঁর গাড়ি চলে যেতে একটা ছ্যাকরা গাড়িতে চেপে ওঁদের পিছু নিলাম, আমিও কুড়ি মিনিটে গির্জায় পৌঁছে দিলে আধ গিনি বকশিষের লোভ দেখালাম গাড়োয়ানকে।

গির্জায় পৌঁছে দেখি গডফ্রে নর্টন আর মিস অ্যাডলার বেদির সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁদের পরনে বিয়ের সাজ। আমাকে দেখে মিঃ নর্টন ছুটে এলেন, বিয়ের সাক্ষি দরকার কিন্তু হাতের কাছে কাউকে পাননি। পাদ্রি মন্ত্র পড়ে ওঁদের বিয়ে দিল। আমি সাক্ষি হিসেবে খাতায় সই করলাম। এক পাউণ্ড পারিশ্রমিকও পেলাম। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা ভেবেই একটু আগে হাসছিলাম।

'তারপর কি হল?'

গির্জা থেকে বেরিয়ে মিঃ নর্টন বৌকে বললেন, তিনি রোজের মত যাবেন। সেখান থেকে সোজা ফিরে এলাম বাড়িতে। বড্ড খিদে পেয়েছে। খেয়ে একটা বেআইনি কাজ সারবার বুদ্ধি বের করতে হবে। ওয়াটসন একাজে তোমায় আমার চাই, বলো রাজি তো?'

'তোমার জন্য যে কোনও কাজ করতে আমি রাজি, হোমস তা আইনি হোক বা বেআইনি হোক কিছু আসে যায় না।'

বেলা পড়ে এসেছে এখন আর লাঞ্চ খাবার সময় নেই। ঘণ্টা বাজিয়ে মিসেস হাডসনকে ডেকে হোমস্ কয়েক টুকরো করে সেদ্ধ বিফ আর এক গ্লাস বিয়ার দিতে বলল। খাবার নিয়ে মিসেস হাডসন ফিরে এলেন একটু বাদেই। খাওয়া শেষ হতে হোমস্ বলল, ঘণ্টা দুয়েক বাদে আইরিন বাড়ি ফিরবে, আমরা তখন বেরোব। তোমার কাজ কি হবে মন দিয়ে শোন। তার আগে এটা পকেটে রেখে দাও, হুঁশিয়ার, এটা কিন্তু স্মোক বম্ব।'

'বম্ব, বোমা।' ভয়ে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

'হ্যাঁ, তবে স্মোক বম্ব, ফাটলে কেউ মরবে না, চারপাশ শুধু ধোঁয়ায় ভরে যাবে, বলে চুরুটের মত একটা জিনিস হোমস্ গুঁজে দিল আমার হাতে, আমি সেটা সাবধানে কোটের পকেটে রেখে দিলাম।

'এবার শোন। আমি ব্রায়োনি লজের ভেতরে ঢুকব তুমি ওটা নিয়ে বাইরে বসার ঘরের বন্ধ জানালার পাশে দাঁড়াবে। জানালা খুলে গেলে আমি হাত নাড়ব, সঙ্গে সঙ্গে তুমি বোমাটা ঘরের ভেতর ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠবে আগুন! আগুন! বলে। ভিড় জমলেই এদিক ওদিক তাকিয়ে কেটে পড়বে, উল্টোদিকে গিয়ে দাঁড়াবে, ভেতরের কাজ হাঁসিল করে আমি আসব সেখানে। মাথায় ঢুকেছে?'

'ঢুকেছে।'

আমায় বসিয়ে রেখে পাদ্রি সাজল হোমস, সোয়া দু'টো নাগাদ দুজনে রওনা হলাম। ব্রায়োনি লজের কাছাকাছি এসে নামল হোমস্, গলা নামিয়ে বলল, 'ফোটোটা বড় সাইজের, সেটা আইরিনের কাছেই আছে অর্থাৎ বাড়ির ভেতরেই আছে এতে সন্দেহ নেই, সেটা খুঁজে বের করাই হবে আমাদের কাজ।'

'ফোটো কোথায় লুকোনো আছে তুমি জানবে কি করে?'

'আমি খুঁজে বের করতে যাব কেন,' হোমস্ বলল, 'আইরিন নিজেই দেখিয়ে দেবেন।'

'হোমসে্র কথা শেষ হতে একখানা দামি ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল ব্রায়োনি লজের দোরগোড়ায়, বুঝলাম আইরিন বাড়ি ফিরলেন। একজন গাড়োয়ান এগিয়ে এসে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল, সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন দৌড়ে এসে, তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল, আইরিনের দেয়া বকশিশ ছিনিয়ে নেবার মতলবে। আইরিন গাড়ি থেকে নামার আগেই আরও কিছু লোক ছুটে এল, শুরু হল হাতাহাতি। পাদ্রির পোশাক পরা হোমস্ নিজেও ছুটে গেল, আইরিনকে হাত ধরে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনতে, কিন্তু গাড়ির কাছে যেতেই হল্লাবাজদের একজন লাঠির এক ঘা বসাল তার মাথায়। চোট খেয়ে সে পড়ে গেল মাটির ওপর, রক্ত ঝরতে লাগল মাথার ক্ষতস্থান থেকে। রক্ত দেখে ভয় পেল হল্লাবাজেরা, তারা যে যার মত সরে পড়ল। পথ সাফ হতে আইরিন নেমে এলেন গাড়ি থেকে, বাড়ির সিঁড়িতে পা দিয়ে পাদ্রিরূপী আহত হোমসকে বসার ঘরে নিয়ে

সোফায় শুইয়ে দেবার হুকুম দিলেন গাড়োয়ানকে। সবাই গাড়োয়ানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এবার বাড়ির অন্যান্য চাকরবাকরেরা হোমসকে পাঁজাকোলা করে বসার ঘরে নিয়ে সোফায় শুইয়ে দিল। বসার ঘরে আলো জ্বলছে, খোলা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে সব চোখে পড়ছে, দেখলাম আইরিন নিজে হাতে আহত পাদ্রির শুশ্রূষা করছেন।

খনিক বাদে সুস্থ হয়ে উঠে বসল হোমস, যেভাবে বলেছিল ঠিক সেভাবে হাত তুলল। সংকেত পেয়ে আর দেরি করলাম না। স্মোক বম্ব বের করে আশপাশের লোকের চোখ এড়িয়ে বসার ঘরে ছুঁড়ে ফেলে 'আগুন! আগুন!' বলে জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম। মেঝেতে পড়েই বোমা গেল ফেটে, রাশি রাশি কালো ধোঁয়া ভেতর থেকে বেরোতে লাগল। ধোঁয়া দেখে জানালার বাইরে ভিড় জমল, আমি হোমসের নির্দেশমত উল্টোদিকে গিয়ে দাঁড়ালাম, খানিক বাদে হোমস এল সেখানে, চাপাগলায় বলল, 'সাবাশ ওয়াটসন, সত্যিই তোমার তুলনা হয় না। চলো এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

আশেপাশে কে কোথায় কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে দেখছে ভেবে জবাব দিলাম না, হোমসের পাশে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে চললাম। কিছু দূর এসে প্রশ্ন করলাম 'ফোটোর হদিশ পেলে?'

পেয়েছি, আইরিন নিজেই দেখিয়ে দিলেন।

তার কথার ধরন শুনে একটা দারুণ সন্দেহ উঁকি দিল মনে, চাপতে না পেরে জানতে চাইলাম,'খানিক আগে যারা তোমায় মেরেছে তারা কি তোমারই লোক?'

'ঠিক ধরছে ভায়া,' মুখ টিপে হাসল হোমস, 'আগেভাগে হাতে রং মেখে নিয়েছিলাম, মাটিতে পড়ে যেতে সেই রং মুখে বুলিয়ে নিলাম, আইরিন ধরে নিলেন আমার মাথা ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। দয়াপরবশ হয়ে আমায় বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়ালেন। তারপর তুমি বোমা ছুঁড়ে মারলে তখনই জানলাম ফোটোটা কোথায় লুকোনো আছে।

'কোথায় আছে বলো।'

বসার ঘর থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে দেখে আইরিন ফিরে এলেন। স্পষ্ট দেখলাম কলিং বেল-এর দড়ির ওপরের একটা আলগা কাঠের তক্তা ফাঁক করে ফোটোটা একপলক দেখে আবার সেটা রেখে দিলেন যথাস্থানে। তখনই আমার যা জানার জানা হয়ে গেল।'

'এবার কি করণীয়?'

'কাল সকালে রাজামশাইকে নিয়ে আবার যাব আইরিনের বসার ঘরে, আইরিন টের পাবার আগেই ফোটো হাতিয়ে নেব। দাঁড়াও রাজামশাইকে আগাম সব জানিয়ে তৈরি থাকতে খবর পাঠাব আজই।'

রাজামশাইকে খবর পাঠিয়ে হোমসের সঙ্গে ফিরে এলাম পুরোনো আস্তানায়। সদর দরজা খোলার আগেই কানে এল 'গুডনাইট, মিঃ শার্লক হোমস!'

ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল লম্বা রোগাটে চেহারার এক ছোকরা দ্রুতপায়ে হেঁটে গেল, গায়ে অলস্টার জড়ানো। মনে হল কথাটা সেই বলল।

'লোকটাকে চিনতে না পারলেও গলাটা চেনা ঠেকল, আগেও শুনেছি।'

হোমসের আস্তানাতেই খেয়েদেয়ে রাত কাটালাম। পরদিন সকাল সাতটায় দেখা দিলেন বোহেমিয়ার রাজামশাই। কথা না বলে হোমস তাঁকে নিয়ে তখন ব্রায়োনি লজের পথে রওনা হল। আমিও সঙ্গে গেলাম। পথে যেতে যেতে গডফ্রে নর্টন আর আইরিন অ্যাডলারের বিয়ের খবর তাঁকে শোনাল হোমস, শুনে রাজামশাই-এর মুখে আঁধার নেমে এল।

ব্রায়োনি লজের সদর দরজা হাট করে খোলা, দরজায় দাঁড়িয়ে এক বয়স্কা কাজের লোক।

'আপনাদের মধ্যে মিঃ শার্লক হোমস নামে কেউ আছেন?' হেসে জানতে চাইলো সে।

'হ্যাঁ, আমিই শার্লক হোমস।' জবাব দিল হোমস, 'আইরিন কোথায়?'

'ওঁরা স্বামী স্ত্রী আজ খুব ভোরবেলার ট্রেন ধরে এদেশ ছেড়ে বরাবরের মত চলে গেছেন, যাবার সময় আমায় বলেছেন আপনি হয়ত একবার আসবেন।'

'চলে গেছে আইরিন? একি সর্বনাশ হল, মিঃ হোমস, এখন উপায়?'

উত্তর না দিয়ে কাজের লোকটির পাশ কাটিয়ে বসার ঘরে ঢুকল হোমস, তার পেছনে আমরা দুজন। ঘরের ভেতর সব লণ্ডভণ্ড হয়ে ছড়ানো ছেটানো। এগিয়ে এসে কলিং বেল-এর ওপরের তক্তাটা ভেঙ্গে ফেলল হোমস। ভেতরের অনেকটা ফাঁপা, হাতড়ে সেখান থেকে দুটো জিনিস বের করে আনল সে একটা আইরিনের ফোটো অন্যটা মুখবন্ধ একটা খাম ওপরে লেখা শার্লক হোমস-এর জন্য।'

খামের মুখ ছিঁড়ে ভেতর থেকে একটা চিঠি টেনে বের করল হোমস। চিঠি লেখার সময় উল্লেখ আছে রাত ১২টা। চিঠির বয়ান এরকম।

মিঃ শার্লক হোমস প্রিয়বরেষু,

বোহেমিয়ার রাজামশাই ওঁর একটা ফোটো আমার কাছ থেকে হাতিয়ে নেবার জন্য আপনার শরণাগত হয়েছেন, এ খবর কানে এলেও গোড়ায় তেমন গুরুত্ব দিইনি। তারপর পাদ্রি সেজে আমার বাড়িতে ঢুকে যখন আগুন লাগানোর অভিনয় করে চলে যাবার পরে টের পেলাম। গোড়াতেই আপনাকে গুরুত্ব না দিয়ে খুবই বোকার মত কাজ করেছি। প্রতিপক্ষ হলেও আপনার বুদ্ধি আর কাজের তারিফ না করে পারছি না। তবে এও জানবেন আপনার পাদ্রির পোশাক দেখে আমার মনেও সন্দেহ জেগেছিল, তাই আপনার অজান্তে ওপরে গিয়ে পুরুষের ছদ্মবেশ নিয়ে আপনার পিছু নিয়েছিলাম। বেকার স্ট্রিটে এসে দেখলাম আমার সন্দেহ ঠিক, আপনি পাদ্রি নন, শার্লক হোমস। তাই পাশ কাটিয়ে যাবার সময় আপনাকে সেদিন গুডনাইট জানিয়েছিলাম।

আপনার মত শক্তিমান প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করার সাধ পরিত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আমরা দুজনে আলোচনা করেই এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম। তবে যেজন্য আমার পিছু নেওয়া রাজাসাহেবের সেই ফোটো আপনি পাবেন না। ওটা আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, যাতে জীবনের বাকি রাতগুলো ওঁকে প্রচণ্ড দুর্ভাবনায় কাটাতে হয়। যে ব্যবহার উনি আমার সঙ্গে করেছেন, এটা তার বদলা ধরে নিন। দরকার হলে পরে কখনও ওটা কাজে লাগাতে পারি। তবে খালি হাতে আপনাকে ফিরতে হবে না, আমার অন্য একটা ফোটো রেখে যাচ্ছি। চাইলে এটা ওঁকে দিতে পারেন।

বিনীত

আইরিন নর্টন (অ্যাডলার)।

'মিঃ হোমস', চিঠি পড়ে মুখ খুললেন রাজাসাহেব, 'ফোটো পেলাম না বলে নয়, কিন্তু আইরিনকে বিয়ে করতে পারলাম না বলে এখন সত্যিই আফশোষ হচ্ছে। আমাদের মত কোনও বড় ঘরে ওর জন্ম হয়নি একি কম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। আপনিই বলুন!'

'এবিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত' হোমস বলল, 'অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও যেটুকু দেখেছি তাতে বুঝেছি ঐ মহিলা আপনার থেকে পুরো আলাদা শ্রেণীভুক্ত। ইচ্ছে থাকলেও আরও ভালভাবে এ কেস শেষ করতে পারলাম না বলে আমার নিজেরও কি কম আফশোষ হচ্ছে!'

'ওকথা বলবেন না মিঃ হোমস,' রাজাসাহেব বললেন, 'যেভাবে কেস শেষ হল তার তুলনা হয় না। আপনার একটা পুরস্কার প্রাপ্য, বলুন কি চান, এটা নেবেন? রাজাসাহেব তাঁর আঙুলের পান্নাবসানো সোনার প্যাঁচালো আংটিটা খুললেন।

'ওর চেয়েও দামি একটা জিনিস যদি চাই?' জানতে চাইল হোমস। 'সেটা কি?'

'আইরিন অ্যাডলারের এই ফোটো,' বলে ফোটোটা দেখাল হোমস।

'ওটা নেবেন? বেশ তো নিন।'

'ধন্যবাদ মহারাজ, সবকিছু ভালভাবে মিটে গেল তাই আমার দায়িত্বও মিটল। চলো হে ওয়াটসন।' ঝুঁকে রাজকীয় প্রথায় কুর্নিশ করে পিছু ফিরল হোমস। বোহেমিয়ার রাজা কপালে হাত ঠেকিয়ে তাকে স্যালিউট দিলেন কিন্তু হোমসের তা নজরে পড়ল না।

এই কেস-এর পর থেকেই মহিলাদের বুদ্ধি নিয়ে বিদ্রূপ করা ছেড়ে দিল হোমস।

দুই
দ্য রেড হেডেড লিগ

মিঃ জ্যারেজ উইলসনের চেহারার একমাত্র বৈশিষ্ট্য তাঁর মাথার একরাশ লাল চুল। হঠাৎ দেখলে আগুনের আভার কথা মনে পড়ে। হোমস-এর মুখেই শুনলাম, ভদ্রলোক অনেক জটিল কেস এনে দিয়েছিলেন তাকে, রহস্য সমাধানে সাহায্যও কম করেননি। একটা পুরোনো খবরের কাগজ পকেট থেকে বের করলেন মিঃ উইলসন। তারপর অনেক খুঁজে একটা বিজ্ঞাপন বের করে বললেন, 'এই বিজ্ঞাপনের ফাঁদেই পা দিয়েছিলাম মিঃ হোমস।'

'ওয়াটসন, বিজ্ঞাপনে কি লিখেছে পড়ো দেখি।'

'স্বর্গীয় এজেকিয়া হাকিনস-এর উইল অনুযায়ী রেড হেডেড লিগের একটি সদস্যপদ খালি হয়েছে। ইচ্ছুক ব্যক্তি সাধারণ কাজের বিনিময়ে প্রতি সপ্তাহে চার পাউণ্ড বেতন পাবেন। চুলের রং গাঢ় লাল, বয়স একুশ-এর ওপর, সুস্থ দেহ ও মন-এর অধিকারী এমন ইচ্ছুক ব্যক্তিরা আবেদনপত্রসমেত সকাল এগারোটায় নিচের ঠিকানায় দেখা করুন।'

মিঃ ডানকান রস,
দ্য রেড হেডেড লিগ,
৭, পোগস্ কোর্ট, ফ্লিট স্ট্রিট।

'এ তো ভারি অদ্ভুত বিজ্ঞাপন!' আমি বললাম।

'সত্যি অদ্ভুত ওয়াটসন এবং রহস্যময়,' হোমস বলল, 'নোটবই বের করো, কাগজ-এর নাম তারিখ আর বিজ্ঞাপনের বয়ান লিখে রাখো। আপনি কি করেন খুলে বলুন, মিঃ উইলসন।'

১৮৯০-এর ২৭শে এপ্রিল তারিখের মর্নিং ক্রনিকল।

'না বলছিলাম মিঃ হোমস' মিঃ উইলসন মুখ খুললেন, 'একটা ছোট দোকানঘরে আমার বন্ধকী কারবার, কর্মচারী শুধু একজন; সে অর্ধেক মাইনেতে কাজ করে।'

'অর্ধেক মাইনেতে কাজ করে? হোমস জানতে চাইল, 'তা আপনার কর্মচারীর নাম কি?'

'ভিনসেন্ট স্পল ডিং, মিঃ হোমস। চেহারা দেখে বয়স কত বোঝা যায় না, বুদ্ধিও তেমন পাকা নয়, নয়ত অর্ধেক মাইনেতে পড়ে থাকে আমার কাছে? ছোঁড়ার আবার ফোটো তোলার শখ, আমার দোকানের মাটির নিচে সেলারে দিনরাত বসে ফোটো ডেভালাপ করে। আর কিছু নয়, শুধু ফাঁক পেলেই ক্যামেরা নিয়ে দৌড়োয় ফোটো তুলতে, ভিনসেন্টের এই একটাই দোষ।'

'সে লোক এখনও আপনার কাছে আছে?'

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস,' মিঃ উইলসন বললেন, 'এছাড়া আরও একজন আছে — তেরো চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ে, আমার রান্নাবান্না আর ঘর সংসার সামলায়। আমি বিপত্নীক মিঃ হোমস। তারপর যা বলছিলাম! আজ থেকে ঠিক দু'মাস আগে ভিনসেন্ট এই কাগজটা নিয়ে এল আমার কাছে। বিজ্ঞাপনটা দেখাল। ওর চুলের রং লাল নয় বলে আক্ষেপ করল। আমার কারবারে কিছুদিন ধরে মন্দা চলছিল তাই সামান্য কাজের বিনিময়ে বছরে দু'শো পাউণ্ড রোজগারের লোভ সামলাতে পারলাম না।'

'তারপর?'

'দোকান বন্ধ করে ভিন্সেন্টকে সঙ্গে নিয়েই গেলাম বিজ্ঞাপনের ঠিকানায়। গিয়ে দেখি প্রচুর লোক সেই বিজ্ঞাপন দেখে হাজির হয়েছে; সিঁড়িতে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা!'

'একসময় আমার সময় এল। ঘরে ঢুকতেই একজন এসে আমার মাথার চুল মুঠোয় করে ধরে এমন জোরে টানলেন যে ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠলাম। চোখে জল বেরিয়ে এল।'

'কিছু মনে করবেন না,' ভদ্রলোক হাসলেন, 'পরচুলা পরে এসেছেন কিনা যাচাই করতেই এমন জোরে টেনে দেখলাম, আমি দুঃখিত।' কথা শেষ করে তিনি খোলা জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'আমরা লোক পেয়ে গেছি, বাকি সবাই আসতে পারেন।' ফিরে এসে বললেন, 'আমিই ডানকান রস, এই অফিসের ম্যানেজার। আপনার নাম, আর পেশা কি বলুন।'

নাম আর পেশা বললাম, শুনে তিনি বললেন, 'সকাল দশটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত এখানে বসে কাজ করতে হবে। কাজ খুবই সাধারণ, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিয়া নকল করতে হবে। ফি হপ্তার শেষে চার পাউণ্ড বেতন পাবেন। একটা শর্ত আছে — কাজ করার ফাঁকে ঘর থেকে একবারও ঘর ছেড়ে বেরোনো চলবে না। কোনও কারণে কামাই করা চলবে না। শর্তের রকমফের হলে চাকরি যাবে। এবার ভেবে বলুন কি করবেন।'

'আপনি যতক্ষণ এখানে থাকবেন ততক্ষণ আমি একাই দোকানের কাজকর্ম সামলে নিতে পারব,' ভিনসেন্ট বলল, 'আপনি নিশ্চিন্তে এখানে কাজ শুরু করুন।'

'আমি যে কারবার করি তাতে খদ্দেরের ভিড় শুরু হয় সন্ধের পরে, তার আগে তেমন কোনও কাজ হাতে থাকে না। কাজেই তার আগে কোনও পথে দুটো টাকা হাতে এলে মন্দ কি।

মিঃ রসকে জানালাম আমি তাঁর শর্তে রাজি। তিনি কাগজ কলম আর কালি দিয়ে পরদিন থেকেই কাজে যোগ দিতে বললেন। ওঁর কথামত পরদিন সকালে দোকানের দায়িত্ব ভিনসেন্টের হাতে দিয়ে আমি নতুন কাজে যোগ দিলাম। মিঃ রস আমাকে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা দিলেন। A থেকে শুরু করতে বলে বেরিয়ে গেলেন, মাঝে মাঝে এসে দেখতে লাগলেন আমি ঘরে আছি কিনা। ঠিক দুপুর দুটোয় ছুটি দিলেন। শনিবার দিন মিঃ রস নগদ চার পাউণ্ড আমায় দিলেন।

এইভাবেই চলতে লাগল, রোজগারের লোভে একদিনও কামাই না করে আমি রোজ হাজিরা দিতে লাগলাম। কিছুদিন বাদে মিঃ রস রোজের অফিসে আসা কমে গেল, কিন্তু আমি তবু কাজ চালাতে লাগলাম। একটানা আট হপ্তা নিশ্চিন্তে কাজ করলাম, তারপর আজ সকালে গিয়ে দেখি অফিসের দরজায় তালা ঝুলছে, পাশে এই নোটিশটা লটকানো,' বলে একটুকরো সাদা কার্ডবোর্ড মিঃ উইলসন এগিয়ে দিলেন। তাতে বড় হরফে লেখা : 'রেড হেডেড লিগের অফিস আজ থেকে বন্ধ হল। তাং ৯ই অক্টোবর, ১৮৯০।'

বয়ান পড়েই হোমস আর আমার চোখ পড়ল মিঃ উইলসনের দিকে। তাঁর করুণ আর অসহায় মুখ দেখে হাসি চাপতে পারলাম না।

আমি যেমন তেমন, কিন্তু হোমস যেভাবে হেসে উঠল তাকে ছাদ ফাটানো অট্টহাসি ছাড়া কিছু বলা চলে না।

লজ্জায়, অপমানে মিঃ উইলসন-এর মুখ লাল হয়ে উঠল, 'আচ্ছা মিঃ হোমস, আমি তবে যাচ্ছি,' বলে উঠে পড়লেন তিনি।

'কোথায় যাচ্ছেন মশাই বসুন, বসুন বলছি,' ভদ্রলোকের হাত ধরে টেনে হোমস আবার বসাল। নিমেষে সব হাসি উধাও তার মুখ থেকে, এখন আবার খুব গম্ভীর পেশাদার ভাব দিয়ে এসেছে মুখের প্রতিটি মাংস পেশিতে।

'অত সহজে মাথা গরম করলে চলে? শুনুন মিঃ উইলসন আপনার কেস আমি নিলাম। আচ্ছা এই নোটিশ পড়ে আপনি কি করলেন বলুন।'

'সোজা গিয়ে হাজির হলাম ঐ বাড়ির মালিকের কাছে। রেড হেডেড লিগের নাম শুনে ভদ্রলোক অবাক হলেন, বললেন ডানকান রস নামে কাউকে উনি চেনেন না। তখন শেষ চেষ্টা করতে ওঁর মাথার লাল চুলের কথা বললাম। শুনে বাড়ির মালিক বললেন আমি যার কথা বলছি তিনি পেশায় সলিসিটর, নাম উইলিয়াম মরিস, নিজের অফিসের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ওঁর বাড়িরই ৪নং কামরা ভাড়া নিয়ে অফিস সাজিয়ে বসেছিলেন, গতকাল তিনি ঘর ছেড়ে দিয়েছেন বাড়িওয়ালাই বলল ১৭ নম্বর এডওয়ার্ড স্ট্রিট ওঁর নতুন অফিসের ঠিকানা।'

'সেখানে গিয়েছিলেন?' জানতে চাইল হোমস।

'গিয়েছিলাম মিঃ হোমস', মিঃ উইলসন বললেন, কিন্তু গিয়ে লাভ হল না। ঐ বাড়িতে নি-ক্যাপ তৈরির একটা কারখানা আছে। উইলিয়াম মরিস বা ডানকান রস নামে কেউ সেখানে থাকে না। দোকানে ফিরে ভিনসেন্টকে সব বললাম, ও আমায় ক'দিন অপেক্ষা করতে বলল। কিন্তু এবার আর ওর বুদ্ধি নিইনি। গরীব লোকেদের বিপদে আপনি নানারকম সৎ পরামর্শ দেন শুনেছি, তাই কাউকে কিছু না বলে চলে এসেছি আপনার কাছে।'

'ভাল কাজ করেছেন, মিঃ উইলসন, কিন্তু আপনার ব্যাপারটা হাল্কা নয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ।' হোমস বলল।

'গুরুত্ব একশোবার আছে, মিঃ হোমস! হপ্তা-পিছু চার পাউণ্ড রোজগারের একটা পথ পেয়েছিলাম, সেটাও গেল। একে হাল্কা ব্যাপার কে বলবে?'

'আচ্ছা মিঃ উইলসন, ভিনসেন্ট স্মল ডিং লোকটা আপনার কাছে কতদিন কাজ করছে?'

'তা মাসখানেক হবে।'

'ওকে পেলেন কোথায়?'

'খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম,' মিঃ উইলসন জানালেন। 'অনেক উমেদার জুটেছিল, ওকেই কম মাইনেয় পেয়ে গেলাম।'

'অর্ধেক মাইনেয়,' মুখ টিপে হাসল হোমস, 'এদিক থেকে লাভ করেছেন মানতেই হবে। তা ওর বয়স কত?'

'বছর ত্রিশের বেশি কোন মতেই নয়।'

'চেহারার একটা মোটামুটি বর্ণনা দিতে পারেন?'

'বেঁটে, গাঁট্টাগোঁট্টা, খুব চটপটে, সবসময় কিছু করার নেশায় ছটফট করছে। মুখে গোঁফদাড়ি একদম নেই, গালে একটা পোড়া দাগ — অ্যাসিডে পোড়ার মত।'

'হুঁম, তাহলে আর সন্দেহ নেই,' টানটান হয়ে বসল হোমস, 'যার কথা ভাবছি ইনি সেই ভদ্রলোক।' আচ্ছা, মিঃ উইলসন ভিনসেন্টের কানের লতি ফোঁড়ানো কিনা লক্ষ্য করেছেন? দুল বা মাকড়ি পরতে হলে যেমন কান ফোঁড়াতে হয়, তেমনই দাগ আছে ওর কানের লতিতে?'

'ঠিক ধরেছেন, মিঃ হোমস,' জানালেন মিঃ উইলসন, 'কানের লতি ফোঁড়ানো কেন জানতে চেয়েছিলাম, জবাবে বলেছিল ছোটবেলায় এক বেদে ওর কান ফুঁড়িয়েছিল।'

'বুঝেছি,' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে হোমস বলল, 'লোকটা এখনও আপনার দোকানে কাজ করছে?'

'হ্যাঁ মিঃ হোমস, খানিক আগে ওকে দোকানে রেখেই আমি বেরিয়েছি।'

'সব শুনলাম, মিঃ উইলসন, আপনি এবার আসুন,' পাইপে তামাক ঠাসল হোমস, 'আশা করছি দু'তিন দিনের ভেতর আপনার সমস্যার সুরাহা করতে পারব।'

ধন্যবাদ জানিয়ে মিঃ উইলসন বিদায় নিলেন।

গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ পাইপ টানল হোমস, আধঘন্টা বাদে আমায় নিয়ে বেরোল। স্যাক্স কোবার্গের এক নোংরা ঘিঞ্জি এলাকায় মিঃ উইলসনের বন্ধকী কারবারের দোকান, দোকানের ওপর তাঁর নাম লেখা বোর্ড টাঙানো। দোকানের আশেপাশে পুরোনো বাড়িগুলোর দিকে কিছুক্ষণ

তাকিয়ে রইল হোমস, তারপর হাতের ছড়ি জোরে জোরে ফুটপাতে কয়েকবার ঠুকে এল দোকানের সামনে। কড়া নাড়তেই দরজার পাল্লা খুলে গেল, উঁকি দিল এক স্বাস্থ্যবান যুবক, বুকে যার একটিও লোম নেই।

'ভেতরে আসুন,' যুবক বলল।

'ধন্যবাদ,' হোমস বলল, 'স্ট্রাণ্ডে যাব কোনদিক দিয়ে বলতে পারেন?'

চটপট রাস্তা বাতলে লোকটি দোকানের দরজা আগের মত বন্ধ করে দিল।

'ইনিই সেই ব্যক্তি', প্রশ্ন করার আগেই হোমস বলল, 'ভিনসেন্ট স্পল ডিং। নামী লোক মনে রেখো, ওঁর গুণের অন্ত নেই। তবে ওঁর আসল নাম আলাদা।'

'ওর মুখখানাই দেখতে চেয়েছিলে তাহলে?'

'মুখ না, ওয়াটসন, দেখতে এসেছিলাম ওর হাঁটু,' বলল হোমস।

'কি দেখলে হাঁটুতে?'

'যা আন্দাজ করেছিলাম,' বলেই গম্ভীর হল সে, 'দোহাই ওয়াটসন, এ নিয়ে এখন আর প্রশ্ন কোর না। চল এবার পেছনের রাস্তায় যাওয়া যাক।'

পেছনের রাস্তা বেশ পরিষ্কার। 'খবরের কাগজের দোকান আর রেস্তোরাঁ,' চারপাশে একপলক চোখ বুলিয়ে আপন মনে বলল হোমস, 'মাঝখানে ব্যাংক, তারপর গাড়ি তৈরির কারখানা। ওয়াটসন, এখানকার কাজ শেষ, স্যাণ্ডউইচ আর কফি খেয়ে এবার চলো সেন্ট জেমস হলে, ওখানে জার্মান গতে বেহালা প্রোগ্রাম আছে।'

হোমস নিজে ভাল বেহালা বাজায়, শোনার সুযোগ পেলেও ছাড়ে না। সুরের অমৃতলোকে নিমেষে পৌঁছে গেল সে। এই মুহূর্তে দেখলে তাকে লণ্ডনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা বলে মনে হবে না, যদিও আমি জানি তন্ময় হয়ে সুর শোনার অবস্থাতেই হোমসের দ্বিতীয় সত্তা জেগে ওঠে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয় দুর্ভেদ্য যুক্তিজাল এই সময়েই নিপুণ হাতে বুনে চলে সে।

প্রোগ্রাম শেষ হলে দুজনে বেরিয়ে এলাম। বেকার স্ট্রিটে ঢোকার আগে মুখ খুলল হোমস, 'ওয়াটসন, রাতে বেরোতে হবে, তুমি দশটা নাগাদ আসতে পারবে?'

'পারব, কিন্তু ব্যাপার কি —'

'যা অনুমান করেছি সত্যি হলে সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটতে চলেছে আজ রাতে স্যাকস কোবার্গ স্কোয়ারে। এর বেশি এখন কিছু বলব না। ভাল কথা, তোমার সার্ভিস রিভলভার সঙ্গে নিয়ো, রাতে হয়ত কাজে লাগবে।' বলে পা বাড়াল হোমস বাড়ির দিকে।

বিকেলে রোগী দেখার পালা চুকিয়ে চটজলদি ডিনার সেরে সময়মত এলাম বেকার স্ট্রিটের পুরোনো আস্তানায়। হোমসের মুখোমুখি বসেছে দুজন — ইন্সপেক্টর পিটার জোনস, ইনি আমার চেনা। পাশে বসা লোকটিকে আগে দেখিনি। লোকটির পোশাক দামি, মুখ গম্ভীর। হোমস পরিচয় করিয়ে দিতে জানলাম তাঁর নাম মিঃ মেরি ওয়েদার, সিটি অ্যাণ্ড সাবার্বান ব্যাংকের ডিরেক্টর। হোমস জানাল রাতের অভিযানে এঁরা দুজনেই আমাদের সঙ্গে যাবেন।

'ইন্সপেক্টর জোনস,' পুলিশ অফিসারের দিকে তাকাল হোমস, 'আজ রাতে লণ্ডনের এক সেরা ক্রিমিন্যালকে হাতেনাতে ধরতে পারবেন মনে রাখবেন।

'লণ্ডনের সেরা ক্রিমিন্যাল? কে সে?' জানতে চাইলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর জোনস।

'যার কথা বলছি তার বয়স এখনও ত্রিশ পেরোয়নি,' হোমস বলল, 'আসল নাম জন ক্লে। জন ক্লে হেজি পেজি দাগি আসামি নয়। ছোটবেলায় ইর্টনে পড়েছে, স্কুল পেরিয়ে সরাসরি অক্সফোর্ডে, সেখানেও সব পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছে। ক্লের গায়ে রাজরক্ত আছে, ওর ঠাকুর্দা ছিলেন ডিউক। তার বুদ্ধি যেমন ধারালো, দু'হাতের আঙুল তেমনই চটপটে। এতদিন

শুধু ওর নাম শুনেছি, আশা করছি আজ মোলাকাৎ হবে। এমন এক উচ্চশিক্ষিত লোক কি করে ক্রিমিন্যাল হল ভেবে পাইনি।'

স্যাক্স কোবার্গ স্কোয়ারের পেছনদিকের রাস্তায় সবাই পৌঁছে গেলাম। মিঃ মেরি ওয়েদার পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন সিটি অ্যাণ্ড সাবার্বান ব্যাংকের স্যাকস কোবার্ন শাখার একতলার ভল্টে, চারপাশে বড় বড় কাঠের পেটি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না।

'এইসব পেটিতে আছে স্বর্ণমুদ্রা, বুঝেছো ওয়াটসন,' গলা নামাল হোমস, 'ব্যাংক অফ ফ্রান্সের ত্রিশ হাজার গিনি। মাসখানেক আগে এসে পৌঁছেছে এগুলো। খবর পেয়েই জন ক্লের মত ধুরন্ধর নড়েচড়ে বসেছে, এসব পেটি চুরি করার মতলবে সে দলবল নিয়ে আজ রাতেই এই ওখানে সিঁদ কাটবে। ওয়াটসন রিভলভার এনেছো?'

'হ্যাঁ।'

'ওরা গুলি ছুঁড়লে পাল্টা গুলি চালাবে মনে রেখো। আপাতত ওদের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই।'

'কিন্তু জন ক্লে আজ রাতেই হানা দেবে আন্দাজ করছ কিভাবে?' প্রশ্ন করলাম।

'তুমি না হলেও অপর কেউ এ প্রশ্ন করতে পারত, ওয়াটসন,' একই গলায় বলল হোমস, 'সেটাই হত স্বাভাবিক। এবার আমার বক্তব্য পরপর সাজিয়ে নিলেই জবাব পাবে। মন দিয়ে শোন। ভিনসেন্ট স্পলডিং অর্ধেক মাইনেয় মিঃ উইলসনের দোকানে কাজ করতে রাজি হয়েছে যখন শুনেছি তখন থেকেই আমার সন্দেহ চেপেছে ওর ওপর। কারণ যে কর্মচারি এত উদার, বোঝাই যায় চাকরি করার পেছনে তার আরও বড় কোন উদ্দেশ্য আছে।

মিঃ উইলসনের অজান্তে আজই সকালে গিয়েছিলাম তাঁর দোকানে, সেখানে ভিনসেন্ট স্পলডিংকে নিজের চোখে দেখলাম। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারা যাকে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছেন পুলিশ তাকে চেনে একটি নামে — জন ক্লে। ডিউকের ছেলে অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট ক্লের মত ধুরন্ধর অপরাধী এই মুহূর্তে লণ্ডনে আর একজনও আছে কিনা জানা নেই। সিটি ব্যাংকের এই ভল্টে সিঁধ কেটে ঢুকে ফরাসি স্বর্ণমুদ্রা বোঝাই পেটিগুলো হাতিয়ে নেবার মতলব এঁটেছে সে। পাহারাদার আর পুলিশদের চোখ এড়িয়ে রাতের বেলা ব্যাংকের ভল্টে সিঁধ কেটে ঢোকা অসম্ভব দেখে অন্য পথে এগিয়েছে। মিঃ জ্যাভেজ উইলসনের দোকান ব্যাংকের খুব কাছে লক্ষ্য করেছে ক্লে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে তাঁর দোকানে চাকরি বাগিয়ে নিতে বেগ পেতে হয়নি তাকে। মিঃ উইলসনের আর্থিক অবস্থা খারাপ চলছে জেনে অর্ধেক মাইনেতে কাজ করার প্রস্ত।ব দিয়েছে। শুধু মিঃ উইলসন কেন, যে কোন সাধাসিধে মানুষই চাকরিপ্রার্থীর মুখে এমন প্রস্তাব শুনে অভিভূত হবেন। জন ক্লের প্রস্তাব মেনে অর্ধেক মাইনেয় তাকে কাজে বহাল করলেন তিনি। এবার কাজে লাগল ক্লে। দোকানের নীচে একখানা ঘর আছে জেনে সে তার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দিতে এগোল। ক্লে মাপজোক করে দেখল মাটির নীচের ঐ ঘরের মেঝে খুঁড়তে খুঁড়তে এগোলে সিটি ব্যাংকের এই ভল্টে এসে ওঠা যায়। মুশকিল একটাই, মিঃ উইলসনের অজান্তে পুরো কাজটা সারতে হবে। সেক্ষেত্রে মিঃ উইলসনকে দিনের কিছুটা সময় দোকানের বাইরে রাখতে হবে। ভেবেচিন্তে একটা মতলব খাড়া করল সে, 'রেড হেডেড লিগ' নামে এক ভুয়ো প্রতিষ্ঠানের নামে বিজ্ঞাপন দিল সে খবরের কাগজে, যেখানে লাল চুলো একজন লোকের জন্য হপ্তায় চার পাউণ্ড বেতনে চাকরি খালি আছে। মনিবকে সেই বিজ্ঞাপন দেখাল ক্লে, ব্যবসার অবস্থা পড়তির দিকে যাচ্ছে বলে মিঃ উইলসন নিজেও সে বিজ্ঞাপন পড়ে আগ্রহী হলেন। ক্লের দলের লোকেরা তার নির্দেশে এর মাঝে একখানা কামরা ভাড়া নিয়েছে। সেখানে ক্লে ওরফে স্পলডিং নিয়ে এল তার মনিবকে। লোকদেখানো পরীক্ষার নাটক করে ক্লের লোকেরা মিঃ উইলসনকে চাকরিও দিল। অত্যন্ত হাস্যকর চাকরি — বসে বসে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা

আগাগোড়া নকল করা। বন্ধকী কারবার সাধারণত শুরু হয় বিকেলে তাই সকালের দিকটা সে একাই কাজ চালিয়ে নিতে পারবে মনিবকে এই আশ্বাস দিল স্পলডিং। সেই টোপ খেলেন মিঃ উইলসন, দোকানের দায়িত্ব স্পলডিং-এর হাতে দিয়ে পরপর কয়েক হপ্তা তিনি রেড হেডেড লিগের অফিসে চাকরি করলেন। সেই ফাঁকে স্পলডিং মাটির নীচের ঘরের মেঝে খুঁড়ে বিশাল সুড়ঙ্গ তৈরি করল যার মুখ এই ভল্টের দেওয়ালে এসে ঠেকেছে। সুড়ঙ্গ খোঁড়ার ব্যাপারে দু'বার নিশ্চিত হয়েছি আজ সকালে — মিঃ উইলসনের দোকানের সামনের ফুটপাতে কয়েকবার লাঠি ঠুকেছি, বারবার ফাঁপা আওয়াজ হয়েছে। তারপর দোকানের কড়া নাড়তে বেরিয়ে এসেছে স্পলডিং নিজে, তখনই চোখে পড়েছে তার ট্রাউজার্স হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে তোলা, তাতে একরাশ মাটি লেগেছে, হাঁটু গেড়ে মেঝে খুঁড়লে যেমন হয়। তখনই বুঝলাম আমার ধারণা ঠিক। সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ যখন শেষ তখন ব্যাংকে হানা দিতে ক্লে দেরি করবে না, ধরে নিয়েই আমি পুলিশে খবর দিয়েছি। এখন অপেক্ষা করে দেখা যাক কি হয়। ইন্সপেক্টর জোনস, সুড়ঙ্গে ঢোকার মুখে পাহারা বসিয়েছেন?'

'বসিয়েছি, মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর জোনস জানালেন, 'একজন অফিসর সেখানে সেপাই নিয়ে পাহারায় আছেন।'

'সবাই পেটিগুলোর আড়ালে গা ঢাকা দিন,' চাপা গলায় সবাইকে হুঁশিয়ার করল হোমস, 'এবার আমি আলো ঢেকে চারপাশ আঁধার করে দেব। মনে রাখবেন, যাদের হাতেনাতে ধরতে এসেছি তারা বেপরোয়া, আমাদের কাউকে যেন ওরা দেখতে না পায়। ওয়াটসন, তৈরি হও। আর বেশি দেরি নেই!'

কথা শেষ করে লণ্ঠনের কাচ সত্যিই ঢাকল হোমস, কারও মুখে টু শব্দটি নেই, মেঝেতে সূচ পড়লে শোনা যায়। ঠিক এমনই সময় এক ঝলক হলদে আলো ভল্টের মেঝেতে ফুটে উঠল, তৈরি হল একটা গোল গর্ত। খানিক বাদে সেই গর্ত দিয়ে উঁকি দিল একটা ধপধপে সাদা হাত, সবার চোখের সামনে সেই হাত মেঝের একটা বড় চৌকো পাথরের চাঁই উল্টে ফেলল, গোল গর্ত আকারে বেড়ে চৌকো হল। সেই গর্তের ভেতর থেকে যে লোকটি উঠে এল তার মুখখানা দেখলে খুব কমবয়সী ছেলে বলে ভুল হয়। এদিক ওদিক তাকিয়ে আরেকজন পলকা দেখতে লোককে টেনে তুলল সে, আগুনের মত লাল চুলের রং আমার নজর এড়াল না।

'সব ঠিক আছে,' চাপা গলায় বলল সে, 'এবার বাটালি আর থলেগুলো একেক করে দাও। সেরেছে! এ যে ফাঁদ! জলদি, আর্চি! পালাও!'

সঙ্গে সঙ্গে হোমস এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুঠো করে ধরল তার জামার কলার। হোমসের চাবুকের ঘায়ে তার হাতের রিভলভার ছিটকে পড়ল।

'পালানোর চেষ্টা মিছে, জন ক্লে!' হোমসের গলায় বাজ পড়ল। পুলিশ তোমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে!'

'আমার স্যাঙ্গাৎ কিন্তু ঠিক পালিয়েছে,' ধরা পড়েও ক্লের শান্ত স্বাভাবিক গলা অবাক করার মত, ' ও ঠিক পালিয়েছে।'

'ঘোড়ার ডিম।' হোমসের গলায় চাপা ধমক,' সুড়ঙ্গের মুখে আমাদের লোকেরা আছে, ওকে সেলাম দিতে দাঁড়িয়ে আছে কতক্ষণ ধরে।'

'সাবাশ! আপনাদের কাজের তারিফ না করে পারছি না!' বলল জন ক্লে।

'তোমার তুলনায় সে আর এমন কি,' হাসল হোমস, 'সুড়ঙ্গ খুঁড়বে বলে মনিবকে দোকান থেকে হটানো এমন বুদ্ধির তারিফ না করে থাকা যায়? দুঃখ একটাই, এত উচ্চশিক্ষিত আর বুদ্ধিমান হয়েও তুমি নরকের কৃমিকীট হয়েই রইলে।'

'দেখি খাম্বাধনের হাত দুটো,' ইন্সপেক্টর জোনস হাতকড়া নিয়ে এগিয়ে এলেন।

'ভদ্রভাবে কথা বলুন!' তড়পে উঠল জন ক্লে, 'আমার বাবা ডিউক, আমাকে সবসময় স্যার বলবেন। আপনার ঐ নোংরা হাতে আমায় ছোঁবেন না!'

'হতভাগ্য ডিউকের দুঃখের কথা ভেবে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!' বলে সরে গেল হোমস, সেই ফাঁকে আসামির হাতে হাতকড়া পরিয়ে বেরিয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর জোনস।

'আপনার কাছে আমি ও আমার ব্যাংক কৃতজ্ঞ রইল, মিঃ হোমস', মিঃ মেরি ওয়েদার বললেন, 'যেভাবে অপরাধীদের হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে ব্যাংককে বাঁচালেন তাতে আমরা সবাই আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম, এ ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারব না।'

'শুনুন ডিরেক্টর সাহেব,' হোমস বলল, 'এই কেসের তদন্ত করতে গিয়ে আমার নিজের কিছু টাকাকড়ি খরচ হয়েছে। আপনার ব্যাংক টাকাটা ফেরত দেবে তো?'

'একশোবার দেবে, মিঃ হোমস, আপনি দয়া করে বিলটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।' কৃতার্থ হবার ভঙ্গিতে ঘাড় ঝুঁকিয়ে বললেন মিঃ মেরি ওয়েদার।

তিন
এ কেস অফ আইডেনটিটি

'আপনার চোখ দেখছি বেশ কমজোরি, মিস সাদারল্যাণ্ড,' নতুন মক্কেলের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ল হোমস, 'এই চোখ নিয়ে টাইপ করেন কি করে?'

'গোড়ায় খুবই মুশকিল হত, কাজ করতে করতে এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।' বলেই চমকে উঠলেন মহিলা, 'কিন্তু আমার চোখের কমজোরের খবর আপনি কি করে টের পেলেন, মিঃ হোমস, কেউ বলেছে?'

'না ম্যাডাম,' মুখ টিপে হাসল বন্ধুবর, 'কারও বলার ধার আমি ধারি না, শুধু একনজর দেখে আর মাথা খাটিয়ে বের করি। এটাই আমার পেশা আর নেশা। কিন্তু আপনাকে এত উত্তেজিত দেখাচ্ছে কেন ম্যাডাম? আপনি নির্ভয়ে সব কথা খুলে বলতে পারেন, ইনি ডঃ ওয়াটসন, আমার সহকারি আর বন্ধু, ওঁকে বিশ্বাস করতে পারেন। কি হয়েছে খুলে বলুন।'

'মিঃ হোমস,' মিস সাদারল্যাণ্ড রুমালে মুখ মুছে বললেন, 'আমার অবস্থা সচ্ছল নয়, বছরে একশ পাউণ্ড আয় করি, এছাড়া টাইপ করে আরও অল্প কিছু রোজগার করি। মিঃ হসমার এঞ্জেল কোথায় কি অবস্থায় আছেন শুধু এই খবরটুকু আমায় যোগাড় করে দিন। বিনিময়ে আমার এক বছরের আয় আপনাকে দিয়ে দেব।'

'আপনার বাড়িতে কে কে আছেন, ম্যাডাম?' বেখাপ্পা প্রশ্ন করল হোমস।

'আছেন আমার মা আর তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী মিঃ উইণ্ডিব্যাংক। আমার বাবা মারা যাবার পরে মা এই ভদ্রলোককে বিয়ে করেছেন। মিঃ উইণ্ডিব্যাংক আমার মায়ের থেকে পনেরো বছরের ছোট, আর আমার পাঁচ বছরের বড়, উনি সম্পর্কে আমার বাবা হন মনে হলেই ভীষণ হাসি পায়।'

'তা না হয় হল,' হোমস বলল, 'কিন্তু মিঃ এঞ্জেল সম্পর্কে আপনার বাবা মিঃ উইণ্ডিব্যাংকের মনোভাব কি রকম?' আপনি এ ব্যাপারে আমার কাছে এসেছেন তা কি উনি জানেন?'

'না, মিঃ হোমস,' অসহায় শোনাল মহিলার গলা, 'উনি এ ব্যাপারটা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছেন না। আমি গোড়ায় পুলিশে খবর দেবার কথা বলেছিলাম, উনি তাতে রাজি হলেন না। তখন আপনার কাছে আসব বললাম, তাতেও আপত্তি করলেন। বাধ্য হয়েই বাবা মাকে লুকিয়ে আমায় এখানে আসতে হয়েছে।'

'মিস সাদারল্যাণ্ড, আপনার বাবার পেশা কি ছিল?'

'টটেনহ্যাম কোর্ট এলাকায় বাবার কল সারানোর ব্যবসা ছিল, মিঃ হোমস,' বললেন মিস সাদারল্যাণ্ড, 'বাবা মারা যাবার পরে ওঁর ফোরম্যান মিঃ হার্ডি আর আমার মা দুজনে মিলে কারবার চালাচ্ছিলেন। তার কিছুদিন বাদে মিঃ উইণ্ডিব্যাংক এলেন মায়ের জীবনে। ভদ্রলোক বিভিন্ন কোম্পানীর তৈরি মদ ঘুরে ঘুরে বিক্রি করেন। মাকে বিয়ে করেই উনি আমার বাবার এতদিনের পুরোনো কারবার বিক্রি করে দেবার বুদ্ধি দিলেন মাকে, মাও ওঁর কথায় ভরসা করে কারবার বেচে দিলেন মাত্র চার হাজার সাতশো পাউণ্ডের বিনিময়ে। বাবার জীবিতাবস্থায় কারবার বিক্রি করলে দাম যে আরও উঠত একথাটা একবারের জন্য মায়ের মাথায় এল না।'

'মিস সাদারল্যাণ্ড,' হোমস বলল, 'খানিক আগে বছরে একশো পাউণ্ড আয় করেন বলছিলেন। ঐ আয়ের সূত্র কি বলবেন?'

'নিশ্চয়ই বলব,' মিস সাদারল্যাণ্ড জানালেন, 'আমার কাকার নাম নেড, উনি থাকতেন অকল্যাণ্ডে। জায়গাটা নিউজিল্যাণ্ডে, সেখানে টাকা রেঁচে থাকতে কিছু শেয়ার কিনেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ঐ টাকার বার্ষিক সুদ বাবদ একশো পাউণ্ড আমার হাতে আসে। সুদের টাকাটা তিনমাস পরপর ব্যাংক থেকে তুলে মিঃ উইণ্ডিব্যাংক মাকে দেন। বাবা মার সঙ্গে আছি, সংসারে আমারও তো কিছু দেবার আছে, ঐ সুদের টাকাটা সেকথা ভেবে সংসারে দিই। এছাড়া টাইপ করে যা রোজগার করি তাতে আমার হাতখরচ উঠে আসে।'

'বেশ, এবার যার খোঁজখবরের আশায় এসেছেন সেই মিঃ হসমার এঞ্জেল সম্পর্কে সব খুলে বলুন।'

'মাকে বিয়ে করার পরে মিঃ উইণ্ডিব্যাংক আমার ওপর প্রভাব খাটাতে চাইলেন, আমি দিনরাত ঘরে একা বসে থাকি এটাই দেখলাম উনি চাইছেন, কোথাও বেড়াতে বা বলনাচের পার্টিতে যেতে চাই বললে রাগে ফেটে পড়তেন, শুধু আমায় মারতে বাকি রাখতেন। অশান্তি এড়াতে আমি ওঁর কথা গোড়ায় শুনতাম কিন্তু চিরকাল কি প্রতিবাদ না করে কাটানো যায়? কিছুদিন বাদে একটা বলনাচের পার্টিতে যাবার সুযোগ আসতে আমি রুখে দাঁড়ালাম, ওখানে যেভাবে হোক যাব। একথাটা মিঃ উইণ্ডিব্যাংকের মুখের ওপর শুনিয়ে দিলাম, উনি রেগেমেগে চলে গেলেন ফ্রান্সে। মা আর আমাদের পুরোনো ফোরম্যান মিঃ হার্ডির সঙ্গে গেলাম সেই বলনাচের আসরে, সেখানেই মিঃ হসমার এঞ্জেলের সঙ্গে আলাপ হল। বলতে বাধা নেই, ওঁর সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম।'

'আপনার বাবা মিঃ উইণ্ডিব্যাংক ফ্রান্স থেকে যখন ফিরলেন আপনার মা নিশ্চয়ই তখন এসব ওঁকে শোনালেন?' হোমস জানতে চাইল।

'ঠিক ধরেছেন, মিঃ হোমস,' সায় দিয়ে ঘাড় নাড়লেন মিস সাদারল্যাণ্ড।

'শুনে নিশ্চয়ই তিনি রাগে ফেটে পড়লেন?'

'না, মিঃ হোমস,' মিস সাদারল্যাণ্ড মুচকি হাসলেন, 'মা ওঁকে সবই খুলে বললেন এমনকি হসমারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কথাও। কিন্তু আমায় সেজন্য বকলেন না, যেন কিছুই হয়নি খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার এমন ভাব করলেন।'

'মিঃ এঞ্জেলের সঙ্গে এরপর আপনার আর দেখা হয়নি?' প্রশ্ন করল হোমস।

'হয়েছিল, মিঃ হোমস,' দু'বার উনি আমায় নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন,' লজ্জার হাসি মিস সাদারল্যাণ্ডের মুখে ফুটল, 'এছাড়া মিঃ এঞ্জেল একদিন আমাদের বাড়িতেও এসেছিলেন, বাবা তখনও ফ্রান্সে। উনি ফ্রান্স থেকে ফেরার পরে মিঃ এঞ্জেল আর আসেননি।'

'তাহলে এরপরে আর আপনাদের মধ্যে যোগাযোগ হয়নি?'

'বাড়িতে কারও আসা বাবার পছন্দ নয় তাই চিঠিপত্রে আমাদের যোগাযোগ বজায় রইল। মিঃ এঞ্জেল চিঠি লিখে জানালেন আমার বাবা আবার ফ্রান্সে বা অন্য কোথাও যখন যাবেন তখন আবার তিনি আসবেন আমাদের বাড়িতে।'

'মিঃ এঞ্জেলের পেশা কি ছিল, জানেন?'

'উনি একটা অফিসে ক্যাশিয়ারের চাকরি করতেন এটুকু বলেছিলেন।'

'অফিসের নাম কি?'

'ইয়ে — মাপ করবেন মিঃ হোমস, ওঁর অফিসের নাম আমার জানা নেই, শুধু শুনেছি অফিসটা ছিল লেডেন হল স্ট্রিটে।'

'তাহলে উনি থাকতেন কোথায় তা নিশ্চয়ই জানেন, নাকি তাও —'

'মিঃ এঞ্জেল অফিসেই থাকেন বলেছিলেন মিঃ হোমস।'

'আপনাদের বিয়ের কথা কবে কোথায় হয়েছিল, মিস সাদারল্যাণ্ড।'

'প্রথমবার যেদিন মিঃ এঞ্জেলের সঙ্গে বেড়াতে বেরোলাম,' আবার লাজুক হাসলেন মিস সাদারল্যাণ্ড, 'সেদিন উনিই প্রস্তাব করলেন।'

'আপনি কোন ঠিকানায় ওঁকে চিঠি লিখতেন?'

'লেডেন হল পোষ্ট অফিসের ঠিকানায়, মিঃ হোমস,' বললেন মিস সাদারল্যাণ্ড, 'অফিসে কেরানিদের হাতে পড়ার ভয়ে উনি নিজে পোষ্ট অফিসে গিয়ে আমার পাঠানো চিঠি নিয়ে আসতেন।'

'কখন আপনারা বেরোতেন?'

'মিঃ এঞ্জেল খুব লাজুক আর চাপা স্বভাবের লোক ছিলেন, মিঃ হোমস, কখন কে দেখে ফেলবে এই ভেবে আমায় নিয়ে তিনি একটু বেশি রাতের দিকে বেরোতেন। গলার অসুখে ভুগতেন বলে কথা বলতেন প্রায় ফিস ফিস করে। সন্ধ্যের পরেও চোখে রঙিন চশমা পরতেন। কোনদিন জানতে না চাইলেও মনে হয় ওঁর চোখও আমার মতই ছিল, হয়ত আমার চেয়েও।'

'আচ্ছা মিস সাদারল্যাণ্ড,' হোমস যে সত্যিই গুরুত্ব বিচার করে খুঁটিয়ে জেরা করছে তা তার প্রশ্নের ধরনেই টের পাচ্ছি, 'আপনার বাবা মিঃ উইণ্ডিব্যাংক আবার ফ্রান্সে যাবার পরে কি ঘটল বলুন।'

'মিঃ এঞ্জেল আমাদের বাড়িতে আবার এলেন, বাবা ফ্রান্স থেকে ফিরে আসার আগেই বিয়েটা সেরে ফেলার কথা বললেন।'

'আপনার মা মিঃ এঞ্জেলকে কি চোখে দেখতেন?'

'আমার মা ওঁকে খুব ভালবাসতেন, মিঃ হোমস, একেক সময় মনে হত মা আমার চেয়েও বেশি ভালবাসেন ওঁকে। বিয়ের আগে বাবার মত নেওয়া দরকার। মা তখন বললেন এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই, বাবা ফিরে এলে তাঁকে যা বোঝানোর তিনিই বোঝাবেন।'

'তারপরে কি হল?'

'মিঃ এঞ্জেলের মাথায় কেন কে জানে এক অদ্ভুত খেয়াল চাপল, বাইবেলে হাত রেখে উনি আমায় দিয়ে শপথ করালেন যে ভবিষ্যতে যাই ঘটুক আমি যেন তাঁকে কখনও ভুলে না যাই। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, এত কাণ্ডের পরেও মিঃ এঞ্জেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হল না।'

'সে কি!' অবাক হল বন্ধুবর, 'এতদূর এগোনোর পরেও বিয়ে হল না কেন?'

'সে কথায় আসছি, মিঃ হোমস। সেন্ট জেভিয়ার্স গির্জায় আমাদের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করলেন মিঃ এঞ্জেল, মা আর আমি পাশাপাশি বসলাম তাতে। আরেকটা গাড়িতে চেপে উনি আমাদের পেছন পেছন এলেন। গির্জার সামনে মা আর আমি নামলাম, পেছনের গাড়িটাও এসে থামল। কিন্তু আশ্চর্য, পেছনের গাড়িতে তখন কোনও যাত্রী নেই। মিঃ এঞ্জেল কখন কোথায় উধাও হয়েছেন টেরই পাইনি। এতদূর এগিয়ে শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে গেলেনই বা কেন? অনেক ভেবেও এ প্রশ্নের উত্তর পাইনি, মিঃ হোমস, তাই শেষকালে এসেছি আপনার কাছে। আমার একান্ত অনুরোধ এই রহস্যের সমাধান আপনি করুন।'

'আপনার বাবা মা এ ব্যাপারে কি বলছেন?'

'মা মিঃ এঞ্জেলের আচরণে খুব রেগে গেছেন, বাড়িতে ওঁর নাম করতে আমায় বারণ করেছেন। কিন্তু বাবা বলছেন অন্য কথা, ওঁর ধারণা হসমার নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছে তাই কথা দিয়েও আমায় বিয়ে করতে পারেননি। বাবার কথায় যুক্তি আছে, মিঃ হোমস। ভেবে দেখুন, বিয়ের আগে উনি বাইবেলে হাত রেখে আমায় দিয়ে শপথ করিয়েছিলেন যাতে জীবনেও ওঁকে ভুলে না যাই। কোনও বিপদ আসছে আঁচ করেছিলেন বলেই এটা করিয়েছিলেন, তাই না? আপনিই বলুন, আমার ধারণা কি ভুল?'

'আপনার সমস্যার সমাধান করতে যতদূর সাধ্য আমি করব কথা দিচ্ছি, মিস সাদারল্যাণ্ড, তবু একটা অনুরোধ করছি, মিঃ হসমারের কথা মন থেকে সরিয়ে দিন। উনি যেভাবে আপনাকে ভুলে গেছেন সেভাবে আপনিও ওঁকে ভুলে যান।'

'আপনি একি বলছেন, মিঃ হোমস,' কান্নায় মিস সাদারল্যাণ্ডের গলা বুজে এল, 'মিঃ এঞ্জেলকে ভুলে যেতে বলছেন? ওঁর সঙ্গে তাহলে আর কখনও দেখা হবে না?'

'ম্যাডাম, যেসব ঘটনা শোনালেন সেগুলো পাশাপাশি সাজালে সেকথাই স্পষ্ট হয় — যাঁর খোঁজ নিতে আমার কাছে এসেছেন, খুবই দুঃখের বিষয় যে তাঁর সঙ্গে আপনার আর কখনও দেখা হবে না। বলতে ভুল হল, তিনি আর কখনও আপনার কাছে ধরা দেবেন না।'

'কিন্তু ওঁর কি হয়েছে, বিয়ে করতে এসে মাঝপথে কোথায় উধাও হলেন, এসব প্রশ্নের জবাব তো আপনি দিতে পারেন, মিঃ হোমস?'

'হয়ত পারি, কিন্তু সেই সময় এখনও আসেনি, ম্যাডাম। আপনাকে আর আটকে রাখব না। যাবার আগে মিঃ এঞ্জেলের চেহারার নিখুঁত বিবরণ একটা কাগজে লিখে দিন, আর ওঁর লেখা চিঠিপত্র যদি এনে থাকেন তাহলে রেখে যান।'

'গত শনিবারের 'ক্রনিকল'-এ মিঃ এঞ্জেলের নিরুদ্দেশ উল্লেখ করে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, মিঃ হোমস। এই নিন তার কপি। আর ওঁর লেখা এই চারটি চিঠি আপনাকে দেখাব বলে এনেছিলাম, আপনি এগুলো দেখে আমায় ফেরত দেবেন।'

'হ্যাঁ, আপনার ঠিকানা কি?'

'৩১, লিওন প্লেস, ক্যাম্বারওয়েল।'

'আপনার বাবার অফিসের ঠিকানা জানেন?'

'বাবা ওয়েস্টহাউস অ্যাণ্ড মারব্যাংকের মদ ঘুরে ঘুরে বিক্রি করেন, ফেনচার্চ স্ট্রিটে ওদের অফিস।'

মিস সাদারল্যাণ্ড চলে যাবার পরে অনেকক্ষণ একমনে ভাবল হোমস, পাইপে তামাক ঠাসতে দেখে বুঝলাম বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া দরকার।

'মেয়েটিকে দেখে কেমন বুঝলে, বলো তো ওয়াটসন,' একটানা অনেকক্ষণ ধোঁয়া ছেড়ে হোমস শুধোল।

'অবস্থা মোটের ওপর ভাল,' আমি বললাম, 'কিন্তু শৌখিন মোটেও নন।'

'কি দেখে বুঝলে?'

'মাথায় পালক গোঁজা, শোলার টুপি, গায়ে কালো পুঁতি বসানো কালো কাপড়ের জামা, কানে সোনার দুল, হাতে আঙুলছেঁড়া দস্তানা। জুতোর দিকে চোখ পড়েনি।'

'বাঃ, ওয়াটসন,' হাততালি দিল হোমস, 'তোমার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। খুঁটিয়ে দেখেছো ঠিকই, কিন্তু আসল জায়গাগুলো চোখে পড়েনি। শোন, মিলিয়ে দিই, ছেলেদের বেলায় ট্রাউজার্সের হাঁটু দেখবে,-আর মেয়েদের বেলায় তাকাবে হাতের আস্তিনের দিকে। মিস সাদারল্যাণ্ড যে টাইপের কাজ করেন তার প্রমাণ আছে ওঁর জামার আস্তিনে — বেগুনী দাগ, কবজির ওপর পাশাপাশি আরও একজোড়া দাগ, টেবিলে হাত রাখতে রাখতে টাইপিস্টদের হাতে এমন দাগ পড়ে। মেয়েটির

নাকের দুপাশে প্যাঁশনে চশমার দাগ, তার মানে চোখ কমজোরি। তাই বলেছিলাম 'খারাপ চোখ নিয়ে টাইপ করেন কি করে? শুনে চমকে গিয়েছিলেন খেয়াল করেছিলে?'

'অবশ্যই।'

'মিস সাদারল্যাণ্ডের পায়েব দিকে তাকালে তুমি আরও চমকে উঠবে,' হাসল হোমস, 'দু'পায়ে দুরকম জুতো পরেছেন, তাব ওপব দু'পাটিব সব বোতাম আঁটেননি। কাজেই উনি যে দিশাহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে এসেছেন বুঝতে বাকি রইল না। তারপর সব শুনে বুঝতে পেরেছি একে চোখেব নজর কম, তাব ওপব হবু বরের আকস্মিক অন্তর্ধানে মাথা ঠিক রাখতে পারেননি।'

'সাবাশ, হোমস,' বন্ধুবরেব পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার তারিফ না করে পারলাম না, 'আর কি পেয়েছো যা আমাব চোখে পড়েনি?'

'পেয়েছি অনেক কিছু' আত্মপ্রসাদের হাসি, হাসল হোমস, 'আপাতত একটিই ঝুলি থেকে বের করছি। ওঁর হাতের ছেঁড়া দস্তানাই শুধু দেখেছো, তাব ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা আঙ্গুলে কালির দাগ লেগেছে তা চোখে পড়েনি। আমার কাছে আসাব আগে নিশ্চয়ই তাড়াহুড়ো করে কাউকে চিঠি লিখেছেন উনি, চোখে ভাল দেখেন না বলে দোয়াতে কলম বেশি ডুবিয়েছেন তাতে কালি লেগেছে আঙ্গুলে। যাক, উনি বিজ্ঞাপনেব কাটিং নিয়ে এসেছেন বলেছিলেন মনে আছে? হসমার এঞ্জেলেব চেহারার বিবরণ তাতে নিশ্চয়ই আছে, একবার পড়ে শোনাও তো —'

'পড়ছি, কান খাড়া করে শোন,' কাটিং দেখে পড়তে লাগলাম, 'হসমার এঞ্জেল নামে এক ভদ্রলোক গত ১৪ তারিখ থেকে নিখোঁজ হয়েছে। গড়ন ভাল। কালচে ফর্সা বং, কালো চুলে অল্প টাক। দিনরাত চোখে রঙিন চশমা, কথা বলেন ফিস ফিস করে। গোঁফ কালো, জুলপিও আছে, ৫ ফিট ৭ ইঞ্চি (আনুঃ) লম্বা। নিখোঁজ হবার সময় ধূসর টুইডের ট্রাউজার্স, কালো ওয়েস্ট কোট, তার ওপর কালো কোট পরেছিলেন, সোনার অ্যালবার্ট চেনে আঁটা পকেট ঘড়ি, পায়ে ছিল বাদামি চামড়ার পটি আর ইলাস্টিকের ফিতে আঁটা জুতো। হসমার লিডেন হল স্ট্রিটের কোনও অফিসে ক্যাশিয়ারের চাকরি করেন। যদি কেউ অনুগ্রহ করে —'

'বাস, আব দরকাব নেই,' হাত নেড়ে আমায় থামিয়ে দিল হোমস, হসমারের চিঠিগুলো দেখে বলল, 'সাধারণ চিঠি, শুধু একটি ব্যাপাব ছাড়া।'

'সেটা কি?'

'একটাও হাতে লেখেননি, সব চিঠি টাইপ করা। দ্যাখো ওয়াটসন, চিঠির নীচে হসমাব এঞ্জেল নামটাও টাইপ করা হয়েছে। সব চিঠিতে তারিখ আছে, কিন্তু একটিতেও ঠিকানা লেখা হয়নি। লিডেন হল স্ট্রিট নামটাও কেমন আবছা ধাঁচে লেখা। হসমাব এঞ্জেল নামটাও টাইপে সই করা হয়েছে, কিন্তু ওটা এ কেসেব এক বড় প্রমাণ।'

'কিসের প্রমাণ?'

'পরে দেখবে। এখন দুটো চিঠি লেখো দেখি আমার বয়ানে। কাগজ কলম নাও। একটা লেখো মিস সাদারল্যাণ্ডের বাবা মিঃ উইণ্ডিব্যাংককে, ওঁকে আগামীকাল বিকেল ছ'টায় এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। পরের চিঠিটা লণ্ডনের একটা কোম্পানিকে লিখতে হবে। এটা আগে শেষ করো। চিঠি দু'টোর জবাব না আসা পর্যন্ত এ রহস্য এখনকার মত শিকেয় তুলে রাখা ছাড়া আর কিছু করার নেই।' বলে পাইপ আর তামাকের থলে নিয়ে চেয়ারে ঠেশ দিয়ে সামনে টেবিলে পা দুটো তুলে ভাবনার অতলে ডুবে গেল হোমস।

পরদিন দুপুর পর্যন্ত কাটালাম রুগী দেখে। ছ'টা নাগাদ বেকার স্ট্রিটের আস্তানায় পৌঁছে দেখি আর্মচেয়ারের দুদিকের হাতলে পা দুটো তুলে পড়ে আছে হোমস, আধবোজা দু'চোখ দেখে মনে হল ঘুমোতে চাইছে। সামনে টেবিলের ওপর একগাদা শিশি আর টেস্টটিউব সাজানো, তাদের কোনও একটা থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কড়া গন্ধ বেরোচ্ছে। হরেকরকম রাসায়নিক

পরীক্ষা করা হোমসের নেশা জানি, সকাল থেকে এইসব করেই তার দিন কেটেছে বুঝতে বাকি রইল না।

'কি হে' আমার পায়ের শব্দে হোমস চোখ মেলতেই প্রশ্ন করলাম, 'মুশকিল আসান হল?'

'হবে না কেন, ও তো বাইসালফেট অফ ব্যারাইটা।'

'আরে ওসব না! গতকালের কেসটার কথা বলছি।'

'তাই বলো,' হোমস পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসল, 'গতকালের ঐ কেসে মুশকিল কোথায় যে আসান হবে? না, ওয়াটসন, ওর মধ্যে রহস্য এতটুকু নেই, তবে তাজ্জব হবার মত কিছু সূত্র আছে। ওয়াটসন, মুশকিল হল, আইনের সাহায্যে এ ওস্তাদের বাচ্চার নাগাল পাওয়া যাবে না।

'কার কথা বলছ,' এবার আমার তাজ্জব হবার পালা মিঃ সাদারল্যাণ্ডকে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষকালে সে পিছিয়ে গেল কেন? লোকটা কে?'

'শুনলে আকাশ থেকে পড়বে তবু বলছি সে লোক মিঃ জেমস উইণ্ডিব্যাংক অর্থাৎ মিস সাদারল্যাণ্ডের সৎ বাবা। এই যে উনি এসে গেছেন। আসুন মিঃ উইণ্ডিব্যাংক

মাঝারি উচ্চতার যে ভদ্রলোক হোমসের কথা শেষ হতে ঘরে ঢুকলেন তাঁর বয়স ত্রিশের বেশি হতে পারে না। চামড়ার রং ফ্যাকাশে, চোখে অন্তর্ভেদী চাউনি। হোমসের ইশারায় চেয়ার টেনে বসলেন তিনি।

'গুড ইভনিং, মিঃ উইণ্ডিব্যাংক,' একটা টাইপ করা চিঠি ভদ্রলোককে দেখাল হোমস, 'সন্ধ্যে ৬টায় আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এই চিঠিখানা তো আপনিই টাইপ করেছেন তাই না মিঃ উইণ্ডিব্যাংক?'

'ঠিক ধরেছেন,' জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন মিঃ উইণ্ডিব্যাংক তবু আসতে একটু দেরি করে ফেলেছি বলে আমি দুঃখিত। এক তুচ্ছ কারণে আমার মেয়ে আপনাকে জ্বালিয়ে মারছে সে খবর আমার কানে এসেছে, মিঃ হোমস। তবে আপনি পুলিশের লোক নন। বেসরকারি গোয়েন্দা আমার ঘরের কথা পেশাগত কারণে পাঁচজনকে বলে বেড়াবেন এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তবু বলছি আপনি যা করছেন তা পণ্ডশ্রম, হসমার এঞ্জেলকে আপনি আর কখনও খুঁজে পাবেন না।'

'অত আত্মবিশ্বাস ভাল নয় মিঃ উইণ্ডিব্যাংক, কঠিন গলায় হোমস বলল আমার ধারণা ওঁকে আমি ঠিক খুঁজে বের করব।

হোমসের কথায় এমন চমকে উঠলেন মিঃ উইণ্ডিব্যাংক যে তাঁর হাতের দস্তানা মেঝেতে ছিটকে পড়ল। কোনও মতে বললেন, 'আপনার কথা শুনে খুশি হলাম।

'হসমার এঞ্জেলের টাইপ করা চারটে চিঠি আমি খুটিয়ে দেখেছি,' হোমস বলল সব চিঠিতেই দেখছি E আর R অস্পষ্ট, টাইপ ক্ষয়ে গেলে যেমন হয়

'তাতে কি দাঁড়াল, মিঃ হোমস?'

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি, মিঃ উইণ্ডিব্যাংক একই রকম গলায় বলল হোমস আপনার টাইপ করা চিঠিতেও সেই একই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে, E আর R একই রকম অস্পষ্ট ক্ষয়ে গেছে মনে হয়। এরপরেও কি কিছু বুঝতে বাকি থাকে?

'আপনার বাজে গালগল্প শুনে নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে নেই মিঃ হোমস,' একলাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে পা বাড়ালেন মিঃ উইণ্ডিব্যাংক, মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আমি যাচ্ছি, মিঃ হোমস, হসমার এঞ্জেলকে খুঁজে বের করতে পারলে আমায় জানাবেন।'

হোমস বোধহয় এমন কিছু ঘটবে আন্দাজ করেছিল তাই দরজার হাতল এঁটে ভদ্রলোকের পালাবার পথ বন্ধ করল সে। মিঃ উইণ্ডিব্যাংকের ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে হোমস বলল, 'শুনলে খুশি হবেন মিঃ উইণ্ডিব্যাংক, নিখোঁজ হসমার এঞ্জেলকে আমি খুঁজে বের করেছি।'

'কোথায় সে?'

'এই মুহূর্তে সে আমারই সামনে দাঁড়িয়ে,' হোমসের গলার পর্দা নামল, 'হসমার এঞ্জেল যে আপনি স্বয়ং তা জানতে আমার বাকি নেই, মিঃ উইণ্ডিব্যাংক।'

'এসব অসার যুক্তি আদালতে টিকবে না মিঃ হোমস,' রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন মিঃ উইণ্ডিব্যাংক, 'হসমার এঞ্জেল আমি হতে যাব কোন দুঃখে, তাতে আমার কি স্বার্থ?'

'চোপ! বদমাশ!' আচমকা গলা চড়িয়ে ধমকে উঠল হোমস, 'ভাল চান তো আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকুন। নইলে —'

নইলে যা ঘটবে তা যে অতি অভাবনীয় কোনও ভয়ানক পরিণতি তা আন্দাজ করে মিঃ উইণ্ডিব্যাংক বাধ্য ছেলের মত বসে পড়লেন।

'মিস সাদারল্যাণ্ডের বিধবা মা বয়সে আপনার চেয়ে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও শুধু টাকার লোভে আপনি তাকে বিয়ে করেন, মিঃ উইণ্ডিব্যাংক' হোমসের গলা আবার চড়ল, 'এই ছিল আপনার স্বার্থ। আপনার স্ত্রীর প্রথমপক্ষের স্বামীর কন্যা মিস সাদারল্যাণ্ড বছরে একশ পাউণ্ড আয় করেন জেনে আপনার মাথায় শয়তানি বুদ্ধি চাপল। মেয়েটি অবিবাহিতা। আপনার চেয়েও ধুরন্ধর কোনও পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হলে তার টাকা হাতছাড়া হবে ভেবে আপনি তাকে দিনরাত বাড়িতে আটকে রাখলেন। কিন্তু একদিন মেয়েটি পার্টিতে যাবার জেদ ধরল। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে আপনি নিজেই তখন ছদ্মবেশ নিলেন, নাম নিলেন হসমার এঞ্জেল। চোখে আঁটলেন রঙিন চশমা, কথা বলতে লাগলেন গলা নামিয়ে, ফিসফিস করে যাতে গলা শুনে মেয়ে চিনতে না পারে। মিস সাদারল্যাণ্ড আপনার প্রেমের ফাঁদে পড়লেন। চোখ কমজোরি বলে আপনাকে তিনি চিনতে পারলেন না। এখানেই থামলেন না আপনি, বাইবেল ছুঁইয়ে তাকে কসম খাওয়ালেন যাতে আর কাউকে সে ভালবেসে বিয়ে না করে। একই সঙ্গে তাকে বিয়ে করবেন বলে কথা দিলেন; বিয়ের দিন গির্জার সামনে এসে পালিয়ে গেলেন গাড়ি থেকে। মেয়েটির মনে যে আঘাত লাগতে পারে একবারও আপনার মাথায় এল না, কেমন, মিঃ উইণ্ডিব্যাংক, ঠিক বলছি তো?'

'আপনি যা খুশি বলতে পারেন, মিঃ হোমস,' বলতে গিয়ে মিঃ উইণ্ডিব্যাংক এর গলা কেঁপে উঠল, 'আপনার কথার জবাব দিতে বাধ্য নই আমি। এছাড়া আপনার কথা সত্যি হলেও জানবেন কোনও অপরাধ করিনি, যা করেছি অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না তাই আমাকে সাজা দেবারও প্রশ্ন ওঠে না। মেয়েকে প্রেমরোগে ধরেছে দেখে আমরা স্বামী স্ত্রী দুজনে একটু ঠাট্টা করেছি শুধু ওর সঙ্গে, কিন্তু ও এসব সত্যি ধরে নেবে কে জানত?'

'বাঃ এই তো স্পষ্ট স্বীকারোক্তি,' মুখ টিপে হাসল হোমস, নিজের দোষ তাহলে নিজের মুখে কবুল করছেন, মিঃ উইণ্ডিব্যাংক, ঠিক বলেছেন, আপনি যা করেছেন তা এদেশের আইনের চোখে অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না। আর সেকথা জানি বলেই মনুষ্যত্ববোধের আদালতে আমি নিজে সাজা দিতে পারি আপনাকে।' কথা বলতে বলতে এগিয়ে এসে দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো একটা চাবুক তুলে নিল হোমস, 'মিস সাদারল্যাণ্ডের একজন হিতৈষী হিসেবে এই চাবুক মেরে আপনার ছালচামড়া তুলব এবার।'

কিন্তু হোমসের সে আশা পূরণ হল না, চাবুক হাতে তাকে এগিয়ে আসতে দেখে লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ উইণ্ডিব্যাংক, দরজার হাতল খুলে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন। হাতের চাবুক ছুঁড়ে ফেলল হোমস, হাসি চেপে আমায় নিয়ে এল খোলা জানালার সামনে। স্পষ্ট দেখলাম পালানোর মত দৌড়োচ্ছেন মিঃ উইণ্ডিব্যাংক আর থেকে থেকে দেখছেন কেউ তাড়া করছে কি না।

'ওকে ধরলে কি করে?' জানতে চাইলাম।

'খুব সহজে,' মুচকি হাসল হোমস, 'হসমার এঞ্জেল আর মিঃ উইণ্ডিব্যাংক এদের দুজনকে কখনও একসঙ্গে দেখা যায়নি। মেয়ে যে হসমারের প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এটা টের পেয়েই

হুঁশিয়ার হয়েছিলেন উইণ্ডিব্যাংক, প্যারিসে যাবার নাম করে হসমার সেজে মেয়েকে বাইবেল ছুঁইয়ে শপথ করালেন যাতে সে অন্য কাউকে ভবিষ্যতে বিয়ে না করে। মিস সাদারল্যাণ্ডের বিয়ে অন্য কারও সঙ্গে হলে মিঃ উইণ্ডিব্যাংকের লোকসান — মেয়েব বছরে একশ পাউণ্ড আয় হাতছাড়া হবে তাই এভাবে শপথ করিয়ে তার বিয়ে যতদিন সম্ভব আটকে রাখা। এই টাকার লোভেই তিনি সাদারল্যাণ্ডের বিধবা মাকে বিয়ে করেছিলেন যিনি বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক বড়। এরপর বিয়ে করবেন বলে কথা দিয়ে গাড়িতে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন উইণ্ডিব্যাংক, পরক্ষণে নেমে গেলেন পাশের দরজা খুলে। চোখের নজর কম বলে সৎবাপের এই তঞ্চকতা মেয়ে দেখতে পেল না। পাছে মেয়ে হাতের লেখা চিনে ফেলে এই ভয়ে উইণ্ডিব্যাংক টাইপ করে প্রেমপত্র পাঠাতেন। দেখা করার সময় ছদ্মবেশ নিতেন, চোখে পরতেন রঙিন চশমা, মেয়েব সঙ্গে গলা নামিয়ে কথা বলতেন। হসমার এঞ্জেল উধাও হবার পরে মিস সাদারল্যাণ্ড খবরের কাগজে তার চেহারার বর্ণনা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেন, মনে পড়ে? সেই বর্ণনা উল্লেখ করে আমি মিঃ উইণ্ডিব্যাংক যে কোম্পানির মদ ফেরি করেন সেখানে চিঠি লিখেছিলাম। ওদের চিঠি থেকে জানতে পেরেছিলাম বিজ্ঞাপনের চেহারার যে বর্ণনা আছে তেমন কোনও সেলসম্যান তাদের নেই। যে আছে তার চেহারাব বর্ণনা পাঠিয়েছিল তারা, সে বর্ণনা বুঝতেই পারছো হুবহু মিঃ উইণ্ডিব্যাংকেব।

মিস সাদারল্যাণ্ডকে পাঠানো টাইপ করা প্রেমপত্রে ক্ষয়ে যাওয়া দুটো টাইপের উল্লেখ ছিল মনে পড়ে? মিঃ সাদারল্যাণ্ডকে আজ এখানে আসবার কথা লিখে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম। উনি টাইপ করা তার জবাব পাঠালেন। খুঁটিয়ে দেখলাম এ চিঠিতেও 'E' এবং 'R' এই দুটো হরফ ক্ষয়ে গেছে, এছাড়া আরও কিছু চিহ্ন নজরে এল যা সবকটি প্রেমপত্রে ছিল। বলো, ডঃ ওয়াটসন, এরপরেও কিছু বুঝতে বাকি থাকে?'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু মিস সাদারল্যাণ্ডের কথা ভেবেছো? তাঁর এখন কি হবে?'

'ওয়াটসন, সত্যকে খুঁজে বের করা আমার পেশা, এখানেও সেই দায়িত্ব পালন করেছি,' বলল হোমস, 'আসল ঘটনা হাজার বোঝালেও মিস সাদারল্যাণ্ড বিশ্বাস করবেন না, তাই চেপে যাওয়া ছাড়া আমার কিছু করার নেই। যে ভুল স্বপ্ন উনি আঁকড়ে ধরে আছেন আমি তা ভাঙ্গাতে যাব কেন?'

চার
দ্য বসকোম্ব ভ্যালি মিস্ট্রি

খুনের মামলার তদন্তে হোমসের সঙ্গী হিসেবে ট্রেনে চেপেছি বহুদিন বাদে। আমাদের গন্তব্যস্থল বসকোম্ব ভ্যালি। ট্রেন প্যাডিংটন স্টেশন ছাড়বার পরেই কোটের দু'পকেট থেকে একগাদা খবরের কাগজ বের করে তাতে ডুবে গিয়েছিল হোমস, খুঁটিয়ে পড়া শেষ করে সেগুলো দলা পাকিয়ে জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে বলে উঠল, 'এ কেস সম্পর্কে কিছু শুনেছো ওয়াটসন?'

'না, হোমস,' জবাব দিলাম, 'গত ক'দিন খবরের কাগজ পড়ার সময় পাইনি।'

'মন দিয়ে শোন,' হোমস পাইপে তামাক ঠাসতে লাগল, 'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেই বসকোম্ব ভ্যালি জায়গাটা হেরেপোর্ডসায়ারের এক জেলা। জায়গাটা রস-এর খুব কাছে। জন টার্নার অস্ট্রেলিয়া থেকে বহু টাকা কামিয়ে বসকোম্ব ভ্যালিতে প্রচুর জমিজায়গা কিনে চাষবাস করছিলেন। চার্লস ম্যাকার্থি নামে তাঁর এক পরিচিত ভদ্রলোক সেখানে মিঃ টার্নারের এক খামারবাড়ি ভাড়া নিয়েছেন, ইনিও অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন। গত ৩রা জুন মিঃ চার্লস ম্যাকার্থি খুন হয়েছেন। মিঃ টার্নার আর মিঃ ম্যাকার্থি দুজনের কেউই স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে তেমন মেলামেশা করতেন না। দুজনেরই স্ত্রী মারা গেছেন, টার্নারের ছেলে আর ম্যাকার্থির মেয়ে দুজনেরই বয়স ১৮। ঘটনার দিন জন

টার্নার বিকেল নাগাদ বেরিয়েছিলেন বাড়ি থেকে, বেরোবার আগে কাজের লোককে বলেছিলেন, বসকোম্ব হ্রদে বিকেল তিনটে নাগাদ একজনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে হাজির হতে হবে। কিন্তু তার আর বাড়ি ফেরা হয়নি। মিঃ টার্নার বেরোবার পরে দু জন লোক তাঁর ভাড়াটে মিঃ ম্যাকার্থি আর তাঁর ছেলে জেমসকেও সেদিকে যেতে দেখেছিল। ম্যাকার্থির ছেলে জেমসের হাতে বন্দুক ছিল তাদের জবানবন্দি থেকে জানা গেছে। এদের একজন হল মিঃ টার্নারের মালি উইলিয়াম ক্রাউডার, অপরজন এক বৃদ্ধা যার নাম জানা যায়নি। এরা দুজনেই ঘটনার দিন মিঃ ম্যাকার্থিকে একা হেঁটে যেতে দেখেছে। এরা দুজন ছাড়া আরও একজন মিঃ ম্যাকার্থি আর তাঁর ছেলে জেমসকে সেদিন ওখানে দেখেছে, সে হল বসকোম্ব ভ্যালি এস্টেটের লজ কিপারের মেয়ে পেসোনস মোরান, বয়স চৌদ্দ। পেসোনস জানিয়েছে হ্রদের ধারে ফুল তোলার সময় মিঃ ম্যাকার্থি আর তার ছেলেকে তার চোখে পড়েছিল, কথাবার্তা শুনে তার মনে হয়েছিল বাপ আর ছেলে কোনও ব্যাপারে ঝগড়া করছে। জেমসকে একবার হাত উঁচু করতেও দেখেছিল পেসোনস, সে ধরে নিয়েছিল ছেলে বাপকে মারতে যাচ্ছে। পেসোনস আর দাঁড়ায়নি, ঘাবড়ে গিয়ে দৌড়ে ফিরে এসেছিল বাড়িতে, খানিক বাদে জেমস ম্যাকার্থি ছুটে এসে জানাল বনের ধারে তার বাবার মৃতদেহ খানিক আগে তার চোখে পড়েছে। জেমস ম্যাকার্থির জামার আস্তিনে লেগে থাকা রক্তের দাগ পেসোনস মোরানের চোখ এড়ায়নি, জেমসের সঙ্গে তখন বন্দুক ছিল না, মাথায় টুপিও ছিল না। জেমসের কথা শুনে সবাই ছুটে গিয়েছিল। মিঃ ম্যাকার্থির মৃতদেহ সেখানে পড়ে আছে — প্রচণ্ড আঘাতে তার মাথার খুলি ফেটে গেছে, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা মগজ রক্তের সঙ্গে মিশেছে। মৃতদেহ থেকে একটু দূরে জেমস ম্যাকার্থির বন্দুকটা পড়েছিল ঘাসের ওপর। এইসব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ মিঃ ম্যাকার্থির খুনি হিসেবে তার ছেলে জেমসকে তখনই গ্রেপ্তার করে রসে চালান দিয়েছে, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে দায়রায় সোপর্দ করেছেন।

'সব শুনে মনে হচ্ছে জেমসই তার বাবা মিঃ ম্যাকার্থিকে খুন করেছে,' আমি বললাম।

'ছিঃ ওয়াটসন,' আহত গলায় হোমস বলল, 'এই জাতীয় মন্তব্য ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের মুখে মানায়, তোমার মুখে মানায় না।'

'হঠাৎ লেসট্রেডের কথা মাথায় এল কেন?'

'কারণ এ কেসের তদন্তের দায়িত্ব পড়েছে লেসট্রেডের ওপর। তদন্তে নেমে লেসট্রেডের মাথা গেছে ঘুলে, সে তাই আমার সাহায্য চেয়েছে। বুঝতেই পারছো এখানে আমার আসার পেছনে সেটাই আসল কারণ।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে জেমস ম্যাকার্থি আদৌ তার বাপকে খুন করেছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে তোমার মনে।'

'ঠিক ধরেছো,' হোমস সায় দিল। 'জেমসকে ঘটনাস্থলে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি, খামারবাড়িতে ফিরে আসার পরে সে গ্রেপ্তার হয়েছে। গ্রেপ্তার করার সময় জেমস বলেছিল তাকে গ্রেপ্তার হতে হবে একথা আগেই জানত সে, আবার একই সঙ্গে পুলিশকে বলেছে সে নির্দোষ, মিঃ ম্যাকার্থিকে সে খুন করেনি।'

'একথা তো সব অপরাধীর মুখেই শোনা যায়,' আমি প্রতিবাদ করলাম, 'খুন করে বলে, করেনি, এর ফলে সন্দেহ বাড়ে।'

'আবার ভুল করছো ওয়াটসন,' হোমসের গলায় আত্মবিশ্বাস ফুটে বেরোল, 'বাপের সঙ্গে ঝগড়া হবার পরেই খুন হয়েছে বাপ, আর ছেলে বলছে খুনী সন্দেহে তাকে গ্রেপ্তার হতে হবে একথা আগেই জানত সে। একথা যে বলতে পারে তাকে আমি কখনও খুনী বলতে রাজি নই।

বেশ বুঝতে পারছি আমার মুখের কথায় হবে না, জেমস ম্যাকার্থির জবানবন্দি আমার কাছে আছে, পড়ে দ্যাখো,' বলে একতাড়া কাগজ হোমস আমার হাতে গুঁজে দিল।

জবানবন্দির বয়ান এরকম।

'তিনদিন ব্রিস্টলে কাটিয়ে গত সোমবার বাড়ি ফিরে শুনলাম বাবা বেরিয়েছেন। কাজের মেয়ে বলল বাবা গাড়ি চেপে রসে গেছেন, সহিস ছিল জন কোব। খানিক বাদে দেখলাম বাবা ফিরেছেন। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে তাড়াহুড়ো করে আবার বেরোলেন, খরগোশ মারব বলে বন্দুক নিয়ে আমিও বেরোলাম, পথে মালি ক্রাউডারের সঙ্গে দেখা হল। ক্রাউডার পুলিশকে দেওয়া বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে আমি বাবার সঙ্গে ছিলাম। জানিয়ে রাখি, কথাটা ভুল, বাবা আমার চেয়ে এগিয়ে আছেন তখনও জানতে পারিনি। হ্রদের কাছে এসে শুনলাম 'কুই' ডাক। এভাবে বনের ভেতর বাবা আর আমি পরস্পরকে ডাকি। বাবা আমায় দেখে জানতে চাইলেন আমি কেন এসেছি। বাবা বদমেজাজি মানুষ, আমায় মারবেন বলে তেড়ে এলেন, আমি ঘাবড়ে গিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। কিন্তু কিছুদূর আসতেই বাবার আর্তনাদ কানে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, মুখ ফিরিয়ে দৌড়োলাম হ্রদের দিকে। এসে দেখি বাবা মাটিতে পড়ে আছে, মাথাটা প্রচণ্ড আঘাতে থেঁতলে গেছে, রক্তে ঘিলুতে মাখামাখি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। তখনও বাবার দেহে প্রাণ ছিল, আমি হাঁটু গেড়ে বসে জড়িয়ে ধরতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন।'

করোনার ঃ মারা যাবার আগে উনি কিছু বলেছিলেন?

জেমস ঃ বিড়বিড় করে কি যেন বলেছিলেন ঠিক বুঝতে পারিনি, শুধু 'র‍্যাট' শব্দটা মনে আছে।

করোনার ঃ তার মানে কি?

জেমস ঃ আমার মতে বাবা নিশ্চয়ই প্রলাপ বকছিলেন।

করোনার ঃ বাবা হঠাৎ তোমার ওপর রেগে গেলেন কেন, ঝগড়া হবার কারণই বা কি?

জেমস ঃ আপনার এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।

করোনার ঃ ঐ প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে।

জেমস ঃ ব্যাপারটা এক্ষেত্রে অবান্তর।

করোনার ঃ অবান্তর কিনা তা আদালত বিচার করবে, তোমায় প্রশ্ন করা হচ্ছে, প্রশ্নের জবাব দাও নয়ত পরে বিপদে পড়বে।

জেমস ঃ পড়ি পড়ব। এত বড় ঘটনার পরে বিপদকে আর ভয় পাই না।

করোনার ঃ 'কুই' আওয়াজ করে তুমি আর তোমার বাবা বনের ভেতর পরস্পরকে ডাকতে?

জেমস ঃ হ্যাঁ।

করোনার ঃ কিন্তু তোমার বাড়ি ফেরার খবর তোমার বাবা তখনও পাননি বলেছো। তাহলে কি করে উনি তোমায় ডাকলেন?

জেমস ঃ (আমতা আমতা করে) তা বলতে পারব না।

জুরিদের একজন ঃ বাবার আর্তনাদ শুনে ছুটে আসার পরে সন্দেহজনক কিছু তোমার চোখে পড়েনি?

জেমস ঃ না, তেমন কিছু আমার চোখে পড়েনি।

করোনার ঃ তার মানে? যা যা চোখে পড়েছিল খুলে বলো।

জেমস ঃ বুঝতেই পারছেন বাবার আর্তনাদ শোনার পর থেকেই এমন উত্তেজিত হয়েছিলাম যে কোনও কিছুর দিকে তাকাইনি। তবে তারই ভেতর ধূসর আলখাল্লার মত কিছু বাঁদিকে পড়ে ছিল মনে হল। বাবার মৃতদেহের পাশ থেকে উঠে দাঁড়ানোর পর আর সেটা দেখিনি। আশেপাশে খুঁজেও হদিশ পাইনি।

করোনার ঃ তুমি লোক ডাকার আগেই সে জিনিসটা উধাও হল এটাই বলতে চাও?

জেমস ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

করোনার ঃ জিনিসটা তোমরা বাবার মৃতদেহ থেকে কতটা তফাতে পড়েছিল?

জেমস ঃ প্রায় বারো গজ হবে।

করোনার ঃ বন থেকে কতটা তফাতে?

জেমস ঃ ঐরকম, বারো তেরো গজ তফাতে।

করোনার ঃ ঐ জিনিসটা যাই হোক না কেন, তুমি তার বারো গজের মধ্যে যখন ছিলে তখনই ওটা উধাও হল, কেমন?'

জেমস ঃ ঠিক ধরেছেন, তবে ঐ সময় জিনিসটা ছিল আমার পেছনে।

'করোনারের প্রাথমিক জেরা এখানেই শেষ,' গম্ভীর গলায় বলল হোমস।

'তাই তো দেখছি,' জেরার শেষের দিকটা পড়ে বললাম, 'করোনার যে মন্তব্য করেছেন তাতে আদালতে জেমসকে বেশ মুশকিলে পড়তে হবে। মিঃ ম্যাকার্থি জেমসকে ডেকেছেন কিন্তু জেমস বলছে উনি তাকে তখনও দেখেননি। তারপর বাপের সঙ্গে কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হল তা জেমস চেপে গেছে। সবশেষে 'র‍্যাট' নামে একটা শব্দ মারা যাবার আগে মিঃ ম্যাকার্থি বলেছেন বলে জেমস উল্লেখ করেছে। করোনারের মন্তব্যে বোঝা যাচ্ছে জেমস তার বাবার শেষ মুহূর্তে যা বলেছেন তা চেপে গেছে।' নাঃ হোমস জেমসের বাঁচার কোনও সম্ভাবনা আমার চোখে পড়ছে না।'

'তুমিও দেখছি করোনারের সুরে সুর মেলালে, ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'আবার বলছি জেমস সম্পূর্ণ নির্দোষ, করোনারের জেরার জবাবে সে যা বলেছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। মিথ্যে বলার ইচ্ছে থাকলে ও চমৎকার একটা মনগড়া গল্প শোনাতে পারত। জেমসের জবাবে যেসব অসঙ্গতি চোখে পড়ছে তাদের একটাও মনগড়া নয়। মিথ্যে বলার মতলব থাকলে অসঙ্গতিপূর্ণ জবাব জেমস কখনোই দিত না। যাক, অনেক বকেছি, ট্রেন স্টেশনে থামার আগে আর কোনও কথা বলব না।'

রস স্টেশনে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর লেসট্রেড আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন, লেসট্রেড আগেই স্থানীয় এক সরাইখানায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন, ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে সোজা সেখানে নিয়ে এলেন তিনি। সরাইখানাটি মাঝারি গোছের, নাম 'হেরেফোর্ড আর্মস'। আমাদের মত ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা নিশ্চিন্তে কয়েকটা রাত কাটাতে পারে।

'আমি গাড়ি আনতে লোক পাঠিয়েছি।' পোশাক পাল্টে সবে গরম চায়ে চুমুক দিয়ে জিরোচ্ছি এমন সময় ইন্সপেক্টর লেসট্রেড বেসুরো গাইলেন, 'মিঃ হোমস, আমি জানি লণ্ডন থেকে এত দূরে এসে আপনি ক্লান্ত, তবু খুনের ঘটনাস্থলে আজ একবার আপনাকে নিয়ে যাবই। আমি জানি, নিজের চোখে জায়গাটি খুঁটিয়ে না দেখা পর্যন্ত স্বস্তি পাবেন না আপনি। আপনার ধাত তো জানি।'

'আপনার সৌজন্যবোধের তুলনা হয় না' বলল হোমস, কিন্তু ব্যারোমিটার না দেখে তো এখান থেকে বেরোব না। একি, ২৯ ডিগ্রি! বাইরে একফোঁটা হাওয়া নেই, আকাশে মেঘও চোখে পড়ছে না। না মশাই, আজ রাতে আর গাড়ি কাজে লাগবে না। ঐ পেল্লায় সোফায় শুয়ে এখন শুধু তামুক টানব।'

'তার মানে?' হোমসের এমন সরাসরি প্রত্যাখ্যান আশা করেননি লেসট্রেড, 'ঘটনাস্থলে না গিয়ে শুধু এখানে বসে কাগজপত্রে চোখ বুলিয়েই মনে হচ্ছে রহস্যের সমাধান করে ফেলেছেন?'

লেসট্রেডের কথা শেষ হতে বাইরে ঘোড়ার গাড়ি থামার আওয়াজ হল, খানিক বাদে এক রূপসী যুবতী আমাদের কামরায় ঢুকলেন।

'ইনি মিস টার্নার,' লেসট্রেড বললেন 'এই বসকোম্ব ভ্যালি যিনি কিনেছেন সেই মিঃ জন টার্নারের মেয়ে। জেমস ম্যাকার্থি মিস টার্নারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মিস টার্নার বিশ্বাস করেন জেমস ম্যাকার্থি নির্দোষ, মিঃ ম্যাকার্থি ওঁর হাতে খুন হননি। মিস টার্নার, ইনিই মিঃ শার্লক হোমস, উনি ডঃ ওয়াটসন, মিঃ হোমসের বন্ধু আর সহকারী।'

'মিঃ হোমস,' মিস টার্নার তাকালেন হোমসের দিকে,' আমার দৃঢ় বিশ্বাস জেমস নির্দোষ, ওর জবানবন্দি পড়ে আপনার কি ধারণা হয়েছে দয়া করে বলবেন?'

'নিশ্চয়ই বলব, মিস টার্নার,' জোর গলায় বলল হোমস, 'আপনার মত আমিও বিশ্বাস করি জেমস নির্দোষ। শুধু বিশ্বাস নয়, ও যে নির্দোষ তা আদালতে আমি প্রমাণ করব।'

'আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম, মনে পড়ে?' লেসট্রেডের দিকে বড় বড় চোখে তাকালেন মিস টার্নার।

'একটা প্রশ্ন করব আপনাকে, মিস টার্নার,' হোমস বলল 'আশা করি সত্যি জবাব দেবেন।'

'বলুন।'

'মিঃ ম্যাকার্থি মারা যাবার আগে জেমসের সঙ্গে যে কারণে ওঁর কথা কাটাকাটি হয়েছিল তা নিশ্চয়ই আপনাকে নিয়ে তাই না?'

'ঠিক ধরেছেন, মিঃ হোমস,' লাজুক হাসলেন মিস টার্নার, 'পাছে আমি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি এই ভেবে জেমস করোনারের ঐ প্রশ্নের জবাব দেয়নি।'

'কিন্তু আপনাকে নিয়ে ওঁদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল কেন? বলতে যদি বাধা না থাকে '

'কোনো বাধা নেই, মিঃ হোমস জেমসকে আমায় আজ বাঁচাতেই হবে। শুনুন মিঃ হোমস জেমস্ আর আমি ছোটবেলা থেকে ভাইবোনের মত বড় হয়েছি এতদিন সেই চোখেই পরস্পরকে দেখে এসেছি। জেমসের বাবা মিঃ ম্যাকার্থি চাইতেন আমাদের বিয়ে হোক এই নিয়ে যখন তখন জেমসের সঙ্গে ওর বাবার ঝগড়াঝাটি হত।'

'আপনার বাবা কি এসব জানেন?'

'অনেক আগেই বাবা এসব জেনেছেন, মিঃ হোমস,' মিস টার্নার বললেন, 'কিন্তু জেমসের সঙ্গে আমার বিয়েতে ওঁর মত নেই।'

'আপনার বাবার সঙ্গে তদন্তের স্বার্থে আমার দেখা করা দরকার ' হোমস বলল। 'আগামীকাল গেলে ওঁর সঙ্গে দেখা হবে?'

'বোধহয় না, মিঃ হোমস,' মিস টার্নার জানালেন, 'মনে হচ্ছে ডাক্তার আপনার সঙ্গে বাবাকে দেখা করতে দিতে রাজি হবেন না।'

'ডাক্তার, কেন?'

'সে কি, আপনি শোনেননি?' মিস টার্নার বললেন, 'কয়েক বছর হল বাবার শরীর খুব ভেঙ্গে পড়েছে, ডঃ উইলোজ বলেছেন বাবার নার্ভাস সিস্টেম পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। ওঁরই নির্দেশে বাবাকে দিনরাত শুয়ে কাটাতে হয়।'

'আরেকটা প্রশ্ন। জেমসের বাবা মিঃ ম্যাকার্থিও শুনেছি আপনার বাবার মত অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন। আপনার বাবার সঙ্গে ওঁর পরিচয় হয় কোথায়?'

'ভিক্টোরিয়া।'

'ভিক্টোরিয়া। সোনার খনিতে?'

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস।'

'ধন্যবাদ, মিস টার্নার। এ কেসের তদন্তে আপনার সাহায্য আমার দরকার।'

'কোনও খবর হাতে এলে আগামীকাল আমায় জানালে বাধিত হব, মিঃ হোমস ' মিস টার্নার বললেন, 'আমার হয়ে একটা কাজ করবেন, মিঃ হোমস?'

'বলুন কি করতে হবে?'

'জেমসের সঙ্গে কথা বলতে আপনি নিশ্চয়ই জেলে যাবেন। জেমসের সঙ্গে দেখা হলে দয়া করে বলবেন, সে যে নির্দোষ তা আমি বিশ্বাস করি। বলুন, বলবেন তো?'

'নিশ্চয়ই বলব, মিস টার্নার,' আশ্বাস দিল হোমস।

'ধন্যবাদ, আজ তাহলে যাচ্ছি,' আমার বাবা খুব অসুস্থ একটু আগেই বলেছি।' বলেই সবশুদ্ধ সবাইকে বিদায় জানিয়ে মিস টার্নার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। চাকার আওয়াজ আর ঘোড়ার খুরের শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল।

'শুধু শুধু আশ্বাস দিলেন, মিঃ হোমস,' লেসট্রেডের গলা থমথমে শোনাল, 'জেমসকে আপনি ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাতে পারবেন ভেবেছেন?'

'ইন্সপেক্টর লেসট্রেড,' গম্ভীর গলায় হোমস জবাব দিল, 'জেমস ম্যাকার্থিকে বেকসুর খালাস করিয়ে আনব এই আত্মবিশ্বাস আমার আছে। আপাতত ওর সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার, আপনি জেলে গিয়ে সেটুকু ব্যবস্থা করে দিন।'

'এখনই করে দিচ্ছি, চলুন তাহলে,' হোমসকে ঘর থেকে বের করার সুযোগ পেয়ে লাফিয়ে উঠলেন লেসট্রেড, 'তবে আপনার সঙ্গে আমি ছাড়া আর কেউ যেতে পারবেন না।'

'তাই হবে,' হোমস টুপি পরে পাইপে তামাক ঠেসে ঠোঁটে গুঁজে আগুন ধরাল, 'ওয়াটসন, তুমি আরাম করো, আমি হেরেফোর্ড থেকে দু'ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব। খাবার দাবার দরকার হলে আনিয়ে নিয়ো। চলুন ইন্সপেক্টর।'

স্টেশন পর্যন্ত ওদের সঙ্গে গেলাম। ট্রেনে তুলে দিয়ে শহরের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে সরাইয়ে ফিরে এলাম। একটা উপন্যাস নিয়ে সোফায় গা ঢেলে দিলাম। কিন্তু বইখানা হাতে নেওয়াই সার হল, বহু চেষ্টা করেও তাতে মন বসাতে পারলাম না, যে খুনের তদন্তে হোমসের সঙ্গে এত দূর এসেছি তার বিভিন্ন ঘটনা পাক খেতে লাগল মাথার ভেতরে।

হোমস ফিরে এল অনেক দেরিতে, এবার একাই এল, বলল, 'লেসট্রেড হেরফোর্ড শহরে হোটেলে উঠেছেন।'

'জেল হাজতে লেসট্রেডের সঙ্গে গিয়েছিলাম,' সোফার ধারে বসল হোমস, 'জেমস ম্যাকার্থির সঙ্গে দেখা হল। ওয়াটসন, জেমসের বাবা যেখানে খুন হয়েছেন সেখানে যাবার আগে বৃষ্টি নামলে অসুবিধেয় পড়ব। জুতোর ছাপগুলো বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে যাবে।'

'জেমস ম্যাকার্থির সঙ্গে কথা বলে কি বুঝলে?'

'ছেলেটোর বুদ্ধি তেমন পাকা নয়, কিন্তু মনে কোনও প্যাঁচ নেই। গোড়ায় ওর জবাব শুনে ভেবেছিলাম কাউকে বাঁচাতে চাইছে। কিন্তু একটু জেরা করেই টের পেলাম তা নয়, আসলে চোখের ওপর এমন অভাবিত ঘটনা দেখে ঘাবড়ে গেছে। বেচারা জেমস, দুর্ভাগা আর কাকে বলে!'

'নির্দোষ হয়েও পিতৃহত্যার দায় যাকে বইতে হয় তাকে দুর্ভাগা ছাড়া আর কিই বা বলা যায়,' হাতের বইটা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে বললাম, 'মিস টার্নারের মত এমন রূপসীকে হাতে পেয়েও যার বিয়ের সাধ হয় না সে শুধু দুর্ভাগা নয় হোমস, আমার মতে আস্ত গর্দভ!'

'বিয়ে করবে কি করে,' হোমস বলল, 'বাছাধন সেদিকেও এক কেলেংকারি বাধিয়ে বসেছেন! ব্রিস্টলে বোর্ডিং স্কুলে পড়বার সময় জেমস খুব বখে গিয়েছিল, ঐ বয়সেই জেমস বারে গিয়ে মদ খাওয়া শুরু করেছিল। সেখানে একটা মেয়ের ফাঁদে পড়েছিল সে, মেয়েটা ব্রিস্টলের এক বারে ঘর মুছত, বাসন মাজত। প্রেম এত দূরে পৌঁছেছিল যখন মেয়েটিকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল জেমস। কিন্তু মিঃ ম্যাকার্থি বেঁচে থাকতে তাঁকে এই বিয়ের কথা মুখ ফুটে বলার সাহস পায়নি জেমস, জানত বারের কাজের মেয়েকে প্রেম করে বিয়ে করেছে জানলে বাপ তাকে

আস্ত রাখবেন না। আবার মিস টার্নারকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না বলে বাবার কাছে প্রায়ই ধমক খেতে হচ্ছে। ব্রিস্টলে বৌকে দেখতে গিয়েছিল জেমস, সেখানে একনাগাড়ে তিনদিন কাটিয়ে ফিরে আসার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই খুন হলেন তার বাবা মিঃ ম্যাকার্থি। এদিকে আরেক ব্যাপার ঘটেছে, জেমস ম্যাকার্থি বাবাকে খুন করে ধরা পড়েছে এই খবর কাগজে পড়েও ব্রিস্টলে তার বৌ নিজের পথ খুঁজে নিয়েছে। চিঠি লিখে জানিয়েছে তার আগের পক্ষের স্বামী এখনও বেঁচে, বার্মুডা ডকইয়ার্ডের মজুর, এই অবস্থায় জেমসের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। জেমসের পক্ষে এই ঘটনা শাপে বর হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আর এই কথাটা তাকে আমি বুঝিয়ে এসেছি। মনে হল বৌয়ের সঙ্গে এভাবে ছাড়াছাড়ি হওয়ার এতদিন বাদে তার মনের ভার হালকা হয়েছে।'

'তা তো হল, কিন্তু জেমসের বাবা মিঃ ম্যাকার্থির খুনী তাহলে কে? জেমস তোমার মতে নির্দোষ, তাহলে আততায়ী হিসেবে কাকে সন্দেহ করছ?'

'খুনির নাম জানতে চাইছ, এই তো?' রহস্যময় হাসি হোমসের ঠোঁটে ফুটল, 'ভাল প্রশ্ন সন্দেহ নেই, ওয়াটসন, এই প্রসঙ্গে দুটি পয়েন্ট তুমি একবার মাথা খাটিয়ে ভেবে দ্যাখো -- এক, খুন হবার আগে কারও সঙ্গে দেখা করতেই মিঃ ম্যাকার্থি সেদিন হ্রদের ধারে গিয়েছিলেন। সেই লোকটি আর যেই হোক না কেন জেমস নয় এটা মানতেই হবে। যেহেতু জেমস তখন এ তল্লাটে ছিল না, ব্রিস্টল থেকে কখন সে ফিরবে তাও মিঃ ম্যাকার্থির জানা ছিল না। দুই, জেমসের বিবৃতি অনুযায়ী বনের ভেতর তারা বাপ বেটা পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 'কু ই' বলে হেঁকে উঠত। খুন হবার আগে সেদিনও মিঃ ম্যাকার্থি 'কু-ই' বলে হাঁক দিয়েছিলেন। কিন্তু জেমস যে বাড়ি ফিরে তাঁর পিছু নিয়ে হ্রদের কাছে এসে পৌঁছেছে তা তখনও তাঁর চোখে পড়েনি। আমার ধারণা, গোটা কেসটা দাঁড়িয়ে আছে এই দুটো পয়েন্টের ওপর। অনেক রাত হল, পেটে কিছু গুঁজে এবার এসো শুয়ে পড়ি।'

হোমসের কপাল ভাল মানতেই হবে সে রাতে আর বৃষ্টি হল না। সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরে দেখি আকাশ পরিষ্কার, কোথাও মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। পোশাক পাল্টে ব্রেকফাস্ট খেয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। ন'টায় গাড়ি নিয়ে এলেন ইন্সপেক্টর লেসট্রেড, হোমস আর আমায় নিয়ে রওনা হলেন হ্রদের দিকে।

'বলুন লেসট্রেড, নতুন কি খবর নিয়ে এলেন?' কিছুদূর যাবার পরে হোমস জানতে চাইল।

'খবর তেমন ভাল নয়,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেড জানালেন, 'শুনলাম মিস টার্নারের বাবা মিঃ জন টার্নারের অসুখ বেড়েছে, ওঁর আর সেরে ওঠার আশা নেই।'

'তাই নাকি?' হোমস শুধোল, 'ভদ্রলোকের বয়স কত হল?'

'ষাটের কাছে,' লেসট্রেড জানালেন, 'বিদেশে থাকতে ছোকরা বয়সে শরীরের ওপর ঢের অত্যাচার করেছেন, তার ফলে পুরো ধাতটাই নষ্ট হয়ে গেছে। এর ওপর মিঃ ম্যাকার্থির অকালমৃত্যুতে ধাক্কা খেয়েছেন। দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল কিনা। আপনি জানেন না মিঃ হোমস, নিজের খামারবাড়ি মিঃ ম্যাকার্থি আর ওঁর ছেলের থাকার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন মিঃ টার্নার, কিন্তু কোনদিন সেই বাবদে ভাড়া নেননি মিঃ ম্যাকার্থির কাছ থেকে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি মিঃ টার্নার মিঃ ম্যাকার্থির আরও যেসব উপকার করেছেন তা বলে শেষ করা যাবে না।'

'বাঃ মহানুভব লোক বটে,' হোমস সায় দিল, 'এবার আমার একটা ছোট প্রশ্নের জবাব দেবেন?'

'কি প্রশ্ন?'

'এমন সদাশয় বন্ধুবৎসল মানুষটি মিঃ ম্যাকার্থির ছেলে জেমসের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়েতে আপত্তি করছেন কেন? অথচ মিঃ ম্যাকার্থি বেঁচে থাকতে বারবার এই বিয়ের জন্য চাপ দিতেন

জেমসকে। মেয়ে তো লক্ষ্মী, বাপের যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি পাবে। কি মশাই, কিছু আন্দাজ করেছেন? জবাব দিতে পারবেন?'

'দুঃখিত, মিঃ হোমস,' লেসট্রেড জবাব দিলেন, 'এই খুনের মামলার তদন্ত করতে গিয়ে এমনিতেই হালে পানি পাচ্ছি না, তার ওপর এসব খামখেয়ালি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো ---। না, মিঃ হোমস, আপনার এসব কিম্ভূত প্রশ্নের জবাব এই মুহূর্তে আমার মাথায় আসছে না। জেমস ম্যাকার্থিই তার বাবাকে খুন করেছে শুধু এই একটি পয়েন্টই এখন আমার দিনরাতের চিন্তাভাবনা, বাকি যা কিছু সব অসার। এসব চিন্তাভাবনার কোনও দাম নেই।'

'যা বলে শান্তি পান,' হোমস হাসল, 'তবে ব্যাপার কি জানেন, 'একদম চুপ করে থাকার চেয়ে অসার চিন্তাভাবনা করে মাথা খাটানো ঢের ভাল, তাতে মাথার ব্যায়াম হয়, মগজও পুষ্ট হয়। আরে, এই তো, মনে হচ্ছে আমরা খামারবাড়িতে এসে গেছি!'

'হ্যাঁ, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে একপলক তাকিয়ে সায় দিলেন লেসট্রেড, 'এবার আপনাদের নামতে হবে।'

পাথরের একতলা একটা দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামলাম তিনজনে। ধূসর ছাই রংয়ের স্লেট পাথরের ঢালু ছাদ, ধোঁয়াহীন চিমনি, আর পর্দাটানা জানালার শোকাবহ পরিবেশ স্পষ্ট। মিঃ ম্যাকার্থির কাজের মেয়েটি দরজা খুলে দিল, ভেতরে ঢুকেই হোমস তার খুন হবার সময় যে জুতোজোড়া তার মনিবের পায়ে ছিল তা আনতে বলল। সেই সঙ্গে জেমসের কাজের মেয়েটি দু'জোড়া জুতো নিয়ে ফিরে এল খানিকক্ষণ বাদে। ফিতে দিয়ে দুজোড়া জুতোর মাপ নিল হোমস, লেসট্রেডকে বলল, 'এবার চলুন যাওয়া যাক ঘটনাস্থলে।'

বসকোম্ব হ্রদের কাছে মিঃ টার্নার আর মিঃ ম্যাকার্থির দুটো আলাদা খামারবাড়ি। হ্রদের চারপাশে অনেকটা জায়গা ঘিরে জলা আর ঘাসজমি। সেখানে একগাদা পায়ের ছাপ চোখে পড়ল।

'আপনি এখানেও হেঁটে বেড়িয়েছেন মনে হচ্ছে?' লেসট্রেডকে খেঁকিয়ে উঠল হোমস।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন? কোন মতলবে? আমার ঝামেলা বাড়াতে?' গলা শুনে মালুম হল বন্ধুর সম্পর্ক হলেও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এই গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরের ওপর ভীষণ চটেছে হোমস।

'তা হবে কেন,' হোমস রেগেছে আঁচ করে নিমেষে বিনয়ের অবতার সাজলেন লেসট্রেড, 'ধরে নিয়েছিলাম খুনী কোনও ভারি পাথরের টুকরো দিয়ে আঘাত হেনেছে মিঃ ম্যাকার্থির মাথায়, তারপর সেটা ফেলে দিয়েছে। ঘাস জমিতে খুঁজলে যদি পাওয়া যায় এই ভেবেই এসেছিলাম।'

'উদ্ধার করেছেন?' আবার খেঁকিয়ে উঠল হোমস, কিন্তু কর্তব্য করতে গিয়ে মৃতদেহের আশেপাশে যত জুতোর ছাপ পড়েছিল সব মাড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছেন।' বলেই উবু হয়ে মাটির ওপর শুয়ে পড়ল হোমস, শিকারি কুকুরের মাটি শোঁকার ভঙ্গিতে খুঁটিয়ে মাটি দেখতে দেখতে হঠাৎ আপন মনে বলে উঠল, 'যা ভেবেছি ঠিক তাই, জেমস সত্যি কথা বলেছে, এই তো ওর জুতোর দাগ। জোরে দৌড়োনোর ফলে গোড়ালির ছাপ অস্পষ্ট। এই তো, জেমসের বন্দুকের বাঁটের দাগ তার মানে ঠিক এখানেই জেমসের সঙ্গে ওর বাবা মিঃ ম্যাকার্থির কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। এটা আবার অন্য জুতো দেখছি' চৌকো গোছের বুট' বুটজোড়ার ছাপ একবার এসেছে, একবার ফিরে গেছে, আবার এসেছে – ও, বুঝেছি তিনি ফেলে যাওয়া আলখাল্লাখানা নিয়ে যেতে আবার ফিরে এসেছিলেন!'

আরও খানিকক্ষণ মাটি পরীক্ষা করে উঠে পড়ল হোমস, ছুটে গেল জঙ্গলের দিকে। কিছুদূর গিয়ে আবার শুয়ে পড়ল উবু হয়ে, তারপর শুকনো পাতা সরিয়ে একখণ্ড খাঁজকাটা পাথর বের করে পকেটে পুরল। চোখে চোখ পড়তে বলল, 'তোমরা এগোও, আমি মিঃ টার্নারের গোমস্তা মিঃ মোরানকে একটা চিঠি দিয়ে এক্ষুনি আসছি।'

ইন্সপেক্টর লেসট্রেডকে নিয়ে গাড়িতে এসে বসলাম। খানিক বাদে এল হোমস, পকেট থেকে খাঁজকাটা পাথরটা বের করে লেসট্রেডকে দিল, 'এই নাও, খুনের হাতিয়ার, এটা দিয়েই আততায়ী মিঃ ম্যাকার্থির খুলি গুড়ো করে দিয়েছিল।'

'কিন্তু এর গায়ে তো রক্তের দাগ দেখছি না।' লেসট্রেড হোমসের যুক্তি মানতে রাজি নন।

'রক্তের দাগ নেই আমিও দেখেছি' বলল হোমস, 'ওঁর খুলিতে যে আঘাত লেগেছিল তা এই পাথর দিয়েই সম্ভব।'

'সব বুঝলাম, মিঃ হোমস, কিন্তু সেই আততায়ী কে?'

'কে আমি বলব না, তবে তার চেহারার বর্ণনা দিচ্ছি কান খাড়া করে শুনুন — লোকটা খুব লম্বা, ন্যাটা, ডান পা টেনে হাঁটে, পাইপে কড়া চুরুট লাগিয়ে খায়, পকেটে পেনসিল কাটা ছুরি রাখে, বাইরে বেরোলে জ্যাকেটের ওপর ধূসর আলখাল্লা চাপায়, পায়ে থাকে চৌকো বুট। ব্যস্, আপনার পক্ষে এই যথেষ্ট।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না, মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেড বললেন, 'আদালতে এসব মনগড়া গল্প চলবে না।'

'আমার তদন্ত শেষ, আজ সন্ধ্যের ট্রেন ধরব আমরা। লেসট্রেড, আপনি আপনার জ্ঞানবুদ্ধি মত তদন্ত চালান তাহলে।'

কিন্তু সমস্যার সমাধান তো হল না, মিঃ হোমস, শুধু ঐভাবে চেহারাটার বর্ণনা দিয়ে খুনীকে ধরা যায় নাকি?' আস্তানার সামনে গাড়ি থামতে লেসট্রেড নেমে গেলেন। আমরা সবাইয়ে ফিরে খেতে বসলাম।

ডিনার সেরে কামরায় এসে চুরুট ধরাল হোমস, একটানা কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কিছু মনে কোর না ওয়াটসন, লেসট্রেডের বাড়াবাড়ি অসহ্য ঠেকছিল তাই ওকে এভাবে ধাঁধায় ফেলেছি একটু শিক্ষা দিতে। তদন্তে সাহায্য করতে আমায় ডাকিয়ে এনেছে, আবার নিজের কাণ্ড দেখাতে গিয়ে খামখেয়ালি করে পায়ের ছাপগুলো মুছে ফেলেছে। বরাতজোরে কয়েকটা বেঁচেছিল তাই কেসটার হদিশ করতে পেরেছি।'

'তাহলে খুনী কে বের করে ফেলেছো?' প্রশ্নটা করেই সামলে নিলাম, রাগ রাগ চোখে আমার পা থেকে মাথা একপলক দেখে হোমস আবার খেই ধরল, 'জেমসের জবানবন্দিতে 'কু-ই' ডাকের উল্লেখ ছিল, মনে পড়ে? অস্ট্রেলিয়ায় এভাবে ডাকার রেওয়াজ আছে। মিঃ ম্যাকার্থি তাহলে ঘটনার দিন এমন কারও সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন যে নিজেও অস্ট্রেলিয়ায় থাকত, সে আর যেই হোক জেমস কখনোই নয়।'

'বুঝলাম, কিন্তু মারা যাবার আগে উনি 'র‍্যাট' শব্দটা উচ্চারণ করলেন কেন?'

একটা ম্যাপ আমার সামনে রাখল হোমস, 'দ্যাখো, এটা অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া কলোনির ম্যাপ, গতকাল ব্রিস্টল থেকে আনিয়েছি।' বলে হাত দিয়ে ম্যাপের একটা জায়গা ঢাকল হোমস, 'পড়ো, এখানে কি লেখা আছে।'

'অ্যারাট,' জোরে পড়লাম, চার অক্ষরের একটি শব্দ।

'এবার?' হাত তুলে নিল সে 'ব্যালারাট।' আট অক্ষরের একটি ইংরেজি নাম।

'মারা যাবার আগে মিঃ ম্যাকার্থি এই নামটাই বলেছিলেন, ওয়াটসন,' বলল হোমস, 'শুধু 'র‍্যাট' শব্দটি জেমসের মনে ছিল। হ্যাঁ, ওয়াটসন, মিঃ ম্যাকার্থির খুনির নাম যাই হোক সে এই ব্যালারাট এলাকার বাসিন্দা। সেই লোকটাই গায়ে ধূসর আলখাল্লা চাপিয়ে ঘুরে বেড়ায়। খুন করার আগে আলখাল্লা খুলে রেখেছিল, পরে জেমসের হাতে পড়ার আগেই সেটা হাতিয়ে পালিয়ে যায় ঘটনাস্থল থেকে। এই এলাকাটা খুনির খুব চেনা তাও মনে রেখো।'

'কিন্তু সে ল্যাটা, আর ডান পা টেনে হাঁটে বললে কি করে?'

'খুব সোজা। জেমসের বাবার মাথার বাঁদিকে আঘাত লেগেছিল, তার মানে খুনি বাঁহাতে পাথর দিয়ে আঘাত হেনেছে। ঘটনাস্থলে একজোড়া চৌকো বুটের ছাপ চোখে পড়ল, ডান পা টেনে চলার ফলে সেই পায়ের জুতোর ছাপ পড়েছে আবছা।

'খুনী কড়া চুরুট পাইপে লাগিয়ে খায় বলছো —'

'বলেছি, এখনও বলছি। জেমসের সঙ্গে ওর বাবার কথা কাটাকাটির সময় গাছের পেছনে দাঁড়িয়ে চুরুটের ছাই ঝেড়েছে খুনী। সেই ছাই নিজের চোখে দেখেছি আমি। একটা আধপোড়া চুরুট খুঁজেও পেলাম, তার গোড়ায় দাঁতের দাগ নেই দেখে বুঝলাম পাইপে লাগিয়ে খাওয়া হয়েছে। চুরুটের মুখটা এবড়ো খেবড়ো করে কাটা, অর্থাৎ পেনসিল কাটা ছুরি দিয়ে চুরুটের মুখ কাটা হয়েছে।'

'হোমস, তোমার কথা শুনে এবার বুঝতে পারছি খুনী কে। তার নাম —'

আমার কথা শেষ হবার আগেই ওয়েটারের সঙ্গে এক বয়স্ক লোক এসে ঢুকল আমাদের কামরায়। 'ইনি মিঃ জন টার্নার, বিশেষ দরকারে মিঃ হোমসের কাছে এসেছেন,' বলে ওয়েটার বেরিয়ে

'আপনার গোমস্তাকে দেওয়া আমার চিঠিটা পেয়েছেন দেখছি', মিঃ টার্নারের দিকে তাকাল হোমস, 'দয়া করে বসুন।'

'মিঃ ম্যাকার্থিকে কেন খুন করলেন, মিঃ টার্নার?' চেয়ারে বসতেই প্রশ্ন ছুঁড়লো হোমস।

উত্তর না দিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মিঃ টার্নার। ফোঁপানির আওয়াজ থামতে মুখ তুলে তাকালেন। ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়েছে ভদ্রলোক ডান পা টেনে হাঁটছেন। বয়সের ভারে নুয়ে পড়লেও এক সময় প্রচণ্ড শক্তি ছিল একনজর তাকালেই বোঝা যায়। রুমালে চোখ মুছে মিঃ টার্নার বললেন,

'মিঃ হোমস, আমি কথা দিচ্ছি জেমসের ক্ষতি হতে দেব না। খালাস পেয়ে ধরা দিলে জেমস আজই খালাস পাবে, কিন্তু আমার মেয়ে খুব দুঃখ পাবে। তবু যদি দেখি জেমসের সাজা হবে তখন নিজেই ধরা দেব, সব কথা পুলিশকে খুলে বলব।'

'আপনার স্বীকারোক্তি আমি লিখে নিচ্ছি, মিঃ টার্নার,' কাগজ কলম এগিয়ে বসল হোমস। 'ওয়াটসন সাক্ষি হিসেবে সই করবে, আদালতে বিচারের অবস্থা বুঝে এটা পুলিশকে দেব।'

'তার আগেই আমি মারা যাব মিঃ হোমস,' বললেন মিঃ টার্নার। 'বহুদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছি, ডাক্তার বলেছেন আমার আয়ু আর বড়জোর একমাস। আমি সব বলছি, আপনি লিখে নিন। আমার মেয়ে অ্যালিস যেন এসব না জানে এইটুকু শুধু আমার প্রার্থনা, মিঃ হোমস। অস্ট্রেলিয়ায় ষাটের দশকে এক কুখ্যাত ডাকাতের দলের সর্দার ছিলাম আমি, ব্যালারাটের বদমাশ জ্যাক এই ছিল তখন আমার পরিচয়। অস্ট্রেলিয়ার খনি থেকে প্রচুর সোনা তুলত অনেকে, একবার এমনি একটা সোনাবোঝাই গাড়ি দলবল নিয়ে লুঠ করলাম। গাড়িতে পাহারাদার ছিল ছ'জন, তাদের চারজন খুন হল আমাদের গুলিতে, আমার দলেরও তিনজন মরল গুলি খেয়ে। গাড়ি চালাচ্ছিল জেমসের বাবা এই ম্যাকার্থি, লুঠের সময় ওর রগে আমি পিস্তল ঠেকিয়ে চুপ করে রেখেছিলাম। অত সোনা হাতে পেয়ে দল ভেঙে দিলাম, সবাইকে বখরা দিয়ে ফিরে এলাম দেশে। ভাবলাম এবার সৎপথে মানুষের মত বাঁচব। জমি কিনে বাড়ি করলাম, বিয়ে করলাম, আমার মেয়ে হল — অ্যালিস, তাকে আপনি দেখেছেন।

নতুন করে বাঁচতে শুরু করেছি এমন সময় এখানে এসে হাজির হল ম্যাকার্থি। সে তখন পথের ভিখিরি। টাকাকড়ি আর মাথা গোঁজার আস্তানা করে না দিলে পুলিশে খবর দিয়ে আমায় ধরিয়ে দেবার ভয় দেখাল। ভয় পেয়ে তাকে কিছু টাকা দিলাম, বিনা ভাড়ায় থাকার জন্য একটা খামারবাড়ি পুরো ছেড়ে দিলাম। সেও বিয়ে করল, তারই ছেলে জেমস। কিছুদিন বাদে হঠাৎ

আমার মেয়ে অ্যালিসকে বিয়ে করতে চাইল সে। আমি রাজি হলাম না। ভেবে দেখুন ততদিনে ওর ছেলে জেমসও বড় হয়েছে। সেদিন মনে হয়েছিল ম্যাকার্থিকে প্রাণে বাঁচিয়ে রেখে ভুল করেছি, কিন্তু তখন অনেক দেরি করে ফেলেছি। একদিন হঠাৎ ম্যাকার্থি বলল জেমসের সঙ্গে অ্যালিসের বিয়ে দেবার সাধ জেগেছে তার মনে। জেমস আমার চোখের সামনে বড় হয়েছে, তার সঙ্গে মেলামেশা করতে কখনও মেয়েকে বাধা দিইনি, জেমসের ওপর আমার রাগ নেই, কিন্তু হাজার হলেও সে তো ম্যাকার্থির ছেলে যে আমার চেয়েও শয়তান। বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হলে ম্যাকার্থি আবার নতুন করে থানা পুলিশের ভয় দেখানো শুরু করবে জানতাম, তাই মুখের ওপর বললাম না তার প্রস্তাবে আমি রাজি নই, তাকে দুনিয়া থেকে হটানোর পরিকল্পনা করে বনের ধারে বসকোম্ব হ্রদের ধারে সে দিন দেখা করতে বললাম। আমার জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে ম্যাকার্থি জানত, আমার বিষয় সম্পত্তি সব হাতানোর স্বপ্ন দেখছে দিনরাত, যথাসময়ে এল সে হ্রদের ধারে। আমায় দেখে ডাকল, হঠাৎ জেমসকে আসতে দেখে সরে এসে দাঁড়ালাম গাছের আড়ালে। আসার সময় ভুল করে কাঁধে ঝোলানো আলখাল্লাটা রেখে এলাম ম্যাকার্থি যেখানে দাঁড়িয়েছিল তারই কাছে। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে চুরুট ধরিয়েছি, এমন সময় কানে এল জেমসের সঙ্গে ওর বাপের কথা কাটাকাটি হচ্ছে, আমার মেয়েকে বিয়ে করার বুদ্ধি দিচ্ছে ম্যাকার্থি জেমসকে। অ্যালিস সম্পর্কে এখন যা তা বলছে ম্যাকার্থি যেন সে একটা নোংরা, খারাপ মেয়ে। ম্যাকার্থিকে বাঁচিয়ে রেখে বহু বছর আগে যে ভুল করেছি এবার তা শোধরানো ঠিক করেছিলাম আগেই বলেছি। জেমস সরে যেতে এগিয়ে এসে পেছন থেকে জোরে পাথর মেরে শয়তান ম্যাকার্থির মাথার খুলি ফাটিয়ে দিলাম। তার চিৎকার শুনে জেমস ফিরে এসেছিল, পেছন ফিরতেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আলখাল্লাটা তুলে নিয়ে পালিয়ে গেলাম। তারপরে যা যা কিছু ঘটেছে সবই জানেন।'

মিঃ টার্নারের স্বীকারোক্তি লিখে হোমস তাকে দিয়ে সই করাল, সাক্ষি হিসেবে আমিও সই করলাম।

'এটা আমার কাছেই থাকবে, মিঃ টার্নার,' হোমস বলল, 'আগেই বলেছি আপনার আয়ু আর বেশিদিন নয় জানি তাই এটা আমি পুলিশকে দেব না। তবে আদালত জেমসকে সাজা দিতে চাইলে এটা সেখানে পেশ করব তাকে বাঁচাতে। আপনার মেয়েও এই স্বীকারোক্তির কথা জানবে না কথা দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ, মিঃ হোমস,' আপনার আশ্বাস পেয়ে এবার নিশ্চিন্তে মরতে পারব, কথা শেষ করে ডান পা টানতে টানতে বেরিয়ে গেলেন।

জেমস ম্যাকার্থির কপাল ভাল মানতেই হবে, নির্দোষী প্রমাণিত হওযায় সে বেকসুর খালাশ পেল। মিঃ টার্নারের স্বীকারোক্তি কাজে লাগানোর দরকার হয়নি। মিঃ জন টার্নার মারা গেছেন বহুদিন হল; আশা করা যায় জেমস তার মেয়ে অ্যালিসকে বিয়ে করে সুখে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছে।

পাঁচ
দ্য ফাইভ অরেঞ্জ পিপস

হোমস 'ভেতরে আসুন' বলার সঙ্গে সঙ্গে যে ভেতরে ঢুকল তার বয়স বাইশ তেইশের বেশি নয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে একনজর তাকালেই বোঝা যায়। পরনে দামি পোশাক, গায়ের ওয়াটারপ্রুফ আর হাতের ছাতা থেকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ছে মেঝেতে। আমার গিন্নি বাপের বাড়ি গেছে মাকে দেখতে, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত বাধ্য হয়েই আমায় ঠাঁই নিতে হয়েছে বেকার স্ট্রিটের আস্তানায়। হোমস উঠে এসে তার ভেজা ছাতা, আর ওয়াটারপ্রুফ হুকে টাঙিয়ে

রাখতেই সোনার প্যাশনে বের করে চোখে এঁটে ছেলেটি বলল, 'আমার নাম জন ওপেনশ, এমন এক রহস্যময় সমস্যা নিয়ে এসেছি যা শুরু হয়েছে আমার বাবার আমল থেকে।'

'দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা থেকে এসেছেন মনে হচ্ছে?' বলল হোমস, 'অনেক ভিজেছেন, এবার আগুনের সামনে আরাম করে বসুন।'

ফায়ারপ্লেসের খুব কাছে চেয়ার টেনে আগুনের দিকে পা তুলে বসল নবাগত মক্কেল।

'ঠিক ধরেছেন,' সায় দিয়ে বলল সে, 'হর্সহ্যাম থেকে আসছি। মেজর প্রেন্ডারগ্যাস্টের মুখে আপনার নাম শুনে এলাম।'

'কি সমস্যা খুলে বলুন।'

'আমার কাকা এলিয়াম ওপেনশ অল্প বয়সে আমেরিকা গিয়েছিলেন, সেখানে ক্ষেতখামার কিনেছিলেন। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে লড়াই করে কর্ণেল হয়েছিলেন। বলতে লজ্জা নেই, আমার কাকা ক্রীতদাস প্রথা সমর্থন করতেন এবং এই কারণে গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পরে আমেরিকায় টিকতে পারেননি। ১৮৬৯/৭০ নাগাদ কাকা ইওরোপে ফিরলেন, হর্সহ্যামের কাছে সাসেক্সে একটা ছোট জমিদারিও কিনলেন। কাকা বিয়ে করেননি, তাঁর মেজাজ যখন তখন চড়ে যেত, তেমনি তাঁর মুখও ছিল আলগা, স্থান কাল পাত্র ভুলে নোংরা গালাগালির ঝড় বইয়ে দিতেন। কাকার বাড়ির চারপাশে চমৎকার ঘেরা ফুলের বাগান ছিল, দু'তিনটে খোলা মাঠও ছিল কাছে, ঐখানেই ব্যায়াম করতেন কাকা, কিন্তু ঐটুকুই, তার বেশি বেরোতেন না তিনি, ঘরে বসে নিজের মনে বোতল বোতল ব্র্যাণ্ডি খেতেন, সেই সঙ্গে কড়া চুরুট। আত্মীয় বন্ধু যেমন তেমন, নিজের ভাই অর্থাৎ আমার বাবার সঙ্গেও পারতপক্ষে মেলামেশা করতেন না, দিনরাত সবাইকে এড়িয়ে চলতেন। তবে তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন মানতেই হবে। দেশে ফেরার পরে কাকার ইচ্ছে মেনে নিয়ে বাবা আমাকে তাঁর কাছেই রেখেছিলেন। কাকা নিজে ঘরকুনো লোক ছিলেন তাই তাঁর কাজের লোক সামলানো আর ব্যবসাপত্র দেখাশোনা, সব আমাকেই করতে হত। ছাদের ছোট চিলেঘর ছাড়া কাকার বাড়ির সবখানে আমার যাবার অধিকার ছিল। ছাদের চিলেঘরে না ঢুকলেও দরজার পাল্লার চাবির ফুটোতে চোখ রেখে দেখেছিলাম শুধু গাদা গাদা কাগজের তাড়া আর একরাশ ভাঙ্গা ট্রাংক ছাড়া ঘরের ভেতরে কিছু নেই।

এবার আসল কথায় আসছি। সেটা ১৮৮৩ সালের মার্চ মাস, একদিন সকালে আমি আর কাকা বসে আছি এমন সময় ডাকে পাঠানো একটা মুখবন্ধ খাম এল, তাতে ওঁর নাম লেখা। সিলমোহর দেখে কাকা আপন মনে বললেন, 'পণ্ডিচেরি পোস্ট অফিসের ছাপ পড়েছে, তার মানে চিঠি এসেছে ইণ্ডিয়া থেকে।'

কথা শেষ করে কাকা খামের মুখ ছিঁড়ে ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে পাঁচটা কমলালেবুর শুকনো বিচি ঝরে পড়ল। আশ্চর্যের বিষয়, চিঠিপত্র দূরে থাক এক চিলতে কাগজও বেরোল না খামের ভেতর থেকে।

ব্যাপার দেখে আমার খুব হাসি পেল, কিন্তু কাকার মুখ ততক্ষণে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, কোনওমতে বললেন, 'সর্বনাশ! কে! কে! কে!। শেষকালে আমারই কাছে এল! পাপের ফল পাবার আগে এবার তাহলে সব ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে।'

'এসব কি কাকা,' কাকার হাবভাব দেখে আমি অবাক হলাম, 'তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন?'

'এ হল কে কে কে-র পাঠানো পরোয়ানা,' এর বেশি কিছু ভাঙ্গলেন না কাকা, চেয়ার ছেড়ে উঠে নিজের কামরায় ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করলেন। কাকার কথা শুনে আমার হাসি উধাও হয়েছে, ভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁপতে শুরু করেছে। খামটি তুলে নাড়াচাড়া করলাম, ভেতরে জোড়ের মুখে লাল কালি দিয়ে লেখা পাশাপাশি তিনটে K হরফ চোখে পড়ল, কিন্তু কে কে কে কি, অনেক ভেবেও বের করতে পারলাম না। খানিক বাদে কাকা ছোট একটা হাতবাক্স নিয়ে নেমে এলেন

চিলেকোঠা থেকে, আমায় দেখে বললেন, 'ওরা যা পারে করুক, কিন্তু আমার সঙ্গে পেরে উঠবে না তা তোমায় বলে রাখছি। আবার ওরা হারবে আমার কাছে। জন, মেরিকে আমার ঘরের ফায়ারপ্লেসে আগুন দিতে বলো, তারপর কাউকে পাঠিয়ে ফোর্ডহ্যাম উকিলকে ডাকিয়ে আনো।'

কাকার কথামত কাজ করলাম, উকিল আসার পরে কাকা আমায় চিলেকোঠায় ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকে দেখলাম ফায়ারপ্লেসে কাঠগুলো বেশ ধরেছে, সেই আগুনে একরাশ কাগজপোড়া ছাই চোখে পড়ল, কাকার পেতলের হাতবাক্স পাশেই পড়েছিল। বাক্সের ডালা খোলা, ভেতরে কিছু নেই। বাক্সের ডালার গায়ে হাতে লেখা তিনটে K হরফ আমার চোখ এড়াল না, কাকার নামে আসা খামের ভেতরে ফ্ল্যাপের মুখে যেমন দেখেছিলাম হুবহু সেরকম।

'আমি উইল করছি জন,' আমায় দেখেই কাকা বললেন, 'আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি তার সব ভালমন্দ সুবিধা অসুবিধা সমেত দিয়ে গেলাম আমার ভাইকে অর্থাৎ তোমার বাবাকে। বুঝতেই পারছ এসব সম্পত্তির মালিক ভবিষ্যতে তুমিই হবে। যদি সুখে শান্তিতে এসব ভোগ করতে পারো তাহলে ভাল, বলার কিছু নেই। যদি না পারো, তাহলে এসব তোমার সবচেয়ে বড় শত্রুকে দিয়ো। মিঃ ফোর্ডহ্যাম উইলের বয়ান লিখেছেন কোথায় সাক্ষী হিসেবে সই করবে উনিই দেখিয়ে দেবেন।'

একটি কথাও না বলে সাক্ষি হিসেবে সই করলাম আমার কাকা এলিয়াস ওপেনশ'র উইলে, কাগজটা উকিল মশাই নিজের হেফাজতে রাখবেন বলে নিয়ে নিলেন।

মিঃ হোমস, কাকার ঘরকুনো স্বভাব এরপর আরও বেড়ে গেল তো বটেই, সেইসঙ্গে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ হল তার সঙ্গে। কাকার মদের নেশা আগেই ছিল, এবার নেশার মাত্রা বাড়ল, মদের নেশায় বুঁদ হয়ে চিলেকোঠার ঘরে ভেতর থেকে দরজায় ছিটকিনি এঁটে বসে থাকতেন, আবার কখনও দেখতাম নেশার ঘোরে বিভলভার বাগিয়ে বাড়ির বাইরে মাঠে প্রাণপণে দৌড়োচ্ছেন আর থেকে থেকে গলা ফাটিয়ে কাদের যা তা গালিগালাজ করছেন। আবার নেশা কেটে গেলেই কাকা ফিরে যেতেন তাঁর চিলেঘরে, ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দরজায় চাবি লাগিয়ে বসে থাকতেন। মুখে হামবড়াই ভাব দেখালেও মনে মনে কাকা যে খুব ভয় পেয়েছেন তা তাঁর চোখমুখ দেখলেই আন্দাজ করা যেত। প্রচণ্ড শীতে সবাই ঠকঠক করে কাঁপছে যেখানে সেখানে কাকার জামাকাপড় ঘামে ভিজে উঠত। মৃত্যুভয় তাঁকে পাগল করে তুলেছিল।

একদিন বেশি রাতে নেশার ঘোরে চেঁচাতে চেঁচাতে কাকা বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। অনেকক্ষণ পরেও ফিরে না আসায় আমরা দল বেঁধে ওঁকে খুঁজতে বেরোলাম। বেশিদূর যেতে হল না। বাগানে একটা ছোট ডোবার জলে দেখলাম কাকা পড়ে আছেন, মাথাটা জলে ডোবানো। আমরা পৌঁছোবার অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন কাকা, যদিও সেই ডোবায় মাত্র দু'ফিটের বেশি জল ছিল না। তাঁর দেহে কোনওরকম আঘাত বা ধস্তাধস্তির চিহ্ন ছিল না। সব শুনে করোনারের জুরিরা রায় দিলেন এলিয়াস ওপেনশ আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু আমার মনে একটা খটকা রয়ে গেল, কাকা মৃত্যুভয়ে পাগল হয়ে উঠেছিলেন ঠিকই, তবু তাঁর মৃত্যু আত্মহত্যা বলে মেনে নিতে মন চাইল না। কাকার উইলের শর্ত অনুযায়ী, তাঁর মৃত্যুর পর আমার বাবা তাঁর সব বিষয় সম্পত্তির মালিক হলেন। সম্পত্তির মোট পরিমাণ প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকা।'

'এক মিনিট,' বাধা দিল হোমস, এমন অবাক করা ঘটনা আমি এর আগে খুব কমই শুনেছি। আচ্ছা, আপনার কাকার নামে সেই যে খামটা এসেছিল তার তারিখ মনে আছে?'

'আছে, মিঃ হোমস,' জন ওপেনশ একটু ভেবে বলল, 'সেদিন ছিল ১৮৮৩ সালের ১০ই মার্চ, তার ঠিক সাত সপ্তাহ বাদে ২রা মে তারিখে রাতে কাকা মারা যান।'

'ঠিক আছে, তারপর কি ঘটল বলে যান'।

'আমার অনুরোধে বাবা কাকা যে চিলেকোঠায় থাকতেন তার ভেতরটা ভাল করে খানাতল্লাশি করলেন। কাকার পেতলের হাতবাক্সটা সেখানে ছিল যদিও তার ভেতরে কিছুই ছিল না। বাক্সের

ডালার পেছনে এক চিলতে কাগজ সাঁটা ছিল মনে আছে তাতে বড় বড় হরফে লেখা ছিল 'K K K' তার নীচে লেখা ছিল চিঠিপত্র, রসিদ, স্মারকলিপি। কিন্তু ঐরকম একটি কাগজও বাক্সে ছিল না, কর্নেল এলিয়াস ওপেনশ সেসব আগেই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন ফায়ারপ্লেসের আগুনে। এছাড়া আরও কিছু কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সেই ঘরে, তাদের কোনটিতে গৃহযুদ্ধের সময় তাঁর কাজের বিবরণের উল্লেখ ছিল আবার কোনটিতে ছিল সে যুগের আমেরিকার রাজনীতি সংক্রান্ত। সেসব কাগজ পড়ে এটা বেশ বুঝেছিলাম আমেরিকার গৃহযুদ্ধে আমার কাকা যেমনই সরকারি বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তেমনই যুদ্ধ শেষ হলে পরাজিত দক্ষিণ আমেরিকাকে নতুন করে গড়ে তোলার সময় প্রেসিডেন্ট লিংকনের প্রতিনিধি দলের বিভিন্ন প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। বুঝতেই পারছেন মিঃ হোমস, আমার কাকা কর্নেল এলিয়াস ওপেনশ কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন এসব দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম।

এর পরের ঘটনায় আসছি। ১৮৮৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারি। ব্রেকফাস্টের টেবিলে বাবার নামে একটা খাম এল, খুলতেই ভেতর থেকে ঝরে পড়ল কমলালেবুর পাঁচটা শুকনো বিচি, যেমন এসেছিল কাকার নামে। খামের ভেতরে জোড়ের মুখে লেখা 'K K K' তার ওপর সংক্ষেপে লেখা 'কাগজপত্র সব সান ডায়ালের ওপর রেখে দেবে।' নীচে নামে সই কিছু নেই।

'সান ডায়াল! কাগজপত্র!' চমকে উঠলেন বাবা, 'এসবের মানে কি?'

'সান ডায়াল আমাদের বাগানেই আছে,' আমি বললাম, 'কিন্তু কাগজপত্র যা ছিল সব তো কাকা মারা যাবার আগে পুড়িয়ে ফেলেছেন। সেসব আর পাব কোথায়?'

'বদ রসিকতা করবার আর জায়গা পায়নি?' বাবা ধমকে উঠলেন, 'আমরা সভ্য দেশের মানুষ, এখানে ওসব ছোটলোকামো চলবে না। কোথা থেকে পাঠিয়েছে দ্যাখো তো।'

'ডান্ডি থেকে,' ডাকঘরের শিলমোহর দেখে বললাম।

'আমি পুলিশে খবর দিতে বললাম কিন্তু বাবা রাজি হলেন না, বললেন সবাই হাসবে। বাবাও ছিলেন কাকার মতই একগুঁয়ে, ঐ চিঠির কোনও গুরুত্ব দিলেন না। কিন্তু মিঃ হোমস, কাকাকে দেখেই আমার শিক্ষা হয়েছিল, ব্যাপারটা আদৌ উড়িয়ে দেবার ব্যাপার নয় বারবার তা মনে হতে লাগল। বুঝলাম কাকার পরে এবার বাবার পালা।

পোর্টসডাউন হিলে একটা কেল্লার কম্যান্ডার মেজর ফ্রিবডি, বাবার পুরোনো বন্ধু। ঐ চিঠি আসার দু'দিন বাদে বাবা তাঁর বাড়ি বেড়াতে গেলেন। দূরে গেলে বিপদের আওতার বাইরে থাকবেন ভেবে গোড়ায় খুশি হলাম বটে, কিন্তু আমার ধারণা যে ভুল তার প্রমাণ পেলাম দু'দিন বাদে মেজর ফ্রিবডির পাঠানো টেলিগ্রাম পেয়ে, উনি আমায় অবিলম্বে তাঁর ওখানে যেতে বলেছেন। গিয়ে দেখলাম বাবা বেঁচে নেই, একা বেড়িয়ে ফেরবার সময় একটা খাদে পড়ে গিয়েছিলেন, সেই আঘাতে ওঁর মাথার খুলি ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন ছিল না, বাবা যেখান দিয়ে হেঁটে ফিরছিলেন সেখানে অন্য কারও পায়ের ছাপ অথবা গাড়ি বা সাইকেলের টায়ারের দাগ ছিল না। করোনারের জুরিরা রায় দিলেন 'দুর্ঘটনা'। কিন্তু আমার মন মানল না, বারবার মনে হতে লাগল বাবাকে খুন করা হয়েছে। বাবা আর কাকা এক গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন তাতে কোনও সন্দেহ রইল না।

বাবার মৃত্যুর পরে তাঁর ভাইয়ের সম্পত্তি এবার আমার হাতে এল। কিছুদিন স্বাভাবিকভাবেই দিন কাটল, তারপর আবার দেখা দিল সেই মৃত্যু শমন, এবার আমারই নামে। কথা শেষ করে জন ওপেনশ একটা খাম বের করে টেবিলের ওপর ঝাড়তেই ভেতর থেকে পাঁচটা কমলালেবুর শুকনো বিচি ঝরে পড়ল। মৃত্যুদূতের থাবার পাঁচটি আঙুল যেন।

'লণ্ডনের পূব দিক থেকে এটা এসেছে,' জন ওপেনশ বলল, 'ঐদিকের ডাকঘরের শিলমোহর আছে। ভেতরে জোড়ের মুখে এবারও লেখা হয়েছে 'K K K', সেই সঙ্গে নির্দেশ আছে --- কাগজপত্র 'সান ডায়ালের ওপর রেখে দাও।' 'নীচে এবারও কারও সই নেই।'

'সান ডায়াল মানে তো সূর্য ঘড়ি,' হোমস বলল, 'সেটা কোথায়?'

'আমাদের বাগানে,' বলল ওপেনশ।

'এ চিঠি পেয়ে আপনি কি করেছেন?' জানতে চাইল হোমস।

'কিছুই না।'

'সে কি!' হোমস অবাক হল, 'এমন একটা চিঠি পড়েও পুরো চব্বিশটা ঘণ্টা কোনও ব্যবস্থা না নিয়েই কাটালেন?'

'সত্যিই কি আমার কিছু করার আছে, মিঃ হোমস?' দু'হাতে মুখ ঢাকল ওপেনশ, 'যে গভীর চক্রান্ত থেকে আমার বাবা কাকা কেউ বাঁচেননি তা থেকে আমি কিভাবে বাঁচব বলতে পারেন?' বলতে বলতে কান্নার দমকে তার গলা ধরে এল।

'এটা ভেঙ্গে পড়ার সময় নয়,' চেঁচিয়ে উঠল হোমস, 'প্রচণ্ড মনের জোর ছাড়া আর কিছুই আপনাকে বাঁচাতে পারবে না।'

'থানার সাহায্য চাইতে গিয়েছিলাম, মিঃ হোমস, রুমালে চোখ মুছল জন ওপেনশ, ওদের মতে ব্যাপারটা নিছক ঠাট্টা, কেউ এইভাবে চিঠি লিখেছে শুধু ভয় দেখাবার জন্য। তবে আমার বাড়ি পাহারা দেবার জন্য একজন সেপাই দিয়েছে থানা থেকে।'

'ব্যাপারটা হাল্কা করে দেখে পুলিশ খুব ভুল করেছে,' হোমস বলল, 'কিন্তু আমার কাছে এত দেরি করে এলেন কেন?'

'মিঃ হোমস, আগে আপনার নাম শুনিনি, বিশ্বাস করুন,' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল ওপেনশ, 'মেজর প্রেণ্ডারগাস্টের মুখে আপনার নাম শুনেই ছুটে এসেছি।'

'আপনার কাকার চিলেকোঠায় অনেক তাড়া তাড়া কাগজ ছিল খানিক আগে বললেন না?' হোমস শুধোল, 'উনি যেদিন উইল করেন সেদিন ফায়ারপ্লেসে অনেক কাগজ পোড়াতেও দেখেছিলেন বলেছেন। আপনার বাবা আর আপনি দুজনের বেলাতেই চিঠিতে একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চোখে পড়ছে — 'কাগজপত্র সান ডায়ালের ওপর রাখো।' মিঃ ওপেনশ, আপনার কাকার মৃত্যুর পরে তাঁর ঘর থেকে এমন কোনও কাগজ পেয়েছিলেন যাকে ঐ রহস্যের সূত্র হিসেবে কাজে লাগানো যায়?'

'ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে এক চিলতে নীল কাগজ বের করল ওপেনশ, টেবিলে রেখে বলল, 'এই কাগজটা পেয়েছিলাম, মিঃ হোমস।'

একনজর দেখেই বোঝা যায় নোটবই থেকে পাতাটা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। ওপরে ডানদিকে লেখা মার্চ, ১৮৬৯। তার নীচে লেখা —

'৪ঠা মার্চ। হাডসন এসেছিল, মুখে পুরোনো বুলি।

৭ই মার্চ। মেকলে, প্যারামোর আর সেন্ট অগাস্টিনের জন সোয়েইনকে বিচি পাঠানো হল।

৯ই মার্চ। মেকলে খতম।

১০ই মার্চ। জন সোয়েইন খতম।

১২ই মার্চ। প্যারামোরকে দেখে নিয়েছি। সব ঠিকঠাক চলছে।'

'ধন্যবাদ! মিঃ ওপেনশ!' কাগজটা ফিরিয়ে দিল হোমস, 'এবার যা বলি মন দিয়ে শুনুন, বাড়ি ফিরে ঠিক সেগুলো করবেন। নষ্ট করার মত সময় হাতে নেই, একথা আপনাকে আগেই বলে রাখছি।'

'তাই করব, বলুন কি করতে হবে?'

'আপনার করার মত কাজ এখন একটিই আছে,' বলল হোমস। 'ফিরে গিয়ে একটা কাগজে লিখবেন, 'সব কাগজ কাকা মারা যাবার আগে পুড়িয়ে ফেলেছেন, শুধু এটা বেঁচে গেছে। তারপর যে দুটো নিয়ে এসেছেন সেটা আর আপনার কাগজ কাকার পেতলের বাক্সে ভরে বাগানে সান

ডায়ালের ওপর রেখে দেবেন। দেরি করবেন না, বিপদ আপনার পিছু নিয়েছে তার হাত থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র রাস্তা। এখান থেকে কিভাবে ফিরবেন?'

'ওয়াটার্লু থেকে ট্রেন ধরব।'

'নটা বাজেনি,' হোমস ঘড়ি দেখল, 'রাস্তায় এখনও লোক আছে, তাই আশা করছি নিরাপদে ফিরে যেতে পারবেন। তবু পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।'

'সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বেরিয়েছি।'

'খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। তাহলে আপনি এগোন, আগামীকালই আপনার কেসে হাত দেব।'

'আপনি আগামীকাল হর্সহ্যামে যাবেন?'

'না, মিঃ ওপেনশ, হর্সহ্যাম নয়, আমি যা খুঁজছি তা আছে এই লণ্ডনেই।'

হুক থেকে ওয়াটারপ্রুফ খুলে গায়ে চাপাল জন ওপেনশ, 'ধন্যবাদ, মিঃ হোমস, আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে আমি কাজ করব। দু'একদিন বাদে এসে কাগজ আর বাক্সের খবর দিতে পাবব আশা কবছি। ডঃ ওযাটসন, আপনাকেও ধন্যবাদ।' আমাদের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক কবে বিদায় নিল সে। বাইরে তখনও ঝোড়ো হাওযা প্রচণ্ড বেগে দাপাদাপি করছে, বৃষ্টির জল হোসপাইপের মত জানালার কাচে আছড়ে পড়ছে আওয়াজ তুলে।

ফাযাবপ্লেসেব আগুনের দিকে তাকিযে থাকতে থাকতে অনেকক্ষণ একমনে পাইপ টানল হোমস, খানিক বাদে বলল, 'ওয়াটসন, এমন অদ্ভুত কেস এব আগে একটাও হাতে এসেছে বলে মনে পড়ছে না।'

'শুধু দ্য সাইন অফ ফোর' ছাড়া, আমি বললাম, 'আচ্ছা হোমস, কর্নেল এলিয়াস ওপেনশ হঠাৎ আমেরিকা থেকে আবাব দেশে কেন ফিরে এলেন বলতে পাবো?'

'হয়ত কাবও ভয়ে,' আগুনের দিকে তাকিয়ে বলল হোমস, 'মোট তিনটে চিঠি এসেছে ওপেনশ পরিবারে, কোন কোন পোষ্ট অফিসের সিলমোহব ছিল মনে আছে?'

'প্রথম চিঠি পান কর্ণেল এলিযাস ওপেনশ, এসেছিল ইণ্ডিয়াব পণ্ডিচেরি থেকে। দ্বিতীয় চিঠি পান তাঁব ভাই, সে চিঠি এসেছিল ডাণ্ডি থেকে। তৃতীয় চিঠি এসেছে লণ্ডনের পূর্বাঞ্চল থেকে।'

'তিনটে চিঠির মধ্যে কোনও যোগসূত্র চোখে পড়েছে?'

'পড়েছে, তিনটে চিঠিই বন্দর এলাকা থেকে এসেছে, ধরে নেওয়া যায় তিনটে চিঠিই জাহাজে বসে লেখা হয়েছে।'

'সুন্দর যুক্তি!' তারিফের সুরে বলল হোমস, 'এবার দ্যাখো, পণ্ডিচেরি থেকে চিঠি আসাব সাত সপ্তাহ বাদে মারা গেছেন কর্ণেল ওপেনশ, অথচ তাঁর ভাই অত সময় পাননি, চিঠি পাবাব চারদিনের মাথায় তাঁর মৃত্যু হয়। এতে কি বোঝাচ্ছে?'

'আসতে সময় নিযেছে।'

'চিঠিও এসে পৌঁছাতে সময় নিয়েছে।'

'আমার মাথায় কিছু আসছে না।'

'জাহাজে বসে চিঠিগুলো লেখা হয়েছে এবং খুনীবা জাহাজে চেপেই বারবার আসছে ধরে নিলে দেখছি ডাণ্ডি থেকে চিঠি পাঠানোব পব খুব তাড়াতাড়ি ওরা কাজ সেরেছে। পণ্ডিচেরি থেকে স্টিমশিপে চেপে এলে কর্ণেল ওপেনশ চিঠি পাবার পরে সাত সপ্তাহ সময় বাঁচার সময় পেতেন না। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে ওরা এসেছিল পাল তোলা জাহাজে।'

'হতে পারে।'

'হতে পারে নয়, এটাই হওয়া সম্ভব,' জোর দিয়ে বলল হোমস, 'জন ওপেনশকে লেখা চিঠিটা দূরের কোনও জায়গা থেকে এলে দুশ্চিন্তা কম হত, দূর থেকে খুনিদের এসে পৌঁছাতে

সময় লাগবে ভেবে। কিন্তু সে সুযোগ এবার পাচ্ছি না যেহেতু চিঠি এবার পোস্ট করা হয়েছে লণ্ডন থেকেই। এই কারণেই আমি ওকে বারবার হুঁশিয়ার করছিলাম, বলছিলাম হাতে আর সময় নেই, এবার বুঝেছো।'

'তাহলে তো সত্যিই মহাবিপদ দেখছি,' আমি বললাম, 'কিন্তু একা বারবার একই পরিবারের লোকগুলোকে খুন করছে কেন? কি চায় ওরা?'

'সেলফ থেকে আমেরিকান এনসাইক্লোপিডিয়াখানা একবার নিয়ে এসো তো ওয়াটসন, একবার পাতা ঘেঁটে দেখি তোমার প্রশ্নের জবাব ওতে আছে কি না।'

এনসাইক্লোপিডিয়ার 'কে' খণ্ডে এসে থামল হোমস, পাতা উল্টে এক জায়গায় এসে বলল, এই যে পেয়েছি, কু ক্লক্স্ ক্ল্যান। রাইফেলের ট্রিগার টেপার সময় অনেকটা এরকম আওয়াজ হয়। কর্ণেল ওপেনশ আমেরিকার সিভিল ওয়ারে লড়াই করেছিলেন, মনে পড়ে? সেই লড়াইয়ে দক্ষিণ আমেরিকা হেরে গিয়েছিল উত্তরের সৈন্যদের কাছে। যুদ্ধ শেষ হলে দক্ষিণ আমেরিকা বাহিনীর নিগ্রোবিদ্বেষী কিছু অফিসার কু ক্লক্স ক্ল্যান নামে এক সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে তোলে। নিগ্রোদের যখন তখন খুন করা এবং যারা তাদের পক্ষে তাদের দেশছাড়া করাই ছিল এদের লক্ষ্য। ধীরে ধীরে এই দল গোটা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। যাকে খতম করা হবে এমন লোকেদের তরমুজের বিচি, কমলালেবুর বিচি অথবা ওকগাছের শুকনো পাতা পাঠিয়ে আগে থেকে নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য হুঁশিয়ার করা হত। হুঁশিয়ারি পেয়ে অনেকে ভয় পেয়ে পালাত দেশ ছেড়ে, অনেকে আবার ভয় না পেয়ে লড়িয়ে মনোভাব নিয়ে থেকে যেত। কিন্তু ঐভাবে তারা প্রাণে বাঁচত না, এমন অদ্ভুতভাবে তাদের খুন করা হত যাতে বাইরে থেকে দেখে খুন বলে সন্দেহ জাগত না মনে। ১৮৬৯ সালে ঐ খুনে সংগঠন আচমকা ভেঙ্গে যায়, যদিও বিক্ষিপ্তভাবে তাদের লোকেরা সুযোগ পেলেই ঝামেলা বাধাচ্ছে।' এনসাইক্লোপিডিয়ায় এটুকু খবর আছে। এবার ভেবে দ্যাখো, ঐ সংগঠন ভেঙ্গে যাবার বছরখানেক বাদে অর্থাৎ ১৮৭০ সালেই কর্ণেল ওপেনশ দেশে ফিরে এলেন প্রচুর কাগজপত্র নিয়ে। জন ওপেনশ নিজে মুখে বলেছে তার কাকা নিগ্রো ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা দেবার বিরোধী ছিলেন এবং পরে লিংকনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এ নিয়ে তাঁর মতান্তরও হয়েছে। এমন একটি লোক নিজেও যে ঐ সংগঠন কু ক্লক্স ক্ল্যানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে কি, ওয়াটসন? বোঝাই যাচ্ছে দলের অনেক কাগজপত্র তাঁর কাছে ছিল এবং সেগুলো নিজের বাড়ির চিলেকোঠায় রেখে দিয়েছিলেন তিনি। ঐসব কাগজে নিশ্চয়ই এমন অনেকের নাম ধাম লেখা আছে যারা আমেরিকার নামী লোক? সব জানাজানি হবার ভয়েই কাগজগুলো হাতাতে চাইছে তারা। যে কাগজখানা জন নিয়ে এসেছিল তাতে তো অনেকের নাম লেখা ছিল, দেখলাম। কাকে খতম করা হবে সেই রেকর্ড কর্ণেল ওপেনশ রাখতেন দেখেই বুঝেছি। যাক, রাত অনেক হয়েছে, আজ আর এ নিয়ে একটি কথাও নয়। বেহালাটি একবার দাও। ঝড়বৃষ্টি আজ কখন থামবে কে জানে। অন্তত আধঘণ্টা সময় এসো সুরের আওয়াজে সবকিছু ভুলে থাকি।

রাতের মধ্যেই ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল। সকালে মেঘের আড়াল থেকে সূর্য উঠল। ব্রেকফাস্ট টেবিলে গিয়ে দেখি হোমস আগেই খেতে শুরু করেছে।

'হাতে আজ প্রচুর কাজ আছে, ওয়াটসন, তাই তোমার আগেই বসে পড়েছি, মাফ করো। ব্রেকফাস্ট খেয়ে আজই জন ওপেনশ'র কেসে হাত দেব।'

'কিভাবে শুরু করবে।'

'আমায় হয়ত হর্সহ্যামে একবার যেতে হবে। তবে কাজ শুরু করব এখানেই। তার আগে ঘণ্টা বাজিয়ে ঝিকে ডাকো, কফি নিয়ে আসবে।'

সামনে টেবিলে পড়েছিল সকালের কাগজখানা, হাতে নিয়ে চোখ বোলাতেই প্রথম পাতার এক জায়গায় ওপেনশ নামটা দেখে চোখ আটকে গেল। খবরটা পড়তে পড়তে কেঁপে উঠলাম থর থর করে।

'হোমস, দেরি হয়ে গেছে, যা সর্বনাশ হবার হয়ে গেছে!'

'হেডিং দিয়েছে ওয়াটার্লু ব্রিজের কাছে দুর্ঘটনা, জোরে পড়তে লাগলাম, 'গতকাল রাতে ওয়াটার্লু ব্রিজের কাছে লণ্ডন পুলিশের এইচ ডিভিশনের কনস্টেবল কুক পাহারায় ছিলেন, রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে জলে ভারি কিছু পড়ার শব্দ আর সেইসঙ্গে মানুষের আর্তনাদ শুনতে পান তিনি। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল তাই উদ্ধার করা সম্ভব ছিল না। তবু কনস্টেবল কুক জল পুলিশে খবর দেন, পরে তাদেরই সাহায্যে জল থেকে এক যুবকের দেহ তোলা হয়। বুক পকেটে রাখা একটি খামে তার নাম লেখা ছিল — জন ওপেনশ, হর্সহ্যামে থাকত সে। পুলিশের অনুমান, বাড়ি ফেরার শেষ ট্রেন ধরতে গিয়ে আঁধারে জল ঝড়ে ব্রিজ থেকে পা ফসকে যুবকটি পড়ে গেছে নদীতে। জন ওপেনশর দেহে আঘাত বা ধস্তাধস্তির চিহ্ন ছিল না।'

'বেচারা বাঁচার আশায় এসেছিল আমার কাছে আর আমিই তাকে মরণের হাতে এগিয়ে দিলাম, ওয়াটসন।' আমার খবর পড়া শেষ হতে হোমস খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘরের ভিতর উত্তেজিতভাবে পায়চারি শুরু করল সে।

'ওরা আমার অহংকারে ঘা দিয়েছে ওয়াটসন,' দুহাতের মুঠো বারবার পাকাতে পাকাতে বলল হোমস, 'শার্লক হোমসের সঙ্গে লড়াই করার সাধ? আমি বেরোচ্ছি, দেখি লড়াইয়ে কে জেতে কে হারে।'

হোমস তখনই বেরিয়ে গেল। ডাক্তারি নিয়ে পুরো দিন ব্যস্ত হয়ে রইলাম, হোমস ফিরল রাত দশটায়, প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে সারাদিন দেখেই বুঝলাম। একখণ্ড পাউরুটি জলে ডুবিয়ে খাচ্ছে দেখে বুঝলাম খুব খিদে পেয়েছে।

'সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি মনে হচ্ছে?'

'ঠিক ধরেছো,' হোমস বলল, 'ব্রেকফাস্টের পরে আর কিছু জোটেনি, খাবার সময় পাইনি।'

'কতদূর এগোলে?'

'অনেকখানি এগিয়েছি। বদমাশগুলো এতদিন ওদের শিকারকে শিকার করে এসেছে, এবার আমিই ওদের শিকার করব।' কথা শেষ করে একটা কমলালেবুর কোয়া থেকে পাঁচটা বীচি বের করল হোমস, একটা খামে সেগুলো ভরল সে। খামের ভেতরের কাগজে লিখল এস এইচ পাঠাচ্ছে জে ও কে. খামের মুখ এঁটে এবার হোমস নাম লিখল, 'ক্যাপ্টেন জেমস ক্যালহুন, লোন স্টার জাহাজ, স্যাভানা, জর্জিয়া।'

'বন্দরে এসেই হতভাগা এই চিঠি পাবে,' ফুঁসতে ফুঁসতে বলল হোমস, 'এতদিন চিঠি পাঠিয়ে ওপেনশদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, এবার ওর পালা, ওর রাতের ঘুমও কেড়ে নেব।'

'কিন্তু এই ক্যাপ্টেন ক্যালহুন লোকটা কে?'

'দল ভেঙে যাবার পরে যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে শয়তানি করে বেড়াচ্ছে, তাদের সর্দার। ওদের দলের সবগুলোকে জেলে পুরব, তুমি শুধু দেখে যাও।' বলে অনেকগুলো কাগজ বের করে দেখাল হোমস, তাতে অনেক নাম আর ঠিকানা লেখা। 'সারাদিন লয়েডসের দপ্তরে ঘুরে শুধু পুরোনো দলিল ঘেঁটেছি,' বলল সে, '১৮৮৩ সালের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে ইণ্ডিয়ার পণ্ডিচেরিতে 'লোন স্টার' নামে একটা পালতোলা জাহাজ নোঙর করেছিল। এরপরে ১৮৮৫ সালের জানুয়ারিতে ডাণ্ডিতেও লোন স্টার জাহাজ নোঙর করেছিল। হালে এখানেও লণ্ডন বন্দরের অ্যালবার্ট ডকে সেই জাহাজ নোঙর করেছে গত হপ্তায়। আজ সকালেই ঐ জাহাজ রওনা হয়েছে স্যাভানায়, তা বলে ভেবো না ওরা আমার হাতছাড়া হয়েছে।'

'কি করবে এখন?'

'ক্যাপ্টেন আর দুজন মেট আমেরিকান,' হোমস বলল, 'এছাড়া ঐ জাহাজের বাকি নাবিকেরা হয় জার্মান নয়ত ফিন। খবর নিয়ে জেনেছি, ঐ তিনজন আমেরিকানের একজনও গত রাতে জাহাজে ছিল না। স্যাভানার পুলিশকে আমি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, জাহাজ স্যাভানায় পৌঁছোনোর আগেই তা পৌঁছে যাবে। জাহাজ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে খুনের অভিযোগে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করবে।'

কথায় বলে মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। এবেলাতেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হল না। লোন স্টার জাহাজ আর দেশে ফিরতে পারেনি, তার আগেই আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে এক প্রবল সমুদ্র ঝড়ে তার ভরাডুবি ঘটল। ঐ জাহাজের একটি প্রাণীও রক্ষা পেল না। শুধু একটা ভাঙ্গা নৌকো ঢেউয়ের দোলায় ভাসতে দেখেছিল কেউ কেউ, তার গায়ে 'এস এস,' এই দুটো শব্দ বড় হবফে লেখা ছিল।

ছয়
দ্য ম্যান উইথ দ্য টুইস্টেড লিপ

১৮৮৯ সালের জুন মাসের এক রাত। আমার স্ত্রী চেয়ারে বসে সেলাই করছেন। আমি একবার হাই তুলছি আর ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি ঠিক তখনই ঘণ্টা বাজল। রোগী এসেছে ভেবে বিরক্ত হলাম। গিন্নি সেলাইটা রেখে দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলেন এক মহিলা, কালো ওড়নায় মুখখানা ঢাকা। ভেতরে ঢুকেই ওড়না খুলে মহিলা আমার স্ত্রীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন।

'আরে। কেইট হুইটনি।' আমার স্ত্রী অবাক হলেন, 'এতদিন বাদে কি মনে করে? রুগি দেখাব ব্যাপাব হলে বাপু এখন বিদেয় হও, কাল সকালে এসো। সারাদিন রুগি দেখে ডাক্তার ওয়াটসনের শরীর আব বইছে না, এবার উনি শুতে যাবেন।'

'বড় মুশকিলে পড়েছি ভাই।' মহিলা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'ইসা দুদিন বাড়ি ফেরেনি। কি হয়েছে কে জানে। নেশার ঘোরে কোথায় উল্টে পড়ে আছে হয়ত। উঃ ঈশ্বর, আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না! কি করব মাথায় আসছে না!'

কেইট হুইটনি আমার স্ত্রীর সঙ্গে ছোটবেলায় এক ক্লাসে পড়ত, সেই সুবাদে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। তার স্বামী ইসা পয়লা নম্বর নেশাখোর, আফিমের রস তামাকে মিশিয়ে খায়। ওদের বাড়ির সবার চিকিৎসা আমিই করি।

'জেমস,' গিন্নি আমার চোখে চোখ রাখলেন, 'বেচারি সত্যিই বিপদে পড়েছে, ওর জন্য যাহোক কিছু করো।'

'ইসা নেশা করতে কোথায় যায় বলতে পার, কেইট?'

'সাধারণত বার অফ গোল্ডে,' জবাব দিল কেইট, 'কুলি মজুর আর জাহাজের খালাসিরা সস্তায় নেশা করতে যায় ওখানে। ঐ যাচ্ছেতাই নোংরা জায়গায় কোনও মহিলার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়!'

'আমি যাচ্ছি, কেইট,' আড়মোড়া ভেঙ্গে বললাম, ইসা ওখানে থাকলে দু'ঘণ্টার মধ্যে পাঠিয়ে দেব কথা দিচ্ছি। তুমি বাড়ি যাও।'

দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে কেইটকে বাড়ি পৌঁছে গাড়োয়ানকে আপার সোয়াণ্ডাম লেনে নিয়ে যেতে বললাম।

নামে বার অফ গোল্ড হলেও জায়গাটা আসলে আফিমখোরদের আড্ডা। বন্দরের কাছে লণ্ডন ব্রিজের পূর্বে একটা সরু গলির মধ্যে ঢোকার খানিক বাদে গাড়িটা থামল। ভাড়া মিটিয়ে

গুহার মত দেখতে দরজা দিয়ে সিঁড়ির অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে নীচে নেমে এলাম। জায়গাটার বর্ণনা দেব কি, আফিমের ধোঁয়ায় চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে, তার ওপর কমজোরি আলোয় ভালভাবে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না। এই আধো অন্ধকার নরকের মধ্যে গাদা গাদা লোক মেঝের ওপর শুয়ে বসে পাইপে আফিং জ্বালিয়ে ধোঁয়া টানছে। মুখে নেশাখোরের বাতেল্লা।

আমায় খদ্দের ধরে নিয়ে আফিংয়ের আড্ডার চাকর আফিং আর পাইপ নিয়ে এল। একনজর দেখে বুঝলাম লোকটা মালয়ের বাসিন্দা, তাকে বললাম, ধন্যবাদ, এসব আমার চলে না। ইসা হুইটনি নামে আমার এক বন্ধুর খোঁজে এখানে এসেছি।'

'আরে, জেমস ওয়াটসন দেখছি!' পাশ থেকে কে বলে উঠল। 'শেষকালে গন্ধে গন্ধে আপনিও এসে জুটলেন?' ঘাড় ফেরাতেই কেইটের স্বামী ইসা হুইটনিকে দেখতে পেলাম। 'এসে পড়েছেন যখন বসে পড়ুন মশাই,' দরাজ গলায় বললেন ইসা, 'এক ছিলিম টেনে দেখুন। ভবিষ্যতে আর কখনও এই নেশার বিপক্ষে আমায় জ্ঞান দিতে আসবেন না।'

'নেশা করতে আমি আসিনি, ইসা আমি এখানে এসেছি আপনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে।'

'বাড়ি! এত সকাল সকাল!' ইসা বিরক্ত হলেন, 'আপনার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে?'

'এগারোটা বাজতে দেরি নেই।'

'তাই? আচ্ছা, আজ কি বার বলুন দেখি?'

'কেন, শুক্রবার, ১০ই জুন।'

'দেখেছো কাণ্ড!' আকাশ থেকে যেন পড়লেন ইসা, 'আমি তো ভাবছি আজ বুধবার। না জেমস, আপনি ভুল করছেন, শুক্রবার কোনমতেই হতে পারে না, আজ হল গে বুধবার। শুধু শুধু কেন আমায় ভয় দেখাচ্ছেন বলুন তো?' বলেই দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কান্না জুড়লেন ইসা।

আজ বুধবার নয়, শুক্রবার এবং পরপর দুদিন বাড়ি না ফেরায় কেইট যে তার কথা ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছে এ কথাটা ইসার মাথায় ঢোকাতে এত বেগ আমায় পেতে হল যা বলার নয়। অনেক বোঝানোর পরে ইসা শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরতে রাজি হলেন।

'বেশ, মানছি আপনার কথাই ঠিক, আজ বুধবার নয়, শুক্রবার। কেইট আমার কথা ভেবে চোখের জল ফেলছে একথা শোনার পরে আর কোনমতেই আমার এখানে বসে থাকা চলে না। বেচারি কেইট, ওকে আমি কখনও কষ্ট দিতে পারি? ভাল কথা, আপনি সঙ্গে গাড়ি এনেছেন?'

'হ্যাঁ, আপনাকে নিয়ে যাব বলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।' এবার দয়া করে বাড়ি ফিরে আমায় উদ্ধার করুন।'

'তাহলে চলুন বাড়িতেই ফিরে যাই,' বলে ইসা হুইটনি আফিংয়ের পাইপ সরিয়ে রেখে সত্যিই উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে নিয়ে কয়েক পা এগিয়েছি এমন সময় পেছন থেকে কে যেন আমার জামা ধরে টানল, চাপা গলা কানে এল, 'পাশ কাটিয়ে এগিয়ে ফিরে তাকাও।' সেইমত এগিয়ে পেছন ফিরে তাকাতে চোখে পড়ল গনগনে কাঠকয়লার উনুনের পাশে লম্বা বুড়োটে দেখতে একটা লোক বসে দু'হাঁটুর মাঝখানে আফিংয়ের পাইপ। চোখে চোখ পড়তে চমকে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে তার শিরদাঁড়া টান টান হল, ঘুচে গেল বুড়োপানা চেহারা।

'হোমস!' গলা নামিয়ে বললাম, 'এখানে হঠাৎ?'

'আরও গলা নামাও, ডাক্তার,' সে বলল, 'সঙ্গের আপদটাকে বাইরে বের করে তারপর এসো। দরকার আছে।'

'বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

'খুব ভাল, ঐ গাড়িতে চাপিয়েই হতভাগাকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।'

ইসার নেশার দাম আড্ডার ম্যানেজারকে বুঝিয়ে তাকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে গাড়িতে ঢোকালাম। প্যাসেঞ্জার যাই বলুক মাঝপথে কোথাও গাড়ি না থামিয়ে সরাসরি আমার দেওয়া ঠিকানায় নিয়ে

গিয়ে মিসেস কেইট হুইটনিকে ডেকে তাঁর হাতে তাঁর নেশাখোর স্বামীকে সঁপে দেবার নির্দেশ আর গাড়িভাড়া মিটিয়ে দিলাম। গাড়োয়ান ঘাড় নেড়ে গাড়ি নিয়ে উধাও হবার পরে হোমস বাইরে বেরিয়ে এল। সঙ্গী হবার ইশারা করে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোতে লাগল হোমস। কোনও প্রশ্ন না করে তার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলাম। কিছুদূর এসে হোমস হেসে বলল, 'কোকেনের সঙ্গে আবার আফিং ধরলাম কেন ভাবছো হয়ত, তাই না?'

'তোমাকে এখানে দেখে খুব অবাক হয়েছি, হোমস।'

'এক দুশমনের খোঁজে ওখানে গিয়েছিলাম, ওয়াটসন। ঐ মালয়ী লস্করটা আমায় পেলে দেখে নেবে বলে শাসিয়েছে তাই বুড়োমানুষ সেজে ঢুকতে হয়েছে। আফিংয়ের আড্ডার পেছনে একটা চোরা দরজা আছে, সেখান দিয়ে রোজ কত মরা মানুষের লাশ সবার চোখের আড়ালে নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয় কেউ জানে না। কে জানে, নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারকে খুন করেও হয়ত ঐভাবে ফেলে দেওয়া হয়েছে নদীর জলে। কথা শেষ করে শিস দিল হোমস, সঙ্গে সঙ্গে একটা এক্কা গাড়ি এসে থামল সামনে।

'এটা নাও জন,' একটা আধ ক্রাউন ছোকরা গাড়োয়ানের মুঠোয় গুঁজে দিল হোমস, 'তুমি বাড়ি যাও, এখন আমিই এটা চালিয়ে বাড়ি ফিরব। তুমি কাল সকালে এগারোটা নাগাদ এস। ওঠো, ওয়াটসন।'

গাড়োয়ানের আসনে চাবুক হাতে হোমসের পাশে বসতেই গাড়ি চলল। কিছুদূর গিয়ে হোমস বলল, 'বেকার স্ট্রিটে যাচ্ছি ভেবো না, আমরা যাব সিডার্সে। ওখানে ডাবল বেডরুমে উঠেছি, তোমার শোবার অসুবিধে হবে না।'

'বেকার স্ট্রিট ছেড়ে হঠাৎ সিডার্সে উঠতে গেলে কেন?'

'তদন্তের স্বার্থে, মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার ওখানেই থাকেন কিনা।'

'কেসটা খুলে বলবে?'

'বলছি, শোন। ১৮৮৪ সালের মে মাসের ঘটনা। যার কথা বলছি সেই মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার লি এলাকায় একখানা ভিলা কেনেন। বলতে বাধা নেই ভদ্রলোক প্রচুর টাকাকড়ির মালিক। ভিলা কেনার কিছুদিন বাদে স্থানীয় একটি মেয়েকে বিয়ে করেন তিনি, মেয়েটির বাবার মদ তৈরির কারখানা আছে। যথাসময় মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের দুটি ছেলেমেয়েও হয়। মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের বয়স হিসেব অনুযায়ী এখন ৩৭। স্থায়ী কোনও পেশা তার ছিল না। তবে বহু কোম্পানিতে যাওয়া আসা করতেন, ছোটোখাটো কোনও ব্যবসা করতেন হয়ত। যাই করুন না কেন, রোজ সন্ধ্যের পরে ক্যাননন স্ট্রিট স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরতেন। স্থানীয় সবার মতে তিনি ছিলেন সচ্চরিত্র লোক। আমি এ পর্যন্ত খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি বাজারে মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের দেনার পরিমাণ মাত্র ৮৮ পাউণ্ড ১০ শিলিং, আর ব্যাংকে তাঁর নামে এই মুহূর্তে জমা আছে ২২০ পাউণ্ড। অতএব, ওয়াটসন দেনা মেটাতে না পেরে আত্মহত্যা করার সম্ভাবনা এক্ষেত্রে উঠতে পারে না।

'ঘুমোলে নাকি, ওয়াটসন?'

'সব শুনছি, হোমস, না থেমে বলে যাও।'

'চুপ করে শুধু শুনে যাবার ধৈর্য তোমার আছে বটে, ওয়াটসন,' পাইপের নেভা তামাক আগুনে ধরাল হোমস, এবার আসল ঘটনায় আসছি। গত সোমবারের ঘটনা। মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার বাড়ি থেকে বেরোলেন, যাবার আগে বলে গেলেন দুটো জরুরি কাজ সেরে বাড়ি ফিরবেন, ফেরার সময় ছেলের খেলনাবাড়ি বানাবার কাঠের তৈরি খেলনাবাড়ি কিনে আনবেন। মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার রওনা হবার পরে ওঁর বাড়িতে টেলিগ্রাম এল, দামি পার্সেল এসেছে, লণ্ডনে অ্যাবারডিন শিপিং কোম্পানি থেকে নিয়ে আসতে হবে। ঐ কোম্পানির অফিস ফ্রেসনো স্ট্রিটে আশা করি জানো ওয়াটসন, যে রাস্তা ধরে এগোলে আজ যেখানে ঢুঁ মেরেছিলাম সেই সোয়ানডাম লেনের

আফিং এর আড্ডায় যাওয়া যায়। মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার লাঞ্চ খেয়ে নিজেই গেলেন লন্ডনে পার্সেল ছাড়িয়ে অফিস থেকে বেরোতে বেরোতে ৪ ৩৫ বেজে গেল। সোয়ানডাম লেন ধরে উনি রেল স্টেশনের দিকে যাচ্ছেন এমন সময় চাপাগলায় আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলেন। এ আওয়াজ তাঁর খুব চেনা। আওয়াজ লক্ষ্য করে মুখ তুলে তাকাতে দেখলেন সামনে একটা বাড়ির দোতলার একটা ঘরের ভেতর জানালায় দাঁড়িয়ে তাঁর স্বামী মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার, নিদারুণ আতংকে তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, হাত নেড়ে কিছু বলতে চাইছেন তাঁকে। মিসেস সেন্ট ক্লেয়ারের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর স্বামীর গায়ে গাঢ় কালো রংয়ের কোট থাকলেও গলায় কলার বা নেকটাই দুটোর একটাও ছিল না। মিসেস সেন্ট ক্লেয়ারের চোখের সামনেই যেভাবে জানালা থেকে তাঁর স্বামী পিছিয়ে সরে গেলেন তা দেখে একটা সম্ভাবনাই মহিলার মনে উঁকি দিল পেছন থেকে কেউ এক হ্যাঁচকায় তাঁর স্বামীকে টেনে আনল জানালা থেকে। তাঁর স্বামী যে খুব বিপদে পড়েছেন তা বুঝতে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ারের দেরি হল না। স্বামীর কাছে যাবেন বলে তিনি তখনই ছুটে গেলেন সেই বাড়ির দিকে। কিন্তু ছুটে যাওয়াই সার হল, সিঁড়ির মুখে আফিমের আড্ডায় যাকে দেখেছো সেই মালকিন লস্করটা আর গোছের এক ওলন্দাজকে নিয়ে পাহারায় ছিল, ওরা তাকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে দিল না, ধাক্কা মারতে মারতে বাড়ির বাইরে বের করে দিল।

কিন্তু মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার তাতে এতটুকু দমলেন না, পুলিশ নিয়ে খানিক বাদে আবার ফিরে এলেন সেই বাড়িতে। কিন্তু তাতে লাভ হল না, দোতলায় উঠে এক খোঁড়া ভিখিরি ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না, লোকটাকে বীভৎস দেখতে। সেই শয়তান লস্করটা পুলিশের জেরার জবাবে জোর দিয়ে বলল মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার নামে কেউ সেখানে আসেননি।

ঠিক তখনই ঘটল এক ঘটনা। যে ঘরে খোঁড়া ভিখিরিটা ছিল সেই ঘরে একটা টেবিলের ওপর একটা জিনিস মিসেস সেন্ট ক্লেয়ারের নজরে পড়ল। জিনিসটা হল কাঠের তৈরি খেলনা বাড়ির বিল্ডিং ব্লকের টুকরো। পুলিশকে জিনিসটা দেখালেন মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার বললেন ঐ খেলনাটাই কিনে আনবেন বলেছিলেন তিনি বাড়ি থেকে রওনা হবার আগে কিছুক্ষণ আগে মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারকেই যে তিনি ঐ ঘরের জানালায় দেখেছেন এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ তাঁর মনে রইল না। তাঁর যুক্তি শুনে সন্দেহ দেখা দিল পুলিশের মনে, তারা এবার খানাতল্লাশি শুরু করল। বাড়ির পেছনেই টেমস নদী, নদীর দিকে মুখ খোলা একটা জানালার শার্সিতে রক্তের দাগ পুলিশের চোখে পড়ল। আবার মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের মোজা জোড়া, দুপাটি জুতো টুপি আর ঘড়ি সামনের ঘরের পর্দার পেছন থেকে পুলিশ উদ্ধার করল। তবু তাঁর কোনও হদিশ পেল না। আশ্চর্যের ব্যাপার জুতো, মোজা, টুপিতে এমন কোনও চিহ্ন নেই যা দেখে আঁচ করা যায় মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার কারও হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে প্রচুর বল প্রয়োগ করেছেন। পুলিশ লস্কর ব্যাটাকে গ্রেফতার করল কিন্তু ঐসব জুতো, মোজা, টুপি ঘড়ি কে সামনের ঘরে রেখেছে সে বিষয়ে কিছু পুলিশ তার পেট থেকে বের করতে পারল না। লস্কর লোকটা বদ তা পুলিশ জানে, ঐ বাড়ির আফিমের আড্ডার সে ম্যানেজার। দোতলার খোঁড়া লোকটার নাম হিউস বুন তার পেশা কি তাও লস্কর বলল জানে না।

এই লোকটার পেশা ভিক্ষে করা। পথের ওপর টুপি পেতে রোজ ভিক্ষে করে প্রচুর টাকা রোজগার করে সে। শুধু বীভৎস নয়, এককথায় লোকটাকে বিকৃত দেখতে বললে ভুল বলা হবে না। পুলিশের ঝামেলা এড়াতে ও ছোট ব্যবসায়ী বলে নিজেকে পরিচয় দেয়। থ্রেডনিডল স্ট্রিট ধরে খানিক এগোলে বাঁদিকে পাঁচিলের গায়ে যে কোন ফুটপাতের ওপর খুচরো কিছু মোম দেশলাই সাজিয়ে লোকটা বসে, তেল জবজবে টুপিটা পাশে রাখে। যেতে আসতে বহুবার লোকটাকে দেখেছি -- তীক্ষ্ণ চোখের চাউনি, কমলালেবুর মত লালচে মাথার চুল, ফ্যাকাশে মুখ, সবসময় বকবক করছে। মুখে একটা বিশ্রি কাটা দাগ, ঠোঁটের চামড়া গুটিয়ে উল্টে পাল্টে গেছে ওপরে।

আর সব ভিখিরির চেয়ে ওর আয় ঢের বেশি তা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছি। মনে রেখো ওয়াটসন, আফিং-এর আড্ডার দোতলার একমাত্র ভাড়াটে হল আধবুড়ো ভিখিরি হিউজ বুন যার ঘরের জানালায় মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারকে তাঁর স্ত্রী শেষবারের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন।'

'ভিখিরির কথা থাক,' বাধা দিয়ে বললাম, 'পুলিশ এরপর কি করল তাই বল।'

'পুলিশ আরও জেরা করতে লস্করকে থানায় নিয়ে গেল। হিউজ বুনের জামার হাতার আস্তিনে রক্তের দাগ লেগেছে দেখে ইন্সপেক্টর সন্দেহ করলেন সেই হয়ত মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারকে খুন করেছে, তাঁর লাশ জলে ফেলে দেবার সময় রক্ত লেগেছে জামার হাতায় আর জানালার গরাদে। কিন্তু তাঁর জেরার জবাবে বুন হাতের অনামিকা দেখিয়ে বলল নখ কাটতে গিয়ে আঙুল সামান্য কেটেছে তার ফলে রক্ত লেগেছে আস্তিনে। আমার মনে হচ্ছে লস্করের সঙ্গে সঙ্গে ঐ লোকটাকে গ্রেপ্তার না করে পুলিশ মহা ভুল করেছে।

জোয়ারের জল সরে গেলে নদীর তীরের কাদায় কোনও চিহ্ন পাওয়া যেতে পারে ভেবে ইন্সপেক্টর বার্টন ঐ বাড়িতেই থেকে গেলেন। জল নেমে যাবার পরে মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের কোট তাঁর চোখে পড়ল, তখনই সেটা উঠিয়ে আনলেন। কোটের মালিকের লাশের হদিশ কিন্তু পাওয়া গেল না। শুনলে তাজ্জব হবে ওয়াটসন, সেই কোটের দুপকেটে ছিল গাদাগাদা খুচরো পেনি আর আধ পেনি। গুনে দেখা গেল মোট চারশো একুশ পেনি আর দুশো সত্তর হাফ পেনি। এতগুলো খুচরোর ওজনে কোটটা বেজায় ভারি হয়েছিল তাই জোয়ারের জলে তলিয়ে যায়নি, শুধু লাশটা ভাসতে ভাসতে তলিয়ে গেছে। এই যে, আমরা সিডার্সে পৌঁছে গেছি।'

'গোল নুড়িপাথর বিছানো রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি একসময় এক বাড়ির দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। আমরা নেমে বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই বন্ধ দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক স্বাস্থ্যবতী রূপসী যুবতী, সামনে এসে জানতে চাইলেন, 'ভালো খবর কিছু এনেছেন মিঃ হোমস?'

'ভালো খারাপ কোনও খবরই নেই, ম্যাডাম,' বলে হোমস মিসেস সেন্ট ক্লেয়ারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।'

'মিঃ হোমস,' কোনও ভূমিকা না করে প্রশ্ন করলেন মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার, 'আমার স্বামী কি বেঁচে আছেন? সত্যি জবাব দিন, যে কোন আঘাত সইবার ক্ষমতা আমার আছে।'

সরাসরি এমন প্রশ্ন হোমস আশা করেনি তাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে।

'খুলে বলুন, মিঃ হোমস,' আবার বললেন মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার, 'বলুন নেভিল বেঁচে আছে বলে আপনার মনে হয় কি না।'

'খোলাখুলিভাবেই বলছি ম্যাডাম,' স্বাভাবিক গলায় হোমস বলল, 'আমার মনে হচ্ছে উনি বেঁচে নেই।'

'খুন হয়েছেন বলতে চান?'

'এখনও নিশ্চিত নই, হতেও পারেন।'

'কবে মারা গেছেন?'

'সোমবার।'

'তাহলে ওঁর লেখা এই চিঠি আজ এল কি করে?' এক টুকরো কাগজ হোমসের দিকে এগিয়ে দিলেন মহিলা।

'ডিয়ারেস্ট,

ভয় পেয়োনা, সব ঠিক হয়ে যাবে। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে তাই হয়ত কিছু সময় নিতে পারে। ধৈর্য হারিয়ো না।

— নেভিল।'

'এটা আপনার স্বামী মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের লেখা বলতে চান?'

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস,' মহিলার গলায় প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ফুটে বেরোল, 'চিঠির সঙ্গে নেভিল তাঁর আংটিও পাঠিয়েছে।'

'আজকের ডাকের তারিখ চিঠিতে আছে, মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার, গম্ভীর গলায় বলল হোমস, 'গ্রেভস এণ্ড পোস্ট অফিসের ডাকবাক্সে আজই এ চিঠি ফেলা হয়েছে। তবে শুধু এটুকু খবরের ওপর কখনোই নির্ভর করা যায় না। চিঠিটা আগে আপনার স্বামীকে দিয়ে লেখানো হয়েছে তারপর আজ ডাকবাক্সে ফেলা হয়েছে এমন সম্ভাবনা আমার মতে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমনও হতে পারে, এ চিঠি লিখিয়ে নেবার সময় ওরাই আংটি খুলে নিয়েছিল মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের আঙুল থেকে। তারপর কি ঘটেছে কে জানে।

'মিঃ হোমস, আপনি এসব বলে আমায় ঘাবড়ে দিচ্ছেন কেন বলুন তো,' অনুযোগ ফুটে বেরোল মহিলার গলায়, 'হাজার হলেও আমি তো নেভিলের স্ত্রী, তার তেমন কোনও ক্ষতি হলে আমি ঠিক টের পেতাম। তাহলে একটা ঘটনা বলি শুনুন। রওনা হবার দিন শোবার ঘরে নেভিলের হাত কেটে রক্তারক্তি। আমি তখন খাবার ঘরে ছিলাম, আচমকা মনে হল ওর নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে, ছুটে গিয়ে দেখি যা ভেবেছি ঠিক তাই, হাতের আঙুল কেটে ফেলেছে অসাবধানে। তেমনই আপনি যে ক্ষতির আশংকা করছেন নেভিলের সত্যিই তেমন কিছু হলে তা আমি ঠিক টের পেতাম।'

'মেয়েদের অনুভূতি প্রবণতার পাশে যুক্তি সত্যিই অনেক সময় দাঁড়াতে পারে না,' হোমস বলল, 'কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো, আপনার স্বামী বেঁচে থাকলে বাড়ি না ফিরে চিঠি লিখতে গেলেন কেন?'

'এই ব্যাপারটা তো ঠিক আমারও মাথায় ঢুকছে না, মিঃ হোমস।'

'আরেকটা প্রশ্ন। সেদিন ঐ বাড়ির দোতলার জানলায় আপনি সত্যিই আপনার স্বামীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন? বলতে চাইছি আপনি ভুল দেখেননি তো?'

'না, মিঃ হোমস,' মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার প্রবল বেগে ঘাড় নাড়লেন, 'আমার এতটুকু ভুল হয়নি, আবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেভাবে সরে গেলেন দেখে মনে হল পেছন থেকে কেউ একটানে সরিয়ে নিল ওঁকে।'

'কিন্তু পরে দোতলার সেই ঘরে ঢুকে কাউকেই তো দেখতে পাননি?'

'ছিল, শুধু হিউস বুন নামে বিটকেল দেখতে ঐ ভিখিরিটা, আর কেউ নয়।'

'আচ্ছা ম্যাডাম, খোলাখুলিভাবে বলুন দেখি, আপনার স্বামী আগে কখনও ঐ বাড়িতে বা ঐ এলাকার অন্য কোনও আফিং-এর আড্ডায় কখনও গেছেন কি না?'

'না, মিঃ হোমস।'

'ওর মুখে কখনও এমন কিছু শুনেছেন আফিং এর নেশার সঙ্গে যার যোগসূত্র আছে?'

'না, মিঃ হোমস।'

'সোয়ানডাম লেনের নাম আগে কখনও শুনেছেন ওর মুখে?'

'না, মিঃ হোমস।'

'ধন্যবাদ, মিসেস ক্লেয়ার,' হোমসের গলা শুনে তার আসল মনোভাব কি আঁচ করতে পারলাম না, 'এই পয়েন্টগুলো যত ছোট আর তুচ্ছ হোক, এই রহস্য সমাধানের পক্ষে অবশ্যই অপরিহার্য। আপনার কথায় বিষয়গুলো পরিষ্কার হল। এবার তাহলে আমাদের কিছু খাবার যোগাড় করে দিন। হালকা যা হোক কিছু আনবেন কারণ আগামীকাল অনেক কাজ করার আছে।'

খেয়েদেয়ে আমি শুয়ে পড়লাম, হোমস পাইপ টেনেই রাত কাটাল। তার ডাকে যখন চোখ মেললাম তখন রাত প্রায় সাড়ে চারটে, সকাল হতে তখনও অনেক দেরি।

'ওয়াটসন, চট করে তৈরি হয়ে নাও,' জুতো পরতে পরতে বলল হোমস, 'আমার মত মহামূর্খ এই মুহূর্তে গোটা ইওরোপে আর দু'টি নেই। তবু মনে হচ্ছে সেন্ট ক্লেয়ার রহস্যের সবচেয়ে বড় সূত্রটি পেয়ে গেছি।'

'সূত্র পেয়েছো, কোথায়?'

'বাথরুমে,' বলেই গম্ভীর হল হোমস, 'ঠাট্টা নয়, সত্যি কথাই বলছি, ওয়াটসন, একটু আগেই ওখানে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস করো, সেটা এর মধ্যে আছে,' বলে হাতে ঝোলানো গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগখানা ইশারায় দেখাল সে।

হোমসের ধারা বরাবরই এরকম দেখে আসছি তাই আর কোনও প্রশ্ন করে কৌতূহল দেখালাম না। সেই শেষ রাতে তার সঙ্গী হয়ে বেরোলাম বাড়ি থেকে। আস্তাবলের ছোকরা সহিস গাড়ি তৈরি রেখেছিল আগেই, তাতে চেপে বসলাম দুজনে, গাড়ি লণ্ডন রোড ধরে জোরে ছুটে চলল। যেতে যেতে চোখে পড়ল সবজি বোঝাই অনেকগুলো ঘোড়ার গাড়ি ছুটে চলেছে শহরমুখে।

'অদ্ভুত কেস, মানতেই হবে ওয়াটসন, গোড়ায় কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি, তারপর দেখলাম কেসটা জলের মত সহজ।' যেতে যেতে এর বেশি আর কিছু বলল না হোমস। আমিও কৌতূহল দেখালাম না।

বো স্ট্রিটের থানার সামনে গাড়ি রেখে নামতেই দোরগোড়ায় দাঁড়ানো দু'জন কনস্টেবল হোমসকে স্যালিউট দিল। তাদের একজন গাড়ি নিজের জিম্মায় রাখল, অপরজন পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে এল ভেতরে।

'এখন ডিউটি অফিসার কে আছেন?' পাল্টা স্যালিউট দিয়ে জানতে চাইল হোমস।

'ইন্সপেক্টর ব্রাডস্ট্রিট আছেন, স্যর,' বলে সেই কনস্টেবল আমাদের ডিউটি অফিসারের কাছে নিয়ে এল।

'এই যে ব্রাডস্ট্রিট, ভাল আছেন তো' বলে হাত বাড়িয়ে দিল হোমস।

উর্দি পরা মোটাসোটা ডিউটি অফিসার ইন্সপেক্টর ব্রাডস্ট্রিট ঐ শেষ রাতে যে আমাদের আশা করেননি তা তাঁর চোখের চাউনি দেখেই মালুম হল। হোমসের হাত নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে অন্তরঙ্গ ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'চলে যাচ্ছে একরকম, বলুন কিভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি?'

'মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারের রহস্যময় অন্তর্ধানের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে হিউজ বুন নামে এক অপদার্থকে হাজতে আটকে রেখেছেন আপনি,' গলা নামাল হোমস, 'লোকটা ভিক্ষে করে পেট চালায়। লোকটার কাছে একবার নিয়ে যাবেন?'

'বুঝেছি কার কথা বলছেন,' ডিউটি অফিসার জানালেন, 'লোকটা যেমন শান্ত, তেমনই এত নোংরা যে কহতব্য নয়।'

'নোংরা?'

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস, ওর মুখের তেলকালি ও কিছুতেই মুছতে চাইছে না, অনেক কষ্টে হাতদুটো শুধু ধুয়েছে।'

'একবার ওর কাছে নিয়ে চলুন।'

'আসুন।'

গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে হোমস ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিটের পাশে পাশে এগিয়ে চলল, আমি তাদের পিছু নিলাম। টানা হাজতের দরজার জাফরি খুলে ডিউটি অফিসার ভেতরে উঁকি দিয়ে বললেন, 'ব্যাটা ঘুমোচ্ছে, দেখুন!'

হোমস আর আমি দুজনেই উঁকি দিলাম সেই জাফরিতে। হাজতের ভেতরে যে লোকটা এই মুহূর্তে পড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে তার মুখ আমাদের দিকে ঘোরানো। এমন বীভৎস মুখ আগে

দেখেছি বলে মনে পড়ে না। চোখ থেকে চিবুক পর্যন্ত একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। ক্ষত শুকিয়ে গেলেও চামড়াটা টেনে ধরেছে। ওপরের ঠোঁট উল্টে জান্তব আকার ধারণ করেছে। ধ্যমলা লালচে চুলে ঢাকা পড়েছে চোখ। গায়ের শার্ট আর কোট দুটোই ছেঁড়া।

'কেমন সুন্দর ওকে দেখতে তাই বলুন মিঃ হোমস,' বললেন ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট।

'ওকে একটু সাফসুতরো করা দরকার,' বলে ব্যাগ খুলে বড় স্পঞ্জের একটা ফালি বের করল হোমস।

ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট হাজতের দরজা খুলে দিতেই স্পঞ্জ হাতে ভেতরে ঢুকল হোমস। কয়েদী হিউজ বুন তখনও ঘুমোচ্ছে। জলের জাগে স্পঞ্জ ডোবাল হোমস, তারপর সেটা জোরে জোরে ঘষতে লাগল হিউজ বুনের নোংরা চোখে মুখে। কয়েকবার ঘষতেই কেমন জাদু ঘটল, খোসা ওঠার মত কয়েদীর মুখের অনেকটা ছাল উঠে এল, মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দেওয়া ভোরের সূর্যের মত যে মুখখানা বেরিয়ে এল তা আর যাই হোক পেশাদার ভিখিরি হিউজ বুনের নয়।

'ব্র্যাডস্ট্রিট, ওয়াটসন,' ইশারায় হিউজ বুনকে দেখাল হোমস, 'পরিচয় করিয়ে দিই, ইনিই নিখোঁজ মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার।'

'সর্বনাশ হয়ে গেল!' হাতে নাতে ধরা পড়ে মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার বিছানায় মুখ ডুবিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'এবার বৌ ছেলে মেয়ে সবাই জেনে ফেলবে, লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না। কি করি এখন?'

'লজ্জার হাত থেকে সত্যিই বাঁচার ইচ্ছে থাকলে সব কথা খুলে বলুন,' [illegible] ইশারায় ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিটকে দেখাল হোমস, 'উনি চাইলে [illegible] আদালতে হয়তো নাও যেতে পারে।'

'বাবা যখন পড়েছি তখন [illegible],' [illegible] মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার, 'আমার নিজের [illegible] আপনারাই প্রথম শোনাচ্ছি। আমার বাবা চেস্টারফিল্ডের এক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, সেখানে আমি উচ্চশিক্ষা পেয়েছি। অল্পবয়সে প্রচুর দেশ ঘুরেছি, মঞ্চে অভিনয়ও করেছি, সবশেষে লন্ডনের এক সান্ধ্য দৈনিকে রিপোর্টার হলাম। একদিন কাগজের সম্পাদক আমায় ডেকে শহরের পেশাদার ভিখিরিদের ওপর একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখার হুকুম দিলেন। একসময় অভিনেতা ছিলাম, বলেই মনে [illegible] ভিখিরির ভেক নিয়ে কিছুদিন ওদের সঙ্গে মেলামেশা করলে লেখাটা দারুণ হবে। শেষ পর্যন্ত তাই করলাম। মুখে রং চং মেখে চেহারার এমন ভোল পাল্টালাম যাতে আমায় দেখলেই লোকের দয়া হয়। একটানা সাত ঘণ্টা হাত পেতে [illegible] দেখি ছাব্বিশ শিলিং চার পেন্স একদিনেই হাতে এসেছে।

লেখাটা যথাসময় শেষ করলাম, এর মধ্যে ভিক্ষে করে আরও অনেক টাকা পেলাম। সেই টাকায় পুরোনো বাব দেনা মেটালাম। পঁচিশ পাউণ্ডের একটা দেনা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছিল আদালত, সেই টাকা কোথা থেকে জোগাড় করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমন সময় আচমকা একটা বুদ্ধি মাথায় এল, পাওনাদারের কাছ থেকে পনেরো দিন সময় চেয়ে নিলাম, অফিস থেকে কিছুদিনের জন্য ছুটি নিলাম তারপর চেহারা পাল্টে শহরে ভিক্ষে করতে লাগলাম। দশ দিনের মধ্যে প্রচুর টাকা হাতে এল তাই দিয়ে দেনা মেটালাম। [illegible] পার্টি রাস্তার ওপর টুপি পেতে বসলে যখন প্রচুর টাকা হাতে আসছে তখন হপ্তায় মাত্র দু পাউণ্ড মাইনের রিপোর্টারের কাজ করতে যাব কেন এই কথাটা মাথায় এল। [illegible] হাজার হলেও ভদ্র ঘরের উচ্চ শিক্ষিত লোক কিনা, কিন্তু শেষকালে সব লজ্জা ঝেড়ে ফেলে রিপোর্টারের চাকরি ছেড়ে সত্যিই ভিখিরি সাজলাম, এরপর দিন প্রচুর টাকা হাতে আসতে লাগল। রোজ বাড়ি থেকে বেরোতাম ভদ্র পোশাক পরে, তারপর সোয়ান্ডাম লেনে আফিংয়ের আড্ডার

দোতলার কামরায় ঢুকে জামাকাপড় পাল্টেমুখে রং মাখতাম, ভেক পুরো পাল্টে যেত। ওখানকার ম্যানেজার ঐ মালয়ী লস্করটা সব জানত, রোজগার থেকে মাঝে মাঝে কিছু টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ রাখতাম।

বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে তবু বলতে বাধা নেই যে ভিক্ষের জমানো টাকায় আমি গ্রামে বাড়ি কিনলাম, তারপর বিয়েও করলাম। আমার আসল পেশা কি তা আমার স্ত্রীও জানে না, ওর ধারণা শহরে আমার নিজের ব্যবসা আছে।

গত সোমবার আফিংয়ের ডেরায় ভিখিরির সাজ পাল্টাতে যাব এমন সময় জানালা দিয়ে দেখলাম আমার স্ত্রী ঐ পথেই কোথাও যাচ্ছেন। আমি স্থান কাল ভুলে চেঁচিয়ে উঠলাম, সে মুখ তুলে তাকাতেই টের পেলাম মহা ভুল করেছি। তখনই একলাফে পিছিয়ে এসে লস্করকে বললাম আমার স্ত্রী ওপরে উঠতে চাইলে যেন তাকে আটকায়। বৌয়ের গলা কানে এল, লস্করের সঙ্গে সমানে ঝগড়া করছে সে। বৌ থানা পুলিশ করবে সন্দেহ হয়েছিল, ঝামেলা এড়াতে মাথা খাটিয়ে এক বুদ্ধি বের করলাম, হাতে খুচরো যত ছিল সব আমার কোটের দুপকেটে পুরে জানালা দিয়ে ফেলে দিলাম টেমস নদীর জলে, ওজন ভারি হওয়ায় সেটা তখনই ডুবে গেল। ততক্ষণে ভিখিরির মেক আপ আবার নেওয়া হয়ে গেছে, ভাবলাম বাকি জামাকাপড়গুলো ফেলে দিই জলে, কিন্তু তার আগেই আমার বৌ পুলিশ নিয়ে ঘরে ঢুকল। নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারকে খুন করে তাঁর লাশ নদীতে ফেলে দিয়েছি এই সন্দেহ করে পুলিশ আমায় ধরে নিয়ে গেল থানায়।

এই আমার জবানবন্দী। নিজের বিশ্রি মুখটা যতক্ষণ সম্ভব ধরে রাখব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রীকে আমি খুব ভালবাসি, তিনি ভয় পান তা যেমন চাই না, তেমনই তাঁকে কষ্ট দেবার সাধও আমার নেই। একথা ভেবেই তাড়াহুড়ো করে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছি তাকে, বেঁচে আছি বোঝাতে আমার আংটিও ভরে দিয়েছি খামে চিঠির সঙ্গে, লিখেছি ভয়ের কিছু নেই।'

'সে চিঠি গতকাল উনি পেয়েছেন', বলল হোমস।

'হা ঈশ্বর,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার, 'তাহলে পুরো সাতটা দিন ওকে খুব দুর্ভাবনায় কাটাতে হয়েছে দেখছি।'

'এবার আমার যা বলার বলছি,' ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট এগিয়ে এলেন, 'ভালোয় ভালোয় সব মিটিয়ে নিতে চাইলে এই ভিখিরি ভিখিরি খেলা আজই এখানেই শেষ করতে হবে। মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার, আপনার আর কোনমতেই ভিখিরি হিউজ বুন সাজা চলবে না।'

'তাই হবে, ইন্সপেক্টর, কথা দিলাম আর কখনও টাকা রোজগারের লোভে ভিখিরি সাজব না।'

'তাহলে সাবান জলে ভাল করে মুখ ধুয়ে বিদেয় হন,' ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট বললেন, 'আমিও কথা দিচ্ছি আপনার বিরুদ্ধে আইনগত কোনও ব্যবস্থা নেব না। আচ্ছা মিঃ হোমস, এই রহস্য ভেদ করলেন কি করে জানাবেন?'

'পাঁচটা বালিশে ঠেস দিয়ে একটি গোটা রাত কড়া তামাক টেনে,' হাসতে হাসতে বলল হোমস, 'ওয়াটসন, জলদি পা চালাও, ব্রেকফাস্টের সময় পেরিয়ে গেল যে!'

সাত

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ব্লু কারবাংকল

কালো রংয়ের গোল সাধারণ ফেল্ট হ্যাট, বহুদিন মাথায় পরার ফলে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে তার চেহারা। ধুলোয় মাখামাখি সেই টুপির রং একেক জায়গায় জ্বলে গেছে। আগের রং ফিরিয়ে আনতে পাকা চুলে কলপ লাগানোর মত সেই সব রং ওঠা জায়গায় কালি বোলানো হয়েছে।

বারবার হুকে টাঙানোর ফলে কতগুলো ছ্যাঁদা যে টুপির গায়ে হয়েছে তা গুনে শেষ করা সম্ভব নয়। লাল লাইনিং এর একপাশে দুটো হরফ লেখা — এইচ বি। টুপির মালিকের নামে পদবির আদ্যক্ষর সন্দেহ নেই।

বড়দিনের পরে বুকভরা শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি হোমসের কাছে। এসে দেখি ম্যাগনিফাইং গ্লাস আর ফরসেপস নিয়ে ঐ বিতিকিচ্ছিরি টুপিটা এমন গুরুগম্ভীর ঢংয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সে যেন বিশ্বের সব অশান্তির সমাধানের সূত্র তাতে লুকোনো আছে।

'কি এমন রাজকার্য হচ্ছে এটা দিয়ে?' শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরে টুপিটা দেখিয়ে জানতে চাইলাম।

'সে এক দারুণ কাণ্ড,' শুরু করল হোমস, 'আমাদের পিটারসন এটা নিয়ে এসেছে, পঁচিশ তারিখ রাত চারটেয় একটা লম্বাপানা লোক টলতে টলতে হাঁটছিল, তার কাঁধে ছিল একটা সাদা রাজহাঁস। আচমকা একপাল বংবাজ ছোকরা এসে তার পথ রুখে দাঁড়াল। ওরা লোকটার মাথার টুপি ফেলে দিল। লোকটার হাতে ছিল লাঠি, নিজেকে বাঁচাতে সেটা মাথার ওপর তুলে ঘোরাতেই তার ঘা লেগে পেছনের দোকানের শোকেসের কাঁচ গেল ভেঙে। পিটারসন ছুটে গেল লোকটাকে বাঁচাতে। পরনের উর্দি দেখে সেই রংবাজেরা তাকে পুলিশ ভেবে দৌড়ে পালাল, সেই লম্বাপানা লোকটাও কাঁধের রাজহাঁস মাটিতে ফেলে পালাল। পিটারসন তখন লোকটার টুপি আর সাদা রাজহাঁস মাটি থেকে কুড়িয়ে ফিরে এল।

'মিসেস হেনরি বেকারের জন্য' শুধু এই কয়েকটা শব্দ লেখা একটুকরো কার্ড সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল রাজহাঁসের পায়ে, টুপির গায়েও দেখছ লেখা আছে এইচ বি হরফ দুটি অর্থাৎ হেনরি বেকার। কিন্তু এই শহরে হেনরি বেকার নামে তো একজন লোক নেই, তাদের মধ্যে আসল লোকটিকে খুঁজে বের করা পিটারসনের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে টুপি আর রাজহাঁস দুটোই বড়দিনের সকালে এনে দিল আমাকে, ছোটখাটো অনেক সমস্যা যে আমার কৌতূহল জাগায় তা পিটারসন জানে। রাজহাঁসটা আমার কাছেই ছিল, ওর মালিককে খুঁজতে খুঁজতে পিটারসনের হয়ত জিভে জল এসেছিল। শেষকালে নিজেই ওটা বাড়ি নিয়ে গেছে কেটে খাবে বলে। এতক্ষণে হয়ত হাঁসটা কেটেকুটে উনুনেও চাপিয়ে দিয়েছে। আমি শুধু টুপিটা রেখে দিয়েছি।'

'রাজহাঁসখানা দিয়ে এই নচ্ছার দেখতে টুপিখানা রেখে দিয়েছো -' হোমসের কথায় রাগ আর হাসি দুটোই পেল, 'কেন কোন কম্মে খুলে বলবে?'

'টুপিটা ওর মালিককে ফিরিয়ে দেব বলে রেখে দিয়েছি,' জবাব শুনেই বুঝলাম আমার কথায় কিছু মনে করেনি সে।

'যার ঠিকানা জানো না তাকে খুঁজে বের করবে কি করে?'

'ঠিকানা এই টুপির গায়েই আছে,' হাসল হোমস, পর্যবেক্ষণের সাহায্যে কিভাবে সত্য উদঘাটন করি তুমি জানো। সেই একই পদ্ধতিতে এই টুপির মালিকের ঠিকানা বের করব। আমার যেটুকু দেখার দেখে নিয়েছি, তুমি শুধু শুনে যাও। এক, এই টুপির মালিক শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষ। দুই, তিনবছর আগেও ওঁর আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল, তারপর থেকেই দুঃসময় ওঁর পিছু নিয়েছে। তিন, দূরদৃষ্টিই বলো বা বিবেচনাই বলো, টুপির মালিকে একসময় তা যথেষ্ট পরিমাণ ছিল, কিন্তু কোনও কারণে ইদানীং তার অভাব ঘটেছে। আমার নিজের ধারণা, বেশি নেশা করেন বলে ভদ্রলোকের স্ত্রী এখন আর ওঁর জামাকাপড়ের দিকে নজর দেন না। চার, সময় খারাপ হলেও টুপির মালিকের আত্মসম্মান বোধ খুব প্রখর। তিনি মাঝবয়সী, হালে চুল ছেঁটেছেন, মাথার কাঁচাপাকা চুল পাতলা হয়ে এসেছে। পাঁচ, ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা এখন এত খারাপ যে বাড়িতে গ্যাস আনতে পারেননি বলে গ্যাস কোম্পানি লাইন কেটে দিয়েছে। আপাতত মোমবাতির আলোয় কাজ চালাচ্ছেন। আরও জানতে চাও?'

'না,' তার চোখে চোখ রেখে বললাম, 'এবার সবকটি সিদ্ধান্ত একে একে প্রমাণ করো।'

'সিদ্ধান্ত এক,' বলে টুপিটা নিজের মাথায় চাপাল হোমস, সঙ্গে সঙ্গে সেটা কপাল ছাপিয়ে আরও নীচে দুই ভুরুর আওতা পেরিয়ে নেমে এল নাকের গোড়ায়।

'দেখলে ওয়াটসন,' টুপিটা খুলে হোমস বলল, 'এত বড় যার মাথার খুলি তাকে বুদ্ধিজীবী ছাড়া আর কি বলবে তুমি? পড়াশোনা করেছেন অনেক, জ্ঞানও প্রচুর।'

'সিদ্ধান্ত দুই, টুপির ফ্যাশন জামাকাপড়ের মতই ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। এই টুপির ফ্যাশন তিনবছর আগেও চালু ছিল, তখন এর দাম ছিল অনেক। বোঝাই যায় তিনবছর আগে অবস্থা ভাল ছিল বলেই এমন দামি টুপি কিনেছিল লোকটি। অবস্থা ভাল থাকলে তিন বছর বাদেও পুরোনো ফ্যাশনের টুপি পরে বড়দিনের আগেরদিন রাতে ফূর্তি করতে কখনোই সে লোক বেরোত না।'

'এবার সিদ্ধান্ত তিন, আগে দুরদৃষ্টি ছিল বলেই ধুলো আর জলঝড়ের হাত থেকে বাঁচাতে ঢাকনা পরিয়েছিল টুপিতে। সেই ঢাকনা এখন ছিঁড়ে গেছে দেখে ধরে নিচ্ছি আগের সেই দুরদৃষ্টি বা বিবেচনা লোকটি খুইয়েছে, টুপিতে নতুন ঢাকনা পরায়নি। তাহলেও সে লোক প্রখর আত্মসম্মান বোধের অধিকারি মানতেই হবে আর তাই কালো কালি বুলিয়ে বিবর্ণ জায়গাগুলো ঢেকেছে।'

'সিদ্ধান্ত চার, টুপির ভেতরের কুচো কুচো কাঁচাপাকা চুল লেগে আছে দেখে বোঝা যায় সে হালে চুল ছেঁটেছে।'

'সিদ্ধান্ত পাঁচ, টুপিব অনেকগুলো জায়গায জ্বলন্ত মোমবাতির ফোঁটা পড়েছে। চর্বি দিয়ে তৈরি মোমবাতি। এক হাতে টুপি অনাহাতে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে বাড়িতে ঢোকার সময় নিশ্চযই ঐভাবে গলানো চর্বি মোমের ফোঁটা পড়েছে টুপিতে। ওয়াটসন, আমার সবক'টি সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে পেরেছি তো?'

'তা পেরেছো, তবু আরেকটা প্রশ্ন, লোকটাব স্ত্রী তাকে আদরযত্ন কবে না কি দেখে বুঝলে?'

'এত একনজর তাকালেই বোঝা যায়, আদরযত্ন করলে টুপির এই হাল হত না, ব্রাশ দিয়ে দুবেলা টুপি ঝেড়ে পুঁছে দিত। তাহলে এত ধুলো লাগত না এর গায়ে।'

হোমসের কথা শেষ হতে ঘরে ঢুকল দারোয়ান পিটারসন। তাঁর দুচোখে উত্তেজনা ঠিকরে পড়ছে।

'কি কাণ্ড দেখুন মিঃ হোমস,' একটুকরো গোল নীল পাথর তুলে ধরল পিটারসন, 'সেই যে রাজহাঁসটার কথা বলেছিলেন, আমার গিন্নি ওটা কেটে রান্না করেছে। কাটবার পবে হাঁসের গলা থেকে এটা বের করেছে। বেঁচে থাকতে কিভাবে গিলে ফেলেছিল, পাথরটা আটকে গিয়েছিল ওর গলার নলেব ভেতর!'

মটরশুঁটির দানার মত এইটুকু সেই পাথরের উজ্জ্বল জ্যোতির মত নীল রশ্মি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। পিটারসনের হাত থেকে হোমস সেটা নিতেই একটা প্রসঙ্গ মনে পড়ে গেল। বললাম, 'হোমস, মনে হচ্ছে তো সেই বিখ্যাত নীলা 'ব্লু কারবাংকল' যার বর্তমান মালিক কাইন্টে অফ মোরবার। কাগজে পড়লাম কাউন্টেসের এই দামী নীলা পাথরটি কিছুদিন আগে রহস্যজনকভাবে খোয়া গেছে।'

'ঠিকই আন্দাজ করেছো ওয়াটসন,' ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নীচে নীলাটি রেখে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল হোমস, 'টাইমস পত্রিকায় কাউন্টেসের বিজ্ঞাপন রোজই বেরোচ্ছে চোখে পড়েছে, এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবেন কাউন্টেস। তবে ঐ নীলার এখন যা বাজারদর একহাজার পাউণ্ড তার কুড়ি ভাগের এক ভাগও নয়।'

এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কারের কথা শুনে পিটারসনের মাথা ঘুরে উঠল, কাছেই একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। চাউনি দেখে মনে হল পাথরটা হোমসকে দিয়ে কি বোকামি করেছে তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

'শুধু এক হাজার পাউণ্ড নয়,' পিটারসনের চোখে চোখ রাখল হোমস, 'এই হারানো নীলা কেউ ফিরিয়ে দিলে কাউন্টেস তাকে নিজের অর্ধেক সম্পত্তি লিখে দেবেন বলে বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছেন।'

'যতদূর মনে পড়ে কসমোপলিটান হোটেল থেকে কাউন্টেসের এই নীলা খোয়া গিয়েছিল,' আমি বললাম।'

'ঠিকই বলেছো,' সায় দিল হোমস, 'কাগজে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী আজ থেকে পাঁচদিন আগে ২২শে ডিসেম্বর তারিখে জন হর্ণার নামে এক কলের মিস্ত্রিকে কাউন্টেসের গয়নার বাক্স থেকে এই নীলা চুরি করার অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। দ্যাখো তো, বাইশ তারিখের কাগজখানা আছে কি না?'

২২শে ডিসেম্বরের কাগজখানা হাতের নাগালেই ছিল, তাতে চোখ বুলোতে বুলোতে এক জায়গায় এসে থমকে গেল হোমস।

'কসমোপলিটান হোটেল থেকে দামি রত্ন উধাও। কাউন্টেস অফ মোরকারের 'ব্লু কারবাংকল' নামে একটি দামি নীলা তাঁর গয়না বাক্স থেকে সরিয়ে ফেলেছে সন্দেহ করে পুলিশ জন হর্ণার (২৬) নামে ঐ হোটেলের এক কলের মিস্ত্রিকে গ্রেপ্তার করেছে। জেমস রাইডার নামে হোটেলের অন্যতম এক পরিচারক পুলিশকে যে বিবৃতি দিয়েছে তা থেকে জানা গেছে কাউন্টেসের কামরার ফায়ারপ্লেসের শিক ঢিলে হয়ে গেছে খবর পেয়ে সেটা ঝালাই করে দিতে সে জন হর্ণারকে ডেকে এনেছিল। কাউন্টেসের ড্রেসিংরুমে জন হর্ণার কাজ করার সময় জেমস কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সেখানে। কিন্তু খানিকবাদে ডাক পড়তে সে হর্ণারকে একা সেখানে রেখে বেরিয়ে আসে ঘর ছেড়ে। আরও কিছুক্ষণ পরে জেমস রাইডার ফিরে এসে দেখে ড্রেসিংরুম খালি, হর্ণার সেখানে নেই, ঘরের আলমারির দেরাজ খোলা, জেমসের চোখে পড়েছিল, মরক্কো চামড়ার তৈরি কাউন্টেসের একটা গয়নার বাক্সও খোলা অবস্থায় পড়েছিল ড্রেসিংটেবিলে। পুলিশ খোঁজ নিয়ে জেনেছে ঐ বাক্সেই কাউন্টেসের নীলাটি ছিল। জেমস রাইডার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, তার চিৎকার শুনে ছুটে আসে কাউন্টেসের পরিচারিকা ক্যাথরিন কুশাক। হোটেল কর্তৃপক্ষ এরপর পুলিশে খবর দেন। সেদিন সন্ধ্যের পরে পুলিশ জন হর্ণারকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু অনেক খানাতল্লাশি চালিয়েও পুলিশ জন হর্ণারের কাছে বা তার আস্তানা থেকে সেই নীলার হদিশ পায়নি। ধরা পড়ার সময় হর্ণার বলেছে সে নীলা চুরি করেনি, বিনাদোষে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। হর্ণার এর আগেও একবার চুরির দায়ে জেল খেটেছিল জেনে মহামান্য বিচারক তাকে দায়রায় সোপর্দ করেছেন। বিচারের সময় হর্ণার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।'

'এত গেল খবরের কাগজের রিপোর্ট, এবার জানতে হবে এই খোয়ানো নীলা ঐ রাজহাঁসের পেটে কি করে গেল। সেই রাজহাঁস কাঁধে নিয়ে হেনরি বেকার বড়দিনের আগের দিন শেষ রাতে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন কেন তাও খুঁজে বের করতে হবে। ওয়াটসন, কাজে নামো, সান্ধ্য খবরের কাগজগুলোতে টুপির মালিকে উদ্দেশে আগে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। নাও, চট করে একটা ছোটখাটো বিজ্ঞাপনের বয়ান লিখে ফ্যালো। আগে এই পথেই এগোই, তাতে কাজ না হলে আর কিছু ভাবা যাবে।'

'একটা রাজহাঁস আর একটা কালো গোল ফেলট হ্যাট গুজ স্ট্রিটের মোড়ে পাওয়া গেছে। মিঃ হেনরি বেকার আজ সন্ধ্যের পর ২২১ বি, বেকার স্ট্রিটে এসে নিয়ে যেতে পারেন।' হোমসের কথামত তখনই বিজ্ঞাপনের ঐ বয়ান লিখে ফেললাম।

'নাও হে পিটারসন, আমার দিকে জুল জুল করে আর না দেখে এবার তুমিও একটু মদৎ দাও।,' কিছু টাকা তার হাতে দিল হোমস, 'ডাক্তার সাহেবের লেখা ঐ বিজ্ঞাপনের বয়ানটা নিয়ে এখুনি বেরিয়ে পড়ো। 'গ্লোব', 'স্টার', 'ঝলমল', 'সেন্ট জেমস স', 'ইভনিং নিউজ', 'স্ট্যাণ্ডার্ড',

'ইকো' হাতের কাছে আরও যত কাগজ পাও সবগুলোয় এখুনি গিয়ে ওটা জমা দিয়ে এসো। আজই বিকেলেই বেরোন চাই।'

'যাচ্ছি স্যার, কিন্তু ঐ পাথরটা —'

'ওটা এখনকার মত আমার কাছেই থাক, পিটারসন,' গলা শুনে বুঝলাম পিটারসনের মানসিক অবস্থা আঁচ করে অনেক কষ্টে হাসি চাপছে, হোমস। ফেরার পথে আরেকটা রাজহাঁস কিনে এনো মনে করে, ভদ্রলোক টুপি নিতে এলে ওঁকে ফের দিতে হবে তো! ওঁর কাধে যেটা ছিল সেটা তো এখন গোগ্রাসে গিলছেন তোমার গিন্নি! আচ্ছা, তাহলে ঐ কথাই রইল, এসো তাহলে।'

সোনার খনি হাতের মুঠোয় এসেও হাতছাড়া হলে যেমন হয় তেমনই হাব ভাব ফুটে উঠল পিটারসনের চোখে মুখে। ঘাড় হেঁট করে আমাদের সেলাম করে বেরিয়ে গেল সে।

'পাথরটা কেমন জেল্লা দিচ্ছে দেখেছো, ওয়াটসন?' পিটারসন বেরিয়ে যাবার পরে নীলাটা ঘরের আলোয় কাছে নিয়ে এল হোমস, 'যে কোনও দামি রত্নের ঝিলিকেই কোনও না কোনও অপরাধের জন্ম হয়। পুরোনো দামি রত্নের একেকটা কাটা পলে লুকিয়ে আছে কোনও না কোনও খুনের ইতিহাস। ওয়াটসন, এই নীলার বয়স এখনও কুড়ি হয়নি। দক্ষিণ চীনের অ্যাময় নদীর তীরে এটি পাওয়া গিয়েছিল। বিষফোড়ার মত দেখতে বলে এই নাম কারবাংকল। এই পাথরটি এর আগে যাদের কাছে গেছে তাদের অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাংঘাতিকভাবে। খুন, অ্যাসিড ছোঁড়া, আত্মহত্যা এইসব। চল্লিশ গ্রেন ওজনের এই পাথরটা আসলে কিন্তু দলা বাঁধা খানিকটা কাঠকয়লা ছাড়া কিছু নয়, অথচ এর মালিক হবার জন্য বেশ কয়েকবার ডাকাতিও হয়েছে : এইটুকু ছোট একখানা কার্বন কত লোকের জেল ফাঁসির কারণ হয়েছে দেখলে বিশ্বাস হয়? ওয়াটসন বসো, এটা আমার সিন্দুকে রেখে এক্ষুনি আসছি। এসে কাউন্টেসকে এটা খুঁজে পেয়েছি জানিয়ে চিঠি লিখব।'

'পুলিশ যাকে ধরেছে সেই জন হর্ণার এই নীলা চুরি করেনি বলছ?'

'সেকথা এত শীগগির বলতে পারছি না।'

'তাহলে যার টুপি নিয়ে এত গবেষণা করলে সেই হেনরি বেকার কি এটা চুরি করেছেন?'

'ভুল, ওয়াটসন, আমার মতে হেনরি বেকার পুরোপুরি নির্দোষ। যে রাজহাঁসটা কাঁধে নিয়ে যাচ্ছেন সে যে সত্যিই সোনার ডিম পাড়তে পারে এটুকুও তাঁর জানা ছিল না। বিজ্ঞাপনের জবাব আগে আসুক, তখন ছোট্ট একটা পরীক্ষা করে দেখাব আমার ধারণা সত্যি কিনা।'

'তার আগে তোমার কিছু করার নেই তাহলে?'

'কিছু না।'

'তাহলে আমি একবার বেরোই, কয়েকটা রুগী দেখে ফিরে আসব সন্ধ্যের আগেই। এমন এক রহস্যের সমাধান নিজের চোখে দেখতে না পেলে আক্ষেপের শেষ থাকবে না।

'অবশ্যই আসবে। আমি ঠিক সাতটায় খেতে বসি জানো তো। আজ ওবেলা বোধহয় মুর্গি হবে। মিসেস হাডসনকে ডেকে ওর গলার থলেটা দিতে বলব। কে জানে —'

রুগী দেখতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল। বেকার স্ট্রিটে আসতে আসতে সাড়ে ছ'টা বাজল। হোমসের বন্ধ দরজার সামনে খুব লম্বা স্কচ উষ্ণীষ মাথায় এক ভদ্রলোককে দেখলাম দরজা খোলার অপেক্ষায় দাড়িয়ে আছেন।

'মিঃ হেনরি বেকার?' ভূমিকা না করে পরিচয় জানতে চাইলাম।

'ঠিক আন্দাজ করেছেন,' বিনয়াবনত হয়ে তিনি জানালেন, 'ওটাই আমার পরিচয়।'

সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাল্লা খুলে হোমস আমাদের ভেতরে নিয়ে গেল। আগুনের সামনে

ভদ্রলোককে বসিয়ে সকালবেলার টুপিটা এনে দেখাল, 'এটা আপনার টুপি তো, মিঃ বেকার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দু'তিনদিন আগে পথের মাঝখানে খুইয়েছিলাম,' বলে মিঃ বেকার পিটারসনের মুখে যে ঘটনা শুনেছিলাম হুবহু তার বিবরণ দিলেন। লক্ষ্য করলাম, হোমসের সিদ্ধান্তে ভুল নেই, মিঃ বেকারের মুখে উচ্চশিক্ষা আর বুদ্ধির ছাপ, জীবনের বেশিরভাগ সময় ঝুঁকে পড়াশুনো করার ফলে দু'কাধ গোলাকার দেখাচ্ছে। কথার ধরন শুনে বোঝা যায় সাহিত্যিকদের মত শব্দ বাছাই করেন। এমন লোককে বুদ্ধিজীবী ছাড়া আর কিই বা বলা যায়।

'আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না,' মিঃ বেকার বললেন, 'সেদিন টুপি ছাড়া একটা রাজহাঁসও সঙ্গে ছিল, ভেবেছিলাম গুণ্ডারা টুপির সঙ্গে সেটাও কেড়ে নিয়েছে।'

'সে হাঁস গুণ্ডাদের হাতে না পড়ে এখানে চলে এসেছে,' এর বেশি ভাঙল না হোমস, আমরা দুজনে সেটা কেটে রান্না করে খেয়েছি। বড়দিন উপলক্ষে মহাভোজ আর কি!'

'আমার হাঁস! হোমসের নির্লজ্জ স্বীকারোক্তির জবাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিঃ বেকার। খেয়েই ফেললেন হাঁসটা?'

'আমরা ধরেই নিয়েছিলাম আপনি হারানো টুপির খোঁজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন।' হাঁসের কথা চেপে গিয়ে ফের টুপির প্রসঙ্গ তুলল হোমস।

'কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে গেলে প্রচুর টাকাকড়ি লাগে মশাই,' মিঃ বেকার বাদামি চাপদাড়িতে হাত বোলালেন, 'এক সময় আমার অবস্থা খুব ভালই ছিল। কিন্তু গত তিনবছর ধরে সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে! ওফ! আমার হাঁস!' হোমসের সিদ্ধান্ত নির্ভুল মিঃ বেকারের কথায় তা জানলাম।

'হাঁসটার খোয়ানোর দুঃখ এখনও ভুলতে পারেন নি, মিঃ বেকার?' হাসি হাসি গলায় বলল হোমস, 'আপনার জায়গায় থাকলে আমিও দুঃখ পেতাম। তবে ঐ দেখুন, আপনার জন্য আরেকটা রাজহাঁস আমি আনিয়ে রেখেছি। যেটা খেয়ে ফেলেছি সেটা ত আর ফিরিয়ে দিতে পারব না, টুপি পেয়েছে, এবার হাঁসটাও নিয়ে যান।'

প্যাঁক প্যাঁক ডাক কানে আসতে তাকিয়ে দেখলাম ঘরের কোনে পায়ে দড়ি বাঁধা একটা মাঝারি সাদা রাজহাঁস শুয়ে আছে।

'আপনার সেই রাজহাঁসের গলার থলে, পালক আর পা দুটো আমি রেখে দিয়েছি,' বলল হোমস, 'চাইলে এটার সঙ্গে সেগুলো নিয়ে যেতে পারেন।'

'না, না, সেই হাঁসের স্মৃতিরক্ষা করার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই, মিঃ হোমস!' হো হো করে হেসে উঠলেন মিঃ বেকার, হাসি থামলে বললেন, 'এটা নিয়ে যাচ্ছি, সুবিধেমত কেটে কুটে রেঁধে খাব, তাহলেই হবে। ওঃ আমার হাঁস!'

পায়ে দড়ি বাঁধা রাজহাঁসটা ঘরের কোন থেকে তুলে এনে মিঃ বেকারের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে হোমস জানতে চাইল, 'একটা কথা, আপনার রাজহাঁসটা আরও খাসা ছিল, মিঃ বেকার, মানতেই হবে। ওটা পেলেন কোত্থেকে বলবেন?'

'কেন বলব না?' হাঁসটা কাঁধ থেকে নামিয়ে বগলে চেপে ধরলেন মিঃ বেকার, 'ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাছে 'আলফা ইন্' নামে একটা বার আছে আশা করি দেখে থাকবেন, আমি এবং আমার মত আরও অনেকে দিনের বেলা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়াশুনো করতে যায়। আমরা সবাই মিলে ঐ বারে একটা রাজহাঁসের ক্লাব গড়েছি। ফি হপ্তায় কয়েক পেনি জমা দিলে বড়দিনে ঐরকম একটা তরতাজা রাজহাঁস পাওয়া যাবে। আমিও সবার মত চাঁদা দিয়েছি ফি হপ্তায় তাই বড়দিনে পেয়েছি ঐ রাজহাঁস, কিন্তু আমার কপাল খারাপ, তাই সেটা খাওয়া হল না। ওফ, আমার হাঁস!' এবার আক্ষেপ করে ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না, হ্যাণ্ডশেক করে টুপিটা মাথায় চাপিয়ে বিদায় নিলেন।

'ডঃ ওয়াটসন,' আত্মপ্রসাদে ভরা গলায় হোমস বলল, 'মিঃ বেকার তাঁর খোয়ানো রাজহাঁসের

গলার থলে সম্পর্কে আদৌ কৌতূহলী নন, এটাই কি তাঁর নির্দোষিতার প্রমাণ নয়? আপনি কি বলেন? এই ছোট পরীক্ষাটাই করব বলে ওবেলা বলেছিলাম।'

'তোমার জবাব নেই, হোমস,' এর বেশি একটি কথাও আমার মুখে জোগাল না।

'কিন্তু বন্ধু, এবার একটু বেরোতে হবে। খিদে পেয়েছে, ওয়াটসন?'

'চাগাড় দিতে শুরু করেছে, এখনও তেমন পায়নি। আমি স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গী হতে পারি।'

বছরের শেষ, বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। পরিষ্কার তারা ঝিলমিল আকাশে এতটুকু মেঘ নেই। গরম অলস্টার চাপিয়ে ক্র্যাভাটে গলার আগাপাস্তলা মুড়ে দু'বন্ধু বেরোলাম। শীতের বাতাস চোখেমুখে সূচ ফোটালেও গরম জামায় গা মুড়ে ঠাণ্ডার মধ্যে পথে হাঁটার আলাদা আমেজ আছে। অনেক ছোট বড় রাস্তা আর গলি পেরিয়ে হোমসের সঙ্গে একসময় এসে পৌঁছোলাম 'আলফা ইন' বারে। ভেতরে ঢুকে বারের মালিকের মুখোমুখি হল হোমস, 'আপনার রাজহাঁসের মত বিয়ারও খাসা হবে নিশ্চয়ই, দুগ্লাস দিন ত।'

'আমার রাজহাঁস?' বারের মালিক চোখ বড় বড় করে তাকাল হোমসের দিকে।

'হ্যাঁ মশাই,' বলল হোমস, 'একটু আগেই মিঃ হেনরি বেকার বললেন আপনার রাজহাঁসের মাংসের তুলনা হয় না।'

'মিঃ বেকার বলেছেন, তাই বলুন,' দু'গ্লাস বিয়ার এগিয়ে দিয়ে হাসল মালিক, 'কভেন্ট গার্ডেনে থাকে ব্রেকিনরিজ, ওর কাছ থেকে বড়দিনের আগে দু'ডজন রাজহাঁস কিনেছিলাম, তারই একটা পেয়েছিলেন মিঃ বেকার।'

'ধন্যবাদ, আপনার স্বাস্থ্য কামনায় পান করছি,' বীয়ার শেষ করে ফেলল হোমস, দাম মিটিয়ে বাইরে এসে বলল, 'এবার তাহলে কভেন্ট গার্ডেনে হানা দিই চলো,' দেখি ব্রেকিনব্রিজ কি বলে।'

কভেন্ট গার্ডেনে ব্রেকিনরিজের দোকানখানা বেশ বড়। আমাদের দেখে ব্রেকিনরিজ এগিয়ে এল, সে তখন দোকান বন্ধ করাব তোড়জোড় করছে।

'রাজহাঁস সব বিক্রি হয়ে গেছে! একটাও পড়ে নেই!' বলল হোমস।

'কাল ভোরবেলা চলে আসুন, পাঁচশ পিস পেয়ে যাবেন।'

'কাল সকালে? অনেক দেরি হয়ে যাবে যে?'

'তাহলে অন্য কোথাও দেখুন, এখানে হাঁসের দোকান অনেক আছে।'

'তাও কি হয়!' হোমস বলল, 'আলফা ইনের মালিক ব্রেকিনরিজের নাম বলল আর আমি যাব অন্য দোকানে?'

'আলফা ইন?' কি যেন ভাবল লোকটা, 'ও হো, মনে পড়েছে, উনি দু'ডজন রাজহাঁস কিনেছিলেন এখান থেকে।'

'তাই ত এখানে ছুটে এলাম,' তোষামুদে গলায় বলল হোমস, তোমার দোকানের রাজহাঁস খেয়ে বলেছে ওটা শহরের হাঁস, আমি বলেছি গাঁয়ের। এই নিয়ে বাজিও ধরেছি দুজনে।'

'তাহলে আপনিই হেরেছেন মশাই,' মালিক বলল, 'ওটা — শহরের রাজহাঁস।'

'আমায় হারায় কে।' গলা সামান্য চড়াল হোমস, 'আমি আবার বাজি ধরছি, এবার তোমার সঙ্গে। লণ্ডনের হাঁস হলে নগদ এক গিনি এক্ষুনি দেব তোমায়!'

'কি, এতবড় কথা।' এক গিনি বাজি জেতার লোভে মালিক এবার বিল নামে এক ছোকরাকে ডেকে হিসেবের খাতা আনতে বলল। খাতাপত্র এলে পাতা খুলে সে বলল, 'এই দেখুন, মশাই, মিসেস ওকশট, হাঁস মুর্গি, ডিম বেচে, এই যে — ১১৭, ব্রিক্সটন রোড, এই তো দেখুন ২২শে ডিসেম্বর তারিখে ৭ শিলিং ৬ পেন্স নিয়ে ২৪টা রাজহাঁস আমায় বেঁচেছে। নিজে চোখে দেখুন। এবার কি বলবেন বলুন।'

একটি কথাও না বলে পকেট হাতড়ে এক গিনি বের করে কাউন্টারের ওপর রাখল হোমস,

দোকান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এসে ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

'ঠিকানাটা মনে রেখো, ওয়াটসন,' হাসি থামাল হোমস, 'জুলপির বাহারি ছাঁট আর বুকপকেটে গোলাপি রুমাল গোঁজা যাকে দেখবে জানবে বাজি জেতার লোভ দেখিয়ে তার পেট থেকে আসল কথা বের করে নিতে পারবে —'

আচমকা প্রবল ঝগড়াঝাটির আওয়াজে চাপা পড়ে গেল তার গলা। চোখে পড়ল ব্রেকিনরিজ ধমকাচ্ছে বেঁটে চোহারার একটা লোককে যাব মুখের দিকে তাকালেই ইঁদুরের কথা মনে পড়ে।

'আমাব কাছে এসে প্যান প্যান না কবে মিসেস ওকশটের কাছে যান,' ব্রেকিনরিজ খেঁকিয়ে উঠল, 'ওঁকে ধরে আনুন, তারপর যা করার করব।'

'কিন্তু মিসেস ওকশট যে আপনার কাছেই আসতে বললেন,' বেঁটে লোকটার গলা এবার কানে এল, 'তাইত ছুটে এলাম।'

'উদ্ধার করলেন আর কি। আরে এতো ভালো জ্বালা হল দেখছি, কোত্থেকে রাজহাঁস কিনেছি সকাল থেকে কত লোক যে এই এক কথা বলতে এল। শুনুন মশাই, আপনাকে ভাল কথা বলছি, রাজহাঁস কোথা থেকে কিনেছি এই প্রশ্নটা প্রাশিয়া রাজাকে করুন গে — 'যত্তসব!' বলে লোকটার দিকে তেড়ে যেতেই সে দৌড়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

'দেখা যাক, একে দিয়েই কাজ হবে হয়ত,' বলে জোরে পা ফেলে এগিয়ে এসে পেছন থেকে লোকটার কাঁধে হাত রাখল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, ল্যাম্পপোস্টের গ্যাসের আলোয় দেখলাম তাব মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে।

'আমাব নাম শার্লক হোমস, সবরকম গোপন খবব জানা আমার পেশা। খানিক আগে আপনাব সঙ্গে ব্রেকিনরিজের ঝগড়া আমি শুনে ফেলেছি।'

'কি শুনেছেন?' বলল সে, 'আমাব কথা কি জানেন?'

'ব্রিক্সটন রোডের মিসেস ওকশট এই ব্রেকিনবিজকে কতগুলো রাজহাঁস বিক্রি করেছেন।' ঠাণ্ডা শোনালো হোমসের গলা, 'সে আবার ওগুলো আলফা ইনের মালিককে বেচে দিয়েছে। ওখানে একটা ক্লাব আছে আর সেই ক্লাবের একজন সদস্য হলেন মিঃ হেনরি বেকার?'

'আমাব কতবড় সৌভাগ্য এতদিনে আপনার মত একজন পরোপকারী মানুষের খোঁজ পেয়েছি। এই ব্যাপাবটায় আমি কিভাবে জড়িয়ে পড়েছি তা বলে বোঝাতে পাবব না।'

'তাহলে কষ্ট করে একবাব আপনাকে আমাব বাড়িতে যেতে হবে যে,' বলেই ঘোড়াব গাড়ি ডাকল হোমস, কি মনে করে ঘুবে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনাব নামটা কিন্তু এখনও বলেননি।'

'আজ্ঞে, আমাব নাম জন রবিনসন,' এদিক ওদিক তাকিয়ে পবিচয় দিল সে।

'উঁহু, ওটা ওরফে, চাপা ধমক দিল হোমস, 'আসল নামটা এইবেলা বলে ফেলুন।'

'আজ্ঞে আমার আসল নাম জেমস রাইডাব।'

'হবে হয়ত, নিন, আর একটিও কথা না বলে গাড়িতে উঠে পড়ুন।'

ভয়ে ভয়ে আমাদের দুজনের দিকে তাকাতে তাকাতে জেমস রাইডার গাড়িতে চাপল। বাড়িতে নিয়ে এসে হোমস আগুনের কাছে একটা চেয়ারে বসাল তাকে, বাইরের জুতো ছেড়ে পায়ে চটি গলিয়ে তার সামনে এসে বলল, 'তাহলে, জেমস রাইডার, সেই যে রাজহাঁসের খোঁজে এত দৌড়ঝাঁপ করছ সেটা কোথাও গেল জানতে চাও, তাই ত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মানে সেই রাজহাঁসটা যার লেজের কাছে সাদা আর কালো ডোরা ছিল?'

'ঠিক ধরেছেন,' লাফিয়ে উঠল জেমস, 'দয়া করে বলুন ওটা গেল কোথায়।'

'ওটা উড়তে উড়তে এখানে এসে পড়েছিল।'

'এখানে?'

'হ্যাঁ, এখানে। তারপর একখানা ডিম পেড়েই মরে গেল বেচারি। হাঁসের সোনার ডিম পাড়ার গল্প পড়া আছে ত?'

জেমস কিছু বলার আগেই ভেতরের ঘরে ঢুকে সিন্দুক খুলল হোমস, ফিরে এল কাউন্টেস অফ মোরবার হারানো নীলা নিয়ে। জেমস রাইডারের চোখের সামনে পাথরটা তুলে ধরতেই উজ্জ্বল নীল প্রভায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হাঁটু গেড়ে হোমসের পায়ের কাছে আচমকা বসে পড়ল।

'তোমার খেল খতম, জেমস রাইডার,' কঠিন গলায় ধমকে উঠল হোমস, 'উঠে দাঁড়াও, নয়ত ফায়ারপ্লেসে ঢুকিয়ে দেব! ওয়াটসন, চুরি করে হজম করার মত হিম্মৎ এ হতভাগার নেই। নাও, ওকে দু'ঢোক ব্র্যাণ্ডি গেলাও! হতভাগা ছুঁচো কোথাকার।'

'ব্র্যাণ্ডি গেলাতে জেমস রাইডোরের ফ্যাকাশে মুখে রক্তের আভা ফিরে এল। মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল সে, দুচোখ পাকিয়ে হোমসকে দেখতে লাগল।

'প্রমাণপত্র সব আমার হাতে এসে গেছে, রাইডার, কাজেই তুমি কি বললে না বললে তাতে কিছুই আসে যায় না।' বজ্রকণ্ঠে বলল হোমস, 'তবু যা জানতে চাইছি তার ঠিক ঠিক জবাব দাও যদি বাঁচার সাধ থাকে। কাউন্টেস অফ মোরবার এই বিখ্যাত নীলার কথা তুমি জানলে কি করে?'

'ক্যাথরিন কুমাকের মুখে শুনেছিলাম!' ভাঙ্গা গলায় জবাব দিল রাইডার।

'কাউন্টেসের সেই চাকরানির কথা বলছ? বুঝেছি,' হোমস বলল, 'সেকথা শুনেই রাতারাতি বড়লোক হবার লোভে নেচে উঠলে। কিন্তু তোমার মত ভীরু কাপুরুষের পক্ষে ঐ নীলা চুরি করা সহজ ছিল না তাই শয়তানি বুদ্ধি খাটিয়ে কাউন্টেসের ড্রেসিংরুমের ফায়ারপ্লেসের একটা শিক আলগা করে ফেললে। সেই শিকে ঝালাই করতে ডেকে আনলে কলের মিস্ত্রি জন হর্ণারকে। সে কাজ সেরে বেরিয়ে যাবার পরেই কাউন্টেসের গয়নার বাক্স ভেঙ্গে এই নীলা সরিয়ে চেঁচামেচি করে লোক ডেকেছিলে! বেচারা হর্ণার আগে একবার অপরাধ করে জেলে গিয়েছিল তাই চুরির সন্দেহ যে ওরই ঘাড়ে চাপবে সে হিসেব আগেই কষে নিয়েছিলে তুমি। তোমার জন্য নির্দোষ হর্ণার এখন জেল হাজতে সাজার অপেক্ষায় পচে মরছে। কুকুর দিয়ে খাওয়ালেও তোমার মত পাপিষ্ঠের সাজা হয় না।'

'ভগবানের দোহাই, স্যার। আমায় বাঁচান।' মাটিতে আছড়ে পড়ে হোমসের পা চেপে ধরল জেমস রাইডার, 'দয়া করে থানা পুলিশ করবেন না! এমন কাজ আগে কখনও করিনি। লোভে পড়ে অপকর্ম করে ফেলেছি! আমার বাবা মা দুজনেই বেঁচে, আমার জেল হলে ওঁরা ভীষণ আঘাত পাবেন, মরেও যেতে পারেন। বাইবেলের কসম এমন কাজ আর কখনও করব না স্যার! দয়া করে পুলিশে খবর দেবেন না!'

'হাতে নাতে ধরা পড়লে এসব কাঁদুনি সবাই গায়,' হোমসের গলা শুনে চমকে গেলাম, এত রাগতে এর আগে কখনও দেখিনি তাকে। 'যাও, হতচ্ছাড়া, চেয়ারে বোস গিয়ে! হর্ণারের কতবড় সর্বনাশ করেছো বসে বসে তাই ভাবো, আর নিজের হাত কামড়াও!'

'আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাব, মিঃ হোমস। বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করব কথা দিচ্ছি। তাহলেই তো হর্ণার ছাড়া পাবে স্যার!'

'আচ্ছা ওটা পরে ভেবে দেখব,' নিজেকে খানিকটা সামলে নিল হোমস, 'নীলা চুরি করার পরে যা যা ঘটেছে, কি করে ওটা রাজহাঁসের পেটে গেছে, প্রাণে বাঁচতে চাইলে এসব খুলে বলো। খবরদার! একটা বাজে কথাও বলবে না!'

'সত্যি কথাই বলছি স্যার,' হাঁফাতে হাঁফাতে জেমস রাইডার বলল, 'পাথরটা পকেটে রেখে পড়লাম মুশকিলে। পুলিশ হর্ণারকে ধরেছে, আর আমিই তাকে ডেকে এনে ঢুকিয়েছি কাউন্টেসের

ড্রেসিংরুমে, পুলিশ চাইলে আমাকেও ঝুলিয়ে দিতে পারে। খানাতল্লাশি করলে হদিশ পাবে তাই ওটা কখনোই বাড়িতে রাখা চলবে না। অনেক ভেবে এলাম ব্রিক্সটন রোডে আমার বোন মিসেস ওকশটের কাছে। বোনের হাঁস মুরগির কারবার আছে। বোনের বাড়ি যাবার পথে মডসলি নামে আমার এক পুরোনো বন্ধুর কাছে গেলাম। সে কিছুদিন আগে জেল থেকে খালাস পেয়েছে। দাগী চোরেরা চোরাই জিনিস কোথায় লুকিয়ে রাখে সেকথা তারই মুখে শুনলাম। মনে হল জিনিসটা লুকিয়ে রাখার একটা পথ পেলাম।

বড়দিনে আমায় একটা ভাল রাজহাঁস দেবে বোন কথা দিয়েছিল, তার কাছে সেকথা মনে করিয়ে দিলাম। বাড়ির পেছনের উঠোনে বোন আমায় নিয়ে এল, সেখানে কতগুলো রাজহাঁস ছিল। তাদের ভেতর থেকে একটা আমি বেছে নিলাম, ল্যাজের কাছে তার সাদা কালো ডোরা। বাঁ হাতে চেপে ধরতেই হাঁসটা হাঁ করল, আর সেই মুহূর্তে ডানহাতের দু আঙুলে পাথরটা বের করে ঠেসে দিলাম তার গলায়। ঢোক গেলার আওয়াজ করে হাঁসটা সত্যিই গিলে ফেলল ঐ পাথরটা। কিন্তু তারপরেই প্যাঁক প্যাঁক করে চেঁচিয়ে পাখা ঝাপটে বেরিয়ে এল আমার হাত থেকে, উড়ে গিয়ে মিশে গেল বাকি হাঁসদের দলে। বোনকে বলে একটা হাঁস বাড়ি নিয়ে এলাম, কিন্তু কেটে ফালাফালা করেও তার পেটে সেই পাথরের হদিশ পেলাম না। আমার মাথায় বাজ পড়ল, বুঝলাম ওটা অন্য হাঁস, আসলটা মিশে গেছে বাকিগুলোর সঙ্গে। আবার ছুটে এলাম বোনের কাছে সে বলল সব রাজহাঁস কভেন্ট গার্ডেনে ব্রেকিনরিজের দোকানে চালান দিয়েছে। আবার ছুটলাম কভেন্ট গার্ডেনে, জানতে চাইলাম ডোরা কাটা ল্যাজ রাজহাঁস কাকে বিক্রি করেছে। কিন্তু সে কিছুতেই বলল না, উল্টে আমার সঙ্গে কেমন খারাপ ব্যবহার করল আপনারা খানিক আগেই দেখেছেন। জিনিসটা হাতে পেয়েও রাখতে পারলাম না।' বলে দু হাতে মুখ ঢাকল জেমস রাইডার।

ওর চাপা কান্নার আওয়াজ [illegible] টেবিলের কোণে আঙুল ঠুকতে ঠুকতে হোমস কিছুক্ষণ সেই গভীর [illegible] অনুতাপের দৃশ্য উপভোগ করল। তারপর দরজা খুলে জেমসকে বলল, 'যাও, বেরোও, বেরিয়ে যাও বলছি।'

'আমায় সত্যিই ছেড়ে দিলেন স্যার! ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

'আবার আমায় আশীর্বাদ করা হচ্ছে! যাও, ভাগো বলছি।'

আর একটি কথাও না বলে জেমস রাইডার দরজা খুলে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে দরজা ভেজিয়ে হোমসের ঘরে এলাম।

হতভাগা চুরি করার পরে এত ঘাবড়ে গেছে যে হর্নারের মামলা আদালতে উঠলে সাক্ষি পর্যন্ত হবে না। ফলে সাক্ষির অভাবে হর্নার বেকসুর খালাস পাবে [illegible] নিয়ে। আমি পুলিশের লোক নই বলেই আসল অপরাধীকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলাম, জানি, ওকে সাজা দিয়ে জেলে পাঠালে কোনও লাভ হবে না। জেলে ঢুকেও পেশাদার অপরাধী হয়ে যাবে, তার চাইতে ওকে একটা সুযোগ দিলাম। ওকে মাফ করার সঙ্গে স্বভাব শোধরানোর সুযোগ দেওয়া হল। কাজটা তাই মনে হয় খারাপ করিনি। যাক, অনেক বকেছি, এবার ঘণ্টা বাজাও ডাক্তার। মিসেস হাডসন এলে দুজনের ডিনার লাগাতে বলো। রাজহাঁস রহস্যের সমাধান হল, আজকের ডিনারেও শুনেছি পাখির মাংস আছে। দেখা যাক।

আট

দা অ্যাডভেঞ্চার অফ দা স্পেকলড ব্যাণ্ড

'আমিই শার্লক হোমস,' নতুন মক্কেলকে বলল হোমস। 'ইনি ডঃ ওয়াটসন, আমার সহকারি এবং বন্ধু। কিন্তু এপ্রিল পড়েছে, ঠাণ্ডা তেমন নেই, তাহলে আপনি এত কাঁপছেন কেন?'

'ঠাণ্ডায় না, মিঃ হোমস,' মুখের ওড়না সরিয়ে মহিলা বললেন, 'ভয়, মারাত্মক ভয়ে আমি কাঁপছি।'

'খুব সকালের ট্রেন ধরেছেন দেখছি,' বলল হোমস, 'রিটার্ণ টিকিটখানা গুঁজে রেখেছেন দস্তানায়।'

'ঠিক ধরেছেন মিঃ হোমস। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?'

'টাঙ্গায় চেপে বহুদূর, সম্ভবত স্টেশন পর্যন্ত এসেছেন,' পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অপার মহিমা প্রমাণ করতে লাগল হোমস, 'রাস্তাটা ভাল নয়।'

মহিলা কি বলবেন বুঝে উঠতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

'কি করে টের পেলাম ভাবছেন তো? জামার অনেক জায়গায় কাদা লেগেছে। টাঙ্গায় ড্রাইভারের পাশে বসলে এইভাবে কাদা ছিটকে জামায় লাগে।'

'ঠিকই ধরেছেন, মিঃ হোমস। ভোর ছ'টার আগে বেরিয়েছি বাড়ি থেকে। মিঃ হোমস, এক অদ্ভুত বিপজ্জনক অবস্থায় আমার দিন কাটছে, এভাবে আর কিছুদিন গেলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

'উতলা হবেন না, ম্যাডাম,' হোমস আশ্বাস দিল, 'একবার যখন আমার কাছে এসেছেন তখন জানবেন আর কোনও ভয়ের কারণ নেই।'

'মিঃ হোমস, আপনার পারিশ্রমিক এই মুহূর্তে দেবার ক্ষমতা আমার নেই,' কোন সংকোচ না করে মহিলা বললেন, 'তবে শীগগিরই আমার বিয়ে হবে, কথা দিচ্ছি আপনার পারিশ্রমিক সবই তখন মিটিয়ে দেব।'

'পারিশ্রমিকের কথা পরে ভাবা যাবে,' হোমস বলল, 'কিন্তু ম্যাডাম, তার আগে আপনার নাম কি বলুন।'

'আমার নাম হেলেন, পদবী স্টোনার। আমার বাবা মেজর জেনারেল স্টোনার ছিলেন ইণ্ডিয়ান বেঙ্গল আর্টিলারি রেজিমেন্টের সিনিয়র অফিসার। মেজর জেনারেল স্টোনারের দুই যমজ মেয়ে হয়েছিল — আমি আর আমার বোন্ জুলিয়া। বাবা যখন মারা যান তখন আমাদের দু'বোনের বয়স মাত্র দু'বছর। মারা যাবার পরে আমার বিধবা মা গ্রিমসবি রয়লট নামে এক ডাক্তারকে আবার বিয়ে করেন। লণ্ডনের সারের পশ্চিমে স্টোক মোরান গ্রামের রয়লটরা সেখানকার সবচাইতে পুরোনো বনেদী স্যাকশন বংশ। আমার সৎবাবা ঐ বংশের শেষ বংশধর। একসময় রয়লটরা ছিল ইংল্যাণ্ডের সবচাইতে ধনী জমিদার, উত্তরে বার্কশায়ার থেকে পশ্চিমে হ্যাম্পশায়ারের সব জমি ছিল এদেরই দখলে। গত শতাব্দীতে জুয়া আর মেয়েমানুষের পেছনে টাকা উড়িয়ে ঐ বংশের চারজন পুরুষ পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে যায়, এখন দুশো বছরের পুরোনো ভাঙ্গাচোরা জমিদার বাড়ি আর কয়েক একর জমি ছাড়া আর কিছুই তাদের নেই। প্রচুর দেনার দায়ে সেই জমিদার বাড়িও বাঁধা পড়েছে। ডঃ রয়লটের বাবা শুধু ফুটানি করে জীবন কাটিয়েছেন, তাঁর আসল অবস্থা ছিল ভিখিরিরও অধম। তাঁরই একমাত্র সন্তান ডঃ রয়লট হতভাগ্য বাপের অবস্থা দেখে বুঝেছিলেন ভদ্রভাবে বেঁচে থাকতে হলে সবার আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এটা বুঝতে পেরে এক আত্মীয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে তিনি ডাক্তারি শিখলেন, তারপর পসার জমাতে চলে গেলেন ইণ্ডিয়ায়। সেখানে কলকাতা শহরে অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁর নাম হল, পসারও জমে উঠল। কিন্তু পসার ভাল হলে কি হবে, ডঃ রয়লটের মেজাজ ভারি গরম, যখন তখন কারণে অকারণে রেগে যা তা কাণ্ড বাধিয়ে বসেন। কলকাতায় থাকার সময় একবার ওর বাড়িতে ডাকাতি হয়। ওঁর সন্দেহ পড়ে দেশি বাটলারের ওপর, প্রমাণ না পেয়ে শুধু সন্দেহের বশে তিনি লোকটাকে মারতে মারতে মেরেই ফেললেন। খবর পেয়ে পুলিশ এল, হাতে হাতকড়া পরিয়ে ডাক্তারকে হাজির করল আদালতে। বিচারে অল্পের জন্য ফাঁসি না হলেও লম্বা মেয়াদের জেল হল। জেল

থেকে ছাড়া পেয়ে আমাদের নিয়ে আট বছর আগে উনি ফিরে এলেন এখানে। এখানে ফিরে আসার অল্প কিছুদিন বাদে রেল দুর্ঘটনায় আমার মা মারা যান। জেল থেকে ছাড়া পাবার পরে এমনিতেই ডঃ রয়লট সবসময় মনমরা হয়ে থাকতেন, তবু দেশে ফিরে এসে আবার প্র্যাকটিশ শুরু করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু মা মারা যেতে সেই ধারও মাড়ালেন না তিনি, আমাদের দুবোনকে নিয়ে ফিরে এলেন স্টোক মোরানের দুশো বছরের পুরোনো পৈতৃক বাড়িতে।

রয়লট বংশের শেষ বংশধরকে ফিরে পেয়ে গ্রামের লোক গোড়ায় খুশি হয়েছিল। কিন্তু একা ডাক্তারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, ওঁর পূর্বপুরুষেরাও শুনেছি ভীষণ বদমেজাজী ছিলেন। ইণ্ডিয়ায় বড্ড গরম তা তো জানেন, মিঃ হোমস, সেখানে এতদিন জেল খেটে ওঁর মেজাজ গিয়েছিল আরও চড়ে। যখন তখন সামান্য ছুতোয় গ্রামের লোকেদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে লাগলেন ডঃ রয়লট, কয়েকবার মারধোরও করলেন। এই তো গত হপ্তার ঘটনা, কিভাবে যেন গাঁয়ের কামারের সঙ্গে উনি ঝগড়া বাধিয়ে বসলেন। শুধু ঝগড়াতেই শেষ হল না, কামারকে পাঁজাকোলা করে তুলে ডাক্তার ছুঁড়ে ফেললেন খালের জলে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার, ভাবুন, লোকটা ডুবে মারা গেলে আবার খুনের দায়ে পড়তে হত তাঁকে। বুঝতেই পারছেন এই ঘটনার ফলে কেমন বিশ্রি কেলেংকারি বেধেছিল। হাতে টাকাকড়ি যা ছিল ক্ষতিপূরণ বাবদ তাই লোকটাকে দিয়ে তবে রেহাই পেলাম। সেই থেকে গাঁয়ের লোক ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছে, ওঁর ছায়াও কেউ মাড়ায় না। অদ্ভুত লোক, আশেপাশের কারও সঙ্গে মেলামেশা করেন না। একপাল বেদে এসে বাড়ির পেছনে ওঁর ভাগের জমিতে তাঁবু গেড়ে বসেছে, দিনরাত ওদের সঙ্গেই ওঠাবসা করেছেন। ওঁদের কাছ থেকে একটা বেবুন আর একটা চিতাবাঘ প্রচুর টাকায় কিনেছেন, সে দুটো দিনরাত ওঁর বাগানে চরে বেড়ায়। মিঃ হোমস, ওদের ভয়ে গ্রামের লোকেরা কেউ আমাদের বাড়ির ধারে কাছে ঘেঁসে না। জানোয়ারের ভয়ে কেউ কাজও করতে আসে না। তাই এতদিন বাড়ির সব কাজ আমাদের দুবোনকেই করতে হয়েছে, এমন কি জুলিয়া যেদিন মারা গেল সেদিনও।'

'আপনার বোন বেঁচে নেই, ম্যাডাম,' এতক্ষণে মুখ খুলল হোমস, 'কবে মারা গেছেন তিনি?'

'বছর দু'য়েক আগে, মিঃ হোমস,' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হেলেন, 'আমাদের এক মাসি হ্যারোর কাছে থাকতেন। নাম মিস হনোরিয়া ওয়েস্টফেইল, বিয়ে করেননি। আত্মীয় বন্ধু বলতে ধারে কাছে কেউ নেই, তাই মাঝে মাঝে মন খারাপ হলে দুবোন মাঝে মাঝে চলে যেতাম মাসির কাছে, কদিন কাটিয়ে আসতাম। বলতে ভুলে গেছি, মিঃ হোমস, মায়ের যা সম্পত্তি ছিল তাতে বছরে হাজার পাউণ্ড আয় হত, ডঃ রয়লটকে বিয়ে করার আগে সে সবই মা একটা শর্তে ওঁকে লিখে দেন। শর্ত ছিল বিয়ের পরেও দুবোনকে প্রতি বছর নিয়মিত কিছু টাকা দিতে হবে।'

'এটা একটা ভাল পয়েন্ট,' পাইপ টানতে টানতে আধবোজা চোখ মেলল হোমস, 'তারপর যা যা ঘটেছে সব হুবহু বলে যান, কিছু যেন বাদ না পড়ে।'

'বলছি, মিঃ হোমস। দু'বছর আগে মাসির কাছে থাকার সময় রয়্যাল মেরিনসের এক মেজরের সঙ্গে জুলিয়ার পরিচয় হল। নিয়মিত সৈনিক না, অর্দ্ধেক বেতন পান। যাক গে, দুজনেরই দুজনকে পছন্দ হল, মেজর জুলিয়াকে বিয়ে করবেন বলে কথা দিলেন। তখন বড়দিন, ঠিক হল পনেরো দিনের মধ্যে বিয়ে হবে।

বড়দিনের উৎসব শেষ হলে আমরা দুবোন বাড়ি ফিরে এলাম। জুলিয়া তার বিয়ে ঠিক হবার খবর জানাল ডাক্তারকে, শুনে উনি আপত্তি করলেন না। মিঃ হোমস, বিয়ের পনেরো দিন আগে এক রাতে রহস্যজনকভাবে মারা গেল জুলিয়া, ওঃ! সেই ভয়ানক রাত আজীবন তাড়া করে বেড়াবে আমায়!'

একটু থেমে দম নিয়ে হেলেন স্টোনার আবার খেই ধরলেন, 'আমরা বাড়ির একতলায় একটা ভাগে থাকি, বাড়ির বাকি অংশ জরাজীর্ণ হয়ে এসেছে, যে কোন সময় ভেঙ্গে পড়তে

পারে। পাশাপাশি তিনটে শোবার ঘরের একটা ডাক্তারের, মাঝেরটা জুলিয়ার, তার পাশেরটা আমার। সব ঘরেই দরজা আছে কিন্তু এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাবার দরজা নেই।

সেই রাতের কথায় আসছি। ডাক্তার অন্য দিনের চাইতে একটু আগেই ঘরে ঢুকে চুরুট ধরালেন। সেই গন্ধে জুলিয়ার প্রায় দমবন্ধ হবার যোগাড়। শেষকালে থাকতে না পেরে চলে এল আমার ঘরে। এগারোটা নাগাদ শুতে যাবে বলে উঠল, তারপরেই একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল, বলল, 'হেলেন, তুমি আবার শিস দিতে শিখলে কবে?'

'আমি খামোখা শিস দিতে যাব কেন?' জুলিয়ার প্রশ্ন শুনে অবাক হলাম।

'ক'দিন হল রাতের বেলা শিস দেবার আওয়াজ স্পষ্ট শুনেছি,' বলল জুলিয়া, 'মনে হল তুমিই ঘুমের ভেতর শিস দিচ্ছ, তাই জানতে চাইছি!'

'দ্যাখো গে, লনের ঐ হতচ্ছাড়া বেদেরাই শিস দিচ্ছে।'

'লন থেকে ওরা শিস দিলে তো তুমিও শুনতে পেতে, হেলেন,' জুলিয়া বলল, 'কিন্তু তোমার কানে তা একদিনও যায়নি।'

'তোমার ঘুম যত পাতলা, আমার তত ভারি,' আমি বললাম, 'সহজে ভাঙ্গে না।'

আর কথা না বাড়িয়ে জুলিয়া ওর ঘরে শুতে গেল, ভেতর থেকে দরজায় তালা আঁটার আওয়াজ পেলাম।

'রোজ রাতেই দরজায় তালা দেন?' হোমস অবাক হল।

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস,' বললেন হেলেন, 'একটু আগেই বললাম না বাগানে একটা বেবুন আর একটা চিতাবাঘ সারারাত ঘুরে বেড়ায়? ওদের ভয়েই রাতে দরজার ভেতর থেকে তালা দিই।'

'তারপর কি হল?'

'বাইরে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল, হেলেন স্টোনার বলতে লাগলেন, 'আচমকা জুলিয়ার আর্তনাদ বাইরের সেই তাণ্ডবের আওয়াজ ছাপিয়ে আমার কানে এল। সেই আর্তনাদে কি প্রচণ্ড ভয় জড়ানো ছিল আপনাকে ভাষায় বলে বোঝাতে পারব না, মিঃ হোমস। তখুনি গায়ে চাদর জড়িয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। ঘরের দরজা খোলার সময় স্পষ্ট শুনলাম আশেপাশে কে যেন শিস দিচ্ছে। একটু বাদেই ঝন ঝন আওয়াজ হল। কোনও ধাতুর তৈরি জিনিস পড়ে গেলে যেমন আওয়াজ হয়। বারান্দা দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় পাশের ঘরের দরজা খুলে গেল, বারান্দার আলোয় দেখলাম ভেতর থেকে জুলিয়া বেরোচ্ছে। আতংকে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে মুখ, মাতালের মত টলছে, দাঁড়াতে পারছে না। দু'হাত বারবার কিছু চেপে ধরতে চাইছে। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরতেই জুলিয়া পড়ে গেল মাটিতে, দেখলাম ওর শরীরটা যন্ত্রণায় পাক খাচ্ছে। হঠাৎ ডাক্তারের ঘরের দিকে আঙ্গুল তুলে বিকারগ্রস্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'হেলেন! দা স্পেকলড ব্যাণ্ড! দা স্পেকলড ব্যাণ্ড!'

এইটুকু বলেই জ্ঞান হারাল জুলিয়া। আমি চেঁচিয়ে ডাকতে ডঃ রয়লট গায়ে ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে ছুটে বেরোলেন ঘর থেকে, ঘর থেকে ব্র্যাণ্ডি এনে জুলিয়ার ঠোঁট ফাঁক করে খানিকটা ঢেলে দিলেন, কিছু ওষুধও দিলেন। কিন্তু ওসবে কোনও কাজই হল না, ঐভাবে বেহুঁশ অবস্থাতেই জুলিয়া খানিক বাদে মারা গেল।'

'একটা কথা,' বাধা দিল হোমস, 'মিস স্টোনার, সে রাতে জুলিয়া দরজা খুলে বেরোবার আগে ধাতব আওয়াজ আর শিস, দুটোই আপনি নিজের কানে শুনেছিলেন?'

'মিঃ হোমস, সে রাতে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল আগেই বলেছি, তার মধ্যে হতেও পারে ভুল শুনেছি, তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভুল শুনিনি।'

'যাক, জুলিয়া কি পোশাক পরেছিলেন?'

'রাতে শোবার নাইট গাউন,' হেলেন কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে বললেন, 'স্পষ্ট মনে আছে দরজা খুলতে ওর বাঁ হাতে দেশলাই বাক্স আর ডান হাতে একটা পোড়া দেশলাই কাঠি দেখেছিলাম।'

'দরকারি পয়েন্ট,' মাথা নাড়ল হোমস, 'সংকট মুহূর্তে দেশলাই জ্বেলে দেখতে গিয়েছিলেন ব্যাপার কি। তারপর কি হল, মিস স্টোনার, আপনার বোনের মৃতদেহের পোস্টমর্টেমে কি পাওয়া গেল?'

'করোনার জুলিয়ার মৃত্যুর কোনও কারণই খুঁজে পাননি মিঃ হোমস,' করুণ শোনাল মিস স্টোনারের গলা, 'যদিও তদন্ত করতে উনি কোনও ত্রুটি করেননি। অবশ্য তার কারণও ছিল — আমাদের সৎ বাবা ডঃ রয়লটের দুর্নাম গোটা জেলায় ততদিনে কারও জানতে বাকি নেই। কিন্তু জুলিয়ার মৃত্যুর কারণ রহস্যের আড়ালেই থেকে গেল, করোনার তার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন না। আমি করোনারকে দেয়া সাক্ষ্যে বলেছিলাম দরজা ভেতর থেকে আঁটা ছিল। খড়খড়ি আর লোহার গরাদসমেত পুরোনো জানালাগুলোও সে রাতে ভেতর থেকে আঁটা ছিল। ঘরের মেঝে আর দেওয়ালে কোনও ফাঁকফোকর ছিল না, চিমনির মুখও বন্ধ ছিল। মারা যাবার সময় জুলিয়া একা ছিল এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, মিঃ হোমস। পোস্টমর্টেমের সময় জুলিয়ার দেহে [illegible] ও অস্ত্রাঘাতের চিহ্নও পাওয়া যায়নি।'

'মৃত্যুর কারণ বিষপ্রয়োগ নয় তো?' জানতে চাইল হোমস।

'ডাক্তাররা অনেক খুঁজেছেন মিঃ হোমস, কিন্তু জুলিয়ার দেহে বিষের সামান্য চিহ্নও তাদের চোখে পড়েনি।'

'আপনার মতে তাহলে জুলিয়ার মৃত্যুর কারণ কি হতে পারে মিস স্টোনার?'

'কোনও কারণে জুলিয়া প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল, আর তার ফলেই ওর নার্ভে চোট লাগে, এটা অন্তত আমার বিশ্বাস, মিঃ হোমস। তবে আচমকা ভয় পাবার কারণ কি সেটাই আজও অজানা থেকে গেছে।'

'জুলিয়া মারা যাবার সময় বেদেরা কি কাছেই ছিল?'

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস।'

'স্পেকলড ব্যান্ড — [illegible] ছিটে ছিটে দাগওয়ালা [illegible] জুলিয়ার এ কথার অর্থ কি হতে পারে?'

'আমাদের [illegible] বেদেদের [illegible] অনেকে ছিটে কাপড়ের রুমাল মাথায় বাঁধে। তাই জুলিয়া [illegible] মারা যাবার আগে প্রলাপের ঘোরে ও কথা বলে ফেলেছে।'

'আপনি যা ভাবছেন ব্যাপারটা অত সোজা নয় মিস স্টোনার,' ঘাড় নেড়ে হোমস বলল, 'রীতিমত জটিল। বাদ দিন, তারপরের ঘটনা বলুন।'

'জুলিয়ার রহস্যময় মৃত্যুর পরে পুরো দুটো বছর একা কাটালাম। মাসখানেক আগে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে — রিডিং-এর কাছে ক্রেন ওয়াটারে থাকেন মিঃ আর্মিটেজ, তাঁর মেজো ছেলে পার্সি আর্মিটেজ আমার বহুদিনের পুরোনো বন্ধু, মাসখানেক আগে উনি আমায় বিয়ের প্রস্তাব দেন। ডঃ রয়লট, অর্থাৎ আমার সৎবাবা আমার বিয়ের এই যোগাযোগের কথা শুনে আপত্তি করেননি, যেমন করেননি জুলিয়ার বেলায়। আসছে বসন্তকালেই পার্সির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। এদিকে বাড়িতে অদ্ভুত কিছু ব্যাপার ঘটছে। বিয়ে উপলক্ষ্যে বাড়িতে কিছু মেরামতির কাজে হাত দিয়েছেন ডাক্তার। পরশুদিন মিস্ত্রিরা বাড়ির পশ্চিম দিকটা সারানোর কাজে হাত দিয়েছে, ডাক্তারের হুকুমে আমার শোবার ঘরের দেয়াল ফুটো করা হয়েছে। বাধ্য হয়েই জুলিয়ার ঘরে সরে আসতে হল, রাত কাটাতে শুতে হল ওঁর খাটে। কিন্তু শোয়াই সার, দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না, সেই ভয়ানক রাতের স্মৃতি বারবার ছবির মত ফুটে উঠতে লাগল চোখের সামনে। একসময় শিস দেবার আওয়াজও কানে এল, খুব কাছেই কেউ শিস দিচ্ছে মনে হল। সেই আওয়াজ কানে

যেতে ভয়ে উঠে পড়লাম, ল্যাম্পের আলোটা উসকে দিলাম, কিন্তু ঘরের ভিতর কিছুই চোখে পড়ল না। বাকি রাতটুকু আর ঘুমোতে পারলাম না। ভোরের আলো ফুটতেই কাউকে কিছু না বলে পোষাক পাল্টে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে, আমাদের বাড়ির উল্টোদিকে 'ক্রাউন' সরাইখানা, সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে চলে এলাম লেদারহেডে স্টেশনে, সেখান থেকে লণ্ডনের ট্রেনে চাপলাম। লণ্ডনে নেমে সোজা আপনার কাছে চলে এসেছি, মিঃ হোমস, বাঁচার আশায়।'

'কিন্তু মিস স্টোনার, ডাক্তার যে খুব শীগগিরই আপনার গায়ে হাত দিয়েছেন তা এতক্ষণ বলেননি কেন? বলতে বলতে উরুর ওপর রাখা মিস স্টোনারের হাতের আস্তিনের কাপড় সরাতেই রক্ত জমে যাওয়া কালশিটে দাগ ফুটে বেরোল, 'এত ঘটনা ঘটে যাবার পরে এ ব্যাপারটা গোপন করা আপনার পক্ষে ঠিক হয়নি।'

লজ্জার চাউনি ফুটে উঠল হেলেন স্টোনারের চোখে, 'ওঁর গায়ে অসুরের মত জোর,' শুধু এইটুকু বলে আস্তিন ঢাকলেন।

'হাতে সময় নেই, মিস স্টোনার,' হোমস বলল, 'কিন্তু আপনার সৎ বাবার অজান্তে আপনাদের বাড়িটা আমি একবার দেখতে চাই, সেটা সম্ভব হবে কি না বলুন।'

'হবে, মিঃ হোমস,' হেলেন বললেন, 'ডঃ রয়লট আজ জরুরি কোনও কাজে শহরে আসবেন শুনেছি,' সেই ফাঁকে আপনি অনায়াসে আমাদের বাড়িতে আসতে পারেন। বাড়িতে একটা দিনরাতের কাজের লোক আছে বটে, কিন্তু সেটা যেমন বুড়ি তেমনই মাথায় গোবর পোরা। ওকে হটিয়ে দিতে কষ্ট হবে না।'

'উত্তম। কেমন, ওয়াটসন, তুমি সঙ্গে যাবে তো?'

'একশোবার, যাব।'

'মিস স্টোনার, তাহলে আমরা দুজনেই যাব বিকেলের দিকে। আরেকটু বসুন, আমাদের এখানে ব্রেকফাস্ট হবে, খেয়ে যান।'

'না, মিঃ হোমস,' হেলেন হাত নেড়ে বললেন, আজ আর বসার মত শারীরিক ও মানসিক অবস্থা নেই। আমার সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেন জেনেই আমার মনের অশান্তি অনেক কেটে গেছে। এখন যাচ্ছি, বিকেলে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব, আসছি তাহলে।'

'মিস স্টোনারের রহস্য শুনে কিছু বুঝলে, ওয়াটসন?' হেলেন বেরিয়ে যাবার পরে জানতে চাইল হোমস।

'রহস্য অনেক গভীরে, এর বেশি কিছুই আঁচ করতে পারছি না,' জবাব দিলাম, 'জুলিয়ার মৃত্যুর সময় ওঁর ঘরে আর কেউ ছিল না, অথচ —'।

'জুলিয়া মারা যাবার আগে 'দ্য স্পেকলড ব্যাণ্ড' বলে ছিলেন, মনে পড়ে? তার মানে কি? বেশিরাতে ওঁদের বাড়িতে শিসই বা দেয় কে? দু'বোনই তো দেখা যাচ্ছে ঐ শিস শুনেছে। আরে! না বলে কয়ে এটা আবার কে ঢুকল?'

দরজা খোলার আওয়াজ কানে এল। পর মুহূর্তে বিশাল চেহারার এক আধবুড়ো লোকটি ভেতরে ঢুকল, একনজরে তাকে দেখলে বুক ভয়ে আঁতকে ওঠে।

'এখানে দেখছি দু'জন।' বাজখাঁই গলায় বলল আধবুড়ো লোকটা, 'শার্লক হোমস কে?'

'এই যে আমি,' শান্ত স্বাভাবিক গলায় বলল হোমস, 'আপনার নাম কি?'

'আমি স্টক মোরানের ডঃ গ্রিমসবি রয়লট,' রাগ রাগ গলায় লোকটা জবাব দিল, 'আমার সৎ মেয়ে হেলেন খানিক আগে আপনার কাছে কেন এসেছিল, মশাই?'

'বসুন, ডাক্তার,' বলল হোমস।

'বসতে আসিনি!' আবার খেঁকিয়ে উঠলেন ডঃ রয়লট, 'আমার মেয়ে কেন এসেছিল জানতে চাই! আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে এলে ফল ভাল হবে না হে, বাছা হোমস। আমি খুব খারাপ লোক! হুঁশিয়ার!'

'ঠাণ্ডা এবার একটু বেশিই পড়েছে, কি বলেন?'

'বাজে কথা রেখে আমার প্রশ্নের জবাব দিন, বলুন আমার মেয়ে কেন এসেছিল এখানে, কি বলেছে সে?'

'কিন্তু ক্রোকাসের কলিগুলো যে সবই ফুটবে,' হোমসের গলা শুনে বুঝলাম ডঃ রয়লটের ধমক চমক শুনে একটুও ঘাবড়াযনি সে।

'আমায় পাত্তা দিচ্ছেন না তো? দেখুন তবে, আমি কি করতে পারি,' বলে ফায়ারপ্লেস থেকে আগুন খোঁচানোর লোহার শিকটা তুলে দু'হাতে নিমেষে বেঁকিয়ে দুমড়ে ডঃ রয়লট আবার ফেলে দিলেন আগুনে।

'আমার পেছনে লাগলে আপনারও এই দশা করে ছাড়ব আগেই বলে রাখছি!' হোমসের দিকে আড়চোখে তাকালেন রয়লট, 'ঐ মুর্গির ঠ্যাংয়ের মত রোগা ঘাড় মটকাতে সময় নেব না!' বলেই যেমন অসভ্যের মত ঢুকেছিলেন তেমনই দুমদাম আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেলেন।

'যেমন ঠাণ্ডা মেজাজ তেমনই বিনয়ের অবতার ডঃ রয়লট,' বলেই হোমস বাকানো শিকটা আগুন থেকে তুলে এক ঝটকায় আগের মত সোজা করে দিল, মুর্গির ঠ্যাংয়ের মত ঘাড় যার তার গায়ে কত জোর ডঃ রয়লট একটু দাঁড়ালে নিজের চোখেই দেখতেন। এমন অসভ্য আর ধেড়ে বদমাস আর দু'টি পাবে না, ওয়াটসন। ভালই হল, ডাক্তার যা করে গেলেন তাতে ওঁর বাড়ির রহস্য সম্পর্কে আমার কৌতূহল বাড়ল। ভয় একটাই, মেয়েটার ওপর জুলুম না হয়! ওয়াটসন, অনেক কাজ জমে আছে, এইবেলা ব্রেকফাস্ট দিতে বলো, খেয়ে আমি একটু কাজে বেরোব।'

'মিস স্টোনারের মায়ের উইল খানিক আগে দেখে এলাম,' দুপুরে বাড়ি ফিরে হোমস জানাল, 'বছরে সাড়ে সাতশো পাউণ্ড আয় হয় ওঁর বিষয় সম্পত্তি থেকে, আগে আরও বেশি ছিল — এগারোশ পাউণ্ডের কিছু কম। উইলের শর্ত অনুযায়ী দুই মেয়েকেই বিয়ের পরে প্রতিবছর ডঃ রয়লট কিছু টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন। মজার ব্যাপার হল সেক্ষেত্রে ডঃ রয়লটের প্রচুর লোকসান হবে। অতএব এইখানে একটা মোটিভ আপনিই তৈরি হয়ে যাচ্ছে! এদিকে বেলাও পড়ে এল, স্টক মোরান এবার রওনা হতে হয়। চটপট তৈরি হয়ে নাও, ওয়াটসন, আমি গাড়ি ডাকছি। তারপর চলো সিধে ওয়াটার্লু স্টেশনে যাই, ওখান থেকেই লেদারহেডের ট্রেন ধরব। ভাল কথা, মনে করে তোমার সার্ভিস রিভলভার সঙ্গে নিয়ো। আর কি যেন বলছিলাম! হ্যাঁ, এই বয়সে লোহার শিক বাঁকানোর ক্ষমতা যে রাখে তার কথা মনে রেখে এলির দু'নম্বর কার্টিজও নিতে ভুলো না। সেইসঙ্গে টুথব্রাশ। ব্যস্, আর কিছু লাগবে না।'

লেদারহেড স্টেশন থেকে গাড়িতে চেপে এলাম স্টক মোরানে, বাড়ির বাইরে মিস স্টোনার আমাদের অপেক্ষায় পায়চারি করছিলেন।

'ডঃ রয়লট লণ্ডন গেছেন, সন্ধ্যের পরে ফিরবেন,' আমাদের দেখে বলে উঠলেন হেলেন।

'শুধু লণ্ডনে গেছেন তাই নয়,' হোমস বলল, 'আপনি চলে আসার খানিক বাদে আমার সঙ্গে দেখাও করতে গিয়েছিলেন,' সকালের ঘটনা সবিস্তারে শোনাল সে।

'কেমন শয়তান লোক ভেবে দেখুন, মিঃ হোমস' ফ্যাকাশে মুখে মিস স্টোনার বললেন, 'কখন চুপিচুপি পিছু নিয়েছেন টেরও পাইনি। এখন কি হবে, মিঃ হোমস, 'উনি যদি এখুনি এসে হাজির হন?'

'কি আবার হবে,' যেন কিছুই হয়নি এমন গলায় হোমস জবাব দিল, 'ওঁর থেকেও শয়তান আর পাজির পা ঝাড়া লোক ওঁর পিছু নিয়েছে, এটা আঁচ করে হুঁশিয়ার হবেন যদি বুদ্ধিমান হন। আপনি এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন, আমি তো এসেই গেছি। হ্যাঁ, একটা কথা আগেই বলে রাখছি, পরিস্থিতি যেমনই হোক আজ রাতে আপনি শোবার আগে ভেতর থেকে দরজায় তালা দেবেন।

ডঃ রয়লট বেশি চেঁচামেচি করলে আমরা আপনাকে হ্যারোতে আপনার মাসির কাছে রেখে আসব। নিন, ডাক্তার ফেরার আগে চলুন আপনার ঘরটা দেখে আসি, এসো, ওয়াটসন।'

পুরোনো আমলের জরাজীর্ণ বাড়ির একদিকে ভারা বাঁধা, কিন্তু কোনও মিস্ত্রি চোখে পড়ল না। নীচে বারান্দায় তিনটে ঘর। মিস স্টোনারের নিজের ঘরের দেয়াল ভাঙ্গা, হোমস সে ঘরে ঢুকল।

মাঝের ঘরটায় শুতেন হেলেনের বোন জুলিয়া, যেখানে মেরামতির জন্য এখন হেলেনকে শুতে হচ্ছে। ঘরে ঢোকার পরে চোখে পড়ল বিছানার ওপর একটা ঝালর দেওয়া লম্বা দড়ি ঝুলছে, যার অপরপ্রান্ত কড়িকাঠে আঁটা।

'এটা কিসের দড়ি?' জানতে চাইল হোমস।

'ওটা চাকরদের ডাকার ঘণ্টার দড়ি, হাউস কিপারের ঘরে ঝোলানো ঘণ্টার সঙ্গে আঁটা।'

'কই দেখি?' বলেই দড়ি ধরে জোরে টানল হোমস, কিন্তু দূরে কোনও ঘণ্টা বাজল না।

'এটা নকল,' বলল হোমস, 'একটু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখবেন ঘুলঘুলির ওপরে হুকের সঙ্গে দড়িটা বাঁধা হয়েছে।'

'এত ভারি অদ্ভুত ব্যাপার,' মিস হেলেন স্টোনার বললেন, 'এতদিন চোখেই পড়েনি।'

'এত কিছুই নয়,' বলল হোমস, 'আরও অনেক অদ্ভুত জিনিস এ ঘরে চোখে পড়ছে। হাওয়া চলাচলের জন্য পাশের ঘরের দেয়ালে ঘুলঘুলি আগে কোথাও দেখিনি। স্বাভাবিক নিয়মে এটা বাইরের দেয়ালে করার কথা।'

'ওটা হালে তৈরি হয়েছে, মিঃ হোমস, ঘণ্টার এই দড়িটাও তখনই টাঙ্গানো হয়েছে।'

'ঘণ্টার দড়ি আছে কিন্তু দড়ির সঙ্গে আদৌ ঘণ্টা বাঁধা নেই, গোটা ব্যাপারটা ধোঁকা ঠেকছে। তার ওপর ঘুলঘুলি তৈরি হয়েছে ভেতরের দেয়ালে যে পথে বাইরের হাওয়া আসে না। এদুটো ব্যাপার চিন্তা করার মত।'

মিস স্টোনার কোনও মন্তব্য করলেন না, মনে হল কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। 'এবার তাহলে ওপাশে ডাক্তারের ঘরটা দেখা যাক,' বলল হোমস।

মিস স্টোনার আমাদের নিয়ে এলেন ডঃ রয়লটের ঘরে। ডাক্তারের ঘরখানা আগের দুটোর চেয়ে বড়, কিন্তু ভেতরে একই আসবাব। দেয়ালের পাশে একটা লোহার সিন্দুক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল হোমস।

'ভেতরে বেড়াল আছে নাকি, মিস স্টোনার?' ইশারায় সিন্দুক দেখাল হোমস।

'এ প্রশ্ন করলেন কেন মিঃ হোমস?'

'এই জন্য,' সিন্দুকের ওপর রাখা এক প্লেট দুধ দেখাল হোমস।

'বেড়াল নেই মিঃ হোমস,' মিস স্টোনার বললেন, 'তবে বাগানে বেবুন আর চিতাবাঘ আছে তা তো জানেন।'

'চিতাবাঘও একজাতের বেড়াল, কিন্তু সে দুধ ছোঁয়নি।'

'আরে, এটা কি?' বলে ডাক্তারের খাটের এককোণ থেকে একটা চামড়ার তৈরি কুকুরের চাবুক তুলে আনল, তার মাথায় ছোট গোল ফাঁস দেওয়া।

'এটা দেখে কি মনে হচ্ছে, ওয়াটসন?'

'কুকুরের চাবুক, তবে আগায় ফাঁসের কারণ মাথায় আসছে না?'

'তোমার দোষ নেই,' রহস্যমাখা গলায় বলল হোমস, 'বুদ্ধিমান লোক যখন অপরাধী হয় তখন তার মতলবের সঙ্গে এঁটে ওঠা যায় না। আসুন মিস স্টোনার, একবার লনটা দেখে আসি।'

বাইরে লনে এসে পায়চারি করতে করতে গম্ভীর মুখে কি যেন ভাবল হোমস, তারপর বলল, 'আমি যেমন বলব আপনি ঠিক তেমন করবেন তো মিস স্টোনার?'

'করব মিঃ হোমস।'

'তাহলে মন দিয়ে শুনুন, আপনি এখন যে ঘরে আছেন সেই ঘরে আজকের রাত আমরা কাটাব, আর আপনি আপনার পুরোনো ঘরে শোবেন। ভাল কথা, ঐ বাড়িটা নিশ্চয়ই সরাইখানা?' হাত তুলে উল্টোদিকের একটা বাড়ি দেখাল হোমস।

'ঠিক ধরেছেন, মিঃ হোমস, ওর নাম 'ক্রাউন'।'

'ওখান থেকে আপনার আগের ঘরের জানালা দেখা যায়?'

'যায়, মিঃ হোমস।'

'এবার যা করতে হবে মন দিয়ে শুনুন। ডঃ রয়লট ফিরে আসার পরে মাথা ধরেছে বলে এখন যে ঘরে আছেন সেখানে ঢুকবেন। উনি শোবার পরে ঘরের আলোটা জানালার পাশে রাখবেন, জানালা মনে করে খুলে রাখবেন। এবার শোবার বালিশ আর চাদর নিয়ে চট করে আগের ঘরে ঢুকে পড়বেন।'

'তাই করব, মিঃ হোমস।'

তখনকার মত বিদায় নিয়ে হোমস আমায় নিয়ে এল 'ক্রাউন' সরাইখানায়। রাতটুকু কাটানোর জন্য এমন একটা কামরা হোমস ভাড়া নিল যেখান থেকে মিস স্টোনারের ঘর স্পষ্ট দেখা যায়।

সন্ধ্যের পরে প্রচণ্ড চিৎকার শুনে টের পেলাম পাষণ্ড ডাক্তার বাড়ি ফিরে এলেন। গেটকিপার দরজার পাল্লা খুলতে দেরি করেছিল বলে ডাক্তার গালিগালাজ করে তার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করলেন।

'রাতের অ্যাডভেঞ্চারে প্রাণের ঝুঁকি আছে ওয়াটসন,' হোমস আচমকা বলল, 'তোমায় সঙ্গে নেয়া ঠিক হবে কিনা জানি না।'

'হঠাৎ একথা মনে হচ্ছে কেন? পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'প্রাণের ঝুঁকি আছে মনে হচ্ছে কেন?'

'ঘরে লোক দেখানো নকল ঘুলঘুলি আছে, দড়িতে ঘণ্টা বাঁধা নেই, আর সেই ঘরের খাটে শুয়ে মারা গেলেন মিস স্টোনারের বোন জুলিয়া।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বেশ, আরও বলছি শোন, যে খাটে জুলিয়া মারা যান তার চারটে পায়া মেঝের সঙ্গে বল্টু দিয়ে আঁটা খেয়াল করেছো।'

'করিনি, কিন্তু তোমার কথা সত্যি হলে এটাই দাঁড়ায় যে ঘরের ভেতর সাংঘাতিক কিছু চোখে পড়লেও খাট সরানোর ব্যবস্থা নেই।'

'কি হল, এবার কিছু আঁচ করতে পারছো?'

'হোমস! হোমস!' এত ভয়ানক ব্যাপার! মারাত্মক ক্রাইম!

'বোঝ তাহলে ব্যাপারখানা কি! ডাক্তার অপরাধী হলে তার সঙ্গে এঁটে ওঠা কি সাংঘাতিক ব্যাপার তোমাকে বোঝানোর দরকার নেই। কিন্তু এখন আর কথা নয়, একটু জমিয়ে তামাক খাই এসো। তামাকের থলেটা দাও, তুমিও চুরুট ধরাও! রয়লটের নার্ভ শক্ত মানতেই হবে।'

নিশ্ছিদ্র আঁধারে পাশাপাশি বসে দুজনে একটানা অনেকক্ষণ তামাক খেলাম। রাত এগারোটার ঘণ্টার প্রতিধ্বনির রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই অদূরে রয়লট প্রাসাদের একতলার একটি ঘরের জানালায় জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো।

'মিস স্টোনারের সংকেত,' লাফিয়ে উঠে পড়ল হোমস, 'ঠিক মাঝের জানালায়, চলো বেরোই!'

জুতো খুলে খালি পায়ে বেরোলাম দুজনে। বাগানে ঢুকে নির্দিষ্ট জানালার দিকে পা বাড়াতেই একটা কিম্ভুত জীব গাছ থেকে নেমে এল। মানুষ বাচ্চার মত হামাগুড়ি দিয়ে ফের আরেকটা গাছে উঠে গা ঢাকা দিল ঘন পাতার আড়ালে। চমকে উঠতেই চাপাগলায় হোমস বলল, 'এটা ডাক্তারের পোষা বেবুন। ভয় নেই, এগোও।'

খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে জানালার পাল্লা ভেতর থেকে এঁটে দিল হোমস।

'আঁধারে বসে অপেক্ষা করতে হবে,' কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় হোমস বলল, 'হুঁশিয়ার, টু শব্দটি কোর না। নয়ত এত আয়োজন ভেস্তে যাবে।'

কিছু না বলে আঁধারের ভেতর মাথা নেড়ে সায় দিলাম, তার নজরে পড়ল কিনা টের পেলাম না।

'আমি খাটে বসছি, তুমি এখানে বোস,' ঘরের একমাত্র চেয়ারটা দেখাল সে। 'রিভলবার হাতের কাছে রাখ, আমি বললেই গুলি ছুঁড়বে।'

আফগান যুদ্ধের সঙ্গী গুলিভরা সার্ভিস রিভলবার টেবলে রেখে চেয়ারে বসতেই হোমস বাতি নিভিয়ে নিঃশব্দে খাটের ধারে বসল।

ভেতরে বাইরে কোথাও ছিটেফোঁটা আলো চোখে পড়ছে না, সাড়ে এগারোটার ঘন্টা কখন বেজেছে খেয়াল করিনি। বসে থাকতে থাকতে বারোটা বাজল, সাড়ে বারোটা, একটা, দেড়টা, দুটো। রাতের প্রহর কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে টেরও পাচ্ছি না। জানালার বাইরে থেকে ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনে টের পাচ্ছি দু দু'টো জ্যান্ত মানুষের গন্ধ পেয়ে ডাক্তারের ছেড়ে রাখা চিতাবাঘটা এসে জুটেছে জানালার বাইরে, ঘরের ভেতরে ঢোকার ফাঁকফোকর খুঁজছে। কথাটা মনে হতেই আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

আড়াইটার ঘন্টা বাজল। তারপর তিনটে। হঠাৎ দেয়ালের গায়ে ঘুলঘুলির ফুটোর ওপাশে ক্ষীণ আলো চোখে পড়ল। তেল পোড়ার গন্ধ নাকে আসতে আঁচ করলাম পাশের ঘরে ডাক্তার নিশ্চয়ই ল্যাম্প জ্বেলেছেন। সবক'টা ইন্দ্রিয় আপনা থেকেই সজাগ হল, পাশের ঘরে হাঁটাচলার আওয়াজ হচ্ছে টের পেলাম। আধঘন্টা কাটল এভাবে, তারপর চাপা শিসের আওয়াজ শুনতে পেলাম, কেটলির মুখ দিয়ে টগবগে ফুটন্ত জল বেরোনোর মত।

আওয়াজ কানে যেতেই দেশলাই কাঠি ঘসে পাশে রাখা মোমবাতি জ্বালাল হোমস। তার হাতের সরু বেত সজোরে পরপর কয়েকবার আছড়ে পড়ল বালিশের ওপর এলিয়ে পড়া নকল ঘন্টার সঙ্গে বাঁধা দড়ির গায়ে।

'দেখেছো ওয়াটসন,' চেঁচিয়ে উঠল হোমস, 'দেখতে পেলে?'

সত্যি বলছি, হোমস কি দেখেছিল জানি না, কিন্তু সেই মুহূর্তে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠতেই হয়ত আমার চোখে কিছু পড়েনি। সীমাহীন ক্রোধ আর জিঘাংসা ফুটে উঠেছে তার মুখে এর বেশি আর কিছুই নজরে পড়েনি।

দড়ির গায়ে হোমস বেত মারা থামানোর সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে কে যেন বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল। এমন রক্তজমাট করা ভয়ানক আর্তনাদ আগে কখনও কানে আসেনি।

'রিভলভার নাও, ওয়াটসন,' খাট থেকে নামল হোমস, 'ডাক্তারের খেল খতম, চলো এবার ওঁর ঘরে যাই।'

বাতি হাতে দরজা খুলে বাইরে এল হোমস, রিভলভার উঁচিয়ে তার পেছনে আমি। হাতল ঘোরাতেই ডাক্তারের ঘরের দরজা খুলে গেল।

ঘরের ভেতর টেবিলের ওপর রাখা ঢোবা লণ্ঠনের আলো ঠিকরে পড়েছে লোহার সিন্দুকের গায়ে। টেবিলের পাশে বড় কাঠের চেয়ারে এলিয়ে পড়ে আছেন ডঃ গ্রিমসবি রয়লট, পরনে ড্রেসিং গাউন, পায়ে চটি। আজই বিকেলে এঘরে মিস স্টোনারের সঙ্গে ঢোকার পর ফাঁস দেয়া চামড়ার ছোট চাবুকটা চোখে পড়েছিল সেটা পড়ে আছে তাঁর কোলের ওপর। ডাক্তার আমাদের দেখলেন কিনা জানি না, লক্ষ্য করলাম তাঁর দুচোখ ওপর পানে তোলা। কপালের দিকে চোখ পড়তে চমকে গেলাম। একটা ডোরাকাটা ফিতে পাকে পাকে বেড়ে আছে ডাক্তারের ভুরু থেকে খানিকটা ওপরে।

'ওয়াটসন, হুঁশিয়ার,' চাপা গলায় বলল হোমস, 'এই সেই স্পেকলড ব্যাণ্ড যার কথা মারা যাবার আগে জুলিয়ার মুখে শুনেছিলেন তাঁর বোন হেলেন।'

দু'পা এগোতেই নড়ে উঠল ডাক্তারের কপালের সেই ফিতে, ভেতর থেকে হাতের পাঞ্জার মত একটা মাথা ফণা তুলতে লাগল।

'হুঁশিয়ার, ওয়াটসন, এ হল ইণ্ডিয়ার সবচাইতে বিষাক্ত অজগর সাপ, এর ছোবল খেলে শিকার দশ সেকেণ্ডের মধ্যে মারা যায়। ইণ্ডিয়ার জলা জায়গায় এদের দেখা যায়। দাঁড়াও, আগে এটার ব্যবস্থা করি, তারপর অন্য কথা।' বলতে বলতে এগিয়ে এসে হোমস সেই চামড়ার চাবুক তুলে নিল ডাক্তারের কোল থেকে, সাপটা বোঝার আগেই তাঁর গলায় ফাঁস এঁটে তুলে নিল ডাক্তারের কপাল থেকে। সিন্দুকের পাল্লা খোলাই ছিল, সাপটাকে ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে পাল্লা বাইরে থেকে এঁটে দিল।

'ওঁর কি হয়েছে?' ইশারায় ডাক্তারকে দেখিয়ে জানতে চাইলাম।

'এখনও বোঝনি?' ধমকে উঠল হোমস, 'না, ওয়াটসন, তোমায় নিয়ে আর পেরে উঠলাম না। দেওয়ালের গায়ে ভেন্টিলেটর, নকল ঘণ্টার দড়ি, আর মেঝের সঙ্গে আঁটা খাট দেখেই আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল ঘুলঘুলির ফুটো দিয়ে এমন কিছু নকল ঘণ্টার দড়ি বেয়ে ওপাশের ঘরে ঢোকে, যার মানুষ খুন করার ক্ষমতা আছে। ডঃ রয়লট বহুদিন ইণ্ডিয়ায় ছিলেন, সেখান থেকে ফিরে এসে বেবুন আর চিতাবাঘ পুষছেন, এমন লোক যে সাংঘাতিক বিষাক্ত সাপও পুষবে তা খুবই স্বাভাবিক। ডাক্তারের ঘরের সিন্দুকের ওপর প্লেটে রাখা দুধ দেখে সন্দেহটা আরও গাঢ় হল। এ সাপের বিষ এমনই যে রক্তে মেশার পরে পোস্টমর্টেমের কাটাছেঁড়ায় কোনও হদিশ মিলবে না। সাপের সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাননি বলেই জুলিয়ার মৃতদেহ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়নি। করলে পাশাপাশি সাপের দাঁতের দুটো গর্ত করোনারের সার্জনের চোখে ঠিক ধরা পড়ত। যাক সেকথা। স্টোনার ওঁদের বাড়ির লনে যে একপাল বেদের তাঁবু গাড়বার কথা বলেছেন। আমার ধারণা তা..দের কাছ থেকেই এ সাপ কিনেছেন ডাক্তার, তাকে রাতের এক নির্দিষ্ট সময় মানুষ খুন করার তালিমও দিয়েছেন। আমার ধারণা, প্লেটে দুধ ঢেলে সিন্দুক খুলে ডাক্তার সাপটা বের করতেন, তারপর তাকে ঘুলঘুলি দিয়ে ওপাশে মেয়ের ঘরে পাঠাতেন। ঘুলঘুলির ফুটোতে আঁটা নকল ঘণ্টার দড়ি, সেই দড়ি বেয়ে সাপটা ঢুকত পাশের ঘরে, দড়ি বেয়ে বিছানায় নেমে বালিশে যাকে দেখত তাকেই ছোবল মেরে খুন করে আবার ফিরে যেত ডাক্তারের কাছে। তিনি তখন তাকে প্লেটের দুধ খাইয়ে আবার সিন্দুকে পুরে রাখতেন।

মৃত স্ত্রীর উইলের শর্ত অনুযায়ী হেলেন আর জুলিয়া দুজনকেই বিয়ের পরে প্রতিবছর তাদের মায়ের কিছু টাকা দিতে হত ডাক্তারকে। এই শর্তই তার খুনের মোটিভ জোগাল, জুলিয়াকে খুন করে পথের একটি কাঁটা হটালেন ডঃ রয়লট। বাকি রইলেন হেলেন স্টোনার। তাঁর বিয়ে শীগগিরই হবে শুনে ডাক্তার পথের অন্য কাঁটাটিও হটানোর মতলব আঁটলেন, কিন্তু হেলেনের ঘর কিছু তফাতে, তাকে ফাঁদে ফেলতে আসন্ন বিয়ে উপলক্ষে বাড়ি মেরামতির কাজে হাত দিলেন ডাক্তার। ঘরের দেয়াল ভাঙ্গচুর হতে হেলেন এসে ঠাঁই নিলেন জুলিয়ার ঘরে। যে ঘরের খাট মেঝের সঙ্গে আঁটা, অর্থাৎ পালানোর পথ নেই, যম আছে পিছে।

আমরা সময়মত না এলে জুলিয়ার মত হেলেনও খুন হতেন। শিসের শব্দটা আসলে সাপের ফোঁসফোঁসানি। দেরিতে বাড়ি ফিরেছে তাই ডাক্তার জানতে পারেনি হেলেন আজ অন্য ঘরে রাত কাটাবে। উনি যথাসময় সাপটাকে পাশের ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে ঢোকালেন। শিসের শব্দ পাশের ঘরে কানে যেতেই দেশলাই জ্বাললাম। সেই আলোয় চোখে পড়ল নকল ঘণ্টার দড়ি বেয়ে ওটাকে নামতে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে বেতের কয়েক ঘা মারলাম সাপটাকে। শিকার করতে এসে এভাবে মার খাবার জন্য সাপটা তৈরি ছিল না, রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ওটা যেপথে ঢুকেছিল সে পথেই

আবার ফিরে এল এ ঘরে, এসেই প্রভুর ঘাড়ে চেপে মোক্ষম ছোবল মারল কপালে, সঙ্গে সঙ্গে খতম হলেন ডঃ রয়লট। আমি বেত না মারলে সাপটা হয়ত ডাক্তারকে ছোবল মারত না। এদিক থেকে হয়ত অনেকেই আমাকে ডঃ রয়লটের মৃত্যুর জন্য দায়ী করবে। তা তারা করতে পারে, তাতে আমার কিছুই হবে না, ওঁর মত লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী হলে বিবেকের কাছে আমায় কৈফিয়ত দিতে হবে না, এটুকু জেনে রেখো ওয়াটসন।'

নয়

অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য এঞ্জিনিয়ার্স থাম্ব

'মিঃ ভিক্টর হ্যাদার্লি,
হাইড্রলিক এঞ্জিনিয়ার,
১৬ এ, ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট (চারতলা)

কার্ডে চোখ বুলিয়ে মুখ তুলতেই দেখি অল্পবয়সী এক যুবক আপনমনে পাগলের মত হাসছে।

'আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, বলুন কি অসুবিধা?'

আমার প্রশ্ন শুনে ভিক্টর হ্যাদার্লি আরও জোরে জোরে হাসতে লাগল। লক্ষ্য করলাম তার চোখ মুখ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, হয়ত কোনও মানসিক আঘাত পেয়ে থাকবে। গ্লাসে জল ঢেলে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে ধমকে উঠলাম, 'থামুন। ঢের হয়েছে! এটা আস্তে আস্তে খেয়ে নিন।'

যুবকটি ব্র্যাণ্ডি মেশানো সেই জল খেয়ে ফেলল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে এল তার চোখমুখ, হাসি অবশ্য আগেই থামিয়েছিল।

'বাঁচালেন, ডাক্তার।' খালি গ্লাস নামিয়ে রেখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতখানা এগিয়ে দিল সে, 'বুড়ো আঙ্গুলের হাল কি হয়েছে একবার দেখুন।'

ব্যাণ্ডেজ বলতে রক্তমাখা একখানা রুমাল, খুলতেই আঁতকে উঠলাম। হাতের পাঞ্জার চারখানা আঙ্গুল ঠিক আছে, নেই শুধু বুড়ো আঙ্গুল, সেখানে রক্তে মাখামাখি একতাল মাংস দগদগ করছে, হাড় বেরিয়ে এসেছে ভেতর থেকে। ধারালো কোনও অস্ত্রের আঘাতে বুড়ো আঙ্গুলখানা কাটা গেছে বুঝতে বাকি রইল না।

'করেছেন কি, এত সাংঘাতিক ব্যাপার। শরীরের অর্ধেক রক্ত বেরিয়ে গেছে মনে হচ্ছে!'

'ঠিক ধরেছেন,' সায় দিল ভিক্টর, 'চোট লাগতে বেহুঁশ হয়েছিলাম, চোখ মেলার পরেও দেখি রক্ত পড়ছে। রুমাল দিয়ে কোনওমতে পেঁচিয়ে রক্তপড়া বন্ধ করেছি।'

'আঘাতটা কিসের?'

'কসাইয়ের মাংস কাটা ছুরির কোপ,' জানাল সে।

'দুর্ঘটনা ঘটল কি করে?'

'দুর্ঘটনা মোটেই নয়।'

'তাহলে কি খুন করার চেষ্টা?'

'তার চেয়েও সাংঘাতিক।'

'কি বলছেন? আপনার কথা শুনে আমার নিজেরই তো ভয় হচ্ছে!'

একথার কোনও জবাব দিল না ভিক্টর, হাতের যন্ত্রণা সইতে না পেরে ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলছে। স্পঞ্জে ওষুধ ঢেলে তার হাতের ক্ষতস্থান মুছে ওষুধ লাগিয়ে ভাল করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম। যন্ত্রণা সইতে না পেরে ঠোঁট কামড়ে থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল সে।

'কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকুন,' তার গায়ে মাথায় হাত বোলালাম, 'বেশি কথা বললে নার্ভে চোট লাগবে।'

'কিন্তু পুলিশকে যে সব জানাতেই হবে, ডাক্তার,' ভিক্টর বলল।

'পুলিশকে জানাবেন?' আমি বললাম, 'তার চেয়ে শার্লক হোমসের কাছে চলুন, উনি আমার বন্ধু লোক, হয়ত এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।'

'হ্যাঁ, ওঁর নাম আমিও শুনেছি,' ভিক্টর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, 'চলুন, ওঁর কাছে যাই।'

পাইপ টানতে টানতে খবরের কাগজ পড়ছিল হোমস, পাইপ দেখে আঁচ করলাম এখনও ব্রেকফাস্ট খায়নি সে।

বিয়ের পরে পুরোনো আস্তানা ছাড়তে বাধ্য হয়েছি, বৌ আর রুগী নিয়েই এখন আমার দিন কাটে। বহুদিন বাদে তাই আমায় দেখে খুশি হল হোমস, ল্যাণ্ডলেডিকে ডেকে তিনজনের ব্রেকফাস্ট আনাল তখনই। খাওয়া শেষ হলে ভিক্টরকে একটা সোফায় শুইয়ে দিল হোমস, হাতের নাগালে ব্র্যাণ্ডি মেশানো জলের গ্লাস রেখে বলল, 'আশা করি এতক্ষণে খানিকটা সুস্থ হয়েছেন? যা যা ঘটেছে সব খুলে বলুন, কিছু বাদ দেবেন না। কথা বলতে গিয়ে ক্লান্তি এলে জল খাবেন।'

'ধন্যবাদ,' ভিক্টর হ্যাদার্লি বলল, 'সত্যিই আগের চাইতে সুস্থ বোধ করছি। সব খুলে বলছি।'

'আমি হাইড্রলিক এঞ্জিনিয়ার, মিঃ হোমস, ব্যাচেলার, একাই থাকি। ছোটবেলায় বাবা মা দুজনকেই হারিয়েছি। কাজকর্ম শিখে ভাবলাম ব্যবসায় নামব। বাবা মারা যাবার আগে কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন, তাই দিয়ে ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটের চারতলায় এঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সির চেম্বার ভাড়া নিলাম। অবশ্য নামেই কনসালটেন্সির গালভরা নাম, আসলে গত দু'বছরে হাতে কাজ এসেছে মাত্র তিনটে। মক্কেল ছাড়া ব্যবসা কতদিন চলবে ভেবে উঠতে পারছি না এমন সময় গতকাল কর্ণেল লাইস্যাণ্ডার স্টার্ক নামে একটি লোক কাজ নিয়ে এল আমার চেম্বারে। মাঝবয়সী, [illegible] এই লোকটির খাড়া নাক আর ছুঁচোলো চিবুকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন বেঢপ লম্বাটে হয়েছে তার মুখের গড়ন। চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়েছে, চোখে তীক্ষ্ণ চাউনি। লোকটার কথায় জার্মান টান আছে।

'মিঃ হ্যাদার্লি?' চেম্বারে ঢুকে কোনও ভূমিকা না করেই কর্ণেল স্টার্ক বলল 'আপনি কাজের লোক শুনেই ছুটে এসেছি, এও শুনেছি মক্কেলের হাঁড়ির খবর আপনার মুখ থেকে বেরোয় না।'

'কে পাঠিয়েছে আপনাকে আমার কাছে?' জানতে চাইলাম।

'নাম নাই শুনলেন,' কর্ণেল স্টার্ক বলল, 'একটা কাজের খোঁজ নি[illegible] এসেছি। কাজটা করতে এক রাতের বেশি সময় লাগবে না, পারিশ্রমিক পাবেন নগদ পঞ্চাশ গিনি। বলুন, করবেন?'

'করব।' এক রাতের খাটুনির বিনিময়ে নগদ পঞ্চাশ গিনি পারিশ্রমিকের অফার পেলে কার না লোভ হয়? জানতে চাইলাম, 'কাজটা কি?'

'একটা হাইড্রলিক স্ট্যাম্পিং মেশিনের গিয়ার বিগড়েছে,' কর্ণেল স্টার্ক জানাল, 'আপনি মেশিনটা দেখে শুধু দেখিয়ে দেবেন কোথায় বিগড়েছে, ব্যস্, তার বেশি নয়, বাকিটা আমরাই সারিয়ে নিতে পারব।'

'বেশ, দেখে দেব। মেশিনটা কোথায়?'

'অক্সফোর্ডশায়ারের কাছেই বার্কশায়ার, সেখানে পৌঁছে আইফোর্ড যেতে হবে। বেশিদূরে নয় রিডিং থেকে মাত্র সাত মাইল। প্যাডিংটন স্টেশন থেকে রাত সোয়া এগারোটায় একটা ট্রেন পাবেন, ঐট্রেন চাপবেন। আমি নিজে গাড়ি নিয়ে স্টেশনে থাকব। রাতটা ওখানেই কাটাবেন।'

'সে কি। কাজ সেরে ফেরার ট্রেন পাব না?' আমি জানতে চাইলাম।

'যে কাজে আপনার সাহায্য চাইছি তা যতটা সম্ভব গোপন রাখতে চাই আমরা,' বলেই রক্ত হিম করা চোখে তাকালেন আমার দিকে, 'সেই কারণেই আপনাকে বেশি রাতে আমার ওখানে যেতে বলছি। তবু যদি অসুবিধা থাকে তো আগেই বলুন, আমরা দেখব আর কাউকে পাওয়া যায় কি না। ভাল করে ভেবে বলুন।'

'মিঃ হোমস, নগদ পঞ্চাশ গিনি পেয়েও হারানোর কথা তখন আমার পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল না। তাই রাজি হয়ে গেলাম, বললাম, 'না, না, অসুবিধে কিসের! আপনি যেমন বলবেন তেমনই হবে। তবে আমায় দিয়ে ঠিক কি করাতে চাইছেন আগেভাগে তার কিছু আভাস দিলে আমার বোঝার পক্ষে সুবিধা হয়।'

'বলছি, কিন্তু আমাদের এসব কথাবার্তা আড়াল থেকে কেউ শুনছে না তো?'

'না, সে ভয় নেই, আপনি খুলে বলতে পারেন।'

'মন দিয়ে শুনুন,' কর্ণেল বলতে লাগলেন, 'রিডিং-এর কাছে খানিকটা জমি অল্প কিছুদিন আগে আমি কিনেছি। কেনার পরে জানতে পারলাম ঐ জমির ঠিক নীচেই আছে সাজিমাটির স্তর। ব্যাপারটা জমির আগের মালিক অবশ্যই জানত না, জানলে সোনার মত ঐ মাটি নিছক মাটির দরে আমায় বিক্রি করত না। এবার জমির মাটি খুঁড়ে সাজিমাটি তোলার সিদ্ধান্ত নিলাম, কিন্তু এতবড় কাজ তো একার পক্ষে করে ওঠা সম্ভব নয়, তাই খুবই বিশ্বস্ত দু'একজন পুরোনো বন্ধুকে এ কাজে আমার পার্টনার করলাম। সবাই মিলে একটা পুরোনো হাইড্রলিক প্রেসও কিনলাম। সবে কাজে হাত দিয়েছি এমন সময় মেশিনটা খারাপ হল। এই হল ব্যাপার। মিঃ হ্যাদার্লি, আপনি আমার ওখানে গিয়ে মেশিনটা দেখুন, ঠিক কোন জায়গাটা খারাপ হয়েছে দেখিয়ে দিন, তারপর আমরা নিজেরাই মেরামত করে নেব। তবে হ্যাঁ, আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, আমার পার্টনার ক'জন ছাড়া এই কারবারের খবর এখনও আশেপাশের কেউ জানতে পারেনি। আর এখন আপনিও জেনেছেন। আশা করব আপনিও ব্যাপারটা গোপন রাখবেন, কাউকে কোনও আভাস দেবেন না।'

'এ ব্যাপারে আপনাকে আগেই কথা দিয়েছি, কর্ণেল,' আমি বললাম।

'তাহলে ঐ কথাই রইল, আপনি রাত সোয়া এগারোটার ট্রেন ধরে আসবেন, কেমন? আমি তাহলে চলি।'

'নিশ্চয়ই যাব, আসুন।'

'গোটা ব্যাপারটায় খটকা লেগেছিল গোড়াতেই, মিঃ হোমস,' ভিক্টর বলল, 'শুধু টাকার কথা ভেবে এগোলাম। ডিনার সেরে প্যাডিংটন থেকে রাত সোয়া এগারোটার আইফোর্ডের শেষ ট্রেনে চাপলাম। আইফোর্ডে নেমে কর্ণেল স্টার্কের সঙ্গে দেখা হল, একটি কথাও না বলে হাত ধরে উনি আমায় প্ল্যাটফর্মের বাইরে একটা ঘোড়ার গাড়িতে এনে তুললেন, ভেতরের জানালা দুটো এঁটে দিতেই ঘোড়া ছুটল।'

'এক ঘোড়ার গাড়ি,' বাধা দিল হোমস, 'ঘোড়ার রং দেখেছিলেন?'

'দেখেছিলাম, মিঃ হোমস, তামাটে রং।'

'তারপর কি হল বলে যান।'

'গোটা পথ একটি কথাও না বলে কর্ণেল শুধু তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। ভীষণ খারাপ রাস্তা ধরে ছুটতে ছুটতে অনেকক্ষণ বাদে একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। দুটো জানালাই আঁটা ছিল তাই ভেতর থেকে বাড়ির চেহারা চোখে পড়ল না। গাড়ি থেকে আমায় টেনে নামিয়ে কর্ণেল ভেতরে ঢুকিয়ে সদর দরজা এঁটে দিলেন। মনে হল বাড়িটা উনি আমায় দেখাতে চান না। ওঁর হাবভাব দেখে আমি খানিকটা দমে গেলাম।

'বুঝেছি, তারপর?'

'ভেতরে আলো নেই, নিকষ আঁধার। খানিক বাদে এক সুন্দরী মহিলা ল্যাম্প জ্বালিয়ে কাছে এলেন, কর্ণেল তাঁর হাত থেকে ল্যাম্প একরকম ছিনিয়ে বাইরে বের করে দিলেন, আরেকটা দরজা খুলে আমায় ভেতরে নিয়ে গেলেন, সেখানে জার্মান ভাষায় লেখা অনেকগুলো বই চোখে পড়ল। ল্যাম্পটা রেখে 'একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি আসছি,' বলে বেরিয়ে গেলেন।

'খানিকবাদে দরজা খুলে একটু আগে দেখা সেই সুন্দরী মহিলা ভেতরে এলেন, ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করে চাপা গলায় ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, 'এখনও সময় আছে, ভাল চান তো এখান থেকে পালান,' বলে ইশারায় দরজা দেখালেন। তাঁর কথা শুনে অবাক হলাম, মনে হল ইনি নিশ্চয়ই কর্ণেলের কেউ হন এবং মাথার ঠিক নেই তাই উল্টোপাল্টা বলছেন। আমি এসেছি রোজগারের তাগিদে, কথাটা সংক্ষেপে তাঁকে বোঝাতে বললাম, 'মেশিন দেখতে এসেছি, না দেখে কি করে যাব?' ঠিক তখনই পায়ের আওয়াজ কানে এল, কারা যেন আসছে। মহিলা আর একটি কথাও না বলে পা চালিয়ে উধাও হলেন।

বেঁটে হোৎকা দেখতে একটা লোককে সঙ্গে নিয়ে কর্ণেল স্টার্ক আবার ভেতরে এলেন, সঙ্গিকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি আমার সেক্রেটারি মিঃ ফার্গুসন। তাহলে মিঃ হ্যাদার্লি, মেশিনটা দেখবেন চলুন, ওটা বাড়ির মধ্যেই আছে।'

আমি উঠে ওঁদের পেছন পেছন এগোলাম, কর্ণেল ল্যাম্প হাতে সবার আগে, মাঝে পেছন ফার্গুসন, সবশেষে আমি। লোকটার মনমরা গোছের মুখে একটি কথাও নেই। ঠিক গোলকধাঁধার পেছন ওপরে গেলাম, এধার, ওধার, এই দরজা, ঐ দরজা। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে হল। কোথাও আসবাব বা গালিচাও দেখলাম না। ঘরে ঢুকলাম। খুব ছোট সেই ঘরে তিনজনের জায়গা হয় না তাই মিঃ ফার্গুসন বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। দরজা খুলে ছোট একটা কামরায় ঢুকে

'মন দিয়ে শুনুন,' বলে উঠলেন কর্ণেল স্টার্ক, 'আমরা দুজনেই হাইড্রলিক প্রেস মেশিনটার ভেতরে ঢুকে পড়েছি, এবার বাইরে থেকে কেউ সুইচ টিপলেই মেশিন চালু হয়ে দেখতে দেখতে ওপরের ছাত নেমে আসবে নীচে কয়েক টন ওজন নিয়ে। ওপরের দিকে তাকান, যেটা ছাত বলে মনে হচ্ছে তা আসলে মেশিনের পিস্টনের নীচের দিক। ওটা নেমে এসে কি করবে আশা করি টের পাচ্ছেন? — এখানে যে ক'জন থাকবে তাদের পিষে কাগজের মত চেপ্টে দেবে, বাইরের কেউ টেরও পাবে না। মেশিনটা কিছুদিন হল আগের মত চলছে না, আপনি দেখে বলুন কেন এমন হচ্ছে।'

কর্ণেলের কথায় আমার বুকের ভেতরটা ভয়ে কেঁপে উঠল, খানিক আগে সেই অচেনা মহিলার হুঁশিয়ারি মনে পড়ে গেল। তবু মনের জোরে সব ভয় দূর করে কর্ণেলের হাত থেকে ল্যাম্প নিয়ে মেশিনটা দেখতে লাগলাম। বাইরে থেকে সুইচ টিপতেই চালু হল, প্রচণ্ড আওয়াজে, লাগোয়া একটা সিলিন্ডার থেকে জল বেরোতে লাগল। বুঝলাম ভেতরে কোথাও লিক হয়েছে। মেশিন থামিয়ে ভেতরে ঢুকে কর্ণেলকে বোঝালাম ড্রাইভিং রডের গায়ের রবারের ফিতেগুলো শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। তাই মেশিনটা কমজোরি হয়ে গেছে। কিভাবে মেরামত করতে হবে তাও বুঝিয়ে দিলাম। কর্ণেল সব শুনে বেরিয়ে গেলেন। এবার মাথায় কৌতূহল চাপল, ল্যাম্পটা ভেতরেই ছিল, তার আলোয় উবু হয়ে মেশিনের নীচের দিকটা দেখতে লাগলাম। এটুকু দেখেই বুঝলাম এই বিশাল মেশিন দিয়ে আর যাই হোক সাজিমাটি তোলা হয় না। ওটা পুরো বানানো গল্প। হঠাৎ কর্ণেলের গলা কানে এল, ধমকে উঠে বললেন, 'ওখানে কি করছেন?'

ওর ধমক খেয়ে রেগে গেলাম, পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে বলে বসলাম, 'আপনার সাজিমাটি কতটা দামি দেখছিলাম। বেড়ে গল্পো ফেঁদেছেন, মানতেই হবে। তবে এ মেশিন আসলে কোন কাজে লাগে বললে আমার সুবিধা হত।'

আমার কথা শুনেই কর্ণেল স্টার্কের দুচোখে আগুন জ্বলে উঠল, 'এক্ষুনি বলছি,' শুধু এটুকু বলে একলাফে বাইরে বেরিয়ে দরজা এঁটে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মেশিন চালু হল। ওপরের পিস্টনের সিলিং আমাকে পিষে চেপ্টে ফেলতে নেমে আসতে লাগল। ছুটে গিয়ে দরজায় বারবার ঘা দিলাম, চেঁচিয়ে দরজা খুলতে বললাম, কিন্তু কোনও ফল হল না। সিলিংটা ততক্ষণে অনেক নেমে

এসেছে, তাল তুলতেই ঠাণ্ডা ছোঁয়া লাগল। হিসেব কষে আন্দাজ করলাম আর বড়জোর এক থেকে দেড় মিনিট, তারপরেই ওটা নেমে এসে আমায় পিষে তালগোল পাকিয়ে চেপ্টে দেবে মেঝের সঙ্গে। ঠিক করলাম দাঁড়িয়ে না থেকে শুয়ে পরব, তাতে মাথায় সরাসরি লাগবে না, গুঁড়িয়ে যাবে শিরদাঁড়া।

কিন্তু তার আগেই ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা — মেশিনের কাঠের ফ্রেমের দেওয়াল ফাঁক হয়ে দরজা খুলে গেল, চোখে পড়ল ল্যাম্প হাতে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই সুন্দরী মহিলা, হাত ধরে টেনে তিনি আমায় বাইরে বের করে আনলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাঁচ গুঁড়ো হবার আওয়াজ কানে এল — সিলিং নেমে মেঝেতে পড়ে থাকা ল্যাম্পটা পিষে দিয়েছে।

'জোরে দৌড়োন!' দমবন্ধ করে চাপা গলায় সেই অপরিচিতা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বললেন, 'ওরা জেনে গেছে, এক্ষুনি ছুটে এল বলে! বাঁচতে হলে দৌড়োন!'

ওঁর পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে ঢুকে পড়লাম একটা ঘরে, সামনে খোলা জানালা, বাইরে আকাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। ঠিক তখনই প্রচণ্ড রাগে ক্ষিপ্ত পশুর মত চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢুকলেন কর্ণেল স্টার্ক, একহাতে ল্যাম্প, আরেক হাতে বিশাল এক মাংসকাটা দা।

'জানালা দিয়ে লাফিযে পালান!' মহিলা বলে উঠলেন, 'দোহাই, আর সময় নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি জানালায় উঠে দু'হাতে চৌকাঠ ধরে ওপাশে ঝুলে পড়লাম, কর্ণেলকে ঠেকাতে মহিলাকে বলতে শুনলাম, 'ফ্রিৎজ, আগেরবারের মত তুমি আর করবে না বলে কথা দিয়েছিল, মনে রেখো! ওঁকে ছেড়ে দাও, দেখো, উনি এখানকার কথা কাউকে বলবেন না।'

'হটো এলিজা!' ও অনেক কিছু দেখেছে, আমাদের বারোটা না বাজিয়ে ও ছাড়বে না! হঠো! তফাৎ যাও!' বলে একধাক্কায় তাঁকে সরিয়ে কর্ণেল ছুটে এলেন, সেই বিশাল মাংসকাটা দা তুলে জানালার চৌকাঠে এক কোপ মারলেন। কোপ পড়ল আমার হাতের বুড়ো আঙ্গুলে, ওটা খসে পড়ল পাঞ্জা থেকে, প্রচণ্ড যন্ত্রণা সইতে না পেরে পড়ে গেলাম নীচে বাগানে। পড়েও হুঁশ ছিল তাই উঠে দাঁড়িয়ে ছুটলাম। কাটা আঙ্গুলের যন্ত্রণার হাত থেকে ছড়িয়ে পড়ছে মাথায়। ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে পড়ে গেলাম, রুমাল বের করে কোনওমতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে জ্ঞান হারালাম।

হুঁশ ফিরে এলে দেখি রাত শেষ হচ্ছে, একটুবাদেই ভোর হবে। অবাক হয়ে দেখি রাস্তার ধারে একটা ঝোপের মধ্যে পড়ে আছি, আশেপাশে বাগান বা সেই বাড়ি সব উধাও হয়ে গেছে। বাঁ হাতের আস্তিন রক্তে ভিজে লাল হয়ে আছে, রুমালে জড়ানো সেই ব্যাণ্ডেজও চোখে পড়ল। কোনও মতে উঠে টলতে টলতে স্টেশনে এলাম। ট্রেনে চেপে লণ্ডনে ফিরে এসেছি ছ'টার পরে। ট্রেনের গার্ড আমায় নিয়ে এলেন ডঃ ওয়াটসনের কাছে, উনি ফার্স্ট এইড দিয়ে নিয়ে এলেন আপনার কাছে।'

ভিক্টর হ্যাদার্লির কথা শেষ হতে হোমস শেলফ থেকে একটি মোটা খাতা বের করল, এমন অনেক খাতায় ও খবরের কাগজের নানা খবর, বিজ্ঞাপন, প্রবন্ধ আর টুকিটাকি কেটে নিয়ে সেঁটে রাখে আঠা দিয়ে।

'শুনুন, মিঃ হ্যাদার্লি, ওয়াটসন, তুমিও শোন,' সেই খাতায় একটা পাতা উল্টে পড়তে লাগল হোমস, 'আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে এই বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছিল, আমি কেটে রেখেছি।'

'এ মাসের ৯ তারিখে মিঃ জেরেমিয়া হেলিং হেজ তাঁর মালপত্র বেঁধে রাত ১০টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়েছেন। তাঁর আর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। মিঃ হেলিং পেশায় হাইড্রলিক এঞ্জিনিয়ার।'

'হা ঈশ্বর!' চেঁচিয়ে উঠল ভিক্টর, 'তাহলে তো সব মিলে যাচ্ছে! সেই অচেনা সুন্দরী মহিলা এঁর কথাই কর্ণেলকে বলছিলেন বোঝা যাচ্ছে!'

'ঠিক ধরেছেন, মিঃ হ্যাদার্লি,' সায় দিল হোমস, 'স্টার্ক লোকটা কর্ণেল হোক বা নাই হোক সে যে একটা মারাত্মক অপরাধী সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। নিজের স্বার্থে ও সব করতে পারে। এবার চলুন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাওয়া যাক, ওখান থেকে পুলিশ নিয়ে আইফোর্ড যাব।'

তিনঘন্টা বাদে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট তাঁর সাদা পোশাকের সহকারীকে নিয়ে হোমস আর আমি আইফোর্ডগামী ট্রেনে চাপলাম। বলতে ভুলে গেছি, মারাত্মক আহত অবস্থাকে উপেক্ষা করে ভিক্টর হ্যাদার্লিও আমাদের সঙ্গী হয়েছে। ট্রেনে উঠেই মিলিটারি ম্যাপ নিয়ে পড়েছেন ইন্সপেক্টর ব্র্যাডভোর্ড আর হোমস দুজনে।

'রিডিং এলাকায় একপাল জালিয়াত এসে আড্ডা গেড়েছে খবর পেয়েছি,' ব্রাডস্ট্রিট বললেন, 'ঐ কর্ণেল স্টাক নির্ঘাত সেই দলের পাণ্ডা।'

'ঠিক ধরেছেন,' সায় দিল হোমস, 'রূপোর আধ ক্রাউনে খাদ মেশানোর কাজটি সারতে হাইড্রলিক প্রেস লাগে। কোনও মেশিন খারাপ হয়েছিল তাই হাইড্রলিক এঞ্জিনিয়ার দরকার হয়েছিল।'

'সবকটাকে এবার খাঁচায় পুরবো,' আপনমনে বললেন ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট।

কিন্তু এতদূর এসেও সেই জালিয়াতদের ধরা গেল না, আইফোর্ডে ট্রেন থেকে নামতে দেখা গেল কাছেই কোথাও আগুন লেগেছে, গাছপালার আড়াল থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি আকাশে উঠছে।

'কোথাও আগুন লাগল মশাই?' স্টেশন মাস্টারকে প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট।

'ঠিক ধরেছেন, স্যার,' বললেন স্টেশন মাস্টার, 'শুনেছি কাল রাতে ডঃ বেচারের বাড়িতে আগুন লেগেছে, গোটা বাড়িটাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, বলতে পারেন এই ডঃ বেচার কি জার্মান?' জানতে চাইল ভিক্টর হ্যাদার্লি।

'না মশাই,' স্টেশন মাস্টার হাসলেন, 'ডঃ বেচার ষোল আনা ইংরেজ, তবে যতদূর শুনেছি ওঁর বাড়িতে এক বিদেশি ভদ্রলোক ছিলেন যাঁকে দেখলেই মনে হত পেটের রোগে ভোগেন।'

গাড়ি ভাড়া করে সবাই এসে পৌঁছোলাম ডঃ বেচারের বাড়িতে, সেখানে এসে ভিক্টর বলল এই সেই বাড়ি যেখানে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছে সে আগের রাতে। আহত অবস্থায় সে গোলাপ ঝোপে বেহুঁশ অবস্থায় রাত কাটিয়েছিল তাও সনাক্ত করল সে।

'ওদের বারোটা আপনিই বাজিয়েছেন মশাই,' ভিক্টর হ্যাদার্লির দিকে তাকাল হোমস, 'আপনি পালিয়ে যাবার পরে হাইড্রলিক প্রেসের পিস্টন এসে মেঝেতে রাখা ল্যাম্পটা গুঁড়িয়ে দেয় সে আওয়াজ আপনার কানেও গেছে। সেই ল্যাম্পের আগুন ধরে যায় প্রেসের কাঠের ফ্রেমে এবং সেখান থেকে বাড়ির বাকি অংশে। বাড়ির বাসিন্দারা সবাই তখন আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে দিশেহারা হয়ে, আগুন ওদের চোখে পড়েনি। আগুন আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে তারা পালিয়েছে বাড়ি ছেড়ে।

হোমসের ধারণা যে ঠিক স্থানীয় এক চাষীর কথায় তার প্রমাণ মিলল। লোকটি ভোরবেলায় দেখেছে একটা একঘোড়ার গাড়িতে চেপে কিছু লোক যাচ্ছে রিডিং এর দিকে, গাড়িতে অনেকগুলো ভারি বাক্সও ছিল।

বাড়িতে ঢুকে অনেক খোঁজাখুজি করে ওপরের একটা ঘরের জানালার কাছে এসে সবাই থমকে গেল, দেখা গেল সেখানকার চৌকাঠে পড়ে আছে কারও হাতের একটি কাটা বুড়ো আঙুল। দমকলের লোকেরা অনেক চেষ্টা করে আগুন নেভালেও বাড়ির ছাদ ধসে পড়ল বিকেলের দিকে। কিছু বাঁকাচোরা সিলিণ্ডার আর লোহার পাইপের কিছু টুকরো ছাড়া সেই হাইড্রলিক প্রেসের আর কোনও অংশের হদিশ পাওয়া গেল না, আগুনে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিটের অনুমানও ঠিক। দেখা গেল, বাড়ির বাইরের একটা জায়গায় খানাতল্লাশি চালিয়ে একগাদা নিকেল আর টিন পাওয়া গেল, কিন্তু ছাপানো জালমুদ্রার হদিশ মিলল না, বোঝা গেল স্থানীয় চাষীটি যেসব ভারি বাক্সের কথা বলেছিল সে সবই ভর্তি ছিল জাল মুদ্রায়।

বুড়ো আঙ্গুল খোয়ানোর পরে ভিক্টর হ্যাদার্লিকে বেঁহুশ অবস্থায় কে বাগানের ঝোপ থেকে বাড়ির বাইরে বড় রাস্তার একটি ঝোপে এনে শুইয়ে দিয়েছিল সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল বাগানের মাটি পরীক্ষা করে — দু'জোড়া পায়ের ছাপ ছিল সেখানে। একটি পুরুষের, অপরটি নারীর। অনুমান করলাম স্টার্কের সঙ্গি ডঃ ফার্গুসনেরই আসল পরিচয় হয়ত ডঃ বেচার, যিনি কোনও কারণে সবসময় মনমরা হয়ে থাকেন। মনমরা হলেও স্টার্কের মত নিষ্ঠুর তিনি অবশ্যই ছিলেন না, তাঁর মনও হয়ত এলিজা নামে সেই সুন্দরী মহিলার মতই ছিল নরম। বেহুঁশ ভিক্টর হ্যাদার্লিকে বাগানের ঝোপ থেকে ধরাধরি করে তিনি আর এলিজাই নিয়ে এসেছিলেন বাইরে। নৃশংস স্টার্কের হাত থেকে বাঁচাতে বড় রাস্তার ধারে ঝোপের ভেতর তাঁরাই তাকে শুইয়ে রেখেছিলেন।

'রোজগার করতে এসে পঞ্চাশ গিনি খোয়ালাম, মিঃ হোমস।' ফেরার পথে ট্রেনে যেতে যেতে ভিক্টর হ্যাদার্লি বলল, 'সেই সঙ্গে খোয়ালাম হাতের বুড়ো আঙ্গুল! আমার লাভ কি হল?'

'কেন, সাংঘাতিক বদলা নিয়েছেন,' মুখ টিপে হাসল হোমস, 'বদমাশদের আড্ডা, কাজ কারবার সব আগুনে পুড়িয়ে ছাই করেছেন যার ফলে ওরা এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে। আরও একটা জিনিস কুড়িয়েছেন তার নাম অভিজ্ঞতা, তার দামও কম নয়, এখানকার ঘটনা লিখে বাকি জীবনে প্রচুর টাকা কামাতে পারবেন।'

দশ

অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য নোবল ব্যাচেলর

এ ব্যথা কি যে ব্যথা অন্য জনে কি করে বুঝবে! একদা আফগান যুদ্ধে মিলিটারি ডাক্তারের চাকরি নিয়ে আহত হয়েছিলাম। হাসপাতালের সার্জন কাটাছেঁড়া করে বুলেট বের করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তার খোঁচা রয়ে গেল। মিলিটারির চাকরি ছেড়ে দিয়েছি কবে, তবু আজও একেক সময় সেই আফগান বুলেটের টাটানি আমার কাজকর্ম সব অচল করে দেয় তখন শুয়ে বসে থাকা ছাড়া কিছুই করার থাকে না।

তখনও হোমসের আস্তানাতেই দিব্যি আছি। একা বসে জমিয়ে রাখা রাজ্যের পুরোনো খবরের কাগজ আর চিঠিপত্র নিয়ে বসেছি এমন সময় আমার সেই পুরোনো ব্যথা ফের চাগাড় দিল। সকাল থেকে আবহাওয়া ভালই ছিল। দুপুরের পরে শুরু হয়েছে একনাগাড়ে বৃষ্টি। আর হপ্তাখানেক বাদে আমার বিয়ে তাই পুরোনো ব্যথার টাটানির মধ্যেও মনটা খুশি খুশি আছে। হোমসকে লেখা সেই চিঠির গাদার মধ্যে একখানা খাম আমার চোখে পড়ল, খামের ওপর ব্যক্তিগত মনোগ্রাম আর সীল চোখে পড়ার মত, একনজর তাকালেই বোঝা যায় চিঠি যিনি লিখেছেন তিনি শুধু ধনী নয়, সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান।

ঠিক তখনই বেড়িয়ে বাড়ি ফিরল হোমস, খামের মুখ ছিঁড়ে ভেতরের চিঠিতে চোখ বুলিয়ে বলল, 'আরে, এ যে দারুণ কেস! ওয়াটসন, হালে খবরের কাগজে লর্ড সেন্ট সাইমনের বিয়ের খবর পড়েছো?'

'নিশ্চয়ই,' মুখ তুলে বললাম, 'সে তো দারুণ ব্যাপার!'

'এ চিঠি তিনিই লিখেছেন, পড়ছি শোন।'

'প্রিয় মিঃ হোমস,

আমার বিয়ের ব্যাপারে আপনার পরামর্শ চাই। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের কথায় এ চিঠি লিখছি। আজ বিকেল চারটে নাগাদ অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখছি, হাতে অন্য কাজ যতই থাক সব বাতিল করবেন। ইতি — লর্ড সেন্ট সাইমন।'

'এখন ঠিক তিনটে,' আমি বললাম, 'হাতে আর একঘণ্টা সময়।'

'চিঠি লেখা হয়েছে গ্রসভেনর ম্যানসনে,' বলল হোমস, 'লর্ড সেন্ট সাইমন পালকের কলম দোয়াতে ডুবিয়ে বয়ান লিখেছেন। তারপর ভাঁজ করে খামে ভরার আগে নিজের ডানহাতের কড়ে আঙুলে কালি লাগিয়েছেন। দাঁড়াও, ওঁর বংশের ইতিহাসটা এই ফাঁকে একবার ঘেঁটে দেখি,' বলে লাল মলাটের একখানা মোটা খাতা ম্যান্টলপিস থেকে নামাল সে অনেকগুলো পাতা পরপর উল্টে এক জায়গায় থেমে বলল, 'পেয়েছি। ডিউক অফ বালমোরালের মেজো ছেলে লর্ড রবার্ট ওয়াল সিঙ্গার ডি ভেরে সেন্ট সাইমন। হুম। বয়স ৪১, হুঁম!, বিয়ের এই হল উপযুক্ত সময়। ওঁর বাবা ডিউক অফ বালমোরাল ছিলেন হোম সেক্রেটারি, ডিউক নিজে ছিলেন উপনিবেশ প্রশাসনের আণ্ডার সেক্রেটারি। শিরায় বাপের দিক থেকে প্ল্যান্টাজেনেট আর মায়ের দিক থেকে এসেছে টিউডর রক্ত। নাঃ, এর বেশি কিছু এখানে নেই। ওয়াটসন, এবার তুমি বলো খবরের কাগজে ওঁর সম্পর্কে কি ছাপা হয়েছে। সংক্ষেপে বলো।'

'প্রথম খবর বেড়োয় 'মর্নিং পোস্ট'-এ,' আমি বললাম, 'কয়েক হপ্তা আগে 'ব্যক্তিগত' কলমে চোখে পড়েছিল যার বয়ান এরকম। 'গুজব হল সত্যি' ডিউক বালমোরালের মেজোছেলে লর্ড রবার্ট সেন্ট সাইমনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকো নিবাসী মাননীয় অ্যালয়সিযাস ডোরাণের একমাত্র মেয়ে মিস হ্যাটি ডোরানের শুভবিবাহ অল্প কিছুদিনের মধ্যে সুসম্পন্ন হবে।'

'চমৎকার।' ফায়ারপ্লেসের আগুনের দিকে পা দুটো ছড়িয়ে হোমস বলল, 'দাঁড়ি কমা সব মনে রেখেছো। কিন্তু এ আবার বড্ড সংক্ষেপ হয়ে গেল ডাক্তার, আর কিছু নেই তোমার হাতে?'

কত চাই?' গাদা হাঁটকে একটা পুরোনো সাময়িকপত্র বের করলাম, 'এখানে আরেকটু বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে, মন দিয়ে শোন।'

'এতদিন বিয়ের ব্যাপারে উদার থাকায় সংকট দেখা দিচ্ছে, আমাদের দেশের অনেক জিনিস হাত ফেরতা হয়ে চলে যাচ্ছে বিদেশীদের হাতে, এক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ চালু করা দরকার। এমনই একটি ঘটনা শীগগির ঘটবে ডিউক অফ বালমোরালের পরিবারে, তাঁর মেজোছেলে লর্ড রবার্ট সেন্ট সাইমন চল্লিশ বছর পর্যন্ত ব্যাচেলার থাকার পরে বিয়ে করে সংসারী হবেন ঠিক করেছেন, ক্যালিফোর্নিয়ার কোটিপতি অ্যালয়সিয়াস ডোরানের একমাত্র কন্যা হ্যাটি ডোরানের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছে, বিয়েতে যৌতুকের অংক দাঁড়াবে কয়েক কোটি ডলার। লর্ড সেন্ট সাইমনের বর্তমান আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ, গত ক' বছর ওঁর বাবা ডিউক অফ বালমোরাল বাড়ির পুরোনো ছবি বিক্রি করে সংসার চালিয়েছেন। বার্চমুরে একফালি জমি ছাড়া লর্ড সাইমনের আর কোনও সম্পত্তি নেই। আমেরিকান কোটিপতির মেয়ে এই বিয়ের পরে রাতারাতি লেডি সাইমন হবেন ব্রিটেনের রাজ পরিবারের বৌ, টাকাকড়ির তুলনায় এই সম্মান কম দামি নয়!'

'ব্যস্?' হাই তুলল হোমস, 'শুধু এইটুকু?'

'রোস আরও আছে।' এই যে 'মর্নিং পোস্ট'-এ লিখেছে হ্যানোভার স্কোয়ারে সেন্ট জর্জেস গির্জেয় বিনা আড়ম্বরে ওঁদের বিয়ে হবে এবং যারা আমন্ত্রিত হবে তাঁদের সংখ্যা বারো ছাড়াবে না যারা লর্ড সাইমনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মিঃ অ্যালয়সিযাস ডোরান ল্যাংকাস্টার গেটে মিঃ অ্যালয়সিযাস ডোরানের সাজানো বাড়িতে পাত্র পাত্রী এসে উঠবে। তারপর আরও আছে, গত বুধবারের কাগজে বেরিয়েছে বিয়ে সুসম্পন্ন হয়েছে এবং পিটার্সফিল্ডের কাছে লর্ড ব্যাকওয়াটারের প্রাসাদে ওঁরা মধুচন্দ্রিমা কাটাতে যাবেন স্থির হয়েছে। কিন্তু আর আগেই কনে লেডি সেন্ট সাইমন পালিয়ে গেছেন বাড়ি ছেড়ে!'

'কি বলছ ওয়াটসন! ছড়ানো পা দুটো টেনে নিয়ে টান টান হয়ে বসল হোমস, 'হনিমুনের আগেই লেডি সেন্ট সাইমন বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন! এও কি সম্ভব?'

'অসম্ভব শোনালেও বাস্তবে তা সত্যিই ঘটেছে, হোমস, বিয়ের ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছিলেন তিনি সবার সঙ্গে, খাওয়া শেষ হবার আগেই উধাও হয়েছে। এসব ব্যাপার চাপা থাকে না, বড় ঘরের হলে ত কথাই নেই। সবাই ছি ছি করছে!'

'বিয়ের কনের পালিয়ে যাবার ঘটনা নতুন নয়,' বলল হোমস, 'অনেকে বিয়ের আগেই পালায়, আবার অনেকে হনিমুনের আগে পিঠটান দেয়। কিন্তু এ ব্যাপারে এখনই কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

'হ্যাঁ ভাই ওয়াটসন, তোমার গাদায় ঐ কেচ্ছার স্টক আর নেই?'

'এই তো একটা পেয়েছি,' পড়ছি শোন।

'সেন্ট জর্জেস গির্জায় লর্ড সেন্ট সাইমনের সঙ্গে হ্যাটি ডোরানের বিয়ে সুসম্পন্ন হয়েছে। পাত্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছ'জন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বিয়ের পরে গির্জে থেকে বেরিয়ে বর কনে ল্যাংকাস্টার গেটে কনের বাবা মিঃ ডোরানের বাড়িতে এসে ওঠেন। ঠিক তখনই ঘটে এক আশ্চর্য ঘটনা — মিস ফ্লোরা মিলার নামে এক মহিলা জোর করে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেন, বাধা দিতে গেলে জানান লর্ড সেন্ট সাইমনের ওপর তাঁর দাবি আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ মহিলা বাড়িতে ঢুকতে পারেন নি। বর কনে এর আগেই নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছিলেন। খাওয়া শেষ হবার আগেই কনে লেডি সেন্ট সাইমন শরীর খারাপ লাগছে বলে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়েন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মিঃ অ্যালয়সিয়াস ডোরান মেয়ে কেমন আছে দেখতে তাঁর ঘরে ঢোকেন, কিন্তু দেখেন ঘর ফাঁকা, ভেতরে কেউ নেই। লেডি সেন্ট সাইমনের ব্যক্তিগত পরিচালিকা জানায় লেডি অল্প কিছুক্ষণের জন্য তাঁর কামরায় ঢুকেছিলেন, অলস্টার আর বনেট বের করে আবার বেরিয়ে যান। বাড়ির দারোয়ানদের একজন বলেছে সুসজ্জিতা এক মহিলাকে সে বাড়ি থেকে ঐসময় বেরোতে দেখেছে ঠিকই কিন্তু তিনিই লেডি সেন্ট সাইমন কিনা সে বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়। অনেকক্ষণ কেটে যাবার পরেও কনে ফিরে না আসায় তাঁর বাবা আর পাত্র দুজনে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। যে মহিলা ঝামেলা পাকাতে এসেছিলেন সেই ফ্লোরা মিলারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে; অনেকেই সন্দেহ করছে এই রহস্যময় অন্তর্ধানের সঙ্গে মিস মিলার জড়িত।'

'এই ফ্লোরা মিলার সম্পর্কে আর কি লিখেছে?'

'অন্য একটা কাগজে ছোট একটা খবর আছে — 'অ্যালেগ্রো' হোটেলে উনি একসময় নাচতেন, এবং পাত্র লর্ড সেন্ট সাইমন ওর বিশেষ পরিচিত।' আর কোনও খবর নেই, সব তোমার হাতে।'

'কেসটা জব্বর হে, ওয়াটসন,' হোমসের গলা শুনে বুঝলাম সে ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট কৌতূহলী হয়ে উঠেছে. 'এ কেস আমি হাতছাড়া করছি না। চারটে বেজেছে, নীচে ঘণ্টা বাজছে, আশা করি লর্ডসাহেব এসে গেছেন। না ওয়াটসন, পালিয়ো না, আমার একজন সাক্ষি দরকার, তাই আমাদের কথাবার্তার সময় তোমায় এখানে থাকতে হবে।'

'লর্ড রবার্ট সেন্ট সাইমন এসেছেন, স্যার,' বলে ছোকরা চাকর দরজার পাল্লা খুলে দিতেই ভেতরে যিনি ঢুকলেন তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত আভিজাত্যে মোড়া। মাত্র একচল্লিশেই ঝুঁকে হাঁটার অভ্যাস ধরেছে যার ফলে বুড়োটে দেখায়। রগের চুল সামান্য পেকেছে। টুপি হাতে নিয়ে ডানহাতে প্যাশনে চশমা দোলাতে দোলাতে বললেন, 'মিঃ হোমস, আমার মত খানদানী মক্কেল হয়ত আগে আপনার কাছে কেউ আসেনি।'

'কি বললেন, খানদানী? ভুল করলেন মিঃ লর্ড, আপনার হয়ত জানা নেই, একদা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাজাও মক্কেল হয়ে এই ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন।' গলা শুনেই আঁচ করলাম লর্ডের কথার ধরনে হোমস বেশ চটে গেছে।

'বলছেন কি, মিঃ হোমস, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাজা?' লর্ডসাহেব চমকে উঠলেন, 'তাঁর স্ত্রীও কি নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন?'

'মাফ করবেন, মিঃ লর্ড, মক্কেলের সবরকম গোপনীয়তা রক্ষা করা আমার পেশার অঙ্গ, এ ব্যাপারে আপনার কৌতূহল আমি চরিতার্থ করতে পারব না।'

'সে তো বটেই। একশোবার। এক ওতো খেয়েই মিইয়ে গেলেন লর্ডসাহেব, 'আমার নিজের কেস এর ব্যাপারে আগেই বলে রাখছি, আপনার কাজে লাগতে পারে এমন সবরকম খবরই যোগাতে পারব আপনার,' বলে আমার দিকে তাকালেন তিনি, ইশারায় বললেন, 'আমাদের কথাবার্তার মধ্যে এর থাকার কি আদৌ দরকার আছে, মিঃ হোমস?'

'নিশ্চয়ই।' জোর গলায় বলল হোমস,' উনি পেশায় চিকিৎসক হলেও আমার বন্ধু ও পুরোনো সহযোগী, আমার অনুপস্থিতিতে আপনার ওর নির্দেশ মেনেও চলতে হতে পারে।' বলে হোমস তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'এ পর্যন্ত খবরের কাগজে আপনার বিয়ে থেকে শুরু করে স্ত্রীর উধাও হবার ব্যাপারে যা যা খবর ছাপা হয়েছে, সব ঠিক তো, মিঃ লর্ড?' প্রশ্ন করে যেসব পুরোনো খবরের কাগজ খানিক আগে পড়ে শুনিয়েছি সেগুলো একটার পর একটা তাকে দেখাল হোমস।

'হ্যাঁ, এসব খবরের সত্যতা আমি মেনে নিচ্ছি,' খবরগুলো খুঁটিয়ে পড়ে জবাব দিলেন লর্ড সেন্ট সাইমন।

এবার আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিন মিঃ লর্ড,' বিনয়ের সুরে বলল হোমস, 'মিস হ্যাটি ডোরানকে কবে কোথায় প্রথম দেখেন?'

'আন্দাজ বছরখানেক আগে, সানফ্রান্সিসকোয়, ঐ সময় যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হয়েছিল।'

'আলাপ পরিচয়ের পরে ঐখানেই বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন?'

'না, তখনই অতদূর এগোইনি, শুধু দুজনেই দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, হ্যাটি আমার প্রস্তাবে বন্ধুত্বে বাঁধনে বেঁধেছিল মিঃ হোমস, অন্তত তখন আমার তাই মনে হয়েছিল, তাই ওর এই আচরণে বড্ড ব্যথা পেয়েছি।'

'আপনার শ্বশুর এত টাকার মালিক কিভাবে হলেন?'

'খনির কারবার করে, মিঃ হোমস, হ্যাটির বাবা আলমসিয়ায় ... নার খনি খুঁজে পান। এবার বুঝতেই পারছেন কিভাবে তিনি কোটিপতি হয়েছেন। অথচ কয়েক বছর আগেও ওর অবস্থা ছিল খুব সাধারণ, টাকাকড়ি বলতে গেলে কিছুই ছিল না।'

'আপনার স্ত্রী হ্যাটি কি ধাচের মেয়ে খুলে বলুন।'

'আমার স্ত্রী খুব ছোট থাকতেই দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে আর পাহাড়ে ওর বাবার সঙ্গে কাটিয়েছেন, তখন ওর বাবার পয়সাকড়ি বলতে কিছুই ছিল না। আবেগের ব্যাপারে ওকে আগ্নেয়গিরি বললেও ভুল বলা হবে না। এইসব মেয়েদের আমাদের দেশে বলে 'টম বয়' বা মেয়ে মেয়ে। আসলে ওরা যেমন স্বাধীনচেতা তেমনই দুর্দান্ত প্রকৃতির হয়। আমাদের এই সংস্কার আবদ্ধ দেশে এমন মেয়ে বড় একটা চোখে পড়ে না, তবু বলতে বাধা নেই, ভেতরে আভিজাত্য চোখে পড়েছিল বলেই আমি ওকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে এগিয়ে এসেছিলাম।'

'স্ত্রীর ফোটো এনেছেন।'

'এই যে,' বলে একটা লকেট খুলে এগিয়ে দিলেন লর্ড সেন্ট সাইমন। ফোটো নয়, হাতির দাঁতের ওপর সূক্ষ্মহাতে আঁকা মিনিয়েচার একনজর তাকালেই বোঝা যায় হ্যাটি ডোরান দেখতে মেয়ে হলেও অপার রূপমাধুরীর অধিকারিণী। খানিকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে লকেটটা ফেরত দিল হোমস।

'বিয়ের কথাবার্তা পাকা হল কোথায় মিঃ লর্ড?'

'হ্যাটির বাবা ওকে লণ্ডনে নিয়ে আসেন, তখন নতুন করে আমাদের মেলামেশা শুরু হল, তারপর একদিন বিয়ের প্রস্তাব দিতে ও রাজী হল, বিয়েও হয়ে গেল, তারপর কি হল সবই তো জানেন - -'

'বিয়ের আগের দিন ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, হয়েছিল।'

'মনমেজাজ কেমন ছিল?'

'খুব ভাল।'

'বিয়ের দিন মেজাজ কেমন ছিল?'

'গির্জার অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে পর্যন্ত খুব তাজা আর চনমনে ছিল,' আমতা আমতা করে বললেন লর্ড, 'তারপরেই —'

'সংকোচ শিকেয় তুলে যা হয়েছিল খুলে বলুন দয়া করে!'

'বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হবার পরে ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে হ্যাটি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল পাদ্রির দিকে, আচমকা ওর হাত থেকে তোড়াটা পড়ে গেল। একটি অচেনা লোক সঙ্গে সঙ্গে সেটা কুড়িয়ে আবার ওর হাতে দিল। তখন থেকেই ওর মেজাজ বিগড়েছিল এটা লক্ষ্য করেছিলাম, আমার প্রশ্নের জবাবে এমন একটা উত্তর দিল যার মানে হয় না।'

'যে ভদ্রলোক তোড়াটা কুড়িয়ে আপনার স্ত্রীর হাতে দিলেন তিনি কি আপনার ঘনিষ্ঠ কেউ?'

'না, মিঃ হোমস, তাঁকে আমি আগে দেখিনি, বাইরের লোক। গির্জা খোলা থাকলে বাইরের লোক এসে জুটতেই পারে, আপনি তাদের বাধা দিতে পারেন না।'

'বুঝলাম, তারপর গির্জা থেকে বাড়ি ফেরার পরে কি ঘটল, আপনার স্ত্রী বাড়িতে ফিরে কি করলেন?'

'দেশ থেকে এক কাজের মেয়ে আমার শ্বশুর নিয়ে এসেছেন, হ্যাটিকে দেখলাম তার সঙ্গে খুব বকবক করছেন।'

'কি বলছিলেন, মনে পড়ে?'

'বেশ মনে পড়ে, মিঃ হোমস, ক্যালিফোর্ণিয়ার গাঁইয়া ইংরেজিতে হ্যাটি ওর পুরোনো কাজের লোককে কিছু বলছিল, হঠাৎ বলে বসল 'জাম্পিং এ ক্লেইম!' ব্যস শুধু এইটুকু মনে আছে, মিঃ হোমস আর কিছু নয়।'

'কথাটার অর্থ কি?'

'অনেক অর্থ হয় তবে এ নিয়ে তখন মাথা ঘামাইনি।'

'তারপর আপনার স্ত্রী কি করলেন?'

'ব্রেকফাস্ট টেবিলে চলে এল।'

'আপনার হাত ধরে?'

'না, একা। তারপর বড় জোর মিনিট দশেক সেখানে ছিল। তারপর হঠাৎ শরীর খারাপ লাগছে বলে উঠে পড়ল, আপন মনে বকবক করতে করতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তারপর আর সে ফিরে আসেনি।'

'আপনার স্ত্রী দেশ থেকে যে কাজের মেয়েটিকে নিয়ে এসেছেন তার নাম কি?'

'অ্যালিস, মিঃ হোমস। কাজের লোক হলেও তার মেজাজ, কথাবার্তা ঠিক বাড়ির লোকের মত। আমার স্ত্রী আর তার বাবার লাই পেয়েই এত বাড় বেড়েছে, এখানে আমাদের দেশে এসব চোখে পড়ে না।'

'মিঃ লর্ড, অ্যালিস পুলিশকে বলেছে আপনার স্ত্রীকে অলস্টার আর বনেট নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে।'

'জানি, মিঃ হোমস,' মিঃ লর্ড সায় দিলেন। 'এরপরে হাইড পার্কে আমার স্ত্রীকে ফ্লোরা মিলারের সঙ্গে হাঁটতে অনেকেই দেখেছে। এ সেই ফ্লোরা মিলার যে আমার বিয়ের পরে জোর করে ঢুকতে চেয়েছিল আমার বাড়িতে।'

'প্রসঙ্গটা নিজেই যখন তুললেন মিঃ লর্ড তখন একটা প্রশ্নের সাফ জবাব দিন, এই ফ্লোরা মিলারের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ঠিক কোন পর্যায়ের?'

'ফ্লোরা মিলার?' হোমসের প্রশ্নে যে অপমানিত বোধ করেছেন তা মিঃ লর্ডের ভুরু কোঁচকানো আর ঘাড় বাঁকানোতেই মালুম হল, 'বলতে পারেন উনি আমার বান্ধবী, বছর কয়েক আগে পরিচয়। কিন্তু জানেন তো মিঃ হোমস, মেয়েরা সবসময় পুরুষদের ঘাড়ে ওঠার ফিকির খোঁজে। এই ফ্লোরা মিলারের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে শুনে এমন সব চিঠি লিখতে শুরু করল যা পড়লে বোঝা যায় সে আমায় হুমকি দিচ্ছে। সত্যি বলতে কি, পাছে গির্জার ভেতরে ঢুকে ঐ ধরনের মেয়েমানুষ ফ্লোরা ঢুকে কেলেংকারি বাধায় এই ভেবেই আমি খুব অল্প লোক ডেকে অল্প আয়োজনে বিয়েটা সারতে চেয়েছিলাম। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িতে ঢোকার মুখে ফ্লোরা এসে হুজ্জুতি শুরু করল, ওকেও ভেতরে যেতে দিতে হবে। আমাকে তো বটেই, এমন কি আমার স্ত্রীকেও যা তা গালিগালাজ করেছে। বরং আমার দারোয়ানেরা ওকে ঢুকতে দেয়নি। আর ভেতরে ঢুকলে কি হত জানি না। তবে পুলিশ পাড়া মাথায় করেছে ... না দেখেই ও কেটে পড়েছে এটা ঠিক।'

'ওর চেঁচামেচি আপনার স্ত্রীর কানে গেছে?'

'না মিঃ হোমস, সেইটুকুই যা বাঁচোয়া।'

'অথচ তার পরেও বলছেন পরে ওদের দু'জনকে পাশাপাশি হাঁটতে দেখেছেন হাইড পার্কে?'

'হ্যাঁ। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ লেসট্রেডের মতে এই ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফ্লোরা ষড়যন্ত্র করে আমার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে গেছে, তারপর তাকে কোনও ভয় করে ফাঁদে ফেলার মতলব এঁটেছে।'

'হ্যাঁ, এই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

'তাহলে আপনিও ঐরকম কিছু ঘটেছে সন্দেহ করছেন?'

'সম্ভাবনা থাকতে পারে একথা আমি বলিনি। আচ্ছা, আপনার নিজের ... ধারণাই বলুন, আপনার কি ধারণা ফ্লোরা আপনার স্ত্রীকে খুন করেছে?'

'কখনোই না,' জোর দিয়ে বললেন লর্ড সেন্ট সাইমন, 'একটা মাছি মারতে যার হাত ওঠে না সে খুনখারাপির আশ্রয় নিতে পারে বলে আমি মনে করি না।'

'তাহলেও মেয়েদের ঈর্ষা কি ভয়ানক তা জানেন মিঃ লর্ড, ঈর্ষার বশে মানুষ, বিশেষত মেয়েমানুষ করতে পারে না এমন কাজ নেই। যাক, ঘটনা সম্পর্কে একটা ধারণা আপনার নিজের মনেও আশা করি গড়ে উঠেছে, সেটা জানালেও বাধিত হব।'

'ভাল কথা বলেছেন মিঃ হোমস।'

'হ্যাঁ, থিওরি বলুন, সম্ভাবনা বলুন, একটা বক্তব্য আমার মাথার ভেতরেও ঘোরাফেরা করছে মিঃ হোমস, আমার স্ত্রী কোটিপতির মেয়ে হতে পারেন, কিন্তু আমার মত অভিজাত ঘরের বৌ হওয়া তার কাছে নিছকই স্বপ্ন। বাগ্দত্তা লেডি হবার ফলে ওর সামাজিক প্রতিপত্তি, যশ এসবও বেড়েছে, কিন্তু মনের দিক থেকে এসব অর্জন করার মত প্রস্তুতি হয়ত তার ছিল না, তাই মাথা ঠিক রাখতে পারেননি। এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত ধারণা, শুধু আপনাকেই বিশ্বাস করে বললাম।'

'কোন সম্ভাবনাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না,' মুখ টিপে হাসল হোমস, 'আপনার নিজেরটাও না। আচ্ছা, মিঃ লর্ড, আরেকটা প্রশ্ন। ব্রেকফাস্ট টেবিলে যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে কি জানালার বাইরে কিছু চোখে পড়েছিল?'

'পড়েছিল, মিঃ হোমস, যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে জানালার বাইরের রাস্তার ওপার আর পার্ক, এ দুটো পরিস্কার দেখা যাচ্ছিল মনে আছে।'

'ঠিকই বলেছেন, মিঃ লর্ড, অজস্র ধন্যবাদ। আচ্ছা, আপনাকে আর আটকে রাখব না, এবার আপনি যেতে পারেন, শীগগিরই আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'আমার সমস্যা সমাধান করতে পারবেন তো?' বলতে বলতে লর্ড সাইমন উঠে দাঁড়ালেন।

'তা যদি বলেন মিঃ লর্ড তো সবিনয়ে জানাই রহস্যের সমাধান আমি করে ফেলেছি।'

'তাই না কি? তাহলে বলুন আমার স্ত্রী কোথায়?'

'এ প্রশ্নের জবাব এই মুহূর্তে এককথায় দেওয়া যাবে না, মিঃ লর্ড। একটু ধৈর্য ধরুন, আমি খোলসা করে আপনাকে সব জানাব।'

'আমার এতদূর আসাই সার হল,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মিঃ লর্ড, 'এই সমস্যা এত জটিল যে তা সমাধান করার মত বুদ্ধি আপনার বা আমার কারও মাথায় নেই।' আচ্ছা, এবার তাহলে আসছি। সেকেলে রাজা রাজড়াদের ঢংয়ে ঘাড় হেঁট করে কুর্ণিশ করে বিদায় নিলেন লর্ড সেন্ট সাইমন।

'নাঃ, মিঃ লর্ড ওঁর নিজের বুদ্ধির পাশে আমার বুদ্ধিকে ঠাঁই দেবেন এ যে ভাবাই যায় না! এত নাইটহুড পাবার মত ব্যাপার। তাই বলো ওয়াটসন, আমার বুদ্ধির রাতারাতি উন্নতি হয়েছে বলেই মেজাজটা হঠাৎ খোলতাই লাগছে, রাজা রাজড়াদের মত। না, অনেক পাইপ খেয়েছি, এখন আর পাইপ নয়, বের করো তোমার কড়া চুরুটের বাক্স, তারপর গ্লাস নামাও কাবার্ড থেকে, এইবেলা সোডা দিয়ে একটু হুইস্কি হয়ে যাক দু'জনে, শুধু তুমি আর আমি আর কেউ নয়! সত্যি বলছি, ওয়াটসন, মিঃ লর্ড এখানে পায়ের ধুলো দেবার আগেই রহস্য সমাধান করে ফেলেছি আমি!'

'মিঃ হোমস, আছেন? দরজায় নক করে যিনি ঢুকলেন তিনি আমাদের যত ঘনিষ্ঠই হোন না কেন, এই মুহূর্তে তাঁকে আমরা আশা করিনি।'

'আসুন লেসট্রেড, খুব ভাল সময় এসেছেন মশাই, একখানা গ্লাস নিয়ে আপনিও বসে পড়ুন। ওয়াটসন, আরেকটা গ্লাস বের করো, আমাদের ইন্সপেক্টর সাহেবকেও একটু স্কচ দাও।'

'বেশ মৌজে আছেন দেখছি,' লেসট্রেডের ভেতরের আক্ষেপ চাপা রইল না, 'এদিকে যত ফালতু ভোগান্তি সব পোয়াতে হচ্ছে একা আমায়!'

জাহাজের নাবিকদের মত একখানা মোটা জ্যাকেট গায়ে চাপিয়েছেন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর লেসট্রেড, গলায় জড়িয়েছেন ক্র্যাভাট, হাতে একখানা বড় ক্যানভাসের ব্যাগ। হোমসের পাশে বসে একটা কড়া চুরুট ধরালেন লেসট্রেড।

'ব্যাপার কি, লেসট্রেড? মুচকি হাসল হোমস, 'এত মনমরা দেখাচ্ছে কেন? মুখ কালো করে থাকার মত পুলিশ অফিসার তো আপনি নন।'

'মনমরা কি আর সাধে হয়, মিঃ হোমস,' চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে স্কচে আলতো চুমুক দিলেন লেসট্রেড, লর্ড সেন্ট সাইমনের বৌ পালানোর এই যাচ্ছেতাই কেসটা এসে পড়েছে আমারই কাঁধে। তদন্তে নেমে ল্যাজামুড়ো কোনটারই হদিশ পাচ্ছি না। যেখানে যত ক্লু পাচ্ছি সব আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আজ সকাল থেকে শুধু এই করে বেড়াচ্ছি!'

'আপনার গা এত ঠাণ্ডা কেন, লেসট্রেডের হাতে হাত রাখল হোমস, 'জলে নেমেছিলেন নাকি?'

'একরকম তাই,' লেসট্রেডের হাসি করুণ দেখাল, 'লেডি সেন্ট সাইমনের লাশের খোঁজে সার্পেন্টাইনে জাল ফেলেছিলাম।'

'বলছেন কি!' গ্লাসের তলানিটুকু গলায় ঢেলে হোমস হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে আর কি। 'শুধু সার্পেনস্টাইন কেন, ট্রাফালগার স্কোয়ারের ফোয়ারার জলেও জাল ফেলতে পারতেন!'

'তার মানে?'

'মানে একটাই,' সার্পেন্টাইনে লাশ পাওয়া গেলে ওখানেও তার হদিশ মিলবে!'

'হাসছেন মিঃ হোমস! দেখুন, এগুলো জলে ভাসছিল, তদন্তের কাজে লাগবে বলে তুলে এনেছি।' বলে ক্যানভাসের ব্যাগ খুলে ভেতর থেকে জলে ভেজা কনের বিয়ের রেশমি পোশাক, একজোড়া সাদা সাটিনের জুতো, রেশমি ওড়না, কনের হাতের ফুলের মালা, এমন কি একটা বিয়ের আংটিও বের করে হোমসের সামনে টেবিলের ওপর রাখলেন।

'আরও আছে, এই দেখুন,' এক চিলতে কাগজ বের ক'রে হোমসের হাতে দিলেন লেসট্রেড। 'এতে লেখা আছে —

সবাই তৈরি হলে দেখা করো। এই মুহূর্তে চলে এসো। — এফ এইচ এম।'

'কনের পোশাকের পকেটে এই কাগজটা ছিল, মিঃ হোমস,' বললেন লেসট্রেড, 'কাগজে ফ্লোরা মিলারের সইও আছে, আশা করি দেখেছেন। এ চিঠির বয়ান পড়লে যে কেউ আঁচ করতে পারবে ফ্লোরা মিলারই তার অনুগত লোকদের দিয়ে লেডি সেন্ট সাইমনকে কায়দা করে তাঁর বাপের বাড়ি থেকে বের করে এনে খুন করিয়েছে। এই সই যে স্বয়ং ফ্লোরা মিলারের সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত, এই তো চিঠির নীচে ওর নিজের হাতের সইও আছে। ফ্লোরা আগেই সবার চোখ এড়িয়ে গির্জেয় ঢুকে অপেক্ষা করেছিল, লেডি ভেতরে ঢোকার পরে তাঁর হাতে এটা দিয়ে সে বেরিয়ে আসে গির্জা থেকে।'

'সাবাশ, লেসট্রেস!' তারিফ করছে মনে হলেও আমি জানি এটা আসলে হোমসের বিদ্রূপ, 'খানিক আগে লর্ড সেন্ট সাইমন নিজে পায়ের ধুলো দিয়েছেন এখানে। উনি থাকতে থাকতে এখানে যদি আসতে পারতেন ভাল হত, ওঁর সামনে আপনার থিয়োরির তারিফ করতাম তাহলে।'

'লর্ড সেন্ট সাইমন নিজে এসেছিলেন আপনার কাছে?'

'সেই কথাই বলছি,' মুচকি হাসল হোমস, 'আপনার এই অভিনব থিওরি শুনলে উনি যে খুব খুশি হবেন সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ আমার মনে নেই।'

'এই ঘটনা সম্পর্কে ওঁর নিজের ধারণা কি জানাতে পারি?'

'থিওরির দিক থেকে লর্ড সেন্ট সাইমনের জায়গা আপনার ঠিক পাশেই, লেসট্রেড, ওঁর স্ত্রীর উধাও হবার সঙ্গে ফ্লোরা মিলার জড়িত এটা উনিও বিশ্বাস করেন।'

'কনের পোশাকের পকেটে যে কাগজ ছিল সেটা একবার দেবে, লেসট্রেড?' হাত বাড়াল হোমস। লেসট্রেড কিছু না বলে কাগজের টুকরোটা দিতে হোমস তার উল্টোপিঠ খুঁটিয়ে পড়তে লাগল।

'ওটা তো উল্টো দিক,' চাপা গলায় ধমক দিলেন লেসট্রেড, 'ওখানে অত কি দেখছেন?'

'এপিঠে একটা ছোট হিসেব আছে, সেটা দেখছি।'

'সেত আমিও দেখেছি, মিঃ হোমস।' কাগজটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে পড়তে লাগলেন, এখানে তারিখ লিখেছে, ৪ঠা অক্টোবর। ঘর ভাড়া ৮ শিলিং, ব্রেকফাস্ট ২ শিলিং ৬ পেন্স, ককটেল ১ শিলিং, লাঞ্চ ২ শিলিং ৬ পেন্স, শেরি ৮ পেন্স। এর মধ্যে এত খুঁটিয়ে দেখার কি আছে, মশাই?'

'বাইরে থেকে সাধারণ চোখে দেখলে মনে হয় কিছুই নেই, অথচ আমার কাছে এটা খুবই দামি, লেসট্রেড। তবে হ্যাঁ, উল্টোপিঠে যে তিনটে হরফ আপনি যোগাড় করেছেন তাও কম দামি নয়।'

'নাঃ, অনেকক্ষণ বসেছি, এবার উঠতে হবে। মিঃ হোমস, আমি সরকারি ডিটেকটিভ, হাটে মাঠে গায়ের ঘাম ঝরিয়ে তদন্ত করতে ভালবাসি, আজ তাহলে এগোলাম, দেখা যাক আপনার

'মাপ চাইবার কোনও দরকার আছে বলে মনে হচ্ছে না,' রাগ রাগ গলায় জবাব দিলেন লর্ডসাহেব।

'সবকিছুর জন্য আমিই দায়ী, মেনে নিচ্ছি,' মিসেস মুল্টন বললেন, 'চলে যাবার আগে তোমাকে সব জানানো আমার কর্তব্য ছিল। কিন্তু বিশ্বাস করো রবার্ট, ফ্র্যাংককে গির্জায় দেখে এত উত্তেজিত হয়েছিলাম যে কি উচিত ভুলে গিয়েছিলাম। আমার মাথা ঘুরে উঠেছিল, আরেকটু হলেই পড়ে যেতাম।'

'মিসেস মুল্টন,' হোমস বলল, 'আমাদের সামনে সবকিছু বলতে হয়ত আপনার সংকোচ হচ্ছে। বেশ, আমরা কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যাচ্ছি, সেই ফাঁকে আপনারা মন খুলে কথাবার্তা যা বলার বলে নিন।'

'না না বলার সবার সামনেই বলব।' মিসেস মুল্টন শুরু করলেন, '১৮৮১ সালের ঘটনা। আমার বাবা তখন রকি মাউন্টেনের কাছে সোনার খনি খুঁড়ে বেড়াচ্ছেন, ঐ সময় ফ্র্যাংকের সঙ্গে আমার পরিচয়, কিছুদিন মেলামেশার পরে আমরা বিয়ে করে ঘর বাঁধার সিদ্ধান্ত নিলাম। এর মাঝে আমার বাবা সোনার খনির মালিক হলেন, ফ্র্যাংকের আর্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। বাবা তখন কোটিপতি তাই গরীব পাত্রের সঙ্গে আমার বিয়েতে মত দিলেন না, আমায় নিয়ে চলে এলেন সানফ্রান্সিসকোতে। ঐখানে দুজনে লুকিয়ে বিয়ে করলাম। ফ্র্যাংক বলল সৌভাগ্যের মুখ দেখার আগে বিয়ের কথা ও গোপন রাখবে কাউকে জানাবে না যে আমরা দুজনে স্বামী স্ত্রী। আমিও তাতে রাজি হলাম।

এরপরে ফ্র্যাংক ফিরে গেল খনির খোঁজে পাহাড়ে, আমি বাবার কাছে চলে এলাম। কিছুদিন বাদে খবরের কাগজে পড়ে জানলাম অ্যাপাচে রেড ইন্ডিয়ান দলের হাতে ফ্র্যাংক মারা গেছে।

শোকতাপে মন মানেনি, তাই ওর পথ চেয়ে বসে ছিলাম। পুরো একটি বছর এইভাবে কেটে যাবার পরে ধরে নিলাম ফ্র্যাংক হয়ত সত্যিই মারা গেছে। শোকে চরম মানসিক আঘাতে আমার শরীর আর মন দুটোই ভেঙে পড়ল। বাবা সব ডাক্তারদের দিয়ে আমার চিকিৎসা করাতে লাগলেন। আরও কিছুদিন কাটার পরে লর্ড সেন্ট সাইমন এলেন সানফ্রান্সিসকোয়, ওঁর সঙ্গে পরিচয় হবার পরে মনে হল এবার নতুন করে জীবন শুরু করব। কিন্তু ঈশ্বর আমার মনের কথা ভেবে নিশ্চয়ই নীরবে হেসেছিলেন।

বাবার সঙ্গে লন্ডনে আসার পরে লর্ড সেন্ট সাইমনের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হল। বিয়ের দিন বরের হাত ধরে গির্জার বেদিতে উঠতে যাব এমন সময় ফ্র্যাংককে দেখতে পেলাম বেদিতে ওঠার সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মাথা ঘুরে উঠল, শরীর টলতে লাগল, পড়ে যেতে যেতে বহুকষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। ফ্র্যাংক একটা কাগজে কি লিখল, আঁচ করলাম আমাকে কিছু ও বলতে চাইছে। বেদিতে ওঠার সময় ইচ্ছে করেই ফুলের তোড়াটা ফেলে দিলাম, ফ্র্যাংক তোড়াটা তুলে দিল, সেই ফাঁকে কাগজটাও গুঁজে দিল আমার হাতে। সবার চোখ এড়িয়ে কাগজে চোখ বুলিয়ে দেখি সেটা একটা চিঠি, কোথায় ওর সঙ্গে দেখা করব তার নির্দেশ। বলতে বাধা নেই, এতদিন বাদে দেখা হবার পরে ফ্র্যাংকের সেই নির্দেশ এড়িয়ে যেতে পারলাম না। গির্জা থেকে বাড়ি ফিরে আমার কাজের লোক অ্যালিসকে সব খুলে বললাম, বনেট আর অলস্টার নিয়ে পালিয়ে যাবার আগে হুঁশিয়ার করে দিলাম এসব কথা যেন কিছুদিন গোপন রাখে। লর্ড সেন্ট সাইমনকে যাবার আগে সব বলব ভেবেছিলাম কিন্তু উনি তখন ব্রেকফাস্ট টেবিলে, সেখানে আরও পাঁচজনের সামনে ইচ্ছে করেই মুখ খুললাম না। এই হল ব্যাপার। আবার বলছি, যা কিছু ঘটেছে তার জন্য আমি ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। ফ্র্যাংককে নিয়ে আমি আগামীকাল প্যারিস চলে যাচ্ছি। যাবার আগে রবার্ট আবার মাফ চাইছি তোমার কাছে।' হাতজোড় করে মিসেস মুল্টন মিনতি করলেন লর্ড সেন্ট সাইমনকে।

কিন্তু লর্ড সাহেব নাচার, সাফ জানালেন এসব কেচ্ছা নিয়ে আমাদের মত বাইরের লোকেদের সামনে তিনি একটি কথাও বলবেন না।

'দোহাই রবার্ট,' মিসেস মুল্টনের মিনতি ভরা গলা আবার কানে এল, 'আমায় মাফ করতে না চাও কোর না, কিন্তু শেষবারের মত আমার সঙ্গে একবার হ্যাণ্ডশেক অন্তত করো সবার সামনে।'

'বেশ, এত করে যখন বলছ তখন এটুকু দয়া তোমাকে দেখাতে আমার আপত্তি নেই? নির্লজ্জের মত মন্তব্য করে লর্ড সেন্ট সাইমন এতক্ষণে হাত বাড়িয়ে দিলেন মিসেস মুল্টনের দিকে।

'মিঃ লর্ড,' হোমস বলল, 'আমাদের সঙ্গে আজ রাতের খাবার এখানেই খেয়ে যাবার অনুরোধ করছি।'

'দুঃখিত, মিঃ হোমস,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন লর্ড সেন্ট সাইমন, 'ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত ভালোয় ভালোয় মিটতে দিয়েছি বলে ভাববেন না নিজের দুঃখে এদের সঙ্গে বসে ভোজ খাব। গুডনাইট, মিঃ হোমস।' বলে দম দেয়া পুতুলের মত পা ফেলে লর্ডসাহেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

'আমাদের লর্ডসাহেব রেগে গেলেও আমার কিছু করার নেই,' হোমস মিঃ ফ্রান্সিস হে মুল্টনের দিকে তাকাল, 'উনি নিজে বোকামি করেছেন বলে আমার ভুগতে যাব কেন? আসুন, আর দেরি না করে খেতে বসা যাক।'

'হ্যাটির সঙ্গে কোথাকার কোন লর্ডের আবার বিয়ে হচ্ছে এই জাতীয় একটা খবর কাগজে পড়েই চমকে উঠেছিলাম,' বলতে বলতে চেয়ার টেনে খেতে বসলেন মিঃ মুল্টন, 'গির্জার ঠিকানা খবরে ছিল বলে সোজা সেখানেই হাজির হয়েছিলাম।'

'বাড়ি থেকে চলে আসার আগে রবার্টকে কিছু বলতে পারিনি বটে,' মিসেস মুল্টন মুখ টিপে হাসলেন, 'তবে বাবাকে লিখে এসেছিলাম, 'মরিনি, আমি বেঁচে আছি।' তারপর ফ্র্যাংক আমার বিয়ের পোশাক আর আংটি সব নিয়ে সার্পেন্টাইনের জলে ফেলে এল। তারপরেই মিঃ হোমস এসে হাজির হলেন আমাদের বাড়িতে, ঠিকানা কোথা থেকে পেলেন উনিই জানেন।'

মিঃ আর মিসেস মুল্টন খেয়েদেয়ে চলে যাবার পরে ইন্সপেক্টর লেসট্রেড আর আমাকে বোঝাল হোমস, 'ভদ্রমহিলা গোড়ায় বিয়েতে রাজি হলেন, বিয়ে করলেনও তারপরেই গির্জে থেকে ফিরে কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে গেলেন বাড়ি ছেড়ে, এই দুটো ব্যাপার গোড়াতেই আমায় ভাবিয়েছিল। বিয়ের পরে মনে হতাশা জাগার সম্ভাব্য কারণ কি হতে পারে ভাবতে লাগলাম। তারপরে যখন জানলাম গির্জায় ওঁর হাতের ফুলের তোড়া পড়ে গিয়েছিল আর অচেনা একজন লোক তা তুলে দিয়েছিল তখনই সন্দেহ দানা বাঁধল মনে। আরও জানলাম গির্জা থেকে ফিরে উনি কাজের লোককে একটা কথা বলেছিলেন — 'জাম্পিং এ ক্লেইম।' আমেরিকার পাহাড়ি এলাকায় এর অর্থ যার পয়সা দাবি সে আগে নিক। তখনই পুরো ব্যাপারটা জলের মত সহজ হয়ে গেল।'

'তা তো বুঝলাম,' লেসট্রেড বললেন, 'কিন্তু ওঁদের ঠিকানা পেলেন কোথায়?'

'তোমারই জন্য, লেসট্রেড।'

'আমার জন্য?' জবাব শুনে গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরের দুচোখ বড় হল।

মিসেস মুল্টনের বিয়ের পোষাকের পকেটে একটা কার্ড তুমি পেয়েছিল মনে পড়ে? তার একপিঠে তিনটে হরফ লেখা ছিল —'এফ এইচ এস। তুমি ধরে নিলে ওটা লর্ড সেন্ট সাইমনের একদা বান্ধবী ফ্লোরা মিলারের নামের আদ্যক্ষর, কিন্তু আসলে তা নয়। ছিল মিঃ স্কেলটনের নামের আদ্যক্ষর। কার্ডের উল্টোদিকে কিছু খাবারের দাম লেখা ছিল, লণ্ডনে একটাই হোটেল আছে যেখানকার খাবার খুব দামি, সেখানে গিয়ে খোঁজ নিতে বর বৌ দু'জনেরই হদিশ পেলাম। এই হল আমার তদন্তের শেষ কথা, যাক, ওয়াটসন, বেহালাটা একবার দাও, শোবার আগে একটু বাজাই।'

এগারো

অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য বেরিল করোনেট

নতুন মক্কেলের চেহারা, পোশাক, ব্যক্তিত্ব সবকিছুতে ফুটে বেরোচ্ছে আভিজাত্য, কিন্তু থেকে থেকে যেভাবে তিনি নিজের মনে বিড়বিড় করছেন আর ঘরের দেওয়ালে মাথা কুটছেন তাতে ভদ্রলোকের মাথা আদৌ সুস্থ কিনা এ প্রশ্ন মনে জাগা খুব স্বাভাবিক।

'বুঝতে পেরেছি খুব বিপদে পড়েছেন,' জোর করে লোকটিকে চেয়ারে বসাল হোমস, সহানুভূতির সুরে বলল, 'কিন্তু এমন করলে তার হাত থেকে মুক্তি পাবেন কি? যাকগে, আগে আপনার নামটা বলুন তো শুনি।'

সহানুভূতি পেয়ে লোকটি প্রায় কেঁদে ফেলল, ভাঙ্গা গলায় বলল, 'আমার নাম আলেকজাণ্ডার হোল্ডার, পেশায় ব্যাংকার, হোল্ডার অ্যাণ্ড স্টিভেনসন ব্যাংকের সিনিয়র পার্টনার আমি।'

নামটা কানে যেতে চমকে উঠলাম, ওঠারই কথা কারণ আলেকজাণ্ডার হোল্ডারের নাম শোনেনি এমন লোক লণ্ডনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হোল্ডার অ্যাণ্ড স্টিভেনসন লণ্ডনের অন্যতম বিখ্যাত ব্যাংক সংস্থা।

'যাই ঘটে থাকুক গোড়া থেকে খুলে বলুন,' হোমস বলল, 'আপনার কাছে তুচ্ছ ঠেকলেও কোনও অংশ বাদ দেবেন না।'

'গোড়া থেকেই বলছি। গতকাল সকালে এদেশের এক বিখ্যাত মানুষ একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে ব্যাংকে আমার কামরায় ঢুকলেন, কোনও ভূমিকা না করে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ধার চাইলেন। ভদ্রলোক পৃথিবী বিখ্যাত লোক তবু অনুরোধ করছি তাঁর নাম জানতে চাইবেন না।'

'ব্যাংক অবশ্যই আপনাকে টাকা দেবে,' আমি বললাম, 'কিন্তু টাকা ধার নেবার নিয়মানুযায়ী কোনও দামি জিনিস আপনাকে ব্যাংকের কাছে বাঁধা রাখতে হবে। তেমন কিছু আপনি সঙ্গে এনেছেন কি?'

'আছে, এই দেখুন,' বলে ভদ্রলোক চামড়ার ব্যাগ খুলে একটা সোনার মুকুট বের করে বললেন, 'এটা ব্রিটেনের বিখ্যাত রাজমুকুট, এটাই ব্যাংকের কাছে বাঁধা রাখব বলে নিয়ে এসেছি।'

'মিঃ হোমস, সেই সোনার মুকুটে উনচল্লিশটা দামি সবুজ বেরিল পাথর আঁটা ছিল। ভদ্রলোক বললেন, 'এটা বাঁধা রাখুন, আপনার কাছে যে টাকা ধার চেয়েছি এই বেরিল বসানো মুকুটের দাম তার দ্বিগুন। চারদিন বাদে সোমবার আমি এটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। তার আগে একটা কথা বলে রাখি, এই মুকুট ব্রিটেনের সম্পত্তি, অতএব একে খুব সাবধানে রাখবেন, কোনওভাবে এই মুকুটের ক্ষতি হলে গোটা দেশ জুড়ে যে স্ক্যাণ্ডাল রটবে তার আঁচ আমার সঙ্গে আপনার গায়েও লাগবে। মনে রাখবেন এই মুকুটটার গায়ে যেসব দামি বেরিল আঁটা আছে গোটা পৃথিবী আতিপাতি করে খুঁজলেও তাদের জুড়ি পাবেন না। অতএব মিঃ হোল্ডার, খুব সাবধান। আপনাকে বিশ্বাস করি বলেই এমন একটি দামি জিনিস আপনার হেপাজতে রেখে গেলাম।'

'এরপর ক্যাশিয়ারকে ডেকে আমি তাঁকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের নোট দিতে বললাম। টাকা নিয়ে ভদ্রলোক চলে যাবার পরে মুকুটটা নিজের ভল্টে রাখলাম। সন্ধ্যের পরে সেদিনের মত কাজকর্ম সব চুকিয়ে মুকুটটা বাড়িতে নিয়ে এলাম। হালে ব্যাংকে ডাকাতি যেমন বেড়েছে তা আশা করি আপনাকে বলার দরকার নেই, বন্ধকি জিনিস হলেও এ মুকুট আমার দেশের সরকারি সম্পত্তি, তাই নিরাপত্তার কথা ভেবেই ওটা ব্যাগে পুরে বাড়ি নিয়ে এলাম। তারপরেই ঘটল আসল ঘটনা।

আমার স্ত্রী বেঁচে নেই, একমাত্র ছেলে আর্থার আর ভাইঝি মেরি আমার সঙ্গে থাকে। বলতে লজ্জা নেই আমার ছেলে আর্থার আমার কাছে বংশের কুলাঙ্গার। মদ, জুয়া, রেস সবরকম গুণই

তার আছে। কিছু বদবন্ধুও আর্থার জুটিয়েছে, এদের মধ্যে একজন লণ্ডনের কুখ্যাত বদমাশদের অন্যতম, নাম স্যর জর্জ বার্ণওয়েল। লোকটা যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনই দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, কথা বলার ভঙ্গিও মন কাড়ে। আর্থার ওকে একাধিকবার নিয়ে এসেছে আমাদের বাড়িতে, কিন্তু যত সুন্দরই হোক, তার চোখের দিকে যতবার তাকিয়েছি ততবার অস্বস্তিতে শিউরে উঠেছি নিজেরই অজান্তে। কেন কে জানে, এই লোকটাকে গোড়া থেকেই আমার অবিশ্বাসী ঠেকেছে, সে নিজের স্বার্থের তাগিদে করতে না পারে এমন কাজ নেই। স্যর জর্জ বার্ণওয়েল সম্পর্কে আমার ভাইঝি মেরিও একই ধারণা পোষণ করে। আর্থার যে বদ বন্ধুবান্ধবদের সংস্পর্শ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে তা আমি জানি কিন্তু এই বার্ণওয়েল লোকটাই তাকে বারবার পুরোনো জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।'

'এবার আমার ভাইঝির কথায় আসছি,' একটু থেমে দম নিয়ে মিঃ হোল্ডার শুরু করলেন, 'আমার ভাইয়ের একমাত্র মেয়ে সে, ভাই মারা যাবার পরে সে আমারই কাছে বড় হয়েছে। মেরিকে দেখতে যেমন সুন্দর, স্বভাবও তেমনই চমৎকার। আমার ছেলে আর্থার তাকে পরপর দু'বার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু মেরি দু'বারই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। মেরির সবই ভাল, শুধু তার এই আচরণে আমি মনে খুব ব্যথা পেয়েছি। আমার পুত্রবধূ হলে মেরি নিজেও খুশি হত, আর্থারের স্বভাবও শুধরে যেত। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, কাজেই ওসব আক্ষেপ করে লাভ নেই।

ছেলে আর ভাইঝি ছাড়া তিনটি কাজের মেয়ে আমার বাড়িতে আছে, এদের মধ্যে লুসি পার এক সাংঘাতিক চিজ। বাকি দু'জন মেয়ে একনাগাড়ে বহু বছর কাজ করছে আমার বাড়িতে, তারা সবরকম সন্দেহের বাইরে। লুসি পার অল্প কয়েকমাস হল কাজে ঢুকেছে, দেখতে ভাল, কাজও করে ভাল। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে একগাদা সমবয়সী ছোকরার সঙ্গে লুসি ভাবও জমিয়েছে, তার সঙ্গে কথা বলার ছুতো খুঁজতে ওরা দিনরাত আমার বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। কাজের লোকেদের মধ্যে পুরুষ যারা তারা রাতের বেলা বাইরে শোয়।

বাড়ি ফেরার পরে রাতে খেতে বসে ছেলে আর ভাইঝিকে বললাম ব্রিটেনের রাজ পরিবারের সবুজ বেরিল বসানো সোনার মুকুট আমার ব্যাংকে বাঁধা রেখেছে, সেটা আমি বাড়ি নিয়ে এসেছি তাও বললাম, আমার নিজের আলমারিতে ওটা রেখেছি তাও কথায় কথায় বলে ফেললাম। আর্থার আর মেরি মুকুটটা দেখতে চাইল কিন্তু আমি দেখালাম না।

রাতে আর্থার এসে ঢুকল আমার ঘরে, দু'শো পাউণ্ড ধার চাইল, বলল টাকাটা না পেলে ক্লাবে ও মুখ দেখাতে পারবে না।

বদবন্ধুদের পাল্লায় পড়ে আর্থার কোন ক্লাবে জুয়ো খেলে দুশো পাউণ্ড হেরে এসেছে আঁচ করলাম। টাকা না দিয়ে তখনই ওকে ঘর থেকে বের করে দিলাম। এর আগেও কয়েকবার আর্থার এইভাবে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেছে, আর নয়।'

'তুমি না দিলেও টাকাটা যে করেই হোক আমায় জোগাড় করতেই হবে,' বলে আর্থার চলে গেল আমার সামনে থেকে। ও চলে যাবার পরে দরজা এঁটে আলমারি খুললাম, দেখলাম রাজমুকুট ঠিক জায়গাতেই আছে। আর্থারের শেষের কথাটা ভাল লাগেনি, আমার আলমারি খোলার চাবি জোগাড় করা আর্থারের কাছে ছেলেখেলা তাই গোটা বাড়ি ঘুরে দেখলাম দরজা জানালা সব ভাল করে আঁটা হয়েছে কিনা। এ কাজটা আর সবদিন মেরি নিজেই করে কিন্তু কাল রাতে আমি আর তাকে ডাকিনি। সিঁড়ি বেয়ে নীচে আসতেই চোখে পড়ল হলঘরের জানালা খুলে মেরি বাইরে ঝুঁকে কি যেন দেখছে। আমায় দেখেই তাড়াতাড়ি জানালার পাল্লা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিল মেরি, 'তুমি কি আজ রাতে লুসিকে বাইরে যাবার জন্য ছুটি দিয়েছো?'

'না তো, কেন?'

'কারণ খানিক আগে দেখলাম লুসি খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে। ওর ছেলে বন্ধুদের মধ্যে কেউ বেসামাল মদ টেনে খিড়কির দরজার ওপারে অপেক্ষা করছিল এবিষয়ে এতটুকু সন্দেহও আমার নেই। আমার মতে ব্যাপারটার এখানেই ইতি হওয়া দরকার।'

'বেশ তো, কাল সকালে তুমি নিজেই লুসিকে ডেকে সমঝে দিও, খোলাখুলি বলে দিও, ওসব বেচালপনা এখানে চলবে না। তুমি চাইলে আমিও বলতে পারি। বাড়ির সব দরজা জানলার ভেতর থেকে ছিটকিনি এটেছো তো, মেরি?'

'নিশ্চয়ই,' মেরি জোর দিয়ে বলল, 'তাহলে আর দেরি কোর না, এবার শুতে যাও,' বলে মেরির কপালে চুমু খেলাম, তারপর ওপরে আমার কামরায় গিয়ে বিছানায় গা ঢেলে দিলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি মনে নেই, হঠাৎ কাছাকাছি কোথাও এক অদ্ভুত আওয়াজ হল সেই আওয়াজের রেশ কানে যেতে আমার ঘুম গেল ভেঙ্গে। চোখ মেলে দেখি রাত দুটো। তখনই জানালা বন্ধ করার আওয়াজ শুনলাম, স্পষ্ট শুনলাম পাশের ঘরে কারও হাঁটাচলার আওয়াজ। আওয়াজ শুনে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। বিছানা থেকে নেমে তখনই ছুটে এলাম পাশের ঘরে, দেখি আর্থারের হাতে বিটেনের বাক্সটা, গ্যাসের আলোয় ওটা বাকানোর চেষ্টা করছে। আমাকে উঠে চেঁচাতেই আর্থারের হাত থেকে মুকুট মেঝেতে পড়ে গেল, এগিয়ে এসে তুলে নিয়ে দেখি ওর একটা কোণ নেই। মি. হোমস, মুকুটের ঐ ভাঙ্গা কোণে তিনটে দামি বেরিল আঁটা ছিল স্পষ্ট মনে আছে।'

'হতভাগা বদমাস!' আর্থারকে গালিগালাজ করলাম, 'এমন দামি জিনিসটা চুরি করে আমার সর্বনাশ করে ছাড়লি! তিনটে বেরিল সমেত মুকুটের ভাঙ্গা কোণটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস ভালো চাস তো বের কর [illegible]' বলে ওর কাঁধ চেপে ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিলাম।

'চুরি করেছি? আমায় চোর বলছ?' আর্থার চেঁচিয়ে উঠল, 'কিছুই চুরি হয়নি, হতে পারে না।'

'কেন [illegible] কথা?' নিজেকে কোনমতে সামলে বললাম, 'মুকুটের ঐ ভাঙ্গা কোণে তিনটে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] খানিক আগেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।'

'যা খুশি বলো, বলো না।' আর্থার বলল, [illegible] [illegible] সম্বন্ধে [illegible] আর [illegible] মনে রেখো। কাল সকালেই আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।'

'তার আগেই তোকে আমি পুলিশে দেব,' আমি বললাম।

'সে তোমার খুশি,' আর্থার বলল, 'দ্যাখো পুলিশ কিছু খুঁজে বের করতে পারে কিনা।'

কথা কাটাকাটির আওয়াজ শুনে মেরির ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, এবার ও এসে ঘরে ঢুকল মুকুট আর আর্থারকে দেখে বেহুঁশ হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। আর দেরি না করে বাড়ির কাজের লোকদের পুলিশে খবর দিতে বললাম। খবর পেয়ে থানা থেকে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর একজন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে এলেন। পুলিশ দেখে আর্থার বলল, 'বাবা, আমায় একবার বেরোতে দাও, কথা দিচ্ছি আমি খানিক বাদেই ফিরে আসব। বেশিক্ষণ নয় মাত্র পাঁচ মিনিট।'

'তাহলে তো খুব ভালই হয়,' আমি বললাম, 'তোমার মত চোরই মাল লুকিয়ে ফেলার জন্য ঐটুকু সময়ই যথেষ্ট। এখনও সময় আছে, পাথরগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস বলে দে, সব ঝামেলা ভালোয় ভালোয় মিটে যাবে, পুলিশও কিছু জানতে পারবে না।'

'থাক, আর দয়া দেখাতে এসো না।' আর্থার খেঁকিয়ে উঠল, 'যে বা যারা তোমার দয়া চায় ওটা তাদেরই জন্য তুলে রাখো।'

বুঝলাম আর্থারকে ভাল কথায় আর বোঝানো যাবে না। পুলিশ অফিসারকে একাব সব বলে তাঁর কর্তব্য করতে বললাম। তিনি ওকে জেরা করলেন, ওর ঘর খানাতল্লাশি করলেন কিন্তু

তিনটে বেরিল আঁটা সোনার মুকুটের সেই ভাঙ্গা টুকরোর হদিশ পেলেন না। উনি আর্থারকে অনেক ধমক দিলেন, ভয় দেখালেন, কিন্তু সে অবিচল। একটি কথাও বেরোল না তার মুখ থেকে। শেষকালে নিয়মমাফিক উনি আর্থারকে হাজতে ঢোকাবেন বলে থানায় নিয়ে গেলেন, আর তারপরেই আমি ছুটতে ছুটতে চলে এসেছি আপনার কাছে। আমাকে বাঁচান, মিঃ হোমস! খোয়ানো পাথরগুলোর জন্য এক হাজার পাউণ্ড ঘোষণা করেছি, তা বাদে আপনার পারিশ্রমিক যা লাগে আমি দেব আমায় আপনি বাঁচান!'

'আপনার বাড়িতে বাইরের লোক কে কে আসে, মিঃ হোল্ডার,' জানতে চাইল হোমস।

'আমার সিনিয়র পার্টনার মাঝে মাঝে সস্ত্রীক আসেন,' মিঃ হোল্ডার জানালেন, 'এছাড়া আসেন স্যার জর্জ বার্ণওয়েল, হালে আমার বাড়িতে প্রায়ই ওঁকে আসতে দেখেছি।'

'আপনার ভাইঝি মেরি বাইরের লোকদের সঙ্গে কেমন মেলামেশা করে?'

'মেলামেশা যা করার আর্থারই করে, মিঃ হোমস, মেরি আর আমি দুজনেই অবসর সময় বাড়িতে কাটাই।'

'মেরির বয়স কত, মিঃ হোল্ডার, স্বভাব চরিত্র কেমন?'

'মেরি সবে চব্বিশে পড়েছে, মিঃ হোমস, ও খুব শান্তশিষ্ট ঠাণ্ডা স্বভাবের মেয়ে।'

'এবার একটা প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিন, মিঃ হোল্ডার, আপনার কি ধারণা আপনার ছেলে সত্যিই দোষী?'

'মিঃ হোমস, মুকুট হাতে আর্থারকে দাঁড়িয়ে থাকতে মেরি আর আমি দু'জনেই দেখেছি।'

'বুঝেছি, মিঃ হোল্ডার, কিন্তু আর্থারের দোষ প্রমাণ করার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট প্রমাণ নয়। এবার বলুন, তিনটে দামি পাথর সমেত একটা কোণ ভাঙ্গা ছাড়া মুকুটের আর কি ক্ষতি হয়েছে?'

'ওটা বেঁকে গেছে, মিঃ হোমস।'

'আপনার কি একবারও মনে হয়নি আর্থার মুকুটের ঐ বাঁকা অংশটা সোজা করছিল?'

'তাই যদি হয় তবে চুপ করে রইল কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন মিঃ হোল্ডার, 'আমায় সব খুলে বললে ব্যাপারটা থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়াত না। ছিঃ কি কেলেংকারি!'

'হয়ত এমন কিছু আর্থার জানত যা সবার সামনে বলার মত নয়,' হোমস বলল, 'তাই চুপ করে থাকা ছাড়া আর কিছু করণীয় তার ছিল না। যাক, বাড়ির বাইরে একবারও খুঁজে দেখেছেন?'

'মিঃ হোমস, পুলিশ আমার বাড়ির লাগোয়া বাগানেও পাতিপাতি করে খুঁজেছে, কিন্তু কিছুই পায়নি।'

'কেসটা খুব জটিল, মিঃ হোল্ডার,' হোমস বলল, 'আপনার ছেলে আর্থার ধরা পড়ার দারুণ ঝুঁকি নিয়ে মুকুট চুরি করতে ঘরে ঢুকল। আলমারি খুলে মুকুট সরাল, তা থেকে তিনটে দামি বেরিল পাথর এমন কোথাও লুকিয়ে রাখল যার হদিশ খানাতল্লাশি করেও পুলিশ পেল না। এরপরে কোণা ভাঙ্গা সেই মুকুট নিয়ে সে আবার এসে ঘরে ঢুকল, সেখানে ধরা পড়ল আপনার হাতে। মিঃ হোল্ডার, এটা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য?'

'বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন?' ফের পাল্টা প্রশ্ন মিঃ হোল্ডারের, 'অন্য মতলব থাকলে আর্থার খুলে বললেই পারত।'

'মিঃ হোল্ডার,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হোমস, 'এবার আপনার বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার।'

মিঃ হোল্ডারের বিশাল বাড়িতে ঢোকার গেটে ডাইনে আর বাঁয়ে দুটো সরু গলি। ডাইনের গলিতেই লোকের ভিড়, সেটা বাগান পর্যন্ত গেছে। ঐ গলি ধরে হোমস বাগানের দিকে এগোল।

মিঃ হোল্ডার আমায় নিয়ে এলেন ডাইনিং রুমে, আগুনের ধারে বসলাম দু'জনে। খানিক বাদে মাঝারি দৈর্ঘ্যের এক পাতলা ছিপছিপে যুবতী ঢুকল ভেতরে। তার চোখের মণি চুলের মতই কালো। চামড়ার রং ফ্যাকাশে, ফ্যাকাশে ঠোঁটজোড়াও। যুবতী যে মিঃ হোল্ডারের ভাইঝি মেরি তা বলে দেবার দরকার হল না। আমার পাশ কাটিয়ে সে এগিয়ে এসে তার কাকার গা ঘেঁসে দাঁড়াল, মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'বাপি, আর্থারকে হাজত থেকে ছেড়ে দিতে বলো।'

'না, সোনা,' মিঃ হোল্ডার ভাইঝির মুখের দিকে তাকালেন, 'আগে ঝামেলা মিটুক তারপরে।

'কিন্তু বিশ্বাস করো, আর্থার সত্যিই নির্দোষ,' মেরিকে স্পষ্ট বলতে শুনলাম, 'মেয়েদের কাছে কিছু লুকোনো যায় না তা তো জানো। ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার তোমার করা উচিত হয়নি।'

'তোমার কথা ঠিক হলে আর্থার মুখ খুলছে না কেন,' মিঃ হোল্ডার মেরিকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'গোড়া থেকেই তো ও মুখ বুজে আছে। এইভাবে চুপ করে থাকার অর্থ যে দোষ মেনে নেওয়া তা কি আর্থার জানে না?'

'কি করে বলব বলো,' মেরি বলল, 'হয়ত তুমি এভাবে মিথ্যে সন্দেহ করার জন্য আর্থার মনে মনে খুব রেগে গেছে।'

'মেরি, আর্থারের হাতে সোনার মুকুট আমি নিজে চোখে দেখেছি।'

'তার মানে এই নয় যে মুকুটের হারানো তিনটে দামি বেরিল পাথর আর্থারই সরিয়েছে। আবার বলছি, আর্থারের এ ব্যাপারে কোনও দোষ নেই, ও পুরোপুরি নিরপরাধ। আর্থারকে তুমি ছাড়িয়ে আনো পুলিশের খপ্পর থেকে।'

'দুঃখিত, মেরি, ঐ তিনটে পাথরের হদিশ যতক্ষণ না পাচ্ছি ততক্ষণ আর্থারের খালাসের প্রশ্নই উঠবে না। লণ্ডন থেকে নামী গোয়েন্দা মিঃ শার্লক হোমসকে নিয়ে এসেছি, উনি এখন আমাদের বাগানে যাবার গলিটা একা ঘুরে দেখছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে হোমস ঢুকল খাবার ঘরে, তাকে দেখে মেরি জানতে চাইল, 'ইনিই তাহলে মিঃ হোমস? মিঃ হোমস, আপনার কাজের সাফল্য কামনা করি। আশা করব আমার খুড়তুতো ভাই আর্থারের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারবেন আপনি।'

'আর্থার সম্পূর্ণ নির্দোষ, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত,' বলল হোমস, 'আশা করছি যথাসময়ে আমি তা প্রমাণও করতে পারব। আচ্ছা মিস হোল্ডার, এবার আপনাকে দু একটা প্রশ্ন করব, আশা করছি সদুত্তর পাব।'

'একশোবার করুন,' মুচকি হাসল মেরি, 'তাতে সমস্যার সমাধান হলে এ ব্যাপারে নিজের তরফ থেকে কোনও আপত্তি নেই।'

'তাহলে বলুন, কাল রাতে আপনার ঘুম কেন ভেঙেছিল, কোনও অদ্ভুত আওয়াজ শুনে?'

'না, মিঃ হোমস, কাকার জোর গলায় ধমকানি শুনে আমার ঘুম ভেঙেছিল,' জবাব দিল মেরি, 'এছাড়া অন্য কোনও অদ্ভুত আওয়াজ ঘুমের ভেতর অথবা ঘুম ভাঙ্গার পরে আমি শুনতে পাইনি।'

'কাল রাতে শুতে যাবার আগে বাড়ির সব জানালা দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করেছিলেন?'

'করেছিলাম, মিঃ হোমস।'

'আজ সকালেও ওগুলো বন্ধ ছিল?'

'ছিল, মিঃ হোমস।'

'এ বাড়িতে লুসি পার নামে একজন কাজের মেয়ে আছে শুনেছি, এও শুনেছি তার একজন প্রেমিক আছে যাকে এ বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে একাধিকবার। লুসি তার সেই প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে এ খবর কাল রাতে আপনিই তো দিয়েছিলেন আপনার কাকাকে?'

'হ্যাঁ,' মেরি জবাব দিল, 'ও নিশ্চয়ই ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছিল, আর সোনার মুকুটের কথা কাকা যা যা বলছিলেন সব নিশ্চয়ই ওর কানে গেছে।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও লুসি সবার চোখ এড়িয়ে বাইরে গিয়ে মুকুটের কথা ওর প্রেমিককে বলে তারপর দু'জনে মতলব এঁটে ওরা সরিয়ে ফেলে, তাই তো?'

'খামোখা এসব গালগপ্পোর কোনও দরকার আছে?' মেরি জবাব দেবার আগে মিঃ হোল্ডার অধৈর্যভাবে বলে উঠলেন, 'আর্থারের হাতে মুকুট ছিল এ কথা তো আপনাকে আগেই জানিয়েছি, মিঃ হোমস।'

'জেরার সময় এভাবে বাধা দেবেন না, মিঃ হোল্ডার, তাতে আমার কাজের অসুবিধা হবে। আচ্ছা, মিস হোল্ডার, লুসি বেরিয়ে যাবার পরে নিশ্চয়ই রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিল?'

'ঠিক ধরেছেন,' সায় দিল মেরি, 'দরজা জানালা বন্ধ আছে কিনা দেখতে এসেছিলাম, তখনই লুসিকে ভেতরে ঢুকতে দেখলাম, ওর প্রেমিককেও সেই মুহূর্তে আবছা দেখেছিলাম।'

'সে লোকটাকে চেনেন?'

'চিনি, মিঃ হোমস, লোকটা আমাদের বাড়িতে তরকারি বিক্রি করতে আসে, নাম ফ্রান্সিস প্রসপার।'

'বাইরে দরজার বাঁদিক ঘেঁসে লোকটা দাঁড়িয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ওর একটা পা কি কাঠের?'

'ঠিক ধরেছেন, মিঃ হোমস,' উত্তেজনা মেশানো আনন্দে মেরির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'আপনি জানলেন কি করে?'

'এবার একবার ওপরতলাটা আমি দেখব,' মেরির হাসির জবাবে না হেসে গম্ভীর গলায় বলল হোমস। তার আগে এখানকার জানালাগুলো একবার দেখব।'

নিজের ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সবকটি জানালা খুঁটিয়ে দেখল হোমস, যে জানালায় দাঁড়ালে পাশের গলি দেখা যায় সেটাও বাদ দিল না। দেখা শেষ হলে মিঃ হোল্ডারের সঙ্গে ওপরে এল হোমস, পেছন পেছন মেরি আর আমি।

মিঃ হোল্ডারের দেওয়া চাবি দিয়ে ড্রেসিংরুমের আলমারি খুলল হোমস, বলল, 'খোলার সময় শব্দ হয় না তাই আলমারি খোলার সময় আপনার ঘুম ভাঙেনি। সেই মুকুটটা দেখান তো!'

আলমারির ভেতরে একটা ছোট বাক্স, তার ডালা খুলে একটা সোনার মুকুট বের করলেন মিঃ হোল্ডার। অনেকগুলো সবুজ বেরিল পাথর গায়ে আঁটা থাকায় সোনার মুকুটের জেল্লা বেড়েছে। হোমস হাতে নিয়ে দেখল মুকুটের একটা কোণ উধাও, মুচড়ে ভাঙ্গা হয়েছে।

'ঐ ভাঙ্গা টুকরোতেই তিনটে বেরিল আঁটা ছিল, মিঃ হোমস,' ভাঙ্গা গলায় বললেন মিঃ হোল্ডার, 'এটা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি, যেভাবে বাঁধা রেখেছি ঠিক সেভাবে ফিরিয়ে দিতে না পারলে অবস্থা কি দাঁড়াবে ভাবতে পারছেন?'

'যেভাবে ভাঙ্গা হয়েছে ঠিক সেভাবে এর আরেকটা কোণ মুচড়ে ভাঙ্গুন তো, মিঃ হোল্ডার,' বলে মুকুটখানা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল হোমস, দেখি কত জোর আপনার গায়ে?'

'মাফ করবেন,' হোমসের কথা শুনে একলাফে পিছিয়ে গেলেন মিঃ হোল্ডার, 'এ আমায় দিয়ে হবে না, স্বপ্নেও এ কাজ করার কথা আমি ভাবতে পারব না।'

'তাহলে আমিই বরং চেষ্টা করি, আপনি দাঁড়িয়ে দেখুন,' বলে মুকুটের একটা কোণ গায়ের জোরে বাঁকানোর চেষ্টা করল হোমস কিন্তু পারল না।

'এ জিনিস মুচড়ে ভাঙ্গতে গেলে অনেকটা সময় দরকার,' হোমস বলল, 'যার তার কাজ নয়। এটা ভাঙ্গার সময় যে আওয়াজ হবে তা কানে গেলে পিস্তলের গুলির আওয়াজ বলে মনে হবে।

এবার বলুন, মিঃ হোল্ডার, এই ঘরে আপনার খাট থেকে মাত্র ক'গজ দূরে এত বড় কাণ্ড ঘটল অথচ আপনি তার কিছুই টের পেলেন না, এ কি করে সম্ভব?'

'কি জানি মিঃ হোমস,' অসহায়ভাবে হাত ওল্টালেন মিঃ হোল্ডার, আমার মাথা এখন কাজ করছে না, কি জবাব দেব ভেবে পাচ্ছি না।'

'মিস হোল্ডার, একই প্রশ্ন আপনাকে করলে কি জবাব দেবেন?' হোমস তাকাল মেরির দিকে।

'মাফ করবেন, মিঃ হোমস,' মেরি বলল, কাকার মত আমার মাথাও কাজ করছে না।'

'আর্থারকে যখন এ ঘরে দেখেন মিঃ হোল্ডার, ওর পায়ে কি ছিল, জুতো না চটি?'

'শার্ট আর ট্রাউজার্স শুধু পরে ছিল,' মিঃ হোল্ডার বললেন, 'পায়ে কিছু ছিল না।'

'চমৎকার, মনে হচ্ছে কেসটা এতক্ষণে সহজ হয়ে এসেছে,' নিজের মনে বলে উঠল হোমস, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'এবার তাহলে আমি বাড়ির বাইরের দিকটা একবার দেখব। আপনারা থাকুন, আমি একাই যাব।'

অনেকে সঙ্গে গেলে নরম মাটিতে একাধিক জুতোর ছাপ পড়বে, ফলে তাদের ভিড়ে অপরাধীর জুতোর ছাপ মিশে যাবার সম্ভাবনা, একা বেরোবার এই কারণটাই ব্যাখ্যা করল হোমস।

'আমার যা দেখার দেখে নিয়েছি মিঃ হোল্ডার,' প্রায় এক ঘণ্টা বাদে ফিরে এসে জানাল হোমস। তাকিয়ে দেখি ওর দুপায়ের গোড়ালি থেকে সাদা তুষার উপচে পড়ছে, পরনের ট্রাউজার্সের হাঁটু থেকেও ঝরে পড়ছে তুষারের কুচি।

'আজকের মত এইখানে ইতি হোক,' হোমস বলল, 'চলো ওয়াটসন, বাড়ি ফেরা যাক।'

'বাড়ি যাবেন?' মিঃ হোল্ডার বললেন, 'কিন্তু তিনটে পাথর বসানো সোনার মুকুটের ঐ টুকরোটার কি হবে?'

'তা আমি কি বলব?' পাল্টা প্রশ্ন করল হোমস, 'আমি জানব কি করে?'

'কি বলছেন আপনি?' হোমস যে তাকে এমনভাবে জলে এভাবে ফেলে রেখে চলে যাবে তা মিঃ হোল্ডার স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। 'আর আমার ছেলে, তারই বা কি হবে? মিঃ হোমস আপনিই গোড়ায় আমায় ধৈর্য ধরতে বলেছিলেন আর এখন আপনিই —'

'এ ব্যাপারে এখানে আর একটি কথাও নয়,' কঠিন শোনাল হোমসের গলা, 'কিছু জানার থাকলে আগামীকাল সকাল ন'টা থেকে দশটার ভেতর আমার কাছে আসুন, সব বুঝিয়ে বলব। আপনার খোয়ানো পাথর উদ্ধারে আমার দিক থেকে কোনও ত্রুটি হবে না। ভাল কথা, আমার খরচ খরচা যা হবে দেবেন তো?'

'কেন দেব না, নিশ্চয়ই দেব।'

হোমসের সঙ্গে ফিরে এলাম আস্তানায়। বাড়িতে ঢুকে পোশাক পাল্টাল হোমস, শার্টের কলার ভেতর থেকে উল্টে দিল, টাই খুলে গলায় বাঁধল লাল ব্র্যাভাট, পায়ে বাগল পুরোনো ছেঁড়া জুতো, মাথায় চ্যাংড়া ছোঁড়ার টুপি — একেবারে ষোল আনা লোফারের ছদ্মবেশ।

'তোমাকে সঙ্গে নেবার সাহস পাচ্ছি না ওয়াটসন, তুমি বাড়িতেই থাকো।' সাইডবোর্ডে রাখা একতাল সেদ্ধ বিফ থেকে একফালি কেটে দু পিস বড় পাউরুটির মাঝখানে দিয়ে স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে পকেটে পুরল সে।

'চললাম, ওয়াটসন, আশা করছি এক ঘণ্টার ভেতর ফিরে আসতে পারব। হয় ঠিক পথে এগোচ্ছি, নয়ত ছুটে যাচ্ছি মরীচিকার দিকে।' এইটুকু বলেই হোমস বেরিয়ে গেল।

বিকেলে চা খাবার সময় ফিরল হোমস, একনজর দেখেই বুঝলাম খোশমেজাজে আছে। ইলাস্টিক আঁটা একজোড়া জুতো সঙ্গে এনেছে সেটা কোনের দিকে ছুড়ে এক কাপ চা নিয়ে মুখোমুখি বসল।

'এক্ষুনি আবার বেরোব,' কোনও প্রশ্ন করার আগে নিজেই মুখ খুলল হোমস, 'এক কাপ চা খেতে ফিরে এলাম।'

'এবার কোথায় ধাওয়া করবে?'

'ওয়েস্ট এণ্ডের ওপাশে, ওয়াটসন, ফিরতে দেরি হবার সম্ভাবনা আছে তাই অযথা ভেবো না, আমার জন্য বসে না থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে শুতে যেও।'

সেদিন রাতে হোমস সত্যিই ফিরল না। আমার কাছে এটা গা সওয়া হয়ে গেছে। জটিল রহস্যের তদন্তে বেরোলে একাধিকবার ওকে বাড়ির বাইরে রাত কাটাতে দেখেছি।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট করতে এসে দেখি হোমস টেবিলের ধারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। সেই স্মার্ট, তরতাজা বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ; গতকালের লোফারের ছদ্মবেশের চিহ্নটুকুও নেই।

ন'টা নাগাদ এলেন মিঃ হোল্ডার—প্রচণ্ড দুর্ভাবনা আর মানসিক অবসাদে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে, দু'চোখ কোটরে ঢুকেছে, গাল বসে গেছে, ভাল করে পাও ফেলতে পারছেন না।

'মেরি চলে গেছে, মিঃ হোমস।' চেয়ারে গা এলিয়ে ভাঙ্গা গলায় বলে উঠলেন তিনি।

'চলে গেছে?'

'হ্যাঁ, যাবার আগে একখানা চিঠি লিখে গেছে আমার নামে,' একচিলতে কাগজ বের করে পড়তে লাগলেন মিঃ হোল্ডার।

'প্রিয় কাকা,

আমারই জন্য তোমায় আজ এমন ঝামেলায় পড়তে হয়েছে তা বোঝার মত বয়স আমার হয়েছে। এটা বোঝার পরে আর তোমার আশ্রয়ে দিন কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি চলে যাচ্ছি। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে অযথা ভেবো না, সে ব্যবস্থা করেই আমি যাচ্ছি। আমায় খুঁজো না, খুঁজলেও পাবে না। ইতি — তোমার মেরি।'

'আজ সকালে মেরির সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?' জানতে চাইল হোমস।

'না, মিঃ হোমস,' মিঃ হোল্ডার বললেন, 'কাল রাতে খেতে বসে আর্থারের প্রসঙ্গ উঠেছিল, আক্ষেপ করে মেরিকে তখন বলেছিলাম আর্থারের প্রস্তাব মেনে তাকে বিয়ে করলে আজ পুলিশের হাজতে চোর বদমাশদের মাঝে তাকে রাত কাটাতে হত না। হয়ত কথাটা তাকে না বললেও পারতাম, মেরি ধরেই নিয়েছে সবকিছুর জন্য আমি তাকেই দায়ী করছি। আজ সকালে ওর ঘরে ঢুকে দেখি বিছানা পরিষ্কার, রাতে কেউ ওতে শোয়নি। ড্রেসের টেবিলে মেরির লেখা এই চিঠিটা পড়েছিল। আচ্ছা, মিঃ হোমস, মেরির এই চিঠিতে কি আত্মহত্যার সম্ভাবনা দেখছেন?'

'না, মিঃ হোল্ডার,' হোমস বলল, 'যদি আমার কথা মানেন তো বলব যা হয়েছে ভালর জন্য হয়েছে, আপনার ঝামেলা মিটে যাবার সময় এবার হয়েছে।'

'তাহলে কিছু খবর পেয়েছেন মনে হচ্ছে, মিঃ হোমস, হারানো তিনটে বেরিল আঁটা সোনার মুকুটের ভাঙ্গা টুকরোর হদিশ পেলেন?'

'একেকটা বেরিলের জন্য হাজার পাউণ্ড পড়বে, মিঃ হোল্ডার,' মুখ টিপে হাসল হোমস, 'দিতে রাজি আছেন?'

'হাজার পাউণ্ড কি বলছেন, আমি হারানো বেরিল পিছু দশ হাজার পাউণ্ড দেব।'

'না, না, আমার চাহিদা অত নয়,' বলল হোমস, 'তিন হাজার পাউণ্ডেই আমার হবে, তবে হ্যাঁ, যে পুরস্কার আপনারা ঘোষণা করেছেন সেটা আমার চাই। আপাতত চার হাজার পাউণ্ডের একটা চেক লিখে আমায় দিন!'

হোমসের কথামত মিঃ হোল্ডার চার হাজার পাউণ্ডের একটা চেক লিখে হোমসের হাতে দিলেন। চেক নিয়ে হোমস তার ডেস্কের দেরাজ খুলে একটা তিনকোণা সোনার পাত বের করল,

তাতে তিনটে বেরিল আঁটা। সোনার টুকরোটা হোমস বড় টেবিলে রাখতেই মিঃ হোল্ডার সেদিকে তাকালেন, সোনার টুকরোটা হাতের মুঠোয় নিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'এই আমার সেই সোনার মুকুটের ভাঙ্গা অংশ, মিঃ হোমস,' মিঃ হোল্ডার বললেন, 'যাক, আপনি শেষ পর্যন্ত সত্যিই আমাকে এই বয়সে চূড়ান্ত অপমানের হাত থেকে বাঁচালেন।'

'আপনার আরেকটা দেনা এখনও মেটানো বাকি, মিঃ হোল্ডার,' বলল হোমস, 'আমি আপনার ছেলে আর্থারের কথা বলছি।'

'কি বলছেন, মিঃ হোমস?' অবাক হলেন মিঃ হোল্ডার, 'আর্থার তাহলে এটা চুরি করেনি?'

'না, মিঃ হোল্ডার, আর্থার নির্দোষ, গতকাল বলেছি, আজ আবার বলছি।'

'তাহলে এই জঘন্য কাজ কার? কে আসল অপরাধী?'

'আসল অপরাধী একজন নয়, দু'জন মিঃ হোল্ডার,' গলা খানিকটা নামাল হোমস, 'একজনকে আপনি চেনেন, স্যার জর্জ বার্ণওয়েল, লণ্ডনের কুখ্যাত বদমাশদের একজন। আরেকজনের নাম শুনলে দুঃখ পাবেন, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, সে হল আপনারই ভাইঝি মেরি। এও বলছি স্যার জর্জ বার্ণওয়েলের সঙ্গেই পালিয়েছে মেরি।'

'মেরি? স্যার জর্জ বার্ণওয়েলের সঙ্গে পালিয়েছে? এ যে বিশ্বাস করা যায় না, মিঃ হোমস!'

'তবু এটা সত্যি। রোজ সন্ধ্যের পরে মেরির সঙ্গে উনি লুকিয়ে দেখা করতে আসতেন। রাজ পরিবারের সোনার মুকুট আপনি বাড়ি নিয়ে এসেছেন এ খবর মেরিই দিয়েছিল স্যার জর্জকে। শুনেই তিনি ওটা চাইলেন। ঠিক তখনই আপনি এসে হাজির হলেন আর তখনই লুসি পারের প্রেমিকের রোজ বাড়ির বাইরে ঘোরাঘুরি করে গল্প ফাঁদল মেরি। রাতে আর্থারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হল আপনার, বাপ বেটা দুজনেই ঘুমোলেন কিন্তু টাকার চিন্তায় আর্থার রইল জেগে, এমন সময় দেখল মেরি আপনার আলমারি খুলে মুকুট বের করে নিল। কিছু না বলে একা আড়াল থেকে তার পিছু নিল আর্থার, দেখল নীচে এসে মেরি খোলা জানালা দিয়ে বাইরে কারও হাতে মুকুট পাচার করল। মেরি সরে যেতে জানালা খুলে আর্থার বাইরে বেরোল, দেখল মুকুট হাতে সামনেই দাঁড়িয়ে স্যার জর্জ বার্ণওয়েল। মারধোর করে বার্ণওয়েলের হাত থেকে মুকুট কেড়ে নিয়ে আর্থার ফিরে এল, তার ঘুসি খেয়ে বার্ণওয়েলের ভুরুর ওপরের চামড়া কেটে গেল। মেরিকে আর্থার সত্যিই ভালবাসে তাই মুখ ফুটে তার চুরির কথা বলতে পারেনি আপনাকে।

ফিরে এসে ড্রেসিংরুমে দাঁড়িয়ে আর্থার দেখল মুকুটের একটা কোণ ভাঙ্গা। সে নিজে ওটা বেঁকিয়ে সোজা করার চেষ্টা করছে ঠিক তখনই আপনি জেগে উঠলেন, আর্থারের হাতে মুকুট দেখে তাকে চোর ভেবে বসলেন। সেখানেই থামলেন না, আসল ঘটনা না জেনে বেচারাকে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিলেন। অথচ আর্থার ইচ্ছে করলেই আসল চোরের নাম বলে দিতে পারত, বলতে পারত তার চেয়েও যাকে বেশি ভালবাসেন আপনি আপনার সেই ভাইঝি মেরিই মুকুট চুরি করেছে, কিন্তু আর্থার বলেনি কারণ পরপর দু'বার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করা সত্ত্বেও সে এখনও মেরিকে ভালবাসে। আর্থার ধরে নিয়েছিল টানা হ্যাচড়ার ফলে মুকুটের ভাঙ্গা কোণটা হয়ত রাস্তায় পড়ে গিয়ে থাকবে, তাই সেটা খুঁজে আনার জন্য সে পাঁচ মিনিট সময় চেয়েছিল। আর আপনি ভাবলেন সে পালাতে নয়ত চোরাই মাল লুকিয়ে ফেলার মতলবেই ঐ সময় চাইছে।

মেরি অন্তত একটা ব্যাপারে সত্যি কথা বলেছিল, ঘটনার দিন আপনার কাজের মেয়ে লুসি পার নীচে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সত্যিই তার প্রেমিকের সঙ্গে গল্প করছিল। তদন্ত করতে গিয়ে সেখানে বরফের ওপর মেয়েমানুষের পায়ের ছাপ আর তার পাশেই গোল দাগ দেখলাম, যা লোকটার কাঠের পায়ের দাগ।

এরপর ঢুকে পড়লাম গলির ভেতর, তুষারের ওপর দু'জোড়া পায়ের ছাপ তখনই চোখে পড়ল। একজন দ্রুতপায়ে দৌড়েছে বুট পরে। তার পেছনে খালি পায়ে দৌড়েছে আরেকজন,

অর্থাৎ তাকে তাড়া করেছে। খানিকদূর এগোতে তুষারের ওপর ফোঁটা ফোঁটা রক্তও চোখে পড়ল। বুঝলাম দুজনের মধ্যে মারামারি হয়েছে, কেউ একজন জখম হয়েছে।

আপনার নীচের ঘরের বড় জানালার চৌকাট দেখে বুঝলাম ভেতর থেকে কেউ বাইরে লাফিয়ে পড়েছে। অনুমান করলাম, বাইরে হয়ত কেউ অপেক্ষা করছিল, আসল চোর মুকুট নিয়ে এসে ঐ জানালা দিয়ে তার হাতে তুলে দেয়, আর্থার তার অজান্তে সেই দৃশ্য দেখে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে সে খালি পায়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ে, মুকুট যার হাতে পড়ল, তার পিছু নিল সে।

এবার পরিস্থিতি সামনে রেখে ভাবতে লাগলাম, একটু মাথা খাটাতেই উত্তর পেলাম — বাড়ির কাজের লোকেদের কেউ মুকুট চুরি করলে আর্থার তার অপরাধ নিজের কাঁধে নেবে কেন? তাহলে একাজ নিশ্চয়ই এমন কারও যাকে আর্থার খুবই ভালবাসে, তেমন লোক মেরি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। সে রাতে মেরিকে আপনিও জানালার কাছে দেখেছিলেন, আর্থারের হাতে মুকুট দেখে সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যায়।

এবার প্রশ্ন উঠবে, মেরি মুকুট চুরি করে কার হাতে দিয়েছিল? আপনার মুখেই শুনেছি লণ্ডনের কুখ্যাত ভদ্রবেশী অপরাধীদের অন্যতম স্যর জর্জ বার্ণওয়েল আপনার বাড়িতে প্রায়ই আসেন। হালে তাঁর আসা যাওয়া বেড়েছে, এও বলেছেন। ধরে নিলাম মেরি মুকুট চুরি করে ওঁরই হাতে দিয়েছিল সে রাতে।

কাল রাতে লোফার সেজে স্যর জর্জ বার্ণওয়েলের কাজের লোককে ঘুস দিয়ে হাত করলাম, জানলাম আগের রাতে কার হাতে বেদম মার খেয়ে বাড়ি ফিরেছেন তার মনিব। মনিবের একপাটি বুট নিয়ে এলাম আপনার বাড়ির পাশের গলিতে, তুষারের ওপর যে জুতোর দাগ ছিল তার সঙ্গে ঐ একপাটি বুট দিব্যি জুড়ে গেল।

এরপর বাড়ি ফিরে পোশাক পাল্টে আবার গেলাম বার্ণওয়েলের বাড়ি, জানতে চাইলাম বেরিল পাথর আঁটা মুকুটের ভাঙ্গা কোণটা কোথায় রেখেছেন।

বার্ণওয়েল সোজা কথার লোক নন, প্রশ্ন শুনে তেড়ে এলেন আমার দিকে। তখন পকেট থেকে রিভলভার বের করে ওঁর কপালে ঠেকাতেই কাজ হল, বললেন ঐ তিনটে পাথর একজনকে মাত্র দু'শো পাউণ্ডে বেচে দিয়েছেন। ঠিকানা জোগাড় করে গেলাম সে লোকের কাছে, বললাম হয় ভালোয় ভালোয় পাথর তিনটে আমায় তিন হাজার পাউণ্ডে বিক্রি করুন, নয়ত এখুনি পুলিশ ডাকছি, সে লোক বুদ্ধিমান, ঝামেলা এড়াতে আমার প্রস্তাব মেনে চোরাই মাল বেচে দিল মাত্র তিন হাজার পাউণ্ডে। বাড়ি ফিরে শোবার আগে দেখি দুটো বেজে গেছে।

'আপনার ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করতে পারব না, মিঃ হোমস, আমার সুনামের সঙ্গে গোটা দেশকেও বাঁচালেন আপনি। আমি এখুনি বেরোচ্ছি, আর্থারকে খালাস করে ওর প্রতি যে অন্যায় করেছি তার জন্য মাফ চাইব।'

'দয়া করে তাই করুন,' বলল হোমস।

'একটা প্রশ্ন, মিঃ হোমস,' মিঃ হোল্ডার বললেন, 'মেরি কার কাছে গেছে বলতে পারেন?'

'নিঃসন্দেহে স্যর জর্জ বার্ণওয়েল,' মুচকি হাসল হোমস, 'এতে নিশ্চিন্তে থাকুন, পাপের সাজা মেরিকেও পেতে হবে, যেখানে গেছে সেখানেই।

বারো

অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য কপার বিচেস

'মিঃ হোমস,

একটা গভর্ণেসের চাকরিতে যোগ দেবার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। আগামীকাল বেলা সাড়ে দশটায় আপনার কাছে যাব। ইতি — ভায়োলেট হান্টার।

গতকাল বিকেলে মন্টেগু থেকে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে, সেই হিসেবে আর খানিক বাদেই ভদ্রমহিলার আসার কথা।

সাড়ে দশটা নাগাদ স্মার্ট চেহারার এক সুশ্রী যুবতী ঘরে ঢুকল, পরিচয় দিতে জানলাম এই হল ভায়োলেট হান্টার।

'চাকরি নেওয়ার ব্যাপারে কি আলোচনা করতে চান চিঠিতে লিখেছেন,' বলল হোমস, 'বলুন, এ ব্যাপারে আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

'কর্ণেল স্পেনস মুনরোর বাড়িতে আমি তাঁর ছোট ছেলেমেয়েদের গভর্ণেসের কাজ করেছি একটানা পাঁচ বছর, কিন্তু কর্ণেল কিছুদিন আগে নোভা স্কোশিয়ায় বদলি হয়েছেন, ছেলেমেয়েদেরও সেখানে নিয়ে যাওয়ার পরে আমি বেকার হয়ে পড়েছি। চাকরির খোঁজখবর দেয় এমন এজেন্সিতে আমি হপ্তায় একবার করে যেতাম কাজের খোঁজে। সেখানকার কাজকর্ম দেখেন তার নাম মিস স্টোপার। গত হপ্তায় সেখানে যেতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল, নিজের বাচ্চা ছেলের জন্য তিনি গভর্ণেস খুঁজতে এসেছেন। তারপর কথায় কথায় শুনলাম ছেলেকে সামলানোর পাশাপাশি তার মায়ের হুকুমও মাঝেমাঝে আমায় তামিল করতে হবে; এছাড়া তাঁদের পছন্দমত পোশাক পরতে হবে এবং আমার মাথার বড় বড় চুল খুব ছোট করে ছেঁটে ফেলতে হবে। এসবের বিনিময়ে ভদ্রলোক আমায় একশো কুড়ি পাউণ্ড বেতন দেবেন।

আকাশের চাঁদ পাবার বিনিময়েও চুল ছাঁটতে পারব না এই কথাটা স্পষ্ট করে বলিয়ে দিলাম ভদ্রলোককে, নাম তার জেফ্রো রুকাসল। আমার জবাব শুনে এজেন্সির ম্যানেজার মিস স্টোপার সরাসরি জানালেন এত ভাল কাজের অফার পেয়েও যখন নিলাম না তখন ভবিষ্যতে আমার জন্য উপযুক্ত চাকরি খোঁজা আর এদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কথা শেষ করে উনি ছোকরা চাকর দিয়ে আমায় একরকম অফিস থেকে বের করে দিলেন।

একটি কথাও না বলে বাড়ি ফিরে এলাম। একসময় মনে হল অহংকার দেখাতে গিয়ে আমি নিজেরই ক্ষতি করে চলেছি। যেখানে একটা চাকরি একান্ত দরকার সেখানে চুল ছাঁটায় আপত্তি করে কি লাভ। বছরে একশো কুড়ি পাউণ্ড কম নয়। সে রাতেই ঠিক করলাম মিঃ রুকাসলের চাকরির অফার নিয়ে নেব, সেই এজেন্সিতে গিয়ে বলব আমি চাকরি করতে রাজি আছি। কিন্তু তার আগে সেই ভদ্রলোকেরই লেখা চিঠি পেলাম, এই দেখুন।' চিঠি বের করে মিস হান্টার বললেন, 'আমি পড়ছি, মন দিয়ে শুনুন

কপার বিচেস

'প্রিয় মিস হান্টার,

মিস স্টোপারের কাছ থেকে আপনার ঠিকানা যোগাড় করে চিঠি লিখছি। আমার ছেলের গভর্ণেসের চাকরিতে আমি আপনাকেই বহাল করব ঠিক করেছি। আপনার লম্বা চুল কিন্তু ছাঁটতে হবে, তাও আগেই বলে রাখছি। আমার স্ত্রী বিজলি নীল রঙের পোশাক খুব পছন্দ করেন। আমার এখানে এলে আপনাকেও ঐ রঙের পোশাক পরে থাকতে হবে। ঐ রঙের পোশাক টাকা খরচ করে কেনার দরকার নেই, আমার মেয়ে অ্যালিস এখন ফিলাডেলফিয়ায় বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছে, তার একটা ঐ বিজলি নীল রঙের পোশাক আছে, সেটা আপনার গায়ে ঠিকমত মানিয়ে যাবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এখানে আমাদের পরিবারে নিজের লোকের মত থাকবেন, আমাদের সঙ্গেই বসে গল্প করবেন, দেখবেন আমরা কেমন মিশুকে লোক। কোন ট্রেনে আসছেন জানালে উইনচেস্টার স্টেশনে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করব।

আপনার বিশ্বস্ত —
জেফ্রো রুকাসল।'

'চিঠি পড়ে কি করবেন তা ঠিক করেছেন?' জানতে চাইল হোমস।

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস,' মিস হান্টার বললেন, 'এভাবে বেকার থাকার চেয়ে চাকরিটা নেব ঠিক করেছি। বড় চুল রেখে লাভ কি বরং চুল ছাঁটার বিনিময়ে বছরে একশো কুড়ি —'

'মিস হান্টার ওঁর ছাত্রের স্বভাবের যে বিবরণ দিলেন শুনেই আঁচ করেছি মিঃ রুকাসল মানুষের চেহারায় এক আস্ত জানোয়ার,' মিস হান্টার চলে যাবার পরে হোমস খানিকটা আপন মনেই মন্তব্য করল।

'তার মানে?' জানতে চাইলাম, 'এই কাণ্ডের মধ্যে ঐ দু'বছরের বাচ্চা ছেলে আসছে কোথায়?'

'আসছে খুব সূক্ষ্মভাবে,' বলল হোমস, 'ছেলেটা খুব নিষ্ঠুরভাবে পোকামাকড় মারে সে কথা মিস হান্টার গোড়াতেই শুনিয়েছেন আশা করি ভোলনি। বাপ মায়ের স্বভাব সন্তানের মধ্যে ফুটে ওঠে এই যুক্তি নিজে চিকিৎসক হয়ে আশা করি এককথায় মেনে নেবে। রুকাসল নিজে অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক বলেই তাঁর ছেলে সেই ধাত অর্জন করেছে।'

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূত্র মানলে হোমসের বক্তব্যে যুক্তি নিঃসন্দেহে আছে তাই প্রতিবাদ না করে চুপ করে গেলাম।

'কপার বিচেস'-এ পৌঁছাতে সন্ধ্যে সাতটা বাজল। বাড়ির সামনে সারি সারি গাছের পাতাগুলো অস্তগামী সূর্যের আলোয় তামার মত ঝকঝক করছে দেখে বুঝলাম ঠিক জায়গাতেই এসেছি। মিস হান্টার এতক্ষণ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন হাসিমুখে।

'যেমন যেমন বলেছি করেছেন?' জানতে চাইল হোমস। তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মাটির নীচে কোথায় যেন জোরে ধুপধাপ আওয়াজ উঠল।

'মিসেস টলারকে নীচে সেলারে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজায় শেকল তুলে দিয়েছি,' মিস হান্টার জানালেন, 'উনিই সেলারের দরজায় ঘা দিচ্ছেন। মিঃ টলার বেহুঁশ হয়ে রান্নাঘরের মেঝেতে কম্বলের ওপর এখনও পড়ে আছেন। এই নিন ওঁর চাবির গোছা। মিঃ রুকাসলের সব চাবির গোছা আছে এখানে!'

'সাবাশ, মিস হান্টার!' হোমসের গলা থেকে একরাশ উৎসাহ ঝরে পড়ল, 'এবার পথ দেখিয়ে আমাদের আসল জায়গায় নিয়ে চলুন, এই ঘুঘুর বাসা নিজ হাতে ভাঙ্গব।'

মিস হান্টার পথ দেখিয়ে করিডরের শেষপ্রান্তে একটা বন্ধ দরজার সামনে আমাদের নিয়ে এলেন। একটা চাবি ঘুরিয়ে অনেক চেষ্টা করল হোমস কিন্তু তালা খুলল না, ঘরের ভেতরেও সাড়াশব্দ নেই, সব চুপচাপ।

'দেরি হয়ে গেছে, ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'এবার দরজা ভাঙ্গো।'

কাঁধ দিয়ে জোরে ঠেলতেই পুরোনো জরাজীর্ণ কাঠের দরজা ভেঙ্গে পড়ল। একটা টেবিল আর একবাক্স বোঝাই জামাকাপড় ছাড়া ঘরের ভেতরে আর কিছুই নেই। না থাকলেও হোমস বসে নেই, লাফিয়ে ঘরের কড়িকাঠে উঠে পড়ল সে, স্কাইলাইট ধরে ঝুলতে ঝুলতে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওয়াটসন, বাইরে দড়ির সিঁড়ি ঝুলছে! নচ্ছার মিঃ রুকাসল নিশ্চয়ই ঐ পথে মেয়েকে বাইরে কোথাও পাচার করেছে, আর সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে ওঁর মেয়ে আমেরিকায় গেছে! হতভাগা পাজির পা ঝাড়া! জাত শয়তানের বাচ্চা!'

হোমসের কথা শেষ হতেই সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ হল, হোমস চাপাগলায় বলে উঠল, 'রিভলভার তৈরি রাখো, ওয়াটসন, মনে হচ্ছে মিঃ রুকাসল আসছেন! হুঁশিয়ার! খানিক বাদেই এক হোঁৎকা বদখত চেহারার লোক লাঠি হাতে এসে ঘরে ঢুকল, লোকটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল মিস হান্টারের গলা থেকে। হোমস আর দেরি করল না, লাফিয়ে লোকটার সামনে এসে ধমকে উঠল, 'অ্যাই বদমাশ, মেয়েকে কোথায় লুকিয়েছিস?'

'কে তুই?' এতটুকু না ঘাবড়ে পাল্টা ধমক দিল লোকটা, 'এ তাহলে তোরই কাজ। হতভাগা, আমার মেয়েকে সরিয়ে ফেলে এখন আমাকেই চোটপাট করা হচ্ছে।'

'এক্ষুণি যমদূতের সামনে তোকে ফেলে দেব তখন মজা টের পাবি!' বলেই পেছন ফিরে সিঁড়ি বেয়ে লোকটা নেমে গেল।

'সর্বনাশ হল মিঃ হোমস,' চেঁচিয়ে উঠলেন মিস হান্টার, 'মিঃ রুকাসল ঠিক কার্লোকে নিয়ে আসবেন, ঐ দানোর সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই!'

'মিছে ভয় পাচ্ছেন,' পকেট থেকে রিভলভার বের করে বললাম, 'এটা সঙ্গে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কোনও ভয় নেই!' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কানে এল কুকুরের গর্জন, সেই সঙ্গে মানুষের আর্তনাদ।

'শীগগির চলো!' বলে হোমস সিঁড়ি বেয়ে ছুটল, পেছন পেছন মিস হান্টার আর আমি। রান্নাঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল টলার, কুকুরের গর্জনে তার নেশা ছুটে গেছে।

'কুকুরটাকে ছাড়ল কে?' চেঁচিয়ে উঠল টলার, 'পুরো দু'দিন ওটাকে না খাইয়ে রেখেছেন মনিব —'

সবাই মিলে ছুটতে ছুটতে বাড়ির বাইরে এলাম, খানিকদূর যেতেই চোখে পড়ল মিঃ রুকাসলের হোঁৎকা শরীরখানা মাটিতে গড়াচ্ছে আর তাঁর ঘাড়ের মাংস কামড়ে ধরেছে রাক্ষুসে চেহারার ম্যাস্টিফ — কার্লো! মিঃ রুকাসল তখনও বেঁচে, প্রাণপণে চেঁচাচ্ছেন তিনি টলারের নাম ধরে। কাছে এসে কার্লোর মাথায় রিভলভারের নল ঠেকিয়ে পরপর কয়েকবার ট্রিগার টিপলাম। গুলি খেয়ে কুকুরের মাথার ঘিলু রক্তে মাখামাখি হয়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে এল, স্থির হয়ে এল তার দেহ। রাক্ষুসে একসারি দাঁতের কামড় থেকে মিঃ রুকাসলের ঘাড়খানা বের করে আনলাম, পাঁজাকোলা করে তাঁকে নিয়ে এলাম বাড়ির ভেতরে। ফার্স্ট এইড-এর ব্যবস্থা করছি এমন সময় এক লম্বা রোগা চেহারার মহিলা ভেতরে ঢুকলেন।

'মিসেস টলার!' বলে উঠলেন মিস হান্টার, 'আপনার ঘরের শেকল খুলল কে?'

'মিঃ রুকাসল,' বললেন মিসেস টলার, 'কিন্তু আপনি আমাকে আগে সব বলেননি কেন, তাহলে এত ঝামেলা পাকাত না, আমি সবই জানি।'

'তাহলে আর দেরি করে কি লাভ?' মিসেস টলারের দিকে তাকাল হোমস, 'এখানে বসে যা কিছু ঘটেছে সব খুলে বলুন আমাদের।'

'মিঃ রুকাসল দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পর থেকেই ওঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মেয়ে অ্যালিসের দুর্ভোগ শুরু হয়,' মিসেস টলার শুরু করলেন, 'বাপের অবহেলা আর অত্যাচারের শিকার হতে হল তাকে। এরই মধ্যে এক বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে গেল অ্যালিস, সেখানে মিঃ ফাউলার নামে এক জাহাজের অফিসারের সঙ্গে তার আলাপ হল, প্রথম আলাপেই দু'জনে দু'জনকেই ভালবেসে ফেলল। বিয়ে করবে বলে পরস্পরকে কথা দিল দু'জনে। মায়ের উইলের জোরে অ্যালিস নিজেও অনেক সম্পত্তির মালিক হয়েছে, কিন্তু তার বিয়ে ঠিক হয়েছে জেনে চোখে আঁধার দেখল স্বার্থপর বাপ। মিঃ রুকাসল দেখলেন বিয়ে হলে অ্যালিসের স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তির অংশীদার হবেন, এবার তিনি মেয়ের সম্পত্তি ছিনিয়ে নেবার মতলব আঁটতে লাগলেন। বিয়ের পরেও মেয়ের সম্পত্তির ওপর তাঁর দাবি থাকবে এমন একটা বয়ান কাগজে লিখে অ্যালিসকে সই করতে বলেন মিঃ রুকাসল, কিন্তু সে বেঁকে বসল, বলল সই করবে না। তখনই তার ওপর অত্যাচার শুরু হল। সেই অত্যাচার সইতে না পেরে মারাত্মক ব্রেণ ফিভারে পড়ল অ্যালিস। একটানা ছ'মাস ভুগতে হল বেচারিকে, ডাক্তারের নির্দেশে মাথাভর্তি সুন্দর চুল পুরো ছেঁটে ফেলতে হল। ছ'মাস বাদে অ্যালিস সেরে উঠলেও তার শরীর গেল ভেঙ্গে, কিন্তু অ্যালিসের মন তখনও ভাঙ্গেনি, বাপকে সাফ জানিয়ে দিল মিঃ ফাউলার ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।'

'সব বুঝেছি,' শুরু করল হোমস, 'বাকিটা আমি বলছি। মেয়েকে এবার মিঃ রুকাসল বাড়ির ভেতরের একটা অন্ধকার ঘরে আটকে রাখলেন, আর রটিয়ে দিলেন সে আমেরিকা গেছে, এই ফাঁকে লণ্ডন থেকে নিয়ে এলেন মিস হান্টারকে, তাই তো?'

'ঠিক ধরেছেন, স্যর।'

'জানালার দিকে পিঠ করে মিঃ রুকাসল আর তাঁর স্ত্রী মিস হান্টারকে পরপর কয়েকদিন বসালেন মেয়েরই পোশাক পরিয়ে। মিঃ ফাউলার যে বাইরে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন তা তাঁরা জানতেন। তাঁদের নির্দেশে মিস হান্টার হাত তুলে নাড়লেন যার দু'রকম অর্থ দাঁড়াতে পারে — এক, তুমি বিদেয় হও। দুই, সব ঠিক আছে। মিঃ ফাউলারের মনে সন্দেহ চাপল কোথাও একটা গোলমাল পাকিয়েছে। তিনি জানতেন অ্যালিসের খুব কাছের মানুষ আপনি, আপনাকে হাত করলেই সব জানা যাবে। দু'হাতে বকশিষ দিয়ে তিনি আপনাকে হাত করলেন, আসল ব্যাপার জানতে পারলেন।'

'এটাও ঠিক ধরেছেন, স্যর,' সায় দিলেন মিসেস টলার, 'উনি দরাজ হাতে আমায় বকশিস দিয়েছেন কতবার তার ঠিক নেই।'

'সেই সঙ্গে আপনার স্বামী মিঃ টলারকেও প্রচুর মদ খাইয়েছেন,' বলল হোমস, 'তারপর রুকাসল দম্পতি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই যাতে অ্যালিসকে নিয়ে পালাতে পারে সেই ব্যবস্থাও করলেন মিঃ ফাউলার। উনি নিজে নাবিক, দড়িদড়া নিয়ে দিনরাত কাজ করতে হয়, দড়ির সিঁড়ি দিয়ে কিভাবে মতলব হাঁসিল করতে হবে তাও উনি আপনাকে বললেন। আপনিও ওঁর নির্দেশ মেনে রুকাসল দম্পতির অনুপস্থিতিতে সেই দড়ির সিঁড়ি কাজে লাগিয়ে অ্যালিসকে ঘর থেকে বের করে আনলেন। কেমন, ঠিক বলেছি তো, মিসেস টলার?'

'বলতে আর বাকি রাখলেন কি, স্যর,' মিসেস টলার চোখ তুলে তাকালেন হোমসের দিকে, 'খুব সময়মত এসে পড়েছিলেন, নয়ত মেয়ে পালিয়েছে দেখে মিঃ রুকাসল ভাবতেন মিস হান্টারের দরকার ফুরিয়েছে, তখন কার্লোর সামনে ওঁকে ফেলে দিতেন তিনি। স্যর, মিস হান্টারকে আপনারা নিয়ে যান। কথা দিচ্ছি, দরকার হলে আমি আদালতে গিয়ে অ্যালিসের হয়ে সাক্ষ্য দেব।'

কিন্তু আদালত পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়ায়নি। তার আগেই সব ব্যাপারটা মিটে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে পালিয়ে মিঃ ফাউলারের সঙ্গে অ্যালিস রুকাসল সাদাম্পটনে যায়, সেখানে বিশেষ লাইসেনস কাজে লাগিয়ে অ্যালিসকে বিয়ে করেন মিঃ ফাউলার। খবর পেয়েছি আপাতত উনি মরিশাসে সরকারি চাকরি করছেন। মিঃ রুকাসল প্রাণে বাঁচলেন বটে, কিন্তু তাঁর সুখের দিন ফুরিয়েছিল, শরীর, মন দুটোই পড়েছিল ভেঙ্গে। পুরোনো কাজের লোক টলার দম্পতি অনেক কিছুর সাক্ষি তাই ইচ্ছে না থাকলেও তাদের তাড়িয়ে দিতে পারেন নি, আগের মতই তাঁর বাড়িতে থেকে গেছেন তাঁরা, আর এত কাণ্ড যাঁকে নিয়ে সেই মিস হান্টার? তিনি ওয়ালসলে এক বেসরকারি স্কুলের হেড মিসট্রেস, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে হোমসের আর কোনও কৌতূহল নেই এটা নিঃসন্দেহে আক্ষেপের বিষয়।

মেমোয়ার্স অব শার্লক হোমস

এক

অ্যাডভেঞ্চার অফ সিলভার ব্লেইজ

যাই বলো, এটা নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ ক্রাইম। ঘোড়ার মালিক কর্ণেল বস আর ইন্সপেক্টর গ্রেগরির টেলিগ্রাম পেয়েছি গত মঙ্গলবার।'

'মঙ্গলবার টেলিগ্রাম পেয়েছো আর ঘটনাস্থলে রওনা হচ্ছো আজ, বৃহস্পতিবার — মাঝখানে বুধবার অর্থাৎ পুরো একটা দিন খামোখা নষ্ট করলে কেন?'

'পুরোপুরি নষ্ট করিনি, মন দিয়ে শোন।

সিলভার ব্লেইজ হল খানদানি পেডিগ্রির ঘোড়া। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে রেসের মাঠে একের পর এক বাজি জিতে প্রচুর সুনাম কিনেছে, বহু প্রাইজ জিতেছে। আজ পর্যন্ত সে কোনও বাজিতে হারেনি।

ডার্টমুরে কিংস পাইল্যাণ্ডের আস্তাবলে সঙ্গে থাকত সিলভার ব্লেইজ। কর্ণেল রস-এর জকি জন স্ট্রেকারের ঘোড়া দেখাশোনা করে। জন স্ট্রেকারের ছেলেমেয়ে হয়নি, আস্তাবল থেকে তার বাসার দূরত্ব মাত্র দুশো গজ, সেখানে স্ত্রীকে নিয়ে থাকে স্ট্রেকার, একজন কাজের মেয়েও থাকে তাদের সঙ্গে। তিনটে অল্পবয়সী ছেলে আস্তাবল তদারকি করে, তাদের মধ্যে একজন পালা করে রোজ রাতে আস্তাবল পাহারা দেয়, বাকি দু'জন আস্তাবলের মাচার ওপর ঘুমোয়।

ডার্টমুর খুব নির্জন এলাকা দু মাইল পশ্চিমে ট্যাভিস্টক। এছাড়া জলা থেকে আন্দাজ দু'মাইল দূরে আছে রেসের ঘোড়াকে তালিম দেবার আরেকটি বড় আস্তাবল সেপলটন যার মালিক লর্ড ব্যাকওয়াটার। এই আস্তাবলের ম্যানেজারের নাম সাইলাস ব্রাউন। একটু থেমে চুরুট ধরাল হোমস, দম নিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার খেই ধরল।

'এবার সেই রাতের ঘটনায় আসছি। সিলভার ব্লেইজ সমেত বাকি তিনটে ঘোড়াকে দানা খাইয়ে রাত ন'টা নাগাদ আস্তাবলে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করা হল। নেড হান্টার নামে একটি ছেলে রইল পাহারায়, বাকি দু'জন জন স্ট্রেকারের বাড়িতে ডিনার খেতে গেল। নেড আর তার বাকি দুই সহযোগীর বিশ্বাসযোগ্যতা সবরকম সন্দেহের উর্দ্ধে এ বিষয়ে পুলিশ নিশ্চিত।

কাজের মেয়ে এডিন একহাতে লণ্ঠন আরেক হাতে তার রাতের খাবার নিয়ে খোলা মাঠ দিয়ে হেঁটে আসছে ঠিক তখনই এক অচেনা লোক এসে দাঁড়াল তার সামনে। কোনও ভূমিকা না করে লোকটি এডিনকে বলল, 'এ জায়গাটার নাম কি?'

'কিংস পাইল্যাণ্ড,' কাজের মেয়ে এডিন জবাব দিল।

'বাঃ, এ যে মেঘ না চাইতেই জল।' বলল সেই অচেনা লোকটি, 'কাছাকাছি রেসের ঘোড়াদের একটা আস্তাবল আছে, তাই না?'

ঘাড় নেড়ে এডিন সায় দিতেই লোকটা বলল, 'ওখানে রোজ রাতে একটা কমবয়সী ছেলে থাকে, তাই না?' উত্তরে এডিন আবার সায় দিতেই লোকটা বলল, 'তুমি কি ওর রাতের খাবার নিয়ে যাচ্ছো?' এডিন আবার সায় দিল, লোকটা তখন বলল, 'তোমার বয়স তো কম, শখ আহ্লাদ মেটানোর সাধ পুরোপুরি আছে কিন্তু টাকা জোটাতে পারো না। শোন মেয়ে আস্তাবলে যার খাবার নিয়ে যাচ্ছো তাকে এটা দিলে তোমায় আমি কিছু টাকা দেব, 'বলে একফালি সাদা কাগজ সে বের করল কোটের ভেতর থেকে। কিন্তু এডিন সেই কাগজ না নিয়ে জোরে পা চালিয়ে এসে পৌঁছোল আস্তাবলে। জানালার ওপাশে বসেছিল নেড হান্টার, বাইরে দাঁড়িয়ে এডিন তার হাতে খাবারের পাত্র সবে দিয়েছে এমন সময় সেই অচেনা লোকটা এসে হাজির হল সেখানে।

'এই যে ভাই,' বাইরে দাঁড়িয়ে জানালার ওপাশে বসা নেডকে লক্ষ্য করে লোকটা বলল, 'তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

'কি কথা?' জানতে চাইল নেড।

'সিলভার ব্লেইজ আর বেয়ার্ড, তোমাদের আস্তাবলের এই দুটো ঘোড়াকে ওয়েসেক্স বাজি রেসে দৌড়োতে হয়নি, সেই ব্যাপারে কিছু খবর চাই।

একবার শুনেছি বেয়ার্ড সিলভার ব্লেইজকে পাঁচ ফার্লং পেছনে ফেলে দিয়েছিল? তোমরা কার ওপর বাজি ধরছো এইবেলা বলে দাও সোনা, দিলে তোমার লাভ বই লোকসান হবে না। যে টাকা আমি দেব তাতে তোমার পকেট ফুলে উঠবে।'

'হতভাগা দালাল! বাঁচতে চাস তো পালা!' বলেই শিকারি কুকুর আনতে ছুটল নেড। ঘাবড়ে গিয়ে এডিন দৌড়ল। খানিক দূর গিয়ে পিছন ফিরতেই দেখল আস্তাবলের খোলা জানালা দিয়ে সেই উটকো অচেনা দালালটা মুখ বাড়িয়ে কি যেন দেখছে। নেড হান্টারও একটু পরেই ফিরে এল শিকারি কুকুর নিয়ে, কিন্তু তার আগেই লোকটা উধাও হয়েছে।

'কুকুর নিয়ে বেরোবার আগে নেড হান্টার আস্তাবলের দরজায় তালা দিয়েছিল কি?' প্রশ্নটা মাথায় উঁকি দিতে ছুঁড়ে দিলাম।

ভাল পয়েন্ট তুলেছো, ওয়াটসন' জবাব দিল হোমস, প্রশ্নটা আগেই আমার মনে জেগেছিল। আমার প্রশ্নের জবাবে ডার্টমুর থেকে যে টেলিগ্রাম এসেছে তার সারমর্ম হল নেড কুকুর নিয়ে বাইরে বেরোবার আগে আস্তাবলের দরজায় তালা দিয়েছিল। যে জানালার পথে সে বসেছিল তা দিয়ে কোনও মানুষের পক্ষে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়।' খবরটা চাপা রইল না, নেড হান্টারের মুখ থেকেই সে দালালের খবর গেল জন স্ট্রেকার আর নেডের দুই সহযোগীর কানে। সবার চাইতে বেশি ভাবনা জন স্ট্রেকারের। গভীর রাতে পোশাক পাল্টে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। সে রাতে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল, জন স্ট্রেকার তার পরোয়া না করে বেরোল আর বাড়ি ফিরল না।

পরদিন সকালে কাজের মেয়ে এডিন আস্তাবলে গিয়ে দেখল দরজা খোলা, ভেতরে চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে নেড হান্টার, জন স্ট্রেকার নেই, তার চেয়েও আক্ষেপের বিষয়, সিলভার ব্লেইজ উধাও হয়েছে আস্তাবল থেকে।

আস্তাবল থেকে কিছু দূরে ঝোপের পাশে নালার মধ্যে পাওয়া গেল জন স্ট্রেকারের মৃতদেহ। মজবুত হাতিয়ারের ঘায়ে তার মাথার খুলি গুঁড়ো হয়ে গেছে, একই সঙ্গে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গভীর ক্ষত হয়েছে তার উরুতে। জন স্ট্রেকারের মৃতদেহের ডান হাতের মুঠোয় ছিল একটা রক্তমাখা ছোট ছুরি, বাঁ হাতের মুঠোয় লাল কালো রেশমি ক্র্যাভাট। এডিন বিবৃতিতে বলেছে আগেরদিন রাতে আস্তাবলে আসা সেই অচেনা দালালের গলায় সে ঐ ক্র্যাভাট দেখেছে, এডিনের এই বিবৃতিতে সায় দিয়েছে নেড নিজেও। নেডের ধারণা, ও যখন কুকুর আনতে যায় তখনই সেই উটকো লোকটা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তার রাতের খাবারে ঘুমের ওষুধ মেশায়। নেডের রাতের খাবারে রান্নাকরা মাংস ছিল পরীক্ষা করে তাতে পুলিশ আফিম পেয়েছে। আস্তাবলের বাইরে নরম মাটিতে সিলভার ব্লেইজের খুরের দাগেরও হদিশ মিলেছে আর মিলেছে ধস্তাধস্তির প্রমাণ। লাল কালো রেশমি ক্র্যাভাটের মালিকের নাম ফিজরয় সিম্পসন, ইন্সপেক্টর গ্রেগরি তাকে গ্রেপ্তার করেছেন। লোকটা শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম, কিন্তু রেস খেলে টাকাকড়ি সব উড়িয়েছে। সবার চোখ এড়িয়ে লণ্ডনে বুকির কাজ করে। কিংস পাইল্যাণ্ড আর কেপলটন আস্তাবলের যেসব ঘোড়া রেসে দৌড়োবে তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেই তার এতদূরে আসা। ফেবারিট অর্থাৎ যে ঘোড়া জিতবে মনে হয় তার ওপর বাজি লাগিয়েছে পাঁচ হাজার পাউণ্ড। এসব নিজে মুখে বলেছে ফিজরয়, কিন্তু রেশমি ক্র্যাভাটের পানে চোখ পড়তেই ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেছে। ফিজরয়ের ভেজা জামাকাপড় প্রমাণ করে সেই ঝড়বৃষ্টির রাতে সে বাড়ি থেকে

বেরিয়েছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল ফিজরয়ের দেহে কোথাও ক্ষতচিহ্ন পুলিশ খুঁজে পায়নি যদিও নিহত জন স্ট্রেকারের ছুরিতে রক্ত লেগেছিল। সিম্পসনের হাতে যে লাঠি থাকে তার মুঠটা বেশ ভারি, এক ঘা খেয়ে মাথার খুলি ভেঙ্গে দেওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, ফিজরয় সিম্পসনের দেহের কোথাও পুলিশ সেই ছুরির ক্ষত খুঁজে পায়নি যে ছুরি জন স্ট্রেকারের মৃতদেহের হাতে ছিল। প্রশ্ন হল, জন স্ট্রেকারের ছুরির ঘায়ে তাহলে কে চোট খেল? ওয়াটসন, এই হল আমার জোগাড় করা বিস্তারিত বিবরণ। এবার তোমার সিদ্ধান্ত বলো।'

'এমনও তো হতে পারে যে স্ট্রেকারের হাতে ধরা ছুরির ফলায় কোনওভাবে তার নিজের উরু কেটে গেছে?' সম্ভাবনাটা মাথায় উঁকি দিতে প্রশ্ন করলাম।

'এ সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না, ওয়াটসন,' সায় দিল হোমস, 'পুলিশের থিয়োরি হল ফিজরয় সিম্পসন নিশ্চয়ই হান্টারের রাতের খাবারে আস্তাবলের জানালা দিয়ে ঝুঁকে এমন কোনও মাদক মিশিয়ে দিয়েছিল যা খেয়ে নেড হান্টার ঘুমিয়ে পড়েছিল — সেটা আফিম হতে পারে। জোড়া চাবি দিয়ে সিম্পসন আস্তাবলের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে, নেড ঘুমে আচ্ছন্ন, কাজেই সিলভার ব্লেইজকে নিয়ে পালিয়ে যেতে বেগ পেতে হয়নি। ঐ সময় জন স্ট্রেকার আচমকা তাকে দেখে ফেলে এবং বাধা দেয়। ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে জন স্ট্রেকারের ছুরির ফলায় তার নিজের উরু হয়ত কেটে গেছে, তারপরেই ফিজরয় সিম্পসন লাঠির ঘা মেরে গুড়িয়ে দিয়েছে তার মাথা। এই হুড়োগুড়ি দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সিলভার ব্লেইজ হয়ত পালিয়ে গেছে আস্তাবল থেকে, জলাব কাছাকাছি কোনও ঝোপে হয়ত ঘুরছে সে, নয়ত কেউ লুকিয়ে রেখেছে তাকে মওকা পেয়ে। আসল ঘটনা জানতে হলে ঘটনাস্থলে যেতে হবে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে পৌঁছোতে বেলা গড়িয়ে গেল, নিখোঁজ ঘোড়ার মালিক কর্ণেল রস আর ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর গ্রেগরি দু'জনেই যেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে অপেক্ষা করছিলেন। গোয়েন্দা হিসেবে ইন্সপেক্টর গ্রেগরির যথেষ্ট সুনাম আছে পুলিশ মহলে। যেতে যেতে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'আমার অনুমান ফিজরয় সিম্পসনই অপরাধী।'

'ভাল বলেছেন,' বলল হোমস, 'তাহলে জন স্ট্রেকারের লাশের হাতের মুঠোয় যে ছুরি ছিল সে বিষয়ে কি বলবেন, উরুতে জখমই বা হল কি করে?'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস পড়ে যাবার মুহূর্তে হাতের মুঠোয় ধরা ছুরির ফলায় উরুতে চোট খেয়েছিল স্ট্রেকার,' জানালেন ইন্সপেক্টর গ্রেগরি।

'ওয়াটসনেরও তাই বিশ্বাস,' হোমস বলল, 'কিন্তু মামলা শুরু হলে সিম্পসনের বিরুদ্ধে যেসব প্রমাণ আপনি খাড়া করতে চান সব বাতিল হয়ে যাবে। যেমন ধরুন, সিম্পসনের কাছে কি আস্তাবলের তালা খোলার চাবি পেয়েছেন? মাংসে মেশানো আফিম কোন দোকান থেকে কেনা হয়েছিল বের করতে পেরেছেন? এটাও ভাবুন, যার জন্য এত কাণ্ড সেই সিলভার ব্লেইজ নামে ঘোড়াটাকে চাইলে আস্তাবলের ভেতরেই খতম করে দিতে পারত, তাকে বাইরে নিয়ে যাবার আদৌ দরকার ছিল কি? মনে রাখবেন গ্রেগ, সিলভার ব্লেইজ কিন্তু যে সে ঘোড়া নয়, এলাকার বাসিন্দার সবাই চেনে তাকে, কিন্তু ফিজরয় সিম্পসনকে চেনে না তারা। আমার প্রশ্ন, সবার চোখ এড়িয়ে সিম্পসন কোথায় লুকোল সেই ঘোড়াকে। ভাল কথা, এডিনের জবানবন্দিতে একটা কাগজের উল্লেখ আছে — সিম্পসন নেড হান্টারকে একটা কাগজ দিতে চেয়েছিল। সেটা কি কাগজ?'

'সেটা একটা দশ পাউণ্ডের নোট,' বললেন গ্রেগরি, 'তল্লাশি চালিয়ে সিম্পসনের পার্সে একটা দশ পাউণ্ডের নোট আমরা পেয়েছি তাই এটা মানতেই হবে। তবে মিঃ হোমস যেসব প্রশ্ন আপনি তুললেন তাদের উত্তরও আমি একে একে দিচ্ছি। এক, আস্তাবলের তালা খোলার জোড়া চাবি সিম্পসনের কাছে ঠিকই ছিল, ঘোড়াটাকে বাইরে নিয়ে আসার পর সেটা সে কোনও ঝোপে বা

পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। দুই, স্থানীয় দোকান না, এখানে আসার আগে লণ্ডন থেকেই সে আফিম কিনেছে। তিন, এখানে পুরোনো খনি আর জলা প্রচুর ছড়িয়ে আছে, সিলভার ব্লেইজকে তেমনই কোনও জায়গায় অপরাধী লুকিয়ে রেখেছে। রেসের ঘোড়াকে তালিম দেওয়ার আরেকটা আস্তাবল এখানে আছে — মেপলটনের আস্তাবল। ডেডবরো নামে একটা ঘোড়া সেখানে আছে যার ওপর বাজি ধরেছে কিছু লোক, কিন্তু সেদিক থেকে ধরলে ডেসবরো হল দ্বিতীয়, প্রথম স্থান নিঃসন্দেহে সিলভার ব্লেইজের। এখানকার ট্রেনারের নাম সিলাস ব্রাউন, জন স্ট্রেকারের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব ভাল ছিল না। মেপলটন আস্তাবলে গিয়েও আমি খোঁজখবর নিয়েছি, কিন্তু সিলাস ব্রাউনের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাইনি।'

আরও খানিকক্ষণ বাদে আমাদের ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল কর্ণেল রসের কিংস পাইল্যাণ্ডের আস্তাবলের সামনে। সবাই নামার পরেও হোমস দূরের আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে রইল। চোখের চাউনি দেখে বুঝলাম জোরালো কোনও সূত্র হাতের নাগালে পেয়েছে সে।

'স্ট্রেকারের লাশ কোথায়?' জানতে চাইল হোমস।

'ওপরে রাখা আছে,' কর্ণেল রস জানালেন, 'আসছে কাল চেরাফোঁড়া হবে।'

'স্ট্রেকার কতদিন এখানে আছে?'

'গোড়ায় পাঁচ বছর জকি ছিল,' কর্ণেল রস বললেন, 'পরেব সাতবছর ছিল রেসের ঘোড়ার ট্রেণার, একটানা বারো বছর জন স্ট্রেকার কাজ করেছে আমার কাছে, ওর মত কাজের লোক কমই চোখে পড়েছে।'

'ওর পকেটের জিনিসগুলো কোথায়?'

'বসার ঘরে।'

'একবার ওগুলো দেখতে চাই।'

'আসুন আমার সঙ্গে,' ইন্সপেক্টর গ্রেগরির পেছন পেছন সামনে বসার ঘরে এলাম আমরা। একটা চৌকো টিনের বাক্স খুলে ইন্সপেক্টর একরাশ জিনিস বের করলেন — একবাক্স মোম দেশলাই, একটা তামাক খাবার পাইপ, দু'ইঞ্চি লম্বা একটা মোমবাতি, সিলমাছের থলে ভর্তি বড় করে ছাঁটা আধ আউন্স খানেক ক্যাভেণ্ডিশ তামাক, সোনার চেন আঁটা একটা রূপোর ঘড়ি, পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা, একটা অ্যালুমিনিয়ামের পেনসিল বাক্স, কিছু কাগজ, একটা শক্ত অথচ পাতলা ফলা সমেত ছুরি যার বাঁট হাতির দাঁতের। ছুরির ফলায় সামান্য রক্তের দাগ আমাদের চোখ এড়াল না।

'ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'এ তো দেখছি সার্জনের ছুরি, ডাক্তারিতে কি কাজে লাগে বলতে পারো?'

'নিশ্চয়ই,' উল্টেপাল্টে দেখে বললাম, 'চোখের সার্জনরা চোখের ছানি কাটেন এই ছুরি দিয়ে।'

'অদ্ভুত!' সায় দিল হোমস, 'এ ছুরি ভাঁজ করা যায় না। তাহলে এটা পকেটে নিয়ে স্ট্রেকার কেন বেরিয়েছিল সেই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?'

'যতটা ভাবছেন, ততটা অদ্ভুত নাও হতে পারে,' বললেন ইন্সপেক্টর গ্রেগরি,' হয়ত তাড়াহুড়োয় সামনে যা পেয়েছে তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। মিসেস স্ট্রেকার ছুরিটা কিছুদিন টেবিলে পড়ে থাকতে দেখেছেন।'

'এই কাগজগুলোয় কি লেখা আছে?'

'তিনটেতে ঘোড়ার খাবার — বিচালি কেনার রসিদ, একটায় কর্ণেল রসের নির্দেশ। বাকিটা বণ্ড স্ট্রীটের একটা কাপড়ের দোকানের রসিদ, ম্যাডাম লেসুরিয়ার বণ্ড স্ট্রীটের বাসিন্দা উইলিয়াম ডার্বিশায়ারকে সাঁইত্রিশ পাউণ্ড পনেরো শিলিং দামে একটা মেয়েদের পোশাক বিক্রি করেছে।

জন স্ট্রেকারের স্ত্রী বলেছেন এই মিঃ ডার্বিশায়ার তাঁর স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, ওঁকে লেখা যাবতীয় চিঠিপত্র আসত তাঁর বন্ধু মিঃ স্ট্রেকারের ঠিকানায়।'

'রীতিমত দামি পোশাক সন্দেহ নেই,' পোশাকের দোকানের রসিদ দেখতে দেখতে হোমস বলল, 'তাহলে চলুন এবার ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক।'

বাইরে পা বাড়াতেই এক অচেনা মহিলা এসে গ্রেগরির আস্তিনে হাত রাখলেন। রোগা শুকনো মুখ দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় আরও রোগা দেখাচ্ছে।

'পেরেছেন?' জানতে চাইলেন তিনি।

'না, মিসেস স্ট্রেকার, তবে লন্ডন থেকে মিঃ হোমস এসেছেন তদন্তের কাজে আমাদের সাহায্য করতে, এবার খুনিকে ঠিকই খুঁজে পাব।'

'চিনতে পারছেন?' যেচে আলাপ করতে এগোল হোমস, 'এই তো সেদিন প্লাইমাউথের গার্ডেন পার্টিতে আলাপ হল আপনার সঙ্গে, মিসেস স্ট্রেকার।'

'প্লাইমাউথ?' ঘাড় নেড়ে মহিলা অস্বীকার করলেন, 'কই না তো, আপনি আর কারও সঙ্গে আমায় গুলিয়ে ফেলছেন।'

'গুলিয়ে ফেলছি, আমি?' হোমস হার মানতে রাজি নয়, 'হতেই পারে না। দাঁড়ান, একটু ভেবে দেখি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, একটা বাহারি সিল্কের পোশাক সেদিন পরেছিলেন উটপাখির পালকের পাড় বসানো। বলুন, মনে পড়ছে?'

'আবার বলছি আপনি ভুল করছেন,' জোর গলায় বললেন মহিলা, 'এমন কোনও পোশাক আমার নেই।'

'হবে হয়ত, আমারই ভুল হয়েছে, মাফ করবেন,' বলে হোমস বাইরে বেরিয়ে এল, ইন্সপেক্টরের পেছন পেছন হেঁটে আমরা এসে পৌঁছোলাম ঘটনাস্থলে। পতিত জমি ধরে খানিক এগোতে এক বড়সড় গর্ত চোখে পড়ল। তার ধারে কাঁটাসমেত এক জাতের হলুদ ফুলের ঝোপ, এই কাঁটাঝোপের ওপরেই ঝুলছিল মৃত স্ট্রেকারের কোটখানা।

'স্ট্রেকার যে রাতে খুন হয় সে রাতে খুব জোরালো হাওয়া বইছিল কি?'

'না, তবে জোরে বৃষ্টি পড়ছিল।'

'তাহলে স্ট্রেকারের ওভারকোট হাওয়ায় উড়ে আসেনি মনে হচ্ছে, ওটা কেউ রেখেছিল এখানে, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন।'

'মাটিতে দেখছি অনেকগুলো পায়ের ছাপ পড়েছে, সোমবার রাতের পরে এ জায়গা নিশ্চয়ই অনেকে মাড়িয়েছে।'

'মিঃ হোমস, এখানে এই মাদুরটা পেতে আমরা তার ওপর দাঁড়িয়েছিলাম।'

'বাঃ, চমৎকার!'

'এই দেখুন, মিঃ হোমস, স্ট্রেকারের এক পায়ের বুট, ফিজরয় সিম্পসনের একপাটি জুতো আর সিলভার ব্লেজের এক পায়ের নাল নিয়ে এসেছি এই থলেতে।'

'সাবাশ, ইন্সপেক্টর, তোমার বুদ্ধির তুলনা হয় না!' বলে তাঁর হাতে ধরা থলেটা নিয়ে হোমস গর্তের মধ্যে নেমে মাদুরের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, পায়ের দিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, এটা কি!' জিনিসটা তুলে সবাইকে দেখাল হোমস — আধপোড়া একটা মোম দেশলাই কাঠি, গায়ে প্রচুর কাদা লেগেছে।

'এটা আমার চোখে পড়েনি কেন মাথায় আসছে না!' খেঁকিয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর গ্রেগরি।

'কাদা মাখানো ছিল বলেই চোখে পড়েনি,' বলল হোমস, 'তবে আমার চোখে পড়েছে কারণ আমি এটা খুঁজছিলাম।'

'সে কি! ওটা খুঁজে পাবেন জানতেন আপনি?'

'পাবার সম্ভাবনা ছিল জানতাম,' গম্ভীর গলায় জবাব দিয়ে হোমস থলের ভেতর থেকে জুতো বের করে কাদার ওপরের ছাপগুলোর সঙ্গে মেলাতে লাগল। খানিক বাদে গর্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল হোমস, ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল হামাগুড়ি দিয়ে।

'মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর গ্রেগরি বললেন, 'চারদিকের জমি একশো গজ পর্যন্ত আমার নিজের খানাতল্লাশি করা হয়ে গেছে, এখন আর নতুন কোনও পায়ের ছাপ খুঁজে পাবেন না আপনি।'

'সত্যি! তাহলে আপনার কথা অমান্য করার মত ধৃষ্টতা আর দেখাব না, তার চেয়ে বরং ঘোড়ার নালটা পকেটে নিয়ে সন্ধ্যে হবার আগে একটু ঘুরে আসি জলার দিক থেকে। কে জানে হয়ত বরাত খুলেও যেতে পারে।'

হোমসের ঠাণ্ডা মাথায় তদন্ত পদ্ধতি দেখতে দেখতে একসময় ধৈর্য হারালেন কর্ণেল রস, ঘড়ি দেখে বললেন, 'ইন্সপেক্টর, একবার আসবেন আমার সঙ্গে? আপনার কিছু পরামর্শ দরকার — সিলভার ব্লেইজ যে ওয়েসেক্স কাপ রেসে দৌড়োবে না তা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া দরকার।'

'হতেই পারে না! হোমস বলে উঠল জোর গলায়, 'সিলভাব ব্লেইজ এ রেসে ঠিক দৌড়োবে কর্ণেল!'

'আপনার অভিমতের জন্য অশেষ ধন্যবাদ,' ঘাড় নোয়ালেন কর্ণেল, 'বেড়ানো শেষ হলে চলে আসুন স্ট্রেকারের বাড়িতে, ওখানেই পাবেন আমায়। ওখান থেকে ফিরে যাব ট্যাভিস্কটে।' বলে ইন্সপেক্টরকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। জলার ওপর হাঁটতে হাঁটতে হোমস বলল, 'ওয়াটসন, জন স্ট্রেকারের খুনিকে ধরার ব্যাপারটা মন থেকে সরিয়ে এসো খুঁজে দেখি ঘোড়াটা কোথায় গেল। সিলভার ব্লেইজ সত্যিই আস্তাবল থেকে পালিয়ে গিয়ে থাকলেও তার পক্ষে কখনও একা থাকা সম্ভব নয় — ঘোড়া মোটেও দল ছেড়ে একা থাকতে পারে না, পালিয়ে গেলেও সে আবার ফিরে আসে দলে। তাহলে সিলভার ব্লেইজের বেলাতেও একই ঘটনা ঘটেছে — হয় গিয়ে ভিড়েছে কিংস পাইল্যাণ্ড নয়ত কেপলটনের আস্তাবলে। যেসব বেদে ঘোড়া চুরি করে বিক্রি করে তারা পুলিশি ঝামেলা এড়াতে এমন নামকরা ঘোড়া কখনোই চুরি করবে না। দুটো আস্তাবলের একটায় তার ফেরার সম্ভাবনা — মেপলটন নয়ত কিংস পাইল্যাণ্ড আস্তাবল। শুকনো জমিতে ইন্সপেক্টর গ্রেগরি ঘোড়ার পায়ের ছাপ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। অথচ মেপলটনের আস্তাবল যেদিকে সেদিকের জমিটা ঢালু, তার মানে ওদিকের কাদামাটি এখনও শুকোয়নি। সিলভার ব্লেইজ মেপলটনের আস্তাবলের দিকে গেলে ওদিকের কাদামাটিতে তার পায়ের ছাপ পড়া স্বাভাবিক।'

'হোমসের ধারণা যে নির্ভুল খানিকদূর এগিয়েই তার প্রমাণ মিলল — একসারি ঘোড়ার খুরের ছাপ কাদামাটির ওপর দিয়ে এগিয়ে গেছে, এবার সিলভার ব্লেইজের পায়ের নাল বের করে পরীক্ষা করতেই নালের সঙ্গে খুরের ছাপ হুবহু মিলে গেল।

'যাক,' খুশিভরা গলায় বলল হোমস, 'আমার কল্পনা যে মাঠে মারা যায়নি নিজে চোখেই দেখলে, ইন্সপেক্টর গ্রেগরির মধ্যে এর খামতি আছে। ঘটনা কি ঘটতে পারে কল্পনা করে তার ভিত্তিতে আমরা এগোলাম, প্রমাণ পেলাম যা কল্পনা করেছি ঠিক তাই ঘটেছে। এসো, পা চালাই।'

কাদামাটি পেরিয়ে প্রায় সিকি মাইল শুকনো জমি হেঁটে আসতে আবার চোখে পড়ল ঢালু কাদামাটি, ঘোড়ার পায়ের ছাপ এখানেও নজরে এল; কিন্তু তারপরের আধ মাইল পথে আর তাদের চোখে পড়ল না, চোখে পড়ল তখন যখন আমরা হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়েছি মেপলটনের আস্তাবলের কাছে। হোমসের চোখে বিজয়ীর দৃষ্টি, তার আঙুলের ইশারায় তাকাতে চমকে উঠলাম — মাটির বুকে ঘোড়ার খুরের পাশে স্পষ্ট মানুষের জুতোপরা পায়ের ছাপ।

'তাজ্জব ব্যাপার!' আমার বিস্ময় বাধা মানল না, 'খানিক আগেও তো এ ছাপ দেখিনি, সিলভার ব্লেইজ ছাড়া আর কোনও পায়ের ছাপ ছিল না তখন।'

'ঠিক বলেছো, ওয়াটসন,' সায় দিল হোমস,' তখন সিলভার ব্লেইজে একাই হাঁটছিল, আরে এ কি!' তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাতেই দেখি ঘোড়ার জোড়া খুরের ছাপ উল্টো মুখে ঘুরে গেছে কিংস পাইল্যাণ্ড আস্তাবলের দিকে। দেখেই চাপা শিস দিল হোমস, ঘোড়ার পায়ের খুর আর পাশাপাশি মানুষের পায়ের ছাপ ধরে এগোলাম। খানিক দূরে যেতেই আবার অবাক হবার পালা, খুর আর পায়ের ছাপ আবার মোড় নিয়েছে উল্টোমুখে। সেদিকে কিছুদূর এগোতেই দেখি পিচ বাঁধানো রাস্তা, সামনেই মেপলটনের আস্তাবলের বিশাল ফটক, আমাদের দেখেই একজন সহিস ভেতর থেকে দৌড়ে এসে তেরিয়া মেজাজে ধমকে উঠল, 'কাকে চাই? এখানে বাইরের আজে বাজে লোকের ঘুরঘুর করতে মানা।'

'বাইরে থেকে এলেও আমরা আজে বাজে লোক নই হে,' ওয়েস্টকোটের পকেটে দু'আঙ্গুল গুঁজে বলে উঠল হোমস, 'কাল ভোর পাঁচটায় এলে তোমার মনিব মিঃ সাইলাস ব্রাউনের সঙ্গে দেখা হবে?'

'মিঃ ব্রাউন তো খুব ভোরেই ওঠেন আজ্ঞে, ঐ যে উনি আসছেন। এখন না আজ্ঞে, পরে,' বলে হোমসের দেওয়া আধ ক্রাউন বখশিস সে ফিরিয়ে দিল।

'এখানে কি হচ্ছে ডসন?' বলতে বলতে ভয়ানক দেখতে জনৈক বয়স্ক পুরুষ হাতে চাবুক নাচাতে নাচাতে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে।

'বাজে গল্প করে সময় নষ্ট না করে নিজের কাজে যাও, ডসন!' আবার ধমকে উঠল সেই লোকটি, আমাদের চোখে চোখ পড়তেই খেঁকিয়ে উঠল, 'কে আপনারা এখানে কি চান?'

'আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল, বড়বাবু,' মধু ঝরে পড়ল হোমসের গলায়, 'কথা দিচ্ছি দশ মিনিটের বেশি সময় নেব না।'

'ফালতু লোকের সঙ্গে কথা বলার মত সময় আমার নেই,' অসভ্যের মত আবার খেঁকিয়ে উঠল সে, 'ভাল চান তো শীগগির এখান থেকে কেটে পড়ুন, নয়ত কুকুর লেলিয়ে দেব!'

শুনে হোমস এতটুকুও না ঘাবড়ে ঝুঁকে পড়ে সেই ঘোড়ার ট্রেনারের কানে কানে কি যেন বলল। শুনেই রেগে আগুন হয়ে উঠল সে, তেতে উঠল মুখ।

'মিছে কথা!' চেঁচিয়ে উঠল সে জোর গলায়, 'এসব মিছে কথা, মনগড়া গল্প!'

'খুব ভাল কথা,' আবার মধুঝরা গলায় বলল হোমস, 'কিন্তু সত্যি কি মিথ্যে তা নিয়ে এখানে তর্ক না করে একটু বসে কথা বলা যায় না?'

'বেশ, চাইছেন যখন তখন আসুন।' অনিচ্ছুক গলায় বলল সে।

'এখানে কয়েক মিনিট দাঁড়াও, ওয়াটসন,' মুখ ঘোরালো হোমস, 'চলুন, মিঃ ব্রাউন।'

'ঠিক কুড়ি মিনিট বাদে দু'জনে যখন বেরিয়ে এল তখন মিঃ সাইলাস ব্রাউনের রাগে তেতে ওঠা রাঙ্গা মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, অনেক পুঁতির দানার মত ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে কপালে, চাবুক সমেত হাতখানা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে গাছের ডালের মত। খানিক আগেই সেই ভয়ানক চেহারা তার নেই, পোষা কুকুরের মত হাঁটছে হোমসের পায়ে পায়ে।

'তাহলে ঐ কথাই রইল,' মিঁউ মিঁউ করে বলল সে, 'যেমন বললেন তেমনই করব।'

'মনে থাকে যেন,' চোখে চোখ রেখে শানানো গলায় বলল হোমস, 'গলতি যেন না হয়।'

'আজ্ঞে না, গলতি হবে না,' বলতে গিয়ে ব্রাউনের গলা কেঁপে উঠল, করমর্দনের জন্য হাত বাড়াল সে।

'এখন চললুম, কাল চিঠি পাবে,' বাড়িয়ে দেওয়া হাত উপেক্ষা করে আমায় নিয়ে ফেরার পথ ধরল হোমস, অবশ্যই কিংস পাইল্যাণ্ডের পানে।

'এমন কাপুরুষ চোর আগে দেখিনি,' খানিকদূর এসে বলে উঠল হোমস।

'তাহলে এই লোকটাই সিলভার ব্লেইজ চুরি করেছে,' জানতে চাইলাম।

'গোড়ায় দোষ কবুল করতে চায়নি,' বলল হোমস, 'কিন্তু ঘটনার দিন রাতে যা যা ঘটেছে তার হুবহু বর্ণনা শুনেই ভীষণ ঘাবড়ে গেল, ভাবল আড়ালে দাঁড়িয়ে ওর সব কাজ নিজের চোখে দেখেছি। খুব ভোরে সাইলাস ব্রাউন রোজের মত উঠে বেরিয়েছিল ঘুরে আসতে, আস্তাবলের বাইরে আসতেই দেখল সিলভার ব্লেইজ চরে বেড়াচ্ছে। গোড়ায় ভেবেছিল যেখানকার ঘোড়া সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে, কিন্তু তারপরেই মাথায় বদবুদ্ধি চাপল, ব্রাউন ঠিক করল ঘোড়দৌড় আগে শেষ হোক, তারপরে ঘোড়া ফিরিয়ে দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত আটকে রাখবে সিলভার ব্লেইজকে।'

'কিন্তু ইন্সপেক্টর গ্রেগরি তো নিজে মেপলটনের আস্তাবলে খানাতল্লাশি করেছেন,' আমি প্রতিবাদ করলাম, 'তখন সিলভার ব্লেইজ ওঁর চোখে পড়ল না কেন?'

'যারা অভিজ্ঞ চোর তারা এমনভাবে ঘোড়া লুকিয়ে রাখে যে বাইরের লোক হাজার খুঁজলেও তার হদিশ পাবে না।'

'কিন্তু এত জানাজানির পরে সিলভার ব্লেইজকে ওখানে তুমি রেখে এলে কোন ভরসায়, কাজটা কি ঠিক হল?'

'মিছে ভয় পাচ্ছো, ওয়াটসন, আশ্বাস দিল হোমস, 'সব জানাজানি হয়ে গেছে বলেই ব্রাউন এখন সবদিক থেকে যত্নে রাখবে ঘোড়াকে।'

'কিন্তু কর্ণেল রস,' মানে সিলভার ব্লেইজের মনিব? সবকথা জানলে উনি কি ব্রাউনকে ছেড়ে দেবেন?'

'কর্ণেল রসকে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, ওয়াটসন। উনি আমায় গোড়া থেকেই কেমন তাচ্ছিল্য করছেন দেখেছো তো? এবার আমিও ওঁকে একটু নাচিয়ে ছাড়ব। দেখো, ঘোড়ার কথা মুখ ফসকে যেন ওঁর সামনে বোল না।'

'তোমার অনুমতি না পেলে মুখেও আনব না, কথা দিলাম। এবার তাহলে জন স্ট্রেকারের খুনিকে ধরার কাজটা বাকি রইল।'

'থাকুক গে,' হোমস বলল, 'আজ রাতেই আমরা ট্রেনে চেপে লণ্ডনে ফিরে যাব।'

হোমসের ধরন ধারণ বরাবর একই রকম তাই কিছু বললাম না।

ইন্সপেক্টর গ্রেগরি আর কর্ণেল রস দু'জনেই আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। হোমস দু'জনকে শুনিয়েই বলল, 'এখানকার কাজ শেষ, আজ রাতেই আমরা লণ্ডনের ট্রেণ ধরব। ডার্টমুরের খাসা হাওয়া খেয়ে ক'টা দিন দিব্যি কাটল।'

একটি কথাও না বলে ইন্সপেক্টর গ্রেগরি বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইলেন বন্ধুবরের দিকে, ঠোঁট বেঁকিয়ে অবজ্ঞার হাসি হেসে কর্ণেল রস জানতে চাইলেন, 'স্ট্রেকারের খুনিকে ধরার আশা নেই বুঝতে পেরেছেন তাহলে?'

'একটু অসুবিধে হচ্ছে,' স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল হোমস, 'কর্ণেল, আসছে মঙ্গলবার আপনার সিলভার ব্লেইজ কিন্তু ঠিক দৌড়োচ্ছে, তাই আপনার জকিকে আগে থেকে তৈরি রাখবেন। আচ্ছা, জন স্ট্রেকারের একটা ফোটো আমায় দিতে পারেন?'

ইন্সপেক্টর গ্রেগরি কিছু না বলে পকেট থেকে একটা খাম বের করে হোমসকে দিলেন।

'একটু অপেক্ষা করুন, গ্রেগরি, ইন্সপেক্টরের চোখে চোখ রাখলেন হোমস, 'আমি যা চাই তা আগে থেকেই আঁচ করতে পারেন, আপনার এই দূরদৃষ্টি অবাক হবার মত।'

'লণ্ডন থেকে গোয়েন্দা আনিয়ে কোনও কাজ হল না,' হোমস যেতে মন্তব্য করলেন কর্ণেল।

'এসব কি বলছেন,' মৃদু প্রতিবাদ করলাম, 'আপনার ঘোড়া দৌড়োবে এটুকু আশ্বাস তো পেয়েছেন!'

'তা পেয়েছি বই কি,' তাচ্ছিল্যের গলায় বললেন কর্ণেল, 'আমার ঘোড়া ফেরত পেলেই হল।'

মুখের মত জবাব দিতে যাব এমন সময় বন্ধুবর ফিরে এল।

'এবার তাহলে স্ট্যাভিস্টকে যাওয়া যাক।'

স্ট্যাভিস্টকে পৌঁছাতে আস্তাবলের এক ছোকরা চাকর এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। হোমসের মাথায় কি চাপল কে জানে, তার জামার আস্তিন ধরে জানতে চাইল, এখানকার ভেড়াগুলো কে দেখাশোনা করে?'

'আজ্ঞে, আমি,' ছেলেটি জবাব দিল।

'হালে ভেড়াগুলোর অদ্ভুত কিছু ঘটেছে?'

'আজ্ঞে ঘটেছে,' ছেলেটি বলল, 'তিনটে ভেড়া খুঁড়িয়ে হাঁটছে, কেন জানি না।'

'ঠিক যেমনটি আঁচ করেছিলাম,' সাফল্যের উত্তেজনায় আমায় চিমটি কেটে হোমস তাকাল পুলিশ অফিসারের পানে, 'গ্রেগরি, আস্তাবলের ভেড়াদের মধ্যে খুঁড়িয়ে হাঁটার মড়ক লেগেছে, শুনলেন তো, ব্যাপারটা একটু তলিয়ে ভেবে দেখার অনুরোধ করছি। কোচোয়ান, জোর হাঁকাও!'

কর্ণেল রসের মুখে তখনও অবজ্ঞার কালো মেঘ, কিন্তু ইন্সপেক্টর গ্রেগরির চোখেমুখে ফুটে উঠেছে কৌতূহলের দীপ্তি।

'আপনি কি ব্যাপারটাকে সত্যিই গুরুত্ব দিচ্ছেন?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'একশোবার,' বলল হোমস।

'এছাড়া আর কি নিয়ে আমায় ভাবতে বলছেন বলুন তো?'

'ঘটনার দিন রাতে আস্তাবলের কুকুরের অদ্ভুত আচরণ নিয়ে একটু যদি মাথা ঘামান।'

'সে রাতে কুকুরটা তো কিছুই করেনি।'

'সেটাই তো ভাবার মত ব্যাপার।'

চারদিন পরের ঘটনা।

ওয়েসেক্স কাপের ঘোড়দৌড় দেখতে আমরা ট্রেনে চেপে আবার এসেছি উইনচেস্টারে। আগে থেকে খবর পেয়ে কর্ণেল রস ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন, তাতে চেপে আমরা এসে হাজির হয়েছি শহরের বাইরে। কর্ণেলের মুখ গম্ভীর, ভেতরে ভেতরে যে খুব চটে আছেন তা তাঁর হাবভাবেই টের পাচ্ছি।

'কই, আমার ঘোড়া তো এখনও ফেরত পেলাম না।' কর্ণেলের গলায় আক্ষেপ ঝরে পড়ল।

'দেখলে চিনতে পারবেন তো?' প্রশ্ন করল হোমস।

'কুড়ি বছর ধরে ঘোড়দৌড়ের মাঠে সময় কাটালাম, এমন বেয়াড়া প্রশ্ন কেউ আমায় করেনি। সাদা কপাল আর সামনের পায়ে ছোপ দেখলে যে কোন বাচ্চা ছেলেও সিলভার ব্লেইজকে ঠিক চিনতে পারবে।'

'বাজি কেমন চলছে বলুন।'

'সে আরেক অদ্ভুত ব্যাপার,' বললেন কর্ণেল, 'কাল পর্যন্ত দর ছিল পনেরোতে এক, কিন্তু পড়তে পড়তে আজ এসে দর দাঁড়িয়েছে তিনে এক।'

'হুঁম,' হোমস বলল, 'স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কেউ ভেতরের সব খবর রাখছে।'

দৌড় শুরু হবার আগে টাঙ্গানো তালিকার দিকে তাকাতেই আর সব ঘোড়া আর জকির মাঝখানে একটা চেনা নাম চোখে ঠেকল — সিলভার ব্লেইজ, জকির গায়ে লাল জ্যাকেট, মাথায় কালো টুপি।

'আপনার ঘোড়ার নাম তো তালিকায় রয়েছে,' কর্ণেলকে বললাম।

'কোথায়?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন তিনি, দেখছি না তো।'

তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘোড়া ছুটে এল টগবগ করতে করতে, জকির মাথায় কালো টুপি, গায়ে লাল জ্যাকেট।

'ঐ তো আপনার সিলভার ব্লেইজ,' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

কিন্তু এর গায়ের লোম যে সাদা নয়, মিঃ হোমস, 'কর্ণেল অসহায় গলায় বললেন, এ সিলভার ব্লেইজ হতেই পারে না।'

খানিক বাদেই শুরু হল দৌড়। দেখতে দেখতে সব ঘোড়াকে পেছনে রেখে এগিয়ে গেল সিলভার ব্লেইজ, ওয়েসেক্স কাপ সেই জিতল।

'সত্যিই আমার সিলভার ব্লেইজ জিতেছে?' কর্ণেলের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি, এসব কিছু যে মাথায় ঢুকছে না, মিঃ হোমস!'

'আসুন একবার ঘোড়াগুলো দেখে আসি,' বলে হোমস কর্ণেলকে নিয়ে ঘোড়াগুলো যেখানে রাখা হয়েছে সেখানে এসে ঢুকল, পেছন পেছন আমিও এলাম। ওজন নেবার জায়গায় দাঁড়ানো ঘোড়াটা ইশারায় দেখিয়ে বলল, 'এই নিন আপনার সিলভার ব্লেইজ। স্পিরিট দিয়ে ওর মুখ আর সামনের পা ধুয়ে দিলেই রং উঠে আগের চেহারা বেরিয়ে যাবে!'

'কি বলছেন মশাই, এ যে বিশ্বাসই হচ্ছে না!'

'ধরা পড়ার ঝুঁকি এড়াতে ঘোড়া চোর রং মাখিয়ে ওর চেহারা কিছুটা পাল্টে দিয়েছে, ঐ অবস্থাতেই মাঠে নামিয়েছি।'

'এই ব্যাপার! আমার ঘোড়া তো বহাল তবিয়তেই আছে মনে হচ্ছে,' এই প্রথম হোমসের সঙ্গে নরম গলায় ভদ্রভাবে কথা বললেন কর্ণেল রস, 'মিঃ হোমস, আপনার ক্ষমতাকে সন্দেহ করার জন্য এবার আমি মাফ চাইছি আপনার কাছে, সিলভার ব্লেইজকে উদ্ধার করে আপনি আমার কত বড় উপকার করলেন বলে বোঝাতে পারব না। একটা অনুরোধ, এবার জন স্ট্রেকারের খুনিকে ধরিয়ে দিন।'

'ধরিয়ে তো আগেই দিয়েছি,' হোমসের গলা খুব শান্ত শোনাল। বন্ধুবরের কথা শুনে কর্ণেলের সঙ্গে আমিও অবাক চোখে তাকালাম তার দিকে।

'ধরিয়ে দিয়েছেন!' কর্ণেলের উত্তেজনা বাধা মানল না, 'কোথায় সেই খুনি?'

'এখানেই আছে,' একই রকম শান্ত সুরে বলল হোমস।

'এখানেই আছে সে!' কোথায়?'

'আমাদের মধ্যেই আছে।'

'কি যা তা বলছেন মিঃ হোমস?' এবার রেগে উঠলেন কর্ণেল, 'মানছি ঘোড়া উদ্ধার করে যথেষ্ট উপকার করেছেন কিন্তু তাই বলে এসব বাজে রসিকতা করছেন কেন? আপনার কথার ধরনে আমাকেই খুনি বোঝায়, যা আমার কাছে যথেষ্ট অপমানজনক।'

'ভুল করেছেন কর্ণেল,' সিলভার ব্লেইজের ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলল হোমস, 'আপনাকে খুনি বোঝাচ্ছি এমনটা ভাবছেন কেন? জন স্ট্রেকারকে আসলে খুন করেছে এ।'

'সিলভার ব্লেইজ!' কর্ণেলের সঙ্গে আমিও জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

'ঠিক ধরেছেন, কর্ণেল, সিলভার ব্লেইজ,' তবে জেনে রাখুন খুন করার কোনও মতলব এর ছিল না, এ যা করেছে তা করেছে শুধু আত্মরক্ষার জন্য। জেনে রাখুন কর্ণেল, জন স্ট্রেকার লোকটা আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা দেয়নি, সে যা করেছে তা বেইমানি ছাড়া কিছু নয়।'

পুলম্যান গাড়িতে চেপে লণ্ডনে ফেরার পথে স্ট্রেকার খুনের রহস্য শোনাল হোমস।

'গোড়ায় অনুমান করেছিলাম ফিজরয় সিম্পসনই অপরাধী, কিন্তু পরে তদন্ত করতে গিয়ে দেখলাম তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলতে কিছুই নেই। পরে জন স্ট্রেকারের বাড়ি যেতে কতগুলো বিষয় চোখের সামনে ফুটে উঠল। এক, রান্নাকরা মাংসের ঝোল, আফিমের গুঁড়ো অন্য যে কোন

খাবারে মেশালে মুখে দেবার আগেই গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু মাংসের ঝোলে মেশালে সেই গন্ধ নাকে আসে না। এখন ফিজরয় সিম্পসনকে সন্দেহ করলে বলতে হয় মাংস রান্না হবে দেখেই সে লণ্ডন থেকে আগেভাগে আফিম নিয়ে এসেছে। কিন্তু এ নিছক সমাপতন বা কাকতালীয়, বাস্তবে তা মানা যায় না। বাকি থাকছে দু'জন — স্ট্রেকার আর তার স্ত্রী। লক্ষ্য করার বিষয়, আস্তাবলে যে ছেলেটা থাকে শুধু তার ছাড়া বাড়ির আর কারও মাংসের ঝোলে আফিম মেশানো হয়নি। এডিনও কাউকে আফিমের গুঁড়ো মাংসের ঝোলে মেশাতে দেখেনি। তাহলে সে কে?'

এবার আস্তাবলের কুকুরের প্রসঙ্গে আসছি। রাতদুপুরে চোর এসে আস্তাবল থেকে সিলভার ব্লেইজের মত এক তরতাজা দরের ঘোড়া বের করে নিয়ে গেল অথচ কুকুরটা চুপ করে রইল, এ কেমন ব্যাপার? উত্তর একটাই, ঘোড়া যে চুরি করেছে কুকুর তাকে চেনে তাই একবারও আওয়াজ করেনি। জন স্ট্রেকার নিজেই যে চোর তা কি এরপরেও বুঝতে বাকি থাকে?

অনেক সময় দেখা যায় ট্রেণার ঘুষ খেয়ে ঘোড়ার এমন খুঁত করে দেয় যার ফলে তার দৌড়োনোর ক্ষমতা লোপ পায়। অনেক সময় জকিও এসব কাজে লিপ্ত হয়। এই সম্ভাবনার কথা মনে আসতেই জন স্ট্রেকার খুন হবার পরে তার পকেট থেকে কি কি জিনিস পাওয়া গেছে দেখতে গিয়েছিলাম।

গিয়ে লাভ হল, এমন একটা সরু ছুরি পেলাম যা ভাঁজ করা যায় না। ওয়াটসনের মুখ থেকে শুনলাম এই ছুরি দিয়ে চোখের ছানি কাটা হয়। কর্ণেল রস, ঘোড়ার পায়ের পেছনের শিরা অল্প চিরে দিলে সে খোঁড়া হয়ে যায় আশা করি জানেন।

'স্কাউন্ড্রেল! শয়তান!' হোমসের কথা শুনে রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন কর্ণেল।

'এই মতলবেই স্ট্রেকার সিলভার ব্লেইজকে আস্তাবল থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল বাইরে ফাঁকা জায়গায়, আস্তাবলের ভেতরে একাজ করতে গেলে ঘোড়ার চিৎকারে সবাই টের পেত তাই।'

'এই উদ্দেশ্যেই তাহলে স্ট্রেকার পকেটে মোমবাতি আর দেশলাই নিয়েছিল,' কর্ণেল বললেন।

'ঠিক ধরেছেন,' সায় দিল হোমস, স্ট্রেকারের পকেটে মেয়েদের দামি পোশাক কেনার একটা রসিদও ছিল। তার বৌকে কায়দা করে জানলাম এত দামি পোশাক জীবনে পরা দূরে থাক চোখেও দেখেনি সে। তাহলে মানে একটাই দাঁড়াচ্ছে — অন্য কোনও মেয়ের খপ্পরে পড়েছে স্ট্রেকার তারই পেছনে টাকা ওড়াচ্ছে। স্ট্রেকারের ফোটো নিয়ে যে দোকান থেকে পোশাক কেনা হয়েছে সেখানে গেলাম, সেখানকার লোকেরা বলল এটা মিঃ ডার্বিশায়ারের ফোটো। বুঝুন তাহলে ব্যাপারটা, স্ট্রেকার নিজেই নাম ভাঁড়িয়ে মিঃ ডার্বিশায়ার সেজেছে জানাজানি হবার ভয়ে। এবার সবকিছু জলের মত পরিষ্কার হল — ভয় পেয়ে পালাবার সময় ফিজরয় সিম্পসন তার গলার ক্র্যাভাট ফেলে গিয়েছিল, সেটা কুড়িয়ে পায় স্ট্রেকার, শিরা কাটবার আগে ঘোড়ার পেছনের দুটো পা তাই দিয়ে বাঁধার ফন্দী আঁটে। এর আগে কয়েকটা ভেড়ার পায়ের পেছনের শিরা চিরে কাজটা সে আয়ত্ত করে নেয়। কিন্তু এত গুছিয়েও শেষ পর্যন্ত কাজ হাঁসিল করতে পারল না স্ট্রেকার, ঘোড়াদের সহজাত অনুভূতি শক্তি প্রবল, পেছনের পা বাঁধতে যেতেই বিপদ আঁচ করে লাথি মারে, লোহার নালের সেই ঘায়ে স্ট্রেকারের মাথার খুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়, হাতের ছুরি গেঁথে যায় নিজেই উরুতে। খোঁজ নিয়ে জানলাম আমার অনুমান ঠিক, আস্তাবলের তিনটে ভেড়া সত্যিই খোঁড়া হয়ে গেছে অদ্ভুতভাবে।

'সবই তো বুঝলাম,' কর্ণেল রস বললেন, 'কিন্তু সিলভার ব্লেইজকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বলুন!'

'ধরে নিন আপনারই কোন প্রতিবেশীর বাড়িতে, মুখ টিপে হাসল হোম, 'যেখানেই থাক, ভালই ছিল। আরে এই তো ক্ল্যাপহ্যাম জংশন এসে গেছে, এখান থেকে ভিক্টোরিয়া স্টেশন ঠিক

দশ মিনিট লাগবে। চলি তাহলে কর্ণেল, ভবিষ্যতে আমাদের বাড়িতে ইচ্ছে হলে আসবেন, চুরুট খেতে খেতে কৌতূহলপ্রদ আরও অনেক কিছু জানতে পারবেন।'

দুই
অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য কার্ডবোর্ড বক্স

মাসটা অগাস্ট। অসহ্য গরমে বাইরে বেরোনো দায়। বেকার স্ট্রিটের পুরোটাই যেন আগুনের চুল্লির মত জ্বলছে, পথের দু'ধারে খাড়া হয়ে ওঠা বাড়িগুলোর ইঁটে ঠিকরে পড়া ঝলসানো রোদের পানে তাকানো যায় না। মিলিটারি ডাক্তার হিসেবে একটানা অনেকদিন ভারতে কাটানোর ফলে প্রচণ্ড গরম আমার অনেক গা সওয়া হয়ে গেছে, অন্তত বন্ধুবর হোমসের চেয়ে তো বটেই। আশপাশের মানুষ গরমের জ্বলুনি থেকে বাঁচতে শহর ছেড়ে যে যেখানে পাবে বেড়াতে গেছে। নিউ ফরেস্ট নয়ত সাউন সিতে কিছুদিন কাটিয়ে আসার সাধ আমারও হয়েছিল, কিন্তু সাধ হলে কি হবে; এই মুহূর্তে আমার হাঁড়ির হাল, ব্যাংকেও কানাকড়িটি নেই। আর আমার বন্ধুবর? সে বরাবরই এক অদ্ভুত মানুষ, কি শহর, কি সমুদ্রে ঘেরা পাড়াগাঁ, দুটোর কোনটাই তাকে টানে না। লাখ লাখ মানুষের মধ্যে দিন কাটানো, আর তারই মধ্যে সন্দেহজনক আর সীমাহীন রহস্যের কোনও খবর কানে গেলেই মগজের সবক'টা শুঁড় বাগিয়ে তাদের পানে ধেয়ে যাওয়া, এই তার দিনরাতের ধ্যানজ্ঞান। একমাত্র বাসনা।

সকালের খবরের কাগজ এসেছে ঠিকই, কিন্তু তাতে খবর বলতে কিছু নেই। জানালার পর্দাগুলো অর্ধেক নামানো, হাত পা গুটিয়ে সোফায় আধশোয়া হয়ে হোমস ডাকে আসা একটা চিঠি পড়ছে একমনে।

ও এখন চিঠির মধ্যে ডুবে গেছে দেখে আমি আর বিরক্ত করলাম না, খবরের কাগজটা সরিয়ে দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে চোখ বুঁজে দিবাস্বপ্নে বিভোর হলাম। হালকা তন্দ্রার রেশ কখন এসেছিল টের পাইনি, বন্ধুবরের গলা কানে যেতেই তা কেটে গেল।

'ঠিকই বলেছো, ওয়াটসন,' চোখ মেলতেই কানে এল, 'আজকের কাগজে কার্ডবোর্ড ছাপা হয়েছে সেটা পড়ে শোনাও তো, এই নাও,' বলে খবরের কাগজটা এগিয়ে দিল আমার দিকে। কাগজটা হাতে নিয়ে চোখ বোলাতেই খবরটা নজরে এল, মনে মনে পড়লাম :

"বীভৎস প্যাকেট"

ক্রাডনের ক্রস স্ট্রিটের বাসিন্দা মিস সুসান কাশিংযের হাতে গতকাল দুপুর দুটো নাগাদ ডাকপিওন ব্রাউন পেপারে মোড়া একটি কার্ডবোর্ডের বাক্স তুলে দেয়। বাক্স খুলতেই মিস কাশিং আঁতকে ওঠেন, দেখেন নুনে জড়ানো একজোড়া মানুষের কান, দেখে মনে হয় সবে কেটে নেওয়া হয়েছে। মিস কাশিং-এর বয়স পঞ্চাশ, নিকটাত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব তাঁর কেউ নেই তাই চিঠিপত্র পাঠাবার লোকও তাঁর একরকম নেই বলা চলে। ঐ কার্ডবোর্ডের বাক্স কে পাঠাতে পারে অনেক ভেবেও তিনি বলতে পারছেন না। তবে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে মিস কাশিং জানিয়েছেন কয়েক বছর আগে পেঙ্গেতে থাকাকালীন তিনজন কমবয়সী ডাক্তারীর ছাত্রকে তিনি ঘরভাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা সাংঘাতিক উপদ্রব জুড়ে দেয় যার ফলে তিনি তাদের তিনজনকেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হন। পুলিশ সন্দেহ করছে একাজ তাদেরই, মিস কাশিং-এর ওপর যে রাগ তারা এখনও পুষে রেখেছে এ তারই পরিণতি। হয়ত হাসপাতালের মড়াকাটা ঘরে ঢুকে কোনও লাশের কান কেটে নুনে জড়িয়ে কার্ডবোর্ডের বাক্সে পুরে সরাসরি তাঁর ঠিকানায় পাঠিয়েছে। বাক্স খুলে এমন রোমহর্ষক উপহার পেলে তিনি ভয়ানক ভয় পাবেন ধরে নিয়ে মজা পেয়েছে তারা। পুলিশের এমন অনুমানের পেছনে কারণ একটাই তা হল ঐ

তিনজন ছাত্রের মধ্যে একজন আয়ার্ল্যাণ্ডের বাসিন্দা, মিস কাশিং নিজের মুখে বলেছেন তার বাড়ি বেলফাস্টে। আপাতত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অন্যতম দক্ষ গোয়েন্দা ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর লেসট্রেড এ কেসের তদন্তে হাত দিয়েছেন।'

খবর পড়া শেষ হতে হোমস বলল, 'আজই সকালে লেসট্রেডের চিঠি পেয়েছি, লিখেছে কেসটা জলের মত সোজা হলেও ঠিক কোথা থেকে শুরু করবে এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি। বেলফাস্টে যে পোষ্ট অফিস থেকে বাক্সটা এসেছে লেসট্রেড লিখেছে ঐ কার্ডবোর্ডের বাক্স কে পাঠিয়েছে জানতে চেয়ে সেখানে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল। ওরা জবাব দিয়েছে রোজ গাদা গাদা পার্সেল আসে ওখানে তাদের থেকে বেছে এই পার্সেল কে পাঠিয়েছে তার হদিশ দেওয়া সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। কার্ডবোর্ডের বাক্সটা হনিডিউ তামাকের, ওজন আধ পাউণ্ড, কিন্তু ওপর থেকে দেখে এর বেশি কিছু বোঝার উপায় নেই। লেসট্রেড এই কেসের তদন্তের ব্যাপারে আমার সাহায্য চেয়েছে, লিখেছে কয়েক ঘণ্টা আলোচনা করবে বিভিন্ন দিক নিয়ে। সারাদিন ও হয় অফিস নয়ত বাড়িতে থাকবে। এই হল চিঠির বিবরণ, এবার বলো, যাবে কিনা।'

একটানা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে আছি, বন্ধুবরের সঙ্গী হতে পারব ভেবে পুলকিত হলাম, 'কিছু করতে চাইছি কিন্তু কি করব ভেবে পাচ্ছি না।'

'এবার তাহলে গা তোল,' বলল হোমস, 'ঘণ্টা বাজিয়ে আমার জুতো আনাও, তারপর গাড়ি ডাকতে বলো। আমিও তৈরি হতে ভেতরে চললাম, ড্রেসিং গাউন ছাড়তে হবে তারপর খানকয় চুরুট নিতে হবে, আমার বাক্সটা খালি হয়ে এসেছে।'

ট্রেনে চেপে দু'জনে এলাম ক্রয়ডনে। স্টেশনে লেসট্রেড আমাদের অপেক্ষায় ছিল, তার সঙ্গে হেঁটে পাঁচ মিনিট বাদে ক্রস স্ট্রিটে মিস কাশিং-এর বাড়িতে এলাম।

মিস কাশিংকে দেখতে শান্ত, চোখেও শান্ত চাউনি। 'ঐ বিশ্রী বদখত বাক্সটা আউটহাউসে আছে,' লেসট্রেডকে দেখেই বলে উঠলেন তিনি, 'এসেছেন যখন তখন ওগুলো নিয়ে যান তাহলে আমিও রেহাই পাই।'

'তাই হবে, মিস কাশিং,' লেসট্রেড মুখ খুলল, 'আপনার সামনে মিঃ হোমসকে দেখাব বলেই ওগুলো এখানে রেখেছিলাম।'

'আমার সামনে কেন মশাই?'

'যদি মিঃ হোমস কিছু জানতে চান, তাই।'

'আমি বারবার বলেছি এ ব্যাপারে কিছুই আমার জানা নেই, এসবের কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। তাহলে আর খামোখা জানতে চেয়ে কি লাভ?'

'আপনার কথাই ঠিক, ম্যাডাম,' নরম গলায় সায় দিল হোমস, 'আপনি যে সাংঘাতিক বিচলিত হয়েছেন সে বিষয়ে আমার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই, বিচলিত হয়েছেন বলেই এ বিষয়ে কথা বলতে চাইছেন না।'

'মিঃ হোমস,' শান্ত চোখ তুলে তাকালেন মিস কাশিং, 'আমি শান্তিপ্রিয় জীবন কাটাই, কোনও ঝামেলায় জড়াই না, খবরের কাগজে নাম ছাপানোর ইচ্ছেও আমার নেই। বুঝতেই পারছেন পুলিশি ঝামেলাও যতদূর সম্ভব আমি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। মিঃ লেসট্রেড, দয়া করে ঐ বাক্সখানা এখানে আনবেন না, দেখতে হলে আউট হাউসে যান,' কথা শেষ করে মিঃ কাশিং যেভাবে আমাদের দিকে তাকালেন তার অর্থ একটাই — ইচ্ছে হলে আমরাও আউট হাউসে গিয়ে কৌতূহল মেটাতে পারি।

কাশিং-এর কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নিয়ে হোমস আমায় নিয়ে লেসট্রেডের সঙ্গে বাড়ির পেছন দিকের বাগানে ঢুকল। বাগানের বেঞ্চে আমাদের বসিয়ে লেসট্রেড ঢুকল আউট

হাউসে, খানিক বাদে ফিরে আসতে দেখলাম তার হাতে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স, খানিকটা ব্রাউন পেপার আর খানিকটা সুতো। বেঞ্চে বসে হোমসের হাতে সেগুলো পরপর তুলে দিল সে।

'এ তো টোয়াইন সুতো,' সুতোর গন্ধ শুঁকল হোমস, 'আলকাতরায় ডোবানো, গিঁট না খুলে মিস কাশিং সুতোটা কাঁচি দিয়ে কেটেছেন। সুতোটার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, দেখেছো?'

'না, মিঃ হোমস।'

'গিঁটখানা শুধু আস্ত আছে তাই না,' হোমসের গলায় গভীর আত্মপ্রত্যয় ফুটল, 'গিঁটটা একটু অদ্ভুত ধাঁচের, সাধারণ পেশার সঙ্গে জড়িত কোনও মানুষ এই গিঁট দিতে জানে না।' এইটুকু বলেই কেন কে জানে তখনকার মত থেমে গেল হোমস।

'তা বলতে পারেন,' লেসট্রেড বলল, 'নিখুঁতভাবে গিঁটটা বাঁধা হয়েছে।' কিন্তু মুখে সায় দিলেও সুতোর গিঁটের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে ধারণা এতক্ষণে গড়ে উঠেছে হোমসের মনে লেসট্রেড যে তার ধারেকাছেও পৌঁছোতে পারেনি তা তার উদভ্রান্ত চাউনি দেখেই আঁচ করলাম।

'ব্রাউন পেপারে কড়া কফির গন্ধ ম ম করছে,' সুতো রেখে কাগজখানা গভীরভাবে শুঁকল হোমস, 'বাজে কালিতে চওড়া মুখের নিব ডুবিয়ে 'মিস এস কাশিং, ক্রস স্ট্রিট, ক্রয়ডন' ঠিকানা কি বিশ্রীভাবে লিখেছে দ্যাখো লেসট্রেড, মনে হচ্ছে হরফগুলো যেন বেড়াতে বেরিয়ে একটা আরেকটার ওপর হামলে পড়েছে। ক্রয়ডন বানান লিখতে যেমন কাটাকুটি করা হয়েছে তাতে পার্সেলের প্রেরক পুরুষ তাতে সন্দেহ নেই। লোকটা আকাট মুখ্যু, ক্রয়ডন নামের বানানও জানে না। হ্যাঁ, আমি যা ধরেছি তাই, বাক্সটা আধ পাউণ্ড হনিডিউ তামাকের, বাঁদিকের কোণে দুটো আঙুলের ছাপও দেখা যাচ্ছে।'

এটুকু বলেই বাক্সের মধ্যে ছড়ানো একরাশ মোটা দানার লবণের ভেতর থেকে দুটো কাটা কান বের করল সে, কোলের ওপর রেখে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেদিকে। লেসট্রেডের কথা জানি না, কিন্তু লড়াই ফেরত মিলিটারি ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও ঐ দুটো বস্তুর দিকে যতবার চোখ পড়ল ততবার আমার গা আপনা থেকেই শিউরে উঠতে লাগল।

'লেসট্রেড দেখেছো কিনা জানি না,' অনেকক্ষণ বাদে মুখ খুলল হোমস, 'একজন না, দু'জন লোকের দুটো কান কেটে নেওয়া হয়েছে।'

'আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে, মিঃ হোমস?' বন্ধুবরের সিদ্ধান্তকে লেসট্রেড সায় দিতে পারল না, এমনও তো হতে পারে যে হাসপাতালের মর্গে কোনও বেওয়ারিশ লাশের দুটো কান কেটে —'

'হতেই পারে না,' জোরালো প্রতিবাদ করল হোমস, পচন এড়াতে মর্গে সব লাশের গায়ে পচন নিরোধক ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, সেখানে কাটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পচন নিরোধক অ্যাসিডে ডুবিয়ে রাখা হয়। কিন্তু তেমন অ্যাসিডের দাগ বা গন্ধ কিছুই এদের মধ্যে পাচ্ছি না। তার ওপর একটু লক্ষ্য করলেই দেখবে কান দুটো এখনও তাজা, তার মানে বাসি পুরোনো লাশের মাথা থেকে এ দুটো কেটে নেওয়া হয়নি। সর্বোপরি দুটো কানই কাটা হয়েছে ভোঁতা ছুরি বা ঐ জাতীয় অস্ত্রে। মর্গে কাটা হলে ধারালো ডাক্তারি ছুরি চালানোর প্রমাণ থাকত। অতএব, জেনে রেখো, নিছক ভয় দেখানোর মতলবে নয়, এই কান কেটে পাঠানোর ঘটনা এক নৃশংস অপরাধের সূচনা করছে।'

কিন্তু লেসট্রেডের হাবভাব দেখে বুঝতে পারলাম হোমসের সিদ্ধান্ত এবারও মেনে নিতে বাধছে, 'কিন্তু মিস কাশিং তো নিরীহ মহিলা,' বলল লেসট্রেড, 'নিজে মুখেই বলছেন, কখনও কোনও ঝামেলায় নিজেকে জড়াননি, এখনও ঝামেলা এড়িয়ে থাকেন। এখানেও তো বহুদিন আছেন একদিনও বেরোননি বাড়ির বাইরে। এমন মানুষকে একজন অপরাধী দুটো কাটা কান পাঠাতে যাবেই বা কেন? তবে উনি মানে মিস কাশিং সব জেনেও না জানার অভিনয় করছেন কিনা তা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি, তেমন হলে অবশ্য —'

'খুব কাছে থেকে দেখলে কানদুটোর মধ্যে অনেক তথ্য খুঁজে পাবে, লেসট্রেড,' স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল হোমস, 'দুটো কান আলাদা দু'জন লোকের তো বটেই যাদের মধ্যে একজন নারী অপরজন পুরুষ। মেয়েদের কান ছেলেদের চাইতে ছোট হয়, এখানেও দ্যাখো, একটি কান আরেকটির চেয়ে আকারে কিছু ছোট, লতিতে দুল পরার ফুটো কাজেই এটা কোন মেয়ের কান তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য বড় কানের লতিতেও দুল পড়ার ফুটো আছে কিন্তু এই কানটার রং কেমন কটাশে, বহুদিন রোদে পুড়লে আর জলে ভিজলে চামড়ার রং যেমন হয় এই বড় কানের চামড়ার রংও তেমনই। কোনও নারীপুরুষের কান কেটে নেবার খবর কাগজে এখনও পড়িনি তাই যদি ধরে নিই দু'জনকেই খুন করা হয়েছে আশা করি তা মেনে নেবে। তোমার জায়গায় আমি থাকলে শুধু এই পয়েন্ট সামনে রেখে জোড়া খুনের মামলা রুজু করে তদন্তে এগোতাম। গতকাল বৃহস্পতিবার মিস কাশিং-এর কাছে এ দুটো এসেছে। দুটো কানই যেমন তাজা আছে তাতে মঙ্গল কি বুধবার দু'জনকে খুন করা হয়েছে এই অনুমান অনায়াসে করা যায়। যে লোক পার্সেল পাঠিয়েছে সেই যে খুন করেছে তাতেও সন্দেহের অবকাশ চোখে পড়ছে না। এরপরে যে জটিলতা খুঁজে পাচ্ছি তা মিস কাশিংকে নিয়ে। খুনি যেই হোক, মিস কাশিংকে সে এ দুটো পাঠাল কেন? তাঁর ওপর কোনও পুরোনো বদলা নিতে, নাকি মানসিক চাপ বাড়াতে? প্রশ্ন উঠতে পারে তেমন কিছু আঁচ না করলে উনি পুলিশে খবর দিলেন কেন? ঝামেলা থেকে যে বরাবর নিজেকে সরিয়ে এনেছে তার পক্ষে কাটা কান দুটো আবার বাক্সে ভরে মাটিতে পুঁতে ফেলাই স্বাভাবিক হত, তাতে এত জানাজানি হত না। খুনিকে বাঁচাতে চাইলে ঠিক এটাই তিনি করতেন। উল্টোটা হলে খুনির নাম ফাঁস করতেন অথচ এখনও পর্যন্ত তেমন কিছুই করেননি তিনি। এই ব্যাপারটাই আমার কাছে ধাঁধার মত ঠেকছে, যা স্পষ্ট হওয়া দরকার। আমি মিস কাশিংকে কয়েকটা প্রশ্ন করব,' বলে কান দুটো আবার নুনে ডুবিয়ে বাক্সটা লেসট্রেডের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

'মিস কাশিংকে আমার কোনও প্রশ্ন করার নেই, আমি থানায় ফিরে যাচ্ছি, দরকার হলে আমায় ওখানেই পাবেন।' বলল লেসট্রেড।

'স্টেশনে ফেরার আগে একবার অবশ্যই দেখা করব,' হাত ... বিদায় জানাল হোমস। ইশারায় আমায় সঙ্গে আসতে বলে লম্বা পা ফেলে বাগান থেকে বেরিয়ে আবার সে গিয়ে ঢুকল মিস কাশিং-এর কাছে। তিনি তখন সূঁচে সুতো লাগিয়ে চাদরে বাহারী নকশার ফোঁড় তুলছেন একমনে, আমাদের দেখে মুখ তুলে তাকালেন।

'আমার চেনাজানার মধ্যে এমন কেউ নেই মিঃ হোমস যে আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে এমন ভয়ানক উপহার পাঠাতে পারে,' কৌতূহলী চোখে বন্ধুবরের দিকে তাকিয়ে বললেন মিস কাশিং।

'হয়ত তাই,' সংক্ষেপে মন্তব্য করল হোমস, পর মুহূর্তে পিছিয়ে এসে দাঁড়াল ফায়ারপ্লেসের ওপর ফ্রেমে আঁটা তিন রূপসী মহিলার ফোটো অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখল সে, তারপর আবার এসে দাঁড়াল মিস কাশিং-এর সামনে, তিনি চমকে উঠে মুখ ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে অল্প ঝুঁকে তাঁর দুল পরানো কানের লতির কাছে মুখ এনে কি যেন পরখ করল। কয়েকটি মুহূর্ত, তারপরেই উত্তেজিত হয়ে উঠল তার চোখের চাউনি, শান্ত গলায় জানতে চাইল, 'মিস কাশিং, একটা ছোট প্রশ্নের উত্তর দেবেন?'

'আর কত প্রশ্ন করবেন?' মিস কাশিং-এর গলা রুষ্ট শোনাল, 'বলুন কি জানতে চান।'

'ম্যান্টেলপিসের ওপর ঐ ফোটোতে যে তিনজন সুন্দরী মহিলা আছেন তাঁদের একজন অবশ্যই আপনি, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাতে কি হল?'

'বাকি দু'জন যে আপনারই দু'বোন তা বলার আগেই ধরা পড়েছে আমার চোখে,' বলল হোমস।

'ঠিক ধরেছেন,' সায় দিলেন মিস কাশিং, 'ওদের একজন মেরি, আরেকজন সারা।'

'আর ইনি নিশ্চয়ই আপনার ছোট বোন,' কনুইয়ের কাছে একটা ফোটো ইশারায় দেখাল হোমস, 'লিভারপুলে তোলা হয়েছে, সঙ্গী পুরুষের পরনে জাহাজের স্টুয়ার্ডের উর্দি। কিন্তু আপনার ছোট বোনের তখনও বিয়ে হয়নি বলে মনে হচ্ছে।'

'কোনকিছুই দেখছি আপনার নজর এড়ায় না, মিঃ হোমস।'

'কারণ ওটাই যে আমার পেশা, মিস কাশিং।'

'ঠিকই ধরেছেন,' মিস কাশিং বললেন, 'বোনের সঙ্গে যাকে দেখছেন তাঁর নাম মিঃ ব্রাউনার, উনি সে সময় দক্ষিণ আমেরিকাগামী এক জাহাজী কোম্পানীতে ছিলেন। ঐ ফোটো তোলার কয়েকদিনের মধ্যেই বোনের সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়। বোনকে ছেড়ে বেশিদিন দূরে থাকতে পারবেন না বলে সে চাকরি ছেড়ে লিভারপুল আর লণ্ডন থেকে যেসব জাহাজ ছাড়ে তাদের একটাতে কাজ নেয়।

'কংকারার জাহাজে?'

'না, 'মে ডে'-তে, তারপরের খবর জানি না। মোদোমাতাল লোক, এক ঢোঁক পেটে পড়লে আর চেনা যায় না। আমার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি নেই, আমার পরের বোন সারার সঙ্গেও শুনেছি ঝগড়া করেছে! ওর বউ অর্থাৎ আমার ছোট বোন মেরিও অনেকদিন হল আমায় চিঠিপত্র লিখছে না। হয়ত স্বামীর মতই ভুল বুঝেছে। কোথায় কিভাবে ওদের দিন কাটছে কে জানে!' এটুকু বলে একটু থামলেন মিস কাশিং, এরপর যে ডাক্তারীর ছাত্রকে ঘরভাড়া দিয়েছিলেন তাদের নাম ধাম, কোন হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিল সব শোনালেন, যেসব হুজ্জোতি করে তারা তাঁকে জ্বালাত তাও বললেন। জেরার ফাঁকে ফাঁকে হোমস তাঁর জবাবের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো লিখে নিল।

'মিস কাশিং,' হোমস বলল, 'একটা কথা মনে আসছে বলেই জানতে চাইছি। আপনার মতই আপনার পরের বোন সারাও তো বিয়ে করেননি, তাহলে দু'জনে একসঙ্গে থাকলেন না কেন?'

'সারার বড্ড বদমেজাজ, ফাঁক পেলেই শুধু ঝগড়া করে। এখানে ক্রয়ডনে আসার পরে সারাকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম, দু'মাস আগেও ও ছিল এখানে। কিন্তু শেষকালে ছাড়াছাড়ি হল। এক মায়ের পেটের বোনের বদনাম করব না মিঃ হোমস, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি হাজার করেও আমি ওর মন পেলাম না।'

'আর লিভারপুলের কুটুমরা?' কলম নামিয়ে চোখ তুলল হোমস, 'আপনার ছোট বোন আর ওর স্বামীর কথা বলছি, ওদের সঙ্গেও সারার বনিবনা হয়নি?'

'ঠিক তাই, মিঃ হোমস। আগে একসময় মেরি আর মিঃ ব্রাউনারের প্রশংসা শুনেছি সারার মুখে। কিন্তু এখানে আসার পর দিনরাত উঠতে বসতে সারা শুধু মেরি আর জিমের বদনাম করত। সারার বদমেজাজ তো জানি, হয়ত এই কারণেই জিম কখনও ওকে উচিত শিক্ষা দিয়ে থাকবে, তাই যত রাগ ওদের ওপর। অবশ্য এ আমার নিজের ধারণা, মিঃ হোমস, সত্যিই তেমন কিছু হয়েছে কিনা বলতে পারব না।'

'আমার আর কিছু জানার নেই, মিস কাশিং,' কলম আর নোটবই বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল হোমস, 'এ কেসে খামোখা আপনি জড়িয়ে পড়েছেন। আচ্ছা, সারার ঠিকানাটা একবার বলবেন?'

'নিউ স্ট্রিট, ওয়েলিংটন।'

'ধন্যবাদ, মিস কাশিং, এখন তাহলে আমরা যাচ্ছি।'

বাইরে এসে একটা খালি ঘোড়ার গাড়ি হাত নেড়ে থামাল হোমস, গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করল, 'এখান থেকে ওয়েলিংটন কতদূর হবে?'

'তা মাইলখানেক তো বটে,' গাড়োয়ান জানাল।

'ওখানেই যাব আমরা, মাঝখানে টেলিগ্রাফ অফিস এলে বোল।' কথা শেষ করে আমায় নিয়ে গাড়িতে চাপল সে।

টেলিগ্রাফ অফিসে পৌঁছে কারও নামে একটা 'তার' পাঠাল হোমস, বাকি পথটুকু রোদ এড়াতে টুপিটা নাক পর্যন্ত টেনে বসে রইল মুখ বুজে। খানিক বাদে ওয়েলিংটনের নিউ স্ট্রিটে এলাম দু'জনে, গাড়োয়ানকে দাঁড় করিয়ে মিস কাশিং-এর বোন সারার বাড়ি খুঁজে বের করলাম। কড়া নাড়তে দরজার পাল্লা খুলে গেল, কালো টুপি মাথায় গোমড়ামুখো এক কমবয়সী ভদ্রলোক মুখ বাড়ালেন।

'মিস সারা কাশিং আছেন?' জানতে চাইল হোমস।

'আছেন কিন্তু ওঁর শরীর ভীষণ খারাপ,' ভদ্রলোক জানালেন, 'কাল থেকে মাথা তুলতে পারছে না, অসুখটা মাথার ভেতরে। আমি ডাক্তার, ওঁর চিকিৎসা করছি। এখন ওঁর পক্ষে কারও সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। আপনারা দশ দিন পরে আসবেন।' বলে হাতে দস্তানা পরে তিনি বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিলেন।

'এখানকার কাজ শেষ,' বলল হোমস, 'চলো ফেরা যাক,' গাড়িতে উঠে গাড়োয়ানকে একটা হোটেলে নিয়ে যাবার হুকুম দিল সে। হোটেলে পৌঁছোনোর পরে খাবার টেবিলে বসে এই কেস সম্পর্কে তার ধারণা জানার অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু হোমস আমার মতলব আগেই আঁচ করেছেন। এ ব্যাপারে মুখ না খুলে নানা অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারে কথা বলে সে সময় কাটাল। বিকেল নাগাদ হোমসের সঙ্গে থানায় এলাম। ইন্সপেক্টর লেসট্রেড আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন, একটা মুখ আঁটা খাম হোমসকে দিয়ে বললেন, 'আপনার 'তার'-এর জবাব এসে গেছে।'

খামের মুখ খুলে ভেতরের খবরটুকু মন দিয়ে পড়ল হোমস, তারপর মুখ তুলে বলল, 'আমার যা জানার ছিল জেনেছি, এবার চাইলেই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পার, লেসট্রেড।'

'সত্যি বলছেন, মিঃ হোমস?' লেসট্রেডের চাউনি দেখে মনে হল সে ধরে নিয়েছে হোমস মশকরা করছে।

'একটা ভিজিটিং কার্ডের পেছনে কি লিখে লেসট্রেডের হাতে দিল হোমস, 'এখানে অপরাধীর নাম আর আস্তানার খোঁজ লেখা আছে, তবে আগামীকাল রাতের আগে ওকে হাতে পাবে না। একটা কথা বলে রাখি লেসট্রেড, এ কেস দিনের আলোর মত সহজ, কিন্তু দেখবে আমার নাম যেন কোথাও উল্লেখ কোর না, আমি শুধু খুব জটিল কেস-এর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাই। চলি, লেসট্রেড, এসো ওয়াটসন, ঘরে ফেরা যাক।'

'জলের মত সহজ কেস,' বেকার স্ট্রিটের আস্তানায় ফিরে চুরুট টানতে টানতে মুখ খুলল হোমস, 'বাগানে বসে কার্ডবোর্ড বাক্সে আঁটা আলকাতরা মাখানো সুতোর গিঁট দেখেই আন্দাজ করলাম এই গিঁট যে দিয়েছে সে হয় নাবিক, নয়ত একসময় জাহাজে চাকরি করত। কারণ একটাই, ঐ ধরনের ঐ রকম গিঁট শুধু নাবিকরাই দিতে জানে। এরপর দুটো কাটা কানের মধ্যে বড়টা দেখে বুঝলাম তা পুরুষের, লতিতে রিং পরার ফুটো দেখে বুঝলাম কোনও জাহাজী নাবিকের কান, ওরা অনেকে শখ করে কানের লতি ফুটো করে রিং পরে। বাক্সটা পাঠানো হয়েছে বন্দর থেকে — এর মানে পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে এক বা একাধিক জাহাজী জড়িত।

মিস কাশিং-এর নাম সুসান, তাঁর মেজো বোনের নাম সারা, ছোট বোনের নাম মেরি। বাক্স পাঠানো হয়েছে মিস এস কাশিং-এর নামে। বড় আর মেজো, দু'বোনের নামের গোড়ার হরফ 'এস'। এদের মধ্যে কার নামে বাক্স পাঠানো হয়েছে তা খুঁজে বের করতে আমি লেসট্রেডের সঙ্গে

...াম মিস কাশিং-এর বাড়িতে। গিয়ে অবশ্য লাভই হল, কাটা কান দুটোর মধ্যে যেটা যুবতীর তার গড়ন হুবহু মিস কাশিং-এর কানের মত। বুঝলাম যে যুবতীর কান কেটে নেওয়া হয়েছে তিনি মিস কাশিং-এর খুব কাছের লোক। তিন বোনের গ্রুপ ফোটো দেখে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম। তারপর মহিলার সঙ্গে কথা বলে জানলাম ওঁর মেজো বোনের নাম সারা, তিনি দু'মাস আগেও ঐ বাড়িতে তাঁর কাছে ছিলেন। মিস কাশিং-এর মুখেই শুনলাম তাঁর মেজো বোন দজ্জাল, তেমনই ভয়ানক মদ্যপ ছোট বোন মেরির স্বামী জিম ব্রাউনার, মদ পড়লে কিছুই তার খেয়াল থাকে না। মাথায় খুন পর্যন্ত চাপে। মেরির কাছে সারা কিছুদিন ছিল, ঝগড়াঝাঁটি করে বড় বোনের কাছে আসার পর থেকে তাদের দুজনের নামে দিনরাত নিন্দে করেছে। তাহলে কি এর পেছনে জিম ব্রাউনারের হাত আছে, সারা তার বড় বোনের কাছে গেছে, তাই সেই ঠিকানায় কার্ডবোর্ডের বাক্স পাঠিয়েছে সে? সারা যে সেখানেও টিকতে পারেনি সে খবর পায়নি ব্রাউনার। মে ডে জাহাজ আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিন আর বেলফাস্ট বন্দরে যায়। বাক্সটা পাঠানো হয়েছে বেলফাস্ট থেকে। জিম ব্রাউনারকে বাক্স প্রেরক হিসেবে সন্দেহ করার এটা আরেক জোরালো ভিত্তি।

কিন্তু এখানে আরেক প্রশ্ন দেখা দিল — আকারে বড় কানটি তাহলে কার, সে কি জিম ব্রাউনার? জিম ব্রাউনার আর তার স্ত্রী কোথায় জানতে চেয়ে লিভারপুল বন্দর পুলিশের অফিসার অ্যালগারকে তার পাঠিয়েছিলাম। অ্যালগার জবাবে জানিয়েছে মিসেস ব্রাউনের বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে, পড়শীরা অনুমান করছে উনি দক্ষিণদিকে কোনও আত্মীয়ের বাড়ি গেছেন। মিঃ জিম ব্রাউনার 'মে ডে' জাহাজে আছেন, আমার হিসেবে ঐ জাহাজ কাল রাতে টেমস এ নোঙ্গর করবে। লেসট্রেড ওখানে জাহাজে উঠে গ্রেপ্তার করবে অপরাধীকে।'

বন্ধুবরের অনুমান যে অভ্রান্ত তার প্রমাণ পেলাম দুদিন বাদে লেসট্রেডের পাঠানো চিঠিতে, সঙ্গে অপরাধীর টাইপ করা স্বীকারোক্তি।

চিঠির সারমর্ম এরকম।

'বন্ধুবরেষু মিঃ হোমস,

গতকাল বিকেল ৬-০০টায় অ্যালবার্ট ডকে মে ডে জাহাজে উঠে খোঁজ নিয়ে জানলাম স্টুয়ার্ড জিম ব্রাউনার সফরের গোড়ায় জাহাজে উঠে অস্বাভাবিক আচরণ করায় জাহাজের ক্যাপ্টেন তাকে কাজ করতে দেননি, ঘরে বসিয়ে রেখেছেন। তার ঘরে ঢুকে দেখি দাড়িগোঁফ কামানো এক বিশালদেহী পুরুষ দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঠের বাক্সের ওপর বসে আপন মনে দুলছে। আমাকে দেখেই সে হাতকড়া পরাবার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে দিল। থানায় এসে স্বীকারোক্তি দিয়েছে জিম ব্রাউনার, তার এক কপি আপনাকে পাঠালাম। ইতি — আপনার লেসট্রেড।'

'এবার স্বীকারোক্তিটা পড়ে শোনাও,' ধোঁয়া ছেড়ে বলল হোমস।

'সুসান, সারা আর মেরি। তিন বোনের মধ্যে বড় বোন সুসান নিষ্কলুষ, একেক সময় তাকে দেখলে সন্ন্যাসিনী বলে মনে হয়। শুধু আমার স্ত্রী বলে নয়, ছোট বোন মেরি মানুষ নয়, স্বর্গের দেবী। আর মেজো সারা দুনিয়ার নচ্ছার, মানুষের চামড়ায় আস্ত ডাইনি। বৌকে খুব ভালবাসি বলে সারা আমাদের দু'জনকে কি হিংসে করে নিজের চোখে দেখেছি। আমাদের দু'জনের প্রণয়মধুর সম্পর্ক বিষিয়ে দিয়েছে ঐ সারা, আমার শ্যালিকা। বিয়ের পর সারা কিছুদিন লিভারপুলে আমাদের সঙ্গে ছিল, তখনই ওর স্বভাব টের পেয়েছিলাম। তখনও এত মদ খেতাম না। একদিন সন্ধ্যের পরে জাহাজ থেকে ফিরে দেখি মেরি বাড়ি নেই, দোকানে গেছে। মেরিকে একমুহূর্তও চোখের আড়াল করতে পারি না তা সারা জেনে গেছে, ছোট বোনের অনুপস্থিতিতে আচমকা বলল, 'মেরিকে ছেড়ে একটুও থাকতে পারো না এ কেমন? কেন, আমাকে তোমার ভাল লাগে না?' বলে দুহাতে জড়িয়ে ধরল আমার হাত, কি উত্তাপ তার হাতে, যেন পুড়ে যাচ্ছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে পালাল সারা।

মেরিকে আমি এ ব্যাপারে কিছু না বললেও লক্ষ্য করলাম তার ব্যবহার পাল্টে যাচ্ছে, দিনরাত আমায় সন্দেহের চোখে দেখছে। তখনও টের পাইনি আমার নামে যা তা বলে ছোট বোনের মন বিষিয়ে দিচ্ছে সারা, আর মেরিও তা বিশ্বাস করে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে। মেরির আচরণে মনে ধাক্কা খেলাম, ব্যথা ভোলার জন্য ডুবলাম মদের নেশায়। তখনও হয়ত সময় ছিল, মেরিকে আগের মত ফিরে পেলে মদ ছেড়ে দিতে এক মিনিটও লাগত না। কিন্তু সারা যে তাকে নাচাচ্ছে তা মেরি একটিবারের জন্যও টের পেল না। এরই মধ্যে এসে হাজির হল আরেক পুরুষ নাম তার অ্যালেক ফেয়ারবার্ণ, আমারই মত উঁচুপদের নাবিক। গোড়ায় শুধু সারার বন্ধু ছিল সে, অল্প কিছুদিন বাদে আমাদের সবার সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশা শুরু করল। অদ্ভুত চুম্বকের মত ছিল তার আকর্ষণ, তেমনই ছিল মেয়েদের মন জয় করার মত কথাবার্তার ধরন।

কিছুদিন বাদে ঘটল এক ঘটনা। একদিন একটু আগেভাগে কাজ সেরে বাড়ি ফিরেছি। মেরিকে চমকে দেব ভেবে ইচ্ছে করে বারান্দায় জুতোর আওয়াজ করে সদর দরজা দিয়ে ঢুকছি, আওয়াজ শুনে রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এল মেরি, কিন্তু আমায় দেখেই তার হাসিমাখা ফর্সা মুখখানা কালো হয়ে গেল, চট করে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। আমি নই, জুতোর আওয়াজ তার পছন্দের মানুষের ধরে নিয়ে মেরি ছুটে এসেছিল বুঝতে আর বাকি রইল না, এবং সে পুরুষ যে অ্যালেক ফেয়ারবার্ণ ছাড়া আর কেউ নয় তা কি এরপরেও বুঝতে বাকি থাকে? নিমেষে আমার দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠল। একবার রাগ চাপলে আমার সে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না মেরি জানত, তাই আমার চোখমুখ দেখে সে ভীষণ ঘাবড়ে গেল, আমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল সে, 'জিম! রাগ কোর না, দোহাই তোমার!'

'সারা গেছে কোথায়?' আমি জানতে চাইলাম। মেরি বলল, 'রান্নাঘরে।' মেরিকে একটি কথাও না বলে তখনই ঢুকে পড়লাম রান্নাঘরে, সারাকে ডেকে সরাসরি বললাম, 'সারা, আজ তোমায় শেষবারের মত হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি এই অ্যালেক ফেয়ারবার্ণ লোকটাকে এ বাড়িতে কখনও ঢুকতে দিও না।' শুনে সারা হেসে বলল, 'ও, এই ব্যাপার? তাহলে তুমিও শুনে রাখো জিম, অ্যালেক ফেয়ারবার্ণ আমার বন্ধু, এ বাড়িতে তাকে ঢুকতে না দিলে আমারও এখানে থাকা চলবে না।' 'সে তোমার খুশি, ইচ্ছে হলে থাকবে, ইচ্ছে না হলে থাকবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে ফেয়ারবার্ণ এখানে এলে তার একটা কান কেটে তোমায় উপহার পাঠাব জেনে রেখো, এই আমার শেষ কথা।' আমার হুমকি শুনে ঘাবড়ে গেল সারা, সে রাতেই আমার বাড়ি ছাড়ল সে, কিন্তু এলাকা ছাড়ল না, কাছাকাছি আরেকটা বাড়ি ভাড়া নিল সে, সেখানে নাবিকদের ঘর ভাড়া দিতে লাগল। খবর পেলাম শয়তান ফেয়ারবার্ণ সেখানেই গিয়ে স্থায়ী আস্তানা গেড়েছে। আরও জানলাম আমার অনুপস্থিতিতে মেরি বাড়িতে তালা দিয়ে চলে যায় সারার কাছে, সেখানে সারা আর ফেয়ারবার্ণের সঙ্গে বসে চা খায়, গল্পগুজবও করে। মেরিকে এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করলাম না, হাতে নাতে ধরতে তক্কে তক্কে রইলাম।

একদিন সুযোগ এল, মেরির পিছু নিয়ে পা টিপে টিপে তার সঙ্গে এসে ঢুকলাম সারার বাড়িতে। দরজা দিয়ে ঢুকতেই ফেয়ারবার্ণ আমায় দেখতে পেয়ে পড়ি কি মরি বলে দে ছুট। ছুটতে ছুটতে কাপুরুষের মত বাড়ির পেছনের বাগানের পাঁচিল টপকে পালাল সে। সারাও সেখানে ছিল, তার সামনেই মেরিকে বললাম আবার কখনও ফেয়ারবার্ণের সঙ্গে তাকে দেখলে খুনই করে ফেলব। মেরির মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল আগেই, কোনও প্রতিবাদ করল না সে। লক্ষ্মী মেয়ের মত আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরে এল। দুজনের মধ্যে ভালবাসার যেটুকু সম্পর্ক তখনও ছিল সেদিনের ঐ ঘটনায় তা ভেঙ্গে চুরমার হল, দুঃখ ভুলতে বেশি করে মদ খেতে লাগলাম, আমার অবস্থা দেখে মেরির মনে রাশিরাশি ঘেন্না জমছে বুঝতে বাকি রইল না।

লিভারপুলে শুধু ঘরভাড়ার আয়ে পেট চালানো সারার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, শেষকালে বাড়ি ছেড়ে সে চলে গেল ক্রয়ডনে তার বড় বোন সুসানের কাছে। আমার ভাঙ্গা সংসার আর জোড়া লাগল না, বরং দিন দিন পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে লাগল। তারপর গত হপ্তায় ঘটল আমার চূড়ান্ত ভাগ্য বিপর্যয়।

সাত দিনের সফরে 'মে ফেয়ার' জাহাজে রওনা হয়েছিলাম, কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিতে জাহাজ ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হল বন্দরে। বারো ঘণ্টা বাদে জাহাজ আবার ছাড়বে শুনে খুশিমনে বাড়ি এলাম। কিন্তু বাড়ির কাছে আসতেই একটা ঘোড়ার গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল। স্পষ্ট দেখলাম জানালার ওপাশে মেরি বসে তার পাশে বসে অ্যালেক ফেয়ারবার্ণ, খুশিতে মেতে উঠেছে দুজনে। যেটুকু খুশি নিয়ে নেমেছিলাম জাহাজ থেকে ঐ দৃশ্য দেখে উবে গেল এক নিমেষে, মগজের ভেতর যেন আগুন জ্বলে উঠল। একটা পুরু কাঠের লাঠি হাতের মুঠোয় ধরা ছিল, ওটা নিয়ে তখনই দৌড়োলাম গাড়ির পেছনে, ওদের সব হাসিখুশি বরাবরের মত ঘুচিয়ে দেবার সংকল্পে কঠিন হয়ে উঠেছি আমি। হ্যাঁ, ওদের দুজনকেই খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সেই মুহূর্তে।

ঘোড়ার গাড়ি একসময় থামল রেলস্টেশনে, নিউ ব্রাইটনের টিকেট কাটল। এত মত্ত দুজনে যে আমার দিকে একবারও চোখ পড়ল না। আমিও নিউ ব্রাইটনের টিকেট কাটলাম। ট্রেণ এলে ওরা উঠল, ওদের কিছু তফাতে একটা কামরায় আমিও উঠলাম। নিউ ব্রাইটনে পৌঁছে ওরা নৌকোয় চেপে বেড়াতে চলে এল প্যারেডে, নৌকা ভাড়া করে চাপল দু'জনে, আমিও একটা নৌকো ভাড়া করে জলে নামলাম। চারদিকে তখনও কুয়াশার ঘেরাটোপ, তার মধ্যে দাঁড় চালিয়ে ওদের নৌকোর পিছু নিলাম। খানিক বাদে ওদের নৌকোর কাছে চলে এলাম। তখন ফেয়ারবার্ণ আমায় দেখতে পেল, পেয়েই দাঁড় তুলে মারতে গেল আমায়। কিন্তু আমি পাশ কাটিয়ে বাঁচলাম, তারপর হাতের লাঠির এক ঘা বসালাম ওর মাথায়। এক ঘায়েই শয়তান ফেয়ারবার্ণের মাথা ফেটে ঘিলু রক্তে মাখামাখি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তাই দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মেরি। 'হায় অ্যালেক!' বলে তাকে জড়িয়ে ধরল সে। মেরিকে হয়ত এবারেও বাঁচাতাম কিন্তু তার মুখে ঐ আক্ষেপ শুনে মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না, লাঠির আরেক ঘা বসিয়ে তারও মাথা ফাটিয়ে ঘিলু বের করে দিলাম। দুজনেই খতম, এরপর ছুরি বের করে দু'জনের দুটো কান কেটে নিলাম সারাকে উপহার পাঠাব ভেবে। এরপর কানকাটা দুটো লাশ নৌকোয় বেঁধে পাটাতনের কাঠের তক্তা ভেঙ্গে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে গলগল করে জল ঢুকে দুটো লাশসমেত নৌকো গেল ডুবে। গায়ে যেটুকু রক্ত লেগেছিল সব ধুয়ে ডাঙ্গায় ফিরে নৌকো জমা দিলাম, ট্রেণ ধরে লিভারপুলে ফিরে কান দুটো কার্ডবোর্ডের বাক্সে পুরে ওপরে সারার নাম আর তার বড়দির ঠিকানা লিখলাম, সুতো দিয়ে ভাল করে বেঁধে কেবিনে রেখে দিলাম, পরদিন জাহাজ বেলফাস্টে এলে সেখান থেকে পার্সেল করে বাক্সটা নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠালাম। এই হল পুরো ঘটনা। যা কিছু গোড়া থেকে ঘটেছে তার একটি শব্দও লুকোইনি। চাইলে এবার আমায় আপনারা ফাঁসিতে ঝোলাতে পারেন। কিন্তু যে সাজা ইতিমধ্যেই পেয়েছি তার কাছে ফাঁসি কিছুই না। রাতের ঘুম বিদায় নিয়েছে আমার চোখ থেকে, চোখ বুজলেই সেই দৃশ্য দেখতে পাই — খুন হবার আগের মুহূর্তে মেরি আর ফেয়ারবার্ণের মুখ দুটো, তাদের ভীতিমাখানো চোখদুটোও স্পষ্ট দেখতে পাই। খুন হবার পরে ওরা এখন আমায় প্রতি মুহূর্তে মারছে। আর একটা রাত ঐভাবে কাটলে নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যেতাম নয় মারা পড়তাম। দোহাই আপনাদের, হাজতে বা জেলে আমায় একা রাখবেন না।'

'এসবের কি মানে বলতে পারো ওয়াটসন?' জিম ব্রাউনারের স্বীকারোক্তি পড়া শেষ হতে হোমস বলল, 'এই ভীতি আর খুনোখুনির হিংস্রতা, এসব পৃথিবীর কোন্ কাজে লাগে? সত্যিই এর কি কোন শেষ নেই?'

তিন

অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ইয়েলো ফেস

'এতক্ষণে [illegible]' বেড়িয়ে ফিরে আসতেই কাজের ছেলেটা হোমসকে বলল, 'আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছিলেন, অনেকক্ষণ থেকে চলে গেলেন।'

'[illegible], হল [illegible] গলায় আমায় বকুনি দিল হোমস, 'আমায় বেড়াতে নিয়ে যাবার শখ মিটেছে? তোমার কথামতন বেড়াতে বেরিয়ে এই হল — কাজকর্ম এমনিতেই হাতে নেই, তার ওপর একটা মক্কেল এসেও ফিরে গেল। ভদ্রলোককে ভেতরে বসাওনি?' কাজের ছোকরাকে প্রশ্ন করল সে।

'আজ্ঞে তা বসিয়েছিলাম [illegible]'

'[illegible]'

'[illegible] আজ্ঞে,' কাজের ছোকরা [illegible], '[illegible] দেখে অদ্ভুত ঠেকল, মনে হল খুব ভাবনাচিন্তায় আছেন। ভেতরে এসে একবার বসলেন, [illegible] ঘরের [illegible] জোরে জোরে পা ফেলে পায়চারি করে বেড়ালেন। বাইরে দাঁড়িয়ে আমি সব দেখেছি, আজ্ঞে। তারপর একসময় [illegible] ধৈর্য হারিয়ে মুখে বলে উঠলেন [illegible] কি আর ফিরবেন না?' আমি [illegible] বই কি, আপনাকে আরেকটু বসতে হবে।' শুনে [illegible] বললেন 'তাহলে আমি বরং বাইরে অপেক্ষা করছি হে, এখানে ঘরের ভেতর বসে বসে দম বন্ধ হবার যোগাড়। আমি এখন যাচ্ছি, খানিক বাদে ফের আসব,' বলে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন অনেক বলে কয়েও ধরে রাখতে পারলাম না।'

'যাক, তুমি তোমার কাজ করেছো,' ঘরে ঢোকার পরে বলল হোমস, 'এটা খুব বিশ্রী ব্যাপার হল ওয়াটসন। [illegible] এই মুহূর্তে [illegible] দরকার। যিনি এসেছিলেন তাঁর অধৈর্য হবার বিবরণ [illegible] গুরুত্বপূর্ণ, আরে টেবিলের ওপর এটা কি? না ওয়াটসন এ পাইপ [illegible] নয় [illegible] সেই ভদ্রলোক ভুল করে ফেলে গেছেন। অ্যাম্বার পাথরের [illegible]। এমন পাইপ [illegible] খুব বেশি নেই মনে রেখো।' পাইপখানা চোখের কাছে এনে [illegible] করতে করতে হোমস বলল, 'এ পাইপের মালিক স্বাস্থ্যবান, পেশীবহুল তার দেহ। ভদ্রলোকের কোনও দিকেই নজর নেই, ন্যাটা, দু'পাটি দাঁতের গড়ন সুন্দর, টাকাকড়ির ব্যাপারে আদৌ হিসেবী নন।' বলতে বলতে পাইপের তামাক হাতে নিয়ে শুঁকল হোমস 'গ্রসভেনর মিক্সচার, দামি তামাক। দেশলাই কাঠি নয় গ্যাস নয়ত ল্যাম্পের আগুনে উনি তামাক ধরান। [illegible] ধরালেই দেখবে পাইপের খোলের ডানদিকটা শুধু পুড়েছে কারণ উনি ন্যাটা বাঁহাতে পাইপ ধরেন। তুমি ন্যাটা নও, তুমি পাইপ ধরালে খোলের বাঁদিকটা পুড়বে।

'আর কি চোখে পড়েছে?'

'খানিক আগেই তো বললাম ভদ্রলোক দেখতে যেমনই হোন তাঁর দু'পাটি দাঁতের গড়ন ভারি সুন্দর, তাকিয়ে দেখার মত। পাইপের নলে কামড়ের দাগ দেখেই মনে হয়েছে।' হোমস হয়ত আরও কিছু বলত কিন্তু তার আগেই লম্বা স্বাস্থ্যবান চেহারার এক যুবক ঘরে ঢুকল হাতে টুপি নিয়ে। বয়স ত্রিশের আশেপাশে হলেও কিছু বেশিই দেখায়।

'মাফ করবেন,' অস্বস্তি মেশানো গলায় তিনি বললেন, 'ভেতরে ঢোকার আগে আমার উচিত ছিল দরজায় টোকা দেওয়া, কারণ সেটাই রীতি। আসলে ভেতরে ভেতরে খুব অস্থির আর উত্তেজিত হয়ে আছি বলেই এমনটা ঘটেছে,' বলে চেয়ারে বসে কপালে হাত বোলাতে লাগলেন।

'পরপর দু'রাত না ঘুমোলে মাথার অবস্থা এমনি হওয়াই স্বাভাবিক, বলুন কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?' আন্তরিক সুরে বলল হোমস।

'খুব অশান্তির ভেতর আমার দিন কাটছে, মিঃ হোমস, আমি কি করব তাই জানতে ছুটে এসেছি আপনার কাছে। কি করব আমার মাথায় আসছে না, আমার জীবনের সব সুখ শান্তি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে!' বলতে বলতে তাঁর মুখের প্রতিটি শিরা উপশিরা ফুলে নীল হয়ে উঠল।

'ধৈর্য ধরুন, মিঃ গ্রান্ট মুনরো,' আশ্বাস দেবার সুরে বলল হোমস।

'আরে! একি!' উত্তেজিত হয়ে বললেন নবাগত, 'আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?'

'খুব সহজেই,' আন্তরিকভাবে ব্যাখ্যা করল বন্ধুবর, 'টুপির লাইনিংয়ের ভেতর নিজের নামটি তো আপনি লিখেছেন, টুপির খোলটা আবার দু'হাতে বাগিয়ে ধরেছেন আমার দিকে। ভবিষ্যতে কোথাও নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চাইলে এমন কাজ আর ভুলেও করবেন না যেন। গত ক'বছরে আমরা দু'জনে এই ঘরে বসে কত নারীপুরুষের অদ্ভুত সব গোপন কথা জেনেছি তার লেখাজোকা নেই এই কথাটাই আপনাকে বলতে গিয়েছিলাম; তেমনই বহু অসহায় নরনারীর বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে শান্ত করার সৌভাগ্যও আমাদের হয়েছে। আমার বিশ্বাস আপনার জন্যও তেমন কিছু আমরা করতে পারব। এবার আর দেরি না করে বলে ফেলুন কি ঝামেলায় পড়েছেন।'

'এফি অর্থাৎ আমার স্ত্রীর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয় তখন সে পঁচিশ বছরের এক বিধবা যুবতী, অল্প বয়সে এফি আমেরিকায় গিয়েছিল, সেখানে এক উকিলকে বিয়ে করে, তাঁর নাম মিঃ হেব্রন। ভদ্রলোকের পশার ভালই জমেছিল। বিয়ের পরে এফির একটি সন্তানও হয়। কিন্তু তারপরেই দুর্ভাগ্য নেমে আসে তার জীবনে — মারাত্মক ইয়েলো ফিভারে আক্রান্ত হন মিঃ হেব্রন আর এফির শিশুসন্তান, কিছুদিন ভোগার পরে দু'জনেরই মৃত্যু হয়। স্বামী আর সন্তান দু'জনকে হারিয়ে এফির মন ভেঙ্গে যায়, ও ফিরে আসে লণ্ডনে। মিঃ হেব্রন যে টাকা ওর নামে জমিয়ে রেখেছিলেন তার সুদ থেকে এফির আর্থিক সঙ্গতিরও ভাল ব্যবস্থা হয়েছিল। ও এদেশে ফিরে আসার পরে আমার সঙ্গে পরিচয়, সব জেনেশুনে এফিকে আমি বিয়ে করি, বিয়ের আগে তার ভূতপূর্ব স্বামীর ডেথ সার্টিফিকেটও দেখেছি। তিন বছর আগে এফির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পরেই এফি ওর নিজের কাছে টাকাকড়ি যা কিছু ছিল সব আমায় দিয়ে দিল। আমি নিজে কারবারী লোক, হপ্‌ কিনে বিক্রি করি। ব্যবসা সবসময় একরকম চলে না, এই ভেবেই টাকাটা গোড়ায় নিতে রাজি হইনি, কিন্তু এফিকে কিছুতেই সেকথা বোঝাতে পারলাম না।

'আপনি থাকেন কোথায়, মিঃ মুনরো?' জানতে চাইল হোমস।

'নরবেরিতে, মিঃ হোমস,' একটু থেমে দম নিয়ে আবার শুরু করলেন মিঃ মুনরো,' জায়গাটা শহরের কিছু বাইরে হলেও বেশ নিরিবিলি, অন্তত শহরের মত মানুষ আর গাড়িঘোড়ার ভিড়ে সেখানে অতিষ্ঠ হতে হয় না। মাসে প্রায় সাত আটশো পাউণ্ড রোজগার করি, তাই সাহস করে নরবেরিতে বছরে আশি পাউণ্ড ভাড়ায় একটা ভিলা নিয়েছি, বিয়ের পরে এফিকে নিয়ে ওখানেই ঘর বেঁধেছি। আমাদের ভিলা যেখানে তার কাছেই উঁচু জমি শুরু হয়েছে, সেখানে দুটো বাড়ি আছে আর আছে একটা সরাইখানা। একটা খোলা মাঠ আছে আমাদের ভিলার সামনে, তার ওপরে একটা ছোট কোঠাবাড়ি আমাদের মুখোমুখি। এর বাইরে স্টেশনের যাবার পথে আর কোনও আস্তানা চোখে পড়ে না। ঠিক দু'মাস আগের ঘটনা, বলা নেই কওয়া নেই এফি হঠাৎ আমার কাছে একশ পাউণ্ড চেয়ে বসল। এত টাকা দিয়ে কি করবে বারবার জানতে চাইলাম কিন্তু এফি বলল না, অনেক পীড়াপীড়ি করতে বলল, 'সব কথা পরে বুঝিয়ে বলব জ্যাক, এর বেশি আর কিছু এখন বলব না। তাছাড়া ব্যাংকে রাখার মত তোমার কাছে আমার টাকাগুলো রেখেছিলাম, ব্যাংক তো টাকা চাইলে এত প্রশ্ন করে না।'

'আর কথা না বাড়িয়ে একশো পাউণ্ডের একটা চেক লিখে এফিকে দিলাম। দিলেও দু'জনের সম্পর্কে কেমন চিড় ধরল মনে হল, বারবার মনে হতে লাগল এফি তার জীবনের কোনও কথা আমার কাছে চেপে যাচ্ছে।

পরের ঘটনা ঘটল পরের সোমবার। তখন সন্ধ্যে হচ্ছে, খোলা মাঠের ওপর দি[illegible] ঘরে ফিরছি, এমন সময় চোখে পড়ল মাঠের ওপারে কোঠাবাড়ির সদর দরজা খোলা, সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে, ভেতর থেকে মালপত্র নামিয়ে ভেতরে ঢোকানো হচ্ছে। ধরে নিলাম ওখানে নতুন ভাড়াটে এসেছে। পাশ কাটিয়ে আসার সময় দোতলার জানালার দিকে চোখ পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেলাম। স্পষ্ট দেখলাম সেখানে একটা মুখ, পুরুষ বা নারী ঠাহর করতে না পারলেও সে চোখের চাউনি বিশ্রী, হলদে ফ্যাকাশে সে মুখের চামড়ার রং। চোখে চোখ পড়তেই মুখটা সরে গেল, মনে হল কেউ যেন টেনে ওটা সরিয়ে নিল। মনে জাগল কৌতূহল, কে এল বাড়িতে দেখতেই হবে স্থির করে সদর দরজা দিয়ে ভেতর ঢুকতে যেতেই এক ঢ্যাঙ্গাপানা মেয়েমানুষ ছুটে এসে পথ রুখে দাঁড়াল, দেখে মনে হল বাড়ির কাজের লোক।

'কোথায় ঢুকছেন?' হেঁড়ে গলায় জানতে চাইল সে, 'কাকে চান?'

'কাউকে নয় গো, সোনা,' আঙ্গুল তুলে আমাদের ভিলা দেখিয়ে বললাম, 'আমরা ওখানে থাকি, তোমরা এসেছো যখন তখন পড়শি হলে, তাই ভাবলুম আলাপ করে আসি। নতুন এসেছো, যদি কিছু দরকার হয় তাহলে —'

'সে যখন দরকার হবে তখন দেখা যাবে, এখন নয়,' বলে সে আমার মুখের ওপর ঠাস করে সদর দরজা বন্ধ করে দিল। অপমানের জ্বলুনি ভেতরে নিয়ে বাড়ি এলাম, স্থির করলাম বৌকে এ ব্যাপারে একটি কথাও বলব না। খেয়ে দেয়ে শুতে যাবার আগে পর্যন্ত মনটা অন্যদিকে ব্যস্ত রাখার বহু চেষ্টা করেও পারলাম না, জানালায় দেখা সেই বীভৎস ফ্যাকাশে মুখ চোখে যার মরা মানুষের মত চাউনি আর ও বাড়ির সেই কাজের মেয়ের বিশ্রী অপমানজনক ব্যবহার ঘুরে ফিরে বারবার ভেসে উঠতে লাগল মনে। এফি বড্ড নার্ভাস, তার ওপর সবসময় চাপা উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তার মন তাই তাকে এসব বলিনি, শুধু ঘুমোবার আগে মুখ ফসকে বলে ফেললাম যে মাঠের ওপাশের কোঠাবাড়িতে নতুন ভাড়াটে এসেছে। শুনে মুখ বুঁজে রইল এফি, একটি কথাও বলল না।

আমার ঘুম ভীষণ গাঢ়, সহজে ভাঙ্গে না, কিন্তু সে রাতে ঘুম তেমন হল না, যতবার তন্দ্রা আসে ততবারই আধো ঘুমের ঘোরে সেই বিশ্রী মুখটা নেচে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে ঘুম যায় ভেঙ্গে। ঐ অবস্থায় চোখ বুঁজেও টের পেলাম ঘরের ভেতর কিছু একটা হচ্ছে। চোখ মেলতেই দেখি আমার পাশের বালিশ খালি, এফি বিছানায় নেই। আরও খানিক বাদে ল্যাম্পের আবছা আলোয় দেখলাম এফি বাইরে যাবার পোশাক গায়ে চাপিয়ে পা টিপে টিপে ঘর ছেড়ে বাইরে যাচ্ছে। তখন অনেক রাত, তিনটে বেজেছে। এত রাতে বাইরে বেরোনোর কারণ কি অনেক ভেবেও বের করতে পারলাম না। আন্দাজ কুড়ি মিনিট নাগাদ এফির বাড়ি ফেরার আওয়াজ পেলাম, খানিক বাদে ও ফিরে এল শোবার ঘরে, বাইরের পোশাক ছেড়ে রাত পোশাক গায়ে চাপিয়ে বিছানায় উঠে বালিশে মাথা রাখতেই জানতে চাইলাম, 'এফি, এত রাতে বাইরে কোথায় গিয়েছিলে?'

'তুমি এখনও জেগে আছো, ঘুমোওনি? পাল্টা প্রশ্ন করতে গিয়ে ওর গলা কেঁপে গেল, জল গড়াতে লাগল দু'চোখ বেয়ে। একটু সামলে নিয়ে বলল, 'যাই ভেবে থাকো না কেন, আমি জানি ওটা তোমার অবাক হবার মতই ব্যাপার। আসলে অনেকক্ষণ থেকে দম বন্ধ হয়ে আসছিল তাই তোমায় না জাগিয়ে বাইরে থেকে একটু ঘুরে এলাম। বিশ্বাস করো বাইরে না গেলে আমি ঠিক বেঁহুশ হয়ে পড়তাম। এখন ঘুরে আসার পরে আবার সুস্থ লাগছে। নাও, এবার একটু ঘুমোনোর চেষ্টা করো, রাত তো শেষ হয়ে এল।'

তখনকার মত এ নিয়ে আর কিছু বললাম না, তবে স্পষ্ট দেখলাম কথা বলার সময় ওর দু'হাত উত্তেজনায় কাঁপছে থরথর করে। সে যে মিছে কথা বলছে এ বিষয়ে আমার আর এতটুকু সন্দেহ রইল না। বাকি রাতটুকু ঐভাবেই কোনমতে শুয়ে কাটল, ঘুম আর এল না।

পরদিন শহরে কাজ ছিল বলে খেয়েদেয়ে বেরোলাম বাড়ি থেকে। রাতের ঘটনায় মনের ওপর অস্বাভাবিক চাপ পড়েছে, সেই চাপ কাটিয়ে ব্যবসার কাজকর্মে কিছুতেই মন বসাতে পারছি না। ওর নিজের মনেও যে বড় ধাক্কা লেগেছে, আগের চেয়ে বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছে তাও চোখে পড়ছে। সকালে দু'জনে ব্রেকফাস্ট খেতে বসলাম বটে কিন্তু কথাবার্তা কিছুই হল না, দু'জনেই রইলাম মুখ বুঁজে। ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোলাম, সকালের তাজা হাওয়া বুক ভরে নিতে।

অনেকক্ষণ বাইরে কাটালাম। ক্রিস্টাল প্যালেস পর্যন্ত গিয়ে দুপুর একটা নাগাদ ফেরার পথ ধরলাম। সেই রহস্যমোড়া বাড়ির পাশ কাটিয়ে আসতেই দেখি সদর দরজা খোলা, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে এফি!

সেই মুহূর্তে আমার মানসিক অবস্থা কি হতে পারে একবার ভেবে দেখুন মিঃ হোমস, এমন উত্তেজিত হয়েছিলাম যে কি করব ভেবেই পেলাম না। আমার মনের ভাব নিশ্চয়ই সেই মুহূর্তে ফুটে বেরিয়েছিল চোখের চাউনিতে যা দেখে এফি একবার বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তা অর্থহীন হবে ভেবে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে, যেন কিছুই হয়নি এমনি হাসি হেসে বলল, 'সেই কখন বেরিয়েছ, এতক্ষণে ফিরে এলে জ্যাক? এখানে আমাদের নতুন পড়শিদের কাছে এসেছিলাম, যদি ওঁদের কোনও কাজে সাহায্য করতে পারি ভেবে। ও কি জ্যাক! তুমি অমন করে তাকাচ্ছো কেন? রাগ করেছো আমার ওপর? বলোই না!'

'তাহলে খোলা হাওয়ার নাম করে গত রাতে তুমি এখানেই ঢুকেছিলে?' ইশারায় কোঠাবাড়ি দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম।

'ওঃ জ্যাক, তুমি — তুমি কি বলতে চাও?' এফির চোখে জল এল।

'এটাই বলতে চাই যে তুমি কাল রাতে এসেছিলে এখানে,' গলা চড়িয়ে বললাম, 'এ বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ আমার মনে নেই, মাঝরাতে ঘুমন্ত স্বামীকে ছেড়ে যাদের দেখতে আস তারা কে, কি তাদের পরিচয়, এসব প্রশ্নের জবাব আমার চাই, এখুনি চাই!'

'তুমি ভুল করছ, জ্যাক,' বলতে গিয়ে কেঁপে গেল এফির গলা, 'আমি আগে কখনও এখানে আসিনি।'

'এফি, আমি বাজে বকছি বা মিছে কথা বলছি একথা বলার মত বুকের পাটা এখন আর তোমার নেই,' বেশ তারিয়ে তারিয়ে শোনালাম কথাগুলো, জবাব দিতে গিয়ে যখনই তোমাব গলা ভেঙ্গে যাচ্ছে তখনই বুঝতে পারছি আমায় তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। কোনও কথা চেপে যাচ্ছ আমার কাছে। এসব চলবে না, আমি এক্ষুনি ঐ বাড়িতে ঢুকব, গোটা বাড়ি পাতি পাতি করে খুঁজে দেখব তোমার রহস্য কোথায় লুকোনো আছে।'

'ওগো, না, তোমার দুটি হাত ধরছি অমন কাজ কোর না,' চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মিনতি করল এফি, বলল, বিশ্বাস করো, একদিন আমি নিজেই সব খুলে বলব। তোমার আর আমার ভালোর জন্যই এসব বলছি। আমার ওপর এতটুকু বিশ্বাস থাকলে চলো দুজনে হাতে হাত রেখে বাড়ি ফিরি, আর তা যদি না চাও, যদি জোর করে ভেতরে ঢোক তাহলে আমাদের সম্পর্কের অবসান এখানেই ঘটবে মনে রেখো।'

এফির গলার আন্তরিকতা আর নৈরাশ্য আমায় অভিভূত করল, মিঃ হোমস, তাই জোর করে আর ভেতরে ঢোকা হল না, দরজার সামনে অস্থির মন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বললাম, 'ঠিক আছে, এফি, তোমার কথাই থাকবে, শুধু এক শর্তে — এই রহস্যের অবসান এক্ষুনি, এই মুহূর্তে ঘটাতে হবে। তোমার গোপন কথা গোপন রাখার স্বাধীনতা তোমার অবশ্যই আছে, আমি জোর করে জানতেও চাইব না। কিন্তু তোমাকেও কথা দিতে হবে এখন থেকে রাতের বেলা আর বাড়ির বাইরে বেরোবে না, আমায় না জানিয়ে কিছু করবে না। কথা দাও তাহলে এতদিন যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে সব ভুলে যাব, চিরদিনের জন্য।'

'জানতাম জ্যাক,' হাঁফ ছেড়ে প্রাণখোলা হাসি হাসল এফি, 'জানতাম তুমি আমার কথা ঠিকই বিশ্বাস করবে; বেশ, তুমি যা চাইছো তাই হবে। চলো, এবার বাড়ি চলো।' বলে হাত ধরে টানতে টানতে এফি আমায় সরিয়ে নিয়ে এল। ফিরে আসার সময় কি মনে হতে একবার পেছন ফিরে তাকালাম, তখনই চোখে পড়ল সেই বীভৎস ফ্যাকাশে হলদে মুখটা কোঠাবাড়ির দোতলার খোলা জানালার ওপাশ থেকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে আমাদের। ঐ কুৎসিত বীভৎস জীবটার সঙ্গে আমার স্ত্রীর কি সম্পর্ক থাকতে পারে, আগের দিন ঐ বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে যে রুক্ষ মেজাজের হেঁড়ে গলার যুবতীকে দেখলাম তার সঙ্গেই বা এর কি সম্পর্ক এসব প্রশ্ন মনের কোণে ভেসে উঠল।

পরের দুটো দিন বাড়িতেই রইলাম, এফিকে একবারও বেরোতে দেখলাম না। মনে হল আমার কথা ভেবে ও নিজেকে শোধরাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তিনদিনের দিন যা ঘটল তাতে এটাই প্রমাণ হল যে এফি তার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গেছে, আবার সে তার রহস্যময় জীবনযাপন শুরু করেছে।

কি ঘটেছিল খুলেই বলছি। বিশেষ দরকারে ঐদিন শহরে গিয়েছিলাম। কাজকর্ম চুকিয়ে আর সব দিনের মত ৩-৩৬-এর বদলে চেপে বসলাম ২-৪০-এর ট্রেনে। বাড়ি ফিরতেই কাজের মেয়েটি আমায় দেখে চমকে উঠল।

'তোমার মা কোথায়?' জানতে চাইলাম।

'উনি এই সবে একটু বেরোলেন,' মেয়েটি আমতা আমতা করে বলল, 'বললেন এক্ষুণি ফিরবেন।'

'বুঝতেই পারছেন মিঃ হোমস, কাজের মেয়ের জবাব শুনেই সবে নেতিয়ে যাওয়া সন্দেহটা আবার ভেসে উঠল আমার মনে। আচমকা খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ পড়তে চমকে গেলাম, দেখি আমার কাজের মেয়েটি খোলা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে সেই রহস্যময় কোঠাবাড়ির দিকে। আমি বাড়িতে না থাকার সুযোগে এফি যে তার শপথ ভেঙ্গে আবার সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে আর কাজের মেয়েটি আমার ফিরে আসার খবর তাকে দিতে ঐভাবে ছুটেছে বুঝতে বাকি রইল না। বোঝার সঙ্গে সঙ্গে রাগে আগুন জ্বলে উঠল মাথার ভেতরে, যা হবার হবে ভেবে তখনই নেমে এলাম, ছুটে চললাম সেই বাড়ির দিকে। কাছাকাছি যেতেই এফির সঙ্গে দেখা হল, দ্রুত পা চালিয়ে সে ফিরে আসছে কাজের মেয়েব সঙ্গে। এফি আজও বাধা দিল, কিন্তু তাকে ঠেলে সরিয়ে জোর কদমে এগিয়ে এসে দাঁড়ালাম কোঠাবাড়ির সামনে, হাতল ঘোরাতে খুলে গেল সদব দবজার পাল্লা, আমি ভেতবে পা বাড়ালাম।

একতলায় কারও গলার সাড়া পেলাম না, শুধু কানে এল ফোঁসফোঁসানি। শব্দের পিছু নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখি উনুনে জলের কেটলি বসানো। তারই নল দিয়ে গরম বাষ্প বেরোচ্ছে শব্দ করে; কাছেই একটা খালি ঝুড়ির মধ্যে একটা বড়সড় কালো বেড়াল কুণ্ডলি পাকিয়ে আরামে ঘুমোচ্ছে। নারী বা পুরুষ কাউকেই চোখে পড়ল না। পাশে আরেকটা ঘর, সেখানেও কেউ নেই। এবার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম ওপরে, দোতলায়। এখানেও একতলার মত দুটো ঘর, কিন্তু ভেতরে প্রাণী বলতে কেউ নেই। লক্ষ্য করলাম গোটা বাড়িতে একটি লোকও নেই। এও চোখে পড়ল দোতলার যে ঘরের জানালায় বীভৎস মুখ দেখেছিলাম সেটা ছাড়া বাকি সব ঘরে যত আসবাব আছে সেগুলো যেমন সাদামাটা নিতান্ত সাধারণ তেমনই স্থূল রুচিসম্পন্ন। আরও কিছু আবিষ্কার করলাম সেই ঘরে — ম্যান্টলপিসের ওপর ফ্রেমে বাঁধানো আমার স্ত্রী এফির ফোটোগ্রাফ, মাত্র তিনমাস আগে আমারই অনুরোধে ফোটোটা তুলিয়েছিল সে।

ঐ কোঠাবাড়িতে যে একটি লোকও থাকে না সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে বেশ কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করলাম, তারপর ভাঙ্গা মন নিয়ে ফিরে এলাম আমার বাড়িতে। ভেতরে ঢুকতেই এফি

...হলঘরে, কিন্তু আমি একটিও কথা বললাম না তার সঙ্গে, পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়লাম আমার স্টাডিতে। ভেতর থেকে দরজা এঁটে দেবার আগেই এফি ভেতরে এসে দাঁড়াল।

'জ্যাক, তোমাকে দেওয়া কথা ভেঙেছি বলে আমি খুব দুঃখিত,' নিজে থেকেই এফি বলল, 'কিন্তু যে অবস্থায় পড়ে আমি একাজ করেছি জানলে তুমি আমায় ঠিকই মাফ করতে।'

'সব কথা খুলে বলো আমায়,' জোর গলায় চেঁচিয়ে বললাম।

'পারবো না, জ্যাক,' এফি কাতর গলায় বলল, 'বিশ্বাস করো, একদিন সব কথা আমি নিজেই খুলে বলব তোমায়!'

'থামো!' আমি ধমকে উঠলাম, 'ঐ কোঠাবাড়িতে কে থাকে আর ওখানে দোতলার ঘরে রাখা তোমার ফোটোটা কাকে দিয়েছো, এ দুটো প্রশ্নের উত্তর যতক্ষণ না দিচ্ছ ততক্ষণ আর তোমাকে বিশ্বাস করতে পারব না মনে রেখো।' এফি আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরেছিল শক্ত করে, তার হাত ছাড়িয়ে আমি সেই মুহূর্তে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে। এ ঘটনা গতকাল ঘটেছে, মিঃ হোমস, তারপর থেকে এফির সঙ্গে একবারও আমার দেখা হয়নি, যে অদ্ভুত রহস্য আমার চারপাশে দানা বেঁধেছে তার সম্পর্কেও এর চেয়ে বেশি আর কিছুই বলতে পারব না। বুঝতেই পারছেন আমাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের ওপর এই প্রথম সন্দেহের কালো ছায়া পড়েছে তা আমায় এত অস্থির করে তুলেছে যে এক্ষেত্রে কি করা উচিত হবে অনেক মাথা খাটিয়েও বুঝে উঠতে পারছি না। আজ সকালে হঠাৎ আপনার নাম মনে পড়ল, মনে হল এই সংকটে আমায় সদুপদেশ শুধু আপনিই দিতে পারেন, তাই সব কাজ ফেলে রেখে ছুটে এসেছি, নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিচ্ছি আপনার হাতে। যদি আপনার কিছু জানতে বাকি থাকে দয়া করে প্রশ্ন করুন। আমি যতটুকু জানি বলব। তারপর যত শীগগির পারেন বলুন আমি এখন কি করব, এই প্রচণ্ড মানসিক জ্বালা যন্ত্রণা আর আমি সইতে পারছি না!'

ভদ্রলোক সত্যিই ভয়ানক মুষড়ে পড়েছেন তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। দু'হাতের ওপর চিবুক ভর দিয়ে বন্ধুবর কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবল, তারপর জানতে চাইল, একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো মিঃ মুনরো, ভাল করে ভেবে বলবেন। ঐ বাড়ির দোতলার জানালায় পরপর ক'দিন যে মুখ দেখেছেন তা কি কোনও পুরুষের?'

'মিঃ হোমস,' ভাঙা গলায় বললেন মিঃ মুনরো, 'যে ক'বার ঐ বীভৎস মুখ চোখে পড়েছে সে ক'বারই জানালা থেকে দূরে ছিলাম তাই সে মুখ পুরুষের কিনা তা জোর দিয়ে বলতে পারব না।'

'বেশ,' হোমস দ্বিতীয় প্রশ্ন করল, 'আপনার স্ত্রী কিছুদিন আগে দু'শো পাউণ্ড আপনার কাছে চেয়েছিলেন খানিক আগে বলেছেন, সেটা ক'দিন আগের ঘটনা বলতে পারেন?'

'তা প্রায় দু'মাস তো হবেই।'

'বুঝলাম, আচ্ছা, আপনার স্ত্রীর প্রথম স্বামীর কোনও ফোটো আপনি দেখেছেন?'

'না, মিঃ হোমস, ভদ্রলোক মারা যাবার অল্প কিছুদিন বাদে ওদের এ্যাটলান্টার বাড়িতে কি করে আগুন লেগেছিল, তাতে বাড়ির অনেক কাগজপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়।'

'তারপরেও আপনি বলছেন ভদ্রলোকের ডেথ সার্টিফিকেট আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস, এ প্রশ্ন আমার মনেও এসেছিল। আমার প্রশ্নের জবাবে এফি তখন বলেছিল ডেথ সার্টিফিকেটের একটা নকল ও জোগাড় করেছিল।'

'মিসেস মুনরো আমেরিকায় থাকতে ওঁকে চিনতেন এমন কারও সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?'

'না।'

'আচ্ছা, আপনাকে বিয়ে করার পরে একবারও সেখানে ফিরে যাবার ইচ্ছে ওঁর মুখে শুনেছেন?'

'না।'

'সেখান থেকে কোনও চিঠিপত্র আপনার স্ত্রীর নামে আসে?'

'আমি যতদূর জানি আসে না, মিঃ হোমস।'

'ধন্যবাদ, মিঃ মুনরো, আর প্রশ্ন করে আপনাকে বিব্রত করব না। আপনার সমস্যা নিয়ে এবার আমায় ভাবতে দিন। যদি কোঠাবাড়িতে প্রাণী বলতে কেউ না থাকে তাহলে আমাদের হয়ত কিছু অসুবিধা হবে; তেমনই আবার অন্যদিকে আপনি ভেতরে যাবেন আঁচ করে সেখানকার বাসিন্দারা হয়ত হুঁশিয়ার হয়ে সরে পড়েছিল আগেভাগেই, সে কারণে ভেতরে ঢুকে কাউকে আপনি দেখতে পাননি। আপনি ধারে কাছে নেই জেনে পরে আবার তারা ফিরে এসেছে। যতদূর মনে হচ্ছে এটাই ঘটেছে। একটা কথা আপনাকে বলে রাখছি, মিঃ মুনরো, নরবেরিতে ফিরে আপনি বাইরে থেকে ঐ কোঠাবাড়ির জানালাগুলোর ওপর নজর রাখুন। যদি বোঝেন ভেতরে লোক আছে, তাহলে নিজে কোনও ঝুঁকি নেবেন না, শুধু তার করে আমায় খবরটা জানাবেন। খবর পেলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা ওখানে হাজির হব।'

'আর যদি কেউ ওখানে না থাকে,' উঠে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন মিঃ মুনরো, 'সত্যিই যদি বাড়িটা খালি পড়ে থাকে, তাহলে?'

'সেক্ষেত্রে আসছে কাল আমি নিজে ওখানে গিয়ে আপনাকে যা বলাব বলব। এখন তাহলে আসুন। আর হ্যাঁ, সঙ্গত কারণ যতক্ষণ না পাচ্ছেন ততক্ষণ অযথা চিন্তাভাবনা করবেন না।'

'ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না, ওয়াটসন,' মিঃ মুনরোকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বন্ধুবর মুখ খুলল, 'ব্ল্যাকমেলিং বলে সন্দেহ হচ্ছে।'

'তা নয় বুঝলাম, কিন্তু সেই ব্ল্যাকমেলারটি কে? তা তো বলবে?'

'রহস্যময় কোঠাবাড়ির দোতলার একমাত্র সাজানো গোছানো ঘরে যে থাকে, যার মুখের রং হলদে, ম্যান্টলপিসে যে সাজিয়ে রাখে মিসেস মুনরোর ফোটোগ্রাফ।'

'কে সেই লোক?'

'ওয়াটসন, আমার অনুমান সেই লোক মিসেস মনরোর প্রথম স্বামী মিঃ হেব্রন। না, ওয়াটসন, সেই উকিল আমেরিকায় মারা যাননি। যতদূর মনে হয় কুষ্ঠ বা ঐ জাতের কোনও কুৎসিত চর্মরোগে তাঁর মুখ এমন বিশ্রী হয়ে যায় যে ভদ্রমহিলার পক্ষে আর তাঁর সঙ্গে ঘরসংসার করা সম্ভব হয়নি। তাঁকে একা ফেলে রেখে উনি লণ্ডনে পালিয়ে এসেছেন, দ্বিতীয়বার বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয়বার বিয়ের খবর এমন কোনও বদমাশ নারী বা পুরুষ জেনে ফেলেছে যার বিবেক বলে কিছু নেই, মিসেস মুনরোর প্রথম বিয়ের খবর অবশ্যই তার কাছে গোপন ছিল না। ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়ে টাকা আদায় করার এমন সুযোগ সে হাতছাড়া না করে কাজে লাগাল, মিসেস মুনরোর কাছ থেকে টাকা নিয়ে সে তাঁর প্রথম স্বামীকে আমেরিকা থেকে আনাল, তারপর মিসেস মুনরোর বাড়ির মুখোমুখি একটি বাড়িতে তাঁকে এনে তুলল। মিসেস মুনরোর ফোটো যে সেই আদায় করেছে তাঁর কাছ থেকে আশা করি তা বলে দেবার দরকার নেই। প্রথম স্বামী হয়ত এতসব জানেন না। তিনি তাদের কোঠাবাড়ির নতুন বাসিন্দা ঠাউরেছেন, স্ত্রীর কাছে তাদের উল্লেখও করেছেন। তখনই মিসেস মুনরো জেনেছেন তাঁর জীবনের সবটুকু শান্তি ছিনিয়ে নিতে তারা এসে উঠেছে তাঁরই বাড়ির কাছাকাছি ঐ বাড়িতে আর তাদের হুমকি যে মিথ্যে নয় তা বোঝাতেই তাঁর প্রথম স্বামীকে সুদূর আমেরিকা থেকে খুঁজে বের করে এনে তুলেছে সেখানে। মিসেস মুনরো খুব ঘাবড়ে গেলেন, আর তা খুবই স্বাভাবিক। মিঃ মুনরো রাতে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি চুপিচুপি গিয়ে হাজির হলেন ঐ বাড়িতে, তাঁকে মুক্তি দেবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন তাঁর শত্রুদের হাতে পায়ে ধরে। কিন্তু সেদিন তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি তাই পরদিন সকালে আবার সেখানে গেলেন, ফিরে আসার পথে স্বামীর সামনে পড়ে গেলেন। ওখানে আর যাবেন না বলে তাঁকে কথাও দিলেন, কিন্তু দু'দিন বাদে আবার গিয়ে হাজির হলেন সেখানে,

উদ্দেশ্য একটাই — প্রতিবেশীর মুখোশ পরে যারা সেখানে আস্তানা গেড়েছে তাদের চলে যাবার অনুরোধ করা। খানিক বাদে তাঁদের কাজের মেয়ে সেখানে গিয়ে তাঁকে জানায় মিঃ মুনরো ফিরে এসেছেন। বাড়িতে তাঁকে না দেখলে মিঃ মুনরো সেখানে সোজা চলে আসবেন আঁচ করে মিসেস মুনরো কোঠাবাড়ির বাসিন্দাদের খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে বের করে দেন। খানিক বাদে মিঃ মুনরো সেখানে যান, গিয়ে দেখেন গোটা বাড়িতে একটি প্রাণীও নেই। জানি না মিঃ মুনরো আজ সন্ধ্যায় সেখানে গেলে সেদিনের মতই খালি দেখবেন কিনা। বলো, আমার থিওরি কেমন লাগছে?'

'সবই তো আন্দাজে বললে,' আমি বললাম, 'এর থেকে ....'

'উপায় নেই, ওয়াটসন, নরবেরি থেকে মিঃ মুনরো যতক্ষণ না খবর পাঠাচ্ছেন ততক্ষণ আমাদের আর কিছুই করার নেই।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, বিকেলে চা পর্ব শেষ হতেই মিঃ মুনরোর তার হাতে এল তাতে লেখা — 'কোঠাবাড়িতে এখনও ভাড়াটে আছে, জানালার সেই মুখ আবার দেখেছি। সন্ধ্যে ৭-০০টায় ট্রেণের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করব। তার আগে কোনও ঝুঁকি নেব না।'

ট্রেণে চেপে দু'জনে এলাম নরবেরিতে। মিঃ মুনরো স্টেশনে ছিলেন আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন, স্টেশনের আলোয় দেখলাম তাঁর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চাপা স্নায়বিক উত্তেজনায় দু'হাত কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'ওরা এখনও ঐ বাড়ির ভেতর আছে, মিঃ হোমস, বাইরে দাঁড়িয়ে আমি দেখেছি ভেতরে আলো জ্বলছে। যা হয় হোক এই রহস্যের অবসান ঘটাতেই হবে।' হোমসের হাতে হাত রেখে বললেন তিনি।

'আপনি কি করবেন ঠিক করেছেন?' ঘন গাছে ছাওয়া পথে এগোতে এগোতে জানতে চাইল হোমস।

'আমি জোর করে ভেতরে ঢুকব, মিঃ হোমস, দেখব ওখানে কে থাকে,' মিঃ মুনরো বললেন, 'আপনারা সাক্ষি হিসেবে হাজির থাকবেন আশা করছি।'

'আপনার স্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও আপনি জোর করে এমন কাজ করবেন?'

'নিশ্চয়ই, মিঃ হোমস, এর শেষ না-দেখে আমি থামব না।'

'মনে হয় আপনার কথাই ঠিক,' মিঃ মুনরোর সিদ্ধান্তে সায় দিল হোমস, 'অনিশ্চয়তার চাইতে যে কোনও সত্য একান্ত কাম্য। তাহলে আর দেরি না করে এক্ষুণি চলুন, যদিও আইনের চোখে আমরা যা করতে যাচ্ছি তা বেআইনি। তবু চলুন, এছাড়া পথ নেই।

মিষকালো আঁধার তার ওপর বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ করে। সেসব বাধা অগ্রাহ্য করে অধৈর্য ভঙ্গিতে এগোতে লাগলেন মিঃ মুনরো, আমরা চললাম তাঁর পিছু পিছু।

রাস্তা থেকে মোড় নিয়ে একটা সরু গলিতে ঢুকলাম তিনজনে, একটা বাড়ির সামনে এসে থেমে গেলেন মিঃ মুনরো, ওপরতলায় একটা আলোকিত জানালার দিকে ইশারা করতেই একটা ছায়া খড়খড়ির আড়াল থেকে সরে গেল স্পষ্ট দেখলাম।

'এই সেই বাড়ি, মিঃ হোমস,' চাপা গলায় বললেন মিঃ মুনরো, 'কেউ ভেতরে আছে নিজে চোখে দেখলেন। আসুন, ভেতরে ঢোকা যাক!'

পা চালিয়ে তিনজনে সদর দরজার কাছে আসতেই পাল্লা খুলে গেল, ল্যাম্পের আলোয় দেখলাম এক মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন।'

'দোহাই, জ্যাক, ভেতরে ঢুকো না,' চাপা আর্তনাদ ফুটল তাঁর গলায়, 'আমার মনে হয়েছিল আজ তুমি আসবে, আমাকে বিশ্বাস করো, দেখো, তাহলে অশান্তি হবে না।'

'তোমাকে একটু বেশি বিশ্বাস করে ফেলেছি, এফি,' কঠিন গলায় জবাব দিলেন মিঃ মুনরো, 'কিন্তু আর নয়, সরে যাও, আমাদের যেতে দাও!' বলে ঠেলে তাঁকে সরিয়ে ঢুকে পড়লেন ভেতরে,

আমরাও এলাম তাঁর পেছন পেছন। এক মাঝবয়সী মহিলা কোথা থেকে এসে আমাদের পথ আটকাতে গেল কিন্তু মিঃ মুনরো তাকে হটিয়ে আমাদের নিয়ে সিঁড়িতে পা দিলেন।

দোতলার ঘরখানা বেশ সাজানো গোছানো, টেবিলের ওপর দুটো আর ম্যান্টলপিসের ওপর দু'টো মোমবাতি জ্বলছে। ঘরের কোণে একটি বাচ্চা মেয়েকে ডেস্কের ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখলাম। ঘাড় ফেরানো ছিল বলে মেয়েটির মুখ দেখতে পেলাম না। শুধু দেখলাম তার পরনে লাল ফ্রক আর হাতে লম্বা সাদা দস্তানা। সে মুখ ফেরাতেই চমকে উঠলাম, দেখলাম তার মুখখানা মরার মত আড়ষ্ট, প্রাণের কোনও সাড়া নেই। পর মুহূর্তে হোমস দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটির কাছে, মুখে হাত বুলিয়ে টেনে আনল একখানা ফ্যাকাশে হলদে মুখোশ। মুখোশের ভেতর থেকে বেরোল কালো কুচকুচে একটি বাচ্চা মেয়ের মুখ — নিগ্রো মেয়ে। আমাদের দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি, ঝিকমিক করে উঠল তার দু'পাটি সাদা দাঁত।

'এ আবার কোথা থেকে এল,' মেয়েটিকে দেখে চমকে উঠলেন মিঃ মুনরো, 'এর মানে কি?'

'মানে আমি বুঝিয়ে বলছি,' বলতে বলতে সেই ভদ্রমহিলা ভেতরে ঢুকলেন যিনি খানিক আগে মিঃ মুনরোকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দিয়েছিলেন, নিগ্রো বাচ্চাটিকে ইশারায় দেখিয়ে বললেন, 'এ আমার প্রথম স্বামী মিঃ হেব্রনের মেয়ে। আমার স্বামী মারা গেছেন কিন্তু মেয়েটি আজও বেঁচে আছে।'

'তোমার মেয়ে,' স্ত্রীর কথা শুনে চমকে উঠলেন মিঃ মুনরো, 'এ তোমার প্রথম স্বামী মিঃ হেব্রনের মেয়ে বলছ?'

'হ্যাঁ জ্যাক,' বলতে বলতে মিসেস মুনরো এগিয়ে এলেন মেয়েটির সামনে, তার গলার হার থেকে লকেটখানা খুলে সামান্য চাপ দিতে খুলে গেল ওপরের ঢাকনা, ভেতর থেকে উঁকি দিল এক সুপুরুষ নিগ্রো যুবকের বুদ্ধিদীপ্ত মুখ।

'ইনিই অ্যাটলান্টার নামী আইনজীবী মিঃ জন হেব্রন, জ্যাক, আমার প্রথম স্বামী, এই মেয়েটির বাবা, এমন মহান বড় মাপের মানুষ পৃথিবীতে আর নেই বললেই চলে। শ্বেতাঙ্গ হয়েও শুধু তাঁকে স্বামী হিসেবে পাব বলে স্বজাতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু উনি যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন একবারও এজন্য অনুতাপ জাগেনি আমার মনে। আমার এই মেয়ে লুসি জন্মের পরে আমার মত শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে যত না সাহায্য পেয়েছে, ওর স্বজাতি কৃষ্ণাঙ্গদের কাছ থেকে পেয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি এ আমার দুর্ভাগ্য। ওর বাবার চেয়ে দেখতে অনেক বেশি কালো এটা ঠিক; তবে কালো হোক আর ধলো হোক, সবার ওপরে সে আমার মেয়ে,' বলতে বলতে মিসেস মুনরো মেয়েটিকে আদর করতে লাগলেন। মেয়েটিও তাঁর জামায় মুখ ঘষতে লাগলো।

'লুসির শরীর খারাপ ছিল তাই ওকে আমেরিকায় এক বিশ্বাসী মহিলার আশ্রয়ে রেখে এসেছিলাম যে এক সময় আমাদের বাড়িতে কাজ করত। মেয়েকে একদিনও ভুলে থাকতে পারিনি, কিন্তু তুমি আমার জীবনে আসার পরে জানতাম না তুমি লুসিকে কিভাবে নেবে তাই ওর কথা তোমার কাছে চেপে গেলাম। এখন বুঝতে পারছি তখন লুসির কথা তোমায় বললে এই অশান্তি হত না। চিঠিপত্রে মেয়ের খবর পেতাম, জানতাম ও ভালই আছে। তোমার সঙ্গে বিয়ের বছর তিনেক বাদে লুসির জন্য হঠাৎ মনটা অস্থির হল, তোমার কাছ থেকে একশো পাউণ্ড নিয়ে ওকে এখানে নিয়ে আসার জন্য পাঠালাম। যার আশ্রয়ে সে ছিল আমার সেই বিশ্বস্ত পুরোনো কাজের মেয়ে লুসিকে নিয়ে একদিন এল, কিন্তু লুসির মনে ভয় হল চামড়া কালো বলে প্রতিবেশীরা হয়ত ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখবে না, তাই কাছেই আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে লুসিকে রাখলাম, গায়ের রং লুকিয়ে রাখতে মুখে মুখোস আর হাতে দস্তানা পরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলাম। পাড়ায় একটা কালো চামড়ার মেয়ে এসেছে যার মা আমি, একথা পাড়ায় জানাজানি হলে দুর্নাম হবে

.ভ'বেই চুপ করেছিলাম আগেই বলেছি, অযথা এত চিন্তাভাবনা না করলেই হয়তো ভাল করতাম। এ বাড়িতে লোক এসেছে, মালপত্র নামানো হচ্ছে শুনে বুঝলাম লুসি এসে পৌঁছেছে। তোমায় লুকিয়ে সেদিন রাতেই এসে দেখে গেলাম লুসিকে, আর সেদিনই তুমি আমার বেরোতে দেখে ফেললে। তার তিনদিন বাদে জেদ করে এখানে ঢুকতে গেলে কিন্তু জানতে না আগেই লুসিকে নিয়ে আমার কাজের লোক বাড়ি ছেড়ে বাইরে চলে গিয়েছিল তাই ভেতরে ঢুকেও তুমি ওদের দেখতে পাওনি। আমার যা বলার বললাম, এবার তুমি আমার মেয়ে আর আমার যা করবার করো।' কথা শেষ করে দু'হাত জোড় করলেন মিসেস মুনরো।

মিনিট দুয়েক ঘরের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা, তারপর মিঃ গ্রান্ট মুনরো সত্যিই যা করার করলেন, স্ত্রীর কথার জবাব দিতে এগিয়ে এসে স্ত্রীর প্রথম স্বামীর কালো কুচকুচে সেই এতটুকু মেয়েকে কোলে নিয়ে সস্নেহে চুমু খেলেন তার গালে, তারপর দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'চলো, আগে বাড়ি যাই, তারপর এ নিয়ে কথাবার্তা যা হবার হবে। বুঝলে এফি, আমি লোকটা খুব সুবিধের নই, তাই বলে তুমি যেমন ধরে নিয়েছো ততটা বদ লোকও আমি নই।'

সে দৃশ্য দেখে আমার বুক আনন্দে ভরে উঠল। রহস্যের সমাধান হয়েছে তাই এবার আমাদেরও ঘরে ফেরার পালা।

'সোজা স্টেশনে চলো, ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'নরবেরিতে আমাদের কাজ ফুরিয়েছে, এবার লণ্ডনে ফিরতে হবে, গাদা গাদা কাজ জমে আছে সেখানে।'

গোটা পথে একটি কথাও বলল না হোমস, শুধু সে রাতে শুতে যাবার আগে বলল, 'একটা গুরুদায়িত্ব তোমায় দিচ্ছি ওয়াটসন, ভবিষ্যতে যদি কখনও দ্যাখো আমার আত্মবিশ্বাসের পরিমাণ বেড়ে গেছে তো একটা কাজ করবে, আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে শুধু 'নরবেরি' শব্দটা উচ্চারণ করবে তাহলেই আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।'

চার

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য স্টকব্রোকার্স ক্লার্ক

ফার্কুহার এক সময় ছিলেন প্যাডিংটন জেলার নামী ডাক্তার, সমসাময়িক অনেক চিকিৎসক তাঁর পশারকে ঈর্ষা করতেন, কিন্তু চিরকাল কারও একরকম যায় না; তাঁর নিজের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হল না। একে বয়সের ভার তায় দুরারোগ্য ব্যাধির খপ্পরে পড়ে মিঃ ফার্কুহার-এর পশার আর আগের মত ঈর্ষণীয় রইল না। আমি তখন সবে বিয়ে করেছি, ফার্কুহার ডাক্তারের প্র্যাকটিস আমিই অভাবনীয় কম দামে কিনে বৌকে নিয়ে প্যাডিংটনের বাসিন্দা হলাম, পেশা বজায় রাখতে গেলে এছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না। এক সঙ্গে দু'দিক বজায় রাখা সম্ভব নয়, তাই ডাক্তারি পেশার তাগিদে গোয়েন্দার সহকারির কাজে ভাঁটা পড়েছিল, প্রায় একটানা তিন মাস হোমসের সঙ্গে দেখা হয়নি।

জুন মাসের এক সকাল। ব্রেকফাস্ট সেরে ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল নিয়ে সবে বসেছি এমন সময় কানে এল সদর দরজার ঘণ্টার শব্দ। মুখ তুলে তাকাতেই দেখি বন্ধুবর হোমস মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। 'এই যে ডাক্তার সাহেব,' স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মুচকি হাসল হোমস, 'কতদিন পরে দেখা হল। তারপর বলো, আমার বন্ধুপত্নী হয়ে তোমার গিন্নি মেরি ভাল তো? 'সাইন অফ ফোর'-এর অ্যাডভেঞ্চারের ধাক্কা উনি কাটিয়ে উঠেছেন তো?' কথাপ্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিই যে যুবতী মক্কেল একদা ঐ রহস্য নিয়ে এসেছিলেন পরে তাঁকেই আমি বিয়ে করেছি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা দু'জনেই ভাল আছি,' করমর্দন সেরে ইশারায় তাকে চেয়ার দেখাই।

'এবার বলো ডাক্তারি পশার গোয়েন্দাগিরির নেশা পুরোপুরি ঘুচিয়ে দিতে পেরেছে কিনা।'

'একদম নয়,' আমি বললাম, 'এই তো কাল রাতেই আমাদের পুরোনো কেসগুলোর কাগজপত্র ঘেঁটে দেখছিলাম।'

'নতুন রহস্য হাতে এলে এগোবে?'

'একশোবার।'

'বার্মিংহ্যামে যেতে হবে,' বলল হোমস, 'কিন্তু মেরি তো ডাক্তার নন, তুমি গেলে তোমার রুগি দেখবে কে?'

'সে ভাবনা নেই, এখানে একজন ডাক্তার কাছেই থাকেন, আমি না থাকলে উনি দেখবেন। তেমনই উনি কোথাও গেলে আমিও ওঁর রুগি দেখি।'

'বা! তাহলে আর ভাবনা কিসের!' বলেই চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়ে গা এলিয়ে দিল হোমস, আধবোঁজা চোখে আমায় খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে উঠল, 'তোমার শরীর তো তেমন ভাল ঠেকছে না, ডাক্তার, বর্ষায় বিলক্ষণ সর্দি লেগেছিল।'

'ঠিকই ধরেছো,' হোমসের বহু পরীক্ষিত পর্যবেক্ষণ শক্তির জের দেখে চমৎকৃত হলাম, 'সর্দি লেগেছিল ঠিকই, সেরেও গেছে। কিন্তু তুমি ধরলে কি করে?'

'তোমার পায়ের চটিজোড়া দেখে,' জবাব দিল হোমস, 'নতুন চটিজোড়ার আগুনে ঝলসানো শুকতলা আমার চোখে পড়েনি ভাবলে কি করে? গোড়ায় ভেবেছিলাম ভিজেছে তাই ফায়ারপ্লেসের আগুনের তাতে শুকতলা শুকিয়েছো। তখনই চোখে পড়ল দোকানের লেবেল এখন শুকতলায় আঁটা, তার মানে বৃষ্টির জলে চামড়া ভেজেনি, ভিজলে লেবেল খসে যেত। সর্দি লাগার সম্ভাবনা তখনই মাথায় এল। এবার চলো বেরোই।'

'কেসটা কি বলবে না?'

'ট্রেনে যেতে যেতে শুনবে, বাইরে মক্কেলকে গাড়িতে বসিয়ে রেখেছি, চিঠিপত্র যা লেখার লিখে গা তোল বাপু!'

প্রতিবেশী ডাক্তারকে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার রুগি সামলানোর দায়িত্ব দিয়ে চিঠি লিখলাম। হোমসকে বসতে বলে ভেতরে ঢুকে মেরিকে চিঠিটা দিলাম, জানালাম কয়েকদিন বাদেই ফিরে আসব। ব্যাগে অল্প জামাকাপড় পুরে বেরিয়ে এলাম। গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, ভেতরে ঢুকতেই ঘোড়া পা চালাল।

'ট্রেনটা ধরিয়ে দাও, গাড়োয়ান,' হেঁকে উঠেই থেমে গেল হোমস, পাশে বসা সুপুরুষ যুবককে দেখিয়ে বলল, 'ওয়াটসন, ইনি আমার মক্কেল, মিঃ হল পাইক্রফট। মিঃ পাইক্রফট, ডঃ ওয়াটসনের পরিচয় আগেই দিয়েছি। সময় নষ্ট না করে আপনার অদ্ভুত কেস এবার ওঁকে শোনান। বুঝলে ওয়াটসন, খানিক আগে যে প্রতিবেশী ডাক্তারকে চিঠি লিখলে, ওঁর বাড়ির সিঁড়ির চেয়ে তোমার বাড়ির সিঁড়ি একটু বেশি ক্ষয়েছে, বেশি নয় — ইঞ্চি তিনেক। কেন জানো? ওঁর তুলনায় অনেক বেশি রুগি তোমার বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করেছে বলে।'

গাড়োয়ান সত্যিই খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিল। বার্মিংহ্যামগামী ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় চেপে হোমস মক্কেলকে বলল, 'মিঃ পাইক্রফট, বার্মিংহ্যামে পৌঁছোনোর আগে হাতে মাত্র সত্তর মিনিট সময় আছে, এই ফাঁকে আপনার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ডঃ ওয়াটসনকে খুলে বলুন, ওঁর জানা দরকার।'

'ডেপার্স গার্ডেনসে আছে কক্সন অ্যাণ্ড উডহাউস কোম্পানির অফিস,' মিঃ পাইক্রফট শুরু করলেন, 'আমি ওখানে চাকরি করতাম। কম দিন নয়, একটানা পাঁচ বছর। আচমকা কোম্পানি দেউলে হল, ফলে আমার এতদিনের চাকরি গেল, আমায় নিয়ে মোট সাতাশজনের, সবাই আমার মতই কেরানি। শেষ বেতনের সঙ্গে মালিক একটা ভাল প্রশংসাপত্র দিলেন, বেকার অবস্থায় সেটাই আমায় মনের বল জোগাতে লাগল, ঐ প্রশংসাপত্র সঙ্গে নিয়ে আমি এখানে ওখানে

কাজের খোঁজ করতে লাগলাম। অফিসে অফিসে ঢুঁ মারতে মারতে আমার জুতোর চামড়া ক্ষয়ে গেল। কিছুদিন বাদে বিজ্ঞাপন দেখে জানলাম লম্বার্ড স্ট্রিটের 'মসন অ্যাণ্ড উইলিয়ামস'-এ আমার উপযুক্ত একটি চাকরি খালি আছে। ব্যক্তিগতভাবে এদের লণ্ডনের সবচেয়ে বড় শেয়ার কেনাবেচার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জানি। পাব না ধরে নিয়েও আমি চাকরির আবেদনপত্র হাতে লিখে ডাকে পাঠালাম, বিজ্ঞাপনে সেই নির্দেশই ছিল। আশ্চর্যজনকভাবে আমার আবেদনপত্রের উত্তর এল, কর্তৃপক্ষ জানালেন পরের সোমবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করলে তাঁরা তখনই আমায় চাকরি দিতে পারেন। শর্ত একটাই — আমায় দেখতে সুন্দর হতে হবে। করব কোম্পানির কাজ, তার সঙ্গে সুন্দর চেহারার কি সম্পর্ক আপনিই বলুন। আগের চাকরিতে পেতাম হপ্তায় তিন পাউণ্ড, এখানে চার পাউণ্ড। এরপরেই ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। আমি তখন হ্যাম্পস্টিডের এক আস্তানায় কোনরকমে টিকে আছি, ঠিকানা — ১৭, পটার্স টেরেস। সন্ধ্যের পরে ঘরে একা বসে ধূমপান করছি এমন সময় ল্যাণ্ডলেডি একখানা ভিজিটিং কার্ড হাতে দিয়ে বললেন এক অচেনা ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন আমার সঙ্গে।

কার্ডে নাম ছাপানো আর্থার পিনার, ফিন্যানশিয়াল এজেন্ট। এ নাম আগে কখনও শুনিনি। আমার কথামত ল্যাণ্ডলেডি এক অচেনা লোককে নিয়ে এল, একমাথা কালো চুল, মুখে কালো গোঁফদাড়ি, এমন কি তার চোখের মণির রংও কালো। নাকের চারপাশ চিকচিক করছে, কথাবার্তায় একই সঙ্গে ফূর্তিবাজ মেজাজ আর সময়ানুবর্তিতার খই ফুটছে।

'আপনিই মিঃ হল পাইক্রফট?' ঘরে ঢুকেই জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ।'

'আগে ককসন অ্যাণ্ড উডহাউসে ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'হালে মসন অ্যাণ্ড উইলিয়ামস-এ ঢুকেছেন কিন্তু এখনও কাজে যোগ দেননি?'

'ঠিক বলেছেন,' বলে চেয়ার এগিয়ে দিলাম।

'ককসনের ম্যানেজার বলেন ঘড়ি ধরে হিসেব রাখার কাজে আপনার জুড়ি নেই বললেই চলে,' বলতে বলতে গ্যাঁট হয়ে বসল আর্থার পিনার, আচমকা বলে উঠলেন, 'আপনার মনে রাখার ক্ষমতা কেমন?'

'ভালই বলা যায়,' জবাব দিলাম।

'কাজের বাইরে শেয়ার বাজারের খোঁজখবর রাখেন?'

'তা কিছু রাখি বইকি।'

'ভাল, বলুন তো আজ আয়ারশায়ারের শেয়ারের দর কত ছিল?'

'একশো ছয় থেকে সোয়া ছয়। কাল ছিল একশো পাঁচ থেকে আটের সাত।'

'নিউজিল্যাণ্ড কনসোলিডেটেড?'

'একশো চার।'

'আর একটা — ব্রিটিশ ব্রোকেন হিলস?'

'সাত থেকে সাড়ে সাত।'

'বাঃ! চমৎকার! ককসনের ম্যানেজার মিঃ পার্কর দেখছি ঠিকই বলেছেন। তা নতুন কাজে কবে যোগ দিচ্ছেন?'

'সোমবার।'

'না মশাই, এমন মাথা নিয়ে খামোখা মসনের মত একটা যা তা কোম্পানিতে কাজ করা আপনাকে মানায় না, আরও ভাল চাকরির ব্যবস্থা আপনার জন্য করছি আমি। আপনি এই সোমবারেই নতুন কাজে যোগ দেবেন, তবে মসনের কেরানি নয় আপনি ফ্রাংকো মিডল্যাণ্ড

কোম্পানিতে যোগ দেবেন বিজনেস ম্যানেজারের পদে। এক ফ্রান্সেরই নানা শহর আর গ্রামেগঞ্জে ওদের একশো চৌত্রিশখানা শাখা অফিস আছে, ব্রাসেলস আর স্যান রেমো না হয় ছেড়েই দিলাম।'

'সে কি!' পিনার মশাইয়ের কথা শুনে অবাক হলাম, বললাম, 'কিন্তু ঐ নামে কোনও কোম্পানির নাম তো এখনও কানে আসেনি।'

'এখনও বাজারে শেয়ার ছাড়া হয়নি যে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন আর্থার পিনার, 'আমার ভাই হ্যারি পিনার নিজেই ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে কাজ শুরু করার মত মূলধন যোগাড় করেছে, এবার ও কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হবে। নতুন কোম্পানি খোলার মুখে একজন অভিজ্ঞ কাজের লোক দরকার বলেই যেচে এসেছি আপনার কাছে। গোড়ায় খুব ভাল পারিশ্রমিক দিতে পারব না, তাও বছরে পাঁচশো পাউণ্ড আর শতকরা এক পাউণ্ড কমিশন! কমিশন পাবেন মাইনের চেয়ে অনেক বেশি।'

'কিন্তু হার্ডওয়ার বিষয়ে আমার তো কোনও অভিজ্ঞতা নেই,' ঘাবড়ে গিয়ে বললাম।

'শেয়ারের বাজারদর তো জানেন,' পিনার বলল, 'ওতেই কাজ চলবে।'

'শুনুন মশাই, খোলাখুলি বলছি, মসন কোম্পানি যেমনই হোক ওরা আমায় দুশো পাউণ্ড দেবে বলেছে, তাছাড়া ওরা অনেক পুরোনো। সেদিক থেকে আপনারা নতুন, তার ওপর আমি আপনাদের ব্যাপারস্যাপার এখনও কিছুই জানি না ......'

'এই তো, এতক্ষণে আসল কথাটি মুখ থেকে বেরিয়েছে। ঠিক বলেছেন, কোন ভরসায় পাকা চাকরি ছেড়ে আপনি আমাদের নতুন কোম্পানিতে যোগ দেবেন? তবে আমাদের যাতে বিশ্বাস করতে পারেন তা প্রমাণ করতে এই একশো পাউণ্ড আগাম দিয়ে যাচ্ছি, এটা দয়া করে রাখুন,' বলে নগদ একশো পাউণ্ডের একটা কড়কড়ে নোট আর্থার পিনার আমার হাতে গুঁজে দিল। নগদ একশো পাউণ্ড হাতে পেয়ে এবার খানিকটা ভরসা হল, বললাম, 'তাহলে কবে কোথায় যোগ দিতে হবে বলে যান।'

'কাল বার্মিংহ্যামে দুপুর একটায় ১২৬-বি, কর্পোরেশন স্ট্রিটে চলে যাবেন, এখনকার মত ওখানেই আমরা অফিস করেছি। আমার ভাই হ্যারি পিনার ওখানে বসে, তার সঙ্গে দেখা করলে সেই আপনাকে কাজে লাগিয়ে দেবে। আপনার কথা ভাইকে আগেই চিঠি লিখে জানিয়ে দিচ্ছি, আপনি ওখানে পৌঁছোনোর আগেই। তার আগে একটা ছোট কাজ বাকি।'

'বলুন।'

'একটা কাগজে লিখে দিন যে আপনি ফ্রাংকো মিডল্যাণ্ড হার্ডওয়ার কোম্পানিতে বার্ষিক পাঁচশো পাউণ্ড বেতনে কাজ করতে রাজি। বাস্, এর বেশি কিছু লেখার দরকার নেই।'

'আমার লেখা বয়ান পকেটে রাখল আর্থার পিনার, চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল, 'মসনের ম্যানেজার বললেন উনিই আপনাকে ককসন কোম্পানি থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন, বলেছেন ওঁর চাইতে ভাল বেতন আর কেউ দেবে না।'

আর্থার পিনারের কথা শুনে সত্যিই রাগ হল। মসনের ম্যানেজার একথা বলে থাকলে ধরে নিতে হবে উনি বা ওঁর কোম্পানি দুটোই বাজে, সেখানে মরতেও আমি চাকরি করতে যাব না। বুঝতেই পারছেন চাকরিতে ঢোকার আগেই নগদ একশো পাউণ্ড আগাম হাতে আসায় মনমেজাজ খুব ভাল হয়ে উঠেছিল। পরদিন হাতে সময় নিয়ে বার্মিংহ্যামের ট্রেনে চাপলাম। ওখানে পৌঁছে নিউ স্ট্রিটের একটা হোটেলে উঠলাম। এসব সেরে পা বাড়ালাম নতুন কোম্পানির অফিসের দিকে। কর্পোরেশন স্ট্রিটের ১২৬-এর বি ঠিকানার বাড়িতে এসে নতুন কোম্পানির নাম খুঁজে পেলাম না। খানিক দমে গেলাম, কি করব ভেবে পেলাম না। একতলায় দাঁড়িয়ে ভাবছি এমন সময় কেউ আমার নাম ধরে ডাকল। ঘাড় ফেরাতে যাকে দেখলাম তাকে দেখতে হুবহু আর্থার

পিনারের মত, তফাতের মধ্যে শুধু এঁর দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো, মাথার চুলও পাতলা হয়ে এসেছে।

'আপনিই তো মিঃ হল পাইক্রফট?' অচেনা ভদ্রলোক বললেন, 'আমি হ্যারি পিনার, আজই সকালে ভাইয়ের চিঠি পেয়েছি, তাতে আর্থার লিখেছে আপনি যথেষ্ট উপযুক্ত।'

'আপনাদের অফিসের ঠিকানা বোর্ডে নেই দেখে চিন্তায় পড়েছিলাম,' করমর্দন করে বললাম।

'খুবই স্বাভাবিক, মিঃ পাইক্রফট,' হ্যারি বললেন, 'আসলে মাত্র গেল হপ্তায় আমরা এখানে কাজ চালানোর মত একটা সাময়িক অফিস পেয়েছি তাই এখনও বোর্ডে নাম ওঠেনি। আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।'

হ্যারি পিনারের সঙ্গে ওপরতলার একটা কামরায় এসে একটু দমে গেলাম। মেঝেতে কার্পেট নেই, জানালার পর্দা নেই। থাকার মধ্যে আছে একখানা ছোট টেবিল, দুখানা চেয়ার আর একটা বাজে কাগজ ফেলার বাস্কেট। টেবিলের ওপর একখানা লেজার বইও পড়ে আছে দেখলাম। নতুন অফিসের হাল দেখে আমি হতাশ হয়েছি তা হ্যারির নজর এড়াল না, আশ্বাস দেবার সুরে বললেন, 'অফিসের চেহারা দেখে হতাশ হবেন না, মিঃ পাইক্রফট, ভুলে যাবেন না রোম নগরী একদিনে তৈরি হয়নি। আমাদের পুঁজির অভাব নেই, দেখতে দেখতে অফিসের হাল পাল্টে যাবে। এবার তাহলে আপনি কাজে হাত দিন, মিঃ পাইক্রফট।'

'কিভাবে শুরু করব, বলুন,' চেয়ারে বসে বললাম।

'প্যারিসে আমাদের বড় গুদামের ম্যানেজার হবেন আপনি,' হ্যারি বললেন, 'ওখান থেকে ফ্রান্সের মোট একশো চৌত্রিশজন এজেন্টের দোকানে ইংলিশ ক্রকারি সরবরাহ করা হবে। এক হপ্তার মধ্যেই কেনাকাটা সেরে ফেলতে হবে। তার আগে আপনি বার্মিংহ্যামেই থেকে যান, কেনাকাটার দেখাশোনা করুন,' বলে ড্রয়ার খুলে একটা বড় লাল খাতা বের করে টেবিলে রাখলেন হ্যারি,' আজ এটা সঙ্গে নিয়ে যান। প্যারিসের বড় বড় কারবারীদের নাম ঠিকানা এতে পাবেন। যারা হার্ডওয়ারের কারবার করে শুধু তাদের নামের একটা আলাদা তালিকা এই খাতা দেখে তৈরি করুন। আসছে সোমবার দুপুর বারোটার মধ্যে ওটা আমার চাই। তাহলে ঐ কথাই রইল, মিঃ পাইক্রফট। আসছে সোমবার, দুপুর বারোটা। আপনি মন দিয়ে কোম্পানির জন্য খাটুন, দেখুন কোম্পানি আপনার জন্য কি করে।'

তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে খাতাখানা সঙ্গে নিয়ে হোস্টেলে ফিরে এলাম। একটা সাংঘাতিক দুশ্চিন্তা আমার ঘাড়ে চাপল, বারবার মনে হতে লাগল — মসন কোম্পানির কাজটা হাতে পেয়েও না নিয়ে ভুল করেছি। তার বদলে যেখানে কাজে ঢুকেছি সেখানকার হাল দেখলে যে কেউ দমে যাবে, আবার অন্যদিকে কাজে যোগ দেবার আগেই ওরা একশো পাউণ্ড আগাম দিয়েছে, সেটাও ভাবার মত। এইসব ভাবনা মাথায় নিয়েই নতুন কাজে হাত দিলাম। 'এইচ' পর্যন্ত তালিকা তৈরি করে সোমবার দুপুর বারোটায় আবার এলাম হ্যারি পিনারের কাছে। এদিনও দেখলাম ঘরের হাল একই আছে, হ্যারি ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না। আমায় দেখে বললেন বুধবারে আসতে। বুধবারেও কাজ শেষ হয়নি, তবু গেলাম, এবার উনি শুক্রবার আসতে বললেন। শুক্রবার অর্থাৎ গতকাল যেতে হ্যারি পিনার কাজ দেখলেন তারপর বললেন, 'কাজটা খুঁটিয়ে করার জন্য ধন্যবাদ, এটা আমাদের দরকারে লাগবে। এবার তাহলে আসবাব আর বাসন যারা বিক্রি করে তাদের নামের একটা লিস্ট তৈরি করে কাল সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ আসুন। আর হ্যাঁ, মানছি আপনি কাজের লোক, কিন্তু তাই বলে একটানা খাটবেন না যেন, কাজের শেষে সন্ধ্যের পরে ডে'জ মিউজিক হলে নেচে গেয়ে একটু ফূর্তি করতে ভুলবেন না যেন, ওটাও দরকার।' বলেই হ্যারি পিনার দরাজ গলায় হেসে উঠলেন আর তখনই আমি এক দারুণ ধাক্কা খেলাম। স্পষ্ট দেখলাম তাঁর ওপরের পাটির বাঁদিকের দ্বিতীয় দাঁতখানা সোনা দিয়ে বাঁধানো।

অত্যন্ত বিশ্রীভাবে বাঁধানো বলেই তা যে কারও চোখে পড়বে ব্যাপারটা এমনিতে সাধারণ মনে হলেও একটি কারণে খটকা লেগেছে আমার মনে — লণ্ডনে হ্যারি পিনার-এর ভাই আর্থার পিনার যেদিন আমার কাছে আসেন সেদিন তাঁরও ওপরের পাটিতে বাঁদিকের দ্বিতীয় দাঁতখানা সোনা দিয়ে ঐরকম বিশ্রীভাবে বাঁধানো চোখে পড়েছিল। দু'ভাইয়ের একই দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো, একই বিশ্রী ছাঁচে, তা কি হয়। ব্যাপারটা আমায় ভাবনায় ফেলেছে, ডঃ ওয়াটসন। আর তাই এসেছি মিঃ হোমসের কাছে।'

'সব তো শুনলে ওয়াটসন,' এতক্ষণে হোমস মুখ খুলল, 'মিঃ হ্যারি পিনারের মুখখানা খুব কাছ থেকে একবার দেখা দরকার, আর তাই আমরা দু'জনে বার্মিংহ্যামে ওঁর অফিসে গিয়ে চাকরি চাইব।'

সন্ধ্যা সাতটা বেজেছে। মিঃ পাইক্রফটের সঙ্গে হোমস আর আমি এসে হাজির হয়েছি তাঁর অফিসে।

'ঐ তো মিঃ হ্যারি পিনার,' অফিসবাড়ির একতলায় ঢোকার মুখে সামনের একটি লোককে ইশারায় দেখিয়ে চাপা গলায় বললেন মিঃ পাইক্রফট। দেখলাম বেঁটেখাটো সুপুরুষ চেহারার একটি লোক সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছেন। তাঁকে ভেতরে ঢোকার কিছু সময় দিলাম, তারপর তিনজনে ওপরে এলাম, অফিসের দরজায় টোকা দিতে ভেতর থেকে গলা ভেসে এল, 'ভেতরে আসুন।'

একই সঙ্গে তিনজন ভেতরে ঢুকলাম। মিঃ পাইক্রফটের বর্ণনার সঙ্গে ঘরের ভেতরের চেহারা পুরো মিলে গেল — খানিক আগে যাকে দেখেছি সেই হ্যারি পিনার টেবিলের ওপরে বসে সান্ধ্য দৈনিক একমনে পড়ছেন। পায়ের আওয়াজ কানে যেতে মুখ তুলে তাকাতে থমকে গেলাম, স্পষ্ট দেখলাম সীমাহীন আতংক দু'চোখে, ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে মুখ।

'মিঃ পিনার, আপনার শরীর কি ভাল নেই?' জানতে চাইলেন মিঃ পাইক্রফট।

'হ্যাঁ, আমার শরীরটা হঠাৎ খারাপ লাগছে,' বলেই আমাদের দেখিয়ে বললেন, 'এঁদের চিনতে পারলাম না।'

'এঁদের একজন মিঃ হ্যারিস, আরেকজন মিঃ প্রাইম,' আমাদের দেখিয়ে বললেন মিঃ পাইক্রফট, 'এঁরা চাকরির খোঁজে আপনার কাছে এসেছেন।'

'চাকরির খোঁজে এসেছেন?' মিঃ হ্যারি পিনার তাকালেন হোমসের দিকে, 'আপনিই মিঃ হ্যারিস?' কি কাজ জানেন?'

'আমি অ্যাকাউন্টের কাজ জানি,' বলল হোমস।

'আপনি, মিঃ প্রাইম?' আমার দিকে তাকালেন হ্যারি, 'কি কাজ জানেন?'

'আমি কেরাণীর কাজ জানি,' জবাব দিলাম।

'আমাদের কোম্পানি আপনাদের দু'জনকেই চাকরি দিতে পারবে এ আশা আমার আছে,' হ্যারি পিনার বললেন, 'এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেই আমি আপনাদের জানাব। তাহলে এবার আপনারা আসুন, ঈশ্বরের দোহাই, আমায় একটু একা থাকতে দিন!' তাঁর শেষের এই কথাগুলো দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাল।

'কিন্তু মিঃ পিনার,' মিঃ পাইক্রফট বললেন,' 'আপনার হয়ত মনে নেই যে আরও কিছু কাজ দেবেন বলে আজ আপনিই আমায় আসতে বলেছিলেন।'

'ঠিক বলেছেন, পাইক্রফট, আপনি ঠিক বলেছেন,' শান্ত স্বাভাবিক সুরে বললেন মিঃ হ্যারি পিনার।

'আপনারা তিনজনেই তাহলে একটু অপেক্ষা করুন, আমি মিনিট তিনেকের মধ্যে আসছি,' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, পেছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন।

'কি হল?' জানতে চাইল হোমস, 'আমাদের বসিয়ে রেখে নিজে পালিয়ে গেল?'

'না,' মিঃ পাউক্রফট জবাব দিলেন, 'ওখান থেকে পালাবার পথ নেই; ভেতরটা পুরো ফাঁকা।

মিঃ পাইক্রফটের কথা শেষ হতেই ঠক ঠক আওয়াজ ভেসে এল সেদিক থেকে যেদিকের দরজা খুলে খানিক আগে হ্যারি পিনার ঢুকেছেন ভেতরে।

'ও কিসের আওয়াজ?' চমকে উঠল হোমস, 'চলো গিয়ে দেখি কি ব্যাপার!'

দরজা খুলে ভেতরে কাউকে চোখে পড়ল না, শুধু পাশে আরেকটা দরজা চোখে পড়ল। ঠক ঠক শব্দটা তখনও সেই দরজার ওপাশ থেকে ভেসে আসছে। পাশের দরজা হোমস খুলে ফেলতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল — ফ্রাংকো-মিডল্যাণ্ড হার্ডওয়্যার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ হ্যারি পিনার কড়িকাঠে আঁটা হুকে দড়ির ফাঁস আটকে ঝুলছেন, মেঝের ওপর পড়ে আছে কোট আর ওয়েস্ট কোট। মিঃ পিনারের জুতোসমেত পায়ের গোড়ালি দরজায় বারবার আঘাত করায় ঠকঠক আওয়াজ হচ্ছে।

সবাই মিলে মিঃ পিনারের ঝুলন্ত শরীর খাড়া করে ধরলাম, তারপর মিঃ পাইক্রফট এগিয়ে এসে ফাঁস খুলে নিলেন গলা থেকে। পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিলাম তাঁকে। মিঃ পিনারের মুখ ফ্যাকাশে, একফোঁটা রক্তও সেখানে নেই, জোরে জোরে মুখ দিয়ে শ্বাস নেবার ফলে কালচে লাল ঠোঁট থেকে থেকে ফুলে উঠছে।

নীচু হয়ে মিঃ হ্যারি পিনারকে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি তাঁর শিরা খুব আস্তে বইছে, ধীরে ধীরে বাড়ছে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি। বোঁজা দু'চোখের পাতা এতক্ষণ তিরতির করে কাঁপছিল, খানিক বাদে চোখের পাতা খুলে যেতে ভেতরের মণির সাদা অংশ চোখে পড়ল।

'ওয়াটসন, কেমন বুঝছ?' জানতে চাইল হোমস।

'অল্পের জন্য এবারের মত বেঁচে গেলেন এটুকু বলতে পারি,' মুখ না তুলেই জবাব দিলাম, 'জানালা খুলে দাও, তারপর জলের জায়গাটা নিয়ে এসো।' শার্টের কলার খুলে মিঃ পিনারের মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতেই উনি পুরোপুরি চোখ মেলে তাকালেন। শ্বাসপ্রশ্বাস ততক্ষণে অনেক স্বাভাবিক হয়েছে।

'এবার তাহলে পুলিশে খবর দিই,' বলল হোমস, 'পুলিশের কাছে উনি আশা করি সব কথা খুলে বলবেন।'

'তা তো হল,' মিঃ পাইক্রফট আমতা আমতা করে বললেন, 'কিন্তু এসবের মধ্যে আমায় জড়ানোর কি মানে তা তো এখনও মাথায় আসছে না।'

'মানে জলের মত সোজা,' বলল হোমস, কিছু আঁচ করেছো, ওয়াটসন?'

'না।'

'আর্থার পিনার মিঃ পাইক্রফটের কাছে এলেন চাকরির অফার নিয়ে,' বলল হোমস, 'কিন্তু তার আসল মতলব ছিল তাঁকে মসন কোম্পানীর চাকরিতে যোগ দিতে না দেওয়া।'

'সে কি!' মিঃ পাউক্রফট আর আমি দুজনেই বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'ঠিক তাই, আর তাই প্রথমে তাকে একশো পাউণ্ড আগাম দেওয়া হল, তারপর তাঁর কাছ থেকে কিছু লিখিয়ে নেওয়া হল। লিখিয়ে নেবার ব্যাপারটাই এখানে আসল, কারণ মিঃ পাইক্রফটের হাতে লেখা আবেদনপত্র জমা পড়েছে মসন কোম্পানিতে। কিন্তু তাঁকে সেখানে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। এ কাজ করেছে সে নিজে, তাঁর নাম নিয়ে যোগ দিয়েছে সেখানে। যোগ দেবার আগে মিঃ পাইক্রফটের হাতের লেখা নকল করা দরকার তাই তাঁকে দিয়ে আগেভাগে কিছু

লিখিয়ে নেওয়া। একশ পাউণ্ড আগাম দিয়ে মিঃ পাইক্রফটকে বার্মিংহ্যামে আজেবাজে কিছু কাজ দিয়ে আটকে রাখা হল যাতে তিনি লণ্ডনে যেতে না পারেন।'

'তাহলে কি আর্থার আর হ্যারি পিনার একই লোক?' জানতে চাইলেন মিঃ পাইক্রফট, 'এর পেছনে আসল উদ্দেশ্য কি?'

'না, একজন নয়,' হোমস বলল, 'দলে এরা দু'জন। একজন আপনার নাম নিয়ে মসন কোম্পানিতে চাকরি করতে গেছে আরেকজন এখানে হাজির রয়েছে আপনাকে আটকে রাখতে। আচমকা তার সোনা বাঁধানো দাঁত আপনার চোখে পড়তে বাধল গোলমাল। কিন্তু আমাদের দেখে এই লোকটা আত্মহত্যা করতে গেল কেন বুঝতে পারছি না।'

'এই কাগজে চোখ বোলান, তাহলেই বুঝবেন,' ভাঙা গলায় বলে উঠলেন মিঃ হ্যারি পিনার। একরাশ হতাশা ঝরে পড়ল তাঁর গলা থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে হোমস সান্ধ্য দৈনিকখানা তুলে নিল যা খানিক আগে মিঃ পিনার নিজে কিনে এনেছেন।

'শোন সবাই,' বলে পড়তে লাগল হোমস।

'অপরাধের চক্রান্ত ব্যর্থ! মসন অ্যাণ্ড উইলিয়ামস-এ খুন!

ডাকাতি করতে গিয়ে অপরাধী গ্রেপ্তার।

মসন কোম্পানির কর্মচারীদের শনিবার দুপুর বারোটায় ছুটি হয়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অফিস ছুটি হবার পরে অফিসের কর্মচারিকে দেখে সার্জেন্ট টুসনের মনে সন্দেহ জাগে, খানাতল্লাশি করে তিনি তার কাছ থেকে প্রায় একলাখ পাউণ্ডের আমেরিকান রেলওয়ে বণ্ড ও বিভিন্ন খনির শেয়ার উদ্ধার করেন। অফিসে ঢুকে পুলিশ দারোয়ানের মৃতদেহ আবিষ্কার করে. তার মাথার খুলি প্রচণ্ড আঘাতে গুঁড়ো হয়ে গেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জেনেছে মিঃ হল পাইক্রফট ছদ্মনামে কুখ্যাত জালিয়াত আর সিঁধেল চোর বেডিংটন অল্প কিছুদিন আগে ঐ কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছিল, এ তারই কীর্তি। বেডিংটন আর তার ভাই সবে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে, যাবতীয় অপরাধ দু'জনে একসঙ্গে করলেও উল্লিখিত ঘটনায় ছোট ভাইটি জড়িত ছিল না। বেডিংটন ধরা পড়েছে, পুলিশ তার ভাইকেও খুঁজছে।'

'এই হল আপনার রহস্য, মিঃ পাইক্রফট।' মিঃ হ্যারি পিনাবেব ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল হোমস, 'বেডিংটন ধরা পড়েছে জেনে ধরা পড়ার ভয়ে উনি আগেভাগেই আত্মহত্যা করে বাঁচতে চেয়েছিলেন। আমি আর ওয়াটসন ওঁকে দেখছি, আপনি এইবেলা পুলিশে খবর দিন।'

পাঁচ

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য গ্লোরিয়া স্কট

'গ্লোরিয়া স্কট জাহাজের অদ্ভুত পরিণতির কথা মনে আছে তো, ওয়াটসন?' এই কাগজগুলোয় সেই অসাধারণ কেসের বিবরণ লেখা আছে, এসব তোমার কাজে লাগবে।'

শীতের রাত, ফায়ারপ্লেসের সামনে পাশাপাশি বসে আগুনে গা গরম করছি দু'জনে। ড্রয়ার খুলে এবার হোমস একচিলতে কাগজ বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'জাস্টিস অফ দ্য পিস ট্রেভরের নাম হয়ত শুনেছো। এই কাগজের বয়ানে একবার চোখ বোলাতেই কোনও অজ্ঞাত কারণে ভীষণ ভয় পান এবং পরদিন মারা যান।'

ধূসর রংয়ের সেই একচিলতে কাগজ তুলে ধরলাম চোখের সামনে, এক অদ্ভুত অর্থহীন বয়ান তাতে লেখা — 'লণ্ডনে খেলা শেষ হবার মুখে। দারোয়ান হুকুম পেয়ে সব বলেছে। মুর্গির জান বাঁচাতে চাইলে পালাও।'

এর মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝার উপায় নেই দেখছি, এতে ভয়ের কিই বা আছে? এই অদ্ভুত কেস আমায় পড়তে বলছ কেন?'

'বলছি কারণ এটা আমার গোয়েন্দা জীবনের প্রথম কেস, ওয়াটসন,' মুচকি হেসে বলল হোমস।

হোমসের গোয়েন্দা জীবনের প্রথম কেস হলে এর মধ্যে প্রচুর ঘটনার বৈচিত্র্য থাকার কথা। কেসের বিবরণ শোনার কৌতূহল জাগল মনে।

'তাহলে শুরু করা যাক,'পাইপের ধোঁয়া ছাড়ল হোমস, 'গোড়ার যাঁর নাম শোনালাম সেই জাস্টিস অফ দ্য পিস মিঃ ট্রেভরের ছেলে ভিক্টর ছিল আমার কলেজের সহপাঠী, কলেজে সে ছাড়া আর কারও সঙ্গে আমার তেমন মেলামেশা ছিল না। তাছাড়া মিশুকে যে আমি কখনোই ছিলাম না আশা করি এতদিনে তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছো। দিনরাত নিজের চিন্তাভাবনা, আর তার পাশাপাশি ফেনসিং নয়ত বক্সিং শেখা, পড়াশোনার সঙ্গে এই ছিল আমার গণ্ডি। একদিন সকালে গির্জায় যাচ্ছি, পথে ভিক্টরের পোষা বুল টেরিয়ারটা কেন কে জানে তেড়ে এল আমার দিকে, খ্যাঁক করে ব্যাটা কামড়ে দিল আমার গোড়ালিতে। ঐ দুর্ঘটনার ভেতর দিয়েই আলাপ হয়েছিল ভিক্টরের সঙ্গে। টানা দশদিন শুয়ে রইলাম ডাক্তারের হুকুমে, সেই সময় ভিক্টর রোজ আমায় দেখতে আসত। ভিক্টরের ধাত আমার মত নয়, পুরোপুরি উল্টো, তবে কতগুলো ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি এক হবার ফলে দু'জনেই দু'জনার খুব কাছাকাছি চলে এলাম। টার্ম শেষ হবার আগেই আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেলাম। আমি সেরে ওঠার পরে সে আমায় নরফোকের ডর্নিথর্পে তাদের পৈতৃক বাড়িতে গিয়ে মাসখানেকের ছুটি কাটিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করল।

ডর্নিথর্প জায়গাটা ছোট পাড়াগাঁ, মাছ ধরে নয়ত বুনো হাঁস শিকার করেই গোটা একটা মাস কাটানো যায়। এছাড়া ভিক্টরের বাবার বাড়ির লাইব্রেরিটিও চমৎকার, প্রচুর দামি বই আছে সেখানে।

ট্রেভররা এক সময় ছিল ডর্নিথর্পের জমিদার। ভিক্টর তার বাবার একমাত্র সন্তান। ভিক্টরের বাবার কিন্তু পড়াশোনার সঙ্গে তেমন সম্পর্ক ছিল না, জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, দুনিয়ার অনেকটাই তাঁর দেখা হয়ে গেছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তার খুব কমই অর্জন করেছেন তিনি, ঘুরে বেড়িয়ে যেটুকু অভিজ্ঞতা জীবন সম্পর্কে অর্জন করেছেন। বেঁটেখাটো মানুষটি প্রচুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। রোদ, ঝড় আর জলের ছোঁয়ায় তাঁর গায়ের চামড়া গিয়েছিল পুড়ে, নীল চোখের চাউনিতে অপার রহস্য আর নৃশংসতা এক সঙ্গে ফুটে বেরোত। তবে মানুষটি বড্ড দয়ালু, আর শুধু এই কারণে গ্রামের প্রজারা ভালবাসত তাঁকে।

আমার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার কথা ভিক্টর আমার অজান্তে তার বাবাকে জানিয়ে রেখেছিল, ওদের গ্রামের বাড়িতে পৌঁছোনোর পরদিন রাতে খেতে বসে সেই প্রসঙ্গ উঠল। ভিক্টরের বাবা বলে উঠলেন, 'বলো তো বাপু হোমস, আমার সম্পর্কে তুমি কি জেনেছো? দেখি তোমার ক্ষমতার দৌড়।'

'গত প্রায় বছরখানেক হল কারও হাতে খুন হবার মারাত্মক ভয় দানা বেঁধেছে আপনার মনে,' আমি জবাব দিলাম।

জবাব শুনে ভিক্টরের বাবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, একদৃষ্টে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে সায় দিলেন, 'ঠিকই ধরেছো।' ছেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'বুঝলে ভিক্টর, এখানকার চোরাশিকারিদের দলটা আমাদের হাতে ধরা পড়ার পরে ভেঙে গেছে। সেই রাগের ঝাল ঝাড়তে ওরা আমায় ছুরি মারবে বলে কসম খেয়েছে, স্যর এডওয়ার্ড হবি ওদের হাতে আক্রান্ত হবার পরে বুঝলাম ওরা মিছে আস্ফালন করেনি। সেই থেকেই আমি দিনরাত হুঁশিয়ার হয়ে থাকি। কিন্তু তুমি এটা কি করে জানলে মাথায় আসছে না।'

'আপনার হাতের লাঠি দেখে বুঝেছি,' আমি বললাম, 'লাঠির ওপর বছরখানেক আগের তারিখ খোদাই করা স্পষ্ট দেখছি, লাঠির মাথায় ছেঁদা করে গলানো সিসে ঢেলে ওটাকে জোরালো হাতিয়ার বানিয়েছেন। প্রাণের ভয় না করলে কেউ দিনরাত এমন একখানা হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়?'

'আর যা যা লক্ষ্য করেছো, বল,' বললেন ভিক্টরের বাবা।

'যৌবনে আপনি বক্সিং লড়তেন।'

'আমার নাক কি বক্সারদের নাকের মতই চ্যাপ্টা দেখছো?'

'না, আপনার কান দেখে আঁচ করলাম, আপনার কান বক্সারদের মতই পুরু।'

'আর কি দেখেছো?'

'মাটি এত খুঁড়েছেন যে হাতে কড়া পড়ে গেছে?'

'আমার টাকাকড়ি যা কিছু করেছি সবই সোনার খনির দৌলতে,' ভিক্টরের বাবা সায় দিলেন, 'হাতে কড়া পড়া খুবই স্বাভাবিক।'

'আপনি নিউজিল্যাণ্ড আর জাপানে গিয়েছিলেন।'

'ঠিক ধরেছো।'

'আরও একটা ব্যাপার চোখে পড়েছে — অতীতে এমন কাউকে আপনি চিনতেন যাকে এখন আপনি ভুলতে চান, তার নাম আর পদবির গোড়ার দুটো অক্ষর জে আর এ।

ভিক্টরের বাবা মিঃ ট্রেভর এবার আর আগের মত আমার কথায় সায় দিলেন না, দু'চোখে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের পানে — তাঁর নীল দু'চোখে ফুটে উঠল ভয়ানক বন্য চাউনি, তারপরেই বাদামের খোসা ছড়ানো খাবার টেবিলের ঢাকনার ওপর জ্ঞান হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

ওয়াটসন, এই ঘটনায় ভিক্টর আর আমি দু'জনেই সেই মুহূর্তে কি করব ভেবে পেলাম না। ভিক্টরের চেয়েও আমি বেশি অপ্রস্তুত হলাম। তবে এটুকু রক্ষা যে খুব বেশিক্ষণ তাঁকে বেঁহুশ থাকতে হল না, গ্লাসের জল চোখে মুখে ছিটিয়ে দেবার খানিক বাদেই মিঃ ট্রেভর জ্ঞান ফিরে পেলেন। হেসে বললেন, 'বাছারা ঘাবড়ে যাওনি আশা করি। শোন, বাইরে থেকে খুব কড়া দেখালেও আমার মনের ভেতরে একটা দুর্বল জায়গা আছে, তাই আমায় কাবু করে ফেলা খুব কঠিন নয়। বাছা হোমস, তোমার অনুমান কি করে এমন হুবহু মিলে যায় জানি না, তবে বাস্তব দুনিয়া আর কল্পনা, দুই জগতের যত গোয়েন্দা আছে তারা সবাই তোমার কাছে 'শিশু'। আমার মতে তোমার পেশা হওয়া উচিত গোয়েন্দাগিরি। তবু জানতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার সম্পর্কে তোমার শেষের এই ধারণা কোন ভিত্তিতে করলে?' ওয়াটসন, মিঃ ট্রেভর যে জোর করে হাসলেন তা নিমেষে আমার কাছে স্পষ্ট হল আর একই সঙ্গে মনে হল উনি হয়ত ঠিকই বলেছেন — যে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি আমার কাছে নিছক শখ অনায়াসেই তাকে আমি পুরোসময়ের পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

'আপনার প্রশ্নের উত্তর খুব সোজা, মিঃ ট্রেভর,' ভিক্টরের বাবাকে বললাম, 'জামার হাতা যখন গুটিয়েছেন তখনই আপনার কনুইয়ের কাছে 'জে এ' হরফ দুটো উলকি করে লেখা চোখে পড়েছে, হরফ দুটো মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে তাও দেখেছি ফলে ওখানকার ছালচামড়া উঠে গিয়ে হরফ দুটো অনেক ঝাপসা হয়ে গেছে। নামটা যারই হোক পরে তাকে আপনি মন থেকে ভুলে যেতে চেয়েছেন এটা তারই প্রমাণ।'

'তাই বলো!' স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন মিঃ ট্রেভর, 'তোমার ক্ষমতা আছে মানতেই হবে।' তখনকার মত পরিসমাপ্তি ঘটলেও মিঃ ট্রেভর যে আমায় প্রতিপদে সন্দেহ করছেন তা বুঝতে বাকি রইল না, এমন কি ব্যাপারটা তাঁর ছেলে ভিক্টরের চোখেও ধরা পড়ল। ভিক্টর তো বলেই

বসল, 'বুড়োকত্তাকে যা চমকে দিয়েছো হোমস কি বলব! আবার কখন কি বলে বসো সেই ভয়ে দিনরাত সিঁটিয়ে আছেন। ভিক্টরের মন্তব্য শুনে আমার নিজের কানে খুব খারাপ ঠেকল, স্থির করলাম ভিক্টর আর তার বাবার কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে আসব ওখান থেকে। সেদিন বিকেলেই ঘটল এক ঘটনা। ভিক্টর, তার বাবা আর আমি, তিনজনে লনে বসে আছি এমন সময় কাজের মেয়ে এসে খবর দিল একজন লোক মিঃ ট্রেভরের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। মিঃ ট্রেভর তাকে নিয়ে আসতে বললেন।

একটা বেঁটেখাটো শুটকো লোক খোসামুদে ভঙ্গিতে টলতে টলতে এসে সামনে দাঁড়াল।

'কি চাই?' মুখ তুলে লোকটিকে দেখে জানতে চাইলেন মিঃ ট্রেভর।

পরনের তেলকালি মাখা পোশাক আর মাথার টুপি দেখে ততক্ষণে আমি আঁচ করে ফেলেছি লোকটা জাহাজের খালাসি। নোংরা হলদে দাঁত বের করে হেসে পাল্টা প্রশ্ন করল লোকটা, 'সত্যিই আমায় চিনতে পারছেন না?'

'তাই তো, এ যে দেখছি হাডসন!' মিঃ ট্রেভরের গলায় বিস্ময় ফুটে বেরোল।

'ঠিক ধরেছেন আজ্ঞে,' লোকটা সায় দিল, 'আমি হাডসনই বটে। সেই তিরিশ বছর আগে শেষ দেখা। তা বেশ, বাড়িঘর বানিয়ে দিব্যি আছেন, এদিকে আমার দিন কাটছে বলদের শুকনো নোনা চামড়া চিবিয়ে!'

'ছিঃ, ওসব কথা কি মুখে আনতে আছে?' বেঞ্চ থেকে উঠে মিঃ ট্রেভর তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, চাপা গলায় কিছু বললেন, তারপরে গলা চড়িয়ে বললেন, 'তুমি এক্ষুণি সিধে হেঁসেলে চলে যাও, ওখানে খাবার আর পানীয় দুটোই পাবে। তোমার একলার হিল্লে এখানেই হয়ে যাবে।'

'হয়ে যাবে বলছেন? আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। দু'বছরের কড়ারে একটা ছোট জাহাজে কাজ জুটেছিল, তা সেই কাজ ফুরোতে এখন আমি বেকার, হাত খালি, পকেট ফাঁকা। কাজকর্ম তো অনেক হল, অনেক ঘুরলাম, এবার আমি একটু জিরোতে চাই। মনে হল হয় আপনি নয়ত মিঃ বেডোজ, দু'জনের একজনের কাছে গেলে আমার একটা ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে।

'অ্যাঁ!' আঁতকে উঠলেন মিঃ ট্রেভর, 'মিঃ বেডোজের ঠিকানা জানো তুমি?'

'জানব না কেন, হাডসনের ঠোঁটে ফুটে উঠল ধূর্ত হাসি, 'পুরোনো স্যাঙ্গাতরা কে কোথায় আছে, কি করছে, কে কত কামাচ্ছে সবই জানি, জানতে হয়। কাজের মেয়ের পেছন পেছন সে গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে।

'খনির খোঁজে যাবার সময় যে জাহাজে চেপেছিলাম তারই এক পুরোনো খালাসি ছিল এই লোকটা,' ভিক্টর আর আমাকে লক্ষ্য করে চাপা গলায় মিঃ ট্রেভর হাডসনের পরিচয় দিলেন, তারপর লন থেকে ঢুকে পড়লেন বাড়িতে। ঘণ্টাখানেক বাদে ভিক্টর আর আমি ভেতরে ঢুকে দেখি খাবার ঘরে সোফার ওপর তিনি হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন বেহুঁশ হয়ে। বেশি মদ খাবার ফলেই এমনটা হয়েছে বুঝতে বাকি রইল না। আমার খুব খারাপ লাগছিল। পরদিনই ট্রেনে চেপে ফিরে এলাম লণ্ডনে।

লম্বা টানা ছুটির প্রথম হপ্তায় এসব ঘটেছিল। পরের সাতটি হপ্তা জৈব রসায়নের কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে ডুবে রইলাম। শরতকালের মাঝামাঝি নাগাদ ভিক্টরের টেলিগ্রাম পেলাম, লিখেছে আমার উপদেশ তার একান্ত প্রয়োজন, যত শীগগির সম্ভব আমি যেন ডর্নিথর্পে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি। ছুটি শেষ হতে তখন দেরি নেই। যাই হোক, টেলিগ্রাম পেয়ে হাতের কাজ সব তখনকার মত ধামাচাপা দিয়ে আমি সেদিনই চলে এলাম ডর্নিথর্পে। এক্কা গাড়ি নিয়ে ভিক্টর স্টেশনে আমাকে নিতে এসেছিল, তাকে দেখে চমকে গেলাম — অমন সুন্দর স্বাস্থ্য ভেঙে আধখানা হয়ে গেছে,

চোখ ঢুকেছে কোটরে, গাল গেছে বসে, আগের হাসিখুশি মেজাজের লেশমাত্র নেই। প্রচণ্ড উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার মধ্যে কাটানোর ফলেই তার স্বাস্থ্য ভেঙেছে বুঝতে বাকি রইল না।

'হোমস, বুড়োকর্তা - ইয়ে - আমার বাবা বিছানা নিয়েছেন, জানি না বাড়ি ফিরে জীবিত অবস্থায় দেখব কিনা!'

'কি বলছ, ভিক্টর,' তার কথার ধরনে অবাক হলাম, 'কি এমন হল মিঃ ট্রেভরের?'

'স্নায়ুতে আঘাত লেগেছে, ডাক্তার বলছেন অ্যাপোপ্লেক্সি (সন্ন্যাস) রোগ। হাডসন নামে একটা লোক সেবার বাবার কাছে এসেছিল মনে পড়ে? বাবার এই অবস্থার জন্য দায়ী সে, ব্যাটা মানুষের চেহারায় আসল শয়তান।'

ভিক্টরের সঙ্গে এক্কা গাড়িতে চাপলাম। যেতে যেতে ও বলল, 'জানো হোমস, কাজকর্ম নেই, আধপেটা খেয়ে আছে শুনে বাবা সেই হাডসনকে আমাদের বাগানের মালির কাজ দেন, কিন্তু সে কাজ ওর মনের মত হল না। তখন বাবা ওকে নিজের আর্দালির কাজে বহাল করলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে লোকটার ব্যবহারে বাড়ির সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। নামেই আর্দালি, কিন্তু কাজের বেলায় ঢুঁ ঢুঁ। দিনরাত বাড়ির ভেতর মদ খেয়ে মাতলামো আর কাজের লোকদের বাপ মা তুলে গালিগালাজ। আবার যখন বাবার সবচেয়ে ভাল বন্দুকখানা কাঁধে ঝুলিয়ে বাবার নৌকোয় চেপে শিকারে বেরোত তখন এমন হাবভাব করত যেন ঐ হতভাগাই এই বাড়ি আর জমির মালিক। ভেবে দ্যাখো, বাবা ওকে আর্দালির চাকরি দিয়েছেন আর দিনরাত সুযোগ পেলেই কখনও অভদ্রের মত, কখনও ঠাট্টার মেজাজে হতভাগা ওঁর কথার জবাব দিচ্ছে। শুধু বাবার মুখ চেয়ে ঐ হতচ্ছাড়াকে বাড়তে দিয়ে খুব ভুল করেছি, আরও আগে ওকে মারতে মারতে গলাধাক্কা দিয়ে দূর করে দেওয়া উচিত ছিল।'

হাডসনের অভদ্র আচরণে আমার সহ্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়েছিল, একদিন আমার চোখের সামনে ব্যাটা অপমানজনক ভাষায় বাবার কথার জবাব দিতেই আমার মাথায় রক্ত চেপে গেল, সেই মুহূর্তে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিলাম। একটি কথাও বলল না সে, শুধু চোখ পাকিয়ে কটমট করে বাবাকে দেখতে দেখতে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। পরদিন কি হল কে জানে, বাবা আচমকা আমায় হাডসনের কাছে মাফ চাইতে বললেন।

আমায় যারা ভালভাবে চেনে হোমস, তুমি তাদের একজন বুঝতেই পারছো বাবার শত অনুরোধেও এ কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। বাবাকেও সেকথা সরাসরি জানিয়ে দিলাম, শুনে বাবা কিছুটা অপ্রস্তুত হলেন, মনমরাভাবে বললেন, 'ভিক্টর, সব কথা খুলে বলতে পারলে আমি খুশি হতাম ঠিকই, কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। যাহোক, ভবিষ্যতে একদিন সব জানতে পারবে। যাই ঘটুক না কেন, তোমার কাছে কিছুই আমি লুকোব না। বাবার সাংঘাতিক ক্ষতি যে কোন সময় হতে পারে বললে হয়ত বিশ্বাস করবে না, কিন্তু কথাটা ঠিক তা মনে রেখো। আমি হাডসনের কাছে কিছুতেই মাফ চাইব না জেনে বাবা খুব আঘাত পেয়েছিলেন লক্ষ্য করেছিলাম, সারাদিন দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে বসে কি যেন লেখালেখি করলেন।

সেদিন রাতেই খাওয়া দাওয়া সেরে বাবা আর আমি খাবার ঘরে বসে হালকা কথাবার্তা বলছি এমন সময় হাডসন এল, মাতালের মত জড়ানো গলায় বলল, 'ঢের হয়েছে, বাপু, এখানে আর একটি দিনও নয়। আমি হ্যাম্পশায়ারে মিঃ বেডোজের কাছে এখনই চলে যাব। আমায় পেলে উনি খুব খুশি হবেন।'

'যেতে চাইছো যাও,' বাবা আমতা আমতা করে বললেন, 'কিন্তু ঝগড়াঝাঁটি করে যেয়ো না বাপু।'

'আপনার ছেলে কিন্তু এখনও আমার কাছে মাফ চায়নি,' ইশারায় আমাকে দেখাল সে।

'ভিক্টর, হাডসনের কাছে মাফ চাও,' হুকুম দেবার গলায় বাবা আমায় বললেন।

'একদম চাইব না,' বাবার মুখের ওপর সাফ জবাব দিলাম।

'তাই নাকি, দোস্ত?' খেঁকি কুকুরের মত নোংরা হলদে দাঁত বের করে গজরাল সে, 'বেশ, আবার দেখা হবে!' বলে আর দাঁড়াল না সে, বিশ্রী ঢংয়ে টলতে টলতে সে তখনই বেরিয়ে গেল খাবার ঘর থেকে। আধঘন্টা বাদে বাড়ি থেকে বিদেয় হল। সে চলে যেতে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন, দিনরাত এক অর্থহীন অস্থিরতার মধ্যে কাটতে লাগল তাঁর দিন — কখন কি হয়, কখন কি হয় চোখের চাউনিতে অষ্টপ্রহর এমনই ভাব। এর ওপর দু'চোখ থেকে ঘুম দূর হয়েছিল, রাতের পর রাত কানে আসত দোতলায় বাবা ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। চিকিৎসার ত্রুটি রাখিনি। কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠার মুখেই বাবা আচমকা প্রচণ্ড এক মানসিক আঘাত পেলেন, সুস্থতা যেটুকু ফিরে এসেছিল তা নিমেষে উধাও হল, বাবা এবার পুরোপুরি বিছানা নিলেন।'

'তার মানে, কি এমন ঘটল?'

'গতকাল বিকেলের ডাকে বাবার কাছে একটা চিঠি এল খামের ওপর ফোর্ডিং ব্রিজ ডাকঘরের সিলমোহরের ছাপ। চিঠিটা পড়ে বাবা ভয়ে আধমরা হয়ে গেলেন, দু'হাত মাথায় চেপে পাগলের মত ঘরের ভেতর দৌড়োতে লাগলেন। মনে হল উনি পালাবার পথ খুঁজছেন। আমি ধরাধরি করে ওঁকে সোফায় শুইয়ে দিলাম আর তখনই চোখে পড়ল ওঁর চোখ আর ঠোঁট কুঁচকে গেছে, যা হল স্ট্রোকের লক্ষণ। ডঃ ফোর্ডহ্যামকে খবর দিয়ে আনালাম, ওঁর সামনে সবাই ধরাধরি করে বাবাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম, কিন্তু ততক্ষণে পক্ষাঘাত বাবার শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে, জ্ঞান ফিরে পাবার কোনও লক্ষণই চোখে পড়ল না। হোমস, জানি না ফিরে গিয়ে ওঁকে জীবিত দেখব কিনা।'

'সে কি, ভিক্টর!' এবার আমি সত্যিই ঘাবড়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কি লেখা ছিল সেই চিঠিতে মনে আছে?'

'ভয় পাবার মত কিছুই নয়,' ভিক্টর জানাল, 'একটা খবর জগাখিচুড়ি ধাঁচে লেখা ছিল, পড়লে যার মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না। হা ঈশ্বর! তাহলে যে ভয় খানিক আগে পেয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল! হোমস, বাবা আর নেই!'

ভিক্টরের কথা শেষ হতে গাড়ি মোড় ঘুরল, বেলাশেষের পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ভিক্টরদের বিশাল বাড়িটা ভেসে উঠল চোখের সামনে, তখনই দেখলাম বাড়ির প্রত্যেকটা জানালা বন্ধ — গৃহকর্তার দেহরক্ষার প্রমাণ। কালো পোশাক পরা একজন ডাক্তারকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে ভিক্টর আমায় নিয়ে নেমে এল গাড়ি থেকে, তাকে দেখেই ডাক্তার এগিয়ে এলেন, গম্ভীর গলায় বললেন, 'বড় দেরি করে এলে, বাবা ভিক্টর, তোমার বাবা দেহ রেখেছেন। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে তোমায় খুব খুঁজেছিলেন, জরুরি কাজে বেরিয়েছো শুনে একটা কথা তোমায় বলতে বলে গেছেন।

'কি কথা বলেছেন বাবা?' সেই মুহূর্তে তার গলা শুনে মনে হল মানুষ নয়, কোনও পাথরের মূর্তি কথা বলে উঠল।

'উনি বললেন, ভিক্টরকে বলবেন কাগজপত্র সব জাপানি ক্যাবিনেটের পেছনে রাখা আছে।'

বাড়িতে ঢুকে ভিক্টর আমায় স্টাডিতে বসিয়ে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে তার বাবার মৃতদেহ দেখতে গেল। স্টাডিতে একা বসে মিঃ ট্রেভরের কথা একমনে ভাবতে লাগলাম। ভিক্টরের বাবা মিঃ ট্রেভর যৌবনে ছিলেন বক্সার, তারপর সোনার খনির খোঁজে বহু দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন, অনেক টাকা কামিয়ে দেশে ফেরার পরে শান্তিতেই তাঁর দিন কাটছিল এমন সময় আমি তাঁর ছেলের অনুরোধে বেড়াতে এলাম। 'জে এ' নামের কাউকে তিনি ভোলার চেষ্টা করছেন আমার মুখে এটুকু শুনে তিনি প্রচুর মদ খেয়ে বেহুঁশ হলেন। তারপর বদ্খত চেহারার এক পুরোনো খালাসিকে দেখে ফের তিনি আঁতকে উঠলেন, তাকে চাকরি দিয়ে নিজের কাছে আটকে রাখলেন

এবং সে চলে যাবার পরেই একটি চিঠিতে অর্থহীন বয়ান পড়ে তিনি এমন মানসিক আঘাত পেলেন যা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। ভিক্টরের মুখে একটু আগে যা শুনেছি তার অর্থ দাঁড়ায় এখান থেকে চলে যাবার পরে হাডসন নামে সেই লোকটা নিশ্চয়ই মিঃ ট্রেভরকে লেখা চিঠিতে এমন কিছু উল্লেখ করেছিল যা ব্ল্যাকমেলিং-এর পর্যায়ে পড়ে। তাহলে এক্ষেত্রে সবার আগে সেই চিঠিটা দেখা দরকার। খানিক বাদে বাড়ির কাজের মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আলো হাতে স্টাডিতে এল, পেছনে ভিক্টর, একগাদা কাগজপত্র ছিল তার হাতে। তার মুখ ফ্যাকাশে হলেও শান্ত, মুখোমুখি বসে হাতে ধরা কাগজপত্রের ভেতর থেকে ধূসর রংয়ের একচিলতে কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই সেই চিঠি, হোমস। খানিক আগে সেই কাগজ তোমায় পড়তে দিয়েছি, স্পষ্ট মনে আছে তাতে লেখা ছিল — 'লণ্ডনে খেলা শেষ হবার মুখে। দারোয়ান হাডসন হুকুম পেয়ে সব বলেছে। মুর্গির জান বাঁচাতে চাইলে পালাও।'

প্রথমে চোখ বুলিয়ে অর্থহীন ঠেকল, তারপরেই মনে হল যে বয়ান মিঃ ট্রেভরের মানসিক আঘাত এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ডেকে এনেছে তা আর যাই হোক, অর্থহীন মোটেই নয়, আসলে এ নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ ধরনের সংকেত যার অর্থ সকলে বুঝতে পারবে না। ধৈর্য ধরে বয়ানের শব্দগুলো ভাঙ্গতে বসলাম, কিছুক্ষণ মাথা খাটিয়ে বয়ানের ভেতর লুকোনো আসল সংকেতগুলো পেয়ে গেলাম, ভয়ানক অর্থবাহী ছোট সংকেত — 'খেলা শেষ। হাডসন সব বলেছে। জান বাঁচাতে চাইলে পালাও।'

'মিঃ বেডোজ লোকটার নাম আগে শুনেছো?' ভিক্টরকে প্রশ্ন করলাম।

'শুনব না কেন, বাবার সঙ্গে তাঁর ভালই খাতির ছিল,' ভিক্টর বলল, প্রতিবছর শরৎকালে মিঃ বেডোজ ওঁর এলাকায় শিকার করতে যাবার নিমন্ত্রণ পাঠাতেন।'

'তাহলে হাডসন নয়, উনি নিজেই এ চিঠি তোমার বাবাকে পাঠিয়েছেন,' আমি বললাম।

'এখন খুঁজে বের করতে হবে হাডসন এমন কি জেনেছিল যা তোমার বাবার আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়াল?'

'হোমস, আমার ধারণা তার পেছনে কোনও লজ্জাকর ইতিহাস আছে,' ভিক্টর মুখ কালো করে বলল, 'তবে তোমার কাছে পরিবারের কোনও কথা আমি লুকোব না। ডাক্তারকে বাবা মারা যাবার আগে যা বলেছেন সেইমত জাপানি ক্যাবিনেটের পেছনে হাতড়ে কিছু কাগজপত্র পেয়েছি। এই নাও সেসব কাগজ, তুমি নিজে পড়ো, আমাকেও পড়ে শোনাও। বিশ্বাস করো, এগুলো পড়ার মত মানসিক অবস্থা এখন আমার নেই।'

ভিক্টরের ইচ্ছামতন সেদিন ঐসব কাগজে লেখা বিবরণ যেভাবে পড়ে শুনিয়েছিলাম আজ তোমাকেও তেমনি শোনাচ্ছি, মন দিয়ে শোন, শিরোনামায় লেখা — '১৮৮৫ সালের ৮ই অক্টোবর ফলমাউথ বন্দর থেকে গ্লোরিয়া স্কট জাহাজ রওনা হবার পরে ৬ই নভেম্বর ১৫°২০' উত্তর অক্ষাংশ ও পশ্চিমে ২৫°১৪ দ্রাঘিমাংশে যেভাবে ধ্বংস হয় তার বিবরণ। একটা চিঠির আকারে সেই ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে —

প্রিয়তম ভিক্টর, বাছা আমার, একদা যে অপরাধ করেছিলাম আজ জীবনের শেষভাগে তার শাস্তি ঘনিয়ে আসছে। আমার নাম ট্রেভর নয়, আমার আসল নাম ছিল জেমস আর্মিটেজ, আমার হাতের কনুইয়ে জে আর এ উল্কি আছে মনে পড়ে? ঐ দুটি হরফ আমার সেই নাম ও পদবির আদ্যক্ষর। অনেক চেষ্টা করেও হরফ দুটো মুছে ফেলতে পারিনি। তোমার বন্ধু হোমস ঠিকই ধরেছিল, জেমস আর্মিটেজ লোকটাকে আজীবন আমি ভুলে থাকার চেষ্টা করেছি। যৌবনে জেমস আর্মিটেজ নামে আমি একটি ব্যাংকে চাকরি পেয়েছিলাম। বাজারে প্রচুর দেনা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তা শোধ করার মত টাকা তখন আমার হাতে ছিল না, উপায়ান্তর না দেখে শেষকালে পরিণতির কথা না ভেবে ব্যাংকের টাকা ভেঙ্গে দেনা মেটালাম। ব্যাংকের টাকাটা শোধ করার

ইচ্ছে থাকলেও আগেভাগে ব্যাপারটা জানাজানি হল, কর্তৃপক্ষ আমায় পুলিশে ধরিয়ে দিলেন। আদালতে যথারীতি আমার বিচার হল, বিচারক আমায় দ্বীপান্তরের সাজা দিলেন। ২৩তম জন্মদিনে আরও ৩৭জন অপরাধীর সঙ্গে হাতে পায়ে শেকল বেঁধে কাঠের জাহাজ গ্লোরিয়া স্কট-এ চাপিয়ে আমায় অস্ট্রেলিয়ায় চালান দেওয়া হল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ তখন তুঙ্গে, কয়েদী জাহাজগুলো মাল বইবার জন্য কৃষ্ণসাগরে পাঠানো হয়েছে তাই সরকার কয়েদীদের বিদেশে চালান দিতে ছোট জাহাজ কাজে লাগাচ্ছে। গ্লোরিয়া স্কট ছিল কাঠের জাহাজ, একদা মালবাহী জাহাজ হিসেবে তা চীনে যেত। যখনকার কথা বলছি তখন এ জাহাজ অচল হয়ে গেছে। তবু সেই জাহাজেই আমাদের ঠাঁই হল — আমায় নিয়ে মোট ৩৮জন অপরাধী, এছাড়া ছিল ২৬জন নাবিক, তাদের ক্যাপ্টেন, তিনজন মেট, ১৮ জন সৈনিক, ডাক্তার, পাদ্রি আর ৩৪ জন ওয়ার্ডার একুনে প্রায় শখানেক যাত্রী।

কয়েদী জাহাজ নয় বলে কেবিনের দেওয়ালগুলো ছিল পলকা কাঠের। আমার পাশের কেবিনে ছিল জ্যাক প্রেণ্ডারগাস্ট — ধনীর অপদার্থ সন্তান, জাল জোচ্চুরি করে লণ্ডনের অনেক বড় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রচুর টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল। লম্বায় কম করে ছ'ফিট, এই জ্যাকের মেজাজ ছিল হল্লোড়ে, দেখতেও সে ছিল সুপুরুষ, সেই সঙ্গে ছিল প্রচুর মনের জোর। একদিন রাতে কানের কাছে তার চাপা গলা শুনে চমকে গেলাম, তাকিয়ে দেখি দুই কেবিনের মাঝখানের দেওয়ালে গর্ত করে ও আমায় ডাকছে।

'টাকা থাকলে সবাই হয় বাছা,' প্রথম পরিচয় পর্বেই সে বলল, মোট আড়াই লাখ পাউণ্ড সরিয়েছিলাম মনে আছে তো, সবক'টা খবরের কাগজে তাই বেরিয়েছিল।'

'তাই তো পড়েছিলাম,' এপাশ থেকে জবাব দিলাম।

'সে টাকা গেল কোথায়?'

'আমি কি করে বলব?'

'আছে আমারই হাতের নাগালে,' জ্যাক বলল, 'আমার হাতে যত টাকা আছে তত চুল তোমার মাথায় নেই জেনো। আমার মত লোক এই নোংরা কাঠের জাহাজে চেপে কালাপানির ওপারে সাজা খাটতে জন্মায়নি। নিজেও বাঁচব, সঙ্গে যারা আছে তাদেরও বাঁচাব! পরে আবার কথা হবে তখন সব খুলে বলব।' ক'দিন বাদে জানতে পারলাম জাহাজের পাদ্রী জ্যাক প্রেণ্ডারগাস্টের দোস্ত, তাকে হাত করে জ্যাক জাহাজ দখল করার মতলব এঁটেছে। জাহাজের ২জন মেট আর ২জন ওয়ার্ডারকেও হাত করেছে জ্যাক। বাকি আছে শুধু জাহাজের ক্যাপ্টেন, ডাক্তার, ১৮ জন সৈন্য আর তাদের লেফটেন্যান্ট, এদের খতম করতে পারলেই জাহাজ আসবে আমাদের দখলে।

জাহাজের নাবিকেরা সবাই একেকজন নিষ্ঠুর খুনে, পাদ্রি তাদের টাকা খাইয়ে নাবিক সাজিয়ে জাহাজে এনে জুটিয়েছে। জ্যাকের পরিকল্পনা নিখুঁত সন্দেহ নেই, এবার তার নির্দেশে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হলাম সবাই, পাদ্রি নিজে কয়েদীদের সবার কামরায় ঢুকে বালিশের নীচে একটা করে কালো থলে রেখে গেল — থলের ভেতর রইল একটা করে পিস্তল, এক পাউণ্ড বারুদ, কুড়িটা গুলি, আর উকো। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমাদের পরিকল্পনা বাস্তব আকার নিল। জাহাজ জলে ভাসানোর ঠিক তৃতীয় হপ্তার মাথায় একদিন কয়েদিদের মধ্যে একজন অসুস্থ হয়েছে খবর পেয়ে ডাক্তার এল তাকে দেখতে। আচমকা বালিশের তলায় লুকোনো পিস্তল চোখে পড়তে সে চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু সৈন্যরা কিছু জানবার আগেই ডাক্তারকে সেই কয়েদীর বিছানার সঙ্গে বেঁধে ফেলে বাকি কয়েদীরা যারা তার আগেই উকো দিয়ে ঘষে হাত আর পায়ের শেকল কেটে ফেলেছে, গুলিভরা পিস্তল হাতে তারা ডেকে এসে হাজির হল, গুলি ছুঁড়ে খতম করল কিছু সৈন্যকে। তারই মধ্যে জাহাজের পাদ্রি ক্যাপ্টেনের মাথা তাক করে গুলি ছুঁড়ল। ক্যাপ্টেন খতম, জাহাজ এবার এল আমাদের দখলে। মুক্তির আনন্দে কয়েদীরা সবাই মদ খেতে বসেছে ঠিক তখনই লেফটেন্যান্ট বাকি সৈন্যদের নিয়ে গুলি ছুঁড়ল। ন'জন কয়েদী দারুণ চোট খেল। জ্যাক প্রেণ্ডারগাস্ট আর চুপ

করে রইল না, সবাইকে এগিয়ে যাবার হুকুম দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। আমিও গেলাম। জ্যাক সত্যিই বাহাদুর, তার নেতৃত্বে আমরা এমন লড়াই করলাম যে সৈন্যরা বন্দুকে গুলি ভরার আগেই খতম হল। এই ফাঁকে ইভান্স নামে একজন কয়েদীর সঙ্গে আমি জাহাজের একটা নৌকায় চেপে জলে ভাসলাম। সমুদ্রের জল কেটে এগোচ্ছি এমন সময় কানে এল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ, ঘাড় ফেরাতে দেখি গ্লোরিয়া স্কট জাহাজের চিহ্ন মাত্র নেই, একরাশ ভাঙ্গা কাঠের পাটাতন জলে ভাসছে নিহতদের লাশের পাশে। আচমকা 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল ধারে কাছে। এদিক ওদিক তাকাতে চোখে পড়ল জলের ওপর ভাঙ্গা পাটাতনের ওপর পড়ে আছে জাহাজের এক ছোকরা নাবিক, তার গায়ের অনেক জায়গা পুড়ে গেছে। লোকটার নাম হাডসন। তার মুখ থেকে শুনলাম জাহাজ আমাদের দখলে আসার পরে ডাক্তার, কয়েকজন মেট আর ওয়ার্ডার মিলিয়ে জাহাজে শত্রুপক্ষের মাত্র পাঁচজন ছিল বেঁচে। জ্যাক গ্রেণ্ডারগাস্ট নিজে ডাক্তারের গলার নলি কেটে ফেলে, বাকি বন্দি চারজনের মধ্যে একজন মেট আচমকা দৌড়ে গিয়ে ঢুকে পড়ে বারুদখানায়। তার পিছু নিয়ে যারা ছুটে আসে তাদেরই কারও পিস্তলের গুলি ছিটকে গিয়ে বারুদভর্তি পিপেতে লাগে, ফলে ঘটে যায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, শেকলের বাঁধন থেকে মুক্তি পেলেও কয়েদীরা সেই বিস্ফোরণে জাহাজ সমেত ধ্বংস হল। ঈশ্বরের কৃপায় শুধু বেঁচে রইলাম ইভান্স আর আমি, জেমস আর্মিটেজ।

পরদিন 'হটসপুর' নামে অস্ট্রেলিয়াগামী একটি জাহাজ সমুদ্রের বুক থেকে আমাদের তুলে নিল। সেই জাহাজে চেপেই আমরা অস্ট্রেলিয়ায় এসে পৌঁছোলাম, তবে কালাপানির কয়েদী নয়, স্বাধীন মানুষ হিসেবে। সিডনি থেকে ইভান্স আর আমি নাম পাল্টে পালিয়ে গেলাম খনি অঞ্চলে, সেখানে দুনিয়ার নানা দেশ থেকে আসা অসংখ্য মানুষের ভিড়ে মিশে গেলাম, নতুন করে জীবন শুরু করলাম।

প্রচুর টাকা রোজগার করে বহু বছর পরে দুজনে দেশে ফিরে এলাম। এই গ্রামে জমিদারি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলাম। নিজেদের দুঃস্বপ্নের অতীতকে কবর দিয়ে একটানা কুড়িটি বছর শান্তিতেই কাটালাম, তারপরেই শয়তানের দূত হয়ে একদিন আমাদের সব শান্তি নষ্ট করে দিতে এসে হাজির হল সেই নাবিক হাডসন একদিন আমরা যার প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম। হিংস্র জন্তুর শিকার খোঁজার মত সে এতদিন আমাদের খুঁজে বেড়িয়েছে, তারপর ভয় দেখিয়ে রোজগার করার আসায় এসে চড়াও হয়েছে। কি করে সে আমায় খুঁজে বের করল জানি না, তবে এতদিন বাদে ঐ শয়তানকে দেখে আমার মানসিক অবস্থা কি হতে পারে আশা করি তা সহজেই অনুমান করতে পারবে। দিনের স্বস্তি, রাতের ঘুম সব একে একে হারালাম, সবসময় মনে ভয় এই বুঝি হাডসন আমার অতীতের কথা ফাঁস করে দিল। আমি যে তাকে দেখে ঘাবড়ে গেছি হাডসন তা ঠিক বুঝতে পেরেছে বলেই হাডসন হুমকি দিয়ে চলে গেছে। ভিক্টর, এসব বিবরণ পড়ার পরে আমার অবস্থা কি হতে পারে ভেবে দেখো। আর কিছু নয়, আমার প্রতি একটু সহানুভূতি বজায় রেখো।

বেডোজ সংকেতে জানিয়েছে হাডসন সব কথা ফাঁস করেছে, প্রাণ থাকতে যেন এখান থেকে পালিয়ে যাই। চিঠির নীচে কাঁপা হাতে এটুকু উল্লেখ করতে ভোলেননি মিঃ ট্রেভর।

ওয়াটসন, এই হল আমার গোয়েন্দা জীবনের প্রথম মামলা, গ্লোরিয়া স্কট জাহাজের রহস্য।

বাবার লেখা ঐ বিবরণ পড়ে ভিক্টরের মন ভেঙ্গে পড়ে, ভারতের তরাই অঞ্চলের এক চা বাগানে চাকরি নিয়ে সে দেশ ছাড়ে। বেডোজও দেশ ছেড়ে অন্যখানে আস্তানা বাঁধেন, পুলিশের অনুমান যাবার আগে খতম করেন হাডসনকে। মাঝখানে মিঃ ট্রেভর শুধু ভয় পেয়ে মারা গেলেন।

দেখো ওয়াটসন, আমার প্রথম রহস্য সমাধানের এই কাহিনীকে কাজে লাগিয়ে কিছু লিখতে পারো কিনা।'

ছয়

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য মাসগ্রেভ রিচুয়াল

'মাসগ্রেভ রিচুয়াল' নামটা আগেও শুনেছি তোমার মুখে,' আমি বললাম, 'ঘটনাটা শোনাবে?'

'মাসগ্রেভ রিচুয়াল' আমার গোয়েন্দা জীবনের তৃতীয় কেস,' হাসিমুখে বলল হোমস, 'রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভ কলেজে আমার সহপাঠী ছিল। ব্রিটেনের পুরোনো আমলের সম্ভ্রান্ত ও সামন্ততান্ত্রিক বংশগুলোর অন্যতম ছিল এই মাসগ্রেভ বংশ, রেজিন্যাল্ডের চেহারাতেও সেই সম্ভ্রান্ত বংশের ছাপ পুরোপুরি ছিল। রেজিন্যাল্ডের পূর্বপুরুষেরা ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তরাঞ্চল থেকে সরে এসে পশ্চিম সাসেক্স এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হল, সেখানে বার্লস্টোনে তাদের পুরোনো প্রাসাদ এখনও আছে। কলেজ ছেড়ে গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছি এমন সময় একদিন সেই রেজিন্যাল্ড এসে হাজির হল আমার মন্টেগু স্ট্রিটের পুরোনো আস্তানায়। দু'এক কথায় যা শোনাল তার সারমর্ম হল বার্লস্টোনে তাদের পৈতৃক বাড়িতে অদ্ভুত কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে যার সমাধানে আমার সাহায্য চাইতে সে এসেছে আমার কাছে। থানা পুলিশে গিয়ে লাভ হবে না একথা গোড়াতেই সে শুনিয়ে রাখল আমায়।

'কি ধরনের সমস্যা খুলে বলো,' পেশাদারি গলায় রেজিন্যাল্ডকে বললাম, 'কিছু গোপন রাখবে না।'

'আমাদের খানদানি জমিদারি বংশ তা তো জানো,' রেজিন্যাল্ড বলতে লাগল, 'জ্ঞান হবার পর থেকে বাড়িভর্তি হরেক রকম কাজের লোক দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি। আমার বাবা বেঁচে নেই, আমি এখনও ব্যাচেলর। বাপ ঠাকুর্দার রীতি মানতে গিয়ে ফি বছর প্রচুর লোক সঙ্গে নিয়ে শিকারে যেতে হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই লোকবল অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে আমাদের বাড়িতে আছে আটজন কাজের মেয়ে, একজন আর্দালি, একজন পুরুষ রাঁধুনি, একটা ফাইফরমাস খাটা ছোকরা চাকর, বাগানের মালি, দু'জন দারোয়ান আর হ্যাঁ আস্তাবলের ঘোড়াদের দেখাশোনা করার জন্যও দু'জন, মোট ষোল জন কাজের লোক। এদের মধ্যে যে আর্দালি সমস্যা তাকে নিয়েই। লোকটার নাম ব্রানটন, আগে ছিল স্কুলমাস্টার, কোনও কারণে তার চাকরি যায়। লোকটার বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই, একসময় শিক্ষক ছিল বলেই পড়াশোনা প্রচুর এবং শেখার আগ্রহ আজও বজায় আছে। অনেকগুলো ভাষা জানে ব্রানটন, প্রায় সবরকম বাজনাই বাজাতে জানে। কুড়ি বছর ধরে ব্রানটন আমাদের বাড়িতে কাজ করছে।'

'এত গুণ যার তার স্বভাবে কিছু খুঁতও অবশ্যই আছে,' ফুট কাটল হোমস, 'এবার সেগুলো শোনাও রেজিন্যাল্ড।'

'ঠিকই বলেছো,' সায় দিল রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভ, 'এত শিক্ষিত রুচির মানুষ হয়েও মেয়েদের বিশেষ করে যুবতী মেয়েদের প্রতি ব্রানটন বড্ড দুর্বল, হালে বৌ মারা যাবার পরে তা বেড়েছে। কয়েকমাস আগে কানে এল আমাদের কাজের মেয়ে র‍্যাচেল হাওয়েলসকে ব্রানটনের মনে ধরেছে, খুব শীগগিরই ওরা বিয়ে করে ঘর বাঁধবে এমন কানাঘুঁষাও রটল বাড়িতে। কিন্তু এর কিছুদিন বাদেই র‍্যাচেলকে ছেড়ে ব্রানটন জ্যানেট ট্রেগেলিস নামে আরেক যুবতীকে নিয়ে মেতে উঠল। যে জঙ্গলে আমরা শিকার করতে যাই, জ্যানেটের বাবা সেখানকার বড় চৌকিদার। র‍্যাচেল মেয়েটি সবদিক থেকেই ভাল, তবে ওর দেশ ওয়েলসে তাই সহজেই মাথা গরম হয়ে যায়। এই ঘটনার কথা জানার কিছুদিনের মধ্যে র‍্যাচেল বেচারি ব্রেন ফিভারে আক্রান্ত হয়। মানসিক আঘাত এর কারণ বুঝতেই পারছেন।

হোমস, গোড়াতেই যে কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছি তা হল এই ব্রানটন হালে রহস্য-জনকভাবে উধাও হয়েছে আমাদের বাড়ি থেকে, সেই সঙ্গে উধাও হয়েছে আরও একজন —

ব্রানটনের পূর্ব প্রণয়িনী র‍্যাচেল। এও জেনে রাখো, উধাও হবার আগে ব্রানটন এতদিনের কাজ খুইয়েছে, আমি নিজে তাকে ছাঁটাই করেছি। সেই প্রসঙ্গেই আসছি।

গত বৃহস্পতিবারের ঘটনা। রাতে খেয়েদেয়ে এক কাপ গরম কফি খাবার ফলে চোখে ঘুম আসছিল না। দুটো পর্যন্ত ছটফট করে শেষ পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে নেমে এলাম, ভাবলাম একটু ঘুমের জন্য এত কষ্ট না করে বই পড়ে বাকি রাতটুকু বরং কাটিয়ে দিই। একটা উপন্যাস অর্ধেক শেষ করে রেখে এসেছিলাম বিলিয়ার্ড রুমে, গায়ে ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে সেই বইখানা আনতে শোবার ঘর থেকে বেরোলাম।

কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে নীচে প্যাসেজে এলাম, এখান থেকে টানা প্যাসেজ লাইব্রেরি আর অস্ত্রাগারে গিয়ে ঠেকেছে। যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল এত রাতে আলো জ্বলছে লাইব্রেরি ঘরে। প্রথমেই সিঁধেল চোরের কথা মনে এল, কারণ এ ঘর ছেড়ে যাবার আগে আলো নিভিয়েছি নিজে স্পষ্ট মনে আছে। পুরোনো আমলের বাড়ি, সব দেয়ালেই টাঙ্গানো আছে সাবেকি আমলের হরেক রকম হাতিয়ার। একটা ধারালো কুড়ুল ঐসব হাতিয়ার থেকে পেড়ে আমি এসে দাঁড়ালাম লাইব্রেরি ঘরের দোরগোড়ায়। ভেতরে উঁকি দিতেই দারুণ চমকে গেলাম, দেখি আর্দালি ব্রানটন ইজিচেয়ারে বসে ম্যাপের মত দেখতে একখানা কাগজ মন দিয়ে পড়ছে। কাগজখানা হাঁটুর ওপর মেলে সেদিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় তলিয়ে গেছে। কাগজ পড়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল ব্রানটন, আলমারির কাছে গিয়ে একটা দেরাজ টেনে আনল, দেরাজ থেকে একটা কাগজ বের করে ফিরে এসে আগের জায়গায় বসল সে, আগের মতই হাঁটুর ওপর কাগজখানা বিছিয়ে খুঁটিয়ে কি যেন দেখতে লাগল। না বলে কয়ে আমাদের বাড়ির কাগজপত্র বের করে দেখছে! ব্রানটনের গুণ দেখছি দিনে দিনে বাড়ছে। রাগে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল। আর দাঁড়িয়ে না থেকে এবার ঘরের ভেতর পা বাড়ালাম। আমায় ঢুকতে দেখেই ব্রানটন একলাফে উঠে দাঁড়াল, ভয়ে তার মুখ তখন ছাইয়ের মত ধূসর দেখাচ্ছে। তার আগেই কাগজখানা ভাঁজ করে জামার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে সে।

'সাবাশ ব্রানটন! এত বছর ধরে মাসগ্রেভদের নুন খাবার বিনিময়ে উচিত প্রতিদান দিলে বটে তুমি!' রেগে বলে উঠলাম, 'তোমায় দিয়ে আর আমার দরকার নেই, কাল সকালেই তুমি এবাড়ি ছেড়ে চলে যাবে! এটা আমার হুকুম!'

শিরদাঁড়া গুঁড়িয়ে যাওয়া মানুষের মত ঘাড় হেঁটে করে ব্রানটন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। টেবিলের সামনে এসে দেখি মাসগ্রেভ রিচুয়ালের একটা নকল সেখানে চাপা দিয়ে রাখা, হাতের লেখা তারই।

'মাসগ্রেভ রিচুয়াল মানে?' আমি জানতে চাইলাম।

'বহুকাল ধরে এক অদ্ভুত প্রথা আমাদের পরিবারে চালু আছে,' জবাব দিল রেজিন্যাল্ড, 'ধর্মীয় অনুজ্ঞার মত কিছু বাক্য মাসগ্রেভ পরিবারের সব ছেলেকেই সাবালক হলে পাঠ করতে হয়, এটা বাধ্যতামূলক।' আমার কাছে ব্যাপারটাই পুরো অর্থহীন। যাই হোক, দেরাজ বন্ধ করে বেরোতে যাব এমন সময় ব্রানটন এসে আমার সামনে দাঁড়াল, গলা নামিয়ে বলল, 'মিঃ মাসগ্রেভ, আপনি যখন বলেছেন তখন আমি নিশ্চয়ই চাকরি ছেড়ে চলে যাব। শুধু একটা অনুরোধ, দয়া করে একটি মাস সময় দিন আমায়, তার মধ্যে যে কোন একটা কাজ ঠিক জুটিয়ে নেব। আমি চাই সবাই জানুক আমি নিজের ইচ্ছেয় কাজ ছেড়ে চলে গেছি। অন্তত একটি মাস সময় দিন আমায়?'

'যা করেছো', গলা চড়িয়ে বললাম, 'তারপরেও আবার সময় চাইতে এসেছো কোন মুখে? না, না, একমাস সময় আমি পারলেও দেব না তোমায়, তবে বহুদিন এ বাড়িতে কাজ করেছো সেকথা বিবেচনা করে বড় জোর সাতদিন সময় তোমায় দিতে পারি, তার বেশি একটি দিনও নয়।'

তাঁদের চেয়ে কম এমনটা ভুলেও ভেবো না। এখানে চাকরি করতে গিয়ে কাগজ আর তার অর্থহীন বয়ান বহুবার তার চোখে পড়েছে। শেষবার যেদিন তোমার হাতে ধরা পড়ল সেদিন নিশ্চয়ই শেষবারের মত ওটা খুঁটিয়ে দেখছিল কিছু মিলিয়ে নেবে বলে।'

'হতেও পারে,' রেজিন্যাল্ড হালকা গলায় বলল, 'তেমন দরকারি মনে হয়নি বলেই কাগজটা ঐখানে রাখা হয়েছিল। অর্থহীন বলেই।'

'ভুল করছ, রেজিন্যাল্ড,' জোর গলায় বললাম, 'কাগজটা তোমার কাছে অর্থহীন হলেও ব্রানটনের শিক্ষিত চোখে এর গুরুত্ব অপরিসীম তাই এটা মিলিয়ে দেখছিল ম্যাপের সঙ্গে। আচ্ছা ম্যাপটা কোথায়?'

'ম্যাপটা আমায় দেখেই ব্রানটন পকেটে রেখেছিল, কিন্তু ম্যাপের সঙ্গে মাসগ্রেভ রিচুয়ালের এই অর্থহীন ছড়ার কি সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক একটা আছে ঠিকই আর তা খুঁজে বের করতে হলে আমায় ঘটনাস্থলে একবার যাওয়া দরকার।'

সেদিন বিকেলেই রেজিন্যাল্ডের সঙ্গে সাসেক্সের হার্লস্টোনে তাদের পৈত্রিক ভবনে এলাম। ছবিতে পুরোনো আমলের সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচের যেসব বাড়ি দেখা যায় মাসগ্রেভদের বাড়িও সেইরকম। অনেকটা 'এল' হরফের মত বাড়ির গড়ন — হরফের লম্বা অংশে কিছুটা আধুনিকতার ছোঁয়া থাকলেও ছোট অংশটুকু এখনও সুপ্রাচীন অতীতকে আঁকড়ে দাঁড়িয়ে। ফটক পেরিয়ে সদর দরজার মাথায় বাটালি দিয়ে কুঁদে ফোটানো হয়েছে বাড়ি তৈরির সময় — ১৬০৭, কিন্তু ইঁট পাথর আর কড়ি বরগা খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় বাড়ির বয়স আরও পুরোনো। বাড়ির পুরোনো অংশ গুদাম আর মদের ভাঁড়ার হিসেবে কাজে লাগছে। চারপাশে অসংখ্য বুড়ো গাছ, তাদের বয়স ঐ বাড়ির চেয়ে কম নয়। যে পুকুরের কথা রেজিন্যাল্ড বলেছে এ বাড়ি থেকে তার দূরত্ব কম করে দু'শো গজ, সেখান থেকে বড় রাস্তা খুব কাছে।

আর্দালি ও কাজের মেয়ে দু'জনেই নিখোঁজ হলেও সব রহস্যের মূলে এই মাসগ্রেভ রিচুয়াল এই পরম সত্য আমি ততক্ষণে ঠিক বুঝেছি। মাসগ্রেভদের পূর্বপুরুষেরা কোন লুকোনো জায়গার হদিশ হেঁয়ালির ভেতর উল্লেখ করেছেন যার অর্থ উদ্ধার করেছিল ব্রানটন। এবার সেই অর্থ বের করার দায়িত্ব আমার। রেজিন্যাল্ডের বাড়ির চারপাশ ঘিরে অনেক বুড়ো গাছ আছে আগেই বলেছি, তাদের মধ্যে ওক আর এলস্‌ও নিশ্চয়ই খুঁজলে মিলবে। সত্যিই একটু খুঁজতেই দেখা মিলল — বাড়ির ঠিক সামনে পথের বাঁদিকে দাঁড়িয়ে বিশাল এক ওক গাছ, বিশাল তার গোড়া। পুরোনো গাছের এত বিশাল গোড়া আগে আমার চোখে পড়েনি। জিজ্ঞাসা করতে রেজিন্যাল্ড জানাল, সে যতদূর জানে নর্ম্যানরা এদেশ জয় করতে আসার আগে থেকে ঐ ওক গাছ সেখানে বেড়ে উঠে শাখা প্রশাখা মেলেছে, তার গুঁড়ির বেড়ের মাপই তেইশ ফিট।

তাহলে এই কি সেই ওক গাছ যার উল্লেখ আছে হেঁয়ালিতে? 'কাছাকাছি কোনো বুড়ো এলস্ গাছ আছে?' জানতে চাইলাম।

'আছে,' রেজিন্যাল্ড জবাব দিল, 'কিন্তু বছর দশেক আগে বাজ পড়ে গাছটা পুড়ে গেছে, আমরাই তখন তার গোড়ায় কেটে ফেলেছিলাম।'

'জায়গাটা দেখাতে পারো?'

'নিশ্চয়ই, এসো,' বলে সে আমায়-নিয়ে গেল বাড়ির বাইরে লনে যেখান এলস্ গাছটা ছিল। বাড়ি আর ওক গাছের মাঝামাঝি জায়গা সেটা। মনে হল ঠিক পথেই এগোচ্ছি। 'এলস্ গাছটা কত উঁচু ছিল বলতে পারো, রেজিন্যাল্ড?' জানতে চাইলাম।

'চৌষট্টি ফিট, লিখে রাখো,' রেজিন্যাল্ড জানাল, 'তার কম নয়।'

'কি করে জানলে?'

'ছোটবেলায় ট্রিগোনোমেট্রি শেখার সময় গাছ আর বাড়ির উচ্চতা মাপতাম তাই মনে আছে।'

'আচ্ছা ব্রানটন কি এই একই প্রশ্ন কখনও করেছিল?'

'তাজ্জব হোমস, তুমি সত্যিই আমায় তাজ্জব করলে,' বলল রেজিন্যাল্ড, 'কয়েকমাস আগে ব্রানটন সত্যিই এ প্রশ্ন করেছিল, জানতে চেয়েছিল এলস্ গাছটা কত উঁচু ছিল।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সূর্য হেলতে শুরু করেছে, আর একঘন্টা পূর্ণ হবার আগেই তা বুড়ো ওক গাছের ঠিক মাথায় নেমে আসবে। মাসগ্রেভদের ছড়া বা পাঁচালির মধ্যে ওকের উল্লেখের কারণ তখনই স্পষ্ট হবে। বাকি থাকবে তখন এলস্ গাছের ছায়া। কাজটা কঠিন নিঃসন্দেহে, যেহেতু এলস্ গাছের গোড়াটাই যে কেটে ফেলা হয়েছে। তখনই মনে হল ব্রানটন একই পথে প্রয়াস চালিয়েছে, দেখাই যাক কতদূর এগোনো যায়।

রেজিন্যাল্ডের স্টাডিতে গেলাম, সেখানে এই কাঠের গোঁজখানা দুজনে বানিয়ে ফেললাম, তাতে এই লম্বা দড়িটা বাঁধলাম একগজ অন্তর গিঁট দিলাম একখানা করে। তারপরে ছ'ফিট লম্বা মাছ ধরার একটা ছিপ যোগাড় করে রেজিন্যাল্ড আর আমি এলস্ গাছ যেখানে ছিল সেখানে এলাম। দেখলাম সূর্য ওক গাছের ঠিক ওপরে এসে ঠেকেছে। ছিপটা খাড়া করে তার ছায়া মেপে দেখলাম ন'ফিট।

অংকের হিসাবটা এবার সোজা হয়ে গেল — ছ'ফিট লম্বা ছিপের ছায়ার মাপ যদি হয় ন'ফিট, তাহলে চৌষট্টি ফিট উঁচু গাছের ছায়ার মাপ হবে ছিয়ানব্বুই ফিট, যে ছায়া একই লাইনে পড়বে। ছিয়ানব্বুই ফিট মাপতে মাপতে বাড়ির বাইরের দেয়ালের কাছে পৌঁছে গেলাম, কাঠের গোঁজটা সেখানে মাটিতে পুঁতলাম আর তখনই চোখে পড়ল গোঁজ থেকে দু'ইঞ্চি তফাতে খানিকটা মাটি বসে গেছে, বোঝা যায় সেখানে কেউ গোঁজ পুঁতেছিল কয়েকদিনের মধ্যে। সে কি ব্রানটন? তাই যদি হয় তাহলে ধরে নিতে হবে আমরা খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি।

এবার পাঁচালির হিসেব মেনে গুনে গুনে পা ফেলে এগোনোর পালা। সঙ্গে ছোট কম্পাস ছিল, তাই দেখে দিক স্থির করলাম। বাড়ির ঠিক সমান্তরাল রেখায় বাঁ পায়ে দশ পা, ডান পায়ে দশ পা এগোলাম। সেখানে একটা কাঠের গোঁজ পুঁতলাম। এবার খুব সাবধানে পুবে পাঁচ আর দক্ষিণে দু'পা এগোলাম। দেখি পাথর বাঁধানো সেকেলে দরজা[illegible]ারে সিঁড়ির গোড়ায় এসে গেছি। পাঁচালির বয়ান মেনে দু'পা পশ্চিমে এগোলে পাথুরে গলিপথে সেঁধোতে হবে।

বিদ্যুচ্চমকের মত মনে হল হিসেবে কোথাও ভুল হয়েছে। একরাশ হতাশা এসে এতক্ষণের সাফল্যের আনন্দকে ঢেকে দিল। লাঠি দিয়ে চারপাশে ঠুকলাম কিন্তু ফাঁপা আওয়াজ একবারও কানে এল না। এদিকে গোড়ায় হতাশ হলেও আমার কাজ দেখে উৎসাহের নেশা পেয়ে বসেছে রেজিন্যাল্ডকে, সে এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'বাকিটা নীচের তলা' বলে।

'তার মানে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, 'মাটি খুঁড়তে হবে?'

'না, হোমস, রেজিন্যাল্ড বলল, 'ঠিক এখানে মাটির নীচে মদের পিপে রাখার পুরোনো ভাঁড়ার ঘর আছে, দরজা দিয়ে সেখানে যেতে হয়।'

সরু ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দু'জনে পৌঁছোলাম মাটির নীচের সেই ভাঁড়ার ঘরে, ভেতরে ঢুকে একটা পিপের ওপর হাতের লণ্ঠন রাখলাম।

'আগে ওখানে জ্বালানি কাঠ থাকত,' বলল রেজিন্যাল্ড, 'মেঝের ঠিক মাঝখানে একটা পাথরের ফলক দেখতে পেলাম, তার গায়ে লোহার জং ধরা সেকেলে লোহার আংটা ঝুলছে, সেই আংটায় ঝুলছে একটা চৌখুপি ছক কাটা উলের মাফলার।

'কি কাণ্ড'! সেদিকে তাকাতে বলে উঠল রেজিন্যাল্ড, 'এ যে দেখছি ব্রানটনের মাফলার। সে হতভাগা এখানে কোন কম্মে ঢুকেছিল?'

'তার মানে?'

'কিছুদিন হল এদিকে রাতেরবেলা চুরি শুরু হয়েছে,' কর্ণেল বললেন, 'এই তো গেল সোমবার গাঁয়ের মোড়ল অ্যাক্টনের বাড়িতে চোর ঢুকেছিল, দামি জিনিস হাতায়নি, কেউ ধরাও পড়েনি।'

'চোরেরা কোনও সূত্র ফেলে যায়নি?' অপরাধের খবর পেয়ে নড়ে চড়ে বসল হোমস।

'সূত্র বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু পাওয়া যায়নি,' বললেন কর্ণেল, 'তবে চুরির ধনও অদ্ভুত, যেসব জিনিস চুরি হয়েছে তাদের মধ্যে আছে পোপের লেখা একখণ্ডে 'হোমার,' হাতির দাঁতের পেপারওয়েট, দুটো বাতিদান, টোয়াইন সুতোর গুলি, ওকগাছের কাঠ কেটে তৈরি ব্যারোমিটার। চুরি করার আর কোনও জিনিস হতভাগাদের চোখে পড়েনি।'

'স্থানীয় পুলিশ কি করছে?' গলা শুনে মনে হল হোমস এ ব্যাপারে আগেভাগেই আগ্রহী হয়ে পড়েছে, 'বোঝাই যাচ্ছে —'

'ওহে, এখানে শরীর সারাতে এসেছো মনে রেখো,' কর্ণেলকে শুনিয়েই গলা সামান্য চড়ালাম, 'মাঝখানে নতুন করে কোনও ঝামেলা পাকিয়ো না।'

কিন্তু আমার হুঁশিয়ারি কোন কাজেই এল না। পরদিন সকালে তিনজনে সবে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছি এমন সময় কর্ণেলের আর্দালি এসে দাঁড়াল ভগ্নদূতের মত, কোনও ভূমিকা না করে মনিবকে বলল, 'সাংঘাতিক কাণ্ড, স্যর, জমিদার ক্যানিংহ্যামের বাড়িতে কাল রাতে —'

'চোর ঢুকেছিল, এই তো?' জানতে চাইলেন কর্ণেল।

'ঢুকেছিল,' সায় দিল আর্দালি, 'জমিদারের কোচোয়ান উইলিয়াম তারই হাতে খুন হয়েছে!'

'উইলিয়াম শেষ পর্যন্ত খুন হল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' আর্দালি বলল, 'চোর ব্যাটা জমিদারের বাড়ির রান্নাঘরের জানালার শার্সি ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকেছিল। টের পেয়ে উইলিয়াম ছুটে এসে মনিবের সম্পত্তি বাঁচাতে তাকে ধরতে গিয়েছিল, তখনই চোর ব্যাটা তার কলজে তাক করে গুলি ছোঁড়ে। উইলিয়াম গুলিতে ঘায়েল হয়েছে দেখে চোর ব্যাটা যে পথে এসেছিল সে পথেই পালায়।'

'ক'টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটেছে?' জানতে চাইল হোমস।

'তা রাত তখন প্রায় বারোটা হবে স্যর,' বলে আর্দালি বিদায় নিল।

'খুব বিশ্রি ব্যাপার হল,' খেতে খেতে বলে উঠলেন কর্ণেল, 'আমাদের এই জমিদার ক্যানিংহ্যাম লোকটি সত্যিই খুব ভাল লোক। অ্যাক্টনের বাড়িতে যে চুরি করতে ঢুকেছিল, মনে হচ্ছে এ সেই লোক।'

'একই জেলায় যে চুরি করছে তার পক্ষে একই গ্রামে পরপর দু'দিন দু'জনের বাড়িতে ঢোকা স্বাভাবিক ব্যাপার বলে ঠেকছে না।'

'যাই বলুন,' কর্ণেল বললেন, 'আমি নিশ্চিত চোর এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা। অ্যাক্টন আর ক্যানিংহ্যাম দুটি পরিবারই ধনী, বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ঐ দুই পরিবারের মধ্যে কয়েক বছর হল মামলা শুরু হয়েছে। অ্যাক্টন পরিবারের দাবি জমিদার ক্যানিংহ্যামের বিষয় সম্পত্তিতে তাদেরও ন্যায্য অংশ আছে। দাবি থাক আর নাই থাক, মাঝখান থেকে দু'পক্ষের উকিলের পোয়াবারো।'

'অপরাধী স্থানীয় বাসিন্দা হলে তাকে ধরা খুব কঠিন হবে না,' বলেই আমার দিকে তাকাল হোমস, 'তোমার কথাই রইল ওয়াটসন, এ ব্যাপারে আমি নাক গলাচ্ছি না।'

তার কথা শেষ হতেই আর্দালি ভেতরে ঢুকে কর্ণেলকে বলল, 'ইন্সপেক্টর ফরেস্টার এসেছেন স্যর।'

'গুড মর্নিং কর্ণেল,' বলতে বলতে অল্পবয়সী স্মার্ট চেহারার এক ভদ্রলোক ভেতরে এলেন, ভূমিকা না করেই বললেন, 'বেকার স্ট্রিটের মিঃ শার্লক হোমস আপনার কাছে উঠেছেন শুনে এলাম, উনি কোথায় কর্ণেল?'

উত্তর না দিয়ে কর্নেল হাত নেড়ে হোমসকে দেখালেন।

'কেসটা নেবেন তো, মিঃ হোমস?' সামান্য ঝুঁকে অভিবাদন জানালেন ইন্সপেক্টর ফরেস্টার।

'দেখলে তো ওয়াটসন,' হাসতে হাসতে বলল হোমস, 'তোমার কপাল সত্যিই খারাপ, তুমি চাইলেও আমার বিশ্রাম নেওয়া হবে না। যাক গে, ওসব। সত্যি বলছি ইন্সপেক্টর, আপনি আসার খানিক আগেই ঐ কেস নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। এবার এসে যখন পড়েছেন তখন সব খুঁটিয়ে বলুন।' বলতে বলতে হোমস তার পরিচিত ভঙ্গিতে চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিল।

'শুনুন, মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর ফরেস্টার চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন, 'অ্যাক্টনের বাড়িতে চুরি হবার পরে আমরা কোনও সূত্র পাইনি, কিন্তু মিঃ ক্যানিংহ্যামের বেলায় প্রচুর সূত্র হাতে এসেছে। একই লোক দু'বাড়িতে হানা দিয়েছে এমন সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। এছাড়া লোকটাকে দেখাও গেছে।'

'সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস। রাত তখন পৌনে বারোটা। জমিদার মিঃ ক্যানিংহ্যাম শুতে গেছেন, ওঁর ছেলে অ্যালেক শোবার আগে ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে পাইপ টানছিলেন বাড়ির পেছনে। কোচম্যান উইলিয়াম বারওয়ানকে গুলি করেই আততায়ী হরিণের মত দৌড়ে পালিয়ে যায়। শোবার ঘরের জানালা দিয়ে মিঃ ক্যানিংহ্যাম ওঁকে পালাতে দেখেছেন। বাড়ির পেছনে দরজার কাছাকাছি ছিলেন ওঁর ছেলে অ্যালেক, তিনিও পালাতে দেখেছেন তাকে। গুলি খেয়ে কোচম্যান 'বাঁচাও, 'বাঁচাও' বলে চেঁচিয়ে ওঠে, সেই চিৎকার কানে যেতে অ্যালেক ছুটে আসে। তিনি এসে দেখেন পেছনের দরজা খোলা, বাইরে দাঁড়িয়ে দু'জন লোক হাতাহাতি লড়াই করছে। আচমকা তাদের মধ্যে একজন অপর লোকটিকে গুলি করতেই সে পড়ে যায় মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে আততায়ী দৌড়ে বাগান পেরিয়ে পালিয়ে যায়। জমিদার মিঃ ক্যানিংহ্যাম ওঁর শোবার ঘরের জানালা দিয়ে দেখেন যে দৌড়োতে দৌড়োতে বড় রাস্তায় উঠে পড়ল। তারপরে সে মিলিয়ে যায় আঁধারের বুকে। ওদিকে চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটায় জমিদারের ছেলে অ্যালেক আহত লোকটির শুশ্রূষা নিয়ে ব্যস্ত হয়েছিলেন সেই ফাঁকে আততায়ী পালিয়েছে। মাঝারি আকার, পরনে কালো পোশাক, এছাড়া আততায়ী সম্পর্কে আর কোনও সূত্র এখনও হাতে আসেনি। তবে সর্বতোভাবে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। আততায়ী বাইরের লোক হলে শীগগিরই আমরা তাকে খুঁজে বের করব।'

'কোচম্যান উইলিয়াম রাত পৌনে বারোটায় বাড়ির পেছনের দরজায় গিয়েছিল কেন,' জানতে চাইল হোমস, 'মরার আগে ও কি কিছু বলেছে?'

'একটি কথাও নয়, মিঃ হোমস, বুড়ি মাকে নিয়ে বাড়িতেই থাকত সে, খোঁজ নিয়ে জেনেছি খুবই সচ্চরিত্র লোক ছিল উইলিয়াম। অ্যাক্টন বাড়িতে চুরি হবার পর থেকেই গাঁয়ের লোকে হুঁশিয়ার হয়েছে। আমাদের ধারণা বাড়ির জানালা দরজা সব বন্ধ আছে কিনা শোবার আগে দেখতেই সে ওখানে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় আততায়ী হয় বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে পেছনের দরজা খুলে ঢুকেছিল ভেতরে, দেখতে পেয়েই উইলিয়াম ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর।'

'ঘর থেকে বেরোবার আগে নিহত উইলিয়াম তার মাকে কিছু বলেছিল?'

'উইলিয়ামের মা বুড়োমানুষ, তায় বদ্ধ কালা। না, মিঃ হোমস, তার মায়ের কাছ থেকে আরো কিছুই জানতে পারিনি। তার ওপর এই মর্মান্তিক ঘটনায় উনি মানসিক ভারসাম্য পুরোপুরি হারিয়েছেন। এছাড়া উইলিয়ামের মা তেমন বুদ্ধিমতী নন। তাই বলে পুরোপুরি হতাশ হবার মত কিছু ঘটেনি, এই দেখুন।' বলে নোটবইয়ের ভেতর থেকে একটুকরো ছেঁড়া কাগজ বের করে ইন্সপেক্টর হাঁটুর ওপর মেলে ধরলেন।

'নিহত উইলিয়ামের মুঠোর ভেতর এটা ছিল,' ফরেস্টার বললেন, 'দেখে মনে হচ্ছে একফালি কাগজ থেকে ছেঁড়া হয়েছে। চোখ বোলালেই দেখবেন যে সময় উইলিয়াম খুন হয়েছে এখানে

তার কথা শেষ হতে বাড়ির কোণের দিক থেকে এগিয়ে এল দু'জন লোক, একজন প্রৌঢ়, মুখে অজস্র বলিরেখা, চোখে ক্লান্তির ছাপ। অপরজন তরুণ, পরনে দামি বাহারি পোশাক, ঠোঁটের চাপা হাসিতে বেপরোয়া ভাব ফুটেছে। এঁরাই মিঃ ক্যানিংহ্যাম আর তাঁর ছেলে অ্যালেক, পরিচয় করিয়ে দিলেন কর্ণেল।

'এখনও আধাঁরে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন?' গায়ে পড়ে অ্যালেক বিদ্রূপের সুরে হোমসকে বলল, 'চালিয়ে যান, তবে আপনারা লণ্ডনের গোয়েন্দারা আরও চটপটে হন শুনেছিলাম।'

'এই তো সবে এলাম,' বিদ্রূপ গায়ে মাখল না হোমস, 'একটু সময় তো দেবেন, নাকি!'

'সময় পেলেও কোনও সূত্রের হদিশ এখানে পাবেন না,' বলল অ্যালেক ক্যানিংহ্যাম।

'সূত্র কিন্তু একটা মিলেছে,' বললেন ইন্সপেক্টর, 'ভেবেছিলাম যদি কোন মতে — কি হল! মিঃ হোমস, শরীর খাবাপ লাগছে?'

জবাব না দিয়ে অস্ফুটে চাপা আর্তনাদ করে সবার সামনেই বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল হোমস। দু'চোখ কপালে উঠেছে, প্রচণ্ড খিঁচুনিতে ছুঁড়ছে হাত পা, অসহ্য যন্ত্রণায় চাপা গোঙানি বেরোচ্ছে গলা দিয়ে। অবস্থা দেখে ভয় পেলাম। সবাই মিলে ধরাধরি করে তাকে নিয়ে এলাম রান্নাঘরে, একটা বড় চেয়ারে শুইয়ে দিলাম। শুয়ে শুয়ে বেশ কিছুক্ষণ গভীর শ্বাস নিল হোমস, তারপর কুণ্ঠিত মুখে চোখ মেলল।

'ওয়াটসন আশা করি আপনাদের বলেছে যে আমি কিছুদিন আগে অসুখে পড়েছিলাম,' লজ্জা ফুটে উঠল হোমসের গলায়, 'তার ফলে স্নায়ু কমজোরি হয়ে গেছে, যখন তখন বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাই।'

'বাড়ি যাবেন?' জানতে চাইলেন প্রৌঢ় ক্যানিংহ্যাম, 'আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'না, ধন্যবাদ, তার দরকার হবে না,' মুহূর্তে দৃঢ়তা ফিরে এল তার গলায়, 'এখানে যখন এসে পড়েছি তখন একটা বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাই। খুব সহজেই আমরা তা যাচাই করতে পারি।'

'সেটা কি?'

'আমার ধারণা চোর বাড়িতে ঢোকার পরেই উইলিয়াম ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়, তার আগে কখনোই নয়।'

'কিন্তু আমার ছেলে তো তখনও শোয়নি, বাইরে কেউ চলাফেরা করলে সে ঠিক টের পেত।'

'উনি তখন কোথায় ছিলেন?'

'আমি ড্রেসিংরুমে বসে ধূমপান করছিলাম,' জবাব দিলেন প্রৌঢ়ের ছেলে অ্যালেক।

'কোন জানালার ধারে?'

'বাঁদিকের শেষ জানালা, বাবার শোবার ঘরের জানালার ঠিক পাশেই।'

'আপনারা দু'জনেই জেগেছিলেন তখন?'

'হ্যাঁ।'

'দু'জনেরই ঘরে আলো জ্বলছিল?'

'নিশ্চয়ই।'

'এখানেই কতগুলো ছোটখাটো প্রশ্ন ওঠে,' মুচকি হাসল হোমস, 'দু'দুটো ঘরে বাইরে থেকে আলো জ্বলছে দেখেও একজন অভিজ্ঞ চোরের সে বাড়িতে ঢোকা একটু অস্বাভাবিক নয় কি?'

'খুব সাহসী চোর হলে মোটেও অস্বাভাবিক নয়,' বললেন প্রৌঢ় ক্যানিংহ্যাম।

'শুধু সাহসী নয়,' হোমস বলল, 'তার চুরি করার ধরনও অদ্ভুত। এই কিছুদিন আগে সে মিঃ অ্যাক্টনের বাড়িতেও ঢুকেছিল আশা করি মনে আছে, আর সেখান থেকে চুরি করেছে, পেপার ওয়েট আর টোয়াইন সুতোর গোলা।'

'মিঃ হোমস,' ক্যানিংহ্যাম বললেন, 'আপনাদের ভরসাতেই টিকে আছি, বলুন কি চান?'

'আমার ইচ্ছে খুনিকে খুঁজে বের করতে আপনি নিজের তরফ থেকে একটা পুরস্কার ঘোষণা করুন,' একটুকরো কাগজ তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিল হোমস, 'এতে পুরস্কারের খসড়া লেখা আছে, বেশি নয়, পঞ্চাশ পাউণ্ড হলেই চলবে।'

'আমি পাঁচশো পাউণ্ড দিতে তৈরি,' প্রৌঢ় কাগজটায় চোখ বুলিয়ে বললেন, 'এখানে খসড়ায় কিছু ভুল আছে। আপনি লিখেছেন পৌনে একটা, আসলে হবে পৌনে বারোটা।' বলে ভুলটা তিনি নিজে হাতে শুধরে কাগজটা তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

'তাড়াহুড়োয় লিখেছি কিনা,' বলল হোমস, 'ভুল হতেও পারে।'

হোমস ভুল করেছে দেখে ছোকরা অ্যালেক হেসেই বাঁচে না। ইন্সপেক্টরও ভুরু কোঁচকালেন। হোমস এসব ছোটখাটো ব্যাপারে কখনও ভুল করে না তাই আমিও অপ্রস্তুতের একশেষ। তার স্নায়ু যে মোটেও কাজ করছে না এ তারই প্রমাণ। কিন্তু যাকে নিয়ে এই কাণ্ড তার বিন্দুমাত্র হুঁশ নেই। জমিদারের সই করা কাগজটা বুক পকেটে ঢুকিয়ে জানতে চাইল, 'চলুন তাহলে বাড়ির ভেতরটা একবার দেখে আসা যাক। চোর বাবাজী কি কি মাল হাতিয়েছেন একবার দেখে আসি।'

'আপনার এই পুরস্কার ঘোষণার বুদ্ধি তারিফ করার মত,' প্রৌঢ় কিছুটা অনিচ্ছার ভঙ্গিতে এগোতে এগোতে বললেন, 'ওটা ফেলে না রেখে যত শীগগির পারেন ছাপিয়ে ফেলুন।'

ঘটনাস্থলে এলাম সবাই, ছুরি বা বাটালি ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে দরজার তালা ভাঙ্গা হয়েছে, ফলে দরজার গায়ের কাঠ জায়গায় জায়গায় চেঁছে উঠে এসেছে।

'দরজার ভেতর থেকে খিল দেন না?' হোমস শুধোল।

'দরকার হয় না,' প্রৌঢ় ক্যানিংহ্যাম জবাব দিলেন।

'বাড়িতে পোষা কুকুর নেই?'

'থাকবে না কেন, ওকে পেছনে বেঁধে রাখা হয়।'

'কাজের লোকেরা রাতে শুতে যায় ক'টায়?'

'দশটা নাগাদ।'

'নিহত গাড়োয়ান উইলিয়ামও কি ঐ সময় শুতে যেত?'

'হ্যাঁ।'

'ঐ বিশেষ রাতেই কিনা ওকে বিছানা থেকে উঠে বাইরে আসতে হল! আশ্চর্য ব্যাপার। এবার, মিঃ ক্যানিংহ্যাম, দয়া করে বাড়ির বাকি অংশটুকু দেখালে বাধিত হব।'

পাথুরে প্যাসেজ দিয়ে প্রৌঢ় ক্যানিংহ্যাম আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। দোতলায় ল্যাণ্ডিং-এর মুখেই ড্রইংরুম সমেত একাধিক শোবার কামরা, এদেরই দুটোয় রাত কাটান মিঃ ক্যানিংহ্যাম আর তাঁর ছেলে অ্যালেক। বাড়ির ভেতরের স্থাপত্য প্রশংসার চোখে দেখছে হোমস। তার চাউনি, হাবভাব আর পা ফেলার ভঙ্গি আমার খুব চেনা, রহস্যের অনেকটাই সে সমাধান করে ফেলেছে এ তারই প্রমাণ। কিন্তু কোন পথে সে এগোচ্ছে আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

'এসবের কি সত্যিই দরকার আছে?' প্রৌঢ় ক্যানিংহ্যামের গলায় বিরক্তি, হোমসকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনি মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন। ঐ দেখুন, সিঁড়ির শেষে আমার শোবার কামরা, কিছু তফাতে ছেলেরটা। আমরা ভেতরে দিব্যি বসে রইলাম আর চোর ব্যাটা এতটুকু আওয়াজ না করে বাড়িতে ঢুকল এই ব্যাপারটা আদৌ সম্ভব কিনা ভেবে বলুন, দয়া করে একটু মাথা খাটান।'

'এতক্ষণ যা ভেবেছেন সব ভুলে যান,' বজ্জাতি হাসি ফুটল অ্যালেক ক্যানিংহ্যামের ঠোঁটে, 'আবার গোড়া থেকে শুরু করুন, একেবারে নতুন করে।'

'ঠাট্টা করতে চান করুন,' অ্যালেকের কথা গায়ে মাখল না হোমস, 'শোবার ঘরের জানালা থেকে বাড়ির সামনের দিকটা কতটা দেখা যায় একবার দেখব। এটাই বুঝি আপনার ছেলের

কাগজটায় চোখ বুলিয়ে দেখলাম দুটো 'বারোটা' লেখা হয়েছে একইভাবে। চিঠির সূত্রটা ফাঁস করতে গিয়ে ইন্সপেক্টর দারুণ বোকামি করতে যাচ্ছিলেন, ওঁকে থামাতে গিয়ে তাই আমায় আচমকা বেহুঁশ হবার অভিনয় করতে হল।'

'সে কি!' কর্ণেল অবাক হলেন, 'তাহলে বেহুঁশ হবার ঘটনা নিছক অভিনয়?'

'গোয়েন্দাগিরিতে অনেক সময় অভিনয় কাজে লাগে, কর্ণেল,' হোমস হাসল, 'এবার খুনের প্রসঙ্গে আসছি। অ্যালেকের বিবৃতি সত্যি হলে ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে চোর আচমকা উইলিয়ামের বুকে বিভলভার ঠেকিয়ে গুলি করেছে। কিন্তু এত কাছে থেকে গুলি করলে জামার গায়ে বুলেটের ছ্যাঁদার চারপাশে বারুদের দাগ থাকার কথা, কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন দাগ ছিল না। অতএব অ্যালেক মিথ্যে বলেছে, আততায়ী কিছু দূরে, কম করে চারগজ তফাতে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়েছে।

একবার নয়, আরেকবার মিথ্যে কথা বলেছে অ্যালেক, তার সঙ্গে সায় দিয়েছে তার বাবাও। একটা নির্দিষ্ট ঝোপের ওপর দিয়ে দুজনেই চোরকে পালাতে দেখেছেন। সেখানে যেতে ঝোপের ঠিক নীচে একটা চওড়া নালা দেখলাম যার মাটি ছিল ভেজা। কিন্তু সেই ভেজা মাটিতে কোন পায়ের ছাপ চোখে পড়ল না। ক্যানিংহ্যাম বাপ ছেলে দু'জনেই মিথ্যে বলেছে এটা তারই প্রমাণ। ঘটনাস্থলে কোন অচেনা লোক আসেনি এ সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম।

মিঃ অ্যাক্টনের বাড়িতে চুরির প্রসঙ্গ না তুললে এ রহস্যের পুরোটাই চাপা থাকবে। ওঁর বাড়ি থেকে কাগজ চাপা আর টোয়াইন সুতো গুলি চুরি হয়েছে এটুকু শুনে সবার মত তাজ্জব হয়েছিলাম আমি নিজেও। তারপর যখন কর্ণেল বললেন বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মিঃ অ্যাক্টনের সঙ্গে ক্যানিংহ্যাম পরিবারের মামলা চলছে তখনই বুঝলাম আসলে কি ঘটেছে। বিষয় সম্পত্তির কোনও দলিল মিঃ অ্যাক্টনের লাইব্রেরিতে হয়ত রাখা আছে ধরে নিয়ে বুড়ো ক্যানিংহ্যাম ছেলেকে নিয়ে সেখানে হানা দেন — উদ্দেশ্য যে দলিল চুরি আশা করি তা বলে দেবার দরকার হবে না। কিন্তু দলিলের হদিশ না পেয়ে তাদের হতাশ হতে হল। তখন গাঁয়ের লোকের চোখে ধুলো দিতে কাগজচাপা আর সুতোর গুলি হাতিয়ে নিয়ে পালাল দু'জনে। মুশকিল করল গাড়োয়ান উইলিয়াম, মিঃ অ্যাক্টনের বাড়ি থেকে সে তার মনিব আর তার ছেলে দু'জনকেই পালাতে দেখেছিল। সে এবার মনিবকে ব্ল্যাকমেইল শুরু করল। সবাইকে আসল কথা বলে দেবে বলে ভয় দেখিয়ে মনিবের কাছে বারবার টাকা আদায়ের খেলা শুরু করল। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাকে খতম করার মতলব আঁটল বাপ আর ছেলে দু'জনেই। গাড়োয়ানের নামে একটা জাল চিঠি লিখে ডাকে ফেলা হল, সেই চিঠি পেয়ে ফাঁদে পা দিল বেচারা উইলিয়াম, মনিবের ছেলের হাতে গুলি খেয়ে মরল। চিঠিটা ধরা ছিল তার হাতের মুঠোয়। ছিনিয়ে নিতে গিয়ে কোণ ছিঁড়ে চিঠির খানিকটা রয়ে গেল লাশের হাতের মুঠোয় কিন্তু তা খুনির চোখে পড়ল না। ছেঁড়া অংশটুকু ড্রেসিং গাউনের পকেটে রেখে নিশ্চিন্ত মনে নিজের কামরায় ফিরে এল সে। বাপ ছেলে দু'জনেই ঝুড়ি ঝুড়ি মিছে কথা বলছে দেখে আমি চিঠির ছেঁড়া অংশটা খুঁজতে শুরু করলাম। ওপরে যেতে ড্রেসিং গাউনখানা চোখেও পড়ল। তার পকেট হাতড়াবো বলেই টেবিল উল্টে সবাইকে অন্যমনস্ক করে চলে এলাম সেখানে। ড্রেসিং গাউনের পকেট হাতড়ে ছেঁড়া চিঠির বাকিটুকু পেয়েও গেলাম, আর ঠিক তখনই বাপ ব্যাটা এসে হাজির। ব্যাপারটা দেখে ফেলল, বুঝল ওদের মতলব ধরে ফেলেছি। আপনারা সময়মত না এলে ওরা খুনই করে ফেলত আমায়। আপনার চলে যাবার পরে ইন্সপেক্টর আর আমি দু'জনে মিলে ওদের জেরা করলাম, তখনই পেট থেকে সব কথা বেরিয়ে এল। উইলিয়াম যে ব্ল্যাকমেইল শুরু করেছিল তা বুড়োর মুখেই শুনলাম।'

'এবার ছেঁড়া চিঠি দুটো একবার বের করো,' আমি বললাম, 'দেখি তাতে কি লেখা ছিল।'

দুটো ছেঁড়া কাগজের টুকরো পাশাপাশি রাখল হোমস, পড়ে শোনাল ঃ

'রাত পৌনে বারোটায় পুবের ফটকে এসো, তাজ্জব হবার মত অনেক কিছু জানতে পারবে,

হয়ত তা তোমার আর অ্যানি মরিসনেরও কাজে লাগবে। কিন্তু দেখো, এ কথা যেন কাউকে বোল না।'

'এই চিঠির ফাঁদে পা দিয়েই খুন হল উইলিয়াম, যদিও অ্যালেক, অ্যানি মরিসন আর উইলিয়াম, এদের তিনজনের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তা পরিষ্কার হল না। যাক, ওয়াটসন, গাঁয়ে আমায় নিয়ে এসেছিলে বলে অজস্র ধন্যবাদ। খুব ভাল হাওয়া বদল হল। দেহে প্রচুর বল আর উৎসাহ নিয়ে কালই আমি বেকার স্ট্রিটে ফিরব ঠিক করেছি।'

আট

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ক্রুকেড ম্যান

আমার বিয়ের অল্প কিছুদিন পরের ঘটনা। গ্রীষ্মের রাত। ডিনার সেরে আগুনের ধারে বসে পাইপ টানতে টানতে উপন্যাসের পাতায় চোখ বোলাচ্ছি। বৌ অনেকক্ষণ হল ওপরতলায় শুতে গেছে, বাড়ির কাজের লোকেরাও খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে। পৌনে বারোটা বাজে, এমন সময় সদর দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল।

নিশ্চয়ই রুগী, নয়ত এত রাতে কে আসবে। তার মানেই ঘুমের দফারফা। সারা রাত ঠায় জেগে বসে থাকতে হবে রুগীর শিয়রে। উপন্যাস সরিয়ে বিরক্ত হয়েই নীচে নামলাম, দরজা খুলতেই দেখি রুগী নয়, বাইরে দাঁড়িয়ে বন্ধুবর শার্লক হোমস।

'আমি জানতাম যত রাতই হোক তোমার দেখা ঠিক পাব,' হেসে বলল সে।

'ঢের হয়েছে, এবার দয়া করে ভেতরে এসো।'

'আজকের রাতটুকু তোমার এখানে থাকতে দেবে?' ভেতরে ঢুকে বলল হোমস।

'সে আমার সৌভাগ্য!'

'না, না, খাবার ব্যবস্থা করতে যেয়ো না, ওয়াটার্লুতে ও পাট চুকিয়ে এসেছি। তার চেয়ে বরং একটু পাইপ টানা যাক। তোমার প্র্যাকটিস বেশ বেড়েছে মনে হচ্ছে।' মুখোমুখি বসে পাইপ ধরালো হোমস।

'কে বললে?'

'বলল তোমার জুতোজোড়া। এত ঝকঝকে পালিশের মানে একটাই — হালে প্রায়ই ঘোড়ার গাড়ি চেপে আসা যাওয়া করা হচ্ছে! তোমার স্বভাব তো জানি, কাছে পিঠে কোথাও যেতে হলে হেঁটেই মেরে দাও! মিস্ত্রি এসেছিল নাকি?'

'এসেছিল, গ্যাস সারাতে,' হোমসের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দেখে আগের মত তাজ্জব হলাম।

'মেঝের লিনোলিয়ামে জুতোর কাঁটার দুটো দাগ দেখেই বুঝেছি.' বলে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কি যেন ভাবতে লাগল। খুব গুরুতর কোনও ব্যাপার ঘটেছে বলেই সে যে এত রাতে ছুটে এসেছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তাই হোমসের মুখ থেকে তা শোনার জন্য উদগ্রীব হলাম।

'একটা অদ্ভুত কেস হাতে এসেছে, ওয়াটসন,' আরও খানিকক্ষণ পরে মুখ খুলল হোমস, 'অনেক ভেবেও কোনও কূলকিনারা এখনও পাইনি. ঠিক তোমার লেখা গল্পের মত — নিজের মত করে লিখতে যাও আর তার ফলে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরতে ভুলে যাও! আসলে সমস্যার সব সমাধান ছড়ানো রয়েছে হাতের কাছেই, সেগুলো তুলে সাজিয়ে নিলেই হয়; আসল রহস্যটা চোখের সামনে থেকেও ধরা দিচ্ছে না। তবে আমিও ছাড়ার পাত্র নই, অনেক মাথা ঘামিয়ে একটা সমাধানের ছক খাড়া করেছি, এখন বাকি শুধু উপসংহার। এই সময় তোমার সাহায্য পেলে ভাল হয়।'

'আমি সাধ্যমত তোমার পাশে আছি, হোমস।'

'কাল একবার অলডারশটে যেতে পারবে আমার সঙ্গে? সকাল ১১.১০-এর ট্রেন ধরব।'

'বেশ তো যাব; ফিরে না আসা পর্যন্ত ডঃ জ্যাকসন আমার রুগীদের সামলাবেন।'

'ঘুম পেয়েছে? নয়ত সংক্ষেপে কেসটা তোমায় শোনাতাম।'

'তুমি আসার আগে সত্যিই ঘুম পেয়েছিল, এখন আর পাচ্ছে না।'

'অলডারশটে কর্ণেল বার্কলের খুনের খবর শুনেছো?'

'না।'

'অলডারশটে আছে রয়্যাল ম্যালোজ রেজিমেন্ট,' হোমস বলল, 'বৃটিশ ফৌজের এক সেরা আইরিশ বাহিনী হিসেবে এর সুনাম আছে। রাশিয়ায় ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আর ভারতে বিদ্রোহী সেপাইদের দমনে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে এই বাহিনী সুনাম অর্জন করেছে। কর্ণেল জেমস বার্কলে সোমবার রাত পর্যন্ত ছিলেন ঐ বাহিনীর কম্যাণ্ডার; সাধারণ সেপাই হয়ে ঐ বাহিনীতে গাদা বন্দুক বইতেন তিনি, ধাপে ধাপে উন্নতি করে বিদ্রোহে বীরত্ব দেখিয়ে কমিশন পেলেন, শেসকালে পেলেন কর্ণেলের পদ, হলেন বাহিনীর অধিনায়ক। সার্জেন্ট হবার পরে মিস ন্যান্সি ডিভয় নামে এক যুবতীকে বিয়ে করেন জেমস বার্কলে, মেয়েটির বাবা ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ, আগে ঐ বাহিনীরই সার্জেন্ট ছিলেন তিনি। বুঝতেই পারছো, এসব বিয়ে সমাজ গোড়ায় মেনে নেয় না, ওঁদেরও নেয়নি। পরে যদিও খুব শীগগিরই দু'জনে সবকিছুর সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। সমবয়সী অন্যান্য অফিসারেরা জেমস বার্কলেকে যেমন ভালবাসতেন, তাদের গিন্নিরাও তেমনই ভালবাসতেন তাঁর স্ত্রী ন্যানসিকে। একসময় তিনি ছিলেন অপরূপ রূপসী, এমনকি বিয়ের ত্রিশ বছর পরে তাঁর সেই রূপ আজও বজায় আছে। বিবাহিত জীবনে কর্ণেল বার্কলে সুখী হয়েছিলেন। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই দু'জনকে ভালবাসতেন প্রাণ ঢেলে। মাঝবয়সী দম্পতি হিসেবে রেজিমেন্টের অন্যান্য অফিসারদের কাছে তাঁরা ছিলেন আদর্শ। হাসিখুশি মেজাজের লোক ছিলেন কর্ণেল বার্কলে, কিন্তু মেজর মার্ফির কথায় জানলাম মাঝে মাঝে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যেতেন, হৈ চৈ ফূর্তি করতে করতে আচমকা চুপ করে যেতেন, ঐভাবে পরপর কিছুদিন কাটাতেন। দেখে মনে হত কোনও কারণে তাঁর মন ভীষণ ভেঙ্গে পড়েছে।

ক্যাম্প থেকে আধ মাইল দূরে ল্যাচিন নামে এক বাড়িতে কর্ণেল তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। চাকর বাকর বলতে ছিল দু'জন কাজের মেয়ে আর একজন গাড়োয়ান। বাড়ির পশ্চিমে ত্রিশ গজ দূরে বড় রাস্তা।

গত সোমবারের ঘটনায় আসছি। সকাল সকাল রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছিলেন স্বামী স্ত্রী, আটটা নাগাদ কর্ণেলের স্ত্রী গির্জায় এক সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন পাশের বাড়ির মিস মরিসনকে সঙ্গে নিয়ে। সোয়া ন'টা নাগাদ তাঁকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে মিসেস বার্কলে বাড়ি ফিরে আসেন।

বাড়িতে রাস্তামুখো একটা ঘর আছে যে ঘরে সকালে স্বামী স্ত্রী বসেন। সে ঘরের দরজা কাঁচের। দরজার বাইরে টানা লন, তারপর পাঁচিল, তার ওপারে বড় রাস্তা। বাইরে থেকে ফিরে মিসেস বার্কলে সোজা এসে ঢোকেন সেখানে। সন্ধ্যের পরে ঐ ঘরে কেউ সচরাচর বসে না তাই পর্দা টানা ছিল না। মিসেস বার্কলে ঘরে ঢুকে ঘণ্টা বাজিয়ে তাঁর কাজের মেয়ে জেন স্টুয়ার্টকে এক কাপ গরম চা আনতে বলেন। অথচ অত রাতে চা কোনদিনই তিনি খান না। কর্ণেল বার্কলে নিজে ছিলেন খাবার ঘরে, স্ত্রী এসেছেন শুনে তিনিও চলে আসেন ঐ ঘরে। গাড়োয়ান তাঁকে হলঘর পেরিয়ে সেখানে ঢুকতে দেখেছে। এরপরে আর তাকে কেউ জ্যান্ত দেখেনি।

কাজের মেয়ে জেন স্টুয়ার্ট দশ মিনিট পরে চা নিয়ে এসে দেখে দরজা বন্ধ, ভেতর থেকে স্বামী স্ত্রীর কথা কাটাকাটি তার কানে আসে। কর্ণেল চাপা গলায় কথা বলছেন বলে সেগুলো বোঝা যায়নি কিন্তু তাঁর স্ত্রীর প্রত্যেকটা কথা তার কানে এল। বারবার তিনি বলছিলেন, 'কাপুরুষ!

তুমি একটা জঘন্য কাপুরুষ! এখন কি করব আমি? দাও, যে জীবন আমার নষ্ট করেছো তা ফিরিয়ে দাও। তোমার মত নোংরা কাপুরুষের সঙ্গে থাকতে ঘেন্না হয়! এখানে আর থাকব না আমি। কাপুরুষ। বেহায়া কাপুরুষ! তারপরেই পুরুষের গলায় প্রচণ্ড আর্তনাদ, আছড়ে পড়ার আওয়াজ আর সেই সঙ্গে নারীকণ্ঠের কান ফাটানো চিৎকার। কাজের মেয়ে একা নয়, গাড়োয়ানও বাইরে দাঁড়িয়ে এসব শুনেছে। বন্ধ দরজা খুলতে না পেরে সে ছুটে চলে যায় লনে, সেদিকে একটা জানালা খোলা ছিল, সেই জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে মর্মান্তিক দৃশ্য — মিসেস বার্কলে কৌচের ওপর পড়ে আছেন বেহুঁশ হয়ে, আর তাঁর স্বামী কর্ণেল বার্কলে ফায়ারপ্লেসের ঝাঁঝরির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন, তাঁর পা দুটো পড়ে আছে চেয়ারের হাতলে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর।

দরজার চাবি গাড়োয়ান ঘরের ভেতর খুঁজে পায়নি, তাই আবার জানালা দিয়ে গলে বাইরে এসে সে পুলিশ আর ডাক্তার নিয়ে এল। মিসেস বার্কলে তখনও বেহুঁশ, ঐ অবস্থাতেই তাঁকে বাইরে নিয়ে আসা হল। কর্ণেল জেমস বার্কলের দেহে তখন প্রাণ নেই, পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর মাথার পেছনে প্রায় দু'ইঞ্চি লম্বা এক গভীর ক্ষত ডাক্তার আবিষ্কার করলেন। তাঁর মতে, কোনও ভোঁতা অস্ত্রের ঘায়ে ঐ ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। লাশের গা ঘেঁষে মেঝের ওপর পড়েছিল নিরেট কাঠের তৈরি একটা মুগুর, তার হাতলটা হাড় দিয়ে বাঁধানো। কর্মজীবনে যখন যে দেশে গেছেন সেখানকার নানারকম হাতিয়ার যোগাড় করে ঘর সাজিয়েছেন। ঐ গদা সেই সংগ্রহের অন্যতম, পুলিশের ধারনা। অথচ তাজ্জব ব্যাপার এই যে ঐ অদ্ভুত হাতিয়ার এর আগে বাড়ির কাজের লোকেদের চোখে পড়েনি; অবশ্য এও হতে পারে যে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে পড়ে থাকবার ফলে ওটা আগে তাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। পুলিশের অনুমান, ঐ কাঠের মুগুরের ঘায়েই খুন হয়েছেন কর্ণেল বার্কলে। ঘরের ভেতর অনেক খুঁজেও পুলিশ দরজার চাবির হদিশ পায়নি। শেষকালে তালাচাবির মিস্ত্রি ডাকিয়ে এনে বন্ধ দরজা তাদের খুলতে হয়।

ওয়াটসন, এই হল পরিস্থিতি। মেজর মার্ফির অনুরোধে মঙ্গলবার সকালেই আমি অলডারশটে গিয়েছিলাম খুনের তদন্তের কাজে পুলিশকে সাহায্য করতে। ব্যাপারটা যে রীতিমত কৌতূহলজনক আশা করি আমার কথা শুনে তুমি আঁচ করতে পেরেছো, কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে একনজর চারপাশে তাকিয়েই বুঝলাম রহস্য অনেক গভীর, ওপর থেকে দেখলে যা বোঝা যায় না।

খুনের ঘটনাস্থল পরীক্ষা করার আগে বাড়ির কাজের লোকেদের জেরা করেছি। যে মেয়েটি মিসেস বার্কলের জন্য চা নিয়ে এসেছিল সেই জেন স্টুয়ার্টের মুখ থেকে শুনলাম দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কর্ণেল আর তাঁর স্ত্রীর কথা কাটাকাটি শোনার সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার সে লক্ষ্য করেছে — মনিবনী পরপর কয়েকবার কর্ণেলকে 'ডেভিড' বললেন। অথচ সবাই জানে ডেভিড নয়, কর্ণেল বার্কলের নাম ছিল জেমস।

পুলিশ আর বাড়ির কাজের লোকেদের মুখ থেকে আরও একটা খবর পেলাম, তা হল, খুন হবার পরে কর্ণেলের মুখের বিকৃতি। ওদের মতে, কর্ণেলের লাশের মুখে ফুটে উঠেছিল আতঙ্কের ছাপ — সে ছাপ এত ভয়ানক যা দেখে একাধিক লোক বেহুঁশ হয়েছে। পুলিশের অনুমান, ভয়ানক কোনও দৃশ্য চোখের সামনে ঘটতে দেখার ফলেই মারা যাবার সময় ঐ রকম আতঙ্ক ফুটেছিল কর্ণেলের চোখেমুখে। পুলিশের ধারণা তাঁর স্ত্রী নিজেই ঝগড়া করতে করতে একসময় ঐ মুগুর তুলে মারাত্মক আঘাত হানেন তাঁর স্বামীর মাথায়, আর বৌ তাঁকে খুন করতে উদ্যত দেখেই আতঙ্কের ছাপ ফুটেছিল কর্ণেলের চোখেমুখে। ঘটনার দিন সন্ধ্যের পরে মিসেস বার্কলে মিস মরিসন নামে এক মহিলার সঙ্গে গির্জায় গিয়েছিলেন খানিক আগেই বলেছি তোমায়। তাঁর সঙ্গেও দেখা করেছি। কিন্তু গির্জা থেকে বাড়ি ফিরেই স্বামীর ওপর সেদিন মিসেস বার্কলে কেন রেগে গিয়েছিলেন এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি তিনি। তখন ঘরের চাবি নিয়ে মাথা ঘামাতে বসলাম। খুনের পরে ঘরের ভেতর খানাতল্লাশি করেও বন্ধ দরজার তালা খোলার চাবির হদিশ মেলেনি।

এক্ষেত্রে ধরে নিতেই হচ্ছে চাবি কেউ হাতিয়ে নিয়েছে এবং সে অবশ্যই বাইরের লোক। খোলা জানালার বাইরের লন আর লাগোয়া রাস্তায় খুঁজে পেতে গোটা পাঁচেক পায়ের ছাপ পেলাম। পায়ের পাতা গোড়ালির চেয়ে বেশি বসেছে মাটিতে, তার মানে বাইরের সেই লোক অথবা খুনি পাঁচিল টপকে রাস্তা থেকে ঢুকেছে লনে, তারপর লন পেরিয়ে খোলা জানালা টপকে ঢুকেছে ঘরে। পায়ের ছাপের একটা পেয়েছি রাস্তায়, দুটো লনে আর দুটো জানালার চৌকাঠে। কিন্তু খুনি একা ছিল না, আরও একজন ছিল তার সঙ্গে। এই দ্যাখো,' বলে টিশু পেপারের একটা লম্বা পাতা হাঁটুর ওপর রেখে বলল, 'দ্যাখো দেখি, এগুলো কোন জানোয়ারের পায়ের ছাপ?'

কাগজে যেকোনও চারপেয়ে জানোয়ারের অনেকগুলো পায়ের ছাপ — নখ আর পাতা মিলিয়ে একেকটা ছাপ ডেসার্ট বা আইসক্রিমের চামচের সমান।

'কুকুর বলে মনে হচ্ছে,' আমি বললাম।

'কি যা তা বলছ, ওয়াটসন?' মৃদু ধমক দিল হোমস, 'কেসটা সত্যিই মন দিয়ে শুনেছো? কুকুর পর্দা বেয়ে উঠতে পারে কখনও? এই জানোয়ার তা করেছে, আর সেই প্রমাণ আছে।'

'তাহলে কি বাঁদর হতে পারে?'

'বাঁদরের পায়ের ছাপ এরকম নয়।'

'কুকুর নয়, বাঁদরও নয়, তাহলে আর কোন জানোয়ার হতে পারে?'

'এদিকে তাকাও,' কাগজের বুকে অগুনতি রহস্যময় পায়ের ছাপের একটি ইশারায় দেখিয়ে বলল, 'দেখলেই বোঝা যায় জানোয়ারটা এখানে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ শান্ত হয়ে, পেছনের আর সামনের পায়ের মধ্যে কম করে পনেরো ইঞ্চি দূরত্ব, এবার গলা আর মাথা যোগ করলে তার দৈর্ঘ্য হবে অন্তত দু'ফিট, ল্যাজ থাকলে আরেকটু বেশি কিন্তু সেটা হেঁটেছে তিন ইঞ্চি পা ফেলে। তার মানে জানোয়ারটার শরীর লম্বা, কিন্তু তার পাগুলো বেঁটে বেঁটে। গায়ের দু'চারটে লোম পাওয়া গেলে সুবিধে হত। কুকুর, বেড়াল, বাঁদর তিনটের একটাও নয়। আমাদের চেনাজানা কোনও জানোয়ারই নয় ওটা। তবে ওটা মাংসভুক, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'কি করে নিশ্চিত হলে?'

'জানালার ওপর ঝোলানো ছিল একটা খাঁচা, ভেতরে ছিল একটা ক্যানারি পাখি; জানোয়ারটা পর্দা বেয়ে উঠেছিল, এবং তার লক্ষ্য যে ঐ পাখিটাই ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এইসব দেখে মনে হচ্ছে এসবই বেঁজি জাতীয় কোনও জানোয়ারের পায়ের ছাপ, সাধারণ বেঁজির তুলনায় যার আকার অনেক বড়।'

'বেশ, তাই না হয় হল, কিন্তু ঐ না দেখা জানোয়ারের সঙ্গে এই খুনের সম্পর্ক কতটুকু?'

'সেটা অবশ্য এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে,' বলল হোমস, 'যেটুকু জেনেছি তাতে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে কর্ণেল বার্কলে খুন হবার আগে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে একটা লোক তাঁদের স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া হাঁ করে দেখছিল। মনে রেখো, ঐ সময় আলো জ্বলছিল ঘরে, জানালা খোলা ছিল, তাতে পর্দা ছিল না। ঐ পরিস্থিতিতে এসব পায়ের ছাপ দেখে অনুমান করা সম্ভব যে সে লোকটি তার জানোয়ার সঙ্গী সমেত ঘরে ঢোকে খোলা জানালা দিয়ে। তাকে দেখেই হয় কর্ণেল ভয় পেয়ে পড়ে যায় ফায়ারপ্লেসের ঝাঁঝরির ওপর, অথবা সেই লোকটিই মেরে তাঁর মাথা দেয় ফাটিয়ে। ঘটনা যাই ঘটুক কর্ণেল মেঝেতে পড়ে যাবার পরে সে যে দরজার চাবি নিয়ে পালিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।'

'বাঃ! চমৎকার বলেছো! এমনিতেই কূলকিনারা চোখে পড়ছে না, তার ওপর এইসব বলে গোটা ব্যাপারটাকে দিলে আরও জটিল করে!'

'এই একটি ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমি একমত, ওয়াটসন, তোমার জায়গায় থাকলে একই মন্তব্য আমিও করতাম। সমস্যার জটিলতা বাড়ছে দেখে আমি মাথা খাটাতে বসলাম, অন্যদিক

থেকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে বসলাম। কিন্তু আজ আর নয়, বকে বকে তোমায় অনেকক্ষণ জাগিয়ে রেখেছি। এখন যাচ্ছি, তুমি শুতে যাও, বাকি যা কিছু আগামিকাল অলডারশটে যাবার পথে বলব।'

'ওসব শুনছি না।' আমি রুখে দাঁড়ালাম, 'এতখানি শোনার পরে এখন যেতে পারবে না!'

'বেশ, তাহলে শোন। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে বসে গোড়াতেই মনে হল ঘটনার দিন সন্ধ্যে সাতটায় মিসেস বার্কলে যখন বাড়ি থেকে বেরোন তখন তাঁর মেজাজ খুবই ভাল ছিল। তারপর ন'টা নাগাদ বাড়ি ফিরলেন ভীষণ রেগে। মনে প্রশ্ন জাগল, এই দু'ঘণ্টার মধ্যে এমন কি ঘটল যার ফলে ওঁর মেজাজ এভাবে পাল্টে গেল? এই প্রশ্নের উত্তর একজনেরই জানা — মিসেস বার্কলের প্রতিবেশী মিস মরিসন, গির্জায় যাওয়া আর ফেরার পথে সেদিন যিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আমি কাউকে কিছু না বলে সরাসরি গিয়ে হাজির হলাম মিস মরিসনের কাছে। কোনও ভূমিকা না করে বললাম আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তিনি দেন তো ভাল, নয়ত আদালতে মামলা উঠলে বিচারক মিসেস বার্কলেকে প্রাণদণ্ড দিতে পারেন। মহিলা আমার প্রশ্নের জবাবে যা বললেন তা এরকম —

ঘটনার দিন রাত পৌনে ন'টা নাগাদ ওয়াট স্ট্রিটের গির্জা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি মিসেস বার্কলেকে সঙ্গে নিয়ে। মাঝপথে হাডসন স্ট্রিট খুব নির্জন এলাকা, তারই মোড়ের কাছে হাতের বাঁদিকে একটিমাত্র ল্যাম্পপোস্ট, সেখানে আসতে দু'জনে দেখলেন ছোটখাটো এক বিকলাঙ্গ লোক কাঁধে বাক্স নিয়ে এগিয়ে আসছে। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় রাস্তার আলোয় মিসেস বার্কলেকে স্পষ্ট দেখল সে, সঙ্গে সঙ্গে 'হা ঈশ্বর! এ যে ন্যানসি!' বলে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল। নিজের নাম কানে যেতে মিসেস বার্কলে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন তাকে আর ভূত দেখার মত এমন চমকে উঠলেন যে মিস মরিসন ধরে না ফেললে ঠিক পড়ে যেতেন।

'হেনরি, তুমি! এতদিন পরে!' মিসেস বার্কলে কাঁপা গলায় সেই বিকলাঙ্গ লোকটিকে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম ত্রিশ বছর আগেই তোমার মৃত্যু হয়েছে!'

'ঠিকই বলেছো, ন্যানসি,' লোকটার গলা শুনে আচমকা আমার গা শিউরে উঠল। তার মুখের কোঁচকানো চামড়া পচা আপেলের মত, ধপধপে সাদা তার গোফঁদাড়ি আর মাথার চুল, দু'চোখ জ্বলছে ধিকধিক করে, দেখলে ভয় লাগে, মনে হয় মৃতদেহ।

'একটু এগিয়ে যাও, সোনা,' মিসেস বার্কলে বললেন মিস মরিসনকে, 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ইনি আমার বহুদিনের চেনা, এতদিন পরে দেখা. দুটো কথা বলে এক্ষুণি আসছি।' বলতে গিয়ে ওঁর গলা কেঁপে উঠল। বেশ বুঝতে পারলাম মিসেস বার্কলে ঐ লোকটিকে দেখে আচমকা ভয়ানক ঘাবড়ে গেছেন। আমি এগিয়ে যেতে ওঁরা কথা কইতে লাগলেন। খানিক বাদে মিসেস বার্কলে পা চালিয়ে আবার আমার পাশে পাশে চলতে লাগলেন, ঘাড় ফেরাতে দেখি ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে সেই বীভৎস দেখতে বিকলাঙ্গ মুঠো পাকিয়ে গজরাচ্ছে আপন মনে। গোটা পথ মিসেস বার্কলে একটি কথাও বললেন না, বাড়ির দোরগোড়ায় এসে কাতর গলায় অনুরোধ করলেন যাতে ঐ লোকটির কথা ফাঁস না করি। কথা দিতে উনি আদর করে চুমু খেলেন আমায়। এরপরে আর মিসেস বার্কলের সঙ্গে দেখা হয়নি। কথা দিয়েছি বলে পুলিশকে এসব জানাইনি, কিন্তু এত বড় বিপদ ওঁর মাথার ওপর ঝোলার কথা যখন আপনি শোনালেন তখন সব জেনেশুনে আর মুখ বুঁজে থাকতে পারলাম না।'

'মিস মরিসনের বিবৃতি শুনে আমি একরাশ আঁধারে আলোর হদিশ পেলাম, বুঝলাম ঐ বিকলাঙ্গ লোকটিকে ঘিরেই জড়িত আছে কর্নেল জেমস বার্কলের খুনের রহস্য। অতএব আমার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে সেই লোকটিকে খুঁজে বের করা। সামরিক বাহিনীতে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, বেশিরভাগ এরাই হল অলডারশটের বাসিন্দা। তাদের মধ্যে একটু খোঁজাখুঁজি

করতেই তার হদিশ পেলাম। ঐ বিকলাঙ্গ লোকটির নাম হেনরি উড, হাডসন স্ট্রিটের এক পুরোনো বাড়ির একটা কামরা ভাড়া নিয়েছে। তার সঙ্গে কিছু জীবজন্তু আছে, তাদের নিয়ে নানারকম যাদুর খেলা দেখায় সামরিক ক্যাম্পে, ঐ তার রোজগারের একমাত্র পথ। জীবজন্তুগুলোকে একটা কাঠের বাক্সে রাখে, সেটা কাঁধে নিয়ে বেড়ায়। জীবজন্তুগুলো কখন কি করে বসে সেই ভাবনায় বাড়িউলি সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকেন। বাড়িউলির কাছে একটা ভারতীয় মুদ্রা আগাম জমা রেখেছে লোকটা, দেখেই পরপর কতগুলো সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছে মাথায়। বাড়িউলির মুখেই শুনলাম একেক সময় হেনরি উড নামে ঐ লোকটা এক অদ্ভুত ভাষায় নিজের সঙ্গে কথা বলে। গত দু'দিন ধরে দরজা বন্ধ করে নিজের মনে একঘেয়ে কাঁদছে সে, অদ্ভুত গোঙানির মত সেই কান্না বাড়িউলির কানে ঠেকেছে অভাগার আর্তনাদের মত।

আমি নিশ্চিত ওয়াটসন, সেদিন মিসেস বার্কলের সঙ্গে দেখা হবার পরে ঐ হেনরি উড তাঁর পিছু নিয়ে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। খোলা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে বার্কলে দম্পতির ঝগড়া দেখছিল সে। ঐ সময় তার বাক্সের ভেতর থেকে অদ্ভুত জানোয়ারটা বেরিয়ে জানালা বেয়ে ঘরে ঢোকে, পেছন পেছন সে নিজেও ঢুকে পড়ে ঐ খোলা জানালা দিয়ে। তারপর কি ঘটেছিল বের করতে পারিনি, তবে যাই ঘটে থাকুক তা হেনরি উডের অজানা নয় এটাও ঠিক।'

'সেদিন আসলে কি ঘটেছিল তুমি তার কাছে জানতে চাইবে?'

'হ্যাঁ, এবং একজন সাক্ষির সামনে তাকে সে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।'

'তাহলে আমাকেই সেই সাক্ষি হতে হবে?'

'তুমি সাক্ষি হতে চাইলে চিন্তা নেই। হেনরি উড ভালোয় ভালোয় আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে তার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের করতে বাধ্য হব।'

'কিন্তু আমরা অলডারশটে পৌঁছে যে তাকে হাতের মুঠোয় পাব সেই নিশ্চয়তা কোথায়?'

'আঃ, ওয়াটসন, তুমি আমায় আজ নতুন দেখছো না! এই ধরনের কাজে এগোবার আগে আমি যে আগে থাকতে কিছু প্রস্তুতি নিই তা কি নিজের চোখে দ্যাখোনি? আমাদের বেকার স্ট্রিটের এক ছোঁড়াকে আগেভাগেই হেনরি উডের ওপর নজর রাখার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি, কাজেই আগে ভাগে ওর পালাবার পথ নেই। কাল সকালেই হাডসন স্ট্রিটে দেখা হবে ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে। আচ্ছা, ওয়াটসন, রাত অনেক হয়েছে, এবার আমি আসছি। এরপরেও তোমাকে জাগিয়ে রাখলে তোমার গিন্নির কাছে সত্যিই আমাকে অপরাধী হতে হবে।'

পরদিন বেলা বারোটা নাগাদ দু'জনে এসে পৌঁছোলাম অলডারশটে, হোমসই পথ দেখিয়ে নিয়ে এল হাডসন স্ট্রিটে। হোমস বেশ খোশমেজাজে আছে দেখে বুঝলাম তদন্ত ঠিকপথেই এগোচ্ছে। এসব ভাবছি এমন সময় একটা ছোকরাকে এগিয়ে আসতে দেখে হোমস আপনমনে বলে উঠল, 'এই যে, আমার চর এসে গেছে।'

'কি খবর, সিম্পসন?' ছোকরাটি কাছে এসে দাঁড়াতে জানতে চাইল সে।

'ব্যাটা বাড়িতেই আছে, মিঃ হোমস,' জবাব দিল সে। কিছু খুচরো মুদ্রা হোমস দিল তাকে। পারিশ্রমিক পেয়ে ছোকরা দৌড়ে উধাও হল। এবার হোমস আমায় নিয়ে একটা বাড়িতে ঢুকল। বাড়িউলিকে ডেকে বলল সে মিঃ হেনরি উডের সঙ্গে বিশেষ দরকারে দেখা করতে এসেছে। বলে নাম লেখা কার্ড তাকে দিল সে। খানিক বাদেই বাড়িউলি আমাদের বাঞ্ছিত লোকটির কামরায় এনে হাজির করল। গরম এখনও চলছে, তারই মাঝে দেখলাম একটা লোক কেমন তালগোল পাকানো ভঙ্গিতে বসে আছে ফায়ারপ্লেসের সামনে, আগুনের তাপে গোটা কামরা তেতে উঠেছে উনোনের মত। এক নজর তাকালেই বোঝা যায় সে বিকলাঙ্গ, প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুমড়ে বেঁকেচুরে গেছে। ঘাড় ফেরাতেই একটা কুৎসিত মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে, তবে সে মুখ যে এক সময় অপরূপ দেখতে ছিল তার প্রমাণ এখনও আছে। একটি কথাও বলল না লোকটি, ঐভাবে বসেই ইশারায় হাত নেড়ে কাছেই দুটো চেয়ার দেখাল।

'মিঃ হেনরি উডের সঙ্গে কথা বলছি তো, যিনি ভারতে ছিলেন? কর্ণেল জেমস বার্কলের মৃত্যুর ব্যাপারে দুটো কথা বলতে এসেছি।'

'এ সম্পর্কে আমি কি জানি?' স্বাভাবিক গলায় পাল্টা প্রশ্ন করল হেনরি উড।

'সে সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেই এসেছি আমি, মিঃ উড,' বলল হোমস, 'একটা কথা দয়া করে মনে রাখবেন, মিঃ উড আপনার পুরোনো বান্ধবী ও নিহত কর্ণেল বার্কলের স্ত্রী মিসেস বার্কলেকে পুলিশ সন্দেহের আওতা থেকে বাদ দিচ্ছে না। এই খুনের সঙ্গে একটা অজানা রহস্য ধোঁয়াশার মত জড়িয়ে আছে, সেটা পরিষ্কার না হলে খুনের অভিযোগে মিসেস বার্কলের ফাঁসি হওয়াও অসম্ভব নয়।'

'কি বললেন?' চমকে উঠে সে বলল, 'কে আপনারা জানি না, কি করে এসব জেনেছেন তাও জানি না; কিন্তু এক্ষুণি যা বললেন ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারবেন তা সত্যি কিনা?'

'তাহলে এটাও জেনে রাখুন মিসেস বার্কলের জ্ঞান ফিরে এলেই পুলিশ ওঁকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করবে।'

'আপনি কি পুলিশ থেকে এসেছেন?'

'না।'

'তাহলে এ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?'

'ন্যায় বিচার সর্বত্র হচ্ছে কিনা দেখা সবারই কর্তব্য।'

'মিসেস বার্কলে নির্দোষ, উনি খুন করেন নি।'

'মিসেস বার্কলে নির্দোষ হলে কি দোষী আপনি?'

'না, আমিও নির্দোষ।'

'তাহলে কর্ণেল জেমস বার্কলেকে খুন করল কে?'

'উনি মারা গেছেন ওঁরই নিয়তির হাতে, যদিও ওঁর খুলি উড়িয়ে দিতে পারলে আমার মত খুশি কেউ হত না, যেহেতু সেটাই ছিল ওর উচিত পাওনা। বিবেকের হাতে এভাবে ঘায়েল না হলে হয়ত সেদিন আমিই ওকে খুন করতাম। এসে যখন পড়েছেন তখন পুরো ঘটনাটা শুনে যান। বিশ্বাস করা না করা আপনার ওপর, তবে যা বলব তা আমারই জীবনের সত্য কাহিনী। উটের মত এই কুঁজো পিঠ আর তোবড়ানো পাঁজর আমার চিরকাল ছিল না। এক সময় ১১৭ নং পদাতিক রেজিমেন্টের সেরা সৈনিক ছিলাম আমি, কর্পোর‍্যাল হেনরি উড। আমরা তখন ভারতে ভূর্তি নামে এক ক্যান্টনমেন্টে দিন কাটাচ্ছি। যার খুনের ব্যাপারে এতদূরে খোঁজখবর নিতে এসেছেন সেই জেমস বার্কলেও তখন ছিল সেখানে, পদমর্যাদায় সার্জেন্ট। রেজিমেন্টে ছিল এক কৃষ্ণাঙ্গ সার্জেন্ট, পদবি টিভয়, তার মেয়ে ন্যানসি ছিল রূপসী, সেই ন্যানসির প্রেমে পাগল হয়েছিল রেজিমেন্টের দুই সৈনিক — সার্জেন্ট জেমস বার্কলে আর আমি, কর্পোর‍্যাল হেনরি উড। ন্যানসিকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলাম আমরা দু'জনেই। আজ আমায় দেখে হয়ত আপনার হাসি পাচ্ছে, কিন্তু এটা ঠিক যে একদিন আমিও ছিলাম রূপবান পুরুষ, আমার রূপে মজেছিল ন্যানসি। কিন্তু ন্যানসির বাপ সার্জেন্ট টিভয় আমায় দু'চোখে দেখতে পারত না। বলত আমি ভবিষ্যতের কথা ভাবি না, বাউণ্ডুলে উড়নচণ্ডী আমার স্বভাব। বার্কলের স্বভাব ছিল ঠিক আমার উল্টো, তাই টিভয় তাকেই বেশি পছন্দ করত। তবু ন্যানসি ছিল আমার প্রতি অনুগত, আমি যে ওকে পাব এটা নিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক এমনই সময় বাধল সিপাই বিদ্রোহ, সব ওলট পালট হয়ে গেল। গোটা ভারত জুড়ে জ্বলে উঠল বিদ্রোহের আগুন।

ভূর্তি ক্যান্টনমেন্টে আমাদের রেজিমেন্টের পাশাপাশি ছিল দুর্ধর্ষ শিখ আর গোলন্দাজ বাহিনী। এছাড়া বেসামরিক নারীপুরুষও বিস্তর ছিল। দশ হাজার বিদ্রোহী সিপাই আচমকা আমাদের ঘিরে ফেলল চারপাশ থেকে। আমাদের অবস্থা তখন খাঁচায় আটক অসহায় ইঁদুরের মত যে খাঁচার

বাইরে ওৎ পেতে বসে আছে কুকুর বেড়ালের পাল। দিন যায় রাত যায় ব্যারাকের ভেতরে আটক, বাইরে বেরোনোর উপায় নেই। ওদিকে জেনারেল নীল তাঁর বাহিনী নিয়ে দেশময় বিদ্রোহীদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁর আক্রমণে পিছু হটছে তারা। আমাদের এখানকার অবস্থা কোনমতে একবার তাঁর কানে তোলা, তাহলেই তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে ছুটে আসবেন আমাদের অবরোধমুক্ত করতে। একটা হপ্তা কাটল, দ্বিতীয় হপ্তা পড়তে টান পড়ল জলের ভাঁড়ারে, তখন জেনারেল নীলের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রশ্ন আবার দেখা দিল। বেসামরিক নারীপুরুষেরা শিশুদের নিয়ে আমাদের মাঝখানে আশ্রয় নিয়েছে, আমরা বিদ্রোহীদের মাঝখানে আশ্রয় নিয়েছি, তাদের সঙ্গে লড়াই করে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরোতে গেলেই চোখে পড়বে, এইসব শিশু আর নারীপুরুষদের মরতে হবে তাদের হাতে, অথচ জেনারেল নীলের কাছে খবর পৌঁছে দিতে হলে কাউকে বাইরে বেরোতেই হবে। অবস্থা দেখে শেষকালে আমি একটা ঝুঁকি নিতে রাজি হলাম। সার্জেন্ট জেমস বার্কলে কোন পথে যাব তার একটা নকশা ছকে দিল। সে বোঝাল বিদ্রোহী সিপাইদের নজরকে ফাঁকি দিতে হলে ঐ ছক ছাড়া এগোনোর অন্য পথ নেই। সেদিন রাত দশটা নাগাদ আমি রওনা হলাম। বার্কলের তৈরি করা ছক অনুযায়ী একটা শুকনো খাল ধরে কিছুদূর এগোতেই ধরা পড়ে গেলাম বিদ্রোহী সিপাইদের হাতে। ওরা আমার মাথায় বেদম জোরে এক ঘা মারতেই পড়ে গেলাম, ওরা সেই ফাঁকে দড়ি দিয়ে আমার হাত পা বেঁধে ফেলল। ওদের কথাবার্তা শুনে বেশ বুঝতে পারলাম আমি যে পথ ধরে এগোচ্ছি সে পথের হদিশ জেমস বার্কলে নিজেই আগে থাকতে চর পাঠিয়ে বিদ্রোহীদের জানিয়ে দিয়েছিল। এমন বিশ্বাসঘাতকতা করার পেছনে কি উদ্দেশ্য তার ছিল আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এমনই ছিল তার স্বভাব, নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে যে কোন কাজ করতে পারত সে।

এদিকে বিদ্রোহী সিপাইদের ভূর্তি ক্যান্টনমেন্ট অবরোধের খবর পৌঁছে গিয়েছিল জেনারেল নীলের কাছে। পরদিন এক বিপুল বাহিনী নিয়ে এসে বিদ্রোহীদের হারিয়ে ক্যান্টনমেন্টের আটক বাসিন্দাদের উদ্ধার করলেন তিনি। কিন্তু আমি মুক্তি পেলাম না, বিদ্রোহীরা আগেই দূরে পালিয়ে গিয়েছিল আমায় নিয়ে। বহুদিন ওরা আটকে রাখল আমায়, দিনরাত যখন তখন নিদারুণ অত্যাচার করত; পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে বেদম মার খেয়েছি তাদের হাতে। মার খেতে খেতে আমার শরীর বিকৃত হল, অকথ্য অত্যাচারে বিকলাঙ্গ হলাম। কিছুদিন বাদে ওরা আমায় নিয়ে গেল নেপালে, সেখান থেকে দার্জিলিং-এ। এখানকার একদল পাহাড়ি আদিবাসী আচমকা আক্রমণ করে বিদ্রোহী সিপাইদের খুন করল, আমাকে ক্রীতদাসের মত চাকর বানিয়ে আটকে রাখল। কিছুদিন রইলাম তাদের কাছে, তারপর পালিয়ে গেলাম উত্তর দিকে, ভিড়ে গেলাম আফগানদের মাঝে। সেখান থেকে পাঞ্জাবে, ঐখানে থাকতে থাকতে জন্তু জানোয়ার নিয়ে খেলা আর কিছু ম্যাজিক শিখলাম। ঐ সব দেখিয়েই পেট চালাতে লাগলাম। স্বজাতির মুখ বহুদিন দেখিনি ঠিকই, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ফিরে পুরোনো বন্ধুদের এই বিকলাঙ্গ চেহারা দেখাতে মন চাইল না, বদলা নেবার সাধ থাকা সত্ত্বেও নয়। লাঠি হাতে শিম্পাঞ্জির মত এখনকার এই চেহারা নিয়ে ন্যানসির কাছে ফিরে যাবার ইচ্ছেটাও মরে গেল। স্থির করলাম হেনরি উড টানটান শিরদাঁড়া নিয়ে লড়াই করে মরেছে, ন্যানসি আর আমার পুরোনো বন্ধুরা এটাই জানুক। ওদিকে আমার বিশ্বাসঘাতক সহযোগী ও প্রেমের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সার্জেন্ট জেমস বার্কলের ধাপে ধাপে পদোন্নতি হচ্ছে, ন্যানসিকে সে বিয়ে করেছে, এসব খবরও আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের জন্য টান বাড়ে তা তো জানেন। ইংল্যাণ্ডের সবুজ ক্ষেত আর ঝোপঝাড় কতদিন স্বপ্নে দেখেছি। একদিন ঠিক করলাম মারা যাবার আগে একবার দেশটা দেখে আসি। তাই ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলাম, এখানে ফৌজি ব্যারাকে জানোয়ারের খেলা দেখিয়ে নিজের পেট চালানোর মত রোজগার করতে অসুবিধে হচ্ছে না।'

'আপনার জীবনে যা ঘটেছে তা সত্যিই শোনার মত। এবার আমার কথা বলি। মিসেস বার্কলের সঙ্গে সেদিন কোথায় কিভাবে আপনার দেখা হয় তা আমার জানা। যতদূর বুঝতে পেরেছি, আপনি পিছু নিয়ে ওঁর বাড়ি পর্যন্ত এসেছিলেন। খোলা জানালার বাইরে লনে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন ওঁদের স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া। এক সময় আপনার ধৈর্যচ্যুতি হয় আর তখনই জানালা দিয়ে আপনি ভেতরে ঢুকে ওদের সামনে এসে দাঁড়ান।'

'ঠিক ধরেছেন, আমাকে দেখেই জেমস বার্কলের মুখের চেহারা পুরোপুরি পাল্টে গেল, চমকে উঠে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে মেঝেতে, মাথাটা ফায়ারপ্লেসের ঝাঁঝরিতে পড়ে বিশ্রিভাবে কেটে গেল, তাই দেখে ন্যানসি চেঁচিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল সোফায়। চাবি নিয়ে দরজা খুলতে গেলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এর ফলে সবাই আমাকেই খুনি বলে ধরে নেবে। তাই তাড়াহুড়োর মধ্যে চাবিটা ঢুকিয়ে দিলাম পকেটে। টেডি পর্দার ওপর উঠেছিল, ওকে ধরতে গিয়ে লাঠিটা পড়ে গেল হাত থেকে। আর দেরি না করে সেই খোলা জানালা দিয়েই পালিয়ে গেলাম।'

'টেডি আবার কে?' জানতে চাইল হোমস।

জবাব না দিয়ে হেনরি উড উবু হয়ে ঘরের কোণে রাখা একটা কাঠের বাক্সের জাল লাগানো দরজা টেনে তুলতেই ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল লালচে বাদামি লোমওয়ালা একটা খুদে জানোয়ার, একপলক দেখেই আমি বললাম, 'এ তো বেঁজি দেখছি, এই টেডি?'

'অনেকে ঐ নামেই ডাকে ওকে,' হেনরি উড জবাব দিল, 'তবে টেডি সাপ ধরতে ওস্তাদ। আমার কাছে একটা কেউটে আছে তার বিষদাঁত ভাঙ্গা। আমি রোজ টেডিকে দিয়ে ঐ সাপ ধরার খেলা দেখাই। বলুন, আর কিছু জানতে চান?'

'আমরা এখন যাচ্ছি, কিন্তু মিসেস বার্কলে সত্যিই বিপদে পড়লে আবার আসব আপনার কাছে,' বলল হোমস।

'তেমন কিছু ঘটলে আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করতে এগিয়ে আসব,' বলল হেনরি উড।

'বিপদে না পড়লেও মৃত কর্ণেল বার্কলের এই কেলেংকারি উসকে দিতে বাধা কোথায়?' জানতে চাইল হোমস, 'তবে এটাও ঠিক যে গত ত্রিশ বছর ধরে কর্ণেল বার্কলে ওঁর পাপের জন্য অনুতাপে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন ভেতরে ভেতরে, তাই আপনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে উনি মারা যান। সেদিক থেকে আপনার বদলা নেওয়া ঠিকই হয়েছে। আরে, মেজর মার্ফি দেখি এদিকেই যাচ্ছেন। বিদায়, উড, গতকালের পরে আর কিছু ঘটেছে কিনা গিয়ে একবার খোঁজ নিই।'

মেজর মার্ফি হেঁটে মোড়ের কাছে আসার আগেই আমরা ওঁর সামনে এসে দাঁড়ালাম।

'এই যে হোমস,' মেজর মার্ফি বললেন, 'খবর কিছু শুনেছেন?'

'কি খবর, বলুন তো?'

'কর্ণেল বার্কলের লাশ পরীক্ষা করে ডাক্তার রিপোর্ট দিয়েছেন সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু ঘটেছে। তার মানে, এটা আদপে খুনের ঘটনাই নয়। বুঝতেই পারছেন, এ এক নিতান্ত সহজ সরল মামলা।'

'যা বলেছেন,' হাসল হোমস, 'যাক, খবরটা দিয়ে ভালই করলেন, আমাদের এখানকার কাজ ফুরোল। ওয়াটসন, চলো, অলডারশটে আর এক মুহূর্তও নয়।'

'একটা ধাঁধা এখনও রয়ে গেল,' স্টেশনের দিকে যেতে যেতে বললাম, 'একজন জেমস, আরেকজন হেনরি, তাহলে মিসেস বার্কলে ডেভিড বলে কাকে উল্লেখ করেছিলেন?'

'উল্লেখ নয়, ওয়াটসন,' বলল হোমস, 'ওটা আসলে গালি। ডেভিড বলে উনি সেদিন ওঁর স্বামীকেই গালি দিয়েছিলেন।'

'গালি? তার মানে?'

'বাইবেলে ইউরিয়া আর বাথশেবার উপাখ্যান মনে করে দ্যাখো,' হোমস হাসল, 'পড়লে দেখবে সার্জেন্ট জেমস বার্কলের মতই অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছিলেন ডেভিড।'

নয়
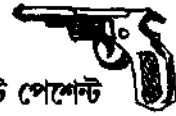
দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য রেসিডেন্ট পেশেন্ট

সাল তারিখ ঠিক ঠিক বলতে পারব না বটে, তবে বেকার স্ট্রিটের খুপরিতে হোমসের সঙ্গে থাকতে যেবার এলাম ঐ বছরেরই শেষের দিকের ঘটনা তা দিব্যি খেয়াল আছে।

অক্টোবর মাস, বাইরে প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া, পুরো দিনটাই দু'জনের কাটছে ঘরে বসে — আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না, বাইরে বেরোলে পাছে শরতের ঝোড়ো হাওয়ায় আরও খারাপ হয় এই ভয়ে বসে আছি বাড়িতে, আর হোমস তার ছোট ল্যাবরেটরীতে কিছু রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে জটিল পরীক্ষায় বুঁদ হয়ে আছে। সন্ধ্যে নাগাদ কানে এল টেস্ট টিউব ভাঙ্গার আওয়াজ; সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল হোমস, ভুরু কুঁচকে বলে উঠল, 'গোটা দিনের খাটুনি একদম বরবাদ হল, ওয়াটসন!' পরমুহূর্তে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'ঝোড়ো হাওয়া থেমে গেছে, তারাও উঠেছে আকাশে। এইবেলা লণ্ডনের পথেঘাটে একটু ঘুরে এলে কেমন হয়, ওয়াটসন?

সারাদিন ঠায় ঘরের ভেতর বসে থাকতে একঘেয়ে লাগছিল তাই এক কথায় তার সঙ্গী হতে রাজি হলাম। টানা প্রায় তিন ঘন্টা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে ফিরে এলাম দশটা নাগাদ, তখনই চোখে পড়ল আমাদের আস্তানার সামনে একখানা ব্রুহাম গাড়ি দাঁড়িয়ে।

'হুঁম্। গাড়ির মালিক অবশ্যই ডাক্তার,' গম্ভীর গলায় আমায় শুনিয়ে বলল হোমস, 'জেনারেল প্র্যাকটিশনার, যদিও বেশি পুরোনো প্র্যাকটিশ নয়। এখানে গাড়ি দাঁড় করানোর অর্থ একটাই — ডাক্তারসাহেব আমার কাছেই এসেছেন। কপালটা ভালই বলতে হবে। জলদি চলো, ওপরে যাই!'

হোমসের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আমার অজানা নয় । তাই একজন অচেনা মানুষ সম্পর্কে এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী দেখে অবাক হলাম না — ব্রুহাম গাড়ির ভেতরে টাঙ্গানো আলোর পাশে ঝোলানো সলতের ঝুড়িতে সাজিয়ে রাখা একরাশ ডাক্তারি সরঞ্জাম চোখে পড়েছে বলেই গাড়ির মালিকের পেশা সম্পর্কে বিনা দ্বিধায় এতগুলো সম্ভাবনা সে আউড়ে গেল তাতে সন্দেহ নেই।

ফায়ারপ্লেসের পাশে চেয়ারে যিনি বসেছিলেন তাঁর রং ফ্যাকাশে, দু'পাশ থেকে চাপ পড়ার ফলে নীচের দিকে সরু হয়ে এসেছে এমনই মুখের গড়ন, ঠোঁটের দু'পাশে কালো রংয়ের বেড়াল গোঁফ। বয়স বড়জোর তেত্রিশ কি চৌত্রিশ। শ্রান্ত উদভ্রান্ত হাবভাব আর গায়ের ফ্যাকাশে রং যৌবনে প্রচুর পরিশ্রমের দরুন অকাল বার্ধক্যের পরিচয় দিচ্ছে। আমাদের ঢুকতে দেখে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আর তখনই চোখে পড়ল ভদ্রলোক যেমন লাজুক তেমনই অনুভূতিপ্রবণ; ম্যান্টেলপিসের ওপর রাখা তাঁর ধপধপে ফর্সা কোমল হাত আর শিল্পিদের মত সরু আঙ্গুল। ডাক্তারের বৈশিষ্ট্য এঁর আকৃতিতে নেই বললেই চলে।

'গুড ইভনিং ডক্টর,' খোজমেজাজে বলল হোমস, 'সবে কয়েক মিনিট আগে এসেছেন মনে হচ্ছে!'

'কি করে জানলেন, আমার গাড়োয়ান বলল বুঝি?'

'আজ্ঞে না, গাড়োয়ান নয়,' হাসল হোমস, 'আপনার পাশে টেবিলে রাখা মোমবাতিটা বলল। আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন, তারপর বলুন আপনার কোন কাজে লাগতে পারি?'

'আমার নাম ডক্টর পার্সি ট্রেভেলিয়াম,' ভদ্রলোক বললেন, 'ঠিকানা ৪০৩, ব্রুক স্ট্রিট।'

'অজ্ঞাত স্নায়বিক আঘাতের ওপর আপনার লেখা একটা বই আছে না?'

তাঁর বইখানা পড়েছি জেনে ভদ্রলোক খুশি হলেন, ফ্যাকাশে গাল উঠল রাঙা হয়ে।

'আমার প্রকাশক তো দেখা হলেই মুখ শুকোয়, বই বিক্রি হচ্ছে না একথা তৈরি করে রাখে আগে ভাগে। ইয়ে আপনিও ডাক্তার?'

'আর্মিতে ছিলাম, অবসর নিয়েছি।'

'মিঃ হোমস, এমন কিছু অদ্ভুত ঘটনা হালে আমার বাড়িতে ঘটেছে যার ফলে আপনার কাছে আসতে বাধ্য হয়েছি।'

'খুলে বলুন,' পাইপ ধরিয়ে বলল হোমস।

'স্নায়বিক ব্যাধি সম্পর্কে আমি বরাবরই আগ্রহী, এ রোগে বিশেষজ্ঞ হবার বাসনাও আছে। নিজের ঢাক না পিটিয়েও বলব লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়ার সময় অধ্যাপকেরা আমার মধ্যে সম্ভাবনা দেখতেন। স্নাতক হবার পরে কিংস কলেজ হাসপাতালে একটা ছোট চাকরি জুটে গেল। ফিটের ব্যামো বা মূর্ছারোগ নিয়ে ঐ সময় গবেষণা শুরু করলাম। স্নায়ু বিজ্ঞানের ওপর গবেষণা করে আর ঐ বইটা লিখে ব্রুস পিংকারটন পুরস্কার আর পদক দুটোই পেলাম। পশার জমানোর বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিল আমার সামনে। কিন্তু পশার জমানোর জন্য যতটুকু পুঁজি দরকার তা আমার ছিল না। ক্যাভণ্ডিশ স্কোয়ারের মত জায়গায় ঘর ভাড়া নিতে গেলে প্রচুর টাকা দরকার, এর ওপর আছে ডাক্তারি সরঞ্জাম কেনার খরচ। ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছি না এমন সময় হঠাৎ এক দারুণ সুযোগ এল হাতের মুঠোয়। কয়েক বছর আগে একদিন সকালবেলা এক অচেনা ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তাঁর নাম ব্লেসিংটন। সরাসরি যা বললেন তার সারমর্ম হল তাঁর জমানো টাকা তিনি কোনও ডাক্তারের পেছনে পুঁজি হিসেবে খাটাতে চান। ধার দেবেন না। ঘরভাড়া, সরঞ্জাম কেনা, কাজের লোকের বেতন এসব খরচ তিনি দেবেন বিনিময়ে রুগী দেখে আমি যা আয় করব তার তিনভাগ ওঁকে দিতে হবে আর বাকি একভাগ নেব আমি। ব্লেসিংটন জানালেন ছাত্র হিসেবে আমার সুনাম তাঁর অজানা নয়, পুঁজির অভাবে পশার শুরু করতে পারছি না তাও জানেন। মিঃ হোমস, অচেনা হলেও এত বড় সুযোগ আমি হাতছাড়া করলাম না, গোড়াতেই লুফে নিলাম। মিঃ ব্লেসিংটনকে জানালাম তাঁর প্রস্তাবে আমি রাজি। তারপর সেখানে প্র্যাকটিশ শুরু করলাম। ব্রুক স্ট্রিটের বাড়ির দোতলায় দুটো ঘর নিজের জন্য নিয়েছিলেন, একটা বসার আরেকটা শোবার ঘর। একতলায় আমার রুগী দেখার ব্যবস্থা করলেন। মিঃ ব্লেসিংটনের হার্টের অবস্থা ভাল নয় তাই আমার সঙ্গেই থাকার ব্যবস্থা করলেন। কখন কি হয় বলা যায় না একথা ভেবেই একজন ডাক্তারকে হাতের নাগালে সবসময় রাখা বুঝতে বাকি রইল না। ভদ্রলোকের জীবন বাঁধাধরা নিয়মে আবদ্ধ নয়। বাইরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা নেই বললেই হয়, বাড়ির বাইরে বেরোনও খুব কম। তবে একটা নিয়ম উনি ঘড়ির মত মানেন — রোজ সন্ধ্যেবেলা নীচে নেমে আমার রুগী দেখার হিসেবপত্র দেখতেন, তারপর ফি বাবদ সারাদিনে যা আয় করেছি তা থেকে প্রতি গিনি পিছু পাঁচ শিলিং তিন পেনি আমায় দিয়ে বাকিটা নিজের পকেটে পুরতেন, ওপরে নিজের শোবার ঘরে সিন্দুক আছে, ভাগের টাকাটা তাতেই রাখতেন।

মিঃ ব্লেসিংটনের প্রস্তাবে রাজি হয়ে দু'জনেই লাভবান হয়েছি। আমার বাড়ছিল প্র্যাকটিস আর সেই দৌলতে পয়সা কামাচ্ছিলেন মিঃ ব্লেসিংটন। এরই মধ্যে ঘটল এক অদ্ভুত কাণ্ড। হপ্তাকয়েক আগে রোজের মতই সন্ধ্যের পরে মিঃ ব্লেসিংটন এলেন আমার কাছে। চোখমুখ দেখে মনে হল ভেতরে ভেতরে কোনও চাপা উত্তেজনায় ভুগছেন। কথায় কথায় বললেন ওয়েস্ট এণ্ড এলাকায় প্রায়ই ডাকাতি হচ্ছে, তাই খামোখা দেরি না করে আমাদের সব দরজা জানালায় বাড়তি মজবুত খিল আর ছিটকিনি লাগাতে হবে। পুরো একটা হপ্তা ঐ রকম অশান্তি মনের ভেতর পুরে তিনি কাটালেন তা আমার নজর এড়াল না। আগে রোজ রাতে ডিনার সেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ হেঁটে আসতেন, সেটা বন্ধ হল। দিনরাত জানালায় চোখ রেখে বসে থাকেন দূরের পানে তাকিয়ে। এরপর মিঃ ব্লেসিংটনের আচরণে এক নতুন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়তে লাগল — যেন সাংঘাতিক কোনও ঘটনা ঘটবে অথবা ভয়ানক কেউ এসে হাজির হবে, এই ভয়ে দিনরাত কাঁপতেন থরথর করে। এত ভয় কিসের জন্য জানতে গেলাম, কিন্তু ফল হল উল্টো। আমার প্রশ্ন শুনে

এমন রেগে গেলেন যে বাধ্য হয়েই আমায় ঐ প্রসঙ্গ ত্যাগ করতে হল। কিছুদিনের মধ্যে ঐ দিনরাত ভয়ে ভয়ে থাকার ঘোরটা ওঁর কাটল। আগের মতই রোজ রাতে ডিনার খেয়ে বাইরে বেড়ানো শুরু করলেন। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা যার ফলে মিঃ ব্লেসিংটন শয্যা নিলেন। সেই অবস্থাতেই আছে এখনও। ঘটনাটা এরকম। দু'দিন আগে একটা চিঠি এল আমার নামে তাতে প্রেরকের ঠিকানা আর তারিখ কিছুই নেই। চিঠিটা সঙ্গে আছে, পড়ে শোনাচ্ছি।'

'বর্তমানে ইংল্যাণ্ড প্রবাসী এক অভিজাত রুশ ভদ্রলোক বহু বছর ধরে মূর্ছারোগের প্রকোপে ভুগছেন। ডঃ পার্সি ট্রেভেলিয়ানকে দিয়ে তিনি নিজের চিকিৎসা করাতে চান। আগামিকাল সন্ধ্যা ছ'টায় ভদ্রলোক নিজে ডাক্তারের কাছে আসবেন।'

'পরদিন অর্থাৎ গতকাল নির্দিষ্ট সময় দু'জন অচেনা লোক এল আমার চেম্বারে। একজন মাঝবয়সী, রোগা পটকা, চেহারা অতি সাধারণ, গম্ভীর মুখ — তাকে দেখলে আর যাই হোক অভিজাত রুশ বলে মনে হবে না। তার সঙ্গী বয়সে যুবক, যেমন রূপবান তেমনই নিষ্ঠুর তার চোখমুখ, চওড়া কাঁধ, বুক আর হাত দেখে বোঝা যায় দেহে তার প্রচণ্ড বল। বয়স্ক লোকটিকে ধরে ধরে চেয়ারে বসিয়ে বলল ভদ্রলোক তার বাবা। মূর্ছারোগ দেখা দিলে বাবার কষ্ট দেখে সহ্য করতে পারে না তাই বাবাকে আমার সামনে বসিয়ে সে পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল।

ছেলে পাশের ঘরে যেতে আমি তার বাবাকে নিয়ে পড়লাম, রোগ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে লাগলাম। এমন অদ্ভুত সব জবাব দিলেন যার কোনও মানে হয় না। রোগের প্রকোপ আর আমাদের ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতাই এর কারণ বলে আমার মনে হল। তবু আমি ওর সব জবাব চিকিৎসার প্রয়োজনে লিখতে লাগলাম। হঠাৎ সে কথা বলতে বলতে থেমে গেল। মুখ তুলে দেখি সোজা হয়ে বসেছে সে, দু'চোখে বাঁকা চাউনি, কঠোর দেখাচ্ছে তাঁর মুখ। মূর্ছা রোগের গোড়ার লক্ষণ বুঝতে বাকি রইল না। এই অবস্থায় অ্যামাইল নাইট্রেট শোঁকালে কাজ হয় জানি, তাই তাকে একা রেখে চলে গেলাম একতলায় ল্যাবরেটরিতে। ওষুধটা নিয়ে আসতে বড়জোর মিনিট পাঁচেক দেরি হয়েছিল, ফিরে এসে দেখি চেয়ার খালি, চেম্বারে কেউ নেই। পাশের ঘরে ঢুকে তার ছেলেকেও দেখতে পেলাম না। আমার তখনকার মানসিক অবস্থা কিরকম আশা করি বুঝিয়ে বলার দরকার হবে না। চাকর ছোঁড়াটা নতুন আর মোটেও চটপটে নয়। সে একতলায় বসে থাকে। আমি ঘণ্টা বাজালে সে ওপরে উঠে এসে রুগীকে বাইরে যাবার পথটা দেখিয়ে দেয়, এই তার কাজ। অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে সে দেখেনি বা শোনেনি, এইটুকু তার জবাবে জানা গেল। গোটা ব্যাপারটা তাই রহস্য হয়ে রইল আমার কাছে। খানিক বাদে মিঃ ব্লেসিংটন বেড়িয়ে ফিরে এলেন। হালে ওঁর সঙ্গে কথা বলা কমিয়ে দিয়েছি তাই এ নিয়ে কিছু বললাম না।

আশ্চর্যের ব্যাপার মিঃ হোমস, গতকাল বিকেলের সেই রুশ দু'জন আজ বিকেলে আবার গতকালের মত একই সময় এসে হাজির হল আমার চেম্বারে। যার অসুখ সেই মাঝবয়সী লোকটি বলল, 'গতকাল আপনাকে না বলে ওভাবে চলে যাবার জন্য মাফ চাইছি।'

'ব্যাপারটা সত্যিই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল,' আমি বললাম।

'সত্যি বলতে কি,' লোকটি বলল, 'রোগের প্রথম ঘোর এই চেম্বারে বসে থাকতে থাকতেই কেটে গেল, তারপরেই মনে হল এক অজানা অচেনা জায়গায় বসে আছি, কেন এখানে এসেছি কিছুই মনে করতে পারছি না। এর আগেও অনেকবার এমন হয়েছে। রোগের ঘোর কেটে গেলে আগের কথা কিছু মনে করতে পারি না।'

'কালও ঠিক এমনটাই হয়েছিল,' লোকটির ছেলে এগিয়ে এসে বলল, 'বাবা চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে ভাবলাম আপনি ওঁকে পরীক্ষা করেছেন, তাই কিছু না বলে ওঁকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলাম। বাড়ি ফিরে জানতে পারলাম কি ঘটেছে।'

'খুব হালকাভাবেই ব্যাপারটা নিলাম, মিঃ হোমস। ছেলে কালকের মতই পাশের ঘরে গেলে তার বাবাকে পরীক্ষা করতে বসলাম। পরীক্ষা শেষ হলে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলাম। আমার চোখের সামনে বাপকে ছেলে ধরে ধরে নিয়ে গেল। এর খানিক বাদে মিঃ ব্লেসিংটন বেড়িয়ে ফিরে এলেন। ওপরে নিজের কামরায় গেলেন আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাগলের মত ছুটে এসে ঢুকলেন আমার চেম্বারে, প্রচণ্ড আতঙ্কের ছাপ তাঁর দু'চোখে, দেখলে মনে হয় পাগল হয়ে গেছেন।

'আমার ঘরে কে ঢুকেছিল?' চেম্বারে ঢুকেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

'কেউ ঢোকেনি,' আমি জানালাম।

'মিছে কথা!' রাগে আর উত্তেজনায় পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'ওপরে এসে নিজে চোখে দেখে যান সত্যি বলছি কিনা।'

মানসিক অবস্থা সুস্থ নয় জেনেই তাঁর ওসব কথা গায়ে মাখলাম না। বাধ্য হয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। ঘরের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে মেঝেতে পাতা কার্পেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঐ ছাপগুলো দেখুন! ওগুলো আমার জুতোর বলতে চান?' তাকিয়ে দেখি সত্যিই কতগুলো বড় মাপের জুতোপরা পায়ের ছাপ পড়েছে কার্পেটে। ঐ ছাপ মিঃ ব্লেসিংটনের জুতোর নয় এ বিষয়ে নিশ্চিত হলাম। ছাপগুলো আকারে বেশ বড় আর তাজা। গতকাল বিকেলে বৃষ্টি পড়েছিল আশা করি জানেন, সেই অদ্ভুত রুগি বাপ ছেলে ছাড়া আর কোনও রুগী গতকাল আমার চেম্বারে আসেনি। এটুকু আন্দাজ করলাম আমি যখন বাপকে পরীক্ষা করতে ব্যস্ত সেই ফাঁকে পাশের ঘর থেকে তার ছেলে ওপরে উঠে ও ঘরে ঢুকেছিল যার কারণ এখনও জানি না। ঘরের ভেতরের কোনও জিনিস সে অবশ্য ছোঁয়নি।

আমার কাছে এটা আদৌ কোন সাংঘাতিক ঘটনা নয়; কিন্তু হলে কি হবে, মিঃ ব্লেসিংটন ভয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছেন। উনি বললেন বলেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। এখন মিঃ হোমস, আপনি যদি দয়া করে একবার তাঁর কাছে যান, এত ভয় পাবার কারণ নেই এ কথাটা বুঝিয়ে বলেন তাহলে ভাল হয়।'

ঘটনার বিবরণ যে তার কৌতূহল জাগিয়েছে তা হোমসের পাইপ টানার ধরন দেখেই টের পেয়েছি। ডঃ ট্রেভেলিয়ান থামতেই উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। ব্রুক স্ট্রিটে ডঃ ট্রেভেলিয়ানের চেম্বারে এসে গেলাম পনেরো মিনিটের ভেতর। সিঁড়ি বেয়ে ও . . : উঠতে যাব ঠিক তখনই ওপরতলার আলো নিভে গেল. কাঁপা গলায় হুঁশিয়ারি কানে এল, 'হুঁশিয়ার! আমার হাতে পিস্তল আছে, কাছে এলেই গুলি ছুঁড়ব!'

'মিঃ ব্লেসিংটন!' পাশ থেকে ডঃ ট্রেভেলিয়ান বলে উঠলেন, 'একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি? এবার কিন্তু সত্যিই আমি রেগে যাব!'

'ওঃ ডঃ ট্রেভেলিয়ান, আপনি এসেছেন? সঙ্গে কাদের নিয়ে এসেছেন?' কথা শেষ হতে হাতের ছোঁয়া পেলাম, বুঝলাম আঁধারে কেউ হোমস আর আমার গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু একটা যাচাই করছে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পরখ করে নিয়েছি,' ভেসে এল সেই কাঁপা গলা, 'আপনারা ওপরে আসতে পারেন। আমার হুঁশিয়ারি আপনাদের বিরক্ত করে থাকলে দুঃখিত।' পরমুহূর্তে গ্যাসের বাতি আবার জ্বলে উঠল। পিস্তল পকেটে ঢোকাতে ডঃ ট্রেভেলিয়ান তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'গুড ইভনিং, মিঃ হোমস,' বললেন মিঃ ব্লেসিংটন, 'আপনি আসায় বাধিত হলাম। আমার ঘরে অবাঞ্ছিত লোকেদের ঢুকে পড়ার খবর আশা করি ডঃ ট্রেভেলিয়ানের মুখ থেকে শুনেছেন।'

'শুনেছি, মিঃ ব্লেসিংটন,' হোমস বলল, 'কিন্তু এরা কারা? কেনই বা তারা আপনার ক্ষতি করতে চাইছে?'

গ্যাসের আলোর খুব কাছ থেকে দেখলাম মিঃ ব্লেসিংটনকে; এক সময় বেশ মোটাসোটা ছিল

তাঁকে দেখতে, এখন মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে আলগা হয়ে ব্লাড হাউণ্ডের মত। গায়ের রং ফ্যাকাশে, এক পলক তাকালেই বোঝা যায় স্বাস্থ্য ভাল নয়। চাপা আতংকে মুখের চামড়া কাঁপছে থরথর করে, মাথার কালো চুলের কুচি উঠছে খাড়া হয়ে।

'আপনার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, মিঃ হোমস,' বললেন মিঃ ব্লেসিংটন।

'সত্যিই জানা নেই?' পাল্টা প্রশ্ন করল হোমস। খাটের শেষপ্রান্তে রাখা কালো রংয়ের বড় সিন্দুক ইশারায় দেখিয়ে মিঃ ব্লেসিংটন বললেন, 'মিঃ হোমস, জীবনে খুব ধনী কখনোই ছিলাম না, সারাজীবন ধরে যা জমিয়েছি সব রাখা আছে ওতে। ব্যাংকের ওপর ভরসা নেই, তাই দিনরাত নিজের কাছে আগলে রাখি। জীবনে একবারই আমি টাকা খাটিয়েছি — এখানে ডঃ ট্রেভেলিয়ানের প্র্যাকটিসের সুবন্দোবস্ত করে, মিঃ হোমস! তাই বলছি, এই অবস্থায় বাইরের অজানা অচেনা লোক ঘরে ঢুকলে মানসিক অবস্থা কিভাবে স্বাভাবিক থাকে, বলতে পারেন? বলুন, এখন আমি কি করব?'

'মিঃ ব্লেসিংটন, আপনারা আমায় ঠকাচ্ছেন,' হোমস বলল, 'তাই আপনাকে সাহায্য করার মত উপদেশ বাতলানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কিন্তু আমি তো সবই খুলে বলেছি আপনাকে, মিঃ হোমস।'

'গুড নাইট, ডঃ ট্রেভেলিয়ান,' মিঃ ব্লেসিংটনের পানে বিরক্তির চাউনি ছুঁড়ে দিয়ে পিছু ফিরল হোমস।

'কিছুই বলবেন না আমায়?' পেছন থেকে আর্তনাদ করে উঠলেন মিঃ ব্লেসিংটন।

'সত্যি কথা বলুন, এছাড়া আপনাকে আমার আর কিছুই বলার নেই,' বলে হোমস আমায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। হেঁটেই বাড়ি ফিরছি দু'জনে। অক্সফোর্ড স্ট্রিট পেরিয়ে হার্লি স্ট্রিটের মাঝামাঝি আসতে হোমস বলল, 'তোমায় মিছিমিছি টেনে আনার জন্য দুঃখিত, ওয়াটসন, তবু জেনো এটা সত্যিই একটা মাথা ঘামানোর মত কেস।'

'আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না।' মুখ ফুটে বললাম।

'কম করে দু'জন অথবা তার বেশি লোক এই রহস্যের সঙ্গে জড়িত যারা কোনও কারণে ভীষণ চটে আছে মিঃ ব্লেসিংটনের ওপর। এরাই বাপ আর ছেলে সেজে এসেছিল। বাপটা রুগী সেজে ডাক্তারকে চেম্বারে আটকে রাখল সেই ফাঁকে আরেকজন ওপরে উঠে ঢুকল ব্লেসিংটনের ঘরে। পরপর দু'দিন একই ঘটনা ঘটল, আর দু'দিনই তারা সেই সময় বেছে নিল যখন ব্লেসিংটন ডিনার খেয়ে বেড়াতে যায়। চুরি করতে তারা আসেনি এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, নইলে তারা ঘরের জিনিসপত্র ঠিক নাড়াচাড়া করত। ওয়াটসন, বিশ্বাস করো, ব্লেসিংটন জানে যে কোন সময় সে খুন হতে পারে। ভয়টা সেই কারণেই। কারা ঘরে ঢুকেছিল ও ঠিকই জানে, কিন্তু আমার কাছে লুকোচ্ছে।'

'হোমস,' আমি বললাম, 'ডাক্তার নিজেই ওর ঘরে ঢোকেননি তো?'

'না, ওয়াটসন, মনে রেখো কার্পেটের জুতোর ছাপ ডাক্তারের জুতোর ছাপের চেয়ে বড়। তাছাড়া ডঃ ট্রেভেলিয়ানের জুতোর মুখ ছুঁচোলো, আর যে লুকিয়ে ঘরে ঢুকেছিল তার জুতোর মুখ চৌকো। আজকের মত এ প্রসঙ্গ তোলা থাক। আশা করছি আগামিকাল সকাল নাগাদ ব্রুক স্ট্রিট থেকে নতুন খবর আসবে।'

হোমসের ভবিষ্যদ্বাণী যে এমন নাটকীয়ভাবে ফলে যাবে স্বপ্নেও ভাবিনি। পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় চোখ মেলতে দেখি হোমস গায়ে ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে।

'ওয়াটসন, আমাদের নিয়ে যাবার জন্য কালকের ব্রুহাম গাড়ি নীচে অপেক্ষা করছে,' হোমস বলল।

'কি ব্যাপার বলো তো?'

'ব্যাপার সেই ব্রুক স্ট্রিট।'

'নতুন কোনও খবর আছে?'

'ডাক্তার এটা পাঠিয়েছেন, পড়ে দ্যাখো,' বলে এক চিলতে কাগজ সে দিল আমার হাতে। নোটবই থেকে ছিঁড়ে নেওয়া পাতায় দ্রুত হাতে লেখা ঃ 'ঈশ্বরের দোহাই, এই মুহূর্তে চলে আসুন — পি.টি।' পেনসিলে লিখেছেন ডঃ ট্রেভেলিয়ান।

'ওঠো ভাই, জরুরি তলব,' হোমস বলল।

আমরা গাড়ি থেকে নামতেই ছুটে এলেন ডঃ ট্রেভেলিয়ান। আজ তাঁরও চোখেমুখে ছাপ ফেলেছে নিদারুণ আতংক।

'সাংঘাতিক কাণ্ড, মিঃ হোমস, মিঃ ব্লেসিংটন আত্মহত্যা করেছেন।' বললেন তিনি। শুনে যেভাবে শিস দিয়ে উঠল হোমস তাতে মনে হল এই জাতীয় কিছু ঘটবে সে আগেই জানত।

'কখন জানতে পারলেন?'

'রোজ সকালে কাজের মেয়ে চা দিয়ে যায় ওঁর ঘরে। আজও গিয়েছিল, তখন সবে সাতটা। ঘরে ঢুকেই দেখে মিঃ ব্লেসিংটন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন ঘরের ঠিক মাঝখানে। সিলিং-এ আংটার সঙ্গে দড়ি বেঁধে যে বাক্সটা বিছানার পাশে রাখতেন তার উপর উঠে দাঁড়িয়ে ঝুলে পড়েছেন। পুলিশের লোকেরা ওঁর ঘরেই আছে। আমি এখন কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না।'

তাঁর অনুমতি নিয়ে হোমস আমায় নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল, শোবার ঘরে পা দিতে আঁতকে উঠলাম। মিঃ ব্লেসিংটনের চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর মোটাসোটা চেহারার উল্লেখ আগে করেছি। গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলার দরুন আরও মোটা দেখাচ্ছে তাঁকে; ছাল ছাড়ানোর পরে মুর্গির গলার মত লম্বা দেখাচ্ছে তাঁর গলা, ঝুলন্ত লাশটা মানুষের বলে মনে হচ্ছে না। ফুলে উঠেছে পায়ের গোড়ালির শিরা। লম্বা রাতপোশাক ছাড়া লাশের পরনে আর কিছু নেই। এক চটপটে দেখতে পুলিশ অফিসার খাতায় কি সব লিখছেন, 'এই তো, মিঃ হোমস এসে পড়েছেন,' খুশিভরা গলায় বলে উঠলেন তিনি, 'আপনাকে দেখে খুব ভাল লাগছে।'

'গুড মর্ণিং, ল্যানার,' বলল হোমস. 'তোমার কাজে নাক গলাচ্ছি ভেবো না যেন। এই পরিণতির আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আশা করি শুনেছো?'

'হ্যাঁ, কিছু কিছু শুনেছি।'

'কি মনে হচ্ছে?'

'আমার ধারণা ভদ্রলোক কোনও কারণে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে আত্মহত্যা করেছেন, মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর ল্যানার বললেন, 'রাতে উনি যে ঘুমিয়েছিলেন তা বিছানার অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সাধারণত ভোর পাঁচটা নাগাদ বেশিরভাগ মানুষকে আত্মহত্যা করতে দেখা যায়। মিঃ ব্লেসিংটন নিজেও ঐ সময়টাকে বেছে নিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এ এক সুপরিকল্পিত আত্মহত্যার ঘটনা সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'লাশের পেশি যেমন শক্ত হয়ে উঠেছে তাতে আমার মতে ওঁর মৃত্যু ঘটেছে প্রায় তিন ঘণ্টা আগে,' আমি বললাম।

'ব্লেসিংটনের ঘরে অদ্ভুত কিছু চোখে পড়েছে?' হোমস শুধোল।

'হাত ধোবার স্ট্যাণ্ডে একটা স্ক্রু ড্রাইভার আর কিছু স্ক্রু খুঁজে পেয়েছি, মিঃ হোমস,' ল্যানার জানালেন, 'এছাড়া ফায়ারপ্লেস হাতড়ে পেয়েছি চারটে পোড়া চুরুটের টুকরো। মনে হচ্ছে অনেক রাত পর্যন্ত কেউ ঘরে বসে একের পর এক চুরুট ধরিয়েছে, এই দেখুন।'

'ওঁর সিগার হোল্ডার পেয়েছেন?'

'না, তেমন কিছু চোখে পড়েনি।'

'তাহলে চুরুটের বাক্স পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, এই যে, এটা ছিল লাশের কোটের পকেটে।'

বাক্সের ভেতর একটিমাত্র চুরুট পড়েছিল, নাকের কাছে নিয়ে এসে হোমস তার গন্ধ শুঁকল।

'এটা হাভানা চুরুট,' বলল হোমস, 'আর পোড়া চুরুটের চারটে টুকরো, এগুলো ডাচরা আমদানি করেছে তাদের পূর্ব ভারতীয় উপনিবেশ থেকে। সাধারণত আর সব চুরুটের চেয়ে এগুলো বেশি পাতলা হয়, আর মোড়া থাকে খড়ে।' পকেট থেকে ছোট আতসি কাঁচ বের করে ল্যাম্পের আলোয় পোড়া চুরুটের টুকরোগুলো পরীক্ষা করতে করতে বলল, 'দু'টো কাটা হয়েছে ভোঁতা ছুরি দিয়ে, আর দুটো দাঁতে কাটা হয়েছে। আত্মহত্যা নয়, মিঃ ল্যানার, এটা ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিত খুন।'

'অসম্ভব!' চেঁচিয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর ল্যানার, 'এ হতেই পারে না, মিঃ হোমস।'

'কেন পারে না?'

'এমন বিশ্রিভাবে কেউ ব্রেসিংটনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে খুন করবে কেন বলতে পারেন?'

'সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।'

'যদি এটা খুনের ঘটনাই হয় তাহলে ব্রেসিংটনের খুনিরা কোন পথে ঢুকেছিল এ বাড়িতে, মিঃ হোমস?'

'ঢুকেছিল সামনের দরজা দিয়ে।'

'কিন্তু দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, তাহলে।'

'খুনিরা কাজ সেরে চলে যাবার পরে দরজা বন্ধ করা হয়েছিল।'

'এত নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে?'

'তাদের রেখে যাওয়া চিহ্ন আমার চোখে ধরা পড়েছে যে,' বলল হোমস, 'একটু অপেক্ষা করুন, হয়ত এ সম্পর্কে আরও খবর দিতে পারব আপনাকে,' বলে দরজার কাছে এসে চাবির গর্ত, গা, তালা আর চাবি তিনটেই খুঁটিয়ে দেখল হোমস। খাট, বিছানা, মেঝের কার্পেট, চেয়ার, ম্যান্টল পিস, লাশ আর তার গলায় ফাঁস দেওয়া দড়ি খুঁটিয়ে দেখল। এরপর দড়ি কেটে ব্রেসিংটনের লাশ চাদর পেতে রাখা হল।

'এই দড়িটা এল কোথা থেকে?' জানতে চাইল হোমস।

'বেঁচে থাকতে যেসব ভয়ে ব্রেসিংটন শিউরে থাকতেন, তার মধ্যে একটি আগুনে পোড়া। হঠাৎ সিঁড়িতে আগুন ধরলে খোলা জানালা দিয়ে যাতে গলে পালাতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই এক বাণ্ডিল দড়ি গুঁজে রাখতেন বালিশের নীচে,' বললে বলতে ডঃ ট্রেভেলিয়ান মিঃ ব্রেসিংটনের বিছানার নীচ থেকে এক বাণ্ডিল দড়ি বের করে বললেন, 'এখান থেকে খানিকটা কেটে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে মিঃ ব্রেসিংটনকে।'

'এর ফলে ওদের ঝামেলাও গেল কমে,' বলে হোমস ম্যান্টলপিসে রাখা মিঃ ব্রেসিংটনের ফ্রেমে আঁটা ফোটো খানা নিয়ে বলল, 'এটা আমার কাজে লাগবে বলে নিয়ে যাচ্ছি; আজ বিকেলের মধ্যে আশা করছি আমার সবগুলো সিদ্ধান্তের সমর্থনে কিছু যুক্তি খাড়া করতে পারব। আসল ঘটনা জলের মতই সহজ ও সরল, শুধু একটু মাথা খাটাতে হবে।'

'কিন্তু আমাদের তো কিছুই বললেন না,' চেঁচিয়ে উঠলেন ডঃ পার্সি ট্রেভেলিয়ান।

'শুনুন তাহলে,' হোমস বলতে শুরু করল, 'ব্রেসিংটনকে খুন করার মতলব নিয়ে তিনজন ঘরে ঢুকেছিল — একজন রুগী সেজে আসা মাঝবয়সী, দ্বিতীয়জন যে তার ছেলে সেজে সঙ্গে এসেছিল, তৃতীয় লোকটির পরিচয়ের কোন সূত্র এখনও পাইনি। বাড়ির ভেতরে তাদের দলের একজন লোক আগে থেকেই ছিল। ইন্সপেক্টর, ছোকরা চাকরটাকে এক্ষুণি ধরুন, ও হালে ডঃ ট্রেভেলিয়ানের চেম্বারে চাকরিতে ঢুকেছে।'

'হতচ্ছাড়াকে ধারে কাছে দেখছি না,' ডঃ ট্রেভেলিয়ান বললেন, 'রাঁধুনি আর কাজের মেয়েটি ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, মনে হচ্ছে ছোকরা পালিয়েছে।'

'ছোকরা শুধু ভেতর থেকে দলের লোকেদের দরজা খুলে দেয়,' বলল হোমস, 'এছাড়া ওর আর কোনও ভূমিকা নেই। খোলা দরজা দিয়ে পা টিপে টিপে তিনজন ভেতরে ঢুকল, আধবুড়ো সবার আগে, তার পেছনে তার ছেলে সেজে যে এসেছে, তার পেছনে আরও একজন —'

'এত নিশ্চিত হচ্ছ কি করে, হোমস?' থাকতে না পেরে বলে উঠলাম।

'পায়ের ছাপগুলো দেখে,' জবাব দিল হোমস, 'তিনজনের জুতো পরা পায়ের ছাপ পরপর পড়েছে। তারপর ওরা বন্ধ ঘরের সামনে এসে পেঁচিয়ে তালা খুলল — তাল্লার গায়ের আঁচড়গুলো খালি চোখেই দেখতে পাবে। ব্লেসিংটন হয়ত তখন সবে ঘুমিয়েছে, ঐ অবস্থায় তারা আগেভাগে তার মুখ বেঁধে ফেলল। তাই সে চ্যাঁচামেচি করে থাকলেও তা কারও কানে যায়নি। এরপরে ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল। যখন চুরুট খেয়েছে তখন বোঝাই যায় আলোচনা শেষ হতে বেশ কিছুটা সময় গেছে। আলোচনা করে তিনজনে ব্লেসিংটনকে ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যবস্থা করল। ফাঁসি দেবার সিদ্ধান্ত অবশ্য আগেই নিয়েছিল ওরা তাই কাজে লাগতে পারে ভেবে স্ক্রু ড্রাইভার আর কিছু স্ক্রু সঙ্গে এনেছিল; কিন্তু সিলিং-এ টাঙ্গানো ল্যাম্পের হুক চোখে পড়তে ওগুলো কাজে লাগল না। ব্লেসিংটনের বিছানার নীচে দড়ি আছে এ খবরও পেয়েছে ওরা ছোকরা চাকরের মুখ থেকে, সেই দড়ি কেটে ফাঁস লাগিয়ে ব্লেসিংটনের গলায় বেঁধে তিনজনে ঝুলিয়ে দিল হুকে। ব্লেসিংটনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তিনজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, ছোকরা চাকর তখন ভেতর থেকে দরজা আবার বন্ধ করে দিল।'

হোমসের মুখে খুনের বর্ণনা শুনে আমরা অবাক। কারও মুখে টু শব্দটি নেই। কোন কথা না বলে ইন্সপেক্টর ল্যানার তখনই ছোকরা চাকরকে খুঁজতে বেরিয়ে গেলেন। আমাদের ব্রেকফাস্টের বেলা বয়ে যাচ্ছে, ডঃ ট্রেভেলিয়ানের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা ফিরে এলাম বেকার স্ট্রিটে।

'এখন বেরোচ্ছি,' ব্রেকফাস্ট সেরে হোমস বলল, 'ফিরব তিনটে নাগাদ, ল্যানার আর ডঃ ট্রেভেলিয়ানও তখন আসবেন। আশা করছি ততক্ষণে রহস্যের পুরোপুরি সমাধান সম্ভব হবে।'

'ইন্সপেক্টর ল্যানার আর ডঃ ট্রেভেলিয়ান বিকেল তিনটেতেই এলেন, কিন্তু হোমসের তখনও দেখা নেই, সে এল পৌনে চারটেয়। হাবভাব দেখে আঁচ করলাম সব দুর্ভাবনার অবসান ঘটেছে।

'খবর কি, ইন্সপেক্টর?' ল্যানারকে প্রশ্ন করল হোমস।

'খবর ভাল, ছোকরা চাকরকে ধরেছি।'

'চমৎকার! আমিও বসে নেই, বাকি লোকগুলোর হদিশ পেয়েছি! পুলিশের খাতায় ওরা পুরোনো পাপী, ওদের আসল নাম বিডল, হেওয়ার্ড আর মোফ্যাট।'

'দুঁদে ব্যাংক ডাকাত,' বলে উঠলেন ইন্সপেক্টর ল্যানার, 'ওয়ার্দিংডন ব্যাংকে এরাই ডাকাতি করেছিল!'

'ঠিক ধরেছেন,' বলল হোমস, 'আর ব্লেসিংটনও ছিল ওদের দলে, যার আসল নাম সাটন। দলের পঞ্চম সদস্যের নাম কার্টরাইট। ১৮৭৫-এ এই পাঁচজনে মিলে ঐ ব্যাংকে হানা দেয়; ওখানকার কেয়ারটেকারের নাম ছিল টোবিন, তাকে খুন করে ভল্ট থেকে সাত হাজার পাউণ্ড ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। পাঁচজনেই পরে ধরা পড়ে যায় পুলিশের হাতে, কিন্তু এদের বিরুদ্ধে নিশ্চিত সাক্ষ্যপ্রমাণ পুলিশের হাতে না থাকায় মামলা সাজাতে সরকার পক্ষকে বেগ পেতে হয়। তখন ওদের মধ্যে সাটন রাজসাক্ষি হয়ে সব ফাঁস করে দেয়। বিচারে কার্টরাইটের ফাঁসি হয়, বাকি তিনজন পনেরো বছরের মেয়াদে জেলে যায়। রাজসাক্ষি হওয়ায় কম সাজা খেটে ছাড়া পায় সাটন, ব্লেসিংটন নাম নিয়ে সে এবার নতুন জীবন শুরু করল। জানাজানি হবার ভয়ে ব্যাংক লুঠের টাকা সবসময় নিজের কাছে সিন্দুকে রাখত। ব্রুক স্ট্রিটের অভিজাত পাড়ায় বাড়ি ভাড়া

নিল, তারপর একতলায় ডঃ ট্রেভেলিয়ান চেম্বার করে দিল টাকা খরচ করে, বিনিময়ে তাঁর সঙ্গে অংশীদারীর চুক্তি করল। এদিকে তার দলের তিন পুরোনো স্যাঙাত মেয়াদ শেষ হবার আগেই ছাড়া পেল। বদলা নেবার জন্য তারা পাগলের মত সাটনকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। সাটনের হদিশ পেতে তাদের দেরি হল না। পরপর দু'বার তারা তাকে খুন করতে এল, দু'বারই ব্যর্থ হল; কিন্তু তিনবারের বার, দেখতেই পাচ্ছেন, ওরা ঠিক সফল হল। বলুন, ডঃ ট্রেভেলিয়ান, ইন্সপেক্টর ল্যানার, আর কিছু ব্যাখ্যা করার দরকার আছে?'

'তাহলে ঐ তিনজনের হাতে খুন হবার ভয়েই ব্লেসিংটন দিনরাত ওরকম আতংকে কাটাত?' জানতে চাইলেন ডঃ ট্রেভেলিয়ান।

'ঠিক তাই,' সায় দিল হোমস, 'খবরের কাগজে ওদের জেল থেকে ছাড়া পাবার খবর চোখে পড়ার পর থেকেই নিদারুণ আতঙ্কে তার চোখ থেকে রাতের ঘুম বিদায় নেয়। কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা আপনাকে বলেনি, বলা সম্ভবও নয়, তাই ডাকাতির গল্প শুনিয়েছিল। পুরোনো তিন স্যাঙ্গাৎ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, একবার ছাড়া পেলে তাকে ঠিক খুন করবে তা জানত সাটন ওরফে ব্লেসিংটন।'

রহস্যের সমাধান হলেও ব্লেসিংটনের তিন খুনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি, তারা যেন রাতারাতি উধাও হয়েছিল। কয়েক বছর আগে 'নোরা ক্রিনা' নামে একটি যাত্রীবাহী জাহাজ পর্তুগিজ উপকূলে ওবার্টোর উত্তরে যাত্রি সমেত ডুবে যায়। একজনকেও উদ্ধার করা যায় নি। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ জাহাজের যাত্রিদের মধ্যে ছিল সাটন ওরফে ব্লেসিংটনের তিন খুনি।

দশ

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য গ্রিক ইন্টারপ্রিটার

একমাত্র বড় ভাই মাইক্রফট ছাড়া আর কোন আত্মীয়স্বজনের উল্লেখ হোমসের মুখে কখনও শুনিনি। হোমসের এই দাদার অংকে দারুণ মাথা, সরকারি দপ্তরে অডিটরের চাকরি করেন। মাইক্রফট হোমস থাকেন লণ্ডনের পলমল এলাকায়, সকাল বিকেল বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত পায়চারি করেন। অফিসে সারাদিন কাজ করার পর রোজ বিকেলে বাড়ির কাছে ডায়োজিনিস ক্লাবে তিনি অবসর সময় কাটাতে যান। ডায়োজিনিস ক্লাবের সদস্যরা কেউ মিশুকে নয়, ক্লাবে এসে সাধারণ গল্পগুজব না করে ম্যাগাজিন পড়ে সময় কাটাতে তারা ভালবাসে। নিজেদের মধ্যে ডুবে থাকাই এখানকার প্রধান অলিখিত নিয়ম। টুঁ শব্দটি না করার আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে হোমস আমায় নিয়ে এল সেই ডায়োজিনিস ক্লাবে। আমাকে বসিয়ে রেখে ভেতরে গেল, খানিক বাদে ফিরে এল বড় ভাই মাইক্রফটকে সঙ্গে নিয়ে। ছোট ভাই শার্লকের মত পাতলা ছিপছিপে নন বরং বেশ মোটাসোটা। কিন্তু দু'চোখে ছোট ভাইয়ের মতই ধ্যানস্থ চাউনি যেন গভীর ভাবনায় বুঁদ হয়ে আছেন। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে মাইক্রফট করমর্দন করে বললেন, 'আমার ভাইয়ের কীর্তিকাহিনী লিখে আপনি তো ওকে দারুণ বিখ্যাত করে তুলেছেন, মশাই। ইয়ে — শার্লক সেই ম্যানর হাউসের কেসের কি হল, এখনও আঁধারে হাতড়ে যাচ্ছিস?'

'না তো,' মুচকি হাসল হোমস, 'তদন্ত শেষ, রহস্যের সমাধানও হয়েছে।'

'অ্যাডামসই তাহলে আসল অপরাধী?'

'ঠিক ধরেছো,' বলে জানালার ধারে দু'ভাই বসল পাশাপাশি, আমার মুখোমুখি।

'এখানে বসে রাস্তার দিকে তাকালে কতরকম মানুষই না চোখে পড়ে,' বলল মাইক্রফট, 'দূর থেকে শুধু দেখেই তাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। যেমন ঐ লোক দুটো, একবার ওদের পানে চেয়ে দ্যাখ্!'

'একজন বিলিয়ার্ড খেলার হিসেব রাখে এখান থেকেই বলা যায়,' বলল হোমস।

'আরেকজন?' জানতে চাইলেন মাইক্রফট।

যাকে লক্ষ্য করে বলা তার ওয়েস্ট কোটের পকেটের ওপর চকখড়ির দাগ ততক্ষণে আমারও চোখে পড়েছে, তার সঙ্গীর বেঁটে খাটো চেহারা, গায়ের রং তামাটে কালচে। মাথার টুপি পেছনদিকে হেলে গেছে, হাতে একগাদা প্যাকেট।

'লোকটা সৈনিক ছিল,' বলল শার্লক হোমস।

'হালে অবসর নিয়েছে,' বললেন মাইক্রফট।

'ভারতে ছিল।'

'নন কমিশণ্ড অফিসার।'

'রয়্যাল আর্টিলারি রেজিমেন্টের গোলন্দাজ না হয়েই যায় না।' বলল শার্লক।

'বিপত্নীক।'

'তবে একটা বাচ্চা আছে।'

'একটা নয় রে, একগাদা,' শূন্যস্থান পূরণ করলেন মাইক্রফট।

'ঢের হয়েছে,' হেসে বললাম, 'এটা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? দূর থেকে একপলক দেখে এত বলছ কি করে?'

রোদে পুড়ে চামড়া তামাটে হয়ে গেছে, হাঁটছে বুক ফুলিয়ে বীরের মত; সে যে একসময় সৈনিক ছিল তা কি এরপরেও বুঝতে বাকি থাকে?'

'অফিসার হলে অবসর নেবার পরেও সৈনিকদের অ্যামুনিশন বুট পায়ে বেঁধে ঘুরে বেড়াত না, তার মানে সাধারণ নন, কমিশণ্ড অফিসার — বড় জোর সার্জেন্ট কিংবা সার্জেন্ট মেজর। ভারতে বহুদিন কাটিয়ে এসেছে বলেই চামড়া পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে,' বললেন মাইক্রফট।

'ভুরুর একপাশের চামড়ার রং এখনও তামাটে,' শার্লক হোমস বলল, 'কাৎ করে টুপি পরত বলে ওদিকের চামড়ায় রোদ লাগেনি। এত ছোটখাটো চেহারার লোকেদের পদাতিক বা ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে দেখা যায় না, অতএব সে নিশ্চয়ই গোলন্দাজ বাহিনীতে কাজ করত।'

'লোকটার পরনে এমন শোকের পোশাক, তার মানে কোনও প্রিয়জনকে হারিয়েছে। কেনাকাটা নিজেই যখন করছে তখন সেই প্রিয়জন অবশ্যই স্ত্রী ছাড়া কেউ নয়। হাতে ঝুমঝুমি দেখে বোঝা যায় একটা খুব বাচ্চা ছেলে বাড়িতে আছে, হয়ত তাকে জন্ম দিতে গিয়ে লোকটার স্ত্রী মারা গেছে। বগলে একটা ছবির বই প্রমাণ দিচ্ছে তার আরও সন্তান আছে।' বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন মাইক্রফট, কচ্ছপের খোলের ডিবে থেকে একটিপ নস্যি নাকে পুরে বললো, 'তোমার জন্য একটি রহস্য হাতে এসেছে, শার্লক, যদি শুনতে চাও —'

'এক্ষুণি, মাইক্রফট, এক্ষুণি,' বলল শার্লক, 'দেরি কোর না।' এক চিলতে কাগজে কি লিখে ওয়েটারের হাতে দিলেন মাইক্রফট, বললেন, 'মিঃ মেলাস নামে এক গ্রিক ভদ্রলোক আমার বাড়ির ওপরতলায় থাকেন, ওঁকে ডাকতে বললাম। হোটেলে যে সব বড়লোকেরা আছে তাদের দোভাষীর কাজ করে রোজগার করেন, গাইড হয়ে এখানে সেখানে নিয়ে যান। আবার কখনও আদালতে দোভাষীর কাজ করেও আয় করেন। এই তাঁর পেশা।'

একটু বাদে বেঁটে খাটো স্বাস্থ্যবান এক ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকলেন, মাথার কালো চুল আর মুখের জলপাই রং দেখে বোঝা যায় তিনি দক্ষিণ দিক থেকে এসেছেন যদিও শিক্ষিত ইংরেজের মত তাঁর বুলি। শার্লক হোমসের পরিচয় জেনে তিনি আগ্রহ সহকারে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন, আনন্দে তাঁর দু'চোখ উদ্ভাসিত হল।

'মুখে স্টিকিং প্লাস্টার আঁটা বেচারার কি হল জানতে না পারা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না, এদিকে পুলিশ আমার একটি কথাও বিশ্বাস করতে চাইছে না।'

'সব কথা আমায় খুলে বলুন,' বলল শার্লক হোমস।

'দু'দিন আগের ঘটনা, সেদিন ছিল সোমবার। সব ভাষাই মোটামুটি জানি কিন্তু আমার মাতৃভাষা গ্রিক তাই ঐ ভাষাতেই ইন্টারপ্রিটারের কাজ করি। সোমবার রাতে মিঃ ল্যাটিমার নামে চটকদার পোশাক পরা এক কমবয়সী ভদ্রলোক এলেন আমার কাছে, বললেন দোরগোড়ায় ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে এসেছেন, তাতে চেপে ওঁর সঙ্গে যেতে হবে। ভদ্রলোকের এক গ্রিক বন্ধু ব্যবসার কাজে ওঁর কাছে এসে উঠেছেন যিনি গ্রিক ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানেন না তাই একজন ইন্টারপ্রিটার অর্থাৎ দোভাষী খুব দরকার। মিঃ ল্যাটিমার জানালেন ওঁর বাড়ি কেনসিংটনে। বললেন ভীষণ ব্যস্ত আছেন তাই আমায় একরকম ঠেলেঠুলে ট্যাক্সির ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলতে শুরু করল। চেয়ারিং ক্রসের ভেতর দিয়ে আমরা এলাম শ্যাফটসবেরি অ্যাভিনিউতে, সেখান থেকে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে। মিঃ ল্যাটিমার বললেন কেনসিংটন যাবেন। তাহলে এমন ঘুরপথে যাবার কি কারণ থাকতে পারে মাথায় এল না। মিঃ ল্যাটিমার বসেছিলেন আমার মুখোমুখি, তাঁকে প্রশ্নটা করলাম। কিন্তু ভদ্রলোক প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটা লাঠি আচমকা বের করলেন, দেখলাম গলানো সিসা জমিয়ে তার হাতলটা এত পুরু আর ভারি করা হয়েছে যা আঘাত হানার পক্ষে এক মারাত্মক অস্ত্র। আর এই ব্যাপারটা আমায় বোঝানোর জন্যই লাঠিটা হাতে নিয়ে তিনি কয়েকবার দোলালেন, একবার নিজের হাতের তালুতে আরেকবার পাশে সিটের গদিতে তার সিসের পুরু হাতল মাথা দিয়ে আঘাত করলেন। তারপরেই গাড়ির জানালাগুলো চটপট তুলে দিলেন ভেতর থেকে। লক্ষ্য করলাম সব জানালার কাচে কাগজ আঁটা। গাড়ি চলার সময় বাইরে তাকিয়ে জায়গার হদিশ পাছে পাই সেইজন্যই এ ব্যবস্থা তা বুঝতে বাকি রইল না। 'বুঝতেই পারছেন মিঃ মেলাস, কোথায় আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি তা গোপন রাখতেই এই ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছি।' নির্লজ্জের হাসি হেসে বললেন মিঃ ল্যাটিমার।

'তার মানে,' গায়ের জোরে লোকটার সঙ্গে পেরে উঠব না জেনেও প্রশ্ন করলাম, 'আপনার মতলব কি বলুন তো?'

'আস্তে কথা বলুন মিঃ মেলাস,' ল্যাটিমার বললেন, 'গলা চড়িয়ে কেন মিছিমিছি নিজের বিপদ ডেকে আনছেন? ভালোয় ভালোয় চুপ করে বসে থাকুন, আমার কথামত চললে আপনার ক্ষতি হবে না জেনে রাখুন। এও জানবেন আপনাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি তা কেউ জানে না।'

শুনে গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, বুঝলাম বাধা দেওয়া অর্থহীন।

প্রায় দু'ঘণ্টা অনেক ঘোরাঘুরি করে এক জায়গায় এসে গাড়ি থামল। এক ঝটকায় দরজা খুলে আমাকে টেনে বের করে ঢোকানো হল একটা বাড়ির ভেতরে; ভেতরে ঢোকার আগে পলকের জন্য আড়চোখে পাশে তাকাতে দু'পাশে গাছের সারি সমেত একটা লন চোখে পড়েছিল।

হলঘরের ভেতরে গ্যাসের কমজোরি রঙিন আলো জ্বলছিল, সেই আলোয় দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবি চোখে পড়ল। ইতরের মত হাবভাব এক মাঝবয়সী চশমাপরা লোক দরজা খুলেছিল, গায়ে জ্বালা ধরানো হাসি হেসে সে বলল, 'কি হে হ্যারল্ড, এই তোমার সেই মিঃ মেলাস?'

'হ্যাঁ।'

'তোমায় বাহবা দিতেই হয়, হ্যারল্ড,' বলেই আমার দিকে তাকাল সে, 'আপনাকে বিপদে ফেলার কোন ইচ্ছে আমাদের নেই, মিঃ মেলাস। তবে মনে রাখবেন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে আপনার চিন্তা নেই, না করলে আপনার কপালে কি আছে তা ভগবানই জানেন।'

'আমার কাছে কি চান আপনারা?' চুপ করে থাকতে না পেরে প্রশ্ন করলাম।

'এক গ্রিক ভদ্রলোককে আমরা কিছু প্রশ্ন করব, উনি ইংরেজি জানেন না তাই আপনাকে ঐসব প্রশ্ন তর্জমা করে ওকে বোঝাতে হবে। কিন্তু যতটুকু বলব তার বাইরে কিছু জানার চেষ্টা করবেন না যেন, নইলে বুঝতেই পারছেন আপনার কি দশা হবে।'

তার কথা শেষ হবার আগেই একটা দরজা খুলে গেল, তার ভেতর দিয়ে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে এল ওরা। ভেলভেট মোড়া চেয়ার, উঁচু সাদা পাথরের ম্যান্টলপিস সমেত অনেক আসবাব সাজানো এ ঘরে, এক কোণে দাঁড় করানো প্রাচীন জাপানি যোদ্ধার বর্ম। মেঝের পুরু কার্পেটে পা ডুবে যায়। আলোর নীচে রাখা চেয়ারে মাঝবয়সী লোকটির ঈশারায় বসলাম। কমবয়সী মিঃ ল্যাটিমার বেরিয়ে গিয়েছিল, খানিক বাদে ঢিলে ড্রেসিং গাউন পরা এক ভদ্রলোককে আরেকটি দরজা দিয়ে নিয়ে ঢুকল ভেতরে। কাছাকাছি আসতে দেখলাম অনেকগুলো স্টিকিং প্লাস্টার তার মুখে আঁটা। লোকটির গায়ের রং মড়ার মত ফ্যাকাশে, দেখতে রোগা হলেও বড় বড় উজ্জ্বল চোখে প্রচণ্ড মানসিক শক্তি ফুটে বেরোচ্ছে। যেভাবে তাকে চেয়ারে বসানো হল তাতে বুঝলাম তার দৈহিক ক্ষমতা পুরোপুরি ক্ষয় হয়ে গেছে, শুধু মানসিক বলের ওপর টিকে আছে সে।

'ওঁর হাত খোলা আছে, হ্যারল্ড,' ইতরের মত দেখতে মাঝবয়সী লোকটা বলে উঠল, 'এবার ওঁকে শ্লেট আর পেনসিল দাও। মিঃ মেলাস, আমাদের প্রশ্ন আপনি তর্জমা করে ওঁকে লিখে দিন, উনি লিখে তার জবাব দিলে তর্জমা করে আমাদের বলুন। প্রথমে জিজ্ঞেস করুন কাগজপত্রে উনি সই করবেন না?'

গ্রিক ভাষায় তর্জমা করা আমার প্রশ্ন দেখে ভদ্রলোকের দু'চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল, গ্রিক ভাষাতেই জবাব লিখলেন, 'কখনোই না।'

'কোনও শর্তেই না?'

'শর্ত একটাই — আমার চেনা কোনও গ্রিক পাদ্রিকে দিয়ে আমার সামনে ওর বিয়ে দিতে হবে।'

'এর ফলে আপনাকে অনেক কষ্ট পেতে হবে, তা জানেন?'

'ওসবের পরোয়া আমি করি না, কাজেই আমায় ভয় দেখিয়ো না।' আমার ইংরেজিতে তর্জমা করা জবাব পড়ে মাঝবয়সী লোকটা খ্যাক খ্যাক করে হাসল, তার হাসি থেকে যেন বিষ ঝরে পড়ল।

এইভাবেই প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল। খানিক বাদে আমি একটু ঝুঁকি নিলাম, বদমাসটার প্রশ্নের সঙ্গে তার অজান্তে এইভাবে নিজে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম মুখময় প্লাস্টার আঁটা সেই অচেনা গ্রিক ভদ্রলোককে।

'এভাবে জেদ করে কেন নিজের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছেন? <u>কে আপনি?</u>'

'আমার ইচ্ছে। <u>আমি এখানে নতুন এসেছি?</u>'

'কথামতন কাজ না করলে মৃত্যু নিশ্চিত; <u>এখানে কতদিন আছেন?</u>'

'প্রাণের ভয় আমার নেই আগেই বলেছি। <u>তিন হপ্তা</u>।'

'এ সম্পত্তি আপনার হাতে আসবে না। <u>আপনার কি অসুখ হয়েছে?</u>'

'আমি যা পাই শয়তানগুলোর হাতে তা কখনোই তুলে দেব না। <u>ওরা আমায় খেতে না দিয়ে আটকে রেখেছে</u>।'

'সই করলেই আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, <u>এ বাড়িটা কোন জায়গায়?</u>'

'প্রাণ গেলেও সই করব না, <u>জায়গার নাম জানি না</u>।'

'কিন্তু আপনার এই জেদে ওর কোনও লাভ হচ্ছে না, <u>আপনার নাম কি?</u>'

'কথাটা ওর মুখ থেকেই শুনতে চাই, <u>ক্র্যাতাইদিস্</u>।'

'কথামতন সই করলেই ওর সঙ্গে দেখা হবে, <u>আসছেন কোথা থেকে?</u>'

'তাহলে ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই না, <u>এথেন্স</u>।'

এভাবে আরও মিনিট পাঁচেক চললেই পুরো ব্যাপারটা জেনে ফেলতাম কিন্তু তার আগেই দরজা খুলে এক রূপসী যুবতী ঘরে ঢুকল; মেয়েটি লম্বা, চুলের রং কালো।

'হ্যারল্ড,' ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে যুবতী বলল, 'একা একা আর থাকতে পারছি না!' পরমুহূর্তে ড্রেসিংগাউন পরা ভদ্রলোককে দেখে নিখুঁত গ্রিকে বলে উঠলেন, 'হা ঈশ্বর, এ যে দেখছি পল!'

তার কথা কানে যেতেই ক্র্যাতাইদিস নামে গ্রিক ভদ্রলোক একলাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, মুখে আঁটা সবক'টা স্টিকিং প্লাস্টার খুলে 'সোফি! সোফি!' বলতে বলতে জড়িয়ে ধরলেন সেই রূপসী যুবতীকে। কিন্তু এই মিলনদৃশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না, হ্যারল্ড ল্যাটিমার দৌড়ে এসে যুবতীকে ভদ্রলোকের হাত থেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে একটা দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। গ্রিক ক্র্যাতাইদিসকেও মাঝবয়সী বদমাশটা টানতে টানতে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। ফাঁকা ঘর, এই সুযোগে পালাব কিনা ভাবছি হঠাৎ চোখে পড়ল সেই মাঝবয়সী বদমাশটা দাঁড়িয়ে আছে দরজা আগলে। চোখে চোখ পড়তে দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'মিঃ মেলাস, এই নিন আপনার পারিশ্রমিক বাবদ পাঁচ পাউণ্ড। তবে এসব প্রশ্ন তর্জমা করার ফলে আমাদের অনেক কিছুই আপনি জেনে ফেলেছেন। এখানে আপনাকে দিয়ে আমাদের আর কোন দরকার নেই, বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে, আপনি এই মুহূর্তে বিদেয় হোন। মনে রাখবেন, এখানকার কোন কথা বাইরে জানাজানি হলে আপনি রক্ষে পাবেন না!' কথা শেষ করে লোকটা পাঁচ পাউণ্ড গুঁজে দিল আমার হাতে, সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলেন মিঃ ল্যাটিমার, আগের মতই আমায় ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে এলেন; যে গাড়িতে আসার সময় চেপেছিলাম দরজা খুলে তাতেই আবার জোর করে ঢোকানো হল আমাকে। আগের মতই অনেকক্ষণ ঘুরে এক নির্জন এলাকায় গাড়ি থামিয়ে যখন আমাকে নামানো হল তখন মাঝরাত, বারোটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ হল।

'আপনার বাড়ি থেকে এত দূরে নামিয়ে দিলাম বলে দুঃখিত, মিঃ মেলাস,' বললেন মিঃ ল্যাটিমার, 'কিন্তু আমি নিরুপায়, আমার হাতে কোনও বিকল্প নেই। গাড়ির পিছু নিলে বিপদে পড়বেন,' বলেই তিনি গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন। এবার চারপাশে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম রেললাইনের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। লাল আলোর সংকেত আর ছিটিয়ে থাকা কয়েকটা বাড়ি চোখে পড়ল। একজন রেলের কুলি হেঁটে আসছিল, তাকে প্রশ্ন করে জানলাম আমি ওয়াণ্ডসওয়ার্থ কমনে দাঁড়িয়ে আছি। মাইলখানেক হাঁটলে ক্ল্যাপহ্যাম জংশনে পৌঁছোব; সেখান থেকে ভিক্টোরিয়ার শেষ ট্রেন পাব। এইভাবেই আমার সে রাতের অ্যাডভেঞ্চার শেষ হল, মিঃ হোমস, পরদিন আপনার দাদা মাইক্রফট হোমসকে সব খুলে বললাম, পুলিশেও খবর দিলাম।'

'তুমি কোনও ব্যবস্থা নিয়েছো?' বড় ভাইয়ের দিকে তাকাল শার্লক হোমস। পাশে টেবলে রাখা সেদিনের ডেইলি নিউজ তুলে নিয়ে মাইক্রফট বললেন, 'একটা বিজ্ঞাপন সব কাগজে দিয়েছি, কিন্তু এখনও কোন জবাব আসেনি। এই দ্যাখ্,' বলে ভেতরের পাতায় একটা বিজ্ঞাপন দেখালেন যার বয়ান এরকম।

'এথেন্স থেকে তিন হপ্তা আগে এক গ্রিক ভদ্রলোক সম্পর্কে খবর চাই, নাম পল ক্র্যাতাইদিস, ইংরেজি জানেন না। খবর চাই সোফি নামে এক গ্রিক যুবতী সম্পর্কেও। উত্তরদাতাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। যোগাযোগ করুন এক্স ২৪৭৩।'

'গ্রিক দূতাবাসে খোঁজ নিলে কেমন হয়?'

'খোঁজ নিয়েছি, ওরা কিছুই জানে না।'

'তাহলে এথেন্সে পুলিশের বড়কর্তাকে টেলিগ্রাম করলে হয় না?' আমি বললাম।

'আমাদের বংশের সব শক্তি শার্লক একাই পেয়েছে,' মাইক্রফট হেসে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকালেন, 'তুমি নিজেই কেসটা নাও না, দ্যাখো কিছু করতে পারো কিনা।'

'নিশ্চয়ই নেব,' বলে বন্ধুবর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'এ কেস সম্পর্কে যখন যা খবর পাব তুমি আর মিঃ মেলাস দু'জনকেই জানাব। কিন্তু আপনি নিজে হুঁশিয়ার থাকবেন, মিঃ মেলাস। কাগজের এই বিজ্ঞাপন কিন্তু দুশমনদের নজরে ঠিক পড়েছে। ওরা জেনেছে আপনি ওদের সব

কথা ফাঁস করেছেন, কাজেই সবসময় হুঁশিয়ার থাকবেন।' ফেরার পথে ডাকঘরে ঢুকল হোমস, পরপর কতগুলো টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বলল, 'দেখছো ওয়াটসন, আজকের সন্ধ্যেটা খামোকা নষ্ট হল না। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেসই এইভাবে মাইক্রফটের কাছ থেকে এসেছে আমার কাছে। ওপর থেকে দেখলে মিঃ মেলাসের কেসের একটাই ব্যাখ্যা চোখে পড়লেও এর অনেকগুলো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে যা একটু ভাবলেই ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

'তাহলে এ কেস সমাধানের আশা তোমার আছে?'

'যতটুকু জেনেছি তারপর এ কেস সমাধানে ব্যর্থ হলে তা অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক ব্যাপার হবে,' হোমস বলল, 'তুমি নিজেও তো সব শুনেছো গোড়া থেকে। এ কেস সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমারও মনে কিছু ধারণা গড়ে উঠেছে।'

'অস্পষ্ট হলেও উঠেছে বই কি।'

'সেটা কি?'

'আমার ধারণা হ্যারল্ড ল্যাটিমার নামে এক ইংরেজ যুবক সোফি নামে এক গ্রিক যুবতীকে ফুসলে নিয়ে এসেছে।'

'কোথা থেকে নিয়ে এসেছে?'

'হয়ত এথেন্স থেকে।'

'কি যা তা বলছ?' অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল হোমস, 'খানিক আগেই তো মিঃ মেলাসের মুখে শুনলে ল্যাটিমার একবর্ণ গ্রিক জানে না, অন্যদিকে মেয়েটি ইংরেজি মোটামুটি ভালই বলে। এতে বোঝাচ্ছে মেয়েটি কিছুদিন হল ইংল্যাণ্ডে আছে কিন্তু ল্যাটিমার কখনও গ্রিসে পা রাখেনি।'

'তাহলে ধরে নিতে হয় মেয়েটি ইংল্যাণ্ডে বেড়াতে এসে ল্যাটিমারের খপ্পরে পড়েছে, তারপরে ওর কথায় ভুলে পালিয়েছে ওর সঙ্গে।'

'এটা হলেও হতে পারে,' হোমস বলল।

'তার মাঝখানে আসছে মেয়েটির দাদার ব্যাপার,' আমি বললাম, 'কোন অচেনা ইংরেজ যুবকের সঙ্গে পালিয়েছে খবর পেয়ে ভদ্রলোক লণ্ডনে আসেন এবং প্রায় এ দেশে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্যবশত শয়তানদের হাতে পড়েন। মিঃ মেলাস যা বললেন তা থেকে এটা বোঝা যায় মিঃ ক্র্যাতাইদিস নামে ঐ গ্রিক ভদ্রলোক ওঁদের ভাইবোনের সম্পত্তির অছি, সেটা জানাজানি হওয়ায় বদমায়েশ ল্যাটিমার আর তার স্যাঙ্গাতরা বোনের সম্পত্তি তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করে লিখিয়ে নিতে চাইছে। ভদ্রলোক লণ্ডনে এসেছেন সোফিকে ল্যাটিমার আগে জানায়নি, কিন্তু ঘটনাচক্রে সোফি নিজের চোখে তাঁকে দেখে ফেলেছে।'

'সাবাশ, ওয়াটসন,' এবার জোর গলায় তারিফ করল হোমস, 'সুন্দর যুক্তি খাড়া করেছো! মনে হচ্ছে ঠিক এমনটাই ঘটেছে। সবক'টা তাস আমাদের হাতে আছে ঠিকই ভয় শুধু একটাই — আচমকা ওরা কোন খুনখারাপি করে না বসে। আরেকটু সময় পেলে আমরা ওদের ঠিক খুঁজে বের করব।'

'কিন্তু যে বাড়িতে ওরা মিঃ ক্র্যাতাইদিস আর সোফিকে আটকে রেখেছে তার হদিশ পাব কি করে তা তো ভেবে পাচ্ছি না।'

'আমাদের অনুমান ঠিক হলে সোফি ক্র্যাতাইদিস না কি যেন ওর নাম, ঐ মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হবে না। এই কেসে ঐ মেয়েটিই আমাদের যা কিছু ভরসা, ওয়াটসন, যেহেতু ওর দাদা এ শহরে নবাগত, উনি কাউকে চেনেন না। হ্যারল্ড ল্যাটিমারের কথা ভুলে বাড়ি ছেড়ে সোফির সঙ্গে পালানোর ব্যাপারটাও রাত'রাতি ঘটেনি, নিদেন পক্ষে কয়েক হপ্তা লেগেছে ঘটনাটা ঘটতে। এখন লণ্ডনের কোন এলাকায় দু'জনে একসঙ্গে যদি কাটিয়ে থাকে তাহলে কারও

না কারও নজরে অবশ্যই পড়েছে। এবার দেখা যাক মাইক্রফটের দেওয়া বিজ্ঞাপনের জবাবে কোনও খবর আসে কিনা।'

কথা বলতে বলতে দু'জনে বেকার স্ট্রিটের আস্তানায় পৌঁছে গেলাম। ঘুরে ঢুকে দু'জনেই তাজ্জব — আর্মচেয়ারে বসে চুরুট টানছেন শার্লক হোমসের দাদা মাইক্রফট হোমস। আমাদের দেখে একমুখ ধোঁয়া ছেঁড়ে হেসে উঠলেন তিনি।

'আমায় দেখে দু'জনেই অবাক হয়েছিস মনে হচ্ছে!'

'কখন এলে টেরও পেলাম না!'

'ঘোড়ার গাড়ি চেপে তোদের পাশ কাটিয়ে এসেছি,' মাইক্রফট হাসলেন, 'দুজনেই কথায় এত মেতেছিলি যে আমার পানে চোখ পড়েনি। যাক, শোন, বিজ্ঞাপনের একটা জবাব এসেছে তোরা চলে যাবার খানিক বাদেই।' বলে একফালি রয়্যাল ক্রিম কাগজ পকেট থেকে বের করলেন মাইক্রফট, 'জে' মার্কা কলমে তাতে যিনি বয়ান লিখেছেন তিনি যে মাঝবয়সী লোক এবং তার স্বাস্থ্য ভাল নয় তা বয়ানের হরফ খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। বয়ানে লেখা ঃ

'সবিনয় নিবেদন,

বিজ্ঞাপনের জবাবে জানাচ্ছি যে মেয়েটির উল্লেখ করেছেন তাকে আমি ভাল করেই চিনি। অনুগ্রহ করে একবার আমার কাছে এলে ওর দুঃখের ইতিহাস খুলে বলতে পারি। ওর এখনকার ঠিকানা — দ্য মার্টলস, বেকেনহ্যাম।

আপনার বিশ্বস্ত — জে ডেভেনপোর্ট।'

'ভদ্রলোক চিঠিটা পাঠিয়েছে লোয়ার ব্রিক্সটন থেকে,' বললেন মাইক্রফট, 'কি বলিস, শার্লক, তুই, ডাক্তার আর আমি তিনজনে চল্ এক্ষুণি ভদ্রলোকের কাছে একবার যাই, মেয়েটার সব কথা জেনে আসি।'

'না, মাইক্রফট,' হোমস বলল, 'মেয়েটির দুঃখের কথার চেয়ে তার দাদার জীবনের দাম অনেক বেশি। আমি বলি তার চেয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ইন্সপেক্টর গ্রেগসনকে খবর দাও, তারপর চলো বেকেনহ্যাম যাই। আমরা জানি ওখানে একজন লোক শত্রুদের নির্যাতনে আধমরা হয়ে আছে, প্রত্যেকটি ঘণ্টা তাই এই মুহূর্তে আমাদের কাছে দামি।'

'তাই চলো,' সায় দিয়ে বললাম, 'যাবার পথে মিঃ মেলাসকেও তুলে নেব, একজন গ্রিক ইন্টারপ্রিটার তো আমাদের এমনিতেই দরকার হবে।'

'খাসা বলেছো! কাজের ছোঁড়াটাকে একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকতে পাঠাও, আমরা এক্ষুণি রওনা হব।' বলে ড্রয়ার খুলে রিভলভার বের করল হোমস, চেম্বারে গুলি ভরে পকেটে ঢোকাল। আমার চোখে পড়তে বলল, 'হ্যাঁ, ওয়াটসন, কি সাংঘাতিক বিপজ্জনক বদমাশ ওরা তা তো শুনেছো, তাই জেনেশুনেই এটা সঙ্গে নিলাম।'

সন্ধ্যের মুখে এসে পৌঁছোলাম পলমল এলাকায়। মিঃ মেলাসের খোঁজ করতে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে তাঁর নাম ধরে ডাকলেন তারপর আমাদের যা জানালেন তার সারমর্ম হল খানিক আগে বেঁটে মাঝবয়সী চশমাপরা একজন লোক এসেছিল মিঃ মেলাসের খোঁজে, দু'জনে একই সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন।

'যে ভয় পেয়েছিলাম তাই শেষকালে সত্যি হল,' বলল হোমস, 'কাগজের বিজ্ঞাপন দেখেই ওরা আঁচ করেছে মিঃ মেলাস সব ফাঁস করে দিয়েছেন তাই বাড়ি থেকে জোর করে টেনে নিয়ে গেল। মিঃ মেলাসকে ওরা খতম না করে দেয় সেই ভয় পাচ্ছি। না, মাইক্রফট, এবার পুলিশ নিয়েই হানা দেব ওদের ডেরায়। আগে চলো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ঢুঁ মারি, দেখি কাকে পাওয়া যায়।'

মিঃ মেলাসকে নিয়ে বদমাশেরা নিশ্চয়ই ঘোড়ার গাড়িতে চেপেছে; আমাদের একমাত্র ট্রেনে চাপলে ওদের আগে বেকেনহ্যামে পৌঁছোতে পারব। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ঢুকে ইন্সপেক্টর গ্রেগসনকে

নিয়ে রওনা হতে হতে আরও ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। পৌনে দশটায় এলাম লণ্ডন ব্রিজ-এ, বেকেনহ্যাম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যখন নামলাম তখন অনেক রাত। ঘোড়ার গাড়িতে চেপে আধমাইল টানা রাস্তা পেরিয়ে এসে পৌঁছোলাম মার্টলস নামে একটি বাড়ির সামনে — অনেকটা জমির ওপর বাড়িটা দাঁড়িয়ে, রাস্তার দিকে পড়েছে বাড়ির পেছন দিক। এখানে আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম।

'একটা জানালাতেও আলো দেখছি না,' ইন্সপেক্টর গ্রেগসন বললেন, 'মনে হচ্ছে ওরা আগেভাগেই পালিয়েছে।'

'পাখি উড়েছে, বাসা খালি,' সায় দিল হোমস।

'কি করে বুঝলেন?'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মালবোঝাই একটা গাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে।'

'গেটের আলোয় মাটির ওপর গাড়ির চাকার দাগ আমারও চোখে পড়েছে,' বললেন ইন্সপেক্টর গ্রেগসন, 'কিন্তু মালবোঝাই ছিল কি দেখে বুঝলেন?'

'ওদিকের গেটের বাইরেও গাড়ির চাকার দাগ আছে,' বলল হোমস, 'কিন্তু সে দাগ হালকা। এখানকার দাগগুলো দেখুন, মাটি কেটে বসেছে, তার মানে এদিক দিয়ে বেরোবার সময় প্রচুর মালপত্র ছিল গাড়িতে।'

ঘণ্টা বাজানো সত্ত্বেও দরজা ভেতর থেকে খুলল না। কাঁধ দিয়ে জোরে ধাক্কা মারলেন গ্রেগসন কিন্তু মজবুত দরজার পাল্লা দাঁড়িয়ে রইল অনড় হয়ে। হোমস কিছু না বলে কোথায় উধাও হল। খানিক বাদে ফিরে এসে হাসিমুখে বলল, 'দরজা যখন বন্ধ তখন আসুন জানালা দিয়ে ভেতরে ঢোকা যাক; একটা জানালা আমি খুলে এসেছি।'

'আপনাকে কিছু বলার নেই, মিঃ হোমস,' প্রশংসার সুরে বললেন ইন্সপেক্টর গ্রেগসন, 'ভাগ্যি ভাল যে আপনি এখনও আইনের পক্ষে আছেন। কি আর করব, এই যখন অবস্থা তখন নেমন্তন্ন ছাড়াই ঢুকতে হবে বাড়ির ভেতরে।'

খোলা জানালা পথে ইন্সপেক্টর গ্রেগসন ভেতরে ঢুকেই লণ্ঠন জ্বালালেন, সেই আলোয় ভেতরে ঢুকল শার্লক হোমস, তার দাদা মাইক্রফট আর সবশেষে আমি আলোয় চারপাশে তাকিয়ে মনে হল মিঃ মেলাস এই ঘরেরই বর্ণনা দিয়েছিলেন কারণ ঘরের এককোণে প্রাচীন জাপানী যোদ্ধার খালি বর্ম এখনও দাঁড়িয়ে। একপাশে টেবিলের ওপর পড়ে ব্র্যাণ্ডির বোতল, দুটো গ্লাস, আর কিছু আধখাওয়া খাবার, দেখে বোঝা যায় খাওয়া শেষ না করেই কেউ উঠে গেছে টেবিল ছেড়ে।

'ও কিসের আওয়াজ?' আপনমনে নিজেকে শুধোল হোমস, পরমুহূর্তে একটা অস্পষ্ট চাপা গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল ওপর থেকে। গ্রেগসনকে নিয়ে হোমস ছুটল সিঁড়ির পানে, মোটাসোটা মাইক্রফটকে নিয়ে আমিও ছুটলাম পিছু পিছু।

তেতলায় উঠতেই তিনটে বন্ধ দরজা চোখে পড়ল। যে দরজার ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে, জোরে ধাক্কা মেরে তার পাল্লা খুলে ফেলল হোমস। ভেতরে ঢুকেই ছিটকে বেরিয়ে এল সে, সেইসঙ্গে গলগল করে রাশি রাশি কালো ধোঁয়া বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। 'সরে দাঁড়ান,' চেঁচিয়ে উঠল হোমস, 'কাঠকয়লার ধোঁয়ায় ঘরের ভেতরটা ভরে গেছে, আগে ধোঁয়াটা কেটে যাক তখন ঢুকব।'

ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা সেই ধোঁয়ায় ততক্ষণে আমরা খকখক করে কাশতে শুরু করেছি; হোমস, গ্রেগসন, মাইক্রফট, আমি নিজে, কাশছি সবাই। কাশতে কাশতেই বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলাম গাঢ় ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে, সেই ধোঁয়ার মধ্যে জ্বলছে একফালি নীল আলো। ঘরের মাঝখানে মেঝের ওপর রাখা ছোট পেতলের তেপায়া, তার ওপর জ্বলছে সেই

নীল আগুনের শিখা ধিকধিক করে। সেই ফিকে আলোয় চোখে পড়ল ঘরের ভেতর দেওয়াল ঘেঁসে মেঝের ওপর দু'জন মানুষ অসহায়ভাবে পড়ে, জীবিত না মৃত তা বোঝা যাচ্ছে না।

দাঁড়িয়ে নষ্ট করার মত সময় হোমসের নেই, দৌড়ে সিঁড়ির কাছে গিয়ে বুকভরে দম নিল সে, দ্রুত ফিরে এসে একাই ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর, ধোঁয়া উপেক্ষা করে আগুন সমেত সেই পেতলের তেপায়া দু'হাতে তুলে জানালা খুলে দিল ধাক্কা মেরে, খোলা জানালা দিয়ে সেই তেপায়া ছুঁড়ে ফেলল নীচে।

'আর এক মিনিট দাঁড়ান,' দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে সে বলল, 'ধোঁয়া এক্ষুনি বেরিয়ে যাবে। মোমবাতি আছে সঙ্গে? দাঁড়াও, ভেতরে কি গ্যাস আছে জানি না, তার মধ্যে মোমবাতি জ্বালানো বোধহয় ঠিক হবে না। মাইক্রফট, মোমবাতি জ্বালো, দরজার ওপরে চৌকাঠের কাছে নিয়ে এসো। জলদি!'

মাইক্রফট হোমসের জ্বালানো মোমবাতির আলোয় ঘরের ভেতরটা আগের চেয়ে অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেই আলোয় হোমস আর আমি ভেতরে ঢুকে মেঝেতে পড়ে থাকা লোক দুটোকে পাঁজাকোলা করে বাইরে নিয়ে এসে শুইয়ে দিলাম বারান্দায়। দু'জনেই বেহুঁশ, চোখ মুখ ভীষণ ফুলে উঠেছে, নীল হয়ে গেছে ঠোঁট। দু'জনের একজন মিঃ মেলাস, তাঁর হাত পা দড়ি দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা, চোখের ওপর দারুণ চোট; অপরজন বেজায় লম্বা, ঢ্যাঙ্গা, গোটা মুখে স্টিকিং প্লাস্টার আঁটা — আগে না দেখলেও ইনি যে হতভাগ্য মিঃ ক্র্যাতাইদিস বুঝতে বাকি রইল না। আমাদের চোখের সামনেই বেহুঁশ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

মিঃ মেলাস প্রাণে বাঁচলেন। অ্যামোনিয়া শোঁকাতে তাঁর জ্ঞান ফিরেলে, পেটে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি পড়তে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন ঘণ্টাখানেকের ভেতর। তাঁর কথা থেকে বুঝলাম মাঝবয়সী বদমাশটা তাঁর বাড়িতে ঢোকে, তারপর রিভলভার উঁচিয়ে তাঁকে খুন করার ভয় দেখিয়ে জোর করে গাড়িতে এনে তোলে। এখানে নিয়ে আসার পরে মিঃ ক্র্যাতাইদিসের কাছে আবার ওরা তাঁকে নিয়ে আসে। সেদিনের মতই মিঃ মেলাসকে সামনে রেখে তাঁকে কাগজে সইসাবুদ করতে হুমকি দেয়, কিন্তু ক্র্যাতাইদিস আগের মতই লিখে জবাব দেন মরে গেলেও তিনি তাদের কথামত সই করবেন না। এরপর ওরা মিঃ ক্র্যাতাইদিসকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যায় আর তাদের কথা ফাঁস করে দেবার অপরাধে মিঃ মেলাসের মাথায় এত জোরে ডাণ্ডা মারে যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারান।

এ কেসের সমাধান আর হল না। মাইক্রফটের দেওয়া বিজ্ঞাপনের জবাবে যিনি বদমাশদের আস্তানার ঠিকানা জানিয়েছিলেন সেই মিঃ ডেভেনপোর্টের মুখ থেকে শুধু জানা গেল যে সোফি এথেন্সের এক ধনীর মেয়ে, ইংল্যাণ্ডে বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। লণ্ডনে আসার পরে হ্যারল্ড ল্যাটিমার নামে এক রূপবান যুবকের পাল্লায় পড়ে সোফি, ল্যাটিমারের ভালবাসার ছলনায় ভুলে সোফি শেষ পর্যন্ত কাউকে কিছু না জানিয়ে বন্ধুদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। হ্যারল্ড ল্যাটিমার তাকে নিজের আস্তানায় আটকে রাখে। এদিকে সোফির ব্যবহারে অবাক হয়ে যায় তার বন্ধুরা। এথেন্সে সোফির দাদা মিঃ ক্র্যাতাইদিসকে খবর পাঠায় তারা। খবর পেয়ে মিঃ ক্র্যাতাইদিস এথেন্স থেকে বোনের খোঁজে উদভ্রান্ত হয়ে ছুটে আছেন লণ্ডনে। ভদ্রলোক একফোঁটা ইংরেজি জানতেন না, ইংরেজি জানে এমন কারও সাহায্য পর্যন্ত নেননি। ঘটনাচক্রে হ্যারল্ড ল্যাটিমারের বদমাশ স্যাঙ্গাত উইলসন কেম্পের খপ্পরে পড়েন মিঃ ক্র্যাতাইদিস, সোফি যে বাড়িতে ছিল সেখানেই এনে কেম্প আটকে রাখে তাঁকে। তাঁর গোটা মুখে স্টিকিং প্লাস্টার এঁটে দেয় যাতে সোফি দেখলেও তাকে চিনতে না পারে। সম্ভবত সোফির মুখ থেকেই ল্যাটিমার আর কেম্প জেনেছিল যে তার সম্পত্তির অছি তার দাদা মিঃ ক্র্যাতাইদিস, তাই সে সম্পত্তি লিখিয়ে নেবার জন্য দিনরাত তাঁর ওপর তারা চাপ দিতে থাকে। এমন কি বদমাশরা দু'বেলা খেতেও দিত না তাঁকে। ক্র্যাতাইদিসকে হ্যারল্ড বোঝাতে চেয়েছিল যে সে সোফিকে লণ্ডনে বিয়ে করবে, অতএব

বোনের সম্পত্তি তিনি যেন লিখে দেন। কিন্তু মিঃ ক্র্যাতাইদিসের মনের জোর অসীম তাই কিছুতেই তাদের চাপের কাছে নত হননি। এদিকে মুখে স্টিকিং প্লাস্টার আঁটা থাকলেও সোফি যে তার দাদাকে চিনতে পেরেছিল তা মিঃ মেলাসের প্রথম দিনের বিবৃতিতেই স্পষ্ট হয়েছিল।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখেই সম্ভবত বদমাশরা হুঁশিয়ার হয়ে যায়, রাতারাতি মতলব পাল্টে ফেলে তারা, মিঃ ক্র্যাতাইদিস আর মিঃ মেলাস দু'জনকে বেহুঁশ অবস্থায় তেতলার ঘরে ফেলে রেখে কাঠকয়লার আগুন জ্বালিয়ে সোফিকে নিয়ে পালিয়ে যায় তারা। পুলিশ পিছু নিয়েছে তা ওরা আঁচ করতে পেরেছিল। প্রচণ্ড মনের জোর সত্ত্বেও মিঃ ক্র্যাতাইদিস খেতে না পেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তাই কাঠকয়লার ধোঁয়ায় দম আটকে তিনি মারা যান।

কিছুদিন বাদে বুডাপেস্ট থেকে প্রকাশিত এক খবরের কাগজের কেটে নেওয়া অদ্ভুত এক কাটিং এল আমাদের হাতে। তাতে এক যুবতীর হাতে দু'জন ইংরেজ ভদ্রলোকের খুনের খবর ছাপা হয়েছিল। হাঙ্গেরির পুলিশের মতে নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার পরিণতিই ঐ খুন; কিন্তু হোমস তা মানতে রাজি হয়নি — ঐ যুবতী সোফি স্বয়ং ঐভাবে দুই শয়তানকে খুন করে সে বড় ভাইয়ের মৃত্যুর বদলা নিয়েছে এটাই হোমসের ধারণা।

এগার
দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ন্যাভাল ট্রিটি

ব্রায়রবি, ও কিং

'বন্ধুবর ওয়াটসন, — ব্যাঙাচি ফেল্পসকে মনে আছে কি, তুমি পঞ্চম বর্ষে পড়ার সময় সে তৃতীয় বর্ষে পড়ত? হয়ত শুনেছো আমার কাকা বিদেশ মন্ত্রকের একজন হোমরা চোমরা যার দৌলতে আমিও সেখানে বড় চাকরিতে ঢুকেছি। কিন্তু এমনই গ্রহের ফের যে ঠিক আমার উন্নতির মুখেই এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে যার ফলে আমার রুজি রোজগার তো বটেই, এমন কি মানসম্মান নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি হবার যোগাড়।

ব্যাপারটা এতই গোপন যে চিঠির মধ্যে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলছি যে ঐ ঘটনা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে আমার ভেতরে — একনাগাড়ে ন'টি হপ্তা ব্রেইন ফিভারে ভুগে কিছুটা সুস্থ হয়ে তোমায় চিঠি লিখছি। কর্তৃপক্ষের মতে যা ঘটেছে তার পরে এখন আর করার কিছু নেই; কিন্তু আমি এখনও হতাশ হতে পারছি না, দেখি একবার শেষ চেষ্টা করে কিছু করা যায় কিনা। এই প্রসঙ্গে অনুরোধ করছি তোমাব পরম বন্ধু মিঃ শার্লক হোমসকে সঙ্গে নিয়ে একবার এসে আমায় দেখে যাও। তোমরা কবে আসবে সেই আশায় পথ চেয়ে রইলাম

তোমার পুরনো স্কুলের বন্ধু
পার্সি ফেল্পস।'

চিঠি পড়ে মনে হল এত আকুলভাবে যখন হোমসকে নিয়ে যেতে বলেছে তখন দেরি করা ঠিক হবে না। আমার স্ত্রীও আমার মতে সায় দিল। চটপট ব্রেকফাস্ট সেরে চিঠিটা সঙ্গে নিয়ে বেকার স্ট্রিটে এসে দেখি খুদে ল্যাবরেটরিতে ড্রেসিং গাউন পরে হোমস রাসায়নিক পরীক্ষায় বুঁদ হয়ে আছে। পরীক্ষা শেষ হতে ফেল্পসের চিঠিটা বের করে বাড়িয়ে দিলাম; মন দিয়ে হোমস চিঠিটা পড়ে বলল, 'এ তো মহিলার হাতের লেখা দেখছি।'

'কিন্তু যতদূর জানি ফেল্পস এখনও বিয়ে করেনি,' প্রতিবাদ করলাম।

'না, ওয়াটসন,' চিঠি থেকে মুখ না তুলে বলল, আবার বলছি এ চিঠি যিনি লিখেছেন একজন মহিলা এবং বিরল শ্রেণীর। মক্কেল ভাল হোক মন্দ হোক একজন বিরল প্রকৃতির মানুষের খুব কাছাকাছি আছেন তদন্তের গোড়ায় এ সত্য উদঘাটন রীতিমত একটি ব্যাপার জেনে রেখো।

কেসটা সম্পর্কে আমার কৌতূহল বাড়ছে। তুমি তৈরি থাকলে চলো এখনই গিয়ে তোমার এই বিপন্ন বন্ধুটিকে দেখে আসি।

ট্রেনে চেপে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছোলাম ও কিং-এ। ব্রায়ারব্রি বাড়িটা স্টেশনের কাছেই। কার্ড পাঠানোর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ির কাজের লোকেরা আমাদের নিয়ে এল ভেতরে সুসজ্জিত ড্রইংরুমে। সেখানে মোটাসোটা গোলগাল দেখতে এক ভদ্রলোক আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। লোকটির বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই, আনন্দে দু'চোখ সবসময় নাচছে ছেলেমানুষের মত। নিজের নাম বললেন জোসেফ হ্যারিসন, আরও জানালেন তাঁর বোন অ্যানি পার্সি ফেল্পসের প্রেমিকা, খুব শীগগিরই ওদের বিয়ে হবার কথা। কথায় কথায় মিঃ হ্যারিসন এও জানালেন যে পার্সি আচমকা অসুস্থ হবার পর থেকে গত দু'মাস তাঁর বোনই তার সেবা করে চলেছে।

এরপর মিঃ হ্যারিসন আমাদের নিয়ে এলেন ড্রইংরুমের লাগোয়া আরেকটি ঘরে। শোবার ঘর হলেও এখানে বসার ব্যবস্থা আছে, ঘরের প্রত্যেকটি কোণ নানা রংয়ের ফুল দিয়ে রুচিসম্মতভাবে সাজানো। খোলা জানালার পাশে সোফায় শুয়ে এক যুবক, গায়ের ফ্যাকাশে রং আর রোগা শরীর তার অসুস্থতার সাক্ষ্য বহন করছে। পার্সি ফেল্পসের শিয়রে বসা সুশ্রী যুবতী যে অ্যানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নানা ফুলের সুরভি মেশানো গ্রীষ্মের তাজা বাতাস বাগান থেকে ঘরে ঢুকছে খোলা জানালা দিয়ে। আমরা ঘরে ঢুকতেই যুবতী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'পার্সি, আমি ও ঘরে যাব?' কিছু না বলে পার্সি হাত ধরে তাকে টেনে বসালো, হেসে বলল, 'কেমন আছো, ওয়াটসন? ঐ গোঁফ দেখে সহজে কেউ তোমায় চিনতে পারবে না। আশা করি ইনিই মিঃ শার্লক হোমস?'

অসুস্থ পার্সি আর তার ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন করে হোমস আর আমি পাশাপাশি বসলাম। পার্সির হবু শ্যালক বোনকে রেখে তখনকার মত চলে গেলেন। ছোটখাটো অ্যানি যে ইটালিয়ান তা একনজর ওকে দেখলেই বোঝা যায় — পাকা জলপাইয়ের মত গায়ের রং, ঘন কালো চোখ আর মাথায় একঢাল কালো চুল।

'মিঃ হোমস,' কোনরকম ভূমিকা না করেই পার্সি শুরু করল, 'ওয়াটসনের মুখে আশা করি শুনেছেন বিশেষ কারণে আপনাকে এখানে নিয়ে আসবার অনুরোধ জানিয়ে ওকে চিঠি লিখেছিলাম কেন, তা এবার বলছি। কাকা লর্ড হোল্ডহার্স্ট বিদেশ দপ্তরের দায়িত্ব পাবার পরেই আমায় ওখানে চাকরি দেন, বিদেশমন্ত্রী হবার পরে আমায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব তিনি দিতে শুরু করেন। সেসব কাজ ঠিকঠিক করার দরুন আমার ওপর তাঁর আস্থাও বেড়ে গিয়েছিল। আমার উন্নতি শুরু হয়েছিল, বিয়েটাও সেরে ফেলব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু মাঝখানে এমন এক ঘটনা ঘটল যার ফলে আমার ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত, যে কোন মুহূর্তে আমার চাকরি চলে যেতে পারে।

আজ থেকে প্রায় দশ হপ্তা আগের ঘটনা। সেদিন ছিল ২৩ শে মে; লর্ড হোল্ডহার্স্ট আমায় ওঁর খাস কামরায় ডাকিয়ে বললেন আমার কাজ দেখে উনি খুশি হয়েছেন, এবার এক অত্যন্ত গুরুদায়িত্ব তিনি দেবেন আমায়। দেরাজ খুলে ধূসর রংয়ের একখানা গোটানো কাগজ আমায় দিয়ে কাকা বললেন 'ইংল্যাণ্ড আর ইটালির মধ্যে হালে গোপনে যে চুক্তি হয়েছে এটা তার মূল দলিল। সাবধানে তুলে রাখো কারণ এ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই খবরের কাগজে নানারকম গুজব ছেপে বেরোতে শুরু করেছে। তোমাকে নিজের হাতে এই দলিলের পুরোটা নকল করতে হবে। এখন সিন্দুকে রেখে দাও, অফিস ছুটির পর সবাই চলে গেলে একা চুপি চুপি বসে কাজটা সারবে। কাজ হয়ে গেলে আসল আর নকল দুটোই সিন্দুকে রেখে দেবে, আগামিকাল সকালে অফিসে এসে দুটোই আমায় দেবে। একটা কথা মনে রেখো এই দলিলের বিষয়বস্তু জানতে ফরাসি আর রুশ দূতাবাস দেদার টাকা খরচ করতে তৈরি আছে। কাজেই হুঁশিয়ার, এই দলিলের কথা তৃতীয় কেউ যেন জানতে না পারে। কাকার কাছ থেকে দলিলটা নিয়ে —'

'মাফ করবেন,' বাধা দিল হোমস, 'আপনাদের দুজনের কথাবার্তার সময় আর কেউ লর্ড হোল্ডহার্স্টের কামরায় ছিল?'

'না।'

'ওঁর কামরাটা কত বড় হবে?'

'ত্রিশ স্কোয়ার ফিট, লম্বা চওড়া মিলিয়ে।'

'কথা বলার সময় দু'জনেই কামরার মাঝখানে ছিলেন?'

'প্রায় তেমনই বলতে পারেন।'

'দু'জনেই চাপা গলায় কথা বলছিলেন?'

'কাকার গলা এমনিতেই চাপা, সেদিন গলা আরও নামিয়ে কথা বলছিলেন। আমি শুধু শুনেই যাচ্ছিলাম, কিছু বলিনি।'

'ধন্যবাদ, মিঃ ফেল্পস্, তারপর কি হল বলে যান।'

'কাকা যেমন বললেন সেইমতন অফিস ছুটি না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য কাজ করে সময় কাটালাম। আমার কামরায় চার্লস গোরো নামে এক কেরানির সেদিনের কাজ তখনও শেষ হয়নি — সে বসে কাজ করছে দেখে আমি খেতে বেরোলাম। খেয়ে এসে দেখি গোরো কাজ সেরে চলে গেছে। নিরিবিলিতে কাজ নিয়ে বসলাম; একটু তাড়াহুড়ো সেদিন ছিল কারণ খানিক আগে যাকে দেখলেন আমার সেই হবু শ্যালক যোসেফ হ্যাবিসন শহরে আছে আমি জানলাম। এও জানতাম যে সেদিন রাত এগারোটার ট্রেন ধরে সে ওকিং ফিরবে। আমিও ঐ একই ট্রেন ধরব ঠিক করেছিলাম।

দলিলটা খুঁটিয়ে পড়ে বুঝলাম কাকা বাড়িয়ে বলেননি। নৌবল সংক্রান্ত দলিল — তিন দেশের আঁতাতে ব্রিটেনের ভূমিকা তাতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেইসঙ্গে ভূমধ্যসাগরে ইটালির ওপর ফরাসি নৌবহর আধিপত্য অর্জন করলে এদেশ যে নীতি অনুসরণ করবে তারও পূর্বাভাস আছে ওতে। দলিলের বিষয়বস্তুর নীচে উচুঁতলার কূটনীতিকদের স্বাক্ষর। মোট ছাব্বিশটি ভাগে দলিলটা লেখা হয়েছে ফরাসিতে। এবার আমি নকল করতে বসলাম, খুব তাড়াতাড়ি লিখেও নটা ভাগ শেষ করতেই রাত ন'টা বেজে গেল, বেশ বুঝলাম এগারোটার ট্রেন আর ধরা হবে না। রাতের খাওয়া আগেভাগে সেরেছি তারপর একটানা এতক্ষণ কাজ করে আমার মাথা তখন ঝিমঝিম করছে, বারবার ঘুমে জড়িয়ে আসছে দু'চোখ। এই সময় এক কাপ গরম কফি পেলে ঘুম চলে যেত, মাথাটাও চনমনে হয়ে উঠত। সিঁড়ির নীচে খুদে কামরায় দারোয়ান বসে। ছুটির পরে যারা কাজ করে তাদের চাহিদামত স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে সে গরম কফি বানিয়ে দেয়। ডাকতে ঘণ্টা বাজালাম। কিন্তু দারোয়ানের বদলে এক মাঝবয়সী মহিলার মুখ আমার কামরায় উঁকি দিতে চমকে গেলাম। জিজ্ঞেস করতে জানাল সে দারোয়ানের বৌ, তাকে কফি আনার হুকুম দিয়ে ফের কাজে হাত দিলাম।

আরও দুটো ভাগ শেষ হল কিন্তু কফি তখনও এল না। ঘুমে দু'চোখ এত জড়িয়ে আসছে যে চেষ্টা করেও আর বসে থাকতে পারছি না। খানিক পায়চারি করলে ঘুমটা চলে যাবে ভেবে চেয়ার ছেড়ে উঠলাম, কামরার ভেতর ক'বার পায়চারি করলাম, তখনও কফির নাম গন্ধ নেই। ভাবলাম এত দেরি হচ্ছে কেন একবার দেখে আসি। কাগজপত্র টেবিলে রেখে দরজা খুলে বাইরে এলাম। কমজোরি আলো জ্বলছে প্যাসেজে, সেখান থেকে এক ঘোরানো সিঁড়ি সোজা নেমে এসেছে একতলায় দারোয়ানের খুপরিতে ঢোকার মুখে। সিঁড়ির মাঝামাঝি একটা ছোট চাতাল আছে সেখান থেকে আরেকটা প্যাসেজ ডানদিকে সমকোণে বাঁক নিয়েছে। ঐ প্যাসেজের শেষে দরজা তার ওপাশে আরেকটা ছোট সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে। পাশের চার্লস স্ট্রিট হয়ে যে সব কেরানি আর চাকরবাকর অফিসে ঢোকে তারা ঐ সিঁড়ি ব্যবহার করে।'

'ধন্যবাদ,' হোমস বলল, 'আপনার সব কথাই বুঝতে পারছি।'

'কামরা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে দেখি দারোয়ান তার খুপরিতে চেয়ারে বসে আরামে ঘুমোচ্ছে, পাশের টুলের ওপর রাখা স্পিরিট ল্যাম্পের ওপর কেটলিতে শোঁ শোঁ আওয়াজ তুলে কফির জল ফুটছে। হাত বাড়িয়ে দারোয়ানকে ঠেলতে যাব তার আগেই দারোয়ানের মাথার ওপর টাঙ্গানো ঘণ্টা টং টং করে বেজে উঠল। সেই আওয়াজ কানে যেতে দারোয়ানের ঘুম ভাঙ্গল, উঠে বসে আমাকে দেখে চমকে উঠে বলল, 'একি! মিঃ ফেল্পস, নিজেই চলে এলেন?'

'সেই কখন এক কাপ কফি বলেছি, এখনও পাঠালে না,' আমি শান্ত গলায় বললাম, 'না এসে কি করব বল!'

'কেটলিতে জল চাপিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,' বলে ঘণ্টার পানে চোখ তুলল সে; আওয়াজ থামলেও ওটা তখনও কাঁপছে, 'আপনি এখানে মিঃ ফেল্পস,' দারোয়ান বলল, 'তাহলে ঘণ্টা বাজাল কে?'

'কার কামরার ঘণ্টা ওটা?' আমি জানতে চাইলাম।

'আপনার কামরার, স্যর।'

দারোয়ানের জবাব শুনে বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। এক সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ দলিল খোলা ঘরে ফেলে আমি কফির তাগাদা দিতে নীচে নেমে এসেছি। আমি ভেতরে নেই এই ফাঁকে নিশ্চয়ই কেউ ভেতরে ঢুকেছে। ভাববার মত অবস্থা তখন আমার নেই। দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম, কামরায় ঢুকে দেখি টেবলের ওপর পড়ে আছে দলিলের নকল করা অংশটুকু, আসল দলিল উধাও!'

হোমস হাতে হাত ঘসছে দেখে বুঝলাম রহস্য সমাধানে তার মাথা কাজ করতে লেগেছে। 'তখন আপনি কি করলেন?' চাপা গলায় বলল সে।

'চোর পাশের সিঁড়ি দিয়ে ঢুকেছিল এ সম্ভাবনাটা যেন মুহূর্তের মধ্যে ভেসে উঠল মনের কোণে,' বলল পার্সি।

'চোর যেই হোক সে আপনার কামরার ভেতর বা প্যাসেজে লুকিয়ে ছিল না একথা এত জোর দিয়ে কি করে বলছেন?'

'বলছি যেহেতু আমার কামরায় বা প্যাসেজে একটা ইঁদুরেরও লুকোনোর মত জায়গা নেই, মিঃ হোমস,' জবাব দিল পার্সি।

'ধন্যবাদ, তারপর কি হল বলে যান।'

'আমার ফ্যাকাশে মুখ দেখে দারোয়ান আঁচ করল সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। আমি দ্বিতীয় সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নেমে এলাম পাশের চার্লস স্ট্রিটে, দারোয়নও পেছন পেছন এল। এদিকের গেটের দরজা বন্ধ কিন্তু তালা ছিল না। এক ধাক্কায় ঐ দরজার পাল্লা ঠেলে দু'জনে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এটুকু স্পষ্ট মনে আছে ঠিক তখনই কাছাকাছি গির্জায় পরপর তিনবার ঘণ্টা বেজেছিল, রাত তখন প্রায় পৌনে দশটা।

'এটা খুব দরকারি পয়েন্ট,' পার্সির শেষের কথাগুলো জামার আস্তিনে লিখতে লিখতে আপন মনে বলল হোমস।

'গভীর রাত, ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে, চার্লস স্ট্রিট খাঁ খাঁ করছে, একটি লোকও চোখে পড়ছে না। শুধু রাস্তায় এক কোণে একজন কনস্টেবল একা দাঁড়িয়ে।

'ডাকাতি হয়ে গেছে! বিদেশ মন্ত্রকের অফিস থেকে একটা জরুরি দলিল খানিক আগে খোয়া গেছে। এদিক দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছেন?'

'গত পনেরো মিনিট ধরে এখানে আমি দাঁড়িয়ে, স্যর,' কনস্টেবল জানাল, 'এর মধ্যে শুধু লম্বা, মাঝবয়সী একটি মেয়েকে যেতে দেখেছি, তার গায়ে শাল জড়ানো ছিল।'

'ও তো আমার বৌ,' দারোয়ান চেঁচিয়ে উঠল, 'আর কেউ, আর কাউকে দেখেছেন।'

'না।'

'তাহলে চোর অন্যদিক দিয়ে পালিয়েছে' আমার জামার আস্তিন টেনে দারোয়ান বলল।

'যার কথা বললেন সেই মেয়েটি কোনদিকে গেছে বলতে পারবেন?'

'জানি না, স্যর,' কনস্টেবল বলল, 'শুধু ওকে যেতে দেখেছি কিন্তু ওকে লক্ষ্য করার মত বিশেষ কোনও কারণ ঘটেনি। মনে হল ওর খুব তাড়াহুড়ো আছে।'

'কতক্ষণ আগে ওকে দেখেছেন — পাঁচ মিনিট?'

'হ্যাঁ, তা পাঁচ মিনিটের বেশি নয়।'

'আমাদের প্রতিটি সেকেণ্ড এখন দামি, স্যর,' দারোয়ান বলল, 'মিছিমিছি এসব আজেবাজে প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করছেন। বিশ্বাস করুন আমার বৌ এর মধ্যে নেই, তার চেয়ে আসুন, রাস্তার ওদিকটা খুঁজে দেখি। আপনি না এলে আমি একাই খুঁজব।' বলে ও দৌড়াতে গেল কিন্তু তার আগেই তার হাত চেপে ধরে জানতে চাইলাম, 'তোমার ঠিকানা কি?'

'১৬, আইভি লেন, ব্রিক্সটন। কিন্তু শুধু শুধু আজেবাজে সন্দেহ মনে স্থান দেবেন না, মিঃ ফেল্পস। তার চেয়ে আসুন, রাস্তার ঐ দিকটা ঘুরে আসি, দেখা যাক কিছু জানা যায় কিনা।'

পুলিশ কনস্টেবলকে নিয়ে এবার সত্যিই দারোয়ানের সঙ্গে রাস্তার ওপারে গেলাম, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হল না। বৃষ্টি পড়ছিল আগেই বলেছি, রাস্তায় যারা ছিল তারা সবাই নিজেদের মাথা বাঁচাতে ব্যস্ত, তার মধ্যে কে কখন কোনদিক দিয়ে পালিয়েছে সেদিকে তাকানোর মত সময় তাদের নেই।

'আমরা অফিসে ফিরে এলাম, সিঁড়ি, প্যাসেজ, আমার কামরা পাতি পাতি করে খুঁজলাম কিন্তু কোনও ফল হল না। কামরার বাইরে বারান্দায় লিনোলিয়াম পাতা, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলাম কিন্তু কারও পায়ের ছাপ চোখে পড়ল না।'

'সেদিন ক'টা থেকে বৃষ্টি পড়ছিল?'

'সন্ধ্যে সাতটা থেকে।'

'তাহলে দারোয়ানের বৌ রাত ন'টায় আপনার কামরায় উঁকি দিল অথচ লিনোলিয়ামে তার কাদামাখা জুতোর ছাপ পড়ল না এ কি করে হল?'

'পয়েন্টটা তুলেছেন দেখে ভাল লাগছে, মিঃ হোমস। আসলে কাজের মেয়েটা বুট পরে অফিসে ঘর সাফ করতে আসে, কিন্তু সিঁড়িতে ওঠার আগে বুট দারোয়ানের খুপরিতে জমা রেখে পায়ে চটি গলিয়ে নেয় তারা। কাজের সুবিধের জন্যই এই রেওয়াজ চলে আসছে।'

'বুঝলাম, তারপর আপনি কি করলেন?'

'আমার কামরার মেঝেতে কোথাও কোন চোরা দরজা নেই, জানালাগুলোও মেঝে থেকে ত্রিশ ফিট উঁচুতে বসানো। সেগুলো ভেতর থেকে ছিটকিনি আঁটা ছিল। মিঃ হোমস, চোর দরজা দিয়েই কামরায় ঢুকেছিল এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'কামরায় ফায়ারপ্লেস নেই?'

'না, একটা স্টোভ আছে। দারোয়ানকে ডাকার ঘন্টার দড়ি আমার টেবিলের ডানপাশে তারের সঙ্গে ঝোলানো। ওতে যেই হাত দিক তাকে ঘুরে টেবিলের ডানপাশে আসতে হবে। কিন্তু চোর দলিল চুরি করে ঘন্টা বাজাল কেন তাই বুঝে উঠতে পারছি না। এ এক রহস্য।'

'রহস্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেক সময় অপরাধী ছোটখাটো সূত্র ফেলে যায়। বলছেন কামরার ভেতরটা পরীক্ষা করেছিলেন — পোড়া চুরুটের টুকরো, দস্তানা কিংবা চুলের কাঁটা, এসব কিছু পেয়েছেন?'

'না।'

'কোনরকম গন্ধ পেয়েছিলেন?'

'কি জাতীয় গন্ধ বলুন তো?'

'এই ধরুন তামাকের গন্ধ। তেমন কোনও গন্ধ পেলে তদন্তের সুবিধে হত, মিঃ ফেল্পস।'

'মিঃ হোমস, আমি নিজে তামাক খাই না, তাই তামাকের গন্ধ পেলে ঠিক টের পেতাম। না, তেমন কোনও সূত্র পাইনি। সন্দেহ হয়েছিল একজনের ওপর — মিসেস ট্যাঙ্গি, ইয়ে দারোয়ানের বৌয়ের কথা বলছি। যেভাবে তাড়াহুড়ো করে ও অফিস থেকে বেরোল সত্যি বলতে কি সেটা আমার চোখে স্বাভাবিক ঠেকেনি। কনস্টেবলকে আমার ধারণার কথা বললাম। ও যা বলল তার অর্থ দলিলটা মিসেস ট্যাঙ্গির কাছে থাকলে ও বাড়ি ফেরার আগেই তার কাছ থেকে সেটা হাতাতে হবে। তার কথামত তখনই চলে গেলাম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে, গোয়েন্দা মিঃ ফোর্বসকে হাতে পেয়ে সব জানালাম। উনি আগ্রহ সহকারে কেসটা নিলেন। ঘোড়ার গাড়ি চেপে আধঘন্টার ভেতর দু'জনে এলাম দারোয়ানের বাড়িতে। কমবয়সী একটি মেয়ে দরজা খুলল, জিজ্ঞেস করে জানলাম সে মিসেস ট্যাঙ্গির বড় মেয়ে। মেয়েটি বলল ওর মা তখনও বাড়ি ফেরেনি। সামনের ঘরে নিয়ে এসে ও আমাদের বসালো, বলল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে। প্রায় দশ মিনিট বাদে সদর দরজায় আওয়াজ হতে দু'জনেই একটা ভুল করলাম — নিজেরা উঠে গিয়ে দরজা না খুলে মেয়েটিকে ডাকলাম। কানে এল মেয়েটি বলছে, 'মা, দু'জন ভদ্রলোক তোমার খোঁজে এসেছেন।' মেয়েটির কথা শেষ হতেই বাইরের প্যাসেজে দৌড়োনোর আওয়াজ হল। মিঃ ফোর্বস আর আমি দরজা খুলে দৌড়োলাম, দারোয়ানের বৌ বাড়ির পেছনের রান্নাঘরে ঢোকার আগেই আমরা সেখানে হাজির হলাম। আমায় দেখে অবাক হয়ে সে বলে উঠল, 'একি, মিঃ ফেল্পস, আপনি এখানে?'

এবার মিঃ ফোর্বস নিজের পরিচয় দিলেন, দলিল পাচারে জড়িত বলে তাকে সন্দেহ করছেন তাও বললেন। তাকে আমার জিম্মায় রেখে রান্নাঘর তল্লাশী করলেন, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। দারোয়ানের বৌকে নিয়ে আসা হল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে, মেয়ে পুলিশ দিয়ে তাকে সার্চ করানো হল কিন্তু তাতেও কোন লাভ হল না।

দারোয়ানের বৌই দলিল চুরি করেছে ধরে নেবার ফলে যে আত্মবিশ্বাস আমার ভেতরে গড়ে উঠেছিল তা এবার ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল, চাকরিতে আমার উন্নতির যাবতীয় সম্ভাবনা আমার এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ফলে বন্ধ হয়ে গেল বুঝতে পারলাম। ছোটবেলা থেকেই আমি নার্ভাস ওয়াটসন জানে। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না, মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। ধরাধরি করে সবাই আমায় ওয়াটার্লু নিয়ে এল, ওকিং যাবার একটা ট্রেনে তুলে দিল এটুকু স্পষ্ট মনে আছে। প্রতিবেশী ডঃ ফেরিয়ার একই ট্রেনে ফিরছিলেন, উনিই আমায় বাড়ি পৌঁছে দেন। জোসেফ শুয়ে পড়েছিল তার আগেই, আচমকা কলিংবেল শুনে দরজা খুলে ডাক্তারের সঙ্গে আমায় দেখে দুজনেই অবাক। মিঃ ফোর্বসের মুখ থেকে ডঃ ফেরিয়ার যা জেনেছিলেন ওদের বললেন, আমার যে একটানা কিছুদিন বিশ্রাম দরকার তাও বললেন। শুনে জোসেফ তখনই তার এই শোবার ঘর আমার জন্য ছেড়ে দিল। ব্রেন ফিভারে আক্রান্ত হয়ে আমি বিছানা নিলাম, ন'হপ্তারও বেশি পুরো বেহুঁশ হয়ে কাটালাম। দিনের বেলা অ্যানি এতদিন আমার সেবা করেছে, রাতে দেখাশোনা করেছে ভাড়া করা নার্স। মাত্র তিনদিন হল আমার স্মৃতিশক্তি ফিরে এসেছে। প্রথমেই মিঃ ফোর্বসকে টেলিগ্রাম করেছি কারণ কেসটা ওঁরই হাতে এসেছে। উনি নিজে এসেছিলেন, বলে গেছেন বিস্তর চেষ্টা চালিয়েও সেই হারানো দলিলের হদিশ পাননি। গোরো নামে আমার কেরানিকেও পুলিশ সন্দেহ করেছিল যেহেতু সে ফরাসি। কিন্তু ঘটনার দিন সে অফিস থেকে চলে যাবার পরেই আমি দলিল নকল করার কাজে হাত দিয়েছিলাম তাই এ ব্যাপারে সে সন্দেহের আওতার বাইরে। মিঃ হোমস, এই অবস্থায় আপনিই আমার পাশে দাঁড়ানোর মত একমাত্র লোক। আপনিও যদি দলিলের হদিশ না পান তাহলে জানবেন আমার চাকরি এখানে খতম।' একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে ক্লান্ত পার্সি সোফায় এলিয়ে পড়ল। অ্যানি হ্যারিসন তাকে চাঙ্গা করতে একটু ওষুধ খাওয়ালেন।

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে দু'চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবল হোমস তারপর চোখ মেলে পার্সিকে বলল, 'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন।'

'করুন।'

'দলিল নকল করার যে দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছিল সে কথা মিস হ্যারিসনকে বলেছিলেন?'

'কাউকেই বলিনি, মিঃ হোমস, তাছাড়া দায়িত্ব যেদিন পেলাম সেদিনই তো ঘটনাটা ঘটল।'

'দারোয়ান আগে কোথায় কাজ করত, জানেন?'

'শুনেছি সেনাবাহিনীতে ছিল।'

'কোন রেজিমেন্ট?'

'কোল্ডস্ট্রিম গার্ডস।'

'ধন্যবাদ মিঃ ফেল্পস। বাকিটুকু মিঃ ফোর্বসের কাছ থেকে জেনে নেব। বাঃ, ভারি সুন্দর গোলাপ ফুটেছে দেখছি।' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার কাছে এল হোমস, লালচে সবুজ রংয়ের নুয়েপড়া একটি গোলাপ তুলে মুগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল, তারপর আমাদের জীবনে ফুলের প্রয়োজন নিয়ে আপন মনে ছোটখাটো অনেক কথা বলল। শুনতে শুনতে হতাশা ফুটেছিল পার্সি আর অ্যানির মুখে, আচমকা অ্যানি চেঁচিয়ে উঠল, 'মিঃ হোমস, এই রহস্য সমাধানের কোনও সম্ভাবনা দেখছেন?' অ্যানির গলায় রুক্ষতা শুনে চমকে উঠলাম। সূক্ষ্ম ভাবের জগৎ থেকে হোমস নিজেও নেমে এল বাস্তবের মাটিতে, বলল, 'রহস্যের সমাধান? কেস ভয়ানক জটিল, মিস হ্যারিসন, তবে কথা দিচ্ছি এটা হাতে নিলাম, দরকারি কোন পয়েন্ট চোখে পড়লেই আপনাকে জানাব।'

'কোনও সূত্র পেলেন?'

'সাতটা সূত্র আপনারা দিয়েছেন, যদিও এখনও পর্যন্ত ওগুলো যাচাই করা হয়ে ওঠেনি।'

'কাউকে সন্দেহ করছেন?'

'করছি, নিজেকে?'

'চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছোচ্ছি বলে।'

'তাহলে এবার লণ্ডনে ফিরে গিয়ে আপনার সিদ্ধান্তগুলো যাচাই করুন।'

'অজস্র ধন্যবাদ, মিস হ্যারিসন, একঝুড়ি চমৎকার ও অমূল্য উপদেশ দেবার জন্য। ওয়াটসন, মনে হচ্ছে এর চেয়ে ভাল কাজ দেখানো আমাদের কম্মো নয়। মিঃ ফেল্পস, যাবার আগে এইটুকু বলে যাচ্ছি যে আপনার কেসটা বড্ড প্যাঁচালো তাই মিথ্যে আমার পেছনে যেন ছুটবেন না।'

'যাচ্ছেন, মিঃ হোমস,' কাঁদোকাঁদো গলায় পার্সি বলল, 'কিন্তু সত্যি বলছি আবার আপনাকে না দেখা পর্যন্ত খুব খারাপ লাগবে।'

'আমি কালই আবার ফিরে আসব, মিঃ ফেল্পস,' বলল হোমস, 'একই ট্রেনে, তবে আমার যাচাইয়ের ফলাফল আশাপ্রদ হবে না আগেই বলে রাখছি।'

'আবার আসবেন? ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন, মিঃ হোমস। বলতে ভুলে গেছি, আমার কাকা লর্ড হোল্ডহার্স্ট আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন।'

'কি লিখেছেন?'

'ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উল্লেখ করেছেন যে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু আমি সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত আমার ভবিষ্যৎ অর্থাৎ আমাকে ছাঁটাই করার ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। সেই সঙ্গে আমার দুর্ভাগ্য বা ত্রুটি যাই বলুন তা শুধরে নেবার সুযোগ পাব এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন।'

'বিবেচক লোকের উপযুক্ত কথা,' বলল হোমস, 'চলো ওয়াটসন ওদিকে একগাদা কাজ জমে আছে।'

পার্সির হবু শ্যালক জোসেফ হ্যারিসন আমাদের স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। ট্রেনে চেপেই চিন্তার গভীরে ডুব দিল হোমস, ক্ল্যাপহ্যাম জংশন পেরোনোর আগে মুখ খুলল না।

'ওয়াটসন, তোমার বন্ধু পার্সি কি নেশা হবার মত মদ খান?'

'মনে হয় না।'

'আমারও তাই ধারণা। আসলে বদমাশটা ওঁকে গলা জলে ফেলে দিয়েছে, সেখান থেকে ওঁকে তীরে টেনে তুলতে পারব কিনা সেটাই প্রশ্ন। ওঁর ভাবী স্ত্রী মিস হ্যারিসনকে কেমন লাগল?'

'কড়া ধাতের মেয়ে।'

'অ্যানি হ্যারিসনের বাবা লোহার ব্যবসায়ী, গত শীতকালে পার্সির সঙ্গে অ্যানির পরিচয় থেকে প্রেম এবং বিয়ের সিদ্ধান্ত। বিয়ের আগে অ্যানি পার্সিকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল তাই নিজেদের বাড়িতে এনে ওকে রেখেছিল, অ্যানির দাদা জোসেফও তার সঙ্গে এসেছে। তারপরে এই কাণ্ড। নাঃ, আজ দেখছি সারাদিনই মাথা ঘামাতে হবে তদন্ত নিয়ে।'

'হোমস, ওকিং-এ অ্যানিকে তুমি কি সব সূত্রের কথা বলছিলে?'

'সূত্র হাতে এসেছে ঠিকই কিন্তু ভালভাবে যাচাই না করে বলতে চাইছি না। ওয়াটসন, যে অপরাধ উদ্দেশ্যবিহীন তার হদিশ পাওয়া অত্যন্ত মুশকিল। তাই বলে ভেবো না যে কেস হাতে নিয়েছি তাও উদ্দেশ্যবিহীন। প্রশ্ন একটাই — এই দলিল হাতাতে পারলে কে লাভবান হবে? ফরাসি আর রুশ, দু'দুটো দূতাবাস ওটা কেনার জন্য টাকার থলি নিয়ে বসে আছে। এছাড়া আছেন লর্ড হোল্ডহার্স্ট স্বয়ং।'

'লর্ড হোল্ডহার্স্ট! এতে উনি কিভাবে লাভবান হবেন?'

'ওঁর লাভবান হবার ব্যাপারটা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না, ওয়াটসন। যে দলিল খোয়া যাবার ঝুঁকি আছে দুর্ঘটনাজনিত কারণে তা খোয়া গেছে প্রমাণ করতে পারলে ওঁরই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবার সম্ভাবনা।'

'কিন্তু ওঁর অতীত ইতিহাস যে খুবই গৌরবোজ্জ্বল, হোমস।'

'জানি, আর সেই কারণেই তাঁর সঙ্গে আজ দেখা করব। দেখা যাক ওঁর কাছ থেকে কিছু জানা যায় কি না। ইতিমধ্যে আমি আরও এক কদম এগিয়েছি, ওকিং স্টেশন থেকে টেলিগ্রাম করে আজ লণ্ডনের সব সান্ধ্য দৈনিক কাগজে এই খবরটা ছাপার ব্যবস্থা করেছি।' নোটবই থেকে ছিঁড়ে নেওয়া এক চিলতে কাগজে লেখা বয়ান এরকম।

'হাতে হাতে নগদ ১০ পাউণ্ড পুরস্কার' — ২৩শে মে রাত পৌনে ১০টায় চার্লস স্ট্রিটে পররাষ্ট্র মন্ত্রকের দরজার সামনে যে ভাড়া গাড়ি একজন যাত্রীকে ছেড়েছিল তার নম্বর দরকার। লিখুন — ২২১ বি, বেকার স্ট্রিট।'

'চোর গাড়ি ভাড়া করে এসেছিল এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত?'

'না এলেও ক্ষতি নেই। মনে রেখো পার্সি বলেছেন কামরায়, করিডরে, প্যাসেজে কোথাও লুকিয়ে থাকার মত একতিল জায়গা নেই। সেক্ষেত্রে ধরে নিতেই হচ্ছে চোর এসেছিল বাইরে থেকে। তার ওপর লিনোলিয়ামের ওপর জলেকাদায় ভেজা বুটের কোনও ছাপ পড়েনি। তাহলে সে গাড়ি ভাড়া করে এসেছিল এই সম্ভাবনাই প্রবল হচ্ছে না কি? হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'আসল রহস্য বাধিয়েছে ঘণ্টা রহস্য। চুরি করার মতলবে এসে থাকলে চোর ঘণ্টা বাজাল কোন মতলবে? অথবা ধরে নিতে হবে চোরকে বাধা দিতে গিয়ে আর কেউ ঘণ্টা বাজিয়েছিল? 'এও হতে পারে —' বলেই হঠাৎ চুপ মেরে গেল হোমস, নতুন কোন থিয়োরির সম্ভাবনা তার মাথায় উঁকি দিচ্ছে আঁচ করলাম।

বেলা তিনটে কুড়ি নাগাদ লণ্ডনে পৌঁছে গেলাম দু'জনে। রেস্তোরাঁয় চটপট লাঞ্চ সেরে হাজির হলাম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। হোমসের টেলিগ্রাম পেয়ে গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর ফোর্বস আমাদেরই

জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বেঁটেখাটো দেখতে অফিসারটির চোখেমুখে উপচে পড়ছে শেয়ালের ধূর্ততা, চাউনিতে এতটুকু নমনীয়তা নেই। গোড়া থেকেই তিনি আমাদের পাত্তা না দেবার ভাব দেখালেন। আমাদের আসার কারণ জেনে ভেতরের মনোভাব চেপে মুখ ফুটে বলেই ফেললেন, 'মিঃ হোমস, আপনার কাজের ধরনধারণ আমার অজানা নয় — আমাদের ইয়ে পুলিশের কাছ থেকে একেকটা কেসের সবরকম খবর জেনে রহস্য সমাধান করেন, তারপর যত বদনাম চাপান তাদেরই ঘাড়ে।'

'ব্যাপারটা কিন্তু আসলে পুরোপুরি উল্টো,' জোর গলায় জবাব দিল হোমস, 'হালে সমাধান করা আমার শেষ তিপ্পান্নটা রহস্যের মধ্যে মাত্র চারটেতে আমার কৃতিত্ব ছেপে বেরিয়েছে, বাকি উনপঞ্চাশটায় সব কৃতিত্ব দাবি করেছেন আপনারা অর্থাৎ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। আপনার বয়স আর অভিজ্ঞতা দুটোই কম তাই এসব খবর না রাখাই আপনার পক্ষে স্বাভাবিক। তবে এ কেসে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করলে নিজের দায়িত্ব ভালভাবেই পালন করতে পারবেন।'

'আসলে মিঃ হোমস, ব্যাপারটা হল যে এ কেসের ল্যাজামুড়ো কিছুই এখনও বুঝে উঠতে পারছি না তাই এগোতেও পারিনি।' হোমসের স্পষ্ট জবাব শুনেই ইন্সপেক্টর ফোর্বস গলার সুর পাল্টে ফেললেন, 'দু'একটা পয়েন্ট যদি পেয়ে থাকেন তো দিন, আমার তদন্তের স্বার্থে।'

'আগে বলুন আপনি নিজে কতদূর এগিয়েছেন?'

'দরোয়ান মিঃ ট্যাঙ্গির স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছি। সচ্চরিত্রতার রেকর্ড নিয়ে সেনাবাহিনী থেকে এখানে এসেছে। ওর বিরুদ্ধে সন্দেহজনক কিছুই পাইনি। তাই বলে ওর বৌকে খুব ভাল ভাববেন না। মেয়েটা রীতিমত বদ, তার ওপর আমাদের চেয়ে এই রহস্য সম্পর্কে ও অনেক কিছু জানে বলেই আমার ধারণা, মিঃ হোমস।'

'মিসেস ট্যাঙ্গির গতিবিধির ওপর নজর রেখেছিলেন?'

'আমাদের একজন সাদা পোশাকের মেয়ে কনস্টেবলকে ওর পেছনে লাগিয়েছিলাম,' বললেন ফোর্বস, 'তার কাছ থেকেই জেনেছি মিসেস ট্যাঙ্গি পাঁড়মাতাল। আমাদের মেয়েটি পেট থেকে কথা আদায় করতে কয়েকবার মদ খেয়েছে ওর সঙ্গে, কিন্তু একটি কথাও বের করতে পারেনি।'

'পাওনা উশুল করতে দালালরা ওর বাড়িতে প্রায়ই এসে হাজির হত খবর পেয়েছি,' বলল হোমস।

'ঠিকই শুনেছেন, কিন্তু তাদের সবার পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'টাকাটা মিসেস ট্যাঙ্গি পেল কোথা থেকে?'

'কর্তাগিন্নি কারও হাতেই পয়সাকড়ি ছিল না তাই পেনশান থেকে আগাম নিয়ে দেনা মিটিয়েছে।'

'ঘটনার দিন দরোয়ানকে ডাকতে ঘণ্টা বাজালেন মিঃ ফেল্পস তার বদলে এসে হাজির হল তার বৌ, এর কারণ জিজ্ঞেস করেছেন?'

'করেছি,' মিঃ হোমস; বৌটা বলল, 'ওর স্বামী খুব ক্লান্ত ছিল তাই ও নিজেই উপরে গিয়েছিল।'

'আপনাদের সঙ্গে দেখা না করে ও মেয়ের মুখ থেকে দু'জন লোক এসেছে শুনেই দৌড়ে পালিয়েছিল কেন?'

ও ভেবেছিল দালালরা এসেছে পাওনা আদায় করতে। তাদের পাওনা টাকা ওর কথা মতন ছিল রান্নাঘরে, ঐ টাকা বের করতেই ও দৌড়ে ঢুকেছিল সেখানে।'

'আর ও অফিস থেকে বেরোবার কম করে বিশ মিনিট পরে মিঃ ফেল্পস আর আপনি বেরোলেন, কিন্তু তার আগেই ওর বাড়ি পৌঁছেছিলেন। ফিরতে দেরি হয়েছিল কেন দারোয়ানের বৌকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

'করেছিলাম, মিঃ হোমস, ইন্সপেক্টর ফোর্বস জানালেন, 'দারোয়ানের বৌ বলল ও অফিস থেকে বেরিয়ে বাসে চেপেছিল আর আমরা দু'জন চেপেছিলাম ঘোড়ার গাড়িতে; ঘোড়ার গাড়ি

বাসের আগে পৌঁছোবে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার।'

'হুঁম, সব প্রশ্নের জবাব দেখছি দরোয়ানের বৌ-এর জানা,' সন্দিগ্ধ গলায় বলল হোমস, 'অফিস থেকে বেরোনোর পরে পাশের গলি চার্লস স্ট্রিটে কাউকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিল কিনা জানতে চেয়েছেন?'

'তাও করেছি, বলেছে পুলিশ কনস্টেবল ছাড়া আর কাউকে দেখতে পায়নি।'

'বাঃ, জেরা করতে গিয়ে দেখছি অনেকদূর এগিয়েছেন,' চাপা গলায় ব্যঙ্গের হাসি হাসল হোমস, 'এছাড়া আর কি করেছেন?'

'মিঃ ফেল্পসের ফরাসি কেরাণি গোরোকে গত ন'হপ্তা ধরে খামোখা ছায়ার মত অনুসরণ করলাম ফল কিছুই হল না।'

'ঘণ্টা বেজে ওঠার রহস্যটা কি মনে হয়?'

'না, মিঃ হোমস, অদ্ভুত হলেও কারণ এখনও খুঁজে পাইনি।'

'ধন্যবাদ, মিঃ ফোর্বস,' গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর ফোর্বসকে বলল হোমস, 'অপরাধীকে ধরাতে পারলে আপনাকে অবশ্যই খবর দেব। এসো ওয়াটসন, এবার যাওয়া যাক।'

'এবার কোথায় যাওয়া হবে?' বেরিয়ে এসে জানতে চাইলাম।

'এবার আমরা বিদেশ মন্ত্রক গিয়ে বিদেশমন্ত্রী ও পার্সি ফেল্পসের কাকা লর্ড হোল্ডহার্স্টকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। লর্ড হোল্ডহার্স্ট ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী; ওয়াটসন, কথাটা ভুলো না।'

ডাউনিং স্ট্রিটে বিদেশমন্ত্রী লর্ড হোল্ডহার্স্টের খাসকামরা, হোমস কার্ড পাঠাতেই তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন।

ফায়ারপ্লেসের দু'পাশে মুখোমুখি দুটো গদি মোড়া ইজিচেয়ারে বসেছি হোমস আর আমি, বিদেশমন্ত্রী নিজে বসলেন না, আমাদের দু'জনের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটুকুতে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। পাতলা ছিপছিপে দীর্ঘদেহী এই রাজপুরুষের শরীরে এতটুকু বাড়তি মেদ চোখে পড়ে না। পরিপাটি করে আঁচড়ানো মাথার কোঁকড়া চুলে অকালে পাক ধরলেও তা এক ধরনের ব্যক্তিত্ব এনেছে তাঁর সর্বাঙ্গে। এক নজর তাকালেই বোঝা যায় তিনি সর্বার্থে অভিজাত, সম্ভ্রান্ত।

'মিঃ হোমস, আপনার নাম আগেও শুনেছি, এখানে আসার কারণ জানি না এমন ভাব দেখাব না। আপনার আসার মত একটা কারণ এখানে ঘটেছে। এবার জানতে পারি কি কার হয়ে কাজ করছেন?'

'মিঃ পার্সি ফেল্পস,' বলল হোমস।

'হতভাগা ভাইপোটা আমার। বুঝতেই পারছেন আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা খুব কাছের সম্পর্ক আছে বলেই এ ব্যাপারে ওকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। যে কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে তাতে ছোকরার ক্যারিয়ারের মস্ত ক্ষতি হবে বলেই ভয় পাচ্ছি যেখানে আমার তরফ থেকে করার কিছুই থাকবে না।'

'আর যদি দলিলটা খুঁজে বের করা যায়, তাহলে?'

'তাহলে ফলটা অবশ্যই অন্যরকম হবে।'

'লর্ড হোল্ডহার্স্ট, আপনাকে দু'একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'স্বচ্ছন্দে করতে পারেন।'

'এই ঘরে বসেই কি ঐ হারানো দলিল নকল করার নির্দেশ মিঃ ফেল্পসকে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস।'

'দলিল নকল করাতে চান একথা আগে কাউকে বলেছিলেন?'

'না।'

'এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?'

'একশোবার।'

'আপনি বা মিঃ ফেল্পস কেউই তৃতীয় কাউকে এ সম্পর্কে কিছু বলেননি, তারপরেও ঘটনা ঘটেছে। সেক্ষেত্রে ঘরের ভেতর চোর ঢোকার ব্যাপারটা নেহাৎই ঘটনাচক্রে ঘটেছে মানতে হচ্ছে; সামনে সুযোগ পেয়ে সে তার সদ্ব্যবহার করেছে।'

জবাব না দিয়ে বিদেশমন্ত্রী শুধু মুচকি হাসলেন।

'দলিলের বয়ান জানাজানি হলে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবার সম্ভাবনা আছে?'

'অবশ্যই,' জবাব দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশমন্ত্রীর মুখ কালো হয়ে গেল।

'তেমন কিছু ঘটেছে কি?'

'এখনও ঘটেনি।'

'চুরি হবার পরে দলিটা ফরাসি বা রুশ দূতাবাসে পৌঁছালে খবর পেতেন?'

'পেতাম,' আড়চোখে হোমসের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন বিদেশমন্ত্রী, 'দলিল চুরি হবার পরে প্রায় দশটি হপ্তা কেটে গেছে; এর মধ্যে কিছুই যখন শোনা যায়নি তখন ওটা তাদের হাতে পৌঁছোয়নি এটাই কি ধরে নেওয়া যায় না?'

'নয়ত কি ধরে নেব মিঃ হোমস,' অধৈর্য ভঙ্গিতে দু'কাঁধ ঝাঁকালেন লর্ড হোল্ডহার্স্ট, 'ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রাখতেই কি চোর ওটা হাতিয়েছে?'

'হয়ত সে বেশি দাম পাবার অপেক্ষায় আছে।'

'এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়েছে,' বিদেশমন্ত্রী বললেন, 'এরপরে আরও দেরি করলে সে একটি আধলাও পাবে না, আগামি কয়েক মাসের মধ্যে দলিলের বয়ান আমরাই ঘোষণা করব।'

'এমনও তো হতে পারে যে দলিলটা হাতিয়ে নেবার পরে চোর আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

'যেমন ধরুন, ব্রেন ফিভার, কি বলেন?' অদ্ভুত শোনাল তাঁর গলা, হোমসের চোখে চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি।

'সেকথা একবারও বলিনি,' বিদেশমন্ত্রীর ইঙ্গিত বুঝেও নিজেকে শান্ত, অবিচল রাখল হোমস, 'আচ্ছা, লর্ড হোল্ডহার্স্ট, আপনার মহা মূল্যবান সময়ের অনেকটা নষ্ট করেছি এবার তাহলে আমরা আসছি। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

'অপরাধী যে-ই হোক না কেন মিঃ হোমস,' দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে লর্ড হোল্ডহার্স্ট বললেন, 'আমি আপনার তদন্তের সাফল্য সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।'

বেরিয়ে কিছু দূরে এসে হোমস বলল, 'ভাল লোক, কিন্তু নিজের ক্ষমতা বজায় রাখার লড়াইও ওঁকে লড়তে হচ্ছে। ওয়াটসন, বিদেশমন্ত্রীর গদিতে বসলেও জেনে রেখো উনি ধনী নন, গরিব লোক তাই পুরোনো জুতোয় নতুন শুকতলা লাগিয়েছেন। যাক, আর তোমায় ধরে রাখব না। কাগজে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছি তার কোন জবাব না এলে আমি আজ আর কোন কাজে হাত দিচ্ছি না। তবে আসছে কাল ওকিং যাব, তুমি সঙ্গে এলে ভাল হয়।'

পরদিন সকালে গেলাম হোমসের কাছে, ট্রেনে চেপে যথাসময় ওকিং-এ পৌঁছোলাম। পথে যেতে দলিল রহস্য প্রসঙ্গে একটি কথাও বলল না সে, শুধু জানাল রহস্যের কোনও কিনারা এখনও পর্যন্ত সে করে উঠতে পারেনি, এছাড়া খবরের কাগজে দেওয়া বিজ্ঞাপনের কোনও জবাব তখনও পর্যন্ত আসেনি তার কাছে।

পার্সি ফেল্পসকে গতকালের চেয়ে কিছুটা চাঙ্গা দেখাচ্ছে, অ্যানির পাশে সোফায় বসেছিল সে, আমাদের দেখে উঠে এল, জানতে চাইল, 'কোনও খবর আছে?'

'গতকালই তো আপনাকে বলেছি মিঃ ফেল্পস যে আমার আজকের রিপোর্ট আশাপ্রদ হবে না,' হোমস জবাব দিল, 'তবে ইন্সপেক্টর ফোর্বস আর আপনার কাকা লর্ড হোল্ডহার্স্ট এঁদের

দু'জনের সঙ্গে দেখা করেছি; এছাড়া আমি আলাদাভাবে তদন্ত শুরু করেছি, আশা করছি এর ফলে একটা জায়গায় পৌঁছোতে পারব।'

'আপনি নিজে তাহলে আমার এই ব্যাপারে হতাশ হননি?'

'একদম নয়।'

'ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন, মিঃ হোমস!' জোর গলায় বলে উঠলেন পার্সির প্রেমিকা ও হবু স্ত্রী অ্যানি হ্যারিসন, 'সাহস আর ধৈর্য বজায় রাখলে সত্যি কথা চাপা থাকে না।'

'এদিকে যে এক সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে, মিঃ হোমস,' পার্সির গলায় উদ্বেগ ঝরে পড়ল, 'এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র আমাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে। গতকাল রাতে যার শিকার হতে গিয়ে অল্পের জন্য আমি প্রাণে বেঁচেছি!'

'কি হয়েছিল খুলে বলুন।'

'আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছি তাই নার্স ছাড়িয়ে দিয়েছি,' পার্সি বলতে লাগল, 'দশ হপ্তা পরে গতকাল রাতে এই ঘরে একা শুয়েছিলাম। একটা হালকা নাইট ল্যাম্প ঘরে জ্বলছিল। রাত দুটো নাগাদ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল, ইঁদুরে কাঠ কাটার খুটখাট শব্দ কানে এল। আমি শুয়ে রইলাম, খানিক বাদে আওয়াজটা বেড়ে গেল তারপরেই জানালার তলায় ধাতব শব্দ শুনে চমকে উঠে বসলাম। কোন ধাতুর যন্ত্র দিয়ে কেউ জানালা বাইরে থেকে খোলার চেষ্টা করছে বুঝতে বাকি রইল না। আরও দশ মিনিট গেল, মনে হল আমি জেগে আছি কিনা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে চোর তা যাচাই করতে চায়। এরপরে খুব আস্তে জানালার পাল্লা ফাঁক হবার শব্দ হতে আর বসে থাকতে পারলাম না, বিছানা থেকে এক লাফে নেমে এসে দু'হাতে জানালার পাল্লা দুটো খুলতেই দেখি ওপাশে মাটির ওপর একটা লোক গুঁড়ি মেরে বসে, তার মুখের নীচটা আলখাল্লায় ঢাকা। লোকটার হাতে অস্ত্র ছিল এ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম। লম্বা ছুরি বলে মনে হল, আমায় দেখে লোকটা দৌড়ে পালালো, সেই মুহূর্তে চাঁদের আলোয় অস্ত্রটা ঝিকমিকিয়ে উঠল। শরীর দুর্বল ছিল তাই দৌড়ে তার পিছু নিতে পারলাম না, ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়ির সবাইকে ঘুম থেকে জাগালাম। জানালার ঠিক ওপাশে মাটির ওপর একজোড়া পায়ের ছাপ সবারই চোখে পড়ল কিন্তু মাটি ছিল শুকনো খটখটে, তাই পায়ের ছাপ কোনদিকে গেছে আঁচ করা যাচ্ছে না। কাঠের বেড়ার একটা জায়গা সামান্য ভেঙ্গেছে নজরে এল। দেখে মনে হল দৌড়ে বেড়া পেরোতে যাবার ফলেই ওটা ঘটেছে। আগে আপনার মতামত শুনব বলে এখনও থানায় খবর দিইনি।'

পার্সির মুখে ঘটনা শুনে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হোমস, পায়চারি করতে লাগল ঘরের ভেতর; ব্যাপারটা যে তাকে নাড়া দিয়েছে বুঝতে বাকি রইল না।

'আসুন, মিঃ ফেল্পস,' বলল হোমস, 'বাড়ির চারপাশটা একবার দেখে আসি।'

'চলুন, গায়ে রোদ লাগিয়ে আসি,' উঠে দাঁড়াল পার্সি, 'জোসেফও আসুক আমার সঙ্গে।'

'আমিও যাব,' বললেন অ্যানি হ্যারিসন।

'একদম না,' প্রবলভাবে মাথা নাড়ল হোমস, 'আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত ঐ চেয়ারে যেমন আছেন তেমনই বসে থাকুন, একদম উঠবেন না, এটা আমার নির্দেশ।'

প্রতিবাদ করলেন না অ্যানি, ব্যাজার মুখে আগের জায়গায় আবার বসে পড়লেন। তাঁর ভাই জোসেফ এল আমাদের সঙ্গে, আমরা চারজন লন পেরিয়ে পার্সির শোবার ঘরের জানালার ঠিক বাইরে এলাম। দেখলাম ও ঠিকই বলেছে, জানালার নীচে ফ্লাওয়ার বেড-এর মাটির ওপর জুতোপরা পায়ের ছাপ এখনও আছে, কিন্তু এত আবছা আর ধ্যাবড়ানো যে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

'এটা আমাদের কোন কাজে আসবে বলে মনে হচ্ছে না,' হেঁট হয়ে ছাপটা একবার দেখে নিয়ে হোমস বলল, 'এবার চলুন বাড়ির চারপাশে একবার ঘুরে দেখি বেছে বেছে এই ঘরখানার ওপর চোর কেন নজর দিয়েছিল। ড্রইংরুম বা ডাইনিংরুম-এর জানালা আরও বড়, ওদিক দিয়ে ঘরে

ঢুকলে বরং তার সুবিধে হত।'

'আসলে বাইরে থেকে এই জানালাখানাই নজরে পড়ে কিনা, তাই,' বললেন অ্যানির ভাই জোসেফ হ্যারিসন।

'ঠিক বলেছেন। আচ্ছা, এখানে একটা দরজা দেখছি, এ পথে কে আসা যাওয়া করে?' প্রশ্ন করল হোমস।

'বাইরের ফেরিওয়ালারা কিছু বিক্রি করতে এলে এ পথে ভেতরে ঢোকে,' বললেন জোসেফ, 'রাতে এই দরজায় তালা এঁটে দেওয়া হয়।'

'কালকের ঘটনা আগে কখনও এ বাড়িতে ঘটেছে?'

'না।'

'সিঁধেল চোরের নজরে পড়ার মত দামি কিছু আছে এ বাড়িতে?'

'তেমন কিছুই নেই।'

'ভাল কথা,' জোসেফের পানে তাকাল হোমস, 'বেড়ার একটা জায়গা ভেঙ্গে গেছে শুনেছিলাম, আসুন তো জায়গাটা দেখি।'

জোসেফ আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বেড়ার কাছে। কাঠের বেড়ার গায়ের একফালি কাঠ খসে ঝুলছে; একটানে সেটা খুলে খুঁটিয়ে দেখল হোমস।

'এটা পুরোনো চোট,' হোমস বলল, 'আপনাদের কি মনে হচ্ছে এটা গতকাল খসেছে, আমার মনে হয় না।'

'কে জানে,' হোমসের কথায় তেমন গুরুত্ব দিল না পার্সি, 'হবে হয়ত বা।'

'আর এখানে কিছু দেখাব নেই,' বলল হোমস, 'শোবার ঘরে চলুন, কথাবার্তা যা বলাব ওখানেই হবে।' জোসেফের কাঁধে ভর দিয়ে শামুকের মত ধীর গতিতে হাঁটছে পার্সি, এই ফাঁকে দ্রুত পায়ে লন পেরোল হোমস, আর কেউ আসার আগেই শোবার ঘরের খোলা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে অ্যানিকে ডেকে চাপা গলায় বলল, 'শুনুন মিস হ্যারিসন, আজ সারাদিন এ ঘর থেকে আপনি একটি পাও নড়বেন না; তাতে যে যাই বলুন, যা হবার হোক। মনে রাখবেন ব্যাপারটা খুব জরুরি।'

'আপনি যখন বলছেন তখন তাই হবে, মিঃ হোমস,' হোমসের কথায় আর আচরণে মিস হ্যারিসন যে ক্রমেই অবাক হচ্ছেন তা তাঁর গলার আওয়াজেই টের পেলাম।

'রাতে শুতে যাবার আগে বাইরে থেকে এ ঘরের দরজায় তালা দেবেন, আমায় কথা দিন।'

'তালা দিলে পার্সি শোবে কোথায়?'

'উনি আমাদের সঙ্গে লণ্ডনে যাবেন।'

'আর আমি এখানে একা একা কাটাব?'

'ওঁরই ভালর জন্য বলছি, এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে এক আপনিই ওকে বাঁচাতে পারেন। শীগগির, কথা দিন!'

ঘাড় নেড়ে কথা দিলেন অ্যানি হ্যারিসন, সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে তাঁর দাদা জোসেফ বলে উঠলেন, 'ঘরের ভেতর বসে না থেকে বাইরে রোদে এসো, অ্যানি!'

'না জোসেফ, আমার মাথা ধরেছে,' শোবার ঘর থেকে অ্যানি জানালেন, 'এখানে ঘরের ভেতর ঠাণ্ডায় বরং ভাল লাগছে।'

'বলুন মিঃ হোমস, এবার কি করার আছে?' পার্সি জানতে চাইল।

'দেখুন, মিঃ ফেল্পস, গতকাল রাতে যা ঘটেছে আমার মতে তা নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনা। এ নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে আসল রহস্য থেকে আমাদের কোনমতেই সরে আসা চলবে না। তদন্তের স্বার্থে বলছি আপনি এখনই আমাদের সঙ্গে লণ্ডন চলুন।'

'এক্ষুনি?'

'যত শীগগির সম্ভব, ধরুন ঘন্টাখানেকের ভেতর।'

'আমার শরীর তো এখন আগের চাইতে সুস্থ, তা আপনি কি আজকের রাতটা আমায় লণ্ডনেই কাটাতে বলছেন?'

'ঠিক ধরেছেন, কথাটা আমিই বলতে যাচ্ছিলাম।'

'একদিন গিয়ে ভালই হবে। আজ রাতে চোর ব্যাটা ফের শোবার ঘরে ঢুকতে এসে দেখবে পাখি উড়ে গেছে। ইয়ে, জোসেফ সঙ্গে যাবে তো, নয়ত আমার দেখাশোনা ---'

'ওঁকে দিয়ে কোনও দরকার নেই, আপনার বন্ধু ওয়াটসন নিজে ডাক্তার, আপনার দেখাশোনার ভার ও নিজেই নিতে পারবে।'

লাঞ্চ খেয়ে পার্সিকে নিয়ে হোমস আর আমি এলাম স্টেশনে; অ্যানি কথা রেখেছেন, শোবার ঘরে খাবার আনিয়ে লাঞ্চ সারলেন, আমাদের সঙ্গে টেবিলে বসেন নি। কিন্তু হোমসের আসল মতলব কি অনেক ভেবেও বুঝে উঠতে পারলাম না।

লণ্ডন যাবার ট্রেন আসতে হোমসের কথা মতন পার্সিকে নিয়ে আমি উঠে পড়লাম; ট্রেন ছাড়বার মুখে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে হোমস হঠাৎ জানাল যে সে আমাদের সঙ্গে লণ্ডন যাবে না।

'দু'একটা খুঁটিনাটি জিনিস একটু তলিয়ে দেখতে হবে তাই এখানে থেকে গেলাম, মিঃ ফেল্পস। আপনি এখানে না থাকলেই বরং আমার কাজের সুবিধে হবে। ওয়াটসন, বেকার স্ট্রিটের আস্তানায় বাড়তি শোবার ঘর আছে, আজ রাতের মত ওখানেই ওঁর শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ো। তোমরা দু'জনেই দু'জনের স্কুলের বন্ধু, গল্প করে দিব্যি সময় কাটাতে পারবে। আমার না ফেরা পর্যন্ত ওঁকে দেখে রেখো। মিঃ ফেল্পস, ভাববেন না, কাল সকালে তিনজনে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাব। সকাল ৮.৩০টায় ওয়াটার্লুর একটা গাড়ি এখান থেকে ছাড়ে, ওটায় চাপব।'

'কিন্তু আমি লণ্ডনে থাকলে আমাদের তদন্তের কি হবে?' হোমস আচমকা মত পাল্টানোয় ক্ষোভ ফুটে বেরোল তার গলায়।

'ও আগামিকাল দেখা যাবে,' বলল হোমস, 'লণ্ডনে না গিয়ে এখন এখানে থেকে অনেক কাজ সারতে পারব।' তার কথা শেষ হতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

'কাল রাতে ফিরছি বাড়িতে খবরটা বলে দেবেন,' জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল পার্সি ফেল্পস।

'আজ আর আমি আপনার বাড়িতে যাব না ' প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো হোমসের জবাব স্পষ্ট কানে এল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সে হাত নাড়ল।

হোমস কেন সঙ্গে এলেন না এই প্রশ্নের জবাব পেট থেকে বের করতে পার্সি অর্ধেক রাত আমায় জ্বালিয়ে মারল। অনেক বোঝানোর পরে শান্ত হয়ে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার ঘুম ভাঙ্গল সকাল ৭-০০টায়। বিছানা থেকে নেমে চোখে মুখে জল দিয়েই ঢুকলাম পার্সির ঘরে। পার্সি আগেই উঠেছে। বলল সারা রাত দুশ্চিন্তায় দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি। বলেই জানতে চাইল হোমস ফিরেছে কিনা।

'কথা যখন দিয়েছেন তখন উনি ঠিক সময়েই আসবেন দেখে নিয়ো.' বললাম, 'ঠিক সময়মত উনি আসবেন। আগেও না পরেও না।'

সকাল ৮-০০টার কিছু পরে হোমস ফিরে এল; জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলাম সে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামছে, বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ, ভুরু কোঁচকানো, মুখ ফ্যাকাশে।

'হেরে যাওয়া বিধ্বস্ত মানুষের মত দেখাচ্ছে,' বলল পার্সি।

তিনটে ঢাকনা আঁটা বড় বাটিতে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে টেবিলে এনে রাখলেন মিস হাডসন। আমরা তার আগেই এসে বসেছি। চা আর কফি নামিয়ে রেখে মিস হাডসন চলে যেতেই খাবারের

ওপর হামলে পড়ল হোমস, জানতে চাইল, 'ব্রেকফাস্টে আজ কি খানা, ওয়াটসন?'

'হ্যাম, চিকেন আর ডিম,' আমি বললাম।

'বাঃ! তোফা! বলুন মিঃ ফেল্পস, কি দিয়ে শুরু করবেন, ডিম না ফাউলকারি?'

'থাক, আমার খিদে নেই,' বলল পার্সি, 'এখন কিছু খাব না।'

'কিছু খাবেন না তাও কি হয়? তা বেশ, খেতে না চাইলে খাবে না, ওটা আমার দিকে এগিয়ে দিন।' ইশারায় ঢাকনা আঁটা একটা বড় বাটি দেখাল হোমস।

ঢাকনা খুলেই পার্সি তাজ্জব; ভেতরে খাবার কোথায়, এতো একটা গুটিয়ে রাখা নীলচে ধূসর কাগজ। পর মুহূর্তে ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিল সে, চেয়ার ছেড়ে উঠে বুকে বারবার সেটা ছুঁইয়ে আনন্দে ঘরের ভেতর নাচতে লাগল তিড়িং বিড়িং করে। এত বড় অসুখ থেকে সবে সেরে উঠেছে, এত উত্তেজনা শরীরে সইবে কেন, তাই একটু বাদেই ক্লান্ত হয়ে আর্মচেয়ারে বসে পড়ল পার্সি। দু'ঢোক ব্র্যান্ডি গলায় ঢেলে তাকে চাঙ্গা করলাম।

'বুঝেছি, আপনাকে এভাবে চমকে দিয়ে ঠিক করিনি,' বলল হোমস, 'কিন্তু কি করব বলুন; ওয়াটসন জানে নাটক করা আমার বরাবরের স্বভাব।'

'দলিলটা এভাবে ফিরে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি, মিঃ হোমস,' বলতে বলতে আবেগে পার্সির চোখে জল এসে গেল, 'আপনি আমার মান ইজ্জত বাঁচিয়েছেন, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন! এটা পেলেন কোথায়?'

'কোথায় আবার,' খেতে খেতেই জবাব দিল হোমস, 'ওকিং-এ আপনার হবু স্ত্রীর বাড়িতে, এই আড়াই মাস যেখানে ছিলেন।'

'ওকিং-এ! কিন্তু তা কি করে সম্ভব?' অবাক হল পার্সি ফেল্পস।

'আরে মশাই সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা,' খাওয়া শেষ করে পাইপ ধরাল হোমস, স্টাডিতে এসে নিজের চেয়ারে বসে শুরু করল ঃ

'আপনারা দু'জন ট্রেনে চেপে দিব্যি চলে গেলেন, আমি আন্দাজ করে দেখলাম হাতে বেশ কিছু সময় আছে, এই ফাঁকে কাছে পিঠে একটু ঘুরে আসা যাক। আপনাদের সারে এলাকাটি সত্যিই সুন্দর। বনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় একটা ছোট গ্রামে এসে হাজির হলাম নাম তার রিপলি। ঐখানে এক ছোট সরাইয়ে উঠে পেট পুরে চা জলখাবার খেলাম। পুরো দিনটা ওখানে কাটিয়ে সন্ধ্যের পরে রওনা হলাম ওকিং-এর দিকে। তার আগে রাত কাটানোর মত গরম চা পুরে নিলাম ফ্লাস্কে, কাগজে মুড়ে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ রাখলাম পকেটে, সরাইখানা ছেড়ে আসার মুখে এসব যোগাড় করেছিলাম।

সূর্য ডুবেছে অনেক আগে। হাঁটতে হাঁটতে এসে গেলাম মিস হ্যারিসনের বাড়ির কাছে। লনে ঢোকার গেট খোলাই ছিল কিন্তু পাছে বাড়ির ভেতর থেকে কেউ দেখে ফ্যালে এই ভেবে আমি কোনও ঝুঁকি নিলাম না, কাঠের বেড়া বেয়ে লনে ঢুকলাম। ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে এগোলাম। আমার ট্রাউজার্সের হাঁটুর কাছে ধুলো মাখা ছেঁড়া জায়গাটার দিকে তাকালেই তার প্রমাণ পাবেন — ঐভাবে এগোতে এগোতে আপনার শোবার ঘরের জানালার মুখোমুখি রডোডেনড্রন ঝোপের কাছে চলে এলাম। ঐখানে বসে জানালার দিকে নজর রাখলাম। জানালার জাফরি তোলা ছিল তাই দেখলাম মিস হ্যারিসন টেবলে বই রেখে একমনে পড়ছেন। রাত সোয়া দশটা নাগাদ উনি বই রেখে উঠলেন, জানালার পাল্লা বন্ধ করলেন তাও চোখে পড়ল। তালার চাবি ঘোরানোর আওয়াজ কানে আসতে বুঝলাম যেমন বলে দিয়েছিলাম সেইভাবে বাইরে গিয়ে শোবার ঘরের দরজায় তালা আঁটলেন। মনে রাখবেন মিস হ্যারিসন সহযোগিতা না করলে এই দলিল উদ্ধার করা কোনমতেই সম্ভব হত না। খানিক বাদে বাড়ির সব আলো নিভে গেল। রডোডেনড্রন ঝোপের ভেতর আমি ঠায় বসে আছি শোবার ঘরের বন্ধ জানালার পানে তাকিয়ে।

অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও মাছ ধরার জন্য ছিপ ফেলে বসে থাকার মত উত্তেজনা ভেতরে ভেতরে অনুভব করছি। 'স্পেকলড ব্যাণ্ড' কেসের কথা মনে আছে, ওয়াটসন? সেবারও এমনই এক ঘরের জানালার দিকে তুমি আর আমি নজর রেখে বসেছিলাম। তবে এবার আমি একা। সময় আর কাটতে চায় না। কাছেই গির্জাতে পনেরো মিনিট পরপর ঘণ্টা বাজছে। রাত প্রায় দুটো নাগাদ ছিটকিনি খোলার আর চাবি দিয়ে তালা খোলার মৃদু আওয়াজ কানে এল। দেখলাম কাজের লোকেদের বাইরে আসার দরজা খুলে গেল, বাড়ির ভেতর থেকে একটা ছায়ামূর্তি পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল, জোছনার আলোয় দেখলাম লোকটি আর কেউ নয় আপনারই হবু শ্যালক জোসেফ হ্যারিসন।'

'জোসেফ!' আঁতকে উঠল পার্সি।

'হ্যাঁ, মাথায় টুপি নেই, একটা কালো আলখাল্লা এমনভাবে কাঁধে রাখা যাতে দরকার হলেই তা দিয়ে মুখখানা ঢেকে ফেলতে পারেন। পা টিপে টিপে তিনি এসে দাঁড়ালেন শোবার ঘরের বন্ধ জানালার কাছে, একখানা বড় ছুরি বের করে তার ফলা চৌকাটের ফাঁকে গলিয়ে কবজায় চাড় দিতে লাগলেন। একটু চেষ্টা করতেই কবজা খুলে গেল, একইভাবে খিল সরিয়ে জোসেফ জানালার পাল্লা দুটো খুলে দেখলেন। খোলা জানালা দিয়ে জোসেফ ঢুকে পড়লেন শোবার ঘরে, আমিও ঝোপ থেকে বেরিয়ে জানালার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দেখি দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে তিনি ম্যান্টলপিসে রাখলেন, তারপর দরজার কাছে কার্পেট তুলে কাঠের মেঝে থেকে একফালি চৌকো কাঠ তুলে তার ফাঁকে হাত গলিয়ে দিলেন। আপনার পকেটে যেটা আছে সেই গোটানো কাগজটা জোসেফ সেই ফাঁক থেকে বের করলেন, কাঠের ফালি চাপা দিয়ে মেঝের ফাঁক বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। ফুঁ দিয়ে মোমবাতি দুটো নেভালেন জোসেফ। আগের মতই জানালা গলে বাইরে আসতেই দু'হাতে খপ করে তাঁকে ধরে ছুঁড়ে ফেললাম মাটির ওপর। লোকটার গায়ে প্রচণ্ড জোর, চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে এসেছি ভেবেই ছুরি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। ছুরির ধারালো ফলায় লেগে ডানহাতের দুটো আঙ্গুলের গাঁট চিরে গেল। ঐ অবস্থাতেই আবার তাকে আছড়ে ফেললাম। আবার উঠে দাঁড়ালেন জোসেফ, কিন্তু আবার তেড়ে আসতেই ডানহাতে এমন এক মোক্ষম ঘুষি ঝাড়লাম ওঁর মুখে যে বাঁ চোখ প্রায় কানা হবার জোগাড়। ঘুসি খেয়ে থমকে গেলেন জোসেফ। তখন মিষ্টি কথায় বোঝালাম কাগজখানা আমার বড্ড দরকার, ভালোয় ভালোয় দিয়ে দিন নয়ত আরও দুঃখ আছে কপালে। আরেকটা চোখের হালও এমনি করে ছাড়ব তাও বললাম। আমার যুক্তি বুঝতে পেরে জোসেফ আর গাঁইগুঁই করলেন না, বাধ্য ছেলের মত কাগজখানা বের করে আমার হাতে দিয়ে সরে পড়লেন। আমি সময় নষ্ট করিনি। আজ সকালেই ওকিং থেকে ইন্সপেক্টর ফোর্বসকে সব জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি; চটপট গিয়ে হাজির হলে উনি জোসেফকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাবেন, নয়ত দেরি হলে পাখি খাঁচা ছেড়ে পালাবে। আমি অবশ্য বলব সরকারের পক্ষে তা ভালই হবে, এই ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়ালে লর্ড হোল্ডহার্স্ট আর আপনি, দু'জনেরই মান ইজ্জৎ নিয়ে টানাটানি হবে। তার চেয়ে পুলিশ আসার আগে জোসেফ যে চুলোয় চান চলে যান!'

'এ যে বিশ্বাসই হচ্ছে না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল পার্সি, 'যে ঘরে আড়াই মাস শুয়ে আছি, খোয়ানো দলিল এতদিন তারই মেঝের নীচে পড়েছিল?'

'তাই তো দাঁড়াল।'

'শেষকালে জোসেফ! আমার হবু শ্যালক! চোর! শয়তান কাঁহিকা!'

'লোকটার দু'রকম চেহারা,' বলল হোমস 'বাইরের চেহারা দেখে আসল চেহারা টের পাবার সাধ্য নেই। কাল রাতে মারতে মারতে আধমরা করে যখন জেরা করলাম তখনই আসল কথা

বলল — ফাটকায় টাকা খাটিয়ে জোসেফ প্রচুর লোকসান খেয়েছেন, এখন দেনার দায়ে মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে যাবার দাখিল। তাই টাকা কামানোর জন্য উনি এই মুহূর্তে যে কোন কাজ করতে তৈরি। ভীষণ স্বার্থপর লোক বলেই নিজের বোন আর আপনার সর্বনাশ করতে একাজ করেছিলেন।'

'আমার মাথা ঘুরছে,' চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়ে গা এলিয়ে দিল পার্সি ফেল্পস, 'আপনার কথায় সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'ঘটনার দিন রাতে একই ট্রেনে লণ্ডন থেকে জোসেফের সঙ্গে আপনার ওকিং ফেরার কথা ছিল,' বলল হোমস, 'তাই গোড়াতেই আমার সব সন্দেহ পড়েছিল ওঁর ওপর। আপনার অফিস ওঁর জানা তাই আপনাকে ডেকে বের করে আনতে উনি সে রাতে ওখানে হাজির হন। কফির তাগাদা দিতে আপনি আপনার কামরা ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে এলেন। ঠিক তখনই জোসেফ হ্যারিসন ওখানে ঢুকলেন। আপনি চেয়ারে নেই দেখে ভাবল কাছেই কোথাও গেছেন তাই ডাকতে ঘণ্টা বাজাল। ঘটনাক্রমে তখনই ওঁর নজর পড়ল টেবলে, দেখলেন একটা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দলিল টেবিলে পড়ে আছে খোলা অবস্থায়। ওটা হাতিয়ে জায়গা মতন গছাতে পারলে প্রচুর টাকা হাতে আসবে এটা আঁচ করতে ওঁর এক সেকেণ্ডও লাগল না। ওটা তুলে গুটিয়ে পকেটে পুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন জোসেফ, ছোট সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে পড়লেন চার্লস স্ট্রিটে। এত ঘটনার বিন্দুবিসর্গও আপনি জানতে পারেননি। সেই মুহূর্তে আপনি একতলায় দরোয়ান মিঃ ট্যাঙ্গির খুপরিতে, আপনাব কামরার ঘণ্টা কে বাজাল তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে ব্যস্ত দু'জনে।

বাড়ি ফেরার পথে জোসেফ ঠিক করলেন জায়গা বুঝে দলিলটা রাখবেন, ততদিন ওটা রাখবেন নিজের জিম্মায়। সেই মতন নিজের শোবার ঘরের মেঝের এক টুকুরো কাঠ তুলে ভেতরের ফাঁকে দলিলটা রেখে ওপর থেকে কাঠ চাপা দিয়ে ফাঁক বোজালেন। বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় রইল না। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় আপনি বাড়ি ফেরায় ওঁর মতলব গেল বানচাল হয়ে। নিজের শোবার ঘর আপনাকে ছেড়ে দিয়ে জোসেফ সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। দিনেব বেলা বোন আর রাতে নার্স ঘরে থাকত বলে এতদিন সুযোগ পাননি, পরশু রাতে নার্সকে ছাড়িয়ে আপনি একাই শুতে গেলেন, সুযোগ এসেছে ধরে নিয়ে জোসেফ দলিল সরাতে এলেন কিন্তু আপনি জেগে যাবার ফলে পারলেন না। মিঃ ফেল্পস, '' ়শু রাতে আপনি কি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন?'

'না।'

'তাই জানালার পাল্লা খোলার শব্দ কানে যেতেই ঘুম ভেঙ্গেছিল,' বলল হোমস, 'জোসেফ দেখল আরেকবার সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। দলিল ঐ শোবার ঘরেই আছে আমিও আঁচ করেছিলাম কিন্তু কোথায় আছে জানতে পারিনি। তাই মিস হ্যারিসনকে গতকাল শপথ করালাম যাতে সারাদিন ঘর ছেড়ে বাইরে না যান। উনি কথামতন কাজ করে আমার সুবিধে করে দিলেন, ধরা না পড়লেও চোর কে জানা হল, তাকে দিয়েই দলিল বের করিয়ে আনলাম। বলুন আর কি জানতে চান।'

'দরজা দিয়ে না ঢুকে জোসেফ জানালা দিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন কেন?'

'তাতে ব্যাপারটা জানাজানি হত তাছাড়া রাতে ওঁর বোন দরজায় তালা এঁটেছিলেন মনে নেই?'

'ছুরি নিয়েছিলেন কি শুধু জানালা খুলতে, না খুন করার ইচ্ছেও ওঁর ছিল, মিঃ হোমস?'

'হয়ত জানালা খুলতেই, মিঃ ফেল্পস,' হোমস বলল, 'তবে জোসেফ হ্যারিসনের মত ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করা যায় না তা আমি বুঝেছি।'

বার

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ফাইনাল প্রব্লেম

প্রিয়তম বন্ধু ও এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আইনরক্ষক শার্লক হোমসের শেষের এই কাহিনী লিখতে বসে প্রচণ্ড বিয়োগব্যথায় আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, বিশ্বাসই হচ্ছে না শার্লক হোমস বেঁচে নেই, আর কখনও তাকে দেখতে পাব না। হোমসের রহস্য সমাধানের কাহিনীর শুরু 'এ স্টাডি ইন স্কারলেট' এ, তা চূড়ান্ত রূপ নেয় 'নাভাল ট্রিটি'-তে। একরকম ঠিকই করেছিলাম শার্লক হোমসকে নিয়ে আর কিছুই লিখব না। কিন্তু কর্ণেল জেমস মরিয়ার্টি হালে চিঠিপত্রে তাঁর ভাইটির কিভাবে মৃত্যু ঘটেছিল সেই স্মৃতিচারণ যেভাবে করে চলেছেন এবং সেই ফাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন তাতে আমার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। সত্যি সত্যিই বাস্তবে কি ঘটেছিল সেকথা দুনিয়ার মানুষকে জানাতে আবার আমি কলম ধরতে বাধ্য হলাম। যতদূর মনে পড়ে ১৮৯১-এর ৬ই মে তারিখের 'জার্নাল দ্য জেনেভ' দৈনিক, ৭ই মে তারিখের সবক'টি ইংরেজি খবরের কাগজে রয়টারের খবর এবং কর্ণেল জেমস মরিয়ার্টির চিঠিপত্রে হোমসের মৃত্যুর বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। খবরের কাগজে যা ছেপে বেরিয়েছে তা ঘটনার নিতান্ত সারসংক্ষেপ, এবং তৃতীয় অর্থাৎ মরিয়ার্টির চিঠিপত্রে যা বেরিয়েছে তার আরেক নাম নির্জলা মিথ্যে। এইসব কারণেই প্রফেসর মরিয়ার্টি আর হোমসের মধ্যে কেমন লড়াই শুরু হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত কি পরিণতি ঘটেছিল তা দেশবাসী সহ গোটা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছি।

আশা করি সবার মনে আছে বিয়ের পরেই আমায় গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করতে হয়েছিল। এই কারণে হোমসের আস্তানা ছেড়ে আলাদা বাসা ভাড়া নেবার কথাও আগের কাহিনীতে উল্লেখ করেছি। হোমসের সঙ্গে যোগাযোগ আগের তুলনায় কমে এলেও দরকার হলেই সে এসে হাজির হত, আমায় বাড়ি থেকে টেনে বের করে নিয়ে যেত। ১৮৯০-এ হোমসের মাত্র তিনটি কেসের সমাধানে তার সঙ্গী হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে বছরের শেষ নাগাদ শীতকালে এবং পরের বছর ১৮৯১-এর বসন্তকালের গোড়ায় খবরের কাগজ পড়ে জেনেছিলাম দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলায় ফরাসি সরকার তাকে নিয়োগ করেছেন। ফ্রান্সের নিম্‌স আর নাইবোন থেকে পাঠানো তার দুটি সংক্ষিপ্ত চিঠি পড়ে বুঝেছিলাম আপাতত বেশ কিছুদিন তাকে ফরাসিদের সঙ্গেই কাটাতে হবে। এই কারণেই ২৪শে এপ্রিল তারিখে সন্ধ্যের পরে হোমসকে আমার চেম্বারে ঢুকতে দেখে বেশ অবাক হলাম, আগের চেয়ে আরও বেশি রোগা আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে তাকে।

'বুঝতে পেরেছি কি বলতে চাও,' যেন চাউনি দেখে সে মনের ভাব জেনে বলল, 'কাজের চাপ এত বেড়েছে যে সময়মত শরীরের যত্ন নিতে পারছি না। ইয়ে, জানালার খড়খড়ি এঁটে দিলে তোমার অসুবিধা হবে?'

রুগী দেখা শেষ করে আমি তখন বই পড়ছি, টেবলের ওপর জলন্ত ল্যাম্প ছাড়া ঘরের ভেতর আলোর দ্বিতীয় উৎস নেই। সেই আলোয় স্পষ্ট দেখলাম হোমস দেওয়ালে পিঠ ঘষটে জানালার কাছে এল, চটপট খড়খড়ি ফেলে ছিটকিনি এঁটে দিল।

'মনে হচ্ছে প্রচণ্ড ভয়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছো?' হোমসের রকম দেখে জানতে চাইলাম।

'ঠিক ধরেছো।'

'কিসের ভয়?'

'এয়ারগান-এর।'

'এয়ারগান, তার মানে? তোমার কি হয়েছে, হোমস?'

'এতদিন ধরে আমায় দেখছো, ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'ভয় ব্যাপারটা যে আমার ধাতে নেই

তা তোমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। কিন্তু বিপদ, মারাত্মক বিপদ যখন পিছু নেয় তখন তাকে ভয় না পাওয়া হল মূর্খামি। একটা দেশলাই দেবে?' পাইপ নয়, সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে একটু ধাতস্থ হল সে।

'এত রাতে আসার জন্য মাফ চাইছি,' বলল হোমস, 'এবার আমি উঠব, দরজা দিয়ে নয়, তোমার বাগানের পাঁচিল টপকে পালাব, এজন্য আবার মাফ চাইছি।'

'এসবের মানে কি?' প্রশ্ন করলাম।

জবাব না দিয়ে ল্যাম্পের সামনে ও ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল; তখনই দেখলাম দুটো আঙ্গুলের গাঁট ফেটে রক্ত ঝরছে।

'দেখলে তো, যা ভাবছো ব্যাপার আসলে মোটেই তত হালকা নয়,' মুখ টিপে হাসল হোমস, 'মিসেস ওয়াটসন বাড়ি আছেন?'

'না, দূরে গেছে, কয়েকদিন বাদে ফিরবে।'

'তাহলে এই মুহূর্তে তুমি একা?'

'পুরোপুরি।'

'বাঃ, চমৎকার! তাহলে চলো দিন সাতেকের জন্য আমার সঙ্গে ইওরোপে ঘুরে আসবে।'

'ইওরোপের কোথায়?'

'যেখানে হোক গেলেই হল, আমার কাছে সব সমান।'

ভারি অদ্ভুত ঠেকছে আজ হোমসের কথাবার্তা। এতদিন তার সঙ্গে কাটিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে জানি কোন কারণ ছাড়া লক্ষ্যহীনভাবে ছুটি কাটিয়ে সময় নষ্ট করার লোক শার্লক হোমস নয়; অন্যদিকে তার সাংঘাতিক ফ্যাকাশে আর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়া মুখ দেখে বেশ বুঝতে পারছি প্রতিটি মুহূর্ত হোমস অবর্ণনীয় মানসিক উত্তেজনার মধ্যে কাটাচ্ছে। আমার মনোভাব আঁচ করে এবার সব খুলে বলল হোমস। প্রথমেই বলে উঠল, 'ওয়াটসন, প্রফেসর মরিয়ার্টির নাম আগে শুনেছো?'

'না, কখনও শুনিনি।'

'ঐখানেই তো মজা, অসামান্য প্রতিভাবান লোক হলে যেমন হয়। ওয়াটসন, আমার কথা বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছে, তবু জেনে রাখো, যার নাম এক্ষুণি শোনালাম সেই লোক গোটা লণ্ডন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, এখানকার সবকিছুর মধ্যে সে আছে অথচ কেউ তাকে চেনে না, তোমার মতই কেউ তার নামও শোনেনি। আর এইভাবেই সে এসে পৌঁছেছে অপরাধের পাহাড় চূড়োয়। ওয়াটসন, এই একটা লোককে যদি আচ্ছা মার মারতে পারি, যদি সমাজ থেকে তাকে সরিয়ে দিতে পারি তাহলে জানব আমার পেশাগত জীবনে এক চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেছি। তখন এ সব ছেড়ে দিয়ে শান্তিতে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দিতেও আমি তৈরি। তোমায় বিশ্বাস করে বলছি, ওয়াটসন, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাজ পরিবার আর ফরাসি প্রজাতন্ত্রের হয়ে হালে কয়েকটা মামলার কিনারা করে টাকাকড়ি যা হাতে এসেছে তাতে আমি যেমন চাই তেমনই শুধু রাসায়নিক গবেষণা নিয়ে শান্তিতে বাকি জীবন কাটাতে পারি। কিন্তু প্রফেসর মরিয়ার্টির মত এক বদমাশ, জ্যান্ত শয়তান লণ্ডনের রাস্তায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে ট্রিট করার মত একটা লোকও এ শহরে নেই, যতদিন এ ব্যাপারটা মনে থাকবে ততদিন একটুও শান্তিও আমি পাব না।'

'কিন্তু এ লোকটা কি করেছে?'

'অসাধারণ প্রতিভাবান এই কর্ণেল জেমস মরিয়ার্টি, তেমনই অদ্ভুত তার কর্মজীবন। ভদ্রবংশে জন্মেছে, উচ্চশিক্ষিত, গণিতে অসাধারণ মাথা। মাত্র একুশ বছর বয়সে 'বাইনোমিয়াল থিয়োরেম'-এর ওপর এক প্রবন্ধ লিখে ইওরোপের নামী গণিতের অধ্যাপকদের সবার নজর কেড়ে নিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধের কল্যাণেই মরিয়ার্টি এক ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়িয়েছিলেন। তারপরেই এই

অসামান্য প্রতিভার আড়ালে লুকোনো অপরাধ প্রবৃত্তি বিষাক্ত সাপের মত ফণা তুলল, প্রচণ্ড মানসিক শক্তির অধিকারী হওয়ায় নিজেকে আড়ালে রেখে নানারকম অপরাধমূলক কার্যকলাপের পরিকল্পনা তৈরি হতে লাগল তাঁর মগজের খোপে। পড়ানো বেশিদিন ওঁর ধাতে সইল না। হয়ত রক্তের ভেতরেই তাঁর লুকিয়ে আছে অপরাধী সত্তা তাই অধ্যাপনার পথে টিকতে পারেননি। এক সময় মরিয়ার্টি চলে এলেন লণ্ডনে, হলেন সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষক। সাধারণ মানুষ তাঁর সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি জানে না। কিন্তু ওয়াটসন, তুমি জানো এই শহরের অপরাধ জগতের সবরকম খোঁজখবর আমি রাখি তাই মরিয়ার্টির কার্যকলাপও আমার অজানা নেই। লণ্ডনে যত কুখ্যাত অপরাধী আছে তারা সবাই পুতুলের মত এই মরিয়ার্টির হাতে ধরা সুতোর টানে ওঠাবসা করছে। চুরি, ডাকাতি, লুঠ, খুন, অপহরণ এছাড়া আরও যত অপরাধ আছে তাদের সবকটির আঙ্গিনায় প্রফেসর মরিয়ার্টি অবাধে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। মাকড়শার মত জাল ছড়িয়ে উনি বসে থাকেন মাঝখানে। তাঁরই বুদ্ধিমতন তাঁর বিভিন্ন সংগঠনভুক্ত অপরাধীরা একেকটি শিকারকে এনে ফেলে ঐ জালে। তিনি তখন মাকড়শার মতই সেই সব হতভাগ্য শিকারকে শুষে খান। শহরের পুলিশের নাকের ডগায় বসে এসব কাজ একে একে হাসিল করছেন তিনি অথচ পুলিশ সব জেনেও তাঁকে ধরতে পারছে না, এমনই নিরাপদ জায়গায় বসে আছেন মরিয়ার্টি। অনায়াসে তাঁকে লণ্ডনের অপরাধ জগতের নেপোলিয়ান বলা চলে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে গেলে দলের অপরাধীরা ধরা পড়লে প্রফেসরই উকিল লাগিয়ে তাদের জামিনের ব্যবস্থা করেন, দিনের পর দিন মামলা চালান তাদের বাঁচাতে। ওয়াটসন, একটানা তিনমাস প্রচণ্ড পরিশ্রম করে আমি এমন সব অকাট্য প্রমাণ জোগাড় করেছি যার সাহায্যে পুলিশ প্রফেসর মরিয়ার্টিকে আদালতে আসামির কাঠগড়ায় তুলতে পারবে। অসামান্য প্রতিভাধর হলে কি হবে, একদিন তিনি এক মারাত্মক ভুল করে ফেললেন যার ফলে তাঁকে ফাঁসাবার মত অনেক তথ্য আর প্রমাণ আমার মুঠোয় এসেছে। এসব কাজে লাগিয়ে এবার আমি মরিয়ার্টি সমেত ওর দলের সবক'টা বদমাশকে ফাঁসিতে ঝোলাব নয় লম্বা মেয়াদে জেলে পাঠাব। তাঁর বিশাল অপরাধচক্র আমি ধ্বংস করে ছাড়ব।

তবে প্রফেসর মরিয়ার্টিও বসে নেই। আড়ালে থেকে আমার সব কাজকর্মের ওপর তিনি নজর রাখছেন, দিনরাত আমার কাজেকর্মে যখন তখন নানারকম বাধাবিঘ্ন ঘটিয়ে আমায় লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে তিনি বদ্ধপরিকর তাও আমার নজরে এসেছে। আমার হিসেব যদি ঠিক থাকে আর পরিকল্পনামত যদি এগোতে পারি তাহলে আসছে সোমবারেই প্রফেসর জেমস মরিয়ার্টি দলবল সমেত ধরা পড়বেন পুলিশের হাতে। আজ সকালে ওঁকে জালে তোলার শেষ ব্যবস্থা পাকা করেছি। ঘরে বসে একা ওঁর কথা ভাবছি এমন সময় দরজা খুলে গেল, মরিয়ার্টি নিজে এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। লম্বা, পাতলা ছিপছিপে, কপাল ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, দু'চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হাড় পাঁজরা ভেদ করে মনের অতলে পৌঁছোয়। জাত অপরাধী হলেও অধ্যাপনার কঠোরতা তাঁর আপাদমস্তকে ছড়ানো, অনেক পড়াশুনো করার ফলে মাথা ঝুঁকে পড়েছে, সাপ যেভাবে ফণা দোলায় সেইভাবে তাঁর মাথাটাও একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে দুলছে। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ আমায় খুঁটিয়ে দেখে বললেন, 'ভেবেছিলাম আপনার মাথার সামনের দিকটা আরও উন্নত। ভাল কথা, ড্রেসিংগাউনের পকেটে রাখা গুলিভরা রিভলভারের ট্রিগারে আঙ্গুল বোলানো মোটেও ভাল নয়, ভারি বিপজ্জনক অভ্যাস।'

আসলে মরিয়ার্টি ঘরে ঢুকছেন দেখেই ড্রয়ার থেকে গুলিভরা রিভলভার ড্রেসিংগাউনের পকেটে রেখে তাঁর দিকে উঁচিয়েছিলাম।

'আপনি যে এখনও আমায় চেনেন না তার প্রমাণ পেলাম,' বললেন মরিয়ার্টি।

'ঠিক তার উল্টো,' প্রতিবাদ করলাম, 'আপনাকে আমার চিনতে বাকি নেই। পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি যদি কিছু বলার থাকে তাহলে ঐ চেয়ারে বসে বলুন।'

'যা বলতে চাই তা আপনার না জানার কথা নয়,' বললেন প্রফেসর।

'তাহলে আমি কি জবাব দেব আশা করি তাও জানেন,' আমি বললাম, 'এই আমার শেষ কথা।'

প্রফেসর পকেটে হাত দিতে আমি রিভলভার বের করলাম, কিন্তু না, উনি বের করলেন একটা ডায়েরি, তার পাতা উল্টে বলে যেতে লাগলেন, 'জানুয়ারির ৪ঠা আর ২৩শে আপনি আমার কাজে বাধা দিয়েছেন, মারাত্মক অসুবিধায় ফেলেছেন ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। মার্চের শেষ নাগাদ আমার পরিকল্পনা মাটি করেছেন আপনি; তারপর এখন, এপ্রিলের শেষ নাগাদ এমন ফাঁদ আমার চারপাশে পেতেছেন যে আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা পদে পদে বিপন্ন হচ্ছে। পরিস্থিতি কিন্তু ক্রমেই সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে।'

'তা আপনার দিক থেকে আমায় বাতলানোর মত কিছু আছে কি?'

'আমার পথ থেকে সরে দাঁড়ান।'

'সোমবারের পরে যা হবার হবে,' আমি বললাম।

'কি বাজে বকছেন, মিঃ হোমস,' মুচকি হাসলেন প্রফেসর, 'একথা আপনার মুখে মানায় না। হাসছেন হাসুন, প্রাণ ভরে মন ভরে হেসে নিন। তবে এও জানবেন আমার যে কথা সেই কাজ। এবার আমি যে পথে এগোব তাতে আপনি সত্যি মারা পড়বেন তাও বলে রাখলাম।'

'বিপদের ভেতর দিয়ে আমায় এগোতে হয় প্রফেসর,' বললাম, 'দয়া করে তাই প্রাণের ভয় আমায় দেখাবেন না।'

'নিজের কথা বলছি না,' প্রফেসর আবার বললেন, 'আপনি এমন এক শক্তিশালী সংগঠনের কাজকর্মে বাধা দিচ্ছেন যার ক্ষমতা সম্পর্কে কিছুই আপনার জানা নেই। ভাল চান তো সরে দাঁড়ান, মিঃ হোমস, নয়ত পায়ের নীচে ফেলে আমি আপনাকে পিষে গুঁড়িয়ে দেব।'

'মাফ করবেন,' উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এইসব আজে বাজে কথাবার্তার ফলে আমার হাতে যে কাজ আছে তার ক্ষতি হচ্ছে, আমায় এবার বেরোতে হবে।'

প্রফেসর মরিয়ার্টিও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, খানিকক্ষণ চুপ করে আমার পানে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনার কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছে, মিঃ হোমস। আপনি কোন পথে এগোচ্ছেন, আমায় কাঠগড়ায় তুলতে কি মতলব এঁটেছেন সব জানি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনি নন, আমিই জিতব, আপনি আমার কোন ক্ষতিই করতে পারবেন না। মাঝখান থেকে আপনি নিজেই শেষ হবেন।'

'আপনাকে শেষ করার পরে যদি শেষ হই তো জানবেন তাতে আমার এতটুকু দুঃখ নেই।'

'প্রথমটা ঘটবে কিনা জানি না, তবে দ্বিতীয়টা ঘটবেই,' গর্জে উঠলেন মরিয়ার্টি, তারপর কুঁজো পিঠটা আমার দিকে ফিরিয়ে পিটপিট করে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে বিদেয় হলেন। ওয়াটসন, সেই থেকে বড্ড অস্বস্তির মধ্যে কাটাচ্ছি, কারণ প্রফেসর মরিয়ার্টি যে কখনও মিছে ভয় দেখান না তা আর কেউ না জানলেও আমি জানি। আজ দুপুরে গিয়েছিলাম অক্সফোর্ড স্ট্রিটে। বেন্টিংক স্ট্রিটের মোড়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি আচমকা কোথা থেকে ছুটে এল, সময়মত ফুটপাতে লাফিয়ে না উঠলে ঠিক তার চাকার নীচে চাপা পড়তাম। খানিক বাদে ওপর থেকে একটা আস্ত ইট পায়ের কাছে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল। পুলিশ নিয়ে পাশের বাড়িতে উঠলাম কিন্তু একটি লোককেও চোখে পড়ল না। পুলিশের ধারণা হাওয়ায় ইট খসে পড়েছে। আমি সব জানি কিন্তু প্রমাণ খাড়া করার মত কিছুই নেই হাতের কাছে। ওখান থেকে গেলাম মাইক্রফটের কাছে, সারাদিন তার কাছে কাটিয়ে তোমার এখানে আসছি, মাঝপথে এক গুণ্ডা ডাণ্ডা হাতে তাড়া করে এল। ঘুষি মেরে তার সামনের কয়েকটা দাঁত দিলাম ভেঙ্গে, তখনই আমার আঙুলের গাঁটে চোট লাগল। এই কারণেই এখানে ঢুকেই জানালা এঁটেছি, এবার বাগানের পাঁচিল টপকে পালাবো। শোন, আমি

যাচ্ছি, যা যা বলছি মন দিয়ে শোন, ঠিক সেই মতন করবে। আমি চলে যাবার পর তোমার মালপত্র গুছিয়ে কাউকে দিয়ে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পাঠাও। কাল গাড়ি ডাকতে যাবার সময় কাজের লোককে বলে দেবে যাতে প্রথম দুটো ছেড়ে তৃতীয় গাড়িটা ভাড়া নেয়। এই ঠিকানায় গাড়ি নিয়ে যাবে, যেখানে দেখবে ফুটপাথের গা ঘেঁষে ব্রুহাম গাড়ি দাঁড়িয়ে, কোচম্যানের গায়ে কালো কোট তাতে লাল কলার। ঐ গাড়ি চেপে কন্টিনেন্টাস এক্সপ্রেস ছাড়বার মুখে পৌঁছোবে ভিক্টোরিয়ায়। এঞ্জিনের ঠিক পেছনে ফার্স্ট ক্লাস বগির দ্বিতীয় কামরা আমার জন্য রিজার্ভ করেছি।' এইটুকু বলে আর দাঁড়াল না হোমস, চোখের সামনে সত্যিই পাঁচিল টপকে দৌড়োল।

পরদিন ঠিক সময়েই স্টেশনে পৌঁছে চেপে বসলাম রিজার্ভ কামরায়। ট্রেন ছাড়তে মাত্র সাত মিনিট বাকি অথচ হোমসের দেখা নেই। এর মধ্যে আরেক ঝামেলা বাধল এক ইটালিয়ান পাদ্রিকে নিয়ে। কোন ফাঁকে রিজার্ভ কামরায় চেপেছেন চোখে পড়েনি। ট্রেন ছাড়ার বাঁশি বাজতেই তাঁকে দেখতে পেলাম। ট্রেন ছাড়তেই পাদ্রি হেসে বললেন, 'ওয়াটসন, কি আশ্চর্য এখনও আমায় গুড মর্নিং বলোনি।' অবাক হয়ে তাকাতে দেখলাম বুড়ো পাদ্রির চেহারা পাল্টে যাচ্ছে, বাঁকা নাক খাড়া হল, নীচের ঝোলা ঠোঁট সোজা হল, সবশেষে তার মুখের সব বলিরেখাও উধাও হল।

'হোমস, এতক্ষণ বসে আছি অথচ তোমায় চিনতেই পারিনি,' অবাক হয়ে বললাম।

'চুপ, ঐ দ্যাখো, স্টেশনে মরিয়ার্টিও হাজির!' ট্রেন তখন প্ল্যাটফর্ম ছাড়ছে, সেই মুহূর্তে দেখলাম লম্বা চেহারার একটা লোক ছুটে এসে হাত নেড়ে ট্রেন থামানোর ইঙ্গিত করল। কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে এসে গেছে।

'আজকের খবরের কাগজ দেখেছো?' জানতে চাইল হোমস।

'কাগজে বেরিয়েছে আমাদের বেকার স্ট্রিটের পুরোনো আস্তানায় আগুন লাগানো হয়েছিল? এখানে আসার মুখে মাইক্রফটকে চোখে পড়ল?'

'কই না তো।'

'সে কি, ওয়াটসন! কালো কোট পরা ব্রুহ্যাম গাড়িতে চেপে স্টেশনে এলে আর তার কোচম্যানের মুখের দিকে তাকালে না? তাহলে বুঝতে মাইক্রফট গাড়ি চালাচ্ছে।'

পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যান্টারবেরিতে আমায় সঙ্গে নিয়ে নামল হোমস, বলল নিউহ্যাভেনের ট্রেনে চাপবে, নানা দেশ ঘুরে সে ট্রেন সোজা চলে যাবে সুইজারল্যাণ্ডে। তার কথামতন ক্যান্টারবেরিতে পৌঁছে দু'জনেই নামলাম, ট্রেন চলে গেল। নিউহ্যাভেনের ট্রেন আসতে তখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। আচমকা ট্রেনের আওয়াজে চমকে উঠতেই দেখি মাত্র একখানা বগি নিয়ে একটা এঞ্জিন ছুটছে। 'ঐ বগিতে আছেন মরিয়ার্টি,' বলল হোমস, নিভিয়ে দিল দেওয়ালের আলো।

স্টাসবুর্গে পৌঁছে জানা গেল প্রফেসর ছাড়া ওঁর দলের সবাই ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে।

'আমি জানতাম মরিয়ার্টিকে ধরা যাবে না,' রেগেমেগে বলল হোমস, 'ভুল আমারই হয়েছে। ওয়াটসন, তুমি লণ্ডনে ফিরে যাও, প্রফেসরের সঙ্গে একা আমায় লড়তে দাও!' মরিয়ার্টির নাম বা তার কাজকর্মের কথা না জানলেও হোমসের মুখ থেকে যে বর্ণনা শুনেছি তাতে এটুকু বুঝেছি যে কখনও মুখোমুখি লড়াই দু'জনের মধ্যে বাধলে তা হবে এক ভয়ানক আমরণ যুদ্ধ, সেই মারাত্মক বিপদের মধ্যে এতদিনের সঙ্গীকে একা ফেলে রেখে দেশে ফিরে যাওয়া? এ দেহে প্রাণ থাকতে তা কখনও সম্ভব হবে না। তার পাশে আমার উপস্থিতি কতটা অপরিহার্য সে কথা বোঝাতে অনেক ঝগড়া করতে হল হোমসের সঙ্গে। সে রাতেই দু'জনে সুইজারল্যাণ্ডে রওনা হলাম। কখনও গাড়িতে কখনও পায়ে হেঁটে সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম আমরা। আগে শুনে এসেছি ইওরোপ, কিন্তু আজ গ্রামের ভেতর পাহাড়ি পথে চলতে গিয়ে আশপাশে যত তাকাচ্ছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি, মনে হচ্ছে একা ইওরোপ নয়, সুইজারল্যান্ড গোটা পৃথিবীর কাছে স্বর্গ, এমন অপরূপ প্রাকৃতিক সুষমা পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে জানি না।

হোমসের দুর্ভাগা প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য, এই রূপমাধুর্য চোখ মেলে দেখেছে অথচ তার রসাস্বাদন করতে পারছে না, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পিছু নিয়ে কখন এসে হাজির হয় সেই আশংকা অহরহ ফুটে বেরোচ্ছে তার দু'চোখে, আশেপাশে যখন যাকে দেখছে তারই পানে তাকাচ্ছে সন্দেহের চোখে। এরই মধ্যে পাহাড়ি পথে চলার সময় অনেক উঁচু থেকে বিশাল একখানা পাথর আচমকা তার গা ঘেঁষে ছিটকে পড়েছে হ্রদের জলে। ভয়ে নিমেষে ছাইপানা হয়ে উঠেছে হোমসের মুখ। সঙ্গী পথপ্রদর্শক সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে এপথে ওরকম চাঙড় যখন তখন পাহাড়ের গা থেকে খসে পড়ে, ওকে ভয় করলে এগোনো যায় না। শুনে হোমস কিছু না বলে শুধু হেসেছে।

এর পরের ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে শোনানোর মত মানসিক অবস্থা আমার নেই তাই সংক্ষেপে বলছি, তবে কিছুই বাদ দেব না।

৩রা মে তারিখে যে সরাইখানায় এসে উঠলাম তার নাম মেরিনজেন। সরাইয়ের মালিকের নাম পিটার স্টাইলার, বয়স অনেক হয়েছে, বললেন, এত দূরে যখন এসেছি তখন যাবার আগে রাইখেনবাক জলপ্রপাত যেন দেখে যাই।

৪ঠা মে বিকেলের দিকে রোজেনলাও নামে একটি গ্রামের দিকে রওনা হলাম দু'বন্ধু, রাইখেনবাক জলপ্রপাত যাবার পথে পড়ে, দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় চলে এলাম সেখানে।

রাইখেনবাক জলপ্রপাত, একধারে যেমন সুন্দর, তেমনই ভয়ংকর। পাহাড়ের ওপর থেকে সবুজ জলস্রোত নীচে আছড়ে পড়ে যে প্রচণ্ড শব্দ করছে তাতে কানে তালা লাগে, তাকিয়ে দেখলে ভয় জাগে মনে। প্রপাতের খুব কাছে যাওয়ার উপায় নেই, পায়ে হাঁটা পথ থেমে গেছে মাঝখানে। প্রপাত দেখে ফেরার পথ ধরার মুখে এক সুইস যুবক আমাদের দেখে দৌড়ে এল, একটা চিঠি আমাকে দিল সে। খুলে দেখি মেরিনজেন সরাইয়ের বৃদ্ধ মালিকের লেখা চিঠি, লিখেছেন জনৈক ইংরেজ যুবতী বেড়াতে এসে উঠেছেন তাঁর সরাইয়ে, ক্ষয়রোগে ভুগছেন তিনি। মহিলার অদ্ভুত গোঁ স্থানীয় সুইস ডাক্তার নয়, ইংরেজ ডাক্তার দিয়ে রোগের চিকিৎসা করাবেন। স্টাইলার উল্লেখ করেছেন রুগীর অবস্থা ভাল নয়, শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন, আয়ু আছে বড়জোর ঘণ্টাখানেক।

হোমসকে বিদেশ বিভুঁইয়ে একা রেখে যেতে মন চায় না; অন্যদিকে আমি ডাক্তার, কর্তব্যে বাঁধা। তা ছাড়া যে মরতে বসেছে তার শেষ ইচ্ছা রাখার ব্যাপারটাও মন থেকে সরানো যায় না। হোমসের সঙ্গে কথা বললাম, ও আমার মনের অবস্থা বুঝল। ঠিক হল এখান থেকে একাই যাবে রোজেনলাও-এ, রুগী মহিলাকে দেখে আমি সিধে যাব সেখানে, তবে পৌঁছোতে হয়ত রাত হবে।

আসার সময় মাঝপথে থেমে ঘুরে তাকালাম। দেখতে পেলাম পাহাড়ের গায়ে ঠেশ দিয়ে একদৃষ্টে হোমস তাকিয়ে আছে চঞ্চল জলস্রোতের পানে, দু'চোখ দিয়ে যেন উপভোগ করছে। তার সঙ্গে এই যে শেষ দেখা, আর কখনও তার সঙ্গে দেখা হবে না এই সরল সত্যটুকু কেন সেই মুহূর্তে মাথায় এল না সে প্রশ্নের উত্তর আজও পাইনি। পাহাড়ের নীচে নামার মুখে আরেকবার পেছন ফিরে তাকিয়েছিলাম, আর তখনই দেখেছিলাম বেজায় লম্বা একটি লোক তাড়াতাড়ি ধাপ বেয়ে ওপরে উঠছে।

মালিক স্টাইলার দাঁড়িয়েছিলেন সরাইখানার দোরগোড়ায়, আমায় একা ফিরতে দেখে অবাক হলেন, চিঠি দেখে পরিষ্কার ইংরেজিতে জানালেন এ চিঠি তাঁর লেখা নয়। এও বললেন যে ক্ষয়রোগে ভুগছেন এমন কোনও ইংরেজ যুবতী বা মহিলা ওঠেননি সরাইয়ে।

নিমেষের মধ্যে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল — আমায় হোমসের কাছ থেকে সরানোর মতলবেই ঐ চিঠি লেখানো হয়েছে। মালিক যা বললেন তার সারমর্ম হল হোমস আর আমি চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে খুব লম্বা এক ইংরেজ এসেছিলেন। তিনিই হয়ত চিঠিটা লিখে থাকবেন। ভদ্রলোক বলছিলেন — স্টাইলারের কথা শেষ হবার আগেই আমি দৌড়োলাম; যে পথে ফিরে এসেছি সে

পথ ধরেই এগোলাম। কি মূর্খ আমি, হোমসের মুখে গোড়া থেকে শুনে আসছি প্রফেসর মরিয়ার্টি লোকটা বেজায় লম্বা, খানিক আগেই দেখেছি বেজায় লম্বা একটি লোক দ্রুত পায়ে পাহাড় বেয়ে উঠছে — সে লোক কে তা এই মুহূর্তে বুঝতে আমার বাকি নেই।

যেখানে হোমসকে রেখে গিয়েছিলাম সেখানে পৌঁছোতে পুরো দু'ঘণ্টা লাগল। কিন্তু হোমসকে দেখলাম না, শুধু তার শৌখিন বেড়ানোর ছড়িটা পাহাড়ের গায়ে কেউ ঠেশ দিয়ে রেখেছে।

কোথায় গেল হোমস, কোথায় যেতে পারে? মাটির দিকে তাকাতে উত্তর পেলাম। স্পষ্ট দেখলাম জুতোপরা পায়ের ছাপ, একজন নয়, দু'জনের। দু'জন, তবে কি আমার আশংকাই ঠিক হল, যাকে পাহাড়ের গা বেয়ে দ্রুত উঠতে দেখেছিলাম সেই দীর্ঘদেহী লোকটিই —

দু'জোড়া পায়ের ছাপ পাহাড়ের পাথুরে রাস্তায় ভিজে কাদার ওপর দিয়ে প্রপাতের ধার পর্যন্ত গেছে, ফিরে আসেনি। আস্তে আস্তে পা ফেলে সেখানে এসে হাজির হলাম। এখানে কিছু কাঁটাগাছের ঝোপ আছে, আর আছে কিছু ফার্ণ গাছ। কিন্তু একি! ঝোপের পাতাগুলো এভাবে ছিঁড়ে তালগোল পাকাল কে, যেন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে এদের ওপর। ঝড় নয়, মন বলল, দু'জন লোক একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ধস্তাধস্তি করতে করতে ঝোপের ওপর ছিটকে পড়েছে, যার ফলে পাতাগুলো ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়েছে পথের ওপর।

সামনে অতল গর্ত পাতাল, প্রপাতের জল সগর্জনে ছিটকে পড়ছে সেখানে। সেদিকে তাকিয়ে কিছুই চোখে পড়ল না, পড়ার কথাও নয়। বন্ধুবর হোমসের নাম ধরে কয়েকবার চেঁচিয়ে ডাকলাম কিন্তু কারও সাড়া পেলাম না।

অগত্যা ফিরে এলাম। এবার ছড়ির কাছে হোমসের সিগারেট কেসটা চোখে পড়তে থমকে গেলাম। কেসটা হাতে নিয়ে খুলতে দেখি ভেতরে এককালি কাগজ, তাতে আমার নাম লেখা। খুলে বের করে চোখের সামনে আনতে দেখি চিঠি, আমায় লেখা হোমসের চিঠি।

'প্রিয় ওয়াটসন,

মরিয়ার্টি শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছে, তার কাছ থেকে একটু সময় চেয়ে এই চিঠি লিখছি। সত্যিই প্রফেসরের ক্ষমতা কি অসীম তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ওঁর মত এক ভয়ানক লোকের হাত থেকে সমাজকে মুক্তি দিতে এখন আমি তৈরি যদিও এজন্য যা দাম দিতে হবে তাতে দুঃখে সবচাইতে ভেঙে পড়বে তুমি নিজে। শেষ মুহূর্তে জানিয়ে যাই, সরাইখানার চিঠিটা জাল আমি আগেই আঁচ করেছিলাম, শুধু শেষ লড়াই একা লড়ব বলে তোমায় সরিয়ে দিলাম।

'এম' লেখা খুপরিতে একটা নীল খাম রেখে এসেছি ওপরে মরিয়ার্টির নাম লেখা। খামের ভেতরে ওদের দলের বিরুদ্ধে যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। ফিরে গিয়ে খামটা দেবে ইন্সপেক্টর প্যাটার্সনকে। মিসেস ওয়াটসন আর তুমি আমার শুভেচ্ছা নেবে।

ইতি —

তোমার বন্ধু শার্লক হোমস'

হোমসের শেষ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি, তারই জন্য প্রফেসর মরিয়ার্টির দলটা ধরা পড়েছে, কঠোর সাজা পেয়েছে দলের সদস্যরা সবাই। এক নিদারুণ অভিশাপের কবল থেকে দেশের সমাজকে মুক্ত করেছে হোমস।

রাইখেনবাক জলপ্রপাতের কাছে মাটি পরীক্ষা করে সবাই এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে ঘটনার দিন সত্যিই ওখানে দু'জন লোক প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি করেছিল। গড়াতে গড়াতে দু'জনেই নীচে জলস্রোতে ভর্তি খাদে পড়েছিল তাও প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঐ কুখ্যাত দলের মামলা চলার সময় মরিয়ার্টির কথা খবরের কাগজে তেমন করে ছাপা হয়নি, তাই তার সঙ্গে আমার বন্ধু হোমসের শেষ লড়াইয়ের এক বেদনা বিধুর কাহিনী এখানে তুলে ধরলাম।

রিটার্ন অফ শার্লক হোমস্

এক
এম্পটি হাউস

১৮৯৪ সালের বসন্তে ভীষণ অস্বাভাবিক ও জটিল অবস্থার মধ্যে সম্মানীয় রোনাল্ড অ্যাডেয়ার-এর হত্যাকাণ্ড পুরো লন্ডন শহরকে কৌতূহলী করে তুলেছিল; বিলাসী সমাজ শোকবিহ্বল হয়ে পড়েছিল। এই অপরাধের পুলিশী তদন্তে প্রকাশিত খবর সবই সাধারণ মানুষ জানলেও, বহু তথ্যই গোপন করা হয়েছিল। আজ প্রায় দশ বছর পর আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে ঘটনার হারানো যোগসূত্রগুলি উন্মোচিত করবার।

সহজেই অনুমেয় শার্লক হোমসের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা অপরাধ সম্পর্কে আমাকেও আগ্রহী করে তুলেছিল। তাঁর হারিয়ে যাবার পর যে সব সমস্যা জনগণের সামনে আলোচিত হয়েছে সবই আমি মন দিয়ে পড়েছি, এমন কি মানসিক তৃপ্তি পেতে বারংবার তার পদ্ধতিগুলি কাজে লাগিয়ে সে সব সমাধানের প্রয়াস করেছি, যদিও বিশেষ কিছুই এগোতে পারিনি। তবে অ্যাডেয়ার হত্যাকাণ্ডই আমাকে সবথেকে বেশি উদ্দীপিত করেছিল। এ সময়ে হোমসের মৃত্যু সমাজের পক্ষে কতখানি হানিকর তা পুনরায় উপলব্ধি করি। এই রহস্যে এমন কিছু ছিল যা তাকে আগ্রহী করত এবং তাঁর সাহায্যে পুলিশী তদন্ত সহজ সঠিক পথে এগোতে পারত। গাড়িতে বসে নানাভাবে বিষয়টির পর্যালোচনা করেও কোনটিই সঠিক বলে মানতে মন সায় দিল না। বিচারের পরে জনসাধারণ যা জেনেছিল তা পুনরাবৃত্তি করছি।

অস্ট্রেলিয়ার কোন একটি উপনিবেশের গভর্ণর মেনুথ অফ আর্লের দ্বিতীয় পুত্র রোনাল্ড অ্যাডেয়ার। সেই সময় ছানি অপারেশনের জন্য তার মা সবে অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে ৪২৭ পার্ক লেন-এ ছেলে রোনাল্ড ও মেয়ে হিল্ডা সহ বসবাস করে। ছেলেটির মেলামেশা ভদ্রসমাজে, উল্লেখ করার মত চারিত্রিক ত্রুটি ছিল না এবং তার কোন শত্রু আছে এমনটাও শোনা যায়নি। তার অচঞ্চল, আবেগবিমুখ জীবন যাপন স্বভাবতই স্বাভাবিক নিয়মে চলছিল। ১৮৯৪ সালের ৩০শে মার্চ রাত ১০-১১টা ২০র মধ্যে তার অভাবনীয় অদ্ভুত নির্মম মৃত্যুর আগে পর্যন্ত।

অ্যাডেয়ার ছিলেন তাস প্রেমী। সবসময়ই খেলতেন, তবে সতর্ক থেকে, যাতে নিজের কোন ক্ষতি না হয়। বল্ডুইন, কাভেন্ডিস ও ব্যাগটেস তাসের আসরের সভ্য ছিল সে। মারা যাবার দিন ডিনার সেরে মিঃ সারে, স্যার জন হার্ডি এবং কর্ণেল মোরান-এর সঙ্গে 'রবার' হুইস্ট খেলেছিল সে। জানা যায় তাস প্রায় একইরকম পড়ায় অ্যাডেয়ার পাঁচ পাউণ্ড হারে, তার মত ধনী ব্যক্তির কাছে গার কোন গুরুত্বই নেই। আর তাছাড়া সে যথেষ্ট সাবধানী এবং প্রায়শই জিতে থাকে। যেমন সাক্ষ্যে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী কিছুদিন পূর্বেই কর্ণেল মোরানের সঙ্গে জোড় বেঁধে গডফ্রে মিলনার ও লর্ড বালমোরাল জুড়িকে হারিয়ে ৪২০ পাউণ্ড জেতে।

হত্যার দিন তার মা, বোন সন্ধ্যা কাটাতে কোন আত্মীয়ের সঙ্গে বাইরে যায়। চাকরানি সাক্ষ্যে বলে অ্যাডেয়ার ক্লাব থেকে দশটায় ফিরে দোতলায় তার জ্বালানো আগুনের ধোঁয়া বেরোনোর জন্য সে জানালা খুলে দেয়। লেডি মেনুথ কন্যাসহ বাড়ি ফেরেন ১১টা ২০ মিনিটে। শুভরাত্রি জানাতে ছেলের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজা বন্ধ দেখে ডাকাডাকি ও দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেন কিন্তু

কোন ফল হয় না। লোকজন এসে দরজা ভাঙ্গে। ভেতরে টেবিলের কাছে ভাগ্যহীন রোনাল্ড অ্যাডেয়ার-এর মৃতদেহ পাওয়া গেল, যার মাথা রিভলভারের গুলিতে চূর্ণ। ঘরে কোন অস্ত্র ছিল না। টেবিলে ইতস্তত সাজানো ১০ পাউণ্ডের দু'খানা ব্যাঙ্ক নোট, সোনা রূপোর পয়সা মিলিয়ে ১৭ পাউণ্ড ১০ শিলিং, ছোট ছোট কাগজে ক্লাব ও বন্ধুদের নাম একথা প্রকাশ করে যে মৃত্যুর আগে তাস খেলার হারজিতের হিসেব সে কষছিল।

কোন উল্লেখযোগ্য ক্লু না থাকায় ঘটনাটি দুরূহ হয়ে ওঠে। প্রথমত অ্যাডেয়ার-এর দরজা বন্ধ ছিল, হত্যাকারী জানালা দিয়ে পালালে তার কোন চিহ্ন জানালা বা তার বিশ ফুট নিচে মাটিতে জাফরান ফুলের কেয়ারিতেও মেলেনি, রাস্তা থেকে বাড়ি পর্যন্ত জমিতেও কোন পায়ের ছাপ বা কিছু পাওয়া যায়নি। যুবকটি নিজেই দরজা বন্ধ করেছিল। কিন্তু কিভাবে সে মারা গেল? কোন চিহ্ন ছাড়া জানালা বেয়ে ওঠা অসম্ভব, যদি ধরে নেওয়া যায় জানালা দিয়ে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল তবে সে খুব পাকা শিকারী। এছাড়া পার্ক লেন বেশ জনাকীর্ণ পথ; বাড়ির একশ গজে একটি গাড়ির আড্ডা আছে, সেখানেও গুলির আওয়াজ পৌঁছয়নি; কিন্তু একজন মারা গেল। একটি রিভলভারের গুলি আবিষ্কৃত হল যা আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটল। অথচ মৃত ব্যক্তিটির তেমন কোন শত্রু নেই এবং ঘরের সমস্ত দামী বস্তু অক্ষত এবং যথাস্থানে রক্ষিত।

সারারাত ধরে ঘটনাগুলো ভাবতে ভাবতে একটা সূত্র বার করার চেষ্টা করলাম, যেভাবে আমার বন্ধু করত। কিন্তু বলতে বাধা নেই আমি মোটেই অগ্রসর হতে পারিনি। পার্কের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ অক্সফোর্ড স্ট্রিটে পৌঁছে গেলাম। একদল ভবঘুরে রাস্তার উপর একটি বিশেষ জানালার দিকে দেখছিল। রঙিন চশমা পরা লিকলিকে লম্বা একটি লোক যাকে আমার গোয়েন্দা মনে হয়েছিল সে বকবক করছিল, আর সবাই মন দিয়ে তার কথা শুনছিল। কাছে গিয়ে কথাগুলো শুনে অবাস্তব মনে হওয়ায় ওখান থেকে চলে এলাম। পিছনে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে বিকৃত দেহ বুড়ো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় তার হাতের কয়েকখানা বই পড়ে গেল। হঠাৎ ঘটে যাওয়ায় তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে গেলাম। সে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে চলতে লাগল এবং সামান্য সময়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

পার্ক লেনের ৪২৭ নম্বর বাড়িটি দেখেও সমস্যার কোন সমাধানই হল না। নানারকম ভেবে বাড়ি ফিরলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমার কাজের মেয়েটি ঘরে ঢুকে বলল, কে একজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। লোকটি এলে অবাক হয়ে দেখলাম, এ সেই বৃদ্ধ, আমার ধাক্কায় যার হাতের বই পড়ে গিয়েছিল।

খরখরে গলায় সে বলে উঠল, 'দেখছি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছেন?'

উত্তর দিলাম, 'তা ঠিক।'

সে আবার বলল, 'দেখুন আমারও মন বলে একটা জিনিস আছে। আপনাকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেখে পিছু নিলাম। ভাবলাম, রুক্ষ ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে আসি।'

প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু আমার নাম জানলেন কি করে?'

'আসলে আমি আপনার প্রতিবেশী। চার্চ স্ট্রিটের মোড়ে বই-এর দোকানটায় থাকি। মনে হল, আপনিও একজন পুস্তকপ্রেমী। আপনার পেছনে বই-এর তাকে ফাঁকা জায়গাটা খুব খারাপ দেখাচ্ছে। পাঁচ খণ্ড বই হলেই ওটা ভরা যায়, তাই নয় কি?'

পেছনের তাকটা দেখবার জন্য মাথা ঘোরালাম। পুনরায় সামনের দিকে তাকাতে হতবাক্ হয়ে দেখি শার্লক হোমস আমার দিকে তাকিয়ে মিট মিট করে হাসছে। বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মুখ দিয়ে কোন কথা জোগাল না, মনে হল জীবনে এই বোধহয় প্রথম এবং শেষবার মূর্ছিত হয়ে পড়লাম। জ্ঞান ফিরতে তাকিয়ে দেখি ব্র্যাণ্ডির ফ্লাস্ক হাতে শার্লক হোমস আমার দিকে ঝুঁকে আছে।

এইবার সেই বহু পরিচিত কণ্ঠ কানে বেজে উঠল, 'প্রিয় ওয়াটসন, আমাকে ক্ষমা কর, তুমি যে এতটা ঘাবড়ে যাবে আগে বুঝিনি।'

ওর হাতটা চেপে ধরলাম। চেঁচিয়ে বললাম, 'সত্যি তুমি হোমস? তুমি বেঁচে আছো? সেই ভয়ংকর গুহা থেকে তুমি পালাতে পেরেছিলে?'

'দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও,' হোমস উত্তর দিল, 'এসব কথা শোনার মত অবস্থায় তুমি কি ফিরে এসেছো?'

'হ্যাঁ, এখন আমি ঠিক আছি। কিন্তু সত্যি বলছি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার পড়ার ঘরে তোমাকে দেখব এ যে কল্পনার বাইরে। উফ্ কি যে ভাল লাগছে। এবার বল, কেমন করে তুমি ঐ খাদ থেকে বেরিয়েছিলে?'

উল্টোদিকের চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরাল হোমস। ওকে আগের চেয়েও অনেক রোগা এবং তীক্ষ্ণ লাগছে আমার কাছে।

ধীরে ধীরে সে উত্তর দিল, 'একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসতে পেরে কি আরাম লাগছে ওয়াটসন। দিনের পর দিন ওই ছদ্মবেশ নিয়ে চলাফেরা করতে মোটেই ভাল লাগছে না। তবে এই ছদ্মবেশের কাজ হিসেব শুধু এইটুকুই বলতে পারি, আজ রাতে খুব কঠিন এবং একটি বিপদসংকুল কাজ আমাদের জন্য তৈরি হয়ে আছে। কাজটা মিটিয়ে ফেলে তারপর সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে বলতে সুবিধে হবে।'

'কিন্তু আমি যে এখনই শুনতে চাই।'

'তার আগে বল, আজ রাতে আমার সঙ্গ নিচ্ছ তো?'

'যা বলবে, যেমন বল্‌বে, তাতেই রাজি।'

'এসো, হাতে একটু সময় আছে, দু'জনে কিছু খেয়ে নিই। সেই খাদ থেকে বেরোনোয় আমার কোন অসুবিধেই হয়নি, কারণ আদৌ আমি খাদে পড়িইনি।'

'পড়নি?'

'না, ওয়াটসন। তোমার জন্য যে কথাগুলো লিখে রেখে গিয়েছিলাম তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। জলপ্রপাতের কিনারে যখন দাঁড়িয়ে স্বর্গত মরিয়ার্টির সঙ্গে আমার ধস্তাধস্তি হচ্ছিল সেই সময় জাপানী কুস্তির প্যাঁচে আমি ওর হাত গলে বেরিয়ে গেলাম। সে ভীষণ চেঁচিয়ে বাতাসের মধ্যে হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরতে গেল, কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে জলের মধ্যে পড়ে গেল।'

একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে শার্লক হোমস এই কথাগুলো বলল। অপার-বিস্ময়ে আমি তাই শুনে চললাম।

'কিন্তু আমি দু'জনের পায়ের চিহ্ন দেখেছি। দুটো পায়ের ছাপই খাদের দিকে এগিয়ে গেছে, কেউ ফেরেনি।'

'ঠিকই দেখেছো। অধ্যাপকের পতনের পর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল, বরাতের জোরে আমি সাংঘাতিক সুযোগ পেয়েছি। মরিয়ার্টি ছাড়াও আরো তিনজন লোক আমাকে হত্যা করার জন্য মুখিয়ে ছিল। ওর মৃত্যুতে তাদের প্রতিহিংসা আরো ভীষণ হয়ে উঠবে। ঐ তিনজনই স্বভাবে অত্যন্ত সাংঘাতিক। বেঁচে থাকলে একজন না একজন আমাকে খুঁজে বের করবেই। কিন্তু যদি সারা বিশ্ব জেনে যায় আমার মৃত্যু হয়েছে তারা তখন আমার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াবে। তখন আমি তাদের খতম করতে পারব। আর সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে আছি এ কথাটা ঘোষণা করা যাবে।

চিন্তাটা মাথায় আসতেই পিছনে পাহাড়ের দেওয়ালটা ভাল করে দেখে নিলাম। তুমি আমাদের অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে যেভাবে লিখেছো, সে ঘটনা পরে আমি পড়েছি। তোমার লেখায় উল্লেখ ছিল ঐ দেওয়ালটা খাদবিহীন খাড়াই। কথাটা কিন্তু সত্যি নয়, সেখানে পা রাখবার মত দুটো

একটা জায়গা ছিল, একটা আলসেও ছিল। পাহাড়টা ছিল খুব উঁচু, যা বেয়ে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়; আবার ঐ ভিজে পথে পায়ের চিহ্ন না রেখে চলাও যায় না। তবু, পাহাড় বেয়ে ওঠার ঝুঁকি আমায় নিতে হয়েছিল। উঠতে গিয়ে বহুবার আমার হাতের টানে ঘাসের গুচ্ছ উপড়ে গেছে কিংবা পাহাড়ের ভেজা গর্তে পা পিছলেছে, তবু আমি অতি কষ্টে উপরে উঠলাম। উঠতে উঠতে সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা কোমল একটা তাকের মত জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম। সে জায়গাটায় সকলের দৃষ্টির বাইরে আরাম করে শুয়ে থাকা যায়। তুমি যখন শোককাতর অবস্থায় তোমার দলবল নিয়ে আমার অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছিলে, তখন আমি ওখানে সটান শুয়েছিলাম।

তোমরা সবাই মিলে আমি মারা গেছি এই ভুলটা ভেবে নিয়ে ফিরে গেলে। বিপদ বুঝি কেটে গেল ভেবে যখন খানিকটা স্বস্তিবোধ করছিলাম; ঠিক তখনি হঠাৎ একটি ঘটনায় অবাক হয়ে গেলাম এবং ভাবলাম নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। একটা বিরাট পাথর ওপর থেকে আছড়ে পড়ে ঠিক আমার পাশ দিয়ে সেই খাদের মধ্যে গিয়ে পড়ল। প্রথমে ভাবলাম, ঘটনাটা আকস্মিক, কিন্তু পরক্ষণেই ওপরে তাকিয়ে একটা আস্ত মাথা আমার নজরে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা পাথর যে তাকটায় আমি শুয়েছিলাম তার ওপরে এক ফুট দূরে এসে পড়ল। ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। মরিয়ার্টি একা ছিল না, তার সঙ্গে একজন পাহারাদারও ছিল। একবার দেখেই লোকটার চরিত্র বুঝতে আমার বাকি রইল না। বুঝে গেলাম, আমাকে জানিয়ে গেল, সে তার বন্ধুর মৃত্যু ও আমার বেঁচে যাওয়ার একমাত্র সাক্ষী। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পাথরটা ছুড়ে সে আমাকে মারতে চেয়েছিল।

ওয়াটসন, পুরো কাণ্ডটা বুঝতে আমার বেশি সময় লাগেনি। ফের দেখলাম সেই ভয়ংকর মুখ আবার ওপর থেকে উঁকি মারছে। বুঝে গেলাম এবার আরো একটা পাথর নামবে। সঙ্গে সঙ্গে নিচের পাথরের ওপরেই এসে দাঁড়ালাম। ওঠার চেয়ে এ কাজটা ছিল বেশি শক্ত। কিন্তু ভাববার মত সময় ছিল না কারণ আমি যখন সেই তাকের কিনারা ধরে ঝুলে পড়লাম তখন সশব্দে আর একটা পাথর গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল। মাঝামাঝি আসতে হাত ফস্কে গেল, কিন্তু ভগবানের দয়ায় ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে পথের ওপর পা রাখলাম এবং পালালাম। দশ মাইল পাহাড়ী রাস্তা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পার হয়ে সাতদিন বাদে ফ্লোরেন্সে পৌঁছে গেলাম। এইবার বোধ হল আমার পরিণতি বিষয়ে কেউ কিছু আর জানে না।

দাদা মাইক্রফট একমাত্র আমার সহযোগী ছিলেন। দাদার সঙ্গে অর্থের প্রয়োজনে সেই সময় যোগাযোগ রেখেছিলাম। লন্ডনের খবরও রাখছিলাম কিন্তু আমি যা ভেবেছিলাম তেমন কিছু হল না, মরিয়ার্টির দলবলের বিচারে সেই ভয়ংকর স্যাঙাত দুটি মুক্তি পেয়ে গেল, যারা আমার প্রতিহিংসার জন্য মরীয়া। তখন তিব্বত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। এরপর পারস্য, মক্কা প্রভৃতি ঘুরে ফ্রান্সে উপস্থিত হলাম। ফ্রান্সে থাকাকালীন খোঁজ পেলাম আমার এক শত্রু লন্ডনেই রয়েছে। এইসময় পার্ক লেনের রহস্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ভাবলাম কাজটা হাতে নিলে আমার ব্যক্তিগত লাভ হতে পারে। এই ভেবে লন্ডনে ফিরলাম। বেকার স্ট্রিটে মিসেস হাডসন আমাকে দেখে উত্তেজনায় চিৎকার শুরু করল, আর দেখলাম মাইক্রফট আমার ঘর ও কাগজপত্র যেমন ছিল রেখে দিয়েছে। তখন ঐ ঘরের চেয়ারে বসে তুমি যে-চেয়ারটায় বসতে সেখানে তোমায় দেখতে পাওয়ার ইচ্ছে আমার হয়েছিল।'

সেই এপ্রিলের সন্ধ্যায় ওর মুখ থেকে এই কাহিনী না শুনলে আমার কাছে গল্প বলে মনে হত। হোমস এবার বলে উঠল, 'আজ রাত্রে আমাদের দু'জনের জন্য একটা কাজ অপেক্ষা করছে, সেই কাজে যদি সফল হতে পারি তাহলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একটা মানে হবে।'

ব্যাপারটা কি জানতে চাইলেও সে শুধু বলল, 'সফল হওয়ার আগেই তুমি অনেক কিছু দেখতে এবং শুনতে পাবে। কেটে যাওয়া তিন বছরের অনেক কথা বলা বাকি। যতক্ষণ না রাত্রি সাড়ে নটায় আমরা একটা খালি বাড়িতে অভিযান চালাব ততক্ষণ সে কথাই চলুক।'

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটায় পকেটে রিভলভার নিয়ে গাড়িতে হোমসের পাশে যেতে যেতে পুরোন দিনগুলি ফিরে এল। হোমসের মুখ গম্ভীর, ভুরু নামানো, ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চাপা। লণ্ডনের অন্ধকার অরণ্যে কোন বুনো পশুকে মারতে চলেছি তা আমার জানা ছিল না, কিন্তু সঙ্গীর মনোভাবে বুঝতে পারছিলাম ব্যাপারটা খুব গুরুতর।

মনে হয়েছিল, বেকার স্ট্রিটের দিকেই যাচ্ছি, কিন্তু হোমস ক্যাভেণ্ডিস স্কোয়ারের মোড়েই গাড়িটাকে দাঁড় করাল। দেখলাম গাড়ি থেকে নামবার সময় সে তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশ বুলিয়ে নিল। চলতে চলতে মাঝে মাঝে প্রতিটি রাস্তার মোড়ে দেখে নিল, আমাদের পেছনে কেউ আসছে কিনা। অদ্ভুত পথ ধরে চলেছি। লণ্ডনের এইসব অলিগলি হোমসের নখদর্পণে। সে বেশ দ্রুতগতিতে নানা জটিলতা ভেদ করে শেষ পর্যন্ত একটা ছোট রাস্তায় এসে দাঁড়াল। রাস্তাটার দু'পাশে পুরোন ঘরবাড়ি। এবার আমরা ম্যাঞ্চেস্টার স্ট্রিটে তারপর ব্ল্যাণ্ডফোর্ড স্ট্রিটে পৌঁছে গেলাম। খুব তাড়াতাড়ি মোড় ঘুরে হোমস একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়ল, একটা কাঠের দরজাওলা বাড়ির শূন্য উঠোনে এসে দাঁড়াল। তারপর পকেট থেকে চাবি বের করে পেছনের দরজাটা সে খুলল; দু'জনের ঢোকার পরে দরজাটা সে বন্ধ করে দিল। নিরেট অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান, বোধগম্য হল এটা একটা খালি বাড়ি। কাঠের পাটাতনে পায়ের চাপ পড়তেই ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হতে লাগল। বাড়ানো হাত দেওয়ালের গায়ে লাগতেই বুঝলাম, দেওয়ালের গা ঘেঁষে ফিতের মত কতকগুলো কাগজ ঝুলছে। হোমস আমার কোমর জড়িয়ে একটা লম্বা হলঘরের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হল। দরজার ওপরে অস্পষ্ট ঘুলঘুলির আলোটা দেখতে পেলাম। এখান থেকে সে হঠাৎ ডানদিকে ঘুরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা বর্গাকার বড় ঘরে ঢুকে পড়লাম। প্রতিটি কোণা গাঢ় ছায়ায় আবৃত, কিন্তু বাইরের রাস্তার আলো এসে ঘরের ভেতরটা কিছু স্পষ্ট করে তুলেছে। ধারে কাছে কোন আলো নেই, জানলায় জমা পুরু ধুলোর আস্তরণ, ভেতরে দাঁড়িয়ে আমরা দু'জনে আমাদের আকারটুকু শুধু বুঝতে পারলাম। এবার হোমস কানের কাছে ঠোঁট এনে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, আমরা কোথায় এসেছি বলতে পার?

আবছা জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখে উত্তর দিলাম, 'ঐ রাস্তাটা নিশ্চয়ই বেকার স্ট্রিট?'

'ঠিক ধরেছো, আমরা ক্যামডেন হাউসে এসেছি। বাড়িটা আমাদের পুরোন বাসার ঠিক বিপরীতে।'

'কিন্তু এখানে কেন?'

হোমস জানাল, 'এখান থেকে আমাদের বাড়িটার চমৎকার ছবি পাওয়া যায়। ওয়াটসন, তুমি সাবধানে জানলাটার আর একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে আমাদের পুরোন ঘরগুলোর দিকে তাকাও।'

নিঃশব্দে পরিচিত জানলাটার ভেতর দিয়ে তাকালাম। তাকাতেই আমার গলা দিয়ে একটি বিস্ময়ের আওয়াজ বেরিয়ে পড়ল। জানলার পর্দা নামান, ঘরে একটা উজ্জ্বল আলো, ঘরের মধ্যে চেয়ারে বসে থাকা একটা মানুষের ছায়া জানলার পর্দায় ফুটে উঠেছে। মাথা, ভঙ্গী, চওড়া কাঁধ, টানটান শরীর এসব যে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। ওটা হোমসের একটা সঠিক প্রতিকৃতি। নিজের বিস্ময় কাটাবার জন্য সে আমার পাশে আছে কিনা জানতে হাতটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। নিঃশব্দ হাসিতে তার শরীর কম্পিত।

'কি হল?' সে জিজ্ঞেস করল।

'হা, ভগবান!' আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'ও কি আশ্চর্য!'

সে বলল, 'সত্যি একেবারে আমার মতই দেখতে!'

হলপ করে বলতে পারি, 'ওটা তুমিই।'

'তোমার এই প্রশংসা গ্রেনোবল-এর মঁসিয়ে অস্কার মুনিয়ের পাওয়া উচিত। সামান্য কটা দিনেই ছাঁচটা বানিয়েছেন। ওটা মোমের, বাকি কাজটা বিকেলে বেকার স্ট্রিটে আমিই করে এসেছি।'

কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'কিন্তু কি জন্য?'

'হে ওয়াটসন্, কিছু লোক আমি যখন অন্যত্র রয়েছি তখন ভাবুক আমি ওখানেই রয়েছি।'

'তার মানে তুমি বুঝতে পেরেছিলে তোমার ঘরের ওপর নজর রাখা হচ্ছিল।'

'হ্যাঁ, এটা আমি জানতাম।'

'তারা কারা!'

'পুরোন শত্রুরা ওয়াটসন, যাদের নেতা মরিয়ার্টি সেই জলপ্রপাতে মারা গেছে। এটা মনে রেখো, একমাত্র তারাই জেনেছিল, আমি এখনো জীবিত এবং তাদের বিশ্বাস আজ বা কাল আমার ঘরে আমি ফিরবই। প্রথম থেকে তারা লক্ষ্য রাখছিল এবং আজ সকালে আমাকেও আসতে দেখতে পেয়েছে।'

'তুমি তা জানলে কি করে?'

'কারণ, জানলা থেকে লক্ষ রেখে একজনকে আমি চিনে ফেলেছি, পার্কার নামে লোকটি নিরীহ মানুষ, যদিও পেশায় ডাকাত, ইহুদীদের বেহালা ভালই বাজায়। তাকে যদিও আমি কেয়ার করি না কিন্তু আমার দুর্ভাবনা তার পিছনকার ভয়ংকর মানুষটিকে নিয়ে; সে হল মরিয়ার্টির প্রাণের বন্ধু, সে পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর ফেলে আমাকে শেষ করতে চেয়েছিল। লণ্ডনের সবচাইতে ভয়ংকর দুর্বৃত্ত সে। ওয়াটসন, আমার অনুমান ঠিক হলে আজ রাতেই সে আমাদের পেছনে লাগবে, কিন্তু আমরা যে তার পেছনে লেগে আছি এ খবর সে জানে না।'

ক্রমান্বয়ে হোমসের পরিকল্পনাটা বুঝতে পারলাম। এই সুবিধেজনক স্থান থেকে যারা নজর রাখছে তাদের ওপর নজর রাখা, আর যারা পিছু নিয়েছে তাদেরই পিছনে লাগা। পর্দায় উদ্ভাসিত কোণাকুনি ঐ ছায়াটা হল টোপ, আর আমরা শিকারী। চুপচাপ অন্ধকার ভেদ করে তাকিয়ে রইলাম। হোমস নিশ্চল, স্থির। কিন্তু বুঝতে পারছি সে পরিপূর্ণ সজাগ। রাতটা ছিল খুবই হিমশীতল দুর্যোগময়। এই অবস্থায় হোমস ভেতরে ভেতরে অশান্ত হয়ে উঠছিল মনে হল। কারণ সে ঠিক যেভাবে ভেবেছিল পরিণতিটা তেমন হচ্ছিল না বলে। মাঝরাত এসে পড়ল, সামনের রাস্তাটায়ও লোক কমতে লাগল। এইবার হোমস পায়চারি শুরু করল। ওকে কিছু বলতে গিয়ে আলোকিত জানলাটা দেখে আবার আমি বিস্মিত হয়ে পড়লাম। হোমসের হাতটা চেপে ধরলাম, চেঁচিয়ে বললাম, 'দেখো, ছায়াটা নড়ছে।'

এখন আর তার পাশটা নয় পিঠের দিকটাই আমাদের দিকে ফেরানো।

উত্তরে হোমস বলল, 'ওটা তো নড়বেই। তুমি কি আমায় এমন বোকা ভেবেছ যে ইউরোপের সবচেয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লোককে একটা অচল মূর্তি দেখিয়ে ফাঁকি দিতে চাইব? এ ঘরে এসেছি তা দু'ঘন্টা হল, এর ভেতর মিসেস হাডসন অন্তত আটবার মূর্তিটার অবস্থান বদল করেছেন। মানে প্রতি ১৫ মিনিটে একবার। সামনের দিক থেকে এমনভাবে সে কাজটা করছেন যাতে তার ছায়াটা চোখে না পড়ে।

হঠাৎ উত্তেজিত হোমস 'আঃ' বলে থরথরে গলায় আওয়াজ তুলল। অল্প আলোতে তার মাথাটা সামনে ঝোকান, খুব মন দিয়ে কিছু দেখছে বলে দেহ কঠিন। একটু আগে দুটো লোককে বৃষ্টি থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য আশ্রয় নিতে দেখলাম। তাদের আর দেখতে পেলাম না। সামনের দিকে হলুদ পর্দার মাঝখানে ফুটে ওঠা কালো মূর্তিটা ছাড়া সবকিছু অন্ধকার। সেই পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে উত্তেজনার প্রকাশ রূপে একটা হালকা হিস হিস শব্দ কানে এল। মুহূর্তের মধ্যে হোমস আমাকে টানতে টানতে সবচেয়ে অন্ধকার কোণায় নিয়ে এল আর তার হাত দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরল। এর আগে কখনো ওকে এমন বিচলিত হতে দেখিনি। অথচ সামনের রাস্তাটা তেমনি নির্জন এবং স্তব্ধ হয়েই রয়েছে।

তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় দিয়ে সে একটু আগেই যা বুঝতে পেরেছিল হঠাৎ আমিও তা ধরে ফেললাম। খুব আস্তে পা ফেলার একটা শব্দ আমার কানে বাজল। শব্দটা আসছে যে বাড়িতে আমরা লুকিয়ে রয়েছি তারই পেছন থেকে। একটা দরজা খুলল আবার বন্ধ হল। মুহূর্তের মধ্যেই শুনতে পেলাম বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসার আওয়াজ, যদিও সেই আওয়াজ প্রায় শব্দহীন তবু বাড়িটা খালি থাকায় তার প্রতিধ্বনি বেশ স্পষ্ট। হোমস আর আমি হামাগুড়ি দিয়ে দেওয়ালে পিছ ঠেকিয়ে দাঁড়ালাম। আমার হাতে খোলা রিভলভার। অন্ধকারের বুক চিরে খোলা দরজায় কালো রঙের চেয়েও আরো এক পোঁচ বেশি কালো একটা মানুষের আবছায়া রেখা ফুটে উঠল। একটু দাঁড়িয়েই সে মেঝেতে ঝুঁকে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের ভেতর চলে এল। আমাদের দূরত্ব মাত্র তিন গজ। সে যদি লাফ দেয় তার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত রইলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম এ ঘরে আমরা যে আছি তা সে জানে না। একদম আমাদের গা ঘেঁসে সে চুপিসাড়ে জানলার কাছে গেল। একদম আস্তে শব্দ না করে জানলাটাকে আধফুট তুলে ধরল। ফলে রাস্তার আলো পুরোপুরি তার মুখে এসে পড়ল। দেখতে পেলাম লোকটিও উত্তেজনায় অস্থির। চোখদুটো জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। গোটা শরীর কাঁপছে। বয়স্ক মানুষ, তার সরু খাড়া নাক, টাকওলা উঁচু কপাল, পাকানো বিরাট গোঁফ। মাথার অপেরা হ্যাটটা পেছনে ঠেলা, ওভারকোটের মধ্যে দিয়ে পোশাকের সামনের দিকটা উঁকি মারছে। ধোঁয়াটে শুকনো মুখ, তাতে মোটা মোটা দাগ। তার হাতে একটা লাঠির মত কিছু ছিল। সেটাকে মেঝেতে রাখবার সময় ঠন করে ধাতব আওয়াজ উঠল। এবার সে ওভারকোটের পকেট হাতড়ে ভারিমত কি একটা জিনিস বের করে কি সব করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ক্লিক করে জোরে একটা শব্দ হওয়ায় বুঝলাম, কোন একটা স্প্রিং বা খিল ঠিকঠাক জায়গায় আটকে গেল। এবার সে হাঁটুগেড়ে মেঝেতে বসে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দেহের সব ওজন ও শক্তি প্রয়োগ করে একটা লিভারে চাপ দিল। চাকা ঘোরার একটা শব্দ হতে হতে এবার আরো জোরে আর একটা ক্লিক শব্দ শুনতে পেলাম। তখন সে সোজা হয়ে উঠল। দেখতে পেলাম তার হাতে বন্দুকের মত কিছু একটা। বন্দুকের পেছনটা খুলে তার ভেতর কিছু চালান করে সে আবার তা বন্ধ করল। এবার ফের বসে পড়ে বন্দুকের কুঁদোটাকে জানলার তাকে ফিট করল। চোখে পড়ল তার পাকানো লম্বা গোঁফ কুঁদোটার উপর ঝুলে পড়েছে। আর বাইরের দিকে তাকানো তার চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি। হলুদ পর্দার ওপর স্পষ্ট কালো মূর্তিধারী শিকারটি দেখে সে যে পরম খুশি হয়েছে তাও তার ছোট্ট নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমি বুঝতে পারলাম। কয়েক মুহূর্ত সে চুপচাপ। কেমন কঠিন তার অবয়ব। তারপরেই হঠাৎ বন্দুকের ঘোড়ার উপরে সে আঙ্গুলের চাপ দিল। সাঁ সাঁ একটা শব্দ, সেই সঙ্গে কাঁচভাঙ্গা ঝনঝন শব্দ হল। আর, ঠিক তখনি হোমস শিকারী বাঘের মত লোকটার পিঠে ঝাঁপ দিয়ে তাকে ভূতলশায়ী করল। পরক্ষণেই সে উঠে চেপে ধরল হোমসের গলা। আমি তখন রিভলভারের বাঁট দিয়ে তার মাথায় মারতেই সে আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমি তাকে চেপে ধরলাম, হোমস হুইসল বাজালো। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার উপর দৌড়ে আসা পায়ের শব্দ উঠল। দু'জন পোশাক পরা পুলিশ এবং একজন সাদা পোশাকের গোয়েন্দা সামনের ঘর অতিক্রম করে এ ঘরে ঢুকে পড়ল।

হোমস বলল, 'লেসট্রেড তুমি?'

'হ্যাঁ, মিস্টার হোমস। কাজটা আমিই হাতে নিয়েছি। আপনি স্যর লণ্ডনে ফিরে এসেছেন দেখে ব্যাপারটা খুবই ভাল লাগছে।'

'হ্যাঁ, কিছু বেসরকারী সাহায্য আপনাদের প্রয়োজন, এক বছরে তিনটি হত্যাকাণ্ডের কোন কিনারা হয়নি। এটা ঠিক নয়, লেসট্রেড।'

সবাই উঠে পড়লাম। তখন বন্দীটি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। তার দু'পাশে দু'জন কনস্টেবল। রাস্তায় বেশ কিছু জনগণ ভিড় করেছে। হোমস এগিয়ে গিয়ে জানলাটাকে বন্ধ করল। লেসট্রেড দুটো মোমবাতি বের করে আলো জ্বালাল। সেই আলোয় ভাল করে বন্দীটিকে দেখলাম।

একটা অশুভ অথচ পুরুষোচিত মুখ তাকিয়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায় ভাল বা খারাপ যাই হোক, কোন বড় কাজ করবার ক্ষমতা নিয়ে ওর জীবন শুরু হয়েছিল। সে আমাদের দেখলই না। তার চোখদুটো হোমসের ওপরে স্থিরভাবে এঁটে আছে, তার দৃষ্টিতে ঘৃণা এবং বিস্ময়। বিড়বিড় করে সে শুধু বলতে লাগল, 'তুমি শয়তান, তুমি ধূর্ত!'

কোটের কলার ঠিক করতে করতে হোমস বলল, 'এখনও এর পরিচয় করিয়ে দিইনি। ইনি হচ্ছেন কর্ণেল সেবাস্টিয়ান মোরান। এর মত ভাল শিকারী আমাদের পাশ্চাত্যে আর একজনও নেই,' তারপর হাসতে হাসতে সে যোগ করল, 'আমার সহজ ফন্দি এই বুড়ো শিকারীকে ঠকিয়ে দিল দেখে আমি খুবই অবাক।'

রাগে গরগর করতে করতে মোরান সামনের দিকে ঝাঁপাতে চাইল। কনস্টেবলরা তাকে পেছনে টেনে নিয়ে গেল। তার মুখ ক্রোধে জ্বলছে।

এবার কর্ণেল মোরান লেসট্রেডের দিকে ঘুরে তাকাল। বলল, 'আপনার হাতে আমাকে ধরবার মত যথেষ্ট প্রমাণ কি আছে?'

লেসট্রেড হোমসকে বলল, 'একে নিয়ে চলে যাবার আগে আপনি আর কিছু বলবেন?'

হোমস মাটি থেকে হাওয়া বন্দুকটাকে তুলে নিয়ে তার প্রস্তুত কৌশল নেড়ে চেড়ে দেখছিল। সে বলল, 'এই অস্ত্রটা যেমন অদ্ভুত তেমনি শক্তিশালী। বহুদিন ধরেই এই অস্ত্রের অস্তিত্বের খবর পেয়েছিলাম, যদিও দেখার মত সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি।'

লেসট্রেড বলল, 'অস্ত্রের ব্যাপারটা ছেড়ে আর কি বলার আছে বলুন।'

হোমস তার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'কোন অভিযোগটা তোমার পছন্দ?'

'কেন স্যার? আপনাকে হত্যার অভিযোগ।'

'না, লেসট্রেড, ওটা ঠিক হল না। একে ধরবার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তোমার। এর মধ্যে আমি থাকতে চাই না। তুমি আজকে ওকে হাতের মুঠোয় পেয়েছো। গতমাসের ৩০ তারিখে ৪২৭ নং পার্ক লেনে এই লোকটি রোনাল্ড অ্যাডেয়ারকে খুন করেছে। এটাই আসল অভিযোগ। ওয়াটসন, আমাদের ঘরে ফিরে চল, ওখানে বসেই জমিয়ে গল্প করা যাবে।'

বেকার স্ট্রিটের ঘরে ফিরে এসে দেখা গেল ঘরটি আগের মতই আছে। ঘরে বসে হোমস মূর্তিটার ভেতরে বিদ্ধ হওয়া দেওয়াল ঠিকরে মেঝেতে পড়া চ্যাপ্টা নরম গুলিটা মিসেস হাডসনের হাত থেকে তুলে নিয়ে আমাকে দেখাল। বলল, 'এটা একটা রিভলভারের বুলেট,' আবার বলল, 'দেখ ওয়াটসন, মাথার পিছনদিকে আঘাত করা বুলেটটা মস্তিষ্ক ভেদ করে চলে গেছে।'

অপরাধীদের তথ্য নিয়ে হোমসের একটা বই ছিল, সেটা সে আমার হাতে তুলে দিল। লোকটির পরিচয় দেখতে পেলাম। লেখা আছে তার নাম সেবাস্টিয়ান মোরান। তার পাশে হোমসের মন্তব্য, লণ্ডনের দ্বিতীয় বিপজ্জনক মানুষ। হোমস বলল, 'লোকটি জীবনে কিছুদূর ভালভাবেই এগিয়েছিল, তারপর সে ভুল পথে যেতে আরম্ভ করল। ভারতবর্ষের সৈন্যবিভাগে চাকরি করত। সেখানে প্রকাশ্য কোন কলঙ্ক না থাকলেও সে টিকতে পারল না। অবসর নিয়ে ফিরে এল লণ্ডনে। এখানেও তার অখ্যাতি বিস্তৃত হল। সে মরিয়ার্টির দলে যোগ দিল। মরিয়ার্টি তাকে প্রচুর টাকা দিল এবং দু'একটা বড় কাজে লাগাল। যা অন্য কোন অপরাধী করতে পারত না। সে ছিল এক নম্বরের লক্ষ্যবিদ। ফলে তার সাফল্য পেতে অসুবিধে হয়নি।

ফ্রান্সে থাকাকালীন ওকে ধরবার সুযোগে আমি লণ্ডনে খবর রাখতাম এবং জানতাম ওর জীবিতাবস্থায় লণ্ডন আমার কাছে বিশেষ ভয়ের জায়গা হয়েই থাকবে। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া লোকটাকে তো আর গুলি করতে পারি না, সন্দেহের ভিত্তিতে কিছু করা চলে না। তাহলে আমাকেই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হত। হঠাৎ সুযোগ পেয়ে গেলাম, রোনাল্ড অ্যাডেয়ার মারা গেলেন। যদিও স্থির নিশ্চিত ছিলাম না, এটা কর্ণেল মোরানের কাজ তবু মনে হল ছেলেটির সঙ্গে সে তাস খেলার পর ক্লাব

থেকে তার পেছন পেছন বাড়ি এসেছে এবং খোলা জানালা দিয়ে তাকে গুলি করেছে, এখানে সন্দেহের অবকাশ নেই। ঐ বুলেটগুলোই তাকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানোর পক্ষে যথেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনে ফিরে এলাম। ওর পাহারাদার আমাকে দেখে ফেলে। ধরে নিলাম, আমি যে লণ্ডনে আছি সেকথা সে নিশ্চয়ই কর্ণেলকে বলবে। আমার এই ফেরাকে বুঝতে সে ভুল করল না এবং প্রচণ্ড ভয় পেল; সঙ্গে সঙ্গে স্থির নিশ্চিত হলাম প্রথম মুহূর্তেই আমাকেও পথ থেকে হঠানোর চেষ্টা করবে এবং ঐ সর্বনাশা অস্ত্রটিকেই পন্থা হিসেবে বেছে নেবে। জানলায় চমৎকার শিকার তৈরি করে রাখলাম এবং পুলিশকে জানালাম তাদের প্রয়োজন পড়বে। সমস্ত পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবার জন্য উল্টোদিকের বাড়িটা বেছে নিয়েছিলাম, তখন কিন্তু ভাবিনি, সেও আক্রমণ করার জন্য ঐ বাড়িতে আসবে। এবার বল, ওয়াটসন, বুঝিয়ে বলার মত আর কিছু আছে!'

'হ্যাঁ, একটু আছে,' আমি উত্তর দিলাম, 'কর্ণেল মোরান কেন অ্যাডেয়ারকে খুন করেছিল সে বিষয়ে তুমি কিছুই বলনি।'

'ওহে ওয়াটসন, এই ব্যাপারটা বোঝাতে গেলে আমাকে একটু কল্পনার আশ্রয় নিতেই হয়। যদিও যুক্তিবাদী মন ভুল করতেই পারে তবু যে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে সেই অনুসারে যে কেউ নিজের মত করে একটা ধারণা খাড়া করতে পারে।'

'তাহলে তুমি বলতে চাইছ, নিশ্চয়ই একটা ধারণায় পৌঁছেছো?'

'আমার তো মনে হয় এতে এমন কোন অসুবিধা দেখা দেবে না। যেটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় মোরান এবং অ্যাডেয়ার সেদিন জুয়ায় অনেক টাকা জিতেছিল। জুয়াখেলায় মোরান অবশ্যই অসৎ পথ ধরে খেলত, এটা আমার আগেই জানা ছিল। এবার অনুমান করতে পারি ঐদিন অ্যাডেয়ার ধরে ফেলে মোরান একদম জোচ্চর খেলোয়াড় এবং যতদূর মনে হয় গোপনে এই নিয়ে সে মোরানের সঙ্গে কথা বলে তাকে ভয় দেখিয়েছে, সে যদি নিজে থেকে ক্লাবের সদস্যপদে ইস্তফা না দেয় এবং আর জীবনে তাস খেলবে না বলে শপথ না করে তাহলে এই জোচ্চুরির কথা ফাঁস করে দেবে।

অ্যাডেয়ারের মত কম বয়সের একটি ছেলে তার মুখোশ খুলে দেবে এটা মোরানের অভিপ্রেত নয়। ক্লাব ছেড়ে দেওয়া মানেই মোরানের প্রচণ্ড ক্ষতি। কারণ, তাস খেলার জোচ্চুরির টাকাতেই তার দিনযাপন হয়। ফলে অ্যাডেয়ার যখন বাড়ি ফিরে মোরানকে কত টাকা ফেরত দেবে — কারণ সহ-খেলোয়াড়ের জোচ্চুরির অর্থ সে নিতে চায় না, এই হিসেব করছিল, তখনই মোরান তাকে শেষ করল। বাড়ির মহিলারা যাতে ঘরে ঢুকে ঐসব নাম, টাকাপয়সা নিয়ে সে কি করছে তা জানতে চাইতে না পারে তার জন্য দরজাটা বন্ধ করে রেখেছিল অ্যাডেয়ার। এই ধারণা তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য তো?'

আমি বললাম, 'তুমি যে প্রকৃত সত্যটাকে টেনে বার করেছ তাতে আমার আর সন্দেহ নেই।'

'বিচারের সময় এটা সত্যি কিংবা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হবে, কিন্তু মোরান আর আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না, ডন হার্ভারের তৈরি বিখ্যাত ঐ হাওয়া বন্দুকটি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড জাদুঘরে শোভা বাড়াবে আর লণ্ডনের চলমান জীবনে ছোটছোট ছড়িয়ে থাকা সমস্যার সমাধানে আবার মিঃ শার্লক হোমস নিজেকে কাজে লাগাতে পারবেন।'

দুই

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য নরউড বিলডার

সকালবেলা। ব্রেকফাস্টের টেবিলে মুখোমুখি বসেছি দু'জনে। খাওয়া আর কথা বলার ফাঁকে হোমস চোখ বোলাচ্ছে খবরের কাগজে এমন সময় সদর দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল জোরে, সেই

সঙ্গে দুমদাম আওয়াজ! হাতের চেটো দিয়ে কেউ দরজা পেটাচ্ছে! দরজার পাল্লা খুলতেই হুড়মুড় করে কে ঢুকল ভেতরে, দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার শব্দ থামতে ঘরে ঢুকল এক অচেনা যুবক। মাথার চুল উসকো খুসকো, চোখে পাগলের চাউনি। অবাক হয়েছি আঁচ করে সে মুখ খুলল।

'এমন অভদ্রের মত ভেতরে ঢোকার জন্য মাফ চাইছি, মিঃ হোমস, বিশ্বাস করুন, আমার মাথার ঠিক নেই। ওহো, আমার পরিচয় দিইনি। মিঃ হোমস, আমিই হতভাগা জন হেক্টর ম্যাকফারলেন!'

কেনসিংটনে আমার এতদিনের পুরোনো প্র্যাকটিশ বেচে দিয়ে কিছুদিন হল আবার ফিরে এসেছি হোমসের কাছে, বেকার স্ট্রিটের পুরোনো ডেরায়। ডঃ ভার্ণার লতায় পাতায় হোমসের আত্মীয় তাই দাম কিছু বেশিই দিয়েছেন।

'প্রফেসর মরিয়ার্টি মারা যাবার পরে লণ্ডন শহরের একটা বৈশিষ্ট্য অন্তত কমেছে, বুঝলে ওয়াটসন,' একটু আগেই হোমস বলেছে, 'ঐরকম বুদ্ধিমান অপরাধী আর একজনও চোখে পড়ছে না। অপরাধ বিশেষজ্ঞ হিসেবে এই আমার ধারণা।'

হোমসের ঠাণ্ডা দেমাকি মেজাজ আজ নতুন দেখছি না, প্রসঙ্গের ইতি না টেনে বলেছি, 'তোমার ধারণা ভুল, হোমস, আমার মত আরও অনেকেই তোমাব সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত হবে না!' হোমস হয়ত কিছু বলত কিন্তু তার আগেই এই ভগ্নদূত এসে হাজিব।

'বসুন ভাই,' ইশারায় চেয়ার দেখিয়ে হোমস সিগারেট কেস এগিয়ে দিল, 'সিগারেট চলবে?' পরিচয় দেবার পরেও হোমস তাকে চিনতে পারেনি তা বন্ধুবরের উদাস মুখ দেখেই ঠাউরেছি।

আমার অনুমানে ভুল নেই, সে বসতে হোমস বলল, 'এবার শান্ত হয়ে বলুন আমার কাছে কেন এসেছেন। দুঃখিত, শুধু নাম শুনে আপনাকে চিনতে পারছি না! শুধু জেনেছি আপনি ব্যাচেলর, পেশায় উকিল, ফ্রিম্যান সাধক গোষ্ঠীর সদস্য আর হাঁপের টানে ভোগেন। গরমটা ভালই পড়েছে — নিন, এবার ধীরে সুস্থে শুরু করুন।'

'দোহাই মিঃ হোমস, আমায় তাড়াবেন না!' হেক্টরের গলায় কাকুতি ফুটে বেরোল, 'পুলিশ আমায় ধরতে এলে এদের কিছুক্ষণ আটকে রাখুন দয়া করে, সেই ফাঁকে যা কিছু ঘটেছে সব বলব, কোনও কথা গোপন কবব না!'

'পুলিশ আপনাকে ধরতে আসছে, এখানে?' হোমস শুধোল, 'কিন্তু কেন? কোন অভিযোগে?'

'লোয়ার নরউডে থাকেন মিঃ জোনাস ওলডএকর,' হেক্টর বলল, 'আমি তাঁকে খুন কবেছি এই অভিযোগে।' হোমসের হাঁটুর ওপর থেকে ডেলি টেলিগ্রাফখানা তুলে নিল সে, সামনের পাতায় একটা খবর দেখিয়ে বলল. 'এটা পড়লেই বুঝবেন মিঃ হোমস, সাতসকালে কেন ছুটে এসেছি আপনার কাছে। থাক, আমিই পড়ছি। হেডিং করেছে 'লোয়ার নরউডের স্থপতি উধাও, পুলিশের সন্দেহ, খুন করে বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে!' মিঃ হোমস, পুলিশ আমায় কুকুরের মত তাড়া করে বেড়াচ্ছে, ওরা এসে পড়ল বলে! ওঃ মাগো! আমি আর ভাবতে পারছি না! মিঃ হোমস, আমার মা খুব অসুস্থ, এ খবর শুনলে উনি ঠিক ভেঙ্গে পড়বেন!' জন হেক্টর ডুকরে কেঁদে উঠল, হোমসের ইশারায় কাগজখানা ছিনিয়ে নিলাম, খবরটুকু হোমসকে পড়ে শোনালাম। তার সারমর্ম এরকম।

'মিঃ জোনাস ওলডএকর লোয়ার নরউডের পুরোনো বাসিন্দা, পেশায় স্থপতি, অবিবাহিত, বয়স বাহান্ন। মিঃ ওলডএকরের বাড়ি সিডেনহামের শেষে ডিপ হাউসে, রাস্তার নামও তাঁর বাড়ির নামে। জীবনে প্রচুর টাকা রোজগার করেছেন মিঃ ওলডএকর, জমিয়েছেনও প্রচুর। এখন নিজেকে সামাজিক কোলাহলের বাইরে রেখে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন। তাঁর বাড়ির পেছনে কাঠের কড়িবরগার স্তূপে আগুন লেগেছে। দমকল এসেও আগুন নেভাতে পারেনি, সব কাঠ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বাড়ির মালিক মিঃ জোনাস ওলডএকর ঘটনার সময় ধারে কাছে ছিলেন

না, বাড়ির ভেতরে কোথাও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। শোবার ঘরে পরিপাটি করে পাতা বিছানা দেখে বোঝা যায় মিঃ ওলডএকর সেখানে রাত কাটাননি। শোবার ঘরের লোহার সিন্দুকের পাল্লা খোলা, অনেক দরকারি কাগজপত্র ঘরের মেঝেতে ছড়ানো, দেখে মনে হয় প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি হয়েছে সেখানে। শোবার ঘরে রক্তের দাগ পাওয়া গেছে, আর পাওয়া গেছে একটি ওক কাঠের বেড়ানোর ছড়ি। জানা গেছে, জন হেক্টর ম্যাকফারলেন নামে এক তরুন আইনজীবী মিঃ ওলডএকরের সঙ্গে বেশি রাতে দেখা করতে আসেন, দেখা করে যাবার সময় ছড়িটি শোবার ঘরে ফেলে যান। মিঃ ম্যাকফারলেন লণ্ডনের গ্রেহাম অ্যাণ্ড ম্যাকফারলেন সলিসিটর প্রতিষ্ঠানের জুনিয়র পার্টনার। ৪২৬, গ্রেহশাম বিল্ডিংস, ইসিতে ঐ প্রতিষ্ঠানের অফিস। পুলিশের মতে, ঘটনাস্থলে যেসব প্রমাণ পাওয়া গেছে অপরাধের যুক্তিসঙ্গত মোটিভ খাড়া করার পক্ষে তা যথেষ্ট।

সংযোজন। মিঃ জোনাস ওলডএকরকে খুন করার অপরাধে মিঃ জন হেক্টর ম্যাকফারলেনকে গ্রেপ্তার করার খবর এই প্রতিবেদন ছাপতে যাবার সময় অনেকের মুখে শোনা যাচ্ছে। মিঃ ম্যাকফারলেনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়েছে। ঘটনাস্থলে তদন্ত করে পুলিশ মৃতদেহ টেনে হিঁচড়ে জ্বলন্ত কাঠের স্তূপের কাছে নিয়ে যাবার প্রমাণ পেয়েছে, পোড়া কাঠের ছাইয়ের মধ্যে মৃতদেহের দগ্ধাবশেষও মিলেছে। এই নৃশংস খুনের তদন্তের দায়িত্ব স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের হাতে এসেছে। ছড়ি দিয়ে মিঃ ওলডএকরকে আততায়ী পিটিয়ে খুন করেছে, তারপর যাবতীয় সাক্ষ্য প্রমাণ লোপ করতে টানতে টানতে তাঁর মৃতদেহ এনে ফেলেছে বাড়ির পেছনে জ্বলন্ত কাঠের স্তূপে। আগুনে মিঃ ওলডএকরের মৃতদেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এ সম্পর্কে ইন্সপেক্টর লেসট্রেড নিঃসন্দেহ। তদন্তের কাজ ইতিমধ্যেই প্রায় শেষ করে এনেছেন।'

দু'চোখ বুঁজে নিবিষ্ট মনে খবর শুনছে হোমস, দু'হাতের দশটা আঙ্গুল পাকে পাকে জড়ানো, আমি থামতেই চোখ মেলল। 'কেসটা আজব তাতে সন্দেহ নেই ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'ভেবে দেখার মত কয়েকটা পয়েন্ট আছে। সব প্রমাণ যখন পাওয়া গেছে তখন মিঃ ম্যাকফারলেন, আরও আগে আপনার গ্রেপ্তার হবার কথা। কিন্তু এখনও পুলিশ আপনাকে ধরছে না কেন বুঝতে পারছি না।'

'মিঃ হোমস,' ম্যাকফারলেন বলল, 'ব্ল্যাকহিত্তে টরিংটন লজ্জে বাবা মার সঙ্গে থাকি আমি। মিঃ ওলডএকরের সঙ্গে কাজ ছিল তাই নরউডের একটা হোটেলে গতকাল রাতটুকু আমায় কাটাতে হয়েছে। আজ সকালে বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরার আগে কিছুই জানতে পারিনি। ট্রেনে ওঠার পরে কাগজে এই খবরটুকু চোখে পড়ল আর তখনই টের পেলাম নিজের অজান্তে এক মারাত্মক বিপদে জড়িয়ে পড়েছি। তাই দেরি না করে ছুটে এসেছি আপনার কাছে। বাড়িতে বা অফিসে গেলেই ধরা পড়তাম। তবু লণ্ডন ব্রীজ স্টেশন থেকে পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে। আরে ও কি!'

তার কথা শেষ না হতেই ভারি জুতোর আওয়াজ তুলে ঘরে ঢুকলেন ইন্সপেক্টর লেসট্রেড, দরজার বাইরে উর্দিপরা দু'জন কনস্টেবলও চোখে পড়ল।

'মিঃ জন হেক্টর ম্যাকফারলেন!' ধম্‌কে উঠলেন ইন্সপেক্টর লেসট্রেড, 'লোয়ার নরউডের মিঃ জোনাস ওলডএকরকে সুপরিকল্পিতভাবে খুন করার অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি!'

কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জন হেক্টর ম্যাকফারলেন, অসহায়ভাবে একবার হোমস তারপর আমার দিকে তাকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফের বসে পড়ল। মনে হল লেসট্রেড তাঁর মাথাটা এবার গিলোটিনের খাঁড়ার নিচে ঢুকিয়ে দেবেন।

'একটু দাঁড়ান, লেসট্রেড!' হোমস বলল, 'আধঘণ্টা অপেক্ষা করলে আপনার কোনও ক্ষতি হবে না। উনি কথা শুরু করতে যাচ্ছেন এমন সময় আপনি এলেন। এসেছেন যখন তখন ওঁর মুখ থেকে ঘটনাটা আপনিও শুনুন। শুনলে হয়ত আমাদের উপকারই হবে।'

'মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেড বললেন, 'আগে কয়েকবার পুলিশকে সাহায্য করেছেন আপনি সে ঋণ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড শোধ করতে পারবে না। আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে মিঃ জন হেক্টর ম্যাকফারলেনকে তাঁর বক্তব্য পেশ করার অনুমতি দিচ্ছি। তবে ওঁর যা কিছু বলার আমার সামনেই বলতে হবে আর এও জানিয়ে রাখছি উনি যা বলবেন তা ওঁরই বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে আমরা কাজে লাগাবো।'

'আমিও তাই চাইছি,' জন হেক্টর ম্যাকফারলেন আচমকা যেন তার হারানো মনোবল ফিরে পেল, 'আমার বক্তব্যের পুরোটাই সত্যি, আমি যা বলব ধৈর্য ধরে তা শুনুন।'

'বেশ,' ঘড়ি দেখে ইন্সপেক্টর লেসট্রেড বললেন, 'আধঘণ্টা সময় দিলাম, এর মধ্যে যা বলার বলতে পারেন।'

'গোড়াতেই বলে রাখছি মিঃ জোনাস ওলডএকরের সঙ্গে বহুকাল আগে আমার বাবা মার ঘনিষ্ঠতা ছিল তাই তাঁর নামটুকু শুধু শুনেছি ওঁদের মুখে, লোকটিকে আমি নিজে কখনও দেখিনি। গতকাল বিকেল তিনটে নাগাদ মিঃ ওলডএকর আমার অফিসে আসেন, এতদিন বাদে তাঁকে দেখে আমি তো অবাক, আরও অবাক হলাম আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার কারণ শুনে। নোট বই থেকে ছেঁড়া কয়েকটা পাতায় উইল লিখেছেন তিনি, সেগুলো আমার সামনে রেখে বললেন, 'মিঃ ম্যাকফারলেন, এই আমার উইল, আইনানুযায়ী যা করার করুন, ততক্ষণ আমি এখানেই অপেক্ষা করব, আর কোথাও যাব না।'

'মিঃ ওলডএকরের চেহারা ছোটখাটো, চোখের পাতাগুলো সাদা, মুখখানা বেঁজির মত। উইল কপি করতে গিয়ে দেখি সামান্য কিছু শর্ত বাদে মিঃ জোনাস ওলডএকর তাঁর যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিয়েছে। অবাক হয়ে মুখ তুলতেই দেখি ভদ্রলোক হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ওলডএকর জানালেন তিনি বিয়ে করেননি, যথেষ্ট বয়স হয়েছে, কিন্তু জীবিত আত্মীয় স্বজন বলতে তেমন কেউ নেই। আরও বললেন যে আমার বাবা মার সঙ্গে তাঁর পরিচয় বহুদিনের, সেকথা ভেবে আমাকেই তিনি তাঁর বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন। আমি কি করব ভেবে পেলাম না, আইন মেনে ওঁর সেই উইল পাকা করলাম, মিঃ ওলডএকর সই করার পরে আমার কেরানি তাতে সই করল সাক্ষী হিসেবে। এরপর মিঃ ওলডএকর বললেন বিষয় সম্পত্তির যাবতীয় দলিল আছে তাঁর বাড়িতে সেগুলো দেখে নেবার জন্য রাতে সেখানে আমায় যেতে হবে এবং তাঁর সঙ্গে রাতের খাওয়া খেতে হবে। উইলের ব্যাপারটা বাড়িতে গোপন রাখারও অনুরোধ করলেন। তাঁর মতে, আইনের সব কাজ মিটিয়ে যথাসময়ে মা বাবাকে সব জানালে তাঁদের বেশ চমকে দেওয়া যাবে। এ ব্যাপারে ভদ্রলোক আমায় দিয়ে শপথও করিয়ে নিলেন। এই নিন, মিঃ ওলডএকরের উইলের সেই খসড়া,' বলে ম্যাকফারলেন নোটবই থেকে ছেঁড়া কয়েকটা কাগজ টেবিলে রাখল।

'তারপর কি হল?' আমি শুধোলাম।

'বলছি,' একটু দম নিয়ে সে ফের শুরু করল, 'মিঃ ওলডএকরকে আমি তখন এক মহৎ উপকারী হিসেবে ধরে নিয়েছি, তাঁর ইচ্ছেমতই চলছি। বাড়িতে টেলিগ্রাম করলাম — বিশেষ কাজে আটকে পড়েছি, ফিরতে দেরি হবে। মিঃ ওলডএকর যাবার আগে বলেছিলেন ন'টার আগে তিনি হয়ত বাড়ি ফিরবেন না। বাড়ি খুঁজে বের করতে একটু ভুগতে হয়েছে আমায়, যখন খুঁজে পেলাম তখন সাড়ে ন'টা। ওঁকে দেখলাম —'

'দাঁড়ান!' হোমস বাধা দিল, 'দরজা কে খুলল?'

'এক মাঝবয়সী মহিলা, মনে হল কাজের লোক।'

'সে নিশ্চয়ই জানতে চাইল আপনার নাম জন হেক্টর ম্যাকফারলেন কিনা?'

'ঠিক ধরেছেন,' কপালের ফোঁটা ফোঁটা ঘাম মুছল ম্যাকফারলেন, 'সে আমায় নিয়ে এল ভেতরে বসার ঘরে, সেখানে একজনের আন্দাজ খাবার সাজানো ছিল। খাওয়া শেষ হলে মিঃ ওলডএকর এলেন, আমাকে নিয়ে গেলেন শোবার ঘরে, সেখানে একটা বড় লোহার সিন্দুক চোখে পড়ল। মিঃ ওল্ডএকর সিন্দুক খুললেন আমার সামনেই, ভেতর থেকে একগাদা দলিল বের করে আমায় দেখাতে বসলেন। আমি মনযোগ সহকারে সেসব দেখতে লাগলাম, এক সময়ে তাকালাম দেওয়ালঘড়ির দিকে, দেখি রাত এগারোটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ আগে, ঘড়ির কাঁটা দু'টো এগিয়ে চলেছে বারোর ঘরের দিকে। শোবার ঘরের মেঝেতে তখন দলিলের পাহাড়। ফিরতে হবে, তার আগে সদর দরজা খুলতে হবে। কিন্তু অত রাতে মিঃ ওলডএকর কাজের লোকের ঘুম ভাঙ্গাতে চাইলেন না, শোবার ঘরের খোলা জানালার গরাদ নেই, সেখান দিয়ে উনি আমায় বের করে দিলেন।'

'জানালার পর্দা ফেলা ছিল?' হোমস প্রশ্ন ছুঁড়ল।

'মনে হয় অর্ধেক খোলা ছিল। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আমি জানালা দিয়ে গলে বেরোবার আগে মিঃ ওলডএকর পর্দা তুলে ধরেছিলেন। ছড়িটা খুঁজে পেলাম না। সেকথা বলতেই মিঃ ওলডএকর বললেন, 'আছে নিশ্চয়ই কাগজের গাদার মধ্যে কোথাও, যাবে কোথায়? তুমি তো এবার থেকে মাঝে মাঝে আসবে, এরপর যেদিন আসবে সেদিন মনে করে নিয়ে যাবে। ততদিন ওটা না হয় আমার কাছেই থাক।'

আমি কিছু বললাম না। বেরোবার আগে দেখলাম সিন্দুকের দরজা খোলা। রাত অনেক হয়েছে, বাড়ি ফেরার সময় নেই তাই কাছাকাছি 'অ্যানার্লি আর্মস' নামে একটা হোটেলে উঠলাম। রাতটুকু সেখানে কাটিয়ে আজ সকালে ট্রেনে উঠেছি, তখনই কাগজে খবরটা দেখলাম। তার আগে আর কি ঘটেছে কিছুই জানি না।'

জন হেক্টর ম্যাকফারলেনের বক্তব্য শুনতে শুনতে ইন্সপেক্টর লেসট্রেড উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কয়েকবার ভুরু তুলেছেন, এবার বললেন, 'মিঃ হোমস, আর কোনও প্রশ্ন করতে চান?'

'ব্ল্যাকহিজে পৌঁছোনোর আগে অন্তত নয়,' হোমস জবাব দিল।

'ব্ল্যাকহিজ নয়,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেড বললেন, 'বলুন নরউডে।'

'হ্যাঁ নরউডেই,' রহস্যময় হাসি ফুটল হোমসের ঠোঁটে। খুব চেনা হলেও হোমসের এই হাসি আজও আমার কাছে ইঙ্গিতবাহী।

'মিঃ হোমস, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। তার আগে মিঃ ম্যাকফারলেন, নীচে গাড়ি দাঁড়িয়ে, দু'জন কনস্টেবল বাইরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' লেসট্রেডের কথা শেষ হতেই ম্যাকফারলেন উঠে দাঁড়াল, অসহায় চোখে আমাদের দিকে তাকাল। হোমসের মুখ পাথরের মত কঠিন। কনস্টেবল দু'জন এসে ম্যাকফারলেনকে বাইরে নিয়ে গেল, লেসট্রেড তখনও দাঁড়িয়ে। উইলের পাতাগুলো এবার টেবিল থেকে তুলল হোমস, কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখে বলল, 'লেসট্রেড, দলিলটায় একবার চোখ বোলান, দেখবেন কয়েকটা পয়েন্ট কেমন অদ্ভুত ঠেকছে।'

নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন ইন্সপেক্টর লেসট্রেড কাগজগুলো দেখতে লাগলেন, কিন্তু খসড়ার সারমর্ম কিছুই বুঝতে পারছেন না তা তাঁর চোখমুখ দেখেই বোঝা গেল।

'লেখাগুলো বড্ড অস্পষ্ট,' লেসট্রেড বললেন, 'গোড়ার কয়েকটা লাইন পড়া যাচ্ছে, দ্বিতীয় পাতার মাঝের অংশটুকু আর শেষেরদিকে দু'একটা লাইনও পড়া যাচ্ছে। ঠিক ছাপার হরফের মত স্পষ্ট লেখা; কিন্তু মাঝের অংশটা বড্ড অস্পষ্ট, আরও তিনটে জায়গা আমি একদম পড়তে পারছি না।'

'এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে?' হোমস প্রশ্ন করল।

'আপনিই বলুন না,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেড পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'এর মানে কি দাঁড়াতে পারে?'

'মানে খুব সোজা,' হোমস বলল, 'পুরো খসড়াটা লেখা হয়েছে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে। স্পষ্ট লেখার মানে ট্রেন তখন দাঁড়িয়েছিল, অস্পষ্ট লেখার মানে ট্রেন তখন চলছিল, আর ট্রেন যখন কোনও পয়েন্টের ওপর দিয়ে যাচ্ছে সেই সময় যা লেখা হয়েছে তা অত্যন্ত অস্পষ্ট, যা আপনি পড়তে পারছেন না। একনজর দেখলেই যে কোনও সায়েন্টিফিক এক্সপার্ট বলবেন শহরতলীর লাইনে চলে এমন কোনও ট্রেনে বসে এই খসড়া লেখা হয়েছে কারণ কোনও বড় শহরে খুব কাছাকাছি পরপর এত পয়েন্ট দেখা যায় না। ধরে নিচ্ছি, ট্রেন চলার পুরো সময়টুকুই খসড়া করতে ব্যয় হয়েছে। সেক্ষেত্রে ট্রেনটা এক্সপ্রেস না হয়ে যায় না, নরউড আর লণ্ডন ব্রীজের মাঝামাঝি জায়গায় শুধু একবার থেমেছে।'

'মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেড হাসলেন, 'আপনি যখন নিজের থিওরি তুলে ধরেন তখন আপনাকে ধরাছোঁয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। যে কেস নিয়ে আমি তদন্ত করছি সেখানে আপনার এই থিওরি কিভাবে খাটছে?'

'খাটছে এইভাবে যে মিঃ জোনাস ওলডএকর গতকাল নরউড থেকে লণ্ডন ব্রীজ আসার সময় ট্রেনে বসেই এই উইলের খসড়া লিখেছেন — এটুকু প্রমাণিত হল। এমন একটা দরকারি দলিল এমন বিশ্রিভাবে ট্রেনের ভেতর বসে লেখা হয়েছে এটা আপনার চোখে অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক ঠেকছে না কি? এমনও তো হতে পারে যে মিঃ ওলডএকর এই উইলের ওপর কোনও গুরুত্ব দেননি, বলা যায় গুরুত্ব দেওয়ার মত কোনও ইচ্ছা তাঁর মনে আদৌ ছিল না। বাস্তবে রূপ দেবার ইচ্ছা না থাকলেই শুধু এভাবে উইলের খসড়া করা স্বাভাবিক।'

'একই সঙ্গে নিজের মৃত্যু ডেকে আনা হয়েছে তা ভুলে যাবেন না যেন,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেড বললেন।

'আপনার এখনও তাই মনে হচ্ছে?' সেই রহস্যময় দুর্বোধ্য হাসি ঠোঁটে ফুটিয়ে লেসট্রেডের দিকে তাকিয়ে ভুরু তুলল হোমস।

'আপনার মনে হচ্ছে না বুঝি?'

'মনে হলেও হতে পারে। আসলে কেসটা আমার কাছে এখনও স্পষ্ট হয়নি।'

'আপনার মত এক অভিজ্ঞ বেসরকারি গোয়েন্দার কাছে এত সহজ কেস যদি স্পষ্ট না হয় তাহলে তা খুবই অভাবনীয়,' হোমসকে কোনঠাসা করার এমন সযোগ হাতছাড়া করলেন না ইন্সপেক্টর লেসট্রেড, গম্ভীর গলায় সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করলেন — 'যা বলি মন দিয়ে শুনুন, পরে কাজে লাগবে। জন হেক্টর ম্যাকফারলেন পেশায় উকিল হলেও তার বয়স খুবই কম, সে একদিন জানল তার অভিভাবকদের বন্ধুস্থানীয় এক অবিবাহিত বৃদ্ধ নিজের যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি তার নামে উইল করেছেন, তিনি মারা গেলেই সে ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। এক্ষেত্রে ঐ বৃদ্ধের মৃত্যু পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে রাজি হবে না এটাই স্বাভাবিক এবং যেভাবে হোক সে তাঁকে দুনিয়া থেকে যত শীঘ্র সম্ভব সরিয়ে দেবার মতলব আঁটিবে। মিঃ জোনাস ওলডএকর ম্যাকফারলেনকে আদৌ সে রাতে তাঁর বাড়িতে নৈশভোজের নেমন্তন্ন করেছিলেন কিনা তার কোনও স্পষ্ট প্রমাণ এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই। খুনের অভিযোগে সন্দেহক্রমে ধৃত ম্যাকফারলেনের বক্তব্যকে যদি ভিত্তি করা যায় তাহলে সে রাতেই সে তাঁকে দুনিয়া থেকে সরানোর মতলব এঁটেছিল এই যুক্তি গ্রহণ করতে অসুবিধা কোথায়। মিঃ ওলডএকরের বাড়ির আশপাশ সে আগেই দেখে নিয়েছে, কোনও ছুতো দেখিয়ে ঢুকেও পড়েছে বাড়ির ভেতর। খাওয়াদাওয়া সেরে কাজের লোক যতক্ষণ না শুতে গেছে সেই সময়টুকু অপেক্ষা করেছে ধৈর্য ধরে। কাজের লোকের নাক ডাকার আওয়াজ কানে যেতে সে আর অপেক্ষা করেনি, হাতের ছড়ি দিয়ে হতভাগ্য মিঃ ওলডএকরকে পিটিয়ে খুন করেছে, তাঁর লাশ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসেছে বাড়ির বাইরে। কাঠের গুদাম সে আগেই দেখেছিল, তাতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং সেই আগুনে মৃতের লাশ

ফেলে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। বাকিটুকু কি আর ব্যাখ্যা করার দরকার আছে মিঃ হোমস? খুন করে লাশ পুড়িয়ে ছাই করতে অনেক রাত হল, অপরাধীর তাই বাড়ি ফেরা সম্ভব হল না। সে কাছাকাছি কোনও হোটেলে রাতটুকু কাটাল, তারপর ভোরবেলা উঠে বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরল। পরিকল্পনা মতই কাজ করল সে, শুধু নিজের অজান্তে করে বসল এক মারাত্মক ভুল — খুনের হাতিয়ার সেই বেড়ানোর ছড়িটা সে মনের ভুলে ফেলে রেখে এল মিঃ ওলডএকরের শোবার ঘরে, যার হাতলে নাম, পেশা, অফিসের ঠিকানা সব খোদাই করা আছে। এসব বেমালুম ভুলে গেল সে। বলুন মিঃ হোমস, আমার এই সিদ্ধান্ত কি খুব স্বাভাবিক ঠেকছে না?'

'এমন একটি সিদ্ধান্ত শুনে আমি অবশ্যই মুগ্ধ হচ্ছি, লেসট্রেড' হোমসের গলা আগের মতই অনমনীয়, 'তবে সত্যি বলতে কি, আপনার সিদ্ধান্ত আমার চোখে একটু বেশিরকম স্বাভাবিক ঠেকছে। আচ্ছা, আপনি নিজেকে ম্যাকফারলেনের জায়গায় একবার কল্পনা করে দেখুন তো — যেদিন এই সম্পত্তি হাতে পেলেন আপনি হলে সেদিন রাতেই কি মিঃ ওলডএকরকে খুন করার মত দুঃসাহসী পরিকল্পনা করতেন? এ দুটো ঘটনা একই দিনে ঘটা আপনার পক্ষে খুব বিপজ্জনক হত কিনা? আবার দেখুন, খুনের সময় বাড়ির কাজের লোক ঘুমোচ্ছে অথচ সে আপনাকে বাড়ি ঢুকতে দেখেছে বিদায় নিতে দেখেনি। কুকর্মের এমন এক সাক্ষিকে আপনি কি বাঁচিয়ে রাখতেন? এও ভাবুন, মিঃ ওলডএকব খুন হলেন নিজেব বাড়িব শোবার ঘরে অথচ তাঁর আর্তনাদে কাজেব লোকের ঘুম ভাঙ্গল না। এখানেই শেষ নয়, লেসট্রেড, আরও একটি তীর আছে আমার তূণে — ম্যাকফারলেন যে দুঃসাহসী পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে এ খুন করেছে সেখানে তাকে ঠাণ্ডা মাথার খুনী মেনে নিতেই হবে, আপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হৈ চৈ না করে নিঃশব্দে খুন করে লাশ জ্বালিযে দেবার পরে সে খুনের একমাত্র হাতিয়ার ভুল করে ফেলে রেখে এল ঘটনাস্থলে, এমন একটা ভুল আপনি হলে করতেন?'

'যত বড় ঠাণ্ডা মাথার খুনীই হোক,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেড বললেন, 'খুন করার সময় বা তাবপরে সে এমন দিশাহারা হয়ে পড়ে যা বলে বোঝানো যায় না। মিঃ হোমস, আপনি ভালভাবেই জানেন তাব এই মানসিক অবস্থার ফলেই সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্রকে তুচ্ছ করে যা তার গ্রেপ্তারকে অনিবার্য করে তোলে। কথাটা আগেও আমি বলেছি। হয়ত লাশ পুড়িয়ে ছাই করার পরে খুনীর চোখে পড়েছিল খুনের হাতিযাব সে ঘটনাস্থলে ফেলে এসেছে, কিন্তু সেটা নিয়ে আসার মত সাহস সেই মুহূর্তে তাব ছিল না। হয়ত বাড়ির কাজের লোকের ঘুম ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনাও ছিল। না, মিঃ হোমস, আপনার এই ব্যাখ্যা দাঁড়াচ্ছে না, টেঁকার মত আরও জোরদার কোনও থিওরি খাড়া করুন।'

'লেসট্রেড,' হার না মানার গলায় হোমস বলল, 'এই মুহূর্তে আপনার সামনে খাড়া কবতে পারি আধ ডজন থিওরি কম করে আমাব হাতে আছে। একটা বলছি, মন দিয়ে শুনুন। শোবার ঘরে মিঃ ওলডএকর মিঃ ম্যাকফারলেনকে দলিলপত্র দেখাচ্ছে, সিন্দুকের পাল্লা খোলা। গরাদহীন জানালার পর্দা তোলা, বাইরে থেকে খোলা সিন্দুক দেখে কোনও চোর ছ্যাঁচোড় চুরির মতলব আঁটল। মিঃ ম্যাকফারলেন কথাবার্তা শেষ করে বিদায় নিলেন জানালা দিয়ে, তারপরেই ঘরে ঢুকল সেই চোর যে এতক্ষণ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। মিঃ ম্যাকফারলেন ভুল করে ছড়ি ফেলে গেছেন, সেটা চোখে পড়তে সে তা তুলে নিল, মিঃ ওলডএকর টের পাবার আগে ঐ ছড়ি দিয়ে সে মোক্ষম আঘাত হানল তাঁকে, টুঁ শব্দটুকু করতে না পেরে তিনি মারা গেলেন। এবার অপরাধী দেখল খোলা সিন্দুকের ভেতর দলিলপত্র ছাড়া টাকাকড়ি কিছু নেই, সে এবার লাশ খোলা জানালা দিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিল।'

'বেশ, শুনলাম আপনার থিওরি,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেড বললেন, 'কিন্তু যাকে এর মধ্যে টেনে আনছেন সেই ব্যাটা চোর মিঃ ওলডএকরকে খুন করে তাঁর লাশ পোড়াতে যাবে কেন?'

'খুবই ভাল আর সঙ্গত প্রশ্ন,' হাসিমুখে পাল্টা প্রশ্ন করল হোমস, 'তার আগে বলুন ম্যাকফারলেনই বা খুন করে লাশ পোড়াতে যাবে কেন?'

'সাক্ষ্যপ্রমাণ চাপা দিতে।'

'এবার আমার জবাব দিচ্ছি,' হোমস বলল, 'খুনের ব্যাপারটা লুকোতেই চোরের পক্ষে লাশ পোড়ানো সম্ভব।'

'সেই চোর শোবার ঘর থেকে কিছু চুরি করল না কেন?' লেসট্রেড আবার প্রশ্ন ছুঁড়লেন।

'কোন দুঃখে সে চুরি করতে যাবে বলুন তো,' হোমসের শানানো জবাব তৈরি, 'খোলা সিন্দুক দেখে লোকটা বাইরে থেকে ভেবেছিল ভেতরে টাকাকড়ি, ধনরত্ন প্রচুর আছে। কিন্তু ঘরে ঢুকে বাড়ির মালিককে খুন করে সিন্দুক হাতড়ে সে গাদাগাদা দলিল ছাড়া আর কিছুই পেল না, তাই খালি হাতেই সে বিদেয় হয়েছে।'

'তাহলে মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেড বললেন, 'দেখুন সেই চোর ব্যাটাকে খুঁজে পান কিনা, যতক্ষণ না পাচ্ছেন ততক্ষণ আমরা আমাদের আসামিকে নিয়ে পড়ে থাকব। একটা পয়েন্ট মনে রাখবেন মিঃ হোমস, যতদূর জানি নিহত ব্যক্তির শোবার ঘর থেকে একটি জিনিসও খোয়া যায়নি। শোবার ঘরে যেসব দলিল ছিল সেসব খোয়া না গেলে যার লাভ তেমন লোক এই মুহূর্তে দুনিয়ায় একজনই আছে — জন হেক্টর ম্যাকফারলেন। আইন অনুযায়ী সে যখন সম্পত্তির মালিক তখন প্রয়োজনীয় দলিল ও অন্যান্য কাগজপত্র যথাসময়েই তার হাতে আসবে, অতএব সে ওসব সরাতে যাবে কেন?'

হোমসের মুখ দেখে মনে হল তার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে পরক্ষণেই সে বলল, 'যাবতীয় প্রমাণ আপনার সিদ্ধান্তের পক্ষে একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। তবু বলে রাখছি অন্য কোনও সিদ্ধান্ত থাকাও অসম্ভব নয়। যথাসময়ে দেখা যাবে কোনটি ঠিক। আজকের মত তাহলে এখানেই এ আলোচনা শেষ করছি। দেখি, সম্ভব হলে আজ একবার নরউডে গিয়ে দেখব আপনার তদন্ত কতদূর এগোল।'

ইন্সপেক্টর লেসট্রেড বিদায় নিতে হোমস বেরোবার জন্য গোছগাছে হাত দিল। গোছগাছের বহর দেখে মনে হল আজ পুরোদিনটা তাকে প্রচণ্ড ধকল সইতে হবে।

'আমায় আগে ব্ল্যাকহিজে যেতে হবে ওয়াটসন,' ফ্রক কোট গায়ে চড়িয়ে হোমস বলল।

'আগে নরউডে যাবে না কেন?' অবাক হয়ে শুধোলাম।

'দু'টো ঘটনা ঘটেছে একই দিনে,' হোমস বলল, 'মিঃ ওলডএকর ম্যাকফারলেনের অফিসে গিয়ে উইলের খসড়া তাকে দিলেন, বললেন তাঁর সব বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে সে এবং তার কয়েক ঘণ্টা বাদেই তিনি রহস্যজনকভাবে খুন হলেন নিজের বাড়ির শোবার ঘরে। দ্বিতীয় ঘটনার ওপর পুলিশ গুরুত্ব দিচ্ছে কিন্তু যুক্তির পথ মেনে তদন্ত করতে গেলে আমার মতে প্রথম ঘটনার ওপর আলোকপাত করা দরকার — ঐ অদ্ভুত উইল, ঐরকম তাড়াতাড়ি চলন্ত ট্রেনে বসে তার খসড়া করা এবং কোনরকম আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই এমন একজনকে যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে বেছে নেওয়া। এই ব্যাপারগুলো পুলিশ খতিয়ে দেখেনি বলেই খটকা জাগছে মনে। আশা করছি সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে বলতে পারব হতভাগা ম্যাকফারলেনকে বাঁচানোর কোনও পথ খুঁজে বের করা গেল কিনা। বেচারা বাঁচার জন্য আমার কাছে এল —'

হোমসের ফিরতে অনেক বেলা হল, দুশ্চিন্তা মাখানো শুকনো মুখ দেখে আন্দাজ করলাম যে উদ্দেশ্যে সে বেরিয়েছিল তা সফল হয়নি। পোশাক পাল্টে বেহালা নিয়ে বসল হোমস, তারের ওপর ছড় বুলিয়ে সুরের মূর্ছনা তুলল ঘণ্টাখানেক ধরে, আপন মনে ঐভাবে দেহমনের ক্লান্তি দূর করল। আমি একটি প্রশ্নও করলাম না। এক সময় বেহালা আর ছড় সরিয়ে মুখ খুলল হোমস।

'ভুল, ওয়াটসন,' একরাশ আক্ষেপ বেরোল তার গলা থেকে, 'আমরা সবাই ভুল পথে চলেছি। লেসট্রেডের সামনে খুব বড় মুখ করে বড়াই করলাম বটে, কিন্তু এতদূর ঘোরাঘুরি করে এসে এখন মনে হচ্ছে ও ঠিক পথেই তদন্ত করছে, বরং আমরাই এগোচ্ছি ভুল পথে। আদালতে জুরিরা লেসট্রেডের যুক্তিকে ছেড়ে আমার কথায় আদৌ কান দেবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে আমার মনে।'

'তুমি ব্ল্যাকহিজে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, ওয়াটসন, আমি সেখানে গিয়েছিলাম এবং বুঝতে পারলাম যে জোনাস ওলডএকর নিতান্তই এক অসাধু লোক। ম্যাকফারলেনের বাবা ছেলেকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, ওর মার সঙ্গে দেখা হল। ম্যাকফারলেনের মাকে ছোটখাট দেখতে, নীল চোখে ফুটে উঠেছে ভয় আর ঘৃণা। জোনাস ওলডএকরের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাগে লাল হয়ে উঠলেন। কোনও ভূমিকা না করে বললেন, 'ওঁর নাম আমার কাছে নেবেন না, আমার চোখে উনি মানুষ নন, দু'পেয়ে বাঁদর। আজ নয়, চিরকালই উনি এইরকম ধেড়ে বজ্জাত, পাজির পা ঝাড়া!'

'আপনি তাহলে ওঁকে আগে থেকে চিনতেন?' হোমস বলল, 'আমি প্রশ্ন করলাম।'

'চিনতাম বলেই বলছি মিঃ হোমস, উনি একসময় আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্য ভাল, ওঁর প্রস্তাবে রাজি না হয়ে আমি একটি গরীব ছেলেকে বিয়ে করি,' মহিলা বললেন। তখন আমি বললাম, 'মিঃ ওলডএকর তাঁর নিজের যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি ওঁর ছেলের নামে উইল করে দিয়েছেন'। শুনেই আবার তিনি রেগে গেলেন, বললেন, 'ওলডএকরের বিষয়সম্পত্তির একটি পয়সাও তাঁর ছেলের বা তাঁর দরকার নেই। আমি আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করলাম কিন্তু কাজে লাগার মত কোনও পয়েন্ট মিসেস ম্যাকফারলেন দিতে পারলেন না, তাই আর বসে না থেকে সেখান থেকে গেলাম নরউডে।

মিঃ ওলডএকর যে বাড়িতে থাকতেন সেই ডিপডেন হাউস পেল্লায় বাড়ি হলেও তার দেওয়ালে পলেস্তারা নেই, ভেতরের ইটগুলো দেখা যাচ্ছে। রাস্তার একটু পেছনে ডানদিকে কাঠের স্তূপ রাখার জায়গা, ঐখানেই আগুন লেগেছিল। গোটা জায়গাটার মোটামুটি স্কেচ একটা করেছি, ভাল করে দ্যাখো। বাঁদিকের এই জানলাটা মিঃ ওলডএকরের ঘরের। রাস্তায় দাঁড়ালে এই জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরটা পুরো দেখা যায়। ইন্সপেক্টর লেসট্রেড ওখানে ছিলেন না কিন্তু তাতে আমার অসুবিধে হয়নি। যে হেড কনস্টেবল পাহারায় ছিল সেই সব দেখাল। ছাইগাদা ঘেঁটে ওরা পোড়া মাংস ছাড়া কয়েকটা রং ওঠা ধাতুর চাকতি পেয়েছে। পরীক্ষা করে বুঝলাম ওগুলো ট্রাউজার্সের বোতাম, তাদের একটাতে 'হিয়ামস' লেখা দেখে বুঝলাম ওটা মিঃ ওলডএকরের দর্জির নাম, আমার অনুমান সঠিক, এরপর বাড়ির সামনের লন হাতড়ে দেখলাম যদি কোনও সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে জমি এমন শুকিয়ে গেছে যে আমার হাতড়ানোই সার হল। কাঠের গাদার কাছেই একটা ঝোপ, সেই ঝোপের ভেতর দিয়ে ভারি কিছু টেনে হিঁচড়ে নেবার দাগ ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। ভেবে দ্যাখো, অগাস্টের প্রচণ্ড রোদে পিঠ পুড়ে যাচ্ছে তার ভেতর আমি ঐ শুকনো মাটির ওপর কিছু সূত্র পাবার আশায় হামাগুড়ি দিচ্ছি। ওখানে বলতে গেলে কিছুই না পেয়ে গেলাম বাড়ির ভেতরে শোবার ঘরে। রক্তের দাগ বিবর্ণ হয়ে এলেও দাগটা রক্তের সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না মনে। ছড়িটা পুলিশ আগেই সরিয়েছে, শুনলাম তার গায়ে রক্তের দাগ যা লেগেছিল তা খুবই সামান্য। শোবার ঘরের কার্পেটের ওপর দু'জন পুরুষের পায়ের ছাপ পেলাম,. খেয়াল রেখো, তিনজনের নয়। মানে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে বাইরে থেকে তৃতীয় কেউ শোবার ঘরে ঢুকে মিঃ ওলডএকরকে খুন করেছে আমার এ থিওরি টিকছে না।

শোবার ঘরের লোহার সিন্দুক খুলিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। বেশিরভাগ দলিল দস্তাবেজ লেসট্রেড বাইরে টেবিলে রেখেছিলেন। কতগুলো সিল আঁটা খামে সেসব ছিল, পুলিশ দু'একটা খুলেছে।

দলিলগুলো পরীক্ষা করে তেমন দরকারি মনে হল না। ব্যাংকের পাশবই দেখে মিঃ ওলডএকরকে খুব পয়সাওয়ালা লোক বলেও মনে হল না। তবে সব দলিল ওখানে নেই এটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কাগজে বারবার কিছু দলিলের উল্লেখ করা হয়েছে দেখে অনুমান করলাম হয়ত ওগুলোই আসল দলিল, কিন্তু অনেক খুঁজেও সেগুলো পেলাম না। দরকারি প্রমাণ করতে পারলে অনেকটা এগোনো যায়।

বাড়ির ভেতরে সবটুকু জায়গা খুঁটিয়ে দেখে মিঃ ওলডএকরের কাজের লোক মিসেস লেকসিংটনকে ডাকলাম। মহিলা বেঁটেখাটো, গায়ের রং ময়লা, সব সময় চোখে তেরছা চাউনি। আমি নিশ্চিত যে উনি অনেক কিছু জানেন কিন্তু কাজে লাগার মত একটি কথাও ওর পেট থেকে আমি বের করতে পারিনি। বলার মধ্যে বলল, সেদিন রাত সাড়ে দশটা নাগাদ সে শুতে যায়, ওর ঘর বাড়ির অন্য প্রান্তে তাই শোবার পর কি হয়েছে তা ওর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আচমকা 'আগুন! আগুন!' চিৎকার শুনে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। অনেকদিন বৃষ্টি হয়নি তাই কাঠের স্তূপ শুকিয়ে খটখটে হয়েছিল, আগুনের ছোঁয়ায় দাউদাউ করে পুড়ে যায়, মিসেস লেকসিংটন ছুটে এসেছিল কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখা ছাড়া আর কিছুই ওর চোখে পড়েনি। মাংস পোড়ার গন্ধ সে একা নয়, দমকলের লোকেরাও পেয়েছে। আমি ঠিকই ধরেছিলাম ওয়াটসন, কাঠের ছাইয়ের গাদা থেকে যেসব ধাতুর তৈরি চাকতি পাওয়া গেছে ওসব মিঃ ওলডএকরের ট্রাউজার্সের বোতাম।

আরেকটু বাজিয়ে নিতে এরপর আমি জানতে চেইলাম মিঃ ওলডএকরের কোনও দুশমন ছিল কিনা। জবাবে মহিলা পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল — দুশমন কার নেই?

ওঁর মুখেই শুনলাম মিঃ ওলডএকর দিনের বেশিরভাগ সময় ব্যবসার নানা কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ না হলে বাইরের লোকের সঙ্গে একরকম দেখাই করতেন না। দলিল দস্তাবেজ সম্পর্কে আমার প্রশ্নের উত্তরে মিসেস লেকসিংটন বলল, ঐসব, এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত ব্যাপারে কিছুই জানে না সে।

ওয়াটসন, এই হল আমার আজকের ব্যর্থতার রিপোর্ট, তবু আমি নিশ্চিত এসব ভুল, আমার সিদ্ধান্তের পক্ষে যাবার মত কোনও সূত্র ঠিকই কোথাও লুকিয়ে আছে, আর ঐ মিসেস লেকসিংটন তা ঠিকই জানে। যারা অপরাধ করে বা অন্যের অপরাধের কথা জেনেও চেপে যায় ঐ মহিলার চোখে তেমনি হাব ভাব দেখেছি আমি। যাক, এ নিয়ে আর কথা বলে লাভ নেই, কপাল ভাল থাকলে তেমন জোরদার প্রমাণ যদি হাতে আসে তাহলেই রহস্যের সমাধান হবে, নয়ত ভয় হচ্ছে আমাদের সাফল্যের ইতিহাসে নরউডের স্থপতির অন্তর্ধান এক শোচনীয় ব্যর্থতায় শেষ হবে।'

'তুমি আগে থেকেই হতাশ হচ্ছ কেন,' আমি বললাম, 'ম্যাকফারলেনের চোখ মুখ দেখলে আদালতের জুরিরা তাকে নিরপরাধ বলে ভাবতেও তো পারেন?'

'তোমার এ যুক্তি বড্ড বিপজ্জনক, ওয়াটসন,' হোমস জবাব দিল, 'কুখ্যাত খুনী বার্ট স্টিভেনসের কথা এত শীগগির ভুলে গেলে? অমন শান্ত, ঠাণ্ডা আর ভদ্র চেহারার মুখ দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে যে '৮৭ সালে এই একই লোক আমাদের খুন করতে গিয়েছিল?'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'বিকল্প কোনও সিদ্ধান্ত না পেলে জন হেক্টর ম্যাকফারলেনকে প্রাণদণ্ডের হাত থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা দুনিয়ার কারও নেই,' হোমস বলল, 'ওর বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু হতে চলেছে তার কোথাও এতটুকু ভুল তোমার চোখে পড়বে না, এর ওপর ইন্সপেক্টর লেসট্রেড একের পর এক নতুন প্রমাণ খাড়া করে মামলাটা মজবুত করছেন। তবে আমিও বসে নেই, মিঃ ওলডএকরের সিন্দুকের কাগজপত্র সব ঘেঁটে মনে হল আমার হাতে একটা সূত্র এতদিনে এসেছে — ওঁর ব্যাংকের পাশবইয়ে জমা টাকার পরিমাণ খুব কম দেখে খটকা লাগল মনে, খুঁজে দেখলাম গত এক বছরে মিঃ কর্নিলিয়াস নামে প্রচুর চেক কেটেছেন মিঃ ওলডএকর। এখন প্রশ্ন, এই মিঃ

কর্ণিলিয়াস লোকটি কে? শুনেছি মিঃ ওলডএকর ব্যবসার কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন, তারপরেও তিনি এই লোকটির সঙ্গে এমন কি লেনদেন করতেন যেজন্য ঘনঘন এত চেক কাটতে হবে? মিঃ কর্ণিলিয়াস হয়ত দালাল, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে লেনদেনের কাঁচা পাকা রসিদ থাকার কথা — কিন্তু বিস্তর খুঁজেও তেমন কিছুই পাইনি। আর কিছু না পেলে এদিক দিয়েই আমায় এগোতে হবে, যিনি এতগুলো চেক ভাঙ্গিয়েছেন ব্যাংকে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে হবে। মুখে বলছি বটে ওয়াটসন, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওভাবে এগিয়ে কোনও লাভই হবে না, লেসট্রেড বেচারা ম্যাকফারলেনকে ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে ছাড়বে না।'

সে রাতে হোমসের চোখে ঘুম আদৌ এসেছিল কিনা জানিনা, পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে দেখলাম তার রোগাটে লম্বা মুখখানা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, মাথার চুল উসকো খুসকো, উজ্জ্বল দু'চোখ যেন জ্বলছে। হোমসের চারপাশে কার্পেটের ওপর আর তার চেয়ারের আশেপাশে ছড়ানো এনতার পোড়া সিগারেটের টুকরো, কয়েকটি খবরের কাগজও পড়ে আছে তাদের মধ্যে। টেবিলের ওপর হোমসের সামনেই রাখা একখানা খোলা টেলিগ্রাম।

'পড়ে দ্যাখো ওয়াটসন, কি মনে হয়,' টেলিগ্রামখানা আমার দিকে এগিয়ে দিল হোমস। তুলে নিয়ে দেখলাম ওটা এসেছে নরউড থেকে, তার সারমর্ম —

'গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যপ্রমাণ হাতে পেয়েছি যা ম্যাকফারলেনের অপরাধ সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করবে। আমার উপদেশ কেসটা ছেড়ে দিন — লেসট্রেড।'

'গুরুতর কিছু মনে হচ্ছে,' আমি বললাম।

'লেসট্রেড ধরেই নিয়েছেন আমি হেরে গেছি,' হোমসের ঠোঁটে তিক্ত হাসি ফুটল, 'তাই কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। উনি যাই ভাবুন ওয়াটসন, জেনে রেখো এ কেসে আমার হেরে যাবার সময় এখনও আসেনি। খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণেরও যে অত্যন্ত ধারালো দুটো দিক থাকে তা লেসট্রেড এখনও কল্পনা করতে পারছেন না। চটপট ব্রেকফাস্ট সেরে নাও, ওয়াটসন, আজ তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। বেশ বুঝতে পারছি তোমায় ছাড়া আজ আমার চলবে না।'

ব্রেকফাস্ট একা আমিই খেলাম, হোমস ছুঁয়েও দেখল না। এটা তার স্বভাবেরই বৈশিষ্ট্য — প্রচণ্ড ভাবনা চিন্তা একবার মাথায় চেপে বসলে সে এইভাবে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে দেয়।

ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোলাম হোমসের সঙ্গে। নরউডে পৌঁছে ডিপডেন হাউসের সামনে এসে দেখি প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টর লেসট্রেড, আমাদের দেখে উল্লাসে ফেটে পড়লেন, 'এই যে মিঃ হোমস, আসুন। বলুন, আপনার তদন্ত কতদূর এগোল। আমার থিওরি পুরোটাই ভুল তা প্রমাণ করার মত তুরুপের তাস হাতে এল?'

'আপনার টেলিগ্রাম পেয়েছি, লেসট্রেড,' স্বাভাবিক গলায় বলল হোমস, 'তবে আপনি যা আশা করছেন তেমন কোনও সিদ্ধান্তে আসিনি।'

'কিন্তু আমরা গতকালই পৌঁছেছি, আপনাকে দেখাব। এবার তাহলে আমরা আপনার চাইতে কয়েক কদম এগিয়ে রইলাম, কি বলেন?'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে বিরাট কিছু আবিষ্কার করেছেন।' হোমস জানতে চাইল, 'ব্যাপারখানা কি?'

'প্রতিবার আপনার সিদ্ধান্ত সঠিক হবে তা কখনও হতে পারে? কিন্তু আপনি নিজে হার স্বীকার করছেন না। এবার তাহলে আমার সঙ্গে অনুগ্রহ করে আসুন, ডঃ ওয়াটসন, আপনিও আসুন, ম্যাকফারলেন যে মিঃ ওলডএকরকে খুন করেছে তার এমন একটি প্রমাণ হাতে এসেছে যে নিজে চোখে দেখলে আপনিও অবিশ্বাস করতে পারবেন না।'

ইন্সপেক্টর লেসট্রেড আমাদের নিয়ে বাড়ির ভেতরে অন্ধকার একটা হলঘরে এলেন।

'সে রাতে ম্যাকফারলেন এ বাড়িতে ঢুকে প্রথমে এ ঘরেই এসেছিল,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের গলা আঁধারের পর্দা চিরে কানে এল, মাথার টুপি এখানেই রেখেছিল সে। মিঃ ওলডএকরকে খুন করে টুপিব খোঁজে আরও একবার ম্যাকফারলেন এ ঘরে ঢোকে, এবার এদিকে দেখুন।' বলে দেশলাই জ্বাললেন লেসট্রেড, ঘরের একদিকের দেওয়ালের কাছে জ্বলন্ত কাঠি নিয়ে এলেন। দেশলাই কাঠির আগুনের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম সাদা চুনকাম করা দেওয়ালে রক্তের দাগ — কার যেন রক্তমাখানো বুড়ো আঙুলের ছাপ।

'আতস কাচ দিয়ে দাগটা ভাল করে দেখুন, মিঃ হোমস,' লেসট্রেড বললেন।

'আমি যা দেখার দেখেছি, লেসট্রেড।' হোমসের গলা আগের মতই অনমনীয়।

'দু'জন লোকের বুড়ো আঙুলের ছাপ একরকম হয় না আশা করি জানেন?'

'তাও শুনেছি।'

'ভাল কথা, ম্যাকফারলেনের বুড়ো আঙুলের ছাপ আজ সকালে তোলা হয়েছে, নিন দেওয়ালের দাগের সঙ্গে এটা মিলিয়ে দেখুন।' মোমের ওপর তোলা একটা বুড়ো আঙুলের ছাপ বাড়িয়ে দিলেন লেসট্রেড।

আতস কাচ ছাড়াই দেওয়ালের দাগের পাশে মোমের ছাঁচটা রেখে তাকালাম। দু'টো দাগ একই বুড়ো আঙুলের তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। বেচারা ম্যাকফারলেনের প্রাণদণ্ড এড়ানোর আর সম্ভাবনা নেই।

'এখানেই আমাদের তদন্তেব শেষ,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের গলায় অহমিকা ফুটে বেরোল।

'হ্যাঁ, শেষ,' তাঁর কথায় সায় দিলাম।

'ঠিক বলেছেন,' হোমস বলল, 'সব শেষ।' তার গলার সুর কিন্তু অন্যরকম। পাশ ফিরে দেশলাই জ্বালতে চমকে উঠলাম। কাল রাতে এমনকি আজ সকালেও ব্রেকফাস্টের টেবিলে যে হতাশা দেখেছিলাম হোমসের চোখেমুখে তা যেন জাদুবলে উধাও হয়েছে, রাতের আকাশের উজ্জ্বল তারার মত জ্বলছে তার দু'চোখ। কাঠিটা পুড়ে শেষ হতে আরেকটা জ্বাললাম, দেখলাম ঠিকই ধরেছি, টানটান হয়ে উঠেছে হোমসের সর্বাঙ্গ, প্রচণ্ড উল্লাসে ভেতরে ভেতরে কি যেন উপভোগ করছে সে, যেন প্রচণ্ড বাঁধভাঙ্গা হাসিব বেগ সামলে রেখেছে অনেক কষ্টে। বন্ধুবরের এই হাবভাবের সঙ্গে আমি পরিচিত, হোমস তার হারানো আত্মবিশ্বাস ফিবে পেয়েছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

'সত্যিই তো, লেসট্রেড,' হোমস বলল, 'ম্যাকফারলেন ছোঁড়াকে বাইরে দেখতে কেমন শান্ত, ভালমানুষের মত, কিন্তু তার পেটে এত বজ্জাতি! সত্যি বলছি লেসট্রেড, আপনি নিজে এইভাবে টেলিগ্রাম করে আমায় ডেকে এনে না দেখালে ব্যাপারটা আমি আদৌ বিশ্বাস করতাম না!'

'আমাদের অনেকেরই আত্মবিশ্বাসের পরিমাণ বড্ড বেশি,' লেসট্রেড পরোক্ষে হোমসকে ইঙ্গিত করছে আঁচ করলাম, 'এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক নয়।'

'কপাল ভাল ম্যাকফারলেন টুপিটা নেবার সময় দেওয়ালের গায়ে রক্তমাখা বুড়ো আঙুল টিপে একটা ছাপ রেখে গেল,' লেসট্রেডের বক্রোক্তি গায়ে না মেখে প্রশ্ন করল হোমস, 'এই দুর্লভ আবিষ্কার কার জানতে পারি লেসট্রেড?'

'এ বাড়ির কাজের লোক মিসেস লেকসিংটনের চোখে দাগটা প্রথম ধরা পড়েছে,' আত্মবিশ্বাসে ভরপুর লেসট্রেড বললেন, 'রাতে যে পাহারাদার ডিউটিতে ছিল তাকে ডেকে এনে সে দাগটা দেখায়।'

'রাতের পাহারাদার তখন কোথায় ডিউটি দিচ্ছিল?' হোমস শুধোল।

'শোবার ঘরে যেখানে মিঃ ওলডএকর খুন হন,' লেসট্রেড বললেন, 'ঘরের জিনিসপত্রের ওপর সে নজর রাখছিল।'

'কিন্তু গতকাল এ দাগ আপনাদের — পুলিশের চোখে পড়েনি, এটা কেমন হল?' এবার হোমসের তীর ছোঁড়ার পালা।

'এ ঘরের দেওয়ালগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার মত কোনও কারণ গতকাল ঘটেনি তাই,' লেসট্রেডের চটজলদি জবাব, 'তাছাড়া ঘরটা এমন জায়গায় যে সবার চোখ এড়িয়ে যায়, গোড়ায় আমরা তাই তেমন খুঁটিয়ে দেখিনি।'

'ঠিকই তো,' হোমস বলল, 'তাহলে লেসট্রেড, দেয়ালের গায়ে এই রক্তের দাগটা গতকালও ছিল এটাই বলতে চান, কেমন?'

জবাব না দিয়ে লেসট্রেড যেভাবে হোমসের দিকে তাকালেন তার অর্থ একটাই — হোমসের মাথার ঠিক নেই, তাই একেকবার একেক ধরনের কথা বলছে সে।

'পুলিশের চোখ এড়িয়ে মাঝরাতে ম্যাকফারলেন হাজত থেকে বেরিয়ে এখানে এল, এই দেওয়ালের গায়ে হাতের বুড়ো আঙ্গুলে রক্ত মাখিয়ে তার ছাপ লাগিয়ে আবার হাজতে ফিরে গেল এটাই কি বলতে চান, মিঃ হোমস?' ইন্সপেক্টর লেসট্রেড বললেন, 'যদি তাই হয় তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই। দেওয়ালের এ ছাপ ম্যাকফারলেনের বুড়ো আঙ্গুলের, দুনিয়ার যে কোনও অপরাধ বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন। যিনি একমত নন তাঁকে আমি চ্যালেঞ্জ করব সে তিনি যেই হন।'

'আপনি ভুল করছেন লেসট্রেড,' হোমস বলল, 'দেওয়ালের গায়ে এই দাগ যে ম্যাকফারলেনের সে বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত।'

'তাহলে আর মিছিমিছি দেরি করে কি লাভ,' লেসট্রেড বললেন, 'মিঃ হোমস, আমি বাস্তবের মাটিতে হাঁটাচলা করি। বসার ঘরে চললাম রিপোর্ট লিখতে। এসব দেখার পরেও যদি আপনার কিছু বলার থাকে তাহলে ওখানে আসতে পারেন।'

হোমস কোনও মন্তব্য না করলেও তার চোখেমুখে ফুটে ওঠা কৌতুক আমার চোখ এড়ায়নি।

'ম্যাকফারলেন বেচারা তো বড্ড মুশকিলে পড়ল হে ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'আমি কিন্তু এখনও হতাশ হইনি। বিশ্বাস করো, কতগুলো ভাল পয়েন্ট হাতে এসেছে তাই যেটুকু হতাশা ছিল সব চলে গেছে।'

'সত্যি বলছ, হোমস?' আমি জানতে চাইলাম, 'বেচারার কথা ভেবে এত মন খারাপ হচ্ছে যা বলার নয়।'

'এখনই ভেঙ্গে পড়ার মত কিছু হয়নি, ওয়াটসন।' হোমস আশ্বাস দিল, 'আসলে যেসব মারাত্মক প্রমাণ হাতে নিয়ে লেসট্রেড লাফ ঝাঁপ করছেন তাদের একটার মধ্যেই গলদ আছে। কিন্তু আমি বলব গলদটা উনি ধরতেই পারছেন না।'

'সেটা আমায় বলবে?'

'গতকাল আমিও হলঘর আর তার চারটে দেওয়াল নিজে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছি,' হোমস বলল, 'বিশ্বাস করো, তখন ঐ আঙ্গুলের ছাপ আমার চোখে পড়েনি। যাক, এ প্রসঙ্গ এখন থাক, চলো, একটু ঘুরে আসা যাক।'

বাইরে এসে বাড়ির সবক'টা দিক খুঁটিয়ে দেখতে লাগল হোমস, তার চোখেমুখে গভীর আগ্রহ। এরপর তার সঙ্গে এলাম বাড়ির ভেতরে একতলা থেকে শুরু করে বাড়ির চিলেকোঠা, কিছুই দেখতে বাকি রাখল না। বেশিরভাগ ঘরে আসবাবপত্র নেই, তবু সেসব ঘর খুঁটিয়ে দেখল হোমস। ওপরে তিনটে শোবার ঘর গোটা বছর ফাঁকা পড়ে, কেউ নেই সেখানে। চারদিক ঘিরে একটা করিডর। জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখে আপন মনেই খুশিতে হাসতে লাগল সে।

'খাসা মতলব মাথায় এসেছে, ওয়াটসন, বুঝলে?' হোমস বলল, 'আমাদের হারিয়ে দিয়েছে ভেবে খানিক আগেই না ইন্সপেক্টর লেসট্রেড খুব লাফাচ্ছিলেন, এবার তার কেমন বদলা নিই,

তুমি শুধু দেখে যাও। এমন একটা চমৎকার কেস, তার এমন কতগুলো অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, অথচ সেসব ওঁর চোখেই পড়ল না? দাঁড়াও, আর এ নিয়ে কোনও কথা নয়, লেসট্রেডের হিসেব এবার হচ্ছে, ওঁর মজা বের করছি আমি।'

হোমসের কথা কিছুই আমার মাথায় ঢুকল না, তার সঙ্গে এসে ঢুকলাম বসার ঘরে। গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর লেসট্রেড রিপোর্ট লিখতে ব্যস্ত। হোমস আচমকা তাঁকে বাধা দিল, 'এই কেসের রিপোর্ট লিখছেন মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ।'

'আগেভাগেই? মানে বলছিলাম শেষ না দেখেই?'

'তার মানে?' লেসট্রেড অবাক চোখে তাকালেন হোমসের দিকে।

'মানে সব প্রমাণ এখনও আপনি পাননি সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'কি বলতে চান, মিঃ হোমস?' হোমসের কথার মানে বুঝতে না পেরে ইন্সপেক্টর লেসট্রেড এবার হাতের কলম নামিয়ে রাখলেন।

'শুধু একটি কথা,' হোমস বিনীতভাবে বলল, 'এ কেসের যে সাক্ষীকে আমাদের দু'জনেরই একান্ত দরকার তাঁকে আপনি এখনও দেখতে পাননি, অথচ তিনি আছেন, আমাদের নাগালের মধ্যেই। আমার নিজের তাই ধারণা।'

'মনে হচ্ছে আপনি তাঁকে হাজির করতে পারবেন?' ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের কথায় বিরক্তি।

'তা পারি বইকি,' হোমসের এককাট্টা জবাব, চোখে মুখে অতি পরিচিত রহস্যময় হাসি যা একান্তভাবেই হোমসসুলভ।

'তাহলে এনে হাজির করুন।'

'করছি, আগে বলুন, এখানে আপনার হাতে ক'জন কনস্টেবল আছে?'

'তিনজন।'

'তিনজনেই বেশ পালোয়ান তো?' হোমস শুধোল, 'গলার জোরে চেঁচাতে পারবে?'

'আমার যে তিনজন কনস্টেবল এখানে ডিউটিতে আছে,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেড বললেন, 'তারা সবাই স্বাস্থ্যবান, তিনজনই আপনার ভাষায় পালোয়ান। কিন্তু গলার জোরে চেঁচানোর সঙ্গে এ কেসের কি সম্পর্ক জানতে পারি?'

'এক্ষুনি পারবেন,' হোমস বলল, 'দেরি না করে ওদের এখানে ডাকুন।'

হোমসের কথামত লেসট্রেড তাঁর তিন কনস্টেবলকে এনে হাজির করলেন বসার ঘরে, তিনজনেই পালোয়ানের মত দেখতে।

'পেছনের বারবাড়িতে প্রচুর খড় আছে,' হোমস তাদের নির্দেশ দিল, 'জলদি দু'আঁটি খড় সেখান থেকে নিয়ে ওপরে চলে আসুন। লেসট্রেড, ওপরে আসুন, ওয়াটসন, ওঁকে নিয়ে এসো। ভাল কথা, তোমার সঙ্গে দেশলাই আছে?'

'আছে।'

লেসট্রেডকে সঙ্গে নিয়ে হোমসের পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এলাম। ওপরে তিনটে শোবার ঘর ঘিরে যে করিডরের উল্লেখ আগে করেছি সেখানে এসে দাঁড়ালাম তিনজনে। একটু বাদে তিনজন কনস্টেবলও দু'আঁটি খড় নিয়ে হাজির হল সেখানে।

'আরেকটু কষ্ট আপনাদের করতে হবে,' হোমস কনস্টেবলদের দিকে তাকাল, 'আপনাদের যে কেউ একজন দু'বালতি জল নিয়ে আসুন।'

কনস্টেবলদের একজন সরে যেতে বাকি দু'জনকে হোমস বলল, 'আপনারা এবার মেঝের ওপর দু'আঁটি খড় রাখুন, দু'দিকের দেওয়াল থেকে বেশ কিছুটা সরিয়ে রাখুন। ঠিক আছে, এবার জলটা এলেই শুরু করব।'

চাপা রাগে লাল হয়ে উঠছে ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের মুখ, দু'চোখ পাকিয়ে তিনি থেকে থেকে তাকাচ্ছেন হোমসের দিকে, শব্দ না হলেও বেশ বুঝতে পারছি রাগে দাঁতে দাঁত পিষছেন। হোমস কিন্তু নির্বিকার। এই মুহূর্তে তাকে একজন বড় যাদুকরের মত দেখাচ্ছে।

দু'বালতি জল নিয়ে কনস্টেবলটি আসতে লেসট্রেড ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'মিঃ হোমস, আপনি কি ছেলে খেলা পেয়েছেন? যদি নতুন কোনও সূত্র পেয়ে থাকেন আমায় বলুন, নয়ত এভাবে হাসাবেন না। আমারও ধৈর্যের সীমা আছে তা মনে রাখবেন।'

'লেসট্রেড' অদ্ভুত শান্ত গলায় হোমস বলল, 'আমার নাম শার্লক হোমস, হাতে সূত্র বা প্রমাণ না থাকলে আমি এতদূর এগোতাম না এটুকু আশা করি জানেন। আচ্ছা, আর দেরি নয়। ওয়াটসন, ওদিকের জানালাটা খুলে দাও তারপর দেশলাই জ্বালিয়ে এই দু'আঁটি খড়ে আগুন দাও।'

হোমসের নির্দেশ মেনে জানালা খুলে খড়ে আগুন দিলাম। দমকা হাওয়ার ছোঁয়ায় দু'আঁটি খড় দেখতে দেখতে জ্বলে উঠল, চোখ জ্বালানো ধোঁয়ায় গোটা করিডর ভরে গেল।

'লেসট্রেড,' হোমস বলল, 'আমি তিনবার 'আগুন' বলে চেঁচাব, আপনারা সবাই আমার সঙ্গে যত জোরে পারেন চেঁচাবেন। এইবার — 'আগুন!' 'আগুন!' 'আগুন!' হোমসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে যত জোরে সম্ভব চেঁচিয়ে উঠলাম সবাই, এমনকি লেসট্রেডও। সঙ্গে সঙ্গে ঘটল অদ্ভুত ঘটনা। আমাদের গলার আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগেই করিডরের দেওয়ালের খানিকটা অংশ দরজার মত ফাঁক হয়ে গেল আর সেখান থেকে এক বুড়ো লাফিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

'বাঃ, ঠিক এমনটাই ঘটবে ভেবেছিলাম। ইন্সপেক্টর লেসট্রেড, আলাপ করিয়ে দিই, এঁরই কথা আপনাকে একটু আগে বলছিলাম। ইনিই মিঃ ওলডএকর, এই বাড়ির মালিক। দেখতেই পাচ্ছেন, ইনি আদৌ খুন হননি, দিব্যি বহাল তবিয়তে আছেন। এবার এঁকে নিয়ে কি করবেন তা আপনার ভাবনা। ওয়াটসন, ধোঁয়ায় প্রাণ গেল, বালতির জল ঢেলে আগুন নেভাও!'

লেসট্রেড কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন বুড়োর দিকে। বুড়োটা তখন পিটপিট করে আমাদের দেখছে। একপলক তাকালে যে কেউ বলবে তাকে বদমাশের মত দেখতে, ধূর্ত চোখের বিষাক্ত সাপের চাউনি।

'কি পেয়েছেন আপনি?' লেসট্রেড তাকে ধমকে উঠলেন, 'দেওয়ালের ভেতর কোন মতলবে লুকিয়ে বসেছিলেন?'

'আমি কারও কোনও ক্ষতি করিনি,' রাগের সুরে জবাব দিলেন জোনাস ওলডএকর।

'কথাটা বলতে লজ্জা হল না?' আবার ধমক দিলেন লেসট্রেড, 'এক নিরপরাধ ভদ্রলোকের ছেলেকে ফাঁসিতে ঝোলাবার ব্যবস্থা করে এখানে লুকিয়ে বাঁদরামি হচ্ছে! মাঝখান থেকে আমাদের ভোগান্তির একশেষ!' ইশারায় হোমসকে দেখালেন লেসট্রেড, 'ইনি না এলে আপনার নাগাল পাওয়া আমাদের মুশকিল হত! পুলিশকে এইভাবে ভোগানো? দাঁড়ান, আপনার বারোটা না বাজিয়ে আমি ছাড়ছি না!'

'বিশ্বাস করুন স্যার,' বোধহয় সম্ভাব্য বিপদের কথা আন্দাজ করেই বুড়ো ওলডএকর এবার নাকিকান্না জুড়লেন, 'আমি কারও সর্বনাশ করতে চাইনি, আসলে একটু মজা করতে চেয়েছিলাম, তার বেশি কিছু নয়।'

'মজা!' লেসট্রেড ধমকালেন, 'তাই হবে, কয়েক বছর জেল খাটিয়ে এমন মজা আপনাকে টের পাওয়াব যা মনে থাকবে। এটাকে নিয়ে যান।' কনস্টেবলদের হুকুম দিলেন লেসট্রেড, 'নীচে বসার ঘরে আটকে রাখুন, আমি একটু পরে গিয়ে ওর মজা বের করছি!'

কনস্টেবলরা ছিঁচকে চোর ধরার কায়দায় বজ্জাত বুড়োর রোগা লিকলিকে ঘাড় শক্ত হাতে চেপে ধরে নীচে নিয়ে গেল। হোমস দেওয়ালের গায়ে কুঠরির ভেতর উঁকি দিল, পেছন থেকে আমিও দেখলাম, তারপর লেসট্রেডও উঁকি মেরে জায়গাটা দেখলেন।

ছোট্ট ঘুলঘুলি দিয়ে বাইরের সামান্য আলোয় চোখে পড়ল চোরা কুঠুরির ভেতর প্রচুর বই, দৈনিক খবরের কাগজ, খাবার দাবার আর জল মজুত রয়েছে, এমনকি দু'একটা ছোট কাঠের আসবাবও চোখে পড়ল।

'মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেড ভাঙ্গা গলায় বললেন, 'কনস্টেবলদের সামনে চুপ করেছিলাম কিন্তু এখন ডঃ ওয়াটসনের সামনে মুখ খুলতে অসুবিধে নেই। শুধু নিরপরাধ ম্যাকফারলেনের প্রাণ নয়, আপনার জন্য পুলিশের চাকরিতে আমার এতদিনের সুনামও বেঁচে গেল, আপনাকে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না আমি। তবে সমস্যার সমাধান কিভাবে করলেন সেটাই আমার মাথায় এখনও আসছে না। সত্যি বলছি।'

'খামোখা নিজেকে খাটো করবেন না, লেসট্রেড,' গোয়েন্দা অফিসারের পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিল হোমস, 'আপনার বদনামের ভয় কেটেছে, রিপোর্টে একটু কাটাছেঁড়া করে লিখে দিন কিভাবে আসল অপরাধীকে আপনি একা পাকড়াও করলেন —'

'সে কি!' লেসট্রেড অবাক হলেন, 'আপনি না এলে তো লোকটা ধরা পড়ত না, আপনার নাম আমার রিপোর্টে উল্লেখ করব না তা কি করে হয় —'

'দয়া করে ঐ কাজটি করবেন না লেসট্রেড,' নির্লিপ্ত গলায় হোমস বলল, 'জটিল রহস্যের জট খুলতে আপনার পাশে দাঁড়াতে পেরেছি এর চেয়ে বড় প্রাপ্য আমার আর কি হতে পারে! আর ওয়াটসনের খেরোর খাতায় এই রহস্য সমাধানে ঠাঁই পাওয়াও আমার কাছে আরেক বড় প্রাপ্য, তবে সে তো পরের কথা। যা বলছিলাম। নিজে বাড়িঘর বানাবার কারবারী ছিল বলেই হতচ্ছাড়া ওলডএকরের মাথায় এই বদমায়েসি বুদ্ধি চেপেছিল। তাতে সন্দেহ নেই। কাঠের ওপর সিমেন্টের পলেস্তারা সমেত পার্টিশানের আড়ালে দরজাটা এমন কায়দা করে ব্যাটা বসিয়েছে যে বাইরে থেকে কিছু চোখে পড়ে না। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় প্যাসেজ এখানেই শেষ, কিন্তু দরজা খুলুন, দেখবেন দেওয়ালের আগে কম করে আরও ছ'ফিট জায়গা আছে। ভাল কথা লেসট্রেড, বাড়ির কাজের লোক ঐ মিসেস লেকসিংটনকে ছাড়বেন না যেন, ওকেও পাকড়ান। এই চোরাকুঠুরির কথা ওর জানা ছিল।'

'আমি ওকেও ধরব মিঃ হোমস,' লেসট্রেড বললেন, 'কিন্তু এই কুঠুরির খোঁজ কিভাবে পেলেন?'

'লেসট্রেড,' হোমস বলল, 'গোড়া থেকেই ধারণা হয়েছিল লোকটা বাড়ির ভেতর কোথাও লুকিয়ে আছে। দুটো করিডরেই আমি হেঁটেছি, তখনও চোখে পড়েছে ওপরের করিডর নীচের চাইতে ছ'ফিট মত কম। চোরা কুঠুরি থাকার সম্ভাবনা তখনই মাথায় এসেছে। এও মনে হল আগুন আগুন চিৎকার কানে গেলে চোরা কুঠুরিতে যেই থাক সে প্রাণের ভয়ে বাইরে বেরোবে। তাই ঐ খড়ের আঁটিতে আগুন লাগানোর ছোট নাটকটুকু করলাম।'

'আরেকটা কথা,' লেসট্রেড বললেন, 'বুড়োটা বাড়িতেই লুকিয়ে আছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হলেন কিভাবে?'

'দেওয়ালের গায়ে রক্তমাখা আঙ্গুলের ছাপ পেয়েছেন আপনার মুখে এ খবর শুনে। গতকাল খবরটা দিয়ে আপনি বললেন, 'সব শেষ।' আমিও সায় দিলাম কিন্তু তার মানে ছিল আলাদা। কারণ গতকাল ঐ ছাপ দেওয়ালে ছিল না আমি জানি তার মানে অপকর্মটি রাতেই করা হয়েছে।'

'কি করে?'

'ঘটনার দিন দলিল দস্তাবেজ প্যাকেট করার সময় মিঃ ওলডএকর এক ফাঁকে ম্যাকফারলেনের ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুল নরম গালার ওপর চেপে ধরেন, ম্যাকফারলেনের চোখে তখন তা সন্দেহজনক ঠেকেনি। পরে গালা থেকে মোমের ছাঁচ তুলেছে ওলডএকর, আর নিজের আঙ্গুলে পিন ফুটিয়ে রক্ত বের করে সেই মোমের ছাঁচে মাখিয়েছে, তারপর হয় নিজে নয়ত মিসেস লেকসিংটনকে দিয়ে রক্তমাখা সেই বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ লাগিয়েছে বসার ঘরের দেওয়ালে।

দলিলগুলো একবার ঘেঁটে দেখুন, গালার ওপর তোলা ম্যাকফারলেনের বুড়ো আঙ্গুলের সেই ছাপ আপনি নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন। রক্তমাখা আঙ্গুলের ছাপ দেওয়ালের গায়ে পাওয়া গেলে খুনের মামলা আরও জোরদার হবে এই ভেবেছিল বুড়ো।'

'আপনার প্রতিভার তুলনা হয় না, মিঃ হোমস,' লেসট্রেড বলে উঠলেন, 'কিন্তু ম্যাকফারলেনের সঙ্গে এমন সাংঘাতিক শত্রুতা করার পেছনে ওলডএকরের উদ্দেশ্য কি ছিল?'

'জোনাস ওলডএকরের মত হিংসুটে লোক আপনি খুঁজে পাবেন না, লেসট্রেড,' হোমস বলল, 'আপনি ব্ল্যাকহিজে ম্যাকফারলেনের বাড়িতে খোঁজ করলে জানতেন ম্যাকফারলেনের মাকে যৌবনে ও বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে প্রস্তাব উনি প্রত্যাখ্যান করেন। তখন থেকেই প্রতিহিংসার আগুন জ্বলেছে ওলডএকরের বুকে, তার আঁচে পুড়ে ছাই হয়েছে তার গোটা জীবন। বয়স বাড়লে লোকের রাগের মাত্রা কমে, মানুষ একে অন্যকে ক্ষমা করতে শেখে, কিন্তু একতিল ক্ষমাও কাউকে করেনি সে। এছাড়া খোঁজ নিয়ে জেনেছি গত দু'এক বছর ওঁর সময় খুব খারাপ যাচ্ছে। আমার ধারণা লুকিয়ে শেয়ারে টাকা খাটাতে গিয়ে ওঁর প্রচুর টাকা লোকসান হয়েছে। এবার পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচতে মিঃ কর্ণিলিয়াসের নামে ঘন ঘন মোটা টাকার চেক কাটতে শুরু করলেন। আমার ধারণা কর্ণিলিয়াস ওঁরই ছদ্মনাম। চেকগুলো নিয়ে এখনও তদন্ত না করলেও কাছাকাছি কোনও শহরে কর্ণিলিয়াস নামে ওগুলো ভাঙ্গানো হয়েছে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বেশ কয়েকবার ঐসব জায়গায় গিয়ে হয়ত থেকেও এসেছে সে কর্ণিলিয়াস নামে। ওর আসল মতলব ছিল সব টাকা তুলে নেবার পর নাম ধাম বদলে নতুন পরিবেশে নতুন করে জীবন শুরু করা। তার আগে সারাজীবন ধরে যে পরিকল্পনা ও করেছে তা বাস্তবে রূপ দিতে গেল, সে এক সাংঘাতিক নির্মম পরিকল্পনা। একবার কর্ণিলিয়াস নামে উধাও হতে পারলে পুলিশ বা পাওনাদার কেউ আর ওর পিছু নেবে না। তার আগে বহুদিনের জ্বালা জুড়োতে ম্যাকফারলেনকে কায়দা করে ফাঁদে ফেলা, একবার তাকে খুনি প্রমাণ করতে পারলে আইন তাকে প্রাণদণ্ড দেবে আর সেই ঘটনায় তার মা ভয়ানক আঘাত পাবেন মনে, বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অপমানের প্রতিশোধ এইভাবেই নিতে চাইল ওলডএকর। তার নাম যে ম্যাকফারলেন বাবা মার মুখে বহুবার শুনেছে তা আন্দাজ করেছিল ওলডএকর, আর তারই ওপর ভরসা করে ম্যাকফারলেনের অফিসে গিয়ে কোনও ভূমিকা না করে নিজের বিষয় সম্পত্তি তাকে উইল করে লিখে দেবার অভিনয় করল, কথার প্যাঁচে ম্যাকফারলেনকে এমন জড়াল যে সে ব্যাপারটা বাড়িতে জানাবার সুযোগ পেল না, তাকে দিয়ে শপথ পর্যন্ত করালেন ওলডএকর যাতে ব্যাপারটা গোপন থাকে। এরপর তাকে নরউডে নিয়ে আসার, কায়দা করে আঙ্গুলের ছাপ তোলা, ছড়ি রেখে দেওয়া, কাঠের গুদামে আগুন লাগিয়ে চোরা কুঠুরিতে ঢোকা, সবই সে করেছে নিখুঁতভাবে। আগুনে পুড়ে মরেছে প্রমাণ করতে নিজের ট্রাউজার্সের বোতামও ফেলেছে আগুনে, আর ফেলেছে ছোটখাটো কোনও মরা জানোয়ারের মাংস। কিন্তু অতি উৎসাহী হতেই সব মাটি হল, কোথায় এগোনো আর কোথায় থামা দরকার সেই বোধ জোনাস ওলডএকরের জানা ছিল না। লেসট্রেড, আপনি যদি নরউডের বদলে ব্ল্যাকহিজে এই তদন্ত শুরু করতেন তাহলে অনেক অজানা তথ্য আপনার হাতে আসত, কিন্তু আপনি তা করলেন না। আচ্ছা, এবার চলুন নীচে যাওয়া যাক, আসামিকে একবার কাছ থেকে দেখব।'

নীচে বসার ঘরে বসে আছে বুড়ো জোনাস ওলডএকর, দু'পাশে দুই কনস্টেবল বসে নজর রাখছে তার ওপর।

'বিশ্বাস করুন অফিসার,' লেসট্রেড আমাদের নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সে নাকি গলায় বলে উঠল, 'একটু নির্দোষ ঠাট্টা করা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না। কিছুদিন লুকিয়ে থাকলে কি ফল হয় তা হাতেকলমে দেখতেই ওখানে লুকিয়েছিলাম, এছাড়া মিঃ ম্যাকফারলেনের কোনও ক্ষতি করার মতলব আমার ছিল না, বিশ্বাস করুন।'

'বিশ্বাস করা না করার দায়িত্ব আদালতের,' লেসট্রেড গম্ভীর গলায় বললেন, 'তবে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার মামলা রুজু করব, এছাড়া নরহত্যার প্রচেষ্টার অভিযোগ তো হাতেই আছে।'

'হয়তো দেখবেন আপনার পাওনাদারেরা আইন মেনেই মিঃ কর্ণিলিয়াসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আটক করেছে।'

হোমসের কথায় বুড়ো ওলডএকর চমকে উঠল, বিষাক্ত চাউনি হেনে বলল, 'আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ, আমার দেনা আমি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শোধ করব।'

'তা কি করে করবেন,' হোমস হাসল, 'আমার মনে হচ্ছে আগামী অনেকগুলো বছর নানারকম ঝামেলা নিয়ে আপনাকে ব্যস্ত থাকতে হবে। যাকগে, এবার বলুন তো, পুরোনো ট্রাউজার্সের সঙ্গে সেদিন কাঠের স্তূপের আগুনে আর কি ফেলেছিলেন? মরা কুকুর, না খরগোশ? কি হল, বলবেন না? কি আপদ, আপনি এত নিষ্ঠুর তা আগে ভাবিনি? বেশ, আমি ধরে নিচ্ছি আপনার পোড়া মাংস, পোড়া হাড় আর ছাইয়ের চাহিদা মেটাতে দুটো খরগোশই আগুনে ফেলেছেন। ওয়াটসন তোমার খেরোর খাতায় এই কাহিনী লেখার সময় খরগোশ দিয়েই শেষ করো!'

তিন

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ডান্সিং মেন

'তাহলে ওয়াটসন,' বিশ্রী গন্ধের কিছুটা তরল রাসায়নিক পাত্রে ফোটাতে ফোটাতে হোমস বলল, 'সাউথ আফ্রিকান লগ্নি সংস্থায় তুমি টাকা খাটানোর কথা বলবে না ঠিক করলে?'

আচমকা বন্ধুবরের এহেন মন্তব্যে ভয়ানক চমকে উঠলাম। নিজে না বললেও হোমস অনেক ব্যাপার টের পায় জানি, তাহলেও যা আমার সবচাইতে গোপন ও ব্যক্তিগত বিষয় তা ও টের পেল কি করে তার ব্যাখ্যা মাথায় এল না।

'তুমি জানলে কি করে?' সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়লাম।

টুলে বসেই ছিল হোমস, এক পাক ঘুরতেই আমার মুখোমুখি হল। তার হাতে ধরা টেস্ট টিউব থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, দু'চোখে উপচে পড়ছে মজার হাসি।

'তাহলে ওয়াটসন, দারুণ চমকে দিয়েছি বলো।'

'তা দিয়েছো।'

'মুখে বললে হবে না, কাগজে লিখে সই করে দিতে হবে,' হোমস বলল।

'কোন কম্মে?'

'কারণ আবার পাঁচ মিনিট বাদে এই তুমিই বলবে এটা কোনও কঠিন কাজ নয়, যে কোনও রামা শ্যামা বলতে পারে।'

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো,' হোমসকে আশ্বাস দিলাম, 'তেমন কিছুই আমি বলব না কথা দিলাম।'

'শোন ওয়াটসন,' হাতে ধরা টেস্ট টিউব র‍্যাকে আগের জায়গায় রেখে ক্লাসে লেকচার দেবার মেজাজে হোমস শুরু করল, 'তোমার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনির দিকে চোখ পড়লেই বোঝা যায় হাতে অল্প যেটুকু পুঁজি আছে তা সোনার খনিতে লগ্নি করার প্রস্তাবে রাজী হওনি। সব সিদ্ধান্তই তার আগেরটির ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা যায়। তা গড়তে গিয়ে মাঝামাঝি সব সিদ্ধান্তগুলোকে বাতিল করে কেউ শুধু গোড়া আর ধারণাটুকু তুলে ধরে তাহলেই এমন চমকপ্রদ বাতেল্লা দিতে পারে। এবার বোঝার চেষ্টা করো। এক, আমি জানি তুমি বিলিয়ার্ড খেলো, খেলতে গিয়ে বলের কিউতে মাখানোর সাদা খড়ি বাঁহাতের তর্জনি আর বুড়ো আঙুলে চেপে রাখো, কাল রাতে বাড়ি ফেরার পরে তোমার বাঁ হাতের তর্জনি আর বুড়ো আঙুলে সাদা খড়ির গুঁড়ো লেগেছিল, তার মানে কালও তুমি ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলেছো। দুই, ক্লাবে এক থার্সটন

ছাড়া আর কারও সঙ্গে তুমি খেলো না তাও জানি। তিন, দক্ষিণ আফ্রিকায় থার্সটন কোনও সম্পত্তিতে লগ্নি করতে চায় একথা হপ্তা চারেক আগে তুমিই আমায় বলেছো, লগ্নি করার মেয়াদ বলতে আর এক মাস বাকি আছে তাও বলেছো, সবশেষে বলেছো থার্সটন তোমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে লগ্নি করতে চায়। চার, তোমার চেকবই আমার দেরাজে আছে, এসব বলার পরেও আমার কাছে দেরাজের চাবি চাওনি। পাঁচ, আগের এইসব সূত্রের ওপর ভিত্তি করে অতঃপর গড়ে উঠেছে আমার ধারণা — এ ব্যাপারে টাকা লগ্নি করার ইচ্ছে তোমার আদৌ নেই।'

'কি আশ্চর্য! চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এ তো জলের মত সহজ আর সরল।'

'তা তো বটেই,' হোমস বলল, 'ব্যাখ্যা করার পরে সব সমস্যাই তোমার কাছে সহজ সরল হয়ে দাঁড়ায়। নাও, একটা ধাঁধা দিচ্ছি তোমায়, ওয়াটসন, দ্যাখো মাথা খাটিয়ে এর কোনও মানে খুঁজে পাও কিনা।' একফালি কাগজ রেখে হোমস আবার রাসায়নিক পরীক্ষা নিয়ে মেতে উঠল।

সাদা কাগজের বুকে হিজিবিজি লেখা, লেখা না বলে আঁকা বলাই সঙ্গত কারণ হিজিবিজি যাকে বলছি তা একরাশ মানুষের মূর্তি, একসারিতে দাঁড়িয়ে তিড়িং বিড়িং লাফাচ্ছে নাচের ঢংয়ে।

'এ তো দেখছি ছেলেমানুষের হিজিবিজি,' পেনসিলে আঁকা ছবিগুলো দেখতে দেখতে প্রাচীন মিশরের চিত্রাক্ষরের কথা মনে এল।

'তোমার তাই মনে হচ্ছে?' হোমস মুচকি হাসল।

'তা নয়ত কি?'

'মিঃ কিউবিটও জানতে চান এটা ছোট ছেলেদের আঁকা হিজিবিজি কিনা। ভদ্রলোক নরফোকে রিডলিং থর্প ম্যানরে থাকেন।'

সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। 'মিঃ কিউবিট নিশ্চয়ই এসেছেন, ওয়াটসন,' হোমস বলল।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার শব্দ শেষ হতে দরজা খুলে ভেতরে যিনি ঢুকলেন বেশ লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান এক ভদ্রলোক। পরিচয় পর্ব শেষ হবার পরে মিঃ কিউবিট বসতে যাবেন এমন সময় টেবিলের ওপর রাখা হিজিবিজি আঁকা কাগজটা তার চোখে পড়ল।

'কি বুঝলেন, মিঃ হোমস?' ইশারায় কাগজটা দেখিয়ে মিঃ কিউবিট জানতে চাইলেন, শুনেছি সবরকম জটিল রহস্য আপনার খুব প্রিয়, এমন অদ্ভুত রহস্য আশা করি এখনও আপনার হাতে আসেনি তাই আমি নিজে আসার আগেই ওটা আপনার কাছে পাঠিয়েছি যাতে আমি এসে পৌঁছোবার আগে আপনি এর অর্থ বের করতে পারেন।'

'সত্যিই অদ্ভুত,' হোমস বলল, 'কিন্তু একটা কথার জবাব দিন তো, এর অর্থ খুঁজে বের করতে এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন?'

'আমি নই, মিঃ হোমস,' মিঃ কিউবিট বললেন, 'আসলে যিনি ব্যস্ত হয়েছেন তিনি আমার স্ত্রী। ছবিটা হাতে পেয়ে বেচারী বড্ড ভয় পেয়েছে, কিন্তু মুখে কিছু বলছেন না। না বললেও ওর চোখমুখ দেখে টের পেয়েছি বড্ড ভয় পেয়েছে। তাই ভাবলাম এই ধাঁধার মানে বের না করে ছাড়ব না।'

রোদের সামনে হিজিবিজি আঁকা সেই কাগজটা তুলে ধরল হোমস। নোটবই থেকে ছেঁড়া পাতায় আঁকা হয়েছে মূর্তিগুলো।

কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে হোমস কাগজটা ভাঁজ করে পকেট বইয়ে রাখল।

'যেমন অস্বাভাবিক তেমন ইন্টারেস্টিং,' হোমস বলল, 'মিঃ কিউবিট, চিঠিতে কয়েকটা বিষয় আপনি উল্লেখ করেছেন ঠিকই, তবু আরেকবার গোড়া থেকে শোনালে ডঃ ওয়াটসনের বুঝতে সুবিধে হবে। উনি আমার বন্ধু, ওঁর সামনে নিঃসঙ্কোচে এ ব্যাপারে কথা বলতে পারেন।'

'মিঃ হোমস,' হাত কচলাতে কচলাতে মিঃ কিউবিট বললেন, 'আমি নিজে তেমন ভাল বলিয়ে নই, তাই বুঝতে অসুবিধে হলে প্রশ্ন করবেন। গত বছর আমার বিয়ে হয় তখন থেকেই শুরু করছি। আমি খুব পয়সাওয়ালা লোক না হলেও আমার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন খুব সম্ভ্রান্ত অভিজাত, রিডলিং থর্পে পাঁচিশ বছরের ওপর তাঁরা দিন কাটিয়েছেন। আমাদের বংশের নাম জানে না নরফোকে এমন কাউকে আপনি পাবেন না। জুবিলি উৎসবে যোগ দিতে গত বছর আমি লণ্ডনে এসেছিলাম, আমাদের পাদ্রি পার্কার রাসেল স্কোয়ারের এক বোর্ডিং হাউসে ছিলেন, আমিও সেখানে উঠলাম। এলসি প্যাটিক নামে একটি আমেরিকান মেয়ে থাকত সেখানে। অল্পবয়স, রূপসী এলসি খুব তাড়াতাড়ি আমার বন্ধু হল, অল্প সময়ের মধ্যে আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালবেসে ফেললাম, বিয়ে করে ঘর বাঁধব স্থির করলাম। কোনওরকম আড়ম্বর ছাড়াই আমাদের রেজিস্ট্রি বিয়ে হল, কয়েকদিন বাদে তাকে নিয়ে এলাম নরফোকে। বুঝতে পারছি আপনি আমাকে পাগল ঠাউরেছেন, একটি মেয়ের অতীত জীবন আর তার আত্মীয় স্বজনদের সম্পর্কে কোনও খোঁজখবর না নিয়েই আমার মত এক সম্ভ্রান্ত বংশের লোক কিভাবে এ বিয়ে করলাম। আপনার পক্ষে এ ধারণা গড়ে তোলা খুব স্বাভাবিক, মিঃ হোমস। কিন্তু একবার তাকে দেখলে আর তার সঙ্গে মেলামেশা করলে বুঝতেন এসব খোঁজখবর না নিয়ে কেন তাকে বিয়ে করলাম।

মিঃ হোমস, এলসি কিন্তু আমার কাছে কোনও কথা লুকোয়নি, সরল মনে খোলামেলাভাবে তার কথা আমায় খুলে বলেছে। বিয়ের আগেরদিন এলসি বলল, আমার সম্পর্কে একটা বিষয় জানিয়ে রাখা আমার কর্তব্য, একসময় কতগুলো বিশ্রী ব্যাপারে, বলতে পারো কুসঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম। সেসব এবার আমি ভুলে যেতে চাই। অতীত আমার কাছে বড় দুঃখদায়ক, তাই সে সম্পর্কে আমি ভবিষ্যতে কখনও কিছু বলব না। তবে হিলটন, জেনে রেখো আমার ব্যক্তিগত জীবনে লজ্জা পাবার মত ঘটনা কিছু নেই। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে -- বিয়ের আগে আমার জীবনে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেসব কখনও তুমি জানতে চাইবে না। এই শর্ত মানতে রাজী না হলে আমাদের এ বিয়ে হবে না, সেক্ষেত্রে তোমায় ফিরে যেতে হবে নরফোকে, আমিও আগের মতই আবার নিঃসঙ্গ জীবনযাপন শুরু করব। তবে তেমন হলে [illegible]মার জন্য দুঃখ কোর না।' সেদিন এলসির শর্ত এক কথায় মেনে নিয়েছিলাম, আজ পর্যন্ত তা [illegible] রেখেছি।

এলসির শর্তে রাজি হয়েই ওকে বিয়ে করলাম, সুখের নীড় গড়ে তুললাম দু'জনে। কিন্তু মিঃ হোমস, কেন জানি না, সেই সুখ বেশিদিন টিকল না। মাসখানেক আগের ঘটনা। জুনের শেষ নাগাদ একটা খামে আঁটা চিঠি ডাকে এল এলসির নামে, খাম খুলে ভেতরের চিঠি পড়েই এলসির মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠল, কিছু না বলে চিঠিটা ঘরের ফায়ারপ্লেসের আগুনে দলা করে ছুড়ে ফেলল, দেখতে দেখতে সেটা ছাই হয়ে গেল। চিঠিতে কি লেখা আছে, কে পাঠিয়েছে এসব কিছুই বলল না এলসি, আমিও বিয়ের আগের শর্ত মেনে সেসব প্রশ্ন করলাম না। শুধু চিঠিটা আমেরিকা থেকে পাঠানো হয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হলাম কারণ খাম এলসি পোড়ায়নি, তাতে আমেরিকার ডাকটিকেট আঁটা ছিল স্পষ্ট দেখেছিলাম। সেই থেকে এলসি সবসময় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে, দিনরাত তার মুখে দেখছি ভয়ের ছায়া, যদিও এত ভয় কেন, তা জানি না। সব দ্বিধা কাটিয়ে আমায় সব কথা খুলে বললে এলসি হয়ত ভালই করত, দেখত আমার মত সেবা বিশ্বাসী বন্ধু আর তার কেউ নেই। অতীতে যদি কিছু ঘটেই থাকে তবে সেজন্য তাকে কোনওভাবে দায়ী করা যায় না। তাছাড়া ধনী না হলেও নরফোকের এক বড় বংশের ছেলে আমি, এলসির তা অজানা নয়, সব জেনেই ও আমায় বিয়ে করেছে। আমার বংশমর্যাদা খাটো হবার মত কোনও কাজ এলসি করবে না এটুকু বিশ্বাস আমার আছে।

গত সপ্তায় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে এবার তাই বলছি। গত মঙ্গলবার আমাদের বাড়ির এক জানালার চৌকাটে সাদা খড়ি দিয়ে কতগুলো অর্থহীন ত্যাড়াব্যাঁকা মূর্তি আঁকা হয়েছে চোখে

পড়ল। একনজর তাকালে মনে হয় মূর্তিগুলো তিড়িংবিড়িং করে নাচছে। এই কাগজে যেমন দেখছেন তেমনই। একটা কমবয়সী ছোঁড়া আস্তাবল দেখাশোনা করে, ভাবলাম এটা ঐ শ্রীমানের কাজ, আমরা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পরে বজ্জাতি করে ওগুলো এঁকেছে। ছোঁড়াকে ধরে ওগুলো দেখালাম। কিন্তু সে কসম খেয়ে বলল এটা ও করেনি। জল আর ন্যাকড়া দিয়ে খড়ির দাগগুলো মুছে ফেললাম, পরে একফাঁকে এলসিকে ঘটনাটা শোনালাম। সাধারণ ঘটনা, কিন্তু আমার মুখ থেকে শুনেই ও হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল, বাড়ির ভেতর আবার এমন হিজিবিজি মূর্তি দেখলে তাকে ডেকে দেখানোর অনুরোধ করল। একটা সপ্তাহ কেটে গেল, এর মধ্যে আর কিছু ঘটল না। তারপর, গতকাল সকালে বাগানে হাঁটছি, সেখানে সূর্যঘড়ির ওপর এই কাগজটা চোখে পড়ল। এলসিকে ডেকে দেখাতে জ্ঞান হারাল সে। এলসির জ্ঞান ফিরেছে, কিন্তু কেমন এক আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে কাটাচ্ছে সে, মনে হয় ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, দু'চোখে সীমাহীন ভয়। থানায় গেলে পুলিশ ঐ হিজিবিজি আঁকা কাগজ দেখে হাসাহাসি করবে জানতাম তাই আর কোনও পথ না পেয়ে ওটা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। মিঃ হোমস, আমি ধনী নই, কিন্তু এই অদ্ভুত মূর্তিগুলো যদি এলসির জীবনে বিপদ ডেকে আনে তাহলে সব টাকাকড়ি খুইয়েও সে বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করার আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

গম্ভীর মুখে হোমস মিঃ কিউবিটের বক্তব্য শুনল, তিনি থামতে ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, 'সব কথাই তো শুনলাম, মিঃ কিউবিট, যা কিছু আপনার বাড়িতে ঘটেছে তা আপনার স্ত্রীর কাছে গোপন থাকছে না, আপনি নিজে মুখে জানাচ্ছেন তাঁকে। অতীতে আপনার স্ত্রীর জীবনে এমন কিছু ঘটেছে যা তিনি আপনার কাছে গোপন রাখতে চান। বিয়ের আগে শর্ত করলেও আপনার মনে হয় না সে ব্যাপারটা কি তা জানা আপনার একান্ত দরকার? গোপন করবার মত কোনও রহস্য যদি ওঁর থাকে তবে আপনিও তাঁর অংশীদার, একথা তাঁকে বোঝাবার সময় কি এখনও হয়নি ভাবছেন?'

'না, মিঃ হোমস,' মিঃ কিউবিট জোরে ঘাড় নাড়লেন, 'একবার যখন শর্ত করেছি তখন কোনও পরিস্থিতিতেই তা ভাঙব না। এলসি চাইলে নিজে থেকেই সব বলবে, নয়ত আমি কখনও সেকথা জানতে চাইব না। তবে আপনার কাছে সাহায্যের আশায় এসেছি এটা পুরোপুরি আমার নিজের ব্যাপার, এতে আমার শর্ত ভাঙ্গা হচ্ছে না।'

'তাহলে আমি সবদিক থেকে আপনাকে সাহায্য করবার আশ্বাস দিচ্ছি,' হোমস বলল, 'এবার বলুন, বাড়ির আশেপাশে অচেনা কোনও লোককে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন, বা কোনও অচেনা লোক আস্তানা গেড়েছে শুনেছেন?'

'না।'

'জায়গাটা একরকম নির্জন আর নিরাপদ, তাই না? নতুন কেউ এলে সে খবর আপনার কাছে আসত, তাই না?'

'আমরা যেখানে থাকি সে জায়গাটা সত্যিই নিরালা, মিঃ হোমস,' মিঃ কিউবিট জানালেন, 'তবে কিছু দূরে কয়েকটা জলসত্র আছে। বাইরে থেকে কেউ এলে সেখানে তাদের রাত কাটানোর ব্যবস্থা স্থানীয় চাষীরা করে রেখেছে।'

'মিঃ কিউবিট, এগুলো নিছক হিজিবিজি নয়,' হোমসের গলা গম্ভীর শোনাল, 'জেনে রাখবেন কাগজের বুকে আঁকা এইসব ছবি একেকটা আলাদা সাংকেতিক হরফ, যদি আমার ধারণা ঠিক হয় তাহলে এইসব ছবির মাধ্যমে কোনও বার্তা পাঠানো হয়েছে। মুশকিল হয়েছে যে আপনার নমুনাটুকু এতই ছোট যে তার অর্থ ভেদ করা এখনই আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া, আপনি যা শোনালেন তার মধ্যে এমন কিছু পেলাম না যার ওপর ভিত্তি করে এখনই তদন্তে নামা যায়। মিঃ কিউবিট, আমার কথা শুনুন, আপনি নরফোকে ফিরে যান, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, বাড়ির

চারপাশে নজর রাখুন, বাড়ির ভেতরে হোক, বাইরে হোক এমন হিজিবিজি ছবি চোখে পড়লে হুবহু নকল করে পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে। জানালার চৌকাঠে প্রথম আঁকা ছবিগুলো মুছে ফেলেছেন বলে এই মুহূর্তে আপনার ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে, মিঃ কিউবিট, মুছে না ফেলে ওগুলো নকল করে আনলে আমরা আরও এগিয়ে থাকতে পারতাম। যাক, বাড়ির আশেপাশে বা আপনার এলাকায় অচেনা কেউ এসেছে কিনা সেদিকে নজর রাখুন, নতুন কোনও প্রমাণ হাতে এলে দেরি করবেন না, তখনই চলে আসবেন এখানে। আপাতত আর কোনও পথ আপনাকে দেখাতে পারছি না। তবে পরিস্থিতি গুরুতর হলে আমরা নরফোকে আপনার বাড়িতে যাব এই আশ্বাসটুকু আগেভাগেই দিয়ে রাখছি।'

মিঃ কিউবিট সেদিনের মত বিদায় নিলেন, হোমসেরও চিন্তা বাড়ল, বাড়িতে বেশিরভাগ সময়টুকু কাটে গভীর ভাবনায়, মাঝে মাঝে নোটবই থেকে হিজিবিজি আঁকা সেই একফালি কাগজ তুলে ধরে চোখের সামনে, এসব সাংকেতিক ছবির অর্থ বোঝার চেষ্টায় রাতের পর রাত কাটিয়ে দেয়। কিন্তু ঐ চিন্তাভাবনা পর্যন্ত, মুখে এ প্রসঙ্গে একটি মন্তব্যও করে না সে।

দিন পনেরো বাদে মিঃ কিউবিটের টেলিগ্রাম এল, বেলা একটা কুড়ির ট্রেনে তিনি লিভারপুলে আসছেন। নিজের কাজে বাইরে বেরোতে যাব ঠিক তখনই হোমস খবরটা দিল, মিঃ কিউবিট আমাদের দেখানোর মত নতুন কিছু নিয়ে আসছেন তার গলায় এটুকু আভাস পেলাম।

'আর পারছি না, মিঃ হোমস,' আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে আধশোয়া হয়ে বসলেন মিঃ কিউবিট, 'বিশ্বাস করুন, আমার মাথায় কিছু আসছে না। একপাল অজানা অচেনা লোক ঘিরে আছে, কতগুলো ভয় দেখানো হিজিবিজি ছবি এঁকে তিলে তিলে আমার স্ত্রীকে তারা নিশ্চিত মরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ছায়ার সঙ্গে এই যুদ্ধ আমার আর সহ্য হচ্ছে না!'

'আপনার স্ত্রী এই ব্যাপারে মুখ খুলেছেন?' হোমস শুধোল।

'না, মিঃ হোমস,' মিঃ কিউবিট বললেন, 'এলসি এখনও কিছু বলেনি। ইচ্ছে থাকলেও এলসির মানসিক অবস্থা যেরকম তাতে কিছু বলা বেচারির পক্ষে সম্ভব হয়নি। বলতে লজ্জা নেই, ওকে ভয় দেখিয়ে মুখ খোলাতে গিয়েছিলাম; এলসি তখন আমার বংশমর্যাদার কথা মনে করিয়ে দিল। এলসি হয়ত কিছু বলত কিন্তু তার আগেই তালগোল পাকিয়ে বিষয়টা মাঝখানে থেমে গেল।'

'সে যাক,' হোমস বলল, 'এবার আপনি কি পেয়েছেন দেখান।'

'পেয়েছি, সেই একই হিজিবিজি,' মিঃ কিউবিট বললেন, 'তবে এবার অনেকগুলো। তার চেয়ে বড় কথা, যে হতভাগা আঁকছিল তাকে দেখেছি।'

'তাই নাকি?' হোমস খুশিতে লাফিয়ে উঠল, 'তাহলে তো আপনি নিজেই আমার কাজ অনেকটা করে ফেলেছেন। বলুন, শোনা যাক, কি দেখলেন!'

'আমি পরপর সব গুছিয়ে বলছি, মিঃ হোমস,' মিঃ কিউবিট বললেন, 'সেই যে আপনার এখান থেকে গেলাম, তার পরেরদিন সকালে লনে পায়চারি করছি, এমন সময় দেখি পাশেই টুল হাউসের দরজার পাল্লায় ঐরকম হিজিবিজি ছবি আঁকা। ঠিক ঐরকম, দেখলে মনে হয় নাচছে। আমি ঐখানে দাঁড়িয়েই হুবহু নকল করে নিলাম, এই দেখুন,' একটা ভাঁজকরা কাগজ খুলে মিঃ কিউবিট টেবিলে রাখলেন, সেই একই দুর্বোধ্য চিত্রাক্ষর আঁকা হয়েছে তাতে।

'চমৎকার!' চেঁচিয়ে উঠল হোমস, 'আবার বলছি চমৎকার! থামবেন না মিঃ কিউবিট, তারপর কি হল বলুন।'

'নকল করার পরে ছবিগুলো দরজার পাল্লা থেকে মুছে ফেললাম,' মিঃ কিউবিট বললেন, 'তারপর ঠিক দু'দিন বাদে সকালবেলা দেখি ঐ একই জায়গায় আবার হিজিবিজি আঁকা হয়েছে। এই নিন তার নকল,' বলে আরেকটি ভাঁজ করা কাগজ রাখলেন টেবিলে।

'ব্যাপারটা যত সাধারণ খামখেয়ালি ভেবেছিলাম তত নয়,' হোমস গম্ভীর গলায় বলল, 'সত্যিই রহস্যজনক, এবার খুব তাড়াতাড়িই জমে উঠেছে। তারপর কি হল?'

'এটা দেখুন,' মিঃ কিউবিট আরেকটা কাগজের ভাঁজ খুলে টেবিলে রাখলেন, 'তিনদিন বাদে এটা বাগানে পেয়েছি, সূর্যঘড়ির ওপরে কেউ নুড়ি চাপা দিয়ে রেখেছিল। লক্ষ্য করুন, মিঃ হোমস, শেষ যে ছবিগুলো পেয়েছি তাদের সঙ্গে এই ছবিগুলোর কোনও ফারাক নেই, হুবহু একরকম। এটা হাতে পাবার পর ঠিক করলাম তক্কে তক্কে থেকে দেখব কীর্তিটা কার, কে এসে সবার নজর এড়িয়ে এসব আঁকছে। আমার স্টাডির জানালার ওপাশে লন আর বাগান, খেয়েদেয়ে রিভলভারে গুলি ভরে স্টাডিতে জানালার পাল্লা খুলে একপাশে বসলাম। যেখানে বসলাম সেখান থেকে লন আর বাগান দুটোই পরিষ্কার দেখা যায়। অপেক্ষা করতে করতে রাত প্রায় দুটো বাজল, একসময় পায়ের শব্দ শুনে পেছনে তাকাতে দেখলাম এলসি ঘরে ঢুকেছে, পরনে ড্রেসিং গাউন। আমায় শুতে যাবার জন্য বারবার অনুরোধ করল সে। আমি জানালাম যে বদমাশ আড়ালে থেকে এভাবে আমাদের দিনরাতের শান্তি কেড়ে নিচ্ছে তাকে দেখব বলেই জানালার পাশে বসে আছি, ব্যাটার মুখ না দেখে আমি কিছুতেই উঠব না। শুনে এলসি বলল, আমি মিছিমিছি ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি, তার মনে হয় কেউ নিছক মজা করছে আমাদের সঙ্গে।

এলসি আবার শুতে যাবার অনুরোধ করল আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল তার মুখখানা অদ্ভুত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, একফোঁটা রক্তও সেখানে নেই। এলসি নড়ল না, আমার কাঁধ চেপে ধরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে, আর তখনই দেখলাম লনের ধারে টুল হাউসের ছায়ায় কি যেন নড়ছে। পরমুহূর্তে লম্বাচওড়া এক ছায়ামূর্তি হামাগুড়ি দিয়ে বসল দরজার সামনে। বদমাশটাকে হাতের কাছে পেয়ে রিভলভার বের করে ঘর থেকে বেরোতে যাব ঠিক তখনই এলসি দু'হাতে প্রাণপণে আমায় জাপটে ধরল। বহু কষ্টে ছাড়া পেয়ে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে লোকটাকে আর দেখতে পেলাম না, আমি এসে পৌঁছোবার আগেই সে উধাও হয়েছে, তবে যাবার আগে খড়ি দিয়ে কয়েকটা মূর্তি এঁকেছে টুল হাউসের দরজার পাল্লায়। এই নিন সেগুলোর নকল।' কথা শেষ করে মিঃ কিউবিট একফালি কাগজ হোমসের সামনে রাখলেন। পাঁচটি লোক যেন নাচছে তবে এবারের নাচের ভঙ্গি আগের চাইতে আলাদা।

'এই মূর্তিগুলো গোড়ায় যে মূর্তিগুলো পেয়েছিলেন তাদের অংশ, নাকি পুরো আলাদা?' হোমসের গলা শুনে বুঝলাম ভেতরে ভেতরে সে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, 'ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন, মিঃ কিউবিট, আমি কি জানতে চাইছি বুঝতে পারছেন?'

'পেরেছি, মিঃ হোমস,' মিঃ কিউবিট বললেন, 'টুল হাউসের পাল্লায় এগুলো আঁকা ছিল।'

'চমৎকার!' হোমস বলল, 'তারপর কি হল বলুন!'

'বলার এইটুকু যে সে রাতে এলসির ওপর আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম,' মিঃ কিউবিট বললেন, 'পেছন থেকে আমায় জাপটে না ধরলে সে রাতেই আমি লোকটাকে হাতে নাতে ধরতাম। এলসি বলল পাছে আমার ক্ষতি হয় তাই সে আমায় জাপটে ধরেছিল। গোড়ায় মনে হয়েছিল মিছে কথা বলে আমায় ধোঁকা দিতে চাইছে — আমি নই, লোকটা পাছে ধরা পড়ে তাই এলসি আমায় পেছন থেকে জাপটে ধরেছিল, যাতে লোকটা পাছে পালিয়ে যাবার সুযোগ পায়। কিন্তু বিশ্বাস করুন মিঃ হোমস, এলসির গলা শুনলে আর ওর চোখের দিকে তাকালে ওকে কোনওভাবে সন্দেহ করা চলে না। মনে সন্দেহ যেটুকু জেগেছিল তাও টিকল না, ধরে নিলাম এলসি সত্যি কথা বলছে। মিঃ হোমস, বলার মত আমার আর কিছু নেই, এবার বলুন আমি কি করব। যদি বলেন তো খামারে নজর রাখার ব্যবস্থা করি? বেশি নয়, গোটা ছ'য়েক লোক পাহারায় বসালেই হবে মনে হচ্ছে। হতভাগা আবার যখন আসবে তখন সবাই মিলে এমন ধোলাই দেবে যাতে আর কখনও এদিকে না আসে।'

'ভুল করছেন, মিঃ কিউবিট,' হোমস বলল, 'অত সোজা ওষুধে এ রোগ সারবে না। আপনি আর ক'দিন আছেন লণ্ডনে?'

'আমায় আজই ফিরতে হবে,' মিঃ কিউবিট বললেন, 'এলসিকে একা রেখে এসেছি, সন্ধ্যের আগে যেভাবে হোক আমায় পৌঁছোতে হবে। মিঃ হোমস, আমার স্ত্রী নার্ভাস ধাঁচের, তা আশা করি বুঝতে পেরেছেন?'

'তা পারছি,' হোমস বলল, 'আপনার কথায় এতটুকু ভুল নেই তাও মানছি, তবু আজকের দিনটা থেকে গেলে হয়ত ভাল করতেন। দু'একদিন বাদে আমরাও আপনার সঙ্গী হতাম। যাক,' আপনি কাগজগুলো রেখে যান। আশা করছি খুব শীগগিরই আপনার বাড়িতে আমরা অতিথি হব, আপনার রহস্য সমাধানেও কিছু সাহায্য করতে পারব।'

মিঃ কিউবিট বিদায় নেবার পরে হোমস হিজিবিজি মূর্তিগুলোর রহস্য ভেদ করতে বসল, প্রায় দু'ঘণ্টা ঐভাবে কাটার পরে একটা বড়মাপের টেলিগ্রাম লিখতে বসল হোমস, কোনও প্রশ্ন করার আগেই বলল, 'ওয়াটসন, টেলিগ্রামের উত্তর মনের মত হলে এক জব্বর কেসের বিবরণ লেখার মশলা পাবে।'

পুরো দু'দিন অধীর অপেক্ষায় কাটল, কিন্তু টেলিগ্রামের উত্তর এল না। দ্বিতীয় দিন বিকেল নাগাদ একটা চিঠি এল মিঃ কিউবিটের কাছ থেকে, খবর ভাল। আরও একসারি মূর্তির ছবি নকল করে পাঠিয়েছেন মিঃ কিউবিট, বাগানে বেড়ানোর সময় সূর্য ঘড়ির নীচে একটা কাগজ খুঁজে পান তাতে ওগুলো আঁকা ছিল। বেশ কিছুক্ষণ ছবিটা দেখল হোমস খুঁটিয়ে, তারপর আচমকা লাফিয়ে উঠল, 'ওয়াটসন, ব্যাপারটা বহুদূর গড়িয়েছে, আর বসে থাকলে চলবে না। আজ রাতে নর্থ ওয়ালশ্যামের ট্রেন আর আছে?'

টাইম টেবিলের পাতা উল্টে হতাশ হলাম, শেষ গাড়ি ছেড়ে গেছে একটু আগে।

'তাহলে কাল খুব সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরোব,' হোমস বলল, 'যেভাবে হোক প্রথম ট্রেন ধরতে হবে।' হোমসের কথা শেষ হতেই একটা টেলিগ্রাম দিয়ে গেলেন ল্যাণ্ডলেডি মিসেস হাডসন।

'ঠিকই ধরেছি, ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'আর দেরি না করে খবরটা মিঃ কিউবিটকে জানাতে হবে। ওয়াটসন, জেনে রাখো, দরজা জানালায় এইসব হিজিবিজি মূর্তি এঁকে যাবার খেলাটা বাইরে থেকে যত সহজ মনে হচ্ছে, তত সহজ নয়, মিঃ কিউবিট না জেনেশুনে ভয়ানক বিপদে জড়িয়ে পড়েছেন।'

পরিকল্পনা মতই পরদিন খুব সকালে রওনা হলাম। নর্থ ওয়ালশ্যামে স্টেশনে নেমে খোঁজখবর নিচ্ছি কোন পথে এগোব এমন সময় স্টেশন মাস্টার ছুটে এলেন, ভূমিকা না করে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা গোয়েন্দা, তাই না, লণ্ডন থেকে আসছেন?'

প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হল হোমস, হবারই কথা। ভুরু কুঁচকে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'কি দেখে আপনার মনে হল বলুন তো?'

'বলছি, কারণ নরউইচ থেকে পুলিশ ইন্সপেক্টর মার্টিন একটু আগে এলেন,' স্টেশন মাস্টার বললেন, 'হয়ত ভুল বলেছি, আপনারা পুলিশের সার্জনও হতে পারেন। শুনলাম মহিলা মরেননি, আপনারা তাড়াতাড়ি গেলে হয়ত বেঁচে যাবেন। তবে শেষ পর্যন্ত ওঁকে ফাঁসিতে চড়তেই হবে।'

হোমসের মুখ এবার কালো হয়ে উঠল, বিরক্তিতে নয় দুশ্চিন্তায়।

'আমরা রিডলিং থর্প ম্যানরে যাব,' সে বলল, 'কিন্তু আপনার কথায় মনে হচ্ছে, সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে ওখানে, ব্যাপারটা বলবেন?'

'সাংঘাতিক ব্যাপার, মশাই,' স্টেশন মাস্টার বললেন, 'একই রিভলভার দিয়ে মিসেস কিউবিট আগে ওঁর স্বামীকে গুলি করে মেরেছেন, তারপর গুলি ছুঁড়েছেন নিজের মাথায়। উনি প্রাণে

বাঁচলেও সাংঘাতিক আহত হয়েছেন। হায় কপাল! নরফোকের এত বড় নামজাদা বংশের কি পরিণতি!'

'কোনও মন্তব্য না করে সবে এল হোমস, স্টেশনের বাইরে সারি সারি ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে, তাদেরই একটা ভাড়া নিয়ে চেপে বসল আমায় নিয়ে। স্টেশন থেকে জায়গাটা অনেক দূর, প্রায় সাত মাইলের কম নয়। এতটা পথ মুখ বুঁজে রইল সে, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে আমিও কোনও প্রশ্ন করার সাহস পেলাম না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম, নরফোক উপকূল আর জার্মান সাগরের মাঝামাঝি জায়গায় ঘন সবুজ গাছপালার ভেতর থেকে সেকেলে আমলের দুটো বড় থাম চোখে পড়তেই গাড়োয়ান হেঁকে উঠল, 'রিডলিং থর্প ম্যানর!'

গাড়ি বারান্দার দিকে যাবার সময় টুল হাউস আর সেকেলে সূর্যঘড়ি দু'টোই চোখে পড়ল। আরেকটা ঘোড়ার গাড়ি সেখানে তখনও দাঁড়িয়ে, তার ভেতর থেকে ছোটখাটো এক ভদ্রলোক আগেই নেমে দাঁড়িয়েছিলেন, পাকানো গোঁফে তা দিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন তিনি, নরফোক পুলিশ ঘাঁটির ইন্সপেক্টর মার্টিন। হোমসের নাম শুনে বেশ অবাক হলেন, 'তাজ্জব ব্যাপার, মিঃ হোমস, খুন হয়েছে রাত প্রায় তিনটে নাগাদ, কিন্তু সে খবর লন্ডনে এত শীগগির আপনি পেলেন কি করে ভেবে পাচ্ছি না।'

'শেষকালে এরকম সাংঘাতিক কিছু ঘটবে তা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম,' হোমসের গলা স্বাভাবিক, সেজন্যই ছুটে এসেছি নরফোকে, কিন্তু তার আগেই ঘটনা ঘটবে ভাবতে পারিনি।'

'তাহলে তো দেখছি এই কেসের ব্যাপারে আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন,' ইন্সপেক্টর মার্টিন বললেন, 'আমি যতদূর জেনেছি ওঁদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বেশ বনিবনা ছিল।'

'আমার হাতে যা আছে তাকে সাক্ষ্যপ্রমাণ বলা যায় কিনা জানি না,' হোমস বলল, 'কতগুলো কাগজে হিজিবিজি ঢংয়ে আঁকা কিছু মূর্তি দেখলে মনে হয় সেগুলো নাচছে। ব্যাপারটা পরে আপনাকে বলব।'

ইন্সপেক্টর মার্টিন হোমসকে তার ইচ্ছেমত কাজ করতে বাধা দিচ্ছেন না দেখে বুঝতে বাকি রইল না তিনি সত্যিই বুদ্ধিমান লোক। একটু বাদে মিসেস কিউবিটের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন একজন বয়স্ক লোক, তাঁর মাথার সব চুল পেকে গেছে, শুনলাম তিনি স্থানীয় সার্জেন। তিনি জানালেন মিসেস কিউবিটের আঘাত খুব মারাত্মক নয় — রিভলভারের বুলেট তাঁর মগজের সামনের দিক দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে, জ্ঞান ফিরতে দেরি হবে। মিসেস কিউবিট নিজের মাথায় নিজেই গুলি ছুঁড়েছেন কিনা এ বিষয়ে সার্জেন নিজের মত এখনই জানাতে চাইলেন না, শুধু বললেন খুব সামনে থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। শুধু একটি রিভলভার ঘর থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে তার দুটো ব্যারেল খালি। গুলি বুকের ভেতর ঢুকে মিঃ হিলটন কিউবিটের হৃদপিণ্ড ভেদ করেছে। কে কাকে গুলি করেছে সেটাই এখন প্রশ্ন, মিসেস কিউবিটের মাথায় গুলি ছোঁড়ার পরে মিঃ কিউবিট নিজের বুকে রিভলভার ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করতে গুলি ছুঁড়েছেন, অথবা স্বামীকে খুন করে আত্মহত্যা করতে নিজের মাথায় গুলি ছুঁড়েছেন মিসেস কিউবিট, এ দুটো সম্ভাবনার কোনটিই বাদ দেওয়া যায় না। রিভলভারটা দু'জনের রক্তাক্ত দেহের মাঝখানে মেঝের ওপর পড়েছিল বলেই এমন সন্দেহ মনে জাগে।

'মিঃ কিউবিটকে সরানো হয়েছে?' হোমস জানতে চাইল।

'না, ইন্সপেক্টর মার্টিন বললেন, মিসেস কিউবিটকে আহত অবস্থায় ফেলে রাখা যায় না, তাই আমরা শুধু ওঁকেই সরিয়েছি।'

'ডাক্তার,' সার্জনকে প্রশ্ন করল, 'আপনি এখানে কখন থেকে আছেন?'

'রাত চারটে থেকে।'

'তখন এখানে আর কেউ ছিল?'

'ছিল,' ডাক্তার জবাব দিলেন, 'একজন কনস্টেবল।'

'আপনি এখানে কোনও জিনিসে হাত দেননি?'

'আজ্ঞে না।'

'আপনি খুবই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন,' হোমস বলল, 'আপনাকে খবর দিল কে?'

'এ বাড়ির পরিচারিকা মিসেস সণ্ডার্স?'

'বাকি সবাইকে কি উনিই ডেকেছিলেন?'

'উনি আর এ বাড়ির রাঁধুনি মিসেস কিং।'

'ওঁরা এখন কোথায়?'

'মনে হচ্ছে রান্নাঘরে।'

'তাহলে ওদের একবার ডাকান,' হোমস ইন্সপেক্টর মার্টিনের দিকে তাকাল, 'ঘটনার বিবরণ ওদের মুখ থেকেই শোনা যাক।'

জেরার জবাবে মিসেস কিং আর সণ্ডার্স, দু'জনে একই কথা স্পষ্টভাবে শোনাল। পাশাপাশি ঘরে দু'জনে শোয়, গুলির আওয়াজে তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়, তারপর মিনিটখানেক বাদে আবার কানে আসে গুলিব আওয়াজ। মিসেস কিং সণ্ডার্সের ঘরে ঢোকে তারপর দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে নীচে এসে দেখে স্টাডির দরজা খোলা, টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে; ঘরের এককোণে পড়েছিলেন মিঃ কিউবিট, একপলক দেখে দু'জনে বোঝে তিনি বেঁচে নেই, রক্তে চারদিক ভেসে যাচ্ছে।

মিঃ কিউবিটের থেকে কিছুটা তফাতে জানালার পাশে মেঝেতে শুয়ে শুয়ে এগোনোর চেষ্টা করছিলেন মিসেস কিউবিট, তাঁর মাথা থেকে রক্ত গলগল করে বেরোচ্ছিল, মুখের একপাশ সেই রক্তে মাখামাখি হয়ে উঠেছিল। খুব জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন মিসেস কিউবিট কিন্তু ঐ মুহূর্তে কথা বলার সামান্য ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধ আর ধোঁয়ায় ঘর আর প্যাসেজ ভরে উঠেছিল। জানালার পাল্লায় ভেতর থেকে ছিটকিনি আঁটা ছিল। এরপর তাবা সার্জনকে খবর পাঠায়, খবর দেয় পুলিশ ঘাঁটিতে। এরপর আস্তাবলের পরিচারক আর সহিসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আহত মিসেস কিউবিটকে তারা তাঁর ঘরে নিয়ে যায়। স্বামী স্ত্রী একই খাটে শুয়েছিলেন। রাত পোশাকের ওপর মিঃ কিউবিট ড্রেসিং গাউন চাপিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রীর পরনেও ছিল রাতে শোবার পোশাক। স্টাডি থেকে আর কিছু সরানো হয়নি। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বনিবনার অভাব বা ঝগড়াঝাটি একদিনও তাদের চোখে পড়েনি। দু'জনে দু'জনকে গভীরভাবে ভালবাসতেন, সেদিক থেকে তাঁরা ছিলেন সুখী দম্পতি।

কাজের লোকদের জেরার জবাবে এই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো পাওয়া গেল। ইন্সপেক্টর মার্টিনের জেরার জবাবে তারা জানাল, প্রত্যেকটা দরজা ভেতর থেকে আঁটা থাকে তাই বাড়ির ভেতর যারা ছিল তাদের কারও পক্ষে পালানো সম্ভব হয়নি। ওপর ঘর থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে বারুদের তীব্র গন্ধ নাকে এসেছিল, মিসেস কিং আর সণ্ডার্সের বিবৃতিতে এই সাদৃশ্যটুকু হোমস কেন জানি না ইন্সপেক্টর মার্টিনকে নোট করতে বলল, তারপর আমরা সবাই ঢুকলাম স্টাডিতে।

স্টাডি কামরাটি আকারে মাঝামাঝি বলা চলে। তিনদিকে বই সাজানো, জানালার ওপাশে বাগান, এপাশে লেখার টেবিল। হতভাগ্য মিঃ কিউবিটের মৃতদেহ মেঝেতে তখনও পড়ে, আমাদের প্রথম দৃষ্টি পড়ল সেদিকে। পরনের পোশাক এলোমেলো দেখে বোঝা যায় তড়িঘড়ি ঘুম থেকে উঠেছিলেন। গুলি সামনের দিক থেকে ছোঁড়া হয়েছে, হৃদপিণ্ড ভেদ করার পরেও সেই গুলি তাঁর দেহ থেকে বেরোয়নি। ফলে মৃত্যু হয়েছে আকস্মিক এবং কোনও যন্ত্রণা তাঁকে পেতে হয়নি। মৃতদেহের হাতে বা ড্রেসিং গাউনে বারুদের ছাপ চোখে পড়ল না। সার্জন জানালেন মিসেস কিউবিটের মুখে বারুদের ছাপ আছে, কিন্তু দু'হাতই পরিষ্কার। টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে। বারুদের দাগ না থাকলে কিন্তু সবকিছুই বোঝাতে পারে,' হোমস বলল, 'কার্তুজ খারাপভাবে লাগানো

হলে তা থেকে যদি পেছনে বারুদ না ছিটকে আসে তাহলে হাতে ছাপ না লাগিয়েও পরপর অনেকবার গুলি ছোঁড়া যায় একই রিভলভার থেকে। ইন্সপেক্টর, এবার মিঃ কিউবিটের মৃতদেহ সরানো যায়। আচ্ছা সার্জন, মিসেস কিউবিটের মাথার ভেতর থেকে বুলেটটা বের করেছেন?'

'ওটা বের করতে গেলে এখনই বড় অপারেশন করতে হবে,' সার্জন বললেন, 'কিন্তু রিভলভারে ত এখনও দেখছি চারটে কার্তুজ আছে। দুটো কার্তুজ ছোঁড়া হয়েছে, চোটও খেয়েছে দু'জন।'

'প্রথমে তাই মনে হবে, কিন্তু' বলেই হোমস লম্বা আঙ্গুল তুলে জানালার পাল্লার গায়ে নীচের দিকে একটা গর্ত দেখালো, 'এখানেও যে একটা বুলেট লেগেছে তার হিসেব করতে ভুলবেন না!'

'বাই জর্জ!' হোমসের আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর মার্টিন, 'এটা আপনার চোখে পড়ল কি করে?'

'এ ঘরে ঢোকার পরেই আমি গর্তটা খুঁজছিলাম,' হোমস বলল।

'ওয়াণ্ডারফুল!' সার্জনের প্রশংসা ঝরে পড়ল, 'আপনি ঠিক ধরেছেন, মিঃ হোমস, দু'বার নয়, মোট তিনবার গুলি ছোঁড়া হয়েছে এবং কিউবিট দম্পতি বাদে আরও একজন খুনের সময় এখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি কে, দরজা জানালা বন্ধ, বাড়ির ভেতর থেকে সে পালালোই বা কি করে?'

'সেই রহস্যই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে,' হোমস বলল, 'ইন্সপেক্টর মার্টিন, কাজের লোকেরা বলেছে ওপরের ঘর থেকে বেরোতেই তারা বারুদের তীব্র গন্ধ পেয়েছে, এই পয়েন্টটা আপনাকে মনে রাখতে বলেছিলাম, ভুলে যাননি বোধহয়?'

'অবশ্যই নয়,' ইন্সপেক্টর বললেন, 'কিন্তু একই সঙ্গে বলতে বাধা নেই এ পয়েন্ট কোন কাজে লাগবে বুঝতে পারছি না!'

'মনে হচ্ছে এবার পারবেন,' হোমস বলল, 'কাজের লোকেরা খুনের সময় ছিল ওপরতলায় আর সেখানে বারুদের গন্ধ পাবার মানে এই ঘরের দরজা আর জানালা দুটোই খোলা ছিল নয়ত বারুদের গন্ধ এত তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে ওপরতলায় যাওয়া সম্ভব নয়। অল্প কিছুক্ষণের জন্য দরজা জানালা খোলা ছিল তাই দমকা হাওয়ার ঝাপটায় গন্ধ ওপরতলায় ঢুকেছে।'

'এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে পারেন?'

'পারি,' হোমস বলল, 'মোমবাতির দিকে তাকান, দেখেই [illegible] যায় অনেকক্ষণ ধরে ওটা জ্বলছে। আমার সিদ্ধান্ত ঠিক না হলে মোমবাতিটা অনেকক্ষণ আগেই নিভে যেত।'

'জবাব নেই!' চেঁচিয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর মার্টিন, 'সত্যিই জবাব নেই!'

'খুনের সময় জানালা খোলা ছিল এবং বাইরে তৃতীয় কেউ হাজির ছিল, সেই গুলি চালিয়েছে। ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়লে জানালার পাল্লায় লাগার সম্ভাবনা, তাই দেখছিলাম কোনও গর্ত পাই কিনা। আপনারা দেখছেন, আমার খোঁজা বিফলে যায়নি, জানালার গায়ে এই গর্ত সেই বুলেট ছোঁড়ার সাক্ষী!'

'কিন্তু জানালাটা ভেতর থেকে বন্ধ করল কে?' ইন্সপেক্টর মার্টিন জানতে চাইলেন, 'ছিটকিনিটাই বা কে আঁটল?'

'গুলি চলার পরে মিসেস কিউবিট ছুটে এসে জানালা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটেছিলেন, আমার বিশ্বাস। আরে এটা কি?' গলার বিস্ময়ের সুর অনুসরণ করে তাকাতেই দেখি হোমসের হাতে একটা মেয়েদের হ্যাণ্ডব্যাগ।

জিনিসটা বেশ সৌখিন, কুমিরের চামড়ার ওপর রূপোর কাজ করা। ব্যাগটা পড়েছিল টেবিলের ওপর। মুখ খুলে হোমস সেটা টেবিলের ওপর উপুড় করে ধরতেই ভেতর থেকে ঝরে পড়ল একগাদা নোট। গুনে দেখলাম পঞ্চাশ পাউণ্ডের মোট কুড়িটা নোট রবার ব্যাণ্ডের ফাঁসে আঁটা। এছাড়া আর কিছু নেই ব্যাগের ভেতরে। নোটগুলো আবার ব্যাগে পুরে হোমস ইন্সপেক্টর মার্টিনের

হাতে দিয়ে বলল, 'মামলা দায়ের হলে এটা কাজে আসবে, সাবধানে রেখে দিন। এবার তাহলে তৃতীয় বুলেটের গর্ত নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যাক। লক্ষ্য করে দেখুন, গর্তের আশেপাশে কাঠের চোঁচের মুখগুলো বাইরে বেরিয়ে আছে। অতএব যে গুলিতে এই গর্ত হয়েছে তা যে এই ঘরের ভেতর থেকে ছোঁড়া হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। আচ্ছা, মিসেস কিং, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব, ভেবে উত্তর দেবেন। আপনি বলেছেন, গুলির প্রচণ্ড আওয়াজে আপনার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। আপনি কি বলতে চান, দ্বিতীয় গুলির চেয়ে প্রথম গুলির আওয়াজ বেশি জোরালো মনে হয়েছিল?'

'তা বলতে পারব না,' মিসেস কিং জবাব দিলেন, 'গুলির শব্দ শুনে আমার ঘুম ঠিকই ভেঙ্গেছিল, কিন্তু কোনটা বেশি জোরালো মনে হয়েছিল বলতে পারব না।'

'ইন্সপেক্টর মার্টিন,' হোমস বলল, 'এ ঘরে আমাদের কাজ শেষ, চলুন এবার বাগানে যাই, কোনও প্রমাণ যদি মেলে।'

বাগানে ঢুকে আমরা স্টাডির জানালার সামনে দাঁড়ালাম। জানালার ঠিক নীচে ঝোপের ফুলগুলো কে যেন নিষ্ঠুরভাবে মাড়িয়েছে, নরম মাটির ওপর অনেকগুলো পায়ের ছাপ, সবকটা পুরুষের, লম্বা, আঙ্গুলগুলো অদ্ভুত রকমের ছুঁচোলো। হোমসের কি যে হল, আচমকা উবু হয়ে জানালার নীচে ঝোপের মধ্যে আর আশেপাশে কি যেন খুঁজতে লাগল। শিকারী কুকুর যেমন ঝোপের ভেতর আহত পাখীকে খোঁজে, অবিকল সেই ভঙ্গিতে। তার খোঁজা বিফলে গেল না, একটু বাদেই উঠে দাঁড়াল সে, তার হাতে পেতলের তৈরি একটা ছোট খোল তখনই চোখে পড়ল।

'নিন, ইন্সপেক্টর,' হাতে ধরা খোলটা ইন্সপেক্টর মার্টিনের হাতে দিয়ে হোমস বলল, 'আমি ঠিকই ধরেছি, রিভলভারে ইজেক্টর লাগানো ছিল তাই খালি খোলটা এখানে পড়েছে। এটাই রিভলভারের তৃতীয় কার্তুজ যা এতক্ষণ ধরে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। ইন্সপেক্টর মার্টিন, জেনে রাখুন আমাদের তদন্ত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।'

ইন্সপেক্টর মার্টিন কোনও জবাব না দিলেও হোমসের তদন্তের ধারা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তা তাঁর চোখমুখ দেখেই বোঝা গেল।

'আপনি কাকে সন্দেহ করছেন?' তিনি জানতে চাইলেন।

'সেকথায় পরে আসছি,' হোমস বলল, 'গোড়া থেকেই এ কেসের অনেক পয়েন্ট আপনার অজানা থেকে গেছে, পরে একসঙ্গে সবকিছু জলের মত খোলসা করব।'

'সে আপনার ইচ্ছে,' শুধু খুনীকে পেলেই আমার চলবে।'

'তাহলে জেনে রাখুন রহস্য বানাবার এতটুকু সাধও আমার নেই, ইন্সপেক্টর,' হোমস বলল, 'এও জানবেন, মিসেস কিউবিটের জ্ঞান ফিরে না এলেও কাল রাতে এ বাড়িতে যা যা ঘটেছে সেগুলো আপনাদের শোনানোর মত ক্ষমতা আমি রাখি। এবার বলুন দেখি, ধারে কাছে এলরিজি নামে কোনও সরাইখানা আছে?'

বাড়ির কাজের লোকেরা সবাই একই জবাব দিল — এলরিজি নামে কোনও সরাইখানা ধারে কাছে নেই। কিন্তু যে আস্তাবল দেখাশোনা করে সে জানাল, ইস্ট রাস্টনের কাছে এলরিজি নামে এক চাষীর খামারবাড়ি আছে, জায়গাটা এখান থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। খামারবাড়িটা খুব নির্জন আর নিরিবিলি, তাও জানাল সে।

'একটা প্রশ্নের জবাব দাও,' হোমস শুধোল, 'এ বাড়িতে গতকাল রাতে যে খুনোখুনি হয়েছে সে খবর এলরিজি নামে ঐ চাষীর কানে পৌঁছেছে কি?'

'আজ্ঞে হয়ত পৌঁছোয়নি,' আস্তাবলের ছোকরা কাজের লোকটি জবাব দিল।

এক মুহূর্তে কি ভাবল হোমস, রহস্যময় হাসি হেসে বলল, 'জলদি ঘোড়ায় জিন চাপাও, একটা চিঠি দেব, সেটা এলরিজি খামারবাড়িতে পৌঁছে দেবে।' পকেট থেকে মিঃ কিউবিটের

দেওয়া হিজিবিজি মূর্তি আঁকা সবগুলো কাগজ বের করল হোমস, স্টাডিতে বসে কিছুক্ষণ দেখল ওগুলো। এরপর একচিলতে কাগজে ত্যাড়াব্যাঁকা হরফে লিখল, 'মিঃ এইব স্ল্যানে, এলরিজির খামারবাড়ি, ইস্ট নরফোক।'

'ইন্সপেক্টর মার্টিন,' গম্ভীর গলায় হোমস বলল, 'এক অত্যন্ত বিপজ্জনক খুনে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার জন্য তৈরি হন, মনে হচ্ছে আপনার আরও কয়েকজন কনস্টেবল দরকার হবে, আপনি তাদের আনানোর জন্য টেলিগ্রাম পাঠান। ঠিক আছে, এই ছোকরার হাতেই টেলিগ্রাম দিন, ও আগে সেটা পাঠিয়ে তারপর যাবে এলরিজির খামারবাড়িতে।' বলে হোমস পত্রবাহককে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিল, তারপর আমায় বলল, 'ওয়াটসন, এখানকার কাজ একরকম শেষ, বিকেলে ট্রেন থাকলে আজই আমাদের লণ্ডন ফিরতে হবে। একটা কেমিক্যাল অ্যানালিসিস হাতে পড়ে আছে, ওটা আজকের মধ্যে সেরে ফেলতে হবে।'

পত্রবাহক ঘোড়ায় চেপে রওনা হবার পরে হোমস পুলিশ অফিসারের সামনে বাড়ির কাজের লোকদের ডেকে কড়া গলায় হুকুম দিল, যার অর্থ বাইরের লোক কেউ এসে মিসেস কিউবিটের খোঁজ করলে কোনও কথা না বলে তাকে যেন সোজা ভেতরে ড্রইংরুমে নিয়ে আসা হয়। এরপর আমাদের নিয়ে সে এল ড্রইংরুমে। রোগীরা অপেক্ষা করছেন বলে সার্জন আগেই বিদায় নিয়েছিলেন, কাজেই হোমস, ইন্সপেক্টর মার্টিন আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই। হিজিবিজি মূর্তি আঁকা কাগজগুলো সামনে রেখে হোমস বলল, 'জেনে রাখুন, এই মূর্তিগুলো মোটেই হিজিবিজি নয়, আসলে এগুলো একেকটি ইংরেজি হরফ। গোপনে খবর পাঠাবার এই ধাঁধা আমার কাছে নতুন তা স্বীকার করতে এতটুকু লজ্জা নেই। মূর্তিগুলো আসলে হরফ তা জানার পরে সাংকেতিক লিপি উদ্ধারের আসল নিয়ম প্রয়োগ করলাম আর তাতেই গোটা ব্যাপারটা জলের মত সহজ হয়ে গেল। প্রথম খবরটি ছিল খুব ছোট, তবু তার মধ্যে একটি মূর্তির অর্থ E সে বিষয়ে নিশ্চিত হলাম। যে কোনও ইংরেজি শব্দে E-র বারবার প্রয়োগ আপনাদের অজানা নয়, যে কোন ছোট বাক্যেও তার প্রয়োগের কথা আমরা জানি। সবকটা কাগজেই দেখুন কয়েকটি মূর্তির হাতে নিশান। একেকটি নিশান হাতে মূর্তি একেকটি বাক্যের সমাপ্তি সূচনা করছে এই অনুমান করে এগোলাম, দেখলাম অনুমান সঠিক। এইভাবে এগোতে একসময় যে ছোট বাক্যটি চোখের সামনে ভেসে উঠল তা হল 'AM HERE, ABE SLANEY, ELRIGES' এলরিজি কোনও সরাইয়ের নাম ধরে নিয়েছিলাম, দেখা গেল ঐ নামে একটা খামারবাড়ি খাবে কাছেই আছে, লোকটা সেখানেই উঠেছে। এখন ABE নামের চলন সাধারণত দেখা যায় আমেরিকায়। অতএব, অনুমান করলাম যে লোকটি ছবি এঁকে খবর পাঠাচ্ছে সে আমেরিকার লোক এবং অবশ্যই অপরাধী যার সঙ্গে মিসেস কিউবিটের অতীতে যোগসূত্র ছিল। নিউইয়র্ক পুলিশে উইলসন হারগ্রিভ উঁচু পদে আছে, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি সরাসরি ওঁকে টেলিগ্রাম করলাম। উইলসন জানালো, এইব স্ল্যানে শিকাগোর সাংঘাতিক অপরাধী, কত খুন করেছে তার লেখাজোখা নেই। এই খবর যেদিন পেলাম সেদিন বিকেলে মিঃ কিউবিটের কাছ থেকেও চিঠি পেলাম, শেষ চিঠি, তার সংকেত ভেঙ্গে যে খবর পেলাম তার অর্থ 'ELSIE, PREPARE TO MEET THY GO' মানে, এলসি, মৃত্যুর জন্য তৈরি হও।

শিকাগোর খুনেরা কতটা মারাত্মক তা আমার অজানা নয়। আমি বুঝলাম ঐ চিঠি নিছক হুমকি দেবার জন্য লেখা হয়নি তাই পরদিন অর্থাৎ আজ সকালেই এখানে চলে এলাম ওয়াটসনকে নিয়ে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, এত চেষ্টা করেও শেষরক্ষা করতে পারলাম না, ট্রেন থেকে নেমেই শুনলাম মিঃ কিউবিট খুন হয়েছেন, তাঁর স্ত্রীও মারাত্মক আহত হয়েছেন।'

হোমসের কথা শেষ হতে বাইরের দিকে চোখ পড়ল, দেখলাম খুব লম্বা একটি লোক এগিয়ে আসছে দরজার দিকে। লোকটির পরনে ধুসর ফ্ল্যানেলের স্যুট, মাথায় পানামা টুপি, হাতে ছড়ি,

লোকটির নাক খাড়া হলেও বাঁকা, গালে দাড়ি, হাঁটাচলায় বেশ উদ্ধত ভাব। এরপরেই সদর দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠল।

'ইন্সপেক্টর মার্টিন,' হোমস স্বাভাবিক গলায় বলল, 'হাতকড়া বের করুন, মনে রাখবেন এ এক ভয়ানক বিপজ্জনক লোক। আমিই ওর সঙ্গে কথা বলব। ওয়াটসন, রিভলভার তৈরি রাখো।'

দরজা খুলতেই লোকটি ভেতরে ঢুকল। হোমস তার মাথায় রিভলভার ঠেকাতেই ইন্সপেক্টর মার্টিন পলকের মাঝে তার দু'হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। গোটা ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তা লোকটি আশা করতে পারেনি। ধরা পড়েছে বুঝতে পেরে আগুনহানা চাউনি ছুঁড়ে দিল সে আমাদের দিকে, সেইসঙ্গে হেসে উঠল গলার জোরে। হাসি থামলে বলল, 'চমৎকার, মশাইরা, এবার তাহলে আপনারাই জিতে গেলেন। কিন্তু মিসেস কিউবিটের পাঠানো চিঠি পেয়েই আমি এখানে এসেছি, আশা করি বলবেন না, উনি বাড়িতে নেই। ফাঁদটা উনিই পেতেছেন তাও আশা করি বলবেন না!'

স্বামীর মৃতদেহের পাশে মিসেস কিউবিটকে আহত অবস্থায় পাওয়া গেছে,' হোমস বলল।

এবার আর লোকটির মুখে কোনও কথা জোগাল না। হাতকড়া বাঁধা দু'হাতে মাথাটা ডুবিয়ে মনমরাভাবে এলিয়ে রইল। পুরো পাঁচ মিনিট এইভাবে বসে থাকার পর মুখ খুলল সে।

'আপনাদের কাছে আমি কিছুই লুকোব না,' ভাঙ্গা গলায় লোকটি বলল, 'গোড়াতে বলি আমি একাই লোকটির দিকে গুলি ছুঁড়িনি, সেও আমায় তাক করে গুলি ছুঁড়েছিল। অতএব এর মধ্যে খুনের প্রশ্ন আসছে না। কিন্তু যদি ধরে নেন মেয়েটিকেও আমিই গুলি ছুঁড়েছি তাহলে এই বলব যে আপনারা আমায় যেমন চেনেন না তেমনই চেনেন না তাকেও। আমার চেয়ে তাকে বেশি ভালবেসেছে এমন একটি পুরুষও দুনিয়ায় ছিল না, এখনও নেই। তার ওপর আমার দাবি কি অপরিসীম তা আপনাদের জানা নেই। আজ থেকে অনেক বছর আগে সে ছিল আমার বাগদত্তা। এবার আপনারা বলুন, আমাদের দু'জনের মাঝখানে এই ইংরেজ লোকটির আসার কি অধিকার আছে? আবারও বলছি, সে আমার। সেই পুরোনো দাবি পাব এই আশা করেই আমি এসেছিলাম।'

'আপনার আসল চেহারা জানার সঙ্গে সঙ্গে আপনার বাগদত্তা নিজেকে গুটিয়ে নেন,' হোমস বলল, 'আপনার হাত থেকে বাঁচতেই তিনি সুদূর আমেরিকা থেকে পালিয়ে ইংল্যান্ডে এসে এখানকার এক সম্ভ্রান্ত বংশের লোককে বিয়ে করেন। আপনার সঙ্গে যেতে চাননি বলেই মিঃ হিলটন কিউবিটকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে এবং তাঁর স্ত্রীকে বেছে নিতে হয়েছে আত্মহত্যার পথ। মিঃ এইব স্ল্যানে, এ সব কিছুর জন্যই দায়ী আপনি নিজে, এবং আদালতে এসব প্রশ্নের জবাব যথাসময়ে আপনাকে দিতে হবে।'

'এলসি মারা গেলে নিজের ভালমন্দ নিয়ে আমার কিছুই আর আসবে যাবে না,' হাতের মুঠো খুলে দলাপাকানো চিরকুটের দিকে ইশারা করল সে, 'কি মশাই, গালগপ্পো আর কি শোনানোর আছে এইবেলা শোনান। এলসি সত্যিই আহত হলে এটা কে লিখল শুনি?' কথা শেষ করে চিরকুটটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে মারল সে।

'আজ্ঞে ওটা আমারই লেখা,' হোমস বলল, 'আপনাকে এখানে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে, আশা করি তা বলে দেবার দরকার হবে না।'

'আপনি লিখেছেন?' অবাক চোখে লোকটি তাকাল হোমসের দিকে, 'জয়েন্টের বাইরে আর কারও পক্ষে তো এই নাচিয়ে মূর্তির সংকেত জানার কথা নয়, আপনি জানলেন কি করে?'

'আজ একজন যা উদ্ভাবন করবেন আগামীকাল আরেকজন তাই আবিষ্কার করবেন, এটাই তো বরাবরের নিয়ম, মিঃ স্ল্যানে। আপনাকে নরউইচে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি একটু বাদেই এসে পৌঁছোবে, কিন্তু তার আগে করার মত অন্তত একটি কাজ আপনার আছে। মিসেস কিউবিটের কাছে আপনার একটি ঋণ আছে তা শোধ করার কথা বলছি। নিজের স্বামীকে খুন করার সন্দেহের

দায় এসে পড়ত মহিলার কাঁধে, শুধু সময়মত আমি এসে পড়েছি বলে তিনি বেঁচে গেলেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য তিনি আদৌ কোনওভাবে দায়ী নন এই কথাটা সবাইকে জানালেই আমার মতে আপনার সেই ঋণ শোধ হবে।'

'ভাল কথা বলেছেন,' আমেরিকান লোকটি বলল, 'যা সত্য তা প্রকাশ করাই এখন আমার কর্তব্য, এবং আশা করছি সেই কর্তব্য আমি পালন করব।'

'হুঁশিয়ার,' ইন্সপেক্টর মার্টিন বলে উঠলেন, 'আগে থেকে আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি যা বলবেন ভেবে বলবেন, আপনার বক্তব্য মামলার সময় আপনার বিরুদ্ধে আমরা প্রয়োগ করব।'

'সেটুকু ঝুঁকি আমার,' এইব বলল, 'এবার শুনুন আমার কাহিনী। এলসি যখন খুব ছোট তখন থেকেই আমি তাকে চিনি। শিকাগোর একটি দলে আমরা সবশুদ্ধ ছিলাম সাতজন, এলসির বাবা ছিল জয়েন্ট বা দলের মাথা, তাকে সবাই বুড়ো প্যাট্রিক নামে ডাকত। লোকটার মাথায় দিনরাত নানারকম শয়তানি বুদ্ধি ঘোরাফেরা করত, মাথা খাটিয়ে সেই গোপনে খবর পাঠাবার এই পদ্ধতি বের করে। দেখে মনে হয় সাধারণ হিজিবিজি মূর্তি, কিন্তু একেকটার একেক মানে আছে। সূত্র না জানলে ঐ সঙ্কেত উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এলসি শিখে ফেলেছিল, কিন্তু আমাদের — আমরা কি করি তা বড় হয়ে বোঝার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জাগল দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শেষকালে ও একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে এল লণ্ডনে। এলসির সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক ছিল, মনে হয় কুপথ থেকে সরে এসে অন্য কোনও পেশা বেছে নিলে ও আমায় বিয়ে করত। লণ্ডনে এসে এক ইংরেজকে বিয়ে করল এলসি, বিয়ের পরে তার ঠিকানা আমার হাতে এল। আমি নিজে এলসিকে চিঠি লিখলাম, কিন্তু তার উত্তর পেলাম না। অগত্যা বাধ্য হয়েই আমায় শিকাগো থেকে এখানে আসতে হল, মাসখানেক আগে এলরিজি খামারবাড়িতে আস্তানা বাঁধলাম। নীচের ঘরে থাকি, চুপিচুপি রাতের বেলা বেরোই, সবার চোখ এড়িয়ে এলসির বাড়ির দরজা জানালার পাল্লায় আমাদের দলের পুরোনো সংকেতের মাধ্যমে খবর লিখতে শুরু করলাম। একদিন দেখলাম আমার লেখা খবরের নীচে এলসি একই সংকেতে উত্তর লিখেছে, যার অর্থ স্বামীকে ছেড়ে সে আমার কাছে কোনওমতেই ফিরে যেতে পারবে না, আমাকে এখান থেকে চলে যাবার অনুরোধও করেছে। এলসির জবাব পড়ে খুব রেগে গেলাম, তারপর থেকে নানারকম ভয় দেখিয়ে খবর লিখতে লাগলাম। এবার এলসি ঘাবড়ে গিয়ে আমায় চিঠি পাঠাল। লিখল পুরোনো দিনের কেলেংকারি জানাজানি হলে তার স্বামীর মান মর্যাদা নষ্ট হবে আর তখন তাকেও বাধ্য হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হবে। সে আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হল। চিঠিতে লিখল, তার স্বামী আর বাড়ির কাজের লোকেরা ঘুমিয়ে পড়লে বাড়ির শেষ জানালার সামনে এসে দাঁড়াবে, ইচ্ছে হলে আমি তখন তার সঙ্গে দেখা করতে পারি। তবে সেই হবে আমাদের শেষ দেখা। এলসি আমায় কিছু টাকা দেবে তাই নিয়ে আমায় চিরদিনের মত চলে যেতে হবে এ জায়গা ছেড়ে।

টাকা দিয়ে এলসি আমাকে সবকিছু ভোলাতে চাইছে আঁচ করে চটে গেলাম, তবু চিঠিতে যেমন উল্লেখ ছিল সেইমত রাত তিনটে নাগাদ এলাম বাড়ির শেষ জানালার ওপারে। এলসি টাকা নিয়ে নেমে এল। তার টাকার লোভে আমি আসিনি, তাই খোলা জানালা দিয়ে বাইরে নিয়ে যাবার জন্য তার হাত ধরে জোরে টানলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে এলসির স্বামী রিভলভার হাতে ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে এলসি বসে পড়ল মেঝেতে, আমরা দু'জন মুখোমুখি দাঁড়ালাম। আমিও রিভলভার বের করলাম কিন্তু আমি তাকে খুন করতে চাইনি, গুলি ছোঁড়ার ভয় দেখিয়ে সরে পড়ব, এটাই চেয়েছিলাম। তার আগেই এলসির স্বামী গুলি ছুঁড়ল কিন্তু সেই গুলি গায়ে না লেগে লাগল জানালার পাল্লায়। সঙ্গে সঙ্গে আমিও গুলি ছুঁড়লাম, সেই গুলি বুকে লাগতে সে পড়ে গেল মেঝের ওপর। গুলির আওয়াজ শুনে কেউ ছুটে আসার আগেই আমি দৌড়ে পালালাম আর তখনই পেছন থেকে জানালার পাল্লা বন্ধ করার আওয়াজ পেলাম। এর বেশি আমি কিছুই

আর জানি না, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, যা বললাম তার প্রতিটি অক্ষর সত্যি। খানিক আগে চিরকুট পেয়ে মনে আনন্দ হয়েছিল, ভেবেছিলাম এলসি আমায় ডেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম ওটা আমাকে ধরার ফাঁদ।'

এইব স্ন্যানের বক্তব্য শেষ হতে পুলিশের গাড়ি এসে পৌঁছোল, দু'জন উর্দিপরা কনস্টেবল ভেতরে বসেছিল। ইন্সপেক্টর মার্টিন আসামির কাঁধ চেপে বললেন, 'এবার আমাদের যেতে হবে।'

'যাবার আগে একবার এলসির সঙ্গে দেখা করতে দেবেন?' জানতে চাইল এইব।

'না,' ইন্সপেক্টর মার্টিন বললেন, 'ওঁর এখনও জ্ঞান ফেরেনি। আচ্ছা, মিঃ শার্লক হোমস, যাবার আগে আপনাকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে বলে রাখি, ভবিষ্যতে কোনও কেস হাতে এলে আপনার একইরকম সাহায্য পাব এই আশ্বাস নিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি। বিদায়, ডঃ ওয়াটসন, আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে।'

এইব স্ন্যানেকে নিয়ে পুলিশের গাড়ি উধাও হতে জানালার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়ালাম, তখন চোখে পড়ল টেবিলের ওপর দলাপাকানো চিরকুটটা তখনও পড়ে। হোমস নিজেও একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সেদিকে, চোখে চোখ পড়তে বলল, 'দ্যাখো ওয়াটসন, এই চিঠির সংকেত উদ্ধার করতে পারো কিনা।'

কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলতেই চক্ষুস্থির। একটি হরফও নেই, আছে শুধু একসারি হিজিবিজি মানুষের মূর্তি, তাদের কয়েকজনের হাতে নিশান। এইরকম সংকেত লেখা চিঠির নকল বহুবার দেখেছি, বেঁচে থাকতে মিঃ কিউবিট বহুবার দিয়েছেন হোমসকে।

অর্থোদ্ধার করতে পারিনি আঁচ করে হোমস নিজেই বলল, 'এতে লেখা, তাড়াতাড়ি চলে এস। জানতাম এই চিঠি পেয়ে এইব স্ন্যানে আর অপেক্ষা করবে না, মিসেস কিউবিটের লেখা চিঠি ধরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে। বাস্তবে তাই হল, আর এইভাবে ফাঁদ পেতেই তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হল। নাও, নতুন কাহিনী লেখার রসদ পেয়েছো, এবার তাহলে তিনটে চল্লিশের গাড়ি না ধরলেই নয়।

ঐ বছরই শীতের সময় নরইচের আদালত এইব স্ন্যানেকে প্রথমে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল, কিন্তু মিঃ কিউবিট আগে গুলি ছুঁড়েছিলেন এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ খারিজ হল, স্ন্যানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল। মিসেস কিউবিট সেরে উঠেছেন, তিনি আজও বিয়ে করেননি, স্বামীর জমিদারির দেখাশোনা আর গরীব মানুষদের সেবাযত্ন করেই বৈধব্য জীবন কাটাচ্ছেন তিনি।

চার

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য সলিটারি সাইক্লিস্ট

১৮৯৫ সালের ২৩শে এপ্রিল, শনিবার। পুরোনো নোটবই ঘেঁটে দেখেছি ঐদিনই মিস ভায়োলেট স্মিথ প্রথম এসেছিলেন আমাদের বেকার স্ট্রীটের আস্তানায়। ১৮৯৪ থেকে ১৯০১, এই সুদীর্ঘ সময় আমার বন্ধু শার্লক হোমস খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়েছে। কয়েকশো সরকারি আর ব্যক্তিগত কেস তার হাতে এসেছে, অত্যন্ত জটিল সেসব রহস্যের অনেকগুলোর সমাধান করেছে সে সাফল্যের সঙ্গে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যর্থও হতে হয়েছে তাকে।

যাক সে কথা। যতদূর মনে পড়ে, মিস স্মিথের সাহায্য চাইতে আসা সেদিন হোমসের কাছে ভাল ঠেকেনি। এর কারণ একটিই, যে কোন জটিল রহস্য সমাধানে মাথা ঘামানোর কাজটা বন্ধুবর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সূক্ষ্মভাবে করতে চায়, ঐ সময় অন্য কারও উপস্থিতি তার পছন্দ নয়। তবু সেদিন সন্ধ্যে নাগাদ ঐ যুবতী এসে তার সমস্যার কথা জানালে হোমস তাকে

ফেবাযনি। কথাটা বলছি কাবণ জন ভিনসেন্ট হাবডেন নামে এক কোটিপতি তামাক ব্যবসাযীব এক জটিল বহস্য সমাধানে সে ব্যস্ত ছিল।

'আপনাব স্বাস্থ্যেব ব্যাপাবে আমাব কাছে আসেননি এটুকু আঁচ কবেছি,' যুবতীব পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে হোমস বলল, 'আপনাব মত এক সাইক্লিস্টেব তো এনার্জিব ঘাটতি হবাব কথা নয়।'

অবাক হয়ে তখনই মিস স্মিথ তাকালেন নিজেব পাযেব দিকে তাব তখনই আমাব নজবে এল সাইকেলেব প্যাডেলেব ঘষটানিতে তাঁব জুতোব সোল একপাশে খানিকটা ক্ষয়ে গেছে।

'ঠিক ধবেছেন, মিঃ হোমস,' মিস স্মিথেব গলায় চাপা প্রশংসা উপচে বেবোল, 'সাইকেলটা আমি বেশিই চালাই, আব সেই কাবণেই আপনাব কাছে আসা।'

মিস স্মিথ হাতেব দস্তানা খুলে বসেছিলেন, হোমস এবাব তাঁব একটি হাত তুলে নিয়ে ওপব নীচ খুঁটিযে দেখতে লাগল।

'কিছু মনে কববেন না যেন,' হাতটা আলতো কবে নামিযে বেখে হোমস জানাল, 'এটা আমাব পেশা, গোড়ায আপনাকে টাইপিস্ট ধবে নিয়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি আপনি শিল্পী, গান বাজনা নিয়ে সময কাটান। টাইপিষ্ট আব বাজিযেব আঙ্গুলেব গড়ন এক, শুধু তাঁদেব মুখেব চেহাবা বাদে। বলুন, ঠিক বলছি?'

'হ্যা, মিঃ হোমস,' মিস স্মিথ জানালেন, 'আমি গান শেখাই।'

'এবং, গাঁযেব দিকে,' হোমস বলল, 'আপনাব চামড়াব বং তাই বলছে।'

'ঠিক ধবেছেন, ফার্ণহ্যামেব কাছে সাবে যেখানে শেষ হযেছে সেখানে।'

'জাযগাটা চিনি, অদ্ভুত সুন্দব পবিবেশ। আচ্ছা, এবাব বলুন, আপনাব সমস্যা কি?'

'মিঃ হোমস, আমাব বাবা জেমস স্মিথ ওল্ড ইম্পিবিযাল থিযেটাবে অর্কেস্ট্রা কনডাক্টব ছিলেন তিনি মাবা যাবাব পবে আমাব মাথায বাজ ভেঙ্গে পড়ল, সংসাবে মা আব আমি একেবাবে একা হযে পড়লাম, দেখাশোনা কবাব কেউ বইল না। ব্যালফ স্মিথ নামে বাবাব এক ভাই ছিলেন, পঁচিশ বছব আগে তিনি আফ্রিকায গিয়েছিলেন, তাবপব আব তাব কোনও খোঁজখবব পাইনি। বাবা মাবা যাবাব পবে খুব দুঃখকষ্টেব মধ্যে দিন কাটাচ্ছি এমন সময শুনলাম 'দ্য টাইমস' পত্রিকায একটি বিজ্ঞপ্তি বেবিযেছে তাতে এক উকিল তাব নাম ঠিকানা দিযে জানতে চেযেছে আমবা কোথায থাকি। মিঃ উডলি আব মিঃ ক্যাবথার্স এই দুটো পার্টিব উল্লেখ ছিল। ঠিকানা খুঁজে তাঁদেব অফিসে গিযে দেখা কবলাম তাঁদেব মুখ থেকেই জানলাম আমাব কাকা ব্যালফ ছিলেন তাদেব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মাসকযেক আগে চবম দাবিদ্র্যেব মধ্যে তাব মৃত্যু ঘটেছে। শুনলাম মাবা যাবাব আগে কাকা দেশে ফিবে আমাদেব খুঁজে বেব কবে আর্থিক অভাব ঘোচানোব ব্যবস্থা কবাব অনুবোধ কবেছিলেন তাদেব কাছে, সেই অনুবোধ বাখতেই তাবা দেশে ফিবেছেন এতদিন বাদে।

যে কাকা গত পঁচিশ বছবে একবাবও আমাদেব খোঁজ নেননি, মৃত্যুব আগে তাঁব এই বদান্যতা দেখে অবাক হলাম, কাবণও জানতে চাইলাম। শুনে মিঃ ক্যাবথার্স বললেন, আমাব বাবাব মৃত্যুসংবাদ পেযে কাকা খুব ভেঙ্গে পড়েন, আমবা আর্থিক অনটনে দিন কাটাচ্ছি জেনে প্রাযশ্চিত্ত কবাব বাসনা জাগে তাব মনে তাই — ।

'এক মিনিট,' হোমস বাধা দিল, 'ওদেব সঙ্গে কবে দেখা কবেছিলেন?'

'চাব মাস আগে,' মিস স্মিথ ভেবে বললেন, 'গত ডিসেম্বব মাসে।'

'তাবপব বলে যান।'

'মিঃ ক্যাকথার্সেব সঙ্গী মিঃ উডলি লোকটা ভযানক বদ,' মিস স্মিথ বললেন, 'বযস কম, ফোলা মুখ, রুক্ষ চেহাবা, গোঁফেব বং লাল, কপালেব চুল দু'পাশে লেপটে আছে, যতক্ষণ ওখানে

ছিলাম ততক্ষণ লোকটা আড়ে আড়ে আমার দিকে তাকিয়ে শুধু চোখ টিপে গেল। কি যাচ্ছেতাই, নোংরা লোক ভাবুন তো! এরকম একটা অসভ্য লোকের কথা শুনলে সিরিল রেগে যাবেন।'

'ওঃ হো,' হোমস মুচকি হাসল, 'আপনার হবু ভদ্রলোকটির নাম তাহলে সিরিল, কেমন?'

লজ্জায় মিস স্মিথের মুখখানা লাল হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেললেন তিনি।

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস, ওঁর নাম সিরিল মর্টন, পেশায় ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। আশা করছি এই গরমটা গেলেই আমরা বিয়ে করতে পারব। এই দেখুন, কি কথার মাঝে কি কথা টেনে আনলাম! আসলে বলতে চাইছি মিঃ ক্যারুথার্স, মিঃ উডলির মত বদ নন। বয়স্ক লোক, কথাবার্তা বলেন কম, গায়ের রং ফ্যাকাশে, দাড়িগোঁফ কামানো মুখ। ওঁর ব্যবহার যেমন ভদ্র, হাসিও তেমনই মিষ্টি। পরম বন্ধুর মত উনি আমাদের খোঁজখবর নিলেন। আমাদের অভাবের কথা শুনে একটা কাজের প্রস্তাব দিলেন — ওঁর বাড়িতে থেকে গান শেখাতে হবে ওঁর দশ বছরের মেয়েকে। আমি জানালাম মাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, শুনে বললেন প্রত্যেক শনিবার মাকে দেখে যেতে পারি, পারিশ্রমিক বছরে একশো পাউণ্ড দেবেন জানালেন। মাকে নিয়ে আমি তখন চরম আর্থির অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি তাই ওঁর প্রস্তাবে রাজি হলাম, আমার মালপত্র নিয়ে এসে উঠলাম চিলটার্ন গ্রেঞ্জে, জায়গাটা ফার্ণহ্যাম থেকে আন্দাজ মাইল ছ'য়েক দূরে। বিপত্নীক ক্যারুথার্সের ঘর সংসার সামলাতেন মিসেস ডিকসন নামে এক মাঝবয়সী লেডি হাউস কিপার, বড় ঘরের মেয়ে একপলক তাঁর দিকে তাকালেই আঁচ করা যায়। যাকে গান শেখানোর জন্য আমায় রাখা মিঃ ক্যারুথার্সের সেই ছোট মেয়েটিও খুব ভাল। মিঃ ক্যারুথার্সের ব্যবহার ভাল, এবং তিনি নিজেও গানবাজনার বড় সমঝদার। এইভাবে আর্থিক সংকট কাটায় আমার মনও খুশিতে ভরে উঠল।

প্রায় রোজই সন্ধ্যের সময় মিঃ ক্যারুথার্সের সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় কাটাতাম, প্রত্যেক শনিবার চলে আসতাম মার কাছে।

কিন্তু আমার এ সুখ বেশিদিন রইল না, সেই যে মিঃ উডলি নামে লাল গোঁফওয়ালা একটা বদ লোকের কথা বলেছিলাম সে মাসখানেক থাকার জন্য মিঃ ক্যারুথার্সের কাছে এল। শুধু বদ নয়, লোকটা যে একনম্বরের ইতর তা ঐ একমাসেই টের পেলাম। এসেই ইনিয়ে বিনিয়ে সে আমায় নানাভাবে প্রেম ভালবাসার কথা শোনাতে লাগল, এমনকি বিয়ে করার প্রস্তাব দিল। আমি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পরেও সে দমল না, লণ্ডনের সেরা জহুরীর দোকানের হীরের গয়না উপহার দেবার লোভ দেখাল। তাতেও কাজ হল না দেখে লোকটা আরেক পা এগোল, একদিন রাতে ডিনারের পরে সে আচমকা দু'হাতে আমায় জড়িয়ে ধরল, বলল তাকে চুমু না খাওয়া পর্যন্ত আমায় ছাড়বে না। অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু লোকটার গায়ে অসুরের মত জোর, তার সঙ্গে আমি পেরে উঠলাম না। মিঃ ক্যারুথার্স ঠিক তখনই এসে হাজির হলেন, মিঃ উডলির মুখে এক ঘুঁষি মারলেন তিনি। সেই ঘুঁষি খেয়ে মিঃ উডলির মুখ ফেটে রক্তারক্তি, আমায় ছেড়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল সে। পরদিন মিঃ ক্যারুথার্স মিঃ উডলির অভদ্র ব্যবহারের জন্য আমার কাছে মাফ চাইলেন এবং এমন ঘটনা আর ঘটবে না বলে আশ্বাস দিলেন। তারপর মিঃ উডলির মুখ আর আমার চোখে পড়েনি।'

'আপনার এখনকার সমস্যা কি?' হোমস শুধোল।

'সেই কথাতেই আসছি, মিঃ হোমস,' মিস স্মিথ ভয়ে ভয়ে শুরু করলেন, 'প্রতি শনিবার মাকে দেখতে আসি, চিলটার্ন গ্রাঞ্জ থেকে সাইকেলে চেপেই স্টেশনে আসি বারোটা বাইশের ট্রেন ধরতে। স্টেশনে আসার পথটা বড্ড নির্জন, খাঁ খাঁ করে। একপাশে ঘন জঙ্গল, তার পাশ কাটিয়ে বড় রাস্তায় না পৌঁছোনো পর্যন্ত গাড়ি ঘোড়া দূরে থাক, সাধারণ মানুষও চোখে পড়ে না। দু'হপ্তা আগের ঘটনা। শনিবার দুপুরে ট্রেন ধরতে সাইকেল চালিয়ে আসছি স্টেশনের দিকে, একবার পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি অনেকটা তফাতে প্রায় দুশো গজ দূরে একটা লোক সাইকেল চালিয়ে

আমার পিছু পিছু আসছে। একনজর দেখে লোকটাকে মাঝবয়সী বলেই মনে হল, তার গালে কুচকুচে কালো দাড়িও চোখে পড়ল। ফার্ণহ্যাম পৌঁছে আবার পেছনে তাকালাম কিন্তু এবার আর তাকে দেখতে পেলাম না। গোড়ায় আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। কিন্তু আপনাকে কি বলব মিঃ হোমস, সোমবার ফেরার পথে আবার সেই লোককে দেখলাম সাইকেল চালিয়ে। খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে আমার পিছু পিছু আসছে। মুখে সেই কালো দাড়ি। সপ্তাহের শেষে শনিবার আবার সাইকেলে চেপে রওনা হলাম, নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছোতে আবার সেই একই ঘটনা, সেই কালো দাড়ি, আমার চিনতে এতটুকু ভুল হয়নি। সোমবার ফিরে আসার পথেও সেই এক ঘটনা, স্পষ্ট দেখলাম সেই একই কালো দাড়িওয়ালা মাঝবয়সী অচেনা লোক সাইকেলে চেপে আমার পিছু নিয়েছে। বলতে বাধা নেই, এখনও আমার গায়ে হাত দেয়নি ঠিকই, তবু সেদিন মনে খুব অস্বস্তি হল, বাড়ি ফিরে আমার মনিব মিঃ ক্যারুথার্সকে সব খুলে বললাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শুনে তিনি একটা ঘোড়ার গাড়ির অর্ডার দিলেন, এরপর থেকে তাতে চেপে আমি স্টেশনে যেতে পারব তখন আমায় আর একা ঐ নির্জন পথ পেরুতে হবে না।

কিন্তু কোনও অজানা কারণে ঘোড়ার গাড়ি এখনও আসেনি তাই আজ সকালে আবার আগের মতই সাইকেলে চেপে রওনা হলাম ট্রেন ধরব বলে। চার্লিংটন হিথের কাছে এসে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম সেই কালো দাড়ি লোকটাকে, এমনভাবে তফাতে আসছে যাতে মুখ দেখে তাকে চিনতে না পারি। আজ কিন্তু আর ভয় পেলাম না, লোকটার আসল মতলব কি জানার জেদ চাপল মাথায় আর তাই রাস্তার একটা মোড়ে এসে ঘন ঝোপের আড়ালে থেমে গেলাম। ভেবেছিলাম সে আমার খোঁজে আসবে সেখানে, কিন্তু আমার অপেক্ষা করাই সার হল, লোকটা আর এল না। মোড় থেকে পেছন ফিরে কিছুদূর গেলাম কিন্তু তাকে চোখে পড়ল না, লোকটা যেন মাঝপথ থেকে ভোজবাজির মত উধাও হয়েছে। যেখানকার কথা বলছি সেখানকার পথ সোজা চলে গেছে, আশেপাশে কোনও গলি নেই। বুঝতেই পারছেন, এমন এক জায়গা থেকে লোকটির আচমকা উধাও হওয়া অদ্ভুত ব্যাপার।'

'যা শুনলুম,' হোমস দু'হাত কচলে বলল, 'আপনার এই কেসে মাথা ঘামানোর মত কয়েকটা দিক আছে। আচ্ছা, বলুন তো, মোড় ঘোরা থেকে শুরু করে লোকটার মিলিয়ে যাওয়া, এর মাঝখানে কতটা সময় গেছে? ভেবে জবাব দিন।'

'তা কম করে দু'তিন মিনিট হবে।' মিস স্মিথ ভেবে জবাব দিলেন।

'দু'তিন মিনিটের মধ্যে একটা জলজ্যান্ত লোক দিনে দুপুরে পথ থেকে সাইকেল সমেত উধাও হতে পারে না,' হোমস বলল, 'আশে পাশে রাস্তা যখন ভাগ হয়নি তখন তার পক্ষে সাইকেল থেকে নেমে পড়াই তো স্বাভাবিক, তাই না?'

'না, মিঃ হোমস,' মিস স্মিথ বললেন, 'চার্লিংটন হিথে থাকলে সে আমার চোখে ঠিক পড়ত।'

'তাহলে একটাই সিদ্ধান্ত বাকি থাকছে — লোকটা পথের অন্য প্রান্তের দিকে পালিয়েছে, চার্লিংটন হিথের দিকে। আমার তো তাই বিশ্বাস। আর কিছু বলবেন?'

'না, মিঃ হোমস,' কাঁদো কাঁদো গলায় জানালেন মিস স্মিথ, 'লোকটা ঐভাবে মিলিয়ে যেতে আমি খুব ঘাবড়ে গেছি তাই সোজা আপনার কাছে এসেছি।'

'যার সঙ্গে আপনার বিয়ে স্থির হয়েছে তিনি কোথায় কাজ করেন?' কিছুক্ষণ ভেবে জানতে চাইল হোমস।

'কভেন্ট্রিতে মিডল্যাণ্ড ইলেকট্রিক কোম্পানিতে ও কাজ করে।'

'বিয়ের আগে এসব ছেলেমানুষি উনিই করে বেড়াচ্ছেন না তো?' হোমস বলল, 'আশা করি ভুল বুঝবেন না, আমি বলতে চাইছি এইভাবে তিনিই আপনার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছেন না তো?'

'কখনোই না, মিঃ হোমস,' মিস স্মিথের গলা দৃঢ় শোনাল, 'ওঁকে আপনি চেনেন না, এমন কাজ কখনোই উনি করবেন না।'

'সোজাসুজি জবাব দিন, আপনাকে ভালবাসতে চায় এমন লোক আর কেউ আছে?'

'ছিল,' সহজ সুরে জানালেন মিস স্মিথ, তখনও সিরিল আমার জীবনে আসেনি। তারপরেও অবশ্য তেমন লোক একজনকে দেখেছি।'

'কার কথা বলছেন?'

'মিঃ উডলি নামে একটা বাজে লোকের কথা একটু আগে আপনাকে বলেছি, তবে আমার ওপর সত্যিই তার ভালবাসা ছিল কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'এছাড়া আর কেউ?'

'সরাসরি প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না মিস স্মিথ, কার কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন মাঝপথে।

'আমাব কাছে যখন এসেছেন তখন কোনও কথা লুকোবেন না মিস স্মিথ,' হোমস বলল, 'আর কার কথা বলতে চাইছেন?'

'মিঃ হোমস,' মিস স্মিথ এবার লজ্জা জড়ানো গলায় বললেন, 'মনে হচ্ছে আমাব মনিব মিঃ ক্যারুথার্স হঠাৎ আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছেন। ওঁর বাড়িতে সন্ধ্যের পর আমিই বাজনা বাজিয়ে গান করি, ভদ্রলোক এখনও মুখ ফুটে কিছু বলেননি, তবু মনে হয় উনি কেমন যেন আমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। অবশ্য এটা আমার মনের ভুলও হতে পারে।'

'মিঃ ক্যারুথার্সের পেশা কি?'

'উনি খুব বড়লোক ব্যবসায়ী,' মিস স্মিথ বললেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকায় সোনার খনির শেয়াব কিনেছেন, ঐসব নিয়েই দিন কাটান, হপ্তায় দু'বার যান শহরে।'

'মিস স্মিথ,' হোমস বলল, 'জমে থাকা কতগুলো কেস নিয়ে আমি খুব ব্যস্ত ঠিকই, তবু কথা দিচ্ছি আপনার কেস নিয়েও মাথা ঘামাব আমি। আজ আপনি আসুন, কোনও ঘটনা ঘটলে আমায় জানাতে ভুলবেন না। আমায় না জানিয়ে আচমকা কিছু করে বসবেন না যেন!'

'এ কেসের অনেকগুলো পয়েন্ট সত্যিই চোখে পড়ার মত,' মিস স্মিথ চলে যেতে পাইপ হাতে নিয়ে মন্তব্য করল হোমস।

'অচেনা কালোদাড়ি সাইকেল চালক বারবার একই জায়গায় দেখা দিচ্ছে কেন, তাই তো?' জানতে চাইলাম।

'ঠিক ধরেছো,' হোমস সায় দিল, 'এবার আমাদের জানতে হবে চার্লিংটন হিথে কারা থাকে। মিঃ ক্যারুথার্স আর মিঃ উডলি, দু'জনের স্বভাব দু'রকম। তাহলে ওদের মধ্যে কি সম্পর্ক, মিস স্মিথের দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী কাকা র‍্যালফ স্মিথের আত্মীয়দের খোঁজখবর নেওয়ার ব্যাপারেও ওদের মাথাব্যথা কেন। আরও একটা ব্যাপার — এত পারিশ্রমিক দিয়ে মিঃ ক্যারুথার্স তাঁর মেয়েকে গান শেখানোর জন্য মিস স্মিথকে রেখেছেন অথচ বাড়ি থেকে স্টেশনে যাওয়া আসা করার মত ঘোড়ার গাড়ি তাঁর বাড়িতে নেই, এ কেমন? চোখে পড়ার মত ব্যাপার, তাই না?'

'তুমি তাহলে চার্লিংটন হিথে যাচ্ছ, হোমস?'

'উঁহু,' হোমস বলল, 'আমার সময় কোথায়, হাতে এত কাজ জমে আছে। গেলে তুমিই যাবে, ওয়াটসন। পরশু সোমবার সকালের দিকে ফার্ণহ্যামে যাও, তারপর চার্লিংটন হিথের কাছাকাছি কোথাও ওৎ পেতে বসে থাকো।'

হোমসের কথামত সোমবার সকালের দিকে ট্রেনে চেপে এলাম ফার্ণহ্যামে। চার্লিংটন হিথে পৌঁছোতে বেশি দেরি হল না। অনেকদূর নজর রাখা যায় এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়ালাম। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না, একটু বাদেই দেখলাম যে পথে এসেছি তার উল্টোদিক থেকে সাইকেলে

চেপে কে যেন আসছে এদিকেই। সাইকেলের আরোহী পরেছে কালো স্যুট, মুখে একগাল কালো দাড়ি। চার্লিংটনের সীমানায় এসে সাইকেল থেকে লোকটা নেমে পড়ল, তারপর সাইকেলটা সমেত ঢুকে পড়ল একটা ঝোপের ভেতর।

আমি এতটুকু নড়িনি, এক চোখ হাতঘড়ির দিকে আরেক চোখ সামনের রাস্তার দিকে। লোকটা উধাও হবার পর প্রায় পনেরো মিনিট বাদে আরেকটা সাইকেল চোখে পড়ল, চালকের আসনে বসে মিস স্মিথ, উল্টোদিক থেকে আসছেন তিনি। আন্দাজ করলাম খানিক আগে ট্রেনে চেপে ফিরেছেন তিনি। দেখতে দেখতে আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন মিস স্মিথ। লোকটা যে ঝোপের ভেতর বসে রাস্তার ওপর নজর রাখছিল তাতে সন্দেহ নেই কারণ, মিস স্মিথ বেশ কিছুটা দূরে যেতেই সে সাইকেল সমেত বেরিয়ে এল ঝোপের ভেতর থেকে, তাতে চেপে সে তাঁর পিছু নিল। পেছনে অনেকটা তফাতে দাঁড়িয়ে দেখছি টানটান বসে আছেন মিস এতটুকু ভয় চোখে পড়ছে না। কিন্তু তাঁর পেছনে ধাওয়া করেছে যে সে বসে আছে সামনের দিকে ঝুঁকে, কি যেন লুকোতে চাইছে এমনই তাঁর ভাবভঙ্গি। আচমকা ঘাড় ঘোরালেন মিস স্মিথ, স্পিড কমালেন, পেছনের লোকটিও স্পিড কমাল। মিস স্মিথ এবার সাইকেলের মুখ ঘোরালেন, পেছনদিকে আচমকা স্পিড বাড়িয়ে দিলেন। বুঝলাম আজ হঠাৎ সাহসী হয়ে উঠেছেন, লোকটাকে হাতেনাতে ধরতেই সাইকেলের মুখ ঘুরিয়েছেন। কিন্তু কালো দাড়ি ততক্ষণে মিস স্মিথের মতলব টের পেয়েছে, মিস স্মিথ এসে পৌঁছোনোর আগে সেও সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে ছুটল উল্টোমুখে। মিস স্মিথ কিন্তু তাকে তাড়া করলেন না, সাইকেলের মুখ আবার ঘুরিয়ে আগের পথে ছুটলেন। খানিক বাদে দেখি সেই হতভাগাও ফিরে এসেছে, বেশ কিছুটা তফাতে থেকে সে আবার মিস স্মিথের পিছু নিয়েছে। কিছুদূরে যেতে পথের বাঁকে মিস স্মিথ উধাও হলেন, লোকটাকেও দেখতে পেলাম না।

আমি আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম লোকটা ফিরে আসে কিনা দেখতে। কিছুক্ষণ বাদে সে সাইকেলে চেপে ফিরে এল, চার্লিংটন হলের গেটের দিকে ঘুরে নেমে পড়ল সে। ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম সে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল তারপর দু'হাতে গলার টাই ঠিক করল। এরপরে সাইকেলে আবার চাপল সে। সেদিকে তাকাতে ধূসর রংয়ের বিরাট বাড়ি চোখে পড়ল যার মাথায় টিউডর জামানার উঁচু চিমনি। কিন্তু লোকটাকে আর দেখতে পেলাম না।

এবার ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে ফার্ণহ্যামের দিকে এ[illegible]ম। স্থানীয় বাড়ি জমির দালালকে খুঁজে বের করে চার্লিংটন হল সম্পর্কে খোঁজ নিলাম। সে আমায় পাঠাল আরেক ঠিকানায়। হাল না ছেড়ে গেলাম সেখানে, সেখানকার প্রতিনিধি আমাকে জানাল অনেক দেরি করে ফেলেছি, এই গরমে চার্লিংটন হল আর ভাড়া মিলবে না। মাসখানেক হল এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন, নাম মিঃ উইলিয়ামসন। ভদ্রলোকের চেহারা বেশ সম্ভ্রান্ত, তবে তিনি কি করেন তা জিজ্ঞেস করা কারও এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না তাই ও বিষয়ে সে কিছু বলতে পারবে না।

ফিরে এসে সারাদিনের কাজের এক লম্বা রিপোর্ট দিলাম হোমসকে। গোড়ায় ভেবেছিলাম সব শুনে ও আমায় বাহবা দেবে, কিন্তু সব খুঁটিয়ে শুনে ঠিক উল্টোটাই বলল সে।

'ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'লুকোনোর জায়গা বাছতে খুব ভুল করেছো, ঝোপের পেছনে থাকলে লোকটার চোখমুখ আরও স্পষ্ট তোমার চোখে পড়ত। তোমার চেয়ে মিস স্মিথ তাকে আরও স্পষ্ট দেখেছেন, এবং যতই অস্বীকার করুন জেনে রেখো উনি তাকে ঠিক চিনতে পেরেছেন নয়ত মিস স্মিথ ছুটে পালাবে কেন। লোকটা সাইকেলের সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে পা চালাচ্ছিল একথা মিস স্মিথ বলেছেন, তোমার মুখ থেকেও শুনলাম। মানে একটাই দাঁড়ায়, সে নিজের মুখ আড়াল করতে চায়। লোকটা বাড়ি ফিরতেই তার পরিচয় জানার দরকার মনে হল আর তখনই ছুটলে বাড়ির দালালের কাছে। যাই ভাবো না কেন, কাজটা বুদ্ধিমানের মত হয়নি!'

'ও তাই নাকি?' তার কথার ধরনে চটে গেলাম, 'তাহলে তোমার মতে আমার আর কি করা উচিত ছিল শুনি?'

'কাছাকাছি কোনও পাবলিক হাউসে ঢোকা,' হোমস বলল, 'পাড়াগাঁ অঞ্চলে পরনিন্দা পরচর্চার সেরা ঠেক হল মদের দোকান। ওখানে খোঁজ নিলে চার্লিংটন হলের মনিব থেকে মুচি, মেথর, মুদ্দোফরাশ সবার নাম পেয়ে যেতে। এটুকু বুদ্ধি তোমার মাথায় এল না, কোথাকার কোন উইলিয়ামসন-এর নাম তুমি লিখে আনলে। উইলিয়ামসন! ঐ নামে কোনও কাজ হবে? মাঝবয়সী লোক হলে বোঝা যায় মিস স্মিথের পেছনে সাইকেলে চেপে যে ধাওয়া করে সেই চটপটে লোক ইনি নন, হতে পারেন না। তবে মিস স্মিথের বক্তব্য যে পুরোটাই সত্যি তা তুমি নিজে চোখে দেখে এসেছো, তোমার আজকের অভিযানের এটাই একমাত্র লাভ। আরও একটা প্রমাণ যোগাড় করেছো, সেই কালো দাড়ির সাইকেল চালানোর সঙ্গে চার্লিংটন হলের সম্পর্ক আছে। না, ওয়াটসন, অত হতাশ হবার কিছু নেই, আসছে শনিবার পর্যন্ত ব্যাপারটা তোলা থাক, আশা করছি সেদিন আমরা আরও ভাল কিছু করে দেখাতে পারব। তার আগে আমি নিজেই হয়তো এ কেসের ব্যাপারে আরও কিছু খোঁজখবর যোগাড় করতে পারব।'

পরদিন সকালে মিস স্মিথের চিঠি এল। ঝোপের আড়ালে বসে গতকাল যা যা দেখেছি তারই হুবহু বিবরণ। এর বাইরে আরও যা ছিল তা এরকম।

'মিঃ হোমস,

মিঃ ক্যারুথার্স আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। অন্য একজনের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে সেকথা ওঁকে বলেছি আর এও বুঝেছি এই প্রত্যাখ্যানের পরে এখানে আমার আর চাকরি করা চলবে না। তবু বলব মিঃ ক্যারুথার্স সত্যিই ভদ্র, মন দিয়ে আমার সব কথা শুনেছেন আর বোঝার চেষ্টাও করেছেন। তবে তিনি যে আমাকে গভীরভাবে ভালবাসেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু মুখে কিছু না বললেও মিঃ ক্যারুথার্সকেও ব্যাপারটা খুব নাড়া দিয়েছে তাও টের পাচ্ছি, এবং বুঝতে পারছি এখানকার পরিস্থিতি এবার ঘোরালো হয়ে উঠবে। আপনি যা করবার করুন — মিস স্মিথ।'

'এ চিঠির ভাষা সত্যি হলে বলতে হয় মিস স্মিথের চারপাশের পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে। আর তো বসে থাকলে চলবে না ডাক্তার, এবার আমাকেও ঐ গাঁয়ে ছুটতে হবে। ঠিক হয়েছে, আজ বিকেলেই ফার্ণহ্যামে যাব, এ কেসের ব্যাপারে যেসব সিদ্ধান্ত মনে এসেছে সেগুলো ঠিক কিনা তা পরখ করা যাবে। তবে ওয়াটসন, আমি যা ভেবেছিলাম, মিস স্মিথের ব্যাপারটা তার চাইতে অনেক বেশি ঘোরালো, কখন কি ঘটে যায় ভেবে ভয় পাচ্ছি।'

আমাকে না নিয়ে একাই ফার্ণহ্যামের দিকে হোমস রওনা হল, ফিরল বেশি রাতে। তাকে দেখে চমকে উঠলাম — ঠোঁট কেটে গেছে, কপাল ফুলে উঠেছে। হোমসকে কারও সঙ্গে মারামারি করতে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আমিই ক্ষত ধুয়ে ফার্স্ট এইড দিলাম। হোমসের মেজাজ আমি জানি, এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার মাঝে মাঝে না করলে সবকিছু তার কাছে একঘেয়ে ঠেকে। কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিল হোমস।

'গতকাল তোমায় মদের আড্ডায় যেতে বলেছিলাম মনে আছে? ফার্ণহ্যামে ট্রেন থেকে নেমে তেমনই একটা জায়গা খুঁজে বের করলাম। মদের দোকানের মালিকটা বড্ড বকবক করে, খবর বের করতে তাকে আচ্ছা করে পটালাম। ওর মুখ থেকেই উইলিয়ামসনের খবর পেলাম যার নাম কাল তোমার মুখ থেকে শুনেছি। উইলিয়ামসনের দাড়িগোঁফ সব সাদা হয়ে গেছে, লোকটা একসময় পাদ্রী ছিল অথবা এখনও আছে। চার্লিংটন হল-এ থাকে লোকটা, কয়েকজন কাজের লোকও থাকে ওর সঙ্গে। এও শুনলাম লোকটা একনম্বরের পাষণ্ড, এমন কিছু বাজে ব্যাপারে জড়িত যা কোনও পাদ্রীর চোখে ভয়ানক অপরাধ। ওখানকার ক্লেরিক্যাল এজেন্সিতে খোঁজ নিলাম। সেখানেও

শুনলাম ঐ লোকটির নাম তাদের কর্মসংস্থান তালিকায় ছিল। লোকটা অতীতে অনেক জঘন্য অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল। মদের দোকানের মালিকের পেটে কিছু থাকে না। আমায় বলল ফি হপ্তায় শনি রবিবার একগাদা লোক এসে জোটে চার্লিংটন হল-এ, তাদের মধ্যে উডলি নামেও একজন থাকে, লোকটার লাল গোঁফ। এ লোকটা একনাগাড়ে বহুদিন হল-এ ছিল। বুঝতেই পারছ, মিস স্মিথের কেসের ব্যাপারে এ নাম আমাদের খুব চেনা। এইসব কথাবার্তা হবার সময় ঘটল এক কাণ্ড— পাশের কামরায় উডলি বসে গলায় বিয়ার ঢালছিল, এ ঘরে তাকে নিয়ে কথাবার্তা সব তার কানে গেছে। একটু বাদেই লোকটা বুনো শুয়োরের মত পাশের ঘর থেকে তেড়ে এল, গালিগালাজ করে আমার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে জানতে চাইল আমি কে, কি মতলবে এসেছি, তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছি কেন, এইসব। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ব্যাটা বাঁ হাতে এক ঘুষি মারল আমায়। মার খেলাম কিন্তু ঐ একবারই। পাল্টা মার আমিও মেরেছি ব্যাটাকে, মার খেয়ে লোকটা আর দাঁড়াতে পারেনি, গাড়িভাড়া করে বাড়ি ফিরছে দেখলাম। কাজেই ডাক্তার, দেখতেই পাচ্ছো, দারুণ অ্যাডভেঞ্চার করে এলেও তুমি ওখান থেকে যতটুকু জেনেছো তার চেয়ে বেশি আমি জানতে পারিনি।'

ক'টা দিন চুপচাপ কাটল, তারপর বেস্পতিবার মিস স্মিথের লেখা আরেকটি চিঠি এল, তাতে লেখা —

'মিঃ হোমস,

শুনলে আশা করি অবাক হবেন না, মিঃ ক্যাকথার্সের মেয়েকে গান শেখানোর চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। উনি পারিশ্রমিক বাড়াতে চাইলেও এখানকার পরিবেশ যেমন হয়ে উঠেছে তাতে এখানে কাজ করা আমার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়। ঠিক করেছি শনিবার শহরে ফিরব, আর ওখানে যাব না। এতদিনে মিঃ ক্যাকথার্স আমায় স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন, তাই আশা করছি এবার আর ফাঁকা রাস্তায় কোনও বিপদাপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকবে না।

মিঃ হোমস, মিঃ উডলি নামে সেই বদমাশ লোকটা আবার এখানে আসাযাওয়া শুরু করেছে। লোকটাকে দেখতে ভীষণ বদখৎ, হালে নিশ্চয়ই সে কোনও বড় দুর্ঘটনায় পড়েছিল তাই তার চেহারা আরও বিশ্রি হয়েছে। একদিন চোখে পড়ল মিঃ ক্যারুথার্সের সঙ্গে কথা বলছে লোকটা, কিন্তু আমায় দেখতে পায়নি। ওর সঙ্গে কথা বলার পরে মিঃ ক্যারুথার্স খুব উত্তেজিত হয়েছেন মনে হল — মিস স্মিথ।'

'ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম, ওয়াটসন,' চিঠি পড়ে হোমস বলল, 'মিস স্মিথ কোনও চক্রান্তে পড়েছেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। শেষবার বাড়ি ফেরার সময় উনি কোনও বিপদে না পড়েন তা আমাদের দেখতে হবে। আর তাহলে শনিবার সকালেই আমাদের ফার্ণহ্যামে যেতে হবে। ডাক্তার, তুমি তৈরি হও।'

রাতভর বৃষ্টি হলেও সকালে মেঘ কেটে গেল, উজ্জ্বল রোদমাখা দিনে এসে পৌঁছোলাম ফার্ণহ্যামে। পুরোনো সেই রাস্তার কাছে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, একটু বাদে হোমস আঙ্গুল তুলে দূরের দিকে দেখাল, সেদিকে তাকাতে চোখে পড়ল অনেকদূর থেকে একটা ঘোড়ারগাড়ি এদিকেই আসছে।

'হা ঈশ্বর!' আক্ষেপের সুর ফুটে বেরোল হোমসের গলায়, 'আধঘণ্টা সময় হাতে রেখেছিলাম! এখন মিস স্মিথ ঐ গাড়িতে যদি থাকেন তাহলে ধরে নিতে হবে উনি খুব সকালেই স্টেশনে যাবেন বলে বেরিয়েছেন। ওয়াটসন, সেক্ষেত্রে চার্লিংটনে গিয়েও লাভ হবে না।'

চড়াই পেরোনোর পরে গাড়িটা মিলিয়ে গেল, জোরে পা চালিয়ে এগোলাম দু'জনে। হোমস দৌড়োচ্ছে ক্যাঙ্গারুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে, আমি ঠিক ততটা জোরে পারছি না, আমাকে ছাড়িয়ে

এগিয়ে একসময় কমে এল আর ঠিক তখনই ঘড়ঘড় আওয়াজ কানে এল। মুখ তুলতেই দেখি দু'চাকার একটা ঘোড়ার গাড়ি ছুটে আসছে এদিকে।

'দেরি করে ফেলেছি, ওয়াটসন,' ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে উঠল হোমস, 'আগের ট্রেনের জন্য আমাদের তৈরি হয়ে আসা উচিত ছিল। মিস স্মিথকে ওরা নির্ঘাৎ গায়েব করেছে, নয়তো খুন করে ফেলেছে এর মাঝে। কি হবে ঈশ্বর জানেন! তবু শেষ চেষ্টা করতেই হবে। এখনও সময় আছে, চটপট রাস্তা রোখো। যে করে হোক থামাও! থামিয়েছো! বাঁচা গেছে, আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না, জলদি উঠে পড়ো! দেখি শেষকালে ফল কি দাঁড়ায়!'

একলাফে দু'জনে গাড়িতে চেপে বসলাম। ঘোড়ার মুখ উল্টোদিকে ঘুরিয়ে হোমস চাবুক তার পিঠে মারল, সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়োল প্রাণপণে। বাঁক পেরোতেই চার্লিংটন হলের একপাশের চওড়া রাস্তায় এসে পড়লাম। আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল একটি লোক সাইকেলে চেপে ছুটে আসছে আমাদের পানে। সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে থাকা সত্ত্বেও তার কালোদাড়ি আমার নজর এড়াল না। হোমসের কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বললাম, 'এই সেই লোক!'

'এক মুহূর্ত দেরি করল না হোমস, এগিয়ে গিয়ে তার পথ রুখে হেঁকে উঠল, 'দাঁড়ান!'

'আপনি থামুন!' পাল্টা ধমক দিল সেই সাইকেল চালক, নিমেষে পকেট থেকে পিস্তল বের করল সে, 'গাড়িখানা আপনাদের হাতে এল কি করে? ভাল কথা বলছি, গাড়ি থামান, নয়ত ঘোড়াটা গুলি খেয়ে মরবে।'

লাগাম আর চাবুক আমার কোলে দিয়ে হোমস নেমে এল গাড়ি থেকে, কোনও ভূমিকা না করেই বলল, 'আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। মিস ভায়োলেট স্মিথ আমার বিশেষ পরিচিত, বলুন তিনি কোথায়?'

'এ প্রশ্ন তো আমিই করব,' স্বাভাবিক গলায় বলল লোকটা, 'মিস স্মিথ তো এই গাড়িতেই ছিলেন, এখন আবার জানতে চাইছেন উনি কোথায়?'

'গাড়িটা রাস্তায় পড়েছিল দেখে উঠেছি,' হোমস বলল, 'ভেতরে কেউ ছিল না। মিস স্মিথকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব বলেই আমরা এতদূর ফিরে এলাম।'

'এ তো বিপদের কথা!' লোকটার গলা অসহায় শোনাল, 'হা ঈশ্বর, এখন কি করব আমি? ঐ কুত্তার বাচ্চা উডলি আর ওর ডানহাত বজ্জাত পাদ্রীটা মিস স্মিথকে ঠিক গায়েব করেছে! কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। আপনারা সত্যিই ওঁর বন্ধু হলে আমার সঙ্গে আসুন, যে ভাবেই হোক মহিলাকে বাঁচাতেই হবে, তাতে যদি আমার জান যায় সেও ভাল।'

আমরা কিছু বলার আগেই পিস্তল হাতে লোকটা দৌড় লাগাল ঝোপের দিকে। ঝোপের মাঝখানে খানিকটা জায়গা ফাঁকা ছিল তার ভেতর দিয়ে দিব্যি গলে গেল সে, হোমস তার পিছু নিল। ঘোড়াটা ঘাস খেতে চাইছে দেখে বলগা খুলে দিলাম, তারপর আমিও ছুটলাম তাদের পেছনে।

পথের নরম কাদার ওপর কয়েকটা জুতোর ছাপ দেখিয়ে হোমস বলল, 'ওরা এ পথেই এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। আরে! ঝোপের ভেতর এ কে পড়ে আছে?'

সামনের দিকে তাকাতে দেখি একটি ছেলে চিৎ হয়ে পড়ে আছে ঝোপের ভেতর, ফিতে দিয়ে তার হাত পা বাঁধা। ছেলেটার বয়স বড়জোর ষোল কি সতেরো, হাঁটু মুড়ে পড়ে আছে সে বেহুঁশ হয়ে। ছেলেটার মাথায় গভীর ক্ষত, সেখান থেকে রক্ত পড়ছে। একনজর দেখে বুঝলাম ভারী ডাণ্ডা বা ঐ জাতীয় কোনও অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত হানা হয়েছে ওর মাথায়, তবে মাথার হাড় ভাঙেনি।

'সর্বনাশ!' অজানা সাইকেল চালক আহত ছেলেটিকে দেখিয়ে বলল, 'এ যে পিটার দেখছি! মিস স্মিথের গাড়িটা ওই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। উপায় নেই তাই এখনকার মত ওকে এখানে

ফেলে রেখেই আমাদের ছুটতে হবে মিস স্মিথের খোঁজে। যে ভাবেই হোক ওঁকে বাঁচাতে হবে, চলে আসুন!'

অগত্যা আহত ছেলেটিকে সেখানে ফেলে রেখেই আমরা তিনজন আবার ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ছুটলাম। বাড়ির কাছাকাছি এসে হোমস দাঁড়িয়ে পড়ল, একটু ভেবে বলল, 'ওরা বাড়ির দিকে যায়নি। এই দেখুন ঝোপের এপাশ দিয়ে আসুন।

হোমসের কথা শেষ না হতেই নারীকণ্ঠের গলা ফাটানো চিৎকার কানে আছড়ে পড়ল, শুনে বুকের ভেতরটা ধুকপুক করে উঠল অজানা আশংকায়।

'পেয়েছি ওদের।' কালো দাড়ি সাইকেল চালক দূরে কি দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'বদমাশগুলো খেলার মাঠে গিয়ে জুটেছে। ওঃ বড্ড দেরি হয়ে গেল, হায়! হায়! কি হবে এখন?'

ঝোপঝাড়ের বাধা পেরিয়ে তিনজনে এসে দাঁড়ালাম নরম ঘাসে ছাওয়া জমির ওপর। চোখ মেলে দেখি সামনে একটা বড় ওক গাছের নীচে দাঁড়িয়ে মিস ভায়োলেট স্মিথ, তাঁর মুখ রুমাল দিয়ে বাঁধা, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তিনি থেকে থেকে গোঙাচ্ছেন, যেভাবে একহাতে গাছে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়েছেন তাতে বোঝা যায় উনি ভয়ানক ক্লান্ত, যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাবেন মাটিতে। ওর খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে একটা মুশকো লোক, তাঁর গোফেব রং লাল। লোকটার হাতে চামড়ার চাবুক। যেন দুনিয়া জয় করেছেন এমন হাব ভাব করছে সে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আধবুড়ো পাদ্রী। পরনে সাদা আলখাল্লা, দাড়িগোঁফও ধবধবে সাদা। বদমাশ উডলি আর উইলিয়ামসনকে চিনতে দেরি হল না যে একসময় গির্জার পাদ্রী ছিল কিছুক্ষণের জন্য।

আমাদের চোখে পড়তেই উইলিয়ামসন ঘাড় ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল, হুমদো উডলি এগিয়ে এসে হ্যা হ্যা করে কিছুক্ষণ হাসল, হাসি থামলে আমাদের অচেনা সঙ্গীকে বলল, বব্, তোমার মুখের ঐ আলগা দাড়িটা সরাও, ওটা যতবার দেখছি ততবার হাসি পাচ্ছে। স্যাঙ্গাতদের নিয়ে ভাল সময়েই এসে পড়েছো। আসুন, আমার স্ত্রী মিসেস ভায়োলেট উডলির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। খানিক আগে আমার চাবুকেব এক মোক্ষম ঘা খেয়েছেন উনি, আশা করি এতক্ষণে উনি সামলে উঠেছেন।'

বেহায়া উডলির কথার জবাবে আমাদের অচেনা সঙ্গী একটানে মুখ থেকে কালো দাড়িগোঁফ খুলে ছুঁড়ে ফেললেন, দেখলাম তাঁর মুখ পরিষ্কার কামানো। তারপরেই পকেট থেকে রিভলভার বের করলেন তিনি, চাবুক হাতে উডলিকে এগিয়ে আসতে দেখে তার দিকে তাক করল সে।

'দেখে নিন সবাই,' রিভলভারের লক্ষ্য ঠিক রেখে সে বলল, 'আমি বব্ ক্যারুথার্স, মিস ভায়োলেটের আমি হিতাকাঙ্খী। ওঁকে বাঁচানোর জন্য যে কোন কাজ করতে আমি রাজী। উডলি, আমি তোমায় আগেই হুঁশিয়ার করেছি, ওর গায়ে হাত দিলে ফল কি হবে তাও বলেছি। কিন্তু তুমি সে কথা কানে নিলে না। ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমার কথার এতটুকু নড়চড় হবে না!'

'ভুল করলে বব্,' উডলির গলা আগের মতই বেপরোয়া, 'ভায়োলেট এখন আমার বৌ!'

'ঠিক বলেছো, তবে তোমার বিধবা বৌ!' সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ক্যারুথার্সের রিভলভার গর্জে উঠল, হুমদো উডলির ওয়েস্টকোটের বাঁদিকটা রক্তে লাল হয়ে উঠল। বুক ফাটানো চিৎকার করে উডলি চিৎ হয়ে গেল গাছের নীচে, তার লালচে মুখ যন্ত্রণায় নীল হয়ে উঠল। আধবুড়ো লোকটা তখনও পাদ্রীর আলখাল্লা খোলেনি, কুৎসিত নোংরা গালিগালাজ করতে করতে আচমকা পকেট থেকে টেনে বের করল তার রিভলভার, কিন্তু হোমসের রিভলভার আগেই উঠে এসেছে তার ডানহাতের মুঠোয়, সেদিকে চোখ পড়তে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'ফেলে দিন রিভলভার!' হোমস ধমকে উঠল, 'ওয়াকার, লক্ষ্মী ছেলে! ওয়াটসন, ওটা তুলে নাও, পেছন থেকে ওর মাথায় নলটা আলতো করে ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। মিঃ কারুথার্স, আপনার রিভলভারটাও আমাব হাতে দিন, আর মারধোর নয়, যথেষ্ট হয়েছে!'

'আপনি কে?' শুধোলেন মিঃ ক্যারুথার্স।

'আমার নাম শার্লক হোমস!'

'আপনি লণ্ডনের সেই অ্যামেচার ডিটেকটিভ!' মিঃ ক্যারুথার্স অবাক হলেন, 'বিশ্বাস করুন, এই পরিস্থিতিতে আপনাকে দেখব আশা করিনি!'

'আপনি তাহলে আমার নাম শুনেছেন দেখছি! এখন মিঃ ক্যারুথার্স, পুলিশ যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ তাদের কাজ আমাকেই করতে হচ্ছে! এই যে, বাপধন, সামলে উঠেছো দেখছি! এদিকে এসো!'

ঝোপের ভেতর খানিক আগে আমরা পিটার নামে মিঃ ক্যারুথার্সের যে ছোকরা গাড়োয়ানকে আহত অবস্থায় ফেলে এসেছিলাম, ঝোপ ঠেলে সে হোমসের সামনে এসে দাঁড়াল।

'এখন সুস্থ লাগছে তো?' হোমস প্রশ্ন করল, 'একটা চিঠি দিচ্ছি, সেটা নিয়ে একদৌড়ে থানায় যাবে, সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে দেবে চিঠিটা। বলো, পারবে?'

'আজ্ঞে পারব,' পিটার ঘাড় নাড়ল।

নোটবইয়ের পাতা ছিঁড়ে থানার অফিসারকে সংক্ষেপে পরিস্থিতি বুঝিয়ে চিঠি লিখল হোমস, সেটা নিয়ে পিটার দৌড়োল থানার দিকে। এবার হোমসের নির্দেশে মিঃ ক্যারুথার্স আর পাদ্রী উইলিয়ামসন আহত মিঃ উডলিকে ধরাধরি করে বাড়ির ভেতর নিয়ে এল। মিস স্মিথ ততক্ষণে অনেকটা সামলে উঠেছেন, আমি তাঁকে নিয়ে এলাম বাড়িতে। মিঃ উডলিকে পরীক্ষা করে বললাম, 'ভয় নেই, হোমস, উনি এ যাত্রা বেঁচে যাবেন।'

ড্রইংরুমে বসেছিল হোমস, পাদ্রী উইলিয়ামসন আর মিঃ ক্যারুথার্স বসেছিল সেখানে। আমার কথা শুনে মিঃ ক্যারুথার্স উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন, 'কি বললেন, বেঁচে যাবে? আমি থাকতে তা কিছুতেই হতে দেব না! ওপরে গিয়ে বদমাশটাকে পুরোপুরি খতম আগে করি, তারপর আবার আসছি আপনার হেপাজতে।'

'দুঃখিত, মিঃ ক্যারুথার্স,' হোমস কঠিন গলায় বলল, 'একবার গুলি ছুঁড়ে এমনিতেই আপনি আইন ভেঙেছেন, এরপর দ্বিতীয়বার একই ঘটনা আমি ঘটতে দেব না।'

'কিন্তু ঐ বেচারীর কথা একবার ভাবুন তো,' মিঃ ক্যারুথার্স বললেন, 'উডলির মত একটা বদখত জানোয়ারের সঙ্গে জীবন কাটাতে হলে বেচারী মিস স্মিথের মত এক সুন্দরীর কি ভাল হবে?'

'আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন, মিঃ ক্যারুথার্স,' হোমস বলল, 'এ বিয়ে আইনসিদ্ধ নয়, অতএব মিস স্মিথকে মিঃ উডলির স্ত্রী হিসেবে মেনে নেবার প্রশ্ন ওঠে না।'

'কোথাকার আইনজ্ঞ এলেন রে!' বুড়ো পাদ্রী উইলিয়ামসন দাঁত খিঁচোল, 'এ বিয়ে একশোবার সিদ্ধ, হাজারবার সিদ্ধ, আমি এখানকার পাদ্রী, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের বিয়ে দিয়েছি, এ বিয়েকে বেআইনী প্রমাণ করবেন কিভাবে?'

'মস্ত বড় প্রমাণ আছে আমার হাতে,' হোমস বলল, 'বিয়ে দেবার জন্য পাদ্রীদের যে আইনগত অধিকার দরকার তা আপনার নেই।'

'বাজে কথা,' উইলিয়ামসন গলা চড়াল, 'আমার সে অধিকার অবশ্যই আছে।'

'এক সময় ছিল,' হোমস মুচকি হাসল, 'পরে কোনও কারণে সেই অধিকার খারিজও হয়েছিল।'

'একবার কেউ পাদ্রী হলে তার পাদ্রীগিরির অধিকার বরাবর থাকে।'

'মোটেই না,' হোমস বলল, 'বিয়ে দেবার সরকারী লাইসেন্স আপনার আছে?'

'আমার পকেটেই আছে,' পাদ্রী উইলিয়ামসন বলল।

'তাহলে সে লাইসেন্স অন্যায়ভাবে ফন্দী ফিকির করে আপনি আনিয়েছেন,' হোমস বলল, 'জোর করে বিয়ে কখনও দেওয়া যায় না এবং তা আইনের চোখে গ্রাহ্য নয়। এমন অপরাধ করার

পরিণতি কি হতে পারে তা ভাবার জন্য কম করে দশ বছর সময় আপনি পাবেন। অন্তত আমার তাই ধারণা। অতএব, মিঃ কারুথার্স, দেখছেন আপনি খামোখা ভয় পেয়েছিলেন, গুলি ছুঁড়ে শুধু শুধু আইনের চোখে অপরাধী হলেন। এর দরকার ছিল না।'

'বুঝতে পারছি মিঃ হোমস,' মিঃ ক্যারুথার্স বললেন, 'আসলে আমার জীবনে ভালবাসা একবারই এসেছে আর সে এসেছে মিস স্মিথকে কাছে পেয়ে। উডলি দক্ষিণ আফ্রিকার এক সেরা বদমাশ, ওরকম নৃশংস লোকের জুড়ি মিলবে না। সেই ব্যাটা যখন মিস স্মিথকে পাবার ফাঁদ পাতল তখনই আমি রেগে আগুন হয়ে উঠলাম। যতদিন উনি আমার কাছে ছিলেন ততদিন কখনও ওঁকে একা বাড়ির বাইরে বেরোতে দিইনি। এমনকি মিস স্মিথ যখন সাইকেল চালিয়ে স্টেশনে গেছেন তখন মুখে কালো দাড়ি এঁটে সাইকেল চালিয়ে ওঁর পিছু নিয়েছি। মিস স্মিথ বিরক্ত হয়েছেন আঁচ করেছি, কিন্তু যা করেছি সবই ওঁকে বাঁচাতে, এছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না। মিস স্মিথ এখনও জানেন না, যে লোকটি রোজ ওঁর পিছু নিত সাইকেলে চেপে সে আমি ছাড়া কেউ নয়। টের পায়নি ভালই হয়েছে একদিকে, পেলে নিশ্চয়ই উনি আরও আগেই আমার কাছ থেকে চলে যেতেন। উডলি মিস স্মিথকে পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল, এরই মাঝে টেলিগ্রামে খবর এল মিস স্মিথের কাকা র‍্যালফ স্মিথ দক্ষিণ আফ্রিকায় মারা গেছে!'

'এই ব্যাপার?' হোমস মুখ টিপে হাসল, 'পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হল এতক্ষণে। বুঝলে ওয়াটসন, মিঃ কারুথার্স, মিঃ উডলি আর এই বুড়ো পাদ্রীটা তিনজনেই এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে।'

'একদম বাজে কথা!' পাদ্রী চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি জীবনে কখনও দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইনি!'

'মিঃ হোমস, ওর এই কথাটা সত্যি বলে মেনে নিন,' মিঃ কারুথার্স বললেন।

'আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি,' হোমস বলল, 'মিস স্মিথের কাকা র‍্যালফের সঙ্গে আপনার আর মিঃ উডলির আলাপ ছিল, আপনারা টের পেয়েছিলেন র‍্যালফ বেশিদিন বাঁচবে না। জেনেছিলেন তার যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হবে তার ভাইঝি ভায়োলেট। বুড়ো র‍্যালফ উইল করেনি, করবে না তাও জেনেছিলেন আপনারা।'

'উইল করবে কি করে,' মিঃ ক্যারুথার্স জানালেন, 'র‍্যালফ লিখতে পড়তে জানত না।'

'তাই আপনারা এদেশে এলেন, দুজনে মতলব আঁটলেন একজন, ভায়োলেটকে বিয়ে করবেন, আরেকজন তার কাকার সম্পত্তির ভাগ নেবেন। এরপর কি হল পুলিশ আসার আগে আপনি নিজেই বলুন।'

'ভায়োলেটকে বিয়ে করবে কে, তার ওপর বাজি ধরে উডলি আর আমি জুয়ো খেলেছিলাম লণ্ডনে ফেরার আগে জাহাজে বসে, সেই জুয়োর বাজি জিতে গেল উডলি।'

'ঠিক এমন কিছু শোনার আশাই করেছিলাম,' হোমস বলল, 'কিন্তু মিঃ উডলি সেই বাজি জিতলেও আপনি হাল ছাড়েননি, মিঃ ক্যারুথার্স, কৌশলে মিস স্মিথকে আপনার নিজের বাড়িতে চাকরি দিলেন, মাঝে মিঃ উডলি এলেন ওঁকে প্রেম নিবেদন করতে। কিন্তু মিঃ উডলিকে মিস স্মিথের বরদাস্ত হল না, এবং ততদিনে আপনি নিজেও তাঁর প্রেমে পড়েছেন তাই মিঃ উডলি যাতে মিস স্মিথের ধারে কাছে ঘেঁষতে না পারে তার ওপর নজর রাখতে লাগলেন।'

'ঠিক ধরেছেন,' মিঃ ক্যারুথার্স সায় দিলেন, 'আমি সাহায্য করব না জেনে উডলি অন্য পথে এগোল, ও হাত মেলালো এই নাক কাটা পাদ্রী উইলিয়ামসনের সঙ্গে। মিস স্মিথ যে পথে স্টেশনে যেতেন সেই পথের ধারে ওৎ পেতে ওরা দু'জন নজর রাখতে লাগল ওঁর ওপর। ব্যাপার বুঝে আমি মিস স্মিথের পিছু নিতে লাগলাম ঐ বদমায়েশ দুটোর খপ্পর থেকে বাঁচাতে। সাইকেলে চেপে ফি শনিবার ওঁকে ধাওয়া করতে লাগলাম, পাছে মিস স্মিথ চিনে ফেলেন তাই মুখে আঁটলাম আলগা কালো দাড়ি। কিন্তু তখনও টের পাইনি উডলি আর উইলিয়ামসন কি মতলব আঁটছে।

এর মাঝে একদিন উডলি একটা টেলিগ্রাম আমায় দেখাল তাতে মিস স্মিথের কাকা র‍্যালফের মৃত্যুসংবাদ ছিল। ওটা দেখিয়ে উডলি জানতে চাইল আমি স্মিথকে বিয়ে করে তার সম্পত্তির বখরা তাকে দিতে রাজী আছি কিনা। মিস স্মিথকে বিয়ে করতে পারলে খুব খুশি হতাম কিন্তু ওঁর বিয়ে অন্য একজনের সঙ্গে ঠিক হয়ে আছে তাই আমার প্রস্তাবে রাজী হবেন না একথাটা উডলিকে জানিয়ে দিলাম। শুনে উডলি বলল, মারধোর করলে মিস স্মিথ ঠিকই বিয়ে করতে রাজী হবেন। আমি তাতে রাজী নই তাও জানিয়ে দিলাম উডলিকে, শুনে ও রেগে আগুন হয়ে উঠল, চলে যাবার আগে সাফ জানিয়ে দিল যেভাবে হোক মিস স্মিথকে ও নিজের মুঠোয় আনবে। মিস স্মিথ আমার বাড়ির চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, স্টেশনে ওঁকে পৌঁছে দেবার জন্য একটা গাড়ির যোগাড় করেছিলাম। মিস স্মিথ তাতে চেপে রওনা হলেন। কিছুক্ষণ বাদে মনে হল ওঁকে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি তাই মুখে দাড়ি এঁটে সাইকেলে চেপে আবার ওঁর পিছু নিলাম। কিন্তু শয়তানগুলো আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল, আমি পৌঁছোবার আগেই ওরা গাড়োয়ান ছোকরাকে মেরে বেহুঁশ করে মিস স্মিথকে ছিনিয়ে নিল গাড়ি থেকে। ঐ গাড়িতে চেপে আপনাদের আসতে দেখেই আন্দাজ করলাম সর্বনাশ হয়ে গেছে, আর তখনই আপনাদের আমার সঙ্গে নিয়ে এগোলাম।'

এরপরের ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে দিচ্ছি। মিস ভায়োলেট স্মিথ তাঁর মৃত কাকার বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হলেন, ওয়েস্টমিনস্টারের নামী ইলেকট্রিক কনট্র্যাক্টর প্রতিষ্ঠান মর্টন অ্যাণ্ড কেনেডির অন্যতম পার্টনার সিরিল মর্টনকে বিয়ে করেছেন তিনি। গুণ্ডা উডলি সেরে ওঠার পরে আদালতের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল নাককাটা পাদ্রী উইলিয়ামসনের পাশে, উডলি দশ আর উইলিয়ামসনকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। মিঃ ক্যারুথার্সকেও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল কিন্তু তাঁর অপরাধ আদালতের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি তাই অল্প কয়েক মাসের সাজা পেতে হয়েছিল তাঁকে।

পাঁচ
দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য প্রায়রি স্কুল

কার্ডে ছাপানো নাম ডঃ থর্নিক্রফট হাক্সটেবল, এম.এ , পি.এইচ.ডি ইত্যাদি আরও একগাদা উপাধির উল্লেখ আছে। ভদ্রলোককে দেখতে বিশাল, এক নজর তাকালে প্রখর আত্মবিশ্বাসের অধিকারী তাও বোঝা যায়। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই যে কি হল, টেবিলের একটা কোন খামচে ধরে তিনি থর থর করে কেঁপে উঠলেন, পর মুহূর্তে ফায়ারপ্লেসের পাশে মেঝেতে বিছানো ভাল্লুকের চামড়ার ওপর আচমকা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। হোমস একটা গদি এনে ওঁর মাথার নীচে গুঁজে দিল, আমিও বসে রইলাম না, বোতল থেকে মেপে মেপে ব্র্যাণ্ডি ঢালতে লাগলাম তাঁর ঠোঁট ফাঁক করে। হাতের শিরা দেখে বললাম, 'মনে হচ্ছে ভদ্রলোক খুব ক্লান্ত, অনেকক্ষণ না খেয়ে আছেন।'

'খুব সকাল সকাল ভদ্রলোক বেরিয়েছেন বাড়ি থেকে,' ডঃ হাক্সটেবলের পকেট হাতড়ে রেলের একটা টিকেট হোমস বের করল, ম্যাকলিট্রন থেকে কাটা রিটার্ন টিকেট।

একটু বাদেই ডঃ হাক্সটেবল চোখ মেললেন, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার ভেতরে আর কিছু নেই, মিঃ হোমস। আমি বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছি, একগ্লাস দুধ আর বিস্কুট পেটে পড়লে আবার খাড়া হয়ে উঠব! টেলিগ্রামে সব লেখা সম্ভব নয় তাই নিজেই ছুটে এসেছি আপনার কাছে।'

'আপনি আগে সুস্থ হন।'

'আমি আগের চাইতে অনেক সুস্থ বোধ করছি,' ডঃ হাক্সটেবল বললেন, 'মিঃ হোমস আমার একান্ত অনুরোধ, পরের ট্রেনে আমার সঙ্গে অ্যাকলিটনে চলুন।'

'কিন্তু তা তো এই মুহূর্তে সম্ভব নয়,' হোমস বলল, 'অনেকগুলো জটিল কেস নিয়ে আমায় মাথা ঘামাতে হচ্ছে, ফেগার্সের দলিল, আর অ্যাভারগয়ভেমি খুন, এ দুটো কেসের তদন্তের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চেপেছে। ডঃ ওয়াটসন আমার বন্ধু ও সহকারী, ওঁকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেস এলেই এই মুহূর্তে আমার পক্ষে লণ্ডনের বাইরে যাওয়া সম্ভব।'

'গুরুত্বপূর্ণ'! দুহাত ছুঁড়ে ডঃ হাক্সটেবল বলে উঠলেন, 'মিঃ হোমস ডিউক অব হোল্ডারনেসের একমাত্র ছেলেকে গুম করার খবর কি কিছুই জানেন না?'

'কার কথা বলছেন', হোমস ধাক্কা খেল, 'আগে যিনি ক্যাবিনেট মিনিষ্টার ছিলেন ওঁর ছেলের কথা বলছেন?'

'ঠিক ধরেছেন, খবরটা আমরা চেপে রেখেছিলাম কিন্তু গতকালের গ্লোব পত্রিকাব দেখলাম খবরটা আর চাপা নেই। তাই মনে হল ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনার কানেও এসেছে।'

'ডিউক অব হোল্ডারনেস,' হোমস ব্রিটিশ রাজ বংশলতাখানা খুলে খুঁটিয়ে পড়তে লাগল।

'এই তো, হোল্ডারনেস, ব্যারন আর বেভার্লি থার্ল আর কার্লস্টন ১৯০০ থেকে হ্যালামশায়ারের লর্ড, লেফটেন্যান্ট, ১৮৮৮ সালে স্যার চার্লস অ্যাপলডোরের মেয়ে এডিনকে বিয়ে করেন। ওঁদের একমাত্র সন্তান আর উত্তরাধিকারী হলেন লর্ড স্যালটায়ার। দু'লাখ পঞ্চাশ হাজার একর জমির মালিক, এছাড়া ওয়েলস আর স্যাংকামারারেব একাধিক খনিজাত দ্রব্যের কারবার আছে। ঠিকানা, কালটিন টোরস, হোল্ডারনেস হল, হ্যালামসায়ারে কালটিন ক্যাসল, ব্যাঙ্গর, ওয়েলস। ১৮৭২ সালে লর্ড অফ দ্য অ্যাডমিব্যাল টি; মুখ্যসচিব হিসেবে— যাক আর না জানলেও চলবে। ভদ্রলোক যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বৃদ্ধ পুরুষ তাতে সন্দেহ নেই।

আপাতত উনিই লণ্ডনে সব চাইতে উচু মাপের রাজকর্মচারী, বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হিসেবেও ওঁর পাশে দাঁড়ানোব মত আর কাউকে পাবেন না, ডঃ হাক্সটেবল জানালেন, 'শুনুন মিঃ হোমস, যে ভাবেই নিন না কেন, গোড়াতেই বলে রাখি হিজ গ্রেস ডিউক অফ হোল্ডারনেস ইতিমধ্যেই ওঁব নিখোঁজ ছেলের খোঁজ যে দিতে পারবে তাকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। এছাড়া কে বা কারা তাঁর ছেলেকে অপহরণ করেছে সে খোঁজ যে সঠিকভাবে দেবে তাকে আলাদাভাবে এক হাজাব পাউণ্ড পুরস্কার দেবেন বলেছেন।'

'এমন পুরস্কার ঘোষণা অবশ্যই রাজা রাজড়াদের মানায়,' হোমস বলল, 'ওয়াটসন, সব শুনে ডঃ হাক্সটেবলের সঙ্গে উত্তর ইংল্যাণ্ডে যাব ঠিক করলাম। আব যেসব কাজ হাতে জমে আছে সেসব এখন পড়ে থাক। এবার ডঃ হাক্সটেবল, দুধ পেটে যাবার পর মনে হচ্ছে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ঘটনা কি ঘটেছে, কখন ঘটেছে, কিভাবে ঘটেছে সব আমায় খুলে বলুন, এবং সবশেষে প্রায়রি স্কুলের ডঃ থর্ণক্রফট হাক্সটেবল, এত বড় ঘটনা ঘটাব তিনদিন বাদে কেন আমার কাছে এসেছেন তাও বলতে ভুলবেন না। আপনার চিবুকে দুধ আর বিস্কুটের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে ফেলুন। নিন, এবার শুরু করুন।'

'প্রায়রি স্কুল হল এককথায় প্রিপারেটরি স্কুল অর্থাৎ বড় স্কুলে ভর্তি হবার জন্য যেটুকু শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাত্রদের দরকার, তা তারা শেখে এখান থেকে। প্রায়রি স্কুল আমিই প্রতিষ্ঠা করেছি। আমিই এখানকার প্রিন্সিপ্যাল। 'কবি দার্শনিক হোরেস প্রসঙ্গে হাক্সটেবলের আলোকপাত' বইটি আমারই লেখা, সম্ভবত আপনি তার নাম শুনে থাকবেন। নিজের স্কুল হলেও বলব, প্রায়রি স্কুলের মত এত ভাল প্রিপারেটরি স্কুলের জুড়ি গোটা ইংল্যাণ্ডে আর একটিও পাবেন না। লর্ড লিভারস্টোক, দ্য আর্ল অফ ব্ল্যাকওয়াটার, স্যার ক্যাথবার্ট সোমস এঁরা সবাই তাঁদের ছেলেদের আমার স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন।

প্রায় তিন হপ্তাহ আগের কথা। আমার স্কুলে নিজের একমাত্র ছেলেকে ভর্তি করাতে ডিউক অফ হোল্ডারনেস তাঁর সেক্রেটারি মিঃ জেমস ওয়াইল্ডারকে ডেকে নির্দেশ দিয়েছেন খবর পেয়ে

আমার মন ভরে উঠল আনন্দে। কিন্তু সে আনন্দ যে বিষাদে রূপ নেবে তা ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি।

গরমের টার্ম শুরু হল ১লা মে, ঐদিনই ছেলেটি এল আমার স্কুলে। তার স্বভাব সত্যিই চমৎকার, বেশ মিশুকে। খোলাখুলিভাবেই বলছি মিঃ হোমস, ছেলেটির বাবা ডিউক অফ হোল্ডারনেস-এর দাম্পত্য জীবন যে খুব অশান্তিতে কেটেছে আশা করি সে খোঁজ আপনি রাখেন। শেষকালে ওঁদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সেপারেশান হয়, ডাচেস চলে যান ফ্রান্সের দক্ষিণে ওর নিজের বাড়িতে। এ ঘটনা খুব বেশিদিন আগের নয় এবং বাবার চাইতে ছেলেটি তার মাকেই বেশি ভালবাসত। মা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পরে সে বড্ড মুষড়ে পড়ে, ছেলেকে মানসিক দিক থেকে সুস্থ স্বাভাবিক করে তুলতেই তিনি তাকে আমার স্কুলে ভর্তি করেন এটুকু বুঝতে আমায় বেগ পেতে হয়নি। ডিউকের ছেলে লর্ড স্যালটায়ার অল্প সময়ের ভেতর আমার স্কুলের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল, তার মনমরা ভাবটা কেটে গেছে তাও চোখে পড়ত।

গত সোমবার অর্থাৎ ১৩ই মে, সে রাতে আমার ছাত্র লর্ড স্যালটায়ারকে শেষবারের মত দেখা গেছে। ছাত্ররা যে বাড়িতে থাকে সেখানে তেতলার একটা ঘরে থাকত সে। একটা বড় ঘর পেরিয়ে সে ঘরে ঢুকতে হয়। সোমবার রাতে ঐ বড় ঘরে অন্য দু'জন ছাত্র শুয়েছিল, তারা ঘরের ভেতর দিয়ে অন্য ঘরে কাউকে যেতে দেখেনি, কোনওরকম শব্দও শুনতে পায়নি। লর্ড স্যালটায়ারের ঘরের জানালা সে রাতে খোলা ছিল, ঐ জানালার নীচে পায়ের ছাপ অনেক খুঁজেছি আমরা কিন্তু কিছুই পাইনি। যে দু'জন ছাত্রের কথা বলছি তাদের মধ্যে যে বয়সে বড় তার নাম কন্টার; এই ছেলেটির ঘুম খুব পাতলা কিন্তু কোনও চিৎকার, কান্নাকাটি বা ধস্তাধস্তির আওয়াজ শোনেনি সে।

মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ সবাই জানল লর্ড স্যালটায়ারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লর্ড স্যালটায়ারের বিছানায় শুয়ে রাত কাটানোর চিহ্ন ছিল। খবর নিয়ে জানলাম রোজের মত আগের দিন রাতেও সে স্কুলের ইউনিফর্ম — জ্যাকেট আর ধূসর ট্রাউজার্স পরে শুয়েছিল। রাতের বেলা কেউ তার ঘরে ঢুকেছে এমন কোনও চিহ্ন ঘরের ভেতর খুঁজে পাইনি। এইখানে বলে রাখি ঐ ঘরের জানালা থেকে একটা মোটা আইভি লতা নীচে নেমে মাটি ছুঁয়েছে।

'লর্ড স্যালটায়ারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে আপনি কি করলেন?' জানতে চাইল হোমস।

'আমি তক্ষুণি রোল কল করলাম,' ডঃ হাক্সটেবল জানালেন, 'ছাত্র, আবাসিক শিক্ষক আর পরিচারকদেরও নাম ডাকলাম। তখনই জানলাম লর্ড স্যালটায়ার একা নন, হেইডেগার নামে একজন আবাসিক শিক্ষকেরও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই শিক্ষকটি জার্মান, স্কুলবাড়ির তেতলার শেষদিকে ওঁর ঘর। হেইডেগারের ঘরে ঢুকে বিছানার দিকে তাকালাম, উনি যে সেখানে শুয়েছিলেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হলাম। কিন্তু ওঁর শার্ট আর মোজা জোড়া দেখলাম মেঝেতে পড়ে আছে, লনের মাটিতে ওঁর পায়ের ছাপও আমরা খুঁজে পেয়েছি। লনের পাশে একটা ছোট শেডে হেইডেগারের বাইসাইকেল ছিল, সেটাও দেখলাম উধাও হয়েছে।'

'এই নিখোঁজ শিক্ষক সম্পর্কে যতটুকু জানেন সব আমায় বলুন,' হোমস বলল।

'বলছি,' ডঃ হাক্সটেবল জানালেন, 'খুব সম্ভ্রান্ত কয়েকজন ব্যক্তির সুপারিশ নিয়ে হেইডেগার এসেছিল আমার কাছে; কিন্তু কেন জানি না, সে ছিল বড্ড চাপা, একচোরা স্বভাবের লোক, সবসময় মনমরা হয়ে থাকত। স্কুলের ছাত্র বা সহকর্মী শিক্ষক, কারও কাছেই হেইডেগার প্রিয় হতে পারেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পলাতক ছাত্র আর শিক্ষক কারও হদিশ পেলাম না, হোলডারনেস হল থেকে আমার স্কুল খুব বেশি দূর নয়, অল্প কয়েক মাইল। গোড়ায় ধরে নিয়েছিলাম হঠাৎ বাড়ির জন্য হয়ত মন খারাপ হয়েছে তাই কাউকে না বলে লর্ড স্যালটায়ার এভাবে ওর বাবার কাছে চলে গেছে। আমি বসে ছিলাম না, মিঃ হোমস,' ডঃ হাক্সটেবলের গলায় ব্যাকুলতা

ফুটে বেরোল, 'ছুটে গেলাম ডিউকের কাছে। সব শুনে ডিউক আকাশ থেকে পড়লেন, গম্ভীর মুখে জানালেন, ছেলে স্কুল থেকে পালিয়ে ওঁর কাছে আসেনি। শুনে বুঝতেই পারছেন মিঃ হোমস, আমার মানসিক অবস্থা কি হতে পারে। মিঃ হোমস, অনুরোধ করছি আপনি আমায় বাঁচান, তদন্ত চালাবার সবরকম অধিকার আমি আপনাকে দিচ্ছি।'

কোনও মন্তব্য না করে ভুরু কুঁচকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ডঃ হাক্সটেবলের বক্তব্য শুনল হোমস, নোটবইয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট লিখে নিল তারপর নোটবই বন্ধ করে সোজাসুজি তাকাল ডঃ হাক্সটেবলের দিকে, 'তা শেষ পর্যন্ত যখন আমারই কাছে এলেন, তখন এত দেরি করলেন কেন, ডিউকের ধমক খাবার আগে মাথায় আসেনি তাই না?' মক্কেলের ওপর হোমসকে আগে কখনও এত চটে যেতে দেখিনি।

'আমি নিজের ধারায় তদন্ত করি। খামোখা এই দেরি করার ফলে আমাকে কত পিছিয়ে পড়তে হবে তা বুঝতে পারছেন না। এখন কেস হাতে নিলেও খুব অসুবিধের মধ্যে আমায় এগোতে হবে।'

'আপনি নিজের অসুবিধের কথা বলছেন বটে,' ডঃ হাক্সটেবল জবাব দিলেন, 'কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ ব্যাপারে আমাকে কোনওভাবে দায়ী করা যায় না। ডিউক ভয় পেয়েছেন এই ভেবে যে খবরটা জানাজানি হলে ওঁর দাম্পত্য জীবনের অশান্তি নিয়ে কেচ্ছা শুরু হবে। ব্যাপারটা সবাই জানুন তা আদৌ তিনি চাননি।'

'আপনাকে মাফ করা যায় কিনা সে বিষয়ে মন্তব্য পরে করব,' হোমস বলল, 'তবু সব জেনেও কেসটা আমি নিলাম, আচ্ছা, ডঃ হাক্সটেবল, আপনার নিজের কি ধারণা — লর্ড স্যালটায়ারের নিরুদ্দেশের সঙ্গে জার্মান শিক্ষক হেইডেগার কি জড়িত?'

'আমি তা মনে করি না,' ডঃ হাক্সটেবল দৃঢ় গলায় বললেন, 'আমি যতদূর জানি নিরুদ্দেশের সময় পর্যন্ত ওদের মধ্যে পরিচয় হয়নি।'

'হুঁম,' হোমস গম্ভীর গলায় মন্তব্য করল, 'এটা অবাক হবার মত পয়েন্ট বটে। লর্ড স্যালটায়ারের বাইসাইকেল উধাও হয়নি?'

'না।'

'হের হেইডেগার নিজেই ঘুমন্ত স্যালটায়ারকে পাঁজাকোলা করে বাইসাইকেলে তুলে পালিয়েছেন বলে আপনার সন্দেহ হয়?'

'অবশ্যই নয়,' ডঃ হাক্সটেবলের গলা আগের মতই দৃঢ় শোনাল, 'এমন সন্দেহ কখনোই আমার মনে আসেনি!'

'তাহলে আপনার নিজের ধারণা কি জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন,' ডঃ হাক্সটেবল বললেন, 'আমার ধারণা বাইসাইকেল উধাও হওয়া নিছক চোখে ধোঁকা দেবার জন্য। ওটা লুকিয়ে দুজনে পায়ে হেঁটে কোনও দিকে এগিয়েছে।'

'আপনার ধারণা উড়িয়ে দেবার মত নয়,' হোমস জানাল, 'তাহলেও এভাবে চোখে ধোঁকা দেবার ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকছে না? স্কুলের শেডে আরও বাইসাইকেল ছিল?'

'হ্যাঁ,' ডঃ হাক্সটেবল জানালেন, 'আরও অনেকগুলো ছিল।'

'আপনার ধারণা সত্যি হলে হের হেইডেগারের পক্ষে একটির বদলে দুটি সাইকেল লুকিয়ে রাখাই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কি বলেন?'

'ঠিক বলেছেন, মিঃ হোমস!'

'অতএব, ডঃ হাক্সটেবল, সবার চোখে ধোঁকা দেবার যে ধারণার কথা একটু আগে শোনালেন তা এখানে খাটছে না।'

'আপনার কথা মেনে নিচ্ছি, মিঃ হোমস।'

'আচ্ছা ডঃ হাক্সটেবল,' হোমস প্রশ্ন করল, 'লর্ড স্যালটায়ারের সঙ্গে ঐদিন কেউ দেখা করতে এসেছিল।'

'না,' ডঃ হাক্সটেবল জানালেন, 'তবে ওর বাবা অর্থাৎ ডিউকের কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছিল।'

'আপনি সে চিঠি খোলেননি?'

'না, মিঃ হোমস, ছাত্রদের নামে যেসব চিঠি আসে তা আমি কখনও খুলি না। খামের ওপর হোলডারনেস রাজবংশের প্রতীক চিহ্ন ছাপানো ছিল। এছাড়া খামের ওপর লর্ড স্যালটায়ারের নাম ঠিকানা লেখা ছিল। খুব জড়ানো হাতের লেখা, ও লেখা যে ডিউকের তা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না।'

'এর আগে ডিউকের লেখা চিঠি কবে এসেছিল লর্ড স্যালটায়ারের কাছে?'

'বেশ কিছুদিন যাবৎ আসেনি,' ডঃ হাক্সটেবল জানালেন।

'ফ্রান্স থেকে কোনও চিঠি আসেনি?'

'না, কখনও আসেনি।'

'এসব প্রশ্ন শুনে আপনার হয়ত অদ্ভুত লাগছে ডঃ হাক্সটেবল,' হোমস বলল, 'তবে আমার ধারণা ঘুমন্ত স্যালটায়ারকে হয় জোর করে অপহরণ করা হয়েছে, নয়তো সে নিজেই আপনার স্কুল ছেড়ে পালিয়েছে। শেষের ধারণা প্রসঙ্গে আরও যা বলার আছে তা হল বাইরে থেকে কেউ প্রেরণা না দিলে ঐটুকু ছোট ছেলের পক্ষে এতটা সাহসী হওয়া সম্ভব না। তাই জানতে চাইছি শেষ চিঠিখানা ওকে কে লিখল?'

'দুঃখিত, মিঃ হোমস,' ডঃ হাক্সটেবল বললেন, 'এ ব্যাপারে যেটুকু বলেছি তার চেয়ে বেশি সাহায্য আপনাকে করতে পারব না। যতদূর আমি জানি, বাবা ছাড়া আর কেউ কখনও ওকে চিঠি লেখেনি।'

'ডিউক আর ওঁর ছেলের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল, ডঃ হাক্সটেবল?'

'দিনরাত দেশের নানারকম কাজে ডুবে থাকেন ডিউক,' ডঃ হাক্সটেবল জানালেন, 'তাই সাধারণ মানুষের ভাবাবেগ ওঁর মধ্যে কখনও দেখিনি, তবু নিজের ছেলেকে উনি খুবই ভালবাসতেন। ছেলেকে কখনও কড়া শাসন করেননি ডিউক।'

'তবু একথা সত্যি যে লর্ড স্যালটায়ার তার মাকেই বাবার চেয়ে বেশি ভালবাসত?'

'একথা আমি অস্বীকার করতে পারব না,' ডঃ হাক্সটেবল জানালেন, 'যদিও সেকথা কখনও তার বা ডিউকের মুখে শুনিনি।'

'তাহলে আপনি জানলেন কোথা থেকে?'

'ডিউকের সেক্রেটারি মিঃ জেমস ওয়াইল্ডার গোপনে আমায় জানিয়েছেন, এক সময় ওঁর সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হয়।'

'ছেলেকে লেখা ডিউকের সেই শেষ চিঠিখানা কোথায়?' হোমস শুধোল।

'লর্ড স্যালটায়ার উধাও হবার পরে সে চিঠির হদিশ পাইনি,' ডঃ হাক্সটেবল বললেন, 'আমি নিশ্চিত যাবার সময় লর্ড স্যালটায়ার সে চিঠি সঙ্গে নিয়েছে। তাহলে মিঃ হোমস, এবার আমার সঙ্গে রওনা হবেন কি?'

'পনেরো মিনিট সময় দিন,' হোমস বলল, 'তার মধ্যে আমরা তৈরি হয়ে নেব। ঘোড়ার গাড়ি আনতে লোক পাঠাচ্ছি। ইতিমধ্যে একটা কাজ করতে পারেন — বাড়িতে টেলিগ্রাম করুন, লিখুন লিভারপুল এবং অন্যান্য জায়গায় পুলিশ এখনও তদন্ত চালাচ্ছে।'

প্রায়রি স্কুলে পৌঁছোতে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এল। বেশ ঠাণ্ডা পড়লেও এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর। ডঃ হাক্সটেবলের পেছন পেছন হলে ঢুকতেই একজন বাটলার এগিয়ে এসে

কি যেন জানাল ওঁর কানের কাছে মুখ এনে। শুনে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন, উত্তেজনা মেশানো গলায় বললেন, 'ডিউক সেক্রেটারিকে নিয়ে এসেছেন। ওঁরা স্টাডিতে অপেক্ষা করছেন, আসুন, ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

ডিউক অফ হোলডারনেস-এর ফোটো আগে বহুবার খবরের কাগজে দেখেছি, আজই সামনে থেকে দেখলাম। ফোটো আর আসল চেহারায় প্রচুর ফারাক। সম্ভ্রান্ত অভিজাত পুরুষটির পরনে পোশাক নিঁখুত এবং রুচিপূর্ণ। পাতলা লম্বা বাঁকা নাক পাতলা মুখে বেমানান ঠেকে, গায়ের রং বড্ড ফ্যাকাশে, মরা মানুষের চামড়ার মত। ডিউকের মুখের লম্বা দাড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে ওয়েস্টকোটের সঙ্গে আঁটা ঘড়ির চেন। পাথরের মত চোখে ডিউক আমাদের দিকে তাকালেন। পাশে দাঁড়ানো অল্পবয়সী লোকটি যে ওঁর সেক্রেটারি মিঃ জেমস ওয়াইল্ডার তা বলে দেবার দরকার হয় না। ইনি আকারে খাটো, চোখের রং হালকা নীল, একাধারে বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার।

'ডঃ হাক্সটেবল,' ডিউকের সেক্রেটারি মিঃ ওয়াইল্ডার প্রথম মুখ খুললেন, 'জানতে পারলাম মিঃ শার্লক হোমসকে এই কেসের দায়িত্ব দিতে আপনি লণ্ডন যাবেন স্থির করেছেন। আপনার আচরণে হিজ গ্রেস খুব অবাক হয়েছেন, কারণ এই সিদ্ধান্ত নেবার আগে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা আপনার উচিত ছিল অথচ আপনি তা করেননি।'

'শুনলাম পুলিশ তদন্ত করেও লর্ড স্যালটায়ারের কোনও হদিশ পাননি,' ডঃ হাক্সটেবল নিজের পক্ষ সমর্থন করতে আমতা আমতা করতে লাগলেন।

'আপনি ভুল করছেন,' মিঃ ওয়াইল্ডার তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'পুলিশ এখনও ওঁর ছেলের হদিশ পায়নি ঠিকই কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওদের তদন্ত ব্যর্থ হয়েছে।'

'কিন্তু মিঃ ওয়াইল্ডার —'

'হিজ গ্রেস যে একটা কেলেংকারি এড়াতে চান তা আপনি ভুলে যাচ্ছেন ডঃ হাক্সটেবল,' মিঃ ওয়াইল্ডার দৃঢ় গলায় বললেন, 'এই কারণেই ব্যাপারটা জানাজানি হোক সেটা ওঁর ইচ্ছে নয়।'

'যদি তেমন ভুল হয়েই থাকে তবে তা সংশোধন করাও কঠিন হবে না,' ডঃ হাক্সটেবল বললেন, 'আগামীকাল সকালে মিঃ হোমস ট্রেনে লণ্ডনে ফিরে গেলেই ঝামেলা মিটে যাবে।'

'ভুল করছেন, ডঃ হাক্সটেবল,' এতক্ষণে হোমস মুখ খুলল 'একবার যখন এসে পড়েছি তখন এত শীগগির ফেরার ট্রেন ধরছি না। এখানকার উত্তুরে হাওয়া বড্ড তাজা, তাই এখানে কয়েকটা দিন না কাটিয়ে আমরা ফিরব না। এখানে মাথা গুঁজতে দেন তো ভাল, নয়ত গাঁয়ে সরাইখানা আছে, সেখানেই উঠব। ভেবে দেখুন কি করবেন।'

হোমসের কথায় কোণঠাসা হয়ে পড়লেন ডঃ হাক্সটেবল, কি বলবেন ভেবে পেলেন না। শেষকালে তাঁকে উদ্ধার করতে ডিউক নিজেই মুখ খুললেন, গম্ভীর গলায় বললেন, 'মিঃ ওয়াইল্ডারের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমি একমত, ডঃ হাক্সটেবল, লণ্ডন যাবার আগে আমার সঙ্গে কথা বলা আপনার কর্তব্য ছিল। তবু মিঃ হোমসকে যখন লণ্ডন থেকে আপনি এতদূর নিয়ে এসেছেন তখন হোলডারনেস হলে কিছুদিন আমার আতিথ্য গ্রহণ করলে খুশি হব।'

'ধন্যবাদ, ইওর গ্রেস,' হোমস বলল, 'তবে লর্ড স্যালটায়ার যেখান থেকে উধাও হয়েছেন আমি সেখানেই থাকব ঠিক করেছি, তাতে আমার তদন্তের সুবিধে হবে।'

'সে আপনার অভিরুচি,' ডিউক যেন মনমরা হলেন, 'কোনও খবর জানতে হলে মিঃ ওয়াইল্ডার বা আমার সঙ্গে দেখাও করতে পারেন।'

'পরে দরকার হলে হয়ত আপনার কাছে যেতে পারি, তার আগে ইওর গ্রেস, কয়েকটা প্রশ্ন করব। আপনার ছেলের এইভাবে উধাও হওয়ার কারণ আপনি কি মনে করেন বলবেন?'

'মিঃ হোমস, সত্যি বলতে কি এখনও পর্যন্ত এর পেছনে কি কারণ থাকতে পারে তা ভেবে পাইনি।'

'আরেকটি প্রশ্ন করছি যা শুনলে হয়ত দুঃখ পাবেন,' হোমস শুধোল, 'এর পেছনে ডাচেসের হাত আছে বলে মনে হয়?'

হোমস যে সরাসরি এমন একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন ছুঁড়ে দেবে ডিউক ভাবতে পারেননি। একটু ভেবে ঘাড় নাড়লেন, 'আমি তা মনে করি না।'

'মুক্তিপণ দাবী করার মতলবে কেউ তাকে অপহরণ করেছে এমন সম্ভাবনা থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়? ঐ রকম কোনও চিঠি পেয়েছেন?'

'না।'

'আরেকটি প্রশ্ন ইওর গ্রেস। আমি জেনেছি আপনার লেখা একটি চিঠি যেদিন লর্ড স্যালটায়ার উধাও সেদিনই তার হাতে এসেছিল। এ কথা সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'সে চিঠিতে এমন কিছু উল্লেখ করেছিলেন যা পড়ে তার মন বিচলিত হতে পারে?'

'না, তেমন কিছু লিখিনি।'

'ঐ চিঠিখানা কি আপনি নিজেই ডাকবাক্সে ফেলেছিলেন?'

'হিজ গ্রেস ওঁর লেখা চিঠি নিজে ডাকবাক্সে ফেলেন না,' ডিউকের সেক্রেটারি মিঃ ওয়াইল্ডার কড়া গলায় জবাব দিলেন, 'আর সব চিঠির সঙ্গে এটাও স্টাডিতে টেবিলের ওপর উনি রেখেছিলেন, আমি নিজে ডাকব্যাগে সব পুরে বাক্সে ফেলে দিয়েছিলাম, এটাই বরাবরের রেওয়াজ।'

'এই চিঠিটা সেদিন আপনার আর সব চিঠির মধ্যে ছিল এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত, মিঃ ওয়াইল্ডার?'

'অবশ্যই।'

'আচ্ছা, সেদিন হিজ গ্রেস মোট কটা চিঠি লিখেছিলেন?'

'কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে, এটুকু মনে আছে, কিন্তু এ প্রশ্ন কি অপ্রাসঙ্গিক নয়?'

'পুরোপুরি নয়,' হোমস জবাব দিল।

'সাউথ অফ ফ্রান্সে তদন্ত চালানোর নির্দেশ আমি পুলিশকে দিয়েছি,' ডিউক বললেন, 'তবে এমন জঘন্য কাজ ডাচেস কখনোই করবেন না। আমার ছেলেকে আমার চেয়ে ভাল আর কেউ চেনে না, রাজ্যের উদ্ভট খামখেয়াল দানা বেঁধেছে ওর মগজে। ঐ খামখেয়ালের বশেই সে তার মায়ের কাছে চলে গেছে কাউকে কিছু না বলে আর তাকে মদত জুগিয়েছে ঐ জার্মান হেইডেগার। আচ্ছা, ডঃ হাক্সটেবল, এবার আমরা হলে ফিরে যাব।'

ডঃ হাক্সটেবল কোনও মন্তব্য না করে তাঁর প্রভু ডিউক আর তাঁর সেক্রেটারিকে এগিয়ে দিতে তড়িঘড়ি ছুটে গেলেন। আমাদের উপস্থিতিতে যে তিনি সত্যিই বিরক্ত হয়েছেন তা বুঝতে বাকি রইল না। হোমসের জেরার উত্তর দিতে গিয়ে পাছে তাঁর মত রাজবংশীয় অভিজাতের ঘরের ব্যক্তিগত কেলেংকারি ফাঁস হয়ে পড়ে, সেটাও ওঁর এভাবে স্থান ত্যাগের একটা বড় কারণ।

প্রভুকে ঘোড়ার গাড়িতে তুলে দিয়ে ডঃ হাক্সটেবল আবার ফিরে এলেন কিছুক্ষণ বাদে, আমাদের নিয়ে গেলেন তেতলার সেই ঘরে।

খুঁটিয়ে ঘরের ভেতর তল্লাশি করল হোমস, আমিও সাধ্যমত সাহায্য করলাম কিন্তু উল্লেখ করার মত কোনও সূত্র পেলাম না। তবে লর্ড স্যালটায়ার আর জার্মান শিক্ষক হের হেইডেগার দু'জনেই ঐ ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে গেছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম। হের হেইডেগারের ঘর তল্লাশি করেও আমরা কিছু পেলাম না। তবে তিনি যে তাঁর ছাত্রের ঘরের জানালার মোটা আইভিলতা বেয়ে নেমেছেন তার প্রমাণ পেলাম। গোছা থেকে একটা লতা ছিঁড়ে গেছে দেখলাম, ছিঁড়েছে অবশ্যই তাঁর দেহের চাপে। লন পরীক্ষা করার সময় আইভিলতার গোড়ার মাটির ওপর

পরিণত মানুষের পায়ের গোড়ালির ছাপও লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়ল। ঐ পায়ের ছাপ যে হের হেডগারের তাতে সন্দেহ নেই।

লন থেকে ফিরে হোমস আমায় রেখে একাই বেরোল, ফিরলো রাত এগারোটা নাগাদ। শুধু হাতে নয়, একটা সামরিক মানচিত্র যোগাড় করে এনেছে সে। বিছানার ওপর মানচিত্র বিছিয়ে হোমস তার মাঝখানে ল্যাম্প রাখল, এরপর ধোঁয়া ওগরানো পাইপের মাথাটা মানচিত্রের একটা জায়গার দিকে দেখিয়ে মুখ খুলল।

'এই যে চৌকো কালো খোপ দেখছ এই হল ডঃ হাক্সটেবলের প্রায়রি স্কুল। এটা বড় রাস্তা। রাস্তাটা স্কুল ঘেঁষে পূব আর পশ্চিম দু'দিকেই চলে গেছে। লক্ষ্য করো, মাইলখানেকের ভেতর বড় রাস্তা থেকে কোনও শাখা পথ বেরোয়নি। জার্মান শিক্ষক হের হেইডেগার লর্ড স্যালটায়ারকে নিয়ে এই রাস্তা ধরেই গেছে। যদি সে রাস্তা ধরে গিয়ে থাকে।'

'বুঝেছি।'

'এবার দ্যাখো, যেখানে পাইপটা রেখেছি ঠিক সেখানে ঘটনার দিন রাত বারোটা থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত একজন স্থানীয় কনস্টেবল পাহারায় ছিল। লোকটাকে খুঁজে বের করেছি, কথা বলে দেখেছি বিশ্বাসী লোক।

সে বলেছে ঘটনার দিন রাতে সে চারপাশে কড়া নজর রেখেছিল, পাহারার জায়গা ছেড়ে নড়েনি। তার বক্তব্য অনুযায়ী, সে রাতে কোনও পরিণত বয়সী লোক বা অল্পবয়সী ছেলে ঐ রাস্তা দিয়ে হেঁটে বা সাইকেলে চেপে যায়নি। এবার এদিকে দেখ, এটা সরাইখানা, নাম রেড বুল।'

সরাইখানার মালকিন ঘটনার দিন রাতে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার ডাকতে লোক গিয়েছিল; ডাক্তার আসেন পরদিন সকালে, কিন্তু কখন তিনি এসে পড়েন তাই ভেবে সরাইখানার লোকেরা সারারাত কেউ ঘুমোতে পারেনি, সারারাত জেগে তারা নজর রেখেছে রাস্তার ওপর। ওদের মুখ থেকেও শুনলাম সে রাতে রাস্তা দিয়ে কাউকে যেতে দেখেনি তারা। অতএব, ডাক্তার, আমাদের ধরে নিতেই হচ্ছে যে হের হেইডেগার আর তাঁর ছাত্র লর্ড স্যালটায়ার সে রাতে বড় রাস্তা ধরে পালায়নি।'

'কিন্তু বাইসাইকেল?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'সে প্রসঙ্গে আসছি, তার আগে এসো, গোটা পরিস্থিতি [illegible]তিয়ে দেখা যাক। বড় রাস্তা ধরে না এগোলে যত শীগ্গির সম্ভব এই এলাকা ছেড়ে পালানোর জন্য ওরা হয় উত্তর নয় দক্ষিণ দিক ধরে এগিয়েছে। এবার দক্ষিণ দিকের প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি ওটা একটা বড় চাষের জমি মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। জমির একেকটা জায়গায় পাথুরে পাঁচিলে এলাকা ভাগ করেছে চাষীরা। বুঝতেই পারছো, বাইসাইকেল চালিয়ে এ পথ পেরোনো অসম্ভব। পূব, পশ্চিম, দক্ষিণ তিনটে দিক দেখা হল, বাকি রইল উত্তরদিক। এদিকে দেখছি বিস্তীর্ণ পতিত জমি 'লোয়ারগিল মূর,' লম্বায় দশ মাইলের কম নয়, ঢাল ধীরে ধীরে একদিকে ওপরে উঠে গেছে। হোলডারনেস হল এখানে অবস্থিত হলেও এখানে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালে মানুষজন, ঘরবাড়ি, কিছুই চোখে পড়বে না। চাষীরা গোরু চরাতে আসে এদিকে মাঝে মাঝে, তাদের তৈরি দু'একটা কুঁড়ে চোখে পড়ে। চেস্টারফিল্ড হাই রোডে এলে আবার মানুষজন চোখে পড়বে, গীর্জা, সরাইখানা সব আছে সেখানে। তারপরেই শুরু হয়েছে পাহাড়ের খাড়াই। অতএব, ডাক্তার, আমাদের তদন্ত ঐ উত্তরদিক থেকেই শুরু করতে হবে।'

হোমসের কথা শেষ হতেই দরজায় টোকা মেরে ভেতরে ঢুকলেন ডঃ হাক্সটেবল, ক্রিকেট খেলার নীল টুপি দেখিয়ে বললেন, 'একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আমাদের হাতে এসেছে, এই দেখুন লর্ড স্যালটায়ারের টুপি।'

'এটা আপনি কোথায় পেলেন?' হোমস প্রশ্ন করল।

'একপাল জিপসি ঘুরে আস্তানা বেঁধেছিল, ওদের ক্যানভাস তল্লাশি করে পুলিশ এই সূত্র পেয়েছে।'

'ওরা কি বলছে?'

'যা বলছে তা নিতান্ত বাজে গালগল্প,' ডঃ হাক্সটেবল জানালেন, 'বলছে মঙ্গলবার সকালে ওরা দেখেছে টুপিটা জলায় পড়ে আছে। মিঃ হোমস, জেনে রাখুন, এ মিথ্যে! পুলিশ ওদের ছাড়েনি, আটকে রেখেছে হাজতে। এবার পুলিশের জেরায় হয় আসল কথা বলতে ওরা বাধ্য হবে, তাতে কাজ না হলে হিজ গ্রেস টাকার লোভ দেখিয়ে ওদের পেট থেকে কথা বের করবেন। হারামজাদাগুলো টাকার লোভে ঠিকই সব বলবে।'

ডঃ হাক্সটেবল আমাদের মন্তব্য শোনার অপেক্ষায় আর দাঁড়ালেন না, নিখোঁজ প্রভু পুত্রের টুপিটা দোলাতে দোলাতে দারুণ যুদ্ধ জেতার ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেলেন।

'রাত অনেক হল, ওয়াটসন,' ডঃ হাক্সটেবল ঘর থেকে বেরোতে হোমস বলল, 'এবার শুয়ে পড়ো। কাল খুব ভোরে আমরা বেরোব। নিজের চোখেই দেখলে ডাক্তার, হতভাগা জিপসিগুলোকে পুলিশ হাজতে পুরেছে, এর বেশি এগোতে পারেনি ওরা। আরে! এই দ্যাখো ওয়াটসন, এদিকে তাকাও! বলতে বলতে হঠাৎ হোমস উত্তেজিত হল, 'দ্যাখো, এখানে উত্তরের জমির ওপর দিয়ে একটা ক্ষীণ জলের ধারা বইছে! ধরে নেওয়া যাক, এক সময় ওখানে নদী ছিল, এখন শুকিয়ে ঐরকম দেখতে হয়েছে! স্কুল আর হোল্ডারনেস হলের মাঝামাঝি জায়গায় জলের ধারাটা মোটা হয়েছে দেখেছো ডাক্তার? এখনকার এই শুকনো খটখটে আবহাওয়ায় হাজার খুঁজলেও মাটিতে কোনও ছাপ পাওয়া যাবে না, যেটুকু মেলার আশা শুধু ঐ জলের স্রোত যেখানে মাটিকে নরম করেছে সেখানে!'

পরদিন খুব ভোরে হোমস আমায় ডেকে তুলল। সাতসকালে শুধু গরম কেক খেয়ে বেরোলাম দু'জনে। প্রথমেই গেলাম মানচিত্রে যা দাগানো ছিল সেই জলা অঞ্চলে। পচা লতাপাতা আর শিকড় মাড়িয়ে কিছুদূর এগোবার পর নরম মাটিতে সাইকেলের চাকার দাগ চোখে পড়ল।

'আরে সর্বনাশ! এ কি!' আক্ষেপের সুরে বলে উঠল হোমস।

তাকিয়ে দেখি কাঁটাফুলের দোমড়ানো ডাল মাটি থেকে তুলেছে সে। ফুলের হলদে একরাশ কুঁড়ির গায়ে লাল রক্তের ছোপ।

'রক্তের দাগ, ডাক্তার,' হোমস বলল, 'তার মানেই বাজে কিছু ঘটেছে। পেছনে মাটিতে দেখে এলাম ধ্যাবড়া দাগ — তার মানে সাইকেল চালাতে চালাতে লোকটা আছাড় খেয়ে পড়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে সে কে, হের হেইডেগার, না ওঁর ছাত্র লর্ড স্যালটায়ার? এখানে এসে আবার রক্তের ছোপ চোখে পড়ল। যাই হোক, এই মুহূর্তে আমাদের থামলে চলবে না, ভেজা মাটিতে সাইকেলের দাগ ধরেই এগোতে হবে।'

আরও কিছুদূর এগোনোর পর ঘন ঝোপের ভেতর ঝকঝকে কিছু একটা চোখে পড়তে হোমসকে দেখালাম। এগিয়ে এসে দু'জনে ঝোপের ভেতর থেকে টেনে বের করলাম একটা সাইকেল। তার একটা প্যাডেল দোমড়ানো, কিন্তু তার চেয়ে ভয়ানক সাইকেলের সিট আর তার সামনের দিকটা রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। এদিক ওদিক তাকাতে একটা জুতো চোখে পড়ল, ছুটে সেখানে যেতেই দেখি ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে এক পূর্ণবয়স্ক মানুষের মৃতদেহ। লম্বা স্বাস্থ্যবান, মুখভর্তি দাড়িগোঁফ। লোকটার মাথার খুলি ভেঙে চুরমার, মগজ আর রক্তে মাখামাখি হয়েছে। লোকটার পায়ে জুতো আছে কিন্তু মোজা নেই, বুক খোলা কোটের ভেতর থেকে নাইট শার্ট উঁকি দিচ্ছে। এ লাশ জার্মান শিক্ষক হের হেইডেগারের তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দেখলেই যে কেউ বলবে প্রচণ্ড আঘাতে তার মাথার খুলি ফেটে গেছে এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। চশমার একটি কাঁচ খুলে ছিটকে পড়েছে কোথাও, তা আর খুঁজে পেলাম না।

শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা মেশানো চোখে মৃতদেহের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল হোমস, এগিয়ে এসে মৃতদেহটি উল্টে দিয়ে ডুবে গেল গভীর ভাবনায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ডাক্তার, স্বীকার করতে লজ্জা নেই এবার কি করব তা ভেবে পাচ্ছি না, শুধু এটুকু বুঝেছি যে এরপরেও তদন্ত চালিয়ে যাওয়া আমাদের কর্তব্য। কিন্তু আরও একটি কর্তব্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল যে — পুলিশকে এখনই খবর দিতে হবে। হতভাগ্য এই শিক্ষকের মৃতদেহ কবর দেবারও ব্যবস্থা করা দরকার।'

'থানায় খবর দিচ্ছি,' আমি বললাম।

'না, ওয়াটসন,' হোমস বাধা দিল, 'তোমাকে ছাড়লে আমার চলবে না। দাঁড়াও দেখি, ঐ যে লোকটা মাটি কাটছে ওকে ডাকো, ওকেই খবর দিয়ে থানায় পাঠাব।'

'এই যে, ওহে!' হাত নেড়ে হোমস চাষী লোকটিকে ডাকল, হাতের কাজ ফেলে সে এসে দাঁড়াল। হের হেইডেগারের রক্তাক্ত মৃতদেহ চোখে পড়তে আঁতকে উঠল সে, ডঃ হাক্সটেবলকে সংক্ষেপে পরিস্থিতি উল্লেখ করে একটা চিরকুট লিখল হোমস, কোথাও না থেমে সোজা প্রায়রি স্কুলে যাবার নির্দেশ দিয়ে সেটা তাঁর হাতে দিল সে। লোকটি সরল সন্দেহ নেই, কাগজটা পকেটে পুরে দৌড় লাগাল সে।

'ছোঁড়াটা বজ্জাত, বুঝলে ডাক্তার,' লোকটি চোখের আড়াল হতে হোমস চাপা গলায় বলল, 'ডিউকের ছেলে লর্ড স্যালটায়ারের কথা বলছি। ঘরের জানালা বেয়ে সে রাতে ও নিজে মতলব করেই পালিয়েছে। পালাবার মুখে হয় একা নয় কাউকে সঙ্গে নিয়েছে।

'আর হের হেইডেগার?' আমি শুধোলাম, 'ওঁর মৃত্যু কিভাবে ঘটেছে মনে হয়?'

'সেই প্রসঙ্গে আসছি,' হোমস জানাল, 'ছেলেটা পালাবার সময় ভাল জামাকাপড় পরল, কিন্তু যে কোনভাবেই হোক হের হেইডেগার দেখে ফেললেন সে জানালা বেয়ে নামছে। আলাপ পরিচয় না থাকলেও সে যে পালাচ্ছে এ বিষয়ে তিনি তখনই নিঃসন্দেহ হলেন আর তাকে ফিরিয়ে আনতে নিজেও তার পিছু নিলেন। তড়িঘড়ি ধাওয়া করে ধরে ফিরিয়ে আনবেন ভেবেই হেইডেগার সে রাতে মোজা পরেননি পায়ে। ঐভাবে লর্ড স্যালটায়ারের পিছু ধাওয়া করার পরিণামে যে মৃত্যু ঘটতে পারে তা একবারের জন্যও হেইডেগার ভাবতে পারেননি। ভদ্রলোক ভাল সাইকেল চালাতেন, আর ছেলেটা সাইকেল চেপে পালাচ্ছে দেখে উনিও আর দেরি করেননি, সাইকেল চেপে তার পিছু নেন।'

'কিন্তু উনি খুন হলেন কিভাবে?' আমার ধৈর্য বাধা মানতে চাইছে না।

'বলছি,' হোমস হাত নেড়ে বলল, 'তার আগে একটা বিষয় মাথায় রেখো ডাক্তার, মৃতদেহ চোখে পড়ার আগে পর্যন্ত শুধু একটা নয়, দুটো সাইকেলের চাকার দাগ আমার নজরে এসেছে, যে কোনও কারণেই হোক, ব্যাপারটা এখনও পর্যন্ত চেপে গেছি তোমার কাছে। হেইডেগারের সাইকেলের চাকায় পামার টায়ার, দ্বিতীয় চাকার দাগ ডানলপ টায়ারের। টায়ারের দাগগুলো এখনও তাজা আছে, এসো ঐ দাগ ধরে এগোনো যাক।'

হের হেইডেগারের মৃতদেহ সেখানে ফেলে রেখে এগোতে লাগলাম দু'জনে। হোলডারনেস হলের কাছাকাছি একটা ছোট সরাইখানার সামনে এসে হোমস হঠাৎ বেকায়দায় পা ফেলে পড়ে যেতে যেতে আমার কাঁধ ধরে সামলে নিল। সরাইখানার দরজার ওপর একটা লড়াকু মোরগ আঁকা। সামনে একটি বয়স্ক লোক পায়ের ওপর পা রেখে বসে পাইপ টানছে।

'এই যে মিঃ রুবেন হেস,' হোমস লোকটিকে বলল, 'আপনার খবর ভাল তো?'

'আপনাকে তো চিনতে পারছি না,' বয়স্ক লোকটির দু'চোখে সন্দেহ ফুটে উঠল, 'আমার নাম জানলেন কোথা থেকে?'

'ঐ তো আপনার মাথার ওপর বোর্ডেই লেখা রয়েছে সরাইখানার মালিকের নাম,' হোমস বলল, 'তাছাড়া আপনাকে দেখতেই সরাইখানার মালিকের মত। একটা ঘোড়ার গাড়ি যদি জোগাড় করে দেন তাহলে খুব উপকার হয়।'

'ঘোড়ার গাড়ি! কোন কম্মে?'

'পায়ে ব্যথা পেয়েছি,' হোমস বলল, 'হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।'

'না পারলে আর কি করব,' লোকটা অভদ্রের মত বলল, 'লাফিয়ে লাফিয়ে দেখুন এগোতে পারেন কিনা।'

'আমি মসকরা করতে আসিনি,' হোমসের গলা গম্ভীর হল, 'ঘোড়ার গাড়ি না হোক একটা সাইকেল আমার এক্ষুণি দরকার। চাইলে ভাড়া দেব এক গিনি।'

'কতদূর যাবেন?' হেস জানতে চাইল।

'হোলডারনেস হলে।'

'হোলডারনেস হল — ও আপনারা তাহলে ডিউকের পোষা চামচা?'

'আমরা ডিউককে একটা ভাল খবর দিতে এসেছি — ওঁর ছেলে লিভারপুলে আছে পুলিশ জানতে পেরেছে।' হোমস বলল।

'এক সময় আমি ডিউকের বড় সহিস ছিলাম,' মিঃ হেস বলল, 'কিন্তু অন্যের কথায় কান দিয়ে তিনি আমায় কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেন। তবু ওঁর হারানো ছেলের খোঁজ পাওয়া গেছে শুনে খুশি হলাম। আমি দেখছি আপনার হলে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

'বড্ড খিদে পেয়েছে,' হোমস বলল, 'যা হোক কিছু খাবার দাবার আনিয়ে দিন, তারপরে একটা সাইকেল।'

'আমার এখানে সাইকেল নেই,' মিঃ হেস জবাব দিল, 'দুটো ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি,' হোমস আর কথা বাড়াল না। মিঃ হেস আমাদের নিয়ে এল সরাইখানার রান্নাঘরে, আমরা বসতেই সে বেরিয়ে গেল। সে বেরিয়ে যেতেই হোমসের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটার অভিনয় শেষ হল।

সূর্য ডোবার খানিক পরে, সারাদিন খাওয়া দাওয়া কিছুই হয়নি। খেয়ে দেয়ে হোমস এসে দাঁড়াল খোলা জানালার সামনে, আমি এপাশে বসে তার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছি। বসে থেকে স্পষ্ট দেখছি বাইরে কামারশালায় একটা কমবয়সী ছেলে ঠুকঠাক কাজ করছে। কিছুটা তফাতে আস্তাবলও চোখে পড়ছে। আচমকা সেদিকে তাকিয়ে বিস্ময় মেশানো উল্লাসের অস্ফুট চাপা শব্দ করল হোমস, পর মুহূর্তে সরে এসে বসল আমার পাশে, গলা নামিয়ে বলল, 'পেয়েছি, ওয়াটসন, পেয়েছি!'

'কি পেয়েছো?'

'বলছি, আচ্ছা ওয়াটসন, হের হেইডেগারের মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল সে জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখেছিলে?'

'দেখেছি।'

'কি দেখেছিলে?'

'গোরুর পায়ের ছাপ।'

'সাবাশ, কিন্তু গোটা এলাকা সারাদিন চষে বেড়িয়েও কোনও গোরু আমাদের চোখে পড়েনি। পড়েছে?'

'একটাও না,' জোরে ঘাড় নাড়লাম।

'ঐ পায়ের ছাপগুলো যে গোরুর সে কখনও হাঁটে, কখনও দৌড়োয় আবার কখনও লাফায়? ব্যাপারটা তোমার চোখে ধরা না পড়লেও আমি খেয়াল করেছি ওয়াটসন। বিশ্বাস করো, ব্যাপারটা পুরো বজ্জাতি। আমার সঙ্গে এসো।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে হোমস আমায় নিয়ে এল বাইরে আস্তাবলে। সেখানে দুটো ঘোড়া পাশাপাশি বাঁধা। একটা ঘোড়ার পেছনের একটা পা তুলে খুঁটিয়ে নাল পরীক্ষা করল তারপর হেসে বলল, 'দ্যাখো ওয়াটসন, এই নালটা পুরোনো হলেও এর পেরেকগুলো কিন্তু নতুন। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। এবার চলো কামারশালায় যাওয়া যাক।'

কামারশালায় কমবয়সী ছেলেটা আপন মনে কাজ করছে, আমাদের দেখেও দেখল না। তার সামনে আর চারপাশে নানা আকারের লোহার টুকরো ছড়ানো। হোমস সেই স্তূপের মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগল।

'এখানে মরতে কেন এসেছেন?' পেছন থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল, 'গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছেন? এই তো দেখলাম খুঁড়িয়ে হাঁটছেন!'

ঘুরে তাকাতেই দেখি রুবেন হেস তেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। তার হাতে ধাতুর পিণ্ড লাগানো একটা বেঁটে। অস্ত্রটা মারাত্মক, তার এক ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া যায়। পকেটের গুলি ভরা রিভলভার শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছি, কিন্তু সেটা বের করার দরকার হল না, তার আগে হোমসই হাসিমুখে জবাব দিল, 'পুলিশ অফিসারদের মত রেগে যাচ্ছেন কেন? আপনার কোনও গোপন কথা কেউ আমায় বলেনি।'

হোমসের কথায় কি জাদু ছিল কে জানে, মিঃ হেস সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। খ্যাঁক খ্যাঁক করে বললেন, 'ঘুরে দেখার সাধ হলে দেখুন, কেউ কিছু বলবে না। তবু আগেই জানিয়ে রাখছি আমার বাড়িতে এভাবে যেখানে সেখানে ঢুকে পড়া আমি পছন্দ করি না। খাবারেব দাম মিটিয়ে আপনাবা এখান থেকে কেটে পড়ুন!'

'নাঃ আপনার রাগ এখনও পড়েনি,' হোমস বলল, 'আস্তাবল আর কামারশালায় একটু ঘুরে দেখছিলাম। আমার গায়ে এখন আর ব্যথা বেদনা নেই, দিব্যি হেঁটেই যেতে পারব। ইয়ে — এখান থেকে হল কতদূর হবে বলতে পারেন?'

'হলের সদর ফটক এখান থেকে আন্দাজ দু'মাইল,' মিঃ হেস বলল, 'বাঁদিকের পথ ধবে সোজা এগিয়ে যান।'

চারপাশে চুনা পাথরের অনেকগুলো চাঁই পড়ে, তারই মধ্যে পাহাড় বেয়ে আমরা উঠতে যাব এমন সময় দেখি একটা সাইকেল তীরের বেগে এদিকেই ছুটে আসছে। হোমসের ইশারায় পাথরের আড়ালে লুকোতে যাব কিন্তু তার আগেই সেই সাইকেল ছুটে এসে আমাদের পাশ কাটিয়ে বেবিয়ে গেল। সাইকেলের ওপর বসে আছেন ডিউকের সেক্রেটারি মিঃ জেমস ওয়াইল্ডার।

'কি আশ্চর্য!' হোমসও ততক্ষণে তাঁকে দেখেছে, 'সেক্রেটারি সাহেব এদিকে চললেন কোথায়?' খানিকটা নেমে এসে সরাইখানার দিকে তাকাতে স্পষ্ট দেখলাম একটা সাইকেল সরাইখানার দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো। ওটা যে সেক্রেটারি মিঃ ওয়াইল্ডারের সাইকেল সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ রইল না।

অনেকটা পথ হেঁটে দু'জনে এলাম ম্যাকলিটন স্টেশনে, কয়েকটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে হোমস আমায় নিয়ে ফিরে এল প্রায়রি স্কুলে। হের হেইডেগারের অকালমৃত্যুর খবর শুনে ডঃ হাক্সটেবল ভেঙ্গে পড়েছিলেন, হোমস তাঁকে সান্ত্বনা দিল।

পরদিন সকালে দু'জনে এলাম ডিউকের ভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করব বলে। হিজ গ্রেস অসুস্থ এরকম নানা ওজর তুলে সেক্রেটারি মিঃ ওয়াইল্ডার আমাদের বাধা দিতে চাইলেন, কিন্তু হোমসের এক গোঁ, হিজ গ্রেসের সঙ্গে দেখা না করে সে যাবে না। বাধা দিয়ে লাভ হবে না বুঝে মিঃ ওয়াইল্ডার ভেতরে গিয়ে তাঁর প্রভুকে খবর দিতে এবার বাধ্য হলেন। আধঘণ্টা বাদে ডিউক অফ হোলডারনেস ঘরে ঢুকলেন।

'কি ব্যাপার, মিঃ হোমস?' গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন ডিউক।

'খোলাখুলিভাবে কয়েকটা কথা বলব বলেই এসেছি, কিন্তু মিঃ ওয়াইল্ডার এখানে থাকলে তা বলতে অসুবিধা হবে।'

'ইওর গ্রেস যদি বলেন —' মিঃ ওয়াইল্ডার তাঁর কথা শেষ করার আগেই ডিউক বললেন, 'তুমি এখন যাও। এবার বলুন মিঃ হোমস, খোলাখুলিভাবে কি বলতে এসেছেন আপনি?'

'বলব বলেই তো এসেছি, ইওর গ্রেস,' হোমস বলল, 'তার আগে আপনি ছ'হাজার পাউণ্ডের যে পুরস্কার দেবেন ঘোষণা করেছেন সেটা দিন, চেক্ আমার নামেই লিখবেন।'

'আপনি কি আমার সঙ্গে বাজে ঠাট্টা করতেই এসেছেন, মিঃ হোমস?' গম্ভীর গলায় ডিউক প্রশ্ন করলেন।

'বাজে ঠাট্টা করার সময় আমার হাতে নেই, ইওর গ্রেস,' হোমস দৃঢ় গলায় জবাব দিল, 'আমি যতদূর শুনেছি আপনার হারানো ছেলে কোথায় আছে সেই খবর যে দিতে পারবে তাকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড দেবেন, এছাড়া যারা তাকে গুম করেছে সে খবর যে দেবে তাকে আলাদাভাবে আরও এক হাজার পাউণ্ড দেবেন বলেছিলেন।'

'হ্যাঁ, বলেছি বইকি,' ডিউকের গলা কঠোর হয়ে উঠল, 'তাহলে এবার বলুন আমার ছেলে কোথায়?'

'এখান থেকে কিছু দূরে একটা সরাইখানা আছে,' হোমস স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল, 'গতকাল রাতেও আপনার ছেলে সেখানে ছিল।'

হোমসের জবাব শুনে ডিউক ঝিমিয়ে পড়লেন, তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তাহলে আপনার মতে অপরাধী কে, মিঃ হোমস?'

'আপনি নিজে ইওর গ্রেস,' হোমস বলল, 'এবার দয়া করে চেকটা আমার নামে লিখে দেবেন?'

ডিউকের ফ্যাকাশে মুখে একটি কথাও জোগাল না, ডুবে যাওয়া মানুষ যেভাবে কুটো ধরে বাঁচাব চেষ্টা করে সেইভাবে বাতাস আঁকড়ে ধরতে গেলেন। একটি মুহূর্তমাত্র, পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন।

হোমস আর আমি দু'জনেই নির্বাক, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডিউক কথা বললেন, মুখ ঢেকেই জানতে চাইলেন, 'এ ব্যাপারে আপনি কতটুকু জানেন?'

'কাল রাতে আপনাদের একসঙ্গে আমি দেখে ফেলেছি,' হোমসের গলায় রাখোঢাকো নেই।

'আপনি আর আপনার বন্ধু ছাড়া আর কে এসব জানেন?'

'আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন, ইওর গ্রেস,' একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধুর গলায় বলল, 'আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানে না, অন্তত এখনও জানতে পারেনি।'

সোজা হয়ে উঠে বসলেন ডিউক, চেকবই টেনে নিয়ে বললেন, 'বেশ, বারো হাজার পাউণ্ডের চেক আমি লিখে দিচ্ছি মিঃ হোমস, তার আগে আমার কিছু বলার আছে। আপনারা ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যেই রাখবেন, আর কাউকে জানাবেন না এটুকু আশ্বাস আমি পেতে পারি?'

'কাজটা কি আদৌ সম্ভব হবে, ইওর গ্রেস?' হোমস মুচকি হাসল, হের হেইডেগারের মৃত্যুর কারণ আমাদের দরকার হলে যথাস্থানে জানাতেই হবে। এত বড় কেলেংকারি আমার মতে ধামা চাপা দেওয়া খুব সোজা হবে না।'

'কিন্তু মিঃ হোমস,' অসহায়ের মত ডিউক বললেন, 'জেমসকে এ ব্যাপারে দায়ী করতে পারবেন না। এটা ঐ জঘন্য বদমাশটার কাজ, আমার ছেলেকে পাচার করতে জেমসই অবশ্য তাকে কাজে লাগিয়েছে।'

'ইওর গ্রেস,' হোমস বলল, 'একটি অপরাধ থেকে আরও একাধিক অপরাধের কারণ ঘটালে গোড়ায় যে অপরাধ করেছে বাকিগুলোর দায়ও তো তারই ঘাড়ে চাপে বলে জানি। এ ব্যাপারে আপনি কি আমার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত?'

'আইনত একমত হলেও আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি ওকে বাঁচান! এই বিপদ থেকে ওকে যেভাবে পারেন বাঁচান!' চাপা কান্নায় তাঁর গলা বুঁজে এল, চেয়ার ছেড়ে অস্থিরভাবে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালেন ঘরের চৌহদ্দির ভেতর, তারপর নিজেকে খানিকটা সামলে চেয়ারে বসে বললেন, 'মিঃ হোমস, সবকিছু জানার পরে আর কাউকে কিছু না বলে আমার কাছে সরাসরি এসেছেন বলে আপনার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না। আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। মিঃ হোমস, এই কেলেংকারির ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যেই চেপে রাখতে আসুন আমরা আলোচনায় বসি।'

'সেক্ষেত্রে ইওর গ্রেস, সবার আগে কোনও কিছু গোপন না করে সব কথা আমায় খুলে বলতে হবে,' হোমস বলল, 'নয়ত আপনার অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আপনার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি যে আপনার সেক্রেটারি মিঃ ওয়াইল্ডার হেব হেইডেগারকে খুন করেননি।'

'না,' ডিউক গম্ভীর গলায় বললেন, 'আসল খুনী এখন আর ধারে কাছে নেই, তাকে কেউ ধরতে পারবে না।'

'মাফ করবেন ইওর গ্রেস,' মুচকি হাসল হোমস, 'আজ সকালে চেস্টারফিল্ড থেকে একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি, ওখানকার স্থানীয় পুলিশ প্রধান জানিয়েছেন গতকাল রাত এগারোটা নাগাদ ওরা মিঃ রুবেন হেসকে আমার নির্দেশে গ্রেপ্তার করেছে। অপরাধতাত্ত্বিক হিসেবে আমার কিছু খ্যাতি আছে, হয়ত ইওর গ্রেসের তা জানা নেই।'

'কি বললেন,' ডিউক যেন অবাক হবার ভান করলেন, 'রুবেন হেস ধরা পড়েছে? শুনে বিশ্বাসই হয় না! মিঃ হোমস, আমি মানছি আপনার অলৌকিক শক্তি আছে। তবে এর ফলে জেমসের কপালে কি ঘটবে জানি না।'

'আপনার সেক্রেটারির কথা বলছেন?'

'সেক্রেটারি হলেও আসলে ও আমারই ছেলে,' ডিউক যেন বহু কষ্টে কথাটা উচ্চারণ করলেন।

'সে কি!' এবার হোমস অবাক হল, 'আমি তো ভাবতেই পারছি না মিঃ জেমস ওয়াইল্ডার আপনারই ছেলে। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বললে উপকৃত হই।'

'সব কথা আপনাকে খুলে বলছি মিঃ হোমস,' ডিউক বললেন, 'অল্পবয়সে এক যুবতীকে আমি ভালবেসেছিলাম। তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি তাঁকে বিয়ে করেছিলাম, তাঁরই গর্ভজাত সন্তান জেমস ওয়াইল্ডার। সন্তান হিসেবে গ্রহণ না করলেও জেমসকে আমি লেখাপড়া শিখিয়েছি, তারপর সেক্রেটারি হিসেবে রেখেছি নিজের কাছে। কিন্তু আমার এই প্রয়াস সফল হয়নি, যেভাবেই হোক, জেমস একদিন তার জন্মবৃত্তান্ত জেনে ফেলে। প্রভু ভৃত্য ছাড়াও আমার ওপর ওর যে অন্য অধিকার আছে তা জেমস ঠিকই জানে। আর এই অধিকারের ভিত্তিতে সে যে আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করে একটা বড় কেলেংকারি রটাতে পারে তাও তার অজানা নয়। ঘরের ব্যক্তিগত কথা আর কত শোনাব, মিঃ হোমস, আমার উত্তরাধিকারী জন্মানোর পর থেকে জেমস তাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। সব জেনেও ওকে আমার কাছে রেখেছি সে শুধু ওর মায়ের কথা ভেবে যাকে একসময় আমি গভীরভাবে ভালবেসেছিলাম। ওর চেহারায়, চালচলনে তার ছবি প্রতি মুহূর্তে দেখতে পাই, তাই শুধু এই কারণেই জেমসকে এখনও আমার কাছে রেখেছি। আর্থা‹ অর্থাৎ লর্ড স্যালটায়ার বড় হয়ে ওঠার পরে পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম ডঃ হাক্সটনের প্রায়রি স্কুলে।

জেমস নিজের পদমর্যাদা ভুলে সমাজের নীচ বদমাশদের সঙ্গে মেলামেশা করে তা অনেকদিন আগেই আমার চোখে পড়েছে। রুবেন হেস একসময় ছিল আমার প্রজা, লোকটার স্বভাব ছিল ভারি বদ, জেমস এই লোকটার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়। হেস আর জেমস দু'জনে মিলে কিভাবে

আমার ছেলেকে স্কুল থেকে বাইরে পাচার করেছে সেই বিবরণ এবার শুনুন, জেমস নিজের মুখে আমায় যা বলেছে তাই শোনাচ্ছি। স্কুল থেকে পাচার হবার আগে আর্থারকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম আপনার মনে পড়ে, মিঃ হোমস? খাম থেকে আমার লেখা চিঠি বের করে জেমস তার নিজের হাতে লেখা একটা চিঠি তাতে পুরে দেয়। চিঠির নীচে ডাচেসের নাম লেখা ছিল। আর্থারকে অনেকদিন না দেখে তিনি উতলা হয়েছেন, সেদিন সন্ধ্যের পরে জলার মধ্যে এক নির্জন জায়গায় থাকবেন। আমার সঙ্গে বিচ্ছেদ হলেও আর্থার ডাচেসকে অর্থাৎ তার মাকে কি গভীরভাবে ভালবাসে তা আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। চিঠিটা মাই লিখেছেন ধরে নিল আর্থার, আর তার ফলেই জেমসের ফাঁদে পা দিল। জেমস সাইকেলে চিঠিতে যে জায়গার উল্লেখ করেছিল সেখানে গেল, সন্ধ্যের পরে আর্থার নিজেও সাইকেল চালিয়ে হাজির হল সেখানে। আর্থারকে দেখে জেমস বলল বেশী রাতে সেখানে একটি লোক ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করবে, সেই আর্থারকে নিয়ে যাবে তার মায়ের কাছে। আর্থার জেমসের কথায় ভরসা করে গভীর রাতে স্কুল থেকে পালালো, তাকে পালাতে দেখে জার্মান শিক্ষক হের হেইডেগারও সাইকেলে চেপে তার পিছু নিলেন কিন্তু আর্থার তা টের পায়নি। আর্থাব যথাস্থানে এসে দেখল সত্যিই ঘোড়া নিয়ে একটি লোক তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। এ লোকটি হল রুবেন হেস। আর্থার ঘোড়ার পিঠে চাপার আগেই হেইডেগাব সেখানে এসে হাজির হলেন, কিন্তু একা হেসের সঙ্গে এঁটে উঠলেন না, মাথায় ছোট লাঠির ঘা মেরে হেস তাঁকে খুন করে। তারপর আর্থারকে নিয়ে পালিয়ে আসে তাব সরাইখানায়। ওখানে দোতলায় স্ত্রীর হেফাজতে আর্থারকে রাখে সে।

আইনত আমার সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে না জেনেই জেমস বাঁকা পথ নিয়েছিল, ধরে নিয়েছিল আর্থারকে গুম করলে আমি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পাব, তারপর সেই আবার তাকে উদ্ধার করলে আমি যেচে আমার বিষয়সম্পত্তি তার নামে উইল করে দেব। কিন্তু এমন প্রস্তাব তোলার সুযোগ পেল না জেমস, তার আগেই তাব কুকর্মের সঙ্গী রুবেন হেসের হাতে খুন হলেন হেব হেইডেগার। আমি তাকে পুলিশের হাতে দেব না এটা জেমস ভালমতই জানে আব তাই এমন কাজ করতে সাহসী হয়েছিল। কিন্তু খুনখারাপির কোনও মতলব ওর ছিল না, তাই হেইডেগার খুন হয়েছেন জেনে ও গেল ঘাবড়ে। ডঃ হাক্সটনের পাঠানো টেলিগ্রামে গতকাল খবরটা পেয়ে ও এমন শোকে অভিভূত হবার ভাব দেখাল যা দেখেই খটকা জাগল আমার মনে। ওকে আমি গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলাম। এবার সুযোগ পেয়ে চাপ দিতেই ভেঙ্গে পড়ল। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কিছু না লুকিয়ে সব খুলে বলল। জেমস আমায় দু'তিনদিনের জন্য মুখ বুঁজে থাকাব অনুরোধ করল, বলল তাহলে হেস ঐ ফাঁকে এ জায়গা থেকে পালাতে পারবে পুলিশ আসাব আগে। আমি রাজি হলাম, তারপর সন্ধ্যে হলে সরাইখানায় গেলাম আর্থারকে দেখতে। আর্থার হেসের স্ত্রীর কাছে ভাল আছে ঠিকই, কিন্তু চোখের সামনে জলজ্যান্ত একটা মানুষকে খুন হতে দেখে ভয়ানক মানসিক আঘাত পেয়েছে। তবু কথা দিয়েছি তাই আরও তিন দিনের জন্য আর্থারকে মিসেস হেসের কাছে রেখে আসার ব্যবস্থা করলাম। আমি জানি যে সেই মুহূর্তে পুলিশে খবর দিলে সব জানাজানি হত, হতভাগা জেমসের হাতে হাতকড়া পড়ত। সব কথা আপনাকে খুলে বললাম, মিঃ হোমস, এবার আপনি আমাকে যতটুকু সাহায্য করা দরকার, করুন।'

'অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করব, ইওর গ্রেস,' হোমস বলল, 'তবে একটি শর্তে। শর্ত এই, আপনার আর্দালিকে ডেকে আমার নির্দেশ মেনে কাজ করতে বলুন।'

লজ্জায় ডিউকের টকটকে ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠলেও ঘণ্টা বাজিয়ে আর্দালিকে ডাকলেন তিনি। আর্দালি ঘরে ঢুকতেই হোমসকে ইশারায় দেখিয়ে বললেন, 'এর হুকুম তামিল করো।'

'ভাল খবর নিয়ে এসেছি,' হোমস আর্দালিকে বলল, 'লর্ড স্যালটায়ারের হদিশ মিলেছে। এখান থেকে কিছুদূরে একটা সরাইখানা আছে তার বোর্ডে লড়াকু মোরগের ছবি আঁকা। ঐ

সরাইখানার মালিকের বৌ মিসেস হেসের হেফাজতে আছে লর্ড স্যালটায়ার, ওকে সেখান থেকে নিয়ে এসো।'

আর্দালি সেলাম করে বেরিয়ে যেতে হোমস তাকাল ডিউকের দিকে, 'হের হেইডেগারকে খুন করার দায়ে রুবেন হেসের প্রাণদণ্ড হবে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত, ইওর গ্রেস। আগেই বলে রাখছি, আমি ওকে বাঁচাতে যাব না। আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হেস কি বলবে জানি না। তবে সব জানাজানি হবার আগে আপনি ওকে মুখ বুঁজে থাকবার পরামর্শ দিলে ভালই হবে মনে হয়। মোটা টাকা মুক্তিপণ আদায় করতেই হেস আপনার ছেলেকে গুম করেছিল, ঘটনাচক্রে হেইডেগার তার হাতে খুন হয়েছেন, পুলিশকে এর বেশি জানাতে দেবেন না, ইওর গ্রেস। পুলিশ যখন সব কথা এখনও জানেনি তখন আপনি নিজে থেকে ওদের সব কথা বললে আপনার নামে কেলেংকারি রটতে পারে। আরও একটা ব্যাপার, আপনার সহানুভূতি যতই থাক, এত বড় ঘটনার পরেও মিঃ জেমস ওয়াইল্ডারকে এখানে আপনার কাছে রাখা আমার মতে ঠিক হবে না, ইওর গ্রেস। আমার অনুরোধ, এ ব্যাপারে আপনি তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিন।'

'আপনি নিশ্চিত থাকুন, মিঃ হোমস,' ডিউক জানালেন 'এ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জেমসকে আমি আর এখানে রাখব না, ও অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবে, সেখানে নিজের ভাগ্য তার নিজেকেই গড়তে হবে।'

'তাহলে আমার আরও কিছু বলার আছে ইওর গ্রেস,' হোমস বলল, 'আপনার মুখ থেকেই জেনেছি আপনার বিবাহিত জীবনে অতীতে যে অশান্তির মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল সেজন্য মিঃ ওয়াইল্ডারও অনেকখানি দায়ী। ইওর গ্রেস, যদি আমার কথা শোনেন তাহলে অনুরোধ করব ডাচেসের সঙ্গে আপনার এতদিন যেসব ভুল বোঝাবুঝি আর অশান্তি ঘটেছে আপনার একমাত্র ছেলে আর উত্তর'ধিকারী আর্থারের কথা ভেবে সেসব এবার মিটিয়ে ফেলুন। আশা করি আমি আমার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিনি, ইওর গ্রেস?'

'মোটেই না, মিঃ হোমস,' ডিউক বললেন, 'আপনি যা বললেন যে কোনও সহৃদয় পারিবারিক শুভার্থীই তা বলবেন। কথা দিচ্ছি, আপনার পরামর্শ মেনেই চলব আমি। আজই ডাচেসকে আমি নিজে হাতে চিঠি লিখছি।'

'যার শেষ ভাল তার সব ভাল একথা ভেবে আমি অ' আমার বন্ধু ও সহকারী ডাক্তার ওয়াটসন নিজেদের অভিনন্দন জানাতে পারব ভেবে গর্ব অনুভব করছি, ইওর গ্রেস,' হোমস উঠতে উঠতে বলল, 'শুধু একটা বিষয় এখনও আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। রুবেন হেসের ঘোড়ার পায়ে যে নাল ছিল সেগুলো অদ্ভুত, ঐ নালের ছাপ মাটিতে পড়লে গোরুর খুরের ছাপ বলে ভুল হয়। এই অদ্ভুত নাল ঘোড়ার পায়ে লাগানোর বুদ্ধি কি মিঃ ওয়াইল্ডারের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল ইওর গ্রেস?'

কিছু না বলে ডিউক আমাদের নিয়ে এলেন তাঁর পারিবারিক সংগ্রহশালায়, সেখানে প্রাচীন ইতিহাস খুলে দেখালেন মধ্যযুগে হোলডারনেসে কিছু লুঠেরা ব্যারনের আবির্ভাব ঘটেছিল, অনুসরণকারী শান্তিরক্ষক ও বিপক্ষ দলের সৈনিকদের চোখে ধুলো দেবার উদ্দেশ্যে তাঁরা ঐ রকম বিশেষ ধরনের নাল তৈরি করে তাঁদের ঘোড়ার পায়ে লাগাতেন যার ছাপ দেখে গোরুর খুরের ছাপ বলে ভুল হত। ডিউকের অনুমতি নিয়ে হোমস ঐরকম একটি নালের ওপর থেকে নরম মাটির ছাঁচ তুলে নিল। ডিউকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে বলল, 'এই মামলায় এটাই আমার দ্বিতীয় লাভ।'

'তাহলে প্রথমটা কি?' জানতে চাইলাম।

'আমি রাজা উজির নই ভাই,' ডিউকের দেওয়া চেকখানা নোটবইয়ে রেখে সেটা ভেতরের পকেটে ঢোকাল হোমস, 'গরীব আদমি, আমার টাকার দরকার।'

ছয়
দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ ব্ল্যাক পিটার

সময়টা ১৮৯৫ সাল, অনেকগুলো দুরূহ কেসের তদন্ত নিয়ে বন্ধুবর শার্লক হোমসের দিন কাটছে। জুলাই মাসের এক সকাল, ব্রেকফাস্ট টেবিলে আমি একা, হোমস খুব সকালবেলা বেরিয়েছে। খানিক বাদেই হোমস ফিরে এল, মুখ তুলতেই দেখি বাঁকানো মুখ বঁড়শির ফলার মত একটা বড় হারপুন তার হাতে ঝুলছে, কোথা থেকে যোগাড় করেছে কে জানে।

'হোমস তুমি সুস্থ আছো তো?' সরাসরি প্রশ্ন করলাম।

'এমন সন্দেহ করার কারণ?' হোমস পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল।

'ছাতা বইবার ঢংয়ে হারপুনটা যেভাবে পথে ঘাটে নিয়ে বেড়াচ্ছ তাই দেখে কথাটা মনে এল, সাতসকালে কোথায় গিয়েছিলে শুনি?'

'গিয়েছিলাম কসাইখানায়,' পট থেকে কাপে কফি ঢালতে ঢালতে মুখ টিপে হাসল হোমস, সঙ্গে গেলে দেখতে সেখানে কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো একটা মরা শুয়োরকে এই হারপুন দিয়ে আমি গাঁথবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার সে প্রয়াস সফল হয়নি।

তার কথার লাগসই উত্তর দেবার আগেই ঘরে ঢুকল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর হপকিনস। এই পুলিশ অফিসারটি বয়সে যুবক, হোমসের তদন্তের পদ্ধতিকে সে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে, হোমস নিজেও হপকিনসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব আশাবাদী।

'বোস হপকিনস,' হোমস তাকে দেখেই বলল, 'আমাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করো।'

'ধন্যবাদ, মিঃ হোমস,' হপকিনস বলল, 'আমি ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়েছি।'

'কি খবর বলো।'

'গতকালের রিপোর্ট দিতে এলাম আপনাকে,' হপকিনস বলল, 'আমি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছি। এবার আপনি সাহায্য না করলে একপাও এগোতে পারব না।'

'অত হতাশ হবার কিছু নেই, ইন্সপেক্টর হপকিনস,' হোমস বলল, 'এ কেসের তদন্তে নেমে আজ পর্যন্ত যে যে রিপোর্ট তুমি দিয়েছো, সব খুঁটিয়ে পড়েছি আমি। আচ্ছা, তামাকের থলেটা খুঁটিয়ে দেখেছো তুমি?'

'দেখেছি, মিঃ হোমস,' হপকিনস জানাল, 'থলেটা সিল মাছের চামড়ার, মৃত লোকটার নামের প্রথম হরফও তাতে আছে। লোকটা নিজে এক সময় হারপুনার ছিল, সিল শিকারী দলের সঙ্গে জাহাজে চেপে অভিযানে বেরোত। তবে সে নিজে ধূমপান তেমন করত না, আমরা তার ঘরে খানাতল্লাশি করে একটি পাইপও পাইনি। আমার ধারণা, থলেতে যেটুকু তামাক পেয়েছি তা সে নিজের বন্ধুদের খাওয়ানোর জন্যই রেখেছিল।'

'এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে পুরোপুরি একমত,' হোমস বলল 'কিন্তু এই কেস সম্পর্কে ডঃ ওয়াটসন এখনও কিছুই জানেন না, তুমি দরকারী পয়েন্টগুলো গোড়া থেকে ওঁকে একবার বলে দাও, তাতে আমারও একবার ঝালিয়ে নেওয়া হবে।'

'মৃত ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ,' হিপ পকেট থেকে কিছু টাইপ করা কাগজ বের করল হপকিনস, 'অত্যন্ত দুঃসাহসী তিমি আর সিল মাছ শিকারী হিসেবে জাহাজী মহলে সুনাম অর্জন করেন। ১৮৮০ সালে স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডি বন্দর থেকে 'সি ইউনিকর্ণ' নামে একটি কয়লার জাহাজ সাগর পাড়ি দেয়, সেবার ক্যাপ্টেন পিটার ছিলেন ঐ জাহাজের কম্যাণ্ডার। তারপর আরও কয়েকবার সাগরে পাড়ি দেন তিনি। প্রত্যেকবারই সফল হন। ১৮৮৪ সালে ক্যাপ্টেন পিটার নাবিক জীবন থেকে অবসর নেন। কয়েক বছর এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানোর পরে স্যাসেক্সে ফরেস্ট রোর কাছে উডম্যানস লি নামে একটি জায়গা কেনেন, বাড়ি তৈরি করে

সেখানে দু'বছর কাটান। আজ থেকে ঠিক সাতদিন আগে ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারি তাঁর বাড়িতে নিষ্ঠুরভাবে খুন হয়েছেন।'

হোমস কান খাড়া করে শুনছে, অথবা তার ভাষায় ঝালিয়ে নিচ্ছে। একটু থেমে দম নিয়ে হপকিনস আবার শুরু করল, 'ক্যাপ্টেন ক্যারির স্ত্রী বেঁচে, একটি মেয়েও আছে তার বয়স কুড়ি বাইশ হবে। এছাড়া আছে দু'জন কাজের মেয়ে। কাজের মেয়েরা ওঁর কাছে বেশিদিন টেকে না, মনিবের উৎপাতে কাজে ঢোকার অল্প কিছুদিনের মধ্যে পালায় তারা। বেঁচে থাকতে দিনরাত মদের নেশায় চুর হয়ে থাকতেন ক্যাপ্টেন ক্যারি, ঐ সময় অনেক পৈশাচিক কাজ করতেন। একবার নেশার ঘোরে মাঝরাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে বৌ আর মেয়েকে চাবুক মারতে মারতে উনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, শেষকালে তাঁদের আর্তনাদ শুনে আশেপাশের লোকেরা এসে হাজির হয়, তারাই অনেক কষ্টে তাঁদের আবার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। মারা যাবার কিছুদিন আগে এলাকার গির্জার বয়স্ক পাদ্রিকে মারধোর করায় আদালতের শমনও জারি হয় তাঁর নামে। খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছি জাহাজে যতদিন চাকরি করেছেন ততদিন অধীনস্থ নাবিকদের সঙ্গেও এইভাবে খারাপ ব্যবহার করেছেন তিনি। লোকটাকে দেখতে ছিল গুণ্ডা বদমাশের মত, মুখে কালো দাড়ি থাকায় স্থানীয় লোকেরা ওঁর নাম দেয় ব্ল্যাক পিটার। কেউ দেখতে পারত না বলে প্রতিবেশীরা কেউ ওঁর মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেনি বরং এমন মন্তব্য করেছে যার অর্থ আপদটা গেছে, হাড় জুড়িয়েছে। সুবিধের জন্য আমি নিহত ক্যাপ্টেন ক্যারিকে ব্ল্যাক পিটার নামেই উল্লেখ করব। এহেন ভয়ানক লোক বাড়িতে থাকতেন না। বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটা কাঠের কেবিন বানিয়েছিলেন। সেখানে রোজ রাতে উনি শুতে আসতেন। এই কেবিনটি ছিল জাহাজের কেবিনের মত দেখতে, সেখানে আর কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিতেন না। ভেতরে চারটে জানালা ছিল কিন্তু সচরাচর সেসব জানালা ব্ল্যাক পিটার খুলতেন না।

ব্ল্যাক পিটার খুন হলেন বুধবার, তার দু'দিন আগে সোমবার রাতে একজন পাথরের মিস্ত্রি কেবিনের পাশের রাস্তা দিয়ে আসছিল, হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ে রাস্তার ধারের একটা জানালা খোলা, সেই জানালার পর্দা ঝুলছে। মিস্ত্রির বক্তব্য, পর্দার ওপর একটি মুখের ছায়া সেদিন তার চোখে পড়ে, সে পাশ ফেরানো। মুখে দাড়ি ছিল কিন্তু সে মুখ ব্ল্যাক পিটারের নয় এ সম্পর্কে সে নিশ্চিত।

পরদিন মঙ্গলবার ব্ল্যাক পিটার চব্বিশ ঘণ্টার বেশীরভাগ সময় বাড়িতে বসে মদ খেয়ে কাটান, নেশার ঘোরে গোটা বাড়ি দৌড়ঝাঁপ করে বেড়ান। কখন মারধোর করবে এই ভয়ে বাড়ির মেয়েরা সেদিনটা গা বাঁচিয়ে কাটিয়েছে, কেউ ওঁর সামনে যায়নি। বেশী রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ব্ল্যাক পিটার চলে আসেন তাঁর কেবিনে।

ব্ল্যাক পিটারের একমাত্র মেয়ে রোজ রাতে জানালা খুলে ঘুমোয়, সেদিনও ঘুমিয়েছিল। রাত দুটো নাগাদ এক প্রচণ্ড আর্তনাদে তার ঘুম যায় ভেঙ্গে। নেশার ঘোরে বা ঘুমের মধ্যে তার বাবা এভাবে প্রায়ই চেঁচামেচি করত তাই ব্যাপারটাকে সে আদৌ গুরুত্ব দেয়নি। পরদিন বুধবার সকালে বাড়ির এক কাজের মেয়ে দেখতে পায় ব্ল্যাক পিটারের কেবিনের দরজা খোলা। কিন্তু কাজের মেয়েরা ব্ল্যাক পিটারকে খুব ভয় পেত তাই খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দেয়নি। বেলা বাড়তে থাকে অথচ ব্ল্যাক পিটারের সাড়াশব্দ নেই। ওদের মনে সন্দেহ জাগে, শেষকালে দুপুরের দিকে সাহসে ভর করে ওরা কেবিনের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দেয়, তারপর ছুটে গাঁয়ে যায় তারা, স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে নিয়ে থানায় এসে সব জানায়। তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি ঘটনাস্থলে যাই, দেখি এক নৃশংস দৃশ্য। কালো দাড়িওয়ালা একটা লোককে হারপুন দিয়ে কাঠের দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেলা হয়েছে, চারপাশে একরাশ মাছি উড়ছে। আমি একজন পুলিশ অফিসার, মিঃ হোমস, এ পর্যন্ত অগুনতি হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থলে আমায় যেতে হয়েছে তদন্তের দায়িত্ব নিয়ে,

একদিনের জন্যও বিচলিত বোধ করিনি। কিন্তু সেদিন চোখের সামনে ঐ নৃশংস দৃশ্য দেখে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল।

অমি আপনার পদ্ধতিতেই তদন্ত শুরু করলাম, মেঝে, বাইরের জমি খুঁটিয়ে দেখলাম কিন্তু কোনও পায়ের ছাপ খুঁজে পেলাম না।'

'এ তো আশ্চর্যের ব্যাপার,' হোমস মন্তব্য করল, 'হপকিনস, যখন একে হত্যাকাণ্ড বলে মেনে নিচ্ছ তখন অপরাধী কেউ না কেউ দু'পায়ে হেঁটে কেবিনে ঢুকেছিল তা মেনে নিতেই হবে। এমন এক হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থলে কোনও সূত্র নেই তা আমি মেনে নিতে রাজী নই। যাক, এবার বলো, কেবিনের ভেতর কি কি তোমার নজরে পড়েছে।'

'বুঝতে পেরেছি,' হপকিনস বলল, 'তখনই আপনাকে ঘটনাস্থলে না নিয়ে গিয়ে মস্ত ভুল করেছি। আচ্ছা, এবার কি কি আমার নজরে পড়েছে বলছি। এক, হারপুন, যার সাহায্যে ব্ল্যাক পিটারকে খুন করা হয়েছে। কেবিনের দেওয়ালের তাকে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা ছিল তিনটি হারপুন, প্রথম দুটি যেমন ছিল তেমনই আছে, তৃতীয়টি উধাও। বুঝলাম একটানে তৃতীয় হারপুনটি টেনে নামিয়ে হত্যাকারী ব্ল্যাক পিটারের বুকে গেঁথে দিয়েছে। তিনটি হারপুনের হাতলেই জাহাজের নাম এস এস সি ইউনিকর্ণ খোদাই করা তাও নজরে পড়ল। আরও দেখলাম ব্ল্যাক পিটারের পরনে বাইরে যাবার পোশাক, যদিও খুন হয় গভীর রাতে। মনে হল হয়ত কেউ ঐ সময় তার কাছে আসবে বলেছিল, ব্ল্যাক পিটার সেজেগুজে তারই অপেক্ষায় ছিল।

টেবিলের ওপর এক বোতল রাম আর দুটো ময়লা গ্লাস পড়েছিল দেখে বুঝলাম আমার অনুমান সঠিক।'

'রাম ছাড়া আর কোনও মদ চোখে পড়েনি?'

'পড়েছে, মিঃ হোমস,' হপকিনস বলল, 'সিন্দুকের ওপর একটা মুখ বন্ধ পাত্রের ভেতর ব্র্যাণ্ডি আর হুইস্কি ছিল তাও দেখেছি।'

'এটা নিঃসন্দেহে মাথা ঘামাবার মত সূত্র,' হোমস বলল, 'তদন্ত করতে গিয়ে আর যা যা জেনেছো বলো।'

'টেবিলের মাঝখানে সিল মাছের চামড়ার তৈরি একটা ছোট তামাকের থলে পড়েছিল, থলের ভেতরে লেখা পি. সি.। থলেতে আধ আউন্স কড়া তামাকও ছিল।'

পকেট থেকে একটা পুরোনো নোটবই বের করে ইন্সপেক্টর হপকিনস এগিয়ে দিল হোমসের দিকে। বহুদিন ধরে ব্যবহার করার ফলে নোটবইয়ের পাতাগুলো জীর্ণ হয়ে গেছে তবু কয়েকটা পাতা এখনও পড়া যায়। প্রথম পাতায় লেখা জে এইচ এন, ১৮৮৩, দ্বিতীয় পাতায় লেখা সি পি আর। এরপর আরও কয়েকটা পাতায় লেখা কোস্টারিকা, সাওপাওলো, আর্জেন্টিনা।

নোটবুকে এই নামের প্রথম হরফ সম্পর্কে তোমার কি অভিমত, হপকিনস?' হোমস শুধোল।

'সংখ্যাগুলো মনে হচ্ছে শেয়ার বাজারের ওঠাপড়া আর লাভ লোকসানের হিসেব নিকেশ,' হপকিনস বলল, 'দালালের নাম হয়ত জে এইচ এন আর ওর মক্কেলের নাম সি পি আর। কিন্তু মিঃ হোমস, এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ১৮৮৩ সালের পুরোনো শেয়ার বাজারের দালালদের নামের তালিকা আমি ঘেঁটে দেখেছি, সেখানে এমন একজনকেও পাইনি যার নামের প্রথম তিনটে হরফ জে এইচ এন। কাজেই আমার অনুমান টিকল না। তাহলেও আমি বিশ্বাস করি এই তিনটে হরফ এমন কোনও লোকের যে ব্ল্যাক পিটারের খুনের সঙ্গে জড়িত, হয়ত সেই খুনী। আরও একটা ব্যাপার — একগাদা দামী সিকিউরিটির উল্লেখ আছে এমন একটি দলিল এ কেসে ঢুকে পড়েছে এবং তার ফলে মনে হচ্ছে সেটাই খুনের আসল মোটিভ।'

'সি পি আর ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে নামের সংক্ষেপও হতে পারে,' হোমস বলল, 'খুন সম্পর্কে আমি যে সিদ্ধান্তে এসেছি সেখানে তোমার এই নোটবুকের কোনও ভূমিকা নেই,

হপকিনস, তবে দামী সিকিউরিটির ব্যাপারটা বাতিল করতে পারছি না। যে সিকিউরিটির উল্লেখ এখানে আছে বলছ সে সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছো?'

'আমাদের লোকেরা খোঁজখবর নিচ্ছে, মিঃ হোমস,' হপকিনস বলল, 'কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সেসব শেয়ার আর তাদের খদ্দেরদের নামধাম কয়েক হপ্তার আগে পৌঁছোবে না।'

'এখানে রক্তের দাগ লেগেছে মনে হচ্ছে,' নোটবুকের মলাট খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হোমস বলল, 'এটা কোথায় পেলে?'

'ব্ল্যাক পিটারের কেবিনের মেঝেতে পড়েছিল, তাই রক্ত লেগেছে,' দরজার কাছেই পড়েছিল। আমার ধারণা, ব্ল্যাক পিটারকে খুন করে পালাবার সময় অপরাধী ওটা ফেলে গেছে, তাড়াহুড়োর মুখে ওর খেয়াল হয়নি।'

'ব্ল্যাক পিটারের সম্পত্তির বিবরণ জোগাড় করেছো?'

'করেছি, মিঃ হোমস, কিন্তু সেখানে কোনও দামী সিকিউরিটির হদিশ নেই।'

'চুরির সম্ভাবনা থাকছে না?'

'আজ্ঞে না, চুরি হবার কোনও চিহ্ন চোখে পড়েনি, কেউ কোনও কিছু ছোঁয়নি।'

'বেশ, এই নোটবুক ছাড়া কেবিনে আর কি পেয়েছো?'

'ব্ল্যাক পিটারের পায়ের কাছে খাপে আঁটা একটা ধারালো ছুরি পড়েছিল, মিসেস ক্যারি ওটা তাঁর নিহত স্বামীর বলে সনাক্ত করেছেন।'

'তোমার রিপোর্ট শুনে ব্ল্যাক পিটারের কেবিন নিজের চোখে দেখার বড্ড সাধ হচ্ছে। আমায় ওখানে নিয়ে যাবে, হপকিনস?'

'এ কি বলছেন মিঃ হোমস?' হপকিনস বলল, 'আপনি গেলে আমার তদন্তের কাজেও অনেক সুবিধে হবে।'

'তাহলে আর বসে না থেকে গাড়ি ডাকো,' হোমস বলল, 'আমরা এখুনি বেরোব।'

ঘোড়ার গাড়িতে চেপে রেলস্টেশনে এলাম, ট্রেনে চেপে এলাম সাসেক্সে, সেখান থেকে আবার গাড়িতে চেপে তিনজনে এগোলাম গভীর বনের ভেতর দিয়ে।

নিহত ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির বাড়িতে পৌঁছোনোর পরে ইন্সপেক্টর হপকিনস তাঁর বিধবা স্ত্রী আর অবিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিল। মিসেস ক্যারিকে দেখলেই বোঝা যায় জীবন ভোর স্বামীর অনেক অত্যাচার দুর্ব্যবহার মুখ বুঁজে সয়েছেন। মেয়েটির চোখেমুখে প্রিয়জন হারানোর শোকের চিহ্নটুকু নেই, পাষণ্ড বাপ খুন হওয়ায় সে যেন খুব খুশি। এরপর হপকিনস আমাদের নিয়ে এল আউটহাউসে। কাঠের তৈরি বাড়িতে জানালা মাত্র দুটো, একটা বাড়ির শেষ মাথায়, আরেকটা দরজার পাশে। দরজার তালা খুলতে গিয়ে থমকে গেল হপকিনস, ঝুঁকে তালাটা খুঁটিয়ে দেখে বলল, 'মিঃ হোমস, এ তালা কেউ খোলার চেষ্টা করেছে।'

'ভুল বলেনি,' হোমস বলল, 'দরজার কাঠের রংয়ের ওপর আঁচড় পড়েছে, ফলে ভেতরের সাদা অংশ দেখা যাচ্ছে।' লাগোয়া জানালাটা পরীক্ষা করে সে বলল, 'এটা ও কেউ খোলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। হয়ত নতুন সিঁধেল চোর, কায়দাগুলো এখনও রপ্ত হয়নি।'

'গতকাল সন্ধ্যের পরেও এসব দাগ এখানে ছিল না মিঃ হোমস,' হপকিনস বলল, 'ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না।'

'অত ভেবো না, হপকিনস,' হোমসের গলায় আত্মবিশ্বাসের সুর ফুটে বেরোল, 'লোকটা আবার ফিরে আসবে মনে হচ্ছে। ছোট ছুরির ফলা দিয়ে দরজার তালা খুলতে গিয়েছিল, পারেনি। তোমার কি মনে হয়, এরপর তার পক্ষে কি করা স্বাভাবিক?'

'তালা খোলার সরঞ্জাম নিয়ে আবার ফিরে আসা,' হপকিনস জবাব দিল।

'ঠিক বলেছো,' হোমস সায় দিল, 'ঐ সময় তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে।'

তালা খুলে কেবিনের ভেতরে ঢুকলাম আমরা। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে হোমস ভেতরের সবকিছু খুঁটিয়ে দেখল, একটা খালি শেলফ দেখিয়ে বলল, 'এখান থেকে কিছু তুলেছো, হপকিনস?'

'না, মিঃ হোমস।'

'আলবাৎ কিছু সরানো হয়েছে,' হোমস জোর দিয়ে বলল, 'তুমি না সরালে আর কেউ সরিয়েছে। তাকিয়ে দেখ, শেলফের এখানে অন্য জায়গার তুলনায় ধুলো জমেছে অনেক কম। বই অথবা বাক্স গোছের কিছু ছিল মনে হচ্ছে। চলো হে ডাক্তার, হাওয়া খেয়ে আর পাখি দেখিয়ে সময় কাটিয়ে আসি। হপকিনস, রাতে তোমার সঙ্গে আবার এখানে দেখা হবে, তৈরি থেকো।'

রাত এগারোটা নাগাদ হোমস আর আমি আবার ফিরে এলাম ব্ল্যাক পিটারের কেবিনে। হপকিনস আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে, তাকে নিয়ে হোমস আর আমি কেবিনের কাছাকাছি ঝোপের ভেতর ওঁৎ পাতলাম।

চারপাশের নিস্তব্ধ পরিবেশে একেকসময় গা ছমছম করে ওঠে, বারবার মনে হয় কার অদেখা অস্তিত্ব নজর রাখছে আমাদের ওপর। বসে থাকতে থাকতে কখন চোখে তন্দ্রার আবেশ নেমেছে টের পাইনি, ঘাড়ে হোমসের লম্বা আঙুলের খোঁচা খেয়ে ধড়মড় করে উঠলাম। ঘড়ি বের করে দেখি রাত আড়াইটে। তখনই মৃদু অথচ স্পষ্ট ধাতব শব্দ কানে এল। কেবিনের দিকে তাকাতেই দেখি ভেতরে মোমবাতি জ্বলছে। হোমসের অনুমান ফলেছে, গতকাল যিনি তালা ভাঙতে না পেরে ফিরে গেছেন তিনি আজ আবার এসেছেন, তালা খুলে ভেতরে ঢুকে দেশলাই জ্বেলে মোমবাতি ধরিয়েছেন। ঝোপ থেকে বেরিয়ে লঘু পায়ে তিনজনে এসে দাঁড়ালাম দরজার লাগোয়া জানালার কাছে, জালি পর্দার এপাশ থেকে তাকাতে নজরে পড়ল আমাদের রাতের অতিথির বয়স খব কম, হয়ত কুড়িও হয়নি। ভয়ে তার মুখখানা মড়ার মত পাঁশুটে দেখাচ্ছে। টেবিলে জ্বলন্ত মোমবাতি বসিয়ে শেলফ থেকে একটা মোটা বই নিয়ে ফিরে এল। আগেই দেখেছি ঐ শেলফে জাহাজের কিছু লগ বুক সাজানো ছিল, এ বইটা তাদেরই একটা। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সে একে একে পাতা ওল্টাতে লাগল। হঠাৎ রেগে মেগে সে বইটা ঘরের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল, সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতিটাও গেল নিভে। ঘর ছেড়ে বেরোতে যেতেই ইন্সপেক্টর হপকিনস পেছন থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছটফট না করে সহজেই ধরা দিল ছেলেটি।

'কে তুমি?' পুলিশী ধমক দিল হপকিনস, 'এত রাতে তালা ভেঙে এখানে ঢুকেছো কোন সাহসে? তোমার নাম কি?'

'আমার নাম জন হপলি লেলিগান,' ছেলেটি জবাব দিল, 'একটা অনেকদিনের পুরোনো কেলেংকারির কথা নতুন করে সবাইকে জানানোর ইচ্ছে আমার নেই, তবু এই অবস্থায় তা গোপন করে লাভ নেই। আপনার ডসন এ্যাণ্ড লেলিগান নামে কোনও ব্যাংকিং কোম্পানীর নাম শুনেছেন?'

'কর্ণওয়ালের বহু মানুষ যেখানে টাকা রেখে রাতারাতি পথে বসেছিল সেই ব্যাংক?' হোমস জানতে চাইল, ফেল পড়ার সময় ঐ ব্যাংকে জমা টাকার মোট পরিমাণ ছিল প্রায় দশ লাখ পাউণ্ড, তুমি সেই ব্যাংকের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ,' ছেলেটি বলল, 'এ ব্যাংকের অন্যতম পার্টনার লেলিগান আমারই বাবা। আমার বয়স তখন দশ এগারোর বেশি না হলেও আমাদের পরিবারের মাথা ঐ ঘটনায় কতটা নীচু হয়েছিল তা এখনও মনে আছে। অনেকের মুখেই শুনেছি আমার বাবাই ব্যাংকের যাবতীয় সিকিউরিটি সঙ্গে নিয়ে উধাও হন। এই বদনাম আমার বাবার নামে মিছিমিছি রটানো হয়েছে। আসলে বাবা তাঁদের প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় পাওনা মিটিয়ে দেবার জন্য খানিকটা সময় চেয়েছিলেন, আদালতের হুকুমে পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করার আগেই তিনি নিজের জাহাজে চেপে নরওয়ে যান।

সিকিউরিটিগুলোর একটা তালিকা বাবা যাবার আগে রেখে যান, মাকে বলেন, যারা তাঁর প্রতিষ্ঠানে টাকা রেখেছিল তাদের সব টাকা ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারলে তবেই ফিরে আসবেন, নয়তো নয়। এরপরেই বাবা হঠাৎ উধাও হলেন, আমরা ধরে নিলাম জাহাজডুবিতে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু বড় হয়ে ওঠার বেশ কিছুদিন পরে আচমকা এক ঘটনা ঘটল, বাবার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু জানালেন যেসব সিকিউরিটি সঙ্গে নিয়ে বাবা রওনা হন এত বছর বাদে লণ্ডনের শেয়ার বাজারে তাদের কয়েকটার আবির্ভাব ঘটেছে। এখবর শোনার পরে আমাদের মনের অবস্থা কি হতে পারে বুঝতেই পারছেন। অনেক খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম পিটার ক্যারি নামে এক অবসরপ্রাপ্ত জাহাজের ক্যাপ্টেন ওগুলো বাজারে ছেড়েছেন।

সিকিউরিটিগুলো ছিল বাবার হেফাজতে, তিনি জাহাজ সমেত উধাও হলেন। ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করুন। বাবার কি হল, তাঁর হেফাজতের সিকিউরিটি কিভাবে ওঁর কাছে এল এসব জানবার জন্যই আমি এসেছিলাম, কিন্তু তার আগেই ক্যাপ্টেন ক্যারি খুন হলেন। খবরের কাগজে খুনের তদন্তের বিবরণে উল্লেখ ছিল 'সি ইউনিকর্ণ' জাহাজের যাবতীয় 'লগবুক' ও অন্যান্য বইপত্র ক্যাপ্টেন ক্যারির কেবিনে ছিল। তখনই মনে হয়েছিল সি ইউনিকর্ণের ১৮৮৩ সালের লগবুকগুলো ঘাঁটলে হয়ত জানতে পারব বাবার কি পরিণতি ঘটেছে। গতরাতে এসে দেখেছি দরজা তালাবন্ধ, তালা খুলতে না পেরে ফিরে গেলাম, আজ আবার এলাম। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম, কিন্তু যে বই খুঁজে বেড়াচ্ছি তার পাতা ঘেঁটে যা চাইছি তার হদিশ পেলাম না। তখনই আপনারা এসে পড়লেন।'

'এটা তুমি পেলে কোথায়?' হপকিনস জীর্ণ নোটবুকটা তাকে দেখিয়ে জানতে চাইল। পাতা ওল্টাতেই দেখা গেল ছেলেটির নামের তিনটি হরফ জে এইচ এল লেখা আছে।

'জানি না,' ছেলেটা কান্নাচাপা গলায় জবাব দিল, 'যে হোটেলে ছিলাম হয়ত সেখানেই এটা ফেলে এসেছিলাম।'

'ব্যস্!' ধমকে উঠল হপকিনস, 'অনেক মিছে কথা বলেছো, আর নয়! বাকি যা বলার তা আদালতে বলবে। এবার আমার সঙ্গে থানায় চলো। মিঃ হোমস, তদন্তের কাজে আমায় সাহায্য করেছেন বলে আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি!'

'দু'টো টেলিগ্রাম ফর্ম লেখো তো ওয়াটসন,' পরদিন সকালে বেকার স্ট্রীটের আস্তানায় পৌঁছেই হোমস নির্দেশ দিল, একটার বয়ান, 'আগামীকাল সকাল দশটা নাগাদ তিনজন নাবিককে পাঠান। বেসিল। ঠিকানা ঃ সামনার শিপিং এজেন্ট, র‍্যাটক্লিফ হাইওয়ে। অন্যটার ঠিকানা ইন্সপেক্টর হপকিনস, ৬, লর্ড স্ট্রীট, ব্রিক্সটন। লেখো ঃ আগামীকাল সকাল সাড়ে ন'টায় এখানে ব্রেকফাস্ট খাবে। আসতে না পারলে তার করো। শার্লক হোমস।'

পরদিন সকাল ঠিক সাড়ে ন'টায় ইন্সপেক্টর হপকিনস এল। ব্রেকফাস্ট সেরে হোমস তাকে বলল, 'হপকিনস, ব্ল্যাক পিটার খুনের তদন্তের সমাধান তুমি করতে পারোনি এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আসামী স্বীকারোক্তি করেছে?'

'না, মিঃ হোমস,' তবে এ খুন যে ওই করেছে সে সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে এসেছি। ব্ল্যাক পিটার যে রাতে খুন হলেন সেদিনই আসামী লেলিগান এই এলাকায় ব্র্যাম্বলটাই হোটেলের একতলায় ওঠে গল্প খেলবে বলে। সে রাতেই লেলিগান ব্ল্যাক পিটারের সঙ্গে দেখা করে, কথা কাটাকাটি থেকে মারামারি, তারপর তাক থেকে হারপুন টেনে নামিয়ে লেলিগান সেটা গেঁথে দেয় ব্ল্যাক পিটারের বুকে। কিন্তু খুন করার মতলবে লেলিগান এখানে আসেনি। পুরোনো সিকিউরিটিগুলোর ব্যাপারে ব্ল্যাক পিটারের সঙ্গে কথা বলতেই তার এখানে আসা। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় সে আরও দুবার সেখানে এল, শেষবার ধরা পড়ে গেল হাতে নাতে। আপনার কাছে এটা স্বাভাবিক ঠেকছে না কেন, জানতে পারি, মিঃ হোমস?'

'নিশ্চয়ই পারো, হপকিনস,' হোমস বলল, 'তবে খুনের পারিপার্শ্বিক ব্যাপারগুলো নিয়ে তুমি একটা মাথা খাটাবে আমি তাই আশা করেছিলাম। হপকিনস, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি হারপুন সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণা তোমার নেই। ব্ল্যাক পিটার কত শক্তিশালী ছিল তা নতুন করে বলার দরকার নেই, এমন একটি শক্তিশালী লোককে হারপুন দিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেলা যে তোমার রোগাপটকা আসামীর পক্ষে সম্ভব না এটাই তোমার নজর এড়িয়ে গেছে। না, হপকিনস, নেলিগান নয়, ব্ল্যাক পিটারকে যে খুন করেছে সে তার চাইতে কম শক্তিশালী নয়, তাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

হপকিনসের মুখে প্রতিবাদের ভাষা জোগাল না। ল্যাণ্ডলেডি মিসেস হাডসন ভেতরে ঢুকে জানালেন তিনজন নাবিক কাজের খোঁজে ক্যাপ্টেন বেসিলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

তিনজনকে পরপর পাঠাতে বলে হোমস তাকাল আমার দিকে, 'ডাক্তার, তোমার রিভলভার তৈরি রাখো, হপকিনস, তুমিও তৈরি থাকো, মনে হচ্ছে, শিকার টোপ গিলেছে, প্রথম লোকটি ঘরে ঢুকে স্যালুউট করে বলল, 'আমি জেমস ল্যাংকাস্টার, নাবিক, ক্যাপ্টেন বেসিলের সফরে লোক লাগবে জেনে এসেছি।'

'আমি দুঃখিত, ল্যাংকাস্টার,' হোমস বলল, 'তুমি কি হারপুন্যার?'

'না, ক্যাপ্টেন।'

'দুঃখিত, তাহলে তোমাকে দিয়ে চলবে না। এই আধগিনিটা নাও, এতদূর যাওয়া আসার ভাড়া।'

দ্বিতীয় নাবিকের নাম হিউ প্যাটিনস। হোমস তাকেও আধ গিনি গিয়ে খারিজ করল।

এবার এল তৃতীয়জন। স্যালিউট করে টুপিটা খুলে ফেলল সে। এক মাথা কালো চুল আর দাড়িগোঁফে ভর্তি মুখ, একনজর দেখে বোঝা যায় সে অসাধারণ শক্তির অধিকারী।

'কি নাম?' হোমস শুধোল।

'প্যাট্রিক কেয়ার্নস।'

'জাহাজে কি কাজ করেছো?'

'আমি হারপুনার।'

'মোট ক' বার সফরে গেছো?'

'তা ছাব্বিশবার ত বটেই।'

'কোন বন্দর থেকে?'

'ডাণ্ডী।'

'এক্ষুণি রওনা হতে পারবে?'

'বেতন কত?'

'মাসে আট পাউণ্ড।'

'রাজি।'

'তোমার কাগজপত্র দেখি।'

পকেট থেকে কিছু পুরোনো কাগজ বের এগিয়ে দিল লোকটি। সেগুলো একবার দেখেই হোমস বলল, 'তোমার মত লোকই দরকার। ঐ ছোট টেবিলে সফরের শর্ত লেখা কাগজ আছে, ওতে সই করে এসো।'

এগিয়ে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল হারপুনার প্যাট্রিক কেয়ার্নস, হোমস উঠে গিয়ে দাঁড়াল তার পেছনে।

'এখানে সই করব?' জানতে চাইল লোকটি।

'হ্যাঁ, এখানে,' জবাব দিল হোমস, পরক্ষণে তার দু'হাতে পেছন থেকে হাতকড়া এঁটে দিল সে। এই পরিস্থিতির জন্য তৈরী ছিল না লোকটি, ফাঁদে ধরা পড়েছে বুঝে হোমসে একটানে সে ফেলে দিল মেঝেতে, হাতকড়া পরা অবস্থাতেও লড়াই করতে লাগল তার সঙ্গে। হোমসের তুলনায় এ লোকটি অনেক শক্তিশালী, দেখেই হপকিনস আর আমি ছুটে গেলাম, রিভলভার বের করে তার রগে চেপে ধরলাম, সেই ফাঁকে হপকিনস দড়ি বের করে তার দু'পায়ের গোড়ালি বেঁধে ফেলল। লড়াই করা মিছে বুঝে লোকটা ঝিমিয়ে পড়ল।

'এই হল তোমার আসল আসামী, হপকিনস,' হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে দাঁড়াল হোমস, 'ব্ল্যাক পিটারকে এই হারপুন দিয়ে খুন করেছে!'

'হ্যাঁ, আমি তাকে খুন করেছি,' পিটার কেয়ার্নস বলল, 'তবে শুধু শুধু নয়, সে আগে ছুরি বের করেছিল আমায় মারবে বলে। কিন্তু ছুরি মারবার আগে আমি তারই একটা হারপুন টেনে নামিয়ে গেঁথে ফেললাম তাকে দেওয়ালের সঙ্গে। ব্ল্যাক পিটারকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।'

'কেন ওকে খুন করলে?' হোমস প্রশ্ন করল।

'ফাঁসিতে যখন আমায় মরতেই হবে তখন সব খুলে বলতে বাধা কোথায়?' কেয়ার্নস বলল, 'আগে আমায় উঠিয়ে একটু বসিয়ে দিন, তারপর বলছি, পায়ে বড্ড লাগছে।'

ইন্সপেক্টর হপকিনস আর হোমস খুব সাবধানে প্যাট্রিক কেয়ার্নসকে মেঝে থেকে তুলে বসিয়ে দিল।

'১৮৮৩ সালের আগস্ট মাসের কথা বলছি,' প্যাট্রিক বলতে শুরু করল, 'সি ইউনিকর্ণ জাহাজের কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারি, আমি ঐ জাহাজেই হারপুনার। সফর সেরে দেশে ফেরার পথে একটা ছোট জাহাজ সাগরে ভাসছে চোখে পড়ল, শুধু একজন ছাড়া আর কেউ তাতে ছিল না, তিনি নাবিক নন, তিনি ছিলেন ঐ জাহাজের মালিক। তাঁর মুখে শুনলাম, জাহাজ ডুবে যাবার মুখে জাহাজ ছেড়ে নৌকোয় চেপে নরওয়ে উপকূলের দিকে পাড়ি জমিয়েছে। যাই হোক, প্রথা অনুযায়ী আমরা তাঁকে তুলে নিলাম আমাদের জাহাজে, আমাদের ক্যাপ্টেন অর্থাৎ ব্ল্যাক পিটার তাঁকে নিজের কেবিনে নিয়ে গেলেন। সেখানে অনেকক্ষণ কথা বললেন দু'জনে। পরিত্যক্ত জাহাজের মালিকের সঙ্গে একটা টিনের বাক্স ছাড়া আর কোনও মালপত্র ছিল না। ভদ্রলোকের নাম কি তা আমরা জানতে পারিনি, ক্যাপ্টেন আমাদের জানতে দেননি। পরদিন সকালে ভদ্রলোক নিখোঁজ হলেন, আর তাঁর হদিশ মিলল না। অনেকে রটাল কোনও কারণে হয়ত তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু গোটা জাহাজে শুধু আমি জানতাম তাঁর কি হয়েছে, মেটল্যাণ্ড দ্বীপের আলো চোখে পড়ার দু'দিন আগে গভীর রাতে দেখেছিলাম আমাদের ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক পিটার সেই ভদ্রলোকের দু'পায়ের গোড়ালি বেঁধে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

কিন্তু নিজে চোখে দেখলেও ব্যাপারটা আমি চেপে গেলাম ইচ্ছে করেই। এই সফরের শেষে দেশে ফিরে ক্যাপ্টেন ক্যারি চাকরি থেকে অবসর নিলেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে যে টিনের বাক্স ছিল তার লোভেই উনি তাঁকে খুন করেন তাতে সন্দেহ নেই। তখনই মনে হল আমি আসল ঘটনা দেখেছি একথা বললে নিশ্চয়ই আমার মুখ বন্ধ রাখবার জন্য প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে।

ব্ল্যাক পিটারের ঠিকানা যোগাড় করে তার কাছে এলাম। প্রথম দিন আমার কথা শুনে তিনি প্রচুর টাকা আমায় দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, দু'দিন পর রাতের দিকে আসতে বললেন। সেইমত এসে দেখি উনি মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হয়ে আছেন, মেজাজ খিটখিটে। চাউনিটা সেদিন সত্যি বলতে কি ভাল ঠেকেনি আর তখনই শেলফে রাখা হারপুনটা চোখে পড়ল। টাকা দেয়া দূরে থাক, ব্ল্যাক পিটার আচমকা ছুরি বের করে তেড়ে এলেন আমার দিকে। কিন্তু আমি তৈরি ছিলাম। উনি ছুরি বের করতেই আমি হারপুনটা টেনে নামিয়ে আনলাম তারপর তার ফলাটা বসিয়ে দিলাম

ওর কলজেয়, দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেললাম ওঁকে। বিকট আর্তনাদ করে উনি মরলেন, কিন্তু কেউ ছুটে এল না। তখনই এদিক ওদিক তাকাতে চোখে পড়ল সেই টিনের বাক্সটা। ওটা নিয়ে পালালাম তবে সিলমাছের চামড়া দিয়ে তৈরি আমার তামাকের থলেটা টেবিলের ওপর ফেলে যাচ্ছি তা একবারও চোখে পড়ল না। ঘর থেকে বেরিয়ে দু'পা এগোতে কানে এল পায়ের আওয়াজ, দেখি পা টিপে একটা অল্পবয়সী ছোকরা ভেতরে ঢুকেছে। আমি ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল সেই ছোকরা তারপর বাইরে এসে দৌড়ে উধাও হল। সে কে, কেন এসেছিল তা জানি না।

দশ মাইল হেঁটে লণ্ডনে এলাম। বাক্স খুলে টাকাকড়ির বদলে পেলাম কতগুলো শেয়ারের কাগজ, কিন্তু সেসব কাগজ বিক্রি করার হিম্মৎ আমার নেই। পকেট পুরো খালি, এমন সময় খবর পেলাম ক্যাপ্টেন বেসিল একজন হারপুনার চাইছেন। সেই খবরের পেছন পেছন ধাওয়া করে এখানে এলাম, টের পাইনি খবরটা বাজে, ওটা আসলে আমাকে ফাঁদে ফেলার টোপ। খোঁজ খবর না নিয়ে এখানে আসতেই ধরা পড়লাম আপনাদের হাতে। আমার আর কিছু বলার নেই।'

'হপকিনস, তোমার আসামী আর তার বিবৃতি দু'টোই পেয়েছো, এবার যত শীগগির পারো একে এখান থেকে সরাও।

'আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না,' ইন্সপেক্টর হপকিনস বলল, 'এ যেন ম্যাজিক। কিভাবে এগোলেন বলবেন, মিঃ হোমস?'

'তোমায় একটু আগেই বলেছি ব্ল্যাক পিটারকে যে এভাবে খুন করেছে তাকে প্রচণ্ড শক্তিশালী হতে হবে এবং হারপুনার হতে হবে। পি সি লেখা তামাকের থলে যে ব্ল্যাক পিটারের নয় তা এখন বুঝতে পারেছো যদিও তারও নামের দুটি হরফ পি সি। তার কেবিনে তল্লাশী চালিয়ে রাম আর ব্র্যাণ্ডি পাবার কথা বলেছিলে মনে পড়ে? আমি তখন বলেছিলাম এটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। হুইস্কি আর ব্র্যাণ্ডি পড়ে রইল অথচ নিহতের সামনে টেবিলে রাখা দুটো গ্লাস দেখে বোঝা গেল তাতে জল দিয়ে রাম খাওয়া হয়েছে। সাগরে যারা দিন কাটায় অর্থাৎ যারা নাবিক তারাই এভাবে মদ খায়। খুনী যে নাবিক সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবার এটাও একটা পয়েন্ট। তবে নোটবুকের কথাটা আগে জানলে আরও আগে আরও সহজে আসামীকে ধরা সম্ভব হত। এবার যাও, জন হপলি নেলিগানকে হাজত থেকে খালাস করো, আসামীর কাছে যে টিনের বাক্স আছে সেটা তাকে ফিরিয়ে দেবে এবং মনে করে ঐ ভদ্রলোকের ছেলের কাছে মাফ চাইবে। ঐ যে, তোমার গাড়ি এসেছে। আসামীকে নিয়ে যাও। আমি ওয়াটসনকে নিয়ে নরওয়ে যাচ্ছি, মামলা ওঠার সময় সেখানেই থাকব মনে হচ্ছে, দরকার হলে চিঠি পাঠিয়ো বা তার করো, যতদূর সম্ভব সাহায্য করব। আজকের মত এসো তাহলে।'

সাত

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন

বিরক্তি আর ঘৃণা সহকারে ভিজিটিং কার্ডখানা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল হোমস, তুলে নিয়ে দেখি নাম লেখা ঃ চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন। হ্যাম্পস্টেড, এজেন্ট।

'এটা আবার কে? জানতে চাইলাম।

'ওর মত বদ লোক লণ্ডনে নেই,' হোমস জবাব দিল, 'দেখ তো, পেছনে কিছু লিখেছে কিনা।'

কার্ড উল্টোতেই চোখে পড়ল লেখা বিকেল সাড়ে ছ'টায় আসছি। সি. এ. এম। সি এ এম যে এই বদ লোকটিরই নামের আদ্যক্ষর বলার অপেক্ষা রাখে না।

'আসার সময় তো হয়ে এল,' হোমস বলল, 'ওয়াটসন, জীবনে কত ভয়ানক খুনী আর

মারাত্মক অপরাধীর সঙ্গে আমায় লড়তে হয়েছে তা তোমার অজানা নয়। তবু ওদের কাউকে আমি ঘেন্না করি না কিন্তু এই বদমাশটার নাম কানে এলেই রাগে ঘেন্নায় গা জ্বলে ওঠে। কিন্তু উপায় নেই, আমিই ওকে দেখা করব বলে ডেকে পাঠিয়েছি।'

'কিন্তু লোকটার অপরাধ কি?'

'লোকটা ব্ল্যাকমেলার,' হোমস বলল, 'জেনে রেখো ডাক্তার, এত বড় ব্ল্যাকমেলার দুনিয়ার অন্য কোথাও নেই। কবে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা সামাজিক রীতি লঙ্ঘন করে কোন পুরুষকে হৃদয় দিয়েছেন সেই খবর জোগাড় করে সে, তাঁদের প্রেমপত্র বিস্তর টাকাকড়ি খরচ করে জোগাড় করে তারপরেই খেলায় নামে সে। অতীতের পা ফসকানোর কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে সে এরপর তাদের শুষে টাকা আদায়ের খেলায় নামে যতক্ষণ পর্যন্ত না শিকার পথে বসে। অনেক সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারের ঝি চাকর তাদের মনিবের গোপন কেলেংকারির খবর পাচার করে এই মিলভারটনের কাছে, আর সেও তা মোটা দাম দিয়ে কিনে নেয়। শুনলে বিশ্বাস করবে না তবু এটা ঠিক এই লণ্ডন শহরে এমন কেউ নেই যার হাঁড়ির খবর ঐ শয়তানের কাছে নেই। কবে কখন বাগে পেয়ে কাকে সে ফাঁদে ফেলবে কেউ জানে না তাই ওর নাম শুনলে সবাই শিউরে ওঠে। যাকা খুন জখম করে বেড়ায় তারা অপরাধী হলেও আমার চোখে নীতিগতভাবে ওর চেয়ে অনেক উঁচুদরের জীব।'

'তাহলে ওকে ডেকেছো কেন?'

'বলছি,' হোমস বলল, 'আমার এক মক্কেল হালে ওঁর ফাঁদে পড়েছেন। লেডি ইভা ব্র্যাকওয়েল, এই সেদিন যিনি সেরা সুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথম হলেন, ওঁর কথা বলছি। আর্ল অফ ডোভারকোর্টের সঙ্গে ওঁর বিয়ে ঠিক হয়েছে, আর দিন পনেরো বাকি। এ'দিকে মহিলা এক কাণ্ড বাধিয়েছেন। পরিণতির কথা না ভেবে একসময় অন্য একজনকে কিছু প্রেমপত্র লিখেছিলেন। ঐসব প্রেমপত্র কিভাবে কে জানে এসে পড়েছে শয়তান মিলভারটনের হাতে। ফল কি দাঁড়িয়েছে বুঝতেই পারছো আমার মক্কেলের কাছে মিলভারটন মোটা টাকা দাবী করেছেন, টাকা না পেলে ঐসব চিঠি সে তার ভাবী বর অর্থাৎ আর্ল অফ ডোভারকোর্টের কাছে সরাসরি পাঠিয়ে দেবার হুমকিও দিয়েছে। সেসব চিঠির যে কোনও একটি হাতে এলে আর্ল যে এ বিয়ে ভেঙ্গে দেবেন তাতে সন্দেহ নেই। ব্যাপারটা অতদূর পর্যন্ত গড়াবার আগে মিলভারটনের সঙ্গে দেখা করে যতদূর সম্ভব ভাল শর্তে মিটিয়ে নেবার দায়িত্ব লেডি ইভা আমায় দিয়েছেন।'

হোমসের কথা শেষ হবার অল্প কিছুক্ষণ বাদে চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন এল দেখা করতে। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স, দাড়িগোঁফ কামানো গোল মুখ, সোনার চশমার আড়ালে দু'চোখে প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি ঠোঁটের নিষ্ঠুর হাসি। করমর্দনের উদ্দেশ্যে হোমসের দিকে হাত বাড়াল, সঙ্গে সঙ্গে হোমস হাত গুটিয়ে কিছুটা সরে এল।

'আমাদের আলোচনার সময় ইনি থাকবেন?' ইশারায় আমায় দেখাল মিলভারটন।

'নিশ্চয়ই,' হোমস দৃঢ় গলায় বলল, 'ডঃ ওয়াটসন আমার বন্ধু এবং পার্টনার, যে কারণে আপনার আসা তা ওঁর অজানা নয়।'

'এবার তাহলে কাজের কথায় আসা যাক,' মিলভারটনের উজ্জ্বল দু'চোখ চশমার আড়ালে ঝিকমিক করে উঠল, 'আপনি লেডি ইভা ব্র্যাকওয়েলের তরফে কথা বলতে চান জানিয়েছেন। আশাকরছি আমার দাবীও আপনার অজানা নয়।'

'কত আপনার দাবী?' হোমস শুধোল।

'বেশি নয়, মাত্র সাত হাজার পাউণ্ড।'

'মাত্র সাত হাজার, চমৎকার বলেছেন।' হোমসের গলার সুর লহমার ভেতর পাল্টে গেল, 'আর যদি আমার মক্কেল অত টাকা না দেন?'

'সেক্ষেত্রে আপনার মক্কেলকে অত্যন্ত শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে,' মিলভারটন মুখ টিপে হাসল, '১৪ তারিখের মধ্যে দাবীর টাকা আমার হাতে না এলে জানবেন ১৮ তারিখে এ বিয়ে কোনমতেই হবে না।'

'মিলভারটন,' হোমস বলল, 'আপনার জানা নেই আমার মক্কেল আমার নির্দেশ হুবহু মেনে চলবেন। অতীতের এক তুচ্ছ ঘটনার কথা ভাবী স্বামীকে জানিয়ে তাঁর করুণা প্রার্থনা করার নির্দেশ আমি দিলে কি করবেন আপনি?'

'আপনি মূর্খের স্বর্গে বাস করেছেন, মিঃ হোমস,' নিঃশব্দে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল মিলভারটন, 'আপনার মক্কেল যাকে বিয়ে করতে চাইছেন সেই আর্ল অফ ডোভারকোর্টের মেজাজ আপনি জানেন না। তবু যদি ভাবেন আর্লকে সব জানিয়ে এই সামান্য কিছু টাকা বাঁচাবেন তো মক্কেলকে তাই করতে বলুন।' কথা শেষ করে সে উঠে দাঁড়াল।

হোমসের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আরেকটু বসুন, এত তাড়াহুড়োর কি আছে। আমাদের কথাবার্তা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। আমার মক্কেলের নামে কেলেংকারি রটুক তা কখনোই আমার কাম্য নয়।' হোমসের চোখ মুখ দেখে টের পাচ্ছি শয়তানকে দমন করবে মত হাতিয়ার এই মুহূর্তে তার হাতে নেই। আর হয়ত তা আঁচ করেই মিলভারটন আবার বসে পড়ল।

'আমার মক্কেল খুব ধনী নন,' হোমসের গলায় মিনতির সুর ফুটে বেরোল, আপনি যা চাইছেন সাত হাজার পাউণ্ড তা দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। বড় জোর দু'হাজার পাউণ্ড তিনি দিতে পারবেন, যদিও ঐটুকু দিতেই তাঁর সম্পত্তির অনেকখানি খোয়াতে হবে। মিলভারটন, আমার অনুরোধ, আপনি দু'হাজারেই রফা করুন, ঐ নিয়েই চিঠিগুলো আমার মক্কেলকে ফিরিয়ে দিন। দোহাই, বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে এভাবে ওঁর সর্বনাশ করবেন না!'

মিলভারটন বলল, 'আপনার মক্কেল যদি আমার দাবী না মেটান জানবেন তাতেও আমার লাভ বই ক্ষতি হবে না। একইরকম আরও আট দশটা কেস আমার হাতে আছে। লেডি ইভার বিয়ে একবার ভেঙ্গে গেলে সে খবর জানাজানি হবে, যারা আমার শিকার তারাও ভয় পেয়ে হুঁশিয়ার হবে, জানবে আমার দাবী না মেটালে তারা কেউ বাঁচবে না।' বলেই একটা ছোট নোটবই বের করে পাতা ওল্টাল সে।

'ওর পেছনটা কভার করো, ওয়াটসন,' হোমস নির্দেশ দিল, 'এবার ওটা আমার হাতে ভাল ছেলের মত দিন তো, দেখি!' নোটবইটা ছিনিয়ে নিতে হাত বাড়াল হোমস।

'ভুল করলেন, মিঃ হোমস!' পিছিয়ে গিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে গায়ের কোটের বোতাম খুলল মিলভারটন, ভেতরে গুঁজে রাখা রিভলভারের বাট আমাদের দেখাল, 'আমার মত মানুষ যে শুধু হাতে এসব ব্যাপারে কথা বলতে যায় না, ভেবেছিলাম আপনি তা মানেন, কিন্তু আপনি ছেলেমানুষের মত কাজ করতে যাচ্ছেন! এক্ষেত্রে নিজেকে বাঁচাতে গুলি চালালে তা যে আইনসঙ্গত কাজ হবে জেনে রাখবেন। তাছাড়া আপনার মক্কেলের লেখা চিঠিগুলো নোটবইয়ে পুরে আমি এখানে আসব এমন ধারণা আপনার মাথায় এল কি করে? আমি আপনার মত বোকা নই। যাক, আমি এবার উঠছি। আরও কয়েকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেরে হ্যাম্পস্টেডে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে, কিন্তু উপায় নেই।' নোটবই পকেটে গুঁজে রিভলভারের বাটে হাত রেখে মিলভারটন এগিয়ে গেল দরজার দিকে। একটা চেয়ার তুলতে যাচ্ছি কিন্তু হোমস ইশারায় নিষেধ করতে থেমে গেলাম। নীচে নেমে গাড়িতে চেপে মিলভারটন উধাও হল।

একটি কথাও না বলে হোমস ফায়ারপ্লেসের আগুনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, খানিক বাদে চেয়ার ছেড়ে সে ঢুকল শোবার ঘরে বেরিয়ে আসতে চমকে গেলাম, কারণ তার চিবুকে ছাগল দাড়ি, দেখলে ছোকরা মজুর বলে মনে হয়। ঠোঁটে চেপে ধরা মাটির পাইপের তামাকে

আগুন দিল হোমস, 'ওয়াটসন, ফিরতে রাত হবে,' এইটুকু বলে সে বেরিয়ে গেল। মুখে ছাগল দাড়ি এঁটে মজুরের ছদ্মবেশে হোমস যে হ্যাম্পস্টেডে রওনা হল আর হ্যাম্পস্টেড মানেই চার্লস অগাস্টাস মিলভারটনের আস্তানা এটা আপনা থেকেই মাথায় এল।

'পরপর বেশ কয়েকদিন হোমস ঐভাবে হ্যাম্পস্টেডে গেল, তার কাজ ভালই এগোচ্ছে আমার প্রশ্নের জবাবে এর বেশি জানাল না সে। একদিন রাতে হোমস বাড়ি ফিরে এল, ছাগলদাড়ি খুলে হেসে বলল, 'তৈরি হও, নিতবর সাজার জন্য তৈরি হও, ওয়াটসন, মিলভারটনের বাড়ির কাজের মেয়েকে আমি শীগগিরই বিয়ে করছি।'

'নামটা শুনে চমকে উঠলেও অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না,' আমি বললাম, 'তোমায় উদ্ধার করার মত এত মেয়ে দেশে থাকতে শেষে কিনা —'

'এছাড়া উপায় ছিল না ডাক্তার,' হোমস তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ঠোঁট টিপে হাসল, 'মনিবের হাঁড়ির খবর জোগাড় করার বিনিময়ে ওর প্রেমে আমায় পড়তেই হয়েছে। আমি জলের পাইপের মিস্ত্রি, নাম এসকট, ভাল রোজগার। রোজ সন্ধ্যের পর ঐ কাজের মেয়ের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেমের নাটক করলাম, তাকে নিয়ে বেড়ালাম, রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে খাওয়ালাম, এসব করতে গিয়ে আমার প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ওর মনিবের বাড়িতে কোথায় কি আছে তাও জেনে নিয়েছি ওর কাছ থেকে। এতদূর এগিয়ে আর বসে থাকা যায় না, অতএব জলদি খেয়ে তৈরি হয়ে নাও ডাক্তার, আজ রাতেই ঐ বদমাশ মিলভারটনের বাড়িতে আমার যে করে হোক ঢুকতে হবে।'

যতই ঠাণ্ডা পড়ুক রাতের বেলা সবার নজর এড়িয়ে অভিযানে বেরোনোর ব্যাপারটা রীতিমত রোমাঞ্চকর মানতেই হবে। খেয়েদেয়ে পোশাক বদলে দু'জনে তৈরি হয়ে রওনা হলাম। ঠাণ্ডা হাওয়া প্রতিমুহূর্তে যেন চামড়া কেটে ফালি ফালি করছে। হ্যাম্পস্টেডে পৌঁছে পছন্দসই একটা ঝোপের কাছে এসে কালো রেশমি রুমালে মুখ ঢাকলাম দু'জনে। হোমস বলল, 'মন দিয়ে শোন। আগাথা মানে আমার, প্রেমিকার মুখ থেকে শুনেছি মিলভারটন বড্ড ঘুম কাতুরে, একবার ঘুমোলে ও সহজে জাগে না। দাঁড়াও, আমরা এসে গেছি, ডানদিকের এই বড় বাগানওয়ালা বাড়িটা। বাড়িতে একটা বড় শিকারি কুকুর আছে, কিন্তু আমি লুকিয়ে দেখা করতে আসি বলে আগাথা ঐ হতচ্ছাড়াকে ঘরে তালা দিয়ে রাখে, আজও তাই রেখেছে, কাজেই ভয় না করে খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢোক। তাকিয়ে দেখো ওয়াটসন, বাড়ির ভেতরে কোথাও এতটুকু আলো দেখা যাচ্ছে না, ঠিক এমনটিই চেয়েছিলাম।'

এতটুকু পায়ের শব্দ না করে হোমসের সঙ্গে এসে দাঁড়ালাম মিলভারটনের শোবার ঘরের পাশে।

'এটা শোবার ঘর,' হোমস বলল, 'এই দরজা খুলে সোজা ওর স্টাডিতে যাওয়া যায়।'

শব্দ এড়াতে হোমস দরজার কাঁচ বাইরে থেকে কেটে হাত গলিয়ে ছিটকিনি আলগা করল, দু'জনে ওপাশে যেতেই কড়া চুরুটের গন্ধ নাকে এল। এ বাড়িতে কোথায় কি আছে প্রেমের অভিনয় করার ফাঁকে হোমস সব জেনেছে কাজের মেয়ের কাছ থেকে, তার সঙ্গে একসময় এলাম স্টাডিতে। ঘরের এককোণে আলমারিতে প্রচুর বই, একটা সবুজ রংয়ের বড় সিন্দুকও চোখে পড়ল।

'দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াও,' হোমস চাপাগলায় বলল, কেউ এদিকে আসছে টের পেলেই ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দেবে।'

দরজার সামনে পর্দার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম, কান খাড়া করে। এবার হোমস পকেট থেকে একেকটা যন্ত্র বের করে সিন্দুক খুলতে লাগল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে খুলে গেল সিন্দুক আর তার ভেতরের দরজা, একরাশ কাগজের প্যাকেট নজরে পড়ল। একটা প্যাকেট তুলে দেখল হোমস, কিন্তু ওপরে লেখা নাম ধাম পড়তে পারল না। আচমকা কান খাড়া করে কি শুনল সে, সিন্দুকের

পাল্লা ভেজিয়ে যন্ত্রপাতির থলেটা তুলে নিয়ে জানালার পর্দার আড়ালে লুকোল, আমাকেও সরে আসার ইশারা করল।

সুইচ টিপতেই ঘর আলোয় ভরে গেল, বড় একটা চুরুট টানতে টানতে ভেতরে ঢুকল গৃহস্বামী মিলভারটন স্বয়ং। পর্দা সামান্য ফাঁক করতে দেখি আমাদের দিকে পেছন ফিরে বসেছে শয়তানটা, কড়া তামাকের গন্ধে ঘর ভরে উঠেছে।

একগাদা দলিল কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখল মিলভারটন, এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় আলতো টোকা পড়ল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে চেয়ার ছেড়ে উঠল মিলভারটন, থপ থপ করে ভারি শরীরটা নিয়ে এল দরজার সামনে, পাল্লা খুলে দিতে ভেতরে ঢুকলেন এক মহিলা, তাঁর পোশাকের খসখস শব্দও শুনতে পেলাম। ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসল মিলভারটন, মহিলা এসে দাঁড়ালেন তার মুখোমুখি, টেবিলের সামনে। পর্দার আড়াল থেকে চোখে পড়ল পাতলা ছিপছিপে দেহ কালো পোশাকে ঢাকা, যা দেখে বোঝা যায় তিনি বৈধব্য পালন করছেন। চাপা উত্তেজনায় থরথর করে তাঁর দেহ কেঁপে উঠছে তাও নজর এড়াল না।

'কাউন্টেস দ্য অ্যালবার্টসকে শায়েস্তা করার মত কিছু চিঠি আপনি আমার কাছে বিক্রি করতে চান লিখেছেন। আমি তো কিনব বলেই বসে আছি, তার আগে একবার ওগুলো যাচাই করে দেখব। আরে, একি! আপনি! এখানে?'

'হ্যাঁ, আমি, শয়তান!' বলতে বলতে মহিলা মুখের কালো ওড়না খসালেন, তাঁর সুন্দর মুখে খাড়া নাক, ঘন কালো একজোড়া ভুরু খুব চেনা ঠেকল।

'হ্যাঁ, আমি সেই,' বলতে বলতে মহিলা পোশাকের ভেতর থেকে টেনে বের করলেন ছোট একটি রিভলভার, 'আমার জীবন তুমি ধ্বংস করেছো, আজ এসেছি তার বদলা নিতে! নাও, রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর, আরেকটা! এই আরেকটা!'

ট্রিগারে চাপ পড়তে একের পর এক গুলি রিভলভারের নল থেকে বেরিয়ে বিঁধল মিলভারটনের বুকে, টলতে টলতে একবার উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে গেল সে। সেই অচেনা মহিলার প্রতিশোধ নেবার সাধ তখনও মেটেনি, এগিয়ে এসে জুতোর হিল দিয়ে কয়েকবার আঘাত করলেন মিলভারটনের মুখে, তারপর একঝলক হাওয়ার মতই দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

একটু আগে আমি মহিলাকে রুখতে পর্দার আড়াল থেকে বেরোনোর উদ্যোগ করতে হোমস আমায় চেপে ধরেছিল, এবার তিনি উধাও হতে সে বেরিয়ে এল। গুলির আওয়াজে বাড়ির কাজের লোকেরা জেগে উঠেছে, তাদের সমবেত পায়ের আওয়াজ এদিকেই আসছে। ছুটে গিয়ে হোমস দরজায় ছিটকিনি আঁটল ভেতর থেকে, তারপর সিন্দুক খুলে এক তাড়া চিঠি বের করে ফেলতে লাগল ঘরের ফায়ারপ্লেসের আগুনে। টেবিলের ওপর রক্তে মাখামাখি একটা চিঠি পড়েছিল সেটাও আগুনে ফেলতে ভুলল না সে। সিন্দুক খালি হতে আমায় ধরে টানতে টানতে বাইরে বেরোল হোমস।

গোটা বাড়ির সবকটা ঘরের আলো জ্বলে উঠেছে, বাগানের দিকে কয়েকজন লোক ছুটে যাচ্ছে। হোমস আর আমি ফাটকের দিকে দৌড়োতেই তারা 'ধরো, ধরো,' বলতে বলতে তাড়া করল। একটু পরেই থেমে গেলাম সামনে পাঁচিল দেখে। বেশি উঁচু নয়, বড় জোর ছ'ফিট উঁচু হবে। প্রথমে হোমস তার পেছনে আমি পাঁচিল টপকালাম। ওপাশে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘন ঝোপে ঠাসা, তার ভেতর দিয়ে অনেক দূর দৌড়ে একসময় নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে গেলাম আমরা।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সবে সেরেছি এমন সময় আমাদের পুরোনো বন্ধু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর লেসট্রেড এসে হাজির।

'মিঃ হোমস,' লেসট্রেড বলল, 'যদি ব্যস্ত না থাকেন তাহলে একটা খুনের তদন্তে সাহায্য করতে পারবেন ভেবে এসেছি।'

'কি সর্বনাশ। এই সাতসকালে খুন? ঘটনাস্থল কোথায়?' শুধোল হোমস।

'আজ্ঞে হ্যাম্পস্টেডে,' লেসট্রেড বলল, 'নিহত ব্যক্তির নাম চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন, ব্ল্যাকমেল করে অনেক ভদ্র সম্ভ্রান্ত মানুষের চরম সর্বনাশ করেছে সে। আততায়ী শুধু খুন করেনি, ঘরে ব্ল্যাকমেল করার মত যত চিঠিপত্র আর দলিল ছিল সব আগুনে পুড়িয়ে ছাই করেছে। ও যাদের সর্বনাশ করেছে এমন কেউ বা কারা এ কাজ করেছে বলেই মনে হয়, যদিও এটা আমার অনুমান।'

'কেউ বা কারা?' হোমস প্রশ্ন করল, 'তুমি ঠিক জানো, লেসট্রেড?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বাড়ির কাজের লোকেদের থেকে শুনলাম, ওরা দু'জন লোককে তাড়া করেছিল কিন্তু হাত ফসকে দু'জনেই পাঁচিল টপকে পালিয়েছে। দু'জনের মুখে কালো মুখোশ আঁটা ছিল তাও বলল।'

'দুঃখিত লেসট্রেড,' হোমস বলল, 'এই খুনের তদন্তে আমি তোমায় সাহায্য করতে পারব না। মিলভারটন আমার এক মক্কেলের বিয়ে ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। তবে জান তো, কিছু অপরাধ আছে আইনের সাহায্যে যেগুলো নিবারণ করা যায় না, এক্ষেত্রে কেউ ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলে আমি তা সমর্থন করি। এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে আমি ইচ্ছুক নই। মিলভারটনকে যারা খুন করেছে তারা আমার সহানুভূতি পাবে, এ কেসে তাই আমি কোনওভাবে পুলিশকে সাহায্য করব না।'

লেসট্রেড বিদায় নেবার পরে হোমস অনেকক্ষণ বসে কি যেন চিন্তা করল গভীরভাবে। দুপুরে খেতে বসেই আচমকা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'পেয়েছি, ওয়াটসন, এসো বেরোই!' কোনও প্রশ্ন করার সময় না দিয়ে হোমস আমায় টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। হাঁটতে হাঁটতে রিজেন্ট সার্কাসে পৌঁছে গেলাম। কাছেই একটা দোকানের শোকেসের কাছে হোমস আমায় নিয়ে এল, সেখানে তখনকার আমলের অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ আর সুন্দরী মহিলার ফ্রেমে বাঁধানো ফোটো সাজিয়ে রাখা। সেইসব সুন্দরীদের একজনের ফোটোর দিকে তাকাল হোমস, ধারালো খাড়া নাক, ঘন কালো ভুরু আর ছোট চিবুক খুব চেনা ঠেকল। এক সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের স্ত্রীর ফোটো। এবার বুঝতে পারলাম হোমস খাওয়া ছেড়ে কি দেখাতে আমায় এখানে নিয়ে এসেছে।

হোমসের চোখের দিকে তাকালাম। ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে ইশারায় চুপ করতে বলে সে আমার হাত ধরে আবার টেনে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

আট

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ সিক্স নেপোলিয়নস

'একটা লোক সুযোগ পেলেই সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের ছোট মূর্তি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে,' হোমস ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তাকালো ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের দিকে, 'ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো, গোড়া থেকে শুরু করো।'

'প্রথম ঘটনা ঘটেছে কেনিংটন রোডে ঠিক চারদিন আগে, লেসট্রেড বলল, 'ওখানে মর্স হাডসনের মূর্তি বিক্রির দোকান। ঐদিন দোকানের কর্মচারী কাউন্টার ছেড়ে অল্প কিছুক্ষণের জন্য ভেতরের দিকে যান সেই ফাঁকে ঘটনা ঘটে। আচমকা প্রচণ্ড এক আওয়াজ শুনে সেই কর্মচারী ফিরে আসেন, দেখেন কাউন্টারে সাজানো সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের মূর্তি মেঝেতে পড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। দেরি না করে সে বাইরে আসে, কিন্তু সন্দেহজনক কাউকে তার চোখে পড়ল না। কয়েকজন বলল একটি লোককে তারা দোকানের ভেতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছে তবে তার চেহারা তাদের মনে নেই, সে কোনদিকে গেছে তাও বলতে পারেনি তারা।

অনেকেই ধরে নিয়েছিল ব্যাপারটা নিছক বদমায়েশি। পুলিশকে জানানো হল, কিন্তু শস্তা দামের একটা প্ল্যাস্টারের মূর্তি ভাঙ্গার ঐ ঘটনাকে আমরা তখন গুরুত্ব দিলাম না।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল কাল রাতে ডঃ বার্ণিকটের বাড়িতে, প্রথম ঘটনা যেখানে ঘটেছে তার প্রায় একশ গজের মধ্যে ইনি থাকেন। ডঃ বার্ণিকটকে নেপোলিয়ন বিশেষজ্ঞ বলতে পারেন। নেপোলিয়নের জীবনী বিষয়ক অনেক বই আছে ওঁর বাড়িতে। কিছুদিন আগে ফরাসি ভাস্কর ডিভাইনের তৈরী নেপোলিয়নের দুটি ছোট আবক্ষ মূর্তি উনি কেনেন মর্স হাডসনের দোকান থেকে। একটি মূর্তি ছিল তাঁর কেনিংটন রোডের বাড়ির হলঘরে। অন্যটি লোয়ার ব্রিক্সটনের সার্জারিতে ম্যান্টলপিসের ওপর রেখেছিলেন। আজ সকালে বাড়িতে হলঘরে ঢুকে ডঃ বার্ণিকট দেখেন ডিভাইনের তৈরি নেপোলিয়নের সেই দুটি মূর্তির একটি ভাঙ্গা টুকরো টুকরো অবস্থায় পড়ে আছে মেঝেতে। দুপুরবেলা সার্জারিতে এসে দেখেন জানালা খোলা, নেপোলিয়নের অন্য মূর্তিটিও টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেতে গড়াচ্ছে। যে এ কাজ করেছে সে যে খোলা জানালা পথে ভেতরে ঢুকেছে তাতে সন্দেহ নেই। এই অদ্ভুত রহস্যের তদন্ত কোন পথে শুরু করব ভেবে পাচ্ছি না বলেই আপনার কাছে এসেছি, মিঃ হোমস। তিনটে ঘটনা তো আমার মুখ থেকে শুনলেন, এবার আপনার কি ধারণা বলুন।'

'তুমি এই কেসের তদন্তের দায়িত্ব পেয়েছো,' হোমস বলল, 'আগে তোমার অভিমত শোনাও, এ কাজ কার হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

'আমার ধারণা এটা এমন কোন উন্মাদের কাজ যে এতদিন বাদেও সম্রাট প্রথম নেপোলিযনকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। নেপোলিয়নের মূর্তি হাতের কাছে পেলেই সে তা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।'

'ভুল করছ লেসট্রেড,' হোমস বলল, 'মনে রেখো এই শহরে সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের বিভিন্ন আকারের মূর্তি খুঁজলে গাদা গাদা পাবে। তাদের বাদ দিয়ে একই ছাঁচ থেকে তোলা তিনটে আবক্ষ মূর্তি একজন উন্মাদ ভেঙ্গে চলেছে এই ধারণা মেনে নেওয়া যায় না।'

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি, মিঃ হোমস,' লেসট্রেড বলল, 'লন্ডনে শুধু মর্স হাডসনই প্লাস্টারের আবক্ষ মূর্তি কেনাবেচা করে। শহরে আরও অনেক মূর্তি থাকলেও ঐ তিনটে আবক্ষ মূর্তি বছরের পর বছর পড়েছিল তার দোকানে। এমনও তো হতে পারে যে স্থানীয় কোনও লোক হঠাৎ অতি উৎসাহের চোটে নেপোলিয়নের মূর্তি ভাঙ্গতে শুরু করেছে। আপনি কি বলেন, ডঃ ওয়াটসন। এটা কি কোনও উন্মাদের কাজ হওয়া অসম্ভব?'

'মোটেই অসম্ভব নয়, মিঃ লেসট্রেড,' আমি বললাম, 'এমন কোনও ক্ষ্যাপামি নেই মানুষ যাতে আক্রান্ত হতে পারে না।'

'মানতে পারছি না ডাক্তার,' হোমস আমার দিকে তাকাল, 'সে যেমন উন্মাদই হোক না কেন, কোন মূর্তি কোথায় কার কাছে আছে সেই খোঁজ রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

কোনও পথ না পেয়েই সেদিন লেসট্রেড বিদায় নিল, পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে তার টেলিগ্রাম হাতে এল, তাতে লেখা : 'এক্ষুনি কেনসিংটনের ১৩১, পিট স্ট্রীটে চলে আসুন — লেসট্রেড।'

ব্রেকফাস্ট সেরে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে দু'জনে এলাম পিট স্ট্রীটে, শহরের জন কোলাহলের মাঝখানে এই এলাকাটি অপেক্ষাকৃত শান্ত। ১৩১ নম্বর বাড়ির সামনে ভীড় করেছে কিছু মানুষ, দেখলে বোঝা যায় এরা স্থানীয় বাসিন্দা। লেসট্রেড দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এল, আমাদের নিয়ে এল ভেতরের বসার ঘরে। সেখানে বাড়ির মালিক পায়চারি করছেন। ভদ্রলোক প্রৌঢ়, মাথার চুল এলোমেলো। পরিচয়ের সূত্রে জানলাম তাঁর নাম হোরেস হার্কার, পেশায় সাংবাদিক, সেন্ট্রাল প্রেস সিণ্ডিকেটের প্রধান। খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাঁকে।

'আবার সেই ঘটনা, মিঃ হোমস,' লেসট্রেড বলল, 'সেই সঙ্গে খুন। মিঃ হার্কার আপনি এঁদের পুরো ঘটনা খুলে বলুন।'

'আজ থেকে ঠিক চার মাস আগে নেপোলিয়নের একটা ছোট আবক্ষ মূর্তি ঘরে সাজাবার জন্য কিনেছিলাম। স্টেশনের কাছে হার্ডিং ব্রাদার্সের দোকান থেকে খুব সস্তায় প্রায় জলের দরে কিনেছিলাম ওটা।

আমি রাত জেগে লেখালেখি করি, কালও করেছি। পেছনদিকের ঘরে বসে লিখছি, রাত তখন তিনটে। আচমকা নীচতলা থেকে পায়ের শব্দ কানে এল, সঙ্গে সঙ্গে বুকফাটা মরণ আর্তনাদ। শুনে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল থরথর করে। কিছুক্ষণ বসে সাহস সঞ্চয় করলাম, তারপর উনুন খোঁচানো বড় লোহার শিকটা হাতে নিয়ে নীচে এলাম। ঘরে ঢুকতে প্রথমেই চোকে পড়ল নেপোলিয়নের আবক্ষ মূর্তিটা উধাও হয়েছে ম্যান্টলপিসের ওপর থেকে। আরও কয়েক পা এগোতে মনে হল কার গায়ে পা ঠেকল, আলো নামিয়ে এনে দেখি চৌকাটের সামনে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে, চারপাশ রক্তে ভাসছে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে লোকটির গলা দু'ফাঁক হয়েছে। পুলিশের বাঁশি একটা আমার কাছে থাকে, সেটা বের করে জোরে বাজালাম, তারপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলাম। জ্ঞান হতে দেখি পুলিশ এসেছে।

'কে খুন হল?' হোমস জানতে চাইল।

'এখনও লোকটাকে সনাক্ত করা যায়নি,' লেসট্রেড বলল, 'তবে তার লাশ এখনও মর্গে আছে, ইচ্ছে করলে গিয়ে দেখতে পারেন। বয়স ত্রিশ পেরোয়নি, দেখতে লম্বা, পরনের জামা কাপড় সস্তা হলেও তাকে শ্রমিক বলে মনে হয় না। লোকটি শক্তিমান নিঃসন্দেহ, তাঁর মৃতদেহের পাশে শিংয়ের হাতলযুক্ত একটি ছুরিও পড়েছিল, কিন্তু ঐ ছুরির আঘাতেই তার গলা কাটা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে আমরা এখনও নিশ্চিত হইনি। মৃতদেহের জামাকাপড় তল্লাশি করে কোনও নাম আমরা পাইনি, যা যা পেয়েছি তার মধ্যে আছে একটা আপেল, খানিকটা দড়ি, লন্ডনের একটা ম্যাপ আর একটা ফোটো, এই দেখুন।' বলে লেসট্রেড একটা ছোট ফোটোগ্রাফ এগিয়ে দিল। মোটা ভুরু আর ঠেলে বেরিয়ে আসা চোয়ালে লোকটার মুখ বেবুনের মত দেখাচ্ছে, তাহলেও তার নাক চোখের গড়ন বেশ সুন্দর মানতে হয়।

'মিঃ হার্কারের বাড়ি থেকে যে মূর্তিটা খোয়া গেছে তাঁর খোঁজ পেলে?' হোমস লেসট্রেডকে শুধোল।

'পেয়েছি,' লেসট্রেড জানাল, ক্যাম্পডেন হাউস রোডে একটা খালি বাড়ির বাগানের সামনে ভাঙ্গাচোরা অবস্থায়। চলুন আপনাদের নিয়ে যাই ওখানে।'

'যাব তো বটেই,' হোমস সায় দিল, 'তার আগে এদিকের কাজ আরেকটু সেরে নিই। ঘরের কার্পেট আর জানালা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে করতে হোমস আপন মনে বলল, 'লোকটার পা দুটো হয় খুব লম্বা, নয়ত সে খুব চটপটে। এতটা জায়গা টপকে জানালার ধারে এসে সেটা খোলা সোজা কাজ নয়। যাক, মিঃ হার্কার, আপনি যাবেন নাকি আমাদের সঙ্গে?'

'আজ্ঞে না,' মিঃ হার্কার লিখতে লিখতে মুখ তুললেন, 'আমি এখন খুব ব্যস্ত।'

মিঃ হার্কারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছু দূরে তাঁর হারানো মূর্তির হদিশ মিলল। একদা যিনি ইওরোপ সমেত গোটা দুনিয়াকে দাবড়ে বেড়াতেন সেই মহান ফরাসি সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের ছোট আবক্ষ মূর্তি গুঁড়িয়ে দিয়েছে কেউ ক্ষমাহীন ক্রোধে। কয়েকটা ভাঙ্গা প্লাস্টারের টুকরো তুলে নিল হোমস, খুঁটিয়ে কি যেন দেখল। চোখমুখ দেখে বুঝলাম কিছু একটা সূত্র তার চোখে পড়েছে।

'কি মনে হচ্ছে, মিঃ হোমস?' লেসট্রেড প্রশ্ন করল।

'এখনও সমাধানের পথ পাইনি,' হোমস জবাব দিল, 'তবে দুটো সূত্র পেয়েছি। এক, নেপোলিয়নের মূর্তি চুরি করাই যে অপরাধীর প্রধান উদ্দেশ্য নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না,'

হোমস বলল, 'যেখানে মূর্তি হাতিয়েও সে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির বাইরে ভাঙ্গছে না, এটা প্রথম পয়েন্ট। মূর্তিটা এখানে এই বাগানে ভেঙ্গেছে সে, লেসট্রেড, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। লেসট্রেড, নিহত লোকটির পকেট হাতড়ে এই যে ফোটোটি পেয়েছো সেটা এখন আমার কাছেই থাক, হোমস বলল, 'আজ সন্ধ্যে নাগাদ তুমি আমার বাড়িতে এসো।'

লেসট্রেডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোমস আমায় নিয়ে এল হাই স্ট্রীটে হার্ডিং ব্রাদার্সে, মিঃ হার্কার মূর্তিটা এখান থেকেই কেনেন। কিন্তু দোকানের মালিক মিঃ হার্ডি তখন ছিলেন না, কর্মচারিরা জানাল তিনি আসবেন বিকেলে।

কিছুটা হতাশ হলেও হাল ছাড়ল না হোমস, দোকান থেকে বেরিয়ে সে বলল, 'বিকেলে আবার আমরা আসব এখানে, কি বলো, ডাক্তার? কিন্তু খালি হাতে বাড়ি ফেরা আমার ধাতে নেই জানো। ভাবছি একবার মর্স হাডসনে যাই, মনে রেখো, নেপোলিয়নের সবক'টা মূর্তি ওখান থেকেই এসেছে।'

মর্স হাডসনের মালিক মিঃ হাডসন বেঁটে খাটো মানুষ। মজবুত শরীর, সব শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ডঃ বার্ণিকটকে বোনাপার্টের দুটো আবক্ষ মূর্তি আমিই বেঁচেছি। কিন্তু এসব কি হচ্ছে বলুন দেখি? নিশ্চয়ই উগ্রপন্থীদের কাজ, ইতিহাসকে যারা সম্মান করে না। স্টেপনিতে চার্চ স্ট্রীটে দেখবেন গেলডার অ্যাণ্ড কোম্পানি, ওখান থেকেই মোট তিনটে মূর্তি কিনেছি। আমার কাছ থেকে ডঃ বার্ণিকট কেনেন দুটো, বাকি একটা এই সেদিন কোন বদমাশ আমারই কাউন্টার থেকে তুলে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিল।

'দেখুন তো একে আগে কোথাও দেখেছেন কিনা,' লেসট্রেডের দেওয়া ফোটোটা হোমস মিঃ হাডসনের হাতে দিল।

'এ তো বেপ্পো,' মিঃ হাডসন একপলক ফোটোতে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'জাতে ইটালিয়ান, মূর্তি খোদাই, ছবির ফ্রেমের গিল্টি, বার্ণিশের কাজে একসময় হাত পাকিয়েছিল, আমার দোকানেও কিছুদিন ফুরনে কাজ করেছে গেল হপ্তায়। বেপ্পো আমার কাজ ছেড়ে চলে গেছে, সেই থেকে ওর কোনও হদিশ পাচ্ছি না। না মশাই, মিছে বদনাম দেব না, আমরা কাছে যতদিন ছিল ততদিন ওর স্বভাব ভালই ছিল, আমার সঙ্গে একটি দিনের জন্যও ঝামেলা হয়নি। শেষবার বেপ্পো যেদিন এল তার দু'তিনদিন বাদে আমার কাউন্টার থেকে মূর্তিটা কে তুলে নিয়ে চুরমার করল।'

মিঃ হাডসনকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে হোমস আবার আমায় নিয়ে বাইরে এল। হোমসের তদন্তগুলো যেন নাবিক সিন্দবাদের সমুদ্রযাত্রার সফর। তার সঙ্গী হলে বিরক্তি আর হতাশা যতই দেখা দিক, শেষটুকু না দেখা পর্যন্ত রেহাই নেই।

'মর্স হাডসনের পাল্লা চুকল, এবার তাহলে গেলডার অ্যাণ্ড কোম্পানিতে চলো ঢুঁ মেরে আসি। ঠিকানা মনে আছে তো? স্টেপনি, কম দূর নয়, যাও গাড়ি ভাড়া করো।'

স্টেপনি জায়গাটা সমুদ্রের ধারে, বেশ খোলামেলা। মূর্তি তৈরির অনেক কারখানা এখানে ছড়ানো আছে।

গেলডার অ্যাণ্ড কোম্পানির কারখানায় পৌঁছে দেখি পেল্লায় ঘরে কম করে ষাট জন কারিগর প্লাস্টারের ছাঁচে মূর্তি ঢালাই করছে, কেউ বা পাথর খোদাই করে সমাধি ফলক বানাচ্ছে।

কারখানার ম্যানেজার খাতির করে বসালেন, কাগজ পত্র ঘেঁটে জানালেন ভাস্কর ডিজাইনের তৈরি নেপোলিয়নের আবক্ষ মূর্তি থেকে তাঁর কারখানায় কয়েক শ ছাঁচ তৈরি হয়েছে, এক বছর আগে ছ'টা মূর্তি একসঙ্গে তৈরি হয়, তাদের তিনটে পাঠানো হয় মর্স হাডসনকে, আর তিনটে হার্ডিং ব্রাদার্সকে। কারিগরেরা বেশিরভাগই ইটালিয়ান এটুকুও ম্যানেজারের কথায় জানা গেল।

এবার বেপ্পোর ফোটোখানা বের করল হোমস, একবার চোখ বুলিয়েই ম্যানেজার রেগে গেলেন, দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'যেমন বাঁদরের মত দেখতে তেমনই ধর ওঁর স্বভাব। বছর খানেক

আগে ওঁর এক দেশোয়ালি ভাইকে ছুরি মেরে এখানে এসে লুকিয়েছিল। কিন্তু পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যার তার কাজ নয়, ওরা খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে হাজির, এখান থেকেই পুলিশ ওকে হাজতে নিয়ে গেল। আমাকেও অনেক ঝক্কি পোয়াতে হল। তবে হ্যাঁ, বেপ্পো আমার সেরা কারিগরদের একজন ছিল একথা মানতেই হবে।'

'বেপ্পোর কি সাজা হল বলতে পারেন?' হোমস শুধোল।

'বছরখানেক জেল হয়েছিল,' ম্যানেজার বললেন, 'এতদিনে নিশ্চয়ই ছাড়া পেয়েছে, তবে এখানে মুখ দেখাবার ভরসা পায়নি। না মশাই, পদবী জানা নেই, যে ক'দিন ছিল বেপ্পো বলেই ওকে চিনতাম।'

'আরেকটু বিরক্ত করছি,' হোমস বলল, 'বেপ্পো কবে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল যদি বলেন।'

'গত বছর মে মাসের কুড়ি তারিখে বেপ্পো এখান থেকে শেষ মাইনে তুলেছে,' ম্যানেজার খাতাপত্র ঘেঁটে বললেন।

ম্যানেজারকে আমাদের আসার কারণ গোপন রাখতে বলে দু'জনে বেরিয়ে এলাম। রেস্তোরাঁয় কিছু খেয়ে আবার পথে নামলাম দু'জনে, সকালে যেখানে গিয়েছিলাম সেই হার্ডিং ব্রাদার্সে এলাম দু'জনে। মালিক মিঃ হার্ডিং তার অনেক আগেই এসে পৌঁচেছেন।

গেলডার অ্যাণ্ড কোম্পানি নেপোলিয়নের মোট তিনটে মূর্তি আমায় পাঠিয়েছিল, 'মিঃ হার্ডিং পুরোনো খাতাপত্র ঘেঁটে বললেন, 'তিনটেই বিক্রি হয়েছে।'

'খদ্দেরদের নাম ঠিকানা আছে আপনার কাছে?' হোমস জানতে চাইল।

'আছে, মিঃ হোমস,' মিঃ হার্ডিং বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন।' আবার পুরোনো খাতা ওল্টালেন মিঃ হার্ডিং, 'একটা কিনেছেন মিঃ হোরেস হার্কার, বাকি দুটোর খদ্দেরদের নাম জোশিয়া ব্রাউন, ঠিকানা — লেবারনাম লজ, লেবারনাম ভেল, চিজউইক। অন্য খদ্দেরটি হলেন স্যাণ্ডি ফোর্ড, ঠিকানা — লোয়ার গ্রোভ রোড।'

'দেখুন তো একে আগে কখনও দেখেছেন কিনা,' হোমস বেপ্পোর ফোটোটা বের করল।

'না মশাই,' মিঃ হার্ডিং ঘেন্নায় নাক কোঁচকালেন, 'এমন বদখত চেহারার লোককে জীবনে দেখিনি।'

'আপনার কর্মচারীদের মধ্যে ইটালিয়ান কেউ নেই?'

'ইটালিয়ান?' মিঃ হার্ডিং বললেন, 'হ্যাঁ, ছোটখাটো কাজ করার জন্য কয়েকজন ইটালিয়ানকে মাইনে দিয়ে রেখেছি আমি, ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করা, খাবার জল আনা, এসব কাজ করাই ওদের দিয়ে। বলুন, আর কি জানতে চান।'

'উপস্থিত আর কিছু জানার নেই,' হোমস বলল, 'যেটুকু জানিয়েছেন, সে জন্য অজস্র ধন্যবাদ। তবে দরকার পড়লে আবার বিরক্ত করতে আসব।'

মিঃ হার্ডিংয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে দু'জনে ফিরে এলাম বেকার স্ট্রীটে। লেসট্রেড অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য।

'যে খুন হয়েছে তাকে সনাক্ত করেছি, মিঃ হোমস,' আমরা ঢুকতেই লেসট্রেড বলল, 'সেই সঙ্গে তার খুন হবার কারণও জেনেছি।'

'কি নাম লোকটার?'

'পিয়েত্রো ভেনুচ্চি,' লেসট্রেড বলল, 'নাম শুনে বুঝতেই পারছেন জাতে ইটালিয়ান। খোঁজ নিয়ে জেনেছি ও নেপলসের মাফিয়া খুনেদের দলের সদস্য। লন্ডনে ইটালিয়ান মাফিয়াদের হয়ে খুনখারাপি করত।

'এসব খবর তুমি যোগাড় করেছো?' হোমস জানতে চাইল।

'না,' লেসট্রেড বলল, 'যোগাড় করেছেন ইন্সপেক্টর স্যাফ্রন হিল।'

'তাঁকে আমার হয়ে ধন্যবাদ জানাতে ভুলো না যেন,' হোমস বলল, 'একটু আগে বলছিলেন খুনের কারণও জেনেছো, এবার তা বলতে পারো।'

'কারণ একটাই, নিহত পিয়েত্রোর পকেটে যার ফোটো পাওয়া গেছে সেও নিশ্চয়ই ওদের মাফিয়া দলেরই লোক, দলের ক্ষতি করা জন্য নিশ্চয়ই পিয়েত্রোকে ওকে খুঁজে বের করে খুন করা নির্দেশ দেওয়া হয়, চিনতে যাতে ভুল না হয় সেইজন্যই তার ফোটোও দেওয়া হয় তাকে। লোকটি নিশ্চয়ই মিঃ বার্কারের বাড়িতে ঢোকে এবং পিয়েত্রো তার পিছু নেয়। লোকটি বেরিয়ে আসতে পিয়েত্রো ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। কিন্তু ফল দাঁড়ায় উল্টো, খুন করতে এসে পিয়েত্রো নিজেই খুন হল শিকারের হাতে। আমার মতে এটাই খুনের কারণ, আপনি কি বলেন, মিঃ হোমস?'

'সত্যিই তোমার জবাব নেই, লেসট্রেড,' হোমসের গলায় কৌতুক ফুটে বেরোল, 'কিন্তু এর সঙ্গে মূর্তি ভাঙ্গার সম্পর্ক কোথায়, তা তো বললে না?'

'রেখে দিন মশাই আপনার মূর্তি!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত নাড়ল লেসট্রেড, 'ওগুলো নেহাৎ ছিঁচকে চুরি, এই খুনের সঙ্গে ওদের আদৌ সম্পর্ক নেই। সব সূত্র যোগাড় করেছি, এবার শুধু লোকটাকে ছেঁকে তোলা বাকি।'

'কাকে কিভাবে কোথা থেকে ছেঁকে তুলবে?'

'ঐ যার ফোটো নিহতের পকেটে ছিল,' দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে লেসট্রেড বলল, 'ইন্সপেক্টর হিলকে সঙ্গে নিয়ে যাব ইটালিয়ানরা যেখানে থাকে সেই এলাকায়। ফোটো মিলিয়ে সেখান থেকে লোকটাকে ছেঁকে তুলব। চাইলে আপনি আমার সঙ্গী হতে পারেন, মিঃ হোমস।'

'দুঃখিত লেসট্রেড,' হোমস বলল, 'এমন এক বিশাল কর্মকাণ্ডে তোমার সঙ্গী হতে পারব না। তবে আমি বলব আরও সহজে আমরা খুনীকে গ্রেপ্তার করতে পারব। আজ রাতে তুমি আমার সঙ্গে চিজউইকে গেলে আশা করছি তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে। আমার পরিকল্পনা সফল না হলে কথা দিচ্ছি আগামীকাল তোমার সঙ্গে ইটালিয়ান মহল্লায় যাব। ওয়াটসন, একটা চিঠি লিখছি, সেটা এক্ষুণি পাঠাবে! আজ রাতে বেরোবার আগে তোমার রিভলভার নিতে ভুলো না, কাজে লাগতে পারে।'

নৈশ অভিযানে বেরোচ্ছি তাই হালকা কিছু খেয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। রিভলভারে কার্ট্রিজ ভরতে গিয়ে চোখে পড়ল হোমস নিজেও তার হান্টিং ক্রপ লোড করছে, এটা তার মনের মত আগ্নেয়াস্ত্র।

লেসট্রেড যথাসময়ে এল, গাড়ি চেপে তিনজনে যখন চিজউইকে এলাম তখন কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা। হ্যামার স্মিথ ব্রিজের পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমরা নেমে এলাম, গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করতে বলে আমরা নেমে এলাম। এখানকার বেশিরভাগ বাড়ির সামনেই এক ফালি খোলা জমি থাকায় চারপাশ ছবির মত সুন্দর দেখতে লাগছে?।

রাস্তায় একটি লোকও চোখে পড়ছে না। হাঁটতে হাঁটতে একটি বাড়ির সামনে এসে হোমস থমকে দাঁড়াল, পথের আলোয় দেখলাম বাড়ির নাম লেবারনাম ভিলা। বাড়ির লোকেরা হয়ত খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে কারণ সদর দরজার মুখে একটা আলো জ্বলছে এছাড়া বাড়ির ভেতরে কোথাও আলো চোখে পড়ছে না। রাস্তা আর বাগানের মাঝখানে বেড়ার আড়ালে বসলাম তিনজনে।

'মনে হচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে,' চাপাগলায় বলল হোমস। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বাগানের দরজা খুলে গেল, বেঁটে, কালো বাঁদরের মত একটা লোক দৌড়ে ভেতরে ঢুকল। আমরা তিনজন আঁধারে দম বন্ধ করে বসে, খানিক বাদে জানালার পাল্লা খোলার শব্দ কানে এল। অনেকক্ষণ কোনও শব্দ নেই। মুখ তুলে তাকাতে চোখে পড়ল ঘরের ভেতর মৃদু আলোর ঝলক। আলো বারবার সরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ রাতের কুটুম তাঁর প্রার্থিত জিনিসটি হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

জানালার খড়খড়ির পেছনে আলোটা সরে যেতেই লেসট্রেড বলল, 'আসুন, ঐখানে গিয়ে বসি, খোলা জানালা দিয়ে নীচে নামলেই চেপে ধরব লোকটাকে।'

আমরা ওঠার আগেই লোকটা বাইরে বেরিয়ে এল। আলোর কাছাকাছি আসতে চোখে পড়ল বাঁ হাতে সাদা রংয়ের কি একটা জিনিস সে চেপে রেখেছে পাঁজরের সঙ্গে। সতর্ক চোখে চারপাশে তাকাতে তাকাতে কিছুটা এগিয়ে মাটিতে বসে পড়ল আমাদের দিকে পেছন ফিরে। ফটাশ! শব্দের সঙ্গে অসংখ্য টুকরো চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। আর বসে থাকার মানে হয় না তাই আচমকা তিনজন পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপর, লোকটা কিছু বোঝার আগেই লেসট্রেড তার হাতে হাতকড়া এঁটে দিল। টানতে টানতে আলোর নীচে এনে দাঁড় করালাম তাকে। ফ্যাকাশে হলদে মুখখানা আমাদের খুব চেনা, মিঃ হার্কারের বাড়িতে নিহত লোকটির পকেটে যার ফোটো ছিল এ মুখ তারই। বেপ্পো। তার আগুন ঝরা দু'চোখের দিকে তাকাতে গা শিউরে উঠল।

হোমসের নজর কিন্তু অন্যদিকে, ধরা পড়ার আগে বেপ্পো বাড়ির ভেতর থেকে নেপোলিয়নের যে মূর্তিটি এনে ভেঙেছিল তারই ছড়িয়ে পড়া টুকরোগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে সে। একটু বাদেই বাড়ির হলঘরের আলো জ্বলে উঠল, সদর দরজা খুলে মোটাসোটা এক বয়স্ক ভদ্রলোক হাসিমুখে বাইরে বেরিয়ে এলেন, হাবভাব দেখে বুঝলাম ইনিই বাড়ির মালিক।

'মিঃ জোশিয়া ব্রাউন?' হোমস প্রশ্ন করল।

'ঠিক ধরেছেন,' করমর্দনের ভঙ্গিতে ডান হাত বাড়ালেন মিঃ ব্রাউন, 'আপনি যে বিখ্যাত শার্লক হোমস তা আন্দাজ করেছি, আর এঁরা আপনারই সহযোগী। চিঠিতে যা যা নির্দেশ দিয়েছিলেন সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। ভেতর থেকে তালা এঁটে ঘটনা ঘটবার অপেক্ষায় বসেছিলাম।'

আসামীকে হাজতে চালান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে লেসট্রেড। তাকে গাড়িতে তুলে আমরা রওনা হলাম লণ্ডনের দিকে। হোমস আর লেসট্রেড অনেক প্রশ্ন করল তাকে, কিন্তু কোনও জবাব না দিয়ে গোটা পথ মুখ বুঁজে রইল বেপ্পো। এরই মাঝে একসময় মুখের কাছে পেয়ে বেপ্পো খ্যাঁক করে কামড়ে দিতে এল আমার কাছে।

থানায় নিয়ে এসে বেপ্পোর জামাকাপড় তল্লাশি করা হল, কিন্তু কয়েকটা খুচরো শিলিং আর একটা খাপে ঢাকা লম্বা ধারালো ছোবা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

'যাক, শেষ পর্যন্ত খুনী ধরা পড়ল,' আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল লেসট্রেড, ওকে ধরার পুরো কৃতিত্ব আপনার একার ঠিকই তবে খুনের পেছনে ইটালিয়ান মাফিয়া চক্রের হাত আছে এ কথা আমিও আগেই বলেছি আপনাকে। আমার ধারণা অমূলক নয় তাও দেখলেন না।'

'অনেক রাত হল, লেসট্রেড,' হোমস বলল, 'এখন আর কথা বলতে পারছি না। শুধু জেনো এখনও পর্যন্ত এই রহস্যের সমাধান তুমি করতে পারোনি। কাল বিকেল ছ'টায় আমার ওখানে চলে এসো, রহস্যের শেষ সমাধান তখনই করব।'

পরদিন বিকেলে লেসট্রেড এল, তার মুখ থেকেই শুনলাম ধৃত আসামী লন্ডনের ইটালিয়ান মহল্লায় বেপ্পো নামেই পরিচিত, তার অন্য কোনও নাম জানা যায়নি। মূর্তি তৈরির কারিগর হিসেবে বেপ্পো এক সময় সুনাম কিনেছিল, তারপরেই সে অপরাধী হয়ে ওঠে, একবার চুরি আর এক দেশোয়ালি ভাইকে ছুরি মারার দায়ে পরপর দু'বার সে জেলে যায়। বেপ্পো খুব ভাল ইংরেজী বলে কিন্তু নেপোলিয়নের মূর্তি একের পর এক ভাঙছে কেন এই প্রশ্নের উত্তর বারবার জেরা করেও পুলিশ তার পেট থেকে বের করতে পারেনি। তবে বেপ্পো এ পর্যন্ত যেসব মূর্তি ভেঙেছে সেগুলো তারই হাতে তৈরি পুলিশ সে সম্পর্কে নিশ্চিত।

লেসট্রেড থামতেই ঘন্টা বাজল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পর্দা তুলে ঘরে ঢুকলেন এক প্রৌঢ়, ডান হাতে কার্পেটের তৈরি একটা ব্যাগ। ব্যাগটা টেবিলে রেখে হোমসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আশা করি আপনিই মিঃ শার্লক হোমস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' হোমস হাসল, 'আর আপনি তো মিঃ স্যাণ্ডিফোর্ড, রিডিং-এ থাকেন?'

'হ্যাঁ,' প্রৌঢ় হাসলেন, 'আপনার চিঠি পেয়ে এলাম। আমার কাছে ভাস্কর ডিভাইনের তৈরি নেপোলিয়নের একটা আবক্ষ মূর্তি আছে আপনি জানতে পেরেছেন। চিঠিতে লিখেছেন মূর্তিটা আপনি কিনতে চান। দশ পাউণ্ড দামও দিতে চান। ঠিক তো? আমি ওটা বিক্রি করব বলে নিয়ে এসেছি। তবে আমি মাত্র পনেরো শিলিং দিয়ে ওটা কিনেছিলাম, তাই ব্যাপারটা আপনাকে জানানো আমার কর্তব্য। সেদিক থেকে আপনি আমায় অনেক বেশি দাম দিচ্ছেন।'

'আপনি সৎ লোক তাই সংকোচ অনুভব করছেন,' হোমস বলল, 'তবে আমি দশ পাউণ্ডের এক শিলিংও কম দেব না।'

'এই সেই মূর্তি, মিঃ হোমস,' বলে মিঃ স্যাণ্ডিফোর্ড ব্যাগের ভেতর থেকে প্লাস্টারের তৈরি নেপোলিয়নের একটি ছোট আবক্ষ মূর্তি বের করে টেবিলে রাখলেন। একটি দশ পাউণ্ডের নোট হোমস তাঁর হাতে দিল, এক চিলতে কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'মিঃ স্যাণ্ডিফোর্ড, কিছু মনে করবেন না, আমায় সব সময় আইনের দিকটা ভেবে কাজ করতে হয় যাতে পরে কোনও সমস্যা দেখা না দেয়। মূর্তিসমেত তার যাবতীয় সত্ব আমি কিনে নিচ্ছি আপনার কাছ থেকে এখানে শুধু তাই উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি ভাল করে পড়ে সই করবেন, কোনও অংশ জটিল বা আপত্তিকর ঠেকলে বিনা দ্বিধায় জানান।'

মিঃ স্যাণ্ডিফোর্ড চুক্তিপত্রে আপত্তিকর কিছু পেলেন না, একবার চোখ বুলিয়ে সই করে দিলেন, সাক্ষি হিসেবে লেসট্রেড আর আমি দু'জনেই সই করলাম। মূর্তির দাম নিয়ে মিঃ স্যাণ্ডিফোর্ড বিদায় নিলেন।

এ পর্যন্ত নেপোলিয়নের সবক'টা মূর্তি আমরা ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় পেয়েছি, লেসট্রেড,' হোমস ইশারায় আমায় দেখিয়ে বলল, 'এতদিন বাদে একটা আস্ত মূর্তি চোখের সামনে দেখে ডাক্তার ভাবছে এটা ও এ ঘরে বুকশেলফের ওপর রাখবে। কিন্তু ডাক্তার, তেমন কোনও পরিকল্পনা করলে আগে থেকেই হুঁশিয়ার হও কারণ ফরাসি সম্রাটের এই মূর্তিটিরও হাল হবে আগেরগুলোর মতই, শুধু দেখে যাও কিভাবে এটা ভেঙ্গে টুকরো করতে হয় —'

সুযোগ পেলেই আমার পেছনে লাগা ওর পুরানো স্বভাব। কথা শেষ করে হোমস তার হান্টিং ক্রপ বের করল, কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই রিভলভারের বাঁটের এক ঘা বসাল মূর্তির মাথার ওপর। সেই আঘাতে ফরাসি সম্রাটের মূর্তিটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। রিভলভার সরিয়ে হোমস এবার ঝুঁকে পড়ল প্ল্যাস্টার অফ প্যারিসের ধপধপে সাদা টুকরোগুলির ওপর। উল্লাসের ধ্বনি বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। চোখে পড়ল ছোট কালো রংয়ের গোলাকার কি যেন তুলে নিল সে।

'নেপোলিয়নের মূর্তি ভাঙ্গার মূলে এটাই,' হোমস তার হাতে ধরা গোল জিনিসটা আলোর সামনে নিয়ে এল, 'এই হল দুনিয়ার সেরা কালো মুক্তো এক সময় যা ছিল বিখ্যাত সম্রাট বর্জিয়ার অধিকারে। অনেকদিন আগে এই মুক্তোটা হারিয়ে যায়। এতদিন বাদে নেপোলিয়নের আবক্ষ মূর্তির ভেতর থেকে আবার তা খুঁজে পেলাম।'

ইন্সপেক্টর লেসট্রেড একেবারে চুপ, হাঁ করে তাকিয়ে আছে সে হোমসের হাতে ধরা দুনিয়ার সেরা কালো মুক্তোর দিকে, মনে হচ্ছে যেন জাদু দেখে মুগ্ধ হয়েছে সে।

'এই মুক্তো ঘটনাক্রমে যায় বেপ্পোর হাতে,' হোমস বলতে লাগল,'মিঃ হার্বারের বাড়িতে সেদিন যে খুন হল সেই পিয়েত্রো ভেনুচ্চির কাছ থেকেই বেপ্পো এটা হাতিয়েছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু ততদিনে বেপ্পোর নাম লণ্ডনের অপরাধীদের খাতায় উঠেছে। এক ইটালিয়ানকে ছুরি মেরেছে সে। পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে গ্রেপ্তার করবে বলে। ঐ সময় বেপ্পো গেলভার অ্যাণ্ড কোম্পানিতে ছিল মূর্তি তৈরির কারিগর। সে জানত পুলিশ তাকে ঠিক ধরবে, তখন

মুক্তোটাও হাতছাড়া হবে। এদিকে বিশ্বাসভাজন এমন কাউকে সে পায়নি মুক্তোটা যার হেপাজতে রাখতে পারে। অনেক ভেবে শেষকালে কারবাংকল নেপোলিয়নের একটি আবক্ষ মূর্তির ভেতর মুক্তোটা গুঁজে দিল বেপ্পো। জেল খেটে বেরিয়ে সে জেনে নিল তার তৈরি নেপোলিয়নের মূর্তিগুলো কোন কোন দোকানে বিক্রি হয়েছে। প্রথমে মর্স হাডসন তারপর ডঃ বার্ণিকট দু'জায়গায় হানা দিয়ে মোট তিনটে মূর্তি ভাঙ্গল বেপ্পো। কিন্তু মুক্তো খুঁজে পেল না। এরপর এল মিঃ হোর্স্টস হার্বারের পালা। ঐখানে হানা দিয়েছিল পিয়েত্রো ভেনুচ্চি নিজেও, দেখা হতে মুক্তোটা হাতিয়ে নেবার জন্য বেপ্পোর সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হল, তারপর মারামারি। পাপের সাক্ষি শেষ করতে পিয়েত্রোকে সে রাতে খুন করল বেপ্পো। কিন্তু মিঃ হার্কারের বাড়িতে যে মূর্তি ছিল তার ভেতরেও মুক্তোর হদিশ পেল না সে। গেলভার অ্যাণ্ড কোম্পানির হিসেবে মোট ছ'টা মূর্তি বেপ্পো গড়েছিল। চারটে ভাঙ্গা হল, হাতে রইল দুটো। এ দুটোর একটির মধ্যেই মুক্তো লুকোনো আছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম আমি। তাই তোমাদের কাল নিয়ে গেলাম চিজউইকে মিঃ জোসিয়া ব্রাউনের বাড়িতে। সেখানে মূর্তি ভাঙ্গল বেপ্পো আমাদের সামনে কিন্তু মুক্তো খুঁজে পেল না। ওয়াটসন বোঝার চেষ্ট করো, হারানো রত্ন খুঁজতে এসে পেল না উল্টে ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। এই রাগ আর ক্ষোভের বশেই বেপ্পো কাল থানায় যাবার পথে তোমায় কামড়ে দিতে গিয়েছিল। ব্যাপারটা আমার মতে খুবই স্বাভাবিক। এরপর বাকি রইল একটি মূর্তি। চিঠি লিখে সেটা আনালাম এবং তারপর কি ঘটল তা তোমরা একটু আগে নিজের চোখে দেখলে। কাজেই তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

নয়

অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য থ্রি স্টুডেন্টস

'আগামীকাল থেকে ফর্টেস্কু স্কলারশিপ পরীক্ষা শুরু হবে মিঃ হোমস,' মিঃ হিলটন সোমস বললেন, 'আমি গ্রীক পড়াই, ছাত্রদের উত্তরপত্র পরীক্ষা করার দায়িত্বও পেয়েছি। সংক্ষেপে বলে রাখি, ফার্স্ট পেপারে গ্রীক থেকে ইংরেজিতে তর্জমা করার একটা বড় অংশ থাকে। পড়ানো হয়নি এমন কোনও গদ্য বা পদ্য থেকেই তা উদ্ধৃত করা হয়। এটাই চালু রেওয়াজ। এবার পরীক্ষার জন্য তৈরি হয়নি এমন কোনও ছাত্র যদি কোনও গতিকে সেই তর্জমা করার অদেখা অংশটি আগেভাগেই হাতে পায় তাহলে তার পক্ষে দারুণ সুবিধে হবে বলা বাহুল্য।'

'ঘটনা কি ঘটেছে খুলে বলুন,' হোমস বলল।

'এবারে থুসিডাইডিসের অর্ধেক পরিচ্ছেদ তর্জমার জন্য ছিল, আজই বিকেলে প্রেস থেকে প্রশ্নপত্রের প্রুফ এসে পৌঁছোয়। তখন তিনটে বেজেছে। খুঁটিয়ে প্রুফ দেখতে দেখতে সাড়ে চারটে বাজল, কিন্তু তখনও কাজ সেরে উঠতে পারলাম না।

এক বন্ধুর বাড়িতে চা-এর নেমন্তন্ন ছিল, প্রুফ টেবিলে রেখে উঠে পড়লাম। একঘন্টার ওপর বাইরে ছিলাম, ফিরে এসে আমার কামরায় ঢুকতে যেতে চমকে গেলাম, দেখি দরজার ফুটোয় চাবি ঝুলছে। গোড়ায় মনে হল হয়ত ভুলে গেছি। তখনই পকেটে হাত দিতে চাবি পেয়ে গেলাম। আরেকটা চাবি অবশ্য আছে, সেটা থাকে আমার কাজের লোক ব্যানিস্টারের কাছে। গত দশ বছর হল ব্যানিস্টার আমার কাছে কাজ করছে, কাজেই আমি তাকে সন্দেহ করি না। চাবিটা খুলে দেখি ওটা ব্যানিস্টারেরই। বুঝতে পারলাম চা খাব কিনা জানতে ও ভেতরে ঢুকেছিল কিন্তু আমায় না দেখে বেরিয়ে এসেছে, সেই সময় মনের ভুলে চাবিটা দরজার ফুটো থেকে আর বের করেনি। এতটা অসাবধানী হওয়া ঠিক নয়। অন্য সময় হলে এ নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু তার এই ভুলের ফলে আজ যা ক্ষতি হয়েছে তা মারাত্মক।

টেবিলের দিকে চোখ পড়তেই চমকে গেলাম, যেসব কাগজপত্র আর প্রশ্নপত্রের প্রুফ ছিল সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। দেখলে বোঝাই যায় আমার অনুপস্থিতির সুযোগে কেউ ভেতরে ঢুকে টেবিলে রাখা কাগজপত্র সব ঘেঁটেছে। তিনটে বড় লম্বা কাগজে প্রুফ এসেছিল, সবকটা একসঙ্গে চাপা দিয়ে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দেখি সেগুলো আগের জায়গায় নেই, একটা পড়ে আছে মেঝের ওপর, অন্যটা জানালার পাশে ছোট সাইড টেবিলে পড়ে, আর তৃতীয়টা যেখানে রেখে বেরিয়েছিলাম সেখানেই পড়ে আছে।'

'এক মিনিট' এতক্ষণে হোমস মুখ খুলল,'আপনি বলছেন প্রথম প্রুফটা মেঝেতে পড়ে, দ্বিতীয়টা জানালার পাশে টেবিলে, আর তৃতীয়টা যেখানে রেখেছিলেন সেখানেই পড়েছিল, তাই তো?'

'ঠিক ধরেছেন, মিঃ হোমস।' মিঃ সোমস উৎসাহিত হয়ে থামলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য।

'তারপর কি হল বলুন,' হোমস বলল।

'গোড়ায় বলতে বাধা নেই আমার সন্দেহ গিয়ে পড়ল ব্যানিস্টারের ওপর, তাকে ডেকে সরাসরি প্রশ্ন করলাম। ব্যানিস্টার সরাসরি অস্বীকার করল। তার কথায় যা আন্তরিকতা ছিল তাকে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। কিন্তু অপরাধী কে এই সমস্যার সমাধান তাতে হল না। অনুমান করলাম, আমি বেরিয়ে যাবার পরে কেউ এদিক দিয়ে যাচ্ছিল তার হঠাৎ চোখে পড়ে দরজায় চাবি ঝুলছে, যার অর্থ ভেতরে আমি নেই। সে ঐ সুযোগ হাতছাড়া করেনি, ভেতরে ঢুকে কাগজপত্র সে লণ্ডভণ্ড করে এবং তার ফলেই প্রুফগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। ন্যায় অন্যায় বোধ যার নেই তার পক্ষে ঝুঁকি নেওয়া অসম্ভব নয় বলেই আমরা ধারণা।

আগামীকাল পরীক্ষা। এই মুহূর্তে আগের প্রশ্নপত্র বাতিল করলে প্রচুর টাকা লোকসান হবে, তাছাড়া ছাপানো দূরে থাক এত তাড়াতাড়ি নতুন প্রশ্নপত্র তৈরি করাও সম্ভব হবে না। স্কলারশিপের পরিমাণ খুব কম নয় তা জেনেই অপরাধী এ কাজ করেছে।

ব্যানিস্টারকে ডেকে পাঠাবার পর গোড়ায় ও ব্যাপারটার গুরুত্ব তেমনি বুঝতে পারেনি। বুঝিয়ে বলার পরে তার প্রায় বেহুঁশ হবার মত অবস্থা। খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে ব্যানিস্টারকে চাঙ্গা করে তুললাম তারপরে ঘরের ভেতর তল্লাশি করলাম। জানালার পাশে ছোট টেবিলের ওপর ছোট কাঠের কুচি চোখে পড়ল, একটা পেনসিলের শিসও পড়ে ছিল সেখানে। বুঝলাম প্রশ্নপত্র নকল করতে গিয়ে অপরাধী ছাত্রটির পেনসিলের শিস ভেঙ্গে যায়, জানালার কাছে টেবিলের ওপর সে তাই পেনসিল কাটতে বাধ্য হয়। আমার এটাই অনুমান মিঃ হোমস।'

'বা! চমৎকার ধরেছেন! হোমসের গলায় প্রশংসা ফুটে বেরোল, 'আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না, মিঃ সোমস, নিয়তি আপনার সহায়।'

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি মিঃ হোমস' মিঃ হিলটন সোমস বললেন, 'আমার নতুন কেনা টেবিলের ওপরটা লাল চামড়ার ঢাকা, এতদিন পর্যন্ত এতটুকু আঁচড়ও পড়েনি তাতে। এবার চোখে পড়ল সেই চামড়া প্রায় তিন ইঞ্চি জায়গা চেরা। আরও শুনুন, টেবিলের ওপর কাদা বা নরম মাটির একটা ছোট বলও পড়েছিল। তার গায়ে ফুটকি দাগ দেখে মনে হয় কাঠের গুঁড়ো। যে আমার ঘরে ঢুকে কাগজপত্র ঘেঁটেছে এ তারই কাজ তাতে সন্দেহ নেই। সব দেখেশুনে কি করব ভেবে পাচ্ছি না মিঃ হোমস, তাই ছুটে এসেছি আপনার কাছে।'

'কেসটা সত্যিই মাথা ঘামাবার মত,' হোমস ওভারকোট পরে বলল, 'আচ্ছা, প্রুফগুলো আপনার কাছে আসার পরে কেউ ঢুকেছিল আপনার ঘরে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এসেছিল' মিঃ সোমস জানালেন, 'ঐ একই তলার দৌলৎরাম নামে এক অল্পবয়সী ভারতীয় ছাত্র থাকে, পরীক্ষার ব্যাপারে কয়েকটা খবর জানতে ও ভেতরে ঢুকেছিল।'

'দৌলৎরামও এই পরীক্ষা দিচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'প্রশ্নপত্রের প্রুফের তাড়া তো টেবিলের ওপর ছিল?'

'যতদূর মনে পড়ে ওগুলো গোল করে পাকানো ছিল,' মিঃ সোমস জানালেন।

'হাতে না নিয়ে সেগুলো প্রুফ বলে চেনা সম্ভব?'

'হয়ত'।

'আর কেউ ঘরে ঢোকেনি?'

'না।'

'প্রুফগুলো আপনার টেবিলে থাকবে একথা কেউ জানত?'

'ছাপাখানার লোক ছাড়া আর কেউ না'।

'কেন, আপনার কাজের লোক ব্যানিস্টার জানত না?'

'না মিঃ হোমস,' মিঃ সোমস বললে 'শুধু ব্যানিস্টার নয়, কেউই জানত না।'

'এখানে আসার আগে ঘরের দরজা দেখেছেন?' হোমস তাকাল মিঃ সোমসের দিকে।

'এখানে আসার আগে ঘরের দরজা দেখেছি কিনা,' মিঃ সোমস আমতা আমতা করতে লাগলেন, 'আপনার কথা বুঝতে পারছি না, মিঃ হোমস।'

'বলছি, আপনার ঘরের দরজা খোলা রেখে এসেছেন?'

'না, প্রশ্নপত্রের প্রুফগুলো আলমারিতে তালাবন্ধ করে ত'বেই এসেছি,' মিঃ সোমস জবাব দিলেন।

'তাহলে ব্যাপার দাঁড়াল এই,' হোমস বলল, 'ভারতীয় ছাত্র দৌলৎরাম আপনার টেবিলে রাখা কাগজগুলোকে প্রশ্নপত্রের প্রুফ বলে বুঝতে পারেনি। সেক্ষেত্রে আরেকটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে, যে লোক ওগুলো সত্যিই ঘেঁটেছে সে ভেতরে ঢোকার আগে জানতে পারেনি ওগুলো ওখানে আছে।'

'ঠিকই বলেছেন, মিঃ হোমস' মিঃ সোমস সায় দিলেন, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'একটি চমৎকার কেস,' হোমস রহস্যময় হাসি হাসল।

'এতক্ষণ তো শুধু বিবরণ শুনলাম, এবার নিজের চোখে দেখে আসা যাক। চলুন মিঃ সোমস, ঘটনাস্থল থেকে একবার ঘুরে আসি। ওয়াটসন, তোমার এক্তিয়ারের মধ্যে না পড়লেও সঙ্গে আসতে পারো, যদি আসতে চাও।'

সালটা ১৮৯৫, পরিস্থিতির চাপে হোমসের সঙ্গী হয়ে যেখানে এসেছি তার খ্যাতি বিশ্ববিদ্যালয় শহর হিসেবে। সেন্ট লুক'স কলেজ এখানকারই এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে এত বড় এক ঘটনা ঘটেছে। কলেজের একতলায় বসেন মিঃ সোমস, ওপরের তিনটে তলার একেক তলায় থাকেন তিন ছাত্র — গিলক্রিস্ট, দৌলৎরাম আর ম্যাকফারেন। আমরা আসবার আগেই সূর্য ঢলেছে পশ্চিমে, গোধূলির ম্লান রাঙা আলো চারদিকে। মিঃ সোমসের কামরার কাছে এসে দাঁড়াল হোমস, ঘাড়টা উঁচু করে ভেতরে উঁকি দিল।

'অপরাধী যেই হোক, সে নিশ্চয়ই দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল,' মিঃ সোমস বললেন।

'চলুন, ভেতরে যাই,' হোমস বলল। মিঃ সোমস এগিয়ে এসে আমাদের ভেতরে অভ্যর্থনা করলেন। ঘরের কার্পেট পরীক্ষা করল হোমস, তারপর মুখ তুলে হতাশ গলায় বলল, 'দিনটা শুকনো তাই কোনও চিহ্ন আশা করা অন্যায়। মিঃ সোমস, আপনার কাজের লোক ব্যানিস্টারকে এ ঘরে বসিয়ে বেরিয়েছিলেন বলেছিলেন, কোন চেয়ারে সে বসেছিল মনে পড়ে?'

'এই যে এটায়,' জানালার পাশের চেয়ারটা ইশারায় দেখালেন মিঃ সোমস, 'এই ছোট টেবিলের পাশে।'

'মনে রাখবেন মিঃ সোমস' জানালার পাশে ছোট টেবিলটা ইশারায় দেখাল হোমস, 'আকারে ছোট হলেও এত বড় কাণ্ডে এর এক বড় ভূমিকা আছে। আমার ধারণা অপরাধী যেভাবে হোক

ঘরে ঢুকে আপনার টেবিলে রাখা প্রুফের কাগজগুলো তুলে নিয়ে এই টেবিলে রেখেছিল। সে ধরে নিয়েছিল আপনি আঙ্গিনা দিয়ে হেঁটে আসবেন আর আপনাকে দেখলেই সে পালাবে।'

'কিন্তু আমি পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছি,' বললেন মিঃ সোমস।

'এবার প্রুফের তাড়াগুলো দেখা যাক, হোমস কাগজগুলো তুলে নিল, 'আঙ্গুলের ছাপ নেই। এটাই অপরাধী প্রথমে জানালার কাছে নিয়ে যায়, নকল করতে তার প্রায় পনেরো মিনিট কাটে। নকল করা শেষ হতেই প্রথমটা ছুঁড়ে ফেলে সে সবে তার পরেরটায় হাত দিয়েছে এমন সময় আপনি এসে পড়লেন। উপায় না দেখে সে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। এত তাড়াতাড়ি যে কাগজগুলো আগের জায়গায় রেখে দেবার মত সময়ও পায়নি সে। ভেতরে ঢোকার আগে আপনি কি তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন?'

'না, মিঃ হোমস, তেমন কিছু আমার কানে তখনও যায়নি।'

'তাড়াহুড়োর মধ্যে সে পেনসিল দিয়ে নকল করেছিল,' হোমস বলল, 'উত্তেজনার ফলে পেনসিলের গোড়ার দিকে বেশি চাপ পড়ে ফলে শিস যায় ভেঙ্গে। সে এঘরে থাকতে থাকতে পেনসিল কেটেছে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। পেনসিলের গায়ের রং গভীর নীল, তাতে রূপোলি হরফে কোম্পানীর নাম লেখা। বলে দিচ্ছি ঐ পেনসিলের দৈর্ঘ্য এখন দেড় ইঞ্চিতে এসে দাঁড়িয়েছে। নীচু হয়ে কাটা পেনসিলের খানিকটা তুলে দেখাল হোমস, তার গায়ে রুপোলি হরফে গায়ে গায়ে দুটি এন হরফ দেখেছেন মিঃ সোমস?' হোমস শুধোল, 'কিছু বুঝতে পারছেন?'

'না।'

'একই উত্তর শুনব জানি তাই তোমাকে প্রশ্নটা আর করছি না ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'এই গায়ে গায়ে দুটো 'এন' হরফ কি বোঝায় আন্দাজ করতে পারো? থাক, তোমায় কষ্ট করতে হবে না, আমিই বলছি। এটা জোহান ফেবার কোম্পানির পেনসিল, ওদের তৈরি পেনসিল হাতে নিলেই দেখতে পেতাম নামের শেষে দু'বার এন হরফ, এটাই ওদের বৈশিষ্ট্য। দেখি এটা কি?' বলেই হোমস মিঃ সোমসের টেবিল থেকে মাটির একটা টুকরো তুলে নিলো।

'আপনি ঠিকই বলেছিলেন,' হোমস বলল, 'এই টুকরোটার গায়ে কাঠের কুচি লেগে আছে।'

'এবার আমার টেবিলের দিকে তাকান' মিঃ সোমস বললেন, 'ওপরের চামড়াটা কেমন চিরে দিয়েছে দেখুন।'

'পয়েন্টটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ঠেকছে,' হোমস চামড়ার চেরা জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখল, কয়েকটা পাতলা আঁচড় এখনও চেরা জায়গাটার গায়ে দেখা যাচ্ছে। চেরা জায়গার শেষে খাঁজও দেখছি! আচ্ছা মিঃ সোমস, আপনার এ ঘর ভেতরে কতদূর গেছে বলবেন?'

'আমার শোবার ঘর পর্যন্ত '।

'চলুন একবার জায়গাটা দেখে আসি,' হোমস নিজেই উপযাচক হয়ে পা বাড়াল ভেতরের দিকে। মিঃ সোমস আমাদের নিয়ে এলেন তাঁর শোবার ঘরে।

শোবার ঘরের মেঝে খুঁটিয়ে দেখে হোমস টাঙ্গানো পর্দাটা ধরে টানল, 'সেকেলে জায়গায় সাজানো আপনার এই শোবার ঘরখানা অল্পক্ষণের জন্য অপরাধীর গা ঢাকা দেবার এক সোজা জায়গা। নীচু জায়গা, আলমারির ভেতরেও লুকোনোর মত এন্তার জায়গা আছে মনে হচ্ছে। আরে একি?' বলেই উবু হয়ে মেঝে থেকে কি যেন তুলে নিল হোমস। আমাদের চোখের সামনে এনে দেখাল, সেই একই মাটির টুকরো যার একটি পড়েছিল মিঃ সোমসের টেবিলে, এরও গায়ে কাঠের কুচি সেঁটে আছে দেখছি। ব্যাপার কিছু আন্দাজ করতে পারছেন, মিঃ সোমস?'

'আজ্ঞে না,' মিঃ সোমস ঘাড় নাড়লেন।

'আপনি ফিরে এসেছেন দেখে অপরাধী ভয়ে দিশেহারা হয়ে উঠেছিল,' হোমস তার অনুমান ব্যাখ্যা করল, 'কিছুক্ষণের জন্য গা ঢাকা দিতে সে হাতে ধরা কাগজগুলো নিয়েই সোজা এসে ঢুকে পড়েছিল আপনার এই শোবার ঘরে।'

'তাহলে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে যখন আমি ব্যানিস্টারের সঙ্গে কথা বলছি সেই সময় সে লুকিয়েছিল আমার শোবার ঘরে, তাইতো?'

'ঠিক তাই।' হোমস সায় দিল, 'আচ্ছা ওপরে যে তিনজন ছাত্র থাকে তারা সবাই আপনার অফিসের দরজার সামনে দিয়ে আসা যাওয়া করে, তাই না?'

'হ্যাঁ'।

'তিনজনই পরীক্ষা দেবে?'

'হ্যাঁ'।

'ওদের মধ্যে কাউকে সন্দেহ করেন আপনি?'

'এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, মিঃ হোমস' হিলটন সোমস জানালেন, 'তবু সংক্ষেপে তাদের সম্পর্কে যতটুকু বিবরণ জানি তুলে ধরছি। একদম ওপরে থাকে মাইলস ম্যাকফারেন। স্কটিশ এই ছেলেটি তিনজনের মধ্যে সবচাইতে মেধাবী আর পরিশ্রমী। আবার এরই পাশাপাশি সে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল মনের, ও তার স্থিরতা নেই। গোটা সেশনটা ম্যাকফারেন ফাঁকি দিয়ে কাটিয়েছে, তাই এখন শেষ মুহূর্তে পাশ করার দুর্ভাবনা তার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই। তবু আমি তাকে অপরাধী বলে সন্দেহ কখনোই করতে পারছি না। না, মিঃ হোমস, এ কাজ ওর পক্ষে করা সম্ভব নয়।'

'তাহলে বাকি রইল দু'জন।'

'হ্যাঁ, একটু দম নিলেন মিঃ সোমস, 'দোতলার ছেলেটি ভারতীয়, নিজেকে গুটিয়ে রাখে বলে একেক সময় ওকে খুবই রহস্যময় মনে হয়। দৌলৎরাম ছাত্র ভালো হলেও গ্রীকে খুব কাঁচা। তবু তার স্বভাব চরিত্রে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যে কারণে তাকেও সন্দেহ করা চলে না। বাকি রইল একতলার ছাত্র গিলক্রিস্ট। রেসের মাঠে বাজি ধরে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন স্যার জ্যাভেজ গিলক্রিস্ট, আশা করি জানেন মিঃ হোমস, ও তাঁরই ছেলে। ছেলেটি লেখাপড়া আর খেলাধুলো দু'দিকেই চৌখস, আর্থিক অবস্থা ভাল নয় বলেই হয়ত ছেলেটা খুব খেটে লেখাপড়া শিখেছে। আমার ধারণা এই পরীক্ষায় ওর ফল খুবই ভাল হবে।'

'গিলক্রিস্ট খেলাধুলো করে বলছেন,' হোমস শুধোল, 'কোন কোন খেলায় সে অংশ নেয়?'

'ক্রিকেট, রাগবি দুটোই খেলে,' মিঃ সোমস জানালেন, 'এছাড়া লং জাম্প আর হার্ডলসে ও কৃতিত্ব দেখিয়ে কলেজ ব্লু হয়েছে।'

'মিঃ সোমস,' হোমস বলল,'আপনার কাজের লোক ব্যানিস্টারকে একবার ডাকুন।'

ব্যানিস্টার মাঝবয়সী, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, সম্ভবত এমন একটি অভাবনীয় ঘটনায় স্নায়ু বিপর্যস্ত হবার ফলে তার মুখ আর দুহাতের আঙুল থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

'তুমি দরজায় চাবি লাগিয়ে খুলতে ভুলে গেলে এমনই সময় যখন ভেতরে প্রশ্নপত্রের প্রুফগুলো রাখা আছে,' হোমসের গলা কঠিন শোনাল ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক ঠেকছে না।

'আমার কপাল মন্দ তাই আপনি সন্দেহ করছেন আজ্ঞে' কাঁদো কাঁদো গলায় ব্যানিস্টার বলল, 'কিন্তু মাস্টারসাহেব জানেন এমন ভুল আগেও আমার হয়েছে।'

'কখন ভেতরে ঢুকেছিলে?'

'মাস্টারসাহেব তখন চা খেতে বেরিয়েছিলেন, আজ্ঞে বিকেল চারটে নাগাদ।'

'ঐসময় টেবিলের ওপর চোখ পড়েছিল? কাগজগুলো কি অবস্থায় দেখেছিলে?'

'আজ্ঞে টেবিলের ওপর আমার নজর পড়েনি, মাস্টারসাহেব ঘরে নেই দেখে আমি তখনই বেরিয়ে এসেছিলাম।'

'দরজা খুলে চাবিটা খুলে নিতে ভুলে গেলে কেন?' হোমসের গলা একইরকম কঠিন।

'আজ্ঞে আমার হাতে ছিল চায়ের ট্রে', ব্যানিস্টার কাঁপা গলায় বলল, 'ভেতরে ঢোকার আগে ভেবেছিলাম বেরিয়ে এসে খুলে নেব তারপর ভুলে গেছি।'

'আচ্ছা ব্যানিস্টার, মিঃ সোমসের মুখ থেকে সব কথা শোনার পর শুনলাম তুমি খুব ঘাবড়ে বসে পড়েছিলে। কোন চেয়ারটায় বসেছিলে মনে আছে?'

'ঐ যে স্যার ওটায়,' ব্যানিস্টার ইশারায় দূরের একটা চেয়ার দেখাল,'ঐটায় বসেছিলাম।'

'মাঝে এতগুলো চেয়ার থাকতে দূরে কোনের ঐ চেয়ারটায় তুমি বসলে, এ তো তাজ্জবের ব্যাপার, ব্যানিস্টার! এই চেয়ারগুলোতে বসোনি কেন?'

'মাপ করবেন স্যার, এ নিয়ে তখন ভাবিনি।'

'মিঃ সোমস ঘর থেকে বেরোনোর পর এখানে ছিলে তুমি?'

'আজ্ঞে খানিকক্ষণ ছিলাম তারপর দরজায় তালা দিয়ে চলে গেলাম।'

'আচ্ছা, ওপরে যে তিনজন ছাত্র থাকে এই চুরির কথা ওদের বা আর কাউকে বলেছ?'

'আজ্ঞে না স্যার, ওদের কারও সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।'

'বেশ, তুমি যেতে পারো,' হোমস বলল, 'তবে আমার তদন্ত শেষ হবার আগে এখন যেমন আছো তেমনই মুখ বুঁজে থাকবে। কেউ কিছু জানলে বুঝব তুমি কথা ফাঁস করেছ, যাও!'

'সন্ধ্যে হয়ে এল,' হোমস বলল, 'মিঃ সোমস ওপরে যে তিনজন ছাত্র থাকে তাদের কাছে আমায় নিয়ে যেতে আপনার আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি কিসের, আসুন,' মিঃ সোমস আমাদের নিয়ে ঘরের বাইরে এলেন। তাঁর পেছন পেছন এলাম গিলক্রিস্টের ঘরে। পাতলা ছিপছিপে লম্বা দেখতে তাকে, একমাথা সোনালি চুল। বন্ধুরা আগেই শর্ত করেছিল বলে মিঃ সোমস আমাদের নাম চেপে গেলেন। ঘরের ভেতর স্থাপত্যের অনেক নমুনা ছড়ানো সবই মধ্যযুগের। সেসব দেখে হোমস মুগ্ধ হল, নিজের নোটবইয়ে একটা ভাস্কর্যের নিদর্শনের স্কেচ করতে বসে গেল, কিন্তু একটু বাদেই তার পেনসিলের শিষ গেল ভেঙ্গে, কি ভেবে গিলক্রিস্টের কাছ থেকে একটা পেনসিল চেয়ে নিল, এক ফাঁকে ছুরি দিয়ে নিজের ভাঙ্গা পেনসিলটাও শানিয়ে নিল।

গিলক্রিস্টের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা এলাম ভারতীয় ছাত্র দৌলতরামের ঘরে। ছেলেটি ছোটখাটো, কম কথা বলে, বাঁকানো নাক। এখানে এসে হোমস কিছুক্ষণ বসে আপন মনে স্কেচ করল, আগের মত আবার তার পেনসিলের শিস গেল ভেঙ্গে, দৌলতরামের কাছ থেকে তার পেনসিল নিয়ে নোটবইয়ে স্কেচ করতে লাগল হোমস। লক্ষ্য করলাম, আড়াল থেকে দৌলতরামের নজর আমাদের ওপর, তার দু'চোখের চাউনিতে সন্দেহ মেশানো।

ভারতীয় ছাত্রটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা এলাম ওপরের তলায় ম্যাকফারেন মাইলসের ঘরের সামনে। মিঃ সোমস বন্ধ দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে প্রথমে একরাশ কুৎসিত গালিগালাজ উড়ে এল। বাজখাঁই গলায় কে যেন বলল, 'আগামীকাল পরীক্ষা, তুমি যেই হও, জাহান্নমে যাও। এখন কোনমতেই আমি দরজা খুলছি না!'

'ম্যাকফারেন যে এমন অভদ্রের মত ব্যবহার করবে তা টের পেলে আপনাকে এখানে নিয়ে আসতাম না, মিঃ হোমস,' মিঃ সোমস নীচে নামতে নামতে দুঃখ প্রকাশ করলেন, 'তবে আমিই যে ওর দরজায় ঘা দিয়েছি তা টের পায়নি। কিন্তু ওর এখনকার অভদ্র আচরণের ফলে ওর ওপর আমার সন্দেহ বেড়ে গেল।'

'আপনি খামোখা দুঃখ করছেন,' হোমস বলল, 'আচ্ছা, মিঃ সোমস, আপনার এই গুণধর ছাত্রটি লম্বায় ক' ফিট হবে বলতে পারেন?'

'মুশকিলে ফেললেন,' মিঃ সোমস বললেন, 'দৌলতরামের চেয়ে ম্যাকফারেন কিছুটা লম্বা ঠিকই, তাই বলে গিলক্রিস্টের মত নয়। আমার ধারণা, ও লম্বায় বড়জোর পাঁচ ফিট দু'ইঞ্চি হবে তার চেয়ে বেশি কোনও মতেই নয়।'

'পয়েন্টটা মনে রাখার মত, আচ্ছা মিঃ সোমস, আজকের মত বিদায় নিচ্ছি আমরা, গুডনাইট! চলো ওয়াটসন।'

'সে কি মিঃ হোমস,' কাঁদো কাঁদো গলায় মিঃ হিলটন সোমস বলে উঠলেন, 'কোথায় আমি উদ্ধারের আশায় ছুটে গেলাম আপনার কাছে আর আপনি আমায় একগলা জলে ফেলে রেখে এভাবে চলে যাচ্ছেন? আমার পরিস্থিতিটা কি তা দয়া করে একবার বোঝার চেষ্টা করুন। আগামীকাল থেকে পরীক্ষা শুরু হবে, কিন্তু যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে তার ওপর পরীক্ষা কোনমতে নিতে পারি না, একটা পথ কম করে বাৎলান।'

'অত ঘাবড়ানোর কি আছে,' হোমসের গলায় স্পষ্ট আশ্বাস ফুটে বেরোল, 'কাল খুব সকালের দিকে একবার আসব, তখন আশা করছি পরবর্তী কর্তব্য কি হবে তা বলতে পারব। তার আগে আপনি কাউকে কিছু বলবেন না, পরীক্ষা যেমন নেবার তেমনই নেবেন, এতটুকু অদলবদল করবেন না। বিদায়, মিঃ সোমস, নিশ্চিন্তে রাত কাটান। তবে আপনার ঘরে যে পেনসিলের কাটা কুচি আর মাটির ঢেলা পড়েছিল সেগুলো আমি নিলাম, গুডনাইট!'

'গুডনাইট, মিঃ হোমস, ডঃ ওয়াটসন আপনাকেও।'

'বলো ডাক্তার,' কলেজের বাইরে এসে হোমস জানতে চাইল, 'তিনজন ছাত্রের মধ্যে কাকে তোমার সন্দেহ হয়?'

'কেন, একদম ওপরওলার ঐ অসভ্য ছোঁড়া।'

কিছু না ভেবেই জবাব দিলাম, 'পুরো টার্ম ফাঁকি দিয়ে শেষ মুহূর্তে বইয়ের ওপর হামলে পড়েছে। অবশ্য ও একা নয়, দোতলার ঐ ছেলেটাকেও আমার খুব সুবিধে ঠেকেনি, ঐ যে দৌলৎরাম না কি যেন নাম। ওর চাউনিটা আমার সন্দেহজনক ঠেকেছে।'

'এটা এমন কোনও ব্যাপার নয়,' হোমস জানাল, 'আগামীকাল সকালে যার পরীক্ষা আজ রাতে বাইরে থেকে দু'জন অচেনা লোককে নিয়ে মাস্টারমশাই তার কামরায় ঢুকলে সবারই সন্দেহ হয়, আরও যেখানে ওর সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেননি। না, ওয়াটসন, আরও একটা লোক ওদের মাঝখানে ঢুকে পড়েছে সে হল ব্যানিস্টার, মিঃ সোমসের কাজের লোক। এই লোকটার ভূমিকাই আমায় ভাবিয়ে মারছে।'

ফেরার পথে কয়েকটা স্টেশনারি দোকানে আমায় নিয়ে [illegible] হোমস, কাঠের কুচোগুলো দেখিয়ে ঐ জাতের পেনসিল চাইল, কিন্তু কেউ দিতে পারল না।

পরদিন সকালে আটটায় হোমস আমার ঘরে ঢুকল, কোনও ভূমিকা না করে বলল,'রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে ওয়াটসন, এই দ্যাখো' বলে ছোট ছোট তিনটে কাদামাটির তেকোনা টুকরো হাতের মুঠো খুলে দেখাল। 'আজ খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে এগুলো জোগাড় করেছি অনেক কষ্ট করে, এগুলো চেনা চেনা ঠেকছে?'

'বিলকুল' সায় দিয়ে বললাম, 'গতকাল ডঃ সোমসের ঘরে টেবিলের ওপর তো এমনই কয়েকটা শুকনো কাদামাটির টুকরো পড়েছিল।'

'চিনতে পেরেছো তাহলে বন্ধুবর' মুখ টিপে হাসল, 'এবার জলদি তৈরি হয়ে নাও, ব্রেকফাস্ট ফিরে এসে খাওয়া যাবে।'

'কোথায় যাবে এই সাতসকালে?'

'বাঃ, এরই মধ্যে ভুলে গেলে?' হোমস মনে করিয়ে দিল,'কাল ফিরে আসার সময় মিঃ সোমসকে কথা দিলাম আজ সকালে এসে ওঁর রহস্যের সমাধান করব। আহা, ভদ্রলোক হয়ত দুশ্চিন্তায় সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারেননি।'

'এই যে মিঃ হোমস, ডঃ ওয়াটসন,' আমাদের দেখে মিঃ সোমস যেন অকূলে কূল পেলেন, 'এবার বলুন কি করব, পরীক্ষাটা নেবার কি হবে?'

ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় হোমস ঠিকই বলেছে, দুশ্চিন্তায় একরাতেই ওঁর দু'চোখের নীচে কালি পড়েছে, মাথার চুল এলোমেলো, গাল বসে গেছে।

'পরীক্ষা নেব বলছেন, কিন্তু যে এমন একটা কাজ করল সেই অপরাধীকে ধরবেন না?'

'অপরাধী পরীক্ষায় বসবে না, মিঃ সোমস,' হোমস বলল, 'এবার তাকে হাতেনাতে ধরার কাজটা সারতে হলে আমার কথামত কাজ করুন। প্রথমে আপনি ঐ চেয়ারে আগে বসুন, ওয়াটসন, তুমি বোস এই চেয়ারে। আমি মাঝখানে ঐ আর্মচেয়ারে বসছি। ঠিক আছে, এবার আগে ব্যানিস্টারকে ডাকুন।'

মিঃ সোমস ঘন্টা বাজাতে ব্যানিস্টার ঘরে ঢুকল। আমাদের এত সকালে দেখে কেমন যেন চমকে গেল সে।

'দরজাটা ভেতর থেকে এঁটে দাও ব্যানিস্টার, ঠিক আছে, এবার আমাদের কাছে যেসব কথা বলোনি সেগুলো বলে ফ্যালো ভালোয় ভালোয়।'

'একথা কেন বলছেন স্যর,' ব্যানিস্টারের গলায় সত্য গোপন করার প্রয়াস ফুটে বেরোল,'আপনাদের কাছে আমি কিছু গোপন করিনি।'

'মিথ্যে বলছ, ব্যানিস্টার,' হোমস দৃঢ় গলায় বলল, 'গতকাল এই ঘরের যে চেয়ারে তুমি বসেছিলে তার ওপর এমন কিছু পড়েছিল সেগুলো ঢাকতে তুমি তাদের ওপর বসেছিলে। তবে এখনও এ বিষয়ে আমি কোনও প্রমাণ খাড়া করতে পারিনি, তাই আমার বক্তব্য এককথায় সম্ভাবনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন মিঃ সোমস।'

মিঃ সোমসের চাউনি দেখে বুঝতে পারছি হোমসের কথাবার্তা কিছুই তাঁর মাথায় ঢুকছে না, বোধ হয় তা আঁচ করেই হোমস বলল, 'ব্যানিস্টার এখানেই থাক, ওকে পরে দরকার হবে। মিঃ সোমস, আপনি নিজে কষ্ট করে গিয়ে একবার গিলক্রিস্টকে ডেকে আনুন। বিশেষ দরকার, এর বেশি আর কিছু বলার দরকার নেই।'

মিঃ সোমস হোমসের কথামত ঘর থেকে বেরোলেন, হোমসের নির্দেশে ব্যানিস্টার মিঃ সোমসের শোবার ঘরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একটু বাদেই গিলক্রিস্টকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ সোমস ফিরে এলেন। স্পষ্ট দেখলাম ব্যানিস্টারকে দেখতে পেয়েই গিলক্রিস্টের দুচোখে ঘনিয়ে এল উদ্বেগের কালো মেঘ। হোমসের ইশারায় মিঃ সোমস দরজা ভেতর থেকে এঁটে দিলেন।

'মিঃ গিলক্রিস্ট', সুপুরুষ তরুণ ছাত্রটির মুখের পানে হোমস সরাসরি তাকাল, 'এত বড় সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে হয়ে এমন একটা অপরাধ করতে আপনার বিবেকে বাধল না?'

উত্তর না দিয়ে গিলক্রিস্ট মুখ তুলে তাকাল ব্যানিস্টারের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যানিস্টার কেঁপে উঠল থরথর করে, চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'না, মিঃ গিলক্রিস্ট, বিশ্বাস করুন আমি কিছুই বলিনি।'

'ব্যানিস্টার' গম্ভীর গলায় হোমস বলল। 'একটু আগে তুমি যে আমাদের কাছে একের পর এক মিছে কথা বলেছো তা এক্ষুনি নিজে মুখেই স্বীকার করলে তুমি। আর মিঃ গিলক্রিস্ট, আপনার অবস্থা এই মুহূর্তে কতটা শোচনীয় তা আশা করি বুঝিয়ে বলার দরকার হবে না। ব্যানিস্টার যা বলল, এরপর আপনি আর নিজেকে নির্দোষ বলতে পারবেন না। এখনও সময় আছে নিজের অপরাধ নিজে মুখে স্বীকার করুন।'

উত্তর না দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু মুড়ে টেবিলের পাশে বসে পড়ল গিলক্রিস্ট, দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে।

'অত ভেঙ্গে পড়ার কিছু নেই, মিঃ গিলক্রিস্ট,' হোমস বলল, 'ভুল করেছেন এখন বুঝতে পেরে অনুতাপে বুক ফেটে যাচ্ছে। তবে আপনি তো মানুষ, ভুল মানুষেরই হয়। যাক, আপনি যে অপকর্মটি করেছেন তার বিবরণ আমিই নয় দিচ্ছি, সবাই শুনে যান। গোটা বিকেলটা মাঠে লং জাম্পের মহড়া দিয়ে কাঁধে জুতো ঝুলিয়ে আপনি ফিরে এলেন। এই স্পোর্টস জুতোগুলোর

চামড়ার নীচে অনেক কাঁটা থাকে। মিঃ সোমসের ঘরের জানালার সামনে দিয়ে যাবার সময় ওঁর টেবিলে রাখা প্রশ্নপত্রের প্রুফের পাকানো কাগজগুলো আচমকা আপনার চোখে পড়ে, এও দেখতে পান যে ঘরের দরজায় বাইরের ফুটোয় চাবি লাগান। ব্যানিস্টার চাবিটা খুলে নিতে ভুলে গেছে আঁচ করতে পেরেই এক সাংঘাতিক ঝুঁকি নেবার বদ খেয়াল চাপল আপনার মাথায়। আচমকা মিঃ সোমসের মুখোমুখি হলে কোনও পড়া বুঝতে ভেতরে ঢুকে পড়েছেন এই ধরনের অজুহাত দেবার জন্যও আপনি তৈরি ছিলেন। এরপর ভেতরে ঢুকে দেখলেন টেবিলের ওপর পাকিয়ে রাখা কাগজের তাড়াগুলো সত্যিই প্রশ্নপত্রের প্রুফ। তখনই পড়লেন লোভের খপ্পরে, কাঁধে ঝোলানো। জুতো জোড়া টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন। মনে হচ্ছে ঘটনার হুবহু বিবরণ দিতে পেরেছি।'

'গিলক্রিস্ট,' হোমস সোজাসুজি তাকাল অপরাধী ছাত্রটির চোখের পানে, 'এবার নিজে মুখে বলুন জানালার পাশে রাখা চেয়ারে কি রেখেছিলেন?'

'আমার দস্তানা জোড়া,' কান্নাচাপা গলায় জবাব দিল গিলক্রিস্ট।

'ঠিক,' হোমস আবার শুরু করল, 'এটা সত্যিই বলেছেন, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, দস্তানাজোড়া ঐ চেয়ারের গদিতে রেখে প্রুফের একেকটা তাড়া তুলে নিলেন আপনি, এক মনে সেগুলো নকল করতে লাগলেন। আপনি আগেই ধরে নিয়েছিলেন মিঃ সোমস সদর দরজা দিয়ে ঢুকলে আপনি দেখতে পাবেন। কিন্তু ঘটনা ঘটল উল্টো, উনি ঢুকলেন পাশের গেট দিয়ে। উনি এসে যেতেই আপনি মিঃ গিলক্রিস্ট চমকে উঠলেন, কাগজগুলো ফেলে রেখে দৌড়োনোর জুতো জোড়া তুলে নিয়ে আপনি ছুটে গিয়ে ঢুকলেন মিঃ সোমসের শোবার ঘরে, তাড়াহুড়োয় দস্তানা জোড়ার কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। আপনার জুতোর নীচে কাঁটার আঁচড়ে টেবিলের চামড়া চিরে গিয়েছিল, আঁচড়টা শেষ হয়েছে শোবার ঘরের দিকে, যা চোখে পড়লে যে কোনও বুদ্ধিমান লোক বলে দিতে পারত আপনি শোবার ঘরে ঢুকেছেন। জুতোর নীচে কাঁটার আশেপাশে জমে থাকা নরম কাদামাটির কয়েকটা টুকরো টেবিলের ওপর ঝরে পড়েছে জুতো থেকে তাও আপনার চোখে পড়ল না। গতকাল এই মাটির টুকরোগুলোর গায়ে কাঠের গুঁড়ো এঁটে থাকতে দেখেছি। আমার মাথায় একটা অনুমান তখনই ফণা তুলল, তা সত্যি কিনা যাচাই করতে আজ খুব ভোরে চলে এলাম এখানকার খেলার মাঠে, লং জাম্প দেবার গর্তের কাছে এসে দেখি নরম মাটির ওপর কাঠের একরাশ গুঁড়ো ছড়ানো। পিছলে যাওয়ার হাত থেকে দৌড়বিদকে বাঁচানোর জন্যই ঐভাবে কাঠের গুঁড়ো ছড়ানো হয়। তখনই বুঝলাম আমার অনুমান নির্ভুল, কাঠের গুঁড়ো মেশানো ঐ নরম মাটির দলা এঁটেছিল আপনার দৌড়োনোর জুতোজোড়ার নীচে, কাঁটার গায়ে, টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে ঝরে পড়েছে। অবশ্য ততক্ষণে ওগুলো শুকিয়ে এসেছে। বলুন মিঃ গিলক্রিস্ট, আমার অনুমান ভুল নেই তো?'

'না,' গিলক্রিস্ট আচমকা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আপনি যা বললেন তা হুবহু সত্যি,' একটা ভাঁজ করা কাগজ মিঃ সোমসের হাতে দিল সে, 'মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করার পরেই স্থির করলাম এ পরীক্ষায় আমি বসব না। আমি কলেজ ছেড়ে দিচ্ছি স্যার। রোডেসিয়ান পুলিশে আমি অফিসার হিসেবে যোগ দেবার অফার পেয়েছি, একটু বাদেই দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হব।'

'প্রশ্নপত্র নকল করে পরীক্ষায় বসবে না জেনে সত্যিই খুশি হচ্ছি গিলক্রিস্ট,' মিঃ সোমস বললেন, 'কিন্তু আচমকা পরীক্ষায় না বসার সিদ্ধান্ত নিলে কেন বলবে?'

'ওকে প্রশ্নটা করুন,' ইশারায় ব্যানিস্টারকে দেখাল গিলক্রিস্ট, 'অসৎ পথ অবলম্বন করে পরীক্ষা না দেবার প্রেরণা ওর কাছেই পেয়েছি।'

'তাহলে ব্যানিস্টার,' মিঃ সোমসের কাজের লোকের দিকে তাকাল হোমস, 'দেখতে পাচ্ছো তুমি হাতে নাতে ধরা পড়েছো। এবার আশা করি সত্যি কথা বেরোবে তোমার পেট থেকে।'

'স্যর', ধরা গলায় ব্যানিস্টার বলল, 'আগে আমি এই ছাত্রের বাবা স্যর জ্যাভেজ গিলক্রিস্টের পার্টনার ছিলাম। সেই সময় আজকের এই ছেলে ছিল এইটুকু কচি বাচ্চা, ওকে হাঁটুতে শুইয়ে কত ঘুম পাড়িয়েছি আমি। স্যর জ্যাভেজ টাকাকড়ি সব খোয়ানোর পরে ওঁর কাছ থেকে আমি চলে এলাম, এই কলেজে নতুন চাকরিতে বহাল হলাম। কাজ ছেড়ে দিলেও আগের মনিবের ছেলেটি এই কলেজে এল ভর্তি হতে, তখন থেকে সবসময় ওকে চোখে চোখে রাখতে লাগলাম। কাল গোলমাল শুনে এ ঘরে ঢুকতেই নজরে পড়ল ঐ চেয়ারের ওপর পড়ে আছে আমার খোকাবাবু অর্থাৎ মিঃ গিলক্রিস্টের দস্তানা জোড়া। মাস্টারসাহেবও হয়ত দেখলেই চিনে ফেলবেন তাই আগেভাগে আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে বসে পড়লাম ঐ দস্তানা জোড়ার ওপর। মাস্টারসাহেব ঘর ছেড়ে যতক্ষণ না বেরোলেন ততক্ষণ বসে রইলাম সেখানে। এরপর শোবার ঘর থেকে মিঃ গিলক্রিস্ট বেরিয়ে এলেন, আমায় দেখে নিজেই সব কথা খুলে বলল। নিজের দোষ স্বীকার করল। সে আমার ছেলের বয়সী, তাই সব শুনে তাকে বললাম যাতে এই পরীক্ষা না দেয়। স্যর জ্যাভেজ জানলে তিনিও একই উপদেশ দিতেন। এরপরেও আপনারা কি বলবেন আমি অন্যায় করেছি?'

'এই যদি ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে তুমি কোনও অন্যায় করোনি, ব্যানিস্টার। মিঃ সোমস, আপনার সমস্যার সমাধান হয়েছে, এবার আমাদের ছুটি দিন। বাড়িতে গরম ব্রেকফাস্ট জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হচ্ছে। চলো হে ডাক্তার ওঠা যাক। মিঃ গিলক্রিস্ট, জীবনে অনেকেই ভুল করে বিপথে পা বাড়ায়, আপনি পা বাড়াতে গিয়েও সামলে নিতে পেরেছেন তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আপনি রোডেসিয়ান পুলিশের কাজে উন্নতি করুন এই কামনা করছি। দিন তো পড়ে রইল। কত ওপরে ওঠেন আশা করছি এবার দেখতে পাব।'

দশ

অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য গোল্ডেন প্যাঁশনে

'ঘটনা যা ঘটেছে তা এরকম,' ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিনস বলতে শুরু করল, 'কেন্টে চ্যাথাম থেকে মাইল সাতেক দূরে পাড়াগাঁ এলাকা, সেখানে বছর কয়েক আগে প্রফেসর কোরাম নামে এক বৃদ্ধ একটি বাড়ি কেনেন। বাড়ির নাম ইয়কসলে ওল্ড প্লেস। ভদ্রলোক অসুস্থ, দিনের বেশির ভাগ সময় শুয়ে নয়ত বাথ চেয়ারে বসে কাটান। চলাফেরা করতে তাঁর কষ্ট হয় তবু মাঝে মাঝে লাঠিতে ভর দিয়ে বাগানে ঘুরে বেড়ান। বাগানের মালি মর্টিমার তাঁকে বাথ চেয়ারে বসিয়ে ঘুরিয়ে আনে। প্রতিবেশীরা ওঁকে ভালবাসে, পণ্ডিত হিসেবে তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করে তারা। মিসেস মার্কার আর সুসান টার্লটন নামে দুজন কাজের লোক প্রফেসর কোরাম যেদিন এখানে এসেছেন সেদিন থেকে ওঁর ঘর সংসার দেখছেন, এঁদের দুজনেরই স্থানীয় এলাকায় যথেষ্ট সুনাম আছে। বছরখানেক আগে একটি গবেষণামূলক বই লেখার কাজে হাত দেন প্রফেসর কোরাম সেই সময় তাঁর একজন সেক্রেটারির দরকার হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সবে চুকিয়েছে এখন একজনকে প্রফেসর কোরাম সেক্রেটারীর চাকরিতে বহাল করেন। বয়সে তরুণ হলেও গবেষণার কাজে স্মিথ ছিল খুবই দক্ষ, ফলে অল্প সময়ের ভেতর প্রফেসরের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে সে।

ছোটবেলায় আপিংহ্যামে তারপর যৌবনে কেমব্রিজে প্রফেসর কোরামের ছাত্র ছিল উইলোবি স্মিথ, কখনও দুজনের মধ্যে কোনরকম বিরোধ দেখা দেয়নি। স্মিথের স্কুল কলেজের যাবতীয় সার্টিফিকেটে তার শান্ত ভদ্র আর কঠোর পরিশ্রমী স্বভাবের উল্লেখ নিজে চোখে দেখেছি। এই উইলোবি স্মিথকে আজ সকালে প্রফেসরের স্টাডিতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, তাকে যে খুন করা হয়েছে সে বিষয়ে আমার মনে এতটুকু সংশয় নেই।'

সন্ধে থেকে বৃষ্টি পড়ছে, সেইসঙ্গে বইছে ঝোড়ো হাওয়া। থেকে থেকে সে প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ছে দরজা জানালার ওপর, তার দাপটে ঝনঝন করে উঠছে শার্শির কাঁচ।

'উইলোবি স্মিথের মৃত্যু সম্পর্কে প্রফেসর কোরামের কাজের লোকেদের একজন সুসান টার্লটন যে বিবৃতি দিয়েছে সাক্ষ্য হিসেবে তা আমরা গ্রহণ করেছি,' একটু দম নিয়ে ইন্সপেক্টর হপকিনস আবার খেই ধরল, 'দুপুর বারোটা তখনও বাজেনি। আবহাওয়া ভাল না থাকলে বেলা বারোটা পর্যন্ত প্রফেসর কোরাম বিছানার শুয়ে থাকেন, আজও তাই ছিলেন। আরেকজন কাজের লোক মিসেস মার্কার ছিলেন বাড়ির পেছনদিকে। উইলোবি স্মিথের বসার ও শোবার ঘর একটিই, স্মিথের তখন সেখানেই থাকার কথা। সুসান ছিল ওপরের ঘরে, তার কানে এল স্মিথের পায়ের আওয়াজ, সে আওয়াজ প্যাসেজ পর্যন্ত গেল তারপর পৌঁছোল নীচে স্টাডিতে। স্মিথকে সুসান তখন চোখে না দেখলেও ঐ পায়ের আওয়াজ যে তারই সে সম্পর্কে সন্দেহ ছিল না তার মনে, খানিক বাদে নীচে স্টাডিতে শোনা গেল ভয়াবহ আর্তনাদ, সেইসঙ্গে ভারি কোনও জিনিস পড়ার আওয়াজ। সুসান একটু ভেবে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নেয়, ছুটে নীচে গিয়ে দেখে স্টাডির দরজা বন্ধ। সাহস করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই সুসানের চোখে পড়ল কার্পেটের ওপর উইলোবি স্মিথ পড়ে আছেন। তাঁর ঘাড় থেকে রক্ত গড়াচ্ছে দরদর করে। পাশেই পড়ে আছে একটা ছোট ধারালো ছুরি তার ফলাটা হাতির দাঁতের।

স্মিথ চোখ বুঁজে পড়েছিল। সুসান চোখে মুখে জলের ছিটে দিতে চোখ মেলল সে, 'প্রফেসর সেই মহিলা,' চাপাগলায় এটুকু বলল সে, ডান হাতটা একবার তুলল, পরক্ষণেই আবার এলিয়ে পড়ল সে, সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ বুঁজে শেষনিঃশ্বাস ফেলল। খানিক বাদে মিসেস মার্কারও এলেন সেখানে, তার অনেক আগেই উইলোবি স্মিথ মারা গেছে। মিসেস মার্কারই ছুটে গিয়ে প্রফেসর কোরামকে খবরটা দেয়। স্মিথের মরণ আর্তনাদ প্রফেসরের কানেও পৌঁছেছিল কিন্তু তিনি ধরতে পারেননি যে সেটা তাঁর সেক্রেটারির গলা। প্রফেসর কোরামের মতে, স্মিথ শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে যা বলেছে তা নেহাতই আঘাতজনিত প্রলাপ ছাড়া কিছু নয় কারণ স্মিথের কোনও দুশমন ছিল না। তবু তার খুনের খবর পুলিশকে জানাতে বাগানের মালি মর্টিমারকে থানায় পাঠান। ঐ খুনের তদন্ত করতে আমি ঘটনাস্থলে যাই এবং বাড়ির লোকেদেব আদেশ দিলাম যাতে গেট থেকে বাড়িতে আসার পথে কেউ না হাঁটে। এবার বাড়ির নকশা৷ দেখুন,' বলে হপকিনস হাতে থাকা ঘটনাস্থলের একটা মোটামুটি খসড়া দিল হোমসকে।

'একটু বোঝার চেষ্টা করুন, মিঃ হোমস,' হপকিনস সে খসড়ার বিভিন্ন দিক বোঝাতে লাগল, 'যদি ধরে নিই খুনী বাইরে থেকে বাড়িতে ঢুকেছে,' হপকিনস হাতে ধরা নকশায় চোখ রাখল, 'তাহলে প্রশ্ন উঠছে সে কোন পথে ভেতরে ঢুকল। নিঃসন্দেহে বাগানের পথ ধরে। আরও একটি পথও ছিল বটে কিন্তু সে পথে এলে ঝুঁকি ছিল অনেক, হত্যাকাণ্ড সমাধা করে খুনী যে পথে ভেতরে ঢুকেছে সেই পথ ধরেই পালিয়ে গেছে। আরও দুটি পথ ছিল, তাদের একটি কাজের লোক সুসান টার্লটন এঁটে দিয়েছিল ভেতর থেকে। বৃষ্টির দরুন বাগানের পথে জল কাদা জমে ছিল, পায়ের ছাপ থাকতে পারে ভেবে আমি সেই পথটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

কিন্তু খুঁটিয়ে দেখাই সার হল, একটি পায়ের ছাপও সেখানে খুঁজে পেলাম না। অপরাধী খুব বুদ্ধিমান তাই কাদামাটিতে পাছে পায়ের ছাপ পড়ে সেই ভয়ে সে ঘাসের সারির ওপর দিয়ে হেঁটে গেছে। ঘাসের ওপর মাড়িয়ে যাওয়ার চিহ্ন ছিল, তা চোখে পড়তে বুঝলাম আমার সিদ্ধান্ত সঠিক। খোঁজ নিয়ে জানলাম বাগানের মালী ঐ পথ ধরে হাঁটেনি।'

'একটু দাঁড়াও,' হোমস বলল 'বাগানের ঐ পথটা কতদূর গেছে?'

'বড় রাস্তা পর্যন্ত।'

'লম্বায় কতটা হবে?'

'তা একশ গজ তো হবেই।'

'পায়ের ছাপ তাহলে তোমার চোখে পড়েনি' বলল, 'যাক আর কি কি করেছো শুনি।'

'তদন্তের কাজ আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত কিছুই বাদ দিইনি মিঃ হোমস' হপকিনস বলল, 'পায়ের ছাপ না পেলেও আমি হতাশ হইনি, এরপর বাড়ির ভেতরের করিডোর খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলাম। সেখানে নারকেলের দড়ির মাদুর বিছানো, তার ওপরেও কোনও পায়ের ছাপ চোখে পড়ল না। ঐখান থেকে সোজা চলে এলাম স্টাডিতে — সেখানে অল্প কয়েকটি আসবাব, লাগোয়া ব্যুরো সমেত একখানা বড় লেখার টেবিল পাশে, ব্যুরোর দুপাশে দু'সারি খোলা ড্রয়ার যার মাঝখানে ছোট কাবার্ড, তাতে তালাচাবি আঁটা। কাবার্ড খোলার চেষ্টা হয়েছে এমন কোনও চিহ্ন চোখে পড়েনি। প্রফেসর কোরামও জানালেন স্টাডি থেকে কিছুই খোয়া যায়নি। 'নকশার যেখানে দাগ দিয়েছি,' হপকিনস বলল, 'ঐখানে পড়েছিল উইলোবি স্মিথের লাশ, তার ঘাড়ের ডানদিকে ছুরির ক্ষত চিহ্ন ছিল। পেছন থেকে আঘাত হানা হয়েছে এবং সে আত্মহত্যা করেনি এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'ধারালো ছুরির ওপর স্মিথ যদি পড়ে গিয়ে থাকে?' হোমস প্রশ্ন তুলল।

'ছুরিটা লাশের মাথা থেকে বেশ কিছু দূরে পড়েছিল,' হপকিনস জবাব দিল, 'কাজেই আপনার এই যুক্তি টিকছে না। তাছাড়া তার শেষ কথাটুকু মনে করুন, 'প্রফেসর সেই মহিলা।' আরও আছে, এই দেখুন লাশের ডান হাতের মুঠোয় এটা ধরা ছিল' বলে কাগজের একটা ছোট প্যাকেট বের করল হপকিনস। প্যাকেট থেকে বের করল কালো সিল্কের সুতো আঁটা একটা সোনার প্যাঁশনে।

'বাড়ির সবাই বলেছে উইলোবির চোখে প্যাঁশনে ছিল না।' হপকিনস জোর দিয়ে বলল, 'কাজেই এটা যে সে খুনীর চোখ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।'

প্যাঁশনে চশমাটা হপকিনসের হাত থেকে নিয়ে হোমস খুঁটিয়ে দেখল, নিজের নাকের ওপর সেঁটে বইয়ের পাতা ওল্টাল, তারপর ওটা নিয়েই এসে দাঁড়াল জানালার কাছে, খোলা জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ তাকাল বাইরের দিকে। ফিরে এসে চেয়ারে বসল সে, একটা কাগজে কিছু লিখে সেটা এগিয়ে দিল হপকিনসের দিকে। হপকিনস কাগজটা তুলে জোরে পড়তে লাগল।

একজন ভদ্র আর বিনয়ী স্বভাবের ভদ্রমহিলা দরকার যাঁর নাক খুব মোটা হয়ে দু'চোখ খুব কাছাকাছি। এছাড়া মহিলার দু'কাঁধ গোল, তিনি ঘনঘন কপাল কোঁচকান আর চোখ কুঁচকে তাকান। এই প্যাঁশনের দুটো লেনসেরই পাওয়ার খুব বেশি, তাই মনে হচ্ছে এমন কাউকে খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে না।

হপকিনসকে তদন্তের কাজে সাহায্য করতে পরদিন হোমস আমায় নিয়ে এল প্রফেসর কোরামের ইয়ক্সলে ওল্ড প্লেসের বাড়িতে। বাগানে ঢুকে ঘাসের সারির ওপর ঝুঁকে পড়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল হোমস, মুখ তুলে বলল, 'হ্যাঁ, এখান দিয়েই ভদ্রমহিলা খুব সাবধানে পা ফেলেছেন। একটু এদিক ওদিক হলেই পা পড়ত নরম মাটির ওপর আর তখনই তাঁর পায়ের ছাপ পড়ত মাটিতে।'

স্টাডিতে ঢুকে আসবাবগুলো পরীক্ষা করতে করতে ব্যুরোর সামনে এসে দাঁড়াল হোমস, বলে উঠল, 'এখানে চাবির গর্তের ওপর একটা আঁচড় দেখছি, হপকিনস এটা আগে দেখোনি?'

'দেখেছি, মিঃ হোমস,' হপকিনস তেমন গুরুত্ব দিল না, 'কিন্তু আমার কাছে এর তেমন কোনও গুরুত্ব নেই।'

'এই ব্যুরো কে ঝাড়পোঁছ করে?' হোমস শুধোল।

ঘরে ঢুকল মিসেস মার্কার, তার মুখখানা বিষণ্ণ, বেদনাহত।

'এই ব্যুরো আপনি ঝাড়পোঁছ করেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এই আঁচড়টা দেখতে পাচ্ছেন?' ইশারায় হোমস তালার ফুটোর পাশে আঁচড়টা দেখাল, 'আজ সকালে ঝাড়পোঁছ করার সময় এটা চোখে পড়েছিল?'

'আজ্ঞে না।'

'এই ব্যুরোর চাবি কার কাছে থাকে?'

'প্রফেসর কোরামের কাছে থাকে।'

'সাধারণ চাবি?'

'আজ্ঞে না, চাব কোম্পানির চাবি।'

'বেশ, মিসেস মার্কার, আপনি এবার আসতে পারেন,' হোমস তাকাল হপকিনসের দিকে, 'তাহলে হপকিনস, যিনি খুন করেছেন সেই মহিলা এই ঘরে ঢুকে ব্যুরোর কাছে এলেন, কাবার্ডটা খুলেছেন অথবা খোলার চেষ্টা করছেন, ঠিক তখনই ভেতরে ঢুকল উইলোবি স্মিথ। তাড়াহুড়োর মাথায় কাজ সারতে গিয়ে মহিলার হাতের চাবিতে পাল্লার গা তালায় খানিকটা আঁচড়ে গেল। উইলোবি স্মিথ বেকায়দায় পেয়ে তাঁকে চেপে ধরতে যাবে তার আগেই ছুরিটা তিনি দেখতে পেলেন, সেটা মুঠোয় ধরে স্মিথের গলার ডানদিকে আঘাত হানলেন। না, হপকিনস, যাই বলো না কেন, আমার স্থির বিশ্বাস মহিলা স্মিথের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতেই তাকে আঘাত করেন, এছাড়া তাকে খুন করার কোনও উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। স্মিথ আর্তনাদ করে পড়ে যেতেই তিনি পালালেন। আচ্ছা, সুসান টার্লটন কোথায়, তাকে একবার ডাকো তো, হপকিনস।'

সুসানকে ডেকে আনল হপকিনসের জনৈক কনস্টেবল। স্টাডির দরজা ইশারায় দেখিয়ে হোমস প্রশ্ন করল, 'মিঃ স্মিথ মারা যাবার আগে প্রচণ্ড আর্তনাদ করেন তা ওপরের ঘরে দাঁড়িয়ে তোমার কানে গেছে, তাই তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ, তাহলে ভেবে বলো, ঐ আর্তনাদ শুনে তুমি নীচে নেমে এলে, তার আগেই খুনীর পক্ষে এই দরজা দিয়ে বাইরে বেরোনো সম্ভব ছিল কি?'

'আজ্ঞে না, তা কোনমতেই সম্ভব নয়,' সুসান দৃঢ় গলায় বলল, 'তাহলে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় প্যাসেজে সে ঠিকই আমার চোখে পড়ত। এছাড়া দরজা বন্ধ ছিল, দরজা খুললে সেই আওয়াজও শুনতে পেতাম।'

'তাহলে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে খুনী যে পথে ভেতরে ঢুকেছে সেই পথেই বেরিয়েছে। আচ্ছা, চলো এবার প্রফেসর কোরামের সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

প্রফেসর কোরামের ঘরে ঢোকার মুখে যে করিডোর সেখানেও নারকেল দড়ির মাদুর দেখে চমকে উঠল হোমস, কিন্তু মুখে কিছুই বলল না।

বিশাল একখানা ঘরে থাকেন প্রফেসর কোরাম, ঘরের ভেতরে শুধু রাশি রাশি বই চারদিকে ছড়ানো। ঘরের ঠিক মাঝখানে আর্মচেয়ারে বসে প্রফেসর কোরাম। একটু আগেই দুপুরের খাওয়া সেরেছেন তিনি, খালি প্লেটে পড়ে থাকা উচ্ছিষ্ট দেখে বোঝা যায় দুপুরে পেটের খিদে মেটাতে এন্তার খেয়েছেন তিনি। কোরামের মাথার ধপধপে পাকা চুল কেশরের মত, ভেতরে ঢুকতে জ্বলন্ত অঙ্গারের চাউনিতে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন, ঠোঁটে ধরা জ্বলন্ত সিগারেটের কড়া দুর্গন্ধে ঘরের বাতাস ভরে উঠেছে। তাঁর অফার করা সিগারেট ধরিয়ে হোমস তীক্ষ্ণ অথচ সতর্ক চাউনিতে তাকাচ্ছিল চারপাশে।

'খুব ভাল ছেলে পেয়েছিলাম মিঃ হোমস,' প্রফেসর কোরাম তাঁর নিহত সেক্রেটারি উইলোবি স্মিথ সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, 'তা আপনি কতদূর এগোলেন মিঃ হোমস, রহস্যের সমাধান হল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' হোমসের দু'চোখ উজ্জ্বল দেখাল, 'রহস্যের সমাধান আমি করে ফেলেছি।'

'সত্যি! বাগানে গিয়ে?'

'না প্রফেসর, এই ঘরের ভেতর।'

হোমস অল্প কয়েক টান মেরে সিগারেট শেষ করতেই প্রফেসর টিন ভর্তি সিগারেট এগিয়ে দিলেন তার দিকে। কিন্তু হোমস একটি সিগারেট তুলে নেবার আগেই টিন থেকে সব সিগারেট উল্টে পড়ল মেঝের কার্পেটের ওপর। এটা যে হোমসেরই কারসাজি তা বুঝতে বাকি রইল না। আমরা সবাই হাঁটু গেড়ে বসে সিগারেটগুলো তুলে নিলাম।

'আপনি ঠাট্টা করছেন, মিঃ হোমস,' প্রফেসর কোরাম বললেন, 'এই ঘরের ভেতর কোন রহস্য সমাধানের সূত্র পেলেন আপনি, বলবেন?'

'নিশ্চয়ই,' হোমস বলল, 'গতকাল একজন মহিলা আপনার স্টাডিতে ঢোকেন, সেখানে ব্যুরোর ভেতরে কিছু কাগজপত্র ছিল, সেগুলো হাতিয়ে নেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। মহিলার সঙ্গে তাঁর নিজের চাবি ছিল। ব্যুরোর গায়ে তালার যে আঁচড় পড়েছে তা আপনার চাবিতে হয়নি এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, যেহেতু আপনার চাবি আমি পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'তা এতখানি যখন এগিয়েছেন মিঃ হোমস, তখন সেই মহিলা এরপর কোথায় গেলেন তা বলতে পারবেন কি মিঃ হোমস?' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্নটা বন্ধুবরের দিকে ছুঁড়ে দিলেন প্রফেসর।

'সাধ্যমত চেষ্টা করব বইকি,' হোমস জবাব দিল, 'স্টাডিতে আপনার ব্যুরো খোলার চেষ্টা করছিলেন ভদ্রমহিলা, এমন সময় আপনার সেক্রেটারি মিঃ স্মিথ ওঁকে ধরে ফেলেন। ধস্তাধস্তি করার সময় মহিলা টেবিল থেকে ছুরি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে আঘাত হানলেন মিঃ স্মিথের গলায়, সেই আঘাতে মিঃ স্মিথ খুন হলেন। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস মহিলা খুনখারাপি করবেন বলে আসেননি, নয়ত ওঁর সঙ্গে মারাত্মক অস্ত্র থাকত। মিঃ স্মিথ খুন হয়েছেন দেখে মহিলা খুব ঘাবড়ে যান। ওঁর চোখে ছিল সোনাব প্যাঁশনে, ধস্তাধস্তি করার সময় সেটা চলে আসে মিঃ স্মিথের হাতের মুঠোয়। মহিলা চোখে ভাল দেখেন না, দূরের জিনিস প্রায় দেখেন না বললেই চলে। চশমা হারিয়ে তিনি অসহায় হয়ে পড়লেন, আর কোনও উপায় না পেয়ে করিডোর ধরে ছুটলেন। দু'টো করিডোরেই নারকেল দড়ির মাদুর পাতা ছিল, পায়ে লাগতে উনি ধরে নিলেন যে পথে ঢুকেছেন সে পথ ধরেই বাইরের দিকে যাচ্ছেন। কিন্তু চোখে ভাল দেখেন না বলে শেষকালে এসে ঢুকে পড়লেন এখানে, আপনার কামরায়।' বলেই প্রফেসরের বাক্স থেকে একটি সিগারেট বের করে ধরাল সে। হোমস যথেষ্ট ধূমপান করে ঠিকই, এখানে আসার পর থেকে ওর ধূমপানের মাত্রা আচমকা গেছে বেড়ে, থেকে থেকে প্রফেসর কোরামের বাক্স খুলে সিগারেট ধরিয়ে চলেছে সে। অন্যদিকে তার দু'চোখ খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, এই মুহূর্তে সেখানে নৈরাশ্যের এতটুকু ছাপ চোখে পড়ছে না।

'চমৎকার একটি গল্প শোনালেন, মিঃ হোমস,' ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন প্রফেসর কোরাম, কিন্তু এমন অনবদ্য সিদ্ধান্ত খাড়া করার আগে আপনার মনে ছিল না যে গতকাল এই ঘর থেকে একটিবারও বাইরে বেরোইনি আমি। না, সারাদিনে একবারও না।'

'এবার আপনার ভুল হল, প্রফেসর,' হোমস জবাব দিল, 'আমি জানি যে আপনি গতকাল এ ঘরেই ছিলেন। আপনি এই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন এ কথা একবারও বলিনি আমি।'

'এটা কেমন কথা বললেন, মিঃ হোমস?' প্রফেসর কোরামের গলায় প্রতিবাদের সুর ফুটে বেরোল, 'গতকাল এ ঘরে একজন মহিলা ঢুকে পড়লেন আর ঐ খাটে শুয়েও আমি তাঁকে দেখতে পাইনি এটাই কি আপনি বোঝাতে চান?'

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি, প্রফেসর,' মনে হল হোমসের কথায় কৌতুকের আভাস পাচ্ছি, 'মহিলা এ ঘরে ঢুকলেন তা আপনি ঠিকই টের পেয়েছিলেন, মহিলাকে আপনি চিনতেও পেরেছিলেন প্রফেসর এবং তাঁকে গা ঢাকা দিতে সাহায্যও করেছিলেন।'

'আপনি পাগলের প্রলাপ শোনাচ্ছেন, মিঃ হোমস,' আবারও প্রফেসর কোরাম প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, 'আমি তাঁকে গা ঢাকা দিতে সাহায্য করেছি? বেশ তাই যদি হয়, তাহলে তিনি

গেলেন কোথায় সেই গল্পটুকুও শোনাতে বাকি রাখবেন কেন? সেই মহিলা আপাতত কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছেন বলুন দেখি, শুনি!'

'ঐখানে,' ঘরের এক কোণে খুব উঁচু একটি বইয়ের শেলফ আঙুল তুলে দেখাল হোমস। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মত এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। হোমসের জবাব শুনে প্রফেসর কোরাম এলিয়ে পড়লেন, তাঁর মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ঠিক তখনই হোমস যে বইয়ের শেলফ ইশারায় দেখিয়েছিল তার একটা পাল্লা গেল খুলে, ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন এক মাঝবয়সী মহিলা। ধুলো ময়লার পুরো প্রলেপ লেগেছে তাঁর সারা গায়ে, পুরোনো মাকড়শার জাল ঝুলছে তাঁর মাথার টুপি থেকে।

'ঠিক ধরেছেন!' অদ্ভুত বিদেশী ভাষায় মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমিই সেই মহিলা যার কথা একটু আগে বলছিলেন, সেই আমি!' হোমস যে চেহারার বর্ণনা শুনিয়েছিল এঁকে দেখতে হুবহু সেরকম। বারবার এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন আর চোখের পাতা ঘন ঘন ফেলছেন দেখে বুঝলাম একটানা অনেকক্ষণ আঁধারে কাটাবার পর এবার দিনের আলো তাঁর চোখে সইছে না। উঁচু কপাল, ধারালো চিবুক আর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে মহিলা সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিনস এগিয়ে এল, ভদ্রমহিলার কাঁধে হাত রেখে বোঝাতে চাইল সে তাঁকে গ্রেপ্তার করছে, কিন্তু মহিলা একটি কথাও না বলে ব্যক্তিত্ব সহকারে তার ডান হাত সরিয়ে দিলেন কাঁধ থেকে। সেই ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়াতে পারল না হপকিনস, কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল সে।

'আমি জানি,' মহিলা আমাদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, 'আপনাদের হাতে আমি ধরা পড়েছি, শেলফের ভেতরে বসে আপনাদের সব কথাবার্তা আমার কানে এসেছে। হ্যাঁ, আপনারা যা জেনেছেন তার সবটুকু সত্যি। স্টাডিতে অল্পবয়সী যুবকটিকে আমিই খুন করেছি। তবে এটা নিছক দুর্ঘটনা, তাকে বা আর কাউকে খুন করতে আমি আসিনি। ধস্তাধস্তির মুহূর্তে যুবকটি আমার প্যাঁশনে ছিনিয়ে নেয়। খালি চোখে আমি কিছুই প্রায় দেখি না, তাই ঐ অবস্থায় তার হাত থেকে ছাড়া পেতে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে কিছু একটা তুলে নিই, সেটা যে ছুরি তা আমি দেখতে পাইনি। ঐ ছুরি দিয়ে আঘাত করতেই সে আর্তনাদ করে আমায় ছেড়ে পড়ে যায় মেঝের ওপর। আমি যা বলছি তার সবটুকু সত্যি।'

'আমি তা জানি ম্যাডাম,' শ্রদ্ধা মেশানো গলায় হোমস বলল, 'আপনি যে সত্যি কথা বলছেন তাতে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আপনার চোখমুখ মোটেই ভাল ঠেকছে না ম্যাডাম। মনে হচ্ছে আপনি খুব অসুস্থ।'

মহিলার ধুলোকালি মাখা সেই মুখ সত্যিই ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, প্রফেসর কোরামের খাটের একপাশে বসে তিনি বললেন, 'এ ঘরে আমি আর খুব বেশিক্ষণ থাকব না, যাবার আগে কিছু সত্যি কথা আপনাদের জানাব। এই যে আধবুড়ো লোকটা প্রফেসর কোরাম নাম নিয়ে এখানে আরামে দিন কাটাচ্ছে, এ জাতে ইংরেজ নয়, রাশিয়ান। আমি ওর স্ত্রী, তবে ওর আসল নাম কি তা বলব না।'

'ঈশ্বর তোমার ভাল করুন, অ্যানা,' প্রফেসর কোরাম বললেন। মনে হল তিনি নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েছেন।

'সার্জিয়াস,' বৃদ্ধের দিকে অবজ্ঞা মেশানো চোখে তাকালেন মহিলা, 'নিজেকে ঘেন্না করতে পারছো দেখে অবাক লাগছে, সারাজীবন অন্যের ক্ষতি করে কি পেলে তুমি? অনেক দেরি হয়ে গেছে জানি তবু আজ আমায় সবার সামনে মুখ খুলতেই হবে। শুনুন আপনারা, খানিক আগেই বলেছি আমি এই লোকটার স্ত্রী। ওর বয়স যখন পঞ্চাশ সেই সময় ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, আমার বয়স তখন মাত্র কুড়ি, বুদ্ধিও তেমন পাকেনি। জায়গার নাম আমি বলব না, শুধু এটুকু

জেনে রাখুন রাশিয়ার কোনও শহরের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি তখন ছাত্রী। আমরা ছিলাম বিপ্লবী দলের সদস্য, আমি ছিলাম, আরও অনেকে ছিল, আর এই লোকটাও ছিল। কিছুদিন বাদে এক পুলিশ অফিসার খুন হলেন আর আমরা তখনই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম। আমাদের দলের অনেকে ধরা পড়ল, তখন নিজের প্রাণ বাঁচাতে আর পুরস্কারের লোভে আমার এই স্বামী বিশ্বাসঘাতকতা করল আমাদের সঙ্গে। পুলিশ ওকে আগেই ধরেছিল, তাদের কাছে ও স্বীকারোক্তি করে বসল। ঐ স্বীকারোক্তির ওপর ভিত্তি করে পুলিশ আমাদের দলের আরও অনেক সদস্যকে একে একে গ্রেপ্তার করল। বিচারে অনেকের ফাঁসি হল, অনেকে দ্বীপান্তরের সাজা খাটতে গেল সাইবেরিয়ায়। আমারও দ্বীপান্তর হল কিন্তু যাবজ্জীবনের মেয়াদে নয়। আর এই লোকটা প্রাণে শুধু বাঁচল তাই না, বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার বাবদ যে টাকা পেল তাই নিয়ে ও চলে এল ইংল্যান্ডে। প্রফেসর কোরাম নাম নিয়ে এখানে আস্তানা গাড়ল, সেই থেকে খুব শান্তিতে এখানে ওর দিন কাটছে। তবে ব্রাদারহুড অর্থাৎ আমাদের দল যেদিন ওর এই ঠিকানা খুঁজে পাবে সেদিন থেকে সাতদিন ও প্রাণে বাঁচবে, তারপরেই বিশ্বাসঘাতকের প্রাপ্য সাজা মৃত্যুদণ্ডে ওকে দণ্ডিত হতে হবে তাও ও জানে।'

'জানি অ্যানা, আমার জীবন এখন তোমার হাতে,' বলতে গিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠল প্রফেসর কোরামের গলা, সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'তুমি তো কখনও আমার ভাল ছাড়া খারাপ করোনি!'

'এই লোকটা কত বড় শয়তান তা আপনাদের এখনও বলিনি,' মহিলা একই অবজ্ঞা মেশানো গলায় বললেন, আমাদের এক কমরেডের সঙ্গে আমার আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা ছিল, তিনি হিংসার পথকে ঘৃণা করতেন, ভালবাসতেন অহিংসার পথ। যে পথ আমরা অবলম্বন করেছিলাম তা যদি অপরাধ হয় তাহলে আমরা সবাই অপরাধী। হিংসার পথ থেকে আমায় ফেরাতে তিনি প্রায়ই আমায় চিঠি লিখতেন। সেইসব চিঠি আর আমার ব্যক্তিগত ডায়েরি, এ দুটো ওঁকে বাঁচাতে পারত। সেই ডায়েরিতে আমার মনের সবরকম আবেগ, অনুভূতি আমি লিখে রাখতাম। কিন্তু আমার স্বামী, এই লোকটা আমার ডায়েরি আর সেই কমরেডের লেখা চিঠির গোছা খুঁজে বের করে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখে যাতে কেউ খুঁজে না পায়। শুধু তাই নয়, অ্যালক্সিস, আমার সেই পুরোনো কমরেড যাতে বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন সেই উদ্দেশ্যে অনেক ষড়যন্ত্র করে ও। কিন্তু বিচারে প্রাণদণ্ডের বদলে অ্যালেক্সিসের হল দীপান্তর, তাঁকে সাইবেরিয়ার এক লবণ খনিতে পাঠানো হল। সেখানে, সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে আজও তিনি ক্রীতদাসের মত খাটছেন, একটু থামলেই চাবুকের নিষ্ঠুর আঘাতে কেটে যাচ্ছে তাঁর গায়ের চামড়া। হা ঈশ্বর! আর তাঁকে যে ধরিয়ে দিল সেই লোকটার প্রাণ এই মুহূর্তে আমার হাতের মুঠোয় থাকলেও আমি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি।'

'তুমি তো আগাগোড়াই এমনই মহানুভব অ্যানা,' প্রফেসর কোরামের কাঁপা কাঁপা গলা আবার কানে এল। মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, পর মুহূর্তে চাপাগলায় আর্তনাদ করলেন, শুনে স্পষ্ট বুঝলাম ওঁর ভেতরে প্রচণ্ড ঝড় বইছে।

'মেয়াদ শেষ হবার পর আমি ছাড়া পেলাম,' মহিলা বললেন, 'আমার সেই ডায়েরি আর চিঠির গোছা আমার পাষণ্ড স্বামী কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তা খুঁজে বের করার কাজে হাত দিলাম। আমি জানি ডায়েরি আর চিঠির গোছা রাশিয়ান সরকার হাতে পেলে আমার সেই শ্রদ্ধেয় কমরেড অ্যালেক্সিস ছাড়া পাবেন। আমি তখন সাইবেরিয়ায় দ্বীপান্তরের মেয়াদ খাটছি সেই সময় আমার স্বামী ওই লোকটা আমায় চিঠি লিখেছিল, সেই চিঠিতে আমার ডায়েরির কয়েকটা পাতায় লেখা কিছু অংশ তুলে দিয়েছিল, তা পড়েই আমি জানতে পারলাম আমার ডায়েরি তার কাছেই আছে। তার চরিত্র ততদিনে আমি ধরে ফেলেছি, বুঝেছি নিজে থেকে সেই ডায়েরি কখনোই সে আমায় ফিরিয়ে দেবে না, আমার ডায়েরি আমাকেই উদ্ধার করতে হবে তার কাছে থেকে যেভাবে

হোক। কাজটা উদ্ধার করতে আমি এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ কোম্পানির সাহায্যে একটি ছেলেকে এ বাড়িতে পাঠালাম, সে তোমার দ্বিতীয় সেক্রেটারি। সার্জিয়াস, অনেক কষ্টে সে জানতে পারল তোমায় যাবতীয় কাগজপত্র থাকে স্টাডিতে কাবার্ডে আর তার গা তালার চাবির ছাঁচও আমার হাতে তুলে দিল সে। এছাড়া বাড়ির নকশাও সে দিয়েছিল, বলেছিল দুপুরের আগে স্টাডি প্রায় রোজই ফাঁকা থাকে, সে সময় তোমার তৃতীয় সেক্রেটারি ওপরে ব্যস্ত থাকে। সব খবর যোগাড় করে আমি নিজেই শেষকালে চলে এলাম আমার ডায়েরি আর চিঠিগুলো উদ্ধার করার আশায়। সফল হলাম, কিন্তু এক চরম মূল্যের বিনিময়ে। কাগজগুলো বের করে চাবি ঘুরিয়ে কাবার্ড বন্ধ করতেই পেছন থেকে তোমার তৃতীয় সেক্রেটারি আমায় জাপটে ধরল। একপলক দেখেই সে আমায় চিনেছিল, কাল সকালেই পথে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন প্রফেসর কোরাম কোথায় থাকেন জানতে চেয়েছিলাম। হায়! তখনও যদি জানতাম ছেলেটি এই বাড়িতেই চাকরি করে!'

'ঠিক বলেছেন!' হোমস সায় দিল, 'ছেলেটির নাম উইলোবি স্মিথ। এরপরেই সে বাড়ি ফিরে প্রফেসর কোরামকে আপনার চেহারার বর্ণনা দেয়, আপনি যে তাঁর বাড়ি খুঁজছেন তাও জানায় সে।'

'আমার কথা শেষ করতে দিন,' মহিলা আদেশব্যঞ্জক সুরে বললেন, 'আমি আঘাত করতে ছেলেটি মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল, প্রাণ বাঁচাতে আমিও ছুটে বাইরে বেরোলাম। চশমা না থাকলে আমি দেখি না আগেই বলেছি। দৌড়োতে দৌড়োতে শেষকালে এসে ঢুকে পড়লাম এ ঘরে। গোড়ায় আমার স্বামী আমায় পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবে ঠিক করেছিল, ওর মতলব আঁচ করতে পেরে আমিও সোজাসুজি তাকে জানালাম যে তার প্রাণ এবার আমার হাতের মুঠোয়। আমায় ধরিয়ে দিয়ে ও প্রাণে বাঁচবে না। তখনই যে করে হোক এ খবর আমি ব্রাদারহুডের কমরেডদের কাছে পাঠিয়ে দেব, তখন ওরা এসে ওকে খুন করবে। ব্যাপারটা টের পেয়েই ও আমায় লুকিয়ে ফেলল। এই ঘরের কোণে বইয়ের কোণে বইয়ের ঐ পুরোনো ধুলোপড়া শেলফের ভেতরে আমাকে ঢুকিয়ে দিল। ওর নিজের প্রাণ বাঁচাবার দায়েই এটা করেছে ও, অন্য কোনও কারণে নয়। এরপর থেকে এই ঘরে নিজের খাবার আনিয়ে খেতে লাগল ও, আমাকেও ভাগ দিতে লাগল। অনেক আলোচনার পরে আমি জানালাম পুলিশ এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে আমিও রাতের বেলায় পালিয়ে যাব, ভবিষ্যতে আর কখনও ফিরে আসব না। কিন্তু যে কোনভাবেই হোক আমার সেই পরিকল্পনা আপনার চোখে ধরা পড়ে গেল।' এইটুকু বলেই মহিলা একটা ছোট প্যাকেট তাঁর পোশাকের ভেতর থেকে বের করলেন, 'আমার নিজের আর কিছুই বলার নেই। একটা অনুরোধ, এই সেই প্যাকেট যার ভেতরে আছে এক মহাপ্রাণ কমরেডের মুক্তিপণ, রাশিয়ান দূতাবাসে দয়া করে আপনারা এটা পৌঁছে দেবেন তাহলেই অ্যালেক্সিস মুক্তি পাবেন। আমার কর্তব্য শেষ —'

'ধরো ওঁকে, ওয়াটসন! হপকিনস!' হোমস আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, একলাফে এগিয়ে এসে মহিলার হাত থেকে একটা কাচের খুদে শিশি ছিনিয়ে নিল সে।

'বড্ড দেরি করে ফেলেছেন!' হোমসকে লক্ষ্য করে মহিলা বললেন, 'ঐ বুক শেলফের আড়ালে বসেই আমি এই বিষ একচুমুক খেয়েছি, এখন বাকিটুকু খেলাম। মাথা ঘুরছে, হাতে আর সময় নেই, আমি চললাম! প্যাকেটটা যথাস্থানে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমি আপনার হাতেই দিয়ে গেলাম! বিদায় বন্ধুরা, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!' এইটুকু বলেঽ ঢলে পড়লেন তিনি, হপকিনস তাঁর নাড়ি পরীক্ষা করে হতাশ ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল। বিপদের মেঘ কেটে যাবার ফলে প্রফেসর কোরামের চোখ মুখ এতক্ষণে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে, তবু প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় কাতর হয়েছেন দেখাতে রুমালে দু'চোখ ঢাকলেন তিনি।

'স্মিথ খুন হবার আগে মহিলার প্যাঁশনে ছিনিয়ে না নিলে এই রহস্যের সমাধান এত সহজে হত না,' ফেরার পথে হোমস তার তদন্ত পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলল, 'ঐ প্যাঁশনের মোটা

কাচ পরীক্ষা করেই আন্দাজ করেছিলাম এ চশমা যাঁর তিনি খালি চোখে কিছুই প্রায় দেখেন না। তাই হপকিনস যখন বলল খুনী খুব সতর্ক ভঙ্গিতে ঘাসের সারির ওপর পা ফেলে এগিয়েছে তখন বুঝতে পারলাম খুনীর পক্ষে এ কাজ অসম্ভব। খুনী মহিলা বাড়ির ভেতরেই আছেন এমন ধারণা তখনই মাথায় এল। ঐ যে চেয়ারিং ক্রস এসে গেছে হপকিনস। তদন্তে সাফল্যের জন্য তোমায় অভিনন্দন জানাই। ওয়াটসন, আমাদের আরেকটা কর্তব্য বাকি আছে ভুলে গেলে? শীগগির নেমে গাড়ি ভাড়া করো, রাশিয়ান এমব্যাসিতে যেতে হবে।'

এগারো

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য মিসিং থ্রি কোয়ার্টার

'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডেও আমি গিয়েছি, মিঃ হোমস,' মিঃ ওভারটন উদ্বেগ জড়ানো গলায় বললেন, সেখানে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিনস আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।'

'অত উত্তেজিত হবেন না,' হোমস বলল, 'শান্ত হয়ে বসুন, তারপর আপনার সমস্যা খুলে বলুন। হপকিনস আমার বিশেষ পরিচিত, সে যখন আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে তখন এটাই দাঁড়াচ্ছে যে আপনার কেস পুলিশের আওতায় যত না তার চাইতে বেশি পড়ে আমার এক্তিয়ারে।'

ফেব্রুয়ারি মাসের সকালে খানিকক্ষণ আগেই এক অদ্ভুত টেলিগ্রাম এসেছে হোমসের নামে, তার বয়ান এরকম ঃ

'দয়া করে আমার জন্য অপেক্ষা করুন। বাইট উইং থ্রি কোয়ার্টার্ব নিরুদ্দেশ হয়েছে। ভীষণ মুশকিলে পড়েছি। আগামীকালের খেলায় তাকে দরকার। আমায় বাঁচান। — ওভারটন।'

ব্রেকফাস্ট সেরে খবরের কাগজের পাতায় চোখ রেখেছে হোমস, কাগজ পড়া শেষ হতেই ভদ্রলোক এসে পৌঁছোলেন। কার্ডে নাম দেখলাম সিরিল ওভারটন, ট্রিনিটি কলেজ, অক্সফোর্ড। খানিক বাদে ভেতর ঢুকলেন বিপুলবপু এক পুরুষ, সারা শরীরে হাড় আর মজবুত দেহ ছাড়া বাড়তি মেদ এতটুকু নেই। একপলক তাকিয়েই বুঝলাম ভদ্রলোক খুব নিষ্ঠাবান ব্যায়ামবিদ অথবা খেলোয়াড়। মুখের গড়ন সুন্দর হলেও চোখের কোলে কালি পড়েছে, চোয়াল বসে গেছে।

'আমি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি রাগবি টিমের ক্যাপ্টেন, মিঃ হোমস,' মিঃ ওভারটন বললেন, 'আমার টিমের খেলোয়াড় গডফ্রে স্ট্যানটনকে নিয়েই গণ্ডগোল পাকিয়েছে। আগামীকাল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আমাদের খেলা। গতকাল দলের সদস্যদের নিয়ে উঠেছি কেন্টলির এক হোটেলে। আমি ক্যাপ্টেন, সদস্যদের সবরকম দায়িত্ব আমার ওপর, তাই শুতে যাবার আগে একবার দেখলাম সবাই যে যার কামরায় ঢুকে শুয়ে পড়েছে কিনা। নিয়মিত ট্রেনিং-এর সঙ্গে যুক্ত খেলোয়াড়দের আরও যা দরকার তা হল গভীর ঘুম। রাত দশটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ হল তখনও দেখি গডফ্রে স্ট্যানটন জেগে, চোখমুখ ফ্যাকাশে ঠেকল, মনে হল কোনও কারণে দুশ্চিন্তায় পড়েছে। প্রশ্ন করতে বলল একটু মাথা ধরেছে নয়ত এমনিতে সে সম্পূর্ণ সুস্থ।'

মিঃ ওভারটন একটানা এতক্ষণ কথা বলার পরে দম নেবার জন্য থামলেন, সেই ফাঁকে আমার চোখ পড়ল হোমসের ডানহাতের দিকে, দেখি বন্ধুবর তার খসড়া লেখার প্যাডে বড় হাতে 'এস' হরফটি লিখেছে। চোখের পানে তাকাতে বুঝলাম সে গভীর চিন্তায় মগ্ন।

'আপনার কথায় আরেকজনের নাম মনে পড়ল,' হোমস মিঃ ওভারটনের দিকে তাকাল, 'আর্থার এইচ স্ট্যানটন, নানা ধরনের জালিয়াতিতে হাত পাকাচ্ছে, বয়স বেশি নয়। হ্যাঁ, আরেকটা নাম মনে পড়ল — হেনরি স্ট্যানটন, খুনে। ওকে ফাঁসিতে ঝোলানোর পেছনে আমার অনেক অবদান ছিল। কিন্তু আপনার এই গডফ্রে স্ট্যানটন নামটা আমার কাছে নতুন ঠেকছে।'

'আপনি আমায় অবাক করলেন মিঃ হোমস,' আগন্তুক বললেন, 'গডফ্রে স্ট্যানটনের নাম আগে না হয় শোনেননি, কিন্তু সিরিল ওভারটনের নামও শোনেননি একথা মানব কি করে?'

হোমস হাসি হাসি মুখে মাথা নাড়ল, তার অর্থ একটাই দাঁড়ায় তা হল সিরিল ওভারটনের নামও আগে শোনেনি সে।

'হা পোড়াকপাল!' খেলোয়াড় ভদ্রলোক আক্ষেপের সুরে বললেন, 'ওয়েলস বনাম ইংল্যাণ্ডের খেলায় আমি ছিলাম ফার্স্ট রিজার্ভে, তার ওপর এ বছরের আগাগোড়া আমিই ইউনিভার্সিটির টিমের ক্যাপ্টেনসি করছি আপনি সে খবরও রাখেন না? সে আমার কথা বাদ দিন, কেমব্রিজ, ব্ল্যাকহিজ ছাড়া আরও পাঁচটা ইন্টারন্যাশন্যালের মারকুটে দুঁদে থ্রি কোয়ার্টার গডফ্রে স্ট্যানটনের নাম শোনেনি এমন লোকও ইংল্যাণ্ডে আছে এ তো আমি ভাবতেই পারি না। হা ঈশ্বর! মিঃ হোমস, আপনি কোন রাজ্যে থাকেন দয়া করে বলবেন?'

ছোটখাটো পাহাড়ের মত দেখতে খেলোয়াড়ের প্রশ্ন শুনে করুণার হাসি হাসল হোমস।

'আপনি আর আমি দু'জনে আলাদা দুই পৃথিবীতে আছি, মিঃ ওভারটন,' হোমস জানাল, 'সামান্য মাথা ধরেছে, এছাড়া তার শরীর সুস্থ, এই তো?'

'ঠিক ধরেছেন,' মিঃ ওভারটন সায় দিলেন, 'এরপর তাকে গুডনাইট করে আমি ফিরে এলাম নিজের কামরায়। আধঘণ্টা যেতে না যেতেই হোটেলের পোর্টার দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকল আমার কামরায়, আমি তখনও জেগেছিলাম। পোর্টারের মুখ থেকে শুনলাম খানিক আগে দাড়ি গোঁফওয়ালা রুক্ষ চেহারার একটি লোক এসেছিল গডফ্রে স্ট্যানটনের কাছে, একচিলতে কাগজ নিয়ে। তাকে হলঘরে অপেক্ষা করতে বলে পোর্টার সেই কাগজ নিয়ে সোজা চলে আসে গডফ্রের কাছে। গডফ্রে তখনও শোয়নি, কাগজটা তার হাতে সে তুলে দেয়। পোর্টার যা বলেছে তার সারমর্ম এরকম। কাগজে একবার চোখ বুলিয়ে গডফ্রে গা এলিয়ে বসে পড়ে চেয়ারে। তার ভাবভঙ্গি দেখে পোর্টারের ধারণা হয় হয়ত সাংঘাতিক কোনও খবর ঐ কাগজে লেখা আছে যা পড়ার ফলে গডফ্রে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পোর্টার তখনই আমায় খবর দিতে চেয়েছিল কিন্তু গডফ্রে নিজেই ওকে বাধা দিল। একগ্লাস জল খাবার পর একটু সুস্থ হয়ে ওঠে গডফ্রে, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে চলে আসে নীচে হলঘরে। যে লোকটা তখনও সেখানে অপেক্ষা করছিল। বলাবলি করল দু'জন তারপর লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে গডফ্রে স্ট্যানটন হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এল। হোটেলের দারোয়ান বলছে ওরা দু'জনে খুব জোরে পা ফেলে হাঁটছিল দেখে মনে হচ্ছিল দৌড়োচ্ছে। হোটেল থেকে বেরিয়ে যে রাস্তাটা স্ট্র্যাণ্ডের দিকে গেছে সেই রাস্তা ধরেই দারোয়ান তাদের যেতে দেখেছে। আজ সকালে গডফ্রে স্ট্যানটনের ঘরে ঢুকে তাকে দেখতে পাইনি, বিছানার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম রাতে কেউ শোয়নি সেখানে। ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র যেখানে যেমনটি ছিল তেমনই আছে। একজন বাইরের লোকের সঙ্গে মাঝরাতের কিছু আগে গডফ্রে উধাও হয়েছে এবং যেখানেই যাক, সেখান থেকে আমায় কোনও খবর পাঠায়নি। মিঃ হোমস, কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে গডফ্রে স্ট্যানটন আর ফিরে আসবে না, আর কখনও তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।'

'বুঝলাম,' হোমস জানতে চাইল, 'একথা মনে হবার পরে কি করলেন আপনি?' বন্ধুবর যে এতক্ষণ গভীর মনোযোগ সহকারে মিঃ ওভারটনের বক্তব্য শুনছিল তা তার কথায় ফুটে বেরোল।

'কেমব্রিজে আমাদের টিমের অন্যান্য খেলোয়াড় যারা আছে তাদের টেলিগ্রাম করলাম। একই জবাব দিল সবাই — গডফ্রে স্ট্যানটনকে তারা দেখেনি।'

'তারপর কি করলেন?'

'লর্ড মাউন্ট জেমসকে টেলিগ্রাম করলাম।'

'লর্ড মাউন্ট জেমস!' হোমস অবাক হল, 'তিনি তো ইংল্যাণ্ডের কোটিপতিদের একজন, ওঁকে হঠাৎ টেলিগ্রাম করলেন কেন?'

'গডফ্রে স্ট্যানটন খুব ছোটবেলায় তার বাবা মা দু'জনকে হারায়। যতদূর জানি লর্ড মাউন্ট জেমস সম্পর্কে তার কাকা হন, উনি গডফ্রের একজন আত্মীয়।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস, গডফ্রে লর্ড মাউন্ট জেমসের একমাত্র উত্তরাধিকারী। উনি যেমন কোটিপতি, তেমনই হাড়কিপটে, কোথাও বেরোবার সময় দু'এক পাউণ্ডের বেশি সঙ্গে নেন না। জীবনে একটা আধ পেনি দিয়ে কাউকে সাহায্য করেননি। বুড়োর বয়স প্রায় আশি, ওঁর অবর্তমানে গডফ্রেই ওঁর সব বিষয় সম্পত্তির মালিক হবে।'

'লর্ড মাউন্ট জেমস কোনও খবর পাঠিয়েছেন?'

'না।'

'কাকা ভাইপোর মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল জানেন?'

'আমি যতদূর জানি গডফ্রে ওর কাকাকে দু'চোখে দেখতে পারত না।' মিঃ ওভারটন বললেন।

'আসল গণ্ডগোল পাকিয়েছে ঐ গোঁফ দাড়িওয়ালা রুক্ষ চেহারার লোকটি,' হোমস বলল, 'যার সঙ্গে স্ট্যানটন বেরিয়ে গেল কাউকে কিছু না জানিয়ে। এর পেছনে কি কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?'

'বিশ্বাস করুন, মিঃ হোমস,' দু'হাতে হোমসের হাত চেপে ধরলেন মিঃ ওভারটন, 'আমার ভাবনা চিন্তার ক্ষমতা লোপ পেতে বসেছে, এ ব্যাপারে কিছুই অনুমান করতে পারছি না।'

'আপনি একটি টিমের ক্যাপ্টেন মিঃ ওভারটন,' হোমস আশ্বাস দেবার সুরে বলল, 'আপনি এভাবে ভেঙ্গে পড়লে দলের সদস্যদের মনোবল গুঁড়িয়ে যাবে। আমার কাছে যখন এসেছেন তখন যা বলি সেইভাবে এগোন — গডফ্রে স্ট্যানটনের ফেরার আশায় বসে না থেকে ম্যাচের জন্য তৈরি হোন, দলকেও সবদিক থেকে তৈরি করুন। আমি আজ তেমন ব্যস্ত নেই, তাই আপনার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাব আশা করছি। আপনারা যে হোটেলে উঠেছেন আগে সেখানে একবার যাব আমরা।'

হোটেলের পোর্টারকে জেরা করে যেটুকু খবর নিখোঁজ গডফ্রে স্ট্যানটন সম্পর্কে জোগাড় হল তা এরকম। কাগজের টুকরোটা তার হাতে দেবার সময় পোর্টার দেখেছিল লোকটির হাত প্রচণ্ড উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। দারোয়ান জানাল ওপর থেকে নেমে লোকটির সঙ্গে খুব চাপাগলায় কথা বলেছিল গডফ্রে, সেসব কথার একটি শুধু তার কানে যায় তা হল 'সময়', এর বেশি আর কিছু শোনেনি সে। এরপর রাত দশটা নাগাদ দু'জনে একসঙ্গে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

ওপরে গডফ্রে স্ট্যানটনের কামরায় মিঃ ওভারটন আমাদের নিয়ে এলেন। সে রাতে যে পোর্টার ডিউটিতে ছিল হোমসের নির্দেশে মিঃ ওভারটন তাকে ডাকিয়ে আনলেন।

'তুমি দিনের বেলা ডিউটি দাও?' হোমস জানতে চাইল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' পোর্টার জানাল।

'গতকাল মিঃ স্ট্যানটনের কাছে কোনও চিঠি বা অন্য কোনও খবর পৌঁছে দিয়েছো?'

'দিয়েছি স্যার, চিঠি নয়, একটা টেলিগ্রাম, ছ'টা নাগাদ।'

'মিঃ স্ট্যানটন তখন কোথায় ছিলেন?'

'এই ঘরেই ছিলেন, হয়ত কোনও উত্তর লিখে দেবেন ভেবে দাঁড়িয়েছিলাম।'

'উনি টেলিগ্রামের কোনও জবাব লিখলেন?'

'হ্যাঁ স্যার, কিন্তু আমায় না দিয়ে নিজেই সেটা নিয়ে গেলেন, বললেন, 'তুমি যাও, আমি নিজেই যাচ্ছি।'

'টেলিগ্রাম ফর্ম কোথা থেকে পেলেন?'

'ঐ যে টেবিলের ওপর টেলিগ্রাম ফর্ম পড়ে আছে,' পোর্টার টেবিলের দিকে ইশারা করল, ওখান থেকে একটা ফর্ম নিয়ে কলম দিয়ে লিখলেন।

'পেনসিল দিয়ে লিখলে খবরটা কাগজ ফুঁড়ে নীচের পাতায় উঠে যেত,' হোমস আপন মনে বলল, 'যাক, ওয়াটসন, ব্লটিং প্যাডখানা দাও তো দেখি।'

ব্লটিং প্যাড থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল হোমস, আমাদেরও দেখাল। অস্পষ্ট কিছু লেখা তাতে ফুটে উঠেছে। কাগজটা ওল্টাতেই খবরটা স্পষ্ট হল — 'ঈশ্বরের দোহাই, আমাদের পাশে দাঁড়ান।'

'এ থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হল,' হোমস বলল, 'উধাও হবার আগে গডফ্রে স্ট্যানটন কোনও বিপদের আশঙ্কা করেছিল, এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেন এমন কাউকেই এই টেলিগ্রাম করে। কিন্তু এখানে 'আমাদের' শব্দটা উল্লেখ করে সে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। আমাদের বলতে আরও কাউকে অবশ্যই সে বোঝাতে চাইছে। প্রশ্ন হল সেই লোকটি কে হতে পারে। আসন্ন বিপদে পাশে দাঁড়াতে কাকেই বা টেলিগ্রাম পাঠাল সে? তার আগে মিঃ ওভারটন, মিঃ স্ট্যানটনের টেবিলের কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখতে চাই তাই দলের ক্যাপ্টেন হিসেবে আপনার অনুমতি প্রয়োজন।'

'অনুমতি চাইবার দরকার ছিল না, মিঃ হোমস,' মিঃ ওভারটন বললেন, 'আপনি যা যা দরকার মনে করবেন সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে পারেন।'

'ধন্যবাদ,' বলে হোমস টেবিলে যেসব কাগজপত্র পড়েছিল সব ঘাঁটতে লাগল। খানিক বাদে মুখ তুলে বলল, 'এখানে কোনও সূত্র নেই। আচ্ছা, মিঃ ওভারটন, আপনার এই নিখোঁজ সদস্যটির স্বাস্থ্য কেমন ছিল বলবেন কি?'

'গডফ্রের স্বাস্থ্য ছিল ইস্পাতের মত অটুট, একবার ওর পায়ের মালাইচাকি সরে গিয়েছিল। তা যারা খেলাধূলা করে এসব ছোটখাটো দুর্ঘটনা তাদের প্রায় সবারই ঘটে বলে জানি। এছাড়া তাকে একদিনও অসুখে ভুগতে দেখিনি।'

'আস্তে, আমারও কিছু বলার আছে!' মিঃ ওভারটনের কথা শেষ হতে বাইরে থেকে কে যেন অদ্ভুত গলায় চেঁচিয়ে উঠল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল বেজায় বাঁটকুল এক বুড়ো, পরনে কালো আলখাল্লা আর মাথায় চওড়া কানাত দেওয়া কালো রংয়ের টুপি দেখে তাকে ভাড়া করা গাঁইয়া কাঁদুনে বলে মনে হয় যারা বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে মৃত ব্যক্তির গুণকীর্তন করতে করতে শবানুগমন করে এবং বিনিময়ে প্রচুর টাকা পারিশ্রমিক নেয়। এমন কিম্ভুত পোশাক পরা মানুষ লণ্ডনের পথে ঘাটে সচরাচর চোখে পড়ে না।

'কে মশাই আপনি?' বাঁটকুল বুড়ো হোমসের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালো, 'এই টেবিলের দরকারি কাগজপত্র কোন অধিকারে ঘাঁটছেন?'

'আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ,' শান্ত গলায় হোমস জবাব দিল, 'এই ঘরের বাসিন্দা গডফ্রে স্ট্যানটন আচমকা নিরুদ্দেশ হয়েছেন তাই আমি ওঁর কাগজপত্র ঘেঁটে দেখছি যদি কোনও সূত্র পাওয়া যায়।'

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ, অ্যাঁ?' বুড়ো কি যেন ভাবল, 'তা কে আপনাকে এই খোঁজাখুঁজি করার দায়িত্ব দিয়েছেন শুনি?'

'ইনি দিয়েছেন,' মিঃ ওভারটনকে ইশারায় দেখাল হোমস, 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশের গোয়েন্দারা এঁকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।'

'আপনি কে মশাই?' হোমসকে ছেড়ে এবার মিঃ ওভারটনকে নিয়ে পড়ল বুড়ো, 'কি নাম আপনার?'

'আমার নাম সিরিল ওভারটন, গডফ্রে স্ট্যানটনের টিমের ক্যাপ্টেন আমি।'

'থাক, থাক, বুঝেছি, আর বলতে হবে না,' হাত নেড়ে তাঁকে থামিয়ে দিল বুড়ো, 'এবার

বুঝলাম, তাহলে আপনিই আমায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন? আমি লর্ড মাউন্ট জেমস, টেলিগ্রাম পেয়েই বাসে চেপে চটপট এসে গেছি! শুনুন ডিটেকটিভ মশাই, আমি সম্পর্কে গডফ্রের কাকা হই, আমি ছাড়া তিনকুলে ওর আর কেউ নেই। ইয়ে, কি যেন নাম বললেন আপনার? হ্যাঁ, মিঃ ওভারটন, আপনি এই ডিটেকটিভকে কাজে লাগিয়েছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'খরচ খরচা যা লাগবে সব আপনিই নিজের গ্যাঁট থেকে দেবেন তো?'

'গডফ্রেকে খুঁজে বের করার পরে সেই যাবতীয় খরচ দিয়ে দেবে তাতে সন্দেহ নেই,' ওভারটন জবাব দিলেন। এইরকম এক গাঁইয়া জমিদারের অভদ্র কথাবার্তা শুনে তিনি যে বেশ বিব্রত হচ্ছেন না তাঁর চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।

'আর যদি এমন হয় যে হাজার খুঁজেও আপনার ডিটেকটিভ গডফ্রের হদিশ পেল না, তখন কি হবে ভেবে দেখেছেন? ওঁর খোঁজাখুঁজির খরচ খরচার দায় তখন কার ঘাড়ে চাপবে?'

'তেমন কিছু ঘটলে গডফ্রের পরিবারই তা বহন করবে,' মিঃ ওভারটন জানালেন।

'সে গুড়ে বালি! আমি একটি পেনিও দেব না,' ক্যাঁক ক্যাঁক করে বললেন লর্ড মাউন্ট জেমস, 'আরেকটা কথা বলে রাখছি, আমার ভাইপোর কাগজপত্র উনি ঘাঁটছেন ঘাঁটুন, কিন্তু ওর ভেতর যদি দরকারী আর দামী কিছু খোয়া যায় তাহলে পরে আপনাকে দায়ী হতে হবে খেয়াল রাখবেন!'

'ইওর লর্ডশিপ!' হোমস তোষামোদের সুরে বলল, 'কর্তব্য পালন করতে এসেছি বলেই জানতে চাইছি, আপনার ভাইপোর এইভাবে আচমকা উধাও হবার কারণ আপনার মতে কি অনুগ্রহ করে বলবেন?'

'ভাইপো আমার আর ছোটটি নেই,' বন্ধুবরের তোষামোদে এতটুকু তুষ্ট হলেন না লর্ডশিপ, একইরকম খিটখিটে গলায় বললেন, 'নিজের ভাল মন্দ বোঝার মত বয়স তার যথেষ্ট হয়েছে, বহুদিন আগেই। এই বয়সে যদি সে বোকার মত হারিয়ে যায় তাহলে সেজন্য আমি দায়ী হব না কোনওমতেই।'

'ইওর লর্ডশিপ,' হোমস এতটুকু না দমে বলল, 'আপনার নিজের অবস্থা আপনার ভাইপো নিরুদ্দেশ হবার ফলে কতটা সঙ্গিন হয়ে উঠেছে বিশ্বাস করুন, এই ঘরের ভেতর এক আমি ছাড়া আর কেউ তা এখনও আন্দাজ করতে পারছে না।' আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম বন্ধুবরের চোখে দুষ্টু হাসির ঝিলিক দিচ্ছে।

'যা বলছিলাম,' হোমস আবার তাকাল গাঁইয়া জমিদারের দিকে, 'তদন্ত করতে এসে বুঝেছি আপনার নিখোঁজ ভাইপো গডফ্রে স্ট্যানটনের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল নয়, তাকে গরীব বলা যায় অনায়াসেই। এবার ভেবে দেখুন, এমন একজন গরীবকে যদি কেউ অপহরণ করে থাকে তবে আসল উদ্দেশ্য একটিই, তা হল আপনার টাকাকড়ি হাতিয়ে নেওয়া। গডফ্রে আপনার বিষয়সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী সে খবর তারা যেভাবে হোক জোগাড় করেছে, এছাড়া আপনি যে ইংল্যাণ্ডের পয়লা সারির কোটিপতিদের একজন তা তো দুনিয়ার কারও জানতে বাকি নেই। আপনি টাকাকড়ি কোথায়, কোন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন এসব খবর চাপ দিয়ে বের করার মতলবেই একদল বদমাশ গডফ্রেকে অপহরণ করেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

হোমসের বজ্জাতির তারিফ করতেই হয়, এমন ভয়ানক সম্ভাবনার কথা শুনে তিনি বেশ দমে গেলেন, ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠল তাঁর মুখ, কাঁপা গলায় বললেন, 'হা ঈশ্বর! এসব আপনি কি বলছেন মশাই। এ তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না! কিন্তু গডফ্রে আমার ভাইপো, তাকে আমি ভালভাবেই চিনি, হাজার চাপ দিলেও সে আমার লুকোনো টাকাকড়ির হদিশ কাউকে দেবে না, তা সে যত বড় বদমাশই হোক। তবু আপনি যখন এসে পড়েছেন তখন যেভাবে পারেন আমার ভাইপোকে খুঁজে বের করুন। পাঁচ দশ পাউণ্ড আপনার পেছনে খরচ করতে আমি রাজি।'

পারিশ্রমিকের পরিমাণ শুনে হাসব না কাঁদব ভেবে পাই না। হোমসের মতলব হাঁসিল, কিপ্টে লর্ডমশাইকে বেশ ঘাবড়ে দিয়েছে সে। মিঃ ওভারটন ম্যাচ কিভাবে খেলাবেন তা নিয়ে দলের বাকি সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে আগেই বিদায় নিয়েছেন, এবার লর্ড মাউন্ট জেমসও এগোলেন, যাবার আগে ভিতু ভিতু গলায় বললেন, 'সময়মত আমায় হুঁশিয়ার করেছেন বলে ধন্যবাদ, মিঃ ডিটেকটিভ, আমি এখনই আমার লুকোনো টাকাকড়ি সব ব্যাংকে জমা দিতে চললাম।

'এবার চলো টেলিগ্রাম অফিসে একবার ঢুঁ মারা যাক, ওয়াটসন।' হোটেলের বাইরে এসে হোমস বলল।

এবার টেলিগ্রাম অফিস। কাউন্টারের ওপাশে এক সুশ্রী যুবতী আপন মনে কাজ করছে। হোমস এগিয়ে এসে বলল, 'ম্যাডাম, গতকাল ছ'টার পরে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, মনে হচ্ছে তাতে নাম সই করা হয়নি। একটু খুঁজে দেখবেন প্লিজ?'

'কার নাম পাঠিয়েছেন?' মেয়েটি জানতে চাইল।

'সর্বনাশ, এবার কিভাবে সামাল দেবে? আড় চোখে তাকিয়ে দেখি সে এতটুকু ঘাবড়ায়নি, মেয়েদের রূপের তারিফ করার সময় ছেলেদের চোখ যেমন হয় বেগতিক দেখে সেই চাউনি দু'চোখে ফুটিয়ে তুলেছে সে। পর মুহূর্তে বিষণ্ণ গলায় বলল হোমস, 'ঐ টেই তো মুশকিল হয়েছে, ওপরে নীচে দু'জায়গাতেই নাম ঠিকানা লিখতে ভুলে গেছি ম্যাডাম। তাড়ায় ছিলাম তখন।'

'নিন, আপনার বরাত ভাল, এতে নাম নেই,' বলে একটা পূরণ করা ফর্ম এগিয়ে দিল।

'কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব তা বলে বোঝাতে পারছি না, ম্যাডাম,' ফের তোষামোদের সুরে হোমস বলল, 'এইটে পাব কিনা ভেবে ভেবে রাতে ঘুমোতে পারিনি। আপনারা আছেন বলেই —'

হোমসের আরেক দফা তোষামোদ শেষ হবার আগেই হাত ধরে টেনে তাকে বাইরে নিয়ে এলাম।

'তোমার এই গুণের নমুনা আগে দেখিনি,' বন্ধুবরকে প্রশ্ন করলাম, 'তোষামোদের মেওয়া ফলল? শ্রীমতির কৃপায় লাভ কিছু হল?'

'লাভ যা হয়েছে কল্পনা করতে পারবে না ডাক্তার,' বন্ধুবরের গলায় খুশির আমেজ, 'এতক্ষণে তদন্ত শুরু করার মত একটা সূত্র অন্তত হাতে এসেছে। কিন্তু এখানে রাস্তায় আর একটি কথাও নয়, জলদি গাড়ি ডাকো।'

ঘোড়ার গাড়িতে চেপে কিংস ক্রস স্টেশন তারপর ট্রেনে চেপে কেমব্রিজে এলাম দু'জনে। স্টেশন চত্বরে দাঁড়ানো অনেকগুলো ঘোড়ার গাড়ি থেকে একটা বাছল হোমস, সোজা ডঃ লেসলি আর্মস্ট্রংয়ের বাড়িতে যাবার আদেশ দিল গাড়োয়ানকে।

ট্রেন থেকে নামার আগেই সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে। সন্ধ্যে সাতটা বাজে, চারপাশে আঁধার ঘনাচ্ছে। অল্প কিছুক্ষণ বাদে শহরের এক ব্যস্ত এলাকায় গাড়ি ঢুকল, আরও খানিকক্ষণ বাদে একটা বড় বাড়ির সামনে এসে গাড়োয়ান গাড়ি থামাল। ভাড়া মিটিয়ে নেমে সদর দরজার ঘণ্টা বাজাতে পাল্লা খুলে গেল। বাটলার আমাদের নিয়ে এল বসার ঘরে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে সেই আমাদের নিয়ে এল কনসালটিং রুমে, সেখানে টেবিলের উল্টোদিকে বসে ডঃ লেসলি আর্মস্ট্রং।

বেশ কিছুদিন হল ডাক্তারি পেশা শিকেয় তুলে হোমসের সঙ্গী হয়েছি, এতদিনে ডঃ লেসলি আর্মস্ট্রংকে তাই প্রথমে চিনতে পারিনি। এবার মনে পড়ল চিকিৎসা শাস্ত্রের পাশাপাশি বিজ্ঞানের আরও বিভিন্ন শাখায় তাঁর গবেষণার খ্যাতি ইওরোপের অনেক দেশে ছড়িয়েছে। মাঝারি আকৃতির দেখতে ডঃ আর্মস্ট্রংয়ের মুখখানা, বড়সড় চৌকো, ঘন ভুরুজোড়ার নীচে চোখে সন্ধানী চাউনি, আঁটোসাটো চোয়াল তাঁর মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় বহন করছে। গম্ভীর, সদাসতর্ক, সংযমী, এককথায় আজকের দিনে এক অবিশ্বাস্য পুরুষ এই ডঃ লেসলি আর্মস্ট্রং।

হোমসের ভিজিটিং কার্ডে একবার চোখ বুলিয়ে অপ্রসন্ন চোখে তার দিকে তাকালেন, 'আপনার নাম আগে শুনেছি মিঃ শার্লক হোমস, আপনার পেশা কি তাও জানি যদিও সেই পেশাকে আমি মোটেও পছন্দ করি না।'

'শুধু আপনি একা নন, ডঃ আর্মস্ট্রং,' হোমস তখনই মুখের মত জবাব দিল, 'এ দেশের যত অপরাধী আছে তাদের সবার মুখেও এই একই কথা শোনা যায়।'

'বলুন মিঃ হোমস, আমার কাছে কেন এসেছেন?'

মিঃ গডফ্রে স্ট্যানটনকে নিশ্চয়ই চেনেন ডক্টর, আমি তাঁর সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর নিতে আপনার কাছে এসেছি।'

'গডফ্রে স্ট্যানটন! হুঁ, তার কি হয়েছে বলুন তো?'

'সে কি! আপনি তার এত ঘনিষ্ঠ অথচ জানেন না যে তিনি গতকাল রাতে একটি মাঝবয়সী লোকের সঙ্গে কাউকে কিছু না জানিয়ে আচমকা হোটেল ছেড়ে চলে যান! সেই থেকে তাঁর আর হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না!'

'বেরিয়ে গেছে যখন তখন সে আবার নিশ্চয়ই ফিরে আসবে,' ডঃ আর্মস্ট্রং গম্ভীর গলায় বললেন, 'এ নিয়ে এত চিন্তা ভাবনার কি আছে?'

'আগামীকাল ইউনিভার্সিটির ফুটবল ম্যাচ, ডঃ আর্মস্ট্রং, চিন্তাভাবনার কারণ সেখানেই। ওর মত খেলোয়াড়ের ওপর ভরসা করে টিম ম্যাচে নামবে, কিন্তু তার আগেই যদি সে এভাবে নিখোঁজ হয় তাহলে তার টিমের বাকি সদস্যদের মনোবল কিভাবে বজায় থাকে বলতে পারেন?'

'ফুটবল নিছকই এক ছেলেমানুষের খেলা,' ডঃ আর্মস্ট্রং বললেন, 'এ খেলার প্রতি আমার এতটুকু সহানুভূতি নেই জেনে রাখবেন। গডফ্রেকে আমি পছন্দ করি তাই ম্যাচে অংশ না নিয়ে এভাবে সরে পড়াকে সমর্থন করছি খোলাখুলিভাবে।'

'মিঃ স্ট্যানটন কোথায় আপনি জানেন?'

'আমি জানব কি করে?'

'জানেন না, তাই না? আচ্ছা, ওঁর স্বাস্থ্য কেমন?'

'খুবই মজবুত স্বাস্থ্য।'

'আপনি কখনও তাকে অসুখে ভুগতে দেখেননি?'

'অবশ্যই না।'

'তাহলে এই তেরো গিনির রসিদটা মিঃ স্ট্যানটনের টেবিলে এল কি করে?' বলেই হোমস একটা ওষুধের হিসেব লেখা কাগজ তুলে ধরল তাঁর নাকের সামনে।

'এর ব্যাখ্যা আপনাকে দিতে আমি বাধ্য নই, মিঃ হোমস,' রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন ডঃ আর্মস্ট্রং।

'বেশ তো, না চাইলে ব্যাখ্যা করবেন না,' ডঃ আর্মস্ট্রংয়ের সই করা রসিদটা নোটবইয়ে রেখে হোমস বলল, 'তার চেয়ে বরং সরকারি কর্তৃপক্ষের সামনে ব্যাখ্যা করবেন যাতে জনসাধারণ সব জানতে পারে। ডাক্তার, আপনি কিন্তু আমায় ভুল ঠাউরেছেন, এ ব্যাপারটা আর কেউ হলে খবরের কাগজে কেচ্ছার আকারে ছাপিয়ে দেবে, কিন্তু আমি শুধু আপনার সামাজিক মর্যাদার কথা মনে রেখে ব্যাপারটা চেপে রাখছি। আমায় সাহায্য করলে আপনি সত্যিই বুদ্ধিমানের মত কাজ করতেন।'

'আমি তো বললাম, এ সম্পর্কে কিছুই আমার জানা নেই,' ডঃ আর্মস্ট্রং একই মেজাজে জবাব দিলেন।

'আচ্ছা, মিঃ স্ট্যানটন লণ্ডন থেকে আপনাকে কোনও খবর পাঠিয়েছিলেন?'

'অবশ্যই নয়।'

'কি আশ্চর্য!' আক্ষেপের সুরে হোমস বলল, 'এই তো মুশকিলে ফেললেন, ডঃ আর্মস্ট্রং, আবার সেই পোস্ট অফিসের ঝামেলা! আপনি যাই বলুন না কেন আমি জানি গতকাল সোয়া ছ'টায় মিঃ গডফ্রে স্ট্যানটন একটা জরুরি টেলিগ্রাম আপনাকে পাঠান লণ্ডন থেকে। তাঁর নিখোঁজ হবার সঙ্গে এ টেলিগ্রামের একটা গভীর সম্পর্ক আছে এতে কোনও সন্দেহ নেই। এত সময় কেটে গেল তারপরেও সেই টেলিগ্রাম আপনি পাননি বলছেন, ডক্টর? না, এরকম গাফিলতি ক্ষমার অযোগ্য, আমি এক্ষুনি স্থানীয় অফিসে গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে নালিশ করছি!'

'বেরোন!' এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডঃ আর্মস্ট্রং, প্রচণ্ড রাগে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে. দরজার দিকে ইশারা করে তিনি হোমসকে বললেন, 'এক্ষুণি বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে, যে চুলো থেকে এসেছেন সোজা ফিরে যান সেই চুলোয়। আর হ্যাঁ, আপনার মনিব লর্ড মাউন্ট জেমসকে ফিরে গিয়ে সাফ জানিয়ে দেবেন তাঁর ভাড়া করা লোকের সঙ্গে বাজে বকবক করে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই, আমার সময়ের দাম আছে!' কথা শেষ করে ঘণ্টা বাজিয়ে বাটলারকে ডাকলেন তিনি, সে এসে দাঁড়াতে আঙ্গুল তুলে আমাদের দেখিয়ে বললেন, 'এঁদের এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বের করে দাও!' বাটলার জন মনিবের নির্দেশে আমাদের ঘাড় ধরে বাড়ির বাইরে বের করে দিল।

'নাঃ, মানতেই হবে ওয়াটসন, লোকটার ভেতরে তেজ আর জীবনীশক্তি দুটোই প্রচুর পরিমাণে আছে। ওঁকে দেখে প্রফেসর মরিয়ার্টির কথা মনে পড়ছে, বিশ্বাস করো। প্রফেসর আমার হাতে অক্কা পেয়েছেন তা তো জানো, লণ্ডনের অপরাধ জগতের সেই সম্রাটের খালি গদিতে বসার একমাত্র উপযুক্ত লোক এই ডঃ আর্মস্ট্রং!' বলে আপন মনে হেসে উঠল হোমস, তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু এবার আমাদের কি উপায় হবে বলো তো, অচেনা এই জায়গায় রাত কাটাবো কোথায়, ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে। তদন্ত শেষ না করে আমি এখান থেকে এক পাও নড়ব না আগেই বলে রাখছি।'

'তাহলে —'

'ঘাবড়াও মাৎ, ওয়াটসন! আজকের রাত আমরা ওখানেই কাটাবো, ডঃ আর্মস্ট্রংয়ের বাড়ির উল্টোদিকে সরাইখানার আলো ইশারায় দেখাল হোমস, 'চলো দেখি সামনের দিকে অন্তত একটা কামরা মেলে কিনা।''

কপাল ভাল, সরাইখানায় কামরা জুটল। দরকারি জিনিসপত্র কেনার দায়িত্ব আমায় দিয়ে হোমস বেরোল, ফিরে এল যখন তখন রাত প্রায় ন'টা। মাথা থেকে পা ধুলোকাদায় ভর্তি, রোগা মুখখানা আরও শুকনো দেখাচ্ছে, ক্লান্তিতে শরীর টলছে। রাতের খাবার খেয়ে পাইপ ধরিয়ে হোমস মুখোমুখি বসতেই বাইরে রাস্তায় গাড়ির চাকার শব্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানালার পাশে, ঘাড় না ফিরিয়ে আঙ্গুল নেড়ে আমাকে ডাকল। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের গ্যাসের আলোয় দেখলাম একটা বড় ব্রুহাম গাড়ি ডঃ আর্মস্ট্রংয়ের বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, গাড়ির ঘোড়াদুটোর রং ধুসর।

'সাড়ে ছ'টায় ডাক্তারসাহেব এই গাড়িতে চেপে বেরোলেন, ফিরে এলেন এখন তিন ঘণ্টা বাদে। রোজ দিনে একবার তো বটেই, কোনও কোনও দিন আবার দু'বারও ঘুরে বেড়ান। প্রশ্ন হল রোজ রোজ এভাবে কোথায় কাকে দেখতে যান উনি?'

'এ কেমন প্রশ্ন? উনি পেশায় চিকিৎসক তা ভুলে যাচ্ছ কেন? নিশ্চয়ই প্র্যাকটিস করতে বেরোন।'

'না, ডাক্তার,' হোমস আমায় দাবিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি খুব ভাল করেই জানি ডঃ আর্মস্ট্রং সাধারণ প্র্যাকটিশ করেন না, উনি কনসালট্যান্ট বলে জেনারেল প্র্যাকটিশ করেন না। আমার প্রশ্ন সেখানেই।'

'ডাক্তারের গাড়োয়ানের কাছ থেকে কিছু বের করতে পারোনি?'

'সে চেষ্টা করিনি ভেবো না,' হোমস বলল, 'কিন্তু লোকটা পাজির পা ঝাড়া, আমায় দেখেই পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিল। বুঝতেই পারছো, এরপর তার কাছ থেকে কিছু জানার আশা করা যায় না। তবু আমি হাল ছাড়িনি, ডাক্তার সাহেবের কিছু খবরও জোগাড় করেছি এই সরাইখানায় একজনের কাছ থেকে। সেই বলল উনি ব্রুহামে চেপে রোজ বেরোন। ওর কথা শেষ হতেই ডাক্তারের গাড়িখানা এসে থামল দরজায়।'

'তোমার জামায় এত ধুলো লাগল কি করে,' জানতে চাইলাম, 'ডাক্তারের গাড়ির পিছু নিয়েছিলে নাকি?'

'এই একটা বুদ্ধিমানের মত প্রশ্ন করেছো,' হোমস বলতে লাগল, 'সরাইখানার গায়েই একটা সাইকেলের দোকান আছে দেখেছো বোধ হয়। পিছু নেবার কথাটা মাথায় আসতে আর দেরি করিনি, একটা সাইকেল ভাড়া নিয়ে প্রায় একশ গজ দূর থেকে ডাক্তারের ব্রুহামের পিছু নিলাম। শহরের বাইরে আসার খানিক পরে হঠাৎ সামনের গাড়ি গেল থেমে, ভেতর থেকে নেমে এলেন ডঃ আর্মস্ট্রং, আমার সামনে এসে বললেন পাড়াগাঁয়ের পথ বড্ড সরু, আমার সাইকেলকে ছেড়ে দেবার মত জায়গা তাঁর গাড়ির গাড়োয়ান পাবে না। জবাবে একটি কথাও না বলে সাইকেল চালিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম তাঁর গাড়ির পাশ কাটিয়ে, কিছুদূর গিয়ে তাঁর গাড়ির অপেক্ষায় রাস্তার পাশে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু আমার অপেক্ষা করাই সার হল, ডাক্তারের গাড়ি আসার নামটি নেই। বুঝলাম আমায় ফাঁকি দিতে সোজা রাস্তার গা থেকে বেরিয়েছে এমন কোনও গলি ধরে ডাক্তার গাড়ি চালিয়েছেন। সাইকেল চালিয়ে ফিরে এলাম কিন্তু পথে কোথাও তাঁর গাড়ি চোখে পড়ল না। কিন্তু এখন ফিরে আসার পর দেখতেই পাচ্ছো ডাক্তার আর্মস্ট্রং বাড়ি ফিরে এসেছেন সেই একই গাড়িতে চেপে। ওয়াটসন, গডফ্রে স্ট্যানটনের নিখোঁজ হবার সঙ্গে ডঃ আর্মস্ট্রংয়ের গভীর সম্পর্ক আছে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সে এই মুহূর্তে কোথায় আছে তা ওঁর অজানা নয়। মিঃ ওভারটনকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। ওয়াটসন, এ রহস্যের শেষ না দেখে কেমব্রিজ থেকে একপাও নড়ব না জেনে রেখো।'

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের পরে ডঃ আর্মস্ট্রংয়ের লেখা ছোট চিঠি পেলাম, ভদ্র ভাষায় যা লিখেছেন তার বয়ান এরকম ঃ

'গোয়েন্দা মশাই,

আমার পিছু নিয়ে খামোখা আপনি নিজের সময় নষ্ট করছেন। আমার গাড়ির পেছনে একটা জানালা আছে অথচ তা আপনার চোখে পড়েনি, কেমন গোয়েন্দা আপনি? যাক, লণ্ডনে ফিরে যান, গিয়ে আপনাকে যিনি ভাড়া করেছেন সেই লর্ড মাউন্ট জেমসকে বলুন যে ওঁর ভাইপোর হদিশ পাওয়া আপনাদের কম্মো নয়। — লেসলি আর্মস্ট্রং।'

'লোকটার বুকের পাটা আছে হে ওয়াটসন,' চিঠিটা পড়ে হোমস মন্তব্য করল, 'এমন খাঁটি ভদ্রলোকের দেখা সহজে মেলে না। এই কারণেই ওঁকে জাত ক্রিমিন্যাল বলেছিলাম। আমি কিন্তু ওঁকে এত সহজে ছাড়ছি না, আঠার মত লেগে থাকব পেছনে।'

পরদিন হোমসের নামে টেলিগ্রাম এল মিঃ সিরিল ওভারটনের কাছ থেকে, লিখেছেন, 'ট্রিনিটি কলেজে আছেন মিঃ জেরেমি ডিক্সন, আমার কথা বলে ওর পমপিকে চেয়ে নিন।' মিঃ ওভারটন কি বলতে চাইছেন মাথায় ঢুকল না। স্থানীয় সান্ধ্য দৈনিকে পড়লাম কেমব্রিজকে হারিয়ে অক্সফোর্ড টিম এক গোলে জিতেছে এবং গডফ্রে স্ট্যানটনের অনুপস্থিতিই যে এই নিদারুণ পরাজয়ের কারণ তাও উল্লেখ করেছেন।

পরদিন সকালে জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলাম ডঃ আর্মস্ট্রং ব্রুহামে চেপে বেরোলেন না। আমরা দেরি না করে ব্রেকফাস্ট সেরে তৈরি হয়ে নিলাম। হোঁদল কুতকুতের মত দেখতে একটা মদ্দা

হাউণ্ড ও নিয়ে এসেছে ট্রিনিটি কলেজের মিঃ ডিক্সনের কাছ থেকে, শুনলাম এরই নাম পমপি। সাদা আর খয়েরি মেশানো রংয়ের এই কুকুরটি হোমসের মতে এক জাত গোয়েন্দা, গন্ধ শুঁকে পিছু নিতে তার জুড়ি নেই।

পমপির গলার বকলেসে লম্বা চামড়ার দড়ি এঁটে হোমস তাকে ডঃ আর্মস্ট্রংয়ের বাড়ির সদর দরজার সামনে নিয়ে এল, মাথা হেঁট করে চারপাশের মাটির গন্ধ একবার শুঁকল পমপি, তারপরেই চাপা গলায় গর্জে উঠল সে, টানতে টানতে হোমসকে নিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল সেই পথ ধরে যার ওপর দিয়ে খানিক আগে ছুটে গেছে ডঃ আর্মস্ট্রংয়ের ব্রুহাম গাড়িখানা। হোমস আর তার গোয়েন্দা কুকুরের কাণ্ড দেখে আমি অবাক। আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বন্ধুবর হাসল, বলল, 'অত অবাক হবার কিছু নেই, ডাক্তার, শয়তানের সঙ্গে লড়তে গেলে পাল্টা শয়তানি করতে হয় নিশ্চয়ই জানো, আমি তেমনই কৌশল অবলম্বন করেছি। ভোরবেলা তোমায় না জানিয়ে আমি বেরোলাম। গাড়িটা ডাক্তারের বাড়ির আঙ্গিনায় থাকে আগেই দেখেছি, ওখানে গিয়ে চুপিচুপি কিছুটা মৌরির তেল ছিটিয়ে দিয়েছি পেছনের দুটো চাকায়। ভাগ্যিস কেউ দেখেনি। আমাদের পমপি শিকারী হাউণ্ড, মৌরির তেলের গন্ধ নাকে যেতেই ও ক্ষেপে গেছে, গন্ধের উৎস খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ও থামবে না। দেখি ডাক্তারসাহেব আজ আমায় কি ভাবে ফাঁকি দেন! বদমাশ রাস্কেল!'

আচমকা বড় রাস্তা ছেড়ে পমপি লাগোয়া একটা সরু গলির ভেতরে ঢুকল। এখানে চারপাশে শুধুই ঘাস আর ঘাস। বেশ কিছুদূর যাবার পর সেই গলি শেষ হল একটা চওড়া রাস্তায়, আবার সেখান থেকে পমপি ছুটল ডানদিকে, একটু আগে যেখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। কিন্তু শিকারী হাউণ্ড কুকুরের ভুল হল না। পমপি আমাদের উল্টোদিকে নিয়ে এল।

'এইভাবে ঘুরপথে গাড়ি ঢুকিয়ে সেদিন ডাক্তার আমার চোখে ধুলো দিয়েছিল,' হোমস বলল।

'বোঝাই যায় আগে থেকে ভেবে চিন্তে একাজে নামা হয়েছে যার মানে এখনও স্পষ্ট হয়নি,' আমি বললাম, পর মুহূর্তে গাড়ির চাকার আওয়াজ কানে আসতে চমকে উঠল হোমস। মুখ তুলে দেখল ডাক্তারসাহেবের সেই ব্রুহাম, মোড় ঘুরে এদিকেই আসছে।'

'হুঁশিয়ার, ওয়াটসন!' হোমস চাপা গলায় সতর্ক করল, 'পাশের ক্ষেতে গা ঢাকা দাও!' পাশের একটা ক্ষেতে ঢুকে পড়লাম, হোমস পমপিকে নিয়ে এসে দাঁড়াল একটা ঝোপের আড়ালে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ডঃ আর্মস্ট্রংয়ের ঘোড়ার গাড়িখানা। খোলা জানালা দিয়ে চোখে পড়ল ভেতরে ডঃ আর্মস্ট্রং দু'হাতে মাথা ধরে হতাশ ভঙ্গিতে বসে গা এলিয়ে। হোমসের চোখেও পড়ল সে দৃশ্য। গাড়ি চলে যেতে আড়াল থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম। একটা ছোট কুঁড়েঘর স্পষ্ট চোখে পড়েছে, ডাক্তারের ঘোড়ার গাড়ির চাকার দাগ সোজা সেদিকে ধেয়ে গেছে। গোয়েন্দা কুকুর পমপি টানতে টানতে হোমসকে নিয়ে গেল সেদিকে।

আশেপাশে কাউকে দেখছি না, কুঁড়েঘরের ভেতরেও কোনও সাড়াশব্দ নেই। পুরোনো জীর্ণ কাঠের দরজার পাল্লায় মৃদু টোকা দিল। এতক্ষণে ভেতর থেকে মৃদু গোঙানি কানে এল। হোমস দ্বিধায় পড়েছে বুঝতে পারছি, এই মুহূর্তে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। তখনই পেছন থেকে ঘোড়ার গাড়ির চাকার আওয়াজ কানে এল।

'এই মরেছে!' ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল হোমস, 'ওয়াটসন, ডঃ আর্মস্ট্রং আবার ফিরে আসছেন। উনি আসার আগেই আমাদের ভেতরে ঢুকতে হবে, ভাবার সময় আর হাতে নেই!' বলে দরজায় ধাক্কা দিল হোমস, ক্যাঁচ আওয়াজ করে খুলে গেল কাঠের পাল্লা। পমপি এখন সঙ্গে নেই, ডাক্তারসাহেবের ঘোড়ার গাড়ি চলে যাবার পর ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে কাছেই একটা গাছের সঙ্গে হোমস তাকে বেঁধে রেখেছে। দু'জনে একসঙ্গে ভেতরে ঢুকতে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। সামনে খাটের ওপর বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে এক রূপসী যুবতী, মাথাভর্তি সোনালি

চুলগুলো ঝাপটে পড়েছে মুখের দু'পাশে। নীল আধখোলা দু'টি চোখে মৃত্যুর প্রশান্তি। মৃত যুবতীর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে এক স্বাস্থ্যবান পুরুষ, মৃত যুবতীর বুকে মুখ গুঁজে শিশুর মত ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। হোমস এগিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখল তবু মুখ তুলল না সেই যুবক।

'আপনি নিশ্চয়ই মিঃ গডফ্রে স্ট্যানটন?' হোমস শুধোল।

'হ্যাঁ, আমিই স্ট্যানটন,' কাঁদতে কাঁদতেই সে জবাব দিল, 'কিন্তু আপনারা বড্ড দেরি করে ফেলেছেন, ও আর বেঁচে নেই!'

হোমস আবার পড়ল দ্বিধায়, এই মুহূর্তে কিই বা বলবে সে গডফ্রেকে। তবু হালকা গলায় সে সবে সান্ত্বনা দিতে শুরু করেছে এমন সময় ভেতরে ঢুকলেন ডঃ লেসলি আর্মস্ট্রং, আগুন ঝরানো চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মানুষ কতদূর নির্লজ্জ বেহায়া হতে পারে তার জলজ্যান্ত নজির আপনারা। ছিনে জোঁকের মত আমায় আঁকড়ে ধরেছেন, এক সময় না বলে কয়ে ঠিক আসল জায়গাটিতে এসে সেঁধিয়েছেন নোংরা ছুচোর মত। যাক, এখানে মৃতের সামনে আপনাদের আর কিছু বলব না, তবে বয়স কিছুটা কম হলে আপনাদের দু'জনকেই আজ উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়তাম।'

'দুঃখিত, ডঃ আর্মস্ট্রং,' মাথা উঁচু করে বিনয়ের সুরে হোমস বলল, 'বেশ বুঝতে পারছি আপনি আমাদের ভুল বুঝেছেন গোড়া থেকেই। আপনি আমাদের যা ধরে নিয়েছেন আমরা তা নই। অনুগ্রহ করে একবার বাইরে আসুন, সব খুলে বলছি।'

অন্য সময় হলে কি হত কে জানে, হয়ত মৃতের প্রতি সম্মান দেখাতেই ডঃ আর্মস্ট্রং কোনও আপত্তি করলেন না, আমাদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

'আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ ঠিকই ডক্টর,' হোমস বলল, 'তবে জেনে রাখুন লর্ড মাউন্ট জেমস আমায় নিয়োগ করেননি। গডফ্রের টিমের ক্যাপ্টেন মিঃ সিরিল ওভারটনের কাছ থেকে সব শুনে আমি তদন্তে হাত দিয়েছি। ঘটনাস্থলে এসে মনে হচ্ছে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে অনেক কিছুই আপনি জানেন তাই সবকিছু খুলে বলার জন্য অনুরোধ করছি আপনাকে। অপরাধমূলক কিছু এখানে নেই বলেই মনে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে যদি ঘটনার পেছনে কোনও পারিবারিক বা সামাজিক কেচ্ছা কেলেংকারি জড়িয়ে থাকে তবে তা গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে দিচ্ছি। এখানে এসে পৌঁছোলেও কথা দিচ্ছি খবরের কাগজকে এখানকার ঘটনা কিছুই জানাব না, এ বিষয়ে আমার পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।'

সব কথা মন দিয়ে শুনলেন ডঃ আর্মস্ট্রং, এবার এগিয়ে এসে হোমসের দু'হাত নিজের হাতে নিয়ে বন্ধুত্বব্যঞ্জক ঝাঁকুনি দিলেন, 'মাফ করবেন, মিঃ হোমস, গোড়ায় আমি আপনাকে ভুল বুঝেছি। গোটা ব্যাপারটা আমার মুখ থেকেই সংক্ষেপে শুনুন। আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে গডফ্রে কিছুদিন লণ্ডনে একটি বাড়ি ভাড়া নেয়, ল্যাণ্ডলেডির অপূর্ব রূপসী আর বুদ্ধিমতী একমাত্র মেয়ের প্রেমে পড়ে সে তখনই। এমন মেয়ে পাওয়া যে কোন পুরুষের পক্ষে ভাগ্যের ব্যাপার। গডফ্রে সেই মেয়েটিকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে। কিন্তু গডফ্রের কাকা লর্ড মাউন্ট জেমস যত বড় ধনীই হোন না কেন, উনি যে সেকেলে ধ্যান ধারণা আঁকড়ে ধরা অসভ্য গাঁইয়া শয়তান ছাড়া কিছু নন আশা করি তা আপনার অজানা নেই। গডফ্রে তাঁর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী, কিন্তু এই বিয়ের খবর তিনি আগে কিছুই জানতে পারেননি, এটাই বেচারার পক্ষে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল। ভয় একটাই, পাছে সব শুনে তিনি গডফ্রেকে তাঁর বিষয় সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। গডফ্রে মা বাপ মরা গরীব ছেলে। তার পক্ষে এমন ভয় পাওয়া স্বাভাবিক।

আমি গডফ্রেকে বহুদিন ধরে চিনি, কতগুলো বিশেষ চারিত্রিক গুণের জন্য তাকে ভালবাসি। এ বিয়ের খবর গোপন রাখতে আমি সাধ্যমত সাহায্য করলাম তাকে। এই কারণেই সে শহরের বাইরে এই জংলা জায়গায় এরকম এক ছোট পুরোনো কুঁড়ে ঘরে এনে তুলেছিল তার বৌকে।

সবকিছুই ঠিকমত চলছিল এমন সময় দুর্ভাগ্য নেমে এল গডফ্রের জীবনে, ওর স্ত্রী এক মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হল, অত্যন্ত দুরারোগ্য ক্ষয়রোগ। খবর পেয়ে দুঃখে গডফ্রের পাগল হবার জোগাড়। তারই মধ্যে ম্যাচ খেলতে তাকে যেতে হল লণ্ডনে। ম্যাচে না খেললে সব জানাজানি হবে এই ভয়ে ও চলে গেল সেখানে। তাকে চাঙ্গা করতে আমি একটা টেলিগ্রাম করলাম তাকে, উত্তরে সেও আমায় পাল্টা টেলিগ্রাম করল, যা কোনওভাবে আপনার চোখে পড়ে। কিভাবে ওটা আপনার চোখে পড়ল বুঝতে পারছি না। আমি চিকিৎসক হিসেবে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখিনি কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলাম না। মেয়েটিকে বাঁচানো যাবে না জেনেও আমি গডফ্রেকে জানাইনি পাছে সে খেলা ফেলে ছুটে আসে এখানে। কিন্তু মেয়েটির বাবাকে সব জানালাম, পরিণতির কথা একবারও মনে এল না। ভদ্রলোক খবর পেয়ে খুব অবিবেচকের মত কাজ করে বসলেন। হোটেলে গিয়ে মাঝরাতে গডফ্রের সঙ্গে দেখা করে সব জানালেন তাকে। শুনে ম্যাচ না খেলেই গডফ্রে ছুটে এল এখানে। সেই থেকে একটিবারও বাড়ির বাইরে পা দেয়নি গডফ্রে, স্ত্রীর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করে চলেছে তার রোগমুক্তির আশায়। কিন্তু বেচারার দুর্ভাগ্য তার কাতর প্রার্থনা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের কানে পৌঁছোয়নি। আজ, মিঃ হোমস, ডঃ ওয়াটসন, আজই খুব সকালে গডফ্রের স্ত্রী সেই রূপসী যুবতী চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়েছে। এই হল ব্যাপার। আমার আর কিছু বলার নেই। আশা করব আপনি বিবেচকের মত কাজ করবেন, ঘটনা যাতে শেষ পর্যন্ত গোপন থাকে সে চেষ্টা করতে ত্রুটি রাখবেন না।'

কোনও কথা না বলে ডঃ আর্মস্ট্রংয়ের দু'হাত জড়িয়ে ধরল হোমস। লক্ষ্য করলাম দু'জনেরই চোখ জলে ভরে উঠেছে।

'চলো, ওয়াটসন, যাওয়া যাক।' কান্নায় ভেঙ্গে পড়া গডফ্রে আর তার মৃত স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিলাম, হোমসের কথায় সেই তন্ময়তা ভেঙ্গে গেল। গডফ্রের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি, তাছাড়া এই পরিস্থিতিতে তাকে কিছু বলারও নেই, তাই ডঃ আর্মস্ট্রংয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সেই কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। শীতের শেষবেলায় সূর্য তখন ঢলেছে পশ্চিম দিগন্তে।

বারো

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য অ্যাবি গ্রাঞ্জ

'স্যর ইউস্টেস কি মারা গেছেন, লেসট্রেড?' হোমস শুধোল।

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেড জবাব দিল, 'ভারি শিকের ঘায়ে ওঁর মাথার খুলি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। ব্যাণ্ডাল সিঁধেল চোরদের কথা মনে পড়ে? সেই যে বাপ আর দুই ছেলের দল? এ তাদেরই কাজ সন্দেহ নেই। চুরি করতে এসে ধরা পড়ে স্যর ইউস্টেস ব্র্যাকেনস্টলের হাতে, কিন্তু চাকরবাকরদের ডাকার আগেই ওরা ওঁকে খুন করে! ওঁর স্ত্রী নিদারুণ শোকে আর আতংকে ভেঙ্গে পড়েছেন, আমার মনে হয় ওঁর মুখ থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন।'

বরফ ঝরা রাত। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাড় কনকন করছে। ভোর হবার আগেই হোমসের ঠেলায় চোখ মেলেছি। এতটুকু ভূমিকা না করে সে একচিলতে কাগজ আমায় পড়ে শোনালো। চিঠি লিখেছে আমাদের পরিচিত ডিটেকটিভ স্ট্যানলি হপকিনস। খবরের কাগজের প্রতিবেদকদের মত রীতিমত ডেটলাইন উল্লেখ করা হয়েছে সে চিঠিতে।

'অ্যাবি গ্রাঞ্জ, মার্শহ্যাম, কেন্ট, রাত ৩-৩০ মিঃ।

মিঃ হোমস বন্ধুবরেষু — এক অদ্ভুত কেসের তদন্তের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছি, আপনার সাহায্য না হলেই নয়। আপনি না আসা পর্যন্ত এখানকার কোনও জিনিস নড়চড় হবে না, শুধু

লেডি ব্র্যাকেনস্টলকে রেহাই দেওয়া ছাড়া। দোহাই আপনার দেরি না করে এক্ষুণি চলে আসুন।

আপনার

স্ট্যানলি হপকিনস।'

চিঠির ভাষা পড়েই হোমস আন্দাজ করেছে খুনের মামলা, এখানে এসে দেখছি তার অনুমান অভ্রান্ত।

হপকিনসের ইচ্ছেমতই মৃতদেহ পরীক্ষা করার আগে লেডি ব্র্যাকেনস্টলকে জেরা করতে আমরা এসে ঢুকলাম তাঁর শোবার ঘরে। লেডি ব্র্যাকেনস্টল এককথায় অতুলনীয় রূপবতী। সৌন্দর্যের সঙ্গে আভিজাত্যের যে মিলন ঘটেছে তাঁর ক্ষেত্রে তা এককথায় দুর্লভ। লেডির চুলের রং সোনালি, চোখের মণি অতল সাগরের নীলিমায় নীল। গায়ের রংও অভিজাত পরিবারের সুন্দরীদের মত। কিন্তু এই অতুলনীয় সৌন্দর্য তাঁর ডান ভুরুর ওপর কালশিটে পড়া ফোলা জায়গাটা ঢাকতে পারেনি। একজন কাজের মেয়ে ভিনিগার মেশানো জলে তুলো ডুবিয়ে সেই ফোলা জায়গায় প্রলেপ দিচ্ছে। কাজের মেয়েটি মাঝবয়সী, লম্বা, রুক্ষ চেহারা। হাবভাব দেখে বোঝা যায় লেডি ব্র্যাকেনস্টলের সঙ্গে তার মনিব ভৃত্য ছাড়াও এক গভীর স্নেহের সম্পর্ক আছে। লেডির পরনে হালকা নীল রংয়ের ঢিলে ড্রেসিংগাউন। পাশে কৌচে পড়ে আছে ডিনারের পোশাক।

ইন্সপেক্টর হপকিনস আমাদের নিয়ে ঘরে ঢুকতেই লেডি ব্র্যাকেনস্টল ঘাড় সামান্য তুলে একবার চারপাশে চোখ বোলালেন, তাঁর সেই চকিত দৃষ্টিতে প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত অসহায়তার ছাপ এতটুকু পেলাম না বরং যা পেলাম তার নাম সতর্কতা বা হুঁশিয়ারি।

'সব কথাই তো আপনাকে খুলে বললাম ইন্সপেক্টর,' এবার হপকিনসের দিকে তাকালেন লেডি, 'আমার হয়ে সেকথা আপনি নিজেও তো এঁদের শোনাতে পারেন? যাক, যদি চান তো আবার না হয় আমিই সব শোনাচ্ছি। এঁরা কি খাবার ঘরে গিয়েছিলেন?'

'না, ইওর লেডিশিপ,' হপকিনস বলল, 'আপনার বক্তব্য আগে এঁরা শুনবেন, তারপর —'

'যা করার শীগগির করুন!' লেডির গলায় কর্তৃত্বব্যঞ্জক সুর ফুটে বেরোল, 'উনি ঐরকম অসহায়ভাবে ওখানে পড়ে আছেন মেঝের ওপর, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে!' বলেই থর থর করে কেঁপে উঠলেন তিনি, তখনই তাঁর গাউনের ঢিলে হাতাদুটো খসে পড়ল কাঁধ থেকে। সুডোল কাঁধের চামড়ার পাশাপাশি দুটি লাল বিন্দু হোমস আর আমার চোখে পড়ল। কোনও ছুঁচোলো অস্ত্র অল্প কিছুকাল আগে বেঁধানো হয়েছে সেখানে, শুকিয়ে যাবার পরেও যার দাগ মেলায়নি। মেলায় না, আমি জানি, কোনও ক্ষতের দাগই পুরোপুরি কখনও মেলায় না।

'এ কি ম্যাডাম!' শুকিয়ে যাওয়া সেই দুটি ক্ষতচিহ্নের দিকে তাকিয়ে হোমস বলে উঠল, 'আপনি দেখছি হাতেও আঘাত পেয়েছেন!'

'না, না, ও কিছু না,' চটপট কাঁধ ঢাকলেন লেডি ব্র্যাকেনস্টল, 'কাল রাতে যে নৃশংস ঘটনা ঘটে গেছে তার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। আপনারা সবাই বসুন, আমি আমার বক্তব্য শোনাচ্ছি।'

হোমসের দিকে একবার তাকিয়েই হপকিনস চোখ নামিয়ে নিল, লেডির মুখোমুখি খানিকটা তফাতে একটা বড় সোফায় গা ঘেঁসে পাশাপাশি বসলাম তিনজনে।

'আমি স্যার ইউস্টেস ব্র্যাকেনস্টলের ধর্মপত্নী,' লেডি ব্র্যাকেনস্টল মুখ খুললেন, 'লুকিয়ে রেখে লাভ নেই এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে তা হবে খুবই অনুচিত তাই খোলাখুলিভাবেই জানাচ্ছি আমাদের এ বিয়ে সুখের হয়নি। আমার স্বামী ছিলেন এক পাঁড় মাতাল যার সঙ্গে সংসার করা দূরে থাক দু'এক ঘণ্টা কাটানোও কোনও স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয়।

গতরাতের কথা সংক্ষেপে বলছি। ডিনার সেরে স্যার ইউস্টেস যখন শুতে যান তখন সাড়ে দশটা বেজেছে। কাজের লোকেরা খেয়ে দেয়ে যে যার কামরায় চলে গেছে, কখন আমার কি দরকার হয় সেকথা ভেবে শুধু জেগেছিল এই থেরেসা, আমি তখন একটা বইয়ের পাতায় চোখ

বোলাচ্ছি। এগারোটা নাগাদ বই রেখে উঠলাম। ওপরে শুতে যাবার আগে বাড়ির ভেতরে একবার ঘুরে দেখি। কালও দেখতে গেলাম। রান্নাঘর, বিলিয়ার্ড রুম, গান রুম, ড্রইং রুম সব জায়গা দেখে এলাম খাবার ঘরে। ঘরে ঢুকে জানালার কাছে যেতে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়া পেলাম মুখে, দেখি জানালা খোলা। জানালা বন্ধ করতে যাব কিন্তু তার আগেই গরাদহীন সেই খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকল মাঝবয়সী একটা লোক, আগে কখনও দেখিনি তাকে। আমার হাতে ছিল মোমবাতি, তার আলোয় আরও দু'জন অচেনা লোককে ভেতরে ঢুকতে দেখলাম। আমি ভয়ে পিছিয়ে গেলাম তখনই মাঝবয়সী লোকটা একহাতে আমার কবজি চেপে ধরল। আমি চেঁচাতে যাব কিন্তু তার আগেই সে জোরে ঘুঁসি মারল আমার মুখে। ডান ভুরুর ওপর চোট লাগল। সেই এক আঘাতে আমি জ্ঞান হারালাম, কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম জানি না। জ্ঞান ফিরে এলে চোখ মেলে দেখি ওরা কলিংবেলের দড়িটা ছিঁড়ে ফেলেছে, আমায় চেয়ারে বসিয়ে ঐ দড়ি দিয়ে আমায় চেয়ারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল ওরা নিমেষের মধ্যে। পাছে চেঁচিয়ে উঠি তাই একটা রুমাল দিয়ে আমার মুখও বাঁধল ওবা। এই সময় ঘরে পা দিলেন স্যর ইউস্টেস, হাতে কাঠের একটা ছড়ি নিয়ে। আন্দাজ করলাম কোনও আওয়াজ ওঁর কানে গেছে বলেই সন্দেহের বশে ছুটে এসেছেন। তাঁকে দেখেই যে আমায় ঘুঁষি মেরেছে সেই মাঝবয়সী লোকটা ফায়ারপ্লেস থেকে আগুন খোঁচানো পুরু লোহার ডাণ্ডাটা বের করল, কিছু না বলে সেই ডাণ্ডা দিয়ে সজোরে আঘাত করল স্যর ইউস্টেসের মাথায়। একটি আর্তনাদও করতে পারলেন না আমার স্বামী, এক আঘাতেই তাঁর মাথা ফেটে চৌচির হল, মেঝের ওপর পড়ে গেলেন তিনি, রক্ত আর মগজ মাখামাখি হয়ে বেরোতে লাগল তাঁর মাথা থেকে। আর নড়াচড়া না করতে দেখে বুঝলাম আমার স্বামী মারা গেছেন। ঐ ভয়ানক দৃশ্য দেখে আমি আবার জ্ঞান হারালাম। কিছুক্ষণ বাদে আবার জ্ঞান ফিরে এলে চোখ মেললাম, দেখি সাইড বোর্ডে রাখা এক বোতল মদ তারা নামিয়েছে, সেখানে রূপোর বাসনপত্র যা ছিল সেগুলো নামিয়েছে। সেই বোতল থেকে তিনটে গ্লাসে মদ ঢেলে খেল ওরা, তারপর চাপাগলায় কি যেন বলাবলি করল। মাঝবয়সী লোকটার মুখে গোঁফদাড়ি ছিল, বাকি দুটোব গাল ছিল সাফ। হাবভাব দেখে মনে হল মাঝবয়সী লোকটা বাবা, বাকি দুটো তার ছেলে। হ্যাঁ, মাঝবয়সী লোকটাকে একবার তাদের 'বাবা' বলে ডাকতে স্পষ্ট শুনেছি আমি। মদ খেয়ে ওরা আমার কাছে এসে বাঁধনটা পরখ করল, তারপর যেভাবে ভেতরে ঢুকেছিল সেইভাবে বেরিয়ে গেল খোলা জানালা দিয়ে। আমার হাত মুখ সব বাঁধা, কিন্তু আমি দমিনি, ঐ অবস্থায় অনেক কসরৎ করে মুখের রুমালটা খুলে ফেললাম তারপর চেঁচিয়ে কাজের লোকেদের ডাকলাম। সবার আগে থেরেসার নাম ধরে ডাকলাম, থেরেসা ছুটে এসে আমার অবস্থা দেখে বাকি সবাইকে ডাকল, তারা এসে আমার বাঁধন খুললো, একজন পুলিশে খবর দিতে বেরিয়ে গেল। ব্যস, আমার আর কিছু বলার নেই। আশা করব এই মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ ভবিষ্যতে আবার দিতে আপনারা আমায় বাধ্য করবেন না।'

'মিঃ হোমস,' হপকিনস শুধোল, 'আপনি কোনও প্রশ্ন করবেন?'

'না হপকিনস, ধন্যবাদ,' হোমস ঘাড় নাড়ল, 'ওঁর ধৈর্য আর সময় দুটোই মূল্যবান। এবার আমরা ডাইনিং রুমে যাব,' থেরেসার দিকে কঠোরভাবে তাকাল হোমস, 'তার আগে ঘটনার বিবরণ তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'শোবার আগে কাল জানালার সামনে বসেছিলাম,' থেরেসা বলতে লাগল, 'চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম বাড়ির গেটের কাছে তিনজন লোক ঘোরাঘুরি করছে, যদিও এ নিয়ে তখন মাথা ঘামাইনি। খানিক বাদে ঘুম পেতে শুয়ে পড়লাম। তার প্রায় এক ঘণ্টা বাদে হঠাৎ কানে এল প্রচণ্ড আর্তনাদ, আর সেটা এ বাড়ির ভেতর থেকে। গলাটা হার লেডিশিপের, চিনতে অসুবিধে হল না, তাই সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলাম। এসে যে দৃশ্য দেখলাম তা একটু আগেই লেডির মুখ থেকে শুনেছেন।

দেখলাম উনি চেয়ারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা, আরও দেখলাম স্যর ইউস্টেস পড়ে আছেন মেঝের ওপর, তাঁর মাথা ফেটে চৌচির, চারপাশে চাপ চাপ রক্ত মাথা মগজ ছড়িয়ে আছে, লেডির পোশাকে রক্ত লেগেছে দেখলাম। ঐ দৃশ্য দেখে আমার মাথা ঘুরে উঠল, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। আর কেউ হলে ঠিক পাগল হয়ে যেত, তবে লেডি ব্র্যাকেনস্টল খুব সাহসী তাই এর মধ্যেও স্বাভাবিক ছিলেন। শুধু আজ নয়, স্যর ইউস্টেসের ঘরণী হবার আগে উনি যখন অ্যাডিলেডে থাকতেন তখন থেকেই তো দেখছি, সেই সময় ওঁকে চিনতাম মিস ফ্রেজার বলে, তখনও দেখেছি ওঁর সাহসের অভাব নেই। আচ্ছা, আপনারা তো ওঁকে অনেক জেরা করলেন, এবার তাহলে রেহাই দিন, লেডি ওঁর ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিন।' বলে থেরেসা লেডি ব্র্যাকেনস্টলের হাত আলতো করে ধরে ধীরে ধীরে দাঁড় করালো, তাঁর কোমর জড়িয়ে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল।

'লেডি যখন শিশু সেই সময় থেরেসা ওঁর দাইয়ের কাজ করত,' হপকিন্স বলল, 'ওর পুরো নাম থেরেসা রাইট, বছর দেড়েক আগে হার লেডিশিপের সঙ্গে সেও অস্ট্রেলিয়া থেকে চলে এসেছে ইংল্যাণ্ডে, সেই থেকে এখানেই আছে ওর অভিভাবিকার মত। এমন দরদী কাজের লোক আজকালকার দিনে দেখা যায় না।'

এবার এলাম খাবার ঘরে। যেমন বিশাল তেমনি উঁচু ঘর, ওপরে কারুকার্য করা কাঠের সিলিং, দেওয়ালে নানারকম সেকেলে ধারালো অস্ত্র আর জন্তু জানোয়ারের কেটে নেওয়া মাথা টাঙ্গানো। দরজার ঠিক মুখোমুখি গরাদহীন লম্বা জানালা, ডানদিকে আরও তিনটে ছোট জানালা। বাঁদিকে পেল্লায় ফায়ারপ্লেস, তার বাঁ পাশে ওক কাঠের পেল্লায় চেয়ার, তার চারদিকে একটা দড়ি জড়ানো, দড়ির দু'দিক গিঁট দিয়ে বাঁধা। বুঝলাম ঐ দড়ি দিয়েই লেডি ব্র্যাকেনস্টলকে এই চেয়ারের সঙ্গে আততায়ীরা বেঁধেছিল।

ফায়ারপ্লেসের সামনে মেঝের ওপর বিছানো বড়সড় বাঘের চামড়া, তার ওপর চিৎ হয়ে পড়ে একটি পুরুষের দেহ, সিলিংয়ের দিকে মুখ তোলা। একমুখ ছোট করে ছাঁটা কালো দাড়ি, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে ঝকঝকে সাদা দু'পাটি দাঁত, দেখে মনে হয় দাঁত খিঁচিয়ে ভেংচি কাটছেন। মুঠো করা দু'হাত মাথার ওপর, সেই মুঠোয় ধরা ছড়ি। মাথার খুলি ফাটবার সঙ্গে সঙ্গেই স্যর ইউস্টেস প্রাণ হারিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। খুনের হাতিয়ার ফায়ারপ্লেসের আগুন খোঁচানোর ভারি লোহার ডাণ্ডাটা পড়ে একপাশে, মোক্ষম ঘায়ে সেটা বেঁকে গেছে। ডাণ্ডার গায়ে শুকনো রক্ত আর মগজ এখনও লেগে, ডাণ্ডাটা চোখের কাছে এনে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল হোমস।

স্যর ইউস্টেস ব্র্যাকেনস্টলের পরনে ট্রাউজার্স, তার ওপর শৌখিন কাজ করা রাত পোশাক, পা দুটো খালি। বেঁচে থাকতে স্যর ইউস্টেস ছিলেন সুপুরুষ, মুখের গড়ন ছিল সুশ্রী, কিন্তু সেই সুশ্রী মুখ এখন শুধু মৃত্যুর কালিমায় ম্লান নয়, ঘৃণা আর প্রতিহিংসার ছাপ তাকে করে তুলেছে বীভৎস। এটা হোমসেরও চোখে পড়েছে লক্ষ্য করলাম।

'ব্যাণ্ডাল সিঁধেলদের সর্দারের গায়ে তো দেখছি অসুরের মত জোর,' হোমস বলল।

'ঠিক ধরেছেন,' হপকিন্স সায় দিল, 'ওর কুকর্মের অনেক রেকর্ড আমার দপ্তরে আছে, লোকটার গায়ে প্রচণ্ড জোর মানতেই হবে। আমরা খবর পেয়েছিলাম ও দলবল নিয়ে আমেরিকায় নতুন করে ডেরা বেঁধেছে, কিন্তু এবার দেখছি সে খবর ভুল। ওরা এখানেই দিব্যি আছে। কিন্তু আর নয়, দেশের সবকটা বন্দরে খবর চলে গেছে, তেমন দরকার হলে ওদের ধরতে পুরস্কারও ঘোষণা করা হবে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। কিন্তু সব দেখে শুনে একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে, লেডি ব্র্যাকেনস্টল পুলিশকে চেহারার বিবরণ দেবে জেনেও ওরা তাঁকে খুন না করে বাঁচিয়ে রাখল, কেন? এই হিসেবটাই মেলাতে পারছি না মিঃ হোমস।'

'খুব ভাল পয়েন্ট তুলেছো হপকিনস,' হোমস ঘাড় নেড়ে সায় দিল, 'এক্ষেত্রে ওঁকে খুন করাই ওদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, পয়েন্টটা আমারও মাথায় এসেছিল। যাক, স্যর ইউস্টেস সম্পর্কে তুমি কতটুকু জানো?'

'এইটুকুই জানি যে পেটে একবার মদ পড়লে উনি অমানুষ হয়ে উঠতেন। নেশার ঘোরে একবার মদ ঢালার ডিক্যান্টার ছুঁড়ে মেরেছিলেন। একবার মদ পেটে পড়লে স্যর ইউস্টেসের স্বভাব পুরোপুরি পাল্টে যেত, ভদ্রতা বিসর্জন দিয়ে উনি তখন অমানুষ হয়ে উঠতেন। নেশার ঘোরে স্যর ইউস্টেস বাড়িতে যাকে সামনে পেতেন তাকেই কুৎসিত গালিগালাজ করতেন, ওঁর হাতে সবসময় একটা ছড়ি থাকত, সেই ছড়ি দিয়ে সামান্য ছুতোয় কাজের লোকদের মারধোর করতেন। লেডি ব্র্যাকেনস্টলের গায়েও যখন তখন নেশার ঘোরে হাত তুলতেন তিনি, আর তা কাজের লোকেদের সামনেই। কাজেই মিঃ হোমস, খারাপ শোনালেও এটা ঠিক যে স্যর ইউস্টেসের মৃত্যুতে এ বাড়ির লোকেদের হাড় জুড়িয়েছে, ওরা এবার শান্তিতে দিন কাটাবে।'

'তা না হয় হল,' হোমস বলল, 'কিন্তু যে দড়ি দিয়ে খুনিরা লেডিকে বাঁধল সেটা ছেঁড়ার সময় ঘণ্টাও নিশ্চয়ই খুব জোরে বেজেছে। প্রশ্ন হল সেই ঘণ্টার আওয়াজ কাজের লোকেরা শুনতে পায়নি কেন?'

'কারণ একটাই, মিঃ হোমস,' হপকিনস জবাব দিল, 'রান্নাঘরটা এ বাড়ির একদম পেছনে, তাই। তাছাড়া শীতের রাত, বাইরে তুষার পড়ছে, কাজের লোকেরা খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছে, ঘন্টার আওয়াজ হলেও সে আওয়াজে ওদের ঘুম ভাঙেনি।'

'আমার কিন্তু একটা খটকা থেকেই যাচ্ছে, হপকিনস,' হোমস বলল, 'এত রাতে ঘণ্টার আওয়াজ এ বাড়ির কারও কানে যাবে না আততায়ীরা এ সম্পর্কে নিশ্চিত হল কি করে? এত জোরে ঘণ্টার দড়ি ছিঁড়ে নেবার সাহস কোথা থেকে পেল তারা?'

'আপনার সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, মিঃ হোমস,' হপকিনস বলল, 'আমার ধারণা হানা দেবার আগে এ বাড়িতে কোথায় কি আছে সব খুঁটিয়ে জেনেছিল তারা। ঐ ভাবেই তারা জেনেছিল বেশি রাতে জোরে ঘন্টা বাজালেও কাজের লোকেরা তাদের কামরায় শুয়ে সে আওয়াজ শুনতে পাবে না। এ বাড়ির কাজেব লোকেদের সঙ্গে হয়ত তাদের কারও যোগসাজস ছিল। সেই এসব খবর জুগিয়েছে। কিন্তু এ বাড়িতে যে আটজন কাজের লোক আছে তারা প্রত্যেকে বিশ্বাসী, তাদের কাউকে সন্দেহ করা যায় না।'

'শুধু একজন বাদে, হপকিনস,' হোমস বলল, 'থেরেসার কথা বলছি যার দিকে স্যর ইউস্টেস মদের ডিক্যান্টার ছুঁড়ে মারেন। অন্যদিকে সে লেডিকে শৈশব থেকে দেখছে, তাঁকে খুবই স্নেহ করে, কাজেই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে কখনোই তাঁর স্বামীর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে না। আচ্ছা হপকিনস, এবার বলো তো, আততায়ীরা স্যর ইউস্টেসকে খুন করে শুধু হাতে বিদায় নিয়েছে কিনা।'

'না, মিঃ হোমস,' হপকিনস জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চেটে বলল, 'লেডি বলেছেন সাইডবোর্ডে গোটা ছ'য়েক রূপোর প্লেট রাখা ছিল, স্যর ইউস্টেসকে খুন করে ওরা শুধু সেগুলোই নিয়ে গেছে। আসলে এই খুনটা অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছে কিনা, তাই বাড়ির আর কিছু ওরা লুঠ করেনি। অবশ্য এটা লেডির ধারণা।'

'লেডি কি ওদের মদও খেতে দেখেছেন, হপকিনস?'

'দেখেছেন, মিঃ হোমস, সাইডবোর্ডে তিনটে গ্লাস এখনও পড়ে আছে দেখছি।' হোমস পায়ে পায়ে এগিয়ে সাইডবোর্ডের সামনে এসে দাঁড়াল। পাশাপাশি তিনটে গ্লাস সেখানে পড়ে, পড়ে না বলে সাজিয়ে রাখা বলাই ঠিক হবে। তিনটে গ্লাসেই মদের দাগ লেগেছে, শুধু অনেকদিনের পুরোনো মদের সরের খানিকটা তলানি পড়ে আছে তাদের একটিতে, বাকি দুটো গ্লাস খালি। বোতলটি

একপাশে রাখা, তার ভেতরে সেরা রেড ওয়াইন এখনও খানিকটা পড়ে আছে। বোতলের মুখ খোলা, ছিপিটা একপাশে পড়ে।

'এটা তো পুরু করে আঁটা ছিল বোতলে,' হোমস ছিপিটা তুলে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে আপন মনে বলল, 'ওরা এটা খুলেছে কি দিয়ে?'

কিছু না বলে সাইডবোর্ডের একটা আধখোলা ড্রয়ার ইশারায় দেখাল হপকিনস। ভেতরে টেবিল ঝাঁড়পোছ করার একফালি কাপড় আর ছিপি খোলার প্যাঁচানো 'স্ক্রু' চোখে পড়ল।

'তুমি নিশ্চিত হপকিনস,' হোমস জেরা করার ভঙ্গিতে শুধোল, 'এই স্ক্রু দিয়েই কাল রাতে এই ছিপিটা খোলা হয়েছে?'

'না, মিঃ হোমস, আমি নিশ্চিত নই,' ইন্সপেক্টর হপকিন্স জবাব দিল, 'এ আমার অনুমান। লেডি আগেই বেহুঁশ হয়েছিলেন তাই তিনিও আপনার এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না।'

'তোমার অনুমান ভুল, হপকিনস,' হোমস শান্ত গলায় বলল, 'এই ছিপি খুলতে ঐ স্ক্রু কাজে লাগানো হয়নি। আমার অনুমান আততায়ীদের কারও সঙ্গে পকেটে স্ক্রু ছিল, তাই দিয়েই এটা খোলা হয়েছে। ছিপির মাথার দিকে তাকাও, তিন তিনটে গর্ত এখনও আছে, চোখে পড়ছে?'

'পড়েছে, মিঃ হোমস।'

'অথচ তিনবার গেঁথেও ওরা ছিপিটাকে খুলতে পারেনি, কিন্তু ড্রয়ারের ঐ বড় স্ক্রু কাজে লাগালে একটানেই ছিপিটা খুলে আসত। হপকিনস, মনে রেখো, ওদের পকেট স্ক্রুর সঙ্গে অনেকগুলো ফলাসমেত একটা ছুরি ছিল যা জাহাজের নাবিক বা বয়েজ স্কাউটদের সঙ্গে থাকে।'

'এটা একটা জোরালো পয়েন্ট,' আপন মনে বলে উঠল হপকিনস।'

'কিন্তু ছিপি নয়, সাইডবোর্ডে রাখা তিনটে গ্লাসের দিকে আঙুল নাড়ল হোমস, 'এই তিনটে গ্লাসই আমায় সমস্যায় ফেলেছে, যা এই মুহূর্তে ভেদ করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যাক, এখনকার মত তাহলে যাচ্ছি হপকিনস, ব্যাণ্ডালরা ধরা পড়লে খবর পাব, তখন তোমায় অবশ্যই অভিনন্দন জানাব। চলো হে ওয়াটসন, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা যাক।'

অ্যাবি গ্রাঞ্জের ঘোড়ার গাড়িতে চেপে চিসলহার্স্ট স্টেশনে ফিরে এলাম দু'জনে। হোমসের মুখে একটি কথাও নেই, কপাল কুঁচকে কোন গভীর চিন্তার সাগরে ডুবেছে সে যার হদিশ পাওয়া এই মুহূর্তে শক্ত। লণ্ডনে ফেরার ট্রেন আসতেই সুবিধে মতন একটা ফাঁকা কামরায় উঠলাম দু'জনে। হোমসের ধ্যান এখনও ভাঙ্গেনি, আমার একটি প্রশ্নেরও জবাব দিচ্ছে না সে। কিছুদূর যেতে এক কাণ্ড করল হোমস, মফঃস্বল এলাকার একটা স্টেশন সবে ছেড়েছে ট্রেনটা এমন সময় সে কিছু না বলে উঠে পড়ল সিট ছেড়ে, আমায় কনুই ধরে আচমকা এক হ্যাঁচকা টান মেরে নেমে পড়ল চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে। নরম মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিলাম তারপর চোখ পাকিয়ে তাকালাম বন্ধুবরের দিকে। ট্রেন তখন অনেকটা এগিয়ে বাঁকের মুখে মিলিয়ে যাচ্ছে।

'রাগ কোর না, ওয়াটসন, আমায় মাপ করো,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে সে বলল, 'আসলে খানিক আগে আমরা যে তদন্ত করে এলাম তাতে বিস্তর গলদ রয়েছে যা ওপর থেকে সাধারণভাবে দেখলে চোখে পড়বে না। তবু আমার চোখে পড়েছে, আর তাই এই মুহূর্তে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আবার ওখানে ফিরে যাব ঠিক করেছি। এমন গলদ সবার চোখ এড়িয়ে যাবে তা আমি কখনোই হতে দিতে পারব না, কিছুতেই না। বিশ্বাস করো, এছাড়া তোমার সঙ্গে কোনওরকম রসিকতা করার সাধ আমার মনে জাগেনি।'

'তুমি মিছেই এসব ভাবছো হোমস,' বন্ধুবরের পিঠ চাপড়ে তাকে উৎসাহ দিলাম, 'চলো, আমি একপায়ে খাড়া। তবে যাবার আগে গলদটা কোথায় যদি একটু খুলে বলো, তাহলে খুব উপকার হয়।' একটু আগে যে স্টেশন ছেড়ে এসেছি আমরা সেখানকার আপ প্ল্যাটফর্মে আমায় নিয়ে এল হোমস, আমি বসলাম তার পাশে।

'ওয়াটসন, আমার গোয়েন্দা জীবনে এমন জটিল খুনের মামলা আগে আসেনি,' হোমস এতক্ষণ পরে মুখ খুলল, 'লেডি ব্র্যাকেনস্টল যা বলেছেন তাতে একছিটে খুঁত নেই, তেমনি মিছে কথা থেরেসাও বলেনি যাকে খানিক আগেও আমি সন্দেহ করেছি। তা সত্ত্বেও গোলমাল পাকিয়েছে খাবার ঘরে সাইডবোর্ডে রাখা তিনটে গ্লাস। আমার দ্বিধাদ্বন্দ্ব খোলসা করার আগে একটা অনুরোধ করব, লেডি ব্র্যাকেনস্টল আর থেরেসার বক্তব্যে খুঁত না থাকলেও তা যে নির্ভেজাল সত্যি তা যেন ভুলেও ভেবো না। লেডি ব্র্যাকেনস্টল শুধু সুন্দরী নন, এককথায় অপরূপা, তার ওপর মনভোলানো ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, তাঁর কাজের লোক থেরেসা শৈশবে তাঁর ধাই ছিল কাজেই লেডি যা বলবেন তাতে অবশ্যই সায় দেবে একথা মাথায় রেখো।

এবার স্যার ইউস্টেসের সম্ভাব্য খুনী হিসেবে যাদের হপকিনস সন্দেহ করেছে তাদের কথায় আসছি, ধৈর্য ধরে মাথা খাটিয়ে বোঝার চেষ্টা করো, ওয়াটসন। খবরের কাগজে এই সেদিন ওদের একটা চুরির খবর বেরিয়েছে তাতে ওদের চেহারার বর্ণনাও আছে। এবার যে সেই খবর পড়েছে সে নিয়ে কোনও গল্প ফেঁদে তাতে ঐ চোরদের চেহারার বর্ণনা যদি জুড়ে দেয় তো বিশ্বাস না করার কোনও কারণ থাকতে পারে না। ওয়াটসন, আমি একজন অভিজ্ঞ অপরাধ বিজ্ঞানী, আমি জানি সিঁধেল চোরেরা কখনোই খুন খারাপির ভেতরে যায় না। তাছাড়া জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই তারা লেডির মুখোমুখি হল আর তাঁকে চুপ করাতে তাদের সর্দার এক ঘুঁষি মারল তাঁর ভুরুর ওপর, এটাও খুনের মতই তাদের বেলায় মেলানো যায় না। আবার দেখো, লেডিকে ঘুঁষি মেরে অজ্ঞান করে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধল তারা, বাড়ির মালিককে খুন করল, তারপর এত দামি জিনিসপত্র থাকতে মাত্র গোটা ছয়েক রূপোর প্লেট হাতিয়ে তিনটে দাগী সিঁধেল চোর পালিয়ে গেল, আজকের দিনে একথা বিশ্বাস করা যায়? এবার সাইডবোর্ডে রাখা রেড ওয়াইন। জিনিসটা বিদেশী তার ওপর বহুদিনের পুরোনো অতএব দামী। এমন একটি লোভনীয় পানীয়ের অর্ধেকেরও কম পরিমাণ ঢেলে তারা পালিয়ে গেল? এবার বলো, তোমার কি ধারণা।'

'তোমার এখনকার একটি যুক্তিও উড়িয়ে দেবার মত নয়, মানছি। লেডিকে মেরে বেহুঁশ করে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখাটা আমি ঠিক মানতে পারছি না।'

'দুটো বিকল্প তাদের সামনে ছিল,' হোমস বলল, 'এক, লেডিকেও ওঁর স্বামীর মত খুন করা, নয়ত এমনভাবে বাড়ির কোনও নির্জন জায়গায় পালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেঁচামেচি করে কাজের লোকদের ডাকতে না পারেন। এর ওপরেও আছে তিনটে গ্লাসের রহস্য। লেডি ব্র্যাকেনস্টলের বক্তব্য আশা করি ভোলনি, তিনজন লোক তিনটে গ্লাসে মদ ঢেলে খেল —?'

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'তাই যদি হয় তাহলে শুধু একটা গ্লাসেই মদের তলানি পড়ে রইল এ কেমন ব্যাপার? একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, ওয়াটসন, তা হল, আসল অপরাধী আর যেই হোক ব্যাণ্ডাল সিঁধেল চোরেরা নয়, এবং তাকে বাঁচাতে লেডি ব্র্যাকেনস্টল এমন এক মনগড়া গল্প ফেঁদেছেন যা অবিশ্বাস করার পথ নেই। তাঁর কাজের লোক থেরেসা সেই গল্পে সায় দিয়েছেন। যাক, ট্রেন এসে গেছে, চলো, নতুন উদ্যমে ফিরে যাওয়া যাক।'

আমাদের এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে অ্যাবি গ্রাঞ্জের বাসিন্দারা অবাক হল। ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিনস হেড কোয়ার্টারে রিপোর্ট দিতে গেছে শুনে হোমস হাঁফ ছাড়ল, খাবার ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে তালা এঁটে নতুন করে খুঁটিয়ে তদন্তে হাত দিল সে। স্যার ইউস্টেসের মৃতদেহ আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে, এছাড়া ঘরের ভেতরের কোনও জিনিস নড়াচড়া করা হয়নি। ঘরের জানালার পর্দা, চেয়ার, লেডি ব্র্যাকেনস্টলকে যা দিয়ে বাঁধা হয়েছিল সেই ঘন্টার দড়ি এসবই খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সে। পাছে তার চিন্তার যোগসূত্র ছিঁড়ে যায় এই ভেবে আমি মুখ বুঁজে রইলাম। হঠাৎ চমকে গিয়ে দেখি হোমস ঘরের বিশাল ম্যান্টলপিস বেয়ে উপরে উঠছে।

অনেক ওপরে ওঠার পরেও ঘণ্টা বাঁধার ছিঁড়ে নেওয়া লাল দড়ির শেষপ্রান্তের নাগাল পেল না হোমস। তার মাথার ওপর সেটা ঝুলতে লাগল। তাতে দমল না হোমস, কিছুক্ষণ দড়ির ছেঁড়া লেগে থাকা টুকরোটার দিকে তাকিয়ে রইল হোমস, তারপর দেওয়ালে টাঙানো একটা কাঠের ব্রাকেটে হাঁটু দিয়ে ঠেস দিলে ফলে দড়ির ছেঁড়া টুকরোটা এসে গেল তার হাতের নাগালে।

'পেয়ে গেছি ওয়াটসন,' একলাফে ওপর থেকে মেঝেতে নেমে হোমস বলল, 'তিনজন নয়, জেনে রেখো শুধু একজন প্রচণ্ড শক্তিশালী লোক ঢুকেছিল এ ঘরে। তারই হাতে খুন হয়েছেন স্যর ইউস্টেস। লম্বায় সে কম করে ছ'ফিট, ওঠানামার কাজে চটপটে, দুঃসাহসী তাতে সন্দেহ নেই এবং সর্বোপরি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। ওয়াটসন, লোকটির বয়স কত তা বলতে না পারলেও এটুকু জানি যে সে পেশায় নাবিক, সেই কারণেই এত উঁচুতে উঠতে পেরেছে নিখুঁতভাবে।'

'আর কি সূত্র পেয়েছো?'

'ওয়াটসন, আমার হিসেবে এতটুকু ভুল হয়নি,' হোমস বলল, 'লেডি ব্র্যাকেনস্টলের বানানো গল্পের মধ্যেই এ রহস্য সমাধানের সূত্র লুকিয়ে আছে। নীচ থেকে ঘণ্টার দড়িটা খুব জোরে টানলে কোথায় ছেঁড়া উচিত বলতে পারো? যেখানে সেটা তারের সঙ্গে আঁটা সেখানে, তাই তো? কিন্তু একটু আগে ওপরে উঠে দেখি জোড়ের জায়গাটা ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে সেটা ছিঁড়েছে।'

'ঐ জায়গায় রোঁয়া উঠে যাবার ফলেই দড়িটা হয়ত পলকা হয়ে গিয়েছিল,' আমি বললাম।

'সে তো বটেই,' হোমস এক চোখ বুঁজে মুখ টিপে হাসল, 'তবে স্বাভাবিকভাবে রোঁয়া উঠে গেছে তা ভেবো না যেন।' ওপর থেকে ছেঁড়া দড়ির লেগে থাকা টুকরোটা নিয়ে এসেছে হোমস খানিক আগে সেটা দেখিয়ে বলল, 'এই দ্যাখো, এর মাথার রোঁয়া উঠে গেছে। পুরোনো দড়ি বলে ওঠেনি, যে মহাপ্রভু হানা দিয়েছিলেন আগেই বলেছি তিনি মহা বুদ্ধিমান, দড়ির শেষ প্রান্তটুকু রোঁয়া উঠে পুরোনো হয়ে গেছে এটা বোঝাতে তিনি ছুরি দিয়ে দড়ির এই মাথার রোঁয়া সব চিরে তুলে ফেলেন, কিন্তু এর অন্য মাথা ঠিক আছে, সেখানকার রোঁয়া ওঠেনি। স্যর ইউস্টেসকে খুন করার পরে লেডি ব্র্যাকেনস্টলের বানানো গল্পকে বাস্তবের চেহারা দিতে তার একটা দড়ির দরকার হল। হাতের কাছে ছিল শুধু এই ঘণ্টা বাঁধা দড়ি। কিন্তু এটা ছিঁড়তে গেলে মুশকিল, পাছে ঘণ্টার আওয়াজে বাড়ির কাজের লোকেদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। খুনী লোকটি অসাধারণ বুদ্ধিমান একটু আগেই বলেছি, এবার সে এক মতলব আঁটল। একটু আগে যেভাবে আমি ওপরে উঠলাম, হুবহু সেভাবে সে উঠল ম্যান্টলপিসের ওপর। আবার বলছি ওয়াটসন, লোকটি পেশায় নাবিক, তরতর করে ওপরে ওঠায় সে বহুদিন ধরে অভ্যস্ত। ম্যান্টলপিসের ওপরে উঠেও দড়ির শেষপ্রান্তের নাগাল পেল না সে, তখন সে দেওয়ালের গায়ে আঁটা ঐ ব্র্যাকেটে হাঁটু দিয়ে ঠেস দিল ফলে দেওয়ালের গায়ে জমে থাকা ধুলোর গায়ে তার হাঁটুর ছাপ পড়ল, সে ছাপ এখনও আছে। এরপর সে ছুরি বের করে দড়িটা কাটল আর তারের সঙ্গে লেগে থাকা দড়ির অংশের একটা দিকের মাথার রোঁয়া ছুরি দিয়ে তুলে ফেলল যাতে তদন্ত করতে গেলে মনে হবে বহুদিনের পুরোনো হবার ফলেই দড়ির রোঁয়া ঐভাবে উঠে গেছে। আমি ওখানে দাঁড়িয়েও দড়ির মাথার নাগাল পাইনি দেখেছো, কিন্তু সে লোকটা আমার চেয়েও লম্বা তাই তার নাগাল পেতে অসুবিধে হয়নি। একটু দম নিয়ে কাঠের চেয়ারের গায়ে লেগে থাকা কালচে দাগ ইশারায় দেখিয়ে হোমস শুধোল, 'ডাক্তার, এটা কিসের দাগ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে বলো।'

'নিঃসন্দেহে রক্তের,' আমি বললাম।

'তবেই বোঝ, স্যর ইউস্টেস খুন হবার সময় উনি চেয়ারে সত্যিই বসা থাকলে এই রক্তের দাগ এখানে লাগল কি করে? তা নয়, আসলে স্যর ইউস্টেস খুন হবার পরেই লেডি ব্র্যাকেনস্টল এই চেয়ারে বসেন। এখানকার কাজ শেষ, এবার থেরেসার সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। হুঁশিয়ার, ওয়াটসন, চারদিকে নজর রাখতে ভুলো না।'

'স্যর ইউস্টেস বেঁচে থাকতে লেডির ওপর অমানুবিক অত্যাচার করতেন,' হোমসের জেরায় মুখ খুলল থেরেসা, 'একবার নেশার ঘোরে তুচ্ছ কারণে রেগে হ্যাটপিন খুলে লেডির কাঁধে পুরোপুরি বিঁধিয়ে দিলেন, পরপর দু'বার। আমায় বললেন, 'তোমার লেডিকে দাগিয়ে দিলাম, মেয়েদের গায়ে এক আধটু ফোঁড়াফুঁড়ির খুঁত না থাকলে মানায় না। দেখো, এ দাগ জীবনেও উঠবে না। অন্য মেয়ে হলে তখনই পুলিশ ডাকত তারপর সংসার ছেড়ে চলে যেত, কিন্তু আমাদের লেডির ধৈর্য অসীম তাই ওসব না করে শুধু যন্ত্রণায় কাঁদতে কাঁদতে রাত কাটাল, তারপর রাত ভোর হতে আবার শুরু করল স্বামী সেবা। ঐ পিন বেঁধানোর দাগই আজ সকালে আপনার চোখে পড়েছে। বলতে লজ্জা নেই, স্যর ইউস্টেসের মত একটা জঘন্য লোকের জন্য এতটুকু দুঃখ আমার মনে হচ্ছে না। অথচ শুনলে আশ্চর্য হবেন বছর দেড়েক আগে প্রথম দেখা হবার সময় স্যর ইউস্টেসের স্বভাব কিন্তু চমৎকার ঠেকেছিল, অথবা এমনও হতে পারে লেডির মত সুন্দরীর হৃদয় জয় করার উদ্দেশ্যে ঐরকম অভিনয় করেছিলেন তিনি। বিয়ের পরে একবার লেডিকে নোংরা গালি দেন স্যর ইউস্টেস আমার সামনেই, শুনলে কানে হাত চাপা দিতে হয়। লেডিকে ছোটবেলায় কোলেপিঠে করে বড় করেছি আগেই শুনেছেন। তাই চুপ করে থাকতে পারিনি, প্রতিবাদ করেছি, বলেছি ওঁর শ্যালক এখানে থাকলে মারতে মারতে গায়ের ছাল তুলে নিত, লর্ড বলে খাতির করত না। শুনে স্যর ইউস্টেস তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন, হাতের কাছে রাখা একটা ডিক্যান্টার তুলে ছুঁড়ে মারেন আমার মাথা তাক করে। কপাল ভাল, সেটা আমার মাথায় লাগেনি, লাগলে মাথা মুখ কেটে রক্তারক্তি হত। লেডি মনে বড্ড শোক পেয়েছেন, কাল থেকে অত্যাচার তো কম যাচ্ছে না ওঁর ওপর দিয়ে। আপনারা দেখা করতে চাইছেন করুন, তবে আমার অনুরোধ বেশি সময় নেবেন না, বেশি কথা ওঁকে দিয়ে বলাবেন না।'

দায়সারাভাবে ঘাড় নেড়ে হোমস আমায় নিয়ে এল লেডি ব্র্যাকেনস্টলের কাছে, থেরেসা এল আমাদের পেছন পেছন। ভিনিগার মেশানো জলে তুলো ভিজিয়ে সে তাঁর ডান ভুরুর ওপরের ফোলা জায়গাটায় গতকালের মত বোলাতে লাগল।

'আপনারা আবার?' লেডি ব্রাকেনস্টল মুখ না তুলেই বললেন, 'একবারের জেরায় মন ভরেনি?'

'আমাদের ভুল বুঝবেন না, ম্যাডাম,' হোমস জবাব দিল, 'আপনার মানসিক অবস্থা কি তা এই মুহূর্তে আমার চাইতে কেউ ভাল জানে না। ধরে নিন আমি আপনার বন্ধু তাতে আপনারই ভাল হবে। গতকাল যা সত্যি ঘটেছে তা আমাদের খুলে বলুন। আপনি যে একটি বানানো গল্প আমাদের শুনিয়েছেন সেকথা আদালতে প্রমাণ করার মত ক্ষমতা আমার আছে।'

উত্তর না দিয়ে লেডি ব্র্যাকেনস্টল তাকালেন হোমসের দিকে, এই মুহূর্তে তাঁর মুখখানা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

'আপনি বলছেন লেডি যা বলেছেন তা মিথ্যে।' থেরেসা এবার হোমসকে ধমকে উঠল, 'আপনার সাহস দেখছি কম নয়।'

'নষ্ট করার মত সময় আর ধৈর্য আমার হাতে নেই, লেডি ব্র্যাকেনস্টল,' থেরেসার ধমককে পাত্তা না দিয়ে হোমস সরাসরি তাকাল তার প্রভুপত্নীর দিকে, 'সত্যি কথা বললে আপনারই উপকার হত।'

'যা বলার একবারই বলেছি,' ফ্যাকাশে মুখে লেডি একগুঁয়ের মত জবাব দিলেন, 'আমার বক্তব্যে এতটুকু মিথ্যে নেই।'

'দুঃখিত ম্যাডাম,' টুপি তুলে নিয়ে হোমস আমায় নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। বাড়ির বাইরে পার্কে পুকুরের কাছে হোমস এসে দাঁড়াল, পার্কের জল জমে বরফ তার মাঝখানে একটা গর্তের কাছে এসে নীচে উঁকি দিল সে। এরপর পার্ক থেকে বেরিয়ে হোমস এল বাড়ির সদর দেউড়িতে,

ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিনসের নামে একচিলতে কাগজে দু'চারকথায় একটা ছোট চিঠি লিখে তুলে দিল বাড়ির দারোয়ানের হাতে, সে সেটা নিয়ে তখনই রওনা হল থানার দিকে।

হোমস কি করতে চলেছে কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না। অ্যাবি গ্রাঞ্জ থেকে বেরিয়ে সে আমায় নিয়ে এল পলমলে এক জাহাজ কোম্পানির অফিসে, তাদের জাহাজ লণ্ডন থেকে অস্ট্রেলিয়া যায়।

ভিজিটিং কার্ড পেতে ম্যানেজার তাঁর কামরায় আমাদের তলব করলেন। তাঁর কাছ থেকে যেসব খবর হোমস জোগাড় করল সেগুলো এরকম। রক অফ দ্য জিব্রলটার নামে ঐ কোম্পানির সবচেয়ে বড় জাহাজটি অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৮৯৫ সালের জুনে এসে পৌঁছেছে লণ্ডনে, যাত্রীদের তালিকায় মিস ফ্রেজার আর তাঁর ধাইমা থেরেসার নাম জ্বলজ্বল করছে। যে জাহাজ এখন আবার পাড়ি দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ভূখণ্ডের দিকে। জাহাজে ১৮৯৫ সালে যেসব অফিসার ও এঞ্জিনীয়ার ছিলেন এখনও তাদের বেশিরভাগই আছেন। তাঁদের একজন ফার্স্ট অফিসার জ্যাক ক্রোকার হালে ক্যাপ্টেন হয়েছেন। তিনি সিডেন হ্যামের বাসিন্দা। ঐদিনই তাঁর অফিসে রিপোর্ট করার কথা। তেমন মনে করলে আমরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে পারি।

'না তেমন দরকার নেই,' বলেই হোমস তাঁর স্বভাবচরিত্র আর কাজের রেকর্ডের খোঁজ নিল, কিন্তু না, সেদিকেও কোনও ত্রুটি নেই, ম্যানেজার জানালেন ক্যাপ্টেন ক্রোকার বহুদিন হল নাবিকের পেশায় আছেন, জাহাজ চালানোর খুঁটিনাটি থেকে অধস্তন অফিসার এঞ্জিনীয়ার আর খালাসিদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে কিভাবে তাদের দিয়ে কাজ করাতে হয় তিনি বিলক্ষণ জানেন। অন্যদিকে তাঁর স্বভাব চরিত্রে কোনও ত্রুটি এতদিনেও ধরা পড়েনি। যেমন অনুগত, দায়িত্বশীল, তেমনই সচ্চরিত্র। তবে হ্যাঁ, দোষ একটু আছে তা হল ওর মেজাজ — কাজ যখন থাকে না তখন একেক সময় তুচ্ছ কারণে উনি ভীষণ রেগে যান, হিতাহিত জ্ঞান সেসময় তাঁর লোপ পায়। তবে সারাবছর যে নোনা জলের আবহাওয়ায় কাটায় তার পক্ষে এহেন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ম্যানেজারের নিজের ভাষায় খুবই স্বাভাবিক।

জাহাজ কোম্পানীর অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়ি ভাড়া করে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অফিস। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, হোমস নিজে নামল না, আমাকেও নামতে দিল না। কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল আপন মনে তারপর গাড়োয়ানকে চেয়ারিং ক্রশ যাবার হুকুম দিল।

গাড়ি এসে পৌঁছোল চেয়ারিং ক্রশে। এবার ভাড়া মিটিয়ে আমায় নিয়ে নামল হোমস, গুটিগুটি পায়ে হেঁটে গিয়ে ঢুকল টেলিগ্রাফ অফিসে। একটা ফর্ম নিয়ে কি লিখল খসখস করে, কাউন্টারের ওপারে বসা যুবতীর হাতে তুলে দিল, খবর পাঠানোর খরচও দিল, তারপর আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'হপকিনসকে একটা খবর পাঠালাম হে, আজ সন্ধ্যে নাগাদ ওকে আসতে বললাম।'

ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিনস সূর্য ডোবার মুখেই এসে হাজির, গদগদ গলায় হোমসকে বলল, 'মিঃ হোমস, আপনি নিশ্চয়ই জাদু জানেন। স্যর ইউস্টেসের বাড়ি থেকে সে রাতে যে রূপোর প্লেটগুলো আততায়ীরা নিয়ে গেছে সেগুলো পুকুরের নীচে আছে বলে আপনি আমায় টেলিগ্রাম করলেন। টেলিগ্রাম পেয়েই পুকুরে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি করিয়েছি, সেখান থেকেই প্লেটগুলো উদ্ধার হয়েছে।'

'যাক, তোমায় ঠিক পথে এগোতে সাহায্য করতে পেরেছি জেনে ভাল লাগছে,' হোমস বলল।

'আপনি আমায় সাহায্য মোটেও করেননি,' ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিনস যেন ক্ষেপে গেল, 'এর ফলে গোটা ব্যাপারটা কতটা জটিল হয়ে দাঁড়াল ভাবুন দেখি, এত দামি রূপোর প্লেটগুলো চুরি করে সেগুলো ফেলে গেল বাড়ির সামনে পুকুরে, কেমন চোর এরা? র‍্যাণ্ডাল চোরদের কাজের ধারা এমন নয়। তাহলে?'

'হপকিনস, খামোখা উত্তেজিত হয়ো না,' হোমস শান্ত গলায় বলল,'ভেবে দ্যাখো স্যার ইউস্টেসকে খুন করার পরে ওরা বসে মদ খেলো তারপর প্লেটগুলো হাতিয়ে যখন বাড়ির বাইরে এল তখন ভোর হতে খুব দেরি নেই। পাছে কেউ দেখে ফেলে এই ভেবে প্লেটগুলো বাড়ির সামনের পুকুরে ফেলে দেবার সিদ্ধান্ত ওরা নিল যা পরে তুলে নেবে। এইভাবে ব্যাপারটা ভাবতে তোমার বাধা কোথায়?'

'হায় মিঃ হোমস। বাধা কোথায় তা জানলে এ প্রশ্ন আপনি আমায় করতেন না।' আক্ষেপের সুরে বলল হপকিন্স, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে, র‍্যাণ্ডাল সিঁধেল চোরেরা সবাই আজ সকালে নিউইয়র্কে ধরা পড়েছে। এবার বুঝুন আমার কত বড় সর্বনাশ হল।'

'সত্যিই হপকিন্স,' সহানুভূতির সুরে হোমস বলল, 'এর ফলে প্রমাণ হল তুমি যাদের আততায়ী ভেবেছিলে সেই র‍্যাণ্ডালরা স্যার ইউস্টেসকে খুন করা দূরে থাক ওঁর বাড়িতেই হানা দেয়নি। সত্যি কূলের কাছে এসে তোমার এত বড় ভরাডুবি হল, খুবই দুঃখের ব্যাপার! ওকি, এখনই পালাচ্ছো যে বড়, ডিনার খেয়ে তারপর যাবে। মুখে সহানুভূতি দেখালেও হোমস যে হপকিনসের দুর্ভোগ বেশ উপভোগ করছে তা বেশ টের পাচ্ছি। একরকম মুখ বুজেই ডিনার খেল হপকিনস, কিছু না বলে মুখ লুকিয়ে পালালো। দরজার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল হোমস, পাইপ টানতে টানতে বলল,'ওয়াটসন, হপকিনস খানিক আগে বলছিল না আমি জাদু জানি। কথাটা কতদূর সত্যি আমার সঙ্গে এতদিন ওঠাবসা করেও তুমি টের পাওনি, এবার পাবে।'

'সত্যি?' এবার আমার অবাক হবার পালা 'কখন টের পাব বলো তো?'

'আর কয়েক মিনিটের ভেতর, ঐ যে সিঁড়িতে শব্দ হচ্ছে, তিনি এসে গেছেন মনে হচ্ছে।'

পর্দা তুলে ঘরে ঢুকলেন আমাদের ল্যাণ্ডলেডি মিসেস হাডসন আর তার পেছন পেছন এক লম্বা, স্বাস্থ্যবান যুবক। রোদে পুড়ে জলে ভিজে গায়ের টকটকে ফর্সা রং জ্বলে তামাটে হয়ে গেছে। চোখের রং নীল। গালে জাহাজী নাবিকদের মত মানানসই নেভিকাট চাপদাড়ি। লোকটি মিসেস হাডসনকে পাশ কাটিয়ে লাফিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

'বসুন ক্যাপ্টেন ক্রোকার,' হোমসের গলায় উত্তেজনার ছিটেফোঁটা নেই, 'ইনি আমার বন্ধু ও সহকারী ডঃ ওয়াটসন। এঁর সামনে কথাবার্তা খোলাখুলি ভাবেই বলতে পারেন।'

সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই হোমসকে তার নাম ধরে ডাকতে এর আগে আমাদের ল্যাণ্ডলেডি বিস্তর দেখেছেন, এ ব্যাপারটা তাঁর কাছে নতুন নয়। তিনি চলে যেতে ক্যাপ্টেন ক্রোকার মুখোমুখি চেয়ারে বসলেন। কোনও ভূমিকা না করে বললেন, 'যে সময় বলেছেন ঠিক সেই সময় এসেছি। শুনলাম আপনারা আমার অফিসে গিয়েছেন। আপনি কি আমায় গ্রেপ্তার করতে চান মিঃ হোমস? যদি চান তবে মুখ ফুটে বলুন আমি বাধা দেবো না। ঈশ্বরের দোহাই এভাবে চুপ করে থেকে আমার উত্তেজনা বাড়াবেন না।'

'আপনি এখনও ঈশ্বরকে মনে রেখেছেন দেখে খুশি হলাম, 'চাপা গুরুগম্ভীর গলায় হোমস বলল, 'ওয়াটসন ওঁকে একটা সিগার দাও।'

বাক্স খুলে একটা কড়া বর্মা সিগার বের করে তুলে দিলাম ক্যাপ্টেনের হাতে, তিনি সেটা হাতে নিয়ে ইতস্তত করছেন দেখে হোমস বলল, 'ওটা ভাল করে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরুন ক্যাপ্টেন, এত নার্ভাস হবার কিছু নেই। এও জেনে রাখুন, সাধারণ খুনী অপরাধী হিসেবে ধরে নিলে আপনাকে টেলিগ্রাম করে কখনোই এখানে বাড়িতে ডাকিয়ে আনাতাম না। যে অপরাধ আপনি করেছেন তার তদন্ত যিনি করছেন সেই পুলিশ অফিসার খানিক আগে দেখা করতে এসেছিলেন, চাইলে আমি তাঁর হাতে আপনাকে আজই তুলে দিতে পারতাম। কিন্তু ওভাবে আমি কাজ করি না। যা জানতে চাই তার খোলাখুলি উত্তর দিন। তাতে আপনার ভাল ছাড়া ক্ষতি হবে না। কিন্তু কিছু লুকোতে গেলেই ধরা পড়বেন, তখন আমিই আপনাকে ধরিয়ে দেব।'

'বলুন কি জানতে চান,' সিগার ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ালেন ক্যাপ্টেন ক্রোকার, গা এলিয়ে বসার ভঙ্গি দেখে মনে হল এতক্ষণে হোমসের ওপর তাঁর বিশ্বাস উৎপন্ন হচ্ছে।

'অ্যাবি গ্রাঞ্জে যা ঘটেছে তার সত্যি আর পূর্ণ বিবরণ দিন।'

'অনেক কিছুই যখন জেনেছেন তখন আর গোপন করে লাভ কি,' ক্যাপ্টেন ক্রোকার মুখ খুললেন, 'আজ যাঁকে লেডি ব্রাকেনস্টল নামে আপনারা জানেন ১৮৯৫ সালে তিনি ছিলেন অবিবাহিতা মেরি ফ্রেদার। রক অফ জিব্রালটার জাহাজে চেপে ঐ বছর তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন।

তখনও ক্যাপ্টেন হইনি, সে জাহাজে আমি ছিলাম ফার্স্ট অফিসার, কাপ্টেনের ঠিক নীচেই। জাহাজ চালানোর পাশাপাশি যাত্রীদের দেখাশোনার দায়িত্বও ছিল আমার ওপর। বিকেলবেলা সূর্য ডোবার আগে মেরি একদিন পায়চারি করছিল ডেকে, সেই প্রথম তাকে দেখলাম। বলতে বাধা নেই প্রথম দর্শনেই সে আমার মনের কোনে জায়গা করে নিল, আমি তাকে ভালবেসে ফেললাম। যেচে আলাপ করলাম, বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা, মেরির দু'চোখের চাউনিতেও সেদিন আমাকে ভাল লাগার আর্তি ফুটে উঠতে দেখলাম। ক'দিন বাদে সুযোগ পেয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করলাম মিঃ হোমস, মেরি তা মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করল।

যে ক'দিন একসঙ্গে জাহাজে রইলাম তাকে একটিবার দেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম। শুনলে হয়ত হাসবেন তবু খোলাখুলি ভাবে বলছি, রাতে ডিনার খেয়ে শোবার আগে মেরি রোজ রাতে একা ডেকে পায়চারি করত, ওখানে ডিউটি দেবার ফাঁকে আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতাম ওকে। মেরি চলে যাবার পর যেখানে ও পায়চারি করেছে উবু হয়ে বসে ডেকের সে জায়গায় চুমু খেতাম, কখনও বা শুয়েও পড়তাম।

কিন্তু এত ভালবেসেও মেরিকে পাওয়া আমার হল না, কিছুদিন বাদে সফর শেষে দেশে ফিরে খবর পেলাম ব্রাকেনস্টলের ব্যারন স্যর ইউস্টেসের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। মন ভেঙ্গে গেলেও এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম যে মনোরমা মেরি উপযুক্ত পাত্রের হাতে পড়েছে। আমি এক সাধারণ জাহাজী নাবিক, চালচুলো কিছুই নেই, ঘরবাড়ি, আভিজাত্য, সম্পদ এসব কিছুই নেই। সেই তুলনায় এমন একজনকে মেরি স্বামী হিসেবে পেয়েছে যার এসবই আছে। একসময় তাকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলাম, সেই ভালবাসার স্মৃতিই আমার তার অভাব ঘুচিয়ে দেবে।

কিন্তু মেরিকে যে এত সহজে ভুলতে পারব না তা সেদিন বুঝতে পারিনি, মিঃ হোমস। গত বছর আমার প্রোমোশন হল, ফার্স্ট অফিসার থেকে আমি হলাম ক্যাপ্টেন, 'রক অফ জিব্রালটার' জাহাজের কমাণ্ডার। সফরে বেরোবার কিছুদিন আগে একদিন মেরির কাছের লোক থেরেসার সঙ্গে দেখা হল একটা গলির ভেতর, আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগে থেরেসা নিজেই জানাল বিয়ের পর স্যর ইউস্টেস মেরির ওপর পশুর মত অত্যাচার করছেন। কাঁধে হ্যাট পিন গেঁথে দেবার ঘটনা শুনে এত রেগে গিয়েছিলাম যা বলার নয়, হাতের কাছে পেলে হয়ত তখনই খুন করতাম মেরির অপদার্থ স্বামীকে। ক'দিন যেতে না যেতে আবার দেখা হল থেরেসার সঙ্গে, মেরির ওপর সীমাহীন অত্যাচারের একই কাহিনী আবার শুনলাম সেদিনও তার মুখে। শুনে কেমন জেদ চাপল মনে, মেরির সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেবার অনুরোধ করলাম থেরেসাকে। থেরেসা কথা দিল ব্যবস্থা করবে। সে তার কথা রাখল, বহুকাল বাদে মেরির সঙ্গে আবার আমার দেখা হল। সময় এখন আমাদের মাঝখানে প্রগাঢ় ব্যবধানের সীমারেখা টেনেছে, মেরির পরিচয় এখন লেডি ব্রাকেনস্টল, আর আমি জ্যাক ক্রোকার, এক সাধারণ জাহাজের ক্যাপ্টেন। কিন্তু মানুষের মন ও সময়ের ব্যবধান মানতে চায় না মিঃ হোমস, সেদিন অনেকক্ষণ কথা বললাম আমরা। সুখ দুঃখের অনেক কথা শোনালাম পরস্পরকে, তারপর তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আবার দেখা করতে চাইলাম কিন্তু মেরি রাজি হল না। এর কিছুদিন বাদে সাগর পাড়ি দেবার

সময় হল। কিন্তু আমি তখন ঠিক করেই ফেলেছি যে ভাবে হোক রওনা হবার আগে আরও একবার মেরির সঙ্গে দেখা করব। মেরি আমার মনের কতখানি জায়গা অধিকার করে আছে তা থেরেসা জানত। আমাকে সে স্নেহও করত। অ্যাবি গ্রাঞ্জের বাড়িতে কোথায় ক'টা দরজা জানালা আছে সব জেনে নিয়েছি তার কাছ থেকে। গত রাতে তুষার পড়ছিল, তাকে উপেক্ষা করে হাজির হলাম সেখানে। বাইরে থেকে দেখলাম নীচের একটা ঘরে বসে বই পড়ছে মেরি। কাছে গিয়ে জানালায় আলতো টোকা দিলাম। গোড়ায় ও জানালা খুলতে চায়নি তারপর তুষারপাত বাড়ছে দেখে আর আপত্তি করল না, ইশারায় বড় জানালার কাছে আসতে বলল। জানালা খুলে দিল মেরি নিজে, ভেতরে ঢোকার পরে মেরি আমায় নিয়ে গেল খাবার ঘরে, সেখানে বসে তার নিজের মুখে শুনলাম স্যার ইউস্টেস কিরকম পশুর মত ব্যবহার করেন তার সঙ্গে, শুনে আবার আমার মাথায় খুন চাপল।

মিঃ হোমস, ঈশ্বরের নামে বলছি গত রাতে মেরির সঙ্গে এমন কোনও আচরণ করিনি যা সামাজিক দৃষ্টিতে অশোভন। আমরা কথা বলছি এমন সময় ঝড়ের মত এসে হাজির হলেন স্যার ইউস্টেস, মেরির স্বামী। আমায় দেখে যা নয় তাই বলে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগল মেরিকে। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলাম না মিঃ হোমস, ফায়ার প্লেসের দিকে তাকাতেই জ্বলন্ত কাঠ খোঁচাবার ভারি লোহার ডাণ্ডাটা চোখে পড়ল, কি হবে না ভেবে সেটা তুলে নিলাম। মিঃ হোমস, বিশ্বাস করুন আমি তখনও স্যার ইউস্টেসকে আঘাত করিনি। আমার সামনে হাতের ছড়ি তুলে এক ঘা উনি বসালেন মেরির মুখে, এবড়ো খেবড়ো ছড়ির ঘায়ে মেরির ডান ভুরুর নীচটা ফুলে কালসিটে পড়ল। তারপর ঐ ছড়ি তুলে উনি তেড়ে এলেন আমার দিকে, এই দেখুন আঘাতের দাগ। এখানে হাতের ছড়ি দিয়ে স্যার ইউস্টেস প্রথম আঘাত হানলেন আমায়। আর সহ্য করতে না পেরে লোহার ডাণ্ডা তুলে এক ঘা মারলাম ওঁর মাথায়, পচা কুমড়ো ফাটার মত মাথার খুলিটা আর একরাশ ঘিলু ছিটকে বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে স্যার ইউস্টেস পড়ে গেলেন মেঝেতে। সব কথা খোলাখুলি ভাবে শুনতে চেয়েছেন, আমিও তাই বলেছি, এতটুকু লুকোইনি বা মিথ্যে বলিনি। ঐরকম এক উন্মাদ পশুর হাতে মেরিকে ফেলে পালিয়ে এলে সেকি প্রাণে বাঁচত মনে করেন? না মিঃ হোমস, সেক্ষেত্রে মেরি খুন হত ওর স্বামী ঐ কুকুরটার হাতে। আমার জায়গায় আপনারা থাকলেও আমি যা করছি তার বাইরে অন্য কিছু করার কথা মাথায় আনার সুযোগ পেতেন না।

মার খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল মেরি। তাই শুনে থেরেসা নেমে এল ওপর থেকে। সাইডবোর্ডে খুব দামি একবোতল পুরোনো রেড ওয়াইন ছিল তার খানিকটা মেরির ঠোঁটে ঢেলে দিলাম নিজেও খেলাম। যন্ত্রণায় আর আতঙ্কে বেচারি তখন কথা বলতে পারছে না। শুধু থেরেসা নিজেকে ঠিক রেখেছিল। দুজনে আলোচনা করে ঠিক করলাম ঘটনাটা এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে সবাই ধরে নেয় একদল চোর জানালা খুলে খাবার ঘরে ঢুকে মেরির মুখে আঘাত হানে, ঘণ্টার দড়ি ছিঁড়ে নিয়ে ওরা মেরিকে চেয়ারে বসিয়ে শক্ত করে বাঁধে। আওয়াজ শুনে স্যার ইউস্টেস খাবার ঘরে ঢোকেন এবং হাতের ছড়ি দিয়ে তাদের মারতে যান। কিন্তু আততায়ীরা দলে ভারী, তারা লোহার ডাণ্ডা ফায়ারপ্লেস থেকে বের করে তাই দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানে তাঁর মাথায়, এক আঘাতেই স্যার ইউস্টেস মারা যান। গল্পটা বারবার মেরিকে শোনাল থেরেসা, যাতে পুলিশের জেরার উত্তরে হুবহু তা শোনাতে পারে। এরপর ফায়ারপ্লেসের ওপর উঠে দড়িটা কাটলাম, দড়ির কাটা দিকটার রোঁয়া তুলে ফেললাম ছুরি দিয়ে যাতে পুলিশ ধরে নেয় পুরোনো দড়ি জোরে টান লাগতে ছিঁড়ে গেছে। মেরিকে চেয়ারে বসিয়ে ঐ দড়ি দিয়ে তাকে আষ্টে পৃষ্ঠে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধলাম। এবার চোর সাজার পালা। কতগুলো রূপোর প্লেট জোগাড় করে বেরিয়ে পড়লাম। বলে গেলাম যাবার পনেরো কুড়ি মিনিট বাদে যেন এরা চেঁচামেচি শুরু করে। রূপোর প্লেটগুলো সামনের পুকুরে ফেলে ফিরে এলাম আমার সিডেন হ্যামের বাসায়। এই হল ঘটনা মিঃ হোমস।

এখন যা করার আপনি করুন। আমার এতটুকু অনুশোচনা হবে না।'

ধূমপান শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হোমস। ক্যাপ্টেন ক্রোকারের সামনে এসে তাঁর করমর্দন করে বলল, 'আমি জানি ক্যাপ্টেন, আপনার প্রত্যেকটি কথা সত্যি। একটা ব্যাপারে আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি পুলিশ তদন্ত করে বুঝে উঠতে পারেনি। কোনও সূত্রই পায়নি তারা। আমি নিজে পড়েছি মুশকিলে, আলাদা তদন্ত চালিয়ে সব জেনেছি আবার আপনাকে এত ভাললেগেছে যে সব জেনেও আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে বিবেকে বাধছে। যাক, দু'দিক বাঁচিয়ে একটা সুযোগ দিচ্ছি আপনাকে, চব্বিশ ঘন্টা সময় আপনাকে দিলাম। তার ভিতর এ দেশ ছেড়ে যদি চলে যেতে পারেন তাহলে এ কাহিনী পুলিশ জানতে পারবে না, ভদ্রলোকের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন জ্যাক ক্রোকার, টুপিটা মাথায় পরে নাবিকদের ঢংয়ে ডান হাতের তেলো আড়াল করে হোমসকে স্যালুট করলেন।

'আসুন ক্যাপ্টেন,' হোমস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'আশা করব এক বছরে সত্যি আপনার প্রেমিকার কাছে ফিরে আসবেন। তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুন এই কামনা করছি। যান, পালান।'

তেরো
দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য সেকেণ্ড স্টেইন

'মিঃ হোমস,' ইওরোপিয়ান দপ্তরেব ভাবপ্রাপ্ত সচিব রাইট অনারেবল ট্রেলায়নি হোপ শংকা জড়ানো গলায় বললেন, 'আজই বেলা আটটা নাগাদ চুরিটা আমার চোখে পড়েছে। দেরি না করে তখনই প্রধানমন্ত্রীকে খবরটা জানিয়েছি, উনিই আপনার কথা বললেন, তাই ওঁকে সঙ্গে নিয়েই চলে এসেছি আপনার কাছে।'

সাল তারিখ এসব বলার দরকার দেখছি না। আজ মঙ্গলবার সকালে বেকার স্ট্রীটে আমাদের আস্তানায় যে দু'জন অসাধারণ মক্কেল এসেছেন তাঁদের একজনের পরিচয় গোড়াতেই দিয়েছি, অপরজন লর্ড বেলিনগার, পরপর দুবার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদে ছিলেন। এ যাবৎ মক্কেল ছাড়া লেসট্রেড, নয়ত স্টানলি হপকিনসের মত স্কটল্যাণ্ড ইয়্যার্ডের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টররাই সাতসকালে পরামর্শের জন্য এসেছেন হোমসের কাছে নয়ত সত্যি বলতে কি শরতের এই সকালে এমন দুই মহামহিমকে দেখার জন্য কোনও ভাবেই তৈরি ছিলাম না।

'পুলিশকে খবর দিয়েছেন?' বন্ধুবর শুধোল।

'না, মিঃ হোমস,' ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী লর্ড বেলিনগার বললেন, 'পুলিশে খবর দিলেই ব্যাপারটা রাতারাতি পাঁচ কান হবে, আমরা তা চাইছি না।'

'কেন স্যর?'

'খামে আঁটা যে দলিলটা চুরি হয়েছে,' লর্ড বেলিনগার বললেন, 'তা কতখানি জরুরি, নিরাপত্তার স্বার্থেই বলে বোঝাতে পারব না। সংক্ষেপে বলছি, ঐ দলিল আমাদের শত্রুদের হাতে পড়লে যে কোন মুহূর্তে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হতে পারে ইওরোপ সমেত পশ্চিমের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে। আশা করি বুঝতে পারছেন মিঃ হোমস, এমন সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে গেলে দলিলটি চুরি যাবার খবর কোন মতে প্রকাশ করা যাবে না। কাজটা সারতে হবে খুব গোপনে, আর সেই কারণেই আমরা ছুটে এসেছি আপনার কাছে। গোটা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড আপনার কাছে কৃতজ্ঞ মিঃ হোমস, যেভাবে আপনি তাদের তদন্তে সাহায্য করে রহস্য সমাধান করেন তা আমাদের অজানা নেই। এবার আমাদের বাঁচান। যেভাবে হোক দলিলটা উদ্ধার করুন।'

'ধন্যবাদ স্যার,' হোমস তাকালো ইওরোপিয়ান দপ্তরের সচিবের দিকে, 'আমার যথাসাধ্য আমি করব। কিন্তু তার আগে দলিলটা কিভাবে খোয়া গেল তা জানা দরকার।'

'সংক্ষেপে বলছি, মিঃ হোমস' মিঃ হোপ বললেন,'দলিল যাকে বলছি আসলে তা এক বিদেশী সম্রাটের নিজে হাতে লেখা চিঠি, দু'দিন আগে হাতে এসেছে। ঐ চিঠি এত গুরুত্বপূর্ণ যে এখনকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তাকে দলিল বলে উল্লেখ করলে বেশি বলা হবে না। গুরুত্ব বুঝেই আমি সেটা আমার ডেসপ্যাচ বক্সে রেখেছিলাম, চাবি এঁটে সেই বাক্স শোবার ঘরে আমার ড্রেসিং টেবিলে রেখেছিলাম। কাল রাতে ডিনারের পোশাক পরার সময় তালা খুলে বাক্সের ঢাকনা তুললাম, চিঠিসমেত খামটা তখনও চোখে পড়ল। অথচ আজ সকালে বাক্স খুলে সে চিঠিটার হদিশ আর পাইনি, সেটা বেমালুম উধাও হয়েছে বাক্সের ভেতর থেকেই। একেচুরি ছাড়া আর কি বলব, বলুন? আমি আর আমার স্ত্রী দুজনেরই ঘুম বড্ড পাতলা, সামান্য আওয়াজেই ভেঙ্গে যায়। রাতের বেলা শোবার ঘরে আর কেউ ঢোকেনি এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। তবু আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি চিঠিটা ঐ ডেসপ্যাচ বক্সের ভেতর থেকেই উধাও হয়েছে।'

'গত রাতে ক'টায় ডিনার খেয়েছেন?'

'সাড়ে সাতটা নাগাদ?'

'ক'টা নাগাদ শুতে গেলেন?'

'আমার স্ত্রী থিয়েটারে গিয়েছিলেন,' সচিব মিঃ হোপ বললেন, 'আমি বাড়িতেই ছিলাম। স্ত্রী বাড়ি ফেরার পরে যখন শুতে গেলাম তখন সাড়ে এগারোটা।'

'আপনার স্ত্রী ছাড়া আর কে কে আপনার ঘরে ঢোকে?'

'আমার ভ্যালেট, আমার স্ত্রীর কাজের মেয়ে, এরা দু'জন আর ঘর পরিষ্কার করতে বাড়ির কাজের মেয়েটি সকালবেলা আমার ঘরে ঢোকে। তবে এরা খুব বিশ্বাসী তাছাড়া এমন একটি জরুরি দলিল ডেসপ্যাচ বক্সে আছে তা এদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয়,' হোমস পাল্টা জেরা করল, 'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যদি খাবার টেবিলে বসে ঐ চিঠির গুরুত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করে থাকেন তো সে কথা ওদের কান এড়িয়ে যাবার কথা নয়।'

'তেমন কিছু ঘটেনি সে কথা জোর গলায় বলতে পারি,' মিঃ হোপ জানালেন,'ঐ চিঠি প্রসঙ্গে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আগে কোন কথাবার্তাই বলিনি। কাজেই এ চিঠি আমার কাছে আছে তা আমার স্ত্রীর পক্ষেও জানা সম্ভব নয়। শুধু আজ সকালে চিঠিটা উধাও হবার পরে স্ত্রীকে জানিয়েছি ডেসপ্যাচ বক্সে একটা দলিল ছিল সেটা খুঁজে পাচ্ছি না। ব্যস্, এর বেশি কিছু বলিনি তাঁকে।'

বলতে বলতে মিঃ হোপ হয়ত কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, টের পেয়ে ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী তাঁর পিঠে আলতো চাপড় দিলেন, 'অত অস্থির হয়ো না ট্রেলায়নি,' লর্ড বেলিনগার বললেন, 'তুমি কতখানি কর্তব্যপরায়ণ তা আমার অজানা নয়। এমন একটি গোপন ব্যাপার তুমি যে ডরোথিকে ঘুণাক্ষরেও জানাওনি তা আমি বিশ্বাস করি।'

'ধন্যবাদ, মিঃ লর্ড,' ঘাড় নাড়লেন ইওরোপীয় দপ্তরের সচিব, 'মিঃ হোমস, আবার বলছি সে সম্পর্কে আমার স্ত্রীকে কিছু বলিনি, আলোচনাও করিনি।'

'মিসেস হোপ এ ব্যাপারে কিছু অনুমান করতে পেরেছিলেন?' হোমস তবু জানতে চাইল।

'না, মিঃ হোমস, শুধু আমার স্ত্রী নয়, আর কারও পক্ষে তা অনুমান করা সম্ভব ছিল না।'

'এর আগে বাড়ির ভেতর থেকে আমার আর কোনও জরুরি কাগজ খোয়া গেছে?'

'না, মিঃ হোমস।'

'আপনার বাড়ির বাইরে দেশে আর কে কে এই চিঠির কথা জেনেছেন?' হোমস আঙ্গুলের কড় গুনতে লাগল, 'আপনারা দু'জন, মিসেস হোপ, যদিও আপনার কথায় চিঠিতে কি লেখা আছে আর তার গুরুত্ব কি তাঁর জানা নেই, এরা তিন জন, আর কে কে জেনেছেন?'

'আমার দপ্তরের দু'তিনজন সিনিয়ার অফিসার,' ট্রেলায়নি হোপ ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এছাড়া মন্ত্রিসভার সদস্যরাও জেনেছেন। এঁদের বাদ দিয়ে ইংল্যাণ্ডে আর কেউ ঐ চিঠির কথা জানে না বলেই আমার বিশ্বাস।'

'আর ইংল্যাণ্ড ছাড়া অন্য কোনও দেশ,' হোমসের গলা গম্ভীর শোনাল, 'ইংলিশ চ্যানেলের ওপারের দেশগুলোর সম্পর্কে ইঙ্গিত করছি, মিঃ হোপ।'

'মিঃ হোমস,' মিঃ ট্রেলায়নি হোপ উত্তর দিলেন, 'চিঠির ভাষা পড়ে আমার ধারণা হয়েছে তাতে যাঁর স্বাক্ষর আছে তিনি নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তা লিখেছেন, মন্ত্রীদের কাউকে দিয়ে লেখাননি।'

'বেশ,' কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল হোমস, 'তাহলে এতক্ষণে আমরা খোয়ানো দলিলটার ব্যাপারে একটা জায়গায় পৌঁছেছি। এবার আরেকটা প্রশ্ন করব। এই চিঠিতে কি আছে এবং তা বেহাত হলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি খারাপ হবার আশংকা আপনারা কেন করছেন আমায় বলুন।'

ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী আর ইওরোপীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব একে অন্যের দিকে তাকালেন, তারপর লর্ড বেলিনগার বললেন, 'মিঃ হোমস, চিঠিটা একটা পাতলা লম্বা খামের ভেতরে ছিল। খামের রং হালকা নীল; এককোণে গালার সীলমোহরের ওপর আক্রমণের ভঙ্গিতে বসা এক সিংহের ছাপ আছে। চিঠির গায়ে ঠিকানাটা গোটা বড় হরফে লেখা —'

'এভাবে বর্ণনা দিলে আমার তদন্তে আদৌ সুরাহা হবে না,' হোমসের গলা পাথরের মত কঠিন শোনালো, 'জেন্টেলমেন, আমি আবার জানতে চাইছি, চিঠিতে কি লেখা ছিল আমায় সংক্ষেপে খুলে বলুন।'

'মাফ করবেন মিঃ হোমস,' ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী লর্ড বেলিনগার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না, তাছাড়া তা দেবার দরকার আছে বলে মনে করছি না। চিঠিটা যে খামে আছে তার বর্ণনা দিলাম, সীলমোহরে কি ছাপ আছে বললাম। আপনার সুনামের কথা শুনেছি বলেই ছুটে এসেছি। যদি পারেন যেটুকু বললাম সেসব শুনে কিছু করুন, জিনিসটা খুঁজে পেলে হয়ত আপনি সরকারের কোনও পুরস্কারও পেয়ে যাবেন।'

'লর্ড বেলিনগার, মিঃ হোপ,' হোমস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'আমি লোকটা খুব গরীব হলেও দেশের অনেক বিখ্যাত আর ব্যস্ত মানুষ আমার কাছে আসে। আমার খ্যাতির কথা যদি বলেন তো সবিনয়ে বলি, ইওরোপের বিভিন্ন দেশের অনেক রাজা রানী আর রাজপুত্র সমস্যার বোঝা মাথায় নিয়ে আমার কাছে এসেছেন। আমায় সব কথা খুলে না বলা পর্যন্ত আমি তাদের কেস নিইনি। আপনারা যখন ব্যাপারটা জানাবেন না বলে ধনুকভাঙ্গা পণ করেছেন তখন আমি দুঃখিত, আপনাদের এ ব্যাপারে কোনরকম সাহায্য আমি করতে পারব না। খামোখা সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

'এত বড় সাহস! আপনি ভেবেছেন কি?' হোমসের জবাব শুনে লর্ড বেলিনগারের দু'চোখে জ্বলে উঠল ক্রোধের আগুন, কৌচ ছেড়ে উঠতে গিয়েও হয়ত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি খোলের ভেতর শামুক যেভাবে নিজেকে গুটিয়ে নেয় সেভাবেই। পর মুহূর্তে হাসিমাখা গলায় তিনি বললেন, 'মিঃ হোমস, আপনি ঠিক কথা বলেছেন। বিশ্বাস করে আপনাকে সব কথা খুলে না বললে আপনি তদন্ত শুরু করবেন কি করে?'

'এ সম্পর্কে আমি আপনার সঙ্গে একমত, মিঃ লর্ড,' সায় দিলেন মিঃ হোপ।'

'ডঃ ওয়াটসন শুধু আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু নন, লর্ড বেলিনগার,' হোমস মুখ তুলে তাকালো, 'উনি আমার সহকারী তাও জানবেন। আপনারা স্বচ্ছন্দে ওঁর সামনে মুখ খুলতে পারেন।'

'একজন বিদেশী রাজা চিঠিটা লিখেছেন আগেই বলেছি,' লর্ড বেলিনগার চাপাগলায় বললেন, 'উপনিবেশ সংক্রান্ত আমাদের কিছু কিছু নীতি ও পরিকল্পনা ওঁকে বিভ্রান্ত করেছে চিঠিতে তারই

উল্লেখ আছে। আমরা জানতে পেরেছি এ চিঠির ব্যাপারে ওঁর মন্ত্রী বা আমলারা কেউ এখনও পর্যন্ত কিছু জানতে পারেনি, রাজা পুরোপুরি নিজের দায়িত্বে লিখেছেন সে চিঠি। চিঠিটা এমন ভাষায় লেখা হয়েছে যা পড়লে বোঝা যায় রচয়িতা বেশ উত্তেজিত হয়ে আছেন মানসিকভাবে এবং চিঠি লিখে তিনি সে উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতে চান। মিঃ হোমস, আক্রমণ করার ভঙ্গিতে লেখা এই চিঠি একবার খবরের কাগজে ছাপা হলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আগুন জ্বলে উঠবে, রাতারাতি বিশ্বযুদ্ধ লাগবে আর সে যুদ্ধে আমাদের দেশও জড়িয়ে পড়বে।'

'এঁর কথা বলছেন?' আমায় আড়াল করে এক চিলতে কাগজে কি লিখে লর্ড বেলিনগারের হাতে দিল হোমস।'

'ঠিক ধরেছেন মিঃ হোমস,' কাগজে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে বললেন লর্ড বেলিনগার, 'ইনিই সেই চিঠির প্রেরক।'

'ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন? ওঁর মনোভাব কি খোঁজ নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস, আমরা টেলিগ্রাম করেছি,' লর্ড বেলিনগার জানালেন, 'এবং পরিণতি বিবেচনা করে নিছক ঝোঁকের মাথায় কাজটা উনি করেছেন তাও জানতে পেরেছি। এ চিঠি জানাজানি হলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঝোড়ো হাওয়া ওঁর নিজের দেশেও আছড়ে পড়বে উনি আঁচ করতে পেরেছেন।'

'তাহলে ও চিঠিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করার মতলব আর কার থাকতে পারে, মিঃ লর্ড? আর তার কারণই বা কি?'

'মিঃ হোমস, এবার আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিলতায় এসে পৌঁছেছে, ইওরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্তমানে যে অশান্ত অবস্থায় আছে তার মধ্যেই ঐ চিঠি চুরি করার মোটিভ লুকোনো আছে। একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই দেখবেন গোটা ইওরোপে দু'টো গোষ্ঠীর যে সামরিক জোট তার হাল ধরে আছে ব্রিটেন। এদের পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লাগলে ব্রিটেন কাদের পক্ষে থাকবে তার ওপর আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ভর করছে। বুঝতে পেরেছেন?'

'এবার বুঝেছি,' হোমস মাথা নাড়ল, 'তাহলে আপনার মতে একটি গোষ্ঠী ব্রিটেন কার পক্ষে থাকবে তা দেখার জন্যই বিশ্বযুদ্ধ বাঁধাবার সুযোগ খুঁজছে যারা সে যুদ্ধে লাভবান হবে?'

'ঠিক তাই,' লর্ড বেলিনগার বললেন, 'ঐ চিঠি চুরি করে শত্রুরা তা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও দেশের দূতাবাসে হয়ত পাঠিয়ে দিয়েছে।'

ইওরোপীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব ট্রেলায়নি হোপ এতক্ষণ চুপ করেছিলেন, এবার তাঁর মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল। প্রচণ্ড মানসিক অত্যাচার সইতে না পেরে গোঙানির মত চাপাগলায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

'তুমি যথেষ্ট করেছো হোপ,' মিঃ হোপের কাঁধে হাত রেখে লর্ড বেলিনগার সান্ত্বনা দিলেন,'তারপরেও যা ঘটল তা দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছু নয়। এর ওপর তোমার কোনও হাত নেই। বলুন মিঃ হোমস, এবার আমরা কি করব।'

'মিঃ লর্ড, আপনার কি ধারণা এ চিঠি ফিরে না পেলে বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাবে?'

'সেই সম্ভাবনাই তো বেশি দেখছি।'

'এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল সাধারণত আন্তর্জাতিক গুপ্তচরেরা লোক লাগিয়ে চুরি করে অথবা অন্য চোরের কাছ থেকেও মোটা দামে কিনে নেয়। লণ্ডনে ঘাঁটি আছে এমন তিনজন আন্তর্জাতিক গুপ্তচরকে আমি জানি, তেমন দরকার হলে আমি তাদের সবার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব। এই তিনজনের মধ্যে যাকে দেখব গতকাল থেকে গা ঢাকা দিয়েছে তাকেই সন্দেহভাজন হিসেবে ধরে তদন্ত শুরু করব।'

'মিঃ হোমস,' লর্ড বেল্লিনগার আর ট্রেলায়নি হোপ দু'জনেই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন, 'আপনার কাজের ধারা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। হাতে আরও জরুরি কাজ আছে তাই আর বসতে পারব না, এর মাঝে যখন যা ঘটবে আপনাকে জানাবো, আশা করব আপনিও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।'

'দুই অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ বিদায় নেবার পরে হোমস তার বাঁকা পাইপ ধরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গভীর চিন্তায় ডুবে রইল, খবরের কাগজে সামনের পাতায় একটা খুনের খবর বেরিয়েছে, আমি কান খাড়া করে সেদিকে মন দিলাম। কানে এল হোমস আপন মনে বলছে, 'ওবেরস্টাইন, লা রোথিয়েরা আর এডুয়ার্ডো লুকাস এই তিনজন আন্তর্জাতিক গুপ্তচরের মধ্যে অন্তত একজন এই চিঠি চুরির সঙ্গে জড়িত সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ আমার নেই। এদের সবার ঘাঁটিতে যাব আমি।'

'তুমি কি গোডোলফিন স্ট্রীটের এডুয়ার্ডো লুকাসের কথা বলছ?' খুনের খবরে চোখ রেখে প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ।'

'ওঁর ঘাঁটিতে গিয়ে লাভ হবে না। গতকাল রাতে এডুয়ার্ডো লুকাস তার নিজের বাড়িতে রহস্যজনকভাবে খুন হয়েছে।'

বহু কেসের তদন্ত করতে গিয়ে হোমস এতদিন আমায় তাক লাগিয়েছে, এতদিনে অন্তত একবারের জন্য আমি তাকে তাক লাগিয়ে দিতে পেরেছি তা তার চাউনি দেখেই আঁচ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে সে কাগজটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে খবরটা পড়তে লাগল। খবরের বয়ান এরকম —

ওয়েস্টমিনস্টারে খুন

গোডোলফিন স্ট্রীটের ১৬ নম্বর বাড়িতে গত রাতে এডুয়ার্ডো লুকাস নামে এক ব্যক্তি রহস্যজনকভাবে খুন হয়েছেন। শৌখিন সমাজে গায়ক হিসেবে তিনি পরিচিত। মিঃ লুকাস বিয়ে করেননি, এক বয়স্কা মহিলা এবং একজন ভ্যালেট এতদিন তাঁর সংসার দেখাশোনা করে এসেছে। বয়স্কা মহিলা মিসেস প্রিঙ্গল ঐ বাড়িরই একদম ওপরের তলায় থাকেন। গতকাল তিনি অন্যদিনের তুলনায় আগে শুতে যান। মিঃ লুকাসের ভ্যালেট হ্যামারস্মিথে এক চেনাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা করতে সন্ধ্যে নাগাদ বেরিয়েছিলেন বাড়ি থেকে, তারপর তার কি ঘটেছে তা এখনও জানা যায়নি। রাত বারোটার পরে পুলিশ কনস্টেবল ব্যারেট গোডোলফিন স্ট্রীট ধরে যাচ্ছিল, এমন সময় তার চোখে পড়ে ১৬ নম্বর বাড়ির দরজা খোলা। সামনের ঘরে আলো জ্বলছে দেখে সে দরজায় টোকা দেয় কিন্তু ভেতর থেকে সাড়া না পেয়ে শেষকালে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে। কনস্টেবল ব্যারেট দেখতে পায় ঘরের জিনিসপত্র যেন কোন তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। একটি চেয়ারের পায়া আঁকড়ে পড়েছিল ঐ বাড়ির ভাড়াটে মিঃ এডুয়ার্ডো লুকাসের মৃতদেহ। একটি বাঁকা ভারতীয় কুকরির সাহায্যে তাঁর বুকে আঘাত করা হয়। এক আঘাতেই তিনি মারা যান। ঘরের দেওয়ালে প্রাচ্যের বহু দেশের ধারালো অস্ত্র টাঙ্গানো ছিল। খুনের হাতিয়ার কুকরিটি সম্ভবত আততায়ী সেখান থেকেই টেনে নেয়। পুলিশের অনুমান খুনের মোটিভ চুরি নয় কারণ ঘরের দামী জিনিসপত্র অক্ষত আছে.........।'

'অদ্ভুত ঘটনা, তাই না ওয়াটসন?' খবরটা পড়ে বলে উঠল বন্ধু হোমস, 'যে তিনজনকে সম্ভাব্য কুশীলব ঠাউরেছি, এ তাদেরই একজন। ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে আমার মক্কেলদের দলিলটা চুরি হবার পরেই লোকটা খুন হল। না হে, দলিল চুরি আর এডুয়ার্ডো লুকাসের খুন, এ দুয়ের মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ এবং সেটা খুঁজে বের করতে হবে আমাকেই।'

'এতটা নিঃসন্দেহ হবার কারণ?'

'মাই ডিয়ার ওয়াটসন, আমার মক্কেল মিঃ হোপ যেখানে থাকেন সেই হোয়াইট হল টেরেস থেকে নিহত এডুয়ার্ডো লুকাসের আস্তানা গোডোলফিন স্ট্রীট অল্প কয়েক মিনিটের পথ। বাকি দুই সিক্রেট এজেন্ট ওবেরস্টাইন আর লা রোনিয়েরো থাকে বহুদূরে ওয়েস্ট এণ্ডের শেষদিকে। আসুন মিসেস হাডসন, কার কার্ড নিয়ে এলেন দেখি।'

ল্যাণ্ডলেডি মিসেস হাডসনের হাত থেকে ভিজিটিং কার্ডখানা নিয়ে তাতে চোখ বুলিয়েই ভুরু কোঁচকালো হোমস। কার্ডখানা আমার হাতে দিয়ে বলল,'ভদ্রমহিলাকে দয়া করে নিয়ে আসুন মিসেস হাডসন।'

কার্ডের দিকে তাকিয়ে আমিও অবাক, হোমসের মক্কেল ইওরোপীয় দপ্তরের সচিব মিঃ ট্রেলায়নি হোপের স্ত্রীর হঠাৎ এখানে আগমন এ তো আশাও করা যায় না।'

খানিক বাদেই ঘরে এসে ঢুকলেন মিসেস হোপ, মহিলাদের রূপের সঙ্গে আগুনের শিখার তুলনা অনেকেই কেন করেন তা এই মহিলাকে দেখলে বোঝা যায়।

'আমি মিঃ শার্লক হোমসের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' মিসেস হোপ আমাদের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন।

'আমিই শার্লক হোমস, ম্যাডাম' বন্ধুবর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘাড় ঝুঁকিয়ে বলল,'বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?'

'আমার স্বামী মিঃ ট্রেলায়নি হোপ কি খানিকক্ষণ আগে এখানে এসেছিলেন, মিঃ হোমস?' কোনও ভূমিকা না করে জানতে চাইলেন মিসেস হোপ।

'ঠিক ধরেছেন ম্যাডাম,' হোমস সায় দিল,'মিঃ হোপ এখানে এসেছিলেন। দয়া করে ঐ চেয়ারটায় বসুন', একটা চেয়ার ইশারায় দেখাল হোমস।

তড়বড় করে পা ফেলে এগিয়ে এলেন মিসেস হোপ, খোলা জানালার দিকে পেছন ফিরে বসলেন চেয়ারে। আগে এই মহিলার অনেক সাদাকালো আর রঙিন ফোটো দেখেছি খুঁটিয়ে, স্বীকার করছি এমন রূপসী খুব কমই চোখে পড়ে। কিন্তু তাঁর হাঁটাচলার ভঙ্গি আমায় নিরাশ করল, রূপের সবটুকু অহংকার তাঁর নষ্ট হয়েছে এই চটুল খরতর ভঙ্গিমার হাঁটাচলায়, ধপধপে সাদা কাগজে এক ছিটে কালি পড়লে যেমন হয়।

'আমি কিছুই লুকিয়ে রাখব না, মিঃ হোমস,' মিসেস হোপ বললেন, 'এই ভেবেই বলব যে আমার সব কথা শোনার পরে আপনিও খোলাখুলিভাবে আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন। মিঃ হোমস, আমি জানি আমার স্বামী এমন এক দপ্তরের দায়িত্বে আছেন যার মূল বিষয় রাজনীতি। রাজনীতি ছাড়া অন্য সব প্রসঙ্গ নিয়েই স্বামী আমার সঙ্গে কথা বলেন শুধু ঐ ব্যাপারেই মুখ বুঁজে থাকেন। কিন্তু উনি নিজে না বললেও আমার জানতে বাকি নেই যে একটি খুব দরকারি চিঠি আমাদের বাড়ি থেকে উধাও হয়েছে রহস্যজনক ভাবে। সরকারি গোপনীয়তা আগাগোড়া রক্ষা করতে তিনি তৎপর অথচ ব্যাপারটা কি তা জানা আমার পক্ষে দরকার। ব্যাপারটা কি তা আপনি জানেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এবং সেই কারণেই আমি অনেক আশা নিয়ে ছুটে এসেছি আপনার কাছে। মিঃ হোমস, ঘটনাটা কি দয়া করে আমায় খুলে বলুন এবং বলুন ঐ হারানো চিঠি উদ্ধার না হলে ফলাফল কি হতে পারে। আপনার মক্কেলের স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত মিঃ হোমস, দয়া করে মুখ খুলুন। এভাবে চুপ করে থাকবেন না।'

'ম্যাডাম, আমি দুঃখিত' হোমস বিনয়ের সুরে বলল, 'যা জানতে চাইছেন তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

শুনে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন মিসেস হোপ, চাপা কান্নার স্পষ্ট আওয়াজ কানে এল।

'ম্যাডাম আপনি অবুঝের মত কথা বলছেন', হোমস বলল, 'একটু আগে আপনি নিজেই সরকারি গোপনীয়তা রক্ষার কথা বললেন আবার এখন নিজেই আমায় তা ভাঙ্গতে বলছেন। হয়ত এ বিষয়ে আপনাকে কিছু জানানো ঠিক হবে না তাই আপনার স্বামী আপনাকে কিছু বলেননি। ম্যাডাম এ ব্যাপারটা গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি আমিও দিয়েছি মিঃ হোপকে। এখন তা কি করে ভাঙ্গি বলুন? আপনি এ বিষয়ে কিছু জানতে চাইলে ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন।'

'সে চেষ্টা আমি করেছি মিঃ হোমস' রুমালে চোখ মুছে মিসেস হোপ জানালেন, 'কিন্তু ওঁর মুখ থেকে একটি শব্দও বেরোয়নি। বেশ, একটা প্রশ্নের উত্তর দিন আপনি মিঃ হোমস, ঐ চিঠিটা ফিরে না পেলে আমার স্বামীর চাকরি জীবনে কি ক্ষতি হতে পারে?'

'তা পারে বই কি?'

'আর একটা প্রশ্ন, মিঃ হোমস, ব্যাপারটা জানাজানি হলে গোটা দেশেও নিশ্চয়ই তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে?'

'তেমন সম্ভাবনা অমূলক না, ম্যাডাম।'

'সেই ক্ষতিকর প্রভাবগুলো কি ধরনের দয়া করে বলুন।'

'মাপ করবেন ম্যাডাম,' হোমসের গলা কঠিন শোনালো, 'এ প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাকে দিতে পারবো না।'

'ধন্যবাদ মিঃ হোমস,' মিসেস হোপ চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন,'আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না সেজন্য আপনার ওপর আমার এতটুকু ক্ষোভ নেই। আশা করব আপনিও আমার সম্পর্কে কোনও খারাপ ধারণা করে বসবেন না। যাবার আগে আবার অনুরোধ করছি এখানে আমার আসার কথা আমার স্বামীকে দয়া করে বলবেন না। ধন্যবাদ মিঃ শার্লক হোমস।' দরজার কাছে গিয়ে একবার পেছন ফিরে তাকালেন তিনি। তাঁর চাহনিতে যে ভয় আর দুশ্চিন্তা লুকিয়ে আছে তা এক লহমায় ধরা পড়ে গেল আমার চোখে।

'কি ডাক্তার' নীচে সদর দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ কানে যেতে হোমস ঘাড় ফেরালো, 'মেয়েদের ব্যাপারগুলো তো আমার চাইতে তুমি ঢের বেশি বোঝ, যাকে বলে স্পেশ্যালিস্ট। ডিউক কন্যার আসল মতলবখানা কি আঁচ করেছো?'

'ভদ্রমহিলা খুব বিচলিত হয়েছেন এটুকু চোখে পড়েছে,' সংক্ষেপে বললাম।

'অত রেখে ঢেকে বলা কেন বাপু,' হোমস কপট ক্রোধে চোখ পাকালো, 'উনি যে আলোর দিকে পেছন ফিরে বসলেন তার কারণ কি মাথায় এসেছে? আমি জানি আসেনি। ওঁর আসল মনোভাব পাছে চোখে মুখে ফুটে ওঠে তাই, আমার কথা বিশ্বাস করা না করা তোমার ওপর। আচ্ছা ওয়াটসন, ঐ সুন্দরী মহিলাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার মত কিছু সময় এখন পাবে তুমি, এই ফাঁকে আমি গোডোলফিন স্ট্রীট থেকে একটু ঘুরে আসি। লাঞ্চের আগেই ফিরে আসতে পারব আশা করছি।'

পরপর কয়েকটা দিন নিজের চিন্তায় তন্ময় হয়ে রইল হোমস। এমনিতে সে কথা বলে কম তার ওপর এই জটিল পরিস্থিতিতে আমিও নিজে থেকে তাকে ঘাঁটাতে চাইছি না। কটা দিন টানা পাইপ টেনে গোটা আস্তানা ধোঁয়া আর কড়া তামাকের গন্ধে ভরিয়ে তুলল হোমস। যখন তখন স্যাণ্ডউইচ খেলো এক কাঁড়ি, তার মধ্যে বেহালার ছড় টেনে মনের মত সুরের মূর্ছনাও তুলল।

যখন তখন বেরোচ্ছে, ঘরে ফিরছে, আমিই বা কতক্ষণ নিজেকে সামলে রাখি। কিছু প্রশ্ন করলাম তাকে কিন্তু হোমস উত্তর দিল খাপছাড়া দায়সারাভাবে। শুনে বেশ বুঝলাম এডুয়ার্ডো লুকাসের খুনের সঙ্গে মিঃ হোপের হারানো চিঠির যোগসূত্র এখনও খুঁজে পায়নি সে। খবরের কাগজে বেরোলো লুকাসের ভ্যালেটকে পুলিশ খুনের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছে কিন্তু নির্দিষ্ট প্রমাণের অভাবে শেষ পর্যন্ত সে ছাড়া পেল। করোনারের রিপোর্টে উল্লেখ করা হল এডুয়ার্ডো

লুকাসকে সুপরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে অথচ খুনের মোটিভ কি তা পুলিশ খুঁজে পেল না। দামি জিনিসে এডুয়ার্ডো লুকাসের ঘর ছিল ঠাসা সে সব কেউ নাড়াচাড়া করেনি। তার দরকারি কাগজপত্রও কেউ ঘাঁটেনি। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর লুকাস বিস্তর পড়াশুনো করেছে, ঐ বিষয়ে গাদাগাদা বই আছে তার ঘরে। অনেকগুলো ভাষার ওপর তার দখল ছিল এছাড়া বিভিন্ন খবরের কাগজ ও সাময়িকপত্রে তার লেখা চিঠিপত্র নিয়মিত বেরোত। অসামাজিক লোক সে ছিল না। কিন্তু মাখামাখি বা অন্তরঙ্গ বলতে তার কেউ ছিল না। মেয়েদের সঙ্গে একই সামাজিকতা নিয়ে মেলামেশা করত সে। কোনও প্রেমিকা তার ছিল না। মিশুকে স্বভাবের লোক ছিল লুকাস তাই তার খুনের কারণ কি থাকতে পারে তা কেউ ভেবে পেল না। মিসেস প্রিঙ্গল নামে এক বয়স্কা মহিলাও লুকাসের বাড়িতে কাজ করত, খুনের ব্যাপারে সেও পুলিশকে কিছু বলতে পারেনি। কাগজে একটা খবর চোখে পড়ল, মাঝে মাঝে লুকাস ফ্রান্স সমেত ইওরোপের বিভিন্ন দেশে বেড়াতে যেত কিন্তু সে সময় ভ্যালেট জন মিট্রনকে সঙ্গে নিত না সে। লুকাস না ফেরা পর্যন্ত মিট্রন তার বাড়িঘর দেখাশোনা করত।

তিনটে দিন একইভাবে কাটার পর চতুর্থ দিন এক জবর খবর ছেপে বেরোল ডেলি টেলিগ্রাফে — লণ্ডনে গোডোলফিন স্ট্রীটের হত্যাকাণ্ডের গভীর রহস্যের যবনিকা উঠেছে প্যারিসে, সেখানকার পুলিশ বিভাগ জানিয়েছে যে অস্টারলিজে মাদাম হেনরি ফুরনে নামে এক উন্মাদ মহিলার বাড়িতে খানাতল্লাশি চালিয়ে স্থানীয় পুলিশ কিছু ফোটো উদ্ধার করেছে। ফোটোগুলোর একটি ঐ উন্মাদ মহিলার স্বামী হেনরি ফুরনের যাকে দেখে বুঝতে বাকি থাকে না ইনিই লণ্ডনে এডুয়ার্ডো লুকাস নামে এতদিন বেঁচেছিলেন। প্যারিসের সরকারি ডাক্তার পরীক্ষা করে জানিয়েছেন ঈর্ষা ও সন্দেহের মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন, সামান্য কারণে যখন তখন তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন। মাদাম ফুরনের দেশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে, ইওরোপীয় ও নিগ্রো রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে তাঁর শিরায়। পুলিশ সন্দেহ করছে মাদাম ফুরনই প্যারিস থেকে লণ্ডনে এসেছিলেন সোমবার রাতে, তিনিই তাঁর প্রবাসী স্বামী এডুয়ার্ডো লুকাসকে নিজে হাতে খুন করেন। সোমবার রাতে মাদাম ফুরনে কোথায় ছিলেন সে বিষয়ে নিশ্চিত না হলেও হুবহু তাঁর মত দেখতে এক মহিলাকে একনাগাড়ে অনেকক্ষণ গোডোলফিন স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে নিহত মিঃ লুকাসের বাড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেছে এমন প্রমাণ এসেছে পুলিশের হাতে।

'বলো হোমস, এ বিষয়ে তোমার নিজের কি ধারণা', ব্রেকফাস্ট টেবিলে এমন উল্লেখযোগ্য খবরটুকু আমই পড়ে শোনালাম তাকে।

'বেশ বুঝতে পারছি খোলাখুলিভাবে কিছু জানতে না পেরে তুমি অস্থির হয়ে উঠেছো ভেতরে ভেতরে। ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে হোমস জবাব দিল। কিন্তু বিশ্বাস করো প্যারিস থেকে পাওয়া এই খবর আমার তদন্তে কোনও কাজে লাগছে না।'

'কিন্তু প্যারিস পুলিশের পাঠানো এই রিপোর্টকে তুমি অগ্রাহ্য কখনোই করতে পারো না,' আমি বললাম।

'মাই ডিয়ার ওয়াটসন' দমে না গিয়ে হোমস বলল, 'এডুয়ার্ডো লুকাসের খুনিকে গ্রেপ্তার করা আমার মাথাব্যথা নয়, মিঃ হোপের বাড়ি থেকে যে জরুরি চিঠিটা উধাও হয়েছে তা উদ্ধার করতেই আমি আসরে নেমেছি এ ব্যাপারটা ভুলে যেয়ো না। গত তিনদিনে চিঠি এদেশের বাইরে যায়নি এবং ইওরোপের কোথাও অশান্তি দানা বাঁধেনি এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এখন প্রশ্ন হল দেশের বাইরে না গেলে চিঠিটা এখন কোথায় কার জিম্মায় আছে? যার কাছে আছে সেই বা কেন এটা চেপে রেখেছে, এইসব প্রশ্ন হাতুড়ির ঘা মারছে আমার মাথায়। চিঠিটা যে রাতে উধাও হল সে রাতেই খুন হল এডুয়ার্ডো লুকাস। চিঠিটা কি আদৌ ওর হাতে গিয়েছিল? তাহলে ওর বাড়ির কাগজপত্র ঘেঁটেও সে চিঠির হদিশ পাওয়া গেল না কেন? তবে কি ওকে খুন করে ওর উন্মাদ স্ত্রী

সে চিঠি নিয়ে গেল প্যারিসে? হারানো চিঠির তদন্ত করতে প্যারিসে যাওয়া কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু সেখানকার স্থানীয় পুলিশের সন্দেহ এড়িয়ে তদন্ত চালাবো কি করে? একবার সন্দেহ দেখা দিলেই চিঠির ব্যাপারটা জানাজানি হবে তাতে সন্দেহ নেই। যাক অনেকদিন ঘরে বসে আছো। চলো একবার ঘুরে আসা যাক।'

একরকম জোর করেই হোমস আমায় নিয়ে এল গোডোলফিন স্ট্রীটে নিহত এডুয়ার্ডো লুকাসের বাড়িতে। বুলডগের মত ঘাড়ে গর্দানে মাথা নিয়ে অপেক্ষা করছিল ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর লেসট্রেড, সে আমাদের নিয়ে এল খুন যেখানে হয়েছে সেখানে, ঘরের ঠিক মাঝখানে ছোট চৌকো একটা কার্পেট মেঝের ওপর পাতা। কার্পেটটির ওপর শুধু খাপছাড়া একটা দাগ চোখে পড়ল, এছাড়া খুনের কোনও চিহ্ন ঘরের কোথাও নেই। কার্পেটের চারপাশে চৌকো কাঠের ব্লকের তৈরি মেঝের পালিশ ঝকঝক করছে। ফায়ারপ্লেসের ওপর দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে অতীতের একাধিক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত শত্রুদের ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রশস্ত্র। ভারতীয় যে কুকরির আঘাতে মিঃ লুকাস খুন হন তাও ঝোলানো ছিল ঐ দেওয়ালে। জানালার সামনে লেখার মাঝারি টেবিল থেকে শুরু করে জানালার পর্দা, সবকিছুর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম রুচির ছাপ ফুটে উঠেছে।

'কাগজে প্যারিসের খবরটা পড়েছেন?' হোমসকে সরিয়ে এনে লেসট্রেড চাপা গলায় প্রশ্নটা করলেও তা আমার কান এড়ালো না। সাধে কি আর হোমস আড়ালে ওকে মাথামোটা বলে?

'আমার ধারণা, প্যারিস পুলিশের তদন্তে ভুল নেই,' লেসট্রেড একইভাবে বকতে লাগল, 'নিশ্চয়ই মহিলা সে রাতে এসে দরজায় টোকা দেয়, মিঃ লুকাসও দরজা খুলে ওঁকে ভেতরে নিয়ে এলেন। মহিলা এ বাড়ির ঠিকানা কোথায় পেলেন কে জানে কিন্তু ভেতরে পা দিয়েই শুরু করলেন ঝগড়া, তারপর দেওয়াল থেকে খুনের হাতিয়ার একটা কুকরি টেনে বসিয়ে দিলেন মিঃ লুকাসের বুকে। অবশ্য তার আগে মিঃ লুকাস চেয়ার তুলে ওঁকে বাধা দেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি।'

'সে কি লেসট্রেড!' অবাক হবার ভান করল হোমস, এ তো তুমি একরকম সেরেই এনেছো কেসটাকে, তাহলে আর আমায় খবর পাঠালে কেন?'

'কারণ আছে মিঃ হোমস,' লেসট্রেড মুখ খুলল, 'মিঃ লুকাসকে কবর দেবার পরে এই ঘর খানাতল্লাশি করতে গিয়ে চোখে পড়ল কার্পেটটা মেঝের সঙ্গে আঁটা নেই। শুধু পেতে রাখা হয়েছে। কার্পেট তুলতে গিয়ে দেখি কার্পেটের ওপর এই যে রক্তের ছাপ দেখছেন নীচে মেঝের সাদা কাঠের ব্লকের ওপর তা কোনও দাগ ফেলেনি।'

'কিন্তু দাগ তো থাকার কথা লেসট্রেড।'

'আমার প্রশ্ন সেখানেই, মিঃ হোমস,' কার্পেটের একটা কোণ তুলে লেসট্রেড দেখাল তার বক্তব্য কতটা সত্যি।

'এবার আরেকটা জিনিস দেখুন,' বলে লেসট্রেড কার্পেটটার আর একটা কোণ ওল্টাতেই দেখি মেঝের ওপর রক্ত গড়িয়ে পড়ার দাগ।

'কি মনে হচ্ছে মিঃ হোমস?' যেন বিরাট কিছু করেছে এমন মেজাজে প্রশ্ন ছুড়ে দিল লেসট্রেড।

'এ তো খুব সোজা ব্যাপার,' হোমস বলল, 'দুটো দাগই ছিল ওপরে, পরে কার্পেটটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'কার্পেটটা এদিক থেকে ওদিকে ঘুরিয়ে দিলেই রক্তের দাগ দুটো যে মিলে যাচ্ছে তা আমি অনেক আগেই বুঝেছি। আমি জানতে চাই এটা কে কি মতলবে ঘুরিয়েছে। আমি এই খুনের তদন্ত করছি, কার্পেটটা ঘোরানোর আগে অনুমতি নেওয়া দূরে থাক আমার সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজনটুকুও বোধ করেনি সে, এত সাহস! আমি জানতে চাই কে সে?'

'লেসট্রেড,' হোমস চাপা গলায় বলল, 'রাতের বেলা এখানে যে কনস্টেবল মোতায়েন ছিল তাকে ডাকো, আমার ধারণা তোমার প্রশ্নের উত্তর একমাত্র তার পক্ষেই দেওয়া সম্ভব।'

'কনস্টেবল ম্যাকফার্সন' লেসট্রেড হাঁক পাড়তেই হোমস বলল, 'এখানে আমাদের সামনে ওর হয়ত মুখ খুলতে সংকোচ হবে লেসট্রেড, ওকে পেছনের ঘরে নিয়ে যাও! চাপ দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করো।'

'মিঃ হোমস, অনুমান সত্যি হলে জানবেন আমি ওকে আস্ত খেয়ে নেব! এই যে কনস্টেবল ম্যাকফার্সন পেছনের ঘরে একবার এসো দরকার আছে। এঁরা আমাদের লোক এদিকে নজর রাখবেন। চলো!'

'কার্পেটখানা এদিক থেকে ওদিকে কে ঘোরালো, ম্যাকফার্সন?' পেছনের বন্ধ ঘর থেকে লেসট্রেডের ধমক ভেসে এল, বাইরের কেউ ভেতরে ঢুকেছিল? কি বললে, এক সুন্দরী মহিলা! হারামজাদা, তুমি কি করেছো খেয়াল আছে? কার সঙ্গে কথা বলছ এখনও টের পাওনি? কর্তব্যে অবহেলার দায়ে চাকরি খাওয়া তারপর জেলে পাঠানো, এ দুটোই যে তোমার প্রাপ্য তা মাথায় ঢুকেছে? এখনও ঢোকেনি?'

'জলদি ওয়াটসন, আমাদের এই সুযোগ, জলদি কার্পেটটা টেনে তোল লেসট্রেড ফিরে আসার আগে!' আমি একটানে কার্পেটটা তুলে ফেলতেই হোমস গুঁড়ি মেরে বসে কাঠের ব্লকের জোড়গুলো ঘাঁটতে লাগল। আচমকা একটা ব্লক ঘুরে গেল একপাশে, সামনে একটা অন্ধকার ফোকর অনেকটা দেরাজের মত। ভেতরে হাত ঢুকিয়েই বের করে আনল হোমস, ফোকর খালি, ভেতরে কিছু নেই। কাঠের ব্লক ঘোরাতেই আবার গর্ত বুঁজে গেল আগের মত। কার্পেটখানা আগের মত পেতে রাখতেই লেসট্রেড ফিরে এল, তার পেছন পেছন এল কনস্টেবল ম্যাকফার্সন, গোরুচোরের মত ঘাড় হেঁট করে।

'আপনি ঠিকই ধরেছেন, মিঃ হোমস,' লেসট্রেড ইশারায় ম্যাকফার্সনকে দেখাল, 'ও নিজের দোষ স্বীকার করেছে, ডিউটি দেবার ফাঁকে কোথাকার কোন একটি মেয়েকে ঢুকিয়েছে ঘরে। এই যে সোনার চাঁদ, এদিকে এসে দাঁড়াও, এদের শোনাও তোমার কীর্তিকাহিনী!'

সাদা পোশাকের কনস্টেবল ম্যাকফার্সন গোড়ালি ঠুকে দাঁড়াল হোমসের সামনে, ঘাড় হেঁট করে বলল, 'গতকাল সন্ধ্যের পরে ডিউটি দিচ্ছি এমন সময় অপরূপ সুন্দরী একটি যুবতী এসে হাজির, বলল বাড়ি ভুল করেছে। কিছুক্ষণ কথা বলল মেয়েটি আমার সঙ্গে। আসলে স্যার পুলিশ হলেও আমি তো মানুষ, সারাদিন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ডিউটি দিতে কতক্ষণ ভাল লাগে তাই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বললাম।'

'মেয়েটি কি বলছিল?'

'এ বাড়িতে খুনের খবর কাগজে পড়েছে, মেয়েটি বলল, কার্পেটের ওপর রক্তের দাগটা দেখাতেই সে পড়ে গেল বেহুঁশ হয়ে। আমি দৌড়ে সামনের ডাক্তারখানা থেকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এলাম, কিন্তু মেয়েটিকে আর দেখতে পেলাম না। আমি ফিরে আসার আগেই ও হয়ত জ্ঞান ফিরে পেয়েছে, লজ্জায় পালিয়েছে।'

'কার্পেটটা কি করে নড়ল?'

'মেয়েটা বেহুঁশ হয়ে কার্পেটের ওপর পড়ল বলেছি স্যর,' কনস্টেবল ম্যাকফার্সন বলল, 'মেঝের সঙ্গে কার্পেট সেঁটে রাখার ব্যবস্থা নেই, আমি নিজেই কার্পেটটা সোজা করে দিয়েছি।'

'মিঃ হোমস,' এতক্ষণ বাদে লেসট্রেড মুখ খুলল, 'আমি ভেবেছিলাম দুটো দাগ মিলছে না দেখে আপনি ভাবনার খোরাক পাবেন।'

'তোমার এমনটা মনে হবার জন্য ধন্যবাদ, লেসট্রেড,' হোমস তাকাল কনস্টেবলের দিকে, 'আচ্ছা ম্যাকফার্সন, সেই মেয়েটি এসে কি বলল তোমার মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ স্যর,' কনস্টেবল বলল, 'কাছে এসে বলল, 'অফিসার, শুনলাম এ বাড়িতে খুন হয়েছে, জায়গাটা একবার দূর থেকে আমায় দেখতে দেবেন?'

'বাঃ চমৎকার,' হোমস বলল, 'আর তুমিও সে কথা শুনে গলে গেলে! আচ্ছা লেসট্রেড, আমরা এখনকার মত তাহলে চললাম, দরকার হলে পরে খবর পাঠিয়ো।'

ম্যাকফার্সন এল আমাদের এগিয়ে দিতে। সিঁড়ির কাছে এসে হোমস পকেট থেকে কি বের করে দেখাল কনস্টেবল ম্যাকফার্সনকে। দেখি সে হাঁ করে তাকিয়ে আছে হোমসের হাতে ধরা বস্তুটির দিকে।

'যাক, এতক্ষণে মনে হচ্ছে রহস্যের কিনারায় এসে গেছি আমরা,' বাইরে এসে হোমস বলল, 'এখন শুধু এটুকু শোন যে বিশ্বযুদ্ধ আর বাঁধবে না, মিঃ হোপও আগের মতই শান্তিতে চাকরি করতে পারবেন। তবে এবার শেষ দৃশ্যের অভিনয়, পর্দা পড়ার আগে নিশ্চিত হওয়া যাবে না।'

আর কিছু বলল না হোমস, আমায় নিয়ে এল হোয়াইট হল টেরেসে মিঃ ট্রেলায়নি হোপের বাড়িতে, বাটলার আমাদের নিয়ে এল ড্রইংরুমে, হোমস মিসেস হোপকে খবর দিতে বলল।

একটু বাদেই মিসেস হোপ এসে ঢুকলেন ড্রইংরুমে, আমাদের দেখে রাগে জ্বলে উঠলেন, বহু কষ্টে নিজেকে শান্ত রেখে হোমসকে বললেন, 'মিঃ হোমস এখানে এসেছেন কেন? আপনার কাছে দরকারে গিয়েছি এবং আমার স্বামীর কাছে তা গোপন রাখার অনুরোধ যেখানে করেছি সেখানে এটুকু বুঝতে পারছেন না আপনার এখানে আসার ফলে গোপনীয়তা আর রইল না? আপনি কি চান মিঃ হোমস, আমার স্বামী সন্দেহের চোখে আমাকে দেখুক? কাজটা খুব ভাল করলেন না, মিঃ হোমস, এজন্য পরে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে মনে রাখবেন।'

'কথাটা আমিই আপনাকে বলব বলে এসেছি ম্যাডাম,' প্রথম দর্শনের মতই বিনয়ের সুর তার গলায়, 'জানাজানি হবার আগে হারানো দলিলটা আমায় ফিরিয়ে দিন, এখনও সময় আছে।'

'মিঃ হোমস!' সীমাহীন ক্রোধ আর অক্ষম প্রতিহিংসার আগুন মিসেস হোপের মনোহারিণী রূপকে ঢেকে ফেলল, বনের হিংস্র বাঘিনীর মতই দেখাচ্ছে তাঁকে এই মুহূর্তে, 'আপনি বাড়ি বয়ে এসে আমায় অপমান করছেন, মিথ্যে বদনাম দিতে চাইছেন! কোন দলিলের কথা বলছেন আপনি জানি না, আমার কাছে কোনও দলিল নেই!'

'খামোখা আমার ওপর চোটপাট করছেন, ম্যাডাম,' হোমসের গলার পর্দা একধাপ চড়ল, 'ওসব করে লাভ হবে না, চিঠিটা বের করে দিন আবার বলছি।'

'আমি বাটলারকে ডাকছি,' ঘণ্টার দড়ির দিকে হাত বাড়ালেন মিসেস হোপ, 'ও এসে আপনাদের গেটের ওপারে পৌঁছে দেবে,' বলেই দড়ি ধরে টানলেন তিনি।

'ঘণ্টা বাজিয়ে ব্যাপারটা জটিল করে তুললেন, ম্যাডাম,' হোমসের গলা শক্ত হয়ে উঠছে, 'একটা পারিবারিক কেলেংকারি এড়ানোর উদ্দেশ্যেই আমি এসেছিলাম বন্ধুর মত, কিন্তু আপনি যে ব্যবহার করছেন তাতে এরপর আপনার আসল চেহারা আপনার স্বামী তো বটেই, গোটা দেশের সামনে তুলে ধরব!'

তখনও বিষাক্ত সাপিনীর মত ফণা তুলে দাঁড়িয়ে মিসেস হোপ, বাটলার ঘণ্টার আওয়াজ শুনে ঘরে ঢুকতেই হোমস জানতে চাইল, 'মিঃ হোপ কখন বাড়ি ফিরবেন?'

'উনি পৌনে একটায় লাঞ্চ খেতে আসবেন, স্যর,' বাটলার জবাব দিল।

'ধন্যবাদ,' হোমস বলল, 'ততক্ষণ অপেক্ষা করা ছাড়া আমার উপায় নেই।'

'আপনি আমায় ভয় দেখাতে চান, মিঃ হোমস?' মিসেস হোপ আবার রেগে উঠলেন, 'আমার দোষ প্রমাণ করার মত কি আছে আপনার হাতে শোনাবেন? সে সাহস আপনার আছে?'

'তাহলে শুনুন ম্যাডাম, মিঃ হোপের ডেসপ্যাচ বক্স খুলে দলিলটা বের করে আপনিই নিজ হাতে তুলে দেন আন্তর্জাতিক গুপ্তচর এডুয়ার্ডো লুকাসের হাতে। তারপর লুকাস খুন হয়েছে

জেনে গত রাতে আবার ফিরে যান সেখানে, কার্পেটের নীচে লুকোনো জায়গা থেকে দলিলটা আবার বের করে নিয়ে আসেন। এখনও পর্যন্ত সেটা আপনার জিম্মায় আছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

এক লহমার মধ্যে আগুনরাঙ্গা রূপ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল, 'আপনি উন্মাদ, মিঃ হোমস, আপনার এই মনগড়া গল্প কে বিশ্বাস করবে?'

'তাই নাকি? তাহলে দেখুন তো, এটাও মিথ্যে না সত্যি?' পকেট থেকে একটুকরো কার্ডবোর্ড বের করল হোমস, তাতে এক সুন্দরী যুবতীর ফটো আঁটা এইটুকু চোখে পড়ল। 'এটা লুকাসের ঘরে কার্পেটের নীচেই ছিল, ম্যাডাম, দেখুন নিজের সুন্দর মুখখানা চিনতে পারেন কিনা। আপনি না চিনলেও দেশদ্রোহিতা ও গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে যখন সরকার মামলা রুজু করবে তখন একজন সাক্ষি কিন্তু ফোটোটা ঠিক চিনতে পারবে। গত রাতে নিহত এড়ুয়ার্ডো লুকাসের বাড়িতে যে কনস্টেবল পাহারায় ছিল তার কথা বলছি, যার সামনে বেহুঁশ হবার অভিনয় করে আপনি মেঝেতে পড়ে যান। আর কি শুনতে চান, ম্যাডাম।'

'মিঃ হোমস,' স্থান কাল সব ভুলে মিসেস হোপ বিষ দাঁত ভাঙ্গা সাপের মত হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন হোমসের সামনে মেঝের কার্পেটের ওপর, 'আপনি যা বলছেন তার সবটুকুই সত্যি, স্বীকার করছি। অনুরোধ করছি, এসব কথা ওঁর কানে তুলবেন না। ওঁকে আমি বড্ড ভালবাসি, এসব কথা শুনলে ওঁর মন ভেঙ্গে খানখান হয়ে যাবে! আমায় বাঁচান!'

'একি করছেন, ম্যাডাম!' মিসেস হোপকে ধরে দাঁড় করাল হোমস, 'শেষ মুহূর্তে আপনার বিচারবুদ্ধি ফিরে এসেছে বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু হাতে সময় নেই, চিঠিটা কোথায়? জলদি ওটা বের করুন!'

দৌড়ে ঘরের ভেতর একটা টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন মিসেস হোপ, চাবি দিয়ে বন্ধ ড্রয়ার খুলে ভেতর থেকে বের করলেন হালকা নীল রংয়ের একটা খাম।

'এই সেই চিঠি, মিঃ হোমস, এর ভেতরে কি আছে খুলে দেখিনি ঈশ্বরের নামে দিব্যি করে বলছি।'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, ম্যাডাম,' আগের মত বিনয়ে বিগলিত হল হোমস, 'এখন এটা ফিরিয়ে দেবার প্রশ্ন। এক কাজ করুন, মিঃ হোপের ডেসপ্যাচ বক্স নিয়ে আসুন। যান, দেরি করবেন না!'

একটি কথাও না বলে মিসেস হোপ বেরিয়ে গেলেন, ফিরে এলেন লাল মখমলে মোড়া একটা ছোট চ্যাপ্টা বাক্স নিয়ে।

'এর নকল চাবি আপনার কাছে আছে ম্যাডাম,' হোমস আদেশের সুরে বলল, 'খুলুন জলদি।'

ব্রেসিয়ারের ভেতর হাত ঢুকিয়ে চাবি বের করলেন মিসেস হোপ, ফুটোয় ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই ঢাকনাটা ছিটকে খুলে গেল। বাক্সের ভেতর একগাদা কাগজ আর চিঠিপত্র।

'যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে এটা ভেতরে রেখে দিন, ম্যাডাম, তারপর চাবি এঁটে দিন!'

নির্দেশ মেনে কাজ করলেন মিসেস হোপ, ট্যাঁকঘড়ি বের করে হোমস বলল, 'এখনও পুরো দশ মিনিট হাতে আছে। এমন একটা কাজ কেন করলেন, আমায় বলবেন ম্যাডাম? আপনি যখন আমার কথামত সহযোগিতা করেছেন তখন কোনকিছুই আপনার স্বামীকে জানাব না আমি।'

'বলব মিঃ হোমস,' কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন মিসেস হোপ, রুমালে চোখের জল মুছে ধরা গলায় বললেন, 'বিয়ের আগে একজনকে প্রেমপত্র লিখেছিলাম ছেলেমানুষি ভাষায়, আমার বোধবুদ্ধি বরাবরই খুব কম। সে চিঠি কি করে আসে এড়ুয়ার্ডো লুকাসের হাতে, সে লোক পাঠিয়ে আমায় তার সঙ্গে দেখা করতে বলে। আমায় পেয়ে লুকাস জানালো আমার স্বামীর কাছে মুখবন্ধ একটা নীল খাম এসেছে বিশেষ ডাকে, সেটা তিনদিনের ভেতর তার হাতে তুলে না দিলে বিয়ের

আগে লেখা আমার সেই প্রেমপত্র সে তুলে দেবে আমার স্বামীর হাতে।

'তারপর?'

'লুকাসের কথামত ডেসপ্যাচ বক্সের তালার একটা ছাঁচ তুলে নিলাম, সে সেই ছাঁচ দিয়ে একটা চাবি আমায় তৈরি করে দিল। এরপর আমার স্বামীর অজান্তে ডেসপ্যাচ বক্স খুলে সেই চিঠি বের করলাম, সেটা তুলে দিলাম লুকাসের হাতে, সেখানে ঘটল আরেক ঘটনা।'

'মিঃ হোপের ফিরে আসার সময় হয়ে এল, মিসেস হোপ,' হোমস বলল, 'তাড়াতাড়ি শেষ করুন।'

'বলছি, মিঃ হোমস,' মিসেস হোপ বললেন, খামটা নিয়ে লুকাস বহুদিন আগে আমার লেখা সেই চিঠিটা ফিরিয়ে দিল, সেটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রাস্তায় পা দিতেই দেখি এক যুবতী ঝড়ের মত ঢুকে পড়ল ভেতরে, বিশুদ্ধ ফরাসিতে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আজ হাতের মুঠোয় পেয়েছি তোমায়, নিজের চোখে দেখলাম কোন মেয়ের লোভে বারবার আমায় ছেড়ে লণ্ডনে ছুটে আসো তুমি!' খানিক বাদে পুরুষের আর্তনাদ কানে এল, সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়েটি ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

'ধন্যবাদ, ম্যাডাম,' বাধা দিল হোমস, 'এর পরে যা ঘটেছে তা আমি বলছি। দলিল চুরি যাবার ফলে আপনার স্বামী ভেঙ্গে পড়লেন, আপনার ভেতরেও জাগল দ্বন্দ্ব। কিভাবে আপনি জানতে পারলেন লর্ড বেলিনগারও ব্যাপারটা জেনেছেন, মিঃ হোপকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আসবেন আমার কাছে। তাঁরা এলেন যথাসময়ে, সব খুলে বললেন। এরপরেই আপনি ছুটে এলেন আমার কাছে, দলিলটা ফিরে না পেলে ওঁর, মিঃ হোপের চাকরির এতদিনের সুনাম কলঙ্কিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে জেনেই ঘাবড়ে গেলেন আপনি, যেভাবে হোক দলিলটা উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর হলেন। আপনি আবার ছুটে গেলেন লুকাসের বাড়িতে, কিন্তু দলিলটা সে কোথায় রেখেছে তা তখনও আপনার অজানা। ছোকরা কনস্টেবলের মন জয় করে ভেতরে ঢুকলেন তারপর হঠাৎ বেহুঁশ হবার অভিনয় করলেন। কনস্টেবল বাইরে যেতেই উঠে পড়লেন আপনি, মেঝের চৌকো ব্লকগুলো যে আলগা তা হয় আগেই দেখেছিলেন নয়ত কালই জেনেছেন। ঝুঁকি নিয়ে সেগুলো ঘোরালেন, আপনার কপাল ভাল যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে গেলেন। কিন্তু দলিলের সঙ্গে আপনার একটি ফোটোও যে লুকাস সেখানে লুকিয়ে রেখেছে তা আপনার চোখে পড়েনি, সেটা গতকাল হাতিয়ে এনেছি আমি।'

হোমসের কথা শেষ হতেই ড্রইংরুমে ঢুকলেন ইওরোপীয় দপ্তরের সচিব মিঃ ট্রেলায়নি হোপ, তাঁর চোখমুখ উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

'মিঃ হোমস এসেছেন! কোনও খবর আছে?'

'আছে, মিঃ হোপ,' হোমস উঠে দাঁড়াল, 'চিঠিটা আপনার বাড়িতেই আছে, ওটা আদৌ চুরি যায়নি। 'ডেসপ্যাচ বক্সখানা একবার নিয়ে এলেই দেখবেন আমি যা বলছি তা সত্যি কিনা।'

প্রতিবাদ না করে মিঃ হোপ ঘণ্টা বাজিয়ে বাটলারকে ডাকলেন, ডেসপ্যাচ বক্স শোবার ঘর থেকে নিয়ে আসতে বললেন।

জেকবসের হাত থেকে ডেসপ্যাচ বক্সখানা সামনে টেবিলের ওপর রাখলেন মিঃ হোপ, চাবি দিয়ে ডালা খুলে একবার হাতড়াতেই বেরিয়ে এল হাল্কা নীল রংয়ের সেই বড় খাম যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে গোটা ইওরোপের শান্তি এবং এক বিধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধের বীজ।

'এই তো!' মিঃ হোপ খামখানা লর্ড বেলিনগারের হাতে তুলে দিলেন, 'এই তো সেই হারানো খাম যা খুঁজে না পেয়ে গত ক'দিন আমার দু'চোখ থেকে উধাও হয়েছে রাতের ঘুম। মিঃ হোমস, কিছু মনে করবেন না, ওঃ, কি শান্তি, কি নিরাপত্তা যে আপনি আমায় ফিরিয়ে দিলেন মিঃ হোমস তা ভাষায় বলে বোঝাতে পারব না।' একটা অনুরোধ করছি মিঃ হোমস, হারানো চিঠিটা আবার যথাস্থানে ফিরে এল কি করে, অনুগ্রহ করে বলবেন?'

'দুঃখিত, মিঃ লর্ড, আপনাদের সরকারি কূটনৈতিক গোপনীয়তার মত আমাদেরও কিছু গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়, তাই এ অনুরোধ রাখতে পারছি না।' টুপিটা তুলে নিয়ে হোমস বড় বড় পা ফেলে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

দ্য কেস বুক অফ শার্লক হোমস

এক

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ম্যাজারিন স্টোন

বেকার স্ট্রিটের পুরোনো আস্তানার সেই দোতলার কামরায় এসে খুশিই হল ডঃ ওয়াটসন। এক সময় প্রিয় বন্ধু শার্লক হোমসের প্যাঁচ্যাপ্তো সব রহস্য সমাধানের শুরু এখানেই হয়েছিল; কথাটা মনে পড়তে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটল ডঃ ওয়াটসনের ঠোঁটে। দেওয়ালেব গায়ে ঝুলছে গাদা গাদা বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়ের চার্ট, যে চওড়া বেঞ্চের ওপর নানারকম রাসায়নিক পরীক্ষা চালানো হয় তার কাঠ অ্যাসিডের ছোঁয়ায় জায়গায় জায়গায় পুড়ে গেছে, এক গাদা পুরোনো পাইপ আর তামাকের থলে পড়ে আছে কয়লা রাখার পাত্রে। এ সব দেখতে গিয়ে তাঁর নজর পড়ল হোমসের ছোকরা চাকর বিলির ওপর। বয়স নেহাৎ কম হলে কি হবে, বুদ্ধি ও কৌশল, বিলির ঘটে এ দুটোর ঘাটতি নেই বললেই চলে। গোমড়ামুখো হোমস এই মুহূর্তে ঘরে না থাকায় যে নিঃসঙ্গতা রচিত হয়েছে বিলির হাসিমুখ তার খানিকটা পূরণ করতে সাহায্য করছে একথা মানতেই হবে।

'কিছুই তো পাল্টায়নি হে বিলি,' ডঃ ওয়াটসন বলল, 'তুমি নিজেও দেখছি একই রকম আছো। তা তোমার মনিবকে দেখছি না, তিনি গেলেন কোথায়? উনিও কি আগের মতই আছেন?'

'মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছেন,' শোবার ঘরের ভেজানো দোরের পানে উদ্বেগে তাকালো বিলি।

গরমকালের সন্ধ্যে, সবে সাতটা বেজেছে, এরই মধ্যে শুয়ে পড়েছে হোমস আর ঘুমিয়েও পড়েছে? বিলির কথা শুনে অবাক হলেন ডঃ ওয়াটসন। তবে খাওয়া শোওয়ার ব্যাপারে অনিয়মের ব্যাপারটা হোমসের ধাতে আছে তা তাঁর জানা, এতে অবাক হবার কিছু নেই তা জানেন তিনি।

'তার মানে ধরে নিতেই হচ্ছে হাতে নতুন কোনও কেস এসেছে, তাই না বিলি?'

'ঠিক ধরেছেন স্যর; ওটা নিয়ে ওঁর বড্ড খাটাখাটুনি হচ্ছে। ওঁর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আমার ভাবনা হচ্ছে — দিন দিন শরীর শুকোচ্ছে, রংও আগের চাইতে ফ্যাকাশে হচ্ছে, বলতে গেলে উনি খাওয়া দাওয়া কিছুই করছেন না। মিসেস হাডসন জানতে চাইলেন, 'মিঃ হোমস, আপনি কখন খাবেন?' উনি জবাব দিলেন, 'পরশুদিন সাড়ে সাতটায় একবার হাতে কেস এলে উনি কি রকম হয়ে যান তা তো আপনি জানেন, স্যর।'

'হ্যাঁ, বিলি আমি জানি।'

'মনে হচ্ছে উনি কারও পিছু নিয়েছেন। এই তো গতকাল সকালে সেজে বেরোলেন দেখলে মনে হবে কাজ খুঁজছেন। আজ সেজেছিলেন থুত্থুরে বুড়ি, ঐ দেখুন না, ওটা হাতে নিয়ে বেরিয়েছিলেন, আমি তো গোড়ায় ধরতেই পারিনি।' সোফার ওপর পড়ে থাকা মেয়েদের একটা ছাতা ইশারায় দেখাল বিলি।

'কিন্তু এসব কেন, বিলি?' জানতে চাইলেন ডঃ ওয়াটসন।

'আপনি ওঁর খুব কাছের লোক,' খুব গোপনীয় রাজনৈতিক খবর ফাঁস করার ভঙ্গিতে গলা খাদে নামাল বিলি, 'আপনাকে তাই বলতে বাধা নেই স্যর, তবে দেখবেন আর কেউ যেন না জানে। এ সেই মুকুটের হারানো হীরের কেস।'

'লাখ পাউণ্ড দামের যে হীরে চুরি হল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর, ওটা যে ভাবেই হোক ফিরে পেতেই হবে। আপনি যে সোফায় বসেছেন ওখানে এই সেদিন স্বরাষ্ট্রসচিব আর প্রধানমন্ত্রী বসেছিলেন। শার্লক হোমসের প্রশংসায় দু'জনেই পঞ্চমুখ। দু'জনের মুখেই এক কথা, মিঃ হোমসের মত মানুষ হয় না। ওঁদের দু'জনের বাহবা থামিয়ে দিলেন মিঃ হোমস, যতদূর সাধ্য করবেন বলে কথাও দিলেন। তারপর এলেন লর্ড ক্যান্টলমিয়ার —'

'হা ঈশ্বর!'

'হ্যাঁ, স্যর, আর ওঁর মত লোকের এখানে আসার মানে কি তা তো আপনি ভালই জানেন। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রসচিব দু'জনেই সভ্য ভব্য মানুষ, খাঁটি ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায়, তাই। কিন্তু ঐ লর্ডসাহেবকে আমি তো কোন ছার, মিঃ হোমসও একদম বরদাস্ত করতে পারেন না। মিঃ হোমসের কাজের ওপর ওঁর এতটুকু বিশ্বাস নেই, গোড়া থেকেই ওঁকে কাজে লাগাতে চাননি লর্ডসাহেব।'

'মিঃ হোমস এসব জানেন তো?'

'জানার মত কোন খবরই মিঃ হোমসের কানে চাপা থাকে না।'

'খুব ভাল কথা, মিঃ হোমস নিশ্চয়ই লর্ড ক্যান্টলমিয়ারকে বোকা বানাতে পারবে না। কিন্তু বিলি, ঐ জানালার পর্দা দিয়েছো কেন, কি আছে ওপাশে?'

'মজার ব্যাপার একটা আছে ওপাশে। তিন দিন আগে মিঃ হোমস ওখানে পর্দা খাটিয়েছেন।' বলেই এগিয়ে এসে বিলি সেই পর্দা অল্প সরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল ডঃ ওয়াটসন; চেঁচানোর কারণও আছে — জানালার ওপাশে বসানো হুবহু শার্লক হোমসের নিঁখুত প্রতিমূর্তি, পরনে তারই ড্রেসিং গাউন। জানালার দিকে মাথা এমনভাবে ঘোরানো যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় মাথা নামিয়ে বই বা অন্য কিছু পড়ছে এক মনে। প্রতিমূর্তির ধড়টুকু আর্মচেয়ারে শোয়ানো, হোমসের বসার ভঙ্গিতেই। ডঃ ওয়াটসনকে আরও অবাক করে বিলি টুপিসমেত মাথাখানা খুলে নিয়ে বলল, 'এটা মাঝে মাঝে নানাভাবে বসাই যাতে বাইরে থেকে চোখে পড়লে যে কেউ ভাববে আসল মিঃ হোমসই ওখানে বসে বই পড়ছেন। খড়খড়ি আঁটা না থাকলে ওটা ছুঁই না।'

'এমন জিনিস আগেও আমরা কাজে লাগিয়েছি।'

ডঃ ওয়াটসনের কথা শেষ হতে না হতেই শোবার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল শার্লক হোমস। মুখখানা ফ্যাকাশে হলেও হাঁটাচলায় চিতা বাঘের ক্ষিপ্রতা।

'ওয়াটসন, মানতেই হবে তোমায় দেখে ভাল লাগছে, কিন্তু খুব সংকটের মুহূর্তে এসেছো।'

'তাই তো দেখছি।'

'এই বিলি, যা এখান থেকে। বুঝলে ওয়াটসন, এই ছোঁড়াকে নিয়েই আমার যত ঝামেলা, ওকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া কি আমার উচিত?'

'কিসের বিপদ, হোমস?'

'আচমকা মৃত্যুর, আজই সন্ধ্যে নাগাদ তেমন কিছু ঘটবে বলে আমার মনে হচ্ছে।'

'কি ঘটবে?'

'আমি খুন হতে পারি, ওয়াটসন, আজই। তার আগে খুনির নামটা জেনে নাও — সিলভিয়াস, লোকটার নাম কাউন্ট নেগ্রিটো সিল্ভিয়াস, ঠিকানা — ১৩৬, মুরসাইড গার্ডেনস, নর্থওয়েষ্ট। আমি সত্যিই খুন হলে আমার প্রীতি আর শেষ শুভেচ্ছা সমেত ঐ নাম ঠিকানা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে মনে করে পাঠিয়ো।'

ডঃ ওয়াটসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল, নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হোমস, এখন দু'তিনদিনের মত সময় আমার হাতে আছে, যদি আমায় দিয়ে কোন কাজ হয় তো বলো—'

'তাহলেও তুমি পেশায় ডাক্তার, মনে রেখো, যখন তখন রুগী এসে হাজির হতে পারে।'

'হলেও তা তেমন জরুরি নয়; আচ্ছা, লোকটাকে তুমি কি ধরিয়ে দিতে পারো না?'

'হ্যাঁ পারি, আর সেই দুর্ভাবনাই ওর কাল হয়েছে।'

'তাহলে সব জেনেশুনেও তুমি লোকটাকে ধরিয়ে দিচ্ছো না কেন?'

'কারণ হীরেটা কোথায় তা এখনও আমি জানি না।'

'সেই হারানো মুকুটমণি — বিলি যার কথা বলছিল?'

'হ্যাঁ, ওয়াটসন, সেই হীরে — হলদে ম্যাজারিন স্টোন। যে জাল ফেলেছি তাতে মাছ উঠেছে কিন্তু হীরের হদিশ এখনও পাইনি। কিন্তু শুধু মাছ হলেই তো হবে না, আমার দরকার হীরে।'

'যার নাম ঠিকানা দিলে সেই কাউন্ট নেগ্রিটো সিলভিয়াস তোমার জালে ওঠা মাছদের একজন?'

'মাছ নয়, সাংঘাতিক জানোয়ার, কামড়ে গায়ের মাংস খুবলে নেয়। আরেকজন হল বক্সার স্যাম মার্টিন। মার্টিন লোকটা এমনিতে খারাপ নয়, তবে কাউন্ট ওকে নিজের ইচ্ছে মতন নাচাচ্ছে।

'তা এই কাউন্ট সিলভিয়াস এখন আছেন কোথায়?'

'আরে, আজ সকালেই তো লেজুড় হয়ে ওঁর সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়ে এলাম,' মুচকি হাসল হোমস, 'অবশ্য বয়স্কা মহিলা সেজে। ছদ্মবেশটা এত ভাল উৎরে যাবে ভাবতে পারিনি। ঐ যে মেয়েদের ছাতাখানা দেখছো সোফার ওপর, ঐটে হাতে তুলে দিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইটালিয়ানে ভদ্রভাবে বিদায় দিল, এমনকি আমায় মাদাম বলে উল্লেখও কবল। কিন্তু ভদ্রতাবোধের ব্যাপার স্যাপার মর্জি ভাল থাকলে বের করে, নয়ত একেবারে শয়তানের অবতার।'

'যাক, প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছো এই ঢের, খারাপ কিছু হওয়া অসম্ভব ছিল না।'

'হয়ত তাই। ওঁর পেছন পেছন গেলাম মিনোরিতে স্ট্রাউবেঞ্জির কারখানায়। স্ট্রাউবেঞ্জির নাম শুনেছো তো, যারা এয়ারগান তৈরি করে তাদের কারখানায় — চোখ জুড়োয় সেখানকার কাজকর্ম দেখলে। মনে হচ্ছে ওদের কারখানায় তৈরি একখানা এয়ারগানের নল সামনের ঐ জানালার পানে তাক করা আছে, ঘোড়া টিপলেই বুলেট ছিটকে বেরিয়ে এসে আমার অমন সুন্দর মূর্তিটার মাথা ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকবে। আরে বিলি যে, কি ব্যাপার?' বলে তার দু'হাতে ধরা ট্রে থেকে ভিজিটিং কার্ড তুলে নামটা পড়ে হোমস হাসিমুখে বলল, 'দ্যাখো ওয়াটসন, কাউন্ট সিলভিয়াস নিজেই পায়ের ধুলো দিতে এসে হাজির হয়েছে আমার গরীবখানায়, এর অর্থ একটাই — আমি পিছু নিয়েছি তা ওঁর জানতে বাকি নেই।'

'ভালই হয়েছে, ওঁকে আটকে রেখে এখনই পুলিশে খবর দাও।'

'পুলিশে খবর ঠিকই দেব, কিন্তু এই মুহূর্তে এত তাড়াহুড়ো করে নয়। ওয়াটসন, জানালার কাছে একবার যাও, দ্যাখো তো বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ নজর রাখছে কি না।'

পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সাবধানে ওপাশে উঁকি দিয়ে ডঃ ওয়াটসন বলল, 'দরজার কাছেই গুণ্ডাগোছের একটা লোককে দেখতে পাচ্ছি।'

'যার কথা খানিক আগে বলেছিলাম, এ সেই স্যাম মার্টিন,' বলল হোমস, 'এক সময় ছিল বক্সার, হালে কাউন্টের এক অতি বিশ্বস্ত ও গবেট চামচা। ভদ্রলোক কোথায় আছেন, বিলি?'

'ওয়েটিং রুমে, স্যর।'

'আমি ঘণ্টা বাজালেই ওঁকে নিয়ে আসবে এখানে। আমি যদি এ ঘরে নাও থাকি তবু ওঁকে এখানে এনে বসাবে।'

'মনে থাকবে, স্যর।' বলে বিলি বেরিয়ে গেল। ঘরে তৃতীয় আর কেউ নেই দেখে ডঃ ওয়াটসন ব্যাকুল হয়ে বলল, 'হোমস, তুমি আগুন নিয়ে খেলছ তাতে সন্দেহ নেই। লোকটা মরিয়া, কাউকে ভয় করে না। হয়ত তোমাকে খুন করতেই ও নিজে এসে হাজির হয়েছে।'

'করলে তা খুবই স্বাভাবিক হবে, ওয়াটসন।'

'শোন হোমস,' ডঃ ওয়াটসন বলল, 'ঐ লোক বিদেয় না হওয়া পর্যন্ত আমি এখানে থাকব, তোমায় এইভাবে একা ওঁর হাতে সঁপে কোথাও যাব না।'

'তোমার মনোভাব বুঝতে পারছি, ওয়াটসন, কিন্তু তোমার কথা শুনতে গেলে মতলব হাঁসিল হবে না।'

'কার মতলব — ঐ লোকটার?'

'না গো বন্ধু — আমার, আমার নিজেরই মতলব।'

'কিন্তু তোমাকে এভাবে রেখে যাওয়া তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'একশোবার সম্ভব, ওয়াটসন, যেতে তোমায় হবেই, কারণ এমনই লুকোচুরি খেলা খেলতে কখনও হারোনি তুমি। আমি জানি এ খেলার শেষ না দেখে তুমি ছাড়বে না। লোকটা তার নিজের মতলবে এসে থাকলেও আমার স্বার্থে ওকে ঠিকই বসে থাকতে হবে।' নোটবইয়ের পাতা ছিঁড়ে কয়েক লাইন লিখল হোমস, 'এটা নিয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সিধে চলে যাও ওয়াটসন, সি আই ডি ইন্সপেক্টর ইউঘলকে এটা দাও, জলদি পুলিশ নিয়ে এসো। এই হারামজাদাকে আজ ঠিক ধরিয়ে দোব। তুমি না আসা পর্যন্ত আমি আটকে রাখব ওকে।'

'এই যদি তোমার মতলব হয় তাহলে আমি তা হাঁসিল করতে বাধা হব না, হোমস।'

'তুমি পুলিশ নিয়ে ফেরার আগে হীরেখানা কোথায় রেখেছে তা ওকে দিয়েই বলিয়ে নেব। চলো শোবার ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাই ওয়াটসন,' বলে ঘণ্টা বাজাল হোমস।

হোমসের নির্দেশ মত কাউন্ট সিলভিয়াসকে হোমসের কাছে পৌঁছে ঘর ছেড়ে চলে গেল বিলি। অপরাধ জগতের লোক হলেও কাউন্টের চেহারাখানা সত্যিই দেখার মত। ঈগলের ধারালো ঠোঁটের মত বাঁকা নাকের ওপরে দু'চোখের পানে একবার তাকালেই বোঝা যায় যে কোনও প্রাণী শিকারে এ লোক যথেষ্ট অভিজ্ঞ। পাতলা ঠোঁট দুটোয় ফুটে বেরোচ্ছে নিষ্ঠুর পাশব প্রবৃত্তি। ঘরে পা রেখেই সন্ধানী চাউনি মেলে চারপাশে তাকাল। দেখল কোথাও ফাঁদ পাতা আছে কি না। আচমকা তার নজর গিয়ে পড়ল জানলার সামনে আর্মচেয়ারে বসানো হোমসের মূর্তির দিকে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইল কাউন্ট নেগ্রিটো সিলভিয়াস, তারপর কঠিন হয়ে উঠল তার চোয়ালের হাড়, দু'চোখে ফুটে উঠল খুনির চাউনি। লাঠিগাছা হাতে নিয়ে মূর্তির কাছে এসে দাঁড়াল কাউন্ট, প্রচণ্ড একটি আঘাত মূর্তির মাথায় হানতে লাঠিসমেত হাতখানা তুলতেই পেছন থেকে কে হেসে বলে উঠল, 'কি করছেন কাউন্ট! দোহাই, ওটা ভাঙবেন না!'

হাসিমাখা গলা শুনে পেছন ফিরতেই আবার চমকাল কাউন্ট — যার মাথা ফাটাতে খানিক আগে লাঠি তুলেছিল সেই শার্লক হোমস খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। ওপরে তোলা লাঠিখানা কাউন্ট হয়ত আসল হোমসের মাথাতেই বসাত, কিন্তু তার চোখের চাউনিতে নির্ঘাৎ মানুষ বশ করার যাদু আছে, সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কাউন্টের লাঠিসমেত হাতখানা নেমে এল আপনা থেকেই।

'ফরাসি মডেলার ট্যাভার্ণিয়ারের নাম নিশ্চয়ই জানেন,' মূর্তির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বলল হোমস, 'এটা উনিই বানিয়েছেন। নিখুঁত মোমের মূর্তি বানাতে ওঁর জুড়ি নেই, এয়ারগান বানাতে যেমন আপনার বন্ধু স্ট্রাউবেঞ্জির জুড়ি নেই।'

'এয়ারগান! স্ট্রাউবেঞ্জি? আজেবাজে কি সব বকছেন?'

'সব জলের মত সোজা করে দেব কাউন্ট, তার আগে মাথার টুপি আর হাতের লাঠি টেবিলে রেখে বসুন। ধন্যবাদ। ভাল কথা বলছি, রিভলভারটাও বের করে রেখে দিন। বাঃ! এই তো লক্ষ্মীছেলের মত কথা শুনছেন। তা বেশ, রিভলভারের ওপরই চেপে বসুন। আপনি দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়েছেন এ আমার মহা সৌভাগ্য, কাউন্ট, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।'

'আপনার সঙ্গেও আমার কথা ছিল, হোমস,' কাউন্ট বলল, 'সেই কারণেই এখানে এসেছি। ঠেঙ্গিয়ে আপনার হাড়গোড় ভেঙ্গে দেব বলেই এসেছিলাম, সত্যি বলছি।'

'এসব বদ বুদ্ধি আপনার মগজে জমছে সে খবর আমি রাখি, কাউন্ট' বলতে বলতে টেবিলে পা তুলল হোমস, 'তবু হঠাৎ আমার ওপর আপনার নজর কেন পড়ল জানতে পারি?'

'কারণ একটাই — আপনি আমার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, আমার ওপর নজর রাখতে লোক পর্যন্ত লাগিয়েছেন।'

'এবার আপনি বাজে কথা বলছেন, কাউন্ট,' প্রতিবাদ করল হোমস, 'আপনার ওপর নজর রাখতে কাউকে লাগাইনি আমি।'

'ওসব বলে লাভ হবে না, হোমস, একজন নয় দু'জন লোককে আমার পেছনে লাগিয়েছেন আপনি, আমি নিজে তাদের পিছু নিয়েছি বলেই বলছি হোমস।'

'ওসব খুচরো ব্যাপার, কাউন্ট সিলভিয়াস, কিন্তু একটা ভুল তখন থেকে বারবার করে যাচ্ছেন। আমি একজন ভদ্রলোক, পদবির আগে 'মিঃ' শব্দটা জুড়তে ভুলে যাচ্ছেন কেন? আপনার চেয়েও বড় অনেক চোর ছ্যাঁচোড়ের সঙ্গে আমার দহরম মহরম আছে আশাকরি জানেন, তারা সবাই মিঃ হোমস বলেই উল্লেখ করে আমায়।'

'বেশ, মিঃ হোমস, হল তো?'

'খাসা! যাক, এতক্ষণে একটু ভদ্রতা তাহলে শিখেছেন, কাউন্ট। তবে আবার বলছি যাদের কথা বলছেন তারা কেউ আমার লোক নয়।'

'লোক নয় তো কি শুনি?' ঘেন্নার হাসি ফুটল কাউন্টের ঠোঁটে, 'এই তো কাল — এক বুড়ো সারাদিন পড়েছিল আমার পেছনে। স্বাস্থ্য ভাল, দেখলে মনে হয় খেলাধূলা করত। আজ পেছনে লেগেছিল একটা বুড়ি। কাল আর আজ যখন যেখানে গেছি ওরা আমার পিছু নিয়েছে!'

'ধন্যবাদ, কাউন্ট, আপনি আমার অভিনয় ক্ষমতার প্রশংসা করবেন আশা করিনি। এবার তবে বলছি কালকের বুড়ো আর আজকের বুড়ি দু'জনে একই লোক। এই মুহূর্তে যে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে, নাম শার্লক হোমস!'

'কি বলছেন? আমি একবারের জন্যও আপনাকে চিনতে পারলাম না?'

'কারণ ডসন বুড়ো বয়সে ফাঁসির আগের দিন রাতে দুঃখ করে বলেছিলেন যে তিনি আইনকে যেমন প্রচুর দিয়েছেন তেমনই বঞ্চিত করেছেন মঞ্চকে। ঐ তো সোফার গায়ে রাখা মেয়েদের সেই ছাতাখানা যা আপনিই নিজে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। দেখুন, এবার মনে পড়ছে?'

'হা আমার কপাল! আগে একবারও টের পেলে —'

'তাহলে আর আমার এই গরীবখানায় মেহেরবানি করে পায়ের ধুলো দিতে কখনোই আসতেন না, কাউন্ট! ভাগ্যিস টের পাননি।'

'এমন হাবভাব করছেন যেন আমায় বোকা বানিয়ে ভারি মজা পেয়েছেন,' চাপা রাগে ভুরু কোঁচকাল কাউন্ট, 'আসলে আপনি নিজেই তাহলে আমার পেছনে লেগেছেন, মিঃ হোমস। কাজটা কিন্তু খুব ভাল করলেন না, আগেই বলে রাখছি, এর ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হল —'

'কাউন্ট, আপনি তো এক সময় আলজিরিয়ায় সিংহ শিকার করে নাম করেছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?'

'যদি জানতে চাই কেন সিংহ শিকার করতেন তাহলে কি জবাব দেবেন?'

'উত্তেজনা আর বিপদের নেশায়।'

'সেইসঙ্গে দেশ থেকে সিংহের উৎপাত বন্ধ করতেও, তাই না?'

'নিশ্চয়ই।'

'সংক্ষেপে বলতে গেলে আমারও একই উদ্দেশ্য।'

হোমসের জবাব শুনে কাউন্ট লাফিয়ে উঠতেই ধমকে উঠল হোমস, 'আস্তে, কাউন্ট, এখনই অত উত্তেজিত হবেন না, যেমন ছিলেন তেমনই শান্তভাবে বসে থাকুন। হ্যাঁ, কারণ আরও একটা আছে বই কি, তা হল হলদে হীরে। ঐ হলদে হীরেখানা যে আমার চাই, কাউন্ট!'

'হলদে হীরের খবর আমি কিছুই জানি না, মিঃ হোমস,' বলে চেয়ারে ঠেস দিল কাউন্ট সিলভিয়াস, শয়তানি হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

'ওকথা বলে আমায় ভোলাতে পারবেন না, কাউন্ট,' বলল হোমস, 'আপনার ভেতরের সবকিছু কাঁচের মত আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠছে, মনে রাখবেন।'

'তাই যদি হয় তাহলে আমায় খামোকা প্রশ্ন করছেন কেন,' বলল কাউন্ট, 'হীরে কোথায় তা তো আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন!'

'ধরা পড়ে গেলেন কাউন্ট,' হাততালি দিয়ে হাসল হোমস, 'আপনার কথায় প্রমাণ হল হীরের হদিশ আপনি ঠিকই জানেন।'

'ওসব চালাকিতে আমায় কাৎ করতে পারবেন না, মিঃ হোমস, হীরে প্রসঙ্গে একটি কথাও বলিনি আমি।'

'সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না দেখছি,' বলতে বলতে ড্রয়ার খুলে একটা ছোট নোটবই বের করল হোমস, 'এর ভেতর কি আছে, জানেন?'

'আজ্ঞে না, জানার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করছি না।'

'আপনার বিপজ্জনক আর কদর্য জীবনের যাবতীয় বিবরণ এর পাতায় পাতায় লেখা আছে, কাউন্ট, হীরের হদিশ না পেলে এটা পুলিশের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হব।'

'যত পারেন বাজে কথা বলুন,' কাউন্ট সিলভিয়াস হাসল, 'তবে আমারও সহ্যের সীমা আছে কথাটা মনে রাখবেন।'

'তাহলে আরও শুনুন, প্রৌঢ়া মিসেস হ্যারল্ডের মৃত্যুর আসল কারণ এতে লেখা আছে। কার কথা বলছি বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই; সেই মিসেস হ্যারল্ড যিনি নিজের ব্লাইমার এস্টেট মারা যাবার আগে আপনার হাতে তুলে দিয়েছিলেন যে এস্টেট জুয়ো খেলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন আপনি!'

'আপনি স্বপ্ন দেখছেন, মিঃ হোমস!'

'মিস মিন্নি ওয়ারেণ্ডারের জীবন কাহিনীও এই নোটবইয়ে লেখা আছে, কাউন্ট!'

'থাকুক! ওসব দিয়ে যদি আমায় কাবু করবেন ভাবেন তাহলে বলব ভুল পথে পা বাড়িয়েছেন!'

'আমার কথা শেষ হয়নি, কাউন্ট, ১৮৯২-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখটা আশাকরি ভোলেননি, ঐদিন ডিলাক্স ট্রেন যাচ্ছিল রিভিয়েরায়। সে ট্রেনে বিরাট ডাকাতি হয়েছিল যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন আপনি, কাউন্ট নেগ্রিটো সিলভিয়াস। তারপর এই জাল চেকখানা একবার দেখুন, ঐ বছর 'ক্রেডিট লিওনেজ' নামে এই জাল চেকে আপনিই সই করেছিলেন, কাউন্ট।'

'এই একটা ঘটনায় ভুল করলেন, মিঃ হোমস!'

'আবার স্বীকারোক্তি করে নিজের বিপদ বাড়ালেন, কাউন্ট। জানি তাসের দান ভালই দিতে পারেন, তবে তুরুপের সব তাস যখন আমার হাতে এসেই গেছে তখন নিজের তাস ভালোয় ভালোয় দেখিয়ে দিলেই বোধ হয় ভাল করতেন!'

'বারবার অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছেন, মিঃ হোমস, হলদে হীরের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কি?'

'আস্তে, কাউন্ট, অধৈর্য হবেন না, আপনার কোন কীর্তিই আমার কাছে চাপা নেই, এমনকি ঐ হোঁৎকা বক্সার মার্টনকে নিয়ে মুকুটের হীরে কিভাবে হাতিয়েছেন তাও জেনেছি!'

'ওসব বলে আমায় ভয় দেখাতে পারবেন না, মিঃ হোমস, আপনার একটি কথাও আমি বিশ্বাস করছি না!'

'বিশ্বাস করা বা না করা আপনার ওপর, কাউন্ট, আগে আমার সব কথা শুনুন। যার ঘোড়ার গাড়িতে চেপে আপনি হোয়াইট হলে গিয়েছিলেন আর যার গাড়িতে চেপে সেখান থেকে ফিরে এসেছিলেন সেই দু'জন গাড়োয়ানকেই আমি ধরে ফেলেছি। হোয়াইট হলের একজন পাহারাদার নিজে চোখে দেখেছে হীরের কেস যেখানে রাখা ছিল তার কাছাকাছি আপনি বারবার যাওয়া আসা করছেন, আমার এই নোটবুকে তারও বিবৃতি লেখা আছে। সবার চোখ এড়িয়ে ওখান থেকে আপনি হীরে চুরি করলেন, তারপর রাতারাতি তার ভোল পাল্টাতে গিয়ে হাজির হলেন ইকে সণ্ডার্সের কাছে, হীরেটা কাটাতে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, ইকে হীরে কাটতে রাজি হয়নি। ইকে নিজেই এসব বলেছে কাউন্ট; কাজেই দেখতে পাচ্ছেন, আপনার খেল খতম!'

কাউন্ট সিলভিয়াসের মুখ প্রচণ্ড রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠল, কপালের শিরা ফুলে উঠল।

'একটা তাসেরই হদিশ শুধু মিলছে না, কাউন্ট,' বলল হোমস, 'ডায়মণ্ডের সাহেবের তাসটা আমার বড্ড দরকার, অনেক খুঁজেও সেটা পাইনি।'

'আর পাবেনও না।'

'বটে! হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার খবর শুনেও তেজ দেখাচ্ছেন? এখনও সময় আছে কাউন্ট সিলভিয়াস, ভাল চান তো হীরেটা ফিরিয়ে দিন নয়ত আপনি আর আপনার ভোঁদাই দেহরক্ষী ঐ স্যাম মার্টিন, দু'জনেরই কম করে কুড়ি বছর জেল হবে, কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু হীরেটা ফিরে পেলেই আমি বর্তে যাব, তখন আর আপনার পিছু নেবো না। আপনি বা স্যাম মার্টিন, কাউকেই আমার দরকার নেই, আমার দরকার শুধু হীরে, সেই হলদে হীরে, ম্যাজারিন স্টোন! হাতে সময় বেশি নেই কাউন্ট, চটপট ভেবে জানান কি করবেন!'

'কিন্তু আপনার এ প্রস্তাবে আমি রাজি না হলে কি করবেন, মিঃ হোমস?'

উত্তর না দিয়ে হোমস ঘণ্টা বাজাল, সঙ্গে সঙ্গে ছোকরা চাকর বিলি দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল।

'এবার মনে হচ্ছে স্যাম মার্টিনের সঙ্গেও আমাদের কথা বলা দরকার,' হোমস বলল, 'বেচারা একা একা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। সত্যিই, স্যাম নিজে যখন এ ব্যাপারে জড়িত, তখন তার সঙ্গেও কথা বলতে হবে বই কি, কথাটা আগেই আমার ভাবা উচিত ছিল। যাক, বিলি একবার নীচে যাও, সদর দরজা খুলে দেখবে বাইরে ভোঁদাই চেহা[illegible] একটা ষণ্ডা দাঁড়িয়ে আছে, ও ব্যাটাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।'

'আমি বললে যদি না আসে, তখন।'

'ঘাড় ধরে আনার দরকার নেই, শুধু বলবে কাউন্ট সিলভিয়াস ডেকেছেন, বিশেষ দরকার।'

'আবার কি মতলব আঁটলেন?' বিলি চলে যেতে শুধোল কাউন্ট।

'আমার বন্ধু ডঃ ওয়াটসন খানিক আগে এখানে ছিলেন,' জবাব দিল হোমস, 'একই প্রশ্ন উনিও করেছিলেন। ওঁকে বলেছি আমার জালে দুটো মাছ উঠেছে, একটা হাঙ্গর, আরেকটা গ্রাজন, এরা সহজেই টোপ খায়। এবার জাল টেনে দুটোকেই ডাঙ্গায় তুলছি।'

'রোগে ভুগে মরা আপনার কপালে নেই, হোমস!' হিংস্র গলায় কথাটা বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে হিপ পকেটে হাত ঢোকাল কাউন্ট সিলভিয়াস।

'ঠিক বলেছেন, কাউন্ট,' ড্রেসিংগাউনের পকেট থেকে উঁকি দেওয়া রিভলভারের বাঁট অল্প বের করে হাসল হোমস, 'ঐ কথাটা প্রায়ই আমার মাথাতেও ঘুরপাক খায়। কিন্তু খামোখাই রিভলভারে হাত বোলাচ্ছেন, ওটা চালানোর হিম্মৎ যে এখন আপনার নেই তা ভালই জানেন আপনি। তাছাড়া রিভলভার ছুঁড়লে ভারি বিশ্রি আওয়াজ হয়। তার চেয়ে বরং এয়ারগান-এ হাত পাকান, ওতে আওয়াজ হয় না! আরে এই তো আপনার স্যাঙ্গাৎ এসে গেছেন; আসুন, মিঃ মার্টিন, ভাল আছেন তো? রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে একঘেয়ে লাগছিল কেমন?'

গোয়েন্দা শার্লক হোমসের কাছে এতটা ভদ্রতা আশা করেনি গুণ্ডা স্যাম মার্টিন, তাই অবাক হয়ে কাউন্টকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসল সে, 'এ লোকটা কি বলছে, কাউন্ট, কি চায় ও?'

কাউন্ট কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল। তার হয়ে জবাব দিল হোমস নিজেই, 'কাউন্ট সিলভিয়াস, আগেই বলেছি আমি ব্যস্ত মানুষ, আমার সময়ের যথেষ্ট দাম আছে। বেহালা নিয়ে আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি, ওখানে বসে হ্যাফম্যানের বারকারোল-এর গৎ খানিকটা বাজাব, বেশি নয়, পাঁচ মিনিট। এই পাঁচ মিনিট সময় আপনাদের দিলাম সিদ্ধান্ত নিতে — হীরেটা ফিরিয়ে দেবেন, না জেলে যাবেন। ঠিক পাঁচমিনিট পরে আমি আসব।' বলে ঘরের কোনে রাখা বেহালার বাক্স হাতে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল হোমস। খানিক বাদেই পাশের ঘরে বেহালার তারে বেজে উঠল কুশলী হাতে ছড়ের লম্বা টান, সেই করুণ সুর মূর্ছনা কানে গেলে বুক ভেঙ্গে যায়।

'ব্যাপার কি কাউন্ট, মার্টিনের গলায় দুশ্চিন্তা ফুটে বেরোল, 'ও কি হীরের কথা জেনে গেছে?'

'হ্যাঁ,' ঘাড় নেড়ে সায় দিল কাউন্ট, 'ইকে সণ্ডার্স ওকে সব বলে দিয়েছে।'

'এতদুর! ব্যাটাকে আজই খতম করব।' বুলডগের মত চাপাগলায় গর্জে উঠল স্যাম মার্টিন।

'লাভ হবে না,' কাউন্ট বলল, 'বাঁচতে হলে এখন ওর কথামত আমাদের মনস্থিব করতে হবে।'

'আচ্ছা কাউন্ট,' সন্দেহের চোখে শোবার ঘরের দরজার পানে তাকাল মার্টিন, 'ওপাশ থেকে ব্যাটা আমাদের কথাবার্তা সব শুনছে না তো?'

'তুমিও যেমন,' হাসল কাউন্ট, 'ও যে বেহালা বাজাচ্ছে নিজে কানে শুনেছো, এই অবস্থায় অন্যের কথা কান পেতে শোনা যায়?'

'তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু এই ঘরেই পর্দার পেছনে কেউ লুকিয়ে নেই তো?' বলে জানালার পর্দা ধরে টানতেই আঁতকে উঠল মার্টিন — ওপাশে আর্মচেয়ারে চোখ বুজে আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে হোমস। 'ও কি!'

'আরে ওটা ডামি, প্লাস্টারের তৈরি!' আশ্বাস দিয়ে জানালার পর্দা ফের টানল কাউন্ট, হোমসের মূর্তিও আবার ঢাকা পড়ল।

'হুবহু একরকম,' মার্টিনের গলায় তখনও ভয়, 'চমকে গিয়েছিলাম দেখে!'

'খামোখা সময় নষ্ট না করে কি করবে বল,' অধৈর্য হয়ে উঠল কাউন্ট, 'মনে রেখো হীরে ফেরত দিলে ও ছেড়ে দেবে, নয়ত জেলে ঢোকাবে দু'জনকেই। ওর কথায় আর কাজে ভুল নেই, তাও মনে রেখো।'

'হীরের দাম কত লাখ পাউণ্ড আপনি জানেন, কাউন্ট, এইভাবে এত টাকা হাতছাড়া হবে?'

'নয়ত জেলে পচতে হবে।'

'এক কাজ করলে কেমন হয়,' মাথা চুলকে মার্টিন চুপি চুপি বলল, 'ব্যাটা পাশের ঘরে একা, মনে হচ্ছে আলো নেভানো। এইবেলা ভেতরে ঢুকে ওকে খতম করে দিলে তো ল্যাঠা চুকে যায়!'

'অত সোজা নয়,' ঘাড় নাড়ল কাউন্ট, 'এখন বেহালা বাজালেও ওর কাছে রিভলভার আছে মনে রেখো, যখন তখন গুলি ছুঁড়তে পারে। তাছাড়া ওকে খতম করলেও এখান থেকে আমরা পালাতে পারব না, তার ওপর আছে পুলিশ; পুলিশকে সঙ্গে না নিয়ে হোমস এক পাও এগোয় না, আমাদের বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ ও জোগাড় করেছে সব পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বলেই জেলের ভয় দেখাচ্ছে, বুঝতে পারছো না? আরে! ও কিসের আওয়াজ?'

বাইরে কিসের আওয়াজ হতেই উঠে দাঁড়াল দু'জনে, কিন্তু কোথাও কেউ নেই, নিশ্চিন্ত মনে আবার বসল দু'জনে।

'রাস্তা থেকে আওয়াজটা এল,' বলল মার্টিন, 'তাহলে এবার বলুন কত্তা, কি করবেন, হীরে কোথায় রেখেছেন?'

'হীরে আমার সঙ্গেই আছে,' বলল কাউন্ট, 'চোরা পকেটে রেখেছি। একটা মতলব মাথায় এসেছে, শোন — হীরে ফেরত দেব বলে হোমসের কাছ থেকে সময় চেয়ে নেব। ওলন্দাজ জহুরি ভ্যান সেডারের কথা এখনও ওর কানে আসেনি মনে হচ্ছে। আজ রাতের মধ্যে হীরেটা যেভাবে হোক ইংল্যাণ্ড থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে হল্যাণ্ডে, আসছে রবিবারের আগেই আমস্টারড্যামে ওটাকে কেটে চার টুকরো করতে হবে। এতে হীরেও বাঁচবে, আমরা ধরা পড়ব না।'

'কিন্তু আমি যতদূর জানি জহুরি ভ্যান সেডার আসছে হপ্তায় যাবে আমস্টারড্যামে।'

'আগে তাই ঠিক ছিল, কিন্তু এই নতুন মতলব হাসিল করতে হলে এতদিন বসে থাকলে চলবে না, ওকে পরের জাহাজেই বেরিয়ে পড়তে হবে। আমাদের দু'জনের একজনকে পাথরটা নিয়ে লাইম স্ট্রিটে এখনই ওর কাছে যেতে হবে। শার্লক হোমসকে আর এ জীবনে হলদে হীরে পেতে হচ্ছে না।'

'কিন্তু কত্তা,' মার্টিন বলল, 'ওখানকার চোরাকুঠরি তো এখনও তৈরি হয়নি।'

'তা হোক, তবু ভ্যান সেডারকে এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে,' বলে কান খাড়া করল কাউন্ট। — হ্যাঁ, আবার সেই একই চাপা আওয়াজ খানিক আগে যেমন হয়েছিল, নির্ঘাৎ বাইরে থেকে এসেছে। দৌড়ে এসে জানালা দিয়ে বাইরে রাস্তার পানে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হল কাউন্ট।

'এবার হীরে ফেরত দেবার গপ্পো শোনাতে হবে হোমসকে,' চাপা গলায় বলেই গলা চড়াল কাউন্ট, 'কি হল মিঃ হোমস, কোথায় গেলেন?'

না, শোবার ঘরের দরজা নয়, বসার ঘরের পর্দা সরিয়ে আর্মচেয়ারে বসা হোমসের মূর্তি লাফিয়ে উঠল, ওদিকে পাশের ঘর থেকে তখনও ভেসে আসছে বেহালার করুণ মূর্ছনা।

'দেখি বের করুন তো হীরেখানা,' বলেই হোমসের জীবন্ত মূর্তি রিভলভার বের করে কাউন্টের মাথায় ঠেকাল। কাউন্ট পকেট থেকে হীরে বের করতেই অন্য হাতে সেটা কেড়ে নিয়ে ঘন্টা বাজাল হোমস।

ভীষণ বোকা বনেছে বুঝে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র হয়ে উঠল দুই মুর্তিমান শয়তানের চেহারা, আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে হাসল হোমস, 'খবরদার, মার্টিন, মারামারি করতে গেলেই গুলি করব তোমার কত্তার মাথায়। তাছাড়া এ ঘরের আসবাব খামোখা ভেঙ্গে লাভ কি? ডঃ ওয়াটসন পুলিশ নিয়ে পৌঁছে গেছেন। ঐ তো ওঁরা, এসো ওয়াটসন, সময়মত আসার জন্য ধন্যবাদ!'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি হল?' পুলিশ হাতে হাতকড়া লাগাচ্ছে দেখেও কাউন্ট জানতে চাইল, 'আপনি তো পাশের ঘরে বসে বেহালা বাজাচ্ছিলেন। আপনার ডামিটা বসানো ছিল ঐ আর্মচেয়ারে!'

'ওটা আমার বেহালা নয়, কাউন্ট,' মুচকি হাসল হোমস, 'গ্রামোফোনে বেহালার রেকর্ড বাজছে। মূর্তিটা পাশের ঘরে সরিয়ে আমি নিজেই এতক্ষণ ওখানে বসে আপনাদের দু'জনের সব কথাবার্তা শুনেছি। শোবার ঘর থেকে ওখানে যাবার একটা পথ আছে।'

'জাত শয়তান কাঁহিকা!' দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠল কাউন্ট সিলভিয়াস।

'হক কথা বলেছেন, কাউন্ট,' সায় দিল হোমস, 'শয়তান না হলে কি শয়তানের চ্যালাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যায়?'

পুলিশ আসামি দু'জনকে নিয়ে চলে যেতেই ট্রে হাতে এসে দাঁড়াল বিলি, তার ওপর রাখা কার্ডখানা হোমস তুলতেই সে বলে উঠল, 'লর্ড ক্যান্টলমিয়ার এসেছেন, স্যর।'

'ওঁকে সসম্মানে ওপরে নিয়ে এসো, বিলি,' হোমস বলল, 'উনি এক খাঁটি ভদ্রলোক, তবে পুরোনো দিনের মানুষ, তাই আগের ধ্যান ধারণাগুলো ছাড়তে পারেননি। ওঁকে নিয়ে এসো।'

খানিক বাদে রোগা পাতলা চেহারার এক প্রৌঢ় ঘরে ঢুকলেন, হোমস এগিয়ে এসে হাত বাড়াতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায় করমর্দন করলেন।

'কেমন আছেন, লর্ড ক্যান্টলমিয়ার?' সৌজন্যভরা গলায় প্রশ্ন করল হোমস, 'বছরের এই সময়টা বাইরে ঠাণ্ডা হলেও ঘরের ভেতরটা বেশ গরম। আপনার ওভারকোটটা খুলে দিই?'

'ধন্যবাদ মিঃ হোমস, ওভারকোট খোলার দরকার নেই,' লর্ডসাহেবের রাগ রাগ গলা শুনে বোঝা গেল হোমসের ভদ্রতার এই বাড়াবাড়ি তাঁর বরদাস্ত হচ্ছে না।

'আমি খুব সুস্থ আছি, আমার জন্য খামোখা ব্যস্ত হবার দরকার নেই,' লর্ড ক্যান্টলমিয়ার বললেন, 'এখানে বসতে আসিনি, সাধ করে যে দায়িত্ব নিয়েছেন তা কতদূর এগোল সেটুকু শুধু দেখতে এসেছি।'

'কাজটা কঠিন — খুব কঠিন।'

'আপনার মুখ থেকে এই কথাটাই শুনব আশা করেছিলাম,' বিদ্রূপ মেশানো গলায় বললেন লর্ড ক্যান্টলমিয়ার।

'এই মুহূর্তে একটা জটিল প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, স্যার,' বলল হোমস, 'চোরাই মাল যার কাছে আছে তার বিরুদ্ধে আমরা কিভাবে কোন পথে এগোব?'

'এত অনেক পরের কথা, মিঃ হোমস,' একই বিদ্রূপঝরা গলায় তিনি বললেন, 'আগে চোরাই মাল সমেত চোরকে ধরুন তারপর এসব ভাবা যাবে।'

'তাহলেও নিজেদের আটঘাট আগে থেকে তৈবি রাখা ভাল,' বলল হোমস, 'শুধু একটা প্রশ্নের উত্তব দিন — মাল যাব কাছ থেকে পাওয়া যাবে তাব বিরুদ্ধে কোন প্রমাণকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেবেন?'

'হীরে তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, এই তো সেরা প্রমাণ, মিঃ হোমস।'

শুনে হো হো করে হেসে উঠল হোমস, হাসির দমক থামলে বলল, 'মাফ করবেন, স্যার, সেক্ষেত্রে ঐ হীরে চুরির দায়ে আপনাকেই গ্রেপ্তার করাব সুপারিশ করতে হবে।'

'মিঃ হোমস,' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন লর্ড ক্যান্টলমিয়ার, রাগে লাল হয়ে উঠল তাঁর দু'চোখ, বসা গাল দু'টোও উঠল রাঙা হয়ে, 'কার সঙ্গে রসিকতা করছেন সে বোধ হারিয়ে ফেলছেন বলেই এমন একটা বাজে কথা বলতে আপনার বাধল না। যাক, আপনার ওপর ভরসা আমার কখনই ছিল না। আমি চললাম, পুলিশকে দিয়েই ঐ হীরে আমি উদ্ধার করিয়ে ছাড়ব! গুড ইভনিং, মিঃ হোমস!'

কিন্তু বলাই সার, রেগে গেলেও লর্ডসাহেবের যাওয়া হল না, দরজার কাছাকাছি আসতেই হোমস তাঁর পথ রুখে দাঁড়াল।

'সরে যান বলছি! আমায় যেতে দিন।' রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন লর্ড ক্যান্টলমিয়ার।

'নিশ্চয়ই যাবেন, স্যার,' বিনীত গলায় বলল হোমস, 'তার আগে দয়া করে আপনার ওভারকোটের ডান পকেটে একবার হাত ঢোকাতে অনুরোধ করছি।'

'তার মানে?'

'আঃ যা বলছি তাই করুন না!'

রেগেমেগেই ওভারকোটের ডান পকেটে হাত ঢোকালেন লর্ডসাহেব, পরমুহূর্তে বের করে আনলেন বিখ্যাত হলদে হীরে — ম্যাজারিন স্টোন।

'এই তো সেই হারানো হীরে,' রাগ পড়ে গিয়ে খুশিতে ভরপুর হয়ে উঠলেন লর্ড ক্যান্টলমিয়ার, 'কিন্তু এটা আমার ওভারকোটের পকেটে এল কি করে?'

'খুব খারাপ আমার স্বভাব, মিঃ লর্ড,' সেরা জাদুকরের ভঙ্গিতে হোমস বলল, 'আমার স্বভাব কত খারাপ তা জানেন আমার বন্ধু ডঃ ওয়াটসন, আমার রসিকতা একেক সময় সীমা ছাড়িয়ে যায়; কি করব বলুন, এ আমার বহুদিনের স্বভাব, যে কোন জটিল রহস্য সমাধান করতে গিয়ে

নাটক করার লোভ সামলাতে পারি না আমি। মিঃ লর্ড, হীরেটা আমিই এক ফাঁকে আপনার পকেটে রেখেছিলাম, সেজন্য মাফ চাইছি।'

একবার হীরেটা চোখের সামনে এনে খুঁটিয়ে দেখলেন লর্ড ক্যান্টলমিয়ার, তারপর হোমসের দিকে তাকালেন, হাসিমুখে বললেন, আপনার এই রসিকতা বিচ্ছিরি রকমের বলতে বাধ্য হচ্ছি, মিঃ হোমস, সেই সঙ্গে এও বলছি খানিক আগে আপনার রহস্য সমাধানের ক্ষমতা সম্পর্কে যে বিদ্রূপ করেছি তা এই মুহূর্তে ফিরিয়ে নিলাম। তবে কিভাবে ফিরে পেলেন তা বুঝতে পারছি না।'

'কেস এখনও পুরো শেষ হয়নি, স্যর,' হোমস বলল, 'বিস্তারিত বিবরণ পরে বলব।

দুই
প্রব্লেম অফ দ্য থর ব্রিজ

প্রকৃতির প্রভাব হোমসের স্বভাবে পড়ে এটা বরাবর লক্ষ্য করেছি। এখন অক্টোবর মাস, ঝোড়ো হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো একে একে ঝরে পড়ছে। ঠিক এই কারণেই ধরে নিয়েছিলাম ব্রেকফাস্ট খেতে বসে দেখব হোমস ব্যাজার মুখে বসে আছে। কিন্তু ঠিক উল্টোটাই চোখে পড়ল — দিব্যি খুশিখুশি ভাব, প্রসন্নতা উপচে পড়ছে হোমসের চোখে মুখে। বন্ধুবরের এই খুশি খুশি ভাবের অর্থ আমার জানা তাই বললাম, 'মনে হচ্ছে নতুন কেস পেয়েছো?'

'ঠিক ধরেছো,' সায় দিল হোমস, 'যাকে বলে সাংঘাতিক কেস। নিল গিবসনের নাম শুনেছো? দুনিয়ার সেরা সোনার খনিব মালিক হওয়ায় এক সময় যার নাম হয়েছিল 'সোনার রাজা?'

'যিনি আমেরিকান সেনেটর হয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওঁর আসল পরিচয় সোনার কারবারী হিসেবে, এত বড় সোনার কারবারী দুনিয়ায় আর কেউ হতে পারেনি।'

'জানি, উনি তো শুনেছি এখন ইংল্যাণ্ডে আছেন?'

'পাঁচ বছর আগে হ্যাম্পশায়ারে বাড়ি কিনেছেন। গিবসনের স্ত্রীর মৃত্যুর খবর কাগজে পড়েছো নিশ্চয়ই?'

'পড়েছি, তাই নামটা অত চেনা ঠেকছিল।'

'কেসটা শেষকালে আমার হাতেই এসেছে, ওয়াটসন, মিসেস গিবসনের স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনাটা বাইরে থেকে অদ্ভুত ঠেকলেও আসলে তা এত সহজ যা ভাবা যায় না। মিঃ গিবসন আমার মক্কেল হতে চেয়ে এই চিঠি পাঠিয়েছেন, পড়ে দ্যাখো।' বলে হাতে লেখা একটি চিঠি বাড়িয়ে দিল হোমস। চিঠির লেখক যে একজন সাহসী পুরুষ তা হরফগুলো দেখেই বোঝা যায়। চিঠির বয়ান এরকম।

ক্ল্যারিজেস হোটেল, ৩রা অক্টোবর

'মিঃ শার্লক হোমস প্রিয়বরেষু —

ঈশ্বরের নিজের হাতে তৈরি যে শ্রেষ্ঠ যুবতী পুরোপুরি নিরপরাধ হয়েও এইভাবে মারা যাবে আর তাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচাতে কিছুই করা যাবে না, এ আমি সইতে পারছি না। সব বুঝিয়ে বলতে পারব না — বুঝিয়ে বলার চেষ্টাও করতে পারছি না, শুধু এটুকু জানি আমার স্ত্রীর খুনি সন্দেহে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই মিস ডানবার সম্পূর্ণ নির্দোষ। মাছি মারতে যার হাত ওঠে না সে মানুষ খুন করবে এ আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই। আসল ব্যাপার কি ঘটেছে তা কারও অজানা নেই, হয়ত আপনিও জানেন। গোটা দেশে এই ঘটনা নিয়ে গুজবের বেসাতি শুরু হয়েছে, কিন্তু যার ঘাড়ে খুনের দায় চাপানো হয়েছে তার পক্ষে কেউ একটি কথাও কইছে না। এত বড় অন্যায় অবিচার আমি সইতে পারছি না, আর কিছুদিন বাদে ঠিক পাগল হয়ে যাব। অনেক আশা

নিয়ে আগামিকাল সকাল এগোরোটায় আসছি, দেখুন মেয়েটার প্রাণ বাঁচাতে পারেন কি না। হয়ত আমার কাছেই এই রহস্যের কোন গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আছে অথচ আমি নিজেই তা জানি না।

আপনার বিশ্বস্ত,

জে নিল গিবসন।'

'সংক্ষেপে বলছি,' পাইপের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল হোমস, 'মিসেস গিবসনের মৃত্যুর খবর সব কাগজেই বেরিয়েছে তাই অনেক কিছুই হয়ত তোমার নজর এড়িয়ে গেছে। নিল গিবসন — যেখানে যত সেরা সোনার খনি আছে সব উনি কিনেছেন। ধনী অনেকেই আছে কিন্তু ওঁর মত টাকা দিয়ে হয়কে নয় করার ক্ষমতা তাদের সবার নেই। অহংকার করার ক্ষমতা যখন আছে তখন মিঃ গিবসনকে অহংকারি বললে ভুল বলা হবে না। একইসঙ্গে উনি ভয়ংকর হিংস্র স্বভাবের লোক তাও মনে রেখো। যিনি খুন হয়েছেন অর্থাৎ মিঃ গিবসনের স্ত্রী সম্পর্কে এটুকু জানি যে তাঁর যৌবন আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। মিঃ গিবসনের দু'টি সন্তানের দায়িত্ব যে গভর্নেসের ওপর ছিল তিনি দেখতে যেমন রূপসী তেমনি তাঁর চেহারার আকর্ষণ। পুরোনো আমলের এক ঐতিহাসিক জমিদারি, সেখানকার খামারবাড়িতে ঘটে গেল এই বিয়োগান্তক ঘটনা। মাঝরাতের অনেক পরে ঐ বাড়ি থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে মিসেস গিবসনের লাশ পড়েছিল মাটির ওপর; মৃতদেহের পরনে ডিনার ড্রেস, কাঁধে জড়ানো শাল। খুব কাছ থেকে তাঁর মাথা তাক করে রিভলভার ছোঁড়া হয়েছিল, একটি বুলেট মগজ ভেদ করার ফলেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। অথচ লাশের ধারে কাছে কোন অস্ত্র পাওয়া যায়নি, এমন কি খুনের কোন সূত্রও ধারে কাছে মেলেনি। ওয়াটসন, দেখে মনে হয়েছে সন্ধ্যের কিছু পরেই খুনটা হয়েছে, তার অনেক পরে রাত এগারোটা নাগাদ জনৈক বনরক্ষী সেই লাশ দেখে পুলিশে খবর দিয়েছে। বিবরণ সংক্ষেপে করেছি, বুঝতে অসুবিধে হয়নি তো?'

'শুধু একটা ব্যাপার বাদে, গভর্নেস বেচারির ওপর সন্দেহ পড়ল কেন?'

'যেহেতু ওঁর বিরুদ্ধে কিছু স্পষ্ট প্রমাণ পুলিশ পেয়েছে। যে রিভলভারের বুলেট মিসেস গিবসনের মৃত্যু ঘটিয়েছিল সেই একই ক্যালিবারের একটি রিভলভার খানাতল্লাশি করার সময় গভর্নেসের ওয়ার্ডরোবের নীচের তাক থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছিল, তার চেম্বারে পাঁচটা বুলেট ছিল অর্থাৎ একটা বুলেট আগেই ছোঁড়া হয়েছিল।' বলতে বলতে হোমসের চাউনি আচমকা স্থির হয়ে এল। কেটে কেটে আপন মনেই সে বলে উঠল, 'একই ক্যালিবারের — আরেকটা — বিভলভার পড়েছিল — ওয়ার্ড — রোভের নীচের — তাকে।' হোমসের এই মানসিক অবস্থা আমাব জানা। এই মুহূর্তে আলোচ্য সমস্যা প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন চিন্তাতরঙ্গ তুলছে তার মগজেব একেকটি খোপে, এই সময় তাই ডেকে বা কথা বলে তার ব্যাঘাত ঘটালাম না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল সে, মনে হল যেন জেগে উঠল ঘুম থেকে।

'হ্যাঁ, ওয়াটসন, যা বলছিলাম, ওটা পাওয়া গেছে। ওয়ার্ডরোব থেকে পুলিশ রিভলভার খুঁজে পেয়েছে বলেই কেসটা খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে, অন্তত জুরিদের দু'জনের চোখে এই ব্যাপারটাই গভর্নেসকে অপরাধী করে তুলেছে প্রাথমিকভাবে। আরও একটা বাজে ব্যাপার ঘটেছে — নিহত মিসেস গিবসনের লাশের মুঠো থেকে পুলিশ এক চিলতে কাগজ পেয়েছে, সেটা একটা চিঠি। ঘটনাস্থলে মিসেস গিবসনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন গভর্নেস ডানবার, নীচে তাঁর সইও আছে। সেই এক চিলতে কাগজ হাতের মুঠোয় নিয়ে খুন হয়েছেন মিসেস গিবসন। এই ব্যাপারটা কিন্তু খুনের একটা মারাত্মক মোটিভ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বুঝেছো? সেনেটর নিল গিবসন প্রৌঢ় হলেও ঐশ্বর্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে এক বরণীয় পুরুষ, তাঁর স্ত্রী খুন হলে মিস ডানবারের মত এক সামান্য মাইনে করা গভর্নেসের মুঠোয় এসব চলে আসবে, তিনি ঐ মাঝবয়সী কোটিপতির ঘরণী হতে পারবেন। — যতই রহস্য পেছনে থাক এ কেস অত্যন্ত কুৎসিত।'

'ঠিকই বলেছো, এ সম্পর্কে আমি তোমার সঙ্গে পুরোপুরি একমত, হোমস।'

'প্রমাণ করার মত কোনও অ্যালিবাই গভর্নসের হাতে নেই, ওয়াটসন — মিসেস গিবসন খুন হবার সময় গভর্নস মিস ডানবার থর ব্রিজের কাছেই অর্থাৎ খুনের ঘটনাস্থলের কাছাকাছি ছিলেন একথা স্থানীয় কয়েকজন মানুষ পুলিশকে জানিয়েছে। তারা নিজে চোখে ঐ সময় তাঁকে ঐ জায়গায় দেখেছে; মিস ডানবার নিজেও সেকথা স্বীকার করেছেন।'

'তাহলে তো সবই শেষ, খুনের মামলা এখানেই শেষ, এবার শুধু রায় দিতে যেটুকু দেরি। এক পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের রায় কি হবে তাও সবারই জানা।'

'তাহলেও, ওয়াটসন, — আরও কিছু রহস্য উদঘাটন এখনও বাকি! যা বলছিলাম, মিসেস গিবসনের লাশ পড়েছিল থর ব্রিজের গোড়ায়। মন দিয়ে শোন, এটা একটা পাথরের ব্রিজ, দু'পাশে ছোট থাম সমেত পাথরের রেলিং, সরু অথচ গভীর জলার ওপর দাঁড়িয়ে এই ব্রিজ। এই ব্রিজে ওঠার মুখে পড়েছিল মিসেস গিবসনের লাশ। এসবই হল এই কেসের প্রধান তথ্য। কিন্তু এ কি, আমাদের মক্কেল দেখছি আগেই এসে গেছেন!'

'মিঃ মার্লো বেটস মিঃ হোমসের কাছে এসেছেন,' বলেই ছোকরা চাকর বিলি দরজা খুলে যে লোকটিকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল তিনি আমাদের দু'জনেরই অচেনা। রোগাপটকা চেহারা, চোখে ভীতু চাউনি, চাপা স্নায়বিক উত্তেজনায় হাত পা কাঁপছে থরথর করে।

'আপনাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে, মিঃ বেটস,' সহানুভূতির সুরে বলল হোমস, 'দয়া করে বসে খানিক জিরিয়ে নিন, তারপর কথাবার্তা হবে। তবে এগারোটা নাগাদ আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কাজেই খুব বেশি সময় আপনাকে দিতে পারব না।'

'আমি তা জানি, মিঃ হোমস,' হাঁপাতে হাঁপাতে দম নিয়ে বললেন মিঃ বেটস, 'মিঃ গিবসন খানিক বাদেই আসছেন। ঐ পিশাচ নিল গিবসন আমার মনিব, আমি ওঁর এস্টেট ম্যানেজার! মনিব হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি মিঃ গিবসন মানুষের চেহারায় আস্ত শয়তান, নরকের বাসিন্দা!'

'স্থির হোন, মিঃ বেটস,' বলল হোমস, 'এসব কি যা তা বলছেন?'

'আমার হাতে সময় কম, মিঃ হোমস, আমায় এখানে দেখলে মিঃ গিবসন ভীষণ চটে যাবেন। ওঁর সেক্রেটারি মিঃ ফার্গুসন বললেন আজ সকালে মিঃ গিবসন এখানে আসবেন তাই ওঁর আগেই ছুটে এসেছি। মনের অবস্থা বোঝাতেই ওঁকে খানিক আগে যা তা বলে গালি দিয়েছি জানবেন।'

'কিন্তু এই যে বললেন আপনি ওঁর এস্টেট ম্যানেজার?'

'ছিলাম, কিন্তু চাকরি ছেড়ে দেব বলে মিঃ গিবসনকে নোটিস দিয়েছি আমি,' বললেন মিঃ বেটস, 'আর হপ্তা কয়েকের মধ্যেই ছেড়ে দিচ্ছি ওঁর চাকরি। আমার মনিব সম্পর্কে শুধু এটুকু জানিয়ে রাখি যে বাইরের চেহারা দেখে ওঁকে যাচাই করতে গেলে ভুল করবেন — নিজের যত পাপ আর কুকীর্তি ঢাকতে যেখানে সেখানে দানের নাম করে টাকা ওড়াচ্ছেন, সে টাকাও পাপের পথে রোজগার করা। মিসেস গিবসন কিভাবে মারা গেছেন তা জানি না, তবে এটুকু বলতে পারি ওঁর সঙ্গে ওঁর স্বামী অর্থাৎ আমার মনিব ভীষণ যাচ্ছেতাই ব্যবহার করতেন, জানোয়ারের সঙ্গেও কেউ এত খারাপ ব্যবহার করে না। মহিলার দেশ ছিল ব্রেজিলে, ব্রেজিল গরম দেশ তা তো জানেন। ধাতটাও ছিল তেমনই, যাকে বলে আবেগে ভরপুর। স্বামীর ওপর টানও যথেষ্ট ছিল মিসেস গিবসনের, কিন্তু বয়সের ভারে রূপ যৌবন চলে যেতেই মিঃ গিবসনের বিষ নজরে হয়ে পড়লেন, স্ত্রীর প্রতি সবটুকু বিশ্বস্ততা উধাও হল। মিসেস গিবসন ছিলেন আমাদের সবার প্রিয় তাঁর অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করছি আমরা সবাই, তাঁর সঙ্গে দিনরাত খারাপ ব্যবহার করতেন বলে মিঃ গিবসনও হয়ে উঠেছিলেন আমাদের ঘৃণার পাত্র। কিন্তু লোকটা অসম্ভব ধূর্ত, সেই সঙ্গে এমন ব্যবহার করত যা দেখে তার ভেতরের আসল চেহারা আঁচ করতে পারে এমন লোক অল্পই আছে। এটুকু বলে আগে থেকে হুঁশিয়ার করে দিতেই আপনার কাছে আমার আসা, মিঃ হোমস,

মুখ দেখেই যেন ওঁকে বিশ্বাস করে বসবেন না। এবার আমি তাহলে আসছি, উনি এসে পড়লেন বলে।' দেওয়ালঘড়ির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে মিঃ বেটস দ্রুত বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে।

'বাঃ! চমৎকার!' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আপন মনেই বলল হোমস, 'মিঃ নিল গিবসনের কর্মচারিরা ওঁর প্রতি তেমন অনুগত নন ঠিকই, তাহলেও এই হুঁশিয়ারিটা মনে হচ্ছে কাজে লাগবে, ওয়াটসন!'

কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা নাগাদ সিঁড়িতে ভারি জুতো পরা পায়ের শব্দ হল, তার খানিক বাদেই বিখ্যাত আমেরিকান কোটিপতি মিঃ নিল গিবসন ঘরে ঢুকলেন। মানুষ তো নন, যেন পাথর কেটে তৈরি এক বিশাল সচল মূর্তি! খুব কুণ্ঠার সঙ্গেই বলছি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আমেরিকান পুরুষ আব্রাহাম লিংকনের ব্যক্তিত্ব থেকে সবরকম সততা আর ন্যায়পরায়ণতা বাদ দিলে যেমন ভয়ংকর দেখাবে তাঁকে তেমনই অথবা হয়ত তার চেয়েও কুৎসিত ও নিষ্ঠুর দেখতে, চোখের চাউনি, চোয়ালের ভাঁজ আর পাতলা ঠোঁটে ফুটে বেরোচ্ছে সীমাহীন কামনা বাসনা আর অতৃপ্তি। পাশাপাশি মুখের সর্বত্র অজস্র রেখা তাঁর প্রচণ্ড জীবন সংগ্রামের সাক্ষ্য বহন করছে। সব মিলিয়ে নিল গিবসনকে আমার তেমন ধাঁচের মানুষ বলেই মনে হল সাফল্য অর্জনের বিনিময়ে যে কোনও দাম দিতে যিনি তৈরি। ঘরে ঢুকেই ঠাণ্ডা নীল চোখে তাকালেন আমাদের দিকে। হোমস নিজেই এগিয়ে এসে পরিচয় দিল, পরিচয় করিয়ে দিল আমার সঙ্গেও। এরপর নিজেই চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন তিনি হোমসের মুখোমুখি।

'গোড়াতেই বলে রাখি মিঃ হোমস,' কোন ভূমিকা না করেই মিঃ গিবসন এইভাবে শুরু করলেন, 'আমার কেস করতে টাকার অভাব একেবারেই হবে না, বলতে গেলে আমার কাছে টাকা কোন ব্যাপারই না। কত টাকা আপনার দরকার একবার শুধু মুখ ফুটে বলুন, যদি টাকা ওড়াতে চান বা পুড়িয়ে ছাই করতে চান তো তাও বলুন, অবশ্য তাতে যদি আসল সত্য উদ্ঘাটিত হয়। আমার শুধু একটাই কথা — আমার স্ত্রীর খুনি সন্দেহে পুলিশ যে ভদ্রমহিলাকে ধরেছে তিনি পুরোপুরি নির্দোষ, ওঁকে যেভাবেই হোক ছাড়িয়ে আনতে হবে পুলিশের খপ্পর থেকে আর সেই সঙ্গে ওঁকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে হবে। এই কাজের দায়িত্ব আমি আপনাকে দিতে চাই। এবার বলে ফেলুন কাজটা নিখুঁতভাবে সারতে কত নেবেন? কত টাকা চান আপনি?'

'আপনার মতই সোজাসুজি কথা বলতে আমিও ভালবাসি, মিঃ গিবসন, আমার পারিশ্রমিকের অংক এখনও পর্যন্ত সবার বেলায় যা আছে তার বেশি একটি আধলাও আপনার কাছ থেকে নেবার দরকার আমার নেই। আপনার হয়ত জানা নেই এই ঘরে বসে জীবনে অনেক কেসের সমাধান বিনা পারিশ্রমিকে করে দিয়েছি আমি।'

'টাকার লোভ আপনার নেই ভাল কথা,' মিঃ গিবসন বললেন, 'কিন্তু যে পেশা আঁকড়ে ধরেছেন তাতে নামডাকের একটা ব্যাপার তো আছে, না কি? যা চাইছি তা যদি সত্যিই করতে পারেন তাহলে ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকায় আপনাকে নিয়ে কেমন হৈ চৈ শুরু হবে ভেবে দেখেছেন? ইওরোপ আর আমেরিকার সব খবরের কাগজ আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে।'

'আবার ভুল করলেন, মিঃ গিবসন,' একই গলায় বলল হোমস, 'বেশি টাকার মতই আমায় নিয়ে হৈ চৈ শুরু হোক তা মোটেও চাই না আমি। আপনি কাজের লোক, আমিও মানুষ হিসেবে কম ব্যস্ত নই, খামোখা আজেবাজে প্রসঙ্গে সময় নষ্ট না করে আসুন মূল প্রসঙ্গে আসা যাক, আপনি বরং সেখান থেকে শুরু করুন।'

'আমার স্ত্রীর খুনের প্রসঙ্গে সব কিছুই তো খবরের কাগজে পড়েছেন,' মিঃ গিবসন বললেন, 'তার বাইরে আলাদা করে কিছু জানার আছে বলে তো মনে হয় না। তবু যদি থাকে তাহলে বলুন, আমি যতদূর সম্ভব জানাব আপনাকে।'

'খবরের কাগজগুলো যে ব্যাপারটা চেপে গেছে সেটাই আমার জানা দরকার, মিঃ গিবসন,' বলল হোমস।

'সেটা কি?'

'আপনার সঙ্গে মিস ডানবারের আসল সম্পর্কটা ঠিক কি ধরনের?'

'মিঃ হোমস!' গর্জে উঠলেন মিঃ গিবসন, 'আমার মতে এ প্রশ্ন করার এক্তিয়ার আপনার নেই, আপনি অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। তবু জেনে রাখুন মিস ডানবার আমার সন্তানদের গভর্নেস অর্থাৎ আমার বেতনভুক কর্মচারি। মালিক ও কর্মচারির মধ্যে যতটুকু তার বাইরে কোনও সম্পর্ক ওঁর সঙ্গে আমার নেই। যতক্ষণ উনি আমার সন্তানদের পড়ান শুধু সেটুকু সময়ই ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়।'

'তাহলে এ কেস নিয়ে মিছিমিছি আর মাথা ঘামাতে আমি ইচ্ছুক নই, মিঃ গিবসন,' বলতে বলতে তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হোমস, 'আগেও বলেছি, এখনও বলছি আমি ব্যস্ত মানুষ। মক্কেলের বাজে কথা শুনে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই, আপনি আসুন।'

'তার মানে?' হোমসের জবাব শুনে মিঃ গিবসন নিজেও তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে, 'মিঃ হোমস, আমার কেসটা আপনি নেবেন না? সব দেখে শুনে এককথায় খারিজ করে দিলেন?'

'কেসটা নয়, মিঃ গিবসন, আমি আপনাকে খারিজ করলাম, এভাবে কোন মক্কেলের ইচ্ছের অধীনে থেকে তার কেস নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি সোজাসুজি কথা বলতে ভালবাসি।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু আসল কারণটা কি? দর বাড়ানোর মতলব, না ঘাবড়ে গেছেন, বুঝেছেন এ কেস হাতে নেওয়া আপনার কম্মো নয়? জবাব দিন মশাই, সরাসরি জবাব পাবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে!'

'হয়ত আছে,' অবিচলিত গলায় বলল হোমস, 'আমার জবাব হল এ কেস এমনিতেই খুব জটিল, মিছে কথা বলে সেই জটিলতা বাড়ানোর কোন মানে হয় না।'

'তার মানে আপনাকে খানিক আগে যা বলেছি সব মিছে কথা?'

'যতটা ভদ্র ও সূক্ষ্মভাবে সম্ভব তাই বলতে চেয়েছি আমি,' জবাব দিল হোমস, 'তারপরেও যদি নিজের কথাকে সত্যি বলতে চান তাহলে আমি আর প্রতিবাদ করব না।'

মূর্খের মত জবাব শুনে ক্ষমতাদর্পী মানুষটি নিষ্ঠুর চাউনি মেলে তাকালেন হোমসের দিকে, দু'হাতে মুঠো পাকাচ্ছেন দেখে আমিও লাফিয়ে উঠলাম। কিন্তু চূড়ান্ত কিছু ঘটার আগে হোমস নিজেই পরিস্থিতি সামাল দিল, হেসে বলল, মিছিমিছি গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করবেন না, মিঃ গিবসন, তাতে লাভও হবে না! ব্রেকফাস্টের পরে এসব বাজে হৈ চৈ আর হুজ্জোতি আমার মোটেও বরদাস্ত হয় না। আপনার মাথা ভীষণ তেতে উঠেছে, বাইরে যান, সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় খানিক পায়চারি করে আসুন, মাথা আর মেজাজ দুটোই তাতে ঠাণ্ডা হবে।'

হাওয়া প্রতিকূলে আঁচ করে নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলেন গিবসন, একটি কথাও না বলে পায়ে পায়ে গেলেন দরজার কাছে, তারপর হঠাৎই অহমিকার চাপে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'আপনি না চাইলে এ কেস নেবার জন্য আমি আপনার ওপর জোর খাটাতে পারব না, মিঃ হোমস। তবে আমায় চটিয়ে কাজটা ভাল করলেন না, তাও বলে রাখছি। আপনার চেয়ে হাজার গুণ বড় ঢের লোককে আমি সিধে করেছি।'

'আরে রাখুন মশাই!' হোমসের মুখের হাসি তখনও মেলায়নি, 'কত বদমাশ এমনি হুমকি দিয়ে গেল, তারপরেও দিব্যি বহাল তবিয়তে আছি দেখতেই পাচ্ছেন। আর উনি এলেন ভারি এক ইয়ে আমায় হুমকি দিতে। যাক, তাহলে আজকের মত গুড মর্ণিং মিঃ গিবসন, আপনার এখনও অনেক কিছু শেখার বাকি আছে দেখছি।'

আপন মনে গাঁক গাঁক করতে করতে বেরিয়ে গেলেন নিল গিবসন। খানিকক্ষণ পাইপ টেনে হোমস প্রশ্ন করল, 'কেমন বুঝলে, ওয়াটসন?'

'প্রশ্নটা যখন আমাকেই করলে হোমস, তখন বলতে বাধ্য হচ্ছি মিঃ গিবসনের ম্যানেজার মিঃ বেটসের কথাই ঠিক,' আমি বললাম, 'মিঃ গিবসন হলেন সেই জাতের লোক যে ইচ্ছে মত পথের বাধা বাছবিচার না করে সরিয়ে দেয়। যতদূর মনে হচ্ছে স্ত্রীর রূপ যৌবন চলে যাবার পর আর তাঁকে পছন্দ হচ্ছিল না তাই মিঃ গিবসন নিজেই তাঁকে খতম করেছেন, আমার তাই ধারণা।'

'তোমার ধারণায় যুক্তি আছে, ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'পুরো উড়িয়ে দেবার মত নয়।'

'কিন্তু গভর্নেসের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক আছে সে কথা তুমি কি করে জানলে?'

'ধাপ্পা বলে মনে হলেও ব্যাপারটা আগেই এসেছিল আমার মাথায়। ওঁর লেখা চিঠির ভাষা পড়ে,' বলল হোমস, 'খুঁটিয়ে দেখলে ব্যাপারটা তোমার চোখেও ধরা পড়ত — মাইনে করা গভর্নেসকে নির্দোষ প্রমাণ করতে যে ভাষায় অনুরোধ করেছেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় দু'জনের মধ্যে হৃদয়ঘটিত কোন সম্পর্ক আছে। নিজেই তো দেখলে, ঐ প্রসঙ্গ তুলতেই ভদ্রলোক কেমন রুখে উঠলেন, তাতেই বুঝলাম আমার ধারণা নির্ভুল।'

'কিন্তু, মিঃ গিবসন ফিরে আসবেন কি?'

'ফিরে ওকে আসতেই হবে ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'এভাবে কেসটা ফেলে চলে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ঐ শোন ঘন্টার আওয়াজ! আসুন মিঃ গিবসন, ওয়াটসনকে বলছিলাম আপনি একটু বাদেই ফিরে আসবেন!'

দুনিয়ার সেরা সোনার খনির মালিক নিল গিবসন আবার ফিরে এলেন, হোমসের একদাগ ওষুধে মোক্ষম কাজ হয়েছে চোখে পড়ল। মিঃ গিবসনের তাকানো আর পা ফেলার মধ্যে খানিক আগেও যে ঔদ্ধত্য ছিল তা যেন জাদুবলে উধাও হয়েছে। তবে অপমানের জ্বলুনি যে এখনও ভেতরে পুষে রেখেছেন ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে তাও লক্ষ্য করলাম। তবু ভদ্রলোকের ব্যবসাবুদ্ধির তারিফ করতেই হয় — হোমসের মত গোয়েন্দাকে দিয়ে কার্যোদ্ধার করাতে হলে বিনয়ী হতে হবে এই সার সত্য হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন।

'আপনার এখান থেকে চলে যাবার পরেই কথাটা মনে এল,' যেখানে আলোচনা থেমে গিয়েছিল আবার সেখানে ফিরে এলেন মিঃ গিবসন, 'আমার কেসের দায়িত্ব যখন পুরোপুরি আপনার ওপর তখন একটা কেন, একশোটা প্রশ্ন আপনি আমায় করতে পারেন। সেই হক অবশ্যই আপনার আছে। আসলে আমার নিজেরই বুঝতে ভুল হয়েছিল। তাহলেও বলছি মিঃ হোমস, মিস ডানবারের সঙ্গে আমার আসল সম্পর্ক কি জাতীয়, এ কেসে সেই প্রশ্ন অবান্তর।'

'সেটা আমার বোঝার ব্যাপার, তাই না মিঃ গিবসন, যেহেতু আপনারই ভাষায় আপনার কেসের দায়িত্ব পুরোপুরি আছে আমারই ওপর?'

'সেদিক থেকে দেখলে ব্যাপারটা অবশ্য তাই দাঁড়াচ্ছে, মিঃ হোমস, এখন দেখছি গোয়েন্দা হলেও আপনি হাবভাব দেখাচ্ছেন ডাক্তারের মত, রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগীর যাবতীয় লক্ষণ যার জানা দরকার।'

'খাঁটি কথা বলেছেন, মিঃ গিবসন,' স্বভাবসিদ্ধ দুষ্টু হাসি ফুটল হোমসের ঠোঁটে, 'উকিল, ডাক্তার, ব্যাংকার, গোয়েন্দা এবং যাদের ওপর নির্ভর করতে হয় এমন যে কোনও শ্রেণীর লোকের কাছে কোনও কথা গোপন করা উচিত নয়। যাক, খামোখা সময় নষ্ট করছেন, এবার খোলা মনে আমার প্রশ্নের জবাব দিন।'

'অল্প কথায় আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি, মিঃ হোমস,' মিঃ গিবসন বললেন, 'যৌবনে সোনার খনির খোঁজে গিয়েছিলাম ব্রেজিলে, সেইখানে মানাওসে মেরিয়া পিন্টো অর্থাৎ আমার মৃত স্ত্রীর সংস্পর্শে এসেছিলাম, পা থেকে মাথা পর্যন্ত মেরিয়া ছিল রূপের ডালি, ওঁর বাবা ছিলেন মানাওসের

এক উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা। খোলা মনে জবাব দিতে বললেন বলেই বলছি, প্রথম নজরেই আমি মেরিয়ার প্রেমে পড়েছিলাম। সে যুগের আমেরিকায় মেরিয়া ছিল দুর্লভ রূপযৌবনের অধিকারিণী। ওদেশের আর পাঁচটা যুবতী মেয়ের মত কথায় কথায় নিজেকে বিলোয় না অথচ গভীর আবেগে পরিপূর্ণ তার হৃদয়মন, মনের মানুষের জন্য প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করতেও পিছুপা নয়, আবার তেমনই বদমেজাজী, সামান্য কথাতে তার মাথায় রাগ চেপে যায়। এমন মেয়ের প্রেমে না পড়ে কেউ থাকতে পারে? তবে প্রেমে পড়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমরা বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু বিয়ের অনেক পরে একটা সময় এমন হল যখন প্রেমের নেশা আর জমে না। ভালবাসা, আবেগ সবকিছুতেই লাগল ভাঁটার টান। কিন্তু আশ্চর্য, মেরিয়ার নিজের বেলায় এসব কিছুই ঘটল না, আমার প্রতি তার অগাধ প্রেম ভালবাসা বজায় রইল আগের মতই। এখন মনে হয় আমার মত মেরিয়ারও ভালবাসা ফুরিয়ে গেলে দু'জনের মধ্যে যে এতদিনকার হৃদয়ের সম্পর্ক তাতে ফাটল ধরত না। আমাকে যাতে ঘেন্না করে সেই উদ্দেশ্যে বহুবার চরম নিষ্ঠুর আচরণ করেছি মেরিয়ার সঙ্গে, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য বারবার ব্যর্থ হয়েছে। এত করেও মেরিয়ার মনে আমার প্রতি একতিল ক্ষোভ বা ঘেন্না তৈরি করতে পারিনি। আমেরিকা থেকে অনেক টাকাকড়ি নিয়ে এখানে চলে এলাম সপরিবারে, দেখলাম আমাজন নদীর তীরে কুড়ি বছর আগে মেরিয়া যেভাবে আমায় ভালবাসত, ইংল্যাণ্ডের জলাজঙ্গলে এসেও তা একইরকম আছে। আমি যত খারাপ ব্যবহারের মাত্রা বাড়াই, আমার প্রতি তার ভালবাসা ততই যায় বেড়ে। এই যখন অবস্থা তখন আমার দুই সন্তানের গভর্নেসের চাকরিতে বহাল হলেন মিস ডানবার। খবরের কাগজে তাঁর অনেক ফোটো ছাপানো হয়েছে তাই তাঁর রূপের বর্ণনা নতুন করে দেবার দরকার দেখছি না। শুধু আমি কেন, মিস ডানবারের মত রূপসী দুনিয়ায় খুব কমই আছে একথা প্রায় সব খবরের কাগজেই নানাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। চাকরিটা গভর্নেসের তাই আমার বাড়িতেই থাকতেন তিনি। এই অবস্থায় তাঁর মত এক রূপসীর প্রতি যদি আমি দুর্বল হই তবে তা কি খুব দোষের, মিঃ হোমস? আপনি নিজেও পুরুষ, তা ভুলে যাবেন না।'

'দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ রূপসী হলেও মিস ডানবার আপনার বাড়িতে চাকরি করতে এসেছিলেন, মিঃ গিবসন,' গম্ভীর গলায় বলল হোমস, 'চাকরিটা আপনার বাড়িতে থেকে আপনার সন্তানদের পড়ানো। আমার মতে, ভেতরে ভেতরে তাঁর রূপ দেখে যতই মুগ্ধ হন, সেকথা তাঁর কাছে মুখ ফুটে বলাটা অনুচিত।'

'হয়ত হতে পারে,' মুখ ফুটে কথাটা বললেও মিঃ গিবসনের দু'চোখের চাউনিতে তাচ্ছিল্য স্পষ্ট দেখলাম, 'মিস ডানবারকে বলেছি তাঁর প্রেম ভালবাসা আমার চাই, চাই তাঁকেও।'

'বাঃ!' চাপা ধিক্কারের সুর ফুটল হোমসের গলায়, দু'চোখ জ্বলে উঠল ক্রোধে, 'পিরীতি এতদূর এগিয়েছে মিঃ গিবসন? বলতে তো আর কিছু বাকি রাখেননি তাহলে!'

'শুধু এই নয়,' হোমসের ক্ষোভ মিঃ গিবসন হয় টের পেলেন না, নয়ত পাত্তা দিলেন না, একই গলায় বললেন, 'উপায় থাকলে ওঁকে গির্জায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতাম তাও বলেছি, আর বলেছি ওঁকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখতে, ওঁর সাধ আহ্লাদ মেটাতে যত টাকা লাগে আমি খরচ করতে রাজি। মিস ডানবার যেন শুধু একবার মুখ ফুটে আমায় জানিয়ে দেন কখন কোন জিনিসটা ওঁর চাই; যত দামি হোক, সে জিনিস ঠিক জোগাড় করে তাঁকে উপহার দেব আমি!'

'আপনার করুণা যে এত অপার তা আগে জানা ছিল না, মিঃ গিবসন,' একরাশ বিদ্রূপ ঝরে পড়ল হোমসের গলায়, 'আপনার মত উদারমনা মহৎ মানুষ শুধু দুনিয়া নয়, সমগ্র সৌরজগতে অত্যন্ত বিরল।'

'মিঃ হোমস,' হোমস যে বিদ্রূপ করছে এতক্ষণে তা মগজে ঢুকতে গলা সামান্য চড়ালেন মিঃ গিবসন, 'সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করার প্রয়োজনেই এসেছি আপনার কাছে, আপনার কাছে নীতিকথা শুনতে আসিনি. তার জন্য আলাদা লোক আছে।'

'আপনি আবার গরম হচ্ছেন, মিঃ গিবসন,' হোমসের গলাও এবার চড়ল, 'আপনি নন, শুধু ঐ অসহায় যুবতীর কথা ভেবেই আপনার কেসটা নিয়েছি তা প্রতি মুহূর্তে দয়া করে মনে রাখবেন, মিঃ নিল গিবসন। ছেলেমেয়েদের গভর্নেস তো পরিবারেরই একজন, বিশেষত সে যখন বাড়ির মধ্যেই থাকে সবার সঙ্গে মিলে মিশে; এমন এক আশ্রিতা অসহায় যুবতীর সর্বনাশ করতে গিয়েছিলেন আপনি নিজে, তাঁকে যে সব মনের কথা বলেছেন তা খানিক আগে নিজের মুখে স্বীকার করেছেন আপনি! মহিলা যে অপরাধেই অভিযুক্ত হোন না কেন, আপনি তাঁর প্রতি যে অন্যায় আচরণ করেছেন তার তুলনায় সে অপরাধ কতটা জোরালো তা এখনও জানি না।'

কেন কে জানে, মিঃ গিবসন হোমসের এ কথার কোন প্রতিবাদ করলেন না, মনে হল তার অভিযোগ পুরোটাই হজম করলেন। খানিক বাদে বললেন, 'আপনার কথা শুনতে যতই খারাপ লাগুক মিঃ হোমস তা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি তা এখন টের পাচ্ছি। আমার মতলব পুরো ভেস্তে গিয়েছিল বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্বাস করুন, মিঃ হোমস, মিস ডানবার আমার কোন কুপ্রস্তাবে সায় দেননি, উল্টে সেই মুহূর্তে বাড়ি চলে যেতে চেয়েছিলেন।'

'গেলেন না কেন?'

'কারণ ঐ চাকরির টাকায় সংসারে অনেকের ভরনপোষণের দায়িত্ব আছে ওঁর ওপর, এই গেল প্রথম কারণ। দ্বিতীয়ত আমি কথা দিয়েছিলাম ভবিষ্যতে আর কখনও ওঁর গায়ে হাত দেব না। তবে আমার মতে আরও একটা কারণ কিছু আছে যে জন্য হুমকি দিয়েও মিস ডানবার আমার বাড়ি ছেড়ে যাননি।'

'সে কারণটা বলবেন কি?'

'নিশ্চয়ই বলব, মিঃ হোমস,' এতটুকু ইতস্তত না করে মিঃ গিবসন বললেন, 'আমার ওপর ওঁর যে প্রভাব পড়েছে সেটা সহজেই আঁচ করতে পেরেছিলেন, উনি সেই প্রভাব কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।'

'কি রকম?'

'আমার কাজকারবার সম্পর্কে অনেক খবর মিস ডানবার জানেন মিঃ হোমস, সেগুলো এত বিশাল ও ব্যাপক যা সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে। ভাঙ্গা আর গড়া, দুটো খেলাই আমার জানা। শুধু মানুষ নয়, সমাজ, শহর এমনকি একটা জাতকেও কিভাবে গড়তে আর ভাঙ্গতে হয় সে কৌশল আমার আয়ত্তে। ব্যবসা বড় শক্ত খেলা, মিঃ হোমস, এ খেলা দুর্বলের জন্য নয়। ব্যবসায় বহুবার হেরেও আমি মনোবল হারাইনি, যারা মনোবল হারিয়েছে এতটুকু দুঃখ করিনি তাদের জন্য। কিন্তু মিস ডানবার এই পুরো ব্যাপারটাকেই দেখতেন অন্য নজরে। এখন মনে হচ্ছে ওঁর দৃষ্টিভঙ্গিটাই হয়ত ঠিক। মানুষকে মেরে মানুষের উন্নতির বিপক্ষে ছিলেন তিনি, বলতেন বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি সম্পদে কোন দরকার নেই। ডলার চিরস্থায়ী নয় তা আমিও জানি, মিঃ হোমস, তার চেয়েও যা স্থায়ী তেমন কিছুর খোঁজ উনি পেয়েছিলেন আর সেদিকে আমার নজর ফেরাতে চেয়েছিলেন। ওঁর কথা মন দিয়ে শুনছি মিস ডানবার লক্ষ্য করেছিলেন এবং আমার কাজকর্মের ওপর এইভাবে প্রভাব বিস্তার করে দুনিয়ার মানুষের উপকার করছেন এমন ধারণা পেয়েছিল ওঁকে। বাড়ি ছেড়ে চলে না যাবার এটাও অন্যতম প্রধান কারণ — আর তারপরেই এই ঘটনা ঘটে গেল।

'আরেকটা প্রশ্ন করছি,' তীক্ষ্ণ চোখে মিঃ গিবসনের চোখের পানে তাকাল হোমস, 'এরও সদুত্তর চাই। যে ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে আপনার নিজের ধারণা কি?'

মিনিটখানেক দু'হাতে নিজের মাথাটা ঠিক রেখে মুখ খুললেন মিঃ গিবসন, 'যে ঘটনা ঘটেছে তা যে পুরোপুরি মিস ডানবারের বিপক্ষে সেকথা মানছি, মিঃ হোমস। মেয়েরা অনেক সময় মনের তাগিদে এমন কিছু কাজ করে বসে, পুরুষেরা অনেক ভেবেও যার থই পায় না। গোড়ায় যে

ধারণা আমার মনে গড়ে উঠেছিল তা হল এই যে মিস ডানবারের প্রতি আমার স্ত্রীর ঈর্ষার পরিণতিতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আগেই বলেছি আমার স্ত্রী ছিলেন ব্রেজিলের মেয়ে, যখন তখন মাথায় খুন চাপা আমাজনী মর্দানির প্রবৃত্তি ষোল আনা ছিল ওঁর মেজাজে। মিস ডানবারের মত এক রূপসী যুবতী আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন প্রাঁচ করার পর থেকেই ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠেছিল তাঁর মাথায়। হয়ত মিস ডানবারকে খুন করার মতলব এঁটেছিলেন আমার স্ত্রী, অথবা রিভলভার উঁচিয়ে শাসাতে চেয়েছিলেন যাতে ভয় পেয়ে উনি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যান। সেই সময় ওঁদের দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি বাধে, যার ফলে হাতে ধরা রিভলভারের গুলি বেরিয়ে ঢুকেছে আমার স্ত্রীর মগজে।'

'আপনার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেবার মত নয়, মিঃ গিবসন, এটা আমার মনেও একবার এসেছিল। পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের একমাত্র বিকল্প হিসেবে এছাড়া আর কোন সম্ভাবনাই বা কোথায়?'

'কিন্তু মিস ডানবার বারবার বলছেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর কোনও ধস্তাধস্তি হুড়োহুড়ি হয়নি।'

'কিন্তু তাতেই কি সব মিটে গেল?' প্রশ্ন করল হোমস, 'চোখের সামনে এমন ঘটনা ঘটলে ছেলেদেরই মাথার ঠিক থাকে না, আর মিস ডানবার তো মহিলা! বিভ্রান্ত মানসিকতা নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন হাতের মুঠোয় তখনও রিভলভার ধরা। পোশাক পাল্টাতে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে সেটা রেখে দিলেন নিজেরই আলমারিতে তারপর খানাতল্লাশি চালিয়ে যখন তার হদিশ মিলল তখন একরাশ মিথ্যে শোনালেন কারণ সেটাই স্বাভাবিক। আমার এই অনুমানের বিরুদ্ধে আপনার যুক্তি কি হবে?'

'সেক্ষেত্রে মিস ডানবার স্বয়ং হবেন আমার যুক্তি।'

'হয়ত তাই,' চাপা গলায় সায় দিয়ে পকেটঘড়ি বের করল হোমস, 'পারমিটগুলো বের করতেই আজকের পুরো সকালটা কাটবে, তারপর সন্ধ্যের ট্রেন ধরে পৌঁছোব উইনচেস্টারে। মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পরে এ ব্যাপারে আরও কিছু জানতে পারব আশা করছি, কিন্তু আপনি যেমন আশা করছেন আমার সিদ্ধান্ত হুবহু তেমনই হবে এমন কথা দিতে পারছি না।'

উইনচেস্টার জেল হাজতে গিয়ে বিচারাধীন মিস ডানবারের সঙ্গে দেখা করার সরকারি পাস জোগাড় করতে কিছুটা দেরিই হল, তাই উইনচেস্টারে না গিয়ে হোমস আমায় নিয়ে এল হ্যাম্পশায়ারে মিঃ নিল গিবসনের এস্টেটে। মিঃ গিবসন আমরা এসেছি খবর পেয়েও এলেন না। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক বলে মনে হল না হোমসকেও। মিসেস গিবসনের খুনের গোড়ার দিকের তদন্ত করেছিলেন সেই সার্জেন কভেন্ট্রির অফিসে হোমস আমায় নিয়ে হাজির হল। স্থানীয় এই পুলিশ অফিসার যেমন ঢ্যাঙ্গা তেমনই রোগাপটকা, গায়ের রং মড়ার মত ফ্যাকাশে হলদে, যেন খুব গোপন কিছু বলছেন এইভাবে ফিসফিস করে কথা বলেন, বলতে বলতে এত খাদে নামান যে মনে হয় সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলছেন। কায়দাটা ভালই আয়ত্ত করেছেন যাহোক। তাহলেও তাঁর ব্যবহার খুব ভাল, এমন একটি খুনের মামলার জট খোলার মত বুদ্ধি নিজের ঘটে নেই তা মুখ ফুটে স্বীকার করলেন এবং তদন্তের সূত্রে যে কোন সাহায্য সানন্দে গ্রহণ করবেন তাও বললেন।

'আপনার নাম তো কম দিন শুনছি না, মিঃ হোমস,' সার্জেন্ট কভেন্ট্রি বললেন, 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বদলে রহস্যের জট আপনি খুলুন এটাই আমার ইচ্ছে, খোলাখুলি বলছি। ওদের অফিসারেরা কেস হাতে পেয়ে এমন হাবভাব করেন যেন আমরা স্থানীয় থানার অফিসারেরা একেকজন গবেট। কৃতিত্বের ভাগ সব ওঁরাই চেটেপুটে খান, আমাদের কপালে জোটে শুধু জজসাহেবের ধমকানি। যতদূর শুনেছি আপনি মানুষটা সাদাসিধে, আপনার ভেতরে ঘোরপ্যাঁচ তেমন নেই।'

'হোমসকে এত পছন্দের কারণ এতক্ষণে ঢুকল আমার মাথায়। 'ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না,' বলল হোমস, 'সরকারি তারিফ আর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বাহবা না পেলেও আমার চলবে। এও জানবেন রহস্যের জট খোলার পরেও সরকারি রিপোর্টে আমার নাম উল্লেখ করা হোক তা আমার ইচ্ছে নয়। তেমন হলে কৃতিত্বের অধিকারী যাতে আপনিই হন তাও আমি দেখব, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সেটুকু প্রভাব আমার আছে সার্জেন্ট!'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই,' গাঁইয়া দারোগার মত মিনমিনে খোসামুদে গলায় সার্জেন্ট কভেন্ট্রি বললেন, 'আপনার মত লোক আর হয় না, আপনার বন্ধু ডঃ ওয়াটসনও যতদূর জানি খুব বিশ্বস্ত। মিঃ হোমস, মিসেস গিবসনের লাশ যেখানে পড়েছিল সেখানে আপনাদের নিয়ে যাবার আগে একটা প্রশ্ন করতে চাই। প্রশ্নটা মনে জেগেছে বলেই করছি, আশাকরব কারও কানে যেন না পৌঁছোয়,' বলে একবার চারপাশে চোখ বোলালেন সার্জেন্ট, তারপর প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'মিসেস গিবসনের খুনি হিসেবে মিঃ গিবসনকে আপনি একবারও সন্দেহ করেন নি?'

'সে সম্ভাবনা একবার আমার মনেও দেখা দিয়েছিল, সার্জেন্ট! লক্ষ্য করলাম কথাটা বলতে গিয়ে হোমসের মুখের একটি পেশিও স্থানচ্যুত হল না।

'মিস ডানবারকে আপনি এখনও দেখেননি বলেই প্রশ্নটা করলাম, মিঃ হোমস, মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমন নিখুঁত সুন্দরী খুব কমই চোখে পড়ে। এমনও তো হতে পারে যে তাকে পাবার জন্যই মিঃ গিবসন খুন করেছেন নিজের স্ত্রীকে? পিস্তলের সাহায্যে আমেরিকানবা করতে পারে না এমন কাজ নেই, মিঃ হোমস, এদিক থেকে আমরা ওদেব চেয়ে এখনও ঢের পিছিয়ে। মিসেস গিবসন যে পিস্তলের গুলিতে খুন হয়েছেন সেটা মিঃ গিবসনেরই।'

'এ সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দুটো পিস্তলের একটার গুলিতে খুন হয়েছেন মিসেস গিবসন।'

'দুটো পিস্তল! আরেকটা কোথায়?'

'মিঃ গিবসনের বাড়িতে গাদা গাদা পিস্তল আছে, আমরা এখনও মিলিয়ে দেখতে পারিনি বটে তবে পিস্তল রাখার একটা বাক্স ওঁর বাড়িতে পেয়েছি ভেতরে দুটো পিস্তলের খোপ।'

'আপনি যা বলছেন এ যদি সেই জোড়া পিস্তলের একটা হয়ে থাকে তো আপনি নিশ্চয়ই সেটা মিলিয়ে নিতে পারবেন। তার আগে কিন্তু এই পিস্তলের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না।'

'ওঁর বাড়িতে যত পিস্তল আছে সব আমরা এক জায়গায় সাজিয়ে রেখেছি, মিঃ হোমস,' সার্জেন্ট কভেন্ট্রি বললেন, 'গেলেই নিজে চোখে দেখবেন।'

'পিস্তলের ব্যাপারে পরে আসা যাবে, এখন আমায় আগে খুনের ঘটনাস্থলে নিয়ে চলুন।'

সার্জেন্ট কভেন্ট্রির বাড়িটা ছোট। কথাবার্তা হচ্ছিল বাইরের ঘরে বসে, ঐ ঘরটাই এখানকাব স্থানীয় থানা। এবার উনি আমাদের নিয়ে বেরোলেন। বাইরে প্রকৃতির রূপ অদ্ভুত সুন্দর — ফার্ণগাছের সোনালি পাতা হাওয়ার দাপটে খসে পড়ছে মেঠো পথের ওপর, সেই পাতা মাড়িয়ে প্রায় আধঘণ্টা বাদে তিনজনে এসে পৌঁছোলাম মিঃ গিবসনের থর প্লেস এস্টেটে ঢোকার ফটকের সামনে। পাশেই গভীর জলা তার ওপর গাড়ি চালিয়ে এস্টেটে ঢোকার ব্রিজ, পাথরে তৈরি। ব্রিজের দু'পাশে জলা গভীর হতে হতে হ্রদের আকার নিয়েছে। ব্রিজের গোড়ায় সার্জেন্ট কভেন্ট্রি থমকে দাঁড়ালেন, ইশারায় জমি দেখিয়ে বললেন, 'ঐখানে পড়েছিল মিসেস গিবসনের লাশ।'

'লাশ সরানোর আগে আপনি এসেছিলেন তো?'

'অবশ্যই, মিঃ হোমস, খবর পেয়েই আমি চলে এসেছিলাম।'

'আপনাকে কে খবর পাঠিয়েছিল?'

'মিঃ গিবসন নিজে। স্ত্রী খুন হয়েছেন শুনেই উনি বাড়ির সবাইকে নিয়ে ছুটে আসেন এখানে, পুলিশ আসার আগে কাউকে কিছু ছুঁতে নিষেধও করেন।'

'খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। খবরের কাগজে পড়েছি খুব কাছ থেকে মিসেস গিবসনকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে।'

'ঠিকই লিখেছে।'

'ডান রগের কাছে?'

'ঠিক তার পেছনে।'

'লাশ কিভাবে পড়েছিল, সার্জেন্ট?'

'চিৎ হয়ে। ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন ছিল না, ধারে কাছে কোন অস্ত্রেরও হদিশ মেলেনি। শুধু লাশের বাঁ হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা ছিল একফালি কাগজ।'

'শক্ত করে ধরা ছিল বলছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, লাশের আঙ্গুল খুলে কাগজ বের করতে অনেক সময় লেগেছে।'

'পয়েন্ট দামি, সার্জেন্ট, এতে প্রমাণ হচ্ছে লাশের হাতে ঐ কাগজ জোর করে কেউ ঢুকিয়ে দেয়নি, কাগজটা হাতের মুঠোয় নিয়েই মিসেস গিবসন খুন হন। কেমন সার্জেন্ট, ঠিক তো?'

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস।'

'চিঠির বয়ান আর স্বাক্ষর ওঁর নিজের একথা মিস ডানবার স্বীকার করেছেন?'

'করেছেন, স্যর।'

'কেন সেদিন রাত ন'টায় দেখা করতে চেয়েছিলেন বলেছেন?'

'না স্যার, বলেছেন এ সম্পর্কে ওঁর যা বলার আদালতেই বলবেন।'

'সমস্যাটি কৌতূহলপ্রদ সন্দেহ নেই, সার্জেন্ট, বিশেষ করে ঐ চিঠির ব্যাপারটা; যেমনই অদ্ভুত, তেমনই দুর্বোধ্য।'

'যা বলেছেন, স্যর,' সায় দিয়ে বললেন সার্জেন্ট কভেন্ট্রি, 'তবে সাহস দেন তো বলি, আমার মনে হয় এই খুনের রহস্যের সব সূত্র লুকোনো আছে ঐ ছোট্ট একটুকরো চিঠির বয়ানে।'

'চিঠিখানা মিস ডানবারই নিজে লিখেছেন জানলেও নিশ্চয়ই খুন হবার বেশ কিছু আগে কম করে দুঘণ্টা আগে তা মিসেস গিবসনের হাতে এসেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে খুন হবার সময় অত শক্ত করে চিঠিটা উনি বাঁ হাতের মুঠোয় ধরেছিলেন কেন? মিস ডানবার তাঁর মাইনে করা কর্মচারী, একই বাড়িতে থাকেন, হয়ত গোপনে কিছু কথা বলতে তাঁকে দেখা করতে বলেছিলেন থর ব্রিজে। কিন্তু তাই বলে চিঠিটা সঙ্গে নেবার কি দরকার ছিল? কথাবার্তার সময় চিঠির প্রসঙ্গ ওঠার সম্ভাবনা ছিল বলে কি ওঁর মনে হয়েছিল? সার্জেন্ট, ব্যাপারটা অদ্ভুত নয় কি?'

'আপনি যেভাবে ব্যাখ্যা করছেন স্যর, তাতে তো ঐ একটা কথাই মুখে আসে।'

'এক সঙ্গে অনেকগুলো সম্ভাবনা মাথায় আসছে। দাঁড়ান, একটু বসা যাক,' বলে ব্রিজের পাঁচিলে বসল হোমস, 'বসে কয়েক মিনিট মাথা খাটিয়ে নিই, তাহলেই আসল সম্ভাবনাটা পেয়ে যাব। আরে, ওটা কি?' বলেই লাফিয়ে উঠে পড়ল সে, মুখোমুখি পাঁচিলের সামনে এসে পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করল, পাঁচিলের খোদাই করা ভাস্কর্য দেখতে দেখতে বলে উঠল, 'এটা দেখেছেন, সার্জেন্ট?'

ধূসর পাথরের খানিকটা জায়গার চলটা উঠে গেছে, ইশারায় সেদিকে সার্জেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করল হোমস।

'এটা আগেও দেখেছি, স্যর,' সার্জেন্ট কভেন্ট্রি বললেন, 'রোজ কত লোক ব্রিজ পেরিয়ে যাওয়া আসা করছে, এ নির্ঘাৎ তাদেরই কারও কীর্তি।'

'খুব অদ্ভুত জায়গায় চলটা উঠেছে, লক্ষ্য করেছেন?' বলেই হোমস হাতের ছড়ি দিয়ে জোরে এক ঘা মারল পাঁচিলে কিন্তু শক্ত পাথুরে পাঁচিল সেই ঘায়ে ভাঙ্গল না। সার্জেন্ট কভেন্ট্রি গভীর আগ্রহে হোমসের কাজকর্ম দেখতে লাগলেন।

'পাঁচিলের ওপরে বা ধারে নয়, চলটা উঠেছে নীচের দিকে, দেখেছেন সার্জেন্ট?' আচ্ছা, মিসেস গিবসনের লাশ এখান থেকে কতটা দূরে পড়েছিল বলতে পারেন?'

'তা কম করে পনেরো ফিট দূরে।'

'লাশের আশেপাশে পায়ের ছাপ পাননি?'

'মাটি লোহার মত শক্ত, স্যর, কোন পায়ের ছাপ চোখে পড়েনি।'

'তাহলে এবার চলুন বাড়ির ভেতরে ঢোকা যাক,' বলল হোমস, 'আপনি মিঃ গিবসনের বাড়িতে পিস্তলের কথা বলেছিলেন আগে সেগুলো দেখব তারপর উইনচেস্টারে গিয়ে দেখা করব মিস ডানবাবের সঙ্গে।'

মিঃ গিবসন তখনও শহর থেকে ফেরেননি। ওঁর এস্টেট ম্যানেজার মিঃ বেটসের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল, মনিবের বাড়িতে নানা রকম পিস্তল বন্দুক যত ছিল সব আমাদের দেখালেন।

'খাটের পাশে গুলিভরা রিভলভার নিয়ে মিঃ গিবসন শুতে যান,' যেন মনিবের যাবতীয় কুকীর্তি শুনিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছেন এমন হাসি হাসলেন মিঃ বেটস, 'ওঁর দুষমনের অভাব নেই, তা তো জানেন; যেমন খারাপ ওঁর ব্যবহার, ভদ্র মানুষের রাতারাতি দুষমন হবার পক্ষে তা যথেষ্ট! এই আমাদের কথাই ধরুন না, এমন ব্যবহার প্রায়ই করেন যখন আমাদেরও ওঁকে রীতিমত যমের মত ভয় করে চলতে হয় দিনরাত। আমার নিজের ধারণা মিসেস গিবসন নিজেও বেঁচে থাকতে ওঁর স্বামীর খারাপ ব্যবহারের কথা ভেবে সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতেন।'

'আচ্ছা মিঃ বেটস, আপনি কখনও মিঃ গিবসনকে ওঁর স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে দেখেছেন?'

'না, গায়ে হাত দিতে দেখিনি,' মিঃ বেটস বললেন, 'তবে রেগে গেলে মুখে যা আসে তাই বলে গালিগালাজ করতেন স্ত্রীকে, এমন কি চাকরবাকরদের সামনেও বলতে ছাড়তেন না!'

মিঃ গিবসনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশনের দিকে এগোতে এগোতে হোমস বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে আমাদের এই কোটিপতি ভদ্রলোকটির পারিবারিক জীবন মোটেও উজ্জ্বল ছিল না। ওয়াটসন, এ কেসে এখন পর্যন্ত অনেক খবর আমাদের হাতে এসেছে। মিঃ বেটসের কাছ থেকে যে সব খবর পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে বিকেল পাঁচটায় শহর থেকে ফেরার পরে মিঃ গিবসন বাড়ি থেকে বেরোননি। খুনের খবর যখন আসে সেই সময় মিঃ গিবসন লাইব্রেরিতে ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সেদিন ডিনারপর্বও রাত সাড়ে আটটার মধ্যেই হয়েছিল এবং তখনও পর্যন্ত সব কিছু স্বাভাবিক ছিল ধরে নিতে বাধা নেই। লাশের হাতের মুঠোয় যে চিরকুট পাওয়া গেছে তাতে দেখা করার যে সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে সেই সময়েই খুনটা হয়ে থাকবে। অন্যদিকে, মিসেস গিবসনের সঙ্গে ঐদিন রাত ন'টার পরে থর ব্রিজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল এটুকু মিস ডানবার স্বীকার করেছেন গ্রেপ্তার হবার পর থেকেই, কিন্তু উকিল নিষেধ করেছেন বলে এর বেশি একটি কথাও জানা যায়নি ওঁর কাছ থেকে। উত্তর পাবার মত অনেকগুলো প্রশ্ন এই মহিলাকে করার ছিল সার্জেন্ট, এবং সত্যি বলছি ওঁর সঙ্গে যতক্ষণ দেখা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মন শান্ত হবে না। একটা — শুধু একটা ব্যাপারের জন্য ওঁকে খুনি বলে মেনে নিতে মন চাইছে না, ওয়াটসন।'

'সেটা কি, হোমস?'

'ওঁর ওয়ার্ডরোব তল্লাশি চালিয়ে পুলিস পিস্তল খুঁজে পেয়েছে, এই ব্যাপারটা।'

'কিন্তু হোমস,' নিজের গলা আমার নিজেরই কানে খুব উত্তেজিত শোনাল, 'খুনি সন্দেহে গ্রেপ্তার করার পক্ষে এটা কি মারাত্মক প্রমাণ তা ভেবে দেখেছো?'

'না, ওয়াটসন,' অদ্ভুত শান্ত গলায় বলল হোমস, 'যতটা ভাবছো ততটা মারাত্মক নয়, এই ব্যাপারটা খবরের কাগজে পড়েই মনে হয়েছিল কিছু একটা গোলমাল এর মধ্যে আছে। না, ওয়াটসন, অত সহজ মামলা এটা নয়, আলমারিতে পিস্তল পাওয়া গেছে বলেই মিস ডানবারকে খুনি হিসেবে মেনে নিতে আমি রাজি নই।'

'তোমার ইঙ্গিত আমি ঠিক ধরতে পারছি না, হোমস, একটু বুঝিয়ে বলবে?'

'বেশ বুঝিয়ে বলছি, মন দিয়ে শোন, ধরে নাও ওয়াটসন, তুমি একজন নারী যার জীবনে এক প্রতিদ্বন্দ্বী নারীর আবির্ভাব ঘটেছে, ঠাণ্ডা মাথায় তুমি তাকে খুন করার মতলব আঁটলে। তাকে দিয়ে চিরকুট লেখালে, তাতে নিজের হাতে সে স্বাক্ষরও করল। যথাসময়ে সে নির্দিষ্ট জায়গায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে এল, তুমি তাকে খুনও করলে। এ পর্যন্ত সব ঠিক, কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু এত বড় অপরাধ করার পরে তোমার কাজ কি হবে — প্রথমেই খুনের হাতিয়ারটি দূরে কোন নলখাগড়ার ঝোপে ছুঁড়ে ফেলে খুনের প্রমাণ নষ্ট করা, তাই তো? কিন্তু কার্যত তুমি তা করলে না, না করে খুনের হাতিয়ারটি সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলে বাড়িতে, তারপর নিজের আলমারির নীচের তাকে সেটা রেখে দিলে। ওয়াটসন, মনে রেখো কুবুদ্ধিতে তোমার জুড়ি নেই। বাড়িতে খানাতল্লাশির সময় আলমারি বাদ যাবে না, এটা তোমার না জানার কথা নয়। এবার বলো, এটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা কি না?'

'ধরো উত্তেজনার বশে পরিণতির প্রশ্ন ওঁর মাথায় আসেনি, তাই ভুল করে ওটা নিজের আলমারিতে —'

'না, ওয়াটসন, ঠাণ্ডা মাথায় যেখানে খুন করা হয়েছে সেখানে খুনের পরে নিজেকে বাঁচানোর আটঘাটও তৈরি হয়েছে আগেভাগেই। আবার বলছি, কেউ আমাদের এই ব্যাপারে ভুল বোঝাতে চাইছে।'

'কিন্তু তাহলে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে।'

'তা তো বটেই, নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা অন্তত করতে হবে। এখানে যে পিস্তল বা রিভলভার মিস ডানবারের আলমারিতে পাওয়া গেছে তাকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যাক — মিস ডানবার বলেছেন ওটা তাঁর নয়, নিজের আলমারিতে ওটা তিনি রাখেননি। নতুন যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগোচ্ছি সেখানে উনি সত্যি বলছেন ধরে নিতে হবে, সেক্ষেত্রে এটাই দাঁড়াচ্ছে মিস ডানবারের অজান্তে কেউ ওটা খুনের আগে বা পরে রেখে দিয়েছিল ওঁরই আলমারিতে যাতে খুনের দায়ে ওঁকে ফাঁসানো যায়। কাজটা যেই করে থাকুক এক্ষেত্রে তাকেই আসল অপরাধী বলে ধরে নিতে হচ্ছে। দেখলে, শুধু দৃষ্টিভঙ্গী সামান্য অদল বদল ঘটিয়ে কিভাবে তদন্তের সম্ভাব্য পরিণতিতে আমরা পৌঁছে গেলাম?'

মিঃ জয়েস কামিংস ব্যারিস্টার হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন; এই তরুণ আইনজীবী মিস ডানবারের পক্ষে মামলা লড়তে রাজি হয়েছেন। থর এস্টেট থেকে বেরিয়ে আমরা চলে এসেছি উইনচেস্টারে, রাতটা ওখানেই কাটিয়েছি। পরদিন সকালে মিঃ কামিংসকে সঙ্গে নিয়ে এলাম মিস ডানবারের সঙ্গে দেখা করতে।

মিস ডানবারের চুল কালো, চামড়ার রংও চাপা। রূপসী, দীর্ঘদেহী এই মহিলার সর্বাঙ্গে অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব, চোখের অসহায় চাউনি দেখে বোঝা যায় খুন দূরে থাক, কোন অপরাধের চিন্তা এঁর মাথায় কখনও আসে না। বিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমস তাঁকে বাঁচাতে এসেছেন শুনে আশা জাগল দু'চোখে।

'মিঃ নিল গিবসন আশাকরি ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বলেছেন আপনাকে?' গলা নামিয়ে হোমসকে প্রশ্ন করলেন মিস ডানবার, গলায় উত্তেজনা চাপা রইল না।

'হ্যাঁ,' হোমস জবাব দিল, 'কিন্তু সেই প্রসঙ্গ তুলে দয়া করে আপনি নিজেকে কষ্ট দেবেন না। মিঃ গিবসনের ওপর আপনার অসীম প্রভাব আর ওঁর সঙ্গে আপনার নির্দোষ সম্পর্ক সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হয়েছি আপনাকে দেখেই। কিন্তু এসব কথা আদালতে বলেননি কেন?'

'কেলেংকারির ভয়ে আমি অপেক্ষা করেছিলাম,' বললেন মিস ডানবার, 'ভেবেছিলাম একদিন সবাই যা সত্যি জানবে। কিন্তু এখন দেখছি জানার বদলে সত্যি ঘটনাকে বিকৃত করা হচ্ছে।'

'আপনার আইনজীবী মিঃ কামিংস আশাকরি আপনাকে বলেছেন যে আপাতত যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ আপনার বিপক্ষে; তাই আমার অনুরোধ, যা জানতে চাইব তার সঠিক উত্তর দেবেন, আমার কাছে কিছুই গোপন করবেন না।'

'কথা দিচ্ছি গোপন করব না।'

'তাহলে মিসেস গিবসনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আসলে কেমন ছিল খুলে বলুন।'

'উনি মানে মিসেস গিবসন আমায় ভীষণ ঘেন্না করতেন, দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। ওঁর স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে মনোগত, অন্তরের, দৈহিক কোন সম্পর্ক সেখানে ছিল না তা ওঁর মাথায় ঢুকত না। আগাগোড়া উনি আমায় ভুল বুঝে গিয়েছিলেন।'

'সে রাতে যা যা ঘটেছিল একে একে বলে যান,' হোমস বলল।

'মিঃ গিবসনের বাড়িতে স্কুলরুমে ঘটনার দিন সকালে মিসেস গিবসনের লেখা একটা চিঠি হঠাৎ চোখে পড়ল। আমাকে লিখেছেন বিশেষ দরকারে ঐদিন রাত ন'টায় যেন থর ব্রিজে ওঁর সঙ্গে দেখা করি, দরকারি কিছু কথা আমায় বলবেন তিনি। এও লিখেছিলেন ঐ চিঠি পড়ে আমি যেন আমার উত্তর বাগানে সূর্যঘড়ির ওপর রেখে আসি। তাঁর লেখা চিঠিখানা পড়ে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি। আরও উল্লেখ করেছিলেন যেন ঐ চিঠির ব্যাপার কাউকে না বলি। এত গোপনীয়তার কারণ কি তখন বুঝতে না পারলেও চিঠিতে লেখা ওঁর সবক'টি নির্দেশ আমি সেদিন পালন করেছিলাম। ওঁর লেখা চিঠিটা স্কুলরুমের গেটেই পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছিলাম। স্ত্রীর সঙ্গে খুব নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন বলে মিসেস গিবসন ওঁর স্বামী মিঃ গিবসনকে ভীষণ ভয় করতেন এজন্য আমি নিজেও মিঃ গিবসনকে একাধিকবার বকাবকি করেছি। আমি ধরে নিয়েছিলাম আমার সঙ্গে আলাদা দেখা করেছেন জানলে মিঃ গিবসন হয়ত বকুনি দেবেন সেই ভয়ে চিঠির ব্যাপারটা কাউকে জানাতে নিষেধ করেছেন মিসেস গিবসন।'

'তারপরে কি ঘটল?'

'নির্দিষ্ট সময়ে থর ব্রিজে গেলাম। ব্রিজে ওঠার কাছেই দেখলাম মিসেস গিবসন দাঁড়িয়ে আছেন আমার অপেক্ষায়। আমাকে দেখেই যেভাবে উনি তেড়ে এলেন তাতে সন্দেহ হল ওঁর মাথা ঠিক আছে কিনা। যা নয় তাই বলে আমায় গালাগাল দিলেন, সে সব কথা ভদ্র নারীপুরুষের পক্ষে মুখে আনা সম্ভব নয়। সেই মুহূর্তে বুঝলাম বাইরে ভদ্রতার মুখোশ আঁটলেও মিসেস গিবসন এতদিন আমায় মন থেকে শুধু ঘেন্নাই করে এসেছেন। ওঁর সেই অসভ্যের মত চিৎকার চেঁচামেচি সইতে না পেরে আমি দু'হাতে কান চেপে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে। খানিক দূর এসে একবার ফিরে তাকালাম, দেখি ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে মিসেস গিবসন তখনও আমায় গালিগালাজ করে চলেছেন।'

'পরে কোথায় ওঁর লাশ পাওয়া গিয়েছিল?'

'যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার কিছু তফাতে।'

'বাড়ি ফেরার সময় পেছনে গুলি ছোঁড়ার শব্দ শুনেছিলেন?'

'না, মিঃ হোমস; তাছাড়া আমি ঐ মুহূর্তে উত্তেজিত ছিলাম তাই কোন শব্দ হলেও আমার কানে তা পৌঁছায়নি। মিসেস গিবসনের আচরণে এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম যে বাড়ি ফিরে আমার ঘরে পায়চারি করে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলাম।'

'আপনার কামরায় ঢুকেছিলেন বলছেন, পরদিন সকালের আগে সেখান থেকে বেরিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, বেরিয়েছিলাম, মিসেস গিবসন বাইরে খুন হয়েছেন শুনেই বাড়ির আর সব লোকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলাম।'

'ঐ সময় মিঃ গিবসনকে দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, উনি তখন সবে ব্রিজ থেকে বাড়ি ফিরেছেন; উনি তখন পুলিশ ডাকতে লোক পাঠাচ্ছেন।'

'মিঃ গিবসনকে বিধ্বস্ত ঠেকেছিল?'

'মিঃ গিবসন এমনিতেই শক্ত ধাঁচের লোক, মনের অবস্থা যেমনই হোক মুখ দেখে বোঝা যায় না। তাহলেও সেদিন ওঁকে দেখে খুব বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হয়েছিল।'

'এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আসছি — যে পিস্তলটা আপনার আলমারি থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে সেটা আগে কখনও দেখেছিলেন?'

'শপথ করে বলতে পারি আগে কখনও ওটা দেখিনি।'

'ওটা কখন পাওয়া গেল?'

'পরদিন সকালে পুলিশি খানাতল্লাশির সময়।'

'কোথায় পাওয়া গেল, আপনার জামাকাপড়ের ভেতর?'

'হ্যাঁ; আমার আলমারির নীচের তাকের জামাকাপড়ের মধ্যে।'

'কতক্ষণ ওটা সেখানে ছিল বলে আপনার ধারণা?'

'আগেরদিন সকালেও ছিল না এটুকু বলতে পারি।'

'এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে?'

'কারণ আলমারি আমি নিজের হাতে গুছিয়েছিলাম।'

'তাহলে বোঝাই যাচ্ছে আপনাকে বিপদে ফেলতে অন্য কেউ আপনার অজান্তে ঢুকেছিল আপনার ঘরে, আপনার আলমারিতে তিনিই পিস্তল রেখেছিলেন।'

'তাই হওয়াই তো স্বাভাবিক।'

'কিন্তু সেটা কখন ঘটেছিল?'

'হয়ত খাবার সময় অথবা স্কুলরুমে যখন ছেলেমেয়েদের পড়াতে ব্যস্ত ছিলাম, সেই সময়।'

'মিসেস গিবসনের চিঠি পাবার পরে ঐ স্কুলরুমেই ছিলেন?'

'হ্যাঁ, তখন থেকে শুরু করে পুরো সকালটা ছিলাম।'

'ধন্যবাদ মিস ডানবার, তদন্তে সাহায্য করতে পারে এমন আর কোন পয়েন্ট কি আপনার মনে পড়ছে?'

'না, তেমন কিছু এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না।'

'মিসেস গিবসনের লাশের উল্টোদিকে ব্রিজের পাথরের রেলিং-এর এক জায়গায় কিছুটা ভেঙ্গেছিল, মিস ডানবার। এ সম্পর্কে আপনার নিজের কি ধারণা?'

'আমার মতে এটা নিছক কাকতালীয়।'

'অদ্ভুত, মিস ডানবার, কাকতালীয় মোটেই নয়, খুবই অদ্ভুত। নয়ত ঠিক খুনের সময়েই ঐখানকার পাথুরে রেলিং-এর চলটা উঠল কেন?'

'কিন্তু চলটা ওঠা তো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, মিঃ হোমস, প্রচণ্ড জোরে আঘাত না হানলে ঐ শক্ত পাথর ভাঙ্গা সম্ভব নয়।'

আর একটি কথাও না বলে আচমকা চুপ করল হোমস — বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল দূরের পানে; আমি জানি এই মুহূর্তে গভীর ভাবনায় ডুব দিয়েছে হোমস। খানিক বাদেই তার ধ্যান ভাঙ্গল — বলে উঠল, 'চলো, ওয়াটসন, এখানকার কাজ শেষ, চলো যাওয়া যাক।'

'মিঃ কামিংস,' মিস ডানবারের আইনজীবীকে বলল হোমস, 'আর ভাবনা নেই, পরম করুণাময় ঈশ্বরের সাহায্যে এমন একখানা মামলা আপনাকে অল্প কিছুদিনের মধ্যে দেব যার বিবরণ গোটা ইংল্যাণ্ডকে নাড়িয়ে দেবে। মিস ডানবার, আগামিকাল নাগাদ আপনি আমার কাছ থেকে কিছু খবর পাবেন। তার আগে এটুকু আশ্বাস আপনাকে দিতে পারি যে রহস্যের কালো মেঘ ভেদ করে সত্যের আলো এবার চারদিক উদ্ভাসিত করবে।'

উইনচেস্টার থেকে আবার থর প্রেস-এ রওনা হলাম দু'জনে। পথ দীর্ঘ না হলেও হোমস ট্রেনের ভেতর গোটা পথটুকু কাটাল ছটফট করে ফলে আমার বারবার মনে হতে লাগল এই মহাযাত্রা যেন অনন্ত, ফুরোবার নয়। সিট ছেড়ে উঠে কামরার ভেতর কিছুক্ষণ পায়চারি করল হোমস, এক ফাঁকে ফিরে এসে আবার বসে পড়ল আগের জায়গায়, তারপর লম্বা লম্বা আঙ্গুল দিয়ে পাশের সিটের গদি ঠুকতে লাগল ড্রাম বাজানোর ঢং-এ। নির্দিষ্ট স্টেশন যখন এগিয়ে এসেছে এমন সময় আচমকা সে বলে উঠল, 'আচ্ছা, ওয়াটসন, আগে তো এমনই অভিযানে সঙ্গে রিভলভার নিতে, তা সে অভ্যেসটা এখনও বজায় আছে তো?'

নিজের জন্য নয়, অনেক সময় রহস্য সমাধানে বেরোনোর আগে আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নেবার কথা ঠিক ভুলে যায় হোমস, তাই সেই দায়িত্ব এতদিন পালন করেছি আমিই, বহুবার আমার রিভলভারের গুলি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে, হোমসের প্রশ্ন শুনে সেই কথাটা তাকে মনে করিয়ে দিলাম।

'হ্যাঁ বাপু, আমার ধাত একটু ঐরকম,' বলল হোমস, 'কিন্তু এখন বলো তো রিভলভার সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছো?'

'হ্যাঁ বাপু, মনে না থাকার ঐ রোগ আমার আছে,' এতটুকু অপ্রতিভ না হয়ে বলল হোমস, 'কিন্তু তুমি সঙ্গে রিভলভার এনেছো তো?'

জবাব না দিয়ে হিপ পকেট থেকে ক্ষুদে যন্ত্র বের করে তাকে দিলাম — আমার পুরোনো সার্ভিস রিভলভার। সেফটি ক্যাচ খুলে কার্ট্রিজগুলো খুলে হোমস বলল, 'মাথাটা খুদে হলেও বেশ ভারি আছে হে!'

'পুরু নিরেট কিনা , তাই।'

'ওয়াটসন,' মিনিটখানেক কি যেন ভাবল হোমস, 'যে রহস্যের তদন্তে আমরা হাত লাগিয়েছি তাতে তোমার এই রিভলভার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে সে খবর রাখো?'

'এবার শুরু হল আমার পেছনে লাগা,' আমি বললাম, 'তোমার সেই পুরোনো খেলা।'

'ভুল বুঝো না ওয়াটসন,' বেশ গম্ভীর শোনাল হোমসের গলা, 'সত্যি বলছি, একটা দারুণ পরীক্ষা আমাদের অপেক্ষায় আছে, সে পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করছে এই হাতিয়ারের ওপর।

'আমি কি করি তুমি শুধু দেখে যাও —' বলে একটা সরিয়ে বাকি পাঁচখানা কার্ট্রিজ আবার চেম্বারে পুরে সেফটি ক্যাচ চালু করল, 'বুঝতেই পারছ, গুলি ভরার ফলে এর ওজন আগের চেয়ে বেড়ে গেল।' হোমস কি বলতে চায়, কি মতলব ওর মাথায় ঘুরছে কিছুই আঁচ করতে না পেরে চুপ করে বসে রইলাম। হ্যাম্পশায়ার স্টেশনে ট্রেন থামতে নেমে পড়লাম দু'জনে। ঘোড়ার গাড়িতে চেপে এসে হাজির হলাম সার্জেন্ট কভেন্ট্রির বাড়িতে।

'কোনও সূত্র পেলেন, মিঃ হোমস?' আগের মতোই গলা খাদে নামিয়ে প্রশ্ন করলেন সার্জেন্ট।

'সূত্র?' ভুরু কোঁচকালো হোমস, 'ডঃ ওয়াটসনের রিভলভারের ধরণ ধারণের ওপর তা নির্ভর করছে। তার আগে দশ গজ পুরু টোয়াইন সুতো জোগাড় করে দিন দেখি!'

গ্রামের ভেতরের একটা দোকান থেকে সার্জেন্ট কভেন্ট্রি টোয়াইন সুতোর একটা গোলা আনিয়ে দিলেন।

'এতেই কাজ হবে,' বলল হোমস, 'রহস্য সমাধানের শেষ পর্বে পৌঁছে গেছি, সার্জেন্ট, চলুন, এবার খুনের ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক!'

শরতের বেলা পড়ে আসছে, ডুবন্ত সূর্যের প্রভায় গোটা হ্যাম্পশায়ারের প্রাকৃতিক শোভা অপরূপ হয়ে উঠেছে। একটি কথাও না বলে সার্জেন্ট কভেন্ট্রি আমাদের পাশে পাশে চললেন; হোমস সত্যিই রহস্য সমাধানে শেষ পর্যন্ত সক্ষম হবে কি না, সেই প্রশ্ন আজ স্পষ্ট তাঁর চোখে ফুটেছে দেখতে পেলাম।

'ওয়াটসন, তুমি জানো আগে বহুবার আমি রহস্য সমাধানে ব্যর্থ হয়েছি। ব্যর্থতার কারণটা কোথায় তা কিন্তু আমি স্পষ্ট টের পাই আমার সহজাত অনুভূতির সাহায্যে। উইনচেস্টার জেলে মিস ডানবারের সঙ্গে কথা বলার পরেও তেমনই এক সহজাত অনুভূতি জেগে উঠেছে আমার মনে।' বলতে বলতেই আমার রিভলভারের হাতলের সঙ্গে টোয়াইন সুতোর একটা প্রান্ত বাঁধল হোমস, ঘটনাস্থলে পৌঁছে একটা বড় পাথর কুড়িয়ে তার সঙ্গে বাঁধল সুতোর অন্য প্রান্ত তারপর সেই পাথর এমনভাবে ঝুলিয়ে দিল যাতে তা জলের ওপর ভাসে। এরপর লাশ যেখানে পড়েছিল সেখানে দাঁড়িয়ে রিভলভারের নল নিজের ডান রগে ছোঁয়াল হোমস, পরমুহূর্তে ঢিলে করল হাতের মুঠো। সঙ্গে সঙ্গে ভারি পাথরের ওজনে রিভলভারটা ব্রিজের পাথুরে রেলিং-এ ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গেল গভীর জলে। একটি মুহূর্ত নষ্ট না করে হোমস গিয়ে সেই রেলিং-এর কাছে হাঁটু গেড়ে বসল, চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আসুন সার্জেন্ট, আপনার সামনেই ডঃ ওয়াটসনের রিভলভার এমন এক মারাত্মক প্রমাণ জোগাড় করছে যা মিসেস গিবসনের খুনের মামলার মোড় ঘুরিয়ে দেবে অন্যদিকে। এই দেখুন!' বলেই আমার রিভলভার খানিক আগে রেলিং-এর যে জায়গায় ঠোক্কর খেয়েছিল সেখান থেকে খসে পড়া একটুকরো চলটা তুলে সার্জেন্ট কভেন্ট্রির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'দেখুন, সার্জেন্ট, মিসেস গিবসনের লাশের পাশেও সেদিন ঠিক এমনিই একটুকরো চলটা পড়ে ছিল। লক্ষ্য করলেই দেখবেন দুটোর আকৃতি এক। আমার তদন্তের শেষ পর্ব এখানেই শেষ। আজকের রাতটা আমরা দু'জনে এখানকার সরাইয়েই কাটাব কিন্তু তার আগে একটা কাজ আপনাকে করে দিতেই হবে, সার্জেন্ট!'

'বলুন, মিঃ হোমস,' সার্জেন্ট কভেন্ট্রি তাকালেন হোমসের পানে, খানিক আগে যে অবিশ্বাসের ছায়া তাঁর চোখে দেখেছিলাম তা উধাও হয়েছে।

'একটা বড় আঁকশি এনে জল থেকে রিভলভার দুটো তুলে আনার ব্যবস্থা করুন। হ্যাঁ সার্জেন্ট, একটা নয়, দুটো রিভলভার; একটা অবশ্যই আমার বন্ধু ডঃ ওয়াটসনের সেটা খানিক আগে আপনার চোখের সামনে জলে পড়েছে। ওর কাছেই আরেকটা রিভলভারের হদিশ আপনি পাবেন যে রিভলভার নিজের রগে ছুঁইয়ে মিসেস গিবসন আত্মহত্যা করেছিলেন। হ্যাঁ সার্জেন্ট, খুন নয়, এটা একটা আত্মহত্যার মামলা যাকে কৌশলে খুনের চেহারা দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, নির্দোষ মিস ডানবারকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো। সার্জেন্ট, মিঃ গিবসনকে জানাতে পারেন কাল সকালে আমি দেখা করব ওঁর সঙ্গে, মিস ডানবারের বেকসুর খালাসের ব্যবস্থা ওঁর সঙ্গে কথা বলেই করতে হবে।'

'পাথরের ভাঙ্গা চলটার মত মারাত্মক সূত্র দেখেই আমি গোড়ায় অনুমান করতে পারিনি ওয়াটসন, আসলে ব্যাপারটা কি।' রাতে সরাইখানায় খেয়েদেয়ে পাইপ টানার ফাঁকে হোমস বলল, 'বাস্তবের পাশাপাশি যে কোন পেশাদার গোয়েন্দাগিরির বেলায় অনুমানের ওপরেও নির্ভর না করলে চলে না। অথচ এই নীতিটা তদন্তের সময় আমার মাথাতেই আসেনি। মিসেস গিবসন যে মিস ডানবারকে ভয়ানক ঈর্ষা করতেন তা এখন আর গোপন নেই। মিস ডানবার কিন্তু মিছে বলেননি, আগেই বলেছি মিঃ গিবসনের ওপর ওঁর যে দুর্বলতা তা নিছক মনোগত বা আত্মিক ভালবাসা। মানসিকতা খুব উন্নত না হলে এই ভালবাসার মানে বোঝা মুশকিল। অন্যদিকে যৌবনে ভাঁটার টান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস গিবসনের ভালবাসাও এসেছিল ফুরিয়ে, তিনি তাই মিস ডানবারকে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীর আসনে বসালেন। মিস ডানবারকে খুশি করতেই স্বামী তাঁর ওপর অত্যাচারের মাত্রা দিনে দিনে বাড়িয়ে তুলেছেন এমন ধারণা গেঁথে গিয়েছিল মিসেস গিবসনের মনে। অনেক ভেবে তিনি দেখলেন স্বামীর মন আর ফেরানো তাঁর সাধ্য নয়। তখনই তিনি আত্মহত্যার এমন মতলব আঁটলেন যাতে সাধারণ চোখে সবাই তাঁর মৃত্যু খুন বলে ভেবে নেয়;

এবং এমন আটঘাট তিনি বাঁধলেন যাতে তাঁর খুনি হিসেবে পুলিশ মিস ডানবারকেই গ্রেপ্তার করে এবং পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ঘটানোর দায়ে বিচারে যাতে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

নির্দিষ্ট দিনক্ষণ স্থির করে মিস ডানবারকে দিয়ে চিঠি লেখালেন মিসেস গিবসন ও আত্মহত্যা করার আগে সেই চিঠিটা হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরে রাখলেন যাতে সবাই জানে ডানবার তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী।

বাড়িতে তাঁর স্বামীর রিভলভার আর পিস্তল থেকে বেছে একটা বাক্স খুলে জোড়া পিস্তলের একটার একটি গুলি ছুঁড়ে সেটি লুকিয়ে রাখলেন ডানবারের আলমারির নীচের তাকে জামাকাপড়ের ফাঁকে। আরেকটা গুলিভরা রিভলভার নিয়ে মিসেস গিবসন থর ব্রিজে এসে মিস ডানবারকে আশ মিটিয়ে নোংরা গালিগালাজ করে তাঁকে তাড়িয়ে রিভলভারের হাতলে সুতো বাঁধলেন, সুতোর অন্য প্রান্ত বাঁধলেন পাথরে, তারপর পাথর জলে ফেলে গুলি ছুঁড়লেন নিজের ডান রগে। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের ওজনের টানে গুলিভর্তি ভারি রিভলভারও পাথরের রেলিং-এ ঠোক্কর খেয়ে ছিটকে পড়ল জলে; ঠোক্কর খাবার ফলে পাথরের অনেকটা চলটা উঠে পড়ে রইল ব্রিজের ওপর। তবে জেনো, আজ হোক কাল হোক মিস ডানবারের সঙ্গে মিঃ নিল গিবসনের মিলন ঠিকই হবে।

তিন
দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ক্রিপিং ম্যান

সালটা ছিল ১৯০২। সেপ্টেম্বর মাসের এক রবিবার সন্ধ্যের কিছু পরে হোমসের চিঠি পেলাম ঃ 'বড্ড দরকার, তাই এক্ষুণি চলে এসো যেভাবে হোক! — শ হ।'

তড়িঘড়ি এসে হাজির হলাম বেকার স্ট্রিটে। হোমস আর্মচেয়ারে বসে পাইপ টানছে; পরনের ট্রাউজার্স হাঁটু পর্যন্ত গোটানো, কপালে গভীর চিন্তার ছাপ। আমায় দেখে ইশারায় শুধু চেয়ারটা দেখিয়ে আবার তলিয়ে গেল ভাবনায়। পুরো আধঘণ্টা কথা বলা দূরে থাক আমার দিকে একটিবারও তাকাল না হোমস, তারপর আচমকা চোখে চোখ পড়তেই তার ঠোঁটে ফুটল রহস্যময় হাসি।

'কিছু মনে কোর না, ওয়াটসন, খানিক আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। এমন এক অভাবনীয় সমস্যা এসে জুটেছে অনেক ভেবেও যার কূলকিনারা পাচ্ছি না।'

কিছু না বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

'এমন কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে যার ফলে আমায় এবার কুকুর নিয়ে পড়াশোনা করতে হচ্ছে, অপরাধীদের হদিশ কুকুরেরা কিভাবে পায় ভাবছি তার ওপর কিছু লেখালেখি করব।'

'তার মানে ব্লাডহাউণ্ড, স্লুথহাউণ্ড, এসব! হোমস, এদের ক্ষমতার উৎস নিয়ে আগেও অনেক বহু গবেষণামূলক লেখা বেরিয়েছে।'

'ওসব নয়, ওয়াটসন, আমি যা বলছি সেটা আরও সূক্ষ্ম,' হোমস বলল, 'এটা রীতিমত জটিল সমস্যা। বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর প্রেসবুরির পোষা এবং খুব বাধ্য একটি উলফ হাউণ্ড আছে, সেই কুকুরই যদি তাঁর দিকে তেড়ে যায়, দাঁত খিঁচিয়ে কামড়াতে আসে, তাহলে তা কতদূর অভাবনীয় ব্যাপার একবার ভাবতে পারো! তাও একবার নয়, পরপর দু'বার! বলো তোমার নিজের কি ধারণা?'

'শরীর খারাপ হলে পোষা কুকুর তার প্রিয় মনিবকে কামড়াতে গেছে এটা আমার কাছে খুব অভাবনীয় ঘটনা নয়, হোমস।'

'তোমার ধারণার মধ্যে একটা ভিত্তি আছে মানছি, কিন্তু পরিবারের আর কাউকে সে কামড়াতে যাচ্ছে না কেন, কেনই বা আর কাউকে দেখে দাঁত খিঁচোচ্ছে না? যাই বলো, ওয়াটসন, এই অদ্ভুত

ঘটনার মূলে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে যার নাগাল পাওয়া বেশ মুশকিল।' তার কথা শেষ হতেই সদর দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল, শুনে হোমস বলল, 'এ মিঃ বেনেট না হয়েই যায় না, অনেক আগেভাগে এসে গেছেন। ওর আসার আগেই তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করব ভেবেছিলাম।'

খানিক আগে যিনি ঘণ্টা বাজিয়েছেন সেই মিঃ বেনেট যে হোমসের নতুন মক্কেল বুঝতে বাকি রইল না। ভেতরে ঢুকলে দেখলাম তিনি এক সুপুরুষ যুবক বয়স যার ত্রিশের আশেপাশে। চোখের চাউনিতে এখনও পড়ুয়া ছাত্রের লজ্জা, সংগ্রামী মানুষের ছাপ এখনও সে চাউনিতে পড়েনি। হোমসের সঙ্গে করমর্দন করে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন তিনি আমার দিকে।

'আপনার আশংকার কোন কারণ নেই, মিঃ বেনেট,' তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে হাসল হোমস, 'উনি একাধারে আমার বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহযোগী, ডঃ ওয়াটসন। ডঃ ওয়াটসন এক অতি বিচক্ষণ মানুষ এ ছাড়া যে সমস্যা নিয়ে আপনি এসেছেন তার সুরাহা করতে গেলে আমার পক্ষে একা এগোনো সম্ভব নয়, একজন সহকারী এক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য।'

'তাহলে আমার তরফ থেকে আর আপত্তি করার কিছু নেই, মিঃ হোমস,' বললেন মিঃ বেনেট।

'ওয়াটসন, ইনি মিঃ ট্রেভর বেনেট,' হোমস ইশারায় যুবককে দেখাল, 'বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রেসবুরির সহযোগী, ভাবী জামাই।'

'ডঃ ওয়াটসন কি আমার সমস্যার কথা কিছু জেনেছেন?' হোমসকে প্রশ্ন করলেন মিঃ বেনেট।

'না, মিঃ বেনেট, সে সব কথা ওঁকে বলার মত সময় এখনও পাইনি। আপনার সামনেই শুরু করছি তাহলে। ওয়াটসন, প্রফেসর প্রেসবুরির খ্যাতি গোটা ইওরোপে ছড়ানো। লেখাপড়ার মধ্যেই ওঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে। আজ পর্যন্ত ওঁর নামে কোনও দুর্নাম রটেনি। প্রফেসরের স্ত্রী মারা গেছেন বহুদিন হল, সন্তান বলতে একমাত্র মেয়ে এডিন। ব্যাপার হল, কমপ্যারেটিভ অ্যানাটমির অধ্যাপক প্রফেসর মর্ফির একটি মেয়ে আছে নাম তার অ্যালিস; একষট্টি বছর বয়সে প্রফেসর প্রেসবুরি আচমকা অ্যালিসের প্রেমে পড়েছেন। বয়সের হিসেবে প্রৌঢ় হলে কি হবে, অ্যালিসের প্রতি অগাধ ভালবাসা যেন তাঁর হারানো যৌবনকে ফিরিয়ে এনেছে। অ্যালিস হল সেই জাতের মেয়ে রূপ দেখিয়ে যারা পুরুষের মন ভোলাতে পারে। শুধু প্রেম নয়, প্রফেসর প্রেসবুরি অ্যালিসকে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছেন। অ্যালিস নিজে তো বটেই, সেই সঙ্গে তার বাবা অর্থাৎ প্রফেসর মর্ফি নিজেও এ বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন। বয়সটা বেশি হলেও প্রফেসর প্রেসবুরি অগাধ টাকার মালিক, স্বাভাবিকভাবেই তার বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করার সেটাও একটা বড় কারণ বলে অনেকের ধারণা।

এরই মধ্যে ঘটল আরেক কাণ্ড — কাউকে কিছু না বলে প্রফেসর প্রেসবুরি আচমকা কোথায় চলে গেলেন, ফিরে এলেন দিন পনেরো পরে। কোথায় গিয়েছিলেন তা চাপা রইল না। প্রাগ থেকে লেখা মিঃ বেনেটের এক বন্ধুর চিঠি পড়ে জানা গেল তিনি সেখানে কিছুদিন আগে প্রফেসর প্রেসবুরিকে দেখেছেন। মিঃ বেনেট এই চিঠি পাবার পরেই প্রফেসর প্রেসবুরির স্বভাবে কিছু পরিবর্তন দেখা গেল — উনি রাতারাতি ভীষণ ধূর্ত হয়ে উঠলেন, সেই সঙ্গে সবকিছু লুকিয়ে রাখার প্রকৃতিও দেখা দিল ওঁর স্বভাবে; অনেক সময় মনে হত ইনি যেন আগের সেই প্রফেসর প্রেসবুরি নন, তাঁর মত দেখতে আর কেউ। কিন্তু আশ্চর্য, মিঃ হোমস, তাঁর বিজ্ঞানচর্চা বা কলেজের লেকচারে এর কোন প্রভাব পড়ল না। প্রফেসরের একমাত্র মেয়ে এডিন বাপের সঙ্গে হারানো সম্পর্ক গড়ে তোলার অনেক চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন, বিফল হয়েছেন মিঃ বেনেট নিজেও, ওঁর সঙ্গেও আচমকা খারাপ ব্যবহার একদিন করে বসলেন প্রফেসর প্রেসবুরি। মিঃ বেনেট, আপনি ঘটনাটা নিজে একবার ডঃ ওয়াটসনকে বলুন।'

'প্রফেসর প্রেসবুরির গবেষণার কাজে সাহায্য করা ছাড়াও ওঁর সেক্রেটারির দায়িত্ব আমায় পালন করতে হত, ডঃ ওয়াটসন,' বলতে বলতে মিঃ বেনেটের গলা ধরে এল, 'কিছুদিন আগেও ওঁর সব চিঠিপত্র দেখার এক্তিয়ার আমার ছিল, সেগুলো নানা ভাগে বাছাই করে গুছিয়ে রাখতাম আমি। কিন্তু কেন কে জানে, প্রাগ থেকে ফিরে এসেই প্রফেসর আমার সে এক্তিয়ার পুরো কেড়ে না নিলেও তাতে সীমা আরোপ করলেন, আমায় ডেকে বললেন লণ্ডন থেকে ওঁর নামে ডাকে কিছু খামে আঁটা চিঠি মাঝে মাঝেই আসবে যাদের স্ট্যাম্পের নীচে হাতে আঁকা 'ক্রস' চিহ্ন থাকবে এবং হুকুম দেবার গলায় যা বললেন তার অর্থ ঐ চিহ্ন দেওয়া একটি খামও যেন আমি না খুলে সরাসরি তাঁর হাতে পৌঁছে দিই। সত্যিই ঐরকম 'ক্রস' চিহ্ন আঁকা অনেকগুলো খাম এর মধ্যে এসেছে; লক্ষ্য করে দেখেছি সবক'টি খামেরই ঠিকানা এমনভাবে লেখা যে দেখলে মনে হয় চিঠির প্রেরক নেহাৎই অশিক্ষিত লোক। জানি না প্রফেসর প্রেসবুরি আদৌ সেসব চিঠির উত্তর পাঠিয়েছেন কিনা, পাঠালেও আমি জানতে পারিনি।'

'আর সেই যে বাক্স নিয়ে কি একটা ব্যাপার ঘটেছে,' উৎসুক গলায় বলল হোমস, 'ডঃ ওয়াটসনকে সেটা বলুন, মিঃ বেনেট।'

'প্রাগ থেকে প্রফেসর প্রেসবুরি একটা মাঝারি গোছের কাঠের বাক্স এনেছিলেন,' মিঃ বেনেট বললেন, 'সাধারণত জার্মানিতে এইরকম কাঠের বাক্স হামেশাই চোখে পড়ে। ঐ বাক্সটা উনি ওঁর যন্ত্রপাতির আলমারিতে রেখে দিলেন। একদিন গবেষণার কাজে একটা যন্ত্র দরকার হয়েছিল, সাহসে ভর করে ওঁর আলমারি খুললাম। যন্ত্রটা খুঁজতে ওঁর কাঠের বাক্সটা তুলতেই ঘরের এক কোণ থেকে ধমকে উঠলেন প্রফেসর, ছুটে এসে আমায় কড়া গলায় হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন যাতে ভবিষ্যতে কখনও ঐ বাক্সের ধারে কাছে না আসি। আমি বারবার বোঝালাম একটা যন্ত্র খুঁজতে এসে বাক্সটা তুলেছি কিন্তু প্রফেসরের চোখের চাউনি দেখে বুঝলাম উনি আমার কথা বিশ্বাস করতে রাজি নন। খামোখা অবিশ্বাসী ধরে নিলেন বলে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সেদিন পুরো সন্ধ্যেটা প্রফেসর আমার ওপর নজর রাখলেন, দেখতে চাইলেন আমি ওঁর সেই মহামূল্যবান বাক্সের প্রতি আবার কৌতূহল দেখাই কি না। একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে এল বলেই বলছি — কেন জানি না, প্রফেসর প্রেসবুরি সেদিন যেভাবে আমার দিকে তেড়ে এসেছিলেন তা কেমন অমানুষিক ঠেকেছিল!'

'তার মানে?'

'মানে ওঁর হাবভাব, তাকানো, চলাফেরা,' গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করার সুরে বললেন মিঃ বেনেট, 'সবকিছু ছিল বুনো জানোয়ারের মত।' পকেট থেকে ডায়েরি বের করে পাতা খুলে বললেন মিঃ বেনেট, 'সেদিন তারিখটা ছিল ২ জুলাই!'

'বাঃ! চমৎকার!' হোমসের গলায় প্রশংসা চাপা রইল না,' তারিখটা লিখে রেখে আপনি অশেষ উপকার করলেন। ভবিষ্যতে হয়ত কাজে লাগবে।'

'গুরুত্বপূর্ণ যে কোন বিষয় সবসময় তারিখ সমেত ডায়েরিতে নোট করার শিক্ষা ডঃ প্রেসবুরির কাছ থেকেই পেয়েছি, মিঃ হোমস,' বললেন মিঃ বেনেট, 'ওঁর আচরণ অস্বাভাবিক ঠেকতেই মনে হল এই কেস 'স্টাডি' করা আমার কর্তব্য। তাই দেখুন, ঐ তারিখের আরও একটি ঘটনা এখানে লিখে রেখেছি — ঐ ২ জুলাই তারিখেই প্রফেসর প্রেসবুরি স্টাডি থেকে হলঘরে আসতেই ওঁর পোষা উলফ হাউণ্ড রয় আচমকা দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এল ওঁরই পানে, হাতের নাগালে পেলে রয় সেদিন ওঁকে ঠিক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করত। এর মাত্র ন'দিন বাদে আবার ঘটল সেই ঘটনা — ১১ জুলাই তারিখে রয় আবার প্রফেসরকে তেড়ে এল। একই ঘটনা ঘটল ন'দিন বাদে ২০শে জুলাই তারিখে। প্রফেসর প্রাণে বেঁচে গেছেন বটে কিন্তু বেচারা রয়কে চালান করা হয়েছে আস্তাবলে। অত ভাল কুকুরটার দিন খুব কষ্টে কাটছে সেখানে। মিঃ হোমস, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না তো?'

হোমসের মুখে কথাটি নেই, মুখ তুলে সে তাকিয়ে আছে ছাদের পানে। তাকে আনমনা দেখেই প্রশ্নটা করলেন মিঃ বেনেট।

'বিরক্ত! মোটেও না, মিঃ বেনেট!' প্রশ্নকর্তার মনোভাব আঁচ করে হোমস চোখ নামিয়ে সোজাসুজি তাকাল, 'আপনার প্রত্যেকটি বিবরণের মধ্যে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়ছে তাই ভাবছিলাম। কিন্তু নতুন কি যেন ঘটেছে বলেছিলেন, সেটা কি?'

'পরশু রাতের ঘটনা,' এইটুকু বলতেই মিঃ বেনেটের মুখখানা কালো হয়ে এল, 'আমি রোজের মতই শুয়েছিলাম, প্যাসেজ থেকে একটা চাপা আওয়াজ কানে আসতে ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখ মেলে দেখি সবে দুটো বেজেছে, রাত ভোর হতে ঢের দেরি।'

'তারপর কি হল?'

'প্রফেসর প্রেসবুরির শোবার ঘর প্যাসেজের এক মাথায়, আরেক মাথায় সিঁড়ি। সিঁড়ি পর্যন্ত যেই যাক তাকে আমার ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হবে। জানালা দিয়ে যেটুকু আলো প্যাসেজে পড়ছিল তাতে স্পষ্ট দেখলাম কে যেন অদ্ভুত ভঙ্গিতে আমার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই চমকে উঠে দেখি লোকটা আর কেউ নয় প্রফেসর প্রেসবুরি স্বয়ং। হাতে পায়ে ভর দিয়ে হাঁটছেন কিন্তু মাথাটা দু'হাতের মাঝখানে গোঁজা। সেই হাঁটার ভঙ্গি দেখে আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠল। যতদূর পড়েছি, মানুষ প্রাগৈতিহাসিক যুগে শিরদাঁড়া টানটান হবার আগে মানুষের পূর্বপুরুষেরা ঐভাবে দু'হাতের মাঝখানে মাথা গুঁজে থপথপ করে হাঁটত, সে কয়েক লক্ষ বছর আগের কথা। আজকের দিনে মাঝরাতে একজন উচ্চশিক্ষিত গবেষককে ঐভাবে হাঁটতে দেখলে মনের অবস্থা কি হয়, ভেবে দেখুন মিঃ হোমস, ডঃ ওয়াটসন! ঐভাবে হেঁটে প্রফেসর আমার ঘরের দরজা পেরোতে অন্য ভাবনা মাথায় এল। দরজা খুলে ওঁর পেছনে গিয়ে বললাম আমি ওঁকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারি কি না। আমার কথা কানে যেতেই একলাফে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন প্রফেসর, খ্যাঁকখ্যাঁক করে নোংরা গালিগালাজ করে আমার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করলেন তারপর আচমকা কি মনে হতে একদৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন নীচে। আবার উঠে আসতে পারেন ভেবে বোকার মত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম কিন্তু উনি সেই যে নীচে নামলেন আর ওপরে উঠলেন না। সকাল হবার আগে যতদূর মনে হয় উনি নিজের ঘরে ঢোকেননি।'

'সব তো শুনলে, ওয়াটসন,' দুর্লভ রোগ নির্ণয়ের একগাদা নমুনা প্যাথলজিস্ট যেভাবে এগিয়ে দেয় তেমনই গলায় হোমস জানতে চাইল, 'কি মনে হয়?'

'আমার তো ধারণা, প্রফেসর প্রেসবুরি ঐ সময় হাঁটুর বাতে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন,' আমি বললাম, 'লাসবেগো-তে আক্রান্ত হলে অনেকেই ঐরকম অদ্ভুতভাবে হাঁটে, তাদের মেজাজও খিটখিটে হয়ে যায়!'

'তোমার ধারণা এক্ষেত্রে মানতে পারছি না, ওয়াটসন,' বলল হোমস, 'কারণ নিজেই শুনলে মিঃ বেনেটের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর সেদিন টানটান হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন!'

'আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলছি,' মিঃ বেনেট বললেন, 'প্রফেসরের স্বাস্থ্য হঠাৎ আগের চেয়ে ভাল হয়ে উঠেছে; এতদিন ওঁকে কাছ থেকে দেখছি, কিন্তু ওঁর স্বাস্থ্য এখনকার মত ভাল আগে কখনোই ছিল না। বলতে কি যত দিন যাচ্ছে ওঁর বয়স যেন ততই কমছে। এই হল ব্যাপার, মিঃ হোমস। অন্যদিকে এটা এমনই ঘরোয়া ব্যাপার যে এ নিয়ে পুলিশের কাছে কোনওমতেই যাওয়া যায় না। এডিন — মিস প্রেসবুরিরও আমার মতই অবস্থা। তিলে তিলে নিশ্চিত সর্বনাশের দিকে যেন ধেয়ে চলেছি সবাই। কিন্তু এভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকাও যায় না।'

'ওয়াটসন, এ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'চিকিৎসকের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রফেসর প্রেসবুরি একজন নিঃসঙ্গ মানুষ। অল্প কিছুদিন আগে রূপসী যুবতীর প্রেমে পড়ায় এই বয়সে ওঁর মানসিক প্রক্রিয়া বড় রকমের নাড়াচাড়া দিয়েছে। এই

মানসিক অসুস্থতা সারাতেই বিদেশে গিয়েছিলেন উনি কাউকে কিছু না বলে। এরপরে বাক্সের গোপনীয়তা? হয়ত ধারের নগদ টাকা, অথবা শেয়ারের দলিলপত্র আছে বাক্সে তাই কাউকে তার ধারেকাছে ঘেঁষতে দেন না।'

'টাকা পয়সা আর শেয়ারের দলিলপত্র?' জেরা করার ভঙ্গিতে হোমস এবার আমাকেই প্রশ্ন করল, 'বলেছো ভালই তবু মানতে পারছি না। ওয়াটসন, রয় হল প্রফেসরের পোষা উলফ হাউণ্ড, নগদ টাকা আর শেয়ারের দলিলে ওর কি স্বার্থ বলতে পারো? ও কেন থেকে থেকে প্রফেসরকে কামড়াতে যাচ্ছে? না, ওয়াটসন, আরও বড়, আরও জটিল ও গভীর কোন ব্যাপার এর মধ্যে জড়িত। আমি শুধু বলতে পারি —'

কিন্তু হোমসের কথা শেষ হবার আগেই এক অচেনা যুবতী দৌড়ে ঢুকল ঘরের ভেতর, সঙ্গে সঙ্গে মিঃ বেনেট তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার, এডিন, তুমি এখানে কেন? আবার কি ঘটল?'

'ঐ বাড়িতে থাকতে আমার খুব ভয় হচ্ছে, জ্যাক,' এডিন জবাব দিল, 'তুমি বেরোতেই তোমার পিছু পিছু আমিও বেরিয়ে পড়েছি, তাই অনুমতি না নিয়ে এখানে এসে পড়েছি।'

'মিঃ হোমস, ডঃ ওয়াটসন, ইনিই আমার ভাবী স্ত্রী মিস এডিন, এঁর কথা আগেই আপনাদের বলেছি,' প্রফেসরের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে মিঃ বেনেট আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'আরে মশাই, সে আমরা ওঁকে এখানে ঢুকতে দেখেই আঁচ করেছি, কি বলো, ওয়াটসন?' হালকা রসিকতা করেই হোমস তাকাল যুবতীর পানে, 'মিস প্রেসবুরি, আপনাদের বাড়িতে রহস্যময় ঘটনা যা কিছু ঘটেছে তার কিছুই আপনার অজানা নেই। নতুন কি ঘটেছে বলুন।'

'আপনি ঠিকই আঁচ করেছেন, মিঃ হোমস,' মিস প্রেসবুরি বললেন, 'ঘটনা একটা ঘটেছে ঠিকই, কাল রাতে। আমি খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ রয়, মানে আমাদের কুকুরের প্রচণ্ড চিৎকারে ঘুম গেল ভেঙ্গে। তখন গভীর রাত, আমার শোবার ঘরের জানালাব আঁটা শার্সির পাল্লার অল্প ফাঁক দিয়ে বাইরে ঘন আঁধারের বুকে জ্যোছনা স্পষ্ট চোখে পড়েছিল। কুকুরটা বাঁধা অবস্থায় খুব চেঁচাচ্ছিল। সেই চিৎকার শুনতে শুনতে বাইরের জ্যোছনা দেখছি এমন সময় জানালার ফাঁকটুকু ঢাকা পড়ে গেল, ভাল করে তাকিয়ে দেখি ওপাশে দাঁড়িয়ে আমার বাবা ডঃ প্রেসবুরি।'

'ডঃ প্রেসবুরি!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'হ্যাঁ,' মিস প্রেসবুরি আবার খেই ধরলেন, 'জানালার কাঁচে মুখ চেপে বাবা একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছেন আমায় আর অন্য হাতে জানালার কাঁচ ঠেলে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বাবা আমার দিকে, তারপর আচমকাই তাঁর মুখখানা সরে গেল। ভয়ে বাকি রাতটুকু আর দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। সকালে ব্রেকফাস্ট খাবার সময় বাবার সঙ্গে দেখা হল, মেজাজটা অন্যান্য দিনের তুলনায় খুব চড়া চোখে পড়ল। রাতে যা ঘটেছিল তা নিয়ে একটি কথাও তুললেন না, আমিও যেচে কোন কথা বললাম না। কাজের অজুহাতে জ্যাকের কাছে চলে এলাম।'

'আপনার শোবার ঘর কোন তলায়?' জানতে চাইল হোমস।

'তেতলায়।'

'আপনাদের বাগানে বড় সিঁড়ি আছে?'

'না, মিঃ হোমস, সেটাই আশ্চর্যের বিষয় — জানালায় পৌঁছোনোর কোন সম্ভাব্য পথ নেই, তা সত্ত্বেও গত রাতে যা দেখেছি তার পুরোটাই সত্যি।'

'কাল ছিল চৌঠা সেপ্টেম্বর,' গম্ভীর শোনাল হোমসের গলা, 'এর ফলে ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে গেল।'

হোমসের মন্তব্য শুনে মিস প্রেসবুরি অবাক চোখে তাকালেন।

'মিঃ হোমস,' মিঃ বেনেট বললেন, 'এই নিয়ে পরপর দু'বার তারিখের কথা তুললেন, জ্যোছনা রাতের সঙ্গে উন্মত্ততার যে সম্পর্ক আছে আপনি কি সে প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাইছেন?'

'না, মিঃ বেনেট,' হোমস বলল, 'আমি ঐ ধার দিয়েই যাচ্ছি না। পুরো অন্য বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। এক কাজ করবেন, যাবার আগে আপনার ডায়েরিটা মনে করে রেখে যাবেন কিছুদিনের জন্য — তারিখগুলোয় একবার চোখ বোলানো দরকার। ওয়াটসন, প্রফেসর যে প্রায়ই স্মৃতি বিভ্রমের শিকার হন তা নিজে কানেই শুনলে। এটা আমরা কাজে লাগাবো — ওঁর কাছে গিয়ে কোন তারিখের কথা তুলে বলব ঐদিন তিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন তাই আমরা এসেছি। প্রফেসরের অবস্থা যা শুনছি তাতে মনে হচ্ছে আমাদের কথা উনি বিশ্বাস করবেন, আর সেই সুযোগে খুব কাছ থেকে আমরা ওঁকে দেখতে পাব।'

'আপনার পরিকল্পনা উত্তম সন্দেহ নেই,' বললেন মিঃ বেনেট, 'শুধু একটা ব্যাপারে আগে থেকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, তা হল, প্রফেসর প্রেসবুরি ভীষণ বদমেজাজের লোক, রেগে গেলে ওঁর হুঁশ থাকে না, তখন একেক সময় মারধোর পর্যন্ত করেন।'

'তবু ওঁর সঙ্গে দেখা আমায় করতেই হবে,' অবিচলিত গলায় বলল হোমস, 'আর যদি আমার অনুমান ঠিক হয় তাহলে জানবেন দেখা করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণও আছে। তাহলে মিঃ বেনেট, ক্যামফোর্ডে আগামিকাল আপনার সঙ্গে অবশ্যই দেখা হবে। যতদূর মনে পড়ে 'চেকার্স' নামে একটা সরাইখানা আছে ওখানে। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা তেমন ভাল নয়, মোটামুটি মাঝারি গোছের। ওয়াটসন, এখন কিছুদিন আমাদের অবাঞ্ছিত পরিবেশে কষ্ট সহ্য করে থাকতে হবে মনে রেখো।'

হোমসের পরিকল্পনা মতন সোমবার সকালে ট্রেনে চাপলাম। ক্যামফোর্ড স্টেশনে নেমে 'চেকার্স' নামে স্থানীয় সরাইখানায় উঠলাম। সরাইখানাটি অত্যন্ত পুরোনো, ব্যবস্থাও সেকেলে।

'দুপুরে লাঞ্চ খেতে প্রফেসর প্রেসবুরি বাড়ি ফিরবেন, ওয়াটসন,' সরাইখানার কামরায় ঢুকে স্যুটকেস নামিয়ে রেখে বলল হোমস, 'তার আগেই ওঁকে ধরতে হবে। চলো, এখনই বেরোই।'

'কেন দেখা করতে চাও জানতে চাইলে কি জবাব দেবে ভেবেছো?'

'২৬শে আগষ্ট প্রফেসর প্রেসবুরি উত্তেজিত হয়েছিলেন,' মিঃ বেনেটের নোটবই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হোমস বলল, 'তার মানে দাঁড়াচ্ছে ঐ তারিখের কোন কথাই তাঁর মনে নেই। আমরা বলব ২৬ তারিখে আজ দেখা করবেন বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম।'

প্রফেসর প্রেসবুরির বাড়িটি খুব সুন্দর, একপলক তাকালেই বোঝা যায় বিলাসিতার মধ্যে আছেন। বিশালদেহী প্রফেসরকে দেখলে অধ্যাপক বলেই মনে হয়। তাঁর চাউনিতে উন্মাদনার চিহ্নটুকু নেই, বরং ধূর্ততার ছাপ স্পষ্ট ফুটে বেরোচ্ছে।

কার্ড দেখে বসতে বললেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, 'বলুন, আপনাদের জন্য কি করতে পারি?'

'ঠিক এই প্রশ্নটা আপনাকে আমি করতে যাচ্ছিলাম, প্রফেসর,' অমায়িক সুরে বলল হোমস, 'অন্য একজনের মুখে শুনেছিলাম ক্যামফোর্ডের প্রফেসর প্রেসবুরি আমায় খুঁজছেন।'

'অন্য একজন?' বজ্জাতির চাউনি মেলে আমাদের দেখতে দেখতে বললেন, 'তা সেই অন্য একজনটি কে বলুন তো, তাঁর নাম কি?'

'দুঃখিত প্রফেসর,' হোমস বলল, 'তিনি যেই হোন তাঁর নাম গোপন রাখব বলে কথা দিয়েছি তাই ওটা বলতে পারব না। তবে আমাদের দিয়ে আপনার দরকার না থাকলে এখুনি চলে যাচ্ছি, আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'দুঃখ দেবার বা পাবার মত কিছুই হয়নি,' প্রফেসর বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই এমন কোন প্রমাণ দেখাতে পারেন? চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, এই জাতীয় কিছু আছে?'

'আজ্ঞে না।'

'তার মানে বলবেন না, এই তো?' বলে কলিংবেল বাজালেন তিনি, পরমুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন মিঃ বেনেট।

'মিঃ বেনেট,' প্রফেসর মুখ তুলে তাঁর সেক্রেটারিকে প্রশ্ন করলেন, 'এঁরা লণ্ডন থেকে এসেছেন, বলছেন ওঁদের নাকি আজ আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছিল। হোমস নামে কাউকে আপনি চিঠি লিখেছিলেন?'

'আজ্ঞে না,' জবাব দিতে গিয়ে মিঃ বেনেটের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হল।

'নিজের কানেই শুনলেন,' হোমসের দিকে দু'চোখ পাকিয়ে তাকালেন প্রফেসর, টেবিলে দু'হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজে বাজে কথা শুনিয়ে নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েছেন। বলুন এবার কি বলবেন?'

'বিনা দরকারে বাড়িতে ঢোকার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল হোমস, 'এর বেশি আর কিছু আমার বলার নেই।'

'ওসব বলে আমার হাত থেকে রেহাই পাবেন না, মিঃ হোমস!' ভীষণ চেঁচিয়ে কথাগুলো বলে লাফিয়ে দরজার সামনে আমাদের বেরোবার পথ আটকে দাঁড়ালেন প্রফেসর প্রেসবুরি, 'এসবের মানে কি খুলে না বললে এখান থেকে বেরোতে পারবেন না!' প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লেন তিনি, ভয়ানক হয়ে উঠল তাঁর চোখমুখ। মিঃ বেনেট বুঝলেন এবার প্রফেসরের গায়ে হাত তুলতে আমরা বাধ্য হব, কিন্তু তার আগেই তিনি ছুটে এসে তাঁর মনিবকে বাধা দিয়ে বললেন, 'কি যা তা বলছেন? বিশ্ববিদ্যালয়ে কি বিশ্রি কেচ্ছা রটবে ভেবে দেখেছেন? মিঃ হোমস বিখ্যাত লোক, ওঁর সঙ্গে এমন অভদ্র আচরণ করা আপনার পক্ষে ঠিক হচ্ছে না।'

সেক্রেটারির বক্তব্যের মানে বুঝেই শান্ত হলেন প্রফেসর প্রেসবুরি, ব্যাজার মুখে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন, এই ফাঁকে হোমস আর আমি বাইরে বেরিয়ে এলোম। কয়েক পা যেতেই দৌড়ে এসে হাজির হলেন মিঃ বেনেট, হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, 'আমি সত্যিই দুঃখিত, মিঃ হোমস, যা হয়ে গেল তার জন্য আমায় মাফ করুন!'

'মাফ চাইবার কোন প্রশ্নই এখানে উঠছে না, মিঃ বেনেট,' শান্ত গলায় বলল হোমস, 'আমার পেশায় এমন ঘটনা খুবই স্বাভাবিক।'

'খানিক আগে উনি যা দেখালেন,' মুখখানা কাঁচুমাচু করে বললেন মিঃ বেনেট, 'তাতে আমি নিজেই তাজ্জব হয়ে গেছি। বিশ্বাস করুন, মিঃ হোমস, প্রফেসরের এত বদমেজাজ আগে কখনও দেখিনি। যত দিন যাচ্ছে ওঁর রাগ ততই বাড়ছে। ওঁর মেয়ে আর আমি কেন ভয় পাচ্ছি আশাকরি বুঝতে পেরেছেন। অথচ ওঁর মন কিন্তু খুব পরিষ্কার।'

'একটু বেশিরকম পরিষ্কার!' বলল হোমস, 'ঐখানে আমার ভুল হয়েছিল। আমি যা আঁচ করেছিলাম ওঁর স্মরণশক্তি তার চেয়ে ঢের জোরালো, সব মনে রাখেন। থাক ওসব। যাবার আগে মিস প্রেসবুরির কামরার জানালাটা একবার দেখাতে পারেন?'

'ওদিকে তাকান, বাঁদিক থেকে দু'নম্বর, ওটাই সেই জানালা।'

'আরে বাঃ বাঃ! ওখানে ওঠা তো ভারি দুঃসাধ্য ব্যাপার! আরে একি! জানালার ওপর একটা জলের পাইপ আর নীচে একটা লতা দেখছি! আঁকড়ে ধরার পক্ষে ও দুটোর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।'

'তাই বলে ওগুলো আঁকড়ে ধরে আমি জানালা পর্যন্ত উঠতে পারব না।' বললেন মিঃ বেনেট।

'ঠিক বলেছেন,' সায় দিল হোমস, 'শুধু আপনি কেন, যে কোন মানুষের পক্ষেই ঐভাবে ওখানে পৌঁছোনো খুব বিপজ্জনক।'

'একটা জিনিস আপনার জন্য এনেছি, মিঃ হোমস,' একচিলতে কাগজ বাড়িয়ে দিলেন মিঃ বেনেট, 'প্রফেসর লণ্ডনে একজনকে নিয়মিত চিঠি লেখেন, আজও লিখেছেন। ব্লটিং পেপারে নাম ঠিকানা স্পষ্ট এসেছে, তাই দেখে আমি লিখে নিয়েছি।'

'হুঁম ডোরাক — অদ্ভুত নাম, স্লাভোনিক মনে হচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহ এক গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র। মিঃ বেনেট, আজ বিকেলেই আমরা ফিরে যাব লণ্ডনে কারণ এখানে শুধু শুধু থেকে কোন লাভ নেই। প্রফেসর এমন কোন অপরাধ করেননি যেজন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করানো যায়; একই সঙ্গে পাগল বলেও বাড়িতে আটকে রাখতে পারবেন না।'

'তাহলে এখন আমরা কি করব?'

'ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে, মিঃ বেনেট, এছাড়া উপায় নেই। পরিস্থিতি পাল্টাতে খুব বেশি দেরি নেই, বিশ্বাস করুন। যদি আমার অনুমান ভুল না হয় তাহলে আসছে মঙ্গলবার কোন সংকট ঘটতে পারে। ঠিক আছে, ঐদিন আমরা আবার ক্যামফোর্ডে আসব। ততদিন পর্যন্ত সাধারণ পরিস্থিতি যে খুব অনুকূল নয় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মিঃ বেনেট, দেখুন এই সময়টা মিস প্রেসবুরিকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত করতে না পারছি ততক্ষণ ওঁকে দূরে সরিয়েই রাখুন। এর মধ্যে প্রফেসরকে নিজের মর্জিমতন চলতে দিন, ওঁকে একদম ঘাঁটাবেন না। মনে রাখবেন যতক্ষণ ওঁর মেজাজ ভাল থাকবে ততক্ষণ চিন্তার কোন কারণ নেই।'

'ঐ দেখুন উনি বেরিয়ে এসেছেন!' প্রায় ফিসফিস করে বললেও মিঃ বেনেটের গলা কেঁপে উঠল। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে ঝোপ অল্প সরাতেই দেখি প্রফেসর বেরিয়ে এসেছেন। দু'হাত সামনে ঝুলছে, শরীর ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে; ঘাড় ফিরিয়ে বারবার এপাশ ওপাশ তাকাচ্ছেন। মিঃ বেনেট প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাছের আড়াল থেকে পিছলে বেরিয়ে গেলেন, পা চালিয়ে গিয়ে হাজির হলেন মনিবের কাছে, তাঁকে দেখে প্রফেসর খুব রেগে গেলেন, ধমকাতে ধমকাতে দু'জনেই বাড়িতে ঢুকে পড়লেন।

'বুড়ো ধরেই নিয়েছে ওর সেক্রেটারি কিছু সন্দেহ করে লণ্ডন থেকে গোয়েন্দা নিয়ে এসেছে,' সরাইখানায় ফেরার পথে হোমস বলল, 'এ থেকে যা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তা হল প্রফেসরের মানসিকতা সম্পূর্ণ সুস্থ, ওঁর মাথা খুব ভাল কাজ করছে।' মাঝপথে কি ভেবে পোষ্ট অফিসে ঢুকে হোমস কাকে যেন টেলিগ্রাম পাঠাল, সন্ধ্যের দিকে জবাব চলে এল। হোমস নিজে চোখ বুলিয়ে কাগজটা এগিয়ে দিল, দেখি লেখা আছে 'কমার্শিয়াল রোডে গেলাম, ডোরাকের সঙ্গে দেখা করলাম। ওঁর বাড়ি বোহেমিয়ায়, শান্ত মেজাজের বয়স্ক ভদ্রলোক। বড় মুদিখানা আছে — মার্সার।'

'তুমি যখন আমার সঙ্গে ছিলে সেই সময় থেকে এই মার্সার নানারকম খবর যোগায় আমায়। প্রফেসর গোপনে কাকে চিঠি লেখেন খবরটা জানা দরকার ছিল। মার্সারের পাঠানো খবর অনুযায়ী এই ডোরাক বোহেমিয়ার বাসিন্দা, তাহলে প্রফেসর প্রাগে যাবার পরেই ওঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন এটা ধরে নেওয়া যায়।'

'কিভাবে তুমি এ দু'টোর মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পেলে মাথায় ঢুকছে না,' আমি বললাম, 'তার ওপর খেঁকি হাউণ্ড বুড়ো মনিবকে দেখলেই তেড়ে যাচ্ছে, মনিব মাঝরাতে বাঁদরের মত চার হাতপায়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে হাঁটছেন, এসবের মধ্যেই বা কোথায় যোগসূত্র দেখতে পাচ্ছ তুমি! অতগুলো তারিখের মধ্যেই বা কি রহস্য পেলে তুমি?'

'মিঃ বেনেটের ডায়েরি খুঁটিয়ে পড়ে এটাই বুঝেছি যে প্রতি ন'দিন পরপর এক অদ্ভুত ধরনের পাগলামি প্রফেসরের মাথায় ভর করছে। গোড়ায় ২ জুলাই, তারপর থেকে প্রতি ন'দিন পরপর এরকম ঘটছে। লক্ষ্য করেছো, ২৩শে আগষ্ট শেষবার এই ঘটনা ঘটেছে আবার তার পুনরাবৃত্তি হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর? না, ওয়াটসন, তুমি যাই বলো, আমি এই তারিখের ব্যাপারটা কোনমতেই কাকতালীয় বলে মেনে নিতে রাজি নই।'

প্রতিবাদ করার কিছু না পেয়ে আমিও তার সঙ্গে একমত হলাম।

'এবার আমার অনুমানের কথা বলছি। আমার মতে, বাইরে থেকে কোন কড়া মাদক বা ওষুধ আনিয়ে প্রফেসর খান, ইঞ্জেকশানও নিতে পারেন। জিনিসটা যাই হোক ওঁর মগজের কোষে তা

প্রচণ্ড উগ্র প্রভাব বিস্তার করে আর তখন অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও ওঁর স্বভাব পুরো পাল্টে যায়। স্থান, কাল, পাত্র ভুলে অস্বাভাবিক কাজকর্ম করে বেড়ান। এসবই অবশ্য ঐ নেশার প্রভাবে। মনে হচ্ছে, প্রাগে যাবার পরে কোনভাবে এই নেশার খপ্পরে উনি পড়েছিলেন। লণ্ডনে ফিরে আসার পরে বোহেমিয়ার কোন লোক মারফৎ ঐ নেশার বস্তুটি নিয়মিত আনিয়ে নিচ্ছেন। ডোরাক লোকটিই যে তা ওঁকে পাচার করছে এমন ধারণা করতে বাধা কোথায়?'

'কিন্তু খেঁকি হাউণ্ড, মেয়ের জানালায় মুখ রেখে দাঁড়ানো, চারপায়ে হাঁটা, এসব?'

'দাঁড়াও, সবে তো একটা অনুমান খাড়া করার চেষ্টা করছি, এখনই অত তাড়াহুড়ো করলে কি হয়? আসছে মঙ্গলবারের আগে নতুন কোন ঘটনা আশা করাও ঠিক হবে না। তার আগে শুধু মিঃ বেনেটের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা আর এই খাসা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কিছুই আমাদের করণীয় নেই।'

ক্যামফোর্ডে সে রাতটুকু এমনিই কাটল। দু'দিন বাদে সকালে ব্রেকফাস্ট পর্ব শেষ হবার খানিকক্ষণ পরে এসে হাজির হলেন মিঃ বেনেট, হাবভাব দেখে মনে হল নতুন কোন খবর নিয়ে এসেছেন। হোমসকে দেখেই মিঃ বেনেট বলে উঠলেন, 'আপনারা চলে যাবার পরে সেদিন প্রফেসর প্রেসবুরি খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন আমার সঙ্গে। উনি মুখে না বললেও আমি বুঝেছি আপনাদের নিয়ে গেছি বলেই আমার ওপর রেগে গেছেন। কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, মিঃ হোমস, রাত পোয়ানোর পরে কাল সকালেই ওঁর চেহারা দিব্যি পাল্টে গেল, আগের মতই স্বাভাবিক কথাবার্তা, সুস্থ চিন্তাভাবনা। এমনকি কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব ভাল পড়িয়েছেন। ছাত্রমহলে প্রফেসর প্রেসবুরি এমনিতেই প্রিয়, ওঁর লেকচার শুনতে কাল ওঁর ক্লাসে খুব ভিড় হয়েছিল। মিঃ হোমস, যাই বলুন না কেন, আমার কাল বারবার মনে হচ্ছিল মানুষটা পুরো বদলে গেছে, ইনি আর আগের দিনের প্রফেসর প্রেসবুরি এক লোক নন।'

'খবরটা বয়ে আনার জন্য যথেষ্ট ধন্যবাদ, মিঃ বেনেট, কিন্তু একটি হপ্তা অর্থাৎ সাতটা দিন না কাটলে কোনভাবে এগোনো যাবে না। এই এক হপ্তার মধ্যে ভয় পাবার মত কিছু ঘটবে না, যাবার আগে এটুকু আশ্বাস শুধু আপনাকে দিতে পারি।'

'যাবার আগে!' আচমকা থমকে গিয়ে আমতা আমতা করে বললেন মিঃ বেনেট, 'আপনারা চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ, মিঃ বেনেট,' বলল হোমস, 'আমি ব্যস্ত মানুষ, হাতে অনেক কাজ ফেলে ছুটে এসেছি। ডঃ ওয়াটসনের রুগীরাও ওঁর ফেরার জন্য অপেক্ষা করছে। কথা দিচ্ছি আসছে মঙ্গলবার এই সরাইখানায় এই সময়ে আমরা দু'জনেই হাজির থাকব, আপনিও আসতে ভুলবেন না। ততদিন যাই ঘটুক না কেন, একটু সামলে চলবেন, আর দরকার হলে অবশ্যই চিঠি পাঠিয়ে খবর দেবেন।

ফেরার পথে হোমসের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা কিছুই হল না, লণ্ডনে পৌঁছে দু'জনেই ফিরে গেলাম যে যার আস্তানায়। সোমবার সন্ধ্যের পর হোমসের পাঠানো চিঠি পেলাম, পরদিন ক্যামফোর্ডে যাবার কথা মনে করিয়ে নির্দিষ্ট ট্রেনে চাপার নির্দেশ পাঠিয়েছে সে। পরদিন স্টেশনে ঠিক সময়ে এল হোমস, ট্রেন ছাড়বার খানিক বাদে বলল, 'প্রফেসর প্রেসবুরি বহাল তবিয়তে আছেন, ওঁর মেজাজও ভাল, চিঠি লিখে এইটুকু খবর পাঠিয়েছেন মিঃ বেনেট।'

ক্যামফোর্ড স্টেশনে নেমে সেই 'চেকার্স' সরাইখানায় আবার উঠলাম দু'জনে। সন্ধ্যের পরে মিঃ বেনেট এসে হাজির হলেন, আমাদের দেখে বললেন, 'এই যে এসে গেছেন? ভালই হয়েছে। মিঃ হোমস, খবর আছে। প্রফেসরের নামে একটা ছোট প্যাকেট আর চিঠি ডাকে এসেছে, দু'টোরই টিকিটের নীচে 'ক্রস' ছিল তাই খুলিনি।'

'দারুণ খবর দিলে, মিঃ বেনেট,' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল হোমস, 'ঐটুকু শুনেই আমি বুঝেছি আমার অনুমান ঠিক; কিন্তু আর নয়, আজ রাতেই এই রহস্যের সমাপ্তি আমাদের ঘটাতে হবে।

এবার যা যা বলব মন দিয়ে শুনুন — আমার পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে গেলে আজ পুরো দিনটা প্রফেসর প্রেসবুরির ওপর নজর রাখবেন, রাতে ঘুমোবেন না। যদি টের পান উনি আপনার ঘরের বাইরে হাঁটছেন তো হুঁশিয়ার, ভুলেও যেন ওঁকে ডেকে বা অন্য কোনভাবে বাধা দেবেন না, শুধু নিরাপদ দূরত্বে থেকে নিঃশব্দে অনুসরণ করবেন, ডঃ ওয়াটসন আর আমি কাছাকাছিই থাকব। ভাল কথা, প্রফেসরের একটা বাক্স আলমারির ভেতর থাকে বলেছিলেন, তার চাবি কোথায়?'

'ওঁর ঘড়ির চেনে আঁটা।'

'বাক্স খোলার জন্য ঐ চাবি দরকার হবে,' গম্ভীর গলায় বলল হোমস, 'তবে এই মুহূর্তেই নয়, চাবি হাতে না এলে বাক্সের তালা হয়ত ভাঙতে হতে পারে। ভাল কথা, খুব শক্তিশালী গোছের কেউ বাড়িতে আছে?'

'আছে, কোচম্যান ম্যাকফেইল।'

'রাতে ও কোথায় ঘুমোয়?'

'আস্তাবলের ওধারে।'

'ওঁকেও হয়ত আমাদের দরকার হবে। যাক, পরিস্থিতি নিজে থেকে মোড় না নেওয়া পর্যন্ত আমাদের আর কিছু করার নেই। এখন তাহলে আসুন — মনে হচ্ছে কাল সকালের আগেই আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

মাঝ রাত, বাইরে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা, সেই সঙ্গে হাওয়া। প্রফেসর প্রেসবুরির বাড়ির হলঘরের ঠিক উল্টোদিকে ঘন ঝোপের ভেতর ঢুকেছি হোমস আর আমি, দু'জনেরই গায়ে গরম ওভারকোট। আকাশে টুকরো মেঘের আড়াল থেকে ফালি চাঁদ মুখ বের করছে থেকে থেকে। হোমসের কথামত রহস্যের শেষ পর্বের যবনিকা পতনের অপেক্ষায় বসে আছি উদগ্র কৌতূহল নিয়ে।

'এক অদ্ভুত পাগলামি ন'দিন পরপর প্রফেসরের মধ্যে দেখা দিচ্ছে,' চাপা গলায় বলল হোমস, 'প্রাগ থেকে ফেরার পরেই এর শুরু। প্রাগের এই অজানা রহস্যের সঙ্গে জড়িত আছে ডোরাক নামের এক দালাল যে প্রায়ই চিঠি আর ছোট প্যাকেট ডাকে পাঠায় প্রফেসরকে। উনি যা খান সেটা ঐ প্যাকেটে থাকে তাতে সন্দেহ নেই যদিও সে বস্তুটি কি তা এখনও আমরা জানি না, কেন তা খান তাও আমাদের অজানা। তবে ন'দিন পরপর ওটা খাবার নির্দেশ নিশ্চয়ই থাকে চিঠিপত্রে। আচ্ছা ওয়াটসন, প্রফেসর প্রেসবুরির হাতের আঙুলের গাঁটগুলো দেখেছো?'

'না, ওতে দেখার কি আছে?'

'ঐখানেই তো ওঁর অদ্ভুত পাগলামির লক্ষণ লুকিয়ে আছে! ভাল করে তাকালে ঠিক দেখবে হাতের চামড়া অস্বাভাবিক যা ওর সবক'টা আঙুলের গাঁটে কড়া পড়েছে। এমনটা আগে কখনও দেখিনি। সবসময় আগে হাত, তারপর কবজি, ট্রাউজার্সের হাঁটু, সবশেষে জুতোর দিকে তাকাবে। ওঃ, ওয়াটসন, আমি কি বোকা! বাইরে থেকে অসম্ভব মনে হলেও এ এক নিদারুণ, মর্মান্তিক সত্যি! প্রত্যেকটি ঘটনা ঐদিকেই আঙুল দেখাচ্ছে! এই তাহলে আসল ব্যাপার! ইস, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা আগে কেন মাথায় আসেনি ভেবে হাত কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে! প্রফেসরের ঐরকম কড়া পড়া আঙুলের গাঁট, আর ওঁরই পোষা হাউণ্ডের ওঁকে তেড়ে যাওয়া! তারপর আইভি লতা বেয়ে ওঠা! দ্যাখো ওয়াটসন, যার আশায় বসে আছি তিনি এসে গেছেন, ঐ যে! এবার উনি যা করবেন তাতেই প্রমাণ হবে আমার অনুমান সত্যি কিনা!'

হলঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর প্রেসবুরি, পরনে ড্রেসিং গাউন। বাইরে আসার পরেই যেন জাদুবলে পাল্টে গেল ওঁর হাঁটার ভঙ্গি, খানিকক্ষণ শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে সামনে ঝুঁকে হাঁটলেন, তারপরেই কোমর বেঁকিয়ে মাটি ধরে হাঁটা ধরলেন, মাঝে মাঝে চার হাত পায়ে জংলি জানোয়ারের মত দৌড়েও গেলেন। প্রফেসর এই বয়সে এত প্রাণশক্তি পেলেন কোত্থেকে? উনি রীতিমত প্রৌঢ়, এই বয়সে যে কোন পেশার মানুষের দম দিনে দিনে কমে আসে, কমে আসে

স্বাভাবিক কাজের ক্ষমতা। কিন্তু প্রফেসর প্রেসবুরির অদম্য প্রাণশক্তি যেন জংলি জানোয়ারের মত, তেমনই অফুরান! আমাদের চোখের সামনেই প্রফেসর অদ্ভুতভাবে হেঁটে দৌড়ে পৌঁছে গেলেন বাড়ির কোণে, আর ঠিক তখনই আরেকটা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মিঃ বেনেট, প্রফেসরের অজান্তে তাঁর পিছু নিলেন তিনি।

'হাতে আর সময় নেই, ওয়াটসন, জলদি পা চালাও প্রফেসর যেদিকে গেলেন!' কানের কাছে শুনতে পেলাম হোমসের চাপা গলা। পা টিপে টিপে দু'জনে এসে পৌঁছোলাম বাড়ির এমন এক জায়গায় যেখানে প্রফেসরকে খানিক আগে শেষবার চোখে পড়েছিল। একটু অপেক্ষা করতেই আবার তিনি দৃষ্টিগোচর হলেন। কিন্তু এ কি! চার হাতে পায়ে হাঁটা ছেড়ে উনি যে বাড়ির পেছনে দেওয়ালের গায়ে আইভিলতা বেয়ে ওপরে উঠছেন, ঠিক বানরের মত। বানরের মতই একটা লতা ধরে দুলতে দুলতে আবার আর একটা লতা চেপে ধরেছেন শক্ত হাতের মুঠোয়। একবারও ওঁর পা ফসকাচ্ছে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওঁর দিকে। হোমসের মুখে কথা নেই, নির্বাক প্রহরীর মত সেও দাঁড়িয়ে আমারই পাশে, একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে প্রফেসরের বাঁদরামি। খানিক বাদে খেলা থামিয়ে লতা বেয়ে মাটিতে নেমে এলেন প্রফেসর, খানিক আগে যেমন দেখেছি তেমনই চার হাতে পায়ে ভর দিয়ে অদ্ভুত বেগে দৌড়ে গেলেন আস্তাবলের পানে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পোষা উলফ হাউণ্ড রয় ঘেউ ঘেউ করতে করতে বেরিয়ে এল বাইরে। প্রফেসর মাটি থেকে ছোট ছোট নুড়িপাথর তুলে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন তার নাকে মুখে, হাত নেড়ে অঙ্গভঙ্গি করে তাকে বিরক্ত করতে লাগলেন। কুকুরটা ভাগ্যিস শেকলে বাঁধা, তবু তারই মধ্যে দাঁত খিঁচোতে লাগল মনিবকে। এই মুহূর্তে রয় কি তার মনিবকে চিনতে পারছে না? আমাদের অবাক চোখের সামনে এরপর প্রফেসর একটা ভাঙ্গা ডাল কুড়িয়ে খোঁচাতে লাগলেন তাকে।

অনেকক্ষণ ধরে মনিবের অত্যাচার সইতে সইতে এক সময় রয় ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, এক প্রবল ঝাঁকুনি দিতেই আলগা হয়ে গেল তার গলায় আঁটা মোটা কলার। মুক্ত হাউণ্ড ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার মনিবের ওপর। এক ধাক্কা মেরে প্রফেসরকে মাটিতে ফেলে ধারালো দাঁতে তাঁর টুঁটি কামড়ে ধরল সে। হোমস আর আমি ছুটে এসে দেখি প্রফেসর প্রেসবুরির জ্ঞান নেই, রয় তখনও তাঁর গলা কামড়ে ধরে আছে শক্ত করে, রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে ক্ষতস্থান থেকে।

'রয়! রয়! চলে এসো!' বলতে বলতে ছুটে এলেন মিঃ বেনেট, তাঁর গলা কানে যেতে রয়ের হুঁশ এল, মনিবকে ছেড়ে সরে দাঁড়াল সে কুণ্ঠিতভাবে, জাত উলফ হাউণ্ড এই মুহূর্তে আঁচ করেছে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে সে। হৈ চৈ শুনে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল কোচম্যান ম্যাকফেইল, সব শুনে রয়ের পক্ষ নিল সে, বলল, 'ওর দোষ কি, প্রফেসর যেমন বাড়াবাড়ি করেছিলেন তাতে এমন কিছু ঘটবে আগেই আঁচ করেছিলাম। যখন তখন কি যে পাগলামি চাপত মাথায়, খামোখা কুকুরটার পেছনে লাগতেন, ঢিল মেরে, খোঁচা দিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলতেন! পোষা কুকুর হলেও রয় তো হাউণ্ড, মনিবের অত্যাচার পড়ে পড়ে সইবে কেন?'

অনুতপ্ত রয়ের গলায় ফের কলার এঁটে ম্যাকফেইল তাকে নিয়ে গেল আস্তাবলে; মিঃ বেনেটের সঙ্গে হাত লাগিয়ে হোমস আর আমি অজ্ঞান প্রফেসরকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এলাম বাড়ির ভেতরে। মিঃ বেনেট নিজেও শিক্ষিত চিকিৎসক বলে প্রফেসরকে ফার্স্ট এইড দেওয়া আমার পক্ষে সহজ হল। উনি সময়মত এসে রয়কে না ডাকলে তার ধারালো দাঁতে প্রফেসরের গলার গুরুত্বপূর্ণ ধমনী ছিঁড়ে যেত, তখন আর তাঁকে বাঁচানো যেত না। দু'জনে একটানা আধঘণ্টা চেষ্টা করে গলার ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করলাম; ড্রেসিং শেষ করে বেহুঁশ প্রফেসরকে ঘুমপাড়ানি ইঞ্জেকশন দিয়ে বললাম, 'এবার একজন বড় সার্জন দিয়ে ওঁকে দেখালে ভাল হয়।'

'ভগবানের দোহাই, ডঃ ওয়াটসন,' কাঁদোকাঁদো গলায় মিঃ বেনেট বললেন, 'এতদিন পর্যন্ত যা কিছু কেচ্ছা কেলেংকারি বাড়ির মধ্যে চাপা আছে, সার্জন ডাকলে এ খবর ঠিক বাইরে ছড়াবে

তখন লজ্জার আর সীমা থাকবে না। এডিন, ওঁর মেয়ের কথাটা একবার ভেবে দেখুন, ঘরের কেলেংকারি বাইরে ছড়ালে ও বেচারির অবস্থা কি দাঁড়াবে।'

'না, আপনি ঠিক বলেছেন, মিঃ বেনেট, ওসব ঝুঁকির মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না, নিজেরাই যা কিছু পারি করব। কিন্তু আসল রহস্যটা এখনও জানা বাকি, প্রফেসরের ঘড়ির চেনে আঁটা ওঁর বাক্সের চাবিটা আগে বের করুন, তারপর অন্য কথা।'

বাক্সের ভেতর থেকে বেরোল একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ আর দুটো অ্যাম্পুল — একটা ফাঁকা, আরেকটা প্রায় খালি হয়ে এসেছে। এছাড়া কয়েকটা চিঠিও পাওয়া গেল; এগুলো সব এসেছে লণ্ডন থেকে। নামেই চিঠি আসলে রসিদ, সব চিঠিতে টাকা পেয়েছে বলে সই করেছে জনৈক এ ডোরাক। আরও কিছুক্ষণ হাতড়ানোর পরে একটা খামসমেত চিঠি পাওয়া গেল বাক্সের ভেতরে, খামের ওপরে অস্ট্রিয়ার ডাকটিকেট, তার ওপর প্রাগের ডাকবিভাগের সিলমোহর। ভেতর থেকে চিঠিটা বের করল হোমস, তাতে লেখা —

'মান্যবরেষু,

আপনি এখানে আসার পরে অনেক ভেবেছি, আপনি যা চাইছেন তাতে প্রচণ্ড ঝুঁকি ও বিপদ আছে তাই আগেই হুঁশিয়ার করছি।

আদিম মানবের বৈশিষ্ট্যযুক্ত কোন জানোয়ারের দেহের সিরাম পেলে ওষুধ তৈরি করা আমার পক্ষে সুবিধাজনক। আপনাকে আগেই বলেছি কালো মুখ ল্যাংগুর বাঁদর হাতের কাছে ছিল বলে তারই সিরাম দিয়ে আপনার ওষুধ বানিয়েছি। এই জাতের বাঁদর চার পায়ে হাঁটে কোমর বেঁকিয়ে, লতা বেয়ে ঝোলে, দেয়াল বেয়েও ওঠে। তবে মানুষ আর বাঁদরের মাঝামাঝি স্তরের জানোয়ার পেলে ওষুধের ফল আরও কার্যকরী হত। হুঁশিয়ার, এ ব্যাপারে যেন কেউ কিছু জানতে না পারে। ইংল্যাণ্ডে আপনি ছাড়াও একজন মক্কেল আমার আছেন। ডোরাক ওখানে আমার এজেন্ট হিসেবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, আপনার সঙ্গেও সে যোগাযোগ করবে।

প্রতি হপ্তায় শারীরিক অবস্থার রিপোর্ট পাঠাবেন।

শ্রদ্ধা নেবেন,

এইচ লোরেনস্টাইন'

লোরেনস্টাইন! প্রাগের সেই বিজ্ঞানী লোরেনস্টাইন! নামটা চোখে পড়তে অতীতের কিছু ঘটনা ছবির মত পরপর ভেসে গেল স্মৃতির পর্দায় — বিজ্ঞানী লোরেনস্টাইন দাবি করেছিলেন বয়স্ক মানুষকে তার হারানো যৌবন ফিরিয়ে দেবার পথ তিনি খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু গবেষণালব্ধ আবিষ্কার কিভাবে তৈরি করেছেন জানাতে রাজি হননি বলে বিজ্ঞানী মহলে তাঁর সেই আবিষ্কার নিষিদ্ধ হয়েছে। চিঠিটা যথাস্থানে রেখে মিঃ বেনেট একটা মোটা বই এনে আমাদের দেখালেন — ল্যাংগুর জাতের বাঁদরদের হিমালয়ের ঢালু পাহাড়ি এলাকায় পাওয়া যায়, এরা লতা বেয়ে ওপরে ওঠে, একটা লতা ধরে ঝুলতে ঝুলতে আরেকটা লতা চেপে ধরে। জীববিজ্ঞানীদের মতে, এই মুখপোড়া ল্যাংগুর বাঁদরেরা আদিম মানবের সবচেয়ে কাছের পূর্বপুরুষ। 'মিঃ হোমস,' মিঃ বেনেট বললেন, 'হারানো যৌবন ফিরে পাবার অশুভ পথের হদিশ দিলেন বলে আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার জানা নেই।'

'বুড়োবয়সে মেয়ের সমান পাত্রীকে বিয়ে করতে গিয়ে প্রফেসর বয়স কমাবেন ঠিক করেছিলেন মিঃ বেনেট, কাজেই যে কৃতজ্ঞতার কথা বলছেন তা ওঁরই প্রাপ্য। এভাবে চিকিৎসা করা বেআইনী তা মিঃ লোরেনস্টাইনকে লিখে পাঠালে উনি হয়ত সংযত হবেন, কিন্তু বয়স কমানো নিয়ে গবেষণার ইঁদুর দৌড় তাতে থামবে না, ওঁর জায়গায় আর কেউ শুরু করবেন একই কাজ। যা স্বাভাবিক তাকে ভুলে প্রকৃতির ওপরে উঠতে গেলেই হবে মুশকিল; সত্যিই মানব সভ্যতা এক দারুণ সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। তবে এখানেই এর শেষ নয়, স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন সৎ মানুষেরও

অভাব নেই, এই অশুভ চেতনার সঙ্গে লড়াইয়ে তারা থেমে থাকবে না। বুঝলেন মিঃ বেনেট, আপনি না বুঝলেও পোষা উলফ হাউণ্ড রয় টের পেয়েছিল ওর মনিব মাঝে মাঝে মানুষ থাকেন না, একজাতের বাঁদর তখন ওঁর মধ্যে ভর করে তাই ওঁকে সেই সময় দেখলেই তেড়ে যেত সে। বাঁদরামো করতে করতেই মেয়ের জানালায় উঁকি দিয়েছিলেন প্রফেসর প্রেসবুরি। আচ্ছা ওয়াটসন, এবার গা তোল তাহলে। লণ্ডনের ট্রেন ধরার আগে সরাইখানায় এক কাপ গরম চা না হলে কিন্তু এখন আমার চলবে না আগেই বলে রাখছি।'

চার

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য সাসেক্স ভ্যামপায়ার

প্রসঙ্গ ঃ ভ্যামপায়ার

৪৬, ওল্ড জিউরি, ১৯ শে নভেম্বর

মহাশয়,

মিনসিং লেন-এর চায়ের ব্রোকার ফার্গুসন অ্যাণ্ড মুইরহেড প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ণধার মিঃ রবার্ট ফার্গুসন আমাদের মক্কেল, ভ্যামপায়ার প্রসঙ্গে বর্তমান কাল পর্যন্ত যাবতীয় তথ্য জানতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। যেহেতু আমাদের প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতির দরদাম নির্ণয়ে অভিজ্ঞ সেই কারণে উপরোক্ত বিষয়টি আমাদের পরিধির মধ্যে পড়ে না; এজন্য ঐ প্রসঙ্গে মিঃ ফার্গুসনকে আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করার সুপারিশ করেছি। মাটিলডা ব্রিগস-এর মামলায় আপনার সাফল্যের কথা আমরা ভুলিনি।

আপনার বিশ্বস্ত,

ই জে সি-র পক্ষে মরিসন, মরিসন অ্যাণ্ড ডড।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিঠির আগাপাস্তলায় বারবার চোখ বুলিয়েও মর্মোদ্ধার করতে পারলাম না। খানিক আগে শেষ ডাকে এসেছে চিঠিটা, একবার পড়েই হাসতে হাসতে ছুঁড়ে দিয়েছে আমার দিকে। চিঠি থেকে মুখ তুলতেই তার চোখে চোখ পড়ল, হাসিমুখে বলল, 'কোনও মহিলা নয় হে, 'মাটিলডা ব্রিগস' একটা জাহাজের নাম যার সঙ্গে সুমাত্রার দানব ইঁদুরেরা জড়িত; তবে এ গল্প শোনার জন্য দুনিয়া আজও তৈরি হয়নি। বাদ দাও ওসব, কথা হল ভ্যামপায়ার প্রসঙ্গে কি বা কতটুকু জানি আমরা। চিঠি পাঠিয়ে যারা কর্তব্য সেরেছে তাদের মত এ বিষয় কি আমাদেরও পরিধিতে আসে? যাকগে, একদম বসে না থেকে পড়াশুনো করে সময় কাটানো ঢের ভাল। শেষকালে গ্রিসের রূপকথা নিয়ে তদন্তে নামতে হল? হাত বাড়িয়ে 'ভি' মার্কা ভলিউমখানা একবার পাড়ো তো।'

পিছিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে 'ভি' মার্কা দেওয়া ভূমিকা লিপি লেখা পেল্লায় বইখানা পেড়ে এগিয়ে দিলাম। জীবনে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সূত্রে যোগাড় করা নানারকম তথ্য আর পুরোনো মামলার বিবরণ সব এতে লেখা আছে।

'গ্লোরিয়া স্কট' জাহাজের সমুদ্র সফর, পাতা উল্টে জোরে জোরে পড়তে লাগল হোমস, 'আমার মতে এই মামলায় যে তদন্ত করেছি তা এককথায় বাজে, যদিও পরে তুমি এর ওপর গল্প লিখেছিলে এবং সেজন্য তোমায় বাহবা দিতে পারিনি। এরপর আসছে ভিক্টর লিঞ্চ-জালিয়াত। তারপর বিষধর গিলা গিরগিটি। সত্যিই ওটা ছিল তাজ্জব হবার মত কেস। তারপর আসছে সার্কাসের মেয়ে ভিক্টোরিয়া। ভ্যান্ডারবিট আর ইয়েগম্যান। ভাইপার্স, আশ্চর্য কর্মকার ভিগর। এই তো! এই তো! মিলেছে! ভূমিকাটি সত্যিই তোফা। মানতেই হবে। মন দিয়ে শোন, ওয়াটসন। হাঙ্গেরিতে ভ্যামপায়ারের হানা। এই তো আবার ট্র্যানসিল ভ্যানিয়ার ভ্যামপায়ারের উৎপাত।'

কৌতূহলী গলায় পরপর পাতাগুলো উল্টে পড়ে গেল হোমস, খানিক বাদে হতাশ ভঙ্গিতে বইখানা নামিয়ে রাখল।

'নাঃ ওয়াটসন, এ একেবারে বিশ্রি ব্যাপার, ভয়ানক যাচ্ছেতাই! কফিনের মড়ার কলজেতে কাঠের গোঁজ ঠুকে আটকে রাখা যাতে তারা ভ্যামপায়ার হতে না পারে। এ নিছকই পাগলামি, এসব আমাদের কোন কাজে লাগবে?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ যে শুধু মড়া নয়, জীবন্ত মানুষেরও ভ্যামপায়ার হবার অনেক ঘটনা আছে। আমি নিজে জানি যৌবন ধরে রাখতে একসময় বুড়োরা ছেলে ছোকরার তাজা রক্ত গিলে খেত!

ঠিক বলেছো, ওয়াটসন। তবে এযুগে ভ্যামপায়ার শব্দটির সঙ্গে যদি কেউ কোনও ভৌতিক কাজকারবার মেশায় তবে সেই মধ্যযুগীয় জগা খিচুড়ির ধারেকাছে আমরা মোটেও যাব না। তাই ভয় হচ্ছে মিঃ ফার্গুসনের এই কেস হয়ত শেষ পর্যন্ত নিতে পারব না। এই ওঁর লেখা একটা চিঠিও এসেছে। দেখা যাক, কি লিখেছেন।'

দ্বিতীয় চিঠিখানা খুলে মন দিয়ে পড়তে লাগল হোমস, চিঠির বিষয়বস্তু যে তার কৌতূহল বাড়াচ্ছে তার চোখের চাউনির পানে তাকিয়েই তা বুঝতে পারলাম। পড়া শেষ হলে চিঠিখানা দু'আঙ্গুলে ঝুলিয়ে খানিকক্ষণ দু'চোখ বুঁজে কি যেন ভাবল সে, আচমকা চোখ মেলে বলে উঠল, 'চিজম্যানস, অ্যামবার্লি! ওয়াটসন, এই ল্যামবার্লি জায়গাটা কোন দিকে পড়ছে, জানো?'

'হর্সম্যানর ডাউনে, সাসেক্সে।'

'তাহলে তো বেশি দূরে নয়। আর চিজম্যানস? ওটা কোথায়?'

'জায়গাটা আমি চিনি, হোমস। ঐ নামে এক ভদ্রলোক ওখানে অনেক বাড়িঘর বানিয়েছিলেন কয়েক শ বছর আগে। তাঁরই নামে জায়গাটার নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন — ওডলি, হার্ভে, আর ব্যারিটন। ওঁদের সবাই ভুলে গেছে কিন্তু ওঁদের বাড়িগুলো তাঁদের নাম আজও বহন করছে।'

'রবার্ট ফার্গুসন দেখছি তোমাকে চেনেন,' বলল হোমস, 'দাঁড়াও পুরো চিঠিটা পড়ে শোনাচ্ছি, কান খাড়া করে শোন।'

'মিঃ শার্লক হোমস প্রিয়বরেষু,

আমার উকিল আমার সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। আমার স্ত্রী একটি ছেলে রেখে মারা যাবার প্রায় পাঁচ বছর বাদে আমি আবার বিয়ে করি। দ্বিতীয় পক্ষের রূপসী স্ত্রীটি পেরুর মেয়ে। আমার স্ত্রীর বাবা নিজে পেরুর এক নামী ব্যবসায়ী। আমার স্ত্রী নিজে যেমন নরম মনের মানুষ আমাকেও তেমনই মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। অথচ এমন এক সমস্যা তাঁকে নিয়ে তৈরি হয়েছে যা একাধারে অদ্ভুত ও অভাবনীয়, আর এর ফলে আমার দাম্পত্য জীবনে দেখা দিয়েছে অশান্তি যা স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে গড়ে তুলছে দুস্তর ব্যবধান।

আমার প্রথম স্ত্রীর ছেলের নাম জ্যাক, বয়স পনেরো। পরের পক্ষেরও একটি ছেলে আছে তার বয়স বড়জোর বছরখানেক। ছোটবেলায় এক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল জ্যাক। আমার স্ত্রী তা জেনেও পরপর দু'দিন তাকে বেধড়ক পিটিয়েছেন; একবার লাঠিপেটা করে তার হাতে কালসিটে ফেলে দিয়েছিলেন। তাই বলে শুধু সতীনের ছেলের ওপর আমার স্ত্রী গায়ের ঝাল ঝাড়েন তা ভাববেন না। রেগে গেলে নিজের এক বছরের ছেলেকে পেটাতেও দ্বিধা করেন না তিনি।

মাসখানেক আগের ঘটনা। আমার বছরখানেকের ছেলের কান্না শুনে নার্স ছুটে এসে দেখে আমার স্ত্রী কচি ছেলের ঘাড় সজোরে কামড়ে ধরেছেন, দরদর করে ঘাড় থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। ঐ দৃশ্য দেখে নার্স ভয় পায়, আমাকে ঘটনার বিবরণ দিতে যায়, কিন্তু আমার স্ত্রীর কাতর অনুরোধে শেষপর্যন্ত আমাকে ঐ ঘটনার কথা নার্স বলতে পারেননি। ব্যাপারটা চেপে রাখার জন্য আমার স্ত্রী নগদ কিছু টাকা ঘুষও দিয়েছিলেন। নার্স এরপর আমার কচি ছেলেটিকে সবসময় কাছে কাছে রাখতে লাগলেন যাতে আমার স্ত্রী তার ধারে কাছে ঘেঁষতে না পারেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা

আমার কাছে আর চাপা রইল না, নার্স নিজেই আমাকে তার নিজের চোখে দেখা ঘটনার কথা খুলে বললেন। স্বাভাবিকভাবেই একথা আমি গোড়ায় বিশ্বাস করিনি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু ঠিক তখনই আমার ছোট ছেলেটি তীব্র যন্ত্রণায় কেঁদে উঠল। নার্সকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে এসে দেখি আমার স্ত্রী নার্সারিতে সত্যিই নিজের কচি ছেলের ঘাড় কামড়ে ধরেছেন, রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠছে বালিশ, বিছানা। আমি চেঁচিয়ে উঠতে মহিলা মুখ তুলে তাকান, তখন দু'জনেই দেখি তাঁর ঠোঁটে রক্ত লেগে আছে। স্ত্রী নিজের ছেলের ঘাড় কামড়ে রক্ত খাচ্ছিলেন এ বিষয়ে আমার মনে এখন আর কোনও সন্দেহ নেই। স্ত্রীকে সেই থেকে আর ছেলের ধারে কাছে যেতে দিচ্ছি না, ঘরে আটকে রেখেছি, আগের মতই নার্স ছেলেটির দেখাশোনা করছে। আমি বর্তমানে মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত।

ভ্যাম্পায়ারদের বিষয়ে এতদিন যা কিছু পড়েছি সে সবই ভৌতিক কাহিনী, কিন্তু এখন দেখছি খোদ ইংল্যাণ্ডেই এযুগেও তাদের মধ্যযুগীয় উৎপাত বহাল আছে। এ বিষয়ে তাই আপনার সঙ্গে সকালবেলা কথা বলতে চাই। আপনি রাজি থাকলে ফার্গুসন, চিজম্যানস, ল্যামবার্লি ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠাবেন দয়া করে, আপনার অভিমত হাতে এলে সকাল দশটা নাগাদ আপনার সঙ্গে দেখা করব।

আপনার বিশ্বস্ত, রবার্ট ফার্গুসন।'

পুনশ্চ — 'আপনার সহযোগী ও বন্ধু ডঃ ওয়াটসনের সঙ্গে বহু আগেই পরিচয় ঘটেছে। ব্ল্যাকহিজে আমরা একসঙ্গে রাগবি খেলতাম।'

'এইবার চিনেছি,' হোমসের পড়া শেষ হতে বললাম, 'বিগ ফার্গুসন' নামে আমরা ওঁকে চিনতাম, এত ভাল রাগবি খেলুড়ে রিচমণ্ডে আগে আসেনি। সহৃদয় মানুষ।'

'তাহলে আমার আর ভাবনা কিছু নেই,' বলল হোমস, 'আমি কেস নিলাম উল্লেখ করে ওঁকে এখুনি টেলিগ্রাম পাঠাও।'

ঠিক সকাল দশটায় ফার্গুসন হাজির হল। স্ত্রীর প্রসঙ্গ উঠতে কোনও ভূমিকা না করেই বললেন, 'মিঃ হোমস, আমার স্ত্রী আমাকে ভালবাসে এ বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই। আমিও তাকে ভালবাসি, সেই সঙ্গে তার সন্তানকে রক্ষা করার দায়িত্বও আছে আমার ওপর। ঘটনা যা কিছু ঘটেছে সবই চিঠিতে উল্লেখ করেছি, কিছুই গোপন করিনি। এখন বলুন আপনার কি অভিমত।'

'আমার অভিমত জানার বদলে আপনি বরং আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন,' বলল হোমস, 'প্রথমে বলুন এমন এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটবার পরে আপনি কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন, আপনার স্ত্রী কি এখনও আপনার সন্তানদের কাছাকাছি আছেন?'

'না, মিঃ হোমস,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিঃ ফার্গুসন, 'বারবার তাকে প্রশ্ন করেছি কি হয়েছে তোমার, এমন কাজ বারবার কেন করছ তুমি?' উত্তর না দিয়ে সে শুধু তাকিয়ে রইল আমার মুখের পানে। মিঃ হোমস, সেই চাউনি দেখে এটুকু বুঝলাম মাথার ঠিক থাকুক ছাই না থাকুক সে আজও আমায় আগের মতই ভালবাসে, আজও সে আমার প্রতি আগের মতই অনুগত। এছাড়াও কি যেন বলতে চেয়েছিল সে, তার চোখের নীরব ভাষায় সেই আবেদন স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল যার অর্থ বুঝতে পারিনি আমি। পরমুহূর্তে সে দৌড়ে ঢুকে পড়ল নিজের ঘরে, ছিটকিনি এঁটে দিল ভেতর থেকে; সেই থেকে সে ঐ ঘরে আছে, কথা বলা বা খবর পাঠানো দূরে থাক আমার সঙ্গে দেখাও করতে রাজি হচ্ছে না। ডলোরেস নামে ওদের দেশের একটি কাজের মেয়ে আমাদের বাড়িতে আছে। কাজের মেয়ে হলেও সে আমার স্ত্রীরই সমবয়সী তাই দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ঐ ডলোরেসই খাবার দাবার দিয়ে আসে আমার স্ত্রীকে।'

'তাহলে এই মুহূর্তে ওঁর ছোট ছেলেটির কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই তো?'

'বাচ্চাটি এখন মিসেস ম্যাসন, অর্থাৎ নার্সের কাছে আছে, উনি শপথ করে বলেছেন দিনে রাতে একটি মুহূর্তের জন্যও উনি বাচ্চাকে কাছ ছাড়া করবেন না। ওঁর ওপর আমার পুরো ভরসা আছে। ভাবনা শুধু আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলে জ্যাককে নিয়ে। আপনাকে লেখা চিঠিতে আগেই জানিয়েছিলাম যে আমার স্ত্রীর হাতে এর আগে পরপর দু'বার মার খেয়েছে সে।'

'ওঁর হাতে মার খেয়ে জ্যাক কি জখম হয়েছিল?'

'না, জখম হয়নি।'

তাঁর কথা মন দিয়ে শুনল হোমস, তারপর তাঁর লেখা আগের চিঠিটা তুলে নিল। চিঠি পড়তে পড়তে বলল, 'মিঃ ফার্গুসন, কে কে আছে আপনার বাড়িতে?'

'আমি, আমার এ পক্ষের স্ত্রী, তার বাচ্চা ছেলে, আগের পক্ষের স্ত্রীর ছেলে জ্যাক। এরপর আছে কাজের লোকেরা — এদের মধ্যে প্রথমে আছে ডলোরেস; তারপর নার্স মিসেস ম্যাসন, এছাড়া আছে মাইকেল, সে আমার আস্তাবল দেখাশোনা করে, আর আছে দু'জন চাকর এরা অল্প কিছুদিন হল আমার বাড়ির কাজে বহাল হয়েছে। এই ক'জন ছাড়া আর কেউ নেই।'

'যতদূর জেনেছি বিয়ের আগে এপক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে আপনার তেমন জানাশোনা ছিল না; কথাটা কি ঠিক, মিঃ ফার্গুসন?'

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস, প্রথম পরিচয়ের কয়েক হপ্তা বাদেই ওকে বিয়ে করেছিলাম।'

'ডলোরেস ক'দিন কাজ করছে আপনাদের বাড়িতে?'

'তা কয়েক বছর হল।'

'ও তো আপনার স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোক, তাহলে আপনার চেয়ে আপনার স্ত্রীকে ঢের বেশি চেনে এটা ধরে নিতে বাধা নেই, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, তা আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারেন।' সঙ্গে সঙ্গে হোমস কথাটা লিখে নিল, তারপর মুখ তুলে বলল, 'এটা ব্যক্তিগত তদন্তের কেস, মিঃ ফার্গুসন, তাই এখানে বসে না থেকে ল্যামবার্লিতে আমার যাওয়া দরকার। তবে আমরা আপনার বাড়ির বদলে কোনও সরাইখানায় উঠব।'

'সরাইখানায়?'

'হ্যাঁ, মিঃ ফার্গুসন, তাতে আপনার স্ত্রী যেমন অস্বস্তিতে পড়বেন না, তেমনই আমারও কাজের ব্যাঘাত ঘটবে না। অবশ্য আমি আপনার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখব।'

'বিশ্বাস করুন, মিঃ হোমস,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মিঃ ফার্গুসন. 'আপনি আমার ওখানে আসুন মনে মনে আমিও চাইছিলাম। বেলা দুটোয় ভিক্টোরিয়া থেকে যে ট্রেন ছাড়ে অনায়াসে তাতে চাপতে পারেন।'

'খুব ভাল,' হোমস বলল, 'ঐ ট্রেনেই উঠব, সঙ্গে ডঃ ওয়াটসনও যাবেন। এবার আরও দু'চারটে প্রশ্ন করব আপনাকে, অনুগ্রহ করে সঠিক উত্তর দেবেন।'

'বলুন কি জানতে চান।'

'আপনার স্ত্রী এর আগে তাঁর নিজের কচি বাচ্চা এবং সতীনের ছেলে অর্থাৎ আপনার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সন্তান, দু'জনকেই মেরেছিলেন, তাই না?'

'ঠিক তাই, জ্যাককে আগে দু'বার সে মেরেছে, একবার লাঠি দিয়ে, আরেকবার শুধু হাতে, তাহলেও খুব নির্মমভাবে।'

'কেন মেরেছিলেন তা বলেছিলেন?'

'না, মিঃ হোমস, তবে জ্যাক তার দু'চোখের বিষ, তাকে একদম সহ্য করতে পারে না বারবার এই কথাটাই আমার স্ত্রী বলেছিল।'

'সৎমা যারা তাদের মুখে এমন কথা নতুন কিছু নয়, মিঃ ফার্গুসন। আমাদের চোখে মৃত সতীনের প্রতি হিংসে থেকেই এমন ঘটে। মিঃ ফার্গুসন, আপনার স্ত্রী কি হিংসুটে স্বভাবের মহিলা?'

'একশোবার, মিঃ হোমস, হিংসুটেপনা ব্যাপারটা তার স্বভাবে পুরোপুরি আছে — গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মেছে কিনা, তাই ধাতটাও হয়েছে তেমনই।'

'আপনার বড় ছেলে জ্যাকের বয়স বলছেন মাত্র পনেরো। শারীরিক দিক থেকে প্রতিবন্ধী তাকে বলা যায় অনায়াসেই। কিন্তু যতদূর আঁচ করছি বয়সের তুলনায় তার বুদ্ধি কিছুটা বেশি। সৎমা পরপর দু'বার কেন এমন বেধড়ক মার মেরেছে তা বলেছে সে?'

'আজ্ঞে না, জ্যাক বলেছে সৎমা কোন কারণ ছাড়াই শুধু শুধু মেরেছে তাকে।'

'সৎমার সঙ্গে জ্যাকের সম্পর্ক আগে কখনও ভাল ছিল কি?'

'কোন দিনই নয়, সৎমার স্নেহ মমতা ভালবাসা কোনদিনই পায়নি জ্যাক, তেমনই সৎ মায়ের প্রতিও জ্যাকের ভালবাসা কখনও চোখে পড়েনি।'

'তারপরেও আপনি বলছেন জ্যাক স্নেহপ্রবণ, বলছেন ভালবাসায় পরিপূর্ণ তার হৃদয়মন?'

'জ্যাক মনপ্রাণ দিয়ে তার বাবাকে এমন ভালবাসে যা দুনিয়ায় সচরাচর চোখে পড়ে না। আমার জীবন তার কাছে নিজের জীবন, আমি যা বলি বা করি তার মাঝেই দিনরাত তন্ময় হয়ে থাকে সে।' মিঃ ফার্গুসনের এই বক্তব্যটুকুও লিখে নিল হোমস।

'তাহলে ধরে নিতে হচ্ছে এবারের বিয়ের আগে পর্যন্ত জ্যাক মনের দিক থেকে আপনার কাছের মানুষ ছিল, কেমন?'

'অবশ্যই?'

'আপনি খানিক আগে বলেছেন জ্যাকের মন স্নেহ মমতায় পরিপূর্ণ; তাহলে পরলোকগত মায়ের স্মৃতি আর ভাবমূর্তিও আশাকরি অম্লান আছে তার মনে?'

'এ বিষয়ে আপনাব সঙ্গে আমি একমত, মিঃ হোমস।'

'জ্যাক সম্পর্কে আপনি আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিচ্ছেন, মিঃ ফার্গুসন,' নিরুত্তাপ শোনাল হোমসের গলা, 'এবার আবার পুরোনো প্রসঙ্গে আসছি। নিজের ছেলে আব সতীনের ছেলে জ্যাককে কি আপনার স্ত্রী দু'বারই একই সময় মেরেছিলেন?'

'প্রথমবার তাই ঘটেছিল বটে, কিন্তু দ্বিতীয়বার শুধু জ্যাককেই মেরেছে সে, নার্স মিসেস ম্যাসন বলেছেন দ্বিতীয়বার নিজের ছেলের গায়ে হাত দেয়নি আমার স্ত্রী।'

'এইখানেই তো পুরো ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠেছে, মিঃ ফার্গুসন।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না, মিঃ হোমস।'

'এখন না বোঝাই স্বাভাবিক। রহস্য সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমি তার ওপর একটার পর একটা তত্ত্ব বা থিওরি তৈরি করি। অভ্যাসটা খারাপ হলেও আমি নিরুপায় যেহেতু সব কেসেই ঐভাবে আমি এগোই। তাহলে ঐ কথাই রইল, কাল দুপুর দু'টোয় দেখা হচ্ছে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে।'

ল্যামবার্লিতে চেকার্স সরাইয়ে এসে উঠেছি হোমস আর আমি। মাসটা নভেম্বর, বছরেব শেষ; সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ আগে, সন্ধ্যের পর আকাশ বাতাস কেমন যেন মনমরা ঠেকছে। ঘোড়ার গাড়ি চেপে এক আদ্যিকালের পুরোনো খামারবাড়ির সামনে এসে হাজির হলাম — ফার্গুসন এখানেই থাকে বৌ ছেলে নিয়ে। খামারবাড়ির বিশাল চিমনি টিউডর যুগের সাক্ষ্য বহন করছে, জরাব্যাধি আর ক্ষয়ের গন্ধ যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে বাড়িটাকে।

বাড়ির ভেতরে একটা পেল্লায় ঘরে ফার্গুসন আমাদের নিয়ে এল। সেকেলে ফায়ারপ্লেসে জ্বলন্ত কাঠের উত্তাপে ঘর ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠছে। ফায়ারপ্লেসের ঠিক পেছনে লোহার পুরু চাদরে খোদাই করা — ১৬৭০।

ঘরের ভেতরের দেয়ালের গায়ে জল রং-এ আঁকা একাধিক ছবির পাশাপাশি ঝুলছে হরেক রকম বাসনপত্র আর ধারালো হাতিয়ার। এসব হাতিয়ারের চল আছে দক্ষিণ আমেরিকায় তার মানে ফার্গুসনের দ্বিতীয় পক্ষের রহস্যময়ী স্ত্রীই এগুলো নিয়ে এসেছে পেরু থেকে। হাতিয়ারগুলো

খুঁটিয়ে দেখছিল হোমস। আচমকা গলায় বিস্ময়সূচক গলা শুনে চমকে তাকালাম। ঘরের কোণে ঝুড়ির ভেতর তালগোল পাকিয়ে শুয়েছিল একটা পোষা কুকুর, আমাদের দেখে সেটা উঠে এল। লক্ষ্য করলাম কুকুরটা খোঁড়াচ্ছে। ঐভাবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এসে সে তার প্রভু মিঃ ফার্গুসনের হাত জিভ দিয়ে চাটতে লাগল। তখনই দেখলাম কুকুরটা জাতে স্প্যানিয়াল।

'বেচারা এমন খোঁড়াচ্ছে কেন, মিঃ ফার্গুসন?' জানতে চাইল হোমস।

'ঠিক বুঝতে পারছি না, মিঃ হোমস,' বললেন মিঃ ফার্গুসন, 'এখানকার পশু চিকিৎসকও ওর রোগটা ধরতে পারছেন না; বলছে এটা এক ধরনের পক্ষাঘাত — মেরুদণ্ডের মেনিঞ্জাইটিস। অবশ্য ওর অবস্থা এখন আগের চাইতে ভাল, আমার কার্লো শীগগিরই একদম ভাল হয়ে উঠবে। কিরে, কার্লো, তাই তো?'

কার্লো অবোধ পশু, তায় অবোলা। মনিবের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে করুণ চোখে তাঁর পানে চেয়ে রইল সে; কিন্তু তার সেরে ওঠার বিষয়ে সবার চিন্তা সে টের পেয়েছে তা বোঝা গেল তার চাউনিতেই, লেজটা কেঁপে উঠল থরথর করে।

'অসুখটা হল কি করে?'

'আচমকা।'

'কতদিন আগে?'

'তা চার মাস তো বটেই।'

'আশ্চর্য ব্যাপার! কুকুরটার এই অসুখের মধ্যে রহস্যের একটা যোগসূত্র লুকিয়ে আছে।'

'সে কি মিঃ হোমস! কোন যোগসূত্রের কথা বলতে চাইছেন কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'এখনকার মত শুধু এইটুকু জেনে রাখুন যে আমি এ ব্যাপারে যা কিছু ভেবেছি বাস্তবে ঠিক তাই ঘটেছে।'

'আমার মনের অবস্থাটা একবার ভাবুন, মিঃ হোমস,' একরাশ ব্যাকুলতা ঝরে পড়ল মিঃ ফার্গুসনের গলায়, 'আমার স্ত্রীকে ঘটনাক্রমে রক্তচোষা ভ্যামপায়ার বলে সন্দেহ করতে শুরু করেছি, হয়ত শীগগিরই সে তার নিজের ছেলের প্রাণ নেবে। এই অবস্থায় দয়া করে আমায় ধাঁধার মধ্যে রাখবেন না, আপনার ধারণা আমায় খুলে বলুন, আমি মিনতি করছি আপনাকে।'

'সমাধান যাই হোক,' হোমস বলল, 'তা শুনে আপনি কষ্ট পাবেন। এর বেশি এখন বলব না।'

'আপনারা আমায় মাফ করবেন,' মিঃ ফার্গুসন বললেন, 'স্ত্রী কেমন আছে একবার দেখে আসি। দেখি ওর মত পাল্টেছে কিনা।' বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। মিঃ ফার্গুসন বেরিয়ে যেতে হোমস এগিয়ে এসে দাঁড়াল দেওয়ালের সামনে, দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো ধারালো হাতিয়ারগুলো দেখতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। একটু বাদেই ফিরে এলেন মিঃ ফার্গুসন, চোখ মুখ দেখে আঁচ করলাম ওঁর স্ত্রীর অবস্থা একই আছে, এতটুকুও পাল্টায়নি। লম্বা, পাতলা, ছিপছিপে দেখতে এক যুবতী ওঁর পেছনে এল, তার চামড়ার রং বাদামি।

'চা তৈরি, ডলোরেস,' যুবতীকে লক্ষ্য করে বললেন মিঃ ফার্গুসন, 'মিসেস ফার্গুসনকে চা দাও; ওঁর যখন যা দরকার হাতের কাছে এগিয়ে দিতে ভুলো না।'

শুনে মুখ তুলে ডলোরেস তাকাল তার প্রভুর পানে, তখনই লক্ষ্য করলাম চাপা রাগ মেশানো একরাশ ঘৃণা ঝরে পড়ছে দু'চোখ থেকে।

'ওঁর শরীর ভাল নেই,' ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে ডলোরেস জানাল, 'মোটে খাবার মুখে তুলছে না। ডাক্তার ডাকা দরকার। ডাক্তার ছাড়া ওঁর সঙ্গে থাকতে আমার বড্ড ভয় হচ্ছে।'

'আমায় দিয়ে কাজ হলে এখনই গিয়ে ওঁকে দেখে আসতে পারি —' ফার্গুসন জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকাতে জবাব দিলাম।

'তোমার গিন্নিমা ডঃ ওয়াটসনকে দেখাবেন তো, ডলোরেস?' প্রশ্ন করলেন মিঃ ফার্গুসন।

'ওকথা জানবার দরকার কি?' পাল্টা প্রশ্ন করে সমস্যার সহজ সমাধান করল ডলোরেস, 'আমি ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি; আসুন ডাক্তার।'

ডলোরেসের সঙ্গে একটা বন্ধ কাঠের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। চাবি বের করে দরজা খুলে পা চালিয়ে ভেতরে ঢুকল সে, পেছন পেছন আমি। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে দরজায় ছিটকিনি এঁটে দিল সে।

আমার ঠিক সামনে খাটে বিছানায় শুয়ে এক যুবতী জ্বরের তাড়সে কাঁপছে থরথর করে। ইনিই যে মিসেস ফার্গুসন বুঝতে পারলাম। মহিলা জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ ছিলেন কিন্তু আমি ঘরে ঢুকতেই চোখ মেলে তাকালেন — একরাশ ভীতি মেশানো সে দুটি চোখ সত্যিই সুন্দর। এগিয়ে এসে এলিয়ে পড়া একটি হাত তুলে শিরা পরীক্ষা করতে স্বস্তি ভাব তাঁর চোখেমুখে। তাপমাত্রা পরীক্ষা করে দেখলাম জ্বর এখনও আছে, অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনাই যার একমাত্র কারণ।

'পুরো দু'দিন উনি এমনই একভাবে শুয়ে আছেন,' আগের মতই ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলে উঠল ডলোরেস, 'এভাবে চললে ক'দিন বাঁচবেন তাই ভেবে ভয়ে মরছি।'

'আমার স্বামী গেলেন কোথায়?' জানতে চাইলেন মিসেস ফার্গুসন, বেশ লক্ষ্য করলাম প্রশ্ন করতে গিয়ে তাঁর সুন্দর মুখ আবেগে লাল হয়ে উঠেছে।

'উনি নীচে অপেক্ষায় আছেন,' আমি আশ্বাস দিলাম, 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

'আমি দেখা করব না, মোটেও দেখা করব না ওঁর সঙ্গে,' কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠলেন, পরমুহূর্তে প্রলাপের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শয়তান! ও একটা শয়তান। হা ঈশ্বর! এই নচ্ছার বদমাশটাকে নিয়ে আমি কিভাবে দিন কাটাব?'

'আমি কোনভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

'না, শুধু আপনি কেন, কেউ কোনভাবে সাহায্য করতে পারবে না। সব শেষ, সব ধ্বংস হয়ে গেছে। সব যখন শেষ হয়েছে তখন আমার যা খুশি করব।'

'ম্যাডাম,' আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে আপনি আপনার স্বামীকে ভুল বুঝেছেন, আপনার স্বামী আগের মতই এখনও আপনাকে গভীরভাবে ভালবাসেন। যে ঘটনা ঘটেছে তাতে উনি নিজেও গভীর আঘাত পেয়েছেন।'

'জানি, উনি আমায় এখনও ভালবাসেন,' টলটলে সুন্দর চোখ মেলে তাকালেন মিসেস ফার্গুসন, 'আমি নিজেও কি তাকে ভালবাসি না? বরং নিজেকে বলি দেব তবু দুঃখ দেব না ওর মনে এই হল আমার মন্ত্র। এইভাবেই তাকে এতদিন ভালবেসেছি। তারপরেও আমাকে এমন ভাবতে ওঁর বাধল না — বাধল না আমাকে ওসব যা তা বলতে।'

'উনি নিজে দুঃখ পেয়েছেন কিন্তু ব্যাপারটা বোঝাতে পারেন নি।'

'না, উনি কখনোই বুঝতে পারেন না, তবে আমাকে বিশ্বাস করা ওঁর উচিত ছিল।'

'আপনি ওঁর সঙ্গে সত্যিই দেখা করবেন না?' আবার জানতে চাইলাম।

'না, না; ওঁর মুখের ঐসব যা তা গালিগালাজ আর চোখের ঐ চাউনি আমি মোটেও ভুলতে পারব না। ওঁর সঙ্গে দেখা করব না আমি। আপনি এবার যান, আমার জন্য কিছুই করতে পারবেন না আপনি। মনে করে ওঁকে শুধু একটা কথা বলবেন, আমার কচি ছেলেটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলবেন। আমি যখন ওর মা তখন ওর ওপর আমার একটা অধিকার নিশ্চয়ই আছে। এছাড়া ওঁকে বলার মত আমার কিছু নেই।' বলে দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন তিনি।

নীচের কামরায় আগুনের ধারে মিঃ ফার্গুসন বসেছিলেন, পাশেই বসেছিল হোমস।

'মা হলেও কচি ছেলেটাকে ওর কাছে পাঠাব কি করে,' আমার মুখ থেকে সব শুনে মিঃ ফার্গুসন বললেন, 'ওর মাথায় আবার কোন অদ্ভুত নেশা চাগাড় দেবে কে বলতে পারে? ঐ ছেলেরই পাশ থেকে রক্তমাখা ঠোঁটে কিভাবে ও উঠে দাঁড়িয়েছিল সে দৃশ্য ভুলব কি করে?' বলতে বলতে নিদারুণ আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠলেন তিনি, 'ছেলেটা ওর নার্স মিসেস ম্যাসনের কাছে নিরাপদে আছে, ঐখানেই থাকবে সে।'

কাজের মেয়েটি চা এনে দিতেই সুন্দর দেখতে একটি অল্পবয়সী ছেলে ঘরে ঢুকল, দৌড়ে এসে বাপের গলা জড়িয়ে আদরভরা গলায় বলল, 'ড্যাডি এসেছো? কি ভাল যে লাগছে তোমায় দেখে।' ছেলেটির বয়স বড় জোর বছর পনেরো, হাবভাব, কথাবার্তা আদুরে মেয়ের মত।

'শুধু আমি নই, জ্যাক,' ছেলেটির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মিঃ ফার্গুসন বললেন, 'মিঃ হোমস আর ডঃ ওয়াটসনও এসেছেন।'

'মিঃ হোমস মানে সেই বিখ্যাত গোয়েন্দা?'

'হ্যাঁ।'

জ্যাক নাম শুনে বুঝলাম এই ছেলেটিই মিঃ ফার্গুসনের বড় ছেলে। এবার আমাদের পানে তীক্ষ্ণচোখে তাকাল সে। চাউনি দেখে টের পেলাম আমাদের সে পছন্দ করছে না।

'কই মিঃ ফার্গুসন,' হোমস বলল, 'আপনার ছোট ছেলেটি কোথায়? ওকে একবার দেখান।'

'যাও তো জ্যাক,' মিঃ ফার্গুসন বড় ছেলেকে বললেন, 'মিসেস ম্যাসনকে বল তোমার ছোট ভাইকে নিয়ে যেন একবার এখানে আসেন।' বাপের হুকুম শুনে ঘর ছেড়ে বেরোল জ্যাক, পেছন থেকে নজরে পড়ল হাঁটার সময় খোঁড়াচ্ছে সে, পা ফেলার সঙ্গে শরীর কেঁপে উঠছে থরথর করে। মেরুদণ্ডের দুর্বলতাই এর কারণ আমার অভিজ্ঞ চোখ তা নিমেষে ধরে ফেলল। খানিক বাদে মিসেস ম্যাসন এল মিসেস ফার্গুসনের কচি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে। দু'হাত বাড়িয়ে নার্সের কাছ থেকে নিজের কোলে তাকে টেনে নিলেন মিঃ ফার্গুসন। তখনই চোখে পড়ল কচি ছেলেটির তুলতুলে গলার ওপর এক ছোট লাল শুকনো ক্ষতচিহ্ন। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মিঃ ফার্গুসন নিজের মনে বলে উঠলেন, 'আহা, এমন পুতুলের মত সুন্দর বাচ্চা, তার গলায় যে দাঁত বসায় সে মা না রাক্ষুসি?'

কিন্তু এটুকুই নয়, আমার আরও কিছু দেখা তখনও বাকি ছিল। মিঃ ফার্গুসনের এই মন্তব্য হোমসের কানে গেছে কিনা দেখতে মুখ ফেরাতে দেখি সে ঘাড় ঘুরিয়ে দূরের জানালায় কাঁচের পানে ওপাশে কিছু দেখছে তন্ময় হয়ে। খানিক বাদে কেন কে জানে আপন মনে হেসে উঠল সে, ঘাড় ফিরিয়ে এবার তাকাল মিঃ ফার্গুসনের কচি ছেলেটির পানে, গলায় শুকনো ক্ষতচিহ্নটার পানে চোখ পড়তে খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল সে, তার তুলতুলে হাত দুটো আদর করে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'বিদায়, ছোট্ট মানুষটি। বড় অদ্ভুতভাবে জীবন শুরু করলে! নার্স, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব, এপাশে আসুন।' মিসেস ম্যাসনকে ঘরের একপাশে সরিয়ে এনে কি যেন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করল হোমস। মিনিট কয়েক বাদে 'আপনার সব দুর্ভাবনা শীগগিরই কাটবে আশা করছি, ধৈর্য ধরুন, স্থির হোন,' তার এই কয়েকটা কথা শুধু কানে এল। নার্স মহিলার মুখে রা না কাড়লেও কথায় ধার আছে, স্বভাব উগ্র তাও জানতে বাকি নেই। হোমসের কথা ফুরোতে আর দাঁড়ালেন না, নার্স বাচ্চাকে তার বাবার কোল থেকে তুলে নিয়ে চলে গেলেন ঘর ছেড়ে। আরও খানিক বাদে জ্যাক ফিরে এল।

'এই নার্স মহিলাটিকে আপনার কেমন লাগছে?' মিঃ ফার্গুসনকে সরাসরি প্রশ্ন করল হোমস।

'মিসেস ম্যাসনের কথা বলছেন?' মিঃ ফার্গুসন জানালেন, 'ওঁর মনটা সোনার মত খাঁটি, আপ্রাণ ভালবাসেন আমার বাচ্চাকে, কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে কিছুই বোঝা যায় না।'

'মিসেস ম্যাসনকে তোমার কেমন লাগে, জ্যাক?' মিঃ ফার্গুসনের বড় ছেলেকে আচমকা প্রশ্ন করল হোমস। শুনেই জ্যাকের মুখখানা কালো হয়ে গেল, ঘাড় নেড়ে বোঝাল তাঁকে সে মোটেও পছন্দ করে না।

'আমার জ্যাকি যে কাকে পছন্দ করে আর কাকে করে না ভেবে বের করা রীতিমত কঠিন,' বললেন মিঃ ফার্গুসন, 'ও যাদের পছন্দ করে আমি তাদের দলে এটাই আমার সৌভাগ্য।' বাপের বুকে এই ফাঁকে মুখ গুঁজেছিল জ্যাক, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি বললেন, 'যাও তো, জ্যাক, এবার বাইরে যাও।' জ্যাক ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পেছন থেকে কিছুক্ষণ তার পানে চেয়ে রইলেন মিঃ ফার্গুসন তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'মিঃ হোমস, সবই দেখলেন, এবার বলুন আমাকে সহানুভূতি জানানো ছাড়া আর কিছু কি আপনার করার আছে? আমার এই সমস্যা এত জটিল যে এখন মনে হচ্ছে এর মাঝে আপনাকে ডেকে হয়ত আমি ভুল করেছি।'

'সমস্যা সূক্ষ্ম তাতে সন্দেহ নেই,' বলল হোমস, 'তবে যতটা ভাবছেন তত জটিল নয়। সমস্যার সমাধান অনেক আগেই হয়ে গেছে, আপনার এখানে এসে পৌঁছোবার আগেই। তবু তা কতদূর ঠিক তা যাচাই করতেই আমার এখানে আসা তাও বলে রাখছি।'

'তাহলে তা খুলে বলছেন না কেন, মিঃ হোমস,' কপালে হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করলেন মিঃ ফার্গুসন, 'আর কতদিন এভাবে চাপা উদ্বেগের মধ্যে আমার দিন কাটবে?'

'সব খুলে অবশ্যই বলব, কিন্তু তার আগে একবার আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা খুব দরকার,' বলল হোমস, 'ওয়াটসন, তুমি তো ওঁকে খানিক আগে পরীক্ষা করে এসেছো; এই মুহূর্তে আমাব সঙ্গে কথা বলার মত দৈহিক সুস্থতা ওঁর আছে তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে চলুন ওঁর কাছেই যাওয়া যাক, সব সমস্যার জট ওঁর সামনেই খুলব।'

'আমার সঙ্গে দেখা করবে না কথাও বলবে না বলে ধনুকভাঙ্গা পণ করেছে।' চাপা কান্নায় মিঃ ফার্গুসনের গলা ধরে এল।

'চলুন তো আমার সঙ্গে,' বলল হোমস, 'তারপর দেখা যাবে কথা বলে কি না। ওয়াটসন, আমাদের মধ্যে ওঁর কাছে সরাসরি যাবার এক্তিয়ার তোমারই আছে, একবার ভেতরে ঢুকে এই কাগজটুকু ওঁর হাতে দাও।' বলে একচিলতে কাগজে কি লিখে ভাঁজ করে গুঁজে দিল আমার হাতে। এরপর আর কথা চলে না, হোমস আর মিঃ ফার্গুসনকে নিয়ে ওপরতলার সেই ভেজানো দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম, টোকা দিতেই দরজার পাল্লা অল্প খুলে মুখ বের করল ডলোরেস, তার হাতে কাগজটা দিয়ে মিসেস ফার্গুসনকে পৌঁছে দিতে বললাম। তিনজনে দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার বাইরে; খানিক বাদেই দরজা আবার ফাঁক হল, ডলোরেস মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'উনি দেখা করবেন, সব শুনবেন বললেন!' শুনে আমি আর দেরি করলাম না, মিঃ ফার্গুসন আর হোমসকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। মিসেস ফার্গুসন ততক্ষণে বিছানায় উঠে বসেছেন।

'কথাবার্তা শুরু করার আগে ডলোরেসকে আমরা এ ঘর থেকে সরিয়ে দিতে পারি।' কথাটা বলেই হোমস দেখল তার মন্তব্য মিসেস ফার্গুসনের পছন্দ নয়, মুহূর্তে নিজেকে শুধরে নিয়ে সে বলল, 'বেশ, ম্যাডাম, আপনি যদি চান তো ও না হয় এখানেই থাকবে, তাতে আমাদের দিক থেকে অসুবিধার কিছু নেই। এবার আপনাকে একটা কথা বলব, মিঃ ফার্গুসন, জানবেন সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কোন অস্ত্রোপচার করা হলে তাতে ব্যথা বেদনা হয় খুব কম। সেই নিয়ম মেনেই বলছি আপনার স্ত্রী সম্পূর্ণ নির্দোষ একজন গৃহবধূ যিনি আপনাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। তাঁর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে।'

'মিঃ হোমস!' মিঃ ফার্গুসনের খুশি আর ধরে না, 'যা বললেন তার প্রমাণ দিন, আমি আজীবন আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকব।'

'প্রমাণ করব বলেই তো আমার এখানে আসা,' বলল হোমস, 'কিন্তু তাতে আপনি অন্যদিক থেকে খুব দুঃখ পাবেন।'

'দুঃখ পাই পাব, তবু আপনি বলুন, আমার স্ত্রীর নির্দোষিতা প্রমাণের বিনিময়ে যে কোন দুঃখ আমি সইতে পারব।'

'তাহলে শুনুন, লণ্ডনে আমার বেকার স্ট্রিটের আস্তানায় বসে যে রক্তখেকো ভ্যাম্পায়ারের গল্প শুনিয়েছিলেন আমি তা বিশ্বাস করিনি, ওসব ভূতুড়ে গালগল্প। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডে ঐরকম কোন অপরাধ এখনও পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি। অথচ আপনি নিজে আপনার স্ত্রীকে তাঁর কচি ছেলের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াতে দেখেছেন, দেখেছেন তাঁর ঠোঁটে রক্ত।'

'হ্যাঁ, দেখেছি বই কি।'

'ব্যস্, বৌয়ের ঠোঁটে রক্ত দেখেই আপনি ধরে নিলেন উনি তাঁর নিজের ছেলের রক্ত শুষে খাচ্ছিলেন। কেন মশাই, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত টেনে বের করতে সেখানে মুখ লাগিয়ে রক্ত শুষে নেবার কোন ঘটনার কথা আপনার মনে এল না কেন সেই মুহূর্তে? ক্ষতস্থানের বিষ বের করতে অতীতে এদেশেরই এক রাণী একইভাবে ক্ষতস্থানের রক্ত শুষে বের করেছিলেন তার নজির তো ইংলিশ ইতিহাসের পাতাতেই আছে।'

'বিষ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' গলার পর্দা সামান্য চড়াল হোমস, 'আপনার বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে ঝুলছে দক্ষিণ আমেরিকার আদিম যুগের অসংখ্য ধারালো হাতিয়ার। পাখিমারা ধনুকের পাশে তূণটা ঝুলছে অথচ তাতে তীর নেই, দেখেই সম্ভাবনাটা মাথায় এসেছিল। কুরারি বা ঐরকম কোন বিষাক্ত জড়িবুটির রসে তীরের ফলা ডুবিয়ে তাই দিয়ে কচি বাচ্চাটিকে খোঁচালে সে বিষ আপনিই মিশবে তার রক্তে, সে বিষ সঙ্গে সঙ্গে শুষে বের না করলে তাকে বাঁচানো যাবে না।'

মিঃ ফার্গুসনের মুখে কথা নেই, হোমসের উচ্চারিত প্রত্যেকটি শব্দ মন দিয়ে শুনছেন।

'এরপরেই নজর পড়ল আপনার স্প্যানিয়াল কুকুরটার দিকে, দেখেই বুঝে ফেললাম তার রোগটা কি। মানুষ বাচ্চার গায়ে খোঁচা দেবার আগে বিষের ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়েছে কুকুরকে তীরের ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে। বিষ কতটা কার্যকরী তা নিজেই দেখেছেন— এই অপকর্ম যে করেছে সে আপনার খুব কাছের মানুষ, আপনার বড় ছেলে জ্যাক। তীরের ফলা দিয়ে জ্যাক তার ছোট ভাইকে খোঁচাচ্ছে এ দৃশ্য আপনার স্ত্রী নিজে চোখে দেখেছেন, তাই প্রচণ্ড রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে বেধড়ক মার মেরেছেন; ওঁর জায়গায় অন্য যে কেউ থাকলে তাই করত। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থানের বিষাক্ত রক্ত সেখানে ঠোঁট লাগিয়ে শুষে বের করেছেন, তাই তাঁর ঠোঁটে রক্ত লেগেছিল। আর আপনি কি না তাঁকে ভুল বুঝলেন! জানেন, আপনি জ্যাককে খুব ভালবাসেন বলেই তার এই নিদারুণ অপরাধের কথা তিনি আপনার কাছে নালিশ করেননি পাছে আপনি মনে ব্যথা পান। প্রমাণ চাইছিলেন না খানিক আগে? এই হল প্রমাণ।'

'জ্যাকি! আমার জ্যাকি এমন কাজ করেছে?'

'বুঝতে পারছি আমার কথা বিশ্বাস করতে আপনার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, মিঃ ফার্গুসন, তবু এ নির্মম সত্য, ব্যথা পেলেও মেনে নেওয়া বই পথ নেই। এই ত খানিক আগের ঘটনা — বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আপনি যখন আদর করছিলেন তখন চোখে পড়ল ঘরের জানালার কাছে মুখ ঠেকিয়ে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আপনার পানে, নিষ্ঠুর হিংসার আগুন জ্বলছে তার দু'চোখে।'

'জ্যাকি! হায় ঈশ্বর, জ্যাকি এমন পাষণ্ড তৈরি হয়েছে তাও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?'

'ম্যাডাম, আপনিই বলুন যা বলছি সত্যি কিনা,' হোমস তাকাল মিসেস ফার্গুসনের পানে। জ্যাকির অপকর্মের বিবরণ শুনতে শুনতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন মিসেস ফার্গুসন, এবার

চোখ মুছে স্বামীর পানে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, 'উনি ঠিকই বলেছেন, বব, কিন্তু আমি সে কথা দুর্নামের ভয়ে বলতে পারিনি।'

'এত ভাববার কিছু নেই, মিঃ ফার্গুসন,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হোমস, 'আমার মতে জ্যাকির এই বদস্বভাবও সেরে যাবে তবে সেজন্য হাওয়া বদল দরকার। বছরখানেক সমুদ্রের ধারে কোন জায়গায় ওকে রাখলেই আমার মনে হয় ওর স্বভাব শুধরে যাবে। কিন্তু একটা কথা বলুন, ম্যাডাম, নিজের ছেলেটাকে এই ক'দিন আলাদা রেখেছিলেন কার ভরসায় দয়া করে বলবেন?'

'নার্স মিসেস ম্যাসনকে আমি সব খুলে বলেছি,' মিসেস ফার্গুসন বললেন, 'উনি সবই জানেন।'

'আমিও তাই ধরে নিয়েছিলাম,' মৃদু হেসে সায় দিল হোমস।

মিঃ ফার্গুসন আর স্থির থাকতে পারলেন না, চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন স্ত্রীর বিছানার পাশে, কান্নার আবেগে থরথর করে কাঁপছেন স্পষ্ট দেখলাম। মিসেস ফার্গুসনেরও দু'গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে দরদর করে। দু'জনেই নিশ্চুপ, এতটুকু শব্দ নেই ঘরের ভেতরে। কাঁদতে কাঁদতে মিঃ ফার্গুসন কাঁপা হাত বাড়িয়ে দিলেন স্ত্রীর দিকে।

এমন এক স্বর্গীয় মুহূর্তে আমাদের আর থাকার অর্থ হয় না ভেবে ডলোরেসকেও কায়দা করে বের করে দিয়ে স্বামি স্ত্রীকে আবার মিলিত হবার সুযোগ দিয়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আবার লণ্ডন। বেকার স্ট্রিটের আস্তানায় ফেরা। যে চিঠির মাধ্যমে এই কেসের গোড়াপত্তন তার জবাবে হোমসের চিঠির উল্লেখ না করলে এ কাহিনীর সমাপ্তি বাকি থাকবে। চিঠিখানার বয়ান এরকম।

বেকার স্ট্রিট,
২১শে নভেম্বর।

প্রসঙ্গ — ভ্যাম্পায়ার

মহাশয়,

আপনার ১৯ তারিখের লেখা চিঠির জবাবে জানাচ্ছি আপনাদের মক্কেল মিনসিং লেনের চায়ের ব্রোকার ফার্গুসন অ্যাণ্ড মুইরহেড প্রতিষ্ঠানের মিঃ ফার্গুসনের সমস্যা নিয়ে আমি তদন্ত করেছি এবং তার এক সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছেছি। আপনার সুপারিশের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

আপনার বিশ্বস্ত শার্লক হোমস।

পাঁচ

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য থ্রি গ্যারিডেব্‌স

এবার যে কাহিনী শোনাব তাকে কমেডি বা ট্র্যাজেডি দু'রকমই বলা চলে। এর পরিণতিতে আবার ঘটেছে রক্তপাত, একজনকে তার যুক্তিবুদ্ধি দান দিতে হয়েছে, আরেকজনের কপালে জুটেছে আইনের কঠোর সাজা। এসব সত্ত্বেও এর মধ্যে এক কমেডি বা মিলনান্তক নাটকের উপাদান লুকিয়ে আছে। এ নিয়ে আর কথা বাড়াব না, আপনারা নিজেরাই পড়ে আমার বক্তব্য কতটা সত্যি তা বিচার করবেন।

তারিখটা আজও স্পষ্ট মনে আছে কারণ ঐ মাসেই হোমস নাইট উপাধির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল। যে কাজের বিনিময়ে সে এ সম্মান পেয়েছিল তা পরে একসময় শোনাব।

১৯০২ সাল, জুন মাসের শেষের দিক, দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ তার অল্প কিছুদিন আগে শেষ হয়েছে। এর মাঝে বেশ কিছুদিন বিছানায় শুয়ে কাটিয়েছে হোমস; এটা ওর স্বভাবের এক বৈশিষ্ট্য যা মাঝেমাঝেই চাগাড় দেয় কিন্তু সেদিন সকালবেলা একটা বড় ফুলস্ক্যাপ কাগজ হাতে ও যখন শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন তার দু'চোখের চাউনিতে হালকা মজা ঝিলিক দিচ্ছে।

'এই যে ওয়াটসন, টাকা কামাবার একটা মওকা তোমায় দিচ্ছি; তার আগে বলো তো গ্যারিডেব নামটা কখনও শুনেছো?'

'না, এই প্রথম শুনছি তোমার শ্রীমুখ থেকে,' আমি জবাব দিলাম।

'তাহলে গ্যারিডেব নামের যে কোন একজনকে খুঁজে বের করো দেখি, কাজটা করতে পারলে প্রচুর টাকা হাতে আসবে।'

'গোটা ব্যাপারটা খুলে বলবে?'

'ব্যাপারটা এক ধরনের খামখেয়াল বলতে পারো। এই খামখেয়ালের অন্যতম নায়ক এসে পড়লেন বলে, আগে এ নিয়ে একটি কথাও বলব না। কিন্তু তিনি এসে পৌঁছোবার আগে ওঁর নামের হদিশ দরকার।'

খুঁজে লাভ নেই ধরে নিয়েও টেলিফোন ডিরেক্টরিখানা পাশ থেকে তুলে নিলাম। পাতা পরপর উল্টে পদবির সূচিতে চোখ বোলাতেই দারুণ চমক, উল্লাস চাপতে না পেরে জোর গলায় বললাম।

'এই তো, গ্যারিডেব এন, হোমস, ঠিকানা ১৩৬, লিটল রাইডার স্ট্রিট, ডব্লিউ।'

'কই দেখি,' বলে ডিরেক্টরির সেই নামে চোখ বুলিয়ে হতাশ হল হোমস, 'না হে ওয়াটসন, ইনি নয়, আরেকজন গ্যারিডেবকে আমার দরকার।' তার কথা শেষ হতেই ট্রে হাতে ঘরে ঢুকলেন ল্যান্ডলেডি মিসেস হাডসন, ট্রের ওপরে রাখা কার্ডখানায় চোখ বোলাতে অবাক হলাম, বিস্ময় চাপতে না পেরে বললাম, 'এই তো, বলতে না বলতেই এসে হাজির হয়েছেন, এই দ্যাখো!'

'জন গ্যারিডেব, কাউন্সেলর অ্যাট ল, কানসাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,' কার্ডে ছাপানো প্রত্যেকটি হরফ পড়ে শোনাল হোমস, মিসেস হাডসনের পানে চেয়ে ঘাড় নেড়ে বলল, 'ভদ্রলোক সাতসকালে এসে হাজির হবেন ভাবিনি, গোটা ব্যাপারের সঙ্গে ইনিও জড়িত। যাক, এসেছেন যখন তখন একটু বাজিয়ে নেওয়া যাক? কিন্তু ওয়াটসন, এখানেই থেমো না, তুমি আরেকজন গ্যারিডেবকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাও।'

তার কথা শেষ হবার আগেই ঘরে ঢুকলেন জন গ্যারিডেব। পেটা স্বাস্থ্যবান আমেরিকান চেহারা, মুখে এখনও ছেলেমানুষি ভাব বজায় আছে, হাসিমাখা মুখে একজোড়া চোখে তীক্ষ্ণ সদাসতর্ক চাউনি।

'আপনার ছবি আগে দেখেছি,' হোমসের দিকে তাকিয়ে আগন্তুক বললেন, 'তাই চিনতে কষ্ট হয়নি। ইয়ে — মিঃ হোমস, মিঃ নাথান গ্যারিডেবের আমার সম্পর্কে একখানা চিঠি আপনাকে পাঠানোর কথা, সেটা পেয়েছেন?'

'বসুন,' হাসিমুখে তাঁর পানে তাকাল হোমস, হাতেধরা ফুলস্ক্যাপ কাগজে চোখ বুলিয়ে বলল, 'এখানে যাঁর উল্লেখ আছে আপনি নিশ্চয়ই সেই মিঃ জন গ্যারিডেব? মনে হচ্ছে অনেকদিন আছেন ইংল্যাণ্ডে?'

'তার মানে?' হোমসের প্রশ্নে সন্দেহের ছায়া পড়ল ভদ্রলোকের দু'চোখে।

'ইংলিশ ধাঁচের পোশাক গায়ে চাপিয়েছেন দেখেই কথাটা বললাম,' জবাব দিল হোমস।

'যেমন?'

'আপনার কোটের কাঁধ আর জুতোই আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবে, মিঃ গ্যারিডেব।'

উত্তর শুনে মোটেই খুশি হলেন না ভদ্রলোক বরং রাগে তাঁর মুখ রাঙা হয়ে উঠল, ক্ষুব্ধভাবে বললেন, 'কাজের ধান্ধায় অনেক আগে এদেশে এসেছি, মিঃ হোমস, তাই এখানকার পোশাক চাপিয়েছি গায়ে। যাক, আশাকরি আপনার সময়ের যথেষ্ট দাম আছে তাই আমার পোশাক প্রসঙ্গে এখানেই দাঁড়ি টানুন। এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন — হাতে ধরা ঐ কাগজে বারবার কি দেখছেন বলুন তো?'

'অত অধৈর্য হবেন না, মিঃ গ্যারিডেব,' নরম গলায় বলল হোমস, 'এসব ছোটখাটো বিষয় আমার তদন্তে কতটা কাজে লাগে তা ডঃ ওয়াটসন জানেন। কিন্তু মিঃ নাথান গ্যারিডেব নিজে আপনার সঙ্গে এলেন না কেন বলুন তো?'

'আপনাকেই বা উনি এসব ব্যাপারে জড়াতে গেলেন কোন আক্কেলে?' বলতে বলতে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক, 'এ ব্যাপারে কিই বা করার আছে আপনার? আজ সকালেই গিয়েছিলাম ওঁর কাছে, তখনই শুনলাম উনি আপনাকে কাজে লাগিয়েছেন। দু'জন ভদ্রলোকের রোজগারের ব্যাপার, তার মধ্যে গোয়েন্দা ভাড়া করার দরকার কি? চালাকি, তাই তো? এই চালাকি ধরে ফেলার মত বুদ্ধি যে আমার আছে তাই ওঁর খেয়াল ছিল না।'

'খামোখা ওঁকে দোষ দিচ্ছেন,' আশ্বস্ত করার সুরে বলল হোমস, 'হরেক রকম খবর জোগাড় করার ক্ষমতা আমার আছে জেনেই উনি আমায় কাজে লাগিয়েছেন, এছাড়া ওঁর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।'

হোমসের কথা শুনে গ্যারিডেবকে আশ্বস্ত দেখাল, চোখমুখের লালচে ভাব কাটার মনে হল রাগ পড়েছে।

'তাহলে ব্যাপারটার অন্যরকম মানে বাধা নেই,' জন গ্যারিডেবের গলা স্বাভাবিক শোনাল, 'আজ সকালেই ওঁর কাছে গিয়ে জানলাম সমস্যার সমাধানে গোয়েন্দা লাগিয়েছেন। তখনই ওঁর কাছ থেকে আপনার ঠিকানা নিয়ে সোজা চলে এসেছি। এসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে পুলিশ কি গোয়েন্দা নাক গলাক তা আমার ইচ্ছে নয়। অবশ্য আপনি যদি বাইরে থেকে শুধু খবর টবর জুগিয়ে সাহায্য করতে চান তাতে আপত্তি করব না।'

'বেশ, আপনার কথাই রইল,' হোমস বলল, 'এবার তাহলে কাজের কথা শুরু করা যাক আপনি নিজে যখন পায়ের ধুলো দিয়েছেন তখন আপনিই শুরু করুন, আমার এই ডাক্তার বন্ধুটি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না।'

'ওঁর কি এসব জানার আদৌ দরকার আছে?' অপ্রসন্ন চোখে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করলেন গ্যারিডেব।

'একান্ত দরকার, রহস্য সমাধানে উনি আমায় সবরকম সহায়তা করেন।'

'তাহলে আর গোপন করার কারণ নেই। অবশ্য ক্যানসাসের বাসিন্দা হলে হ্যামিলটন গ্যারিডেবের পরিচয় নতুন করে দেবার দরকার হত না। স্রেফ জমির কারবার করে প্রচুর টাকার মুখ দেখেছিলেন তিনি, পরে শিকাগোয় গমের গোলা খুলেও প্রচুর টাকা কামিয়েছিলেন। আরকানসাস নদীর নাম নিশ্চয়ই জানেন, তার পাবে যে জমি, আমেরিকার সেরা মাটি তাকে বলা চলে, চাষবাস থেকে শুরু করে গোরু শুয়োর চরানো, করাতকল এসব কারবারেও ঢালাও সুযোগ আছে জমির ওপরে, তেমনই মাটির নীচে আছে খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার। ফোর্ট ডজের সব জমি কিনেছিলেন তিনি।'

'আমি যতদূর জানি ওঁর আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ ছিল না। ভয়ানক খেয়ালি স্বভাব বলেই হয়ত খুব সহজে আমার সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। খেয়ালেরও মাথামুণ্ডু নেই, ভদ্রলোকের পদবি গ্যারিডেব, গ্যারিডেব পদবি যে যেখানে আছে তাদের খুঁজে বের করার খেয়াল হঠাৎ চাপল মাথায়, একদিন বলে বসলেন, 'আপনি আর আমি দু'জনেই গ্যারিডেব, আমাদের মত আরেকটা গ্যারিডেব ধরে আনুন তো, দেখি আপনার দৌড়।'

'কিন্তু আমি ব্যস্ত লোক, এসব উদ্ভট খেয়াল নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। যাই বলুন না কেন,' শুনে উনি বলেছিলেন, 'যে ছক কষেছি শেষকালে আপনাকে এসবই করতে হবে।' তখন ধরে নিয়েছিলাম উনি ঠাট্টা করছেন, কিন্তু ওঁর এসব কথা যে সত্যিই অর্থহীন ঠাট্টা নয় তা শীগগিরই টের পেলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, কথাটা বলার বছরখানেক বাদেই উনি মারা

গেলেন। ওঁর সেদিনের ঐ কথার অর্থ টের পেলাম তারপরে। মারা যাবার আগে হ্যামিলটন গ্যারিডেব এক অদ্ভুত উইল করেছিলেন, নিজের সব বিষয় সম্পত্তি তিন ভাগে ভাগ করেছেন, একেক ভাগের পরিমাণ পঞ্চাশ লাখ ডলার। তিনজন গ্যারিডেব ঐ সম্পত্তির একেকটি ভাগ পাবে যার মধ্যে একজন আমি। তবে উইলের এক অদ্ভুত শর্ত আছে তা হল গ্যারিডেব পদবির আরও দু'জন লোককে আমায় খুঁজে বের করতে হবে তার আগে সম্পত্তির ভাগিদার হতে পারব না। বাকি দু'জন গ্যারিডেবকে খুঁজে বের করতে পারলে সম্পত্তির বাকি দু'টি অংশ তারাই পাবে।

পেশায় আইনজীবী হলেও উইলের এই শর্ত তুচ্ছ করতে পারলাম না। প্র্যাকটিস বন্ধ রেখে বাকি দু'জন গ্যারিডেবের খোঁজে রওনা হলাম। খুঁজতে কোথাও বাকি রাখলাম না, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন আর একজনেরও হদিশ পেলাম না যার পদবি গ্যারিডেব। খুঁজতে খুঁজতে এরপর চলে এলাম লণ্ডনে; বরাতজোরে এখানকার টেলিফোন ডিরেক্টরিতে এক গ্যারিডেবের হদিশ পেয়ে ছুটে গেলাম দু'দিন আগে। আমারই মত তিনিও একরকম নিঃসঙ্গ, কাছের আত্মীয় যারা আছেন সবাই মহিলা, পুরুষ একজনও নেই। উইলে তিনজন সাবালক অর্থাৎ পূর্ণবয়স্কের উল্লেখ আছে। অতএব বুঝতেই পারছেন আরও একজন গ্যারিডেবকে আমার দরকার, এখন আপনি তেমন কাউকে খুঁজে পেতে যদি এনে দেন তাহলে মোটা পারিশ্রমিক পাবেন।'

'দেখলে তো ওয়াটসন?' মুখ টিপে হাসল হোমস, 'এটা নিছক খামখেয়ালী মামলা তা গোড়াতেই বলেছিলাম! আচ্ছা মিঃ গ্যারিডেব, আমার কাছে আসার আগে খবরের কাগজে একবারও বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখেছেন?'

'সে আমি আগেই যা করার করেছি, মিঃ হোমস,' মিঃ গ্যারিডেব বললেন, 'কিন্তু লাভ হয়নি, কারও জবাব পাইনি।'

'তাই তো, এ যে দেখছি সত্যিই মুশকিলের ব্যাপার! যাক, আমার কাছে যখন এসেই পড়েছেন তখন কথা দিচ্ছি অবসর সময়ে মাথা ঘামিয়ে দেখব কিছু করা যায় কি না। আচ্ছা, আপনি টোপেকা থেকে এসেছেন বলছিলেন না? ডঃ লাইসেণ্ডার স্টারকে তাহলে নিশ্চয়ই চেনেন; ডঃ স্টার মারা গেছেন, বেঁচে থাকতে ১৮৯০ এ মেয়র হয়েছিলেন। কার কথা বলছি এবার বুঝতে পেরেছেন?'

'ডঃ স্টার! ওঁর মত নামী লোককে চিনতাম না এও কখনও হয়?' মিঃ গ্যারিডেব বললেন, 'ওখানকার মানুষ আজও তাঁকে শ্রদ্ধা করে। আচ্ছা, মিঃ হোমস, আজকের মত যাচ্ছি, কিভাবে কতদূর এগোলাম সময় সময় তা আপনাকে জানানো ছাড়া মনে হচ্ছে আর কিছু এই মুহূর্তে করণীয় নেই। আশা করছি দু'একদিনের মধ্যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব।' এটুক বলে আমেরিকান দর্শনার্থী ঘাড় নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলেন।

জন গ্যারিডেব চলে যাবার পরে হঠাৎই চুপ করে গেছে হোমস, আপন মনে পাইপ ঠোঁটে চেপে ধরে ধোঁয়া ছাড়ছে সে। গোড়ায় মন দিয়ে কিছু ভাবছে ধরে নিয়ে বিরক্ত করিনি তাকে, কিন্তু খানিক বাদে তার ঠোঁটের ফাঁকে কৌতুকের চাপা হাসি ফুটতে আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না, সরাসরি জানতে চাইলাম, 'ব্যাপার কি বলো তো?'

'ব্যাপার খুব গভীর, ওয়াটসন, সে কথাই ভাবছি, কিন্তু ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না।'

'এর মধ্যে ভাবনার আছেটা কি?'

'ভাবছি এই লোকটার কথা, ওয়াটসন, সাতসকালে এতগুলো জলজ্যান্ত মিথ্যে ব্যাটা আমাদের কেন শোনাতে এসেছিল তাই ভাবছি। আমি কিন্তু একনজর দেখেই আঁচ করেছিলাম লোকটা ডাহা ধাপ্পাবাজ, তবু ওঁর আসল মতলব কি জানতে ইচ্ছে করেই ওকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছিলাম। লোকটার কোটের হাতার সেলাই ছিঁড়ে সুতো বেরিয়ে এসেছে, ট্রাউজার্সের কাপড় হাঁটুর কাছে গেছে দলা পাকিয়ে এ নিশ্চয়ই তোমারও চোখে পড়েছে। কম করে একটি বছর এই লণ্ডন শহরে

ঘুরে বেড়িয়েছে অথচ দিব্যি বলল সবে এসেছে আমেরিকা থেকে। সবে এলে ওর কথায় আমেরিকান টান থাকত, সেটা আদৌ কানে ঠেকল না। এর অর্থ একটাই, লোকটা বেশ কিছুদিন হল এদেশে এসেছে তা সে যে কোন মতলবেই হোক না কেন। ওয়াটসন, তুমি জানো আমি দৈনিক খবরের কাগজের হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ সমেত সবরকম শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন রোজ খুঁটিয়ে পড়ি, অথচ ওর কথামত গ্যারিডেব পদবির কাউকে কেউ খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়েনি। তখনই বুঝলাম, ওর আর বুলির মত এটাও জলজ্যান্ত মিথ্যে। তখন আমি একটা চাল চাললাম — টোপেকার ডঃ লাইসেণ্ডার স্টার নামে একটা নাম ওকে শোনালাম, ও আমার চাল আঁচ করতে না পেরে এমন ভান করলে যেন তাঁকে চেনে। ওয়াটসন, এই নামটা বানানো, বিশ্বাস করো। লোকটা যে একনম্বরের ধাপ্পাবাজ, সে বিষয়ে তখনই নিঃসন্দেহ হলাম। এদিকে গ্যারিডেব পদবির আরেকজন তো চিঠি লিখে যোগাযোগ করেছেন — নাথান গ্যারিডেব। ওঁকে এখুনি টেলিফোন করো, ওয়াটসন। দেখা যাক এই ধাপ্পাবাজের সঙ্গে ওঁর আদৌ সম্পর্ক আছে কি না।'

হোমসের কথামত রিসিভার তুলে ডায়াল করতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল কাঁপা গলা — 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই নাথান গ্যারিডেব। মিঃ হোমসের ওখান থেকে কথা বলছেন? উনি আছেন? দয়া করে একটিবার ওঁকে রিসিভার দিন, ওঁর সঙ্গে আমার খুব দরকার।'

রিসিভার এগিয়ে দিতে হোমস তাঁকে যা বলল তার সংক্ষিপ্ত বয়ান এরকম।

'মিঃ নাথান গ্যারিডেব? আমি শার্লক হোমস বলছি, পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। ... হ্যাঁ, উনি খানিক আগে এখানে এসেছিলেন। হ্যাঁ, দু'চারটে কথা বলেই বুঝেছি বাজে ফালতু লোক, আপনাকে ও আদৌ চেনে না .... কতদিন? মাত্র দু'দিন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, একশোবার। আপনি আজ সন্ধ্যের পরে বাড়ি আছেন? এই ব্যাটা তখন গিয়ে হাজির হবে না তো? খুব ভাল। ওকে বাদ দিয়েই আপনার সঙ্গে কথাবার্তা যা বলার বলব। চিঠি পড়ে যেটুকু বুঝলাম আপনি তেমন একটা বাইরে বেরোন না। ডঃ ওয়াটসন আমার সঙ্গে থাকবেন . . সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ আমরা যাচ্ছি একথা আবার ঐ আমেরিকান উকিলকে যেন আগে বলে বসবেন না। তাহলে ঐ কথাই রইল ... এখন রাখছি, ওবেলা দেখা হবে।'

লিটল রাইডার স্ট্রিটের এক সেকেলে বাড়ির একতলার বাসিন্দা ডঃ নাথান গ্যারিডেব; আমরা যখন এসে পৌঁছোলাম তখন বেলা পড়ে এসেছে, বসন্ত বেলার অস্তগামী সূর্যের আলোয় চারিদিক অপরূপ দেখাচ্ছে। একতলায় বড়সড় তাক সমেত দুটো নীচু জানালা। এই একতলাতেই থাকেন মিঃ নাথান গ্যারিডেব, যতক্ষণ জেগে থাকেন ততক্ষণ এই দুটো জানালার ওপাশেই নিজের কাজকর্ম করেন।

বাড়িতে ওপরে ওঠার বারোয়ারি সিঁড়ি একটাই। একতলায় হলঘরের দেওয়ালে অনেকগুলো নাম লেখা তাদের কোনটা অফিস আবার কোনটা স্বাধীন পেশার উল্লেখ করছে। তবে ফ্ল্যাটবাড়ি নয়, বরং চালচুলোহীন সেইসব ব্যাচেলররা এ বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে যাদের কেউ নেই।

মিঃ নাথান গ্যারিডেব-এর বয়স ষাটের নীচে নয়। লম্বা, বেজায় রোগা হাড্ডিসার শরীর, মাথাজোড়া টাক, মরার মত ফ্যাকাশে মুখ, গায়ের চামড়াও তেমনই বিবর্ণ। ভদ্রলোকের শরীরের গড়ন দেখে বোঝা যায় ব্যায়াম, খেলাধুলা বা কোনরকম শরীরচর্চা জীবনে কখনও করেননি, দিনরাত ঘাড় গুঁজে পড়াশুনো আর কাজকর্ম করার ফলে পিঠ গোলাকৃতি ধারণ করেছে। গোল চশমার কাচের আড়ালে দু'চোখের চাউনিতে ফুটে উঠেছে তীব্র কৌতূহল, চিবুকে ছুঁচোলো ছাগল দাড়ি। এই জাতীয় আরও পাঁচজনের মতই তাঁর চেহারা আর কথাবার্তা কিছুটা অস্বাভাবিক ঠেকলেও ব্যবহার অতি ভদ্র ও নম্র।

তাঁর ঘরখানা যেন ছোটখাটো এক সংগ্রহশালা। চারপাশে নানা আকারের আলমারি আর কাগজপত্রে ঠাসা দেরাজ, ঘরে ঢুকতেই একটা বোর্ডের পানে চোখ পড়ল তাতে কয়েকটা প্রজাপতি

আর মথ আঁটা। ঘরের মাঝখানে বড় টেবিলে ভূতত্ত্ব ও শারীরতত্ত্বের হরেক নমুনার মাঝখান থেকে মুখ বের করেছে শক্তিশালী অনুবীক্ষণের তামার নল। প্রাচীন মুদ্রা, আদিম প্রস্তর যুগের পাথরে তৈরি হরেক রকম যন্ত্র, হাড়ের জীবাশ্মের নমুনা ছড়িয়ে আছে ঘরের এখানে ওখানে। আদিম যুগের মানুষের বিভিন্ন সময়ের মাথার খুলির প্লাস্টার ছাঁচ। ভদ্রলোক যে রীতিমত পণ্ডিত এবং দিনরাত বইপত্র আর এসব নমুনা পড়ে থাকেন দেখলেই বোঝা যায়।

'ডাক্তার রোজ আমায় বাইরে ঘুরে আসতে বলে,' মিঃ নাথান গ্যারিডেব বললেন, 'কিন্তু আমি সেকথায় কান দিই না, চারপাশে এই যা কিছু দেখছেন, এসবের মধ্যেই আমার দিন দিব্যি কাটছে।'

'বাড়ি ছেড়ে কখনো বেরোন না মানে,' অবাক হল হোমস, 'আপনি বাইরে মোটেও যান না?'

'বয়সটা বাড়ছে মিঃ হোমস,' বললেন মিঃ নাথান গ্যারিডেব, তাছাড়া নিজের গবেষণা ছেড়ে এক পাও বেরোতে পারি না। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে লণ্ডনে ক্রিস্টি নয়ত সোদবির নীলামঘরে যাই, তাও গাড়ি চেপে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের শক্তি যাচ্ছে কমে, তাই নিজের গবেষণার কাজ ছেড়ে কোথাও যেতে পারি না। তাই রাতারাতি ধনী হবার এই খবরটা শুনে যত খুশিই হই না কেন, ভেতরে ভেতরে বেশ ধাক্কা খেয়েছিলাম। একজন, গ্যারিডেব পদবির শুধু আর একজনকে জোগাড় করতে পারলেই প্রচুর টাকা চলে আসবে আমার হাতের মুঠোয় গবেষণার জন্য যে টাকা আমার খুব দরকার। আমার এক ভাই ছিল কিন্তু সে বেঁচে নেই, মেয়েদের দিয়েও হবে না। তবু আমি নিরাশ হব না, দুনিয়ার কোথাও না কোথাও ঐ পদবির কারও খোঁজ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। মিঃ হোমস, অনেক অদ্ভুত কেস আপনি ঘেঁটেছেন জেনেই আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম। এটা আমেরিকান ভদ্রলোকের ঠিক পছন্দ হয়নি, কিন্তু আমি চিরকাল নিজের বুদ্ধিতে চলে এসেছি, আজও তাই যা উচিত মনে হয়েছে তাই করেছি।'

'মনে হচ্ছে ওর কথা না শুনে আপনি সত্যিই বুদ্ধির কাজ করেছেন, মিঃ গ্যারিডেব,' হোমস বলল, 'এবার একটা প্রশ্ন করছি তার ঠিক ঠিক জবাব দিন। আপনি কি আমেরিকার প্রচুর জমি জায়গার মালিক হতে চান?'

'মোটেও না,' নাথান গ্যারিডেব বললেন, 'একটু আগেই ব... না গবেষণার জন্য আমার প্রচুর টাকা দরকার। ঐ আমেরিকান ভদ্রলোক তো বললেন পঞ্চাশ লাখ ডলার দেবেন বিনিময়ে আমার অংশ ওঁকে ছেড়ে দিতে হবে মাত্র কয়েকশো পাউণ্ডের অভাবে বাজার থেকে কিছু দামী নমুনা আমার কেনা হয়ে উঠছে না। সেদিক থেকে ভেবে অতগুলো টাকা হাতে এলে কত কাজ আমি করতে পারি। আমিই তখন এ যুগের হানস স্লোয়ান হয়ে যাব।'

'আরেকটা প্রশ্ন, আমরা আসব একথা আমেরিকান ভদ্রলোককে বলেছেন?'

'বলেছি।'

'শুনে কিছু বলেছেন?'

'খুব রেগে গেছেন, বলেছেন এতে সম্মানহানি হল, পরে কিন্তু মেনে নিয়েছেন।'

'আচ্ছা মিঃ গ্যারিডেব, আপনার এখানে খুব দামি জিনিস কিছু আছে?'

'না, মিঃ হোমস, আমি ধনী লোক নই। এখানে যেসব সংগ্রহ দেখছেন সেগুলো ভাল ঠিকই কিন্তু তেমন দামি নয়।'

'চোর ছ্যাঁচোড়ের ভয় নেই আপনার?'

'মোটেও না।'

'এ ঘরে কতদিন আছেন?'

'তা বছর পাঁচেক তো হল।'

হোমসের জেরা শেষ হবার আগেই বাইরে থেকে দরজায় ঘা পড়ল। খুলতেই ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকলেন আমেরিকান উকিল জন গ্যারিডেব।

'মিঃ নাথান গ্যারিডেব, আমার অভিনন্দন নিন, প্রচুর টাকার মালিক হলেন আপনি। আরে, মিঃ হোমস, আপনারাও দেখছি এসেছেন। দুঃখিত, আর আপনার সাহায্য দরকার হল না, কাজটা আপনিই হয়ে গেল। মিছিমিছি কিছু ঝামেলা পোয়ালেন।' বলে একখানা ছাপানো কাগজ তিনি এগিয়ে দিলেন মিঃ নাথান গ্যারিডেবকে। তাঁর কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে দু'জনে দেখলাম ছাপানো কাগজটা আসলে একটা বিজ্ঞাপন যার বয়ান এবকম।

হাওয়ার্ড গ্যারিডেব

চাষবাসের যন্ত্রপাতি নির্মাতা বাইণ্ডার্স, রিপার্স স্টিম অ্যাণ্ড হ্যাণ্ড প্লাউস, ড্রিলস, হ্যারোস, ফার্মার্স কার্টস, বাকবোর্ডস ও অন্যান্য যাবতীয় সরঞ্জাম। আর্টেসিয়ান কুয়ো খোঁড়ার খরচের হিসেব দেন। গ্রসভেনর বিল্ডিং, অ্যাস্টনে চিঠি লিখুন।

বাহবা! চমৎকার! ঢোঁক গিলে মিঃ নাথান গ্যারিডেব বললেন, 'তৃতীয় গ্যারিডেবের হদিশ পাওয়া গেল তাহলে!'

'বার্মিংহ্যামে আমার চেনা লোক আছে,' আমেরিকান জন গ্যারিডেব দারুণ কিছু করে ফেলার সুরে বললেন, 'এই বিজ্ঞাপনটা ওখানকার একটা খবরের কাগজে বেরোয়, ঐটুকু কেটে নিয়ে সে পাঠিয়েছে আমায়। সব যখন ঠিকঠাক মিটছে তখন আর বসে থেকে কি লাভ? আমিও তাকে লিখেছি আগামিকাল মিঃ নাথান গ্যারিডেব যাবেন তিননম্বর গ্যারিডেবের কাছে।'

'আমি!' বৃদ্ধ আবার খাবি খেলেন, 'আমি ওখানে গিয়ে কি করব?'

'মিঃ হোমস, আপনিই বুঝিয়ে বলুন কেন ওঁর সেখানে যাওয়া দরকার। আমি বিদেশী লোক, আমার কথা এখানকার কারও বিশ্বাস করার কথা নয়, কিন্তু মিঃ নাথান গ্যারিডেব নামী লোক, গবেষক, পণ্ডিত মানুষ, উনি নিজে গিয়ে যদি মিঃ হাওয়ার্ড গ্যারিডেবকে সব খুলে বলেন তো তখন তাঁকে বিশ্বাস করতেই হবে।'

'মুশকিলে ফেললেন দেখছি,' কাঁচুমাচু মুখে বৃদ্ধ নাথান গ্যারিডেব বললেন, 'বহু বছর আমি অতদূরে যাইনি!'

'এ আর এমন কি দূর, মিঃ গ্যারিডেব? আমার হিসেবে বেলা বারোটায় রওনা হলে দুপুর দুটোর পরে ওখানে পৌঁছে যাবেন। কাজকর্ম চুকিয়ে কাল রাতের মধ্যেই আবার ফিরে আসতে পারবেন। কাজও এমন কিছু নয়। মিঃ হাওয়ার্ড গ্যারিডেবের সঙ্গে দেখা করে উইলে টাকা পাবার ব্যাপারে যা লেখা আছে ওঁকে বুঝিয়ে বলবেন, তারপর উনিই যে হাওয়ার্ড গ্যারিডেব সেই মর্মে একটা অ্যাফিডেভিট ওঁকে দিয়ে লিখিয়ে আনবেন, বাস্। আমি যেখানে আমেরিকা থেকে এতদূর ছুটে এলাম সেখানে আপনি ঐ সামান্য একশো মাইল যেতে পারবেন না? আরে মশাই, কাজটা করলে আপনারই লাভ ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

'উনি ঠিকই বলেছেন,' হোমস সায় দিল, 'আপনার দেরি না করে কালই ওখানে যাওয়া উচিত।'

'আপনিও যখন বলছেন তখন যাব,' অপ্রতিভ শোনাল বৃদ্ধের গলা।

'তাহলে ঐ কথাই রইল,' হোমস বলল, 'ফিরে এসে খবর দিতে ভুলবেন না যেন।'

'সে যা করার আমি করব,' হোমসকে দাবড়ে দিয়ে জন গ্যারিডেব ঘড়ি দেখে বললেন, হাতে সময় নেই তাই আমি আজকের মত যাচ্ছি। কাল আবার আসছি, মিঃ গ্যারিডেব, বার্মিংহ্যামে এগিয়ে দেব আপনাকে। তাহলে যাচ্ছি, আশা করছি কাল রাতে খবর দিতে পারব আপনাকে।' কথা শেষ করে ঝড়ের মতই বেরিয়ে গেলেন জন গ্যারিডেব।

'আপনার সংগ্রহে যে সব নমুনা আছে সেগুলো একবার যদি দেখি তাহলে নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না?' বৃদ্ধ নাথান গ্যারিডেবকে বলল হোমস, আমেরিকান গ্যারিডেব বিদায় হতে তার চোখ মুখ থেকে দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গেছে লক্ষ্য করলাম।

'আপত্তি কিসের, আসুন, আমি নিজে আপনাকে দেখাচ্ছি —'

'না, আজ নয়, কাল দেখব, আপনি রওনা হবার পরে। আপনি নিজে হাতে সব নমুনার গায়ে লেবেল এঁটেছেন তাই বুঝতেও অসুবিধে হবে না। তাহলে কাল আমরা আবার আসছি এখানে?'

'অবশ্যই আসবেন, মিঃ হোমস,' খুশি খুশি গলায় বলেন বৃদ্ধ গ্যারিডেব, 'যাবার আগে এ ঘরের চাবি আমি মিসেস সণ্ডার্সের কাছে রেখে যাব, বলব আপনি এলে যেন দিয়ে দেন। উনি বেসমেন্টে থাকেন বিকেল চারটে পর্যন্ত।'

'খুব ভাল,' বলল হোমস, 'আচ্ছা, আরেকটা কথা। আপনার এই বাড়ির দালাল কে ছিল বলবেন?'

'হলোওয়ে অ্যাণ্ড স্টিল, এডগোয়ার রোডে ওদের অফিস। কিন্তু হঠাৎ ওদের কি দরকার?

'আসলে ব্যাপার হল আমার একটু আধটু পুরাতত্ত্বের নেশা আছে,' মুচকি হাসল হোমস, 'খুব পুরোনো বাড়ি চোখে পড়লে সেই নেশা চাগাড় দেয়। এ বাড়িটা তো খুব পুরোনো তাই জানতে চাইছি। কার আমলে তৈরি বলতে পারেন, কুইন অ্যানি, না মর্জিয়ান?'

'মর্জিয়ান নিঃসন্দেহে।'

'ঠিক বলেছেন, মিঃ গ্যারিডেব, এটা আগেই আমার মাথায় আসা উচিত ছিল।' হাসিমুখে সায় দিল হোমস, 'তাহলে আজকের মত বিদায়, মিঃ গ্যারিডেব, আপনার বার্মিংহ্যাম যাত্রার সাফল্য কামনা করছি।'

বাড়ির দালালের অফিস কাছেই কিন্তু অফিস অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে তাই দু'জনে আবার ফিরে এলাম বেকার স্ট্রিটে। ডিনার শেষ হলে হোমস নিজেই বলল, 'যাক, ওয়াটসন, আমাদের সব ভাবনার শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। গ্যারিডেব সমস্যার সমাধানের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি মনে হচ্ছে। জটিল অপরাধ এর সঙ্গে জড়ানো যা কৌতূহল জাগায়।

'আশা করছি ইতিমধ্যে তুমিও কিছু আঁচ করতে পেরেছো?'

'সত্যি বলছি হোমস, এই গ্যারিডেব রহস্যের আগাপাশতলা এখনও কিছু আঁচ করতে আমি পারিনি, তবে বিজ্ঞাপনে 'প্লাউস' শব্দটা ভুল ছেপেছে চোখে পড়েছে।'

'তুমি দেখেছো? না হে ডাক্তার, আমার সঙ্গে থাকতে থাকতে তোমার মাথাও যে এবার সাফ হচ্ছে তা না মেনে পারছি না। বিজ্ঞাপনের পুরো বয়ানটাই চাযাড়ে ইংরেজিতে লেখা, কিন্তু ওসব আমেরিকায় দিব্যি চলে, এসব নিয়ে ওখানে কেউ মাথা ঘামায় না। বাকবোর্ডসও আমেরিকান শব্দ, আর্টেসিয়ান কুয়োও ওখানেই বেশি চোখে পড়ে। এসব দেখে একটা কথাই মাথায় আসে তা হল ইংল্যাণ্ডে বসে ঐ আমেরিকান বিজ্ঞাপনের বয়ান লেখা হয়েছে। মতলব কিছু ধরতে পেরেছো?'

'না।'

'মিঃ নাথান গ্যারিডেবকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে আগামিকাল ওঁর একতলার ঐ ঘর থেকে সরাতে চায় জন গ্যারিডেব। বার্মিংহ্যামে গিয়ে কোন লাভ হবে না একথাটা ভেবেছিলাম বুড়োকে আগেই বলে হুঁশিয়ার করে দিই, তারপর ভেবে দেখলাম ওঁর পক্ষে যাওয়াই ভাল, তাতে একদিক থেকে আমাদেরই সুবিধে। তাহলে ওয়াটসন, বাকিটা কালকের জন্য তোলা থাক।'

পরদিন ভোরবেলাই হোমস বেরিয়ে গেল, ফিরে এল দুপুরে লাঞ্চের সময়। মুখখানা গম্ভীর দেখাচ্ছে।

'ওয়াটসন, গোড়ায় যা ভেবেছিলাম এ কেস তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল আর বিপজ্জনক,' নিজের থেকেই বলল সে।

'বিপজ্জনক মানেই তো ঝুঁকি,' আমি বললাম, 'তেমন ঝুঁকির ভেতর এর আগেও আমরা মাথা গলিয়েছি, ভবিষ্যতে আরও দেব, তা কিরকম বিপজ্জনক তাই শুনি।'

'এ কেসে অপরাধের গন্ধ আছে কালই বলেছিলাম নিশ্চয়ই ভোলনি,' হোমস বলল, 'তাই সকালবেলা গিয়েছিলাম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের কাছে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের নামজাদা অপরাধীদের ফোটোসমেত কাজের পদ্ধতির বিবরণ আছে সেখানে। সেই রেকর্ড ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমেরিকান ভদ্রলোকেরও হদিশ পেলাম — আসল নাম জেমস উইন্টার, ওরফে মোরক্রফট, ওরফে খুনে ইভান্স।' বলতে বলতে একটা খামের ভেতর থেকে একফালি কাগজ বের করল হোমস, তাতে লেখা : বয়স চুয়াল্লিশ, শিকাগোর বাসিন্দা, যুক্তরাষ্ট্রে তিনজনকে খুন করেছে, রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে জেল থেকে পালিয়ে ১৮৯৩-এ এসেছে লণ্ডনে, ১৮৯৫-এ ওয়াটার্লু রোডের এক নাইট ক্লাবে তাস খেলতে গিয়ে রজার প্রেসবেরি নামে এক ব্যক্তিকে গুলি ছুঁড়ে খুন করে। পরে তদন্তে জানা যায় নিহত ব্যক্তি ছিল শিকাগোর এক কুখ্যাত জালিয়াত কারেন্সি নোট ও খুচরো মুদ্রা জাল করতে যার জুড়ি ছিল না। ১৯০০-এ ইভান্স জেল থেকে খালাস পায়। বেশ কিছুদিন নজর রাখার পর বর্তমানে সে সৎজীবন যাপন করছে। ভয়ানক বিপজ্জনক লোক, সবসময় তার সঙ্গে পিস্তল থাকে, যখন তখন গুলি চালিয়ে দেয়। এই হল আমাদের শিকার, ওয়াটসন, এর বেশি কিছু আশাকরি তোমায় বলতে হবে না।'

'তা এখানে মিঃ নাথান গ্যারিডেবের বাড়িতে ও কোন খেলায় মেতেছে?' আমি জানতে চাইলাম।

'উদ্দেশ্য একটাই,' বলল হোমস, 'যে কোনভাবে মিঃ নাথান গ্যারিডেবকে তাঁর ঘর থেকে কিছুক্ষণের জন্য সরানো। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে ফেরার পথে আজ মিঃ গ্যারিডেবের বাড়ির দালালের অফিসে গিয়েছিলাম, ওরা বলল উনি গত পাঁচ বছর ধরে একতলার ঐ ঘরখানায় আছেন। ওঁর আগে বছরখানেক ঐ ঘরে ওদের কোন ভাড়াটে ছিল না। ওঁর আগে ঐ ঘরে যে ভাড়াটে ছিল তার নাম ওয়ালড্রন। লোকটা আচমকা কথা নেই বার্তা নেই উধাও হয়ে গেল দুনিয়া থেকে, তার সম্পর্কে এরপর থেকে আর কিছুই জানা যায়নি। ওয়ালড্রন লোকটার মুখে দাড়ি ছিল, দেখতে ছিল বেজায় লম্বা, গায়ের রং পোড়া তামাটে। এখন লক্ষ্য করার বিষয় হল ইভান্সের হাতে যে খুন হয়েছিল রজার প্রেসবেরি নামে সেই লোকটার চেহারার বর্ণনা ছিল এবং একরকম এবার সহজেই অনুমান করা যায় প্রেসবেরি খুন হবার আগে যে ঘরে থাকত সেখানেই পরে ভাড়াটে হয়ে এসেছেন বৃদ্ধ গবেষক নাথান গ্যারিডেব, দিনরাত যিনি নিজের সংগ্রহশালায় ব্যস্ত থাকেন। ওয়াটসন, এটা হল আমার রহস্য সমাধানের প্রথম যোগসূত্র।'

'দ্বিতীয় যোগসূত্রটা কি?'

'সেটা ওখানে গিয়ে আমরা নিজে চোখে দেখব,' বলে ড্রয়ার খুলে রিভলভার বের করে আমায় দিল হোমস, বলল, 'আমার রিভলভার আমার কাছেই আছে, এটা তুমি রাখো, আজ রাতে কিন্তু এটা কাজে লাগবে মনে রেখো। বেরোনোর আগে ঘণ্টাখানেক শুয়ে একটু জিরিয়ে নাও, ওয়াটসন, চাইলে অল্প ঘুমিয়েও নিতে পারো।'

বিকেল চারটের কিছু আগে হোমস আর আমি গিয়ে পৌঁছোলাম মিঃ গ্যারিডেবের বাড়িতে। কেয়ারটেকার মিসেস সণ্ডার্স বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি, শুধু আমাদের পথ চেয়ে বেরোতে পারছিলেন না। ঘরের চাবিটা কোন কথা না বলে হোমসের হাতে তুলে দিলেন তিনি, আমরা একতলার ঘরে ঢুকতে তিনি বাইরে থেকে পাল্লা দুটো টেনে বন্ধ করতেই দরজার তালার স্প্রিং লক মৃদু শব্দ করে এঁটে বসে গেল। এই মুহূর্তে মিঃ গ্যারিডেবের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। দেওয়াল থেকে খানিকটা দূরে একটা আলমারি চোখে পড়তে তারই আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম দু'জনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে।

'ইভান্স লোকটা শুধু খুনে না, ওয়াটসন, ফিসফিস করে বলল হোমস, 'সেই সঙ্গে অসম্ভব ধূর্ত। মিঃ গ্যারিডেব এ ঘর থেকে পারতপক্ষে বেরোন না আর গবেষণার কাজে তাঁর টাকার খুব দরকার, এসব খবর ধৈর্য ধরে জেনেছে সে, তারপর যেচে এসে দেখা করে তাঁকে এমন এক গল্প বলেছে যা শুনেই প্রচুর টাকা হাতানোর স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন তিনি। হ্যাঁ, ওয়াটসন, গ্যারিডেবের উইলের গল্পটা পুরো বানানো।'

'কিন্তু ঐ গল্প শোনানোর পেছনে তার আসল মতলব কি আঁচ করতে পেরেছো?'

'গোড়ায় ভেবেছিলাম মিঃ গ্যারিডেবের সংগ্রহে এমন কোন পুরাতাত্ত্বিক দ্রব্য আছে যার দাম অনেক কিন্তু মিঃ গ্যারিডেব নিজে তা জানেন না। হয়ত কোনভাবে সেকথা জানতে পেরে ইভান্স তা হাতিয়ে নেবার মতলব এঁটেছে। কিন্তু পরে যখন জানলাম জালিয়াত রজার প্রেসবেরি এই ঘরেই থাকত তখন আগের অনুমান বাতিল করতে বাধ্য হলাম -- বুঝলাম রজারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কিছু হয়ত এই ঘরের কোথাও লুকোনো আছে যা হাতিয়ে নেবার মতলবে ইভান্স টাকার লোভ দেখিয়ে নাথান গ্যারিডেবকে সরিয়েছে। আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করো, এখানে তাকে আসতেই হবে, তখনই জানতে পারব তার আসল মতলব কি।'

অপেক্ষা করতে করতে অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল, একসময় কানে এল তালা খোলার শব্দ, পর মুহূর্তে দরজা খুলে কে যেন ঢুকল ভেতরে, মোমবাতি জ্বালতেই আড়াল থেকে স্পষ্ট দেখলাম লোকটি আর কেউ নয় আমেরিকান জন গ্যারিডেব স্বয়ং, পেশাদার উকিল হিসেবে নিজের পরিচয় দিলেও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড যাকে 'খুনে ইভান্স' নামেই চেনে। চারপাশে তাকাতে তাকাতে সে সোজা এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে রাখা টেবিলের সামনে। টেবিল সরিয়ে নীচে পেতে রাখা চৌকো কার্পেট গুটিয়ে ছুঁড়ে ফেলল এক পাশে, এরপর পকেট থেকে সিঁধকাঠি বের করে গায়ের জোরে কাঠের মেঝে খুঁড়তে শুরু করল সে। খানিক বাদেই মেঝের খানিকটা জায়গা খুলে তৈরি হল চৌকো গহ্বর; জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে লোকটা এবার নেমে পড়ল তার ভেতর। হাতের কবজিতে হোমসের হাতের ছোঁয়া পেতেই গুলিভরা রিভলভার বের করে পা ফেললাম। আমাদের পায়ের চাপে কাঠের মেঝেতে আওয়াজ হল, সেই আওয়াজ কানে যেতেই সামনে মেঝের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল ইভান্সের মুখ। আমাদের দেখে তার দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠল, কিন্তু মোমবাতির আলোয় আমাদের হাতের জোড়া রিভলভারের নল তার মাথার দিকে তাক করা আছে দেখে নিমেষের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল সে। ধরা পড়ে যেন খুব লজ্জায় পড়েছে এমনই হাসি হেসে বলল, 'মিঃ হোমস, আমার খেলাটা ধরে ফেললেন তাহলে। আপনারা আমায় ডোবালেন —'

কথা শেষ না করেই আচমকা কোটের ভেতরে বুক পকেট থেকে রিভলভার এক ঝাঁকুনি দিয়ে বের করল ইভান্স, চোখের পলকে দু'বার গুলি ছুঁড়ল। আমার হাঁটুর ওপরে যেন এক তেতে ওঠা লোহার শিক গেঁথে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের বাঁট দিয়ে তার মাথায় বেদম ঘা হানল হোমস। পড়ে যেতে যেতে স্পষ্ট দেখলাম রক্তমাখা মুখে মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ল ইভান্স, সেই ফাঁকে হোমস তার পকেট হাতড়ে লুকোনো হাতিয়ারগুলো বের করে আনল। এরপর পেশীবহুল হাতে হোমস আমায় মেঝে থেকে তুলে ধরে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল, জানতে চাইল, 'ওয়াটসন, তোমার কি খুব লেগেছে? ঈশ্বরের দোহাই, একবার বলো, খুব জোর চোট লেগেছে কিনা!'

চোট সত্যিই লেগেছে, খুব জোর চোট। কঠোর অনুভূতিহীন মানুষটার দৃঢ় দুটি ঠোঁট চাপা কান্নার আবেগে কেঁপে উঠছে থরথর করে মোমবাতির চাপা আলোয় আমার চোখ এড়াল না। বুঝি আমার সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে ধরে নিয়ে নিভে গেছে তার দীপ্তি।

'বলো, ওয়াটসন, খুব লেগেছে তোমার?' আবার জানতে চাইল সে, মনে হল পাথরের মত কঠিন হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ভেসে এল কথাগুলো, প্রিয় বন্ধুর বিপদাশংকায় সে হৃদয় ভারাক্রান্ত।

প্রগাঢ় মমতা মাখানো ঐ কথাগুলো শুনতে একটা কেন — আরও গুলি আমার দেহে বিঁধলেও কিছু যায় আসে না।

'তুমি ব্যস্ত হয়ো না হোমস,' আমি বললাম,'তেমন চোট লাগেনি, সামান্য আঁচড়।'

পকেট থেকে ছুরি বের করে হোমস আমার হাঁটুর ওপরে ট্রাউজার্সের খানিকটা কেটে ফেলল, ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে হাঁফ ছেড়ে বলল, 'জোর বেঁচে গেলে ওয়াটসন, গুলিটা শুধু চামড়া কেটে বেরিয়ে গেছে! ওহে জন গ্যারিডেব ওরফে খুনে ইভান্স,' আহত লোকটা ততক্ষণে উঠে বসেছে, তার পানে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলল হোমস, 'ঈশ্বরের নামে বলছি, ওয়াটসন খুন হলে তুমিও এখান থেকে জান নিয়ে আজ বেরোতে পারতে না, কথাটা আজীবন মনে রেখো! এবার তোমার কিছু বলার থাকলে বলে ফেলতে পারো।'

বলার মত অবস্থা তখন ইভান্সের নেই, এমন চমৎকার মতলব শেষ পর্যন্ত মাঠে মারা যাবে এই ব্যাপারটাই হজম করতে তার কষ্ট হচ্ছে দিব্যি বুঝতে পারছি। হোমসের কাঁধে ভর দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, এগিয়ে এসে মেঝেতে ইভান্সের তৈরি গহ্বরে উঁকি দিলাম দু'জনে। মোমবাতির আলোয় দেখলাম ভেতরে একরাশ শিশি বোতল আর জংধরা একরাশ ক্ষুদে যন্ত্র পড়ে, গোটানো কাগজ আর ছোট একটা টেবিলের ওপর ছোট ছোট অনেকগুলো কাগজের বাণ্ডিলও চোখ এড়াল না।

'দ্যাখো ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'জাল নোটের কারখানা!'

'ঠিক ধরেছেন,' ইভান্সের গলায় হতাশা, যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে উঠে কোনমতে চেয়ারে বসে সে মুখ খুলল, 'রজার প্রেসবেরির জাল নোটের কারখানা, জালিয়াৎ লণ্ডনে আর আসেনি। টেবিলের ওপর দু'লাখ পাউণ্ডের নোট পড়ে আছে দেখতেই পাচ্ছেন, দেশের যে কো[illegible] ওগুলো চালাতে অসুবিধে হবে না। আসুন, ওর অর্ধেক বখরা নিয়ে পুরো ব্যাপারটা ভুলে যান, ফাঁকতালে আমিও কিছু বানিয়ে নিই।'

'তা বললে কি হয়, মিঃ ইভান্স?' হোমস হাসল, 'আমেরিকায় কি হয় জানি না, তবে এটা ইংল্যাণ্ড, জাল নোটের বখরা দিয়ে কোন গোয়েন্দার হাত থেকে তোমার মত খুনে বদমাশ এদেশে ছাড়া পায় না। রজার প্রেসবেরিকে তাহলে তুমিই খুন করেছিলে?'

'হ্যাঁ, তারপর ধরা পড়ে পাঁচ বছর জেলও খেটেছি। সেখানে ওর মত এক নচ্ছার জালিয়াতকে খুন করার জন্য সূপের থালার মত বড় একখানা পদক আমাকে সরকার থেকে দেওয়া উচিত ছিল। প্রেসবেরির জাল নোটের সঙ্গে ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের নোটের এতটুকু তফাৎ কেউ বের করতে পারবে না। আমি ওকে খতম না করলে গাদা গাদা জাল নোটে লণ্ডন ছেয়ে যেত তখন আপনাদের সরকারের কি হাল হত একবার ভাবুন। সেদিক দিয়ে আমি আপনাদের বিপদ থেকে বাঁচিয়েছি। রজার প্রেসবেরির জাল নোটের ক্ষুদে কারখানা কোথায় লুকোনো আছে সে খোঁজ আমি ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ জানে না। সেই কারখানা আর লুকোনো এই একগাদা নোটের খোঁজেই এখানে এসে হাজির হয়েছিলাম। এসে দেখি এক পাগলা বুড়ো একরাশ মরা পোকা মাকড় নিয়ে বসে আছে সেই কারখানার ওপর, যে লোকটা ভুলেও ঘর ছেড়ে বেরোয় না। বুড়োটাকে খতম করলেই হয়ত আপদ চুকে যেত, কিন্তু আমার মনটা খুব নরম, কেউ পিস্তল না তুললে আমি কখনও গুলি ছুঁড়ি না। বলুন, মিঃ হোমস, আমি এই ছাপাখানায় নোট জাল করিনি, এ ঘরে যে থাকে সেই পাগলা বুড়োর গায়েও হাত দিইনি, কোন অপরাধে ধরবেন আমায়?'

'কেন, খুন করতে গিয়েছিলে, এই অপরাধে,' চাপা হাসল হোমস, 'কিন্তু ওটা আমার দায়িত্ব নয়। ওয়াটসন, কষ্ট করে একবার স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে ফোন করে খবরটা দিয়ে দাও, ওরা এসে হতচ্ছাড়াকে নিয়ে যা করার করুক।'

তীরে এসে তরী ডোবার এই ঘটনায় খুনে ইভান্স এত মুষড়ে পড়ল যে শেষ পর্যন্ত মানসিক রোগে আক্রান্ত অপরাধী হিসেবে তাকে ভর্তি হতে হল ব্রিস্টলের এক নার্সিংহোমে, সেখানে সেরে ওঠার পর আবার তাকে যেতে হল আদালতে, এবং সেখান থেকে লম্বা মেয়াদের সাজা মাথায় নিয়ে জেলখানায়। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড খুশি হল হোমসের কাজে — বজার প্রেসকেবি খুন হলেও তার জাল নোটের কারখানা লুকোনো আছে জানা থাকলেও তার হদিশ পায়নি তারা, এতদিন বাদে সেই জাল নোটের কারখানার হদিশ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড।

ছয়

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ইলাসট্রিয়াস ক্লায়েন্ট

তারিখটা ছিল ১৯০২ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর। নর্দাম্বারল্যান্ড অ্যাভিনিউতে টার্কিশ বাথ নেবার একটা জায়গা আছে, সেখানেই গরম ভাপ গায়ে নিয়ে ওপরতলায় পাশাপাশি দুটো কৌচে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছি হোমস আর আমি। মৌজে পাইপ টানছে হোমস। টার্কিশ বাথ নেবার পর পাইপ টানার সময় তার গম্ভীর মেজাজটা চলে যায় অনেকটা লক্ষ্য করেছি। খানিক আগে জানতে চেয়েছিলাম আমাকে লেখার মত কোন ভাল কেস তার হাতে আছে কিনা। উত্তরে সে বলল, কেস চাইছো? হ্যাঁ, হাতে একটা আছে বটে আর এ সেই কেস যা নিয়ে লেখার জন্য গত দশ বছর ধরে তুমি আমার অনুমতি চাইছো, ওয়াটসন। এতদিনে সে অনুমতি আমি দিচ্ছি তোমায়। ও কেস নিয়ে কিছু লিখলে এখন আর কারও কিছু যাবে আসবে না। বলে পাশে ঝোলানো কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা খাম বের করল সে।

'কি আছে এতে?' খামটা দেখিয়ে জানতে চাইলাম।

'যা আছে তা হয় নিছক বোকামি নয়তো বাড়াবাড়ি রকম প্রশংসা।' খামের ভেতর থেকে চিঠি বের করল হোমস, 'এতে যা লেখা এর বেশি এখনও কিছু জানি না।'

চিঠিতে গতকালের তারিখ দেয়া হয়েছে কার্লটন ক্লাব থেকে, লেখা —

'কর্নেল স্যার জেমস ড্যামারি মি. শার্লক হোমসকে অভিবাদন জানাচ্ছেন। আগামিকাল বিকেল সাড়ে চারটেয় উনি দেখা করতে যাবেন। তিনি গোড়াতেই জানিয়ে রাখছেন, ব্যাপারটা একাধারে সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ যেজন্য মি. হোমসের মত বিশিষ্ট মানুষের পরামর্শ দরকার। মি. হোমস কার্লটন ক্লাবে টেলিফোনে এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তার সম্মতির কথা জানালে স্যার ড্যামারি বাধিত হবেন।'

'টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছি আমি রাজি, বুঝলে ওয়াটসন?' চিঠিটা ফিরিয়ে দিতে সে বলল, 'এই কর্নেল স্যার জেমস ড্যামারি সম্পর্কে কতটুকু জানো?'

'এ দেশের অভিজাত মহলের বাসিন্দারা অনেকেই ওঁকে চেনেন, এটুকু জানি,' আমি বললাম।

'আমি আরেকটু বেশি জানি ওয়াটসন — জটিল ও গোপন সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে স্যার ড্যামারি ওস্তাদ লোক, মানে সেই জাতীয় সমস্যা যা জানাজানি হলে খবরের কাগজে কেচ্ছা কেলেংকারির ঢেউ বইবে। হ্যামারফোর্ড উইল মামলায় স্যার জর্জের সঙ্গে মীমাংসার ব্যাপারে উনি যা করেছিলেন তা আশাকরি ভোলনি। স্যার ড্যামারি একজন সফল কূটনীতিক তা মানতেই হবে, কূটনীতি ওঁর ধ্যানজ্ঞান। তাই মনে হচ্ছে সমস্যাটা সত্যিই জটিল যে জন্য আমাদের সহায়তা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

'আমাদের মানে?'

'কেন, ওয়াটসন, এই সমস্যা সমাধানে তুমি থাকবে না আমার পাশে?'

'তোমার পাশে থাকতে পারলে নিজেকে সম্মানিত বোধ করব, হোমস।'

'তাহলে বিকেল সাড়ে চারটে, মনে রেখো, তার আগে এ নিয়ে আর একটি কথাও নয়।'

বিকেল ঠিক সাড়ে চারটেয় হোমসের বেকার স্ট্রিটের আস্তানায় এসে হাজির হলেন কর্ণেল স্যর জেমস ড্যাসারি। এই সামরিক অফিসারটির পোশাকে কোথাও এতটুকু খুঁত নেই। পরিষ্কার গাল, ভরাট অথচ নরম গলা, শান্ত গম্ভীর ব্যক্তিত্বে যে দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে বেরোচ্ছে তার নাম সততা।

'জানতাম ডঃ ওয়াটসনের সঙ্গে দেখা হবে,' অল্প ঝুঁকে অভিবাদন করলেন স্যর ড্যাসারি, 'ওঁর সহযোগিতা আমাদের দরকার হতে পারে কারণ এই মুহূর্তে আমরা ইওরোপের সবচেয়ে বিপজ্জনক লোকের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। খুনখারাপি তার হাতের ময়লা, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে যে কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে সে।'

'ধূমপান করেন না? তাহলে মাফ করবেন। আমি একটু পাইপ ধরাচ্ছি। মৃত প্রফেসর জেমস মরিয়ার্টি অথবা জীবিত কর্ণেল সেবাস্টিয়ান মোরানের চেয়েও বিপজ্জনক, স্যর ড্যাসারি? তাহলে সে লোকের মুখোমুখি হবার সুযোগ পেলে সত্যিই বাধিত হব। মহাপ্রভুর নামটা বলবেন?'

'নাম তার ব্যারন গ্রুনার, মিঃ হোমস, বলুন, নামটা চেনা ঠেকছে?'

'আমি যার নাম শুনেছি সে এক অস্ট্রিয়ান খুনি, আপনি কি তার কথা বলছেন?'

'নাঃ, মিঃ হোমসের কিছুই অজানা নেই! চমৎকার! তাহলে ও সত্যিই খুনি, মিঃ হোমস?'

'মহাদেশগুলোর কোথায় কে কি অপরাধ করছে সেসব খোঁজখবর রাখাটাই যে আমার কাজ, স্যর ড্যাসারি, 'স্প্লুজেন পাসে দুর্ঘটনার গল্প শোনালেও ব্যারন গ্রুনার নিজের বৌকে খুন করেছে এ বিষয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই! আইনের একটা টেকনিক্যাল পয়েন্ট আর একজন সাক্ষির সন্দেহজনক মৃত্যু ওকে বাঁচিয়ে দিল। এতদিন বাদে লোকটা ইংল্যাণ্ডে এসেছে খবর পেয়েছি, সেই সঙ্গে তার মোকাবিলা হবে এমন একটা অনুভূতিও হচ্ছে। বলুন, ব্যারন গ্রুনার এখানে কি খেলায় মেতেছে? বৌকে খুন করার সেই পুরোনো ঝামেলার জের মেটাতে?'

'না, মিঃ হোমস, ব্যাপারটা আরও গুরুতর। চোখের সামনে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যার পরিণতি হবে সাংঘাতিক, অথচ সেই পরিস্থিতি রদ করার উপায় নেই। বলুন, কোন মানুষ জেনে শুনে এরপরেও চুপ করে থাকতে পারে?'

'হয়ত না।'

'তাহলে কথা দিন যার পক্ষ থেকে আপনার কাছে এসেছি আমার সেই মক্কেলের পাশে দাঁড়াবেন, তাকে এই নিদারুণ বিপদ থেকে বাঁচাবেন।'

'সমস্যা তাহলে আপনার নয়, স্যর ড্যাসারি, এতক্ষণ বুঝতে পারিনি আপনি অন্য কারও হয়ে এসেছেন। আপনি যাঁর হয়ে এসেছেন তাঁর নাম কি?'

'মিঃ হোমস, এই প্রশ্নটা না করতে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করছি আপনাকে। এটুকু বলতে পারি যে তিনি একজন সজ্জন, উদ্দেশ্যও সর্বদিক থেকে সৎ। আপনার পারিশ্রমিক পুরোপুরি পুষিয়ে দেওয়া হবে এটুকু আশ্বাসও আপনাকে দিতে পারি। এরপরে নিশ্চয়ই আমার মক্কেলের পরিচয় জানার আর দরকার হবে না?'

'তাহলে আমায় মাফ করুন, স্যর ড্যাসারি,' ঠাণ্ডা গলায় বলল হোমস, 'একদিকে রহস্য আছে এমন কেসের সঙ্গেই আমি অভ্যস্ত, কিন্তু দু'দিকেই যদি রহস্য থাকে তাহলে সে কেস আমার নিজের কাছেই ভীষণ জটিল হয়ে উঠবে। আমি দুঃখিত, স্যর ড্যাসারি, এ কেস হাতে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'আপনি আমায় মুশকিলে ফেললেন মিঃ হোমস, পরিচয় গোপন রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি মক্কেলকে, কিন্তু আপনি বলছেন পরিচয় না জানলে কেস নেবেন না। এ যে উভয়সংকট! বেশ কেস না নেন, ঘটনা যা ঘটে চলেছে শুনতে আপত্তি নেই তো?'

'কেস নেবার ব্যাপারে কোন কথা দিতে পারছি না এটুকু জেনে নিয়ে যদি বলেন তো শুনতে আপত্তি নেই।'

'বুঝতে পেরেছি। তাহলে গোড়ায় বলে নিই, জেনারেল দ্য মার্বভিলের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন?'

'খাইবাব পাস এব লড়াই যাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছে সেই জেনারেল দ্য মাবভিল?'

'ঠিক ধরেছেন। ওঁবই মেয়ে ভায়োলেট বদমায়েশ ব্যারন গ্রুনারের পাল্লায় পড়েছে। ধনী বিখ্যাত বাপের মেয়ে — সুন্দরী, শিক্ষিতা, গুণবতী বয়সও কম, এক কথায় সবদিক দিয়েই অপরূপা। এই নিরীহ মেয়েটিকেই ঐ শয়তানের গ্রাস থেকে আমরা বাঁচানোর চেষ্টা করছি।'

'ব্যাবন গ্রুনাবেব খপ্পরে ও পড়ল কী করে?'

মেয়েদের চিরন্তন দুর্বলতা ভালোবাসতে গিয়ে। আমি যতদূর শুনেছি, ব্যারন গ্রুনার যত বড় পাষণ্ডই হোক তাকে দেখতে খুবই সুন্দর। চমৎকার ব্যবহার ভদ্র, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, সুন্দর গলা, সেই সঙ্গে রোমান্স ও রহস্যের সেই রেশ তার ব্যক্তিত্বে যা চিরকাল কমবয়সী রূপবতীদের মন কেড়ে নেয়। এমন লোক আপনার আমার চোখে যতই বদমায়েশ হোক মেয়েদের কাছে বরণীয় কাছে এলেই তারা এর প্রেমে পড়ে যায়।

'মিস ভায়োলেটের সঙ্গে ব্যারন গ্রুনারের পরিচয় হল কি ভাবে?'

'ইয়টে ভূমধ্যসাগরে বেড়াতে গিয়েছিল ভায়োলেট, সেখানেই পরিচয় এবং প্রথম দর্শনেই প্রেম। সফরের আয়োজন যারা করেছিল ব্যারনের আসল পরিচয় তারা গোড়ায় জানতে পারেনি, যখন জানল তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। মিস মার্বভিলের হৃদয় মন সে ততদিনে জয় করে নিয়েছে। মিস মার্বভিলের মন থেকে ব্যারনের প্রভাব মুছে দেবার চেষ্টার ত্রুটি হয়নি কিন্তু সে সবই ব্যর্থ হয়েছে। আগামী মাসে ব্যারনকে বিয়ে করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভায়োলেট। ভায়োলেট মেয়েটির মন ইস্পাতের মত কঠিন, বহু চেষ্টা করেও তার মন থেকে ব্যারন গ্রুনারের প্রভাব মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। ওকে বিয়ে করতে সে বদ্ধপরিকর।

'অস্ট্রিয়ান ব্যারনের বধূহত্যার ঘটনা ভায়োলেট জানে?'

'মিঃ হোমস, ব্যারন গ্রুনার কত বড় শয়তান কল্পনাও করতে পারবেন না। নিজের যাবতীয় কুকর্মের কথা সে নিজের মুখে শুনিয়েছে ভায়োলেটকে সহজভাবে মেনে নেয় ব্যারনের বিরুদ্ধে এসবই মিথ্যে অপবাদ। তাকে মিথ্যে বদনাম দিয়েছে। মিঃ হোমস ব্যারন গ্রুনারের অতীতের কোন অপরাধের ঘটনাই ভায়োলেট এখন বিশ্বাস করতে চাইছে না।

তাহলে তো সত্যিই ভাবনার কথা, স্যার ড্যামারি। কিন্তু মক্কেলের কথা বলতে গিয়ে আপনি নিজেই যে নিজের মক্কেলের পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছেন তা বোধহয় খেয়াল করেননি। তিনি যে জেনারেল দ্য মার্বভিল স্বয়ং তাতে সন্দেহ নেই।'

আপনার অনুমান সত্য দিয়ে খুব সহজেই আমি আপনাকে ঠকাতে পারতাম, মিঃ হোমস। কিন্তু জেনারেল দ্য মার্বভিল নন, আমি যার তরফে এসেছি তিনি জেনারেল দ্য মার্বভিলের বহুদিনের পুরোনো বন্ধু ভায়োলেট তাঁর মেয়ের মত সে যখন ছোটবেলায় ফ্রক পরত তখন থেকে তিনি তাকে দেখে আসছেন। ভায়োলেটের বাবা জেনারেল দ্য মার্বভিল এই ঘটনায় মানসিক দিক থেকে পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছেন। এক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে যিনি অসীম মনোবল আর সাহস দেখিয়েছিলেন সেই মানুষ আজ ঐ অস্ট্রিয়ান বাসেকেলের কার্যকলাপের সামনে অসহায়, তাকে প্রতিরোধ করার মানসিকতা আর তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট নেই। মিঃ হোমস, আমি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করি যে অসামান্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আপনাকে বিপুল খ্যাতি এনে দিয়েছে তার সাহায্যে আমার মক্কেলের পরিচয় খুব সহজেই আপনার আছে, তবু তাঁকে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতির কথা ভেবে ঐ কাজটি থেকে আপনাকে বিরত থাকার অনুরোধ করছি। দয়া করে মক্কেলের পরিচয় চাইবেন না।'

'মনে হচ্ছে এটুকু প্রতিশ্রুতি আপনাকে সহজেই দিতে পারব,' খামখেয়ালি হাসি ফুটল হোমসের ঠোঁটে, 'আপনার সমস্যা আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছে তাই আপনার মক্কেলের কেস নেব বলেও কথা দিচ্ছি। এবার বলুন দরকার হলে আপনার সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করব?'

'কার্লটন হোটেলেই পাবেন আমাকে। তবে খুব দরকার হলে 'একস একস ৩১' এই নম্বরে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারেন, ওটা একটা প্রাইভেট টেলিফোন নম্বর।'

হাঁটুর ওপর নোটবই রেখে নম্বরটা লিখল হোমস, মুচকি হেসে বলল, 'এবার ব্যারনের বর্তমান ঠিকানা দিন।'

'কেনসিংটনের কাছে 'ভারনন লজ' নামে ওর পেল্লায় বাড়ি, সেখানেই থাকে। লোকটা ধনী, দু'নম্বরী ধান্ধায় টাকা খাটিয়ে বিস্তর মুনাফা কামিয়েছে। আর এসবই তাকে মারাত্মক বিপজ্জনক করে তুলেছে।'

'ও কি এখন বাড়িতে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যারন গ্রুনার সম্পর্কে আর কিছু জানেন?'

'জাত অপরাধী হলেও কেন কে জানে লোকটার মধ্যে এমন অনেক শখ সৌখিনতা আছে যা রীতিমত ব্যয়বহুল, যেমন ধরুন ঘোড়া। এককনম্বর সে হার্লিংহ্যামে ঘোড়ায় চেপে পোলো খেলত, কিন্তু তারপরেই প্রাগে ওর কুকীর্তির খবরটা জানাজানি হয়ে গেল, ফলে ওকে পালাতে হল। এছাড়া নানা বিষয়ের ওপর দামি বই আর নামী শিল্পিদের আঁকা ছবিও কেনে গ্রুনার। চীনেমাটির তৈরি বাসনের ওপর ও একজন বিশেষজ্ঞ, এমন কি এর ওপর ওর লেখা বইও আছে।'

'তার মানেই ব্যারন গ্রুনার এক জটিল স্বভাবের মানুষ। বড় বড় অপরাধীরা সাধারণত এমনই স্বভাবের লোক — চার্লি পিস চমৎকার বেহালা বাজাত, ওয়েনরাইট ছিল উঁচুদরের শিল্পী, আরও অনেকের নাম এই প্রসঙ্গে বলতে পারি। যাক, স্যার ড্যাসারি, ব্যারন গ্রুনারকে নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছি এটুকু বলে আপনার মক্কেলকে আশ্বস্ত করুন, এর বেশি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। খবর জোগাড় করার ব্যাপারে আমার নিজের কিছু ব্যক্তিগত সূত্র আছে, আশা করছি বিহিত করার মত কোনও পথ শীগ্গিরই পাব।'

কর্ণেল স্যার জেমস ড্যাসারি চলে যাবার পরে চোখ বুঁজে অনেকক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে রইল হোমস, মনে হল আমার অস্তিত্বও ভুলে গেছে। অনেকক্ষণ বাদে চোখ মেলে জানতে চাইল, 'বলো ওয়াটসন, এই মুহূর্তে কি করণীয়?'

'আমার মতে ভায়োলেটের সঙ্গে তোমার এখনই দেখা করা দরকার।'

'বেশ বললে কথাটা, ওয়াটসন! নিজেই শুনলে জেনারেল দ্য মারভিলের মত মানুষ এই ঘটনায় ভেঙ্গে পড়েছেন, বহু চেষ্টা করেও যেখানে নিজের মেয়ের মন তিনি টলাতে পারেননি, সেখানে আমার মত অচেনা বাইরের লোক সে কাজ কি করে করবে? তবু মনে হচ্ছে সব পথ বন্ধ হলেও অন্য পথের হদিশ মিলতে পারে। শিনওয়েল জনসন হয়ত সে পথের হদিশ দিতে পারে।'

শিনওয়েল জনসন। শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই লোকটি হোমসের এক মূল্যবান সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত হলেও গোড়ায় অপরাধের পথেই সে জীবন শুরু করেছিল, পার্কহার্স্ট জেলে দু'বছর মেয়াদও খেটেছিল। জেল থেকে খালাস পাবার পরে শিনওয়েল জনসনের স্বভাব পুরো পাল্টে গিয়েছিল। অপরাধের পথে পা বাড়ানোর জন্য তার মনে জেগেছিল গভীর অনুতাপ। শেষকালে হোমসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল সে, লণ্ডনের বিশাল অপরাধ জগতের পাতালপুরীতে নিয়মিত যাতায়াত করত শিনওয়েল, হোমসের কাজে লাগতে পারে এমন সব কুখ্যাত অপরাধীদের গতিবিধির খবর সে জোগাত তাকে। পুলিশের ইনফর্মার হিসেবে কাজ করলে তার পরিচয় অনেক আগেই ফাঁস হয়ে যেত। কিন্তু ঠিক আইন আদালতের এক্তিয়ারে পড়ে না এমন সব কেস হাতে নিত বলেই সে নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখতে পেরেছিল। দু'বার জেলখাটা দাগী আসামী হবার সুবাদে লণ্ডনের যত জুয়ার আড্ডা, নাইট ক্লাব আর খালিকুঠিতে তার নিয়মিত যাতায়াত ছিল, সে সব জায়গার লোকেরা বিশ্বাস করে অনেক খবর বলত শিনওয়েলকে, সে আবার সে

সব খবর পাচার করত হোমসকে। গোপন খবর জোগাড় করার মত সার্ফ মাথা আর তীক্ষ্ণদৃষ্টি, দুটোরই অধিকারী হবার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে নতুন করে শিনওয়েল এক আদর্শ গুপ্তচরের জীবন শুরু করতে পেরেছিল। ব্যারন গ্রুনারের খোঁজখবর জোগাড় করার কাজে হোমস এবার শিনওয়েল জনসনের সাহায্য নেবার সিদ্ধান্ত নিল।

নিজের জরুরি পেশার তাগিদে বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকতে হয় বলেই হোমস কোন পথে এগোচ্ছে টের পাইনি। ঐ দিনই সন্ধ্যের পরে সিম্পসন রেস্তোরাঁয় তার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, যথাসময় সেখানে হাজির হয়ে দেখি সামনের জানালার পাশে এক ছোট্ট টেবিলের ধারে বসে বাইরে স্ট্যাণ্ডে বিপুল জনস্রোতের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হোমস, আমি বসতেই গলা নামিয়ে সারাদিনের ঘটনা শোনাল।

'জনসনকে কাজ দিয়েছি,' বলল হোমস, 'দেখা যাক, অন্ধকার দুনিয়া হাতড়ে ও কোন জঞ্জাল তুলে আনতে পারে কি না। অপরাধ যেখানে শিকড় গেড়েছে, গোড়ায় সেখানেই আমাদের খোঁজ নিতে হবে।'

'কিন্তু যতদূর শুনেছি লোকটার অপরাধের কথা দাগ কাটেনি মেয়ের মনে, তাহলে লোকটা হালে কোন মারাত্মক অপরাধ করে থাকলেও তা শুনিয়ে ওর মন টলাতে পারবে এমনটা ধরে নিচ্ছ কি করে?'

'কে বলতে পারে, ওয়াটসন? মেয়েদের হৃদয় মন, পুরুষের কাছে চিরকালই ধাঁধা। খুনের ঘটনা কানে এলেও তার ব্যাখ্যা শুনলে তারা মাফ করতে পারে, তেমনই আবাব ছোটখাটো কোন অপরাধও নিমেষে তাদের মন বিষিয়ে তুলতে পারে, হাজার বুঝিয়েও যার উপশম করা যায় না। এই তো, ব্যারন গ্রুনারই বলল' — 'তোমাকে বলল মানে; তোমার সঙ্গে লোকটার দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, ওয়াটসন, যে মতলব এঁটেছিলাম তা আগে তোমায় বলা হয়নি! শোন, সত্যি বলতে কি দুষমন যেই হোক তার মুখোমুখি হতে আমি বরাবর ভালবাসি। শিনওয়েল জনসনকে কাজে পাঠিয়েই গাড়ি ভাড়া করে সোজা চলে গেলাম কিংসটনে, ঐখানেই ব্যারন গ্রুনারের সঙ্গে মোলাকাৎ হল, দেখলাম বেশ খোশমেজাজে আছে।'

'ও তোমায় চিনতে পারল?'

'কার্ড পাঠিয়েছিলাম তাই চেনা পরিচয়ের ব্যাপারে কোন অসুবিধে হয়নি। সত্যিই ওয়াটসন, এই ব্যারন গ্রুনার লোকটাকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আদর্শ [illegible] যায় নিঃসন্দেহে — মেজাজ তার বরফের মত হিমশীতল, মখমলের মত মোলায়েম গলা, তারই মধ্যে কেউটের মত বিষাক্ত। খুব বড়দরের অপরাধী। মানতে বাধা নেই, ব্যারন অ্যাডেলকার্ট গ্রুনারের সঙ্গে মোলাকাৎ হয়ে আমি খুশি হয়েছি।'

'লোকটা কি বলল তোমায়?'

'জানতাম, মিঃ হোমস,' খাতির করে আমায় মুখোমুখি বসিয়ে বলল,' আজ নয় কাল আপনার সঙ্গে আমার ঠিকই মোলাকাৎ হবে। তাহলে জেনারেল দ্য মারভিল ওঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়েটা বানচাল করতেই আপনাকে ভাড়া করেছেন, তাই না মিঃ হোমস?'

'যথার্থ ধরেছেন,' আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

'শুনুন মশাই, ভাল কথা বলছি, আমার পেছনে লেগে কোন লাভ তো হবেই না, মাঝখান থেকে এতদিন গোয়েন্দাগিরি করে যেটুকু সুনাম কিনেছেন সেটুকু খোয়াবেন। ভাল চান তো সরে পড়ুন, আমার পেছনে খামোকা লেগে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না।'

'এতক্ষণ যে সব উপদেশ আমায় শোনালেন,' জবাবে আমি বললাম, 'সেগুলো আমিও আপনাকে শোনাতে চাই। ব্যারন, আপনার বুদ্ধিকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং আপনার ব্যক্তিত্বে যেটুকু দেখলাম তা সেই শ্রদ্ধাকে খাটো করতে পারেনি। জেনারেলের নিরীহ মেয়েটিকে ছেড়ে

যত শীগগির পারেন ইংল্যাণ্ড থেকে কেটে পড়ুন, নয়ত এদেশে আপনার যত বড় বড় দুষমন আছে তারা আপনাকে একটি মুহূর্ত স্বস্তিতে থাকতে দেবে না, রাতের ঘুমটুকুও উধাও হবে তখন। এর আগে ইওরোপের যেখানে যত বজ্জাতি আর নষ্টামি বাধিয়েছেন সে সব ইতিহাস যদি ভায়োলেট জানতে পারে তাহলে ফলটা কি খুব ভাল হবে বলে মনে করছেন?'

ব্যারন গ্রুনারের নাকের নীচে মোমমাখানো গোঁফের কয়েকটা চুল আছে, আমার কথা শেষ করে দেখি ওগুলো আরশোলার শুঁড়ের মত থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে। মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনল হারামজাদা, তারপর মুচকি হেসে বলল, 'হাতে একটি তাসও নেই, তবু যেভাবে আমায় ধমকাচ্ছেন তাতে ঘাবড়ে না গিয়ে এত মজা লাগছে যে হাসি চাপতে পারছি না! একটা ব্যাপার আপনাকে সাফ বলে দিচ্ছি, মিঃ হোমস, যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে বানচাল করার মতলব এঁটেছেন তার মন প্রাণ পুরোপুরি জয় করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, আর অতীতে আমার জীবনে যে সব ঘটনা ঘটেছে সে সব নিজের কানে শোনার পরেই তা ঘটেছে। সেই সঙ্গে তাকে এই বলে হুঁশিয়ারও করে দিয়েছি যে লণ্ডনের কিছু লোক আমাদের আসন্ন বিয়েটা ভাঙ্গতে উঠে পড়ে লেগেছে তাদের মধ্যে একজনের নাম শার্লক হোমস। আর হ্যাঁ, আপনার মত উটকো লোকেরা যেচে দেখা করে আমার নামে যা তা বলতে গেলে কিভাবে শায়েস্তা করতে হবে তাও আগাম বলে রেখেছি। সম্মোহিত মানুষকে যা করতে বলা হয় সে বিচার বিবেচনা না করে তাই করে জানেন তো মিঃ হোমস? আমার ব্যক্তিত্বে ভায়োলেটও তেমনই সম্মোহিত হয়ে আছে, এখন আমি যা বলব তাই করবে সে। তাই ইচ্ছে করলে গিয়ে দেখা করতে পারেন তার সঙ্গে, দেখুন শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা কি দাঁড়ায়।'

'বুঝতেই পারছো, ওয়াটসন, এরপরে তার মত লোকের সঙ্গে কথা বলা অর্থহীন। নিজেকে যতটা সম্ভব শান্ত রেখে ব্যারন গ্রুনারের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বেরোবার মুখে দরজার হাতলে হাত রেখেছি এমন সময় পেছনে এসে দাঁড়াল সে, আমায় এগোতে না দিয়ে আচমকা বলে বসল, 'মিঃ হোমস, ফরাসী গোয়েন্দা লা ব্রুনের নাম আশা করি জানেন?'

'হ্যাঁ', আমি জবাব দিলাম, 'শুনেছি।'

'ওর দশা কি হয়েছিল জানেন?'

'যতদূর শুনেছি মঁমার্তে একপাল গুণ্ডার হাতে মার খেয়ে বেচারা গোটা জীবনের মত পঙ্গু হয়ে গেছে।'

'ঠিকই শুনেছেন, মিঃ হোমস, অথচ আশ্চর্যের বিষয়, মার খাবার ঠিক হপ্তাখানেক আগে লোকটা আমার কাজকর্মে নাক গলাতে শুরু করেছিল। লা ব্রুন একা নয়, আমায় যারা ঘাঁটাতে গেছে তাদের অনেকেরই একই হাল হয়েছে। আপনাকে এই শেষবারের মত হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি মিঃ হোমস, ভাল চান তো আমার পেছনে লাগার বদভ্যাসটা ছেড়ে নিজের কাজকর্মে মন দিন। আচ্ছা, আজকের মত তাহলে বিদায়।'

'ওয়াটসন, আজ সারাদিনে যা ঘটেছে এই হল তার রিপোর্ট।'

'লোকটা বিপজ্জনক, হোমস।'

'ভয়ানক বিপজ্জনক। দাম্ভিক লোকেদের আমি পাত্তা দিই না ঠিকই, কিন্তু ব্যারন গ্রুনারের মত লোকেরা সত্যি সত্যি যতটা ক্ষতি করে মুখে তার চেয়ে অনেক কম বলে বেড়ায় আর তা উড়িয়ে দেবার মত নয়।'

'হোমস, এতসব জেনেও এ ব্যাপারে তোমার হাত দেওয়া কি ঠিক হবে? ব্যারন গ্রুনার যদি শেষ পর্যন্ত ভায়োলেটকে বিয়ে করেই ফেলে তাতে তোমার কি আসে যায়?'

'যেহেতু নিজের বৌকে ও খুন করেছে বলে আমি নিঃসন্দেহ তাই আমার সত্যিই কিছু আসে যায় বই কি। ভয় পেয়ে এড়িয়ে যাবার মত ব্যাপার এটা নয়; তাছাড়া যার কেস আমার সেই

মক্কেলের স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত যা দেখব বলে আমি কথা দিয়েছি তাকে। যাক, এই প্রসঙ্গ এখনকার মত বাদ দিয়ে কফিটা চটপট শেষ করে চলো বাড়ি ফেরা যাক। শিনওয়েল খবর নিয়ে আসবে বলেছে।'

বেকার স্ট্রিটে ফেরার পরে শিনওয়েল জনসনের সঙ্গে দেখা হল। শিনওয়েলের গতর আর মুখ দুটোই বেজায় বড়; সর্বাঙ্গে চর্মরোগের ছাপ ফুটে বেরিয়েছে। পেল্লায় লাল মুখে কালো দু'টি চোখে একই সঙ্গে বুদ্ধি আর ধূর্ততা ফুটেছে। একা নয়, শিনওয়েল এক অচেনা যুবতীকে সঙ্গে এনেছে, সেটিতে পাশাপাশি বসে দু'জনে। ছিপছিপে গড়নের মেয়েটির মুখখানা ফ্যাকাশে হলেও অতীতের নমনীয়তা আর মাধুর্যের কিছুটা রেশ এখনও বজায় আছে। এখন নিদারুণ দুঃখ দুর্দশার মধ্যে তার দিন কাটছে তাও একপলক তাকালেই বোঝা যায়। সেই দুঃসময় ভয়ানক কুষ্ঠব্যাধির মত ছাপ ফেলেছে তার সর্বাঙ্গে।

'এ হল মিস কিটি উইন্টার,' পাশে বসা মেয়েটির পরিচয় দিল শিনওয়েল, 'কিটি, এরা মিঃ শার্লক হোমস আর ডঃ ওয়াটসন, যাঁদের কথা বলেছিলাম তোমায়।'

'আমি লণ্ডনের নরকে দিন কাটাই, মিঃ হোমস,' যুবতী বলল, 'শিনওয়েল আমার পুরোনো ইয়ার, আমার মত ও নিজেও একই খোঁয়াড়ের বাসিন্দা। শুনলাম আমাদের চেয়েও বড় এক বদমাশের পেছনে আপনি ধাওয়া করছেন; লোকটাকে চিনি, আমরা যেখানকার বাসিন্দা তার চেয়েও জঘন্য নরকে ওর ঠাঁই হওয়া দরকার।'

'ঈশ্বর আপনার বাসনা পূরণ করুন।' হেসে বলল হোমস।

'ব্যারন অ্যাডেলবার্ট গ্রুনার, আমাকে আর আমার মত আরও অনেক মেয়েকে যে জাহান্নামে পাঠিয়েছে তার চেয়ে আরও নীচে তাকে আমি পাঠাতে চাই মিঃ হোমস!' আগুন ঝরানো গলায় বলে উঠল কিটি উইন্টার, প্রবল রাগ আর উত্তেজনায় দু'হাতের মুঠোয় বারবার বাতাস খামচাতে লাগল সে, দু'চোখে জ্বলে উঠল প্রতিহিংসার আগুন।

'ব্যারন গ্রুনারের এবারের কীর্তির কথা শুনেছেন?' কিটিকে প্রশ্ন করল হোমস।

'শিনওয়েল হতভাগা বলছিল বটে, বড় ঘরের কোন এক বোকা বুদ্ধু মেয়ে ওর পাল্লায় পড়ে এমন মজেছে যে ওকে বিয়ে করবে বলে কথাও দিয়েছে, আর আপনি ওদের এই বিয়েটা বন্ধ করতে চাইছেন।'

'ঠিকই শুনেছেন,' সায় দিল হোমস, 'অনেক বোঝানো সত্ত্বেও মেয়েটাকে নিরস্ত করা যাচ্ছে না, ব্যারনের অতীত ইতিহাস শুনিয়েও ওকে টলানো যায়নি।'

'ব্যারন আগের বৌকে খুন করেছে একথা বলেছেন মেয়েটাকে?'

'হ্যাঁ।'

'হা ঈশ্বর, এর পরেও কোন ভরসায় এমন লোকের সঙ্গে ঘর বাঁধতে চাইছে সে?'

'মেয়েটা বলছে এসব মিছে অপবাদ রটানো হয়েছে ব্যারন গ্রুনারের নামে।'

'সেকি! ঘটনাটা যে সত্যি তার প্রমাণ ঐ বোকা হারামজাদীকে দেখাতে পারেননি?'

'প্রমাণ জোগাড় করতে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন?'

'আমি নিজেই তো এক জলজ্যান্ত প্রমাণ, মিঃ হোমস! ব্যারন একসময় আমায় কিভাবে কাজে লাগিয়েছে সেকথা আমি নিজে যদি মেয়েটাকে বলি, তাহলে —'

'আপনি নিজের মুখে একথা বলতে পারবেন?'

'কেন, পারব না কেন?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারেন কিন্তু তাতে কাজ হবে কিনা জানি না — কবে কোথায় কি করেছে এসব ব্যারন নিজের মুখে ভায়োলেটকে শুনিয়েছে, সব শুনে ভায়োলেট তাকে ক্ষমাও করেছে। কাজেই আমার ধারণা, এই প্রসঙ্গ নতুন করে তুলতে ভায়োলেট রাজি হবে না।'

'বাজি রেখে বলতে পারি ব্যারন সব কথা ওকে শোনায়নি।' বলল মিস উইন্টার, 'বৌ খুনের একটা ঘটনাই আপনারা শুনেছেন, কিন্তু তাছাড়াও আরও অনেক মানুষকে খুন করেছে সে, এসব কথা ওর মুখ থেকেই শুনেছি। নরম গলায় মন ভেজাতে ওর জুড়ি নেই তা তো জানেন, মিঃ হোমস। আমি নিজেও তখন এই মেয়েটার মতই হাবুডুবু খাচ্ছি ব্যারনের প্রেমে — মন ভেজানো বুলি আওড়ানোর ফাঁকে এক সময় কারও উল্লেখ করতে গিয়ে সে বলেছিল ঐ ঘটনার মাসখানেকের ভেতর লোকটা মারা গিয়েছিল। এই ঘটনার কথা লেখা ছিল বাদামি রংয়ের চামড়া বাঁধানো একটা মোটা খাতায়, তাতে তালা আঁটা থাকে। মদ খেয়ে হুঁশ ছিল না বলেই বইটা ভুল করে ও আমায় দেখিয়ে ফেলেছিল নয়ত আমার পক্ষে ওটা দেখা সম্ভব ছিল না।'

'কি আছে ওতে?'

'এ পর্যন্ত যত মেয়ে ওর শিকার হয়েছে তাদের সবার নাম, ঠিকানা আর ফোটো ঐ খাতায় আছে, মিঃ হোমস।'

'খাতাটা ব্যারন কোথায় রাখে?'

'আগে থাকত ওর বাড়ির ভেতরের স্টাডিতে এক পুরোনো আলমারির খোপে। বছরখানেক আগে ও আমায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তাই এখন সে খাতা কোথায় রাখা আছে বলতে পারব না। তবে নিজের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে বাখার স্বভাব ওর আছে তাই খাতাটা আগের জায়গাতেই থাকতে পারে।'

'আমি ওর স্টাডিতে গিয়েছিলাম,' বলল হোমস।

'সেকি, মিঃ হোমস?' বিস্ময়ে কিটি উইন্টারের দু'চোখ কপালে উঠল, 'আজ সকালেই সবে কেস হাতে নিয়েছেন, তারপর এরই মধ্যে এতদূর এগিয়েছেন? মনে হচ্ছে ব্যারনকে শায়েস্তা করার উপযুক্ত লোক এতদিনে এসে হাজির হয়েছে। ওর বাইরের স্টাডিতে আছে কেবল চীনেমাটির একগাদা থালাবাসন; তারপরে ডেস্কের পেছনে দরজা, সেই দরজার ওপাশে একটা ছোট কামরা, ওখানেই ভেতরের স্টাডি। কাগজপত্র সব ওখানেই থাকে।'

'বাড়ির ভেতর থেকে এতসব জিনিসপত্র কবে কখন চুরি হয় তার ঠিক আছে?' হোমস কথাটা ছুঁড়ে দিল, 'বলুন, মিস উইন্টার, ব্যারন চোরকে ভয় পায় না?'

'মিঃ হোমস, ব্যারন অ্যাডেলবার্ট গ্রুনারকে ওর চরম শত্রুও ভীরু কাপুরুষ বলতে পারবে না,' বললেন মিস উইন্টার, নিজের ওপর খবরদারি ও নিজেই করতে পারে। বাড়িতে অ্যালার্ম লাগানো আছে, রাতের বেলা ওটা চালু হয়, চোর ঢুকলেই ঘন্টা বাজবে। এছাড়া চোর বড়জোর হলে চীনেমাটির বাসনপত্র হাতাবে, বাড়ির ভেতর লুকিয়ে রাখা খাতার ওপর নজর পড়বে কেন?'

'ঠিক বলেছেন,' সমঝদারের গলায় সায় দিল শিনওয়েল জনসন, 'বাজারে বিক্রি করা যাবে না এমন জিনিস চোর ছুঁয়েও দেখবে না।'

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, মিস উইন্টার,' হোমস বলল, 'আজ আর কোন কথা নয়, আগামিকাল বিকেল পাঁচটায় দয়া করে একবার আসুন, দেখি ভায়োলেটের কাছে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি কি না। আপনার কাজের জন্য আমার মক্কেল প্রচুর টাকা পারিশ্রমিক দেবেন আপনাকে, কথাটা মনে রাখবেন।'

'টাকার লোভ আমায় দেখাবেন না, মিঃ হোমস,' ধরা গলায় মিস উইন্টার বললেন, 'টাকা রোজগার করতে আসিনি আমি; ব্যারন গ্রুনার আমায় নোংরা পাঁকে ছুঁড়ে ফেলেছে আগেই বলেছি, সেই পাঁক মাড়ানো পায়ে ওর মুখে লাথি মারব বলেই আপনার কাছে এসেছি, সেই হবে আমার উপযুক্ত পারিশ্রমিক। শুধু কাল নয়, আপনার এ কাজ যতদিন শেষ না হয় ততদিন পর্যন্ত আপনার পাশে থাকব আমি, শিনওয়েল আমার আস্তানা জানে, ওর মুখে খবর পেলেই আমি চলে আসব।'

পরদিন সন্ধ্যে নাগাদ আবার দেখা হল হোমসের সঙ্গে, স্ট্র্যাণ্ডে আমাদের পুরোনো রেস্তোরাঁয় খেলাম দু'জনে। ভায়োলেটের সঙ্গে দেখা করে কি লাভ হল জানতে চাইলাম। প্রশ্ন শুনে সে যে ভেতরে ভেতরে রেগে গেছে বুঝতে বাকি রইল না — অবহেলা করার মেজাজে রুক্ষ ভাষায় হোমস বলল, 'টেলিফোনে জেনারেল দ্য মারভিলের মুখ থেকে 'সব ঠিক আছে' শুনে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মিস কিটি উইন্টারকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি ভাড়া করে হাজির হলাম ১০৪, বার্কলে স্কোয়ারে জেনারেলের দুর্গ ভবনে। সেকেলে আমলের বাড়ি, জাঁকজমকে গির্জাকে হার মানায়। চাকর আমাদের নিয়ে এল ড্রইংরুমে। হলদে পর্দার ওপাশে ভায়োলেট বসেছিল। তার ফ্যাকাশে, গম্ভীর মুখখানা দেখাচ্ছিল পাহাড়ের ওপর তুষার গড়া মূর্তির মত। ভায়োলেট মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী, ওয়াটসন, ভাষায় তার রূপের বর্ণনা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। মধ্যযুগের নামী শিল্পীদের আঁকা ছবির রূপসীদের মতই সুন্দর ওর মুখশ্রী। আমাদের দেখে ঠাণ্ডা বিষাক্ত গলায় বলল, 'মিঃ হোমস, আপনার নাম আগেও শুনেছি। অনুমান করছি আমার প্রণয়ী ব্যারন গ্রুনারের নামে যা তা বলে আমার মন বিষিয়ে দিতেই আপনি এখানে এসেছেন। তবে তাতে কোন লাভ হবে না এও আপনাকে আগেভাগেই বলে রাখছি। আরও জেনে রাখুন আমার বাবার কথা রাখতেই আপনার সঙ্গে দেখা করলাম। নয়ত আপনার মুখ দেখার কোন দরকার আমার ছিল না।'

'বিশ্বাস করো, ওয়াটসন, এসব কথা নিজের কানে শোনার পরেও আমার মাথা রাগে এতটুকু গরম হয়নি, বরং সেই মুহূর্তে তাকে নিজের মেয়ে বলে মনে হয়েছিল। ভাষণ দিয়ে মন কাড়বার ক্ষমতা আমার নেই তা তুমি জানো, ওয়াটসন, তেমন গুছিয়ে আমি কথা বলতে পারি না। কাউকে কিছু বোঝাবার সময় হৃদয়াবেগ নয় বরং মাথার যুক্তিবুদ্ধিই বেশি কাজ করে। যতদূর সাধ্য তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম — স্বামী হিসেবে যাকে গ্রহণ করতে যাচ্ছে সে লোকটা যে আদপে একটা জঘন্য খুনি বই কিছু নয় এই ছবিটা তার চোখের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম; কিন্তু ভবি ভোলার নয়। মেয়েটা তার প্রভাবে সম্মোহিত হয়ে আছে বলে ব্যারন গ্রুনার আমায় যা বলেছিল তা কতদূর সত্যি তা ওর চোখের চাউনি দেখেই বুঝলাম। ঐ রাসকেলের স্বপ্নে একেবারে বিভোর হয়ে আছে, চোখে পলক পড়ছে না।'

'অশেষ ধৈর্য ধরে আপনার কথগুলো শুনলাম, মিঃ হোমস,' আমার কথা শেষ হতে জেনারেল মারভিলের মেয়ে বলল, 'আপনি হাজার বোঝানোর চেষ্টা করলেও আমার প্রণয়ী সম্পর্কে আমার মনোভাব আগের মতই অটুট থাকবে। আপনি নিছক পেশাদার এজেন্ট বই কিছু নন, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ব্যারন গ্রুনারের নামে কুৎসা রটাতে এসেছেন, আবার তেমন পারিশ্রমিক পেলে ওঁর সুনাম আপনিই করবেন। যাক, যে কথাটা আপনাকে স্পষ্ট করে বলতে চাই তা হল অতীতে কোন কারণে ব্যারন গ্রুনার যদি বিপথে গিয়েও থাকেন তবে তা এমন কোন অপরাধ ছিল না যা শোধরানো যাবে না। এই আমিই স্ত্রী হিসেবে সেই ত্রুটি সংশোধন করে তাঁকে মহত্তর জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাব।' এটুকু বলার পরেই তার চোখ পড়ল কিটির দিকে, জানতে চাইল, 'এঁকে চিনতে পারলাম না, মিঃ হোমস, এই ভদ্রমহিলা কে? আপনার সঙ্গেই বা কেন এসেছেন?'

'আমি মুখ খোলার আগে কিটি উইন্টার নিজেই ঘূর্ণিঝড়ের মত ফেটে পড়ল, আগুনহানা চাউনি মেলে বরফের মত ঠাণ্ডা আর নিষ্প্রাণ মিস মারভেলকে সে বলল, 'আমি কে জানতে চান? তবে শুনুন, অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্যাবন গ্রুনার যে কয়েকশ নাম না জানা মেয়ের চরম সর্বনাশ করে তাদের আবর্জনার মত ছুঁড়ে ফেলেছে, তাদের সবশেষ হলাম আমি। আপনার হালও তেমনই হবে, হয়ত আরও সাংঘাতিক হবে আর হয়ত আপনার পক্ষে সেটাই ঠিকমতন হবে। এমন এক সর্বনেশে লোককে বিয়ে করা আর নিজের কবর খোঁড়া যে একই ব্যাপার তা কি এখনও আঁচ করতে পারছেন না? আমি বলে রাখছি আপনার দশা নিকেশ না করে ও ছাড়বে না। আরেকটা কথা, আপনার জন্য আমার কোন দরদ আছে বলে এসব বলে আগেভাগে আপনাকে

হুঁশিয়ার করছি তা যেন ভুলেও ভাববেন না, আপনি বাঁচলেন বা মরলেন আমার কিছু যায় আসে না। আসলে লোকটাকে মন থেকে প্রচণ্ড ঘেন্না করি বলেই এসব বলছি। আমার যে হাল সে করেছে আপনারও তেমনই হাল করে ছাড়বে বলেই আপনাকে হুঁশিয়ার করছি! আমার কথা শোনা না শোনা আপনার ইচ্ছে!'

'মিঃ হোমস!' আগের মতই ঠাণ্ডা গলায় মিস মারভেল বলল, 'আমার বাবার কথামতন আপনার সঙ্গে দেখা করেছি, কথাবার্তা যা বলার বলেছি, শুনেছি, তাই বলে এই মহিলাটির প্রলাপ আমি শুনতে বাধ্য নই! সাক্ষাৎকার শেষ, এবার আসতে পারেন!'

'রাগে ফুসছিল কিটি উইন্টার, আমি সময়মত কব্জি চেপে না ধরলে ও ঠিক মিস মারভেলকে ধরে মারত। লোকজন আসার আগেই ওকে টেনে এনে গাড়িতে তুললাম। তবে কিটিকে খামোখা দোষ দিয়ে লাভ নেই, আমি নিজেও এই ঘটনায় ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম, এখন দেখছি ওভাবে সোজা পথে কাজ হবে না, অন্য খেলায় নামতে হবে। অবশ্য ওরাও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না, আমার ওপর হামলা করবে, তুমি দেখে নিয়ো!'

হোমসের আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হতে দেরি হল না — ঐ ঘটনার দু'চারদিন বাদে সান্ধ্য দৈনিকে ছাপা একটা খবর চোখে পড়ল যার শিরোনামা এরকম।

'খুন হতে হতে বেঁচে গেলেন শার্লক হোমস!'

বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ শার্লক হোমস অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে আহত হবার ফলে আশংকাজনক অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। খবরে জানা গেছে আজ বেলা ১২টা নাগাদ রিজেন্ট স্ট্রিটে কাফে রয়্যাল-এর বাইরে লাঠি হাতে দু'জন অচেনা লোক মিঃ হোমসকে আক্রমণ করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে চেয়ারিং ক্রস হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে দেখেন মিঃ হোমসের মাথায় ও দেহের নানা জায়গায় গুরুতর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, হাসপাতাল থেকে তাঁকে তাঁর বেকার স্ট্রিটের বাসভবনে পৌঁছে দেওয়া হয়। মিঃ হোমসের বর্ণনা থেকে জানা গেছে তাঁর আক্রমণকারীদের পরনে ভদ্র পোষাক ছিল।

বেকার স্ট্রিটের আস্তানায় গিয়ে দেখি বিখ্যাত সার্জন স্যর লেসলি ওকশট্ হলঘরে বসে আছেন, আমায় দেখে বললেন, 'আমি ওঁকে দেখেছি — মাথার দুটো জায়গায় কেটে গেছে, গায়েও অল্পবিস্তর জখম হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে ভয়ের কোনও কারণ নেই; সময়মত সেলাই পড়েছে, মর্ফিন ইঞ্জেকশানও দেওয়া হয়েছে। দেখা করতে পারেন তবে বেশি কথা বলতে দেবেন না, ওঁর এখন চুপচাপ বিশ্রাম দরকার।'

সব জানালা ভেতর থেকে ভেজিয়ে অন্ধকার ঘরে শুয়ে আহত হোমস, ভেতরে ঢুকতেই চাপা গোঙানির সুরে সে আমার নাম ধরে ডাকল। একটা জানালার পর্দা অল্প তোলা ছিল বলে ওপাশ থেকে খানিকটা রোদ ঘরে ঢুকেছে। সেই আলোয় তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথাটা স্পষ্ট চোখে পড়ল। ব্যাণ্ডেজের পটির তুলো তখনও রক্তে মাখামাখি। আমি তার পাশে এসে বসলাম।

'নাও, ঢের হয়েছে, আর মাথা নীচু করতে হবে না!' খুব দুর্বল আর ক্লান্ত গলায় হোমস প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভয়ে আধখানা হয়ে গ্যাছো। অত ভয়ের কি আছে? যতটা ভাবছো আমার চোট ততটা খারাপ নয়!'

'সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হয়!' আমি বললাম।

'লাঠি হাতে অন্তত একজনের সঙ্গে লড়ার ক্ষমতা আমার আছে তা তুমি জানো, ওয়াটসন। তবে দু'জনকে একা সামলাতে পারিনি, দ্বিতীয় লোকটার হাতেই চোট খেলাম।'

'বুঝতে পেরেছি এ সেই বদমাশ ব্যারন গ্রুনারের কাজ, হোমস! একবার শুধু মুখ ফুটে বল, তারপর দেখ ঐ শুয়োরের বাচ্চার গায়ের ছাল আমি কেমন করে ছাড়িয়ে নিই।'

'উঁহু, ওসব করতে যেয়ো না, ওয়াটসন। ওভাবে কাজ হবে না; পুলিশ যতক্ষণ না ওদের ধরছে ততক্ষণ ওদের একটি চুলও আমাদের ছোঁয়া সম্ভব হবে না মনে রেখো। তবে আমি কেমন আছি সেই খোঁজ নেবার চেষ্টা ওরা ঠিক চালিয়ে যাবে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমি নিজেও মতলব এঁটেছি। তুমি কিন্তু খবরের কাগজের লোকদের রোজই বলবে যে আমার অবস্থা দিনে দিনে খারাপের দিকে যাচ্ছে, যখন তখন ভুল বকছি, সেরে ওঠার লক্ষণ নেই, এইসব।'

'কিন্তু স্যর লেসলি ওকশট্ যদি সত্যি কথা বলে দেন, তাহলে? উনি যে তোমার প্রাথমিক চিকিৎসা করেছিলেন কাগজের লোকেরা তা জানে। ওঁর মুখ বন্ধ করবে কিভাবে?'

'সে ভার আমার, ওঁকে নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়োনা। হ্যাঁ, ভাল কথা, মিস কিটি উইন্টার যে আমায় সাহায্য করেছেন তা বদমাশ গ্রুনার জানে, কাজেই আজই শিনওয়েল জনসনকে বলবে যাতে ওঁকে দূরে কোথাও সরিয়ে দেয়। এর পরের চোট কিন্তু ওঁর ওপর আসবে। কাজটা আজ রাতেই সেরে ফেলবে। যাবার আগে আমার পাইপ আর তামাকের থলে টেবিলে রাখতে ভুলো না যেন। ঠিক আছে! তাহলে ঐ কথাই রইল! রোজ সকালে এসো, দু'জনে মাথা খাটিয়ে আরও মতলব আঁটব। হোমসকে দেখে এসে শিনওয়েল জনসনের সঙ্গে দেখা করলাম, সেদিনই সন্ধ্যের পরে শহরের বাইরে নির্জন এলাকায় মিস উইন্টারকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিলাম।

হোমস সেরে উঠতে লাগল, কিন্তু তার নির্দেশ মেনে রোজই কাগজের লোকদের বলতে লাগলাম যে তার অবস্থা ভাল নয়, সেরে ওঠার কোন লক্ষণই চোখে পড়ছে না। চোট খাবার ঠিক সাতদিনের মাথায় তার মাথার সেলাই কাটা হলেও সান্ধ্য দৈনিকে ছাপা হল সে মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়েছে; সেদিন আরও একটা খবর পেলাম — পরের শুক্রবার ব্যারন অ্যাডেলকার্টি গ্রুনার ব্যবসার কাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হবেন, লিভারপুল থেকে 'রুরিটানিয়াস্থ' নামে এক জাহাজে চাপবেন তিনি। ওখানকার কাজ সেরে ফিরে আসার পরে মিস ভায়োলেট দা মারভিলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে, ইত্যাদি। কাগজে ছাপানো খবরটা আমার মুখ থেকে শুনে গম্ভীর হয়ে গেল হোমস, চোখমুখ দেখে বুঝলাম প্রচণ্ড কোন আঘাত হানার মতলব আঁটছে।

'শুক্রবার!' আচমকা চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল হোমস, তাহলে তো আর বসে থাকা যায় না, ওয়াটসন, মাত্র তিনটে দিন আছে হাতে। বদমাশটা বিপদের গন্ধ পেয়েছে আর তাই পালিয়ে বাঁচতে চাইছে! কিন্তু আমার হাত থেকে কিছুতেই ও পালাতে পারবে না তাও বলে দিচ্ছি। শোন, ওয়াটসন, এবার তোমায় একটা কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি, এ কাজে কিন্তু বিপদের ঝুঁকি আছে।'

'তোমার জন্য যে কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে আমি তৈরি, হোমস!'

'তাহলে চীনেমাটির তৈরি বাসনের ইতিহাস নিয়ে কালকের পুরো চব্বিশটি ঘণ্টা মন দিয়ে পড়াশুনো করো। এ হল তোমার অভিযানের প্রস্তুতি।' বলেই থেমে গেল হোমস, আমিও এ নিয়ে কোন প্রশ্ন করলাম না। বেকার স্ট্রিটে হাঁটতে হাঁটতে চীনামাটির বাসনের ইতিহাস কোথায় পাব তাই ভাবলাম। শেষকালে সেন্ট জেমস স্কোয়ারে লণ্ডন লাইব্রেরিতে চলে এলাম। ওখানকার সাব-লাইব্রেরিয়ান লোম্যাক্স আমার বন্ধু, তার সঙ্গে দেখা করলাম। তার সাহায্যে ঐ বিষয়ের ওপর লেখা কয়েকটা বই পেয়ে গেলাম, ওগুলো পড়বার জন্য বাড়ি নিয়ে এলাম। হোমসের নির্দেশ মেনেই পুরো সন্ধ্যে এবং অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বাকি রাত, তারপর সকালবেলার পুরোটাই চীনেমাটির বাসনপত্রের ইতিহাস মনোযোগ দিয়ে পড়লাম, চৈনিক ইতিহাসের অনেক প্রাচীন রাজবংশের নামও মুখস্থ করতে হল — হং-উ, তাং-ইং, উং-লো, সুং, ইউয়ান এসব রাজবংশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের আদি তাত্ত্ব সব মুখস্থ করে পরদিন সন্ধ্যের পরে হাজির হলাম বেকার স্ট্রিটের আস্তানায়, গিয়ে দেখি প্রিয় আর্মচেয়ারে হাতের ওপর চিবুক রেখে হোমস বসে কি ভাবছে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

'পড়া তৈরি করেছো?' আমায় দেখেই জানতে চাইল সে।

'যতদূর সম্ভব চেষ্টা করেছি, কিন্তু খবরের কাগজের দৌলতে সবাই তো ধরে নিয়েছে তুমি এ যাত্রা আর সেরে উঠবে না, শীগগিরই মারা যাবে।'

'সবাই ওরকম ভাবুক তা আমিও চাই,' বলল হোমস, 'এবার ম্যান্টলপিসের ওপর থেকে ঐ ছোট বাক্সটা নিয়ে এসো দেখি।'

বাক্সটা নিয়ে হাতে দিতেই ঢাকনা খুলে রেশমি কাপড়ে মোড়া একটা জিনিস বের করল সে, কাপড় খুলতে বেরোল গাঢ় নীল রংয়ের একটা চীনে মাটির পেয়ালা।

'এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব জানো, ওয়াটসন?' ঈশারায় পেয়ালাটা দেখাল হোমস, 'চীনের প্রাচীন মিং রাজবংশের আমলে তৈরি, ভয়ানক পাতলা বলে সমঝদারে একে 'ডিমের খোলার তৈরি বাসন' বলে। এর পুরো একটি সেটের দামে যে কোন রাজ্য বিকিয়ে দিতে পারে। পিকিং-এর রাজপ্রাসাদ ছাড়া আর কোথাও এর পুরো সেট পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু এটা দিয়ে আমি কি করব?'

একটা ভিজিটিং কার্ড হোমস এবার আমার হাতে দিল তাতে নাম ছাপানো 'ডঃ হিল বার্টন, ৩৬৯, হাফ মুন স্ট্রিট।'

'আজ রাতে এটাই হবে তোমার নতুন নাম ঠিকানা, ওয়াটসন,' হোমস স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আজ রাতে এই কার্ড নিয়ে তুমি ব্যারন গ্রুনারের সঙ্গে দেখা করবে। ওর ধাত জানা আছে বলেই বলছি সাড়ে আটটা নাগাদ ওকে একা নিরিবিলিতে পাবে। দেখা করার আগে ছোট একটা চিঠি পাঠাবে তাতে উল্লেখ করবে যে প্রাচীন মিং রাজবংশে নির্মিত চীনামাটির বাসনের একটি দুর্লভ নমুনা তোমার হাতে এসেছে, ন্যায্য দামের বিনিময়ে তুমি তা একজন খাঁটি সমঝদারকে বিক্রি করতে চাও। পেশায় ডাক্তার হলেও তুমি নিজেও ঐ বিষয়ে একজন সমঝদার চিঠিতে তা উল্লেখ করবে।'

'কত দাম হাঁকব?'

'ভাল প্রশ্ন করেছো, ওয়াটসন। জিনিসটা স্যর জেমস ড্যাসারি আমায় এনে দিয়েছেন এবং যে রহস্যময় অচেনা মক্কেলের হয়ে আমরা কাজ করছি আসলে এটা যে তাঁর কাছ থেকেই উনি জোগাড় করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সোজাসুজি দাম না হেঁকে তুমি বারবার বলবে যেহেতু জিনিসটা দুর্লভ আর অতুলনীয় তাই একে অমূল্য বলা চলে।'

'কোন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে দাম যাচাই করার কথা তুলব, হোমস?'

'সাবাশ, ওয়াটসন! তুমি দেখছি আজ টগবগ করে ফুটছো! হ্যাঁ বলতে পারো, এই প্রসঙ্গে সোদবি অথবা ক্রিস্টির নামও বলতে পারো। নিজে মুখে দাম না হাঁকাই তোমার পক্ষে ভাল হবে।'

'কিন্তু ব্যারন গ্রুনার যদি আমার সঙ্গে দেখা না করে, তাহলে?'

'না, ওয়াটসন, তোমার চিঠি পড়ার পর দেখা ওকে করতেই হবে। ভুলে যেয়ো না, প্রাচীন চীনেমাটির বাসন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসেবে ওকে অনেকেই জানে — তাছাড়া এই বিষয়ে হাতের কাছে কিছু এলেই তা সংগ্রহ করার ক্ষ্যাপামি ওর আছে আমি জানি। বোস, কাগজ কলম নাও, চিঠির বয়ান বলে দিচ্ছি। কোন জবাব চাইবে না; শুধু কেন তুমি ওর কাছে যাচ্ছো চিঠিতে শুধু সেটুকু উল্লেখ করবে।'

হোমসের বয়ানে চিঠি লিখে ব্যারন গ্রুনার যে এলাকায় থাকে সেখানকার একজন বাসিন্দার হাতে চিঠিটা আগেভাগে পাঠালাম। তার কিছুক্ষণ বাদে রওনা হলাম তার সঙ্গে দেখা করব বলে, ডঃ বার্টনের ভিজিটিং কার্ড সঙ্গে নিতে ভুলিনি।

ব্যারন গ্রুনারের বাড়িটা বিশাল, অনেক খানি জমির ওপর তা গড়ে উঠেছে। হোমস ঠিকই বলেছে, এ বাড়ির বাসিন্দা অপরাধী হলেও সূক্ষ্ম শিল্পরুচির ঘাটতি যে তার মধ্যে নেই তা বাড়িতে

পা দিলেই বোঝা যায়। ব্যারনের বাটলারের হাতে কার্ড দিতে সে বাড়ির ভেতরে ঢুকল, খানিক বাদে বেরিয়ে এসে জানাল তার মনিব আমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে অপেক্ষা করছেন। এরপর দামি মখমলের উর্দিপরা একজন পরিচারক আমায় পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে এল।

দুপাশে দুটো খোলা জানালার মাঝখানে দাঁড় করানো এক বিশাল কাচের আলমারি, ভেতরে সাজিয়ে রাখা চীনে মাটির বাসনের দুর্লভ সংগ্রহ বাইরে থেকে দেখা যায়। আলমারির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল দীর্ঘদেহী ব্যারন অ্যাডেলকার্ট গ্রুনার, পায়ের শব্দ শুনে দাঁড়াতেই দেখলাম তার হাতে চীনেমাটির তৈরি একটা ফুলদানি।

'বসুন, ডঃ বার্টন,' ব্যারন মুখ খুলল, 'এতদিন ধরে যোগাড় করা আমার দুর্লভ সংগ্রহগুলো ঘেঁটে দেখছিলাম। এদের পাশে আরও কিছু যোগ করা যায় কিনা তাই ভাবছিলাম। আমার হাতে এই যে ফুলদানিটা দেখছেন, এটা ৭ম শতাব্দীতে তাং রাজবংশের আমলে তৈরি, জিনিসটা নজর কাড়ার মত, তাই না? এর গায়ের সূক্ষ্ম কারুকার্য আগে কোথাও দেখেছেন, আর এমন আলো ঠিকরানো পালিশ? যাক, মিঃ আমলের সেই পেয়ালাটা এনেছেন?

কাগজের মোড়ক খুলে জিনিসটা ওর হাতে দিলাম। ব্যারন এবার চেয়ারে বসে টেবিল ল্যাম্পটা কাছে টেনে এনে জিনিসটা পরখ করতে লাগল। টেবিল ল্যাম্পের হলদে আলো পড়েছে তার মুখে, আমি এই ফাঁকে তার মুখখানা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

মানতেই হবে ব্যারন অ্যাডেলকার্ট গ্রুনার রূপবান পুরুষ, মাথার চুল, গোঁফ আর চোখের মণির রং গভীর কালো বলেই মেয়েরা একবার তাকে দেখলেই আকৃষ্ট হয়। কিন্তু মোম দিয়ে পাকানো কালো গোঁফের নীচেই পাতলা দুটি ঠোঁট তার নিষ্ঠুর মনোবৃত্তির পরিচয় বহন করছে — মুখমণ্ডলের সব রূপের মাঝখানে বিপদের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে ঐ পাতলা দু'টি ঠোঁট, নির্মমভাবে খুন করতে এদের জুড়ি মেলা ভার। বয়স গোড়ায় ধরে নিয়েছিলাম ত্রিশের কিছু বেশি, কিন্তু পরে জেনেছিলাম বেয়াল্লিশের কম নয়।

'হ্যাঁ, জিনিসটা সত্যিই সুন্দর মানতেই হবে,' বলে মুখ তুললেন ব্যারন গ্রুনার, 'আপনি চিঠিতে লিখেছেন এরকম আর দু'টো পেয়ালা আছে আপনার কাছে। এই ব্যাপারটাতেই কেমন ধাঁধা লাগছে: ইংল্যাণ্ডে এমন জিনিস এতগুলো আছে অথচ আমি জানি না তা কি করে হয়। একটা, ইংল্যাণ্ডে এ জিনিস শুধু একটাই, আর যার কাছে আছে তিনি যে আপনি নন তাও আমার অজানা নয়। বলুন তো ডঃ বার্টন, এ জিনিস আপনি কোথা থেকে কিভাবে যোগাড় করেছেন?'

'সেটা জানা কি খুবই দরকার?' আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'জিনিসটা যে খাঁটি তা তো নিজেই দেখছেন, আর এর দামের ব্যাপারে কোন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরখ করিয়ে নিতে পারেন।'

'এসব দামি জিনিস নিয়ে কাজ কারবার খুবই রহস্যজনক,' ব্যারনের কালো চোখের মণিতে সন্দেহের চকিত চাউনি ঝিলিক দিল, 'মানছি জিনিসটা খাঁটি আর আমি এটা কিনেও নিলাম। কিন্তু তারপর? ধরুন, পরে জানা গেল আমায় এটা বেআইনিভাবে বিক্রি করেছেন, তখন কি হবে?'

'এ ব্যাপারে তেমন কিছু ঘটবে না বলে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি।'

'তখন আবার প্রশ্ন উঠবে কি ধরনের গ্যারান্টি?'

'ব্যাংক গ্যারান্টি।'

'তা তো হল, তবু পুরো ব্যাপারটা কেমন কেমন ঠেকছে, ডঃ বার্টন, কেমন সন্দেহজনক।'

'দেখুন মশাই, পুরোনো আমলের চীনেমাটির বাসন সম্পর্কে আপনি একজন সমঝদার লোক আমি জানি, তাই এমন একটি দুর্লভ জিনিস আপনাকে দেখাতে এনেছি। ইচ্ছে হলে কিনবেন, নয়ত কিনবেন না, এত অবান্তর কথা বলছেন কেন?'

'আমি এ ব্যাপারে সমঝদার লোক আপনি কি করে জানলেন? কার মুখ থেকে শুনেছেন?'

'কেউ বলেনি, তবে এ বিষয়ে আপনি একটি বই লিখেছেন তা জানি।'

'আপনি সে বই পড়েছেন?'

'না।'

'তাহলে তো ব্যাপারটা আরও গোলমেলে হয়ে গেল। আপনি নিজে সমঝদার মানুষ। একটি দুর্লভ অমূল্য জিনিস যোগাড় করেছেন অথচ সে বই পড়লে এর অর্থ আর মূল্য বুঝতেন সেটা না পড়েই ছুটে এসেছেন আমার কাছে? বলুন কি জবাব দেবেন?'

'আমি ডাক্তার, নিজের পেশা নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকি —'

'ওটা আমার প্রশ্নের জবাব হল না। মানুষের যার যেমন পেশা হোক, শখের জিনিস সম্পর্কে চর্চা করার মত সময় সে ঠিক যোগাড় করে নেয়। তাছাড়া আপনি চিঠিতে নিজেকে চীনেমাটির বাসনের সমঝদার লিখেছেন।'

'সে তো একশোবার।'

এবার তাহলে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি, ডাক্তার — জানি না, সত্যিই আপনি ডাক্তার কি না? প্রাচীন চীনের সম্রাট শোমু সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন? বলুন দেখি নারার শোসোর সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল? সব গুলিয়ে যাচ্ছে তো? আচ্ছা, উত্তর চীনের ওয়েই রাজবংশ আর চীনেমাটির বাসন তৈরির ইতিহাসে তাদের অবদান সম্পর্কে দু'চার কথা কিছু বলুন তো।'

'অসহ্য!' রেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, 'আপনার কাজে লাগব ভেবে এসেছিলাম, স্কুলের ছাত্রের মত পরীক্ষা দিতে নয়। এ ব্যাপারে আমার বিদ্যেবুদ্ধি আপনার চেয়ে কম মানছি, কিন্তু আপনার একটি প্রশ্নেরও জবাব আমি দিতে বাধ্য নই।'

পলক না ফেলে স্থির চোখে ব্যারন কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল আমার পানে, তারপরেই আগুন জ্বলে উঠল দু'চোখে, দাঁতে দাঁত পিষে নিষ্ঠুর গলায় বলল, 'মতলবখানা কি? শার্লক হোমসের চর হয়ে এসে হাজির হয়েছেন, দেখতে এসেছেন আমি কি করে বেড়াচ্ছি? হতচ্ছাড়ার নিজের মরণের দেরি নেই, হাঁটাচলা করার ক্ষমতা নেই তারপরেও আমার পেছনে লাগার এত সাহস পেল কোত্থেকে? লোক ভাড়া করে পাঠিয়েছে আমার ওপর নজর রাখতে? চালাকি করে ভেতরে ঢুকে কাজটা ভাল করেননি, আপনি যেই হোন খুব সহজে আমার ডেরা থেকে বেরোতে পারবেন না। বলেই চেয়ার ছেড়ে একলাফে উঠে দাঁড়াল গ্রুনার, ঝাঁপিয়ে পড়বে আশংকা করে আমিও সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেলাম; রাগে জ্বলতে জ্বলতে সে টেবিলের ড্রয়ার খুলে ভেতরে পাগলের মত হাতড়াতে লাগল, হঠাৎ থেমে গিয়ে কান পেতে কি শোনার চেষ্টা করল, পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল সে, তারপর ঢুকে পড়ল পেছনের কামরায়।

ততক্ষণে আমিও দৌড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি খোলা দরজার সামনে। যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা চিরকাল মনে গাঁথা থাকবে। বাগানের দিকে জানালার পাল্লা খোলা, সেদিকে তাকাতে স্পষ্ট দেখলাম জানালার ওপারে এসে দাঁড়িয়েছে শার্লক হোমস, মাথায় বাঁধা ব্যাণ্ডেজ আর ফ্যাকাশে মুখে তাকে দেখাচ্ছে প্রেতাত্মার মত। আমার চোখের সামনে বাগানের লরেল ঝোপের মধ্যে হোমসের শরীর আছাড় খেয়ে পড়ল; গৃহস্বামী ব্যারন গ্রুনার তার আগেই ফিরে এসেছে, হোমসকে দেখতে পেয়েই রাগে দিশাহারা হয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে খোলা জানালা দিয়ে ছুটে গেল তার পানে, আর অভাবনীয় ঘটনাটা ঘটল ঠিক তখনই চোখের পলকে — পাতার আড়াল থেকে একটা হাত, যুবতীর হাত বিদ্যুতের মত ছিটকে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল ব্যারন গ্রুনার, ছিটকে পিছিয়ে এসে দু'হাতে মুখ ঢেকে আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর, চেঁচাতে লাগল 'জল! জল দাও! মরে গেলাম! কি যন্ত্রণা!' পাশের টেবিলে রাখা ছোট জলের কুঁজোটা তুলে আমি ছুটে এসে দাঁড়ালাম তার কাছে, চিৎকার শুনে ব্যারনের বাটলার আর চাকরবাকররা ছুটে এসেছে। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে ব্যারনের মুখখানা আলতো হাতে ধরে আলোর দিকে ফেরাতেই শিউরে উঠল তারা, একজন বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। তাদের দোষ নেই কারণ ব্যারনের মুখখানা এখন

আর চেনা যাচ্ছে না, ফোঁটায় ফোঁটায় অ্যাসিড গড়িয়ে পড়ছে কান আর চিবুক বেয়ে। একটা চোখ ঝলসে সাদা হয়ে গেছে, আরেকটা চোখ ফুলে দগদগে লাল হয়ে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে। খানিক আগে যে মুখের অসামান্য রূপের প্রশংসা করেছি সে মুখ এখন পুড়ে ঝলছে কদাকার দেখাচ্ছে, যেন ভেজা স্পঞ্জ বুলিয়ে কোন শিল্পী তাঁর আঁকা পেন্টিং নষ্ট করে ফেলেছেন। কুৎসিত, কদাকার, বীভৎস সে মুখের দিকে সত্যিই তাকানো যায় না।

ঘটনা কি ঘটেছে আমি কিছুই জানি না, তবে এটা পরিষ্কার যে বাইরে বাগানে দাঁড়িয়ে কেউ অ্যাসিড ছুঁড়ে মেরেছে ব্যারনের মুখে। আমার মুখ থেকে সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ শুনে ব্যারনের বাটলার পরিচারকদের নিয়ে তখনই খোলা জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাগানে। কিন্তু বাইরে গাঢ় আঁধার তার ওপর শুরু হয়েছে বৃষ্টি, এর মধ্যে তারা কোন সুবিধে করতে পারল না। এদিকে ব্যারন তখন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে, 'কিটি উইন্টার! এ সেই নচ্ছার হারামজাদি কিটি উইন্টার ছাড়া আর কেউ নয়! হতচ্ছাড়ি মাগি এইভাবে আমার সর্বনাশ করল! দেখবে কে ওকে বাঁচায়! হা ঈশ্বর! আর সইতে পারছি না এই যন্ত্রণা!'

হাজার হলেও আমি ডাক্তার, চোখের সামনে আহত অবস্থায় মানুষের যন্ত্রণা দেখে চুপ করে থাকা আমার সাজে না। তুলোয় তেল মাখিয়ে ব্যারনের মুখের কাঁচা মাংসে লেপে দিলাম, মর্ফিয়া ইঞ্জেকশনও দিলাম। এতক্ষণে আমার ওপর থেকে সব সন্দেহ তার ঘুচল, এমনভাবে আমায় আঁকড়ে ধরল যেন সে আমার ওপর নির্ভর করতে পারে; পলক না ফেলা চোখে এমনভাবে তাকিয়ে রইল আমার পানে যেন তার হারানো দু'চোখের দৃষ্টিও ফিরিয়ে দিতে পারি আমি। তার অসহায় অ্যাসিডে পোড়া মুখের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমারও মন বারবার ভরে উঠছিল মমতায়, কিন্তু তার শয়তানির কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ায় সে ভাব দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আরও কিছুক্ষণ বাদে তার বাড়ির ডাক্তার এলেন, পুলিশও এল। ইন্সপেক্টরকে আমার আসল ভিজিটিং কার্ড দেখিয়ে ছাড়া পেলাম। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরে এলাম বেকার স্ট্রিটে। এসে দেখি হোমস তার সেই আর্মচেয়ারে বসে, ক্লান্ত দেহ, ফ্যাকাশে মুখ। ব্যারনের সুন্দর মুখে ঐ ভয়ানক পরিণতির কথা শুনে আঁতকে উঠল সে, তারপর বলল, 'পাপের সাজা এইভাবেই মানুষকে পেতে হয়, ওয়াটসন, আজ হোক কাল হোক ফল পেতেই হবে, কেউ নিস্তার পায় না।' টেবিল থেকে বাদামি মলাটের একটা বই তুলে নিয়ে বলল হোমস, 'এই সেই বই যার কথা কিটি উইন্টার বলেছিল। এ বই পড়ার পরেও যদি মিস ভায়োলেট মারভিল বিয়ে ভাঙ্গতে রাজি না হয়, তাহলে আর কোন কিছুতেই ওকে রাজি করানো যাবে না। তবে রাজি ওকে হতেই হবে, ওয়াটসন, যে মেয়ের মধ্যে আত্মসম্মানের ছিটেফোঁটা আছে, সে এই বই পড়ে ব্যারন গ্রুনারকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখবে না।'

'এটাই ব্যারনের প্রেমের ডায়েরি?'

'প্রেম নয়, ওয়াটসন, কামনা, উদগ্র কামনা বাসনার ডায়েরি। মিস উইন্টারের মুখে শুনেই বুঝেছিলাম বিয়ে ভাঙ্গার এই হল একমাত্র হাতিয়ার, তখন থেকেই এটা যেভাবে হোক হাতাবো ঠিক করেছিলাম। তারপরেই ব্যারনের ভাড়াটে গুণ্ডারা আমায় মারল। আমার অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে কাগজে এই রিপোর্ট পড়ে ও আমার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। হতচ্ছাড়া আমেরিকা যাচ্ছে কাগজে এই খবর বেরিয়েছে জেনে বুঝলাম এই বইটাও যাবার সময় ও সঙ্গে নেবে তাই রওনা হবার আগেই এটা হাতাতে হবে। তখনই তোমাকে চীনেমাটির বাসন নিয়ে পড়াশুনো করতে বললাম — ঠিক করেছিলাম তুমি ব্যারনকে কথায় আটকে রাখবে সেই ফাঁকে আমি ডায়েরিটা হাতিয়ে নেব। এই কাজে সহায়তার জন্য মিস কিটি উইন্টারকেও সঙ্গে নিলাম, কিন্তু ও যে ব্যারনের মুখে ছুঁড়বে বলে অ্যাসিড সঙ্গে নিচ্ছে আগে জানতে পারিনি, শুধু একটা প্যাকেট সাবধানে জামার ভেতর নিচ্ছে এইটুকু চোখে পড়েছিল। আসুন স্যার ডামারি, আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি।'

সন্ধ্যের পরে ব্যারন গ্রুনারের বাড়িতে হোমস আর আমার সফল অভিযানের কথা মন দিয়ে শুনলেন স্যর ড্যাসারি। সব শুনে বললেন, 'বাঃ, এ যে অভাবনীয়! ব্যারনের মুখ অ্যাসিডে পুড়ে ঐরকম বিশ্রি যদি হয়ে থাকে তাহলে এই ডায়েরি আর ভায়োলেটকে দেখানোর দরকার হবে না।'

'ভুল করছেন স্যর ড্যাসারি,' হোমস হাসল, 'প্রেমিকের মুখ অ্যাসিডে পুড়ে কুৎসিত হয়ে গেছে বলে যে সব মেয়ে বিয়ে করার সংকল্প থেকে পিছিয়ে যায়, মিস ভায়োলেট মারভিল সেই জাতের নয়, বরং এই জাতীয় দুর্ঘটনাই প্রেমিকের ভাবমূর্তিকে তাদের কাছে বড় করে তোলে। চেহারা নয়, ব্যারনের যাবতীয় কুকীর্তির পরিকল্পনা এই ডায়েরিতে লেখা আছে তার নিজের হাতে, এটা পড়লে মিস মারভিল অবিশ্বাস করতে পারবে না।'

মিং আমলের চীনেমাটির পেয়ালা আর ব্যারন গ্রুনারের ডায়েরি নিয়ে খুশিমনে বিদায় নিলেন স্যার জেমস ড্যাসারি, বাড়ি যাব বলে আমিও বাইরে বেরিয়ে এলাম। দাঁড়িয়ে থাকা ব্রুহাম ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন স্যর ড্যাসারি, আমার চোখকে আড়াল করতে গাড়ির প্যানেলের ওপর আঁকা তাঁর পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন ঢাকতে গেলেন আলখাল্লা দিয়ে, কিন্তু তার আগেই সে চিহ্ন আমার দেখা হয়ে গেছে। উত্তেজিত হয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে আমি ফিরে এলাম, হোমসকে বললাম, 'হোমস, স্যার ড্যাসারি যে মক্কেলের নাম এতদিন চাপা রেখেছিলেন তাঁর পরিচয় জেনে ফেলেছি, উনি কে জানো —'

'জানি ওয়াটসন,' হাত তুলে আমায় থামিয়ে দিল হোমস, 'উনি একজন সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত ভদ্রলোক। এখনকার মত ওঁর সম্পর্কে না জানলেই আমাদের চলবে।'

মিস ভায়োলেট দ্য মারভিলের সঙ্গে ব্যারন গ্রুনারের বিয়ে ভাঙ্গার কাজে ব্যারনের ঐ ডায়েরিটা কিভাবে ব্যবহার করা হল আমার কাছে অজানা রয়ে গেছে। হয়ত স্যর জেমস ড্যাসারি মিস মারভিলের বাবা জেনারেল দ্য মারভিলকে দিয়ে কাজটা করিয়েছিলেন। দিন তিনেক বাদে 'মর্ণিং পোস্ট' দৈনিক পত্রিকায় ছাপা খবরে জানা গেল ব্যারন গ্রুনারের সঙ্গে ভায়োলেট দ্য মারভিলের বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। আরেকটা খবরে জানা গেল ব্যারনের মুখে অ্যাসিড ছোঁড়াব অপরাধে পুলিশ মিস কিটি উইন্টারকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু মিস উইন্টারের বিচাবের সময় ব্যারনের অনেক সাংঘাতিক অপরাধের ঘটনা ফাঁস হওয়ায় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে বিচারক মানবতার মুখ চেয়ে খুবই হালকা সাজা দিলেন তাকে। শার্লক হোমসের বিরুদ্ধে গোপনে ব্যারনের বাড়িতে ঢুকে তার ডায়েরি চুরি করার অভিযোগ আনা হয়েছিল, কিন্তু এক জঘন্য অপরাধীর মুখোশ খোলাই যেহেতু তার উদ্দেশ্য ছিল তাই বৃটিশ আইন শেষ পর্যন্ত তাকে অভিযুক্ত করতে পারেনি এবং আমাব বন্ধু হোমসকেও আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি।

সাত

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য থ্রি গেবলস্

বেশ কিছুদিন বাদে এক সকালে গিয়েছি হোমসের কাছে; ফায়ারপ্লেসের সামনে মুখোমুখি দুটো আর্মচেয়ারে বসে গল্প মেতেছি দু'জনে, হোমসের মুখে তার পুরোনো পাইপ, কথা বলার ফাঁকে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ছে। ঠিক এই সময় লোকটা আচমকা ঢুকে পড়ল ভেতরে।

লোকটা নিগ্রো, পেল্লায় তার শরীর। ক্যাটকেটে ধূসর চেক স্যুটের সঙ্গে গলায় বাঁধা টাইটা দারুণ বেমানান ঠেকছে, দেখলেই স্যামন মাছের সঙ্গে তুলনা করা যায় অনায়াসে। খ্যাঁদা নাক সমেত চওড়া মুখখানা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সামনের দিকে, ঘুমো ঘুমো কুতকুতে দু'চোখের চাউনিতে ঝরে পড়ছে দুনিয়ার বজ্জাতি, সেই চাউনি মেলে সে আমাদের দু'জনকে দেখতে দেখতে বলে উঠল, 'এই যে, সোনার চাঁদেরা, আপনাদের মধ্যে হোমস মশাই কার নাম?'

ফ্যাকাশে হাসি হেসে হোমস তার হাতে ধরা পাইপটা তুলে ধরল শুধু।

'আপনি!' বড় বড় পা ফেলে দানোর মত তেড়ে এসে লোকটা শুধু বলল, 'শুনুন, মিঃ হোমস, ভাল চান তো অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো ছাড়ুন। বুঝতে পারলেন কি বললাম?'

'চালিয়ে যাও হতভাগা, বেড়ে লাগছে শুনতে!' ইচ্ছে করেই লোকটাকে তাতিয়ে দিল হোমস।

'বেড়ে লাগছে শুনতে। হোমসের জবাব শুনে গর্জে উঠল নিগ্রো দানো, 'একবার স্ক্রু টাইট দিলে আর কিন্তু শুনতে বেড়ে লাগবে না! আপনার মত অনেক লোককে আমি নিজের হাতে শায়েস্তা করে একেবারে ছিবড়ে বানিয়ে ছেড়েছি। কথাটা খেয়াল রাখবেন, মিঃ হোমস!'

'বাঃ, ভারী বীরপুরুষ দেখছি!' মুঠো পাকানো হাতখানা দেখতে দেখতে বলে উঠল হোমস। হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও হোমস এতটুকু চটল না, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে দেখে আমিও ফায়ারপ্লেস থেকে আগুন খোঁচানোর লোহার শিকটা তুলে বাগিয়ে ধরেছি তার ফলে একটু আওয়াজ হয়েছে। এই দুটো ব্যাপার হতভাগাকে অনেকটা দমিয়ে দিল, গলা নামিয়ে মিনমিন করে বলল, 'আগে থেকে আপনার হুঁশিয়ার করে গেলাম, পরে যেন আমায় দুষবেন না! হ্যারোর ব্যাপারে আমার এক বন্ধু পা বাড়িয়ে আছে, বুঝতেই পারছেন কি বলছি — আপনি মাঝখানে গিয়ে ব্যাগড়া দেন সেটা তার ইচ্ছে নয়। কি বলছি মাথায় ঢুকেছে?'

'তোমার সঙ্গে মোলাকাৎ করার সাধ জেগেছিল মনে,' হোমস বলল, 'তুমিই তো ঠাঙ্গাড়ে স্টিভ ডিক্স, তাই না?'

'ঠিক ধরেছেন, ওটাই আমার নাম। আমায় চুমু খেতে এলেই ছোবল খাবেন, হুঁশিয়ার।'

'আরে ছোঃ, কি যে বলো।' এতক্ষণে চোখ পাকালো হোমস, 'তোমায় চুমো খেতে যাব কোন দুঃখে, তোমার মত এক নোংরা জানোয়ারকে আমি চুমো খাব কেন? হলবর্ণ বারে পার্কিনস ছোঁড়াকে তো তুমিই খুন করেছো — কি হল? পালাচ্ছো কেন? এটুকু শুনেই পিলে চমকে গেল?'

'কি যা তা বলছেন মশাই?' এক লাফে তফাতে সরে দাঁড়াল সেই দানো, ভয়ে তার মুখ তখন ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে, 'এসব আজে বাজে কথা আমায় শোনাচ্ছেন কেন? কোথাকার কে পার্কিনস না কে, তার খুনের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? ঐ ছোঁড়া খুন হবার সময় আমি বার্মিংহ্যাম বুল রিং-এ ট্রেনিং দিচ্ছিলাম।'

'ওসব ছেঁদো সাফাই আদালতে হাকিমের সামনে গেয়ো, স্টিভ,' কঠিন হয়ে উঠল হোমসের গলা, 'বার্নি স্টকডেল আর তুমি, তোমাদের দু'জনের ওপরেই ... এতদিন নজর রেখেছিলাম।'

'হা ঈশ্বর! আমায় বাঁচান, মশাই —'

'আগে বলো কে তোমায় পাঠিয়েছে, নয়ত আমার রাগ পড়বে না।'

'আর তো চেপে রেখে লাভ নেই, মশাই। এক্ষুনি যার নাম নিলেন সেই বার্নি স্টকডেল আমায় পাঠিয়েছে।'

'হুঁম, এবার বলো বার্নি কার কথায় কাজ করছে?'

'তা বলতে পারব না, মশাই! বার্নি শুধু আমায় ডেকে বলল, 'স্টিভ, মিঃ হোমসের কাছে সিধে চলে যা, বলে আয় হ্যারোর কাজ কারবারে হাত দিলে জান চলে যাবে! এই হল গে ব্যাপার।' বলে সে আর দাঁড়াল না, যেভাবে তেড়ে এসেছিল তেমনই ভাবে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

'এ হতভাগা কে হোমস, বাড়ি বয়ে তোমায় হুমকি দিতে এসেছে কেন?'

'স্পেনসার জন-এর গুণ্ডার দলের নাম আশাকরি শুনেছো, ওয়াটসন,' হাসিমুখেই বলল হোমস, 'এই স্টিভ ওদেরই দলের লোক। বাইরে থেকে দেখলে যত শক্তিশালী মনে হোক না কেন, আসলে লোকটা কেমন এক নম্বরের ভিতু তা নিজে চোখেই দেখলে। মোটা টাকার বিনিময়ে এরা খুন জখম করে, বাড়িতে চড়াও হয়ে হুমকি দেয়, দিনরাত এইসব করে বেড়ায় ওরা। হালে এমনিই অনেক কাজ এরা করেছে, একটু ফাঁক পেলেই ওদের পেছনে লাগব আমি। হ্যাঁ, ওরা

আমায় হুমকি দিচ্ছে কেন জানতে চেয়েছিলে তো? কারণ তো খানিক আগে স্টিভ-এর মুখ থেকেই শুনলে — হ্যারো উইল্ড কেসে যাতে হাত না দিই। আমি শুধু জানতে চাই এ কাজে কে ওদের লাগিয়েছে। এই চিঠিখানা পড়ো,' বলে একটা চিঠি হোমস এগিয়ে দিল, তাতে লেখা ঃ

'প্রিয় মিঃ হোমস,

শুনেছি আমার পরলোকগত স্বামি মর্টিমার মেবারলি একসময় আপনার মক্কেল ছিলেন। সেই অধিকারেই বলছি আগামীকাল আপনার সুবিধেমত যদি একবার আসেন তো ভাল হয়। অল্প কিছুদিন হল নানারকম অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে এ বাড়িতে যার সঙ্গত ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আশা করছি এ ব্যাপারে আপনার উপদেশ আমায় যথার্থ পথ দেখাবে। উইল্ড স্টেশন থেকে আমার বাড়ি খুব কাছে, হেঁটে আসতে বেশি সময় লাগে না। আপনার বিশ্বস্ত —

মেরি মেবারলি,

থ্রি গেবলস্, হ্যারো উইল্ড।'

'তো এই হল ব্যাপার!' হোমস বলল, 'চল ওয়াটসন, সময় নিয়ে কালই বেরিয়ে পড়া যাক।'

থ্রি গেবলস বাড়িখানা ইঁট আর কাঠ দিয়ে তৈরি, স্টেশনে নেমে অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে এসে পৌঁছোলাম দু'জনে। পায়ের নীচে অযত্নে গড়ে ওঠা ঘাসজমি, বাড়ির পেছনে খানিক তফাতে অর্ধেক গজানো পাইন গাছ। ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল একরাশ আসবাব। মিসেস মেবারলি মাঝবয়সী মহিলা, সূক্ষ্ম রুচি ও সাংস্কৃতিক ছাপ তাঁর সর্বাঙ্গে ফুটে বেরোচ্ছে।

'আপনার স্বামী মিঃ মর্টিমার মেবারলির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, মাদাম,' উষ্ণ অভ্যর্থনার জবাবে হোমস বলল, 'আগে একটা ছোট কাজে আমি সাধ্যমত ওঁকে সাহায্য করেছিলাম।'

'আমার ছেলে ডগলাসের নাম আপনি শুনেছেন, মিঃ হোমস?' বললেন মিসেস মেবারলি।

'তাই বলুন, মাদাম, আপনি ডগলাস মেবারলির মা? ওঁর সঙ্গে অল্প পরিচয় আমার ছিল বটে, কিন্তু শুধু আমি কেন, গোটা লণ্ডন চেনে ওকে। সত্যিই চমৎকার মানুষ তিনি। ডগলাস এখন কোথায় আছেন, মাদাম?'

'স্বর্গে, মিঃ হোমস,' মিসেস মেবারলির গলা ধরে এল, 'রোমে দূতাবাসে চাকরি করছিল, গত মাসে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ওখানেই সে মারা গেছে।'

'সে কি, মাদাম! এ তো ভাবাই যায় না। ওঁর মত এমন এক মানুষ এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন?'

'ঠিকই বলেছেন, তবে আবেগের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল তাই শেষে নিজেকে আর সামলাতে পারেনি সে।'

'তার মানে উনি প্রেমে ব্যর্থ হয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস, এক বদ শয়তান মেয়েমানুষকে হৃদয় দিতে গিয়েছিল ডগলাস। যাক, ওসব বাদ দিন, ছেলের কথা বলব বলে আপনাকে আসবার অনুরোধ করিনি আমি।'

'বলুন আপনার সমস্যা কি, ডঃ ওয়াটসন আর আমি চেষ্টা করব তার সমাধান করতে।'

'বাইরের কোলাহল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাব ভেবে প্রায় এক বছর আগে এই বাড়ি কিনেছিলাম, ঠিক একই কারণে পড়শীদের সঙ্গেও কোনরকম মেলামেশা করিনি। এর মাঝে ঘটল অদ্ভুত ব্যাপার, তিনদিন আগে একটি অচেনা লোক এসে নিজেকে বাড়ি কেনাবেচার দালাল বলে পরিচয় দিল, এও বলল যে তার খদ্দেরের জন্য এই বাড়িটা কিনতে চায়। তার প্রস্তাব শুনে অবাক হলাম, কেনার মত গাদা গাদা বাড়ি ছড়ানো তবু বেছে বেছে আমার বাড়ির ওপর নজর কেন? লোকটা বলল, বাড়ির দাম বাবদ যত টাকাই দাবি করি না কেন তার খদ্দের তা দেবার জন্য তৈরি। লোকটাকে ভাগিয়ে দিতে আমি বাড়ির আসল দামের ওপর আরও পাঁচশো পাউণ্ড চড়িয়ে দাম হাঁকলাম। কিন্তু দমে গিয়ে বিদায় হওয়া দূরে থাক

দালালটা তাই দিতে রাজি হয়ে গেল। তবে সে এই সঙ্গে এক শর্তও দিল যার সারমর্ম হল খদ্দেরকে বিক্রি করার পরে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে ভেতরে আসবাবপত্র, বাসন কোসন আর অন্যান্য জিনিসপত্র যা কিছু আছে সব রেখে খালি হাতে যেতে হবে, একটি জিনিসও সঙ্গে নিতে পারব না। দালাল বলল, তার খদ্দের এসবের জন্য আলাদা দামও দেবে। আমার আসবাবগুলো যে দামি তা আপনি নিজের চোখেই দেখছেন, মিঃ হোমস, তাই খুব মোটা দাম চাইলাম, এবারও লোকটা এককথায় রাজি হয়ে গেল। এই ব্যাপারের মূলে কি তাই ভেবে পাচ্ছি না, আবার মোটা টাকার লোভ ছাড়তেও পারছি না কারণ বাকি জীবনটা শুধু ঘুরে বেড়িয়ে নিশ্চিন্তে কাটাতে পারব।

গতকালই লোকটা বাড়ি বিক্রির চুক্তিপত্রের দলিল নিয়ে এসে হাজির হল। আমি সময় চেয়ে ঐ দলিল নিয়ে চলে গেলাম হ্যারোতে আমার উকিল মিঃ সুত্রোর কাছে। দলিলে চোখ বুলিয়ে উনি বললেন, 'এ তো ভারি অদ্ভুত চুক্তি। আপনি কি জানেন এই দলিলে সই করলে আইনত বাড়ি থেকে কিছুই — এমনকি আপনার পোশাক, গয়নাগাঁটি আর ব্যক্তিগত জিনিসপত্রও নিয়ে যেতে পারবেন না?' উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে বাড়ি ফিরে এলাম। সন্ধ্যের পরে দালাল আবার এলে ঐ দলিলের শর্তের প্রসঙ্গ তুলে বললাম, আপনি কাল মুখে যে শর্ত বলেছিলেন দলিলের শর্ত কিন্তু তা নয় — বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে আমি শুধু আমার আসবাবগুলো আপনার খদ্দেরকে বিক্রি করতে রাজি হয়েছিলাম।'

'না, না, শুধু আসবাব নয়, সবকিছু,' দালাল বলল, 'বাড়িতে আপনার যা কিছু আছে সব।'

'তাই বলে আমার জামাকাপড়, গয়নাগাঁটি, এগুলো বেচতে রাজি হইনি।'

'ঠিক আছে,' দালাল বলল, 'ব্যক্তিগত জিনিসপত্র কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন, তবে যাবার আগে সবই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হবে।'

আমি দালালকে সাফ বলে দিলাম, 'এত কাণ্ডের পরে আমার বাড়ি আর বেচব না জেনে রাখবেন।' আমার ভাবগতিক দেখে দালাল আর একটি কথাও না বলে চলে গেল।

ঐটুকু শুনে হাত তুলে হোমস মিসেস মেবারলিকে ইশারায় চুপ করতে বলল, তারপর পা টিপে টিপে নিঃশব্দে এগিয়ে এক হ্যাঁচকা টান মেরে বন্ধ দরজার পাল্লা খুলে ফেলল। পর মুহূর্তে দেখলাম মুর্গির মত ভয়ানক রোগা দেখতে এক কাজের মেয়ের ঘাড় সজোরে মুচড়ে চেপে ধরেছে সে হাতের মুঠোয়। মেয়েটা তার হাতের মুঠোয় ছটফট করছিল, ঐ অবস্থাতেই হোমস তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল ভেতরে।

'ছাড়ুন! ঘাড় ছেড়ে দিন বলছি!' ককিয়ে উঠল কাজের মেয়েটি।

'এ যে দেখছি সুসান!' মিসেস মেবারলি বলে উঠলেন, 'তুমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কি করছিলে?'

'আমি তো দাঁড়াইনি মা ঠাকরুণ,' সুসান জবাব দিল, 'এই এঁরা লাঞ্চ খাবেন কিনা জানতে আসছিলাম এমন সময় ইনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমার ওপর!'

'মিছে কথা বোল না সুসান,' হোমস বলল, 'দরজার গায়ে কান পেতে তুমি আমাদের কথাবার্তা শুনছিলে। তুমি ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস নিচ্ছো। তোমার মা ঠাকরুণের সঙ্গে কথা বলায় সময় গত পাঁচ মিনিট ধরে দরজার ওপারে তোমার এমনি নিঃশ্বাস নেবার শব্দ আমার কানে আসছিল।'

'কে মশাই আপনি,' হোমসের হাতে আটক অবস্থাতেই সুসান তাকে তড়পে উঠল, 'ঘাড় ধরে আমায় হেনস্থা করার এক্তিয়ার কে দিল আপনাকে?'

'তোমার মা ঠাকরুণের সামনে তোমায় জেরা করব বলেই তোমায় কষ্ট দিচ্ছি, সুসান,' স্বাভাবিক গলায় হোমস জানতে চাইল। 'মিসেস মেবারলি, মুখোমুখি আলোচনা করার জন্য আমায় আপনার চিঠি লেখার খবর কাউকে বলেছেন?'

'না, মিঃ হোমস।'

'ডাকবাক্সে ফেলতে চিঠিটা কাকে দিয়েছিলেন?'

'এই সুসানকেই দিয়েছিলাম।'

'তাহলে সুসান, বোঝাই যাচ্ছে ডাকবাক্সে ফেলার আগে খাম খুলে তুমি সে চিঠি দেখেছিলে এবং ভেতরে যা লেখা ছিল তা কাউকে জানিয়েছিলে। ভালো চাও তো বলো কাকে জানিয়েছিলে?'

'কাউকে জানাইনি।'

'ফের মিথ্যে কথা!' চাপা গলায় গর্জে উঠল হোমস, ঘাড়ে আঙুলের চাপ বেড়ে যাওয়ায় আরও জোরে ককিয়ে উঠল সুসান।

'ফোঁস ফোঁস করে যেসব মেয়ে নিঃশ্বাস নেয় তারা বেশিদিন বাঁচে না, সুসান। এখনও সময় আছে, ভাল চাও তো সে লোকের নামটা বলে ফ্যালো।'

'সুসান!' মেবারলি ধমক দিলেন, 'তুমি যে মিথ্যে বলছো তা আমাব অজানা নয়। নিজেব চোখে দেখেছি ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে একটা লোকের সঙ্গে তুমি কথা বলছো।'

'সে আমার নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার—'

'যদি বলি লোকটার নাম বার্ণি স্টকডেল তাহলে কি ভুল বলা হবে, সুসান?' ব্যঙ্গের সুবে জানতে চাইল হোমস।

'জানেন যখন তখন আর খামোখা প্রশ্ন করছেন কেন?'

'আগে অনুমান করেছিলাম, এবার নিশ্চিত হলাম। এবার সুসান, বার্ণি কার হয়ে কাজ করছে যদি বলো তো দশ পাউণ্ড দেব।'

'আরে ছোঃ! বার্ণিয়ের হয়ে কাজ করছে সে আপনার একেকটা দশ পাউণ্ডের বদলে হাজাব পাউণ্ড আমায় দিতে পারে!'

'তাই! তাহলে তো লোকটার হাতে দেদার টাকা আছে বলতে হয়! তাব মানে সে লোক পুরুষ নয়, মেয়েমানুষ। যাক এতখানি যখন বললে তখন সেই লোকের নামটা শুনিয়ে দাও, মহিলাব নামধাম বলে দাও, আমিও যে দশ পাউণ্ড কবুল করেছি এক্ষুণি দিয়ে দেব!'

'আগে আপনাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে নিই তারপর!'

'হুঁশিয়ার সুসান,' কাজের মেয়ের বেয়াদপি দেখে ধমকে উঠলেন মিসেস মেবারলি, ভালোভাবে কথা বলতে শেখো! এঁরা আমার সম্মানিত অতিথি। এঁদের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করলে ফল ভাল হবে না বলছি!'

'কাকে তেজ দেখাচ্ছেন? আপনার কাছে চাকরি না করলেও আমার চলবে। আমি এক্ষুণি চলে যাচ্ছি, কাল চেনা শোনা কাউকে পাঠাব এখানে আমার জিনিসপত্র যা আছে আর বকেয়া পাওনা তার হাতে দিয়ে দেবেন।' বলে সুসান আর দাঁড়াল না।

'দেখুন কাণ্ড!' দরজা বন্ধ করে হোমস এসে দাঁড়াল মিসেস মেবারলির সামনে, কত ঝটপট গুণ্ডাগুলো একের পর এক কাজ সারছে। আপনি আমায় যে চিঠি পাঠিয়েছেন তাতে ডাকঘর রাত দশটার শীলমোহর দিয়েছে ডাকটিকিটের ওপর, তার ঠিক পরেই বেলা এগারোটা নাগাদ ওদের দলের লোক আমার বাড়িতে এসে আপনার সমস্যায় যাতে হাত না দিই সেকথা বলে রীতিমত শাসিয়ে গেছে। ডাকবাক্সে ফেলার আগে চিঠির বিষয়বস্তু সুসান বার্ণিকে আগেভাগেই জানিয়েছে বলেই তারা আমায় হুমকি দেবার জন্য লোক পাঠিয়েছে। পুরুষ বা মহিলা যাই হোক, বার্ণি যে সেই একজনেরই হুকুমে কাজ করছে তা স্পষ্ট হল। কত চটপট ওরা কাজ সারল দেখুন।'

'কিন্তু ওদের মতলব কি, আসলে কি চায় ওরা?' জানতে চাইলেন মিসেস মেবারলি।

'সেই একই প্রশ্ন তো আমিও করতে চাইছি, মাদাম,' খানিক ভেবে হোমস বলল, 'আচ্ছা, আপনার আগে এ বাড়ির মালিক কে ছিল বলতে পারেন?'

'ফার্গুসন নামে এক জাহাজের ক্যাপ্টেনের, আমার বাড়ি বিক্রি করার অনেক আগেই উনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন।'

'ওঁর সম্পর্কে এমন কিছু জেনেছেন যাকে অদ্ভুত বলা চলে?'

'না, মিঃ হোমস।'

'ভদ্রলোক কোনও দামি জিনিস বাড়ির ভেতরে কোথাও লুকিয়ে রাখেন নি তো?' আপন মনেই বলল হোমস, 'এখনকার দিনে সবাই অবশ্য দামি জিনিস ব্যাংক নয়ত ডাকঘরের হেপাজতে রাখে, কিন্তু কিছু খামখেয়ালি লোক আছে যারা আগের দিনের মত বাড়ির ভেতরেই দামি জিনিসপত্র পুঁতে নয়ত লুকিয়ে রাখে পাঁচজনের নজরের বাইরে। এও ভাবছি যে ভদ্রলোক দামি জিনিস কোথাও যদি লুকিয়ে রেখেই থাকে তো আপনাকে আসবাবপত্র রেখে যেতে বলবেন কেন?'

হোমস গম্ভীর গলায় বলল, 'পরিস্থিতি বিচার করে এখন আমার মনে হচ্ছে এমন কোনও জিনিস এ বাড়ির কোথাও আছে যার হদিশ আপনার জানা নেই। এমনও হতে পারে আপনার কাছে তুচ্ছ হলেও সে জিনিসটির দাম ঐ খদ্দেরের কাছে অনেক যা হাতাবার জন্যই সে উঠে পড়ে লেগেছে।'

'আমারও তাই ধারণা,' আমি বললাম।

'দেখুন মাদাম,' হোমস বলল, 'ডঃ ওয়াটসনও আমার কথায় সায় দিচ্ছেন।'

'মিঃ হোমস, তাহলে সে জিনিসটা কি হতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

'এই মুহূর্তে ঠিক বলতে পারছি না, তবে মাথা খাটালে হয়ত একটা ধারণায় পৌঁছতে পারব। আচ্ছা, আপনি এ বাড়িতে গত এক বছর ধরে আছেন?'

'দুই, মিঃ হোমস, প্রায় দু'বছর।'

'দুবছর কিন্তু খুব কম সময় নয়, মিসেস মেবারলি, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কেউ আপনার কাছে কিছু চায়নি। তারপরেই আচমকা মাত্র তিন চার দিনের মধ্যে এক খদ্দের ভেতরে যা কিছু আছে সব সমেত বাড়িটা কিনে নেবার প্রস্তাব দিয়ে দালাল পাঠাল আপনার কাছে, যেন এক্ষুণি না হলেই চলবে না, তার কাছে জিনিসটা এতই জরুরি।'

'না, মিঃ হোমস।'

'তুমি কিছু অনুমান করতে পারছ, ওয়াটসন?'

'খদ্দেরের তাড়াহুড়ো দেখে মনে হচ্ছে জিনিসটা হালে এসে এ বাড়িতে।'

'আমারও তাই ধারণা', সায় দিল হোমস, 'বলুন মিসেস মেবারলি হালে কোনও জিনিস এসেছে এ বাড়িতে?'

'না, মিঃ হোমস, এ বছর আমি নতুন জিনিস কিছুই কিনিনি।

'আচ্ছা, মিসেস মেবারলি, কাজের লোক হিসেবে আপনার উকিলের ওপর কি ভরসা করা যায়?'

'আমার নিজের তো তাই ধারণা মিঃ হোমস, আমার উকিল মিঃ সুত্রো খুবই কাজের লোক।'

'সুসান ছাড়া আপনার বাড়িতে আর কোনও কাজের লোক আছে?'

'কাজের মেয়ে আরেকটা আছে কিন্তু তার বয়স খুব কম, একেবারে বাচ্চা মেয়ে।'

'যতদূর মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনার দরকার নিরাপত্তা, কিন্তু বাইরে থেকে ভাড়া করে আনা লোকের ওপর নির্ভর করা যাবে না। এক কাজ করুন। মিঃ সুত্রোকে অন্তত দুটো দিন এ বাড়িতে এসে রাত কাটাতে বলুন।'

'কিন্তু আপনি কাকে সন্দেহ করছেন, মিঃ হোমস?'

'কি করে বলব বলুন? গোটা ব্যাপারটাই হেঁয়ালির মধ্যে রয়ে গেছে। এ বাড়ির মধ্যে এমন কিছু আছে যা ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু মুশকিল হল সেটা কি এখনও বুঝে

উঠতে পারছি না। না পেলে অন্যদিক থেকে তদন্ত শুরু করে পৌঁছে যাব আসল লোকের কাছে। আচ্ছা, যে দালাল আপনার কাছে এসেছিল তার ঠিকানা আছে?'

'না, মিঃ হোমস, ভিজিটিং কার্ডে শুধু লেখা ছিল হেইনস জনসন, নীলামদার।'

'টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘাঁটাই সার হবে, ওর নাম ঠিকানা সেখানে পাওয়া যাবে না বলেই আমার ধারণা,' বলল হোমস।

'সচ্চরিত্র ব্যবসায়ীরা কখনও কার্ডে তাদের নাম ঠিকানা আর ফোন নম্বর গোপন রাখে না। যাক, মিসেস মেবারলি, আজকের মত তাহলে আমরা আসি। যাই ঘটুক না কেন খবর দিতে ভুলবেন না। আমি আপনার কেস নিলাম মনে রাখবেন, সাধ্যমত সাহায্যের ব্যাপারে ভরসা রাখতে পারেন আমার ওপর।'

মিসেস মেবারলি আমাদের সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। হোমসের চোখে কিছুই এড়ায় না, হলঘরের এককোণে কিছু কাঠের প্যাকিং কেস আর ট্রাংক জড়ো করা রয়েছে দেখে সে থমকে দাঁড়াল, তাদের গায়ে আঁটা লেবেলে লেখা 'মিলানো', 'লুসারেন'। 'এগুলো দেখছি ইটালি থেকে এসেছে,' বাক্সগুলো ইশারায় দেখাল সে।

'ওগুলো আমার পরলোকগত পুত্র ডগলাস-এর', বললেন মিসেস মেবারলি।

'এখনও খোলেন নি? ক'দিন এসেছে এগুলো?'

'এই তো গত হপ্তায় এসে পৌঁছেছে।'

খানিক ভেবে বলল হোমস, 'এখানে যা কিছু আছে সব ওপরে আপনার শোবার ঘরে নিয়ে যান। সবকটা বাক্স আর প্যাকিং বাক্স খুলে ভাল করে হাতড়ে দেখুন ভেতরে কি আছে, কাল সকালবেলা আবার আসব আমরা।'

মিসেস মেবারলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দু'জনে বেরিয়ে এসে স্টেশনের পথে পা বাড়ালাম। গলি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে গতকাল যে নিগ্রো গুণ্ডা বাড়ি বয়ে এসে হুমকি দিয়েছিল সেই স্টিভ ডিক্সির সামনে পড়ে গেলাম, হতভাগা একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল, মনে হল যেন আমাদেরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখেই হোমস ডান হাত ঢোকাল পকেটে।

'হোমস মশাই কি পিস্তল বের করতে পকেটে হাত ঢোকালেন?' সে জানতে চাইল।

'না হে, স্টিভ, পিস্তল নয়, তোমার গায়ের গন্ধে পাছে বমি হয় তাই সেন্টের শিশিটা খুঁজছি।'

'একটা কথা বলছি, হোমস মশাই আপনাকে দেখলে এত মজা লাগে কেন বলুন ত?'

'সত্যিই? আমার পাল্লায় এখনও পড়োনি বলেই ওকথা বলছ, স্টিভ, আমি একবার কামড়ে ধরলে কিন্তু ছাড়ি না, সব মজা নিংড়ে বের করি। কথাটা মনে রাখলে খুশি হব, আগে ভাগে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, পরে দোষ দিও না।'

'মনে আছে, আজ্ঞে,' স্টিভ বলল, 'পার্কিন্স মশায়ের ব্যাপারে কথা বলতে নয়, যদি আমায় দিয়ে আপনার কোনও কাজ হয় তাই এসেছি।'

'আমার কাজে লাগবে বলে এসেছো, চাঁদ? খুব ভাল কথা, তাহলে কার হয়ে একাজে হাত দিয়েছো লক্ষ্মী সোনার মত বলে ফ্যালো দেখি।'

ঈশ্বরের নামে কসম খেয়ে বলছি, হোমস মশাই, আসল লোক কে পেছনে আছে জানিনা। বার্নি হলো গে আমার ওস্তাদ, ও যা হুকুম দেয় আমি তা তামিল করি। এর বাইরে কিছু জানি না।'

'তাহলে আরও একটা কথা মনে রেখো, স্টিভ, ঐ বাড়ি আর ওখানকার যিনি মালিক সেই ভদ্রমহিলার দায়িত্ব এখন আমার হাতে।'

'ও ঠিক আছে, হোমস মশাই, আপনি যা বললেন আমি ঠিক মনে রাখব।'

'এই কেলে হারামজাদা কেমন ঘাবড়ে গেছে খেয়াল করেছো, ওয়াটসন?' দ্রুত পা চালিয়ে কিছুদূর এসে মুখ খুলল হোমস, এখন দেখছি ওর ওস্তাদ বার্নি স্টকডেল কার হয়ে কাজ করেছে

তা সত্যিই ওর জানা নেই, জানলে একটু আগেই নামটা ব্যাটা ফাঁস করত। স্টিভ একা নয়, স্পেনসার জন-এর দলের সবকটা গুণ্ডার ধাতই ওরকম। কিন্তু ওয়াটসন, মনে হচ্ছে এ কেসে ল্যাংডেল স্পাইকের মদৎ আমাদের দরকার, ওকে ছাড়া চলবে না। আমি এখনই যাচ্ছি ওর কাছে, তুমি স্টেশনে গিয়ে লণ্ডনের ট্রেন ধরো। আমার ফিরতে কিছু দেরি হবে।'

ল্যাংডেল স্পাইক লোকটা এক অদ্ভুত জীব, লণ্ডনের কোথায় কোন নোংরা কেচ্ছা কেলেংকারি ঘটেছে সব ও জোগাড় করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তারপর ঐসব নোংরা খবর ছাপানোর মত পত্রিকারও অভাব নেই, ল্যাংডেল-এর কেচ্ছার খদ্দের তারাই—ওর যোগাড় করা এই জাতের খবর ছেপে বেরোয় ঐসব কাগজে। এইজাতীয় খবর বিক্রি করে ল্যাংডেল মাসে যা আয় করে তা চার অংকের কম নয়। হোমস নিজেও তাকে খবর জোগায়, বিনিময়ে জোগাড় করে নতুন কেচ্ছার খবর।

সারা দিন হোমসের সঙ্গে আর দেখা হল না, দেখা হল পরদিন সকালে, তার চোখমুখ দেখে বুঝলাম তদন্ত ঠিক পথেই এগোচ্ছে, ল্যাংডেল স্পাইকের হাত থেকে খালি হাতে ফেরেনি সে। কিন্তু কথাবার্তা শুরু করার আগেই হোমসের নামে এল এক টেলিগ্রাম, তাতে লেখা ঃ

'মক্কেলের বাড়িতে কাল রাতে চুরি হয়ে গেছে পুলিশ এসেছে, আপনি এক্ষুণি আসুন - সুব্রো।'

'বাঃ নাটক তো দিব্যি জমে উঠেছে দেখছি,' টেলিগ্রামে চোখ বুলিয়ে শিস দিয়ে বলে উঠল হোমস, এত তাড়াতাড়ি জমে উঠবে আমিও ভাবতে পারিনি। গোটা ব্যাপারটার পেছনে একজন আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়ছে, খোঁজখবর নিয়ে সব জেনে আমি চমকাইনি। আমার একটা ভুল হয়েছে উকিল সুব্রোর মত একটা অপদার্থ লোকের বদলে গতকাল রাতটা তোমাকে মিসেস মেবারলির বাড়িতে থাকতে বলা উচিত ছিল, হয়ত তাহলে এই চুরির ঘটনা এড়ানো যেত। যাক, এখন এসব বলে লাভ নেই, তার চেয়ে চলো আরেকবার হ্যারল্ডউইও থেকে ঘুরে আসা যাক।'

দু'জনে এসে পৌঁছোলাম। ইন্সপেক্টর দাঁড়িয়েছিলেন, পুরোনো বন্ধুর মত হোমসকে তিনি অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'এ নেহাৎই এক সাধারণ চুরি, মিঃ হোমস, এর তদন্ত করতে পুলিশ যথেষ্ট, আপনার মত বিশেষজ্ঞের দরকার হবে না।'

'যোগ্য লোকের হাতে তদন্তের দায়িত্ব পড়েছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত, ইন্সপেক্টর,' হোমস বলল, 'কিন্তু আপনার মতে ঘটনাটা কি সত্যিই সাধারণ চুরি?'

'নিশ্চয়ই। চুরি কারা করেছে আর কোথায় গেলে তাদের হদিশ মিলবে আমরা তাও জানি। আপনি বলেই বলছি এ বার্নি স্টকডেলের দলের কাজ, ধেড়ে নিগ্রোটাও আছে এর মধ্যে, ওদের সবাইকে কাছাকাছি এলাকায় দেখা গেছে।'

'সাবাশ ইন্সপেক্টর! তা ওরা এখান থেকে কি কি নিয়ে গেছে?'

'নিয়ে গেছে মানে, তেমন কিছু নেবার ওরা সুযোগ পায়নি। মিসেস মেবারলিকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে বেহুঁশ করে — ঐ ত উনি এসে গেছেন।' কমবয়সী একটি কাজের মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে অবসন্ন দেহ টানতে টানতে ঘরে এসে ঢুকলেন মিসেস মেবারলি।

'আমি আজ সকালেই কাল রাতের ঘটনা জানতে পেরেছি,' বললেন উকিল মিঃ সুব্রো।

'মিঃ হোমস আমার হিতৈষী কাউকে গতকাল রাতটা এখানে আনাবার উপদেশ দিয়েছিলেন।' মিসেস মেবারলি বললেন, 'ওঁর উপদেশ কানে তুলিনি আর তার ফলে এভাবে ভুগতে হল।'

'আপনাকে তো খুব ক্লান্ত আর অবসন্ন দেখাচ্ছে,' হোমস তাকাল মিসেস মেবারলির দিকে, 'কাল রাতে যা ঘটেছে বলতে পারবেন?'

'ওঁর আর বলার কিছু নেই, সব এখানে আছে, একটা মোটা নোটবইয়ের মলাটে টোকা মেরে পুলিশ ইন্সপেক্টর বললেন।

'তা একশোবার থাকতে পারে,' হোমসের গলায় বিরক্তি ফুটে বেরোল, 'তবু আমি ঘটনার বিবরণ ওঁর নিজের মুখ থেকে শুনতে চাই, অবশ্য যদি খুব ক্লান্ত বোধ না করেন—'

'কি আর বলব, মিঃ হোমস, এই চুরির পেছনে নিশ্চয়ই হতচ্ছাড়ি সুশানের হাত আছে, নিশ্চয়ই সে বদমায়েশের বাড়ির ভেতর ঢোকার পথ দেখিয়ে দিয়েছে। ক্লোরোফর্ম মাখানো তুলো নাকে চেপে ধরার পরেও আমার জ্ঞান ছিল, তারপর কখন একসময় জ্ঞান হারিয়েছি জানিনা। ঐ ভাবে কতক্ষণ ছিলাম বলতে পারব না। জ্ঞান ফিরে আসতে চোখ মেললাম, তখনই দেখলাম একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে আমার বিছানার পাশে, আরেকটা লোককে দেখলাম আমার ছেলের ব্যাগ থেকে একটা কাগজের বাণ্ডিল বের করতে; বাণ্ডিলের একটা দিক খুলে ভেতরের কিছু কাগজ ছড়িয়ে পড়েছিল মেঝের ওপর। লোকটা পালাবার আগেই আমি পেছন থেকে লাফিয়ে তাকে চেপে ধরলাম।'

'মস্ত বড় ঝুঁকি নিয়েছিলেন আপনি,' পুলিশ ইন্সপেক্টর বললেন।

'আমি খুব জোরে লোকটাকে চেপে ধরেছিলাম,' মিসেস মেবারলি বললেন, 'কিন্তু ও এক ঝাঁকুনি মেরে আমায় ছিটকে ফেলে দিল। ওর সঙ্গী নিশ্চয়ই আমায় মেরে বেহুঁশ করে ফেলেছিল কারণ তার পরে কি ঘটেছে আমার মনে নেই। ঘরের ভেতরে হুটোপাটির আওয়াজ আমার কাজের মেয়ে মেরির কানে যেতে ও জানালা দিয়ে মুখ বের করে চেঁচিয়ে পুলিশ ডাকে—কিন্তু পুলিশ আসার আগেই চোর দুটো পালিয়ে যায়।'

'ওরা কি নিয়ে গেছে?'

'দামি কিছু খোয়া গেছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আমাব ছেলের ট্রাংকে তেমন কিছু ছিল না।'

'অপরাধীরা কোনও সূত্র ফেলে যায়নি?'

'মেঝের ওপর একটা দলাপাকানো কাগজ পড়েছিল, যে লোকটাকে চেপে ধরেছিলাম সম্ভবতঃ তার হাতের কাগজের বাণ্ডিল থেকে ওটা পড়ে গিয়ে থাকবে। কাগজটায় আমার ছেলে ডগলাসের হাতের কিছু লেখা ছিল।'

'তাহলে ওটা সূত্র হিসেবে কোনও কাজেই আসবে না,' বললেন ইন্সপেক্টব, 'চোরেদের হাতে কিছু লেখা থাকলে হয়ত—'

'যা বলেছেন মশাই!' ব্যঙ্গের সুরে সায় দিল হোমস, 'আপনার বুদ্ধি আছে মানতেই হবে। কিন্তু তা হলেও সেই কাগজটা আমার যে একবার না দেখলেই নয়।'

হোমসের মন্তব্যে যে বিদ্রূপের খোঁচা ছিল, সম্ভবত ইন্সপেক্টরের কানে তা ধরা পড়ে নি, পকেট থেকে ভাঁজ করা ফুলস্কেপ কাগজ বেব করে তিনি বললেন, 'বুঝলেন মিঃ হোমস, সূত্র যতই তুচ্ছ হোক তা আমার চোখ কখনও এড়িয়ে যেতে দিই না, আপনাকেও এই উপদেশটুকুই দিতে চাই আমি। গত পঁচিশ বছরে অর্জিত অভিজ্ঞতায় এটুকু বেশ বুঝেছি যে অপরাধীদের ফেলে যাওয়া সূত্রে সবসময় আঙুলের ছাপ বা ঐজাতীয় কিছু না কিছু সম্ভাবনা থাকে।'

'বলুন ইন্সপেক্টর,' হোমস প্রশ্ন করল, 'চোরগুলোর ফেলে যাওয়া এই কাগজটা দেখে আপনার কি ধারণা হচ্ছে?'

'কোনও আজগুবি অদ্ভুত উপন্যাসের শেষাংশ, অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে।'

'আমার মতে এটা অবশ্যই কোনও অদ্ভুত কাহিনীর পরিসমাপ্তির প্রমাণ,' হোমসের গলায় আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠল, 'পৃষ্ঠাসংখ্যা দেখছেন দু'শো পঁয়তাল্লিশ। আমি জানতে চাই এর আগের দুশো চুয়াল্লিশ পাতা গেল কোথায়?'

'হয়ত চোরেরাই ওগুলো নিয়ে সটকেছে,' বললেন ইন্সপেক্টর, 'ওসব নিয়ে ওদের কি লাভ হবে তাও জানিনা।'

'শুধু ঐ কাগজগুলো হাতানোর মতলবেই ওরা বাড়িতে ঢুকেছিল এ ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত নয় কি, এ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ইন্সপেক্টর?'

'আমার মতে ওরা তাড়াহুড়োর মধ্যে হাতের নাগালে যা পেয়েছে তাই হাতিয়ে নিয়েছে। আহা, যা পেয়েছে তাই নিয়ে বাছারা খুশি হোক!'

'কিন্তু এত জিনিস থাকতে বেছে বেছে শুধু আমার ছেলের জিনিসপত্রের ওপর ওদের নজর পড়ল কেন?' জানতে চাইলেন মিসেস মেবারলি।

'তার কারণ নীচে একতলায় নেবার মত কিছু না পেয়ে হতভাগারা উঠে এসেছিল ওপরে,' ইন্সপেক্টর বললেন, 'আমার নিজের তাই ধারণা। আপনার ধারণা কি, মিঃ হোমস?'

'এসব ব্যাপারে চটজলদি জবাব দেওয়া আমার ধাতে নেই, ইন্সপেক্টর,' হোমস বলল, 'এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। ওয়াটসন, একবার জানালার কাছে এসো।' আমি তার কথামতন গিয়ে দাঁড়ালাম জানালার কাছে, ইন্সপেক্টরও গুটিগুটি পায়ে পেছনে এসে দাঁড়াল। এরপর দলাপাকানো কাগজটা বের করল হোমস, তার লেখা অংশটুকু পড়ে শোনাল —

'... মুখের কাটাছেঁড়া ক্ষতস্থানগুলো থেকে রক্ত গড়াচ্ছে দরদর করে, কিন্তু রক্তঝরানো হৃদয়ের কাছে তা কিছুই না। ফুটফুটে সুন্দর সেই মুখের ভাব আচমকা পাল্টাতে দেখে তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হল.... এই সেই মুখ যার জন্য নিজের জীবন অকাতরে বিসর্জন দিতে পারে সে, অথচ সেই মুখ তার পানে চেয়ে অল্প হাসল ... সেই হাসিতে ফুটল প্রেতিনীর নির্দয় উচ্ছ্বাস ... আর ঐ হাসি দেখে সেই মুহূর্তে তার প্রেমের হল মৃত্যু, জন্ম নিল অপরিসীম ঘৃণা। কোন কিছু আঁকড়ে ধরে মানুষ বাঁচে। ওগো রূপসী, আলিঙ্গন নয়, তোমার সীমাহীন অন্যায় অবিচার আর আমার প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্যই বেঁচে থাকব আমি, এই হতভাগ্য।'

'ব্যাকরণের শ্রাদ্ধ করে ছেড়েছে!' বলে কাগজটা ইন্সপেক্টরকে ফিরিয়ে দিয়ে হোমস বলল, 'লিখতে লিখতে আবেগের ঠেলায় শেষ পর্যন্ত সে হয়ে গেছে 'আমি', খেয়াল করেছেন? নিজেকেই কাহিনীর নায়ক বলে ধরে নিয়েছে।'

'খুবই যাচ্ছেতাই লেখা,' কাগজটা নোটবুকের ফাঁকে গুঁজে ইন্সপেক্টর বললেন, 'ওকি! মিঃ হোমস, এখনই চলে যাচ্ছেন?'

'যথেষ্ট যোগ্য একজন লোকের হাতে কেসের তদন্তের ভার যখন পড়েছে তখন এই মুহূর্তে আমার এখানে থাকা না থাকা সমান। ভাল কথা, মিসেস মেবারলি, আপনি বিদেশে বেড়াতে যাবেন বলেছিলেন না?'

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস, এ আমার অনেকদিনের স্বপ্ন।'

'বলুন কোথায় যেতে চান — কায়রো, ম্যাডেরা না রিভিয়েরা?'

'হাতে প্রচুর টাকা থাকলে গোটা দুনিয়াটা ঘুরে আসতাম।'

'ঠিকই বলেছেন, মিসেস মেবারলি, সন্ধ্যে নাগাদ হয়ত হাতে লিখে আপনাকে কোনও খবর দিতে পারব।'

'রহস্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি, ওয়াটসন, এর সমাধান এখুনি করে ফেলতে হবে,' লণ্ডনে পৌঁছে হোমস বলল, 'ইসাডোরা ক্লাইনের মত মহিলার সঙ্গে একা দেখা করা নিরাপদ নয়, তুমিও সঙ্গে চলো।'

গাড়ি ভাড়া করে দু'জনে চেপে বসলাম, হোমস গাড়োয়ানকে গ্রসভেনর স্কোয়ারের একটা ঠিকানা শুনিয়েই খানিকক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে রইল, তারপর আচমকা বলে উঠল, 'ওয়াটসন, ঘটনা যা ঘটেছে আশা করি সব বুঝেছো?'

'এত কাণ্ডের মূলে যে মহিলা তুমি সেই মক্ষিরাণীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছো, এর বেশি আর কিছুই এখনও বুঝিনি।'

'সেকি, ইসাডোরা ক্লাইনের নাম শুনেও কিছু আঁচ করতে পারলে না? ইনি এক খানদানী স্প্যানিশ সুন্দরী, যার শিরায় সেই স্প্যানিশ বীরপুঙ্গবদের রক্ত বইছে যারা অতীতে বংশানুক্রমে

পারনামবুকোতে শাসন ও শোষন দু'টোই চালিয়েছে। জার্মানির বিখ্যাত চিনি ব্যবসায়ী ক্লাইনকে বিয়ে করেছিল ইসাডোরা, যিনি বয়সে তার চেয়ে ঢের বড়। ক্লাইনের মৃত্যুর পরে দুনিয়ার সবচেয়ে রূপসী ও ধনী বিধবা বলে যাকে বর্তমানে সবাই জানে। কমবয়সী রোম্যান্টিক যুবকদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাদের নাকাল করা তার এক নেশা। কত ছেলে যে ইসাডোরার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছে তার লেখাজোখা নেই, যাদের মধ্যে ছিল ডগলাস মেবারলি, লণ্ডনের রোম্যান্টিক সুপুরুষদের অন্যতম জীবন ছিল যার কাছে স্বপ্নময়।'

'তাহলে মিসেস মেবারলিব বাড়ির মেঝেতে দলাপাকানো কাগজ দেখে তুমি যা পড়েছো তা ডগলাসের লেখা উপন্যাসের অংশ বলতে চাও?'

'বাঃ এতক্ষণে তুমি ঘটনাগুলো পরপর জুড়ে দিচ্ছো। আমার কাছে খবর আছে ইসাডোরা ক্লাইন ডিউক অফ লোসোগুকে শীগগিরই বিয়ে করবে। বয়সটা ওর ছেলের সমান। ডিউকের মা ঠাকরুণ বয়সের ব্যাপারটা মেনে নিলেও সেটা একটা দারুণ কেচ্ছার ব্যাপার হবে জেনো। এই যে এখানেই গাড়ি রোখো।' লণ্ডনের ধনী আর বনেদি এলাকা ওয়েস্ট এণ্ডের কোণের দিকে এক বাড়ির সামনে আমাদের গাড়ি থামল। এক উর্দিপরা চাকর হোমসের কার্ড নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকেই ফিরে এসে জানাল মহিলা বাড়িতে নেই।

'খুব ভাল কথা!' খুশিভরা গলায় বলল হোমস, 'তাহলে উনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করছি।'

জবাব শুনে চাকরটি বেশ দমে গেল, আমতা আমতা করে বলল, 'আমি বলছিলাম উনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন না।'

'বাঃ চমৎকার! তাহলে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না। এটা নিয়ে তোমার ঠাকরুণকে দাও,' বলে নোটবইয়ের পাতা ছিঁড়ে খসখসে করে কিছু লিখে চাকরেব হাতে দিল। 'কি লিখলে?' চাকর কাগজ নিয়ে বিদেয় হতে জানতে চাইলাম।

'তেমন কিছু নয়, তাহলে বরং পুলিশে খবর দিই, শুধু এটুকু লিখেছি। দ্যাখো না মনে হচ্ছে এই ওষুধেই কাজ হবে।'

হোমসের অনুমান সফল হল, মিনিটখানেক বাদেই এক বিশাল সুসজ্জিত ড্রইংরুমে আমাদের সাদরে নিয়ে এল সেই চাকর। আরব্য উপন্যাসে বাজারাজড়াদের প্রাসাদের যে জাঁকজমকের বর্ণনা পাওয়া যায় এ ঘরের সাজসজ্জা ঠিক তেমনই — খানিকটা আলো, খানিকটা আঁধার, তার মাঝে জ্বলছে গোলাপি রঙের বৈদ্যুতিক বাতি। সেইখানে সেটিতে গা এলিয়ে বসে আছেন মক্ষিরাণী ইসাডোরা ক্লাইন। খুঁটিয়ে দেখে বেশ বুঝতে পারলাম যে সুন্দরী এমন এক সময়ে এসে পৌঁছেছেন যখন রূপের গরবে গরবিনীরা সবাই নিজেদের রূপ চোখের সামনে তুলে ধরার বদলে আধো আলো আধো আঁধারের আড়ালে সযত্নে লুকিয়ে রাখতে চায়। ঘরে পা দিতেই তিনি সেটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। সেই ফাঁকে ভাল করে তাঁর আপাদমস্তক দেখে নিলাম—রূপ আর স্বাস্থ্য দেহে কোনটিরই ঘাটতি নেই, দীর্ঘদেহ দেখলে তাঁকে কোনও দেশের রাণী বলে মনে হয়। অপরূপা মুখশ্রী দেখলে মনে হয় বুঝি রূপের মুখোসে মুখ ঢেকেছেন। একজোড়া স্প্যানিশ নীল চোখের নয়ন বাণে যেন আমাদের দুজনকে একসঙ্গে গেঁথে ফেললেন। 'ব্যাপার কি বলুন তো?' খানিক আগে হোমসের লেখা চিরকুটখানা তুলে ধরে বললেন, 'কি মতলবে এভাবে জোর করে ঢুকেছেন আপনারা? এসব যা তা লিখে আমায় অপমান করার মানেই বা কি?'

'মানে একটা নিশ্চয়ই আছে, ম্যাডাম,' চাপা ব্যঙ্গের সুর হোমসের গলায়,'কাজেই মানে কি তা আমার বোঝানোর দরকার দেখছি না। আপনার বুদ্ধিকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি — যদিও হালে কিছু নির্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেলেছেন।'

'দৃষ্টান্ত দেখান, তবে বুঝব।'

'এই যেমন ধরুন গুণ্ডা ভাড়া করে আমায় হুমকি দেওয়া যাতে আমি আমার কাজ থেকে সরে যাই। অনেক কিছুর মত এটাও আপনার জানা নেই যে আমি যে পেশার লোক সেই পেশা তারাই বেছে নেয় বিপদকে যারা ভালবাসে। বেচারা ডগলাস মেবারলির কেসটা নিতে আপনিই আমায় বাধ্য করেছেন।'

'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি গুণ্ডা ভাড়া করতে যাব কেন?'

'বুঝতে পারছি সোজা কথায় কাজ হবে না; বেশ তাহলে আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চললাম, ম্যাডাম।'

পেছন ফিরে পা বাড়াতেই ছুটে এসে পথ আটকে দাঁড়ালেন ইসাডোরা ক্লাইন।

'বসুন, মিঃ হোমস, দু'জনেই বসুন, আসুন, ব্যাপারটা নিয়ে খোলাখুলি ভাবে কথা বলা যাক। আপনি একজন খাঁটি ভদ্রলোক তা জানি, মিঃ হোমস, আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুর মতই আচরণ করব।'

'এ ব্যাপারে আগেভাগে কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। ম্যাডাম, যেহেতু আইন আমার হাতে নেই। আগে সবকথা শুনি, তারপর আমি কি করব জানিয়ে দেব।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, মিঃ হোমস, আপনার মত সাহসী লোককে হুমকি দিতে গিয়ে মহা ভুল করেছি আমি।'

'তা নয়, ম্যাডাম, কতগুলো হাড়বজ্জাতের সঙ্গে মিতালি পাতানোই আপনার তরফ থেকে বোকামি হয়েছে। ওরা হয় আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করবে, নয়ত আপনার সব কীর্তিকাহিনী ফাঁস করে দেবে বাইরের লোকের কাছে।'

'না মিঃ হোমস, আপনি যাই ভাবুন, আমি অত বোকা নই। বার্নি স্টকডেল আর ওর বৌ সুসান, এই দু'জন ছাড়া আর কেউ জানেনা এ ব্যাপারে আমি কতটুকু জড়িত। আমার ইচ্ছেতেই যে ওরা কাজ করছে তাও ঐ দু'জন ছাড়া আর কেউ জানেনা। তাছাড়া এর আগেও ওদের দিয়ে—' কথা শেষ না করে মাঝপথে থেমে গেলেন ইসাডোরা ক্লাইন।

'তার মানে এর আগেও ওদের সাহায্য আপনি নিয়েছেন!' চাপা গলায় গর্জে উঠল হোমস।

'ঠিক ধরেছেন, মিঃ হোমস, ওরা সেইজাতের হাউণ্ড যারা হাঁক না করে নিঃশব্দে কাজ সারে।'

'হাউণ্ডের ধাত জানা নেই বলেই এমন কথা বলছেন ম্যাডাম। যার হাত থেকে রোজ দু'বেলা খায় তার হাতেই ওরা কামড় বসায়। পুলিশ ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে চুরির অভিযোগে শীগগিরই ওদের ধরবে তারা।

'ধরলেও কিছু আসবে যাবে না, টাকা খেয়ে মুখ বুঁজে থাকার জন্য টাকা পায় ওরা।'

'কিন্তু আমি যদি ওদের মুখ খুলতে বাধ্য করি, তাহলে?'

'না আপনি একজন ষোলআনা ভদ্রলোক, একজন মহিলার মান সম্মান কি ভাবে বাঁচাতে হয় তা আপনি ভালভাবেই জানেন।'

'তাহলে পাণ্ডুলিপিটা আগে আমায় ফেরত দিন।'

'পাণ্ডুলিপি? ইসাডোরা সেটি ছেড়ে উঠে ফায়ারপ্লেসের সামনে এলেন, আগুন উসকে দেবার লোহার শিকটা দিয়ে ভেতরের একরাশ কালো ছাই নেড়ে দিয়ে বললেন, 'এই যে সেই পাণ্ডুলিপি, এগুলো নিয়ে যাবেন?'

পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল হোমসের মুখ, কঠিন গলায় বলল, 'কাজটা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেললেন, এজন্য অনেক দুর্ভোগ আপনাকে পোয়াতে হবে আগেই বলে রাখছি।'

'আপনি বড্ড নিষ্ঠুর, মিঃ হোমস!' শিকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ইসাডোরা বললেন, 'আপনি আমার সব কথা শুনবেন?'

'যা বলার তা আমিই বলতে পারি আপনাকে! পাপটা গোড়ায় আপনিই করেছিলেন।'

'স্বীকার করছি, মিঃ হোমস! ডগলাস সত্যিই ভাল ছেলে, কিন্তু ও আমায় বিয়ে করে সংসার বাঁধতে চেয়েছিল। পকেটে একটা আধলা নেই অথচ দিন রাত বিয়ে ছাড়া মুখে আর কোনও কথা ছিল না। আমার হাবভাব দেখে ডগলাস ধরে নিল দিনরাত শুধু ওকে নিয়েই পড়ে থাকব। অসহ্য পরিস্থিতি। শেষকালে ওকে একটু শিক্ষা দিলাম।'

'বাড়িতে ঢোকার মুখে গুণ্ডা দিয়ে ওকে মার খাইয়ে, তাই তো ম্যাডাম?'

'কিছুই তো আপনার জানতে বাকি নেই, মিঃ হোমস! হ্যাঁ বাড়িতে ঢোকার আগেই বার্নি স্টকডেল আর ওর দলের ছেলেগুলো অলিভারকে মারধোর করে হটিয়ে দিয়েছিল। এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল তাও মানছি। কিন্তু তারপর অলিভার কি করেছিল খোঁজ রাখেন? কোনও ভদ্রলোকের পক্ষে যা করা সম্ভব নয় তাই ও করেছিল। নিজের জীবন নিয়ে লিখেছিল একটা উপন্যাস যেখানে ও ভেড়ার ছানা আর আমি একটা মাদী নেকড়ে। ঐ উপন্যাস ছেপে বাজারে বেরোলে লণ্ডনের পাঠকেরা আমায় ঠিক চিনে ফেলত। কত বড় অন্যায় সে করতে বসেছিল একবার ভেবে দেখুন।'

'ন্যায় কি অন্যায় জানিনা, তবে সে নিজের অধিকারের সীমার মধ্যে থেকেই সব করেছিল এটুকু জানি।'

'ইটালির নিষ্ঠুর নির্মম ধাত মিশে গিয়েছিল ওর রক্তে, মিঃ হোমস,' বললেন ইসাডোরা ক্লাইন, 'উপন্যাসের দুটো খসড়া করেছিল ডগলাস, একটা পাঠিয়েছিল আমায়। আরেকটা প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দেবে বলে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল।'

'নিজের কাছে রাখা খসড়াটা ইতিমধ্যেই প্রকাশকের কাছে সে পাঠায়নি তা কি করে জানলেন?'

'জানি কারণ প্রকাশক কে তা আমি জানি। এর আগেও প্রচুর বই লিখেছিল ডগলাস। ডগলাস অকালে মারা গেছে খবর পাবার পর থেকে পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় খসড়াটা উদ্ধার করার চিন্তায় আমি পাগলের মত হয়ে উঠলাম। ওটা হাতে না আসা পর্যন্ত আমার ভবিষ্যৎ নিরাপদ নয় এই ভাবনাটা গেঁথে ছিল মনে। ডগলাসের মালপত্র সব ওর মার কাছে যাবে এই কথাটা মাথায় আসতেই গুণ্ডার দল ভাড়া করলাম, তাদের মধ্যে একজন চাকর সেজে ও বাড়িতে কাজ নিল। মিঃ হোমস, নিজেকে বাঁচানোর জন্য আমি গোড়ায় সোজাপথেই এগিয়েছিলাম, ডগলাসের মায়ের কাছ থেকে আসবাবপত্র সমেত গোটা বাড়িটা আমি কিনে নেবার প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠিয়ে ছিলাম, বিনিময়ে যত টাকা লাগে লাগুক দেব তাও জানিয়েছিলাম। কিন্তু ভদ্রমহিলা যে কোনও কারণেই হোক পিছিয়ে গেলেন। এরপরে বাধ্য হয়েই আমায় অন্য পথে এগোতে হল, আপনিই বলুন, মিঃ হোমস, নিজেকে বাঁচাতে অন্য কোনও পথ কি আমার সামনে আদৌ ছিল? তবে ডগলাসের ওপর আমি হয়ত একটু বেশি নির্মম হয়েছিলাম একথা আমি মেনে নিচ্ছি।'

আট

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ব্ল্যাঞ্চড সোলজার

সেটা ছিল ১৯০৩ সালের জানুয়ারি, বুওর যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। ওয়াটসন বিয়ে করে বৌকে নিয়ে বাড়ি ভাড়া করে আলাদা সংসার পেতেছে, বেকার স্ট্রিটের পুরোনো আস্তানায় আমি একা। ঐ সময় একদিন জেমস এম ডড নামে লম্বা চওড়া দেখতে ইংরেজ ভদ্রলোক এলেন আমার খোঁজে। তাজা জোয়ান হলেও প্রচণ্ড রোদে তাঁর গায়ের চামড়া পুড়ে গেছে। খোলা জানালার দিকে পেছন ফিরে মক্কেলকে মুখোমুখি বসিয়ে কথা বলা আমার পুরোনো অভ্যাস, ওতে পর্যবেক্ষণের সুবিধা হয়। মিঃ ডড্‌কেও তেমনি মুখোমুখি চেয়ারে বসালাম। কিন্তু বসবার

পরেও ভদ্রলোক মুখ বুঁজে রইলেন, মনে হল কিভাবে শুরু করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। অগত্যা আমিই শুরু করলাম। ততক্ষণে তাঁকে আমার যতটা খুঁটিয়ে দেখার দেখে নিয়েছি, পর্যবেক্ষণের সেই ফলাফল শুনিয়ে তাঁকে চমকে দেব স্থির করলাম। দেখেছি এতে ফল ভাল হয়। গোয়েন্দার ওপর মক্কেলের আস্থা জন্মায়।

'দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসছেন মনে হচ্ছে,' আমি বললাম।

'ঠিক ধরেছেন,' চমকে উঠে সায় দিলেন মিঃ ডড্।

'রাজকীয় ঘোড় সওয়ার দেহরক্ষী দলের মিডলসেক্স বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক সৈনিক ছিলেন?'

'ঠিক বলেছেন, মিঃ হোমস, আপনি কি জাদু জানেন?'

'জাদু নয়, মশাই,' হেসে বললাম, 'এর নাম পর্যবেক্ষণ। আপনার চামড়ার পোড়া রং দেখেই বুঝেছি, ইংল্যাণ্ডের সূর্যের তেজ এজন্য দায়ী নয়। পকেটের রুমাল জামার আস্তিনে গুঁজেছেন দেখে আপনি দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা ছিলেন এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি। ছোট চাপদাড়ি প্রমাণ দিচ্ছে নিয়মিত নন, আপনি ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক সৈনিক। আপনার কার্ডে লেখা আছে যে আপনি থ্রগমর্টন স্ট্রিটে শেয়ারবাজারের দালালি করেন। আপনি মিডলসেক্স বাহিনীতে ছিলেন এটাই তার প্রমাণ। তা বলুন, ট্যাক্সবেরি ওল্ড পার্কে আপনার সমস্যা কি?'

'মিঃ হোমস!' প্রচণ্ড বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক, 'এত কথা আপনি জানলেন কি করে?'

'কোনও জাদুবিদ্যে বা রহস্য এর মধ্যে নেই মশাই,' হেসে বললাম, 'স্রেফ পর্যবেক্ষণ। আপনি ভুলে গেলেও আমার মনে আছে আমাকে যে চিঠি আপনি লিখেছিলেন তার ওপরে ট্যাক্সবেরি ওল্ড পার্ক লেখা ছিল শিরোনামার মত। যত শীগগির সম্ভব দেখা করার উল্লেখও ছিল সে চিঠিতে। তাই দেখেই অনুমান করেছিলাম এমন কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে যা একাধারে অভাবনীয় আর গুরুত্বপূর্ণ।'

'ঠিকই ধরেছেন, মিঃ হোমস, তবে চাকরি থেকে অবসর নেবার পরেও কর্ণেল এমসওয়ার্থের বদমেজাজ যে আগের মতই আছে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। একরকম লাথি মেরে উনি আমায় দূর করে দিলেন।'

'এভাবে বললে তো কিছু বোঝা যাবে না,' পাইপ ধরিয়ে চেয়ারে ঠেস দিয়ে বললাম, 'একদম গোড়া থেকে বলুন, কোনও ঘটনা গোপন করবেন না।'

'মাত্র দু'বছর আগে ১৯০১ সালে ফৌজে নাম লেখালাম। কর্ণেল এমসওয়ার্থ ক্রিমিয়ার লড়াইয়ে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' পেয়েছিলেন, ওঁর একমাত্র ছেলে গডফ্রেও ঐ সময় ফৌজে নাম লেখায়। আমাদের রেজিমেন্টে গডফ্রের মত চৌখোস ছেলে আর দু'টি ছিল না। অল্প সময়ের ভেতর আমাদের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। পুরো একটি বছর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করার ফলে সেই অন্তরঙ্গতা আরও প্রগাঢ় হল। যুদ্ধক্ষেত্রে একই বাহিনীর দু'জন সৈনিকের মধ্যে এই ধরনের অন্তরঙ্গতার মর্ম সবার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, তারা যে দেশেরই সৈনিক হোক না কেন। আরও কিছুদিন এইভাবে কাটল তারপর প্রিটোরিয়া থেকে কিছু দূরে ডায়মণ্ড হিলের কাছে এক লড়াইয়ে চোট খেল গডফ্রে, দুশমনের হাতিয়ার বন্দুকের বুলেট বিঁধল তার গায়ে। আহত গডফ্রের লেখা দু'টি চিঠি আমার হাতেএসে পৌঁছেছিল, একটি কেপ টাউনের হাসপাতাল থেকে লেখা, অন্যটি সাউদাম্পটন থেকে। ব্যস্ তারপর থেকে গডফ্রের লেখা আর কোনও চিঠি আমার হাতে আসেনি, তার কোনও খবরও পাইনি। এরপর ছ'মাসের বেশি কেটে গেছে, আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুটি কোথায় আছে, কেমন আছে, এসব কিছুই আমি জানতে পারিনি।

বুওর যুদ্ধ শেষ হবার পরে আমরা দেশে ফিরে এলাম। গডফ্রে কোথায় আছে জানতে চেয়ে তার বাবা কর্ণেল এমসওয়ার্থকে একটা চিঠি লিখলাম। আমার তরফ থেকে লেখাই সার হল কারণ সে চিঠির কোনও জবাব উনি দিলেন না। কিছুদিন অপেক্ষা করে আবার ওঁকে চিঠি লিখলাম।

এবার জবাব পেলাম, খুব অভদ্র ভাষায় আমায় জানানো হল যে গডফ্রে দুনিয়ার নানা দেশ দেখতে বেরিয়েছে, দেশে ফিরবে প্রায় বছরখানেক বাদে।

কেন জানি না, চিঠির বক্তব্য মেনে নিতে মন চাইল না। বদমেজাজি বাপের সঙ্গে গডফ্রের সম্পর্ক খুব ভাল নয় তা আগেই জানতে পেরেছিলাম, এও জানতাম যে উত্তরাধিকার সূত্রে বেশ কিছু টাকার মালিক হয়েছে সে। বাপের অনেক জুলুমবাজি মাথা নিচু করে সয়েছে বেচারা গডফ্রে। তাই কর্ণেল এমসওয়ার্থের ঐ চিঠি পড়েই মনে হল কি যেন উনি চেপে যাচ্ছেন আমার কাছে। কিন্তু আমায় চিনতে ওঁর এখনও বাকি আছে, এর শেষ না দেখে যে আমি ক্ষান্ত হব না তা ওঁর জানা নেই। মুশকিল হয়েছে এতদিন ধরে নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তাই কিছু করে উঠতে পারিনি। এ হপ্তার গোড়ায় নিজের কাজকর্ম অনেকখানি চুকিয়ে গডফ্রের রহস্যজনক অন্তর্ধান নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করেছি। মিঃ হোমস জেনে রাখুন, এর শেষ না দেখে আমি ছাড়ব না।' বলতে বলতে মিঃ ডড্‌্রে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, নীল চোখের চাউনি থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ল। মনে হল এই লোককে শত্রুর চেয়ে বন্ধু হিসেবে পাওয়াই কাম্য।

'তা এরপর আপনি কি করলেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'অনেক ভেবে ঠিক করলাম গডফ্রের খোঁজে এবার নিজেই যাব ওর বাড়িতে। কিন্তু এবার আর কর্ণেল এমসওয়ার্থ নয়, ওঁর স্ত্রী মানে গডফ্রের মাকে সরাসরি চিঠি লিখে জানালাম দক্ষিণ আফ্রিকায় একই রেজিমেন্টে থাকার সময় ওঁর ছেলের সঙ্গে আমার গভীর অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ না হবার ফলে তার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমাদের দু'জনের সম্পর্ক কত মধুর ছিল তা ওঁকে নিজে মুখে বলতে চাই, বিশ্বযুদ্ধে আমাদের দু'জনের দিনগুলো কিভাবে কেটেছে তাও শোনাতে চাই। গডফ্রের মা মিসেস এমসওয়ার্থ আমার চিঠির জবাবে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে একটা রাত কাটিয়ে আসতে লিখলেন। সে চিঠির ভাষা খুব ভদ্র।

চিঠি পেয়ে সোমবার দিন গেলাম ট্যাক্সবেরি ওল্ড পার্কে, জায়গাটা বেডফোর্ডের কাছে। স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে স্টেশন থেকে পুরো পাঁচ মাইল হেঁটে পুরোনো আমলের এক বিশাল বাড়ির সামনে এসে যখন দাঁড়ালাম তখন সন্ধ্যের আঁধার নেমেছে চারদিকে। বাড়ির ভেতরে পা দিতে মনে হল কি যেন এক অজানা রহস্য মাখামাখি হয়ে আছে এখানকার প্রতিটি আনাচে কানাচে। বাড়ির বুড়ো বাটলার র‍্যালফকে বড়ির সমবয়সী মনে হল। তার স্ত্রীকেও দেখলাম, গডফ্রের ধাইমা ছিল সে। মহিলার বয়স তাঁর স্বামীর চেয়ে কিছুটা বেশিই মনে হল। গডফ্রের মাকে দেখলেই ছোট সাদা ইঁদুরের কথা মনে পড়ে। পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন, খুবই ভদ্র ও সৌজন্যমূলক আচরণ করলেন আমার সঙ্গে। ব্যতিক্রম ঘটালেন কেবল একজন — কর্ণেল এসমওয়ার্থ, গডফ্রের বাবা। বয়সের ভারে পিঠখানা গেছে বেঁকে, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল, তীক্ষ্ণ চোখের ওপর ঘন ভুরুজোড়া যেখানে মিশেছে সেখান থেকেই নেমে এসেছে খাড়া নাক দেখতে শকুনের [illegible]টের মত। আমাকে একপলক দেখেই ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জানতে চাইলেন, 'এতদূরে এসে[illegible] কি মতলবে চটপট বলে ফেলুন তো, শুনি।'

প্রশ্নের ধরণ শুনেই পিত্তি জ্বলে গেল, তবু কষ্ট করে নিজেকে ঠাণ্ডা রেখে তাঁর স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে যা যা উল্লেখ করেছি সব খুলে বললাম। চোখের চাউনি দেখে মনে হল আমার কথা ওঁর বিশ্বাস হচ্ছে না। তখন বাধ্য হয়ে আফ্রিকা থেকে আমায় লেখা গডফ্রের চিঠিগুলো বের করলাম, তাতে চোখ বুলিয়ে উনি প্রশ্ন করলেন, 'বেশ এবার বলুন কেন এখানে এসেছেন?'

'গডফ্রের খোঁজখবর নিতেই এসেছি,' বিনীত ভাবে বললাম, 'কোথায় কেমন আছে, কেনইবা যোগাযোগ করছে না এসব জানব বলেই এসেছি।'

'যতদূর মনে পড়ে এই প্রশ্নও একটা চিঠিতে আপনি আগেও করেছিলেন।' গলা শুনে বুঝলাম আমি গিয়ে হাজির হওয়ায় কর্ণেল খুশি হননি, 'সে চিঠির জবাবে আমি জানিয়েছিলাম যে আফ্রিকা

থেকে ফেরার পরে আমার ছেলের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে, তাই তার পুরোপুরি বিশ্রাম দরকার। সে জাহাজে চেপে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছে। ওর আরও যেসব বন্ধু আছে খবরটা তাদের জানিয়ে দেবেন।'

'ওকে চিঠি লিখব,' আমি বললাম, 'জাহাজের নাম আর যে তারিখে রওনা হয়েছে সেটা দরকার।'

ওর রুক্ষ ব্যবহারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আচমকা এমন পাল্টা প্রশ্ন করব তা কর্ণেল এমসওয়ার্থ স্বপ্নেও ভাবেননি, উনি যে বেশ দমে গেছেন অথচ প্রচণ্ড রাগে ভেতরে ভেতরে টগবগ করে ফুটছেন তা টেবিলের ওপর আঙ্গুল দিয়ে টোকা মারার ধরন দেখেই আঁচ করলাম। ঘন রোমশ ভুরু জোড়া কুঁচকে কিছুক্ষণ আমায় খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি, তারপর মরিয়া গলায় বললেন, মিঃ ডড্, আপনার এই একগুঁয়েমি কিন্তু অনেকেই হজম করতে পারবে না, আপনার স্পর্ধা ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে ঠেকেছে।'

'সে আপনি যা খুশি ভাবতে পারেন,' এতটুকু দমে না গিয়ে বললাম, 'জানি আপনি আমাকে ঠিক বরদাস্ত করতে পারছেন না তবে এও জানবেন আপনার ছেলের প্রতি অগাধ ভালবাসা আছে বলেই এসব বলতে বাধ্য হচ্ছি।'

'তা জানি, আর তা অস্বীকারও করছি না। তবে সোজাসুজি বলে দিচ্ছি আমার ছেলে সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার কৌতূহল দমন করুন, তাতে আপনার ভালই হবে। প্রত্যেক পরিবারেই এমন কিছু গোপনীয়তা আছে যে কোন মতেই বাইরের লোককে বলা যায় না, তা সে লোক যত হিতাকাঙ্খীই হোক না কেন। ইচ্ছে হলে আমার ছেলের সঙ্গে আপনার দিন এক সময় কত সুখে কেটেছে এসব গালগল্প আমার স্ত্রীকে শোনাতে পারেন, তাতে আমার তরফ থেকে কোনও আপত্তি নেই। তবে ঐটুকুই, সেই গণ্ডি পেরিয়ে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে যেন মাথা ঘামাতে যাবেন না, অর্থাৎ আমার ছেলে এখন কোথায় আছে, ভবিষ্যতে কোথায় থাকবে এসব ব্যাপার জানতে কৌতূহলী হবেন না। ওতে আপনার মতলব হাঁসিল হবে না, উল্টে বেকায়দায় পড়ে যাবেন আগেই বলে রাখছি।'

'বুঝতেই পারছেন, মিঃ হোমস, পরিস্থিতি এই চেহারা নেবার পরে তা মেনে নেওয়া ছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না। কর্ণেল এমসওয়ার্থের কথার কোনও প্রতিবাদ আর করলাম না। তাঁর ইচ্ছেমতই চলব এমন ভাব দেখালাম কিন্তু মনে মনে এ... ...ল কসম খেলাম যে গডফ্রের কি হয়েছে আমায় যেভাবে হোক জানতেই হবে, তার আগে আমায় কেউ রুখতে পারবে না। কর্ণেল আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে রাতের বেলা এক টেবিলে খেতে বসলাম। খেতে খেতে ওঁর স্ত্রী গডফ্রে সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করলেন আমায়। কিন্তু ওঁর স্বামী আগাগোড়া মুখ ভার করে রইলেন, ঘরের থমথমে বিষণ্ণ ভাব তাতে আরও বেড়ে গেল। এসব দেখে খুব বিরক্ত হলাম, খানিক বাদে কাজের ওজর দেখিয়ে ভদ্রভাবে টেবিল ছেড়ে চলে গেলাম শোবার ঘরে। একতলার একটি পেল্লায় ঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল, গোটা বাড়ির মত সেখানকার পরিবেশও থমথমে বিষণ্ণ। মেঘমুক্ত আকাশে অর্ধেকটা চাঁদ উঠেছে, জানালার পর্দা সরিয়ে আমি কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলাম বাইরে বাগানের পানে। খানিক বাদে সরে এসে ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুনের কাছে চেয়ারে বসলাম। টেবিলে রাখা ল্যাম্পের আলোয় একটা উপন্যাসের পাতায় মন বসানোর চেষ্টা করলাম। খানিক বাদে কর্ণেলের বুড়ো বাটলার র‍্যালফ্ এল ফায়ারপ্লেসে আরও কিছু কয়লা দিতে, আগুনটা চাগিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'বাড়ির ঘরগুলো ঠাণ্ডা, তাই আরেকটু কয়লা দিয়ে গেলাম।'

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি যে তখনও দাঁড়িয়ে যেন কিছু বলতে চায়। আমায় মুখ তুলতে দেখে র‍্যালফ চাপা গলায় বলল, 'মাফ করবেন, আজ্ঞে, খাবার টেবিলে গডফ্রের কথা যা যা আপনি বলছিলেন সব আমার কানে গেছে। আহা, বড় ভাল ছেলে ছিল ঐ গডফ্রে। তাই ওর কি হল না

হল জানতে চাইলে তা দোষের হবে না। তা সাহেব, বলছেন, আমাদের গডফ্রে লড়াইয়ে খুব বাহাদুরি দেখিয়েছিল?'

'নিশ্চয়ই,' আমি সায় দিলাম, 'গডফ্রের মত বাহাদুর আমাদের গোটা রেজিমেন্টে আর একজনও ছিল না। একবার বুওরদের রাইফেল থেকে সোঁ সোঁ গুলি ছুটছে, আমি আচমকা সেই গুলির পাল্লায় পড়ে আটকে গেলাম। সেদিন গডফ্রে আমায় টেনে বের করে না আনলে আজ আমায় এখানে দেখতে পেতে না।'

'ঠিক বলেছেন, সাহেব,' চামড়া সর্বস্ব হাতে হাত ঘষল র‍্যালফ,'শুধু আজ কেন, ছোটবেলা থেকেই গডফ্রের সাহস ওর সমান আরও পাঁচটা ছেলের চাইতে কিছু বেশি। পার্কে এমন একটা গাছ নেই যাতে ও চড়েনি। কোনকিছুতেই ও থামতে শেখেনি। ছোটবেলায় যেমনই ভাল ছিল বড় হয়েও তেমনই হয়েছিল, খাসা ছেলে!'

'কি বকছ?' লাফিয়ে উঠে র‍্যালফের জামার হাতা চেপে ধরলাম, 'বারবার ছিল বলছ কেন? ওকি তাহলে বেঁচে নেই? কি হয়েছিল গডফ্রের?' উত্তর না দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের পানে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল বুড়ো র‍্যালফ, সম্মোহিতের মত। কয়েক মুহূর্ত বাদেই আমার হাত থেকে জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে ঘর ছেড়ে, যেতে যেতে বলল, 'মরে গেলেই হয়ত ভাল হত।'

'এ কথা শোনার পর আমার মনের কি অবস্থা হতে পারে মিঃ হোমস , আশা করি তা আলাদা করে বলার দরকার হবে না। বুড়ো র‍্যালফের মন্তব্যের যে অর্থ সাধারণভাবে মনে আসে বারবার তাই ঘুরপাক খেতে লাগল মাথার ভেতর — গডফ্রে নিশ্চয়ই কোনও অপরাধ করে বসেছে; সেটা এমনই কাজ যা জানাজানি হলে গোটা পরিবারের মুখে কালি পড়বে, তাই তার বাবা কর্ণেল এমসওয়ার্থ তাকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছেন, যেখানে সে স্বেচ্ছা নির্বাসিতের জীবন কাটাচ্ছে। এসব ভাবতে ভাবতে মুখ তুলতেই দেখি বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে একটি লোক। বন্ধ জানালার কাঁচে মুখ চেপে যে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার মুখের পানে। লোকটি আর কেউ নয়, গডফ্রে এমসওয়ার্থ স্বয়ং। তাকে দেখে ভয়ে আঁতকে উঠলাম আমি। আঁতকে ওঠার কারণ তার মুখখানা মড়ার মত ফ্যাকাশে সাদা দেখাচ্ছিল, এতটাই বীভৎস দেখাচ্ছিল যার বর্ণনা ভাষায় দেওয়া যায় না। জানালার বাইরে যে দাঁড়িয়ে আছে সে জীবন্ত গডফ্রে না তার প্রেতমূর্তি বুঝে ওঠার আগেই সে উধাও হয়ে গেল। রহস্যের শেষ দেখব এই মানসিকতা নিয়ে দরজা খুলে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম, যে জানালার বাইরে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম সেখানে পা চালিয়ে এলাম, কিন্তু গডফ্রেকে দেখতে পেলাম না। বাগানের দিকে চোখ পড়তে দেখলাম গাছপালার পাতা নড়ছে, মনে হল গডফ্রে ঐদিকেই পালিয়েছে। তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে দৌড়োলাম সেদিকে। কিছুদূর যেতে দেখি এক জায়গায় এসে রাস্তাটা অনেকগুলো দিকে ভাগ হয়েছে। দাঁড়িয়ে কোন দিকে যাব ভাবছি এমন সময় সামনে কিছুদূর থেকে দরজা বন্ধ করার আওয়াজ কানে এল। বেশ বুঝতে পারলাম গডফ্রে পালাতে পালাতে কোথাও ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সেই মুহূর্তে বাড়ি ফিরে আসা ছাড়া আমার সামনে আর কোনও পথ খোলা ছিল না। তাই ফিরে এসে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু শোয়াই সার, অনেক চেষ্টা করেও বাকি রাতটুকু দু'চোখের পাতা একবারের জন্য এক করতে পারলাম না, কিভাবে গডফ্রের সঙ্গে দেখা করার পথের হদিশ পাব তাই ভাবতে ভাবতে গোটা রাত কেটে গেল। পরদিন ব্রেকফাস্ট খেতে বসে লক্ষ্য করলাম কর্ণেলের মেজাজ আগের চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা। তাঁর স্ত্রী কথায় কথায় বললেন আশেপাশে দেখার মত অনেক জায়গা আছে। শুনেই মাথায় একটা মতলব এল, ঐসব জায়গা দেখার নাম করে আরও একটা দিন ওঁদের বাড়িতে থাকার অনুমতি চাইলাম। খানিকক্ষণ গজগজ করে কর্ণেল উপায় না দেখে আমার অনুরোধে রাজি হলেন। গডফ্রে ধারেকাছেই কোথাও আছে এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হয়েছি।

যে বাড়িতে আমি উঠেছি তা আকারে এতই বড় যে গোটা এক রেজিমেন্ট সৈন্যকে হাতিয়ার সমেত ভেতরে লুকিয়ে রাখা যায়। গডফ্রে বাড়ির কোথাও লুকিয়ে থাকলে তার হদিশ পাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হবে। কিন্তু যে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ কানে এসেছিল সেটা বাড়ির ভেতরে নয়, বাগানের দিক থেকে আওয়াজটা ভেসে এসেছিল। বেলা বাড়তে বাড়ির লোকেরা যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হলেন। আমি দেখলাম এই আমার সুযোগ, পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে ঢুকলাম বাগানে। বাগানে অনেক ছোট আউট হাউস চোখে পড়ল, সব অতিথিদের থাকার জন্য। বাগান যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা বড় বাড়ি দেখে থমকে দাঁড়ালাম। বাগানের মালির জন্য মনিব কখনও অত বড় বাড়ি তৈরি করে না। তাহলে কি এই বাড়িতেই গডফ্রেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে? বাগানে ঘুরে বেড়ানোর ভান করে সেই বাড়ির সামনে পায়চারি করছি এমন সময় দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটি লোক — মাথায় টুপি, গায়ে কালো কোট, মুখে ছোট করে ছাঁটা গোঁফদাড়ি। না, এ লোককে আর যাই হোক বাগানের মালি বলে কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। বাইরে এসে সে দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা রাখল কোটের পকেটে। আমায় দেখেই বেশ অবাক হয়েই জানতে চাইলেন, 'এখানে বেড়াতে এসেছেন বুঝি? আপনার নামটা জানতে পারি?'

নিজের নাম বললাম, গডফ্রের পুরোনো বন্ধু তাও বললাম, সবশেষে বললাম গডফ্রে এতদিন পরে আমায় দেখলে সত্যিই খুব খুশি হত, কিন্তু সে যে জাহাজে চেপে দুনিয়া দেখতে বেরিয়েছে তা আগে জানতাম না।

'সে তো বটেই,' সায় দিল সেই লোক, 'আপনি ঠিক সময়মত আসতে পারেননি দেখেই বুঝেছি,' বলতে বলতে লোকটা সামনের দিকে এগোল, আমিও উল্টোদিকে পা বাড়ালাম। কিছুদূর এসে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখি বাগানের শেষপ্রান্তে লরেল গাছের পাতার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে একদৃষ্টে আমায় দেখছে।

বাড়িটার পাশ দিয়ে আসার সময় আমি একবার ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকালাম। দেখি সবক'টা জানালায় পর্দা ঝুলছে, বাইরে থেকে একনজর দেখলে এই ধারণাই মনে জাগে যে বাড়িতে কেউ থাকে না। সেই লোকটা কিন্তু তখনও খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে আমার ওপর নজর রাখছে। বাড়ির বাসিন্দা সম্পর্কে বেশি কৌতূহল দেখালে সে. লোকটি আমায় তখনই দূর করে দিতে পারে এই ভাবনাও এল মাথায়। একথা ভেবেই কর্ণেলের বাড়িতে ফিরে এলাম, খোঁজখবর নেবার আগে বাধ্য হয়েই রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। বেশি রাতের দিকে চারপাশের সব কোলাহল স্তব্ধ হয়ে এলে আমি শোবার ঘরের জানালা দিয়ে বাগানে নেমে পড়লাম, যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে পা টিপে এগোলাম সেই রহস্যময় বাড়ির দিকে।

বাড়ির সবক'টা জানালায় পর্দা ফেলা ছিল আগেই বলেছি, এবার চোখে পড়ল জানালাগুলোর খড়খড়িও আঁটা। তবু তাদের মধ্যে একটা জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ভেতরের আলো চোখে পড়তে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম ঘরের ভেতর ফায়ারপ্লেসে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, একটা ল্যাম্পও জ্বলছে। সকালে দাড়িওয়ালা যে লোকটার সঙ্গে মোলাকাৎ হয়েছিল তাকে দেখলাম জানালার দিকে পেছন ফিরে পাইপ টানতে টানতে কাগজ পড়ছে।'

'কি কাগজ?'

'সেটা কি খুবই দরকার?' গলা শুনে বুঝলাম কথার মাঝখানে এভাবে বাধা পেয়ে মিঃ ডড্ বেশ রেগে গেছেন।

'দরকার আছে বলেই তো জানতে চাইছি।'

'কাগজের নাম আমার চোখে পড়েনি।'

'নাম চোখে না পড়লেও সাইজ নিশ্চয়ই দেখেছেন। সেটা কি দৈনিক কাগজের মত বড়, না সাপ্তাহিকের মত ছোট?'

'জানতে চাইলেন বলে মনে পড়ছে, না, সেই কাগজ আকারে খুব বড় ছিল না, হয়ত লোকটা 'স্পেকটেটর' কাগজ পড়ছিল। কিন্তু এসব কথা তখন আমার মাথায় আসেনি কারণ তার আগেই নজরে পড়েছে ঘরের ভেতর আরও একটি লোক জানালার দিকে পেছন ফিরে বসে আছে। কনুইয়ে ভর দিয়ে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে ফায়ারপ্লেসের আগুনের দিকে তাকিয়েছিল সে; মুখ ঘোরানো থাকলেও কাঁধ আর পিঠের গড়ন দেখে বুঝতে পারলাম এই দ্বিতীয় লোকটি আমার পুরোনো বন্ধু গডফ্রে এমসওয়ার্থ ছাড়া আর কেউ নয়। কিভাবে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করব ভাবছি এমন সময় পেছন থেকে কে যেন আমার কাঁধে জোরে টোকা দিল। ঘুরে দাঁড়াতে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে কর্ণেল এমসওয়ার্থ।'

'এখানে আর এক মুহূর্তও নয়, ভালোয় ভালোয় চলে আসুন আমার সঙ্গে। প্রতিবাদ না করে কর্ণেলের পেছন পেছন এগোলাম। হলঘর থেকে একটা ট্রেনের টাইম টেবল তুলে নিয়ে ঢুকলেন আমার শোবার ঘরে। গম্ভীর গলায় বললেন, 'আজ রাতটুকু থেকে যান, কিন্তু সকাল হলেই আপনাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে, কাল সকালে ঠিক সাড়ে আটটায় লণ্ডনের ট্রেন আছে, তাতে চাপবেন, ব্রেকফাস্টের পরে ঠিক আটটায় আপনাকে স্টেশনে নিয়ে যাবার জন্য ঘোড়ার গাড়ি আসবে, তাই জলদি তৈরি হয়ে নিন।'

প্রচণ্ড রাগে কর্ণেল তখন প্রায় ফেটে পড়েন আর কি। গডফ্রের ব্যাপারে আমি নিজেও তখন এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছি যে ভালভাবে কিছু বলতে পারলাম না। তবু গডফ্রের প্রসঙ্গ তুললাম, কিন্তু তোতলামোর মত কথা জড়িয়ে গেল।

যেটুকু বললাম সেটুকু শুনেই কর্ণেল আরও রেগে গেলেন, বললেন, 'আপাতত এই প্রসঙ্গে আমি কিছু আলোচনা করতে রাজি নই, আমার পরিবারের কোনও গোপন ব্যাপারে আপনি হস্তক্ষেপ করেছেন! অতিথি সেজে ঢুকেছিলেন এ বাড়িতে, তারপর গুপ্তচরগিরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন! ভবিষ্যতে আর কখনও এ বাড়িতে আসবেন না। আমি আপনার মুখ আর দেখতে চাই না!'

কর্ণেলের কথার ধরণ শুনে এবার আমি রেগে গেলাম, গলা চড়িয়ে বললাম, 'মুখ সামলে কথা বলুন, আপনি এখন আর কর্ণেল নন। তবে আমি কিন্তু আপনার ছেলে গডফ্রেকে দেখেছি, নিজের কোনও মতলব হাঁসিল করতে তাকে আটকে রেখেছেন তাও জেনেছি। আপনার মতলব কি তা আপনিই জানেন, বন্ধুর এই অবস্থা কেন হয়েছে তা না জানা পর্যন্ত আমি কিন্তু আপনাকে ছাড়ব না, কর্ণেল এমসওয়ার্থ! আমি আপনাকে দেখে নেব! গলাবাজি করে, আর মিলিটারি ধমকি দিয়ে এখন আমায় দাবিয়ে রাখতে পারবেন না, আমি আপনার রেজিমেন্টের পুরোনো সেপাই নই তা ভুলে যাবেন না!'

শয়তানের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়লে যেমন হয় রাগে কর্ণেলের চোখমুখ তেমনই হয়ে উঠল, হয়ত উনি সেই মুহূর্তে আমায় মেরে বসতেন! কিন্তু আমি ভয় পাইনি, তেমন কিছু ঘটলে ঠিক পাল্টা মার দিতাম! কিন্তু উনি তা করলেন না, আগুনঝরা চোখে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকালেন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা ঢুকে পড়লেন নিজের কামরায়। রাতে আর কিছু ঘটল না, সকালে গাড়িতে চেপে স্টেশনে এলাম, ট্রেন ধরে লণ্ডনে ফিরে সোজা চলে এসেছি আপনার কাছে। আপনার সঙ্গে দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আগেই করেছিলাম তা তো জানেন, মিঃ হোমস।'

'বাড়ির বাইরে বাগানের ভেতর আরেকটা যে বাড়ির কথা একটু আগে বললেন সেখানে কাজের লোক কাউকে দেখেননি?'

'ছোটখাটো দাড়িওয়ালা একটা লোকের কথা বলেছি আপনাকে, তবে তাকে কাজের লোক কখনোই বলা যায় না, বরং আরও উঁচু শ্রেণীর লোক বলা চলে। না, মিঃ হোমস, এই একটি মাত্র লোক ছাড়া আর কাউকে সেখানে চোখে পড়েনি।'

'এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, মিঃ ডড্, আচ্ছা কর্ণেলের বাড়ি থেকে ঐ দ্বিতীয় বাড়িতে একবারও খাবারদাবার নিয়ে যেতে দেখেছেন?'

'র‍্যালফকে একবার দেখেছিলাম ঝুড়ি হাতে ঐ বাড়িতে ঢুকছে তবে তাতে খাবার ছিল কিনা বলতে পারব না। আপনি জানতে চাইলেন বলেই কথাটা মনে পড়ে গেল।'

'ঐ বাড়ি থেকে চলে আসার পরে আশেপাশের লোকের কাছে গডফ্রে সম্পর্কে কোনও খোঁজখবর নিয়েছিলেন?'

'নিয়েছিলাম, মিঃ হোমস, গ্রামের সরাইখানার মালিক আর স্টেশন মাস্টার, দু'জনকেই প্রশ্ন করেছিলাম। দু'জনে একই কথা বললেন — গডফ্রে আফ্রিকা থেকে বাড়ি ফেরার পরেই জাহাজে চেপে সফরে বেরিয়েছে, গোটা দুনিয়া দেখবে একথা দু'জনেই বললেন। কর্ণেল এমসওয়ার্থের গপ্পো গ্রামের সবাই বিশ্বাস করেছে বুঝতে বাকি রইল না।'

'আপনার সন্দেহের কথা ওঁদের বলেননি তো?'

'না।'

'খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছেন, নয়ত খবরটা পৌঁছে যেত কর্ণেলের কানে। কিন্তু মিঃ ডড্, পরিস্থিতি যখন এই দাঁড়িয়েছে তখন গডফ্রের খোঁজখবর তো দেখছি নিতেই হবে। ট্যাক্সবেরি ওল্ড পার্কে আমি যাব আপনাকে নিয়ে।'

পরের সপ্তাহের গোড়ায় মিঃ জেমস এম ডড্‌কে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম বেডফোর্ডশায়ার অভিমুখে। রাশভারি চেহারার এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে আগেই কথাবার্তা বলে রেখেছিলাম, ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়ি চেপে ইউস্টনে যাবার মুখে মাঝপথে তাঁকে তুলে নিলাম।

'ইনি আমার এক পুরোনো বন্ধু, যেখানে যাচ্ছি সেখানে এঁর উপস্থিতি দরকার হতে পারে,' মিঃ ডড্‌কে এর বেশি কিছু বললাম না।

'আপনি বলেছেন কর্ণেল এমসওয়ার্থের বাড়িতে অতিথি হিসেবে থাকার সময় জানালার কাচের ওপাশে আপনার বন্ধু গডফ্রেকে দেখেছিলেন,' সঙ্গী ভদ্রলোককে শোনানোর জন্যই ইচ্ছে করে মিঃ ডড্‌কে প্রশ্ন করলাম, 'এও বলেছেন যে একবার দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন জানালার ওপাশে দাঁড়ানো সেই লোকটিই ছিল আপনার বন্ধু গডফ্রে; ঘরের ভেতরে বসে এত নিশ্চিত হলেন কিভাবে? এমনও তো হতে পারে যে হুবহু গডফ্রের মত দেখতে কাউকে আপনি দেখেছেন, আসলে সে ছিল অন্য লোক?'

'না, অন্য লোক নয়, সে রাতের সেই লোকটিই ছিল গডফ্রে এমসওয়ার্থ।'

'কিন্তু আপনিই তো বলেছেন তার চেহারা অনেক পাল্টে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি, শুধু তার গায়ের রং পাল্টে গিয়েছিল, মিঃ হোমস, মাছের পেটের মত ভীষণ ফ্যাকাশে সাদা দেখাচ্ছিল তার মুখের চামড়া।'

'পুরো মুখটাই ওরকম দেখাচ্ছিল?'

'বোধহয় না। গডফ্রে বাইরে দাঁড়িয়ে তার কপাল কাঁচে চেপে ধরেছিল তাই মুখের ঐ অংশটাই স্পষ্ট চোখে পড়েছিল।'

'চিনতে পেরে ওকে ডাকেননি?'

'না, মিঃ হোমস, সত্যি বলতে কি, ওর চামড়ার সেই রং দেখে সেই মুহূর্তে এত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে নাম ধরে ডাকতে পারিনি। ও সরে যাবার পরে আমি বাইরে বেরিয়ে নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ওর পেছন পেছন ছুটলাম, কিন্তু সে একবারও সাড়া দিল না।'

ব্যস্‌, গডফ্রে এমসওয়ার্থ নিরুদ্দেশ রহস্যের সমাধানের শেষ সূত্রটুকু পেয়ে গেলাম। এখন রহস্যের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য একটা ছোট ঘটনা দরকার। যাক, যথাসময়ে ট্রেন নির্দিষ্ট স্টেশনে এসে থামতে আমরা তিনজনে নেমে পড়লাম। ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়ি চেপে এসে পৌঁছালাম ট্যাক্সবেরির ওল্ড পার্কে কর্ণেল এমসওয়ার্থের সাবেকি আমলের বাড়ির সামনে, বুড়ো বাটলার র‍্যালফই এসে খুলে দিল ফটকের পাল্লা। ঘোড়াব গাড়িটা পুরো একদিনের জন্য ভাড়া নিয়েছি তাই সঙ্গী প্রৌঢ় ভদ্রলোককে ভেতরে অপেক্ষা করতে বলে মিঃ ডডের সঙ্গে নেমে পড়লাম। নামার আগে ভদ্রলোককে বললাম আমরা যথাসময় খবর পাঠালেই যেন হাজির হন। লক্ষ্য করলাম র‍্যালফের হাতে বাদামি চামড়ার দস্তানা, আমাদের দেখেই দু'হাত থেকে ওগুলো খুলে ফেলল সে, বাড়ির ভেতরে পা দিয়ে হল ঘরে টেবিলের ওপর রেখে দিল। আমার ঘ্রাণশক্তি যে খুবই প্রখর তা ওয়াটসনের বর্ণনার সুবাদে গুণগ্রাহী পাঠকদের কারও জানতে বাকি নেই; হয়ত সেই প্রখর শক্তি বলেই হল ঘরে ঢোকার পর একটা তীব্র গন্ধ পেলাম। ঘাড় তুলে খানিক শুঁকতেই টের পেলাম গন্ধটা আসছে টেবিল থেকে। এগিয়ে এসে ঘাড় হেঁট করে র‍্যালফের চামড়ার দস্তানা জোড়া শুঁকলাম; এ গন্ধ যে দস্তানাজোড়া থেকেই আসছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হলাম। ঠিক পথে এগোচ্ছি এ বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে স্টাডিতে এলাম।

কর্ণেল এমসওয়ার্থ তখন ওঁর স্টাডিতে ছিলেন না, র‍্যালফের কাছ থেকে খবব পেয়ে চলে এলেন অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই। অষ্টাবক্র চেহারা, মুখে লোমের কুচির মত দাড়িগোঁফের জঙ্গল। সেই মুহূর্তে তাঁকে দেখে মনে হল যেন রাগে ফেটে পড়বেন। সত্যিই, এই বয়সের কোনও মানুষকে এত রাগতে আগে কখনও দেখিনি। আমাদের কার্ড হাতে নিয়ে ধুপধাপ আওয়াজ করে তিনি ঘরে ঢুকলেন তারপর কার্ড দুটো ছিঁড়ে কুচি কুচি করে মেঝেতে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে খানিকক্ষণ গায়ের ঝাল ঝাড়লেন, তারপর মুখ তুলে মিঃ ডড্‌কে দেখতে পেয়েই বললেন, 'আবার এসে জুটেছেন? আপনাকে না বলেছিলাম ও মুখ ভবিষ্যতে আর কখনো দেখাবেন না। তারপরেও কোন সাহসে ঢুকেছেন? ভবিষ্যতে ফের আমার বাড়ির সামনে পা রাখলে গুলি করে মারব। আগেই বলে রাখছি।' আর এই যে মশাই, আপনাকে বলছি,' মিঃ ডডকে ছেড়ে এবার আমায নিয়ে পড়লেন কর্ণেল, 'আপনাকেও একইভাবে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি আগেভাগে! আপনার নোংরা পেশার কথা জানতে আমাব বাকি নেই, তবে কেরামতি দেখাতে চাইলে অন্য কোথাও যান, এখানে ওসব চলবে না।'

'আপনি যত খুশি চিল্লাতে পারেন,' মিঃ ডড কর্ণেলের মুখের ওপর জবাব দিলেন, 'তবে গডফ্রের সঙ্গে দেখা না করে আমি যাব না, তাকে যে জোর করে আটকে রাখা হয়নি একথা তার নিজের মুখ থেকে না শুনে এখান থেকে একপাও নড়ব না আমি!'

'র‍্যালফ,' কর্ণেল ঘন্টা বাজাতেই তাঁর বাটলার এসে ঘরে ঢুকল, 'এক্ষুণি থানায় ফোন করো, ইন্সপেক্টরকে বলো, এ বাড়িতে দুটো সিঁধেল চোর ধরা পড়েছে, দুজন সেপাইকে পাঠিয়ে দিতে বলো, এদের বেঁধে নিয়ে যাক।'

'এক মিনিট,' আমি মক্কেলের দিকে তাকালাম, 'মিঃ ডড, মনে রাখবেন, কর্ণেল না চাইলে ওঁর এখানে থাকার অধিকার আমাদের নেই। অন্যদিকে আপনি যা কিছু করছেন তা শুধু ওঁর নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের খোঁজ পাবার জন্য একথাটা ওঁর মনে রাখা দরকার। কর্ণেল এমসওয়ার্থ পাঁচ মিনিট সময় দিলে ওঁর সঙ্গে কথা বলে জটিল ব্যাপারটা সরল করতে পারব আশা করছি।'

'ওসব ফাঁকা মিঠে বুলিতে আমি ভুলছি না,' কর্ণেল আবার হাঁক পাড়লেন, 'র‍্যালফ, দাঁড়িয়ে কি দেখছ হাঁ করে, শীগগির থানায় ফোন করো।'

'ভাল চান তো ওসব ঝামেলার মধ্যে যাবেন না।' পিঠ দিয়ে দরজা আটকে র‍্যালফকে ঠেকালাম, তারপর নোটবইয়ের পাতা ছিঁড়ে একটা শব্দ লিখে কর্ণেলের হাতে দিয়ে বললাম, 'এই ব্যাপারে

কথা বলতেই আমরা এসেছি।' কাগজের দিকে চোখ পড়তেই দারুণ চমকে উঠলেন কর্ণেল, দেখতে দেখতে তাঁর চোখমুখ থেকে সব রাগ আর উত্তেজনা মিলিয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে চেয়ারে বসে বললেন, 'আপনি এটা কি করে জানলেন?'

'সব কিছু জানাই যে আমার কাজ,' কর্ণেলকে জবাব দিলাম, 'ওটাই তো আমার পেশা।'

গুম হয়ে বসে কিছুক্ষণ দাড়িতে হাত বোলালেন কর্ণেল এমসওয়ার্থ, তারপর হার মানা গলায় বললেন, 'বেশ, গডফ্রেকে যখন দেখার এত সাধ তো দেখুন। আমি কিছু জানি না। আপনাদের চাপে পড়েই ....। র‍্যালফ, মিঃ গডফ্রে আর মিঃ কেন্টকে গিয়ে বলো আমরা মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ওখানে যাচ্ছি।'

পাঁচ মিনিট বাদে কর্ণেল এমসওয়ার্থ মিঃ ডড আর আমায় সঙ্গে নিয়ে এলেন বাড়ির বাগানের প্রান্তে অবস্থিত সেই রহস্যময় আউট হাউসে। মুখে দাড়িগোঁফ এক ভদ্রলোক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের দেখে অবাক হলেন তিনি। সব শুনে তিনি বললেন, 'কিন্তু কর্ণেল এমসওয়ার্থ, যা করতে চাইছেন, তাতে আমাদের গোটা পরিকল্পনাই যে ভেস্তে যাবে।'

'জানি মিঃ কেন্ট,' কর্ণেল বললেন, 'কিন্তু উপায় নেই, আমর ওপর যে ভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে তাতে এছাড়া অন্য পথ ছিল না। গডফ্রে এখন একবার আসতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই,' ভদ্রলোক বললেন,'ও ভেতরে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন,' বলে তিনি আমাদের ভেতরে নিয়ে এলেন। ভেতরের ঘরখানা বেশ বড়, সাধারণ আসবাব দিয়ে সাজানো। ফায়ারপ্লেসের আগুনের দিকে পেছন ফিরে এক অচেনা লোক দাঁড়িয়েছিল, তাকে দেখেই আমার মক্কেল দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে গেলেন, 'আরে এই তো গডফ্রে। কতদিন বাদে আবার দেখা হল।'

কিন্তু মিঃ ডড্ দু'হাত বাড়িয়ে যার দিকে ছুটে গেলেন সেই গডফ্রে এমসওয়ার্থ হাত নেড়ে তাঁকে নিষেধ করল, বলল, 'জিমি দূরে থাকো, আমায় ছুঁয়ো না। হ্যাঁ, দূরে দাড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে দ্যাখো, বি স্কোয়াড্রনের চৌখস লান্স কর্পোরাল গডফ্রে এমসওয়ার্থ বলে যাকে চিনতে আমাকে নিশ্চয়ই তার মত দেখাচ্ছে না। তাই না?'

গডফ্রের দিকে তাকালে যে কেউ আঁতকে উঠবে — আফ্রিকার রোদে পোড়া বাদামি চামড়ার ওপর জায়গায় জায়গায় ফ্যাকাশে সাদা ছোপ পড়েছে, সে এক বীভৎস চেহারা। 'বুঝতেই পারছো জিমি, এই কারণেই আমি একা লুকিয়ে থাকি, কেউ এলে তার সঙ্গে দেখা করি না,'বলল গডফ্রে।

'তুমি ভাল আছো, সুস্থ আছো এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম বলেই যত অশান্তি,' বললেন মিঃ ডড্, 'সে রাতে জানালার বাইরে তোমার মুখ দেখেই আঁচ করেছিলাম তুমি এই বাড়ির খুব কাছেই কোথাও আছো। ব্যাপারটার শেষ না দেখা পর্যন্ত ভীষণ অশান্তিতে ছিলাম।'

'র‍্যালফের মুখে তোমার নাম শুনে দেখার সাধ হল তাই গিয়েছিলাম। তুমি আমায় দেখে ফ্যালো আমি চাইনি। তাই জানালার পাল্লা ওপরে ওঠানোর আওয়াজ কানে আসতেই বুঝলাম তুমি আমার কাছে আসতে চাও। তখনই পড়ি কি মরি করে পালালাম।'

'কিন্তু তোমার এ অবস্থা হল কি করে?' প্রশ্ন করলেন মিঃ ডড।

'ইস্টার্ণ রেলওয়ে লাইনের ওপর প্রিটোরিয়ার বাইরে বুফেলস্প্রুইটে সকালবেলায় সেই লড়াই মনে আছে? ঐ লড়াইয়ে আমার চোট খাবার খবর পেয়েছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ শুনেছিলাম, কিন্তু বিশদভাবে কিছুই জানতে পারিনি।

'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, সেদিনের লড়াইয়ে আমরা তিনজন বাকি সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম। টেকো সিম্পসন, অ্যাণ্ডারসন, আর আমি, এই তিনজন। ওরা দু'জনেই গুলি খেয়ে মারা পড়ল, কাঁধে হাতি মারা বুলেটের চোট খেয়ে আমি ভীষণ আহত হলাম। ঐ অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটলাম, কয়েক মাইল যাবার পর যন্ত্রণায় বেহুঁশ হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেলাম। জ্ঞান হতে যখন চোখ মেললাম তখন অনেক রাত। আমি তখনও পড়েছিলাম

মাটিরে ওপর। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাড় কাঁপছে, জমে যাচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ভীষণ ক্লান্ত আর অসুস্থ লাগছিল, তবু কোনমেতে উঠে দাঁড়ালাম। কোথায় যাব জানিনা এমন সময় কাছেই একটা বাড়ি চোখে পড়তে কষ্ট করে পা টেনে টেনে এগিয়ে গেলাম। দরজা খোলা ছিল, সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠতে একটা বড় ঘর দেখে ভেতরে ঢুকলাম। ঘরের ভেতর সারি সারি অনেকগুলো খাট পাতা এটুকু এখনও আবছা মনে আছে। একটা খাটেও শোবার মত বিছানা পাতা নেই, কিন্তু তা নিয়ে তখন আমার মাথা ঘামানোর অবস্থা নেই, আমি তখন দাঁড়াতে পারছি না। তাই কিছু না ভেবে একটা খাটের গদিতে শুয়ে পড়লাম, পায়ের কাছে পড়ে থাকা চাদর গায়ে টেনে দেবার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ডুবে গেলাম ঘুমের অতলে।

ঘুম ভাঙ্গল সকালে, তাকিয়ে দেখি আফ্রিকার রোদ পর্দাহীন বড় জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গোটা ঘরে আলোর বন্যা বইয়ে দিয়েছে। হঠাৎ সামনের দিকে তাকাতে চমকে উঠলাম; বিদঘুটে চেহারার এক বেঁটে বামন এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে, মাথাটা তার পেল্লায় ফোলা, স্পঞ্জের মত নরম তুলতুলে দুটো বিকৃত হাত সমানে নাড়ছে আর ওলন্দাজ ভাষায় একনাগাড়ে চেঁচিয়ে খাট থেকে নেমে যেতে বলছে। তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে আরও কিছু লোক যারা প্রত্যেকে বিকলাঙ্গ, একনজর তাকালেই অস্বস্তি জাগে মনে। মনে হল ওরা কেউ এক বর্ণ ইংরেজি জানে না; কারণ আমি নিজের অসহায় অবস্থা ইংরেজিতে বারবার বলা সত্ত্বেও ওরা কিছুই বুঝতে পারছিল না। কথা শুনছি না দেখে সেই বাঁটকুলটা ভীষণ রেগে গেল, জোর করে সে আমায় খাট থেকে নামানোর জন্য হাত ধরে টানাটানি শুরু করল আর তখনই টের পেলাম স্পঞ্জের মত তুলতুলে তার বিকৃত হাতদুটি কত শক্তি ধরে। ঐভাবে টানাটানি করার ফলে আমার কাঁধের ক্ষত থেকে আবার রক্ত পড়তে লাগল। ঠিক তখনই এক ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন, তাঁকে দেখলেই কর্তাগোছের বলে সম্ভ্রম জাগে মনে। ওলন্দাজ ভাষায় ধমকে বাঁটকুলটাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে বাকি লোকগুলোও সুড়সুড় করে সরে পড়ল। এতক্ষণে তাঁর চোখ পড়ল আমার দিকে, কাঁধের ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছে দেখে তিনি সামনে এসে ইংরেজিতে বললেন, 'আপনি এখানে এলেন কি করে? দাঁড়ান, আমি আপনার ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছি। কিন্তু এটা যে কুষ্ঠরোগীদের হাসপাতাল তা জানতেন না? কাঁধে ঐ মারাত্মক গুলির চোট লাগার চেয়েও নিজের সাংঘাতিক বিপদ ডেকে এনেছেন আপনি, কুষ্ঠরোগীদের বিছানায় রাত কাটিয়েছেন!'

আমার মনের অবস্থা সেই মুহূর্তে কি হতে পারে একবার ভেবে দ্যাখো, জিমি! জানতে পারলাম যুদ্ধ শুরু হবার পরে ঐ হাসপাতালের রোগীদের অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, পরে বৃটিশ বাহিনী জয়ী হয়ে এগিয়ে আসার পরে আবার তাদের নিয়ে আসা হয়েছে। ভদ্রলোক ঐ হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। তিনি আমায় আলাদা একটি ঘরে নিয়ে এসে কাঁধের ক্ষতে ভালভাবে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন, পুরো এক সপ্তাহ আলাদাভাবে রেখে তিনি আমায় চিকিৎসা করলেন। হপ্তাখানেক বাদে কিছুটা সেরে ওঠার পরে তিনিই আমায় প্রিটোরিয়ার বড় হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। জিমি, এই হল আমার দুঃখের ইতিহাস। যতদিন বিদেশে ছিলাম ততদিন কিছুই হয়নি, কিন্তু বাড়ি ফেরার অল্প কিছুদিন পরেই কুষ্ঠরোগের এই লক্ষণ ফুটে বেরোল আমার মুখে। বাড়িতে কুষ্ঠরোগী আছে এ খবর জানাজানি হলে কি অবস্থা হবে তা তোমায় আলাদাভাবে বুঝিয়ে বলার দরকার হবে না, তাই বাড়ির ভেতরেই আমার এই স্বেচ্ছা নির্বাসিতের জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছি। দু'জন চাকর আছে বাড়িতে, দু'জনেই খুব বিশ্বস্ত, আর আছেন মিঃ কেন্ট; উনি নিজে চিকিৎসক, আমার সঙ্গে এই বাড়িতে আলাদাভাবে থাকতে রাজি হয়েছেন। এটা গ্রাম্য এলাকা, আমার রোগের কথা একবার জানাজানি হলে আর রক্ষে নেই, স্থানীয় লোকেরা তখন আমায় বাড়ি ছাড়া করবে, দূরে কোনও কুষ্ঠাশ্রমে গিয়ে থাকতে হবে। কাজেই বাবা আমার মুখ চেয়েই

সবাইকে বলেন আমি জাহাজে চেপে দুনিয়া দেখতে বেরিয়েছি। তবে তোমার বেলায় কেন তিনি অন্যরকম ব্যবহার করলেন বুঝতে পারছি না।'

'এই এনার জন্য,' কর্ণেল এমসওয়ার্থ আমার দেওয়া কাগজের টুকরোটা বের করে দেখালেন তাতে খানিক আগে আমি নিজের হাতে লিখেছি 'কুষ্ঠরোগ'; 'বুঝতে পারলাম এই ভদ্রলোক সবই জানতে পেরেছেন। জিমি যখন ওঁকে নিয়ে এসেছে তখন আর গোপন করে লাভ নেই ভেবেই এ বাড়িতে নিয়ে এলাম।'

'মিঃ কেন্ট, আপনি নিজে তো ডাক্তার,' আমি তাকালাম বেঁটেখাটো দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের দিকে, 'কিন্তু কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা সম্পর্কে কি আপনি বিশেষজ্ঞ?'

'আমি একজন সাধারণ শিক্ষিত চিকিৎসক, তার বেশি কিছু নই,' একটু রুক্ষগলাতেই জবাব দিলেন মিঃ কেন্ট।

'গডফ্রের চিকিৎসা করার পক্ষে আপনি অবশ্যই উপযুক্ত,' আমি বললাম, 'তবে এই ধরনের জটিল রোগে যে একজন বিশেষজ্ঞের মতামত অপরিহার্য হয়ে পড়ে আশা করি তা মানবেন। বুঝতে পারছি রোগের কথা জানাজানি হলে পাছে তাকে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলতে হয় এই ভেবেই আপনি তেমন কাউকে এখনও আনাননি।'

'ঠিক তাই,' সায় দিলেন কর্ণেল এমসওয়ার্থ।

'আর ঠিক এমন কিছু ঘটেছে অনুমান করেই একজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি,' আমি বললাম, 'ইনি একজন কুষ্ঠরোগ বিশেষজ্ঞ, তাঁর নাম স্যর জেমস সণ্ডার্স।'

স্যর জেমস সণ্ডার্সের নাম শুনে আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠল মিঃ কেন্টের চোখ মুখ।

'তিনি নিজে এসেছেন জেনে খুশি হলাম,' বললেন মিঃ কেন্ট, 'আমার রোগীকে একবার দেখলে নিজেকে গর্বিত বোধ করব।'

'তাহলে কাউকে দিয়ে স্যর জেমস সণ্ডার্সকে এখানে নিয়ে আসুন,' আমি বললাম, 'আমি ওঁকে বাইরে ঘোড়ার গাড়িতে বসিয়ে রেখেছি। তাহলে কর্ণেল এমসওয়ার্থ, স্যর জেমস সণ্ডার্স এসে রোগীকে দেখুন, ততক্ষণ আসুন বাড়ির ভেতর আপনার স্টাডিতে গিয়ে বসা যাক। সবকিছু ওখানেই খুলে বলব।'

'গডফ্রে নিরুদ্দেশ রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে তিনটে অনুমান করেছিলাম, মিঃ ডড,' কর্ণেল এমসওয়ার্থের স্টাডিতে বসে তাঁর সামনেই আমার মক্কেলকে বললাম, 'এক, হয় সে খুব গুরুতর কোনও অপরাধ করেছে, দুই, নয়ত সে উন্মাদ হয়ে গেছে, তিন, অথবা এমন কোনও রোগে আক্রান্ত হয়েছে যে কারণে তাকে বাইরের লোকের চোখের সামনে থেকে আড়ালে লুকিয়ে রাখতে হচ্ছে। প্রথম সম্ভাবনাটি বাতিল করলাম যেহেতু গডফ্রে কোনও অপরাধ করলে তা আমি ঠিকই জানতে পারতাম। উন্মাদ হবার সম্ভাবনাটা প্রবল ছিল কারণ শুনলাম বাড়ির বাইরে বাগানে একটা আউট হাউসে আছে এবং সেটা বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে। মিঃ কেন্টের চেহারার বর্ণনা শুনে তখন ভেবেছিলাম উন্মাদ গডফ্রের দেখাশোনার জন্যই হয়ত ওকে ঐ বাড়িতে রাখা হয়েছে। হয়ত গডফ্রে রাতের বেলায় সুস্থ থাকে যে কারণে একজন পুরোনো বন্ধু বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছে শুনে সে রাতের বেলা জানালার কাচের বাইরে তাকে দেখতে এসেছিল। এই কারণেই আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম আউট হাউসের ভদ্রলোক যে কাগজটা পড়ছিলেন তা আকারে কিরকম।

এরপরে তৃতীয় অর্থাৎ মারাত্মক রোগের সম্ভাবনা। মিঃ ডডের মুখে শুনলাম জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা গডফ্রেকে দেখে তিনি আঁতকে উঠেছিলেন, দেখেছিলেন তার মুখের রং অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে সাদা দেখাচ্ছিল। কুষ্ঠরোগের প্রাথমিক আক্রমণে চামড়ার রং এমনই ফ্যাকাশে হয় জানি, দক্ষিণ আফ্রিকায় এ রোগের বীজাণু ছড়িয়ে আছে তাও জানি। তবে কি গডফ্রে আফ্রিকা থেকে কুষ্ঠরোগ নিয়ে বাড়ি ফিরেছে যে কারণে তাকে তার বাবা মা লুকিয়ে রেখেছেন বাড়ির

ভেতরে আউট হাইসে? এই অনুমান আরও জোরালো হল যখন এ বাড়িতে এসে দেখলাম র‍্যালফ চামড়ার দস্তানা পরে খাবারের ঝুড়ি নিয়ে বাগানের দিকে যাচ্ছে। ওখান থেকে ফিরে এসে র‍্যালফ দস্তানা খুলে হলঘরে টেবিলের ওপর রাখতে তীব্র বীজাণুনাশকের গন্ধ পেলাম, দস্তা শুঁকতে এ বিষয়ে নিশ্চিত হলাম। তবে রোগটা চর্মরোগ, এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলাম বলেই স্যর জেমস সণ্ডার্সের মত বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।' হোমসের কথা শেষ হতে স্টাডির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন স্যর জেমস সণ্ডার্স, এগিয়ে এসে কর্ণেল এমসওয়ার্থের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'আপনার জন্য সুখবর এনেছি, আপনার ছেলের রোগ কুষ্ঠ নয়।'

'তাহলে ওটা কি রোগ?'

'চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় এর নাম 'ইকথিওসিস', বাইরে থেকে দেখলে যাকে কুষ্ঠ বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে এ রোগ হলে চামড়ার আঁশা ওঠে। এ রোগ ছোঁয়াচে নয় এবং উপযুক্ত চিকিৎসা করলে পুরোপুরি সেরেও যায়। একি! এটুকু শুনেই মিসেস এমসওয়ার্থ জ্ঞান হারালেন! সুসংবাদের আতিশয্যেই উনি বেহুঁশ হয়েছেন বুঝতে পারছি, খুবই স্বাভাবিক। মিঃ কেন্ট, ম্যাডামের জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি বরং এখানেই ওঁর কাছে থাকুন।'

নয়

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য লায়নস্ মেইন

এ কাহিনী সেই সময়ের যখন গোয়েন্দার পেশা থেকে আমি অবসর নিয়েছি, কর্মব্যস্ত লণ্ডন ছেড়ে এসে উঠেছি সাসেক্সে আমার ছোট গ্রামের বাড়িতে, জীবনের বাকি দিনগুলো এখানেই কাটানোর বাসনা বহুদিন ধরে লালন করেছি বুকের ভেতর এবং সেইভাবে মানসিক প্রস্তুতিও নিয়েছি। ওয়াটসন বহুদিন আগেই আলাদা হয়েছে, এখন মাঝে মাঝে হপ্তার শেষে সে এখানে আসে উইক এণ্ড কাটাতে সেই সময়টুকু যা দেখাসাক্ষাৎ হয়। কাজেই ঘটনার বিবরণ আমি নিজেই লিখছি — লায়নস মেইন বা-সিংহের কেশরের রহস্য উদ্‌ঘাটনের বিবরণ তুলে ধরছি সম্পূর্ণ নিজের ভাষায় ও ভঙ্গিমায়।

ডাউনসের ডানদিকের ঢালে অবস্থিত আমার এই ছোট বাগানবাড়ি থেকে ইংলিশ চ্যানেল দিব্যি দেখা যায়। উপকূল রেখার এদিকে পুরোটাই চক পাথরের পাহাড়, হেলে পড়েছে সমুদ্রের ওপর। এন্তি পাহাড় থেকে জলের কাছে যাবার একমাত্র দীর্ঘ পেঁচানো পথটি যেমন খাড়া তেমনই পেছল। পথ যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে একশ গজ পর্যন্ত রাশি রাশি খুদে নুড়িপাথর বেলাভূমিতে ছড়ানো, জলের স্রোতে সেগুলো ক্ষয়ে গেছে। এই অপরূপ বেলাভূমি চারদিকে কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে শুধু এক জায়গা ছাড়া — ফুলওয়ার্থ গ্রাম আর ক্ষুদে উপসাগর যেখানে মিলিত হয়েছে।

আমি ছাড়া এ বাড়িতে থাকে আমার পোষা মৌমাছির পাল আর একজন পুরোনো কাজের লোক, বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম আর আমার মৌমাছিদের দেখাশোনার দায়িত্ব তার ওপর। আমার বাড়ি থেকে আধ মাইলটাক দূরে হ্যারল্ড স্ট্যাকহার্স্টের কোচিং সেন্টার 'গেবলস,' যোগ্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে কমবয়সী ছাত্ররা সেখানে নানারকম বৃত্তিমূলক বিদ্যা শেখে। হ্যারল্ড একসময় ভালো দাঁড় বাইত, 'রোয়িং ব্লু' সম্মান পেয়েছিল, ছাত্রও ছিল তেমনই চৌখস, বিদ্যাচর্চার সববিষয় ছিল তার দখলে। সাগরপারে এসে বাসা বাঁধবার প্রথম দিনেই হ্যারল্ডের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, নেমন্তন্ন ছাড়াই সন্ধ্যের পরে আমরা একে অপরের ডেরায় এসে হাজির হতাম।

১৯০৭ সালের কথা। জুলাই মাসের শেষ নাগাদ এক প্রচণ্ড ঝড় উঠল ইংলিশ চ্যানেলে, সেই ঝড়ে সাগরের জল উত্তাল হয়ে চক পাথরের ঢালের গোড়া পর্যন্ত ভাসিয়ে দিল, ফলে একটা ছোট

হ্রদ সেখানে তৈরি হল। যেদিনের কথা বলছি সেদিন সকালে ঝোড়ো হাওয়া গিয়েছিল থেমে, সাগরের উত্তাল জল আর হাওয়ায় প্রকৃতি যেন সবে স্নান সেরে উঠেছে। এমন দিনে ঘরে বসে কাজ করতে মন চায় না তাই বিশুদ্ধ সুন্দর হাওয়া বুক ভরে নেব বলে ব্রেকফাস্টের আগে বাড়ি থেকে বেরোলাম। বেলাভূমিতে পৌঁছোনোর খাড়া উৎরাইয়ে যাবার পাহাড়ি পথ ধরে হাঁটছি এমন সময় পেছন থেকে কার গলার আওয়াজ কানে এল, ঘুরে দাঁড়াতে দেখি হ্যারল্ড স্ট্যাকহার্স্ট, হাত নেড়ে আমায় সম্ভাষণ জানাল সে, 'কি সুন্দর সকাল, মিঃ হোমস। ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে বেড়াতে বেরোব।'

'সাঁতার কাটতে চললেন দেখছি,' আমি বললাম।

'এই তো শুরু করলেন আপনার সেই তাক লাগানোর খেলা,' হাসল হ্যারল্ড, 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। ম্যাকফার্সন আগেই বেরিয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে ও কাছেই সাঁতার দিচ্ছে।'

ফিজরয় ম্যাকফার্সন হ্যারল্ডের কোচিং সেন্টারে বিজ্ঞান পড়ায়। কমবয়সী স্বাস্থ্যবান হলে কি হবে, রিউম্যাটিক ফিভারের আক্রমণে তার হার্টের দারুণ ক্ষতি হয়েছে ফলে একরকম পঙ্গু হয়ে পড়েছে বেচারা। তাহলেও খেলাধুলো এখনও ছাড়েনি ফিজরয়, তবে যে খেলায় বেশি পরিশ্রম হয় সে খেলায় নামার ঝুঁকি কখনও নেয় না সে। তবে কি শীত, কি গ্রীস্ম, সাঁতার কাটার অভ্যাসটা এখনও বজায় রেখেছে সে।

ঠিক তখনই দেখতে পেলাম ম্যাকফার্সনকে। পথ যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে পাহাড়ি ঢালের ওপর প্রথমে দেখা গেল তার মাথা, তারপর পুরো দেহটাই উঠে দাঁড়াল। ভীষণ টলছে ম্যাকফার্সন, মদের নেশায় যেমন টলে। তারপরেই দু'হাত ওপরে ছুঁড়ে বুকফাটা আর্তনাদ তুলে মাথা গুঁজে ছিটকে পড়ল সে বেলাভূমিতে — আমরা দু'জন যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে আন্দাজ পঞ্চাশ গজ দূরে। দু'জনে পা চালিয়ে গিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালাম, বেলাভূমির ওপর চিত করে শুইয়ে দিলাম আর তখনই চমকে উঠলাম তার চোখের চাউনি দেখে। জীবন্ত মানুষের চোখের স্বাভাবিক জ্যোতি উধাও তার দু'চোখ থেকে, বসা গালদুটো ভীষণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ফিজরয় যে মরণের কোলে ঢলে পড়েছে তাতে কোনও সন্দেহ রইল না। মুহূর্তের জন্য প্রাণশক্তি ফিরে এল তার দেহে, হুঁশিয়ার করার মত গলায় কি যেন বলল চাপা গলায়। কথা জড়িয়ে গেলেও 'সিংহের কেশর' শব্দ দুটো স্পষ্ট কানে এল, যদিও তার অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না। জীবনীশক্তির তাড়নায় শরীরের অর্ধেকটা জোর করে মাটি থেকে তুলল ম্যাকফার্সন, হাতদুটো ছুঁড়ে দিল হাওয়ায়, তারপরেই পাশ ফিরে শেষনিঃশ্বাস ফেলল।

ম্যাকফার্সনের মৃত্যু দেখে আমার সঙ্গী ভয়ে সিঁটিয়ে গেল, মনে হল হাঁটাচলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে সে। কিন্তু আমি যতদূর মনে পড়ে ততক্ষণে হুঁশিয়ার হয়েছি। হুঁশিয়ার হওয়া আমার তখন খুব দরকার কারণ এটা যে একটা অসাধারণ রহস্য উদ্ঘাটনের কেস সে উপলব্ধি ততক্ষণে আমার হয়েছে। ম্যাকফার্সনের গায়ে শুধু বারবেরি ওভারকোট, পরনে ট্রাউজার্স, পায়ে ফিতে খোলা ক্যানভাস জুতো। কাৎ হয়ে পড়ার সময় গা থেকে ওভারকোট সরে যেতে চোখ পড়ল তার পিঠে, দেখি পিঠময় চাবুকের আঁচড়, চামড়ার ওপর দগদগ করছে, রক্ত গড়াচ্ছে ক্ষতমুখ থেকে। মনে হল খুব সরু তার দিয়ে কেউ চাবকেছে তাকে। মারা যাবার আগে ফিজরয় ম্যাকফার্সন যে প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করেছে তার প্রমাণ ফুটে উঠেছে তার মুখে — যন্ত্রণা সইতে না পেরে দাঁত দিয়ে প্রাণপণে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে ফলে রক্ত ঝরছে সেখান থেকেও।

মৃতদেহের পাশে হ্যারল্ড আর আমি বসে আছি এমন সময় সামনে মানুষের ছায়া পড়ল, ঘুরে দেখি আয়ান মারডক, হ্যারল্ডের কোচিং-এর গণিত শিক্ষক। ঢ্যাঙা, পাতলা ছিপছিপে গড়ন, একাচোরা স্বভাবের এই মানুষটি মেলামেশা করে খুব কম, সবসময় নিজের চিন্তার জগতে ডুবে আছে। আয়ানের চোখের মণির রং কালো, রেগে গেলে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। হ্যারল্ডের

মুখেই শুনেছি ম্যাকফার্সনের পোষা ক্ষুদে কুকুরের উৎপাতে রেগে গিয়ে আয়ান তাকে তুলে ধরে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আর কেউ হলে হ্যারল্ড তাকে ঠিক বরখাস্ত করত, কিন্তু তার মত ভাল শিক্ষক চাইলেই মেলে না বলেই বেঁচে গিয়েছিল।

'আহা, বেচারা। বলুন কিভাবে সাহায্য করতে পারি,' সহযোগীর মৃতদেহের পানে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল আয়ান মারডক।

'আপনিও ওঁর সঙ্গে ছিলেন নাকি?' জানতে চাইল হ্যারল্ড, 'ঘটনাটা কি ঘটেছিল বলতে পারেন?' হ্যারল্ডের গলার বাঁকা সুর আমার কান এড়াল না।

'না, আজ ঘুম থেকে দেরিতে উঠেছি তাই জলের ধারে আসতে পারিনি। আমি সোজা 'গেবলস' থেকে আসছি। কিছু করার থাকলে বলুন।'

'শীগগির ফুলওয়ার্থ থানায় যান, ওখানে খবর দিন।'

একটি কথাও না বলে আয়ান মারডক থানার দিকে পা চালাল, হ্যারল্ড বিহ্বল হয়ে বসে রইল ফিজরয় ম্যাকফার্সনের মৃতদেহের পাশে। আসল ঘটনা কি খতিয়ে দেখতে আমিও উঠে পড়লাম, বেলাভূমিতে আমরা ছাড়া আর কেউ আছে কিনা আমার প্রথম কাজ তা খুঁজে বের করা। পথের শুরু যেখানে হয়েছে সেখানে উঁচুতে দাঁড়িয়ে বেলাভূমির পুরোটাই নজর এল। ফুলওয়ার্থ গ্রামের দিকে দু'তিনজন লোকের অস্পষ্ট মূর্তি ছাড়া আর কাউকে ধারে কাছে দেখতে পেলাম না। এই পয়েন্ট সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে পথ বেয়ে নেমে এলাম। চক পাথরের সঙ্গে মেশানো নরম মাটিতে দেখলাম একই পায়ের ছাপ একবার নেমেছে আবার উঠে এসেছে। এর ফলে বোঝা যাচ্ছে ম্যাকফার্সন ছাড়া অন্য কেউ আজ সকালে এপথ বেয়ে ওঠানামা করেনি। মাটিতে এক জায়গায় খোলা হাতের পাতার ছাপও চোখে পড়ল, কাছে এসে দেখলাম আঙুলগুলো ছড়ানো ঢালের দিকে। এর মানে বুঝতে কষ্ট হল না — ওপরে ওঠার সময় ম্যাকফার্সন কোনভাবে পড়ে গিয়েছিল তখনই তার হাতের পাতা বসে গিয়েছিল নরম মাটির বুকে। সে যে একাধিকবার নরম মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে বসেছিল মাটির ওপর, গোল গোল গর্ত তারই স্বাক্ষর বহন করছে।

ভেবে দেখলাম বড় জোর পনেরো মিনিট সময় ম্যাকফার্সন বেলাভূমিতে কাটিয়েছে; সে 'গেবলস' থেকে বেরোনোর পরে রওনা হয়েছে হ্যারল্ড, বলতে গেলে তার পেছন পেছন এসেছে সে। খালি পায়ের ছাপ প্রমাণ করছে সে জামাকাপড় খুলে জলে নেমেছে তারপর চটপট ডাঙ্গায় উঠে কোনমতে জামাকাপড় গায়ে চাপিয়েছে কিন্তু তাড়াহুড়োয় জুতোর ফিতে বাঁধা হয়নি। ওভারকোটও পরেছে আলগোছে — স্নান না সেরেই উঠে পড়ে সে জল থেকে। তার এই মত পাল্টানোর মূলে একটিই ব্যাপার তা হল নৃশংসভাবে কেউ তাকে এমন মার মেরেছে যা তার মত হার্টের রোগী সইতে পারেনি। কিন্তু কে এমন নিষ্ঠুরভাবে খুন করল তাকে? খাড়া পাহাড়ের নীচে ছোট ছোট গুহা তৈরি হয়েছে ঠিকই কিন্তু প্রখর সূর্যের আলোয় সেসব গুহার একটিতেও কাউকে দেখা গেল না, ভেতরে লুকিয়ে নেই কেউ। সাগরের বুকে দু'তিনটে মাছধারা নৌকো ভেসে বেড়াচ্ছে, পরে সুবিধেমত তদন্ত করে দেখব ঐসব নৌকোয় কারা চেপেছে। তদন্ত করার অনেক পথ আছে, কিন্তু তাদের কোনটিই এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের পক্ষে সহায়ক বলে মনে হচ্ছে না।

মৃতদেহের কাছে ফিরে এসে দেখি আয়ান মারডক গ্রামের কনস্টেবল অ্যাণ্ডারসনকে এনে হাজির করেছে। হ্যারল্ড স্ট্যাকহার্স্ট আগের মতই বসে আছে বিহ্বল চাউনি মেলে। কনস্টেবল অ্যাণ্ডারসন সবার বিবৃতি মন দিয়ে শুনল, বিবৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নোটও করল তারপর একপাশে ডেকে বলল, 'মিঃ হোমস, আপনি এসেছেন দেখে ভাল লাগছে, এই কেসের তদন্ত আমার একার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয় কোনমতেই, তাই সময়মত আপনার উপদেশ পেলে খুশি হব। আমার তদন্তে ভুল বেরোলে ইন্সপেক্টর লিউএস আমার বারোটা বাজিয়ে দেবেন।'

'উপদেশের কথা যখন তুললেন তখন যেমন বলছি তেমন করুন,' কনস্টেবল অ্যাণ্ডারসনকে বললাম, 'থানায় ফিরে গিয়ে আপনার ওপরওয়ালা ইন্সপেক্টরকে বলবেন যেন একজন ডাক্তার নিয়ে এক্ষুণি চলে আসেন এখানে; যাবার আগে সবাইকে বলে যান ওঁরা এসে পৌঁছোনোর আগে মৃতদেহ আর বেলাভূমিতে ইচ্ছেমতন হাঁটাচলা করে নতুন করে পায়ের ছাপ কেউ না ফেলেন আর কোনকিছু যেন হাত দিয়ে না সরান।' কনস্টেবল অ্যাণ্ডারসনের সামনেই মৃতদেহের পকেট হাতড়ে পেলাম রুমাল, একটা বড় ছুরি, আর একটা ছোট ভাঁজকরা কার্ডকেস। কেস খুলতে বেরোল এক চিলতে কাগজ, সেটা আমি অ্যাণ্ডারসনের হাতে দিলাম। ভাঁজ খুলতেই দেখা গেল কাগজটা আসলে চিঠি, তাতে লেখা — 'আমি ওখানে যাব, তুমি কিন্তু এসো। — মড' জায়গার উল্লেখ না থাকলেও পড়ে মনে হল ওটা আসলে প্রেমপত্র। কাগজটা ভাঁজ করে কেসে ঢোকাল অ্যাণ্ডারসন তারপর ঢুকিয়ে দিল যেখান থেকে টেনে বের করেছিলাম — মৃতদেহের ওভারকোটের পকেটে। পাহাড়ের তলায় ভাল করে তল্লাশি চালানোর উপদেশ দিয়ে বাড়ি ফিরে ব্রেকফাস্ট খেলাম। ঘন্টাখানেক বাদে হ্যারল্ড এসে জানাল পুলিশ ম্যাকফার্সনের মৃতদেহ 'গেবলস'-এ নিয়ে গেছে, তার অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণের তদন্ত সেখানেই শুরু হবে। হ্যারল্ড আরও দুটো খবর দিল — এক, পাহাড়ের তলদেশে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ কিছু পায়নি, এবং দুই, ম্যাকফার্সনের ডেস্ক তল্লাশি করে পুলিশ কয়েকটা চিঠি পেয়েছে যা পড়ে স্পষ্ট বোঝা যায় মিস মড বেলামি নামে ফুলওয়ার্থ গ্রামের এক তরুণীর সঙ্গে তার ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

'চিঠিগুলো পুলিশের হেপাজতে,' বলল হ্যারল্ড, 'তাই ওগুলো আনতে পারিনি, তবে ফিজরয়ের সঙ্গে মেয়েটার ভালবাসা চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ঠেকেছিল। ম্যাকফার্সনের সঙ্গে মেয়েটির দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ঠিকই কিন্তু ওর এই বীভৎস মৃত্যুর সঙ্গে এর কোনও যোগসূত্র থাকার কারণ আছে বলে মনে করছি না।'

'তাই বলে যে হ্রদে সবাই সাঁতার কাটতে যায় সেখানে দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট?' মন্তব্যটা আপনিই বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে।

'কপাল ভাল বলতে হবে যে আমার ছাত্ররা কেউ ওখানে স্নান করতে যায়নি, গেলে ওদের চোখে ঠিক ধরা পড়ে যেত ওরা।'

'শুধুই কপাল বলতে চান?'

'আসলে তেমন কিছু ঘটতে পারে আঁচ করেই আয়ান মারডক ব্রেকফাস্টের আগে বীজগণিত শেখানোর নামে ছেলেদের আটকে রেখেছিল,' ভুরু কুঁচকে জবাব দিল হ্যারল্ড স্ট্যাকহার্স্ট।

'কিন্তু আমি যতদূর জানি আয়ান আর ম্যাকফার্সনের মধ্যে তেমন বন্ধুত্ব ছিল না।'

'ঠিকই শুনেছেন, মিঃ হোমস,' সায় দিল হ্যারল্ড, 'তবে পরে সেভাব কেটে গিয়ে সদভাব গড়ে উঠেছিল ওদের মধ্যে। প্রায় একবছর পর্যন্ত খুব গভীরভাবে মেলামেশা করেছে ওরা। তবে আয়ান মারডকের মধ্যে সহানুভূতি নেই বললেই চলে।'

'তা আমি জানি, হ্যারল্ড মারডক ম্যাকফার্সনের পোষা কুকুরছানাকে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল বলে শুনেছিলাম।'

'ঠিকই শুনেছেন, এ নিয়ে একসময় ওদের দু'জনের মধ্যে দারুণ মন কষাকষি হয়েছিল, আবার পরে তা মিটেও গিয়েছিল।'

'ম্যাকফার্সন যে মেয়েটিকে ভালবাসত তাকে চেনেন, কি নাম তার?'

'মেয়েটির নাম মড, মড বেলামি,' হ্যারল্ড জানাল, 'ওর বাবা টম বেলামি আগে ছিল সাধারণ মাছধরা জেলে, কিন্তু এখন সে এই এলাকার মস্ত কারবারী, এখানকার সব নৌকো আর স্নানের কটেজ-এর মালিক টম। টম আর তার ছেলে উইলিয়াম এখন কারবার চালাচ্ছে।'

'তদন্তে যখন হাত দিয়েছি তখন ফুলওয়ার্থে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করা দরকার নয় কি?'

'কি বলে দেখা করবেন?'

'হ্যারল্ড, আপনার কোচিং-এর অন্যতম শিক্ষক ফিজরয় ম্যাকফার্সনের মৃত্যুর পেছনে যে মানুষের হাত আছে, আশা করি সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধি আপনার আছে। যেটুকু বুঝেছি বেঁচে থাকতে আশেপাশের মানুষের সঙ্গে ওর মেলামেশা তেমন ছিল না তাই দেখা করার একটা ছুতোর অভাব হবে না। ওদের সঙ্গে কথা বললে কে জানে হয়ত খুনের মোটিভ বেরিয়ে পড়তে পারে যা আসল অপরাধীকে ধরার পক্ষে সহায়ক হবে।'

টম বেলামির বাড়ির সামনে এসে আচমকা থমকে দাঁড়াল হ্যারল্ড, আঁতকে উঠে বলল, 'আরে! একি?'

টম বেলামির বাড়ির নাম 'দ্য হ্যাভেন', তাকিয়ে দেখি বাগানের ফটক খুলে বেরিয়ে আসছে আয়ান মারডক।

'আপনি এসময় এখানে,' কৈফিয়তের গলায় প্রশ্ন করল হ্যারল্ড, 'কারণটা জানতে পারি?

'পারতেন যদি জায়গাটা আপনার বাড়ি হত,' হ্যারল্ডের প্রশ্নের জবাবে আয়ান মারডক জানাল, 'এখানে আসা না আসা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার তাই আপনার কৈফিয়তের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।'

'মুখ সামলে কথা বলবেন, মিঃ মারডক,' আয়ানের জবাব শুনে রেগে আগুন হল হ্যারল্ড, 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! ফাঁক পেলেই আপনি এরকম অভদ্রের মত উত্তরে আমার প্রশ্নের জবাব দেন আমি দেখেছি। এভাবে চলবে না, আমি আপনাকে আর রাখব না, নিজের জিনিসপত্র নিয়ে শীগগীর চলে যান!'

'এখানে থাকার সাধ আমারও নেই,' মারডকের ক্ষোভ তখনও যায়নি, 'শুধু একটি লোক ছিল বলে এতদিন 'গেবলস'-এ ছিলাম, সে যখন বেঁচে নেই তখন এখানে থাকার কোনও মানে হয় না!' বলতে বলতে বড় বড় পা ফেলে আয়ান মারডক বিদায় হল।

'ভীষণ বাজে লোক।' পেছন থেকে দু'চোখ পাকিয়ে তাকে দেখতে দেখতে বলল হ্যারল্ড, 'মোটেও বরদাস্ত করা যায় না।' '

আয়ান মারডক কি যত শীগগির সম্ভব এখান থেকে পালিয়ে যাবার মতলবেই হ্যারল্ডের সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধাল? আয়ান মারডক চলে যাবার পরেই প্রশ্নটা উঁকি দিল মনে।

'না, মশাই, অত কথা শোনার মত সময় আমার নেই,' মাঝবয়সী টম বেলামি বিষণ্ণ বদনে এক তাগড়াই দেখতে যুবককে ইশারায় দেখাল, 'মিঃ ম্যাকফার্সন আমার মেয়ের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তাকে অপমান ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না, ছেলের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমি একমত। আমার মেয়েকে বিয়ে করবেন বলে উনি একবারও প্রস্তাব দেননি। আমার স্ত্রী বেঁচে নেই, ছেলে আর আমি এখনও আমার মেয়ের অভিভাবক; আমরা ঠিক করেছি —' কথা শেষ হবার আগেই দরজা ঠেলে ভেতরে এসে দাঁড়াল যাকে নিয়ে এত কথা সেই মড বেলামি। হ্যারল্ডের মুখোমুখি বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। একপলক তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই রূপসী, প্রেমে পড়ার মতই চেহারা। কোনও ভূমিকা না করে মেয়েটি হ্যারল্ডকে বলল, 'ফিজরয় মারা গেছে শুনেছি, কোনও ভয় নেই, সবকথা আমাকে খুলে বলুন।'

'খানিক আগে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনিই তো যা বলার বললেন,' টম বেলামি বলে উঠল, 'এরা আর নতুন কথা কি বলবেন?'

'আমার বোনকে এ ব্যাপারে খামোখা জড়াচ্ছেন কেন?' খেঁকিয়ে উঠল টমের ছেলে উইলিয়াম।

'এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, উইলিয়াম,' ভাইয়ের দিকে ধারালো চাউনি হানল মড বেলামি, 'আমার নিজের ব্যাপার আমাকেই সামলাতে দাও।'

রূপের পাশাপাশি মড মেয়েটির চরিত্রের যথেষ্ট দৃঢ়তা আছে। এক আশ্চর্য স্বয়ংসম্পূর্ণ নারী হিসেবে মড চিরকাল আমার স্মৃতিকোঠায় বেঁচে থাকবে। হ্যারল্ডের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শোনার পর সে আমায় বলল, 'মিঃ হোমস, আপনি অপরাধীকে গ্রেপ্তার করুন। যে বা যারা এই খুনের সঙ্গে জড়িত থাক না কেন, তাদের গ্রেপ্তার করার কাজে আমার সাহায্য আর সহানুভূতি আপনি পাবেন।' বলতে বলতে সে আড়চোখে বাপ আর ভাইয়ের দিকে তাকাচ্ছে তা আমার চোখ এড়াল না।

'অজস্র ধন্যবাদ,' আমি বললাম, 'এমন একটি ঘটনায় তোমার মত মেয়ের সহজাত আবেগকে আমি সম্মান করি। কিন্তু 'যারা' বলছ কেন। তোমার কি ধারণা এই ঘটনার সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি জড়িত?'

'বলছি কারণ মিঃ ম্যাকফার্সন ছিলেন শক্তিমান, প্রচুর মনোবলেরও অধিকারী ছিলেন তিনি। কোনও মানুষের একার পক্ষে তাঁকে খুন করা সম্ভব নয়।'

'তোমাকে আলাদাভাবে একটা কথা বলতে পারি, মড?'

'হুঁশিয়ার, মড,' রাগের মথায় চেঁচিয়ে উঠল টম, 'যা ঘটেছে তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ো না!'

'কি করব বলুন!' অসহায় চোখে মড তাকাল আমার দিকে।

'ধমকে আর কতদিন চেপে রাখা যাবে,' আমি গলা সামান্য চড়ালাম, 'শীগগিরই দুনিয়াশুদ্ধ সবাই জানবে, তাই আগেভাগে সে কথা এখানে বললে কোনও ক্ষতি হবে না। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আমি আড়ালে আলোচনা করার পক্ষপাতী, কিন্তু তোমার বাবার যখন তা ইচ্ছে নয়, তখন পরিণতি যা ঘটবে তার ভাগিদার ওঁকেও হতে হবে। শোন মড, ম্যাকফার্সনের মৃতদেহের পকেটে একটা চিঠি ছিল তদন্তের সময়, ঐ চিঠির প্রসঙ্গ কিন্তু উঠবে আগেই বলে রাখছি। ঐ চিঠির ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে?'

'এর মধ্যে লুকোছাপা কিছু দেখছি না,' আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ গলায় জবাব দিল মড, 'আমরা বিয়ে করব স্থির করার পরেও ব্যাপারটা চেপে রেখেছিলাম ফিজরয়ের কাকার জন্য — উনি বহুদিন হল শয্যাশায়ী, খুব বেশিদিন বাঁচবেন না। ওঁর অনিচ্ছায় বিয়ে করলে ভাইপোকে নিজের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন বলেছিলেন।'

'এ ব্যাপারটা আমাদের আগে বলা তোমার উচিত ছিল!' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে উঠল টম বেলামি।

'একটু সহানুভূতি দেখালে ঠিকই বলতাম, বাবা,' জবাব দিল মড, 'কিন্তু তুমি, তোমরা তা দেখাওনি; কাজেই আমিও বলিনি।'

'আমার মেয়ে যাকে তাকে বিয়ে করতে চাইবে তা আমি কখনও চাইব না!'

'আসলে ম্যাকফার্সনকে তুমি সহ্য করতে পারতে না বাবা, আর তোমার এই মনোভাবের জন্যই আমি তোমায় কিছু জানাইনি।' বলেই আমার দিকে তাকাল মড, 'মিঃ হোমস, যে চিঠি ম্যাকফার্সনের পকেটে ছিল তা আমার লেখা, ওর লেখা এই চিঠির জবাবে ওটা পাঠিয়েছিলাম,' বলতে বলতে একটা দোমড়ানো কাগজ জামার ভেতর থেকে বের করে এগিয়ে দিল মড। তাতে লেখা :

'প্রিয়তমা,

মঙ্গলবার সূর্য ডোবার পরে সাগরবেলার সেই পুরোনো জায়গায়, এছাড়া বাইরে বেরোনোর সময় আমার নেই। — এফ. এম।'

'আজই সেই মঙ্গলবার,' বলল মড, 'আজই সন্ধ্যের পরে ওর কাছে যাব ভেবেছিলাম।'

'এটা তো ডাকে আসেনি,' কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'তাহলে কিভাবে পেলেন?'

'মিঃ হোমস,' দৃঢ়গলায় জবাব দিল মড, 'আপনার তদন্তের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই তাই আপনার এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। এছাড়া বাকি যে কোন প্রশ্নের জবাব আমি দেব।'

ম্যাকফার্সনের মৃত্যুর পেছনে কোনও পুরোনো শত্রুতার কারণ থাকতে পারে কিনা প্রশ্ন করলাম। মড জানাল সে যতদূর জানে ফিজরয়ের এমন কোনও গুপ্তশত্রু ছিল না যে সুযোগ পেয়ে তার মৃত্যু ঘটিয়েছে। মড জানাল, 'একসময় মিঃ মারডক আমাকে বিয়ে করার আশাতেই ছিলেন, কিন্তু ফিজরয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা জেনে উনি নিজেকে গুটিয়ে নেন।'

মডের জবাব শুনে নতুন করে সন্দেহ পড়ল মিঃ আয়ান মারডকের ওপর, লক্ষ্য করলাম হ্যারল্ডের মনেও একই প্রশ্ন জেগেছে। মারডকের রেকর্ড পরীক্ষা করতে, আর গোপনে তার ঘরে খানাতল্লাশি করতে সে আমায় সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দিল। জটিল সমস্যার সমাধানের একটা পথ হাতে এসেছে এই আশা মনে নিয়েই 'দ্য হ্যাভেন' থেকে বেরিয়ে দু'জনে ফেরার পথ ধরলাম।

একটা হপ্তা অর্থাৎ পুরো সাতটা দিন শুধু শুধু কাটল, পুলিশি তদন্তে কোনও লাভই হল না, উপরন্তু যথেষ্ট প্রমাণ দরকার বলে তদন্তপর্ব মুলতুবি ঘোষণা করা হল। হ্যারল্ড উদ্যোগী হয়ে খুব হুঁশিয়ার হয়ে আয়ান মারডকের ঘরগুলো খানাতল্লাশি করল কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না। আমিও বসে নেই; কখনও পায়ে হেঁটে ঘটনাস্থল আর তার আশেপাশে গিয়ে, কখনও বা বিভিন্ন কোণ থেকে পুরো ঘটনার আগাগোড়া বারবার খতিয়ে দেখলাম, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারলাম না। ওয়াটসনের লেখা আমার রহস্যকাহিনীর কোনটিতেই সমাধান করতে গিয়ে এমন বেগ আমায় আগে কখনও পেতে হয়নি। এর কিছুদিন পরে ঘটল আরেক ঘটনা — মৃত ফিজরয় ম্যাকফার্সনের পোষা কুকুরটি তার প্রভুর মতই রহস্যজনকভাবে মারা গেল। আমার আস্তানা যে দেখাশোনা করে একদিন সন্ধ্যের পরে সেই বলল, 'শুনেছেন মিঃ হোমস, মিঃ ম্যাকফার্সনের কুকুরটা মারা গেছে! মনিবের শোকেই বেচারি প্রাণ দিল।'

'কিভাবে মরল?'

'মনিব মারা যাবার পর গত এক হপ্তা বেচারা খাবারের একটা দানাও মুখে দেয়নি,' সে বলল, 'তারপর আজ 'গেবলস্'-এর দুই ভদ্রলোক সাগরবেলায় বেড়াতে গিয়ে ওর লাশ দেখতে পান। ওর মনিব মিঃ ম্যাকফার্সনের লাশ যেখানে পড়েছিল সেখানেই ওর লাশ পড়েছিল, একই জায়গায়।'

'একই জায়গায়,' কথাটা কেন জানি না কানে লাগল। তবে কি দুটো মৃত্যুর মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে এই প্রশ্ন দেখা দিল মনে। যদি কোনও পুরোনো শত্রুতাই ফিজরয় ম্যাকফার্সনের মৃত্যুর কারণ হয় তাহলে তার পোষা কুকুরকেও কি সেই একই প্রতিহিংসার বলি হতে হল, এই সম্ভাবনাও উঁকি দিল মনের কোণে। বসে থেকে সময় নষ্ট না করে তখনই তৈরি হয়ে এসে হাজির হলাম 'দ্য গেবলস-এ'। আমার অনুরোধে হ্যারল্ড কুকুরের মৃতদেহ যারা খুঁজে পেয়েছিল সেই দু'জন ছাত্র ব্লাউন্ট আর সাডবেরিকে ডেকে পাঠাল। আমার প্রশ্নের জবাবে তারা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, হ্রদের ঠিক গা ঘেঁষেই পড়েছিল ওর লাশ, যেন মনিবের কাছে যাবে বলেই বেচারা ঐখানে মৃত্যুবরণ করতে গিয়েছিল।'

হলঘরে মেঝের ওপর বিছানো মাদুরে শুইয়ে রাখা হয়েছে ম্যাকফার্সনের পোষা এয়ারডেল টেরিয়ার-এর ছোট মৃতদেহটি। সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট, দু'চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। যে প্রচণ্ড যন্ত্রণার ছাপ কুকুরের মৃতদেহের চাউনিতে ফুটে উঠেছে তা দেখেছিলাম এর মনিব ফিজরয় ম্যাকফার্সনের মৃতদেহের চোখেমুখেও।

হ্যারল্ডের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে বেরিয়ে এলাম 'দ্য গেবলস্' থেকে, পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালাম সাগরবেলায় খাড়া পাহাড়ের ঢালের নীচে তৈরি সেই হ্রদের কাছে। সূর্য অনেকক্ষণ আগে ডুবে গেছে, বিশাল ঢালু পাহাড়ের কালো ছায়া জলে পড়ে সীসার পাতের মত চকচক করছে। মাথার ওপর দুটো সমুদ্রের পাখি পাক খাচ্ছে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে, এছাড়া আশেপাশে প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই। হ্রদের ধারে যে পাথরের গায়ে ম্যাকফার্সনের শুকনো তোয়ালে পড়েছিল

পায়ে পায়ে সেখানে এসে দাঁড়াতে চাঁদের আলোয় চোখে পড়ল বালুর ওপর কুকুরের পায়ের ছাপ। কুকুরটা তাহলে মারা যাবার আগে সত্যিই এতদূর এসেছিল — তার প্রভু যেখানে মারা গিয়েছিল ঠিক সেই জায়গাটিতে! ম্যাকফার্সনের মৃত্যুর পেছনে মানুষের হাত থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তার কুকুরকেও কেন মরতে হবে একই আততায়ীর হাতে? উঁহু, এত সহজে এই সিদ্ধান্তকে সত্য বলে মেনে নিতে আমি রাজি নই; নিশ্চয়ই কোথাও কোনও ফাঁক আছে, আছে কোনও অসঙ্গতি যা বারবার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ সেই নির্জন মৃত্যুপুরীতে দাঁড়িয়ে গভীর চিন্তায় তন্ময় হলাম, রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার চারপাশে বালুকাবেলার ওপর ছিটিয়ে পড়া ছায়াগুলো গাঢ় হতে লাগল। পরপর যে দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ হাতড়ে বেড়াচ্ছি তা যে নাগালের মধ্যেই আছে তা আমি খুব ভালভাবেই জানি, কিন্তু চেষ্টা করেও তা ছুঁতে পারছি না। এ এক নিদারুণ দুঃস্বপ্নের পরিস্থিতি। অনেকক্ষণ একা ঐভাবে কাটিয়ে শেষকালে আমি ফেরার পথ ধরলাম।

আমার আস্তানায় একটা ছোট চিলেকোঠা আছে দুনিয়ার হরেকরকম গাদাগাদা বই-এ সেটা ভর্তি। ফিরে এসে পুরো এক ঘন্টা সেইসব বই ঘাঁটলাম। রূপোলি চকোলেট মলাটের একখানা বই বের করে ভেতরের একটা অধ্যায় খুঁটিয়ে পড়লাম। এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা আবছা মনে ছিল। ঘটনা বাস্তবে যা ঘটেছে তার সঙ্গে বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য খুব কমই আছে বলে মনে হল, তবু আমার অনুমান সত্যি কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত স্থির থাকতে পারছি না। পড়াশুনো শেষ করে যখন শুতে গেলাম তখন অনেক রাত, পরদিন কি হয় দেখার জন্য মনটা উৎসুক হয়ে রইল।

পরদিন সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে এক কাপ চা গলায় ঢেলে সাগরবেলায় যাব বলে তৈরি হচ্ছি ঠিক তখনই সাসেক্স থানা থেকে এসে হাজির হলেন ইন্সপেক্টর বার্ডল; শক্ত সমর্থ দেখতে হলেও তাঁর চোখদুটো নিস্তেজ। ভয়ানক দুশ্চিন্তায় পড়েছেন এইভাবে আমার পানে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আপনার প্রচুর অভিজ্ঞতা আর সুনামের কথা জানি বলেই এসেছি আজ, যদিও আপনার কাছে এসেছি একথা আমার ওপরওয়ালা জানেন না, ব্যাপারটা আপনার আর আমার মধ্যেই চাপা থাক।'

'কি বলতে চাইছেন?' প্রথমে দীপ্তিহীন চোখের চাউনি তারপর তাঁর ভণিতা শুনে চটে গেলাম, 'আমার কাছে কেন এসেছেন?'

'এই ম্যাকফার্সন কেসের ঝামেলা আর সইতে পারছি না, স্যর, এদিকে কেসের ফয়সালা এখনও হয়নি তাই ওপরওয়ালাও আমায় ছেড়ে কথা বলছেন না। আমি বলি কি, অনেক তো হল, মিছিমিছি আর সময় নষ্ট করে কি হবে, তার চেয়ে এইবেলা সন্দেহভাজন লোকটিকে গ্রেপ্তার করে বরং চালান দিই?'

'সন্দেহভাজন লোকটির নাম কি আয়ান মারডক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর, সে ছাড়া আর কারও নাম মাথাতেই আসছে না। সে ছাড়া আর কেই বা এমন কাজ করতে পারে?'

'ওঁর বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে আপনার হাতে?'

আমার প্রশ্নের জবাবে ইন্সপেক্টর বার্ডল যে যুক্তি খাড়া করলেন তা আমার মনেও আগে এসেছে। আয়ান মারডকের অমিশুক রহস্যময় স্বভাব, অতীতে ম্যাকফার্সনের কুকুরকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেওয়া, মড বেলামির সঙ্গে গোপনে মেলামেশা, এসব আগে আমিও ভেবেছি। কিন্তু মারডক যে চলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে দেখলাম ভদ্রলোক সে খোঁজ রাখেন না।

'যার বিরুদ্ধে এত গাদা গাদা প্রমাণ সে আমার হাত ফসকে একবার বেরিয়ে গেলে আমার হাল কি হবে একবার ভেবে দেখেছেন, মিঃ হোমস?' শান্ত গলায় জানতে চাইলেন অফিসার।

'আপনি জানেন না যে আয়ান মারডকের বিরুদ্ধে আপনার একটি প্রমাণেরও ভিত্তি নেই। এক, ম্যাকফার্সন মারা যাবার সময় উনি ছাত্রদের বীজগণিত শেখাচ্ছিলেন, ম্যাকফার্সন মারা যাবার অনেকক্ষণ পরে উনি ঘটনাস্থলে এসেছিলেন। দুই, ম্যাকফার্সনের মত শক্তিশালী মানুষকে একা চাবকে মেরে ফেলা আয়ান মারডকের পক্ষে সম্ভব নয়। তিন, যে হাতিয়ারের ঘায়ে ম্যাকফার্সন খুন হয়েছে এখনও পর্যন্ত তার হদিশ মেলেনি।

'খুব নরম চাবুক বা বেতের ঘায়ে চামড়ায় এমনই দাগ পড়তে পারে।'

'দাগগুলো আপনি নিজে চোখে দেখেছেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'শুধু আমি একা নই, মিঃ হোমস, ডাক্তারও দেখেছেন।'

'আমিও দেখেছি লেন্স দিয়ে খুঁটিয়ে, দাগগুলো ভারি অদ্ভুত।'

'অদ্ভুত বলতে কি বোঝাতে চান?'

আলমারির দেরাজ খুলে একটা বড় করা ফোটো তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, 'এই ধরনের কেসে আমি এইভাবে তদন্ত করি।'

'আপনি দেখছি সব তদন্ত খুঁটিয়ে সারেন, মিঃ হোমস,' ফোটোখানা দেখতে দেখতে বললেন ইন্সপেক্টর।

'না করলে আজ এ জায়গায় এসে পৌঁছোতাম না,' আমি বললাম, 'এবার ফোটোর দিকে তাকান, ডান কাঁধের ওপর চাবুকের গোল দাগটা ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখুন। অদ্ভুত কিছু চোখে পড়ছে?'

'আজ্ঞে না।'

'চাবকানোর ফলে পিঠে যে দাগ পড়েছে তা সব জায়গায় সমান নয়, রক্ত চোয়ানোর দাগও সব জায়গায় সমান নয়। এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে?'

'আমার জানা নেই, আপনি জানেন?'

'হয়ত জানি, হয়ত জানি না। তবে এখন যা বলছি, শীগগিরই তার চেয়ে আরও বেশি কিছু বলতে পারব এ আশা রাখি। এই দাগের কারণ একবার জানতে পারলেই আমরা অপরাধীকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাব।'

'অবাস্তব মনে হলেও বলছি, মিঃ হোমস, ধরুন একটা তারের জাল আগুনে তাতিয়ে কারও পিঠে চেপে ধরলে দুটো তার যেখানে মিলেছে সেখানে এমনই রক্ত চোয়ানো দাগ তৈরি হতে পারে, কি বলেন?'

'মাথা খাটিয়ে বেড়ে একখানা জিনিস খাড়া করেছেন দেখছি। তবে শুধু তারের জাল কেন, মজবুত গাঁটওয়ালা চাবুকের সম্ভাবনাও বাদ দেওয়া যায় না।'

'সাবাশ, মিঃ হোমস, মনে হচ্ছে এতক্ষণে আপনি আসল জায়গাটা ধরতে পেরেছেন।'

'দাঁড়ান, এখনই এত খুশি হবার মত কারণ ঘটেনি, লোহার জাল বা মজবুত গাঁটওয়ালা চাবুক ছাড়াও অন্য কোনও কারণে ঐ দাগ তৈরি হতে পারে, মিঃ বার্ডল। আপনার কেস এখনও কাঁচা, গ্রেপ্তার করার সময় এখনও আসেনি। তার ওপর, মারা যাবার আগে ম্যাকফার্সনের শেষ দুটো শব্দও বাতিল করা যাচ্ছে না — 'লায়নস মেইন।'

'তাই কি, নাকি উনি আয়ান বলতে চাইছিলেন?'

কি বলতে চাইছেন বুঝেছি, এ নিয়ে আমিও মাথা ঘামিয়েছি। কিন্তু আয়ান নয়, আমি নিশ্চিত যে ম্যাকফার্সন 'মেইন' শব্দটা উচ্চারণ করেছিলেন।'

'আপনার হাতে কি আর কিছু নেই, মিঃ হোমস?'

'হয়ত আছে। কিন্তু আলোচনা করার মত আরও জোরালো কিছু যতক্ষণ না পাচ্ছি ততক্ষণ তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না।'

'সেটা কতক্ষণে হাতে আসবে?'

'ঘন্টাখানেক অথবা তার চেয়ে কম সময়।'

থুতনি চুলকে ইন্সপেক্টর বার্ডল সন্দিগ্ধ চাউনি মেলে বললেন, 'যদি একবার আপনার মনের ভেতর উঁকি দিতে পারতাম, মিঃ হোমস! আপনি হয়ত জেলে নৌকোগুলোর কথা ভাবছেন?' 'না, মশাই, অতদূরে যাবার দরকার হবে না।'

'তাহলে হয়ত টম বেলামি আর ওর ছেলে উইলিয়ামকে সন্দেহ করছেন? যতদূর জানি ওরা ম্যাকফার্সনের ওপর আদৌ সদয় ছিল না। এমন কাজ কি ওদের পক্ষে করা সম্ভব।'

'না, না; আমি আগে তৈরি হয়ে নিই, তার আগে আমায় নিয়ে আর এমনই টানাহ্যাঁচড়া করবেন না,' হেসে বললাম, 'আচ্ছা, ইন্সপেক্টর, আপনি আর আমি দু'জনেই ব্যস্ত লোক, করার মত অনেক কাজ আমাদের দু'জনেরই হাতে জমে আছে। দরকার থাকলে আপনি বরং দুপুর নাগাদ আসুন —'

আমার কথা শেষ হবার আগেই বাইরে থেকে টেনে দরজা খোলার আওয়াজ হল, পায়ের আওয়াজও কানে এল। পর মুহূর্তে যে লোকটি টলতে টলতে ভেতরে ঢুকল তাকে এই মুহূর্তে দেখব বলে আশা করিনি — আয়ান মারডক। চোখেমুখে ফুটে উঠেছে অসহ্য যন্ত্রণার ছাপ, ভাল করে দাঁড়াতে পারছে না, সামনে যা পাচ্ছে তাই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে। আয়ান একা নয়, তার পেছন পেছন ভেতরে ঢুকল হ্যারল্ড স্ট্যাকহার্স্ট, 'দ্য গেবলস্' কোচিং-এর মালিক, মাথায় টুপি নেই, উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে সে।

'ব্র্যাণ্ডি! দোহাই, আমায় একটু ব্র্যাণ্ডি দিন, মিঃ হোমস!' কোনওমতে এইটুকু বলে যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে সোফায় এলিয়ে পড়ল মারডক।

'হ্যাঁ, ওকে একটু ব্র্যাণ্ডি দিন,' পেছন থেকে বলে উঠল হ্যারল্ড, 'বেচারা দম নিতে পারছে না, এখানে আসবার পথে দু'বার বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল, অনেক কষ্টে ধরে ধরে নিয়ে এসেছি!'

আধ কাপ ব্র্যাণ্ডি পেটে পড়তে উঠে বসল আয়ান মারডক, কোটটা গা থেকে এক টানে খুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'তেল! আফিম, মরফিয়া, ঈশ্বরের দোহাই যা পান আমায় দিন, এই সাংঘাতিক যন্ত্রণা আর সইতে পারছি না!'

কোট খুলতেই ইন্সপেক্টর বার্ডল আর আমার চোখ কপালে উঠল, আয়ান মারডকের খোলা পিঠ জুড়ে এলোপাথাড়ি চাবুকের দগদগে বীভৎস দাগ, যে দাগ এর আগে একবারই দেখেছি ফিজরয় ম্যাকফার্সনের মৃতদেহের পিঠে। হুবহু সেইরকম, তেমনই এককেটা দাগ থেকে রক্ত চোঁয়াচ্ছে।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে মারডকের দম পরপর কয়েকবার আটকে গেল, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেল, অনেক করে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে হৃদযন্ত্র চালু রাখল সে। সোফায় ঠেশ দিয়ে বসিয়ে তার মুখে আবার ব্র্যাণ্ডি ঢাললাম, সেই সঙ্গে তুলোয় স্যালাড অয়েল মাখিয়ে বুলিয়ে দিলাম পিঠের ক্ষতস্থানে। এইভাবে খানিকক্ষণ কাটতে তার গোঙানি থেমে গেল, বুঝলাম যন্ত্রণা কমে আসছে। শেষকালে ক্লান্ত শরীরে অর্ধচৈতন্য অবস্থায় এলিয়ে পড়ল সে। এই অবস্থায় প্রশ্নোত্তর চালানো সম্ভব নয়, তাই আয়ানকে ছেড়ে হ্যারল্ডকে প্রশ্ন করলাম, 'ওকে কোথায় খুঁজে পেলেন?'

'সাগরবেলায় জলের ধারে ম্যাকফার্সনের মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল ঠিক সেইখানে,' হ্যারল্ড জবাব দিল, 'ভাগ্য ভাল ম্যাকফার্সনের মত হার্ট কমজোরী নয়, নয়ত আসার পথেই দম আটকে মারা পড়ত। গেবলস-এ যেতে দেরি হবে, এদিকে ব্র্যাণ্ডি না খাওয়ালে ও চলতে পারবে না; এমন সময় আপনার কথা মাথায় এল, তাই দেরি না করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।'

'কি অবস্থায় ওকে পেলেন, খুলে বলুন, হ্যারল্ড।'

'বলছি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল হ্যারল্ড, 'পাহাড়ের ওপর পায়চারি করছি এমন সময় নীচে থেকে ভেসে এল ওর চিৎকার। পা চালিয়ে নীচে নেমে দেখি ও হ্রদে জলের ধারে মাতালের মত গড়াচ্ছে। খালি গা দেখে বুঝলাম সাঁতার কাটছিল। পিঠময় এই চাবুকের দাগ তখনই চোখে পড়ল। ম্যাকফার্সনের কথা মনে পড়তে হুঁশিয়ার হলাম। কোনমতে জল থেকে তুলে ওকে জামাকাপড় পরিয়ে এতদূর নিয়ে এলাম। মিঃ হোমস, ঈশ্বরের দোহাই, যেভাবে হোক এ জায়গার ওপর যে শাপ লেগেছে তা যত শীগগির পারেন দূর করুন। এ তো সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। দুনিয়াজোড়া এত নামডাক আপনার, অন্তত এটুকু আমাদের মুখ চেয়ে করতে পারবেন না?'

'মনে হয় পারব, হ্যারল্ড, আয়ান বিশ্রাম নিক, আমায় নিয়ে চলুন ওখানে! ইন্সপেক্টর, আপনিও চলুন। খুনিকে গ্রেপ্তার করে আপনার হাতে তুলে দিতে পারি কিনা দেখি।

হাউসকিপারের দায়িত্বে মারডককে রেখে তিনজনে তখনই ছুটে এলাম সাগরবেলায়। পাথরের ওপর মারডকের ছেড়ে রাখা তোয়ালে আর জামাকাপড় চোখে পড়ল। কিছুদূর এগোতেই এক জায়গায় চোখে পড়ল স্বচ্ছ জলের নীচে পড়ে আছে এক তাল শুকনো হলদে জটার মত শিকড়, দেখেই সঙ্গীদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলাম, চেঁচিয়ে বললাম, 'হ্যারল্ড, ইন্সপেক্টর, এই সেই খুনি, যার আসল নাম সায়ানিয়া ক্যাপিলাটা, হুবহু সিংহের কেশরের মত দেখতে, ম্যাকফার্সন আর তার পোষা কুকুর খুন হয়েছে একই হাতে, এরই হাতে আজ মরতে মরতে বেঁচে গেছে আয়ান মারডক যাকে সবাই সন্দেহ করেছিল খুনি বলে! আসুন, এবার আমরা ও দফা নিকেশ করি!' কাছেই একটা বড় পাথর আমার চোখে পড়েছে, পাহাড় থেকে যে অংশটা ঝুঁকে পড়েছে তার ওপর একটা পেল্লায় পাথর পড়ে আছে আগেই দেখেছি। তিনজনে ঠেলতে ঠেলতে পাথরটা তাক করে ফেললাম জলের নীচে তালগোল পাকানো সেই হলদে জটার ওপর। পাথরের নীচে চাপা পড়তেই খানিকটা তেলতেলে ফেনা উঠে খানিকটা জল রাঙিয়ে দিল, জটার শুঁড়গুলো কাঁপতে কাঁপতে একসময় স্থির হয়ে গেল।

'ব্যাপার কি, মিঃ হোমস?' জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর বার্ডল, 'আমি তো এই এলাকারই লোক, কত স্নান করেছি এখানকার জলে, কিন্তু সাসেক্সে এ জিনিস তো আগে চোখে পড়েনি।'

'ঠিকই বলেছেন,' আমি জবাব দিলাম, 'এ জিনিস এখানকার নয়, যতদূর মনে হচ্ছে হালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে যে ঝড় এসেছিল তাতেই বহুদূর থেকে ওটা এসে জুটেছিল। আমার বাড়িতে দু'জনেই আসুন, একটা বই আপনাদের দেখাব যার লেখক এই ভয়ানক জীবের হাতে মারডকের মতই আক্রান্ত হয়েছিলেন। সমুদ্রের নীচে কত ভয়ানক জীব ঘুরে বেড়ায় তার বিবরণ আছে সে বইয়ে।'

ফিরে এসে আয়ান মারডককে আগের চাইতে অনেক সুস্থ দেখলাম, সে সোফায় উঠে বসেছে, যদিও তার চোখের চাউনিতে আচ্ছন্নভাব এখনও কিছুটা রয়ে গেছে। কি হয়েছিল তা সে নিজেই জানে না, সাঁতার কাটতে কাটতে একসময় অনুভব করেছিল অনেকগুলো গরম লোহার শিক কে যেন তার পিঠে গেঁথে দিয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণায় তখন সে চেঁচিয়ে ওঠে, সেই চিৎকার শুনে হ্যারল্ড এসে তাকে কোনমতে টেনে তোলে জল থেকে।

হ্যারল্ড আর ইন্সপেক্টর বার্ডলকে নিয়ে এলাম চিলেকোঠায়, সেই বইখানা বের করে বললাম, 'এই বইখানা হাতে আসার ফলেই সাগরবেলার রহস্যময় মৃত্যুর আঁধারে আলোকপাত ঘটেছে; বইটির নাম 'আউট অফ ডোরস,' লিখেছেন বিখ্যাত প্রকৃতি পর্যবেক্ষক জেজি উড। জলে নেমে উড নিজেই এই রাক্ষুসে প্রাণীর খপ্পরে পড়ে শেষ হতে বসেছিলেন, রেহাই পাবার পর মানুষকে হুঁশিয়ার করার কথা ভেবে এই প্রাণীর কথা লিখে যান। তাঁর নিজের ভাষায়, কেউটে সাপের বিষেয় যন্ত্রণা এই সায়ানিয়া ক্যাপিলাটার কামড়ের তুলনায় কিছুই নয়। ওঁর নিজের বর্ণনা পড়ে শোনাচ্ছি, কান খাড়া করে শুনুন।'

'জলে স্নান করতে নেমে বা সাঁতার কাটতে নেমে সিংহের কেশরের মত হলদে একগোছা জটা চোখে পড়লে হুঁশিয়ার; সাগরজলের এই প্রাণীটির নাম সায়ানিয়া ক্যাপিলাটা, সিংহের কেশরের জটা বলে যা মনে হয় তা ঐ প্রাণীর হুল, যার ছোঁয়া চামড়ায় লাগলে চাবকানোর মত দাগ পড়ে, যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অনেকে মারাও যায়।'

মিঃ উড এরপর নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, কেন্ট উপকূলে সাঁতার দেবার সময় হঠাৎ দেখেন আন্দাজ পঞ্চাশ ফিট দূরে ঐরকম একতাল সায়ানিয়া ক্যাপিলাটা হুল ছুঁড়ছে যা এমনিতে চোখে পড়ছে না। পঞ্চাশ ফিট তফাতে থেকেও মিঃ উড রেহাই পাননি, মরতে মরতে কোনওমতে বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি। গায়ের চামড়ার ছোঁয়া লাগলে কিছু না, কিন্তু তাঁর আঘাত লেগেছিল বুকে, কলজেতে বুলেট বেঁধার মত যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন তিনি।

'গোড়ায় কলজের ধুকপুকুনি থেমে যায়, তারপর উত্তেজিত হয়ে ছ'সাতবার একনাগাড়ে বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার মত খুব জোরে জোরে লাফায়। হ্রদে না নেমে উনি সাঁতার দিচ্ছিলেন অশান্ত বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে, জল থেকে বেঁচে ফিরে আসার পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে চিনতে কষ্ট হচ্ছিল, যন্ত্রণায় তাঁর মুখের চামড়া এমন তুবড়ে গিয়েছিল। পুরো একবোতল ব্র্যান্ডি গলায় ঢালার পরে সেবারের মত সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। নিন, ইন্সপেক্টর বার্ডল, সাগরজলের সেই ভয়ানক দুশমন আর তার হুলের যন্ত্রণার কথা এই বইয়ে বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে, এই বইখানা আপনার কাছেই রাখুন, তদন্তের কাজে লাগবে।'

'যাক, এর ফলে আমিও সন্দেহের দায় থেকে মুক্ত হলাম,' ত্যারছা চোখে তাকিয়ে হাসল আয়ান মারডক, 'মিঃ হোমস, ইন্সপেক্টর বার্ডল আমাকে সন্দেহ করেছিলেন বলে আপনাদের কারও ওপর আমার রাগ নেই; সহযোগী বন্ধুকে খুন করার মিথ্যে অভিযোগে গ্রেপ্তার হবার আগে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পেরে খুব হালকা লাগছে।'

'না, মিঃ মারডেক,' বলল হোমস, 'আপনাকে আমি কখনোই সন্দেহের তালিকায় রাখিনি, আসল অপরাধীর পিছু আমি আগেই নিয়েছিলাম কারণ কতকগুলো প্রশ্ন আমার মনে উঁকি দিয়েছিল। তবে আজ আরও সকালে আমি রওনা হলে আপনাকে ঐ দুষমণের হাতে পড়তে দিতাম না। আপনি যে পুরোপুরি নির্দোষ তা আমি আগেই জেনেছিলাম, মিঃ মারডক!'

'কি করে জেনেছিলেন, মিঃ হোমস?'

'গোয়েন্দাগিরি শুরু করার বহু আগে থেকেই দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি পড়াশুনো করেছি। মিঃ ফিজরয় ম্যাকফার্সন শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে 'লায়নস মেইন' নামে একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন। শব্দটা মাথায় গেঁথে গিয়েছিল, বারবার মনে হচ্ছিল এই একই শব্দ আমি আগে কোথাও পড়েছি কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। জলের মধ্যে ঐ শয়তানকে দেখার পরই সিংহের কেশরের সঙ্গে তার তুলনা মাথায় এসেছিল।'

'তাই জলে নামতে হুঁশিয়ার করেছিলেন, কিন্তু আর পারছি না, এবার আমি আবার ফিরে যাচ্ছি 'গেবলস'-এ!'

আয়ানকে করমর্দন করতে হাত বাড়িয়ে দিল হ্যারল্ড, 'যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি তো মাফ করো।' হাতে হাত রেখে বেরিয়ে গেল দু'জনে।

দশ

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য রিটায়ার্ড কালারম্যান

'যে বুড়োটা খানিক আগে বেরিয়ে গেল তাকে লক্ষ্য করেছো?' জানতে চাইল হোমস, মনমরা দার্শনিকের মত শোনাল তার গলা।

'খুব ভালভাবে দেখেছি।'

'কেমন মনে হল লোকটাকে?'

'বাইরে থেকে তো মনে হল মন ভীষণ ভেঙ্গে পড়েছে, যেন বেঁচে থাকার কোনও অর্থই আর খুঁজে পাচ্ছে না। লোকটা কি তোমার মক্কেল?'

'একদিক থেকে মক্কেল বলা যায় বটে, আসলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডই ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। আসল রোগ ধরতে না পারলে ডাক্তার যেমন রুগিকে বড় ডাক্তারের কাছে পাঠায় তেমনই।'

'কেসটা কি?'

'লোকটার নাম জোশিয়া অ্যামবার্লি,' একটা ময়লা ভিজিটিং কার্ড দেখাল হোমস, 'ব্রিকফল অ্যাণ্ড অ্যামবার্লি কোম্পানির নাম নিশ্চয়ই শুনেছো যারা ছবি আঁকার রং আর অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরি করে। এই বুড়ো জোশিয়া সেখানকার জুনিয়ার পার্টনার। এই জোশিয়া টাকাকড়ি যা গুছোনোর গুছিয়ে একষট্টি বছর বয়সে অবসর নিয়েছে কারবার থেকে, সালটা ছিল ১৯২৬। একটা বাড়ি কিনলেন লিউইসহ্যামে, স্থির করলেন বাকি জীবন নিশ্চিন্তে কাটাবেন। কিন্তু সেই যে কথায় বলে, নিজের অশান্তি মানুষ নিজেই ডেকে আনে, সেই অবধারিত সত্য মেনে আচমকা জোশিয়া ১৮৯৭-এ এমন এক যুবতীকে বিয়ে করে বসলেন যে বয়সে তাঁর চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট। ফোটো দেখে বুঝলাম বৌটি ছিল ডানাকাটা রূপসী। তা শেষ পর্যন্ত অবসর জীবন শান্তিতে কাটানো হল না, বিয়ের বছর দুয়েক কাটতে না কাটতে রূপসী বৌটি অন্যের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন।'

'সে কি! কার সঙ্গে পালালেন ওঁর স্ত্রী?'

'বলছি, মন দিয়ে শোন। দাবা খেলে সময় কাটানো বুড়ো জোশিয়া অ্যামবার্লির বহুদিনের নেশা। লিউইসহ্যামে ওঁর বাড়ির কাছে রে আর্নেস্ট নামে এক কমবয়সী ডাক্তার থাকতেন, ভদ্রলোক ভাল দাবা খেলতেন। দাবা খেলার সুবাদে প্রতিবেশী অ্যামবার্লির বাড়িতে ওঁর যাতায়াত শুরু হল।

অল্প সময়ের মধ্যে বুড়োর রূপসী যুবতী বৌয়ের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল। গত হপ্তায় বুড়োর বৌ আর ডঃ আর্নেস্ট, দু'জনেই আচমকা উধাও হয়েছে, কোথায় গেছে এখনও জানা যায়নি। বাড়ি ছেড়ে পালাবার আগে কচি বৌটা বুড়ো সোয়ামির সারা জীবনের জমানো টাকার বেশ কিছুটা আর দলিলের বাক্স নিয়ে গেছে। বৌকে ফিরিয়ে আনতে হবে, সেই সঙ্গে উদ্ধার করতে হবে খোয়ানো টাকাকড়ি আর দলিলপত্র।'

'তা তুমি কি করবে?'

'মুশকিল হল ওয়াটসন, আমি জানি ঘটনা যেখানে ঘটেছে সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আর সাক্ষ্যপ্রমাণ ছড়ানো আছে আশেপাশে। আমাকে ওর বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য বুড়ো জোশিয়া খুব চাপাচাপি করছিল। কিন্তু তুমি তো জানো, মিশরের ঐ দুই খ্রিষ্টান মোড়লের কেস নিয়ে আমি কেমন চাপের মধ্যে আছি, এর ফয়সালা না করে আমি কোথাও যেতে পারব না। জোশিয়াকে আমার অসুবিধার কথা বললাম, মনে হল বুঝেছেন, বললেন আমি নিজে যেতে না পারলে যদি নির্ভরযোগ্য কাউকে পাঠাই তাহলেও হবে। তুমি আমার হয়ে একবার ঘুরে আসবে ওখান থেকে?'

'একশোবার যাব, হোমস,' আমি বললাম, 'তবে আমায় দিয়ে তদন্তের কাজ কতটা এগোবে বলতে পারছি না।'

গ্রীষ্মকাল চলছে তাই বিকেলের দিকে ট্রেনে চেপে লিউইসহ্যামে পাড়ি দিলাম। হোমসের মতে এ নেহাৎই এক সাধারণ কেস। কিন্তু এই সাধারণ কেসই যে হপ্তাখানেকের মধ্যে লণ্ডনের বাসিন্দাদের মুখে মুখে রটার মত রূপ নেবে, রওনা হবার আগেও তা আঁচ করতে পারিনি।

লিউইসহ্যাম থেকে লণ্ডনে ফিরতে রাত হল, বেকার স্ট্রিটের আস্তানায় পৌঁছে হোমসকে তদন্তের রিপোর্ট দিলাম। বেজায় পলকা রোগা শরীর চেয়ারে এলিয়ে আধবোঁজা চোখে পাইপ টানছে হোমস, কড়া তামাকের ধোঁয়া পাইপের নলচের মুখ থেকে গোলাকারে উঠে ছড়িয়ে পড়ছে

ঘরময়। গোড়ায় ধরে নিয়েছিলাম পাইপ টানতে টানতে হোমস হয়ত ঝিমুচ্ছে, কিন্তু আমার মুখ থেকে বিবরণ শোনার ফাঁকে ধূসর উজ্জ্বল দু'চোখ তুলে সরু তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ চাউনি হেনে প্রশ্ন করতেই বুঝলাম আধবোঁজা চোখে তামাক টানলেও তার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় সজাগ আছে।

'জোশিয়া অ্যামবার্লি ওঁর বাড়ির নাম রেখেছেন 'দ্য হ্যাভেন,' আমি বললাম, 'একপাশে অন্তবিহীন টানা ইঁটবাধানো পথ যা শেষ হয়েছে অসীমে, আর একপাশে শহরতলীর বিশাল সড়ক ছুটতে ছুটতে যে বড্ড শ্রান্ত, ক্লান্ত। ঠিক এসবের মাঝখানে সেকেলে আমলের শিল্প সংস্কৃতির যাবতীয় সম্ভার আর আরামের উপকরণ নিয়ে যেন মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে এই বাড়িটি, চারপাশে তার সবুজ শ্যাওলামাখা রোদে পোড়া ইঁটের পাঁচিল, পাঁচিলের দিকে চোখ পড়লে -'

'গদ্য থামাও, ওয়াটসন,' চাপা গলায় ধমকে উঠল হোমস, 'ওটা একটা উঁচু ইঁটের পাঁচিল তা বুঝতে আমার বাকি নেই।'

'ঠিক তাই। পথে একজন অচেনা লোক সিগারেট খাচ্ছিল, একবার জিজ্ঞেস করতেই বাড়িটা কোনদিকে পড়বে দেখিয়ে দিল। পরে আরও একবার লোকটার সঙ্গে দেখা হল, তাই মনে হল এই কেসের সঙ্গে ও হয়ত জড়িত, হয়ত আড়াল থেকে আমার পিছু নিয়েছিল। লোকটা বেজায় ঢ্যাঙ্গা, গায়ের রং কালচে, গোঁফ দেখে মনে হল আগে মিলিটারিতে চাকরি করত।'

'ওর কথা বাদ দাও, জোশিয়া অ্যামবার্লির সঙ্গে কোথায় দেখা হল, বল।'

'আমি সবে ফটক খুলে ভেতরে ঢুকেছি এমন সময় চোখে পড়ল মিঃ অ্যামবার্লি বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসলেন। সকালে পাশ থেকে দেখেই অদ্ভুত জীব মনে হয়েছিল, এখন বিকেলের আলোয় মুখোমুখি দেখে কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল।'

'এটা আমারও চোখে পড়েছে,' বলল হোমস, 'তবু তোমার নিজের মত কি জানতে চাইছিলাম, যাক, আর কি চোখে পড়ল?'

'ভারি বোঝা বইলে যেমন হয় লোকটার পিঠ তেমনই বেঁকে গেছে, তাই বলে ওকে দুর্বল ভাবলে ভুল করা হবে, কারণ তার কাঁধ আর বুক দুটোই দৈত্যের মত বিশাল অথচ তার শরীরখানা তাঁতের টেকোর মত বেজায় সরু। বাঁ পায়ের জুতোয় ভাঁজ পড়েছে, কিন্তু ডান পায়েরটা নরম।'

'আমার চোখে পড়েনি।'

'তোমার চোখে পড়ার কথাও নয়, বুড়োর বাঁ পা নকল আমার চোখে ঠিক ধরা পড়েছে। যাক, তারপর বলো, বুড়ো কি বলল?'

'বলল আমি আজ পথে বসেছি, বৌ আমায় ভিখিরি বানিয়ে দিয়ে গেছে, আমার বাড়িতে মিঃ হোমস আসবেন এমনটা আশা করাই আমার পক্ষে অন্যায়। অনেকক্ষণ ধরে বুড়ো কানের কাছে এই একই ঘ্যানঘ্যান করে গেল। শুনে অনেক করে বোঝালাম। বললাম, যা ভাবছেন তা নয়, মিঃ হোমস এখন ভীষণ কাজের চাপের মধ্যে আছে সেকথা তো সকালে নিজে মুখেই বললেন। তখন বুড়ো বলল, তা অবশ্য ঠিক। তবে ক্রাইমও তো একজাতের আর্ট, যে ক্রাইম আমার বৌ প্রতিবেশী ডাক্তারের সঙ্গে করে গেল এখানে এলে উনি হয়ত তার মধ্যে মাথা খাটানোর মত কিছু মালমশলা পেতেন। মানুষের জন্য যতই করুন না কেন ডঃ ওয়াটসন, তার মনের নাগাল আপনি কখনও পাবেন না। আমার বৌয়ের কথাই ধরুন, কোন্ সাধটা তার সাধ্যমত পূরণ করতে বাকি রেখেছিলাম? আর ডাক্তার আর্ণেস্ট, গোড়া থেকেই তাকে নিজের ছেলের মত দেখতাম। তার কি প্রতিদান ওরা দিল একবার ভেবে দেখুন!'

'বাড়ির ভেতরটা কেমন দেখলে?'

'নামেই দ্য হ্যাভেন, কিন্তু ভেতরে কোথাও ছিরিছাঁদ নেই। ঠিকমতন দেখাশুনোর অভাবে বিস্তর আগাছা আর ঝোপ গজিয়েছে বাগানে, সেটা এখন জঙ্গলের চেহারা নিয়েছে। শুধু ঐ বুড়োর ঘরপালানো যুবতী বৌ কেন, কোনও সুরুচিসম্পন্ন মহিলার পক্ষেই এমন বিশ্রি পরিস্থিতিতে

দিন কাটানো সম্ভব নয়। মজার ব্যাপার হল, বৌ পালানোর পরেই হয়ত এ ব্যাপারটা বুড়ো জোশিয়ার মাথায় ঢুকেছে তাই দেখলাম ব্রাশ দিয়ে বাড়ির ভেতরের সব জানালা দরজায় সবুজ রং লাগাচ্ছে, সবুজ রং ভর্তি একটা বড় গামলাও দেখলাম হলঘরে পড়ে আছে।'

'বাড়িতে কাজের লোক ক'জন?'

'দিনরাতের কাজের লোক কাউকে চোখে পড়েনি, শুনলাম একজন ঠিকে কাজের মেয়ে রোজ সকালে আসে, সারাদিন থেকে কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ চলে যায়।'

'বৌ যেদিন পালায় সেদিন বুড়ো কোথায় ছিল বলেছে তোমায়?'

'বলেছে বইকি, ঐদিনই হে মার্কেট থিয়েটার বৌকে নিয়ে দেখতে যাবেন বলে জোশিয়া আপার সার্কেলে দুটো টিকেট আগাম কিনেছিল; উদ্দেশ্য বৌকে খুশি করা, বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক শেষ মুহূর্তে বৌ মাথাধরার অজুহাতে থিয়েটারে যায়নি, বুড়ো একাই গিয়েছিল। বৌয়ের জন্য কেনা টিকেটটা এখনও আছে ওর কাছে, আমায় দেখাল।'

'বাঃ, দারুণ কাজ করেছো দেখছি ওয়াটসন,' বলল হোমস, 'তোমার কথায় সত্যিই আমার কৌতূহল বাড়ছে! তা বৌয়ের জন্য কেনা থিয়েটারের টিকেটের নম্বরটা দেখেছিলে?'

'তা আর দেখিনি? ওটা ছিল একত্রিশ। স্কুলে আমার নিজের রোল নম্বর একত্রিশ ছিল কিনা, তাই নম্বরটা কানে গেঁথে ছিল। বি রো-এর টিকেট।'

'তাহলে ওয়াটসন, জোশিয়া বুড়োর নিজের সিট নম্বর ছিল হয় ত্রিশ, নয়ত বত্রিশ।'

'তাই হওয়া উচিত,' আমি সায় দিলাম।

'বুড়ো আর কি বলল তোমায়?

'প্যানপ্যানানি শেষ করে আমায় নিয়ে গেলেন স্ট্রং রুমে। হুবহু ব্যাংকের স্ট্রং রুমের মত, দরজা জানালাও মজবুত লোহার। ওঁর নিজের ভাষায় সিঁধেল চোরেরা যাতে স্ট্রংরুম ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকতে না পারে তাই এত হুঁশিয়ারি। কিন্তু এত করেও কোনও লাভ হল না, কারণ বুড়ো জোশিয়া জানালেন ওঁর স্ত্রী বাড়িতে থাকাকালীন স্ট্রংরুমে ঢোকার জোড়া চাবি যেভাবেই হোক যোগাড় করেছিলেন তাই দিয়ে কর্তার অজান্তে ভেতরে ঢোকেন এবং নগদে ও সিকিউরিটিজের দলিল মিলিয়ে মোট সাত হাজার পাউণ্ড হাতিয়ে পালিয়ে যান নাগরের সঙ্গে।

'সিকিউরিটিজ হাতিয়ে নিয়ে তো লাভ হবে না।' বলল হোমস, 'ওগুলো তো বিক্রি করা যাবে না।'

'জোশিয়া অ্যামবার্লি নিজেও সে কথা বললেন, বললেন খোয়ানো জিনিসের তালিকা পুলিশকে দিয়েছেন। ঘটনার দিন মাঝরাত নাগাদ জোশিয়া থিয়েটার থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন বাড়ির ফটক আর ভেতরের সব দরজা জানালা খোলা। স্ট্রংরুমের লোহার দরজা হাট করে খোলা, ভেতরে যেন ঝড় বয়ে গেছে। জমানো টাকাকড়ি, সিকিউরিটির দলিলপত্র সব উধাও। নাগরকে নিয়ে সংসার ছেড়ে পালাবার আগে দয়া করে বুড়ো পতিদেবতার নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে যাবার দরকারও মনে করেনি তার বৌ। মিঃ অ্যামবার্লি দেরি না করে তখনই পুলিশে খবর দেন।'

'খানিক আগে তুমি বললে উনি বাড়ির ভেতরে রং করছিলেন,' কয়েক মিনিট কি ভেবে প্রশ্ন করল হোমস, 'ঠিক কোন জায়গাটা মনে আছে?'

'প্যাসেজ, অবশ্য স্ট্রংরুমের দরজা জানালা আর অন্যান্য কাঠের অংশ তার আগেই ওঁর রং করা হয়ে গিয়েছিল।'

'ওয়াটসন,' হঠাৎই গম্ভীর হয়ে উঠল হোমসের গলা, 'এমন পরিস্থিতিতে বাড়ির ভেতরের কিছু জায়গায় রং করার ব্যাপারটা তোমার চোখে অস্বাভাবিক ঠেকল না?'

'হয়ত প্রশ্নটা আমার মনে জেগেছে উনি আঁচ করেছিলেন, হোমস, তাই আমি কিছু বলার আগে নিজে থেকেই বললেন যে মন ভেঙ্গে গেলে যে কোনও একটা কাজে নিজেকে ব্যস্ত না

রাখলে তাঁর মত এক অসহায় মানুষ টিকবেন কি করে। কিন্তু এ হল খ্যাপাটে লোকের যুক্তি। উনি নিজেও যে খ্যাপাটে তাতে সন্দেহ নেই, আমর সামনেই বৌয়ের একখানা ফোটো রাগের মাথায় ছিঁড়ে কুটি কুটি করে বললেন, জীবনে এ মুখ যেন আর আমায় দেখতে না হয়।'

'হুঁম, আর কি দেখলে?'

'একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। ব্ল্যাকহিদ স্টেশনে এসে ফেরার ট্রেন ধরলাম। ট্রেন ছাড়তেই যে লোকটা একলাফে পাশের কামরায় উঠল পলকের জন্য তার মুখটা চোখে পড়তে ভীষণ চমকে গেলাম— এ সেই লোক যার কাছে জোশিয়া অ্যামবার্লির বাড়ি দ্য হ্যাভেন কোন দিকে পড়বে জানতে চেয়েছিলাম। পরে লণ্ডন ব্রিজ স্টেশনেও এক লহমার জন্য আবার তাকে চোখে পড়ল। লোকটা যেই হোক, সে যে আমারই পিছু নিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।'

'ঠিক ঠিক! তা ওয়াটসন, লোকটা বেজায় ঢ্যাঙ্গা, গায়ের রং কালো, নাকের নীচে মিলিটারি গোঁফ আর চোখে ধূসর সানগ্লাস ছিল তাই তো?'

'হোমস, তুমি নিশ্চয়ই জাদু জানো, তাই এতদূরে বসে না দেখেও তার চেহারার হুবহু বর্ণনা দিলে। সানগ্লাসের কথা আমি একবারও বলিনি, অথচ তোমার চোখে ঠিকই ধরা পড়েছে।'

'আর তার গলার টাই-এ একটা ম্যাসানিক টাই পিনও ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই ছিল, কিন্তু তুমি জানলে কি করে?'

'প্রিয় বন্ধু ওয়াটসন, ব্যাপারটা খুবই সহজ। কিন্তু ওসব থাক, কাজের কথায় এসো। শোন, গোড়ায় ভেবেছিলাম এটা এক খুবই সাধারণ কেস, কিন্তু এখন দেখছি পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো হয়ে উঠছে। যেসব খবর তুমি জোগাড় করে এনেছো তাদের প্রত্যেকটিতে কিছু না কিছু যোগসূত্র লুকিয়ে আছে। অবশ্য পাশাপাশি এও বলব যে একটু মাথা খাটালে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর তোমার হাতে আসত, কিন্তু অনেক ব্যাপার তোমার চোখে পড়েনি।'

'উদাহরণ দিয়ে দেখাও শুধু মুখের কথা মানতে রাজি নই।'

'আমায় ভুল বুঝো না, ওয়াটসন, তোমায় আঘাত দেওয়ার সাধ আমার নেই। মানতেই হবে যেভাবে প্রাথমিক তদন্ত তুমি করে এসছে অনেকেই তা করে উঠতে পারত না। তবু কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তোমার নজর এড়িয়ে গেছে, যেমন — বুড়ো জোশিয়া অ্যামবার্লি আর তার বৌ সম্পর্কে আশপাশের বাসিন্দারা কি বলে; যার সঙ্গে বৌ পালিয়েছে সেই ডাক্তার আর্নেস্ট সম্পর্কেও কি মনোভাব পোষণ করে তারা? লোকটার স্বভাবচরিত্র কি সত্যিই খারাপ? পোষ্ট অফিসে যে মেয়েটি কাজ করে অথবা গ্রামের মুদির বৌ, চেষ্টা করলেই ওরা তোমার এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিত। কিন্তু এই সহজভাবে এগোনোর পদ্ধতিটা তোমার মাথাতেই আসেনি।'

'মাথায় আসেনি কি হয়েছে,' আমি বললাম, 'ওটা তো আজও সেরে ফেলা যায়!'

'বন্ধুবর, ওটা ইতিমধ্যেই সারা হয়ে গেছে,' আত্মপ্রসাদের সুর ফুটল হোমসের গলায়, 'এ ঘরে বসে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড আর টেলিফোনের সাহায্যে তা আমি সেরে ফেলেছি। খোঁজ নিয়ে দেখলাম বুড়ো জোশিয়া ঠিকই বলেছে— পাড়াপড়শি সবার চোখেই ও এক হাড়কঞ্জুস লোক যে তার বৌকে সবসময় দাবিয়ে রাখে এমনকি সুযোগ পেলে তার গায়ে হাত তুলতেও পেছুপা হয়না। বুড়োর বাড়ির যে স্ট্রংরুমের কথা শুনিয়েছো তাতেও ভুল নেই, সবাই জানে প্রচুর টাকাকড়ি আছে সেখানে। ডাক্তার আর্নেস্ট লোকটাও তেমনই, জোশিয়া বুড়োর বাড়িতে এসে ওর সঙ্গে দাবা খেলতে বসত, আবার ফাঁক পেলে মন জয় করার খেলা খেলত তার যুবতী বৌয়ের সঙ্গে। এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে, কারও কিছু বলার নেই — কিন্তু তাহলেও কোথায় এমন একটা জট পাকিয়েছে চোখে দেখা না গেলেও যাকে অস্বীকার করতে পারছি না।'

'তা সেই জট কি, সেটা আছে কোথায়?'

'এমন হতে পারে যে আমি যা সন্দেহ করছি সেটা আসলে আমার কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। যাক গে, ওয়াটসন, এই কেস নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমার মাথা জাম হয়ে গেছে। এখন ওসব রাখো।'

পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে হোমসকে চোখে পড়ল না, খাবার টেবিলে পাউরুটির গুঁড়ো আর সেদ্ধ ডিমের খোলা পড়ে থাকতে দেখে আঁচ করলাম ঐ সামান্য জলখাবার খেয়ে হোমস খুব সকালে কোনও কাজে বেরিয়েছে। টেবিলের ওপর একটা ভাঁজ করা কাগজও পড়েছিল। তুলে দেখি আমায় লেখা হোমসের চিঠি, তাতে লেখা—

'প্রিয় ওয়াটসন,

জোশিয়া অ্যামবার্লির কেস নিয়ে আর এগোব, না এখানেই ছেড়ে দেব তা ওর সঙ্গে দেখা করে কতগুলো পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করেই স্থির করব। দুপুর তিনটে নাগাদ তোমায় দরকার হতে পারে, কাজেই তৈরি থেকো।

— এস. এইচ'

সারাদিনে হোমসের দেখা পেলাম না। ঠিক তিনটে নাগাদ বাড়ি ফিরল সে — গম্ভীর মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। হাবভাব আনমনা। একসময় আমি কিছুটা তফাতেই থাকি, কথা বলে তার ধ্যান ভাঙাই না।

'জোশিয়া অ্যামবার্লি আসেনি এখনও?' জানতে চাইল হোমস।

'না।'

'এক্ষুনি এলেন বলে।' হোমসের ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে দেরি হল না, সত্যিই খানিক বাদে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন বুড়ো অ্যামবার্লির চোখমুখ দেখেই বুঝলাম ভেতরে ভেতরে তিনি দারুণ উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ভুগছেন।

'এই টেলিগ্রামটা আমার নামে এসেছে, মিঃ হোমস,' হোমসের হাতে একটা টেলিগ্রাম এগিয়ে দিয়ে বলল অ্যামবার্লি, 'কি লিখেছে কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না। কাগজটা হাতে নিয়ে জোরে জোরে পড়ল হোমস।

'দেরি না করে এক্ষুণি আসুন। হালে আপনার যে লোকসান হয়েছে সেই ব্যাপারে দামি খবর দিতে পারব।' — এলম্যান। গ্রামের পাদ্রি ভবন।

'লিটল পার্লিংটন থেকে দুপুর দুটো দশে এটা পাঠানো হয়েছে,' টেলিগ্রামখানা উল্টে পাল্টে দেখে হোমস বলল, 'লিটল পার্লিংটন হল এসেক্সে। আমি যতদূর জানি, জায়গাটা ফ্রিন্টন থেকে বেশি দূরে নয়। আপনি দেরি করবেন না, মিঃ অ্যামবার্লি, যখন গ্রামের পাদ্রির কাছ থেকে এসেছে তখন এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে মানতেই হবে। ক্রকফোর্ডখানা গেল কোথায়? পেয়েছি এই তো — জে. সি. এলম্যান, এম. এ. লিটন পার্লিংটন। ওয়াটসন, টাইম টেবিলে দ্যাখো ওখানে যাবার ট্রেন কটায় আছে?'

'লিভারপুল স্ট্রিট থেকে বিকেল পাঁচটা পঁচিশে একটা ছাড়ে,' টাইম টেবিল দেখে বললাম।

'খুব ভাল ওয়াটসন, ওঁর হয়ত সাহায্য বা উপদেশ দরকার হবে, তাই তুমিও যাও ওঁর সঙ্গে। বেশ বুঝতে পারছি এই ব্যাপারে এতদিনে আমরা একটা সংকটজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি।' কিন্তু টেলিগ্রাম নিয়ে যিনি এতদূর ছুটে এসেছেন সেই জোশিয়া অ্যামবার্লি রওনা হবার কোনও হাবভাব না দেখিয়ে ঠায় বসে রইল।

'আমার কথা শুনুন, মিঃ হোমস,' বুড়ো অ্যামবার্লি বলল, 'এই টেলিগ্রামের ব্যাপারটা যেমন খাপছাড়া তেমনই অদ্ভুত, আমার কি লোকসান হয়েছে তা উনি জানবেন কি করে? মাঝখান থেকে সময় আর এককাড়ি টাকা নষ্ট হবে।'

'এটা আপনি ঠিক বললেন না, মিঃ অ্যামবার্লি,' বলল হোমস, 'কিছু না জানলে খামোখা উনি আপনাকে টেলিগ্রাম করতে যাবেন কেন? পাল্টা টেলিগ্রাম করে জানান আপনি এক্ষুনি আসছেন।'

'ওখানে গিয়ে আমার কোনও লাভ হবে না,' বলল জোশিয়া অ্যামবার্লি।

'এত গুরুত্বপূর্ণ একটা যোগসূত্র হাতে পেয়েও যদি আপনি চুপ করে বসে থাকনে মিঃ অ্যামবার্লি, তাহলে শুধু আমি নই, পুলিশও ধরে নেবে এ কেসের সমাধানে পৌঁছানোর কোনও ইচ্ছেই আপনার নেই,' গম্ভীর গলায় বলল হোমস। সেই গলা শুনে ঘাবড়ে গেল অ্যামবার্লি, আমতা আমতা করে বলল, 'না, না, মিঃ হোমস, আপনি দয়া করে আমায় ভুল বুঝবেন না। আপনি যদি ব্যাপারটা এভাবে নেন তাহলে আমি অবশ্যই যাব সেখানে—'

'আমি ঠিক সেভাবেই নিচ্ছি,' জোর দিয়ে এটুকু বলেই থেমে গেল হোমস। অতঃপর আমরা দু'জন রওনা হলাম। ঘর ছেড়ে বেরোবার আগে আমায় আড়ালে ডেকে হোমস গলা নামিয়ে বলল,'বুড়োর ওপর নজর রেখো, ও যেন সত্যিই সেখানে যায় তা দেখো। মাঝপথে পালিয়ে গেলে বা ফিরে এলে এক্সচেঞ্জ থেকে টেলিফোন করে শুধু আমায় জানাবে যে ব্যাটা পালিয়েছে।'

লিটল পার্লিংটনের পাদ্রিসাহেব তাঁর স্টাডিতে আমাদের বসতে বললেন, টেলিগ্রামে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, 'আপনাদের বোধ হয় ভুল হয়েছে, জোশিয়া অ্যামবার্লি নামে কাউকে আমি চিনিনা, তাছাড়া এ টেলিগ্রাম আমি পাঠাইনি।'

'তাহলে অন্য কোনও পাদ্রি হয়ত পাঠিয়ে থাকবেন,' আমি বললাম।

'তাই বা কি করে হয়,' পাদ্রিসাহেব দাড়ি নেড়ে বললে, 'এই গ্রামে আর কোন পাদ্রিভবন নেই, জেসি এলম্যান নামেও দ্বিতীয় কোনও পাদ্রি নেই। আমার সন্দেহ হচ্ছে কেউ জোচ্চুরি করে এই টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে। আপনারা পুলিশে খবর দিন, এ নিয়ে আমি আর কথা বাড়াতে চাই না।'

অবাক হয়ে দু'জনেই বাইরে বেরিয়ে এলাম, টেলিফোনে হোমসকে সব জানাতে সেও অবাক হল, পর মুহূর্তে স্বভাব সিদ্ধ রসিকতার সুরে বলে উঠল, 'কিন্তু ওয়াটসন, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি লণ্ডনে ফেরার আজ রাতে আর কোনও ট্রেন নেই। বুড়ো অ্যামবার্লিকে নিয়ে আজকের রাতটা একটু কষ্ট করে গ্রামের সরাইখানায় কাটিয়ে দাও' বলে হাসতে হাসতে হোমস লাইন ছেড়ে দিল।

পড়শিরা অ্যামবার্লিকে কেন হাড়কঞ্জুস বলে তার প্রমাণ সেদিনই হাতে হাতে পেলাম। ট্রেনে থার্ড ক্লাসের বদলে উঁচু শ্রেণীতে চেপে খামোখা পয়সা নষ্ট, তারপর হোটেলের বিল নিয়ে প্যান প্যান করে রাত কাটাল সে। পরদিন সকালে ট্রেনে চেপে আমরা লণ্ডনে এলাম, বুড়ো অ্যামবার্লির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলাম বেকার স্ট্রিটের আস্তানায়। কিন্তু হোমসকে পেলাম না, হাতের কাছে আমাকে লেখা তার একটা চিঠি শুধু পেলাম। তাতে লেখা সে লিউইসহ্যামে জোশিয়া অ্যামবার্লির বাড়িতে যাচ্ছে। ওখানে গেলেই দেখা হবে তার সঙ্গে। দেরি না করে তখনই দু'জনে এসে হাজির হলাম লিউইসহ্যামে। অ্যামবার্লির বাড়িতে হোমসের সঙ্গে দেখা হল সেই সঙ্গে এমন আরেকজনকে দেখলাম যাকে দেখব বলে আশা করিনি — সেই লম্বা তাগড়াই চেহারার কালো গুঁফো লোকটা যার চোখে ধূসর কাঁচের সানগ্লাস, আর বড় একখানা ম্যাসানিক পিন টাইয়ের সঙ্গে আঁটা। এই লোকটাই ট্রেনে লণ্ডন পর্যন্ত আমার পিছু নিয়েছিল।

'মিঃ অ্যামবার্লি,' লোকটিকে ইশারায় দেখাল হোমস, 'ইনি আমার বন্ধু, মিঃ বার্কার। আপনার কেস-এর ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে ইনিও তদন্ত করছেন, যদিও আমরা দুজনেই আলাদাভাবে কাজ করছি। তবে ঠিক এই মুহূর্তে উনি আর আমি দু'জনে একই প্রশ্ন করব আপনাকে। মিঃ অ্যামবার্লির চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন বিপদের আশংকা করছেন, মুখের কিছু পেশি থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। ঐ অবস্থাতেই বললে, 'প্রশ্নটা কি, মিঃ হোমস?'

'প্রশ্ন একটাই তা হল, আপনার বৌ আর ডঃ আর্নেস্টকে খুন করার পরে তাঁদের লাশ দুটোর কি গতি করলেন?

ফাঁদে পড়া বুনো হিংস্র জানোয়ারের মত কানফাটানো চিৎকার করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন জোশিয়া অ্যামবার্লি, হাড়সর্বস্ব রোগা রোগা আঙ্গুলে বাতাস খামচে ধরে আবার বসে

পড়লেন, একবার তাঁর মুখখানা হিংস্র পাখির মত দেখাল, প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য বলিরেখা আর ভাঁজ পাল্টাতে পাল্টাতে এখন তাঁকে মূর্তিমান শয়তানের মত, নরকের দানবিক শক্তি যার দেহ দখল করেছে। চেয়ারে আচমকা বসেই ঠেলে ওঠা কাশি আটকানোর প্রয়াসে হাত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরতে গেলেন। কিছু একটা আঁচ করে হোমস তখনই বাঘের মত লাফিয়ে উঠে তাঁর গলা সজোরে চেপে এক ঝাঁকুনি দিয়ে মুখখানা চেপে ধরল মেঝেতে; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের ভেতর থেকে একটা সাদা বড়ি গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

'উঁহু ওভাবে না,' পা দিয়ে বড়িটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হোমস বলল,'চাইলেই কি নিজের জীবন শেষ করা যায়, জোশিয়া অ্যামবার্লি, তোমার বাঁচা মরার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার দায় আদালতের, এ দায়িত্ব তারাই সুষ্ঠুভাবে পালন করবে। আপনি কি বলেন বার্কার?'

'গাড়ি নিয়ে এসেছি, দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছে,' বললেন মিঃ বার্কার।

'চলুন দুজনে হাত লাগিয়ে একে থানায় জমা করে আসি,' বলতে বলতে অ্যামবার্লির দিকে এগোল হোমস, 'আমি আধঘন্টার মধ্যে ফিরে আসছি। ওয়াটসন, তুমি এখানেই অপেক্ষা করো।'

মিঃ বার্কার আর হোমস দুজনে টানতে টানতে বুড়ো জোশিয়া অ্যামবার্লিকে গাড়িতে তুলল। আধঘন্টা বাদে চৌখস চেহারার এক ছোকরা পুলিশ ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল হোমস। তাঁর কথা থেকে বুঝলাম বুড়ো জোশিয়াকে থানা কর্তৃপক্ষ হাজতে পুরেছেন, মিঃ বার্কার এখন সেখানে বসে এই কেসের ব্যাপারে কথা বলছেন নানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

'তোমার হয়ত জানা নেই ওয়াটসন যে মিঃ বার্কারও আমারই মতন এক বেসরকারি গোয়েন্দা,'পুলিশ ইন্সপেক্টরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল হোমস, 'সারে উপকূলে উনি আমার পয়লা নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই লম্বা, কালচে গুঁফো একটা লোক তোমার পিছু নিয়েছে শুনেই তার চেহারার সঠিক বর্ণনা দিয়েছিলাম। বার্কার একসময় অনেক ভাল ভাল কেসের সমাধান করেছেন। তাই না, ম্যাকিনন?'

'আপনার চোখে 'সমাধান' হলেও উনি সে সব কেসে যা করেছেন আমার চোখে তা নিছক নাক গলানো। রাসভারি গলায় বললে ইন্সপেক্টর ম্যাকিনন।

'যাক, এ বাড়িতে খানাতল্লাশির ব্যবস্থা করেছেন?'

'তিনজন কনস্টেবল সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসছে' বললেন ইন্সপেক্টর ম্যাকিনন।

'এবার তাহলে লাশ দুটোরও হদিশ পাবেন,' বলল হোমস, 'বাগানের মাটি নয়ত মাটির নীচের ভাঁড়ার ঘরের মেঝে খুঁড়লে লাশ দুটোর হদিশ পেতে পারেন। বাড়ির ভেতরে কোনও পুরোনো কুয়ো চোখে পড়লে সেখানেও পেতে পারেন।'

'কিন্তু এই সম্ভাবনার কথা আপনার মাথায় এল কি করে,' জানতে চাইলেন ম্যাকিনন, 'বুড়ো দু দুটো খুন করলই বা কি করে?'

'খুন দুটো ও কিভাবে করল আগে আমি সেটাই বোঝাব, ম্যাকিনন,' হোমস বলল, 'আগেই বলে রাখছি যে আর সব হাড়কঞ্জুসের মতই জোশিয়া অ্যামবার্লি নিজেও বৌয়ের চাইতে জমানো টাকাকড়িকেই বেশি ভালবাসত। হাড়কঞ্জুসরা ভীষণ হিংসুটে হয়, অ্যামবার্লিও তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বৌয়ের আমি কোন দোষ দেখছি না, টাকা পয়সাই স্বামীর প্রাণের সবচেয়ে প্রিয় জানার পরেই উনি প্রতিবেশী ডাক্তারের প্রতি আসক্ত হন, যে কোন বিবাহিত নারীর পক্ষে যা খুবই স্বাভাবিক। ব্যাপারটা টের পেয়েই অ্যামবার্লির মনে জ্বলে ওঠে হিংসের আগুন, বৌ আর তার প্রেমিক দুজনকেই সে খুন করার মতলব আঁটে। কিভাবে মতলব হাঁসিল করেছিল তাই এবার দেখাব, আপনি আসুন আমার সঙ্গে।'

অ্যামবার্লির বাড়ির ভেতরে স্ট্রংরুমের সামনে হোমস ইন্সপেক্টর ম্যাকিনন আর আমায় নিয়ে এল। খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছে রং-এর তীব্র গন্ধ।

'ওফ্!' ইন্সপেক্টর ম্যাকিনন নাক কুঁচকে বললেন, 'রং-এর গন্ধে যে গা গুলিয়ে উঠছে, মিঃ হোমস।'

'এই রং-এর গন্ধই হল রহস্য সমাধানের প্রথম সূত্র,' বলল হোমস, 'অবশ্য এজন্য ধন্যবাদ দিন ডঃ ওয়াটসনকে , যদিও গন্ধ পাবার পরেও তার কারণ কি হতে পারে উনি আন্দাজ করতে পারেননি। আমি কিন্তু ওঁর মুখ থেকে এই কড়া গন্ধের কথা শুনেই ব্যাপার কি হতে পারে অনুমান করেছিলাম। মশাই, যার বৌ টাকাকড়ি দলিলপত্র হাতিয়ে অন্যের হাত ধরে পালিয়েছে সে ঠাণ্ডামাথায় ঘরদোর রং করছে কেন? নিশ্চয়ই অন্য কোনও গন্ধ ঢাকতে যা বাইরে ছড়ালে সন্দেহ দেখা দিতে পারে পড়শিদের মনে। ওয়াটসনের মুখ থেকেই শুনলাম বাড়ির ভেতরে একটা স্ট্রংরুম আছে যার সবকটা দরজা জানালা লোহার, ভেতরে বাতাস গলে না। এবার পাশাপাশি এই দুটো সূত্র সাজালে কি পাবেন? যা পাবেন আমি নিজে বাড়িটা পরীক্ষা করেই সেই প্রশ্নের জবাব পেয়েছি। ডঃ ওয়াটসন আমায় আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র এনে দিয়েছিলেন—থিয়েটারের একটা ছেঁড়া টিকেট; আমি নিজে সেরাতের বক্স অফিস চার্ট দেখে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে আপার সার্কেলের বি রো-এর ত্রিশ আর বত্রিশ দুটো সিটই সে রাতে খালি ছিল, অর্থাৎ অ্যামবার্লি মিছে কথা বলেছে, সে রাতে ও আদৌ থিয়েটার দেখতে যায়নি; অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে টিকিটটা ডঃ ওয়াটসনকে দেখানোই হয়েছিল তার সব চাইতে বড় ভুল। তখনই স্থির করলাম অ্যামবার্লিকে কিছুক্ষণ দূরে সরিয়ে রেখে ওর বাড়িতে ঢুকে সব পরীক্ষা করতে হবে। লিটল পার্লিংটন গ্রামের পাদ্রীর নাম দিয়ে অ্যামবার্লিকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালাম। জায়গাটা এত দূরে যে রাতের মধ্যে লণ্ডনে ফেরা যায় না, ডঃ ওয়াটসনের সঙ্গে অ্যামবার্লিকে প্রায় জোর করেই সেখানে পাঠালাম।'

'সাবাশ,' হোমসের বুদ্ধির তারিফ করলেন ইন্সপেক্টর ম্যাকিনন, 'আপনার প্রতিভার তুলনা হয় না।'

'অ্যামবার্লিকে এভাবে কায়দা করে দূরে সরিয়ে ওর বাড়িতে ঢুকলাম, হোমস বলল, 'সিঁদেল চোরদের পেশায় নামলে নামডাক হত এ বিশ্বাস আমার আছে। যাক, বাড়িতে ঢুকে খুঁজতে খুঁজতে যা পেলাম দেখুন — এই যে গ্যাসের পাইপ দেখছেন এটা ঢুকেছে স্ট্রংরুমে, পাইপের খোলা মুখটা আছে কড়িকাঠের গা ঘেঁষে। এই স্ট্রংরুমের ভেতর কেউ থাকলে বা কাউকে ঢোকানোর পরে বাইরের পাইপ দিয়ে ভেতরে প্রচণ্ড মারাত্মক গ্যাস চালান করা যায়। দরজা জানালা বন্ধ থাকলে ঘরের ভেতরে যেই থাকুক সে দুমিনিটের মধ্যে মারা যাবে। বৌ আর তার প্রেমিককে এই ঘরে ঢুকিয়ে অ্যামবার্লি ঐভাবে তাদের খুন করেছে। এমন সাংঘাতিক পরিকল্পনা কিভাবে ওর মাথায় এল তা বলতে পারব না।'

'আমাদের একজন অফিসার বৌ পালানোর খবর পেয়ে প্রাথমিক তদন্তে এসেছিলেন,' ইন্সপেক্টর ম্যাকিনন বললেন, 'উনি বাড়ির ভেতরে গ্যাসের গন্ধ পেয়েছেন বলে রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন, অবশ্য রং-এর গন্ধের উল্লেখও ছিল তাতে। বৌ নিখোঁজ হবার আগের দিন থেকে বুড়ো রং-এর কাজে হাত দিয়েছিল। তারপর কি হল শোনান, মিঃ হোমস।'

'এরপর ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা,' বলল হোমস 'পরদিন ভোর হবার আগে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বেরোতে যাব এমন সময় ভেতর থেকে কে যেন আমার কলার চেপে ধরে গর্জে উঠল, 'হতভাগা এবার পালাবি কোথায়?' মুখ তুলে দেখি আমার বন্ধুতুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ বার্কার। শুনলাম ডঃ আর্নেস্ট নিরুদ্দেশ হবার পর তাঁর বাড়ির লোকেরাই ওঁকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছে। এই বাড়িতেই যা কিছু ঘটেছে এমন ধারণা ওঁর মনেও দানা বেঁধেছিল। তাই উনি কিছুদিন ধরে নজর রাখছিলেন। ডঃ ওয়াটসনের পিছু উনিই নিয়েছিলেন। এরপর আমরা দু'জনে একসঙ্গে তদন্ত শুরু করি। এই দেখুন, ইন্সপেক্টর, এখানে দেওয়ালের গায়ে বেগুনি পেনসিলে লেখা 'আমরা

আমরা'— তার মানে দাঁড়ায় ওঁরা লিখতে চেয়েছিলেন আমরা খুন হচ্ছি, কিন্তু পুরোটা লেখার আগেই দুজনে জ্ঞান হারান। মনে হয় লাশ দুটো পেলে তাদের একজনের পকেটে বেগুনি পেনসিলও পাবেন।'

'আমাদের খানাতল্লাশিতে কোনও ত্রুটি হবে না এটুকু আশ্বাস দিতে পারি, মিঃ হোমস। প্রশ্ন হল, তাহলে উধাও দলিলপত্রগুলো গেল কোথায়? ডাকাতি বা লুঠ হয়নি তা তো দেখাই যাচ্ছে। বুড়োর নামে যে শেয়ারের দলিলপত্র সত্যিই ছিল তা আমরা যাচাই করে দেখে নিশ্চিত হয়েছি।'

'এতবড় ধড়িবাজ যে সে কি ওগুলো হাতছাড়া করবে,' বলল হোমস, 'আমার ধারণা বুড়ো ওগুলো কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। বৌ পালানোর ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়লে নিজেই ওগুলো বের করে বলত, ভাঙ্গাতে পারেনি তাই বৌ আর তার প্রেমিক ওগুলো ডাকে ফেরত পাঠিয়েছে অথবা অন্য কোনও গপ্পো শোনাত।'

'আপনাকে তো প্রচুর দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে, মিঃ হোমস।' ম্যাকিনন বললেন,'কিন্তু মতলব হাঁসিল করার পরে ও আপনার কাছে মক্কেল সেজে কেন গেল বুঝতে পারছি না।'

'পড়শিদের বোঝানো যে শুধু পুলিশ নয়, শার্লক হোমসের কাছেও সাহায্য চাইতে গেছে।'

কয়েকদিন বাদে নর্থসারে অবজার্ভার কাগজে 'দ্যা হ্যাভেন নৃশংসতা' শিরোনামায় জোশিয়া অ্যামবার্লির যুবতী বৌ আর তার ডাক্তার প্রেমিকের খুনের খবর ফলাও করে বেরোল যার শেষের দিকে বড় হরফে 'বুদ্ধিদীপ্ত পুলিশী তদন্ত'-এর উল্লেখও করা হল। গ্যাসের সাহায্যে দু'দুটো জলজ্যান্ত মানুষকে খুন করার এই ভয়ানক জটিল চক্রান্ত কিভাবে পুলিশ ইন্সপেক্টর ম্যাকিনন একা মাথা খাটিয়ে সমাধান করেছেন এবং কুকুরের থাকার জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে নিখোঁজ দুই নারীপুরুষের লাশ খুঁজে পেয়ে পুলিশ বাহিনীর গৌরব বাড়িয়েছেন তাও উল্লেখ করা হয়েছে।'

'ম্যাকিনন লোক ভাল, ওয়াটসন, খবর আদ্যোপান্ত পড়ে হাসল হোমস, 'কেসটা তোমার খাতায় লিখে রাখতে ভুলো না। আসল বাহাদুরি কার তা একদিন সবাই ঠিকই জানবে।'

এগার

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ভেইলড্ লজার

আমার বন্ধু শার্লক হোমসের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার কথা আগে বহু কাহিনীতে উল্লেখ করেছি তাই সে সম্পর্কে নতুন কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। এও তেমনই এক কেস যেখানে অপরিহার্য কারণেই স্থান কাল পাত্রের পরিচয় সামান্য বদলে দিচ্ছি; এছাড়া ঘটনা যেমনটি ঘটেছিল হুবহু তেমনটি তুলে ধরলাম।

১৮৯৬-এর গোড়ার দিকের একটি দিন — সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে চলেছে এমনই সময় হোমসের চিঠি পেলাম, তক্ষুণি দেখা করতে বলেছে, এও লিখেছে যে আমাকে খুব দরকার। সব ফেলে রেখে তখনই ছুটে গেলাম বেকার স্ট্রিটের আস্তানায়, ওপরে উঠে দেখি তামাকের ধোঁয়ায় ঘরের ভেতরে ভর দুপুরেই আঁধার ছেয়ে এসেছে। নিজের জায়গায় চেয়ারে বসে পাইপ টানছে হোমস, উল্টোদিকের চেয়ারে মুখোমুখি বসে গোলগাল দেখতে এক ভদ্রমহিলা। বাড়িওয়ালি বলে মনে হলেও যার চেহারায় ফুটে উঠেছে মাতৃত্বসুলভ ভাব।

'বোস, ওয়াটসন,' বলে ইশারায় তাঁকে দেখাল হোমস, 'ইনি মিসেস মেরিলো, থাকেন সাউথ ব্রিক্সটনে। এক দারুণ কাহিনী ইনি আমায় শোনাতে চান যা শুনলে তোমার কৌতূহল শুধু বাড়বে তাই নয়, আজও অজানার অন্ধকারে রয়ে গেছে এমন অনেক কিছুই উদঘাটিত হতে পারে। এই কাহিনী তোমার কাজে লাগতে পারে ভেবেই এই ভরদুপুরে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। তার

আগে বলে রাখছি তামাক খাবার বদভ্যাস যদি তোমার এখনও বজায় থাকে তো এইবেলা ধরিয়ে নাও, মিসেস মেরিলো ওতে আপত্তি করবেন না।'

'যদি আমার করার মত কিছু থাকে অবশ্যই করব।'

'ভাল কথা, মিসেস মেরিলো,' হোমস বলল,'মিসেস রোণ্ডারকে জানাবেন যে একজন সাক্ষি সঙ্গে নিয়ে যাব ওঁর কাছে। আমরা যাবার আগেই এটা ওঁকে বলে রাখবেন।'

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। মিঃ হোমস,' মহিলা বললেন 'ও আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে গির্জাশুদ্ধ সবাইকে নিয়ে গেলেও কিছু বলবে না। আবারও বলছি, আপনি যাবেন শুনলে বেচারি সত্যিই ভীষণ খুশি হবে।'

'খুব ভাল কথা। মিসেস মেরিলো, তাহলে ঐ কথাই রইল — এখান থেকে বেরিয়ে ডঃ ওয়াটসনকে নিয়ে আমি বিকেলের মধ্যেই চলে আসছি আপনার ওখানে। তার আগে পরিস্থিতি কি ডঃ ওয়াটসনের জানা দরকার। মিসেস ব্রিক্সটন, আপনি আমায় যা বলেছেন তার সারমর্ম হল সাতবছর আগে মিসেস রোণ্ডার আপনার বাড়ির একটি ঘর ভাড়া নিয়েছেন, কিন্তু উনি সবসময় ঘোমটার আড়ালে নিজের মুখ ঢেকে রাখেন; সাত বছরের মধ্যে মাত্র একবারই আপনি ওঁর মুখ দেখতে পেয়েছেন, তাই না?'

'ঠিক তাই, মিঃ হোমস, তবে ও মুখ না দেখলেই বোধ হয় ভাল করতাম।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে কোনও কারণে সাংঘাতিক ক্ষতবিক্ষত হবার দরুন মিসেস রোণ্ডারের মুখ এত বীভৎস আকার নিয়েছে যে একবার দেখেই ভীষণ ভয় পেয়েছেন আপনি, এই তো?'

'মিঃ হোমস, বীভৎস বললে কিছুই বলা হয় না; আসলে আমি যা একবার দেখেছি তাকে মুখ বলা চলে না। আমাদের গোয়ালা সে মুখ দেখে এমন চমকে উঠেছিল যে তার হাতের বালতি উল্টে সব দুধ বাগানে পড়ে গিয়েছিল। তবেই বুঝুন সে মুখ কি সাংঘাতিক বীভৎস হতে পারে। পলকের জন্য আমারও চোখে পড়েছিল—আমি তখনই আসব উনি বুঝতে পারেননি। সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটায় মুখ ঢেকে বলেছিলেন, 'মিসেস মেরিলো, এবার দেখলেন তো কেন মুখ ঢেকে রাখি?'

'মিসেস রোণ্ডারের অতীত সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'কিছুই জানিনা।'

'ঘর ভাড়া নেবার সময় কোথা থেকে এসেছেন, কি হয়েছিল, কে খবর দিয়েছে এসব কিছু বলেননি?'

'না, মিঃ হোমস, তবে উনি আমায় নগদ টাকা প্রচুর দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনমাসের আগাম ভাড়া দিয়েছিলেন, সব শর্তও মেনে নিয়েছিলেন। আমি গরীব মেয়েমানুষ, ঘরভাড়ার টাকায় সংসার চালাই। এমন ভাল ভাড়াটে পেলে কি করে ফিরিয়ে দিই, বলুন।'

'আপনার বাড়ি পছন্দ হবার কোনও সঙ্গত কারণ উনি দেখিয়েছিলেন?'

'আমার বাড়িটা বড় রাস্তা থেকে অনেকটা ভেতরে তাই ওঁর পছন্দ হয়েছিল, মিঃ হোমস, মিসেস রোণ্ডার তখন বলেছিলেন হৈ হট্টগোল থেকে দূরে থাকতে চান এবং এজন্য টাকা খরচ করতে রাজি তাও বলেছিলেন আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

'মিসেস রোণ্ডারের মুখের এই দশা কেন হল তা জানতে চান, মিসেস ব্রিক্সটন?'

'না, মিঃ হোমস, ভাড়াটে যতক্ষণ টাকা দিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ তাকে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কোনরকম ঝামেলার মধ্যে নেই এমন শান্তশিষ্ট ভাড়াটে পাব কোথায়?'

'তাহলে এতদিন পরে আজই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?'

'মিসেস রোণ্ডারের শরীর দিনদিন ভেঙ্গে পড়ছে, মিঃ হোমস, স্বাস্থ্য যাচ্ছে খারাপ হয়ে। শুধু শরীর নয়, ওঁর মনের অবস্থাও আমার ভাল ঠেকছে না, মানসিক স্থিতি হারিয়ে ফেলেছেন, প্রায়

রোজ রাতেই ঘুমের ভেতর খুন! খুন! বলে এমন চেঁচামেচি শুরু করেন যে আমারও ঘুম ভেঙ্গে যায়। ওঁর গলায় সেই ভয়ানক চিৎকার একবার কানে গেলে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করি। কানে আসে মিসেস রোণ্ডার ঘুমের মধ্যে চেঁচাচ্ছেন 'হারামজাদা জানোয়ার, রাক্ষস, দানো কাঁহিকা। শরম হয়না তোমার?' রাতের পর রাত এরকম ঘটছে, ক'দিন আর না ঘুমিয়ে রাত কাটানো যায় আপনিই বলুন। শেষকালে আজ সকালে আমিই যেচে ওঁকে বললাম, 'মিসেস রোণ্ডার, বেশ বুঝতে পারছি আপনি মানসিক অশান্তিতে ভুগছেন, পুলিশ না পাদ্রি কাকে খবর দেব বলুন?' উনি শুনে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ভগবানের দোহাই পুলিশের নাম নেবেন না, আর পাদ্রি ডেকেই কি লাভ। আমার জীবনে যা ঘটে গেছে পাদ্রি তা ফিরিয়ে দিতে পারবে না! তবে মৃত্যুর আগে সব কথা কাউকে খুলে বলতে পারলে মনটা হাল্কা হত।' তখন আপনার কথা মনে এল, বললাম, 'গোয়েন্দা মিঃ শার্লক হোমসকে খবর দিই?' 'দিন, মিসেস রোণ্ডার বললেন, 'আমার কথা শোনাব, আমার অবস্থা বোঝার উনিই হলেন একমাত্র উপযুক্ত লোক। ওঁকে এখানে নিয়ে আসুন, মিসেস মেরিলো, আসতে না চাইলে বলবেন বুনো জানোয়ারের খেলা দেখিয়ে যে নাম করেছিল সেই আব্বাস পারভার বৌ আমি। কাগজে নামটা লিখে দিলেন, আব্বাস পারভা।'

'কথা দিচ্ছি মিসেস মেরিলো,' হোমসের গলায় আশ্বাসের সুর, 'ডঃ ওয়াটসনের সঙ্গে লাঞ্চ পর্যন্ত কিছুক্ষণ কথা বলব, লাঞ্চ সেরে বিকেল তিনটে নাগাদ আমরা যাব ব্রিক্সটনে।'

মিসেস মেরিলো বিদায় নেবার পরে গাদাগাদা পুরোনো বই আর খাতাপত্র নিয়ে ঘাঁটতে বসল হোমস, খানিক বাদে মুখ তুলে বলল, 'যাক যা খুঁজছিলাম পেয়েছি, মিসেস রোণ্ডারের কেসের কথা বলছি। পড়ে শোনাচ্ছি, মন দিয়ে শোন। আব্বাস পারভি ট্র্যাজিডি মনে আছে?'

'না।'

'কিন্তু ঐ সময় তুমিও ছিলে আমার সঙ্গে। যাক, সংক্ষেপে বলছি, এ সেই সময়কার কথা যখন সার্কাস জগতের খেলোয়াড় বলতে মানুষ ওম্বওয়েল আর স্যাঙ্গারকেই চিনত; এদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আব্বাস পারভা, কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানের দরুন আব্বাসের সুনাম নষ্ট হয়েছিল। ট্র্যাজেডি ঘটার সময় সার্কাসের অবস্থাও গিয়েছিল পড়ে। সার্কাস দলটা পায়ে হেঁটে উইম্বলডন যাচ্ছিল মাঝপথে বার্কশায়ারে আব্বাস পারভার গ্রামে ওরা তাঁবু গেড়েছিল, সেই সময়েই ঘটেছিল ঐ নৃশংস ঘটনা। মনে রেখো ঘটনার সময় ওরা কিন্তু শুধু তাঁবু পেতেছিল। সার্কাসের কোনও প্রদর্শনী তখন হচ্ছিল না। জায়গাটা খুব ছোট বলেই সেখানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেনি তারা।

সার্কাসের জানোয়ারদের মধ্যে সাহারা কিং নামে উত্তর আফ্রিকা থেকে ধরা একটা সিংহ ছিল। তার খাঁচায় ঢুকে রোণ্ডার আর তার বৌ নানারকম খেলা দেখাত — সিংহের সঙ্গে রোমাঞ্চকর খেলা, দেখতে দেখতে দর্শকদের বুক ভয়ে ঢিব ঢিব করত। এই দ্যাখো, ওদের স্বামী স্ত্রীর খেলা দেখানোর ফোটো; রোণ্ডারকে দেখতে ছিল জংলি বুনোশুয়োরের মত কিন্তু তার বৌ ছিল সত্যিই রূপসী। সিংহটা যে ভয়ানক হিংস্র তা তদন্তের সময়েই তার প্রমাণ মিলেছিল, কিন্তু রোণ্ডার ও সার্কাস কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে হুঁশিয়ার হয়নি।

সাহারা কিংকে রাতের বেলা হয় রোণ্ডার নয়ত তার বৌ, নয়ত তারা দু'জনে একসঙ্গে খাওয়াত; খাওয়ানোর দায়িত্ব তারা আর কাউকে দিত না। যে বা যারা রোজ খাওয়ায় সিংহ তাদের বন্ধু বলে ভাববে, কখনো আক্রমণ করবে না এমন একটা সংস্কার তাদের স্বামী স্ত্রীর মনে দানা বেঁধেছিল। সাত বছর আগে এক রাতের ঘটনা। সে রাতেও ওরা দু'জনে খাওয়াতে গেল সাহারা কিংকে, আর তারপরেই ঘটল সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা যার বিস্তারিত বিবরণ আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। সিংহের গর্জন আর নারীকণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ শুনে তাঁবুর বাসিন্দারা চমকে উঠল, দৌড়ে এসে তারা দেখল এক সাংঘাতিক দৃশ্য — খাঁচার দরজা খোলা। দরজার সামনেই পড়ে আছে রোণ্ডারের

বিশাল লাশ, সিংহের থাবায় গুঁড়িয়ে গেছে তার মাথার খুলি। তার পাশেই পড়েছিল মিসেস রোণ্ডার চিৎ হয়ে। সাহারা কিং রোণ্ডারকে মেরে চেপে বসেছে তার বৌয়ের বুকের ওপর, থাবা মেরে ফালাফালা করে দিয়েছে তার সুন্দর মুখখানা, রক্তের বন্যা বইছে চারদিকে। সার্কাসের স্ট্রংম্যান লিওনার্ডো আর ক্লাউন গ্রিগস দলবল জুটিয়ে বড় ডাণ্ডা এনে খুঁচিয়ে সিংহকে আবার খাঁচায় পুরে দরজায় মজবুত তালা ঝুলিয়ে দিল, আহত মিসেস রোণ্ডারকে পাঠালো হাসপাতালে। তখনও তাঁর হুঁশ পুরোপুরি বজায় ছিল, পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাবার সময় 'ভীরু'! 'কাপুরুষ!' বলে প্রলাপের ঘোরে তিনি থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছিলেন। দু'মাস বাদে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন মিসেস রোণ্ডার ততদিনে তদন্ত করে কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে নিছক বাহাদুরি দেখাতে গিয়েই রোণ্ডার নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছিল। তবে একটা প্রশ্নের উত্তর অজানাই রয়ে গেল — ঘটনার রাতে সিংহের খাঁচার দরজা কে খুলেছিল?'

'কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে ফাঁক কোথায়' আমি বললাম, 'বাহাদুরি দেখানো ছাড়া এক্ষেত্রে রোণ্ডারের ঐ শোচনীয় মৃত্যুর কারণ আর কিই বা হতে পারে?'

'কারণ যাই হোক, সিদ্ধান্ত শুনে প্রশ্ন জেগেছিল বার্কশায়ার পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার এডমণ্ডসের মনে, যদিও সে এখন এলাহাবাদে বদলি হয়েছে। তার মুখ থেকেই ঘটনাটা জেনেছিলাম।'

'প্রশ্ন জাগল কেন?'

'মন দিয়ে শোন, খাঁচা খোলা পেয়ে সিংহ বাইরে বেরিয়েই পেছন থেকে রোণ্ডারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক থাবা মেরে তার মাথার খুলি গুঁড়িয়ে তার সুন্দরী বৌকে মাটিতে ফেলে বুকে চেপে বসে মুখে থাবা মারল। এই ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে না? রোণ্ডারকে খুন করে পালিয়ে গেলেই বরং স্বাভাবিক হত। তারপর রোণ্ডারের আহত স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময়ের কথা ভাবো, ঐ সময় প্রলাপের ঘোরে উনি কাকে 'ভীরু','কাপুরুষ' বলে গালি দিচ্ছিলেন? নিশ্চয়ই রোণ্ডারকে নয়, অনেক আগেই যার মৃত্যু হয়েছে?'

'ব্যাপারটা ভাবার মত তাতে সন্দেহ নেই,' আমি বললাম।

'আরও একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে, তদন্তের সময় দুজন সাক্ষি বলেছিল যুবতীর আর্তনাদের সঙ্গে পুরুষের বিভ্রান্ত গলার চিৎকার তাদের কানে এসেছিল যদিও সে গলা কার তারা আন্দাজ করতে পারেনি।

'কার গলা হতে পারে, রোণ্ডার নয়ত?'

'কি করে হবে, সাহারা কিং তো তার আগেই রোণ্ডারের খুলি থাবা মেরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তার মৃত্যুও ঘটেছে তখনই। রোণ্ডারের লাশের গলা থেকে নিশ্চয়ই ঐ চিৎকার বেরোয়নি! অন্যদিকে দুজন সাক্ষি একই কথা বলেছে — নারীকণ্ঠের আর্তনাদের সঙ্গে পুরুষকণ্ঠের চিৎকার তারা দু'জনেই শুনেছে কাজেই ব্যাপারটা নিছক মনের ভুল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

'ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ হোমস, ঐ সাংঘাতিক অভাবনীয় দুর্ঘটনা দেখে তাঁবুর প্রত্যেকটি লোক দিশাহারা হয়ে চেঁচাচ্ছে তাই সাক্ষি দুজনের শুনতে ভুল হয়েছে, হওয়াই স্বাভাবিক। রোণ্ডার আর তার বৌ খাঁচা থেকে আন্দাজ দশ গজ তফাতে ছিল এমনি সময় খাঁচার দরজা খুলে যায় আর সাহারা কিং বাইরে বেরিয়ে আসে। রোণ্ডার ভয়ে পেছন ফিরে দৌড় লাগাবে এমন সময় সাহারা কিং পেছন থেকে থাবা মেরে তার খুলি ফাটিয়ে দেয়। কি কারণে ঠিক করতে না পেয়ে রোণ্ডারের বৌ খালি খাঁচায় ঢুকতে গিয়েছিল; কিন্তু তার আগেই সাহারা কিং তাকে মাটিতে ফেলে বুকে চেপে বসে আঁচড়ে কামড়ে তার সুন্দর মুখখানা ফালাফালা করে দেয়। তুমি যাই বলো হোমস, আমার ধারণা রোণ্ডার পালাবার চেষ্টা না করলে সিংহ তার মাথা ফাটাত না। রোণ্ডারের বৌ এটাই ধরে নিয়েছিল তাই স্বামীকেই ভীরু কাপুরুষ বলে।'

'ওয়াটসন, খাসা থিওরি সাজিয়েছো, মানছি, তবু একটা খুঁত যে থেকেই যাচ্ছে।'

'সেটা কি?'

'খানিক আগেই বলেছো রোণ্ডার আর তার বৌ সিংহের খাঁচা থেকে আন্দাজ দশ গজ তফাতে ছিল। আমার প্রশ্ন, তাই যদি হয় তাহলে খাঁচার দরজা কে ওদের চোখের সামনে খুলে দিয়েছিল?'

'হয়ত সার্কাসের লোকেদের মধ্যে তাদের কোনও গুপ্তশত্রু ছিল, এ নির্ঘাৎ তার কাজ।'

'আরেকটা প্রশ্ন, একটু মাথা খাটিয়ে জবাব দাও। ওয়াটসন, রোণ্ডার আর তার বৌ সাহারা কিং নামে ঐ সিংহকে রোজ দু'বেলা নিজের হাতে খাওয়াতো। শুধু তাই নয়, খাঁচার ভেতর ঢুকে তাকে নিয়ে নানা রকম খেলাও দেখাত। এসব খেলা যারা দেখায় হিংস্র জানোয়ারেরা তাদের বন্ধুর মত হয়ে যায়। অথচ এক্ষেত্রে দেখছি সেই জানোয়ার তাদের দুজনকেই জখম করেছে। এটা কি করে হয়?'

'যে গুপ্ত শত্রু খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছে সিংহকে ওদের বিরুদ্ধে তাতিয়ে তুলেছে ওরাই,' খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে চিন্তা করে হোমস বলল, 'তোমার থিওরি মানতে গেলে বলতে হয় রোণ্ডারের দুশমনের সংখ্যা ছিল অগুনতি। এডমণ্ডস যা বলেছিল তাতে এটাই দাঁড়ায় যে রোণ্ডার মদ খেলে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলত, যাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ঠাওরাত, গালিগালাজ আর শাপশাপান্ত করে তার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছাড়ত। মিসেস মেরিলো বলেছেন ঘুমের মধ্যে তাঁর ভাড়াটে বাক্স, দানো বলে কাউকে গালিগালাজ করে। এখন কথা হল, সব খবরাখবর হাতে না আসা পর্যন্ত এভাবে একের পর এক থিওরি করা হবে নিরর্থক। ঢের আলোচনা হয়েছে, এবার খাবার কথা ভাবো। উঠে সাইডবোর্ডটা খোল, দেখবে ভেতরে একটা মরা তিতির জমে আছে, ওটা গরম করো, এক বোতল মনট্রামোটে এসেছে, ওটাও নিয়ে এসো। খেয়েদেয়ে তারপর আমরা বেরোব।'

খেয়েদেয়ে গাড়ি চেপে দু'জনে এলাম মিসেস মেরিলোর বাড়িতে। একতলায় সদর দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। বারবার বললেন 'মিঃ হোমস, বাড়িভাড়ার টাকাতেই আমার পেট চলে, মিসেস রোণ্ডার ঘরভাড়া বাবদ অনেক টাকা দেন আমায়। দয়া করে এমন কিছু বলবেন না যাতে উনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যান।'

হোমসের আশ্বাস পাবার পরে তিনি পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে এলেন দোতলায়।

দোতলার ঘরখানায় আলো হাওয়া তেমন নেই। অন্ধকারে এক কোণে ভাঙ্গা আর্মচেয়ারে বসে এক ভদ্রমহিলা। পুরু কালো ঘোমটায় মুখ ঢাকা পড়লেও ওপরের ঠোঁট আর সুগঠিত চিবুক বেরিয়ে পড়েছে। একপলক সেদিকে তাকিয়েই বুঝলাম একদা অতুলনীয়া রূপসী ছিলেন তিনি।

'আমার নাম নিশ্চয়ই আপনি আগে শুনেছেন, মিঃ হোমস,' মিসেস মেরিলো হোমসের পরিচয় দেবার পরে মার্জিত সরু গলায় বললেন মিসেস রোণ্ডার, 'আপনার নাম শুনেই মনে হয়েছিল আমার অতীত ইতিহাস সবই জানেন আপনি।'

'ঠিকই ধরেছেন, ম্যাডাম,' বলল হোমস, 'কিন্তু আপনার কেসের ব্যাপারে আমি আগ্রহী একথা কে বলল?'

'সেরে ওঠার পরে কাউন্টিডিটেকটিভ মিঃ এডমণ্ডস আমার জবানবন্দি নেন, উনিই বলেছিলেন। ওঁর জেরার জবাবে আমি মিথ্যে বলেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে সত্যি বললেই হয়ত ভাল করতাম।'

'মিথ্যে বলেছিলেন কেন?'

'এক অপদার্থকে বাঁচানোর জন্য, মিঃ হোমস, আমার জবাবের ওপর তার বাঁচা মরা নির্ভর করছিল। একসময় সে আমার খুব কাছের মানুষ ছিল তাই আমি তার সর্বনাশ করতে চাইনি।'

'সে লোক এখন কোথায়?'

'মারা গেছে।'

'তাহলে এবার পুলিশকে আসল ঘটনা অনায়াসেই বলতে পারেন,' বলল হোমস, 'এখন আর বাধা কোথায়?'

'আরেকজনের কথা ভেবে,' নিজেকে দেখালেন মিসেস রোণ্ডার, 'সে হল স্বয়ং আমি। এতদিন বাদে পুলিশকে আসল কথা খুলে বললে ওরা আবার নতুন করে তদন্ত শুরু করবে, আর তার ফলে স্বাভাবিক ভাবে বইবে কেচ্ছা কেলেংকারির ঝড়। খুব বেশিদিন আমি বাঁচব না মিঃ হোমস, জীবনের শেষ ক'টা দিন সবরকম হৈ চৈ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চাই। তাহলেও শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে আমার সব কথা এমন কাউকে শোনাতে চাই যার বুদ্ধিমত্তার ওপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আর ভরসা আছে।'

'ম্যাডাম, আমাকে এভাবে সম্মান জানানোর জন্য ধন্যবাদ; কিন্তু এও জেনে রাখবেন যে আমি একজন দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন লোক, তাই বিবৃতি আমি পুলিশকে জানাব না এমন শপথ কিন্তু আমি করব না আগেই বলে রাখছি।'

'আমি সেজন্য তৈরি আছি, মিঃ হোমস। গত কয়েক বছর ধরে আপনার রহস্য সমাধানের কাহিনী আমি নিয়মিত পড়ছি তাই আপনার কাজের ধারার সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছে। এখন বই পড়েই আমার দিন কাটে। আপনাকে সব কথা বলে আমার বোঝা হাল্কা করতে চাই।'

'বেশ আপনি আপনার বক্তব্য শুরু করুন, মিসেস রোণ্ডার, আমি আর আমার বন্ধু তা শুনব।'

'তাহলে এই ফোটোটা দেখুন' বলে মিসেস রোণ্ডার একটা ফোটোগ্রাফ এগিয়ে দিলেন। সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান পুরুষের ফোটো। ফোলানো বুকের ওপর দু'হাত আড়াআড়িভাবে রেখে দাঁড়িয়ে, পুরু গোঁফের ফাঁকে একটু হাসি উঁকি দিচ্ছে। লোকটি যে সার্কাসের খেলোয়াড় তা তার সুস্বাস্থ্য দেখেই বোঝা যায়। 'এ হল লিওনার্ডো,' বললেন মিসেস রোণ্ডার 'যে সার্কাসের সঙ্গে আমি ছিলাম সেখানকার স্ট্রংম্যান।'

'আপনার দুর্ঘটনার পরে এই লোকটিই তো তদন্তে সাক্ষ্য দিয়েছিল?' প্রশ্ন করল হোমস।

'ঠিক ধরেছেন,' সায় দিয়ে আরেকটি ফোটো এগিয়ে দিলেন, 'আর এটা আমার স্বামীর ফোটো।'

হোমসের কথা জানিনা তবে দ্বিতীয় সেই ফোটোর দিকে তাকাতে এক প্রবল ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা জাগল মনে — ক্ষুদে ক্ষুদে দুচোখে মনুষ্যত্বের সামান্য চিহ্ন নেই। কুৎসিত ঠোঁটের দু'পাশে ফেনা, জঘন্য! পুরুষের দেহে যেন একটি বুনো শুয়োরের মাথা বসানো।

'এই ফোটো দুটো দেখলে আমার বক্তব্যকে আপনাদের বুঝতে সাহায্য করবে,' বললেন মিসেস রোণ্ডার,' আমি গরীবের মেয়ে, সার্কাসের কাঠের গুঁড়োর গাদায় শুয়ে রাতের পর রাত কাটিয়েছি, বয়স দশ পূর্ণ হবার আগেই সার্কাসের অনেক কঠিন খেলা আর কসরৎ আরম্ভ করেছি পেটের দায়ে। সার্কাসের পরিবেশেই একদিন বড় হলাম, দেহে এল যৌবন, কখন নিজের অজান্তে এই কুশ্রী লোকটার কামনার নজরে ধরা পড়ে গেলাম, একদিন সে আমায় বিয়েও করল। সেই মুহূর্ত থেকে শুরু হল আমার নরকযন্ত্রণা ঐ শয়তানের হাতে। আমার ওপর কি অত্যাচার ও করত তা সার্কাসের কারও অজানা ছিল না — আমার ছেড়ে রাতবিরেতে চলে যেত অন্য মেয়েমানুষের কাছে, প্রতিবাদ করলে হাত পা বেঁধে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে আমার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নিত। সার্কাসের সবাই আমায় অনুকম্পা দেখাত কিন্তু এর বেশি কিছু করবার ক্ষমতা তাদের ছিল না কারণ লোকটা ছিল মারকুটে। পেটে মদ পড়লেই মাথায় যেন খুন চাপত। মাতাল অবস্থায় জানোয়ারদের খাঁচায় ঢুকে তাদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করত। কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়ে অনেকবার জরিমানাও দিয়েছে কিন্তু দেদার টাকা ছিল তাই সাজা পেয়েও শায়েস্তা হত না। এই সময় দল ভাঙ্গতে শুরু হল, ভাল খেলোয়াড়রা দল ছাড়তে লাগল। সার্কাস ডুবতে বসল। শুধু লিওনার্ডো, ক্লাউন জিমি গ্রিগম, আর আমি, আমাদের তিনজনের জন্য দল কোনরকমে টিকে রইল। সার্কাস দলের সেই চরম সংকটের মুহূর্তে লিওনার্ডোর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমরা দুজনে দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ লিওনার্ডোর মধ্যেও যে এক দুর্বল সত্ত্বা লুকিয়ে আছে তা সেই প্রথম ধরা পড়ল আমার চোখে। আমার স্বামী

যেমন দেখতে তেমনই আচরণে ছিল জানোয়ার বিশেষ, তার তুলনায় লিওনার্ডোকে মনে হত স্বর্গের দেবদূত। তবে আমাদের ভালবাসা ধরা পড়ে গেল আমার স্বামীর চোখে। মুখে কিছু না বললেও আমার ওপর দৈহিক অত্যাচার করে সে এর শোধ নিত, চাইত আমায় শিক্ষা দিতে। মার খেয়ে বুকফাটা আর্তনাদ শুনে একেকদিন লিওনার্ডো নিজের তাঁবু ছেড়ে ছুটে আসত, কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস পেত না। রোণ্ডারের অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যেতে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, লিওনার্ডো আর আমি, দু'জনে মিলে তাকে খুন করার মতলব আঁটলাম। নানারকম বুদ্ধি খেলত লিওনার্ডোর, পুরু কাঠের হাতলে সিসে ভরে সে একটা মজবুত মুগুর তৈরি করল, মুগুরের মাথায় পাঁচটা বড় ধারালো পেরেক পাশাপাশি এমনভাবে গেঁথে দিল যার ফলে পেরেকের মুখগুলো বাইরে বেরিয়ে এল, দেখতে সেটা হল যেন সিংহের থাবা যার ভেতর থেকে পাঁচটা ধারালো নখ বেরিয়ে আছে। লিওনার্ডো স্থির করল রাতের বেলা আচমকা পেছন থেকে রোণ্ডারের মাথায়, নকল থাবা মেরে সে তার খুলি ফাটিয়ে দেবে পরে লাশ দেখে সবাই ভাববে রোণ্ডার হয়ত সিংহকে খাওয়াবার সময় খাঁচার খুব কাছে চলে গিয়েছিল। নাগালেব মধ্যে পেয়ে সিংহ আচমকা থাবা মেরে তার খুলি ফাটিয়ে দিয়েছে।

নির্দিষ্ট দিনে রাতের বেলা মাংস ভর্তি বালতি নিয়ে রোণ্ডার আর আমি এসে দাঁড়ালাম সিংহের খাঁচার কাছে। খাঁচার কাছেই ছিল একটা ভ্যান তার আড়ালে হাতিয়ার নিয়ে অপেক্ষা করছিল লিওনার্ডো। দু'জনেই এগোলাম, ভ্যান পেরোবাব আগেই পা টিপে টিপে সে পিছু নিল, তার কয়েক মুহূর্ত বাদে সেই হাতিয়ার সে পেছন থেকে আমার স্বামীর মাথায় মারল। আওয়াজ শুনে বুকের ভেতরটা খুশিতে নেচে উঠল। এগিয়ে এসে সিংহের খাঁচার ছিটকিনি সরিয়ে দরজার পাল্লা খুলে দিলাম।

ভয়ংকর ব্যাপারটা ঠিক এমনই ঘটল, মিঃ হোমস — কাছেই একজন মানুষ খুন হয়েছে তা যেন সহজাত ক্ষমতায় বুঝতে পারল ঐ জানোয়াব, এতটুকু হুঁশিয়াব হবার সুযোগ না দিয়ে ওটা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। মাটিতে পড়ে যেতেই সিংহটা আমার বুকের ওপব চেপে বসল। আতংকে দিশাহাবা হয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, লিওনার্ডোব চিৎকাবও কানে এল। সেই মুহূর্তে সাহসে ভর করে হাতের মুগুব দিয়ে জানোয়ারটার মাথায় মারলেই ও আমায় ছেড়ে দিত, কিন্তু তা না করে লিওনার্ডো পালিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে সিংহের দাঁত আমার মুখে বসল, ধাবালো নখ দিয়ে সে যে আমার মুখেব চামড়া ছিঁড়ে ফালাফালা করছে তাও টের পেলাম। সিংহের গরম, দুর্গন্ধ নিঃশ্বাসের সঙ্গে লালা ঝরে পড়ছে আমার চোখে মুখে, ভয়ে প্রায় বেহুঁশ হলাম, দেহের সব শক্তি দিয়ে দু'হাতে প্রাণপণ তার বিশাল মুখ আর থাবা দুটো ঠেলতে লাগলাম। ততক্ষণে দলের লোকেরা সবাই এসে জড়ো হয়েছে, সবাই প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, তারই মধ্যে আড়চোখে দেখলাম ক্লাউন গ্রিগস আর অন্যান্যদের সঙ্গে লিওনার্ডো বড় ডাণ্ডা দিয়ে খুঁচিয়ে সাহারা কিংকে ঠেলে আমার বুক থেকে নামানোর চেষ্টা করছে। এরপরের ঘটনা কিছুই মনে নেই মিঃ হোমস, কয়েকমাস পরে সেরে উঠে হাসপাতালের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে চমকে উঠলাম, মনে হয়েছিল আমি নই, আয়নার সামনে কোনও পচা গলা মরা কবর থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে। ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়ল। বুঝলাম এ মুখ নিয়ে আর মানুষের সামনে বেরোতে পারব না, লোকে ভয় পাবে। এইভাবে অতীতের সার্কাসওয়ালি ইউজেনিয়া রোণ্ডারের মৃত্যু হল, ঘোমটায় দিনরাত মুখ ঢেকে লোকচক্ষুর আড়ালে এই নির্জনে এসে আস্তানা গাড়ল। জঙ্গলের জখম জানোয়ার যেমন গুহায় ঢুকে নিঃশব্দে মৃত্যুর দিন গোনে, তেমনই আমিও অতীতের স্মৃতি নিয়ে এই নির্জন ঘরে বসে মৃত্যুর অপেক্ষা করছি, মিঃ হোমস।'

কথা শেষ করে থামলেন মিসেস রোণ্ডার। এতক্ষণ মন দিয়ে দু'জনেই শুনছি তাঁর দুঃখময় জীবনকাহিনী, এবার হোমস হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতে আলতো চাপড় দিয়ে গভীর সমবেদনা আর সহানুভূতি জানাল যা আগে কখনও চোখে পড়েনি বললেই চলে।

'বেচারি ইউজেনিয়া!' ধরা গলায় বলল হোমস, 'এ কাহিনী শোনার পরে গভীর সহানুভূতি ছাড়া আপনাকে আমার দেবার আর কিছুই নেই; নিয়তির বিধান উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যাক, সেই লিওনার্ডোর কি হল, আর তার খোঁজ পেয়েছিলেন?'

'ওর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি,' বললেন মিসেস রোণ্ডার, 'হয়ত লিওনার্ডোর ওপর এত ক্ষুব্ধ হওয়া আমার ঠিক হয়নি। মিঃ হোমস, আমার এই ক্ষতবিক্ষত মুখটা রং মাখিয়ে সেজে গুজে বসে থাকলে সে তো ওটাকেও ভালবাসতে পারত। সিংহের মুখে সে আমায় ফেলে পালিয়েছে, তবু তাকে আমি ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে পারিনি। মেয়েরা কি এত সহজে তাদের ভালবাসার মানুষকে ভুলতে পারে? যে ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে তার চাইতে ভয়ানক আর কি হতে পারে? তাই নিজের জন্য এখন আর আমার এতটুকু মাথাব্যথা নেই।'

'লিওনার্ডো কোথায়, মিসেস রোণ্ডার?'

'লিওনার্ডো আর তার নিয়তির মাঝখানে আমি এসে দাঁড়িয়েছিলাম, মিঃ হোমস, গত মাসে মার্গেটে স্নান করার সময় সে জলে ডুবে মারা গেছে, খবরের কাগজে তার মৃত্যুসংবাদ আমি পড়েছি।'

'পালাবার আগে লিওনার্ডো সেই মুগুরটা কি করেছিল?'

'বলতে পারব না, মিঃ হোমস, আমাদের তাঁবুর গা ঘেঁষেই একটা পুকুর ছিল, হয়ত সেখানেই ওটা ফেলে দিয়েছিল —'

'থাক, এ নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই,' বলল হোমস, 'আমার কেস শেষ।'

'ঠিকই বলেছেন, কেস সত্যিই শেষ।'

আমরা বেরোব বলে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু মহিলার কথায় কিছু আঁচ করে চট করে ঘুরে দাঁড়াল, কঠিন সুরে বলল, 'ম্যাডাম, আপনার জীবন কিন্তু আপনার একার নয়, এই জীবন নিয়ে কোনও হঠকারিতা করতে যাবেন না।'

'এ জীবন আর কার কাজে আসবে?'

'আসবে না তাই বা বলবেন কি করে, সান্ত্বনার সুরে বলল হোমস, 'চুপ করে সরে যাওয়ার মধ্যে লুকিয়ে আছে অধৈর্য, উন্মত্ত পৃথিবীর সবচাইতে দুর্লভ শিক্ষা।'

'বলছেন তো, কিন্তু একবার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখুন,' বলতে বলতে মিসেস রোণ্ডার এগিয়ে এসে মুখে ঘোমটা পুরোপুরি সরিয়ে দিলেন, 'জানি না সইতে পারবেন কিনা।'

চোখ তুলে তাকাতেই থমকে গেলাম, একজন নারীর মুখ যে এত ভয়ানক বীভৎস হতে পারে না দেখলে বলে বোঝানো যায় না, এ মুখের বীভৎসতার বর্ণনা দেওয়া যায় না — ক্ষতবিক্ষত গলার ওপর হাড়ের সঙ্গে লেগে থাকা চামড়ার কাঠামো ছাড়া মুখের কোনও অস্তিত্ব নেই, আর আছে শুধু একজোড়া শান্ত ক'টা চোখ যা সিংহের থাবার থেকে বেঁচে গেছে বটে, কিন্তু ঐ দু'টি করুণ চোখের নীরব চাউনি মুখের কাঠামোটা আরও ভয়ংকর করে তুলেছে। হাত তুলে তাঁকে বাধা দিতে গিয়েও পারল না হোমস, আমার হাত শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে পা চালিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

এর দু'দিন বাদে বেকার স্ট্রিটের আস্তানায় যেতে হোমস বেশ গর্বের সঙ্গে ম্যান্টলপিসে রাখা একটা ছোট নীল কাচের শিশি ইশারায় দেখাল, শিশিটা তুলে নিতেই ধাক্কা খেলাম, কাচের গায়ে সাদা লেবেলে লাল হরফে লেখা 'বিষ', ছিপি খুলতেই কাগজি বাদামের গন্ধ উঠে এল।

'প্রুসিক এ্যাসিড মনে হচ্ছে,' আমি বললাম।

'ঠিক ধরেছো,' সায় দিল হোমস, 'এটা ডাকে এসেছে,' সঙ্গে কাগজে লেখা — 'আপনার উপদেশ শিরোধার্য, আমার প্রলোভন আপনাকে পাঠালাম।' বাস্। হাতের লেখা মেয়েলি। এমন সাহসী মেয়ে কে হতে পারে আশা করি বুঝতে পারছো ওয়াটসন?'

বারো

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ সাসকোম্ব ওল্ড প্লেস

অনেকক্ষণ ধরে একটা অনুবীক্ষণের নলে চোখ রেখে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে। এবার চোখ সরিয়ে সোজা হয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে, কোনও ভূমিকা না করে বলল, 'ওয়াটসন, জিনিসটা বেমালুম আঠা তাতে সন্দেহ নেই। এসো, নলে চোখ রেখে ছড়ানো জিনিসগুলো তুমিও একবার দ্যাখো!' যুদ্ধ জয়ের আনন্দ ফুটে বেরোল তার গলায়।

'আই পিস'-এ চোখ সেঁটে লেনস-এর ফোকাস ঠিক করতেই ও আবার বলে উঠল, 'রোঁয়াগুলো আসলে টুইড কোটের সুতো, ধূসর রং-এর জিনিসটা হল ধুলো। বাঁদিকের জিনিসগুলো হল আঁশ, আর মাঝখানের বাদামি গোল ফোঁটাগুলো নিঃসন্দেহে আঠা।'

'বেশ তো,' হেসে বললাম, 'তোমার কথাই মানছি, কিন্তু তাতে মানেটা কি দাঁড়াল?'

'এটা খুব সূক্ষ্ম পরীক্ষা,' বলল হোমস, 'সেন্ট প্র্যাংক্রিয়াস কেস-এর কথা মনে আছে? পুলিশের লাশের পাশে একটা টুপি পড়েছিল; সন্দেহক্রমে যাকে গ্রেপ্তার করা হল সে বলছে ওটা তার টুপি নয়, অথচ মজার ব্যাপার হল সে লোকটার পেশা ছবি বাঁধানো যাতে আঠা নিয়ে কাজ করতে হয়।'

'এটা তোমার কেস?'

'না, না, আসলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মেরিভেল বলল তাই ও কেসে আমি হাত দিয়েছি। অনুবীক্ষণ দেখে অবাক হচ্ছ বুঝতে পেরেছি। সেই যে এক জালিয়াতি কেস ধরেছিলাম মনে পড়ে, যেখানে সন্দেহজনক লোকটির জামার আস্তিনের সেলাইয়ের ভেতর থেকে তামা আর দস্তার গুঁড়ো বেরিয়েছিল? ঐ কেসটা ধরার পর থেকেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড অপরাধের তদন্তে অনুবীক্ষণের সাহায্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর অপরিহার্য তা বুঝতে পেরেছে,' বলেই অধৈর্যভাবে বারবার ঘড়ি দেখতে লাগল হোমস, মুখ তুলে বলল, 'নতুন একজন মক্কেলের আসার কথা, এদিকে আসার সময় তো পেরিয়ে গেছে। আচ্ছা, ওয়াটসন, রেসের মাঠ সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে, লড়াইয়ে জখম হবার জন্য যে পেনশন পাই তার অর্ধেক তো রেসের মাঠেই ওড়াই।'

'তাহলে রেসের মাঠের কিছু খোঁজখবর তোমার কাছ থেকেই নেওয়া যাক,' বলল হোমস, 'স্যর রবার্ট নরবার্টনের নাম আশা করি শুনেছো, ওঁর সম্পর্কে কতটুকু জানো?'

'স্যর রবার্ট নরবার্টন সাসকোম্ব ওল্ড প্লেসে থাকেন, গরমকালটা আমার একসময় ওখানেই কেটেছে তাই জায়গাটা আমার খুব চেনা। একবার উনি একটা লোককে ধরে এমন মেরেছিলেন যে লোকটা মরতে মরতে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিল।'

'ব্যাপারটা খুলে বলো।'

'স্যাম ক্রয়ারের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো, কার্জন স্ট্রিটে যার তেজারতি কারবার; স্যর রবার্ট ঘোড়ার চাবুক দিয়ে পিটিয়ে ওর গায়ের ছালচামড়া গুটিয়ে দিয়েছিলেন।'

'শুনতে সত্যিই ইন্টারেস্টিং লাগছে, ওয়াটসন, তা স্যর রবার্ট কি প্রায়ই এমন মারধোর করেন?'

'সাংঘাতিক বিপজ্জনক লোক বলতে যা বোঝায় স্যর রবার্ট নরবার্টনকে তাই বলা যায়। সবাই বলে ওঁর মত ভয়ানক বেপরোয়া ঘোড়সওয়ার গোটা ইংল্যাণ্ডে আর একজনও নেই — কয়েক বছর আছে গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় সেকেণ্ড হয়েছিলেন। বক্সার, খেলোয়াড়, রেসের মাঠের ঘোড়সওয়ার, রূপবতী যুবতীদের প্রেমিক, ওঁর জমানায় এসব করে

যারা সময় কাটিয়েছে উনি চাইলেই তাদের মত হতে পারতেন যদিও এসবের কোনটিই ওঁর পক্ষে করা আর সম্ভব হবে না।'

'সাবাশ, ওয়াটসন,' খুশি উথলে উঠল হোমসের গলায়, 'তুমি যে বর্ণনা দিলে তাতে লোকটার ছবি যেন স্পষ্ট ফুটে উঠল চোখের সামনে। আচ্ছা, এবার সাসকোম্ব ওল্ড প্লেস সম্পর্কে যতটুকু জানো বলো।'

'সাসকোম্ব ওল্ড প্লেস দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সাসকোম্ব পার্কের মাঝখানে, টাট্টু ঘোড়ার বিখ্যাত ট্রেনিং সেন্টারও ঐখানেই।'

'আর ওখানকার হেড ট্রেনারের নাম হল জন ম্যাসন,' বলল হোমস, 'না, না, ওয়াটসন, আমার জ্ঞানের বহর দেখে বড় বড় চোখে তাকানোর দরকার নেই, আসলে জন ম্যাসনের নিজের হাতে লেখা এই চিঠিটা খানিক আগে ডাকে এসেছে। সে যাক, সাসকোম্ব সম্পর্কে আরও যা যা জানো শোনাও, মনে হচ্ছে এবার আমার বরাত খুলতে চলেছে।'

'ডগ শোর সাড়াজাগানো কুকুর সাসকোম্ব স্প্যানিয়েলের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো,' আমি বললাম, 'ঐ কুকুরগুলো নিয়ে লেডি অফ ওল্ড সাসকোম্ব প্লেসের ভারি গর্ব।'

'তুমি স্যার রবার্ট নরবার্টনের স্ত্রীর কথা বলছ?'

'স্যার রবার্ট বিয়ে করেননি, লেডি বিয়াট্রিস ফ্যালডার ওঁর বিধবা বোন, উনি তাঁর সঙ্গে থাকেন।'

'তার মানে লেডি বিয়াট্রিস স্যার রবার্টের সঙ্গে থাকেন, এই তো?'

'না, হোমস, গোটা সাসকোম্ব ওল্ড প্লেসের মালিক ছিলেন লেডি বিয়াট্রিসের মৃত স্বামী স্যার জেমস, ঐ সম্পত্তির ওপর স্যার রবার্টের কোনও অধিকার নেই। লেডি বিয়াট্রিস যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন ওখানে থাকতে পাবেন, অবশ্য সেই সঙ্গে প্রতি বছরের খাজনাও তাঁর নামে জমা পড়ে। ওঁর অবর্তমানে সম্পত্তির মালিকানা বর্তাবে স্যার জেমসের ছোট ভাই অর্থাৎ ওর দেওরের ওপর।'

'স্যার রবার্ট নিশ্চয়ই তাঁর দিদির পাওনা খাজনা সব ইচ্ছেমতন ওড়াচ্ছেন?'

'ঠিকই ধরেছো, স্যার রবার্ট হলেন যাকে বলে পাজির পা ঝাড়া হাড় বদমাশ। ওঁর উৎপাতে লেডি বিয়াট্রিসের জীবন থেকে যে শান্তি নামক বস্তুটি পুরোপুরি বিদায় নিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অথচ মজার ব্যাপার হল এর পরেও বোনটি ভাই অন্ত প্রাণ। কিন্তু ব্যাপার কি বলতো, হোমস, সাসকোম্বে এমন কি ঘটেছে যে কারণে তুমি এসব জানতে চাইছো?'

'আহা, বুঝতে পারছো না? এসব প্রশ্নের জবাব জানব বলেই তো অপেক্ষা করছি। ঐ তো, মনে হচ্ছে মিঃ ম্যাসন এসে গেছেন।'

কি ঘটবে বা কে আসবে আগে থেকে হোমস যেন তার গন্ধ পায়। তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকলেন জন ম্যাসন স্বয়ং। চোখেমুখে ফুটে ওঠা কঠোর দৃঢ়তা অনেক বুনো টাট্টু ঘোড়াকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে রেসের মাঠের দক্ষ ঘোড়া বানানোর সাক্ষ্য বহন করছে। নীরব অভিবাদন শেষ হতে হোমসের ইশারায় চেয়ারে বসলেন তিনি।

'আমার চিঠি পেয়েছেন, মিঃ হোমস?' বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করলেন মিঃ ম্যাসন।

'পেয়েছি,' হোমস জানাল, 'কিন্তু পড়ে কি বলতে চান বুঝতে পারিনি।'

'সত্যি বলতে কি ব্যাপারটা এত সূক্ষ্ম ও জটিল যে বিস্তারিতভাবে চিঠিতে কিছু লেখা সম্ভব হয়নি, মুখোমুখি না হলে বোঝানো সম্ভব নয় বলেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

'বেশ তো, এবার সব কথা খুলে বলুন।'

'গোড়াতেই বলতে চাই যে আমার মনিব স্যার রবার্ট নরবার্টনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তিনি যা করছেন তাকে পাগলামি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।'

'মিঃ ম্যাসন, এটা হার্লে স্ট্রিট নয়, বেকার স্ট্রিট; কিন্তু এমন ধারণা আপনার মনে এল কেন?'

'এক আধটা অর্থহীন অদ্ভুত কাজ করলে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে বাধা থাকবে না, কিন্তু কেউ যখন একের পর এক অদ্ভুত কাজ করতেই থাকে তখন তার মাথা ঠিক আছে কিনা এই সন্দেহ জাগে মনে। আমার যতদূর অনুমান, সাসকোম্ব প্রিন্স আর ডার্বির আসন্ন ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতার কথা ভাবতে ভাবতে ওঁর মাথা গরম হয়ে উঠছে।'

'সাসকোম্ব প্রিন্সের কথা বলছেন তো, মিঃ ম্যাসন?' জানতে চাইল হোমস, 'যে টাট্টু ঘোড়াকে আপনি আপাতত ট্রেনিং দিচ্ছেন ডার্বি কাপে দৌড়োনোর অভিজ্ঞতাই তো ওর নেই!'

'এসব কথায় কান দেবেন না, মিঃ হোমস,' ব্যাকুল গলায় মিঃ ম্যাসন বললেন, 'আমার মনিবকে যারা পথে বসাতে চায় তারাই এসব বাজে কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে যাতে ঘোড়ার দর পড়ে যায়। আমি ঘোড়ার ট্রেনার, আমার কথা বিশ্বাস করুন, ডার্বি কাপ রেসে দৌড়োনোর যত ঘোড়া ইংল্যাণ্ডে আছে তাদের সবার সেরা এই সাসকোম্ব প্রিন্স। তবে আমার একান্ত অনুরোধ এসব কথা আর কাউকে বলবেন না। বাজারে স্যার রবার্টের প্রচুর ঋণ, অনেক টাকা ধার দেনা করে উনি সাসকোম্ব প্রিন্সের ওপর বাজি ধরেছেন; স্যার রবার্টকে বাঁচাতে হলে সাসকোম্ব প্রিন্সকে জিততেই হবে। গোড়ায় দর ছিল প্রায় একশ, এখন দর নামতে নামতে চল্লিশে এসে ঠেকেছে।'

'খানিক আগে আপনিই বললেন সাসকোম্ব প্রিন্স ইংল্যাণ্ডের সেরা ঘোড়া। তাহলে দর পড়ে যাচ্ছে কেন?'

'হুবহু সাসকোম্ব প্রিন্সের মত দেখতে আরেকটা ঘোড়াকে স্যার রবার্ট মাঠে দৌড়োনোর ট্রেনিং নিতে পাঠান, আর কেউ না জানলেও আমার চোখে ব্যাপারটা ঠিক ধরা পড়েছে — খানিক দৌড়োলেই ঘোড়া দুটোর তফাৎ ধরা পড়ে। ইহুদী মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়েছেন স্যার রবার্ট, ওঁর আস্তাবলের দিকে ওদের নজর পড়েছে, রেসে হারলেই স্যার রবার্টের আস্তাবলের দখল নেবে ওরা।'

'স্যার রবার্টের মধ্যে পাগলামির কি লক্ষণ আপনার চোখে ধরা পড়েছে তাই বলুন।'

'ধার শোধ কিভাবে করবেন সেই ভাবনায় ওঁর চোখ থেকে রাতের ঘুম বিদায় নিয়েছে, মিঃ হোমস,' বললেন মিঃ ম্যাসন, 'আস্তাবলে পায়চারি করেই রাত কাটান। বিশ্রামের অভাবে আর দুর্ভাবনায় চোখের চাউনি হয়েছে পাগলের মত। এছাড়া লেডি বিয়াট্রিসের সঙ্গেও ওঁর সম্পর্ক অন্যরকম ঠেকছে।'

'অন্যরকম বলতে কি রকম?'

'আগে দু'ভাইবোন ছিলেন একে অপরের বন্ধু, দু'জনের খাওয়া পরা ছিল একরকম, ছেটিবেলায় ভাইবোনের মধ্যে যেমন থাকে। ভাইয়ের মত লেডি বিয়াট্রিসের ঘোড়া খুব প্রিয়, স্যার রবার্ট যে ঘোড়ায় বাজি ধরেছেন সেই সাসকোম্ব প্রিন্সকে লেডিও খুব ভালবাসেন, লেডির গাড়ির আওয়াজ শুনলেই ও দু'কান খাড়া করে। সকালবেলা মাঠে দৌড়োনোর সময় ওঁর হাত থেকে মিছরির ডেলা রোজ খায় সাসকোম্ব প্রিন্স, কিন্তু এখন সে অবস্থা আর নেই।'

'কেন?'

'কেন জানি না মিঃ হোমস, আচমকাই যেন ঘোড়া ব্যাপারটা লেডি বিয়াট্রিস মন থেকে সরিয়ে ফেলেছেন। আগে রোজ সকালে গাড়ি চেপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে উনি একবারের জন্য হলেও আস্তাবলে আসতেন, কখনও পাশ কাটিয়ে যাবার মুখে 'গুড মর্ণিং' বলতেন। সে সব

রাতারাতি বন্ধ, এখন গাড়ি চেপে রোজ ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যান, আস্তাবলের দিকে ভুলেও ঘাড় ফেরান না।'

'আপনার কি মনে হয় ভাইবোনের মধ্যে কোনও কারণে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে?'

'ঠিক ধরেছেন, মিঃ হোমস, প্রচণ্ড ঝগড়া। একটা স্প্যানিয়েলকে সন্তানের মত ছোট থেকে বড় করেছিলেন লেডি, অল্প কিছুদিন আগে স্যার রবার্ট তিন মাইল দূরের 'গ্রীণ ড্রাগন' সরাইখানার মালিক কর্ণেলি বুড়োকে দান করেছেন।'

'এটা সত্যিই অবাক হবার মত ঘটনা, মিঃ ম্যাসন,' বলল হোমস।

'লেডি বিয়াট্রিস ড্রপসি রোগে ভুগছেন,' বললেন মিঃ ম্যাসন, 'আগে এই বোনের সঙ্গে রোজ স্যর রবার্ট গল্পগুজব করে সময় কাটাতেন। কিন্তু কোথায় কি হয়েছে কে জানে, হালে বোনের ঘরের ধারে কাছে তাঁকে ঘেঁষতে দেখা যায় না। ভাইয়ের এই ব্যবহারে লেডি বিয়াট্রিস খুব ব্যথা পেয়েছেন, দুঃখ ভুলতে হার্টের রুগি হয়েও এখন দিনরাত মদ খাচ্ছেন।'

'লেডি বিয়াট্রিস আগে কি মদ খেতেন?'

'খেতেন, কিন্তু এক গ্লাসের বেশি না। আর এখন রোজ সন্ধ্যের পর কম করে এক বোতল ওড়াচ্ছেন। এদিকে ওঁর আবার হার্টের ব্যামো আছে, তার ওপর রোজ এইভাবে বোতল বোতল মদ খেলে শরীরের হাল কি হবে ভাবতে পারেন? স্টিফেন্স আমার চেনা লোক, ও বাড়িতে বহুবছর হল বাটলারের কাজ করছে, ওর কাছ থেকেই এসব শুনেছি।'

'ব্যস্, মনিবের পাগলামির নমুনা এখানেই শেষ, মিঃ ম্যাসন?'

'না, শেষ হবে কেন, আরও আছে। সাসকোম্ব ওল্ড প্লেসের কাছে একটা সেকেলে পুরোনো গির্জা আছে, আমার মনিব স্যার রবার্ট রোজ রাতে সেই গির্জার মাটির তলার সমাধি কক্ষে যান, সেখানে একটা অচেনা লোকের সঙ্গে রোজ ওঁর দেখা হয়। কেন বা উনি রোজ রাতে সেখানে যান আর কেনই বা সেই লোকটা দেখা করতে আসে ওঁর সঙ্গে?'

'বাঃ, গল্প ভারি জমে উঠেছে দেখছি,' হাতে হাত ঘষল হোমস, 'সে লোকটাকে নিজের চোখে কেউ দেখেছে, মিঃ ম্যাসন?'

'দেখেছে বই কি, মিঃ হোমস, আমার মনিবের বাটলার স্টিফেন্স সবার আগে দেখেছে তাকে। রাত তখন বারোটা, বাইরে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। পরদিন রাতে আমি জেগেছিলাম, দেখলাম আগের দিনের মতই মনিব বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। বাটলার স্টিফেন্স আর আমি পা টিপে টিপে ওঁর পিছু নিয়ে বেরিয়ে এলাম, সাবধানে এগোলাম দু'জনে যাতে আমাদের পায়ের আওয়াজ ওঁর কানে না যায়। ভয়ে তখন আমাদের বুক টিপ টিপ করছে কারণ পায়ের আওয়াজ শুনে মনিব পেছন ফিরে তাকালেই আমাদের দেখতে পাবেন আর সেটা খুব সুখকর হবে না কারণ রেগে গেলে মনিবের মাথায় খুন চাপে, কোনও চিন্তাভাবনা না করেই বেধড়ক মারধোর শুরু করেন। এসব ভেবেই আমরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এগোতে লাগলাম কিন্তু একবারও চোখের আড়াল হতে দিলাম না ওঁকে। সেদিনও দেখলাম মনিব স্যার রবার্ট পুরোনো গির্জার মাটির নীচের সমাধি কক্ষের দিকে এগোচ্ছেন, কেউ যে সেখানে ওঁর জন্য দাঁড়িয়ে আছে তা দূর থেকেও আমাদের চোখ এড়াল না।'

'আচ্ছা, মিঃ ম্যাসন,' হোমস প্রশ্ন করল, 'এই গির্জা আর সেখানকার মাটির নীচের ঐ সমাধি কক্ষ কতদিনের পুরোনো বলতে পারেন?'

'দুঃখিত, মিঃ হোমস, গির্জাটা অনেক জায়গায় এত ভেঙেচুরে গেছে যে তার সঠিক বয়স বলা আমার কেন, ঐ এলাকার কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয়।'

'আর ওখানকার মাটির নীচের সমাধি কক্ষ?'

'স্যর, ভূতুড়ে বলে জায়গাটার এত বদনাম আছে। যে রাতের বেলায় ওখানে যাবে এমন বেপরোয়া লোক ধারে কাছে একজনও নেই। তবে আমার মনিব স্যর রবার্টের কথা আলাদা, জীবনে কখনও উনি কাউকে ভয় পাননি। তাহলেও নিশুতি রাতে রোজ রোজ উনি সেখানে কেন যাচ্ছেন অনেক ভেবেও বের করতে পারিনি।'

'এক মিনিট!' বলল হোমস, 'একটু আগেই ওখানে আরেকটা লোককে দেখেছেন বললেন। এ লোকটা কি আপনার মনিবের আস্তাবলের কর্মচারি না কি বাড়ির কোনও কাজের লোক! পরে ওকে নিশ্চয়ই খুঁজে বের করেছেন, নানারকম প্রশ্নও করেছেন?'

'না, মিঃ হোমস, লোকটাকে আদৌ আমি চিনি না, সে কোথায় থাকে, কি মতলবে ওখানে ঘুরঘুর করছে কিছুই জানি না।'

'এত নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে?'

'কারণ স্টিফেন্স আর আমি, দু'জনেই খুব কাছ থেকে লোকটাকে দেখেছি। দ্বিতীয় রাতে আকাশে জ্যোছনা ছিল, তাই স্টিফেন্স আর আমি ঝোপের ভেতর খরগোশের মত লুকিয়ে বসেছিলাম। আমাদের সামনে দিয়ে স্যর রবার্ট চলে গেলেন, চাঁদের আলোয় ওঁকে চিনতে কষ্ট হল না। খানিক বাদেই মনে হল ওঁর পিছু পিছু আরেকজন কে আসছে। স্যর রবার্ট কিছুটা দূরে চলে যেতে দু'জনে বেরিয়ে এলাম ঝোপের বাইরে, যেন বেড়াতে বেরিয়েছি এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে দু'জনেই আচমকা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক গলায় বলে উঠলাম, 'কি গো মিতে! তুমি আবার কোত্থেকে এসে জুটলে?' এতক্ষণ লোকটা আমাদের দেখতে পায়নি তাই গলা শুনে এমন চমকে উঠল যেন ভূত দেখছে, প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠে তখনই ভয়ে দৌড়ে পালাল সে, মিনিট খানেকের মধ্যে সে উধাও হল আমাদের সামনে থেকে।'

'লোকটাকে চেনেন না, আগে দেখেননি বলছেন,' হোমস বলল, 'কিন্তু জ্যোছনার আলোয় তার মুখ নিশ্চয়ই দেখেছেন, কেমন দেখতে তাকে?'

'নোংরা ফ্যাকাশে হলদেটে তার মুখের রং, দেখলেই রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরের কথা মনে পড়ে। এমন একটা নোংরা জঘন্য লোকের সঙ্গে স্যর রবার্টের কি দরকার থাকতে পারে তাও ভেবে পাচ্ছি না।'

মিঃ ম্যাসনের কথার জবাবে কিছু না বলে গভীর ভাবনায় ডুব দিল হোমস, খানিক পরে মুখ তুলে জানতে চাইল, 'স্যর রবার্টের বোন লেডি বিয়াট্রিস ফলডারের দেখাশোনা করে কে?'

'ক্যারি ইভান্স নামে ওঁর একটি কাজের মেয়ে আছে, গত পাঁচবছর সে ওঁর দেখাশোনা করছে।'

'তা এই কাজের মেয়েটি লেডির প্রতি অনুগত তো?'

'অনুগত একশোবার, তবে কার প্রতি তা বলতে পারব না।'

'হুঁম, এবার বুঝতে পেরেছি,' বলল হোমস, 'ডঃ ওয়াটসনের বর্ণনা থেকে এটুকু বুঝেছি যে স্যর রবার্ট এক মহালম্পট, ওঁর ফাঁদ থেকে মেয়েরা সহজে বাঁচে না। এটাই ওঁদের ভাইবোনের ঝগড়ার কারণ এ কথা একবারও আপনার মনে হয়নি?'

'ওঁদের কেলেংকারি তো অনেক দিনের, মিঃ হোমস।'

'অনেকদিনের হলেও লেডি হয়ত হালে জেনেছেন। আপত্তিকর কিছু নজরে পড়েছে বলেই মেয়েটিকে তিনি তাড়াতে চাইছেন, আর সেখানেই ভাইয়ের সঙ্গে যত বিরোধ কারণ স্যর রবার্ট মেয়েটিকে তাড়াতে রাজি নন। এদিকে লেডির নিজের শরীরও ভাল নয়, তাই জোর করে তাড়াতে পারছেন না যুবতীটিকে। অগত্যা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বন্ধ করলেন লেডি, মদের পরিমাণ বাড়িয়ে

দিলেন। রেগে গিয়ে বোনের পোষা স্প্যানিয়াল কুকুরটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন স্যার রবার্ট। কি মিঃ ম্যাসন, এমন কিছু ঘটা সম্ভব তো?'

'যতদূর ঘটার ততদূর সম্ভব বই কি।'

'ঠিক ধরেছেন, কিন্তু গভীর রাতে গির্জার মাটির নীচের সমাধি কক্ষে ঢোকার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? এটা তো ঠিক মেলাতে পারছি না।'

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস,' বললেন মিঃ ম্যাসন, 'আরও আছে, বেশি রাতে স্যার রবার্ট কবর খুঁড়ে পুরোনো মড়া বের করে কি করেন তাও মেলাতে পারছি না। সবে গতকাল ব্যাপারটা জানতে পেরেছি, স্যার রবার্ট লন্ডনে গিয়েছিলেন, সেই ফাঁকে স্টিফেন্সকে নিয়ে আমি ঢুকেছিলাম গির্জার মাটির নীচের সমাধি কক্ষে; সবকিছুই ঠিক ছিল শুধু এক কোণে একটা জিনিস চোখে পড়ল, সেটা মানুষের মড়ার অংশ।'

'পুলিশকে জানিয়েছেন?'

'পুলিশ ও নিয়ে মাথা ঘামাবে কিনা সন্দেহ আছে। যেটা কোণে পড়েছিল সেটা আসলে পুরোনো শুকনো মড়া বা মমির মাথা আর দেহের কিছু হাড়। ওগুলো হাজার বছরের পুরোনো হলেও হতে পারে। কিন্তু এগুলো যে ওখানে ছিল না তা স্টিফেন্স আর আমি দু'জনেই শপথ করে বলতে পারি। কোণটা ফাঁকা ছিল, ঐসব হাড়গোড় ওখানে নিয়ে এসে বোর্ড চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।'

'তারপর আপনারা কি করলেন?'

'যেমন ছিল তেমনই রেখে দিলাম।'

'বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। আপনি এইমাত্র বললেন স্যার রবার্ট গতকাল লন্ডন রওনা হয়েছেন, উনি ফিরেছেন?'

'না, আশা করছি আজ ফিরবেন।'

'বোনের কুকুরটাকে সরিয়েছেন কবে?'

'ঠিক এক হপ্তা আগে। সারাদিন ও খুব জোরে জোরে ডাকছিল। স্যার রবার্টের মেজাজও ছিল খারাপ হয়ে। টানতে টানতে কুকুরটাকে টেনে বাইরে আনলেন, তারপর ওকে 'গ্রীণ ড্রাগন' সরাইখানার মালিক বার্ণেজের কাছে পৌঁছে দেবার হুকুম দিলেন জকি স্যাণ্ডিবেনকে।'

'মিঃ ম্যাসন,' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পুরোনো পাইপ ধরালো হোমস, 'আমার কাছে কেন এসেছেন, এ ব্যাপারে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি তা কিন্তু এখনও আমায় খুলে বলেননি, আপনার এখানে আসার কারণ এখনও স্পষ্ট হয়নি আমার কাছে।'

'হয়ত এটা দেখেই স্পষ্ট হবে, মিঃ হোমস,' বলে পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করলেন মিঃ ম্যাসন, মোড়ক খুলতে বেরোল একটা লম্বা হাড়। হাড়টা যে মানুষের তা একপলক দেখেই বুঝতে পারলাম।

'এটা আবার কোথায় পেলেন?' হাড়টা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল হোমস।

'লেডি বিয়াট্রিসের ঘরের ঠিক নীচে মাটির নীচে আছে ঘর গরম রাখার সেন্ট্রাল হিটিং-এর উনুন,' জবাব দিলেন মিঃ ম্যাসন, 'অনেকদিন হল ওটা বন্ধ আছে, কিন্তু হালে স্যার রবার্ট ঠাণ্ডায় ছটফট শুরু করার পরে আবার ওটা জ্বালানো হল। আমার দলে হার্ভে নামে একটা ছেলে আছে, উনুন জ্বালানোর দায়িত্ব ওকেই দেওয়া হয়েছে। আজ সকালে হার্ভে এটা নিয়ে এল আমার কাছে, বলল পোড়া কয়লার মধ্যে পড়েছিল। হার্ভে বলল জিনিসটা দেখে নানা প্রশ্ন জাগছে ওর মনে।'

'কি হে ডাক্তার,' হাড়টা আমার সামনে তুলে ধরল হোমস, 'কি মনে হচ্ছে?'

'এটা দেখার পর,' আমি বললাম, 'মানুষের উরুর হাড়, পুড়িয়ে কালো করে ফেলা হয়েছে।'

'ঠিক বলেছো।' সাবাস দেবার সুরে কথাটা বলে মিঃ ম্যাসনের দিকে তাকাল সে, 'আচ্ছা, মিঃ ম্যাসন, হার্ভে ছেলেটা সেন্ট্রাল হিটিং-এর উনুন কটা নাগাদ জ্বালায়?'

'রোজ সন্ধেয় পরে আগুন দিয়েই ও চলে যায়।'

'তাহলে রাতের বেলা তো যে কেউ সেখানে যেতে পারে?'

'তা পারে, মিঃ হোমস।

'বাইরে থেকে ওখানে ঢোকা যায়?'

'বাইরে থেকে ঢোকার দরজা একটা আছে, আরও একটা দরজা আছে সেদিক দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে একটা প্যাসেজে আসা যায় যেখানে লেডি বিয়াট্রিসের কামরা।'

'একটা কথা আপনাকে বলে রাখছি, মিঃ ম্যাসন, রহস্য যতটা গভীর ততটা নোংরা। আপনি বলছেন কাল রাতে স্যর রবার্ট বাড়ি ছিলেন না?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে যে এ হাড় পোড়াচ্ছিল সে অবশ্যই অন্য লোক?'

'তাই তো দাঁড়াচ্ছে।

'সরাইখানার নামটা যেন কি?'

'আজ্ঞে 'গ্রীণ ড্রাগন'।

'বার্কসায়ারের ঐ এলাকায় কি কি মাছ ধরা যায়?'

'আজ্ঞে শুনেছি পাইক আর ট্রাউট, দুটোই।'

'ডঃ ওয়াটসন আর আমি আমরা দুজনেই ভাল মাছ ধরি, তাই না, ওয়াটসন? শুনুন মিঃ ম্যাসন আমরা আজই রওনা হচ্ছি যাতে রাতে গ্রীণ ড্রাগনে উঠতে পারি। তাই বলে আপনি নিজে যেন ওখানে আমাদের সঙ্গে আগবাড়িয়ে দেখা করতে যাবেন না, বরং চিঠি পাঠাবেন। দরকার পড়লে আমিই দেখা করব আপনার সঙ্গে। আগে তদন্তে হাত দিই, তারপর আমার সিদ্ধান্ত আপনাকে জানাব, তাহলে ঐ কথাই রইল।'

মে মাস চলছে, সন্ধ্যের পরে দু'জনে রওনা হলাম। ফার্স্ট ক্লাস কামরায় উঠেছি ইচ্ছে করেই, মাথার ওপর মাল রাখার তাকে শোভা পাচ্ছে মাছ ধরার হুইল ছিপ, সুতো, আর কয়েকটা ঝুড়ি। নির্দিষ্ট স্টেশনে ঠিক সময়েই এসে পৌঁছোলাম, স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ি চেপে এসে উঠলাম গ্রীণ ড্রাগন সরাইখানা।

সরাইয়ের মালিক জোশিয়া কর্ণেল নিজেও মাছ ধরতে ভালবাসেন, লণ্ডন থেকে এতদূর মাছ ধরতে ছুটে এসেছি শুনে জানতে চাইলেন আমরা কোথায় বসব।

ট্রাউট আর পাইক যেখানে প্রচুর মেলে তা আগেই মিঃ ম্যাসনের কাছ থেকে জেনেছে হোমস, সঙ্গে সঙ্গে সে জায়গার নাম শুনিয়ে দিল হোমস। বলল,'হল লেকের জলে তো দেদার পাইক মেলে জানি, ওখানেই না হয় বসব।'

'মনে হচ্ছে ওখানে সুবিধে করতে পারবেন না,' গম্ভীর থমথমে মুখে সরাইওয়ালা বললেন, 'বসা তো পরের কথা, লেকে ঢোকার আগেই স্যর রবার্টের হাতে ধরা না পড়ে যান।'

'কেন?'

'আসলে স্যর রবার্ট এখানে ওঁর ঘোড়াদের ট্রেনিং দেন,' কর্ণেল বলল, 'লেকটা তার খুব কাছে। আপনাদের দেখেই ভাববেন দালাল, কোনও মতলবে ঘুরঘুর করছেন। তাই বলছি ওঁর চোখে একবার পড়ে গেলে আর রক্ষে থাকবে না, মাছ ধরা শিকেয় উঠবে।'

'শুনলাম ডার্বি রেসে স্যর রবার্টেরও একটা ঘোড়া দৌড়োবে? খবরটা সত্যি?'

'ঠিকই শুনেছেন,' কর্ণেল বলল, 'তবে টাট্টু ঘোড়া, আগে কোনও রেসে দৌড়োয়নি। এসব সত্ত্বেও স্যর রবার্ট নিজের টাকাকড়ি সব ঐ ঘোড়ার ওপর বাজি ধরেছেন। ইয়ে — আপনারাও রেসের মাঠে বাজি ধরেন নাকি?' বলতে বলতে গভীর চিন্তার ছাপ পড়ল তার চোখেমুখে।

'না মশাই, ওসব বড়মানুষি শখ আমাদের নেই,' বলল হোমস, 'স্রেফ হাওয়া বদল করব বলে লণ্ডন থেকে বার্কসায়ারে ছুটে এসেছি।'

'হাওয়া বদলের পক্ষে তো আমাদের বার্কসায়ার হল আদর্শ জায়গা,' বললেন কর্ণেল, 'ঘুরে বেড়ানোর মত খোলা জায়গা আশেপাশে এন্তার পড়ে আছে। তবে স্যর রবার্ট সম্পর্কে যা বললাম দয়া করে মনে রাখবেন — আগে ঘা কতক দিয়ে তারপের কথা বলেন এমনই ওঁর ধাত। দোহাই, লেকের ধারে কাছে যেন ভুলেও ঘেঁষবেন না।'

'সেদিক থেকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মিঃ কর্ণেল, আমরা ওধারই মাড়াব না,' বলল হোমস, 'আচ্ছা এখানে আসার পথে একটা স্প্যানিয়্যাল দেখলাম হলে কুঁই কুঁই করছে। কুকুরটা দেখতে চমৎকার, আমি নিজে একসময় অনেক কুকুর ঘেঁটেছি তাই নজরে পড়ল।'

'তা নজরে পড়ার মতই ওকে দেখতে বটে,' কর্ণেল বললেন, 'আসল সাসকোম্ব স্প্যানিয়্যালের রক্ত শিরায় বইছে কিনা, তাই। গোটা ইংল্যাণ্ড চষে বেড়ালেও ঐ জাতের কুকুর আর একটিও আপনার চোখে পড়বে না।'

'তাই নাকি! তা এই জাতের একটা কুকুরের দাম কি রকম?'

'দাম কত পড়ে বলতে পারব না কারণ ঐ কুকুর কেনার টাকা আমার নেই। স্যর রবার্ট দয়া করে আমার কাছে রেখেছেন তাই পুষছি। একবার ছাড়া পেলেই হল, ঠিক ছুটে যাবে হল-এ ওঁর কাছে।' বলতে বলতে সরাইওয়ালা চলে গেলেন।

'মনে হচ্ছে হাতে কিছু সূত্র শীগগিরই আসবে, ওয়াটসন,' মিঃ কর্ণেল সরে যেতে হোমস বলল, 'প্রতিপক্ষের সঙ্গে খুব সহজে এঁটে ওটা যাবে না ঠিকই তবু মনে হচ্ছে দু'একদিনের মধ্যে এগোবার কোনও পথ পাব। যাক, শুনলাম স্যর রবার্ট এখনও লণ্ডন থেকে ফেরেননি। তাহলে আজ রাতে একবার গির্জার মাটির নীচের পুরোনো সমাধি কক্ষে ঢোকা যেতে পারে, কি বলো! মহাপ্রভু নিজেই যখন নেই তখন মারধোর খাবার ভয়ও [illegible] নেই ধরে নিতে দোষ কোথায়? কয়েকটা পয়েন্ট হাতে কলমে যাচাই না করলেই নয়।'

'তুমি নিজে কি কোনও থিওরি খাড়া করেছো, হোমস?'

'শুধু একটাই, ওয়াটসন, তা হল গত হপ্তাখানেকের ভেতর সাসকোম্ব পরিবারে ঝড় তোলার মত কোনও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। সেই সাংঘাতিক ঘটনাটি কি তাই এই মুহূর্তে একমাত্র প্রশ্ন। শুধু ফলাফল বা পরিণতি দেখেই আমরা তা অনুমান করতে পারব। প্রথমেই ধরো, ভাইটি অর্থাৎ স্যর রবার্ট এতদিন যাকে প্রাণের চেও বেশি ভালবেসে এসেছেন সেই অসুস্থ বোন লেডি বিয়াট্রিসের খোঁজখবর নেওয়া আচমকা বন্ধ করেছেন, একবার নিছক চোখের দেখা দেখতেও তাঁর কামরায় পা দেন না। এখানেই শেষ নয়, বোনের পোষা স্প্যানিয়ালটিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে ছেড়েছেন তিনি। বলো, এটুকু শুনে কি বুঝলে?'

'কোনও কারণে বোনের ওপর ভাইটি ভীষণ রেগেছেন, এর বেশি কিছুই বুঝিনি।'

'হয়ত তাই অথবা অন্য কোনও কারণও ঘটতে পারে। বোনের ওপর স্যর রবার্ট রেগে গেলে দু'জনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে ধরে নিতে বাধা নেই। ঝগড়াঝাঁটি সত্যিই যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই সময়ের পরিস্থিতি বিচার করতে হবে। দেখা যাচ্ছে তারপর থেকে লেডি বিয়াট্রিস

আর তাঁর কামরা থেকে বেরোচ্ছেন না, দিনরাত নিজের কামরাতেই সময় কাটাচ্ছেন, কাজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে বেরোনোর সময়টুকু যা তাঁকে দেখা যায়। কিন্তু বাইরে বেরোলেও নিজের অনেক স্বভাব পাল্টে ফেলেছেন তিনি যেমন আগের মত আস্তাবলে গিয়ে আদরের ঘোড়ার গায়ে মাথায় হাত বোলান না, তাদের মিছরি খাওয়ানো বন্ধ করেছেন আর সেইসঙ্গে নিজে মদ খাওয়া ধরেছেন। কেস তো এইটুকুই, তাই তো?'

'কিন্তু পুরোনো সমাধি কক্ষের ব্যাপারটা তো বললে না।'

'সেটা আরেক ভাবনা, ওয়াটসন, সমস্যা বা রহস্য যাই বলো তা হল দুটো, কিন্তু দুটো ভাবনা একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলোনা তাতে সব তালগোল পাকিয়ে যাবে। দুটো লাইনকে আলাদা করে ভাবো। প্রথম লাইনে লেডি বিয়াট্রিস হালে যেসব অদ্ভুত আর জটিল আচরণ করছেন সেগুলো নিয়ে ভাবো, মাথা ঘামাও।'

'নিলাম, কিন্তু এসবের মানে আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না।'

'এবার দ্বিতীয় লাইনে স্যার রবার্ট নরবার্টনকে নাও, ডার্বি রেস জেতার জন্য যিনি আদা জল খেয়ে লেগেছেন; এদিকে রেস না জিতেও ওঁর রক্ষে নেই কারণ স্যার রবার্ট ইহুদী সুদখোর মহাজনদের কাছ থেকে গাদা গাদা টাকা ধার নিয়ে বসে আছেন, যে কোন সময় ওরা ওঁর আস্তাবলের দখল নিতে পারে। মানুষ হিসেবে স্যার রবার্ট যেমন জেদী, তেমনই বেপরোয়া, রোজগার বলতে শুধু বোনের আয়। বোনের কাজের মেয়েটি স্যার রবার্টের বশ, তাকে দিয়ে উনি অনেক কাজ করিয়ে নেন। এ পর্যন্ত সব ঠিকই আছে, কি বলো, ওয়াটসন?'

'কিন্তু গির্জার মাটির নীচের সেই যে প্রাচীন সমাধি কক্ষ, তার কি হল?'

'হ্যাঁ, প্রাচীন সমাধি কক্ষ। ধরে নেওয়া যাক স্যার রবার্ট ওঁর বোন লেডি বিয়াট্রিসকে খুন করেছেন, যদিও নিছক অনুমানের স্বার্থেই এটা ধরে নিচ্ছি আমি।'

'না, হোমস, অনুমানের স্বার্থে হলেও এ প্রশ্ন এখানে আসতেই পারে না।'

'খুবই স্বাভাবিক, ওয়াটসন। স্যার রবার্ট নিজে কম সম্ভ্রান্ত লোক নন, তাই এ প্রশ্ন ওঠে না এটা যেমন ঠিক, তেমনই ঈগলদের ঝাঁকে পচা মাংসখেকো দু'একটা নোংরা কাকও কখনও সখনও চোখে পড়ে। তাই এখনকার মত একথা মাথায় রেখেই এগোও। আদরের টাট্টুঘোড়া সাসকোম্ব প্রিন্স ডার্বি না জেতা পর্যন্ত স্যার রবার্ট প্রচুর টাকা হাতে পাচ্ছেন না, দেশ ছেড়ে উধাও হতে পারছেন না। অতএব ততদিন পর্যন্ত ওঁকে এখানেই থাকতে হবে। আমার থিওরি হল, বোনের লাশ উনি কোথাও আগেভাগেই সরিয়ে ফেলেছেন আর লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য কাউকে বোন সাজিয়ে মতলব হাঁসিল না হওয়া পর্যন্ত রেখে দিয়েছেন বোনের কামরায়, তাঁরই বিছানায়। গির্জার মাটির নীচের প্রাচীন সমাধি কক্ষে পারতপক্ষে কেউ যায় না তাই বোনের লাশ উনি সরিয়ে ফেললেন সেখানে, পরে ফার্ণেসে আগুন জ্বেলে লাশ পুড়িয়েও ফেললেন, শুধু এমন একটা প্রমাণ রয়ে গেল যা আমরা ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছি। এরপর যদি তোমার কোনও বক্তব্য থাকে ওয়াটসন, স্বচ্ছন্দে বলতে পারো।'

'গোড়াতেই যে পৈশাচিক সম্ভাবনার কথা বললে তা সত্যি হলে পরে যা যা বলেছো তাদের কোনই অসম্ভব নয়, হোমস।'

'মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, ওয়াটসন, কাল চলো একটা ছোটখাটো পরীক্ষা চালানো যাক, মনে হচ্ছে তার ফলে রহস্যের ধোঁয়াশা অনেকটা কাটবে। তার আগে সরাইওয়ালা কর্ণেলকে ডেকে আনো, ওরই ওয়াইন এক গ্লাস ওকে গেলাও। ব্যাটাচ্ছেলে যতক্ষণ এখানে থাকবে ততক্ষণ শুধু নদীতে মাছ ধরার গপ্পো চালিয়ে যাবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের যা কিছু কেচ্ছা সব ঐ কথাবার্তার ফাঁকে বেরিয়ে আসবে সরাইওয়ালার পেট থেকে।'

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খাবার পরেই মুখ শুকোল হোমস, নিজেই বলল মাছ ধরার চার আনতে ভুলে গেছে। চার নাহলে মাছ ধরা যাবে না। শেষকালে বেলা এগারোটা নাগাদ বেড়াতে বেরোলাম দু'জনে, বেরোবার মুখে হোমস সরাইওয়ালা কর্ণেলের কাছ থেকে লেডি বিয়াট্রিসের পোষা কালো স্প্যানিয়েলটাকে কেন কে জানে সঙ্গে নিল। খানিকদূর যাবার পরে পার্ক গেটের বিশাল পাল্লা দুটো চোখে পড়ল, পাল্লার মাথায় পৌরাণিক গ্রিফিন পাঠিক কুলচিহ্ন — সিংহের দেহে ঈগলের মাথা আর ডানা।

'সরাইওয়ালা কর্ণেল বলেছিল,' হোমস বলল, 'রোজ দুপুর বারোটা নাগাদ লেডি বিয়াট্রিস ঘোড়ার গাড়ি চেপে বেড়াতে বেরোন, ঐ সময় ফটকের পাল্লা খোলা হয়। ফটক পেরোবার আগে পর্যন্ত গাড়ি চলে ঢিমে তালে শামুকের গতিতে, ফটক পেরোলে জোরে ছোটে। ওয়াটসন, আমরা এখানেই অপেক্ষা করব, লেডির গাড়ি এলে কোনও ছুতোয় গাড়ি যখন ঢিমে তালে চলবে সেই ফাঁকে একসময় গাড়োয়ানকে কয়েকটা প্রশ্ন করবে। আমার জন্য ভেবো না, আমি এই ঝোপের পেছনে দাঁড়িয়ে তোমার ওপর নজর রাখব, যা দেখার ওখানে দাঁড়িয়েই দেখতে পাব।'

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না, মিনিট পনেরো বাদেই একটা বড় হলদে রংয়ের ঘোড়ার গাড়ি ফটকের দিকে খুব ধীর বেগে এগিয়ে আসছে দেখতে পেলাম। দু'ঘোড়ায় টানা গাড়ি চারদিক খোলা। অনেকটা তফাতে দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েই স্প্যানিয়েলের শেকল শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে হোমস লুকোল ঝোপের পেছনে। হাতের ছড়ি দোলাতে দোলাতে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম পথের মাঝখানে, গাড়ি আসছে দেখেই একজন কাজের লোক দৌড়ে এসে ফটকের পাল্লাদুটো হাট করে খুলে দিল।

শামুকের গতিতে গাড়ি চলছে বলেই আরোহীদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকে এক যুবতী রঙীন প্রসাধনে সর্বাঙ্গ রাঙ্গানো, চুলের রং হলদে, দু'চোখে নির্লজ্জ বেহায়া চাউনি। ডানপাশে [illegible] বয়স্কা মহিলার গোলপিঠ আর শালে ঢাকা মুখ দেখে বোঝা যায় অসুস্থ। হাঁটাচলা করতে পারেন না। ফটক পেরিয়ে গাড়ি গতিবেগ বাড়ানোর মুখেই হাত তুলে গাড়োয়ানকে দাঁড়াতে বললাম, জানতে চাইলাম স্যর রবার্ট সাসকোম্ব ওল্ড প্লেসে আছেন কিনা। ঠিক সেই মুহূর্তে ঝোপের আড়াল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল হোমস, খুলে দিল স্প্যনিয়্যালের গলায় আঁটা মজবুত লোহার শেকল। ছাড়া পেয়েই কুকুরটা উল্লাসের ডাক ডাকতে ডাকতে ছুটে এসে একলাফে উঠে পড়ল গাড়ির পাদানিতে। কিন্তু ঠিক তখনই তার উল্লাস প্রচণ্ড ক্রোধের চেহারা নিল, পাদানির ঠিক ওপরেই কালো স্কার্ট কামড়ে ধরল সে।

'চালাও! জোরসে! আরও জোরসে!' কর্কশ গলায় গাড়ির ভেতর থেকে কেউ চেঁচিয়ে উঠল। গাড়োয়ান চাবুক মারল ঘোড়া দুটোর পিঠে। আমি ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম রাস্তার মাঝখানে।

'শাবাস, ওয়াটসন,' বলতে বলতে এগিয়ে এসে হোমস কুকুরের গলায় শেকল আঁটল, 'জানো তো, কুকুরেরা মানুষ চিনতে ভুল করে না। পুরোনো মনিব, মানে লেডি বিয়াট্রিস বেড়াতে যাচ্ছেন ভেবে বেচারা দৌড়ে গিয়েছিল, কিন্তু গিয়ে দেখল ভেতরে অন্য লোক, তাই রেগে স্কার্ট কামড়ে ধরেছে।'

'কিন্তু গলাটা যে ব্যাটাছেলের বলে মনে হল, হোমস,' আমি চেঁচিয়ে বললাম।

'ঠিক ধরেছো, ওয়াটসন, আমাদের হাতে একটা তাস বাড়ল, তবে এবার খুব হুঁশিয়ার হয়ে খেলতে হবে।' সত্যিই স্প্যানিয়্যালটা যে সাংঘাতিক রেগে গেছে তা ওকে দেখেই বোঝা যায়; রাগে ফোঁস ফোঁস করছে, লাল টকটকে হয়ে উঠেছে দু'চোখ।

হোমসের অন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল না তাই নদীতে মাছ ধরে বাকি দিনটা কাটালাম। ফলটা খারাপ হল না। রাতে ট্রাউট মাছ খেলাম। খাবার পরে হোমস আমায় নিয়ে বেরোল, দুজনে

এসে হাজির হলাম পার্ক গেটের সামনে যেখানে সকালেও একবার এসেছিলাম। গেটের পাশে লম্বা কালো মতন কে যেন দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল, সামনে এসে দাঁড়াতে চিনতে পারলাম মিঃ জন ম্যাসন, সাসকোম্ব ওল্ড প্লেসের ঘোড়াদের প্রধান ট্রেনার।

'গুড ইভনিং জেন্টলমেন!' চাপাগলায় অভিবাদন জানালেন মিঃ ম্যাসন, মিঃ হোমস আপনার চিঠি পেয়েই ছুটে এলাম। স্যর রবার্ট এখনও লণ্ডন থেকে ফেরেননি, তবে অনুমান করছি আজ রাতেই ফিরে আসবেন।'

'বাড়ি থেকে মাটির নীচের প্রাচীন সমাধি কক্ষ কত দূরে?' জানতে চাইল হোমস।

'তা সিকি মাইল হবেই।'

'তাহলে আর স্যর রবার্টকে নিয়ে চিন্তাভাবনার কারণ নেই।'

'কিন্তু আমি যে না ভেবে পারছি না, মিঃ হোমস। ফিরে এসে সবার আগে উনি আমায় ডাকিয়ে এনে সাসকোম্ব প্রিন্স কতদূর তৈরি হল জানতে চাইবেন।'

'মিঃ ম্যাসন, তাহলে আর আপনাকে আমাদের সঙ্গে থেকে কাজ নেই, শুধু সমাধি কক্ষের জায়গাটা দেখিয়ে বাড়ি চলে যান।'

আকাশে জ্যোছনা নেই, গাঢ় আঁধারের মধ্যে মিঃ ম্যাসনের পেছন পেছন হোমস আর আমি এসে পৌঁছোলাম বহুকালের পুরোনো ভাঙ্গাচোরা গির্জের সামনে। ভেঙ্গে ধসে পড়া বারান্দার ইটপাথরের স্তূপে হোঁচট খেতে খেতে মিঃ ম্যাসন গির্জার এক কোণে এসে দাঁড়ালেন, পেছন পেছন গিয়ে দেখতে পেলাম সেখান থেকে একটা সরু খাড়া সিঁড়ি নেমে গেছে মাটির নীচে। মিঃ ম্যাসনের পেছন পেছন সেই সিঁড়ি বেয়ে আমরা এসে হাজির হলাম গির্জার মাটির নীচের প্রাচীন সমাধি কক্ষে। মিঃ ম্যাসন দেশলাই জ্বালতে মাথার ওপরের নীচু ছাদ আর এবড়ো খেবড়ো পাথরের দেয়ালের কোণে কোণে জড়ো করে রাখা পাথর আর সিসের তৈরি অনেকগুলো কফিন উদভাসিত হল। হোমস লণ্ঠন জ্বালতে দেখলাম সমাধি কক্ষের সুড়ঙ্গ বহুদূর পর্যন্ত গেছে, তার সবখানে শুধু মৃত্যুর বিষাদমলিন নীরবতা। অনেকগুলো কফিনের ওপরে গ্রিফিনের খোদাই করা মূর্তিও চোখে পড়ল।

'আপনি হাড়ের কথা বলেছিলেন, মিঃ ম্যাসন,' হোমস শুধোল, 'যাবার আগে ওগুলো কোথায় আছে দেখিয়ে দিতে পারবেন?'

'এই কোণেই তো ছিল,' বলে মিঃ ম্যাসন খানিকদূর গেলেন তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়াহত গলায় বললেন, 'কিন্তু ওগুলো ওখানে দেখতে পাচ্ছি না, মিঃ হোমস, বেমালুম উধাও হয়ে গেছে।'

'ঠিক এমন কিছু ঘটবে আঁচ করেছিলাম,' মুখ টিপে হাসল হোমস, 'খুঁজলে পোড়া হাড়ের কিছু ছাই হয়ত উনুনে পেলেও পেতে পারেন।'

'কিন্তু হাজার বছর আগে যে মারা গেছে তার হাড়গোড় পুড়িয়ে ছাই করতে চাইছে কে?' প্রশ্ন করলেন মিঃ ম্যাসন।

'সেটা খুঁজে বের করব বলেই আমরা এখানে এসেছি,' হোমস বলল, 'খুঁজতে সময় নেবে, এজন্য আপনাকে আর আটকাব না, আপনি বাড়ি যান। মনে হচ্ছে সকালের আগেই রহস্যের সমাধান করতে পারব।'

জন ম্যাসন চলে যাবার পরে কাজে নামল হোমস, কফিনগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল লণ্ঠনের ম্লান আলোয়। স্যাক্সন, নরম্যান হুগো আর ওডোস গোষ্ঠীর কফিনগুলো দেখতে দেখতে একসময় বহু পুরোনো দুটো কফিনের সামনে এসে দাঁড়াল সে— উইলিয়াম ফালডার ও অপরটি স্যর ডেনিস ফালডারের মৃত্যুর পরে দুজনকেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে এখানে সমাহিত করা হয়েছিল। এসব দেখতে দেখতে ঘণ্টাখানেক সেময় কেটে গেল, তারপর হোমস সমাধি কক্ষে ঢোকার মুখে

আমায় নিয়ে এল, সেখানে শোয়ানো একটি সিসের কফিনের ওপর আতসকাঁচ নিয়ে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখতে লাগল খুঁটিয়ে। খানিক বাদে পকেট থেকে একটা ছোট সিঁধকাঠি আর বাক্সের ঢাকনা খোলার ছেনি বের করল সে, কফিনের বন্ধ ঢাকনা তাই দিয়ে চাড় দিয়ে খোলার চেষ্টা করতে লাগল। ঢাকনা ভেতরে আলগা হবার মচ্‌মচ্ আওয়াজ হল। ঠিক তখনই আরেকটা ভারি শব্দ কানে আসতে মনটা আপনা থেকে চলে গেল সেদিকে।

আমাদের ঠিক মাথার ওপর কে যেন জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটছে, মনে হচ্ছে সেই আওয়াজ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। আরও খানিক বাদে সিঁড়িতে আলো ফুটে উঠল, তার আভায় দেখলাম বিশালদেহী এক পুরুষ সমাধি কক্ষে পা রেখেছেন। অচেনা হলেও তার মোটা গোঁফজোড়া আর গনগনে কয়লার মত চঞ্চল দুচোখের চাউনি তার ভয়ানক রুক্ষ স্বভাবের পরিচয় বহন করছে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে তার নজর পড়ল হোমসের দিকে, কয়েক পা এগিয়ে হাতের লাঠি বাগিয়ে সে জানতে চাইল, 'কে মশাই আপনি? আমার সম্পত্তিতে কি মতলবে ঢুকেছেন?' হোমসের কাছ থেকে জবাব না পেয়ে আবার একই প্রশ্ন করল সে। 'স্যার রবার্ট নরবার্টন,' কঠোর শোনাল হোমসের গলা, 'আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন, এখানে কি করছেন?' বলেই ঘুরে দাঁড়াল সে, তারপর সিসার কফিনের আলগা ঢাকনা উপড়ে ফেলল একটানে। লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা একটা মৃতদেহ লম্বা করে শোয়ানো সেই কফিনের ভেতরে; মৃতদেহ এক বয়স্কা মহিলার যার ফ্যাকাশে মুখের লম্বা নাক আর ঠেলে বেরিয়ে আসা চিবুক দেখলে রূপকথার ডাইনি বুড়ির চেহারার বর্ণনা মনে পড়ে।

প্রচণ্ড আতংকে চেঁচিয়ে উঠলেন স্যার রবার্ট, সে চিৎকার সমাধি কক্ষে প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে; টলতে টলতে পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন স্যার রবার্ট। একটা পাথরের কফিন ধরে কোনমতে নিজেকে সামলে নিলেন।

'এসব আপনি কি করে জানলেন?' স্বভাবসিদ্ধ হিংস্র গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন স্যার রবার্ট, 'এর মধ্যে নাক গলিয়েছেন, কে আপনি?'

'আমার নাম শার্লক হোমস।' একই রকম কঠোর গলায় বলল হোমস, 'হয়ত নামটা আগে শুনে থাকবেন। যে কোন সৎ নাগরিকের মতই আমার কাজ, আইন সর্বত্র রক্ষা হচ্ছে কিনা তা দেখা। মনে হচ্ছে আপনাকে অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

আগুন হানা চোখে স্যার রবার্ট তাকালেন। কিন্তু হোমসের কঠোর গলা আর ঠাণ্ডা হাবভাব জল ঢেলে সে আগুন নিভিয়ে দিল।

'যা দেখেছেন মিঃ হোমস, যতটুকু জেনেছেন,' স্যার রবার্টের গলা কেঁপে গেল, 'জেনে রাখুন এসব না করে আমার উপায় ছিল না।'

'এসব কৈফিয়ৎ না হয় পুলিশকেই দেবেন স্যার রবার্ট,' বলল হোমস।

'উপায় যখন নেই তখন বলতেই হবে, মিঃ হোমস,' বললেন স্যার রবার্ট, 'দয়া করে একবার বাড়িতে এসে সব কথা শুনুন, তারপর নিজেই না হয় সব বিচার করবেন।'

প্রাচীন সমাধি কক্ষের বিষাদ মলিন পরিবেশ থেকে বেরিয়ে স্যার রবার্টের সঙ্গে হোমস আর আমি খানিক বাদে এসে দাঁড়ালাম খোলা আকাশের নীচে। তিনিই যেচে আমাদের নিয়ে এলেন তাঁর বাড়িতে। চারপাশে দেওয়ালে একাধিক কাঁচের ঢাকার আড়ালে সাজিয়ে রাখা সারি সারি আগ্নেয়াস্ত্রের পালিশ করা চকচকে নল দেখে আঁচ করলাম ঘরটি এ বাড়ির 'গান রুম' বা অস্ত্রাগার। আমাদের বসিয়ে স্যার রবার্ট একবার বেরোলেন, খানিক বাদে ফিরে এলেন সঙ্গে দুজনকে নিয়ে। সঙ্গী দুজনের মধ্যে পুরুষটি বেঁটেখাটো, মুখখানা ইঁদুরের মত, একপলক তাকালেই মনে বিতৃষ্ণা জাগে। অপরজন সেই সাজগোজ করা যুবতী যাকে আগেরদিন সকালবেলা ঘোড়ার গাড়ি চেপে

বাইরে যেতে দেখেছিলাম। দু'জনের চোখেমুখে একরাশ বিস্ময়, দেখে বেশ বুঝলাম পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিয়েছে তা এদের বুঝিয়ে বলার মত সময় স্যর রবার্ট পাননি।

'এরা হল মিঃ নর্লেটি আর তাঁর স্ত্রী মিসেস নর্লেটি, হাত নেড়ে সঙ্গী দুজনকে ইশারায় দেখালেন স্যর রবার্ট, 'মিসেস নর্লেটের ডাক নাম ইভানস, গত দশ বছর ও দিনরাত আমার বোনের পাশে পাশে থেকেছে বিশ্বস্ত পরিচারিকা হিসেবে। আমার আসল অবস্থা আপনাদের খুলে বলব স্থির করেছি বলেই এদের নিয়ে এসেছি এখানে কারণ এরা দুজনেই আমার যাবতীয় কাজকর্মের সাক্ষী।'

যা কিছু ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ এবার দিচ্ছি। বেশ বুঝতে পারছি যে আমার পরিকল্পনার অনেকটাই আপনি জেনে ফেলেছেন নয়ত ঐ গোপন আস্তানায় এভাবে হানা দিতেন না। যে ডার্বি রেস শীগগিরই হবে তাতে একটা ঘোড়ার ওপর প্রচুর ধারদেনা করে বাজি ধরেছি আশা করি তাও জেনেছেন। রেসে জেতার ওপর আমার বাঁচামরা নির্ভর করছে। জিতে গেলে চিন্তা নেই, না পারলে কি ভয়ংকর পরিণতি যে আমার ঘটবে ভাবতেও বুক শিউরে উঠছে।'

'আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি, স্যার রবার্ট, বলল হোমস।

'আমার বোন লেডি বিয়াট্রিসের ওপর আমি পুরো নির্ভরশীল,' বললেন স্যর রবার্ট 'কিন্তু এসটেটের আয়ে আমার কোনও অংশ নেই। বোন মারা গেছে এখবর একবার রটলে আর দেখতে হবে না। ইহুদী সুদখোরের পাল ক্ষুধার্ত শকুনির মত এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, আমার ঘোড়া, সহিস, ট্রেনার, আস্তাবল, সব কেড়ে নেবে ওরা। মিঃ হোমস, আজ থেকে ঠিক সাতদিন আগে আমার বোন লেডি বিয়াট্রিস মারা গেছেন।'

'কিন্তু এখবর আপনি কাউকে জানাননি,' হোমসের গলায় অভিযোগের সুর 'এতদিন ধরে চেপে রেখেছেন।'

'কি করে বলব বলুন, একবার খবর রটলেই তো পথে বসতে হত আমায়।

'বোন মারা যাবার পর আপনি কি করলেন?'

'মৃতদেহ বাড়ির ভেতরে রেখে দেওয়া যাবে না তাই প্রথম রাতে দিদির মৃতদেহ মিঃ নর্লেটি আর আমি নিয়ে এলাম বাড়ির বাইরে পুরোনো একটা কামরায় যেখানে এখন কেউ থাকে না। বোনের স্প্যানিয়্যালটা কাঁদতে কাঁদতে পেছন পেছন এল, দরজার বাইরে বসে একটানা কেঁদেই চলল। তখন উপায় না দেখে বাধ্য হয়ে আমি ওটাকে রেখে এলাম গ্রীণ ড্রাগন সরাইয়ের মালিকের কাছে, তারপর বোনের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে এলাম পুরোনো গির্জায় মাটির নীচে প্রাচীন সমাধি কক্ষে যেখানে বোনের শ্বশুরবাড়ির পূর্বপুরুষদের প্রায় সবারই মৃতদেহ কফিনে রাখা আছে। পুরোনো একটা কফিন থেকে ভগ্নিপতির এক পূর্বপুরুষের হাড়গোড় বের করে ওখানকার উনুনের আগুনে পুড়িয়েছি, আর সেই ফাঁকা কফিনে রেখে দিয়েছি আমার বোনের মৃতদেহ। কফিনের ঢাকনা খুলে দিদির মৃতদেহ খানিক আগে আপনি নিজের চোখেই দেখে এসেছেন, মিঃ হোমস। দিদির মৃতদেহকে আমি তার শ্বশুরবাড়ির প্রাচীন প্রথা মেনে প্রাচীন সমাধি কক্ষের এক কফিনে রেখে এসেছি, আমার মনে হয় না এর ফলে মৃতের আত্মার প্রতি অসম্মান দেখানো হয়েছে।'

'তবু যা করেছেন তাকে ক্ষমা করা যায় না,' বল হোমস।

'উপদেশ দেওয়া খুব সহজ মিঃ হোমস,' বলেন স্যর রবার্ট 'কিন্তু আমার জায়গায় থাকলে আপনি নিজেও হয়ত অন্যপথে এগোবার চিন্তা করতেন না।'

'স্যর রবার্ট,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হোমস, 'সত্য উদ্‌ঘাটনের আমার কর্তব্য শেষ, বাকি যা কিছু পুলিশের দায়িত্ব। আমার শেষ কাজ পুলিশে খবর দেওয়া, এবার তা জানাব। রাত বারোটা বাজতে দেরি নেই, ওয়াটসন। চলো, এবার দীনের কুটিরে গুটি গুটি পায়ে ফেরা যাক।'

হিজ লাস্ট বাও

এক

দ্য ওয়ার সার্ভিস অফ শার্লক হোমস

'মনে হয় চলতি হপ্তার শেষে আপনাকে বার্লিন যেতে হবে, ফন বর্ক,' লণ্ডনে জার্মান দূতাবাসের চীফ সেক্রেটারি ব্যারন ফন হার্লিং চাপা ভরাট গলায় বলল, 'আপনার অসামান্য কৃতিত্বে মহামান্য কাইজার যারপরনাই খুশি হয়েছেন, দেশে ফেরার পরে বিপুল রাজকীয় সম্বর্ধনা আপনি তাঁর কাছ থেকে পাবেন তাতে সন্দেহ নেই।'

যাকে উদ্দেশ করে বলা তাঁর মুখে কথা নেই, জ্বলন্ত চুরুটে টান দিয়ে ব্যারন হার্লিং বললেন, 'শুধু আমাদের দেশ কেন, এই খোদ লণ্ডন শহরের অভিজাত সমাজেও আপনি নিজের জায়গা অনায়াসে করে নিতে পেরেছেন, সেখানকার মানুষ আপনাকে সম্মান করে, মানে, আমি সব খবরই পাই, ফন বর্ক।'

'বাইরে গম্ভীর অর হামবড়া ভাব দেখালেও এরা, এই ইংরেজরা যেমন সরল, তেমনই বোকা,' কাইজারের সেরা গুপ্তচর ফন বর্ক মুখ খুললেন, 'ব্যারন আমার মতে আন্তর্জাতিক কূটনীতির ঘোরপ্যাঁচ এইসব তথাকথিত অভিজাত ইংরেজদের মাথায় আদৌ ঢোকে না।' কথা শেষ করে তিনি ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখলেন—রাত নটা।

বছরের মাঝামাঝি সময়, ২রা আগস্ট। সূর্য ডুবেছে অনেকক্ষণ আগে, আকাশের পশ্চিমে তার রক্তাভাব এখনও জ্বলছে। দম বন্ধ গুমোট, ছিটেফোঁটা বাতাসও নেই, তারই মাঝে কি যেন এক ধূমায়িত চাপা অশান্তির গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

সমুদ্রের গা ঘেঁষে পাহাড়, তার ওপর সেকেলে প্রাসাদ ধাঁচের [illegible] বাগান, বাগানের পাথরচাপা পথে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুই দীর্ঘদেহী জার্মান। জাহাজের জোরালো সার্চলাইটের আলো থেকে ঠিকরে পড়ছে প্রাসাদের গায়ে। দারুণ গুমোটের মধ্যে চাপাগলায় দুজনের ষড়যন্ত্র এক নারকীয় পরিবেশ গড়ে তুলেছে, নরকের অধীশ্বর স্বয়ং শয়তানের উপস্থিতি যেন প্রমাণ করছে দুটো চুরুটের ছাইচাপা আগুন — শয়তানের জ্বলন্ত দুটি চোখ। বাগানের বাইরে সরু পথের ওপর ব্যারণ ফন হার্লিংয়ের সোফার বিশাল মার্সিডিজের স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে বসে, ঐ গাড়িতে চেপেই ব্যারন লণ্ডনে জার্মান দূতাবাসে ফিরে যাবেন।

'আপনার সঙ্গে এবার আর একমত হতে পারছি না, ফন বর্ক,' ব্যারন ফন হার্লিং একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন, 'বাইরে থেকে অভিজাত ইংরেজদের যেমনই বোকা দেখাক না কেন, ভেতরে ওরা আদৌ গোবেচারা নয়, বরং আসল ঘুঘু,' এ জাতের ধাতই ওরকম। এ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে বলেই বলছি। লণ্ডনে এসে কাজ বুঝে নেবার কিছুদিন পরের ঘটনা। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের এক মন্ত্রী পার্টি দিলেন ওঁর বাগানবাড়িতে, নেমন্তন্ন পেয়ে আমিও গেলাম। খাওয়াদাওয়ার ফাঁকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাপারস্যাপার এসে পড়ল স্বাভাবিকভাবেই। মন্ত্রীমশাই নিজে তো বটেই, সেইসঙ্গে আরও যারা জুটেছিলেন সবাই মিলে নানারকম প্রশ্ন করতে করতে কোণঠাসা করে ফেললেন আমায়। পরিণতির কথা না ভেবে আমি সেসব প্রশ্নের জবাব দিলাম, আমার সেসব জবাব খবরের কাগজে, আর বেতারে ফলাও করে প্রচার করা হল।'

'আপনার মনে আছে কিনা জানিনা', ফন বর্ক চুরুটের ছাই ঝাড়লেন, ' ঐ পার্টিতে আমিও ছিলাম।'

'হবে হয়ত,' তাচ্ছিল্যের ঢংয়ে হাত নাড়লেন ব্যারন হার্লিং, 'আমাদের চ্যান্সেলরের কড়া মেজাজের কথা আশা করি আপনি জানেন, বর্ক, আমার পাঠানো রিপোর্ট আর খবরের কাগজে পার্টিতে আমার বেফাঁস কথাবার্তার বিবরণ পড়ে রেগেমেগে আমায় কড়া নোট পাঠালেন। ব্রিটিশ মন্ত্রীর পার্টিতে বেফাঁস কথা বলে যে ভুল করেছিলাম পুরো দুটো বছর তার মাশুল দিতে হল। ঐ সাজা পাবার ফলে আমার যে ক্ষতি হয়েছে ফন বর্ক, তা এককথায় অপূরণীয়। তবে আপনি তো স্পোর্টসম্যান সেজে কাজ হাসিল করেছেন, আপনার কথা আলাদা। আমার তুলনায় আপনার ঝুঁকি অনেক কম, ফন বর্ক।'

'আপনি ভুল করেছেন, ব্যারন,' ফন বর্কের গলায় সামান্য উত্তেজনা ফুটল, 'স্পোর্টসের নেশা আমার রক্তে বইছে। আমি যে জাত স্পোর্টসম্যান তা হয়ত আপনার মনে নেই। যারা অভিনয় করে স্পোর্টসম্যান তারা সাজবে। আমি তা সাজতে যাব কোন দুঃখে? স্পোর্টস আমার প্রাণ, আমার ধ্যান জ্ঞান।'

'কথাটা আমি ঘুরিয়ে বলতে চেয়েছি, ফন বর্ক,' ব্যারন হার্লিং আবার এক বেফাঁস কথা শোধরাতে ব্যস্ত হলেন, 'আপনি নৌকো চালান, পোলো খেলেন, শিকারে যান, বক্সিং, ক্রিকেট খেলেন, সাঁতার কাটেন, হালে অলিম্পিকে অংশ নিয়েছেন। এসব আপনাকে উঁচু মহলের লোকেদের কাছে অনেক আস্থাভাজন করে তুলেছে এটাই বলতে চেয়েছি। পাশাপাশি আপনি লণ্ডনের নাইট ক্লাবগুলোয় যাচ্ছেন মাঝরাত পর্যন্ত, সব লোক সোসাইটির মহিলাদের সঙ্গে নেচে গেয়ে হৈ চৈ করছেন আর তার একফাঁকে গোপন কথা নিংড়ে নিচ্ছেন ওদের পেট থেকে। সত্যি বলছি বর্ক, আপনার মত তুখোড় গুপ্তচর গোটা ইওরোপে আর একজনও আছে বলে আমার জানা নেই, আপনি জিনিয়াস।

'ওসব বলে আমায় লজ্জা দেবেন না ব্যারন,' ফন বর্ক বললেন। চার বছর আগে লণ্ডনে এসে ঘাঁটি গেড়েছি। এতদিন কি অক্লান্ত পরিশ্রম করছি একবার নিজের চোখে দেখে যান।' ব্যারন ফন হার্লিংকে বাড়ির ভেতর নিয়ে এলেন ফন বর্ক, স্টাডিতে ঢুকলেন দু'জনে।

'কিছু কাগজপত্র গতকাল আমার স্ত্রী ফ্লাশিং-এ নিয়ে গেছেন।' ফন বর্ক জানালেন, 'যদিও ওগুলো তেমন জরুরি নয়। আসল কাগজপত্র সব এখানে আমারই কাছে আছে, ওগুলো বাঁচানোর জন্য আমার জার্মান দূতাবাসের সাহায্য দরকার।'

'সবরকম দায়িত্ব নেবার ব্যবস্থা হয়েছে ফন বর্ক, ব্যারন ফন হার্লিং বললেন, স্থানীয় জার্মান দূতাবাসের অন্যতম কর্মচারী হিসেবে আপনার নাম কায়দা করে তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যাতে কর্তৃপক্ষের মনে এতটুকু সন্দেহ না জাগে। জার্মানিতে আপনাকে অথবা আপনার মালপত্র ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে কোনোরকম অসুবিধায় পড়তে হবে না। আবার শেষ পর্যন্ত এদেশ ছাড়বার দরকার হবে না পরিস্থিতি এমনও হতে পারে। ফ্রান্সকে বাঁচানোর দায়িত্ব নেবার কোনও চুক্তি ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে এখনও সম্পাদিত হয়নি এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ফ্রান্সের ভাগ্যে যা আছে তা হবেই, তা আটকানোর সাধ্য ইংল্যান্ডের নেই, বর্ক।'

'ফ্রান্স তাহলে যুদ্ধে হারতে বসেছে' এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন ফন বর্ক, 'তাহলে বেলজিয়ামের কি হাল হবে?'

'বেলজিয়ামকেও ফ্রান্সের মতই হারতে হবে,' বিচারকের রায় দেবার গলায় বললেন ব্যারন ফন হার্লিং 'আর এদেশের কথা তুললে আমার নিজের ধারনাই তুলে ধরব। আমার মতে ব্রিটেন এখনও আমাদের সঙ্গে কোনও বড় যুদ্ধের জন্য তৈরি হয় নি। তেমন ক্ষমতা বা সাহস কিছুই

ওদের নেই। ওসব বাদ দিন বর্ক, আপনার গোপন কাগজপত্রের ভাঁড়ার দেখাবেন বলে আমায় নিয়ে এসেছেন, এবার সেগুলো দেখান।'

পর্দা টানতেই পুরু তামার পাত আঁটা বিশাল এক সিন্দুক দেখতে পেলেন ব্যারন, চাবি দিয়ে ফন বর্ক তার দুদিকের পাল্লা খুলে ফেললেন। সিন্দুকের ভেতর সারি সারি অনেকগুলো লেবেল আঁটা খোপ। 'বন্দর প্রতিরক্ষা,' 'ফোর্ডস,' 'এরোপ্লেন,' 'ইজিপ্ট,', আয়ার্ল্যান্ড' 'পোর্টসমাউথ ফোর্ট,' 'চ্যানেল,' লেবেলের একেকটা নাম দেখে ব্যারন ফন হার্লিং-এর দুচোখ চকচক করে উঠল, এগিয়ে এসে উঁকি দিতে দেখলেন হরেকরকম গোটানো মানচিত্র, নক্সা আর কাগজপত্রে খুপরিগুলো ঠেসে আছে।

'এ তো ভাবাই যায় না।' মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে দু'হাতে তালি বাজালেন ব্যারন ফন হার্লিং 'কি কাণ্ড করেছেন, ফন বর্ক?'

'আমার চার বছরের একটানা পরিশ্রমের ফসল, ব্যারন।' ফন বর্ক ইশারায় সিন্দুকের একটা খোপ দেখালেন। 'অবশ্য সবচেয়ে দামী মাল এখনও দেখেন নি,' সেটা একটু বাদেই হাতে আসতে খোপের লেবেলে লেখা ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সঙ্কেত সংগ্রহ, আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন ব্যারন, দাঁতে চুরুট চেপে বললেন, 'কিন্তু ফন বর্ক, এ সম্পর্কে সবরকম খবর তো আগেই যোগাড় করেছেন আপনি অন্তত আমি যতদূর জানি।'

'ঠিকই বলেছেন, ব্যারন,' আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটল ফন বর্কের ঠোঁটে, কিন্তু ভেতরের গোপন খবর বাইরে পাচার হচ্ছে সন্দেহ করছে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর ওপরমহল, তাই আগের যা কিছু সংকেত সব ওরা পাল্টে ফেলেছে। তবে অত সহজে হার মানার লোক আমি নই। নৌবাহিনীর নতুন সংকেত যত তৈরী হয়েছে সব যোগাড় করার ব্যবস্থা করেছি। ওগুলো নিয়ে আসবে খানিক বাদেই।

'অনেক রাত হল।' পকেট ঘড়ি দেখে ব্যারন ফন হার্লিং বললেন, 'এবার আমায় ফিরতে হবে। অলটামন্ট লোকটা কখন আসবে?'

'স্পার্কিং প্লাগ নিয়ে আজ রাতেই ওর আসার কথা' একটা খোলা টেলিগ্রাম এগিয়ে দিলেন ফন বর্ক। টেলিগ্রামে আলতো চোখ বোলালেন ব্যারন ফন হার্লিং 'কিন্তু স্পার্কিং প্লাগ এর মানে কি দাঁড়াল?'

'আলটামন্ট মোটরকার মেকানিক সেজে কাজ করছে,' ফন বর্ক বললেন, 'একেকটি গোপন খবরকে মোটরের একেকটি পার্টসের নামে ও উল্লেখ করে। অলটামন্টের পাঠানো খবরে রেজিস্টার-এর উল্লেখ থাকলে ধরে নিতে হবে সেটা ব্যাটলশিপ, তেমনই অয়েল পাম হল ক্রুজার। একই নিয়মে স্পার্কিং প্লাগ হল নৌবাহিনীর সংকেত'।

'পোর্টসমাউথ থেকে আসছে লোকটা'। টেলিগ্রামে আরেকবার চোখ বোলালেন জার্মান দূতাবাসের চীফ সেক্রেটারি, 'তা ওকে কত পারিশ্রমিক দিচ্ছেন?'

'বাঁধা মাইনা পায়,' ফন বর্ক বললেন, 'তাছাড়া এ কাজের বিনিময়ে ওকে বাড়তি পাঁচশো পাউন্ড দেব।'

'ইংরেজরা বড্ড লোভী,' ব্যারন ফন হার্লিং ধোঁয়া ছাড়লেন, 'একটা সামান্য কাজের জন্য বড্ড বেশি পারিশ্রমিক দাবী করে। লোভ মেটাতে বিশ্বাসঘাতক হতে ইংরেজদের বাধে না।'

'আলটামন্ট ইংরেজ নয় ব্যারন,' ফন বর্ক বললেন, 'ও জাতে আইরিয়া, আমেরিকার নাগরিক' আমাদের চাইতে ওরা ইংরেজদের বেশী ঘেন্না করে। আলটামন্টের অনেক কথার মানে একেক সময় আমি বুঝতে পারি না। এমনই তার উচ্চারণ। আরেকটু বসুন, নিজের কানেই শুনবেন।'

'না, অনেক রাত হয়ে গেছে আজ আর বসার সময় নেই,' ব্যারন ফন হার্লিং চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন, 'কাল সকালে চলে আসবেন, নৌবাহিনীর সংকেতগুলো হাতে

এলে এখানকার কাজ ফুরোবে। ওটা কি, ফন বর্ক?' একটা মদের বোতল ইশারায় দেখালেন ব্যারন 'টোকে মনে হচ্ছে'—

'একটু চাখবেন, ব্যারন?' না থাক, ব্যারন বললেন 'দুজনে সারারাত ফুর্তি করবেন মনে হচ্ছে?'

'আলটামন্ট লোকটা মদের ভাল সমঝদার,' ফন বর্ক হাসলেন, 'টোকে ওর খুব পছন্দ তাই অনেক খুঁজে জোগাড় করেছি।'

ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে ব্যারন ফন হার্লিং স্টাডি থেকে বাইরে এলেন ফন বর্ক এলেন তাঁকে এগিয়ে দিতে। দূতাবাসের শোফার গাড়ি থেকে নেমে পেছনের দরজা খুলে দিল।

'ইংল্যান্ড ঘুমোচ্ছে' সাগরের দিকে ইশারা করলেন ব্যারন ফন হার্লিং 'ঘুমিয়ে নিক আর ক'টা দিন। তারপর গোটা ইওরোপ জুড়ে যে আগুন আমরা জ্বালাতে চলেছি তার আঁচ এসে লাগবে এখানে। শুধু ডাঙায় নয়, ফন বর্ক, আমাদের লাগানো আগুনের আঁচ ইংল্যান্ডের উপকূলেও ছড়িয়ে পড়বে। তারপর জেনেলিন বাহিনী হানা দিলে সে আঁচ এখানকার আকাশেও ছড়াবে। আরে ও কি?'

'কি হল, ব্যারন?' বুঝতে না পেরে ফন বর্ক মুখ তুললেন।

'আপনার বাড়ির পেছনের ঐ জানালার দিকে তাকান, ফন বর্ক।' সেদিকে হাত দেখালেন ব্যারন।

গোটা বাড়ি যেন প্রেতপুরী, কারও সাড়াশব্দ নেই। নিস্তব্ধতার মধ্যে টুপি মাথায় এক বুড়ি পেছনের রান্নাঘরের জানালার ওপাশে ল্যাম্পের আলোয় উল বুনছে। পাশে টুলে ঘুমোচ্ছে একটা কালো বেড়াল, উল বোনার ফাঁকে বুড়ি তার গায়ে হাত বোলাচ্ছে মাঝে মাঝে।

'ও আমার কাজের লোক মার্থা,' ফন বর্ক বললেন, 'একা ওকে রেখে আর সবাইকে ছাড়িয়ে দিয়েছি।'

'কেমন নিশ্চিত হয়ে উল বুনছে, দেখেছেন?' ব্যারন বললেন, ক'দিন বাদে বিশ্বযুদ্ধ বাধবে তা জানে না। যেমন জানে না ইংল্যান্ড। আচ্ছা, ফন বর্ক, আজকের মত বিদায় নিচ্ছি তাহলে, শুভরাত্রি।'

ব্যারন গাড়িতে উঠে বসতে সোফার দরজা এঁটে সামনে এসে বসল। এঞ্জিনে স্টার্ট দিযে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিশাল মার্সিডিজ ধেয়ে গেল বড় সড়কের দিকে। মোড়ের কাছে আসতে একটা ছোট ফোর্ড পাশ কাটিয়ে উল্টো মুখে ছুটে গেল তা ব্যারন ফন হার্লিং দেখতে পেলেন না। মার্সিডিজের পেছনের আলো মিলিয়ে যেতে ফন বর্ক স্টাডিতে ফেরার পথ ধরলেন। বাড়ির পেছনে রান্নাঘরের পাশ কাটিয়ে আসার সময় দেখলেন ভেতরে আলো নেভানো। তিনি ধরে নিলেন কাজের লোক মার্থা ঘুমিয়ে পড়েছে। ফন বর্কের পরিবারের সদস্য অনেক, গতকালই তাদের নিরাপদ জায়গায় তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এই মুহূর্তে সে কথা মনে পড়তে নিশ্চিন্ত বোধ করলেন তিনি । অতল আঁধারের মাঝে প্রাসাদোত্তম বাড়িটি এক বিশাল আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে, যেখানে কাজের লোক মার্থা বুড়িকে বাদ দিলে তিনিই একমাত্র অধীশ্বর।

ভাবালুতা ঝেড়ে ফেলে স্টাডিতে ফিরে এলেন ফন বর্ক। এখনও তাঁর অনেক কাজ বাকি। মোমবাতির আগুনে জরুরি দলিল আর অন্যান্য কাগজপত্র পোড়াতে লাগলেন ফন বর্ক। একটা বড় চামড়ার থলে আগেই টেবিলে এনে রেখেছিলেন। সিন্দুক খুলে ভেতরে বিভিন্ন খোপে যত কাগজপত্র জমিয়েছিলেন সব বের করে গুছিয়ে রাখলেন থলের ভেতর। খানিক বাদেই মোটরগাড়ির আওয়াজ কানে আসতে ফন বর্কের মনোযোগ ছিন্ন হল, খুশির হাসি হাসলেন আপন মনে। সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান ফন বর্কের মুখের গড়ন ভারি সুন্দর কিন্তু আগুনের শিখায় প্রদীপ্ত সেই মুখখানা

দেখাচ্ছে শয়তানের মত। থলের মুখ এঁটে সিন্দুকের তালা বন্ধ করলেন ফন বর্ক, দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন গেটে দাঁড়িয়ে একটি ছোট ফোর্ড গাড়ির সোফার, মাঝবয়সী লোক পেটা শরীর, ঝাঁটার মত গোঁফে পাক ধরেছে। তীক্ষ্ণ চোখে সে তাকাল গেটের ওধারে।

সোফার পাশে বসা অন্য লোকটি এক লাফে নামল গাড়ি থেকে, দরজা এঁটে সে এসে দাঁড়াল ফন বর্কের মুখোমুখি।

'কি খবর, আলটামন্ট?' প্রশ্ন করলেন ফন বর্ক, 'মাল এনেছো?'

'সব এতে আছে,' বাদামি কাগজে মোড়া বইয়ের মত একটা প্যাকেট লোকটি তুলে ধরল, 'সিমাসোব 'মর্সকোড' ল্যাম্পের সংকেত, ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে প্রচলিত সব সংকেত এর ভেতর আছে। আসল সিগন্যাল বুক আনলে জানাজানি হবে, তখন আবার সব সংকেত পাল্টে দেওয়া হবে, তাই ওটা দেখে আমি নকল করে এনেছি।'

'ভেতরে এসো,' ফন বর্কের চাপাগলায় খুশি ধরে না 'বাড়ির সবাইকে আগেভাগে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন আমি একা। অনেক দূর থেকে এসেছ, একটু জিরিয়ে গা গরম করে নাও।'

ফন বর্কের পেছন পেছন আলটামন্ট এসে ঢুকল স্টাডিতে। আলটামন্টের বয়স সাটের কম হবে না। অস্বাভাবিক লম্বা নাক, দুচোখে বুদ্ধির দীপ্তি চিবুকে এক খামচা ছাগল দাড়ি। আধপোড়া চুরুট ধরিয়ে চারপাশে তাকাল সে, সিন্দুকের দিকে চোখ পড়তে বলল, 'পালাবেন মনে হচ্ছে। আপনার সব কাগজপত্র কি ওই সিন্দুকে রাখেন ফন বর্ক?'

'হ্যাঁ, কাজকর্ম সব খতম, এবার আমার ডানা মেলার পালা,' ফন বর্ক মুচকি হাসলেন, 'ঠিক ধরেছো। আমার কাগজপত্র সব ওখানেই থাকে।'

'ঐ সিন্দুকের কোনও নিরাপত্তা নেই, ফন বর্ক,' আলটামন্ট বলল। 'একথা বলছ কেন?'

'ইয়াংকি সিঁধেল চোরদের আপনি চেনেন না, ফন বর্ক,' আলটামন্ট মুখ টিপে হাসল, 'টিন কাটা ছুরি দিয়ে ঐ সিন্দুক ওরা কেটে ফেলবে চোখের পলকে।'

'কাজটা অত সোজা নয়, আলটামন্ট,' ফন, বর্ক চুরুটের ধোঁয়া ছাড়লেন, 'এ সিন্দুকে জোড়া কম্বিনেশান তালা আছে, খুলতে গেলে দুটো শব্দ দরকার। সে দুটো কি শুনবে?'

বলুন শুনি।

'১৯১৪ আর আগস্ট।'

'আপনার প্রতিভার তুলনা হয় না বর্ক,' আলটামন্ট হাসল, 'ঠিক আপনাকে পিছু পিছু এবার আমিও পালাব এদেশ ছেড়ে। মার্কিন নাগরিক হলেই বা আলটামন্ট বলল, সন্দেহ পড়লে পুলিশ কি আমায় রেহাই দেবে? আপনার লোকেরা পরপর ধরা পড়ছে অথচ আপনি তাদের বাঁচাতে কিছুই করছেন না। এসব দেখার পরেও কোন ভরসায় এদেশে পড়ে থাকব বলতে পারেন?'

'কাদের কথা বলছ?' ফন বর্কের দুচোখ জ্বলে উঠল।

'জেমস আর হোলিস ধরা পড়েছে নিশ্চয়ই শুনেছেন,' আলটামন্ট বলল, 'আপনার হয়ে এরা প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে গোপন খবর যোগাড় করল, অথচ ধরা পড়ার পর তাদের বাঁচানোর কোন চেষ্টাই আপনি এখনও করেন নি।'

'জেমস ওর নিজের দোষে ধরা পড়েছে।' ফন বর্ক বললেন। 'নিজের বুদ্ধিমত সবসময় চলতে গেলে ফল সবসময় ভাল হয় না।'

'কিন্তু হোলিস কে বাঁচালেন না কেন?'

'হোলিসের মাথার ঠিক নেই।'

'গোপন খবর জোগাড় করতে একদিকে সারাদিন অভিনয় আরেকদিকে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশের তাড়া,' আলটামন্ট বলল, 'এর মধ্যে থাকলে যে কেউ পাগল হবে। কিন্তু ওরাই নয়, ফন বর্ক, জেনে রাখুন স্টিনারও ধরা পড়েছে।'

'স্টিনার ধরা পড়েছে?' চমকে উঠলেন ফন বর্ক। 'এটা কিভাবে ঘটল?'

'পুলিশের নজর আগেই ওর ওপর পড়েছিল।' আলটামন্ট বলল, 'কাল রাতে স্টিনারের দোকানে হানা দিয়ে ওরা খানা তল্লাশি করেছে। পুলিশ অনেক কাগজপত্র পেয়েছে। স্টিনার এখন পোর্টসমাউথ জেল হাজতে। আপনি, আপনার প্রবাসী জার্মানরা সবাই যে যার কাজ গুছিয়ে দিব্যি কেটে পড়ছেন আর ঐ স্টিনার বেচারাকে মার্সনায়ে আসামী হয়ে দাঁড়াতে হবে আদালতের কাঠগড়ায়। বিচারের ফল কি হবে কে জানে। তাই আমিও আগেভাগেই কেটে পড়ব ঠিক করেছি।'

'স্টিনার শেষকালে ধরা পড়ল?' দুঃসংবাদ শুনে ভেতরে ভেতরে দারুন ধাক্কা খেয়েছেন ফন বর্ক, তাঁর প্রবল আত্মবিশ্বাসের দুর্গে ফাটলও ধরেছে। এটা কি করে সম্ভব? বিড়বিড় করে বলে উঠলেন তিনি।

'এবার হয়ত আমার পালা,' চাপা গলায় বলল আলটামন্ট।

'তার মানে?'

'বাড়িউলি বলল, সাদা পোশাকের পুলিশ আমার খোঁজখবর নিচ্ছে। স্টিনারকে নিয়ে আপনার পাঁচজন লোক ধরা পড়ল। এবার নিশ্চয়ই আমার পালা। দলের লোকেদের হাল দেখে আপনার কি এতটুকু লজ্জা হচ্ছে না? কে ওদের এভাবে ধরিয়ে দিচ্ছে ফন বর্ক?'

'এত সাহস কোথা থেকে পেলে আলটামন্ট?' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন ফন বর্ক, 'এসব কথা আমায় শোনাচ্ছো, তোমার কি এতটুকু ভয় নেই?'

'সাহস আছে বলেই আপনার কাজ করে দিচ্ছি ফন বর্ক,' আলটামন্ট পাল্টা জবাব দিল, 'তাছাড়া ভয় আমার নেই বললেই চলে, আমি যতদূর জানি আপনারা জার্মান গুপ্তচরেরা কাউকে দিয়ে কাজ আদায় করে তাকে বাজে কাগজের মত ছুঁড়ে ফেলে দেন।'

'তুমি কি বলতে চাও আমি নিজে আমার লোকেদের পুলিশের হাতে একে একে ধরিয়ে দিচ্ছি?' রাগে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন ফন বর্ক, 'তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো আলটামন্ট।'

'আমি একবারও এজন্য আপনাকে দায়ী করছি না।' আলটামন্টের গলা একইরকম, 'তবে আমাদের অজান্তে কেউ পাল্টা কোনও চাল চালছে সন্দেহ নেই। এই কারণেই আমি আর এখানে থাকতে চাই না। যত শীগগির পারি হল্যাণ্ড চলে যাব।'

'এতদিন আমার হয়ে কাজ করেছো আলটামন্ট,' নিমেষে রাগ সামলে নিলেন ফন বর্ক, 'তোমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে চাই না। তুমি তাহলে তাই করো। হল্যাণ্ড চলে যাও। চাইলে আমাদের সঙ্গে বার্লিনেও যেতে পারো। তারপর রাস্টড্যাম থেকে নিউইয়র্কের জাহাজে চাপতে পারো। যেখানেই যাও, তড়িঘড়ি বেরিয়ে যাও। পরে জাহাজে চেপে সাগরে পাড়ি দেওয়া আর নিরাপদ থাকবে না। মালপত্র সব বেঁধে ফেলেছি। বইটা দাও, ওদের কোনও একটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিই।'

'টাকাটা ছাড়ুন। মাল নিন।' বাদামি কাগজে মোড়া প্যাকেট দেখাল আলটামন্ট।

'টাকা তো আগেই দিয়েছি,' ফন বর্ক বললেন, 'আবার চাইছো কেন?'

'বাড়তি পাঁচশো পাউণ্ড খরচ হয়েছে, ফন বর্ক, সেটা আগে ছাড়ুন।'

'আমাকে এভাবে অপমান করছ কেন, বইটা না দিয়েই বাড়তি টাকা চাইছো কি করে?'

'কারবারে নেমেছি, ফন বর্ক, এখানে ওসব ভাবলে চলে না।'

'বেশ, তুমি যা চাও তাই হবে।' একটা চেক লিখে টেবিলে রাখলেন ফন বর্ক, 'পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের ভেতর আমাদের সম্পর্ক শেষ হচ্ছে। টাকা আমি দিয়েছি। এবার বইটা দাও একবার যাচাই করে দেখি।'

চেকটা তুলে পকেটে রাখল আলটামন্ট সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেটটা তুলে দিল ফন বর্কের হাতে। বাদামি কাগজের মোড়ক খুলতে বেরোল একটা ছোট বই। নীল রংয়ের মলাট ওল্টাতেই ফন বর্কের চোখে পড়ল টাইটেল পেজে ছাপানো নাম 'ঘরে বসে মৌমাছি চাষ।' চোখ তুলে তাকাবার

আগেই পেছন থেকে লোহার মত শক্ত হাতের রদ্দা সজোরে আছড়ে পড়ল ফন বর্কের ঘাড়ে। চোখের সামনে একরাশ কুচিকুচি হলদে আলো ফুটে উঠল। একই সঙ্গে ভেজা স্পঞ্জ কে যেন চেপে ধরল তাঁর নাকে, চারপাশে ক্লোরোফর্মের মিষ্টি গন্ধ। বাইরে দাঁড়ানো ফোর্ড গাড়ির মাঝবয়সী ঝাঁটাগুফো সোফারকে স্টাডিতে নিয়ে এল ঢাঙ্গা আলটামন্ট। বেহুঁস ফন বর্ককে ইশারায় দেখিয়ে বলল, 'ওয়াটসন, চটপট এই শুয়োরটার হাত পা বাঁধো। ক্লোরোফর্মের ঘোর শীগগির কাটবে। তখন ওকে সামলানো মুশকিল হবে। লোকটা জাত খেলোয়াড়, গায়ে অসুরের শক্তি মনে রেখো। বাঁধাছাঁদা যা করার এখনই করো।'

হাত পা বেঁধে ফন বর্কের বিশাল শরীরটা স্টাডির কোণে রাখা কৌচের ওপর শুইয়ে দিলেন ডঃ ওয়াটসন।

'আরেক গ্লাস টর্কে নাও ওয়াটসন, আলটামন্ট রূপী শার্লক হোমস পানীয়ভর্তি গ্লাস এগিয়ে দিল, কতদিন বাদে আবার দেখা, এই আনন্দের মুহূর্তটা স্মরণীয় করে রাখা আমাদের কর্তব্য।'

'মালটা সত্যিই খাসা, হোমস' গ্লাসের সবটুকু পানীয় তারিয়ে চেখে বললেন ডঃ ওয়াটসন।

'সে কথা বলতে!' 'সোফায় শায়িত হাত পা বাঁধা ফন বর্ককে ইশারায় দেখাল হোমস।'

'আমাদের দোস্ত খুব ডম্ফাই করে বলছিল এ মাল অস্ট্রিয়ার ফোনব্রুন প্রাসাদের এক বিশেষ মেলার থেকে ও জোগাড় করেছে বলেছে, স্বয়ং ফ্রাঞ্জ জোসো এর দারুণ ভক্ত। তবেই বোঝো অস্ট্রিয়ার রাজামশাই নিজেই যে মালের ভক্ত তার এইটুকু চেখে তুমি তারিফ করবে এ আর এমন কি। একটা কাজ করো—জানালাটা খুলে দাও। ক্লোরোফর্মের গন্ধটা এখনও যায় নি, ওটা নাকে গেলে মদের মিষ্টি আমেজটুকু পাব না।'

বোতলের সবটকু মদ দুজনে শেষ করল, তারপর হোমস উঠে এসে ফন বর্কের সিন্দুকের পাল্লা দুটো খুলে দিল। গোপন দলিল আর অন্যান্য কাগজপত্র ভেতরে যত ছিল খুঁটিয়ে দেখে সব একে একে রাখল ফন বর্কের ব্যাগে। মহামহিম বানজারের সেরা গুপ্তচরের হুঁশ এখনও ফেরেনি।

'আমাদের এত তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, ওয়াটসন,' হোমসের গলায় চিন্তার আভাসটুকু নেই, পুরোনো কাজের লোক মার্থা বুড়ি ছাড়া এবাড়িতে এখন আর কেউ নেই। ওর সাহায্যেই এই বিপজ্জনক লোকটিকে কবজা করতে পেরেছি। এই তো মার্থা, এসে গেছে। এসো মার্থা ভেতরে এসো।

মনিব সোফায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন দেখে উদ্বেগের ছাপ ফুটল তার দুচোখে। 'মারধোর করিনি, মার্থা ভয় পেয়ো না,' হোমস বলল, 'তোমার মনিবের হুঁশ একটু পরেই ফিরবে।'

'শুনে বাঁচলাম, মিঃ হোমস,' মার্থা বলল, 'গতকাল উনি ওঁর স্ত্রীকে বার্লিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকেও পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে আপনার পরিকল্পনা সফল হত না। তাই না, স্যর?'

'ঠিক বলেছো, মার্থা,' হোমস সায় দিলেন, 'তুমি আছো জেনেই আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। আজ রাতেও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি তোমার সিগন্যালের জন্য। তবে হ্যাঁ মনিব হিসেবে ফন বর্ক খুব ভাল তা মানতেই হবে।'

'লণ্ডনের জার্মান দূতাবাসের চীফ সেক্রেটারি আজ এসেছিলেন, অনেকক্ষণ ছিলেন, উনি বিদেয় হলেন তারপর আপনাকে সিগন্যাল দিলাম।' মার্থা বলল।

'জানি মার্থা,' হোমস বলল, 'খানিক আগে ওঁর পেল্লায় মার্সিডিজ আমাদের পাশ কাটিয়ে গেল দেখেছি। তা এদিকের আর কি খবর?'

'বার্লিন রওনা হবেন বলে উনি মালপত্র সব বেঁধে ফেলেছিলেন,' ইশারায় ফন বর্ককে দেখাল মার্থা, 'আজ একই ঠিকানায় মোট সাতটা চিঠি লিখেছেন।'

'সব কাল সকালে দেখব,' হোমস বলল, 'তুমি তাহলে আগামি কাল ক্ল্যারিজ হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা কোর মার্থা, কেমন? গুড নাইট।'

মার্থা বেরিয়ে যাবার পর ফন বর্কের ব্যাগে রাখা কাগজগুলো ইশারায় দেখাল হোমস, 'বেশিরভাগ খবর পৌঁছে গেছে জার্মানিতে শত্রুপক্ষের হাতে, তাই এগুলো আর কাজে লাগবে না। এতে এর মধ্যে কিছু মূল দলিলও আছে সেগুলো দেশের বাইরে যেতে পারেনি পারবেও না।'

'বাকি কাগজগুলোর কি হবে,' ডঃ ওয়াটসন জানতে চাইলেন 'এগুলো কাজে লাগবে না?'

'সবগুলোই কাজে আসবে না তা বলব না, হোমস বলল কোন খবর পাচার হয়েছে বা হয়নি তা এগুলো ঘেঁটে আমার দেশবাসীদের জানাতে পারব। আর এসব খবরের বেশীরভাগ তো আমিই পাঠিয়েছি—সমুদ্রে যেসব জায়গায় মাইন পাতা আছে সেসব জায়গার নকশাও পাঠিয়েছি। ঐসব জায়গা দিয়ে জার্মানি যুদ্ধ জাহাজগুলো যাবার সময় ধুন্ধুমার একের পর এক ঘটবে একবার ভাবো দেখি। সে দৃশ্য কল্পনা করে আমার জীবনের বাকি দিনগুলোও চমৎকার কাটবে। যাক, এবার তোমার কথা বলো। পুরোনো বন্ধু ও সহকর্মীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল হোমস। আলোর ভেতর তোমার মুখ ভাল করে না দেখলেও তুমি যে সেই ছোকবাদের মত এখনও চটপটে আছো তা মালুম হচ্ছে। এতগুলো বছর কি করলে বলো, কেমন কাটল?'

'বিশ্বাস করো হোমস' ডাঃ ওয়াটসন বললেন, তোমার পাঠানো এই টেলিগ্রাম পেয়েই মনে হল আমার বয়স কুড়ি বছর কমে গেছে, আমার অসাধ্য কোনও কাজ দুনিয়ায় নেই। কিন্তু তুমি হোমস, ঐ বদখত ছাগলদাড়ি রেখেছো কেন? চেহারাখানা দিব্যি আগের মতই আছে। একটুও পাল্টাওনি।

'দেশের জন্য অনেকে অনেক স্বার্থ ত্যাগ করেন শুনেছি, ওয়াটসন' ছাগলদাড়ি চুমরে হোমস জবাব দিল।

'আগামীকাল সকালে চুল ছাঁটব। এই ছাগলদাড়ি কামাবো। চেহারায় আরও টুকটাক কিছু অদলবদল করব। এসব হবে দেশের জন্য স্বার্থ ত্যাগ। তারপর আবার আগের চেহারায় ফিরে আসব ক্ল্যারিজ হোটেলে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল আইরিশ আমেরিকান সেজে ওদের বুকনি কিনতে গিয়ে আগের মত ভাল ইংরেজিতে আর কথা বলতে পারি না।'

'কিন্তু আমি তো শুনেছিলাম তুমি গোয়েন্দাগিরি থেকে অবসর নিয়েছো, হোমস,' ডঃ ওয়াটসন বললেন, 'শুনেছি তুমি সাউন ডাউনসে মৌমাছি চাষ করছ আর তার ওপর বই লিখছো। তাহলে এখানে এসে উঠলে কি করে?'

'ঠিকই শুনেছো, ওয়াটসন।' হোমস মুখ টিপে হাসল, 'বলতে পারো এ আমার পরবর্তী জীবনের খাটুনির ফল। 'মৌমাছি চাষ' বইখানা টেবিল থেকে তুলে হোমস বলল, এ আমার একার বাহাদুরি ওয়াটসন। মৌমাছিরা কি পরিশ্রমী জানো নিশ্চয়ই। লণ্ডনে ক্রিমিন্যালদের ওপর যেভাবে নজর রাখতাম সেইভাবে দিনরাত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এদের কাজকর্ম দেখেছি।'

'তাহলে ওসব ছেড়ে আবার পুরোনো কারবারে ফিরে এলে কেন?'

'সে এক বিরাট গল্প, হোমস বলল,' 'বিদেশমন্ত্রী পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু যেদিন প্রধানমন্ত্রী মশাই নিজে আমার কাছে এক অনুরোধ নিয়ে এলেন সেদিন আর তাঁকে ফেরাতে পারলাম না। ওয়াটসন ঐ যে হোঁৎকা জার্মানটা বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে ও কত বড় ধাড়ি বজ্জাত বললে বিশ্বাস করবে না। খেলোয়াড়ের খোলসের আড়ালে ও আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি করেছে। ওদের অনেক গুপ্তচর ধরা পড়েছে কিন্তু দলের অনেককে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বহু চেষ্টা করেও এতদিন ধরতে পারেনি। শেষকালে বুঝতেই পারছ। তাদের ধরার দায়িত্ব চাপল আমার ঘাড়ে। একদিন দুদিন নয়, পাকা দুটি বছর লেগেছে ওকে খুঁজে বের করতে। সোজা চলে গেলাম আমেরিকায়, শিকাগোর বাফেলোতে প্রবাসী আইরিশদের এক দলে ভিড়ে গেলাম, গুপ্তচরের কাজকর্ম হাতেকলমে শিখলাম সেখানেই। কিন্তু শুধু শিখলেই হবে না। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে আমায় কাজে নামতে হল সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। আমার উৎপাতে স্কিবিরিনের পুলিশের

কর্তাদের চোখ থেকে রাতের ঘুম উধাও হল আর তারই ফলে ফন বর্কের এক এজেন্টের নজরে পড়ে গেলাম। সে ওর কাছে আমার নাম সুপারিশ করল। সেই সুপারিশ নিয়ে ফিরে এলাম লণ্ডনে। ফন বর্কের সঙ্গে দেখা করলাম। আমার কাজকর্মের কথা ততদিনে ওর কানে এসেছে তাই কোনও সন্দেহ না করে দলে ভিড়িয়ে নিল। সেই থেকে আমি আলটামন্ট সেজে ফন বর্ককে নানারকম গোপন খবর পাচার করে আসছি আর ওর দলের একেকজন গুপ্তচরকে ধরিয়ে দিচ্ছি পুলিশের হাতে। এই যে মহাপ্রভুর হুঁশ ফিরেছে এতক্ষণে। এই যে আপনাকেই বলছি মশাই, 'দলের পাঁচজন তুখোড় গুপ্তচর জেলে ঢুকেছে। এবার আপনিও ঢুকবেন।'

ফন বর্কের হুঁশ ফিরেছে কিছুক্ষণ আগেই। এতক্ষণ চুপ করে শুয়ে হোমসের কথা শুনছিলেন তিনি। হোমসের মুখে সব শুনে এবার রাগে বোমার মত ফেটে পড়লেন, অকথ্য জার্মান গালিগালাজ বেরোতে লাগল মুখ থেকে মেসিনগানের বুলেটবৃষ্টির মত। রাগে মুখখানা গেল বেঁকে। হোমস কোনও উত্তর দিল না। চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ব্যাপারটায় প্রাণ ভরে উপভোগ করতে লাগল। সেই ফাঁকে ব্যাগের ভেতরে রাখা গোপন দলিল আর কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখে নিল।

প্রচণ্ড উত্তেজনা আর ব্যর্থতার অসহ্য জ্বালায় একটু বাদেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ফন বর্ক; তাঁর ভাঁড়ারের শেষ গালিটিও ফুরিয়ে গেল। এল এবার হোমসের মুখ খোলার পালা। খোলা সিন্দুকের এককোণে পড়ে থাকা একখানা মুখবন্ধ খাম তুলে এনে ব্যাগে ভরে তাকাল আসামীর দিকে। হেসে বলল, 'জার্মান ভাষা আমাদের ইংরেজদের কানে যত বদখত শোনাক না কেন, এ যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষা তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। কি যেন বলছিলাম? হাঁ মনে পড়েছে। সিন্দুক থেকে বের করা খামটা বর্কের সামনে তুলে ধরল হোমস। আপনি বাক্কেল এত জিনিস থাকতে এমন দামী সরকারী দলিলের দিকে হাত বাড়াতে গেছেন কোন আক্কেলে? না, মিঃ ফন বর্ক, আপনার কপালে অনেক দুঃখ আছে দেখছি, জেলে ঢোকার আগে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হবে আপনাকে।'

'তুমি আমার হাত থেকে বাঁচবে না, আলটামন্ট!' বিষঢালা গলায় বলে উঠলেন ফন বর্ক।

'আরে ছোঃ। ওসব হুমকি এর আগে কত শুনলাম!' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল হোমস, প্রফেসর মরিয়ার্টি আর কর্ণেল থেকে শুরু করে কত লোকের মুখে এই হুমকি শুনেছি। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন নিজের চোখে, আমি এখনও কাবু হইনি দিব্যি বেঁচে আছি বহাল তবিয়তে সাউথ ডাউনসে আমার মৌমাছিদের নিয়ে।'

'বিশ্বাসঘাতক!' দাঁতে দাঁত পিষে ফন বর্ক বললেন, 'তোমায় আমি দেখে নেব আলটামন্ট।'

'কিসব বাজে বকছেন!' হোমস ফের মুখ টিপে হাসল। এতক্ষণেও বুঝতে পারলেন না আলটামন্ট নামে আদৌ কেউ নেই কখনও ছিল না। আলটামন্ট নাম নিয়ে আমি এসেছিলাম আপনাকে ফাঁসাতে। এই আপনি মহান কাইজারের সেরা গুপ্তচর। হ্যাঃ!'

'কে তুমি?' চেঁচিয়ে উঠলেন ফন বর্ক। 'কি তোমার পরিচয়?'

'আমার পরিচয় জেনে এখন আপনার লাভ নেই, ফন বর্ক,' হোমস বলল, 'তবু জানতে যখন চাইছেন তবে শুনুন—আপনার আত্মীয় হেইনরিখ রাজদূত থাকাকালীন বোহেমিয়ায় পরলোকগত রাজা আর অফরিন অ্যাসলারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল আমারই জন্য। আপনার বড়মামা বাউন ফন উন্ড জু গ্রাফেন স্টাইন নিহিলিস্ট ক্রোপম্যানের হাতে খুন হতেন; আমারই জন্য তিনি সেবার প্রাণে বেঁচেছিলেন। বলুন এরপরও আর কোন পরিচয়ের দরকার আছে?'

'তুমি—আপনি'— উত্তেজনায় টান টান ফন বর্ক খাড়া হয়ে বসলেন, 'তেমন লোক এদেশে একজনই আছে।'

'ঠিক ধরেছেন ফন বর্ক' হোমস মুখ টিপে হাসল। 'আমিই সেই লোক শার্লক হোমস।'

'হায় হায়! এ আমি কি করলাম!' সোফায় কাৎ হয়ে বর্ক গোঙাতে লাগলেন।

'এতদিন কাছাকাছি থেকেও আমি চিনতে পারিনি আপনাকে। হোমস! আপনার আনা খবরগুলো এতদিন বার্লিনে পাঠিয়েছি। ঐ সব খবরের ওপর নির্ভর করে এবার প্রতিপদে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন মহামান্য কাইজার। আমার পাঠানো খবরগুলোর আর কোনও দাম রইল না! এইভাবে আমার ভবিষ্যতের বারোটা বাজল।'

'ঠিক ধরেছেন, আপনার পাঠানো খবরের ওপর ভরসা করতে গিয়ে, আপনার মহামান্য কাইজারের সৈন্যবাহিনী কেমন মার খাবে ক'দিন বাদে জেলে বসে শুনবেন। এদেশের কামান বন্দুকগুলোকে যত ছোট ভেবেছিলেন সেগুলো আসলে বিশাল আর ভয়ানক তা এবার টের পাবেন। সেইসঙ্গে দেখবেন আমাদের নৌবাহিনীর জাহাজগুলো কি অসাধারণ শক্তিশালী। আপনি নামী খেলোয়াড়, সবাইকে ঠকিয়ে ভেতরের খবর আদায় করছেন, শুধু জব্দ করতে পারেন নি আমায়। বেশী চালাকি করতে গিয়ে আপনি নিজের জালে নিজেকে জড়িয়েছেন, বর্ক। ওয়াটসন অনেক সময় নষ্ট হয়েছে আর নয়। আসামিকে টানতে টানতে এবার গাড়িতে নিয়ে তোল, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে বন্ধু অফিসাররা বসে আছেন ওঁকে ঝাড়পোঁছ করবেন বলে।'

প্রচণ্ড হতাশায় নিজের টুঁটি টিপে আত্মহত্যা করতে গেলেন ফন বর্ক। কিন্তু সুযোগ পেলেন না। হোমস আর ডঃ ওয়াটসন তাঁকে তুলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলেন বাড়ির বাইরে। প্রচণ্ড দৈহিক শক্তির অধিকারী ফন বর্ককে ঐভাবে টেনে আনতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেলেন দু'জনে। ফোর্ড, গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দু'জনে ঠেলে ধাক্কা মেরে জার্মান সম্রাটের সেরা গুপ্তচরকে বসিয়ে দিলেন পেছনের সিটে।

'আপনার হাত পা বাঁধা বর্ক,' হোমস বলল 'চুরুট ধরিয়ে গুঁজে দেব আপনার ঠোঁটে?'

'কাজটা ভাল করছেন না, মিঃ হোমস,' রসিকতার জবাবে দুচোখ পাকালেন বর্ক, 'আমার গায়ে অন্যায়ভাবে হাত তুলে আপনার সরকার আমার সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাতে চলেছেন।'

'ও কথা তো আমি বলব ফন বর্ক,' ইশারায় দলিল সমেত ব্যাগ দেখাল হোমস, 'এগুলো নিজের দেশে পাচারের সব চেষ্টা আর আমাদের সঙ্গে গায়ে পড়ে যুদ্ধ বাঁধানো যে এক তা আপনার সরকার এবার নিশ্চয়ই টের পাবেন।'

'শার্লক হোমস হোন বা যেই হোন,' খেঁকি কুকুরের মত গর্জে উঠল ফন বর্ক, 'আপনি পুলিশের লোক নন, আমাকে গ্রেপ্তার করার অধিকার আপনার নেই, তেমন ওয়ারেন্টও নেই আপনার কাছে।'

'ঠিক বলেছেন,' হোমস সায় দিল, 'আপনার প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।'

'তাহলে আমাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছেন বলে একবার চেঁচাই মিঃ হোমস, দেখুন বেআইনী কাজের ফল কি দাঁড়ায়। চেঁচাব নাকি?'

'অ্যাই? হতচ্ছাড়া। চোপ!' ধমকে উঠল হোমস, 'ফন বর্ক, এদেশে চারবছর থেকেও ইংরেজদের ধাত তোমরা চেনো নি, এটা শহর নয় পাড়া গাঁ, চেঁচামেচি করলে লোক জুটবে ঠিকই। কিন্তু আপনার কীর্তি নষ্টামির সব কথা শোনাতে পারলে ফল কি হবে একবারও ভেবে দেখেছেন? ওরা যখন গাছের ডালে লটকে আপনার ছালচামড়া সব ছাড়িয়ে নেবে তখন আমার দোষ দিতে যাবেন না যেন! বাইরে শান্ত দেখালেও ভেতরে ভেতরে এরা সবাই আপনার দেশের ওপর ভীষণ রেগে আছে। আপনার মত পাজির পা ঝাড়া একটা বদমাশ জার্মান গুপ্তচরকে হাতে পেলে এদের থামানো যাবে না আগেই বলে রাখছি। তার চেয়ে চুপচাপ আমাদের সঙ্গে চলুন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সেখানে জেরবার সময় কিছু মারধোর খেয়ে ঢুকে পড়বেন জেল হাজতে। আমাদের বন্ধু পুলিশ অফিসারেরা ভদ্রলোক, ফন বর্ক, ওঁরা আশ মিটিয়ে আপনার ওপর হাতের সুখ বড়জোর করে নেবেন। মেরে ফেলবেন না। একবার জেল হাজতে ঢুকলে জানবেন বেঁচে গেলেন। বিচার শুরু হবার আগে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দিন গুনবেন। ওখানে পুরোনো চ্যালাদের কারও

সঙ্গে দেখাও হতে পারে। ভাবনার কিছু নেই। ওয়াটসন, তুমি তো লণ্ডনে ফিরে রোগী দেখতে বসবে আবার কবে দেখা হবে কে জানে। এসো এখানে দুজনে একটু মনের কথা বলে হালকা হই।'

সব কটা জানালার কাঁচ তুলে চারটে দরজা ভাল করে আঁটলেন ডঃ ওয়াটসন, সরে এসে দাঁড়ালেন হোমসের পাশে। পুরোনো দু বন্ধু কিছুক্ষণ গল্প করলেন। ওদিকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় ফন বর্ক নিষ্ফল আক্রোশে একা ফুঁসতে লাগলেন গাড়িতে বসে। কিছুক্ষণ বাদে হোমস ডঃ ওয়াটসনকে নিয়ে ফিরে এল গাড়ির কাছে। সাগরের দিকে আঙ্গুল তুলে বলল, 'ওয়াটসন পূবদিক থেকে ঝড় আসছে, সংঘাতিক ঝড়।'

'কোথায় ঝড়!' ডঃ ওয়াটসন আশপাশে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ গরম লাগছে, তুমি ঝড় আসছে বললেই হল?'

'এতখানি বয়স হল কিন্তু তোমার স্বভাব আগের মতই রয়ে গেল ডাক্তার। এতটুকু পাল্টালে না। মানো ছাই না মানো ঝড় কিন্তু উঠবে শীগগিরই তার ছোঁয়া লাগবে গায়ে। এও জেনো এমন সাংঘাতিক ঝড় আগে এদেশের মানুষ চোখেও দেখেনি। স্বয়ং ঈশ্বর যখন ঝড় তোলেন তাকে কি মানুষ রুখতে পারে? যে ঝড় হবে যেমন ঠাণ্ডা তেমনই ভয়ানক, হয়ত তা আসার আগেই আমাদের মত অনেককে বিদায় নিতে হবে পৃথিবী থেকে। তবে কোনও ঝড়ই কখনও চিরস্থায়ী হয়নি, হবে না, তাই এই ঝড়ও একদিন থামবে। তারপর আবার নতুন সূর্য উঠবে। তার আলোয় আমাদের ইংল্যাণ্ড আরও শক্তিশালী হয়ে জেগে উঠবে। নাও এবার স্টার্ট দাও। জলদি চালাও! পাঁচশো পাউণ্ডের চেকটা আগেভাগে ভাঙ্গাতে হবে। চেক যে দিয়েছে সে তো পেছনের সিটে বসে মনে মনে আমার মুণ্ডু চিবোচ্ছে। ও ব্যাঙ্ককে নিষেধ করে দিতে পারে যাতে ঐ চেক ওরা না ভাঙ্গায়। তার আগেই ব্যাঙ্কে যে করে হোক পৌঁছতে হবে।

দুই

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ উইস্টেরিয়া লজ

(প্রথম পর্ব)

দ্য সিঙ্গুলার এক্সপিরিয়েন্স অফ মিঃ জন একলেস

১৮৯২ সালের মার্চের দুপুর, সকাল থেকে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। দুপুরে লাঞ্চ খেতে বসেছি তখনই একটা টেলিগ্রাম এসেছে হোমসের নামে — প্রিপেড। সে তখনই উত্তর লিখে দিয়েছে। টেলিগ্রামে কি লেখা ছিল জানার কৌতূহল দেখাইনি, সে নিজেও ভাঙ্গে নি। খাওয়া শেষ হতে ফায়ারপ্লেসের ধারে দাঁড়িয়ে পাইপ টানার ফাঁকে টেলিগ্রামের বয়ান খুঁটিয়ে পড়ছিল হোমস হঠাৎ মুখ ঘোরাল আমার দিকে। দুচোখে দুষ্টুমির ঝিলিক।

'ওয়াটসন, তুমি তো লেখক, অদ্ভুত শব্দের অর্থ কেউ এককথায় ব্যাখ্যা করতে বললে কি জবাব দেবে?'

'অদ্ভুত মানে অস্বাভাবিক' বললাম, 'যা দেখলে দুচোখ ছানাবড়া হয়।'

'আমার মনে হয় তার চাইতেও বেশি।' ঘাড় নাড়ল হোমস, 'ভয়ানক ও শোকাবহ কোনও ব্যাপার। অপরাধীদের বেলায় এই অদ্ভুত শব্দটি কি সাংঘাতিকভাবে ফুটে উঠেছে তোমার লেখা আগের কাহিনীগুলো যে পড়েছে সেই বুঝবে, লাল চুল সমিতির কেসটা একবার মনে করে? গোড়ায় অদ্ভুত মনে হলেও শেষে দেখা গেল ব্যাঙ্ক ডাকাতির প্রচেষ্টা। তারপর সেই যে পাঁচটা কমলালেবুর বিচির কেস, সেও তো আরেক অদ্ভুত মামলা যার পরিণতিতে দেখা গেল নিছক

খুনের ষড়যন্ত্র। সেই থেকে ঐ অদ্ভুত শব্দটা চোখে পড়লেই হুঁশিয়ার হই, বড় কিছু ঘটতে চলেছে ঠিক আঁচ করতে পারি।

টেলিগ্রামে শব্দটা আছে, তাই না?

এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা এক্ষুণি হল যা এককথায় বিশ্বাস করা যায় না। আপনার পরামর্শ পাবে? স্কট একলেস, পোষ্ট অফিস চেরিং ক্রস।' টেলিগ্রামের বয়ান এতক্ষণে পড়ে শোনাল হোমস।

'প্রেরক পুরুষ না মহিলা?'

'মহিলারা সমস্যায় পড়লে সরাসরি দেখা করেন, রিপ্রেড টেলিগ্রাম পাঠান না,' মুখ টিপে হাসল হোমস, 'অতএব ইনি পুরুষ সন্দেহ নেই।'

বন্ধুবরের কথা শেষ হতে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল। খানিক বাদে লম্বা মোটাসোটা ভারিক্কি চেহারার এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। চুলদাড়িতে পাক ধরেছে, চোখে মুখে উত্তেজনার ছাপ।

'এমন অদ্ভুত অবস্থায় আগে কখনও পড়িনি,' কোনও ভূমিকা না করেই ভদ্রলোক শুরু করলেন, 'রীতিমত উৎপাত!' রাগে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

'দয়া করে স্থির হোন, বসুন,' হোমস বলল, 'তারপর খুলে বলুন ব্যাপার কি, কেন আমার কাছে এসেছেন?'

'আমার ধারণা এ কেস পুলিশের আওতায় পড়ে না,' ভদ্রলোক বললেন, 'শুনলে আপনিও সায় দেবেন। প্রাইভেট ডিটেকটিভদের ওপর আমার সহানুভূতি নেই ঠিকই, কিন্তু আপনার নাম শোনার পর মনে হল...'

'খুব ভাল,' হোমস বলল, 'তা তখনই আমার কাছে চলে এলেন না কেন?'

'তার মানে?'

'এখন ঠিক সোয়া দুটো', ঘড়ির দিকে তাকাল হোমস, 'টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন বেলা একটা নাগাদ। কিন্তু আপনার জামাকাপড়ের যা হাল দেখছি তাতে এক অন্ধ ছাড়া সবাই বলবে ঘুম ভেঙ্গে ওঠার পর থেকেই আপনি ঝামেলায় পড়েছেন।'

তার কথা শেষ হতেই ল্যাণ্ডলেডি মিসেস হাডসন দুজন পুলিশ অফিসারকে ভেতরে নিয়ে এলেন। এঁদের একজন আমাদের চেনা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সিনিয়র ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর গ্রেগসন। খুবই সাহসী আর উৎসাহী। কিন্তু বুদ্ধির দৌড় কম। ইন্সপেক্টর গ্রেগসন তাঁর সঙ্গীর পরিচয় দিলেন— থানার ইন্সপেক্টর বেনেজ।

'একজনের পিছু ধাওয়া করে এখানে ছুটে এসেছি, মিঃ হোমস', মিঃ স্কট একলেসের দিকে বুলডগের হিংস্র চাউনিতে তাকালেন ইন্সপেক্টর গ্রেগসন, 'আপনি মিঃ জন স্কট একলেস, থাকেন লি'র পপহ্যাম হাউসে। ঠিক তো?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'সেই সকাল থেকে আমারা আপনার পিছু নিয়েছি।'

টেলিগ্রাম দেখে আঁচ করলেন ইনি আমার কাছে এসেছেন কেমন? হোমস শুধোল। ঠিক তাই ইন্সপেক্টর গ্রেগসন সায় দিলেন, 'চেরিং ক্রস পোস্ট অফিসে খোঁজ নিয়ে জানলাম উনি আপনাকে টেলিগ্রাম করেছেন তাই চলে এলাম।'

'কিন্তু আপনারা কি চান', মিঃ একলেস জানতে চাইলেন, 'আমার পিছু নিয়েছেন কেন?'

'এশারের কাছে উইস্টেরিয়া লজের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন', ইন্সপেক্টর গ্রেগসন জানালেন 'ঐ বাড়িতে থাকতেন মিঃ অ্যালশেয়াস গারশিয়া। কাল রাতে উনি মারা গেছেন। ভদ্রলোক কিভাবে মারা গেলেন সে সম্পর্কে আপনার জবানবন্দি আমাদের দরকার।'

'মিঃ গারশিয়া মারা গেছেন? কি বলছেন আপনি?' সোজা হয়ে বসলেন মিঃ একলেস, তাঁর মুখ ফ্যাকাশে দেখাল।

'ঠিকই বলছি,' গ্রেগসন জোর দিয়ে বললেন, 'উনি খুন হয়েছেন।'

'খুন! হা ঈশ্বর। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! আপনারা কি আমায় সন্দেহ করছেন?'

'নিহতের পকেটে আপনার লেখা চিঠি আমরা পেয়েছি,' ইন্সপেক্টর গ্রেগসন বললেন, 'চিঠিতে যা লিখেছেন তার অর্থ দাঁড়ায় গতকাল রাতটা আপনি তাঁর বাড়িতে কাটাবেন। কেমন, লিখেছিলেন কিনা?'

'হ্যাঁ, লিখেছিলাম,' মিঃ স্কট একলেস জবাব দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টর গ্রেগসন পকেট থেকে নোটবই বের করলেন।

'একটু দাঁড়ান, গ্রেগসন,' হোমস বাধা দিল, 'আপনি ওঁর একটা সাধারণ বিবৃতি বা জবানবন্দি চাইছেন, তাই তো?'

'শুধু তাই নয়,' গ্রেগসন বললেন, 'সেইসঙ্গে মিঃ একলেসকে এই বলে হুঁশিয়ার করতে চাই যে এই জবানবন্দি যথাসময়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হতে পারে।

'মিঃ একলেসকে সব খুলে বলতে বলছি, এমন সময় আপনারা এসে হাজির হলেন,' হোমস জানাল 'ওয়াটসন, মিঃ একলেসকে একটু ব্র্যান্ডি দাও সোডা মিশিয়ে। সবার আগে ওঁর স্বাভাবিক হওয়া একান্ত দরকার।'

সোডা মেশানো ব্র্যান্ডি পেটে পড়তে মিঃ একলেস আগের চাইতে সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁর মুখের স্বাভাবিক রং ফিরে এল। ইন্সপেক্টর গ্রেগসনের নোট বইয়ের দিকে আড়চোখে দেখে জবানবন্দি শুরু করলেন।

'আমি ব্যাচেলর, খুব মিশুকে বলে বন্ধুবান্ধব প্রচুর। আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন আছে যার পদবি মেলভিল। একসময় সে ভাটিখানায় মদ চোলাইয়ের কাজ করত, এখন রিটায়ার করেছে। কেনসিংটনের অ্যালবামালে ম্যানসানে মেলভিল থাকে। হপ্তা কয়েক আগে ওর বাড়িতে খাবার টেবিলে এক অল্পবয়সী ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। নাম গারশিয়া। শুনলাম গারশিয়ার জন্ম স্পেনে। শুনলাম এখানকার স্পেনিয় দূতাবাসেও যাতায়াত করে। ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর, আচার ব্যবহার তেমনই চমৎকার। তাছাড়া চোস্ত ইংরেজি বলে। এসব বৈশিষ্ট্য সহজে চোখে পড়ে না তাই বয়সে ছোট হলেও গারশিয়া অল্প সময়ের মধ্যে আমার ঘনিষ্ট বন্ধুদের দলে ভিড়ে গেল। আলাপ হবার দিনই গারশিয়া আমার লীর বাড়িতে এল। চলে যাবার আগে ওর বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়ে যেতে বলল। এশার আর অক্সমাটের মাঝামাঝি জায়গায় উইস্টেরিয়া লজ, গারেশিয়া বলল ও সেখানেই থাকে। গতকাল বিকেলে যাব বলে তাকে কথা দিয়েছিলাম সেই মত গিয়ে হাজিরও হলাম। গারেশিয়ার বাড়িতে কাজের লোক দু'জন। একজন চাকর, আরেকজন রাঁধুনি। চাকরটি তার দেশের লোক, সংসারের সব কিছু সে দেখাশোনা করে। ভাল ইংরেজি বলে। রাঁধুনির পেটে বিদ্যে বলতে কিছুই নেই। কোথায় বেড়াতে গিয়ে গারশিয়া তাকে একরকম পথ থেকে তুলে এনেছিল। গারশিয়ার মুখ থেকে শুনেছিলাম লোকটার রান্নার হাত খাসা। সারের মত জায়গায় এক অদ্ভুত সংসার পেতেছে সে, গারশিয়া একবার বলেছিল। গারশিয়া ভুল বলেনি, শুধু অদ্ভুত নয়, কিম্ভুত তা পরে জানলাম।

'গতকাল সন্ধের কথায় আসছি,' একটু থেমে দম নিলেন মিঃ একলেস, 'গাড়ি চালিয়ে এশার থেকে প্রায় দু'মাইল দক্ষিণে গেলাম। বড় রাস্তা থেকে অনেকটা ভেতরে উইসটেরিয়া লজ, পথের দু'পাশে সারি সারি উঁচু গাছ। বাড়িটা অনেকদিনের পুরোনো, জরাজীর্ণ চেহারা, বহুদিন সারানো হয় নি। বাড়ির ফটকে এসে ঘোড়ার গাড়ি থামালাম। আগেই বলেছি গারশিয়ার সঙ্গে অল্প কিছুদিন আগে আমার আলাপ হয়েছে। তাই তার বাড়িতে কেমন অভ্যর্থনা আর আদর আপ্যায়ন পাব তা নিয়ে মনে সন্দেহ ছিল গোড়ারদিকে। গারশিয়া আমারই অপেক্ষায় ফটকে দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে এসে নিজেই গাড়ির দরজা খুলে আমায় অভ্যর্থনা জানাল তারপর সঙ্গে দিল বাড়ির চাকরের

হাতে। খাপছাড়া দেখতে লোকটাকে পায়ে মাড়ানো বাসি ফুলের মত সবসময় মন মরা হয়ে আছে। ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে লোকটা নির্দিষ্ট শোবার কামরায় আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। লক্ষ্য করলাম, বাড়ির চাকর একা নয়, গোটা বাড়িটাতেই কেমন যেন এক বিষণ্ণতার হাওয়া ছড়িয়ে আছে। খেতে বসে গারশিয়া আপন মনে বকবক করতে লগল, কিন্তু তা নেহাৎই আতিথেয়তা বজায় রাখতে। সে যে বারবার আনমনা হয়ে পড়ছে তা আমার নজর এড়াল না। খানিকক্ষণ আঙ্গুলের নখ কামড়ানোর ফাঁকে কি যেন ভাবল গারশিয়ার তারপর দু'হাতের আঙ্গুলে কিছুক্ষণ টেবিল বাজাল। দুশ্চিন্তায় যারা ভোগে তাঁদের এমন করতে দেখেছি। রাঁধুনির রান্নার প্রশংসা আগে গারশিয়ার মুখে শুনেছি ঠিকই কিন্তু ডিনারের একটা পদও ভাল হয় নি। তার ওপর মনমরা দেখতে বাড়ির সেই চাকরটা ডিনারের সময় আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল বলে খাবার মুডটাও নষ্ট হয়ে গেল। একবার মনে হল কোনও ছুতো তুলে বাড়ি ফিরে যাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করতে পারিনি।

এরই মাঝে ঘটল আরেক ঘটনা — চাকর এসে একটুকরো কাগজ দিল গারশিয়াকে। কাগজে কি লেখা ছিল দেখিনি। কিন্তু বেশ লক্ষ্য করলাম একবার তাতে চোখ বুলিয়ে গারশিয়া আগের চাইতে বেশি আনমনা হয়ে গেল, গুম হয়ে বসে একের পর এক সিগারেট পোড়াতে লাগল। একা আমি পড়লাম অস্বস্তিতে। শেষকালে এগারোটা নাগাদ টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম। শোবার ঘরে ঢুকে হাঁফ ছাড়লাম। ঘরের ভেতর তখন গাঢ় আঁধার। আলো ছিল না। খানিক পরে গারশিয়া এল। বলল শোবার আগে কিছু দরকার হলে যেন ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরকে ডাকি। যাবার আগে বলল, রাত একটা বাজতে দেরি নেই, এবার শুয়ে পড়ুন। ও চলে যেতে আমি শুয়ে পড়লাম, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আজ সকালে ঘুম ভাঙ্গতে দেখি বেলা প্রায় ন'টা, আকাশে চড়া রোদ। চাকরকে সকাল আটটায় ডেকে দিতে বলেছিলাম কাল রাতে। কিন্তু সে ডেকে দেয়নি। ঘণ্টা বাজিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম কিন্তু তার কোনও সাড়া পেলাম না। ঘণ্টা খারাপ হয়েছে ভেবে পোশাক পাল্টে নীচে নেমে এলাম গরম জলের খোঁজে। কিন্তু গারশিয়া, তার চাকর, বা রাঁধুনি, কাউকে দেখতে পেলাম না। এত বড় বাড়ির সবক'টা ঘর ফাঁকা, তিনটে জলজ্যান্ত লোক যেন রাতারাতি উধাও হয়েছে। গারশিয়া কাল ওর শোবার ঘর দেখিয়েছিল। সেখানে এসে দেখি দরজা ভেজানো। বারবার টোকা দিলাম কিন্তু দরজা খুলল না। হাতল ঘোরাতে পাল্লা খুলে গেল। আমি গারশিয়ার শোবার ঘরে পা দিলাম। কিন্তু সেখানেও কাউকে চোখে পড়ল না। আরও দেখলাম খাটের ওপর বিছানা পাতা, তার ওপর পাতা চাদরে কোনও ভাঁজ পড়েনি। মানে একটাই দাঁড়ায়—রাতে সেখানে কেউ আদৌ শোয়নি। চাকর আর রাধুনিকে নিয়ে গারশিয়া বাড়ি ছেড়ে রাতের বেলা কোথাও উধাও হয়েছে! ভীষণ রেগেমেগে বেরিয়ে এলাম উস্টেরিয়া লজ থেকে, যেহেতু এরপর সেখানে থাকার আর কোন অর্থ হয় না।'

পুলিশ অফিসার দুজন চুপ, শুধু হোমস হাতে হাত ঘষে গলা নামিয়ে হাসল, তারপর বলল, 'মানতেই হবে আপনার অভিজ্ঞতার তুলনা হয় না। তা এরপর আপনি কি করলেন?'

'মালপত্র যা সঙ্গে এনেছিলাম সব গুছিয়ে এ শহরের দিকে রওনা হলাম। ওখানকার নামী ল্যাণ্ড এজেন্ট অ্যালান ব্রাদার্স, সোজা গিয়ে হাজির হলাম তাদের অফিসে। খোঁজ নিয়ে জানলাম উইসটেরিয়া লজ তারাই ভাড়া দিয়েছিল। ভাড়া বাকি নেই শুনে অবাক হলাম। সেখান থেকে শহরে ফিরে এলাম স্পেনের দূতাবাসে। কিন্তু আসাই সার হল। কারণ গারশিয়াকে সেখানে কেউ চেনে না। এবার এলাম যেখানে গারশিয়ার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সেলভিল নামে আমার সেই বন্ধুর বাড়িতে। কিন্তু এখানে আমায় নিরাশ হতে হল,—সেলভিল বলল, গারশিয়া তার তেমন চেনাশোনা নয়, তার খোঁজখবরও তাই রাখে না সে। সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে শেষকালে আপনাকে

টেলিগ্রাম করলাম মিঃ হোমস, জবাব পেয়ে এখানে চলে এসেছি কিন্তু এখন এই দুজন পুলিশ অফিসার তো বলছেন সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে উইস্টেরিয়া লজে! আমি যা বলেছি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, পুলিশকে আমি সবদিক থেকে সাহায্য করতে চাই।'

'আপনার জবানবন্দির প্রায় পুরোটাই মিলে যাচ্ছে ঘটনার সঙ্গে, মিঃ একলেস,' ইন্সপেক্টর গ্রেগসন নরম গলায় বললেন, 'যেমন সেই কাগজের টুকরো যা খাবার সময় চাকর নিয়ে এসেছিল। গারশিয়া কাগজটা কোথায় রেখেছিল মনে পড়ে?'

'খুব পড়ে,' মিঃ একলেস না ভেবেই বললেন, 'দলা পাকিয়ে ও সেটা ছুঁড়ে ফেলেছিল ফায়ারপ্লেসের আগুনে।'

'আপনি কি বলবেন, মিঃ বেনেজ?' সঙ্গী অফিসারের দিকে আড়চোখে তাকালেন ইন্সপেক্টর গ্রেগসন।

মুচকি হাসলেন ইন্সপেক্টর বেনেজ, পকেট থেকে একটা দলাপাকানো কাগজ বের করে বললেন, 'এই সেই কাগজ, জোরে ছোঁড়ার ফলে আগুনের পেছনে পড়েছিল, সেখান থেকে কুড়িয়ে এনেছি।'

'আপনার কথা শুনে বেশ বুঝতে পারছি গোটা বাড়িখানা আতিপাতি করে খুঁজেছেন,' হোমস বলল।

'আমি ঐভাবেই কাজ করি,' ইন্সপেক্টর বেনেজ বললেন, 'মিঃ গ্রেগসন, কাগজে যা লেখা আছে পড়ব?'

গ্রেগসন মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

উইস্টেরিয়া লজের মিঃ গারশিয়ার নামে লেখা। ইন্সপেক্টর বেনেজ কাগজে লেখা বয়ান পড়তে লাগলেন। 'আমাদের রং সবুজ আর সাদা, সাদা খোলা, সবুজ আঁটা। বড় সিঁড়ি, প্রথম বারান্দা ডাইনে সাত, সবুজ বাদামী চাদর। জলদি। ডি।' বয়ান লিখেছে সরু স্কুলের কলমে মেয়েলি ছাঁদে, কিন্তু ঠিকানাটা লিখেছে অন্য কলমে। অন্য কেউ লিখতেই পারে না ওর লেখার ধরন আরও মোটা, আরও জোরালো। মামুলি ক্রিম লেড পেপারে লেখা চিঠি, জলছাপ নেই, চার ভাঁজে ভাঁজ করা পুরো একটি কাগজের একটি ভাঁজ কেটে তাতে লেখা হয়েছে। বয়ান লিখে গালায় সিলমোহর করেছে শার্টের কাফ লিংক চেপে। মল কা... কাঁচি দিয়ে দু'বার কাগজ কেটেছে, তাই এঁকেবেঁকে গেছে কাঁচির ফলা। 'চিঠির বয়ান আশ্চর্য সন্দেহ নেই, খুঁটিয়ে দেখেছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না,' বলল হোমস।

'গোড়ায় ভেবেছিলাম রহস্যভেদ করে ফেলেছি। কিন্তু চিঠির বয়ানের মানে এখনও বুঝতে পারিনি। তবে এ সবের মধ্যে চক্রান্ত আর একটি মেয়ে জড়িত তাতে সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু মিঃ গারশিয়া?' মিঃ একলেস অস্থির গলায় বলে উঠলেন, 'তার কি হল বলবেন না?'

'বলছি', ইন্সপেক্টর গ্রেগসন মুখ খুললেন 'উইস্টেরিয়া লজ থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে গারশিয়ার মৃতদেহ পুলিশ খুঁজে পেয়েছে। জায়গাটার নাম অক্সসট কমন, সিকি মাইলের ভেতর একটি বাড়িও চোখে পড়বে না, এমনই নির্জন এলাকা। বালিভর্তি বস্তা অথবা ঐরকম কোনও ভারি জিনিস দিয়ে আচমকা পেছন থেকে মাথায় আঘাত হানা হয়েছে, এক ঘায়েই মাথার খুলি ভেঙ্গে চৌচির, ভেতরের মগজ ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। আততায়ী বা তার সঙ্গীদের পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি, অন্য কোনও সূত্রেরও হদিশ নেই। গারশিয়া মারা যাবার পরেও আততায়ী বেশ কিছুক্ষণ ধরে তার মাথা থেঁৎলেছে, এই ব্যাপারটা যেমন ভয়ানক, তেমনই অদ্ভুত।'

'গারশিয়ার সঙ্গে টাকাকড়ি যা ছিল সব খোয়া গেছে কিনা জানেন?'

'আততায়ী ডাকাতির মতলবে গারশিয়াকে খুন করেছে এমন কোনও প্রমাণ আমরা পাইনি।' গ্রেগসন গম্ভীর গলায় বললেন।

'গারশিয়ার খুন খুবই দুঃখজনক।' মিঃ একলেস বললেন, 'কিন্তু এর সঙ্গে আপনারা আমায় জড়াচ্ছেন কেন?'

'মিঃ একলেস,' ইন্সপেক্টর বেনেজ কড়া গলায় বললেন, 'গারশিয়ার মৃতদেহের পকেট থেকে আপনার লেখা একটা চিঠি আমরা খুঁজে পেয়েছি, তাতে গতকাল রাতে ওর বাড়িতে ডিনার খাবেন এবং রাত কাটাবেন বলে উল্লেখ করেছেন। চিঠি যা খামে ছিল তার গায়ে গারশিয়ার নাম আর ঠিকানাও লেখা ছিল। আজ সকাল ন'টার পরে আমরা ঐ বাড়িতে গিয়েছিলাম কিন্তু সেখানে কারও হদিশ পাইনি। তখন আপনার পিছু নিতে আমি লণ্ডনে মিঃ গ্রেগসনকে টেলিগ্রাম করলাম। উইস্টেরিয়া লজে খানা তল্লাশি সেরে লণ্ডনে এলাম, তারপর মিঃ গ্রেগসনের সঙ্গে সোজা চলে এসেছি এখানে।'

'এবার তাহলে এগোতে হয়,' ইন্সপেক্টর গ্রেগসন চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, 'ঘটনা যখন ঘটেছে আর আপনি যখন তাতে জড়িয়ে পড়েছেন তখন আইন মোতাবেক কাজ করতেই হবে। মিঃ একলেস, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে, থানায় পৌঁছে লিখিত জবানবন্দি দেবেন।'

'এক্ষুণি যাচ্ছি,' মিঃ একলেস বললেন, 'কিন্তু মিঃ হোমস, আপনার সাহায্য একান্ত দরকার। দয়া করে আসল রহস্য বের করে আমায় উদ্ধার করুন।'

'অবশ্যই,' হোমস তাকাল ইন্সপেক্টর বেনেজের দিকে, 'মিঃ বেনেজ, আপনার পাশাপাশি আমিও এই কেসের তদন্ত চালিয়ে গেলে আপত্তি করবেন না তো?'

'একদম নয়,' ইন্সপেক্টর বেনেজ জবাব দিলেন, 'আমার দিক থেকে আপত্তির কোনও প্রশ্নই ওঠে না বরং আপনি পাশে আছেন ভেবে সম্মানিত বোধ করব।'

'মিঃ গারশিয়া ক'টা নাগাদ মারা গেছেন জেনেছেন?'

'রাত একটা থেকে উনি ওখানে ছিলেন,' ইন্সপেক্টর বেনেজ জানালেন, 'একটা থেকে বৃষ্টি নামল, তবে উনি বৃষ্টি থামার আগেই মারা যান।'

'কিন্তু তা কি করে হবে,' মিঃ একলেস অবাক হলেন, 'মিঃ গারশিয়ার গলা আমার চেনা। আপনি যখনকার কথা বললেন ঠিক সেই সময় উনি আমার ঘরে এসেছিলেন কথা বলতে।'

'বাইরে থেকে আশ্চর্য হলেও ব্যাপারটা কিন্তু অসম্ভব নয়।' হোমস হাসল।

'ভাল সূত্র পেয়েছেন মনে হচ্ছে?' ইন্সপেক্টর গ্রেগসন জানতে চাইলেন।

'চমকে দেবার মত কেস সন্দেহ নেই,' হোমস বলল, 'তবে যত ভাবছেন ততটা জটিল নয়। সবকিছু জানার আগে কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না। আচ্ছা, মিঃ বেনেজ, এই কাগজটুকু ছাড়া খানাতল্লাশি করে আর কিছু পেয়েছেন ঐ বাড়ি থেকে?'

'পেয়েছি মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর বেনেজ জানালেন, 'এমন দু'একটা জিনিস পেয়েছি যা দেখলে তাজ্জব হতে হয়। থানার কাজকর্ম আগে শেষ হোক, তারপর আপনাকে নিয়ে গিয়ে দেখাব।'

পুলিশ অফিসার দু'জন মিঃ স্কট একলেসকে নিয়ে এগোতে মিসেস হাড্‌সনকে ডেকে একটা রিপ্লাই পেড টেলিগ্রাম পাঠাবার নির্দেশ দিল বন্ধুবর। অনেকক্ষণ কথা বলেনি হোমস আমার সঙ্গে। একনাগাড়ে ধোঁয়া ছাড়ছে আর ভুরু কুঁচকে একমনে ভাবছে।

'কি মনে হয়, ডাক্তার?' অনেকক্ষণ পর আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল হোমস।

'সত্যি বলতে কি, মিঃ একলেসের মত আমার কাছেও গোটা ব্যাপারটা ধোঁয়াশা ঠেকছে', অকপটে জানালাম।

'কিন্তু গারশিয়ার খুন,' হোমস শুধোল, 'সেটা তো ধোঁয়াশা নয়?'

'বাড়ির চাকরবাকর সবাই যখন পালিয়েছে তখন আমার মতে তারাও খুনের সঙ্গে জড়িত তাই ধরা পড়ার ভয়ে আগেভাগেই পালিয়েছে।'

'বলছ বটে, কিন্তু এটাও ভেবে দ্যাখো মনিবকে খুন করার মতলব থাকলে যে কোন দিন চাকর আর রাঁধুনি তা সারতে পারত, যেদিন বাড়িতে অতিথি এসেছে সে দিনই ও কাজ তারা করতে যাবে কেন?' হোমস বলল।

'তাহলে ওদের বাড়ি ছেড়ে পালানোর পেছনে আর কি কারণ থাকতে পারে?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লাম।

'এটা একটা ভাববার মত প্রশ্ন', হার মানার ভঙ্গিতে হোমস বলল, 'সত্যিই তো, ওরা বাড়ি ছেড়ে পালালো কেন? ওয়াটসন, ওদের এভাবে বাড়ি ছেড়ে পালানো, আর মিঃ স্কট একলেসের অভিজ্ঞতা, দুটোই কিন্তু ঘটনা। এই দুটো ঘটনার স্মৃতি যোগসূত্র, আপাতত একটাই, তা হলে—'

'ঐ রহস্যময় কাগজের টুকরো,' শূন্যস্থান পূরণ করলাম, 'যাতে কিছু সংকেত লেখা ছিল।'

'ঠিক ধরেছো', হোমস সায় দিল, 'এবার এসো, ধাপে ধাপে এগোনো যাক। গোড়ায় দেখা যাচ্ছে গারশিয়া নামে এই স্পেনিশ ছেলেটি যেচে আলাপ জমালো মিঃ স্কট একলেসের সঙ্গে যিনি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে একজন পুরোপুরি ইংরেজ ভদ্রলোক। প্রথম আলাপের দিনই সে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। গারশিয়ার সুন্দর চেহারা, ব্যক্তিত্ব আর নিখুঁত ইংরেজি বলার ক্ষমতা মিঃ একলেসকে মুগ্ধ করেছিল। ক'দিন বাদেই গারশিয়া তাঁকে নিজের বাড়িতে কিছুদিন বেড়িয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন, মিঃ একলেসও সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।'

'কিন্তু গারশিয়া ওঁকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেল কেন?'

'হয়ত কিছু দেখাতে,' হোমস বলল, 'কিন্তু আমার ধারণা তা দেখানোর সুযোগ পায়নি, তার আগেই সব পণ্ড হয়ে গেছে! অন্তত আমার নিজের তাই ধারণা।'

'এমন ধারণার ভিত্তি কি ভাবে ব্যাখ্যা করবে?'

'তাহলে কান খাড়া করে শোন,' হোমস সোজা হয়ে বসল, 'ধরেই নিচ্ছি উইস্টেরিয়া লজের বাসিন্দারা সবাই কোনও চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত। মিঃ একলেস ভেবেছিলেন রাত এগারোটা নাগাদ শুতে গেছেন, কিন্তু আসলে গেছেন অনেক আগে, ঘড়ির কাঁটা ইচ্ছে করে ঘুরিয়ে রাখা হয়েছে যাতে সেদিকে তাকালেই তিনি রাত এগারোটা দেখতে পান। এরপর গারশিয়া তাঁর ঘরে ঢুকে বলেছে রাত একটা বেজে গেছে যদিও তখন ঘড়িতে বেজেছে মাত্র বারোটা, এর মানে দাঁড়াচ্ছে গোপনে কোনও অপরাধ করার মতলব এঁটেছিল গারশিয়া, রাত বারোটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাজ সেরে আবার ফিরে আসত একটার ভেতর। ধরা পড়লে মিঃ একলেসকে অবশ্যই সাক্ষি মানত সে, তিনিও আদালতে উকিলের জেরার জবাবে বলতেন রাত একটা নাগাদ গারশিয়া বাড়ির ভেতরেই ছিল, ঐ সময় সে তাঁর সঙ্গে এসে কথা বলেছে। তখন আদালত তাঁর কথা বিশ্বাস করে গারশিয়াকে বেকসুর খালাস করে দিত।'

'এ না হয় গারশিয়া,' আমি বললাম, 'কিন্তু চাকর আর রাঁধুনি, তারা উধাও হল কেন?'

'ঘটনার বিবরণ এখনও পুরো জানতে পারিনি, ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'তাই এখনই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না।'

'আর সেই যে একফালি কাগজে লেখা অদ্ভুত বয়ান, যা চাকর মিঃ একলেসের সামনে এনে দিল গারশিয়ার হাতে, তার ব্যাখ্যা কিভাবে করবে?'

'আমাদের রং সবুজ আর সাদা,' হোমস বলল, 'যেন রেসের ঘোড়ার ওপর বাজি ধরছে।' সবুজ লেবেল সাদা আঁটা—নিঃসন্দেহে কোনও সংকেত। বড় সিঁড়ি, প্রথম বারান্দা, ডাইনে সাত, সবুজ পশমি চাদর—আমার মতে কোনও বিশেষ দায়িত্বের নির্দেশ। এবং কাজটা খুবই বিপদজনক নয়ত 'জলদি' শব্দটা লিখত না। যে এই সংকেত পাঠাচ্ছে তারই নাম ডি।'

'গারশিয়া নিজে ছিল স্পেনের লোক,' আমি বললাম, 'যে ঐ চিঠি পাঠিয়েছে সেও নিশ্চয়ই তার দেশেরই লোক।' ডলোরেস নামটাও স্পেনে খুব চালু, আমার বিশ্বাস চিঠি যে লিখেছে তার নাম ডলোরেস, তাই চিঠির শেষে নামের প্রথম অক্ষরটুকু শুধু উল্লেখ করেছে।'

'তোমার যুক্তি ধোপে টিকছে না, ডাক্তার,' হোমস জোরে ঘাড় নাড়ল, 'একজন স্প্যানিয়ার্ড তার দেশের লোককে চিঠি লিখলে স্পেনিশ ছাড়া অন্য ভাষায় লিখবে না, অথচ এখানে চিঠি লেখা হয়েছে ইংরিজিতে। অতএব, চিঠি যে লিখেছে সে ইংরেজ এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে চেপে বসে থাকো, দেখাই যাক আমাদের বুদ্ধিমান ইন্সপেক্টর মশাই কি খবর নিয়ে আসেন।'

'কিন্তু বুদ্ধিমান ইন্সপেক্টর মশাই আসার আগেই হোমসের প্রিপেড টেলিগ্রামের জবাব এসে পৌঁছোল। টেলিগ্রামের বয়ান পড়ে সেটা এগিয়ে দিল আমার দিকে।

টেলিগ্রামের বয়ানে একগাদা নাম—লর্ড হ্যারিং বিং দ্য ডিঙ্গল; স্যার জর্জ ফলিয়ট; অক্সশেট টাওয়ার্স, মিঃ হাইনেজ; জে পি, পার্ডে প্লেস; মিঃ জেমস বেকার উইলিয়ামস; ফোর্টন ওল্ড হল; মিঃ হেন্ডারসন; হাই গেবল; রেভারেণ্ড জোশুয়া স্টেবন; নেদার ওয়েল স্লিং।

'মনে হচ্ছে ইন্সপেক্টর বেনেজ নিজেও এই ছক ধরেই তদন্ত করছেন,' হোমস বলল।

'দোহাই, একটু খুলে বলবে?'

'চিঠি পাঠিয়ে গারশিয়াকে কোনও কাজের দায়িত্ব দিয়ে অথবা দেখা করতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল এটুকু আশা করি বুঝেছো?' বন্ধুবর বক্তব্য খোলসা করতে লাগল, 'এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ধরে নেওয়া যায় গারশিয়াকে একটা বাড়ির বড় সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে বারান্দা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হত। তাহলে বুঝতেই পারছ বাড়িটা বেশ বড় এবং অক্সসট থেকে অবশ্যই দু'এক মাইলের ভেতর কারণ গারশিয়া হেঁটে যাচ্ছিল সেদিকেই। এবার, নিজের অ্যালিবাই-এর স্বার্থে তার একঘণ্টা অর্থাৎ রাত একটা নাগাদ উইসটেরিয়া লজে ফিরে আসার কথা।

অক্সশটের ধারে কাছে বড় বাড়ি বেশি নেই আন্দাজ করে প্রিপেড টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম সেই ল্যাণ্ড এজেন্টকে যার বর্ণনা শুনেছি মিঃ একলেসের মুখে। এই টেলিগ্রাম তিনিই পাঠিয়েছেন।'

বাইরে রাত কাটানোর জন্য যা যা দরকার সব নিয়ে হোমস আর আমি দু'জনে যখন এশার এর সঙ্গে গ্রামে এলাম তখন সন্ধে ছ'টা। ইন্সপেক্টর বেনেজ আছেন আমাদের সঙ্গে। ভদ্রগোছের এক সরাইখানায় উঠেছি তিনজনে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে সেইসঙ্গে বইছে জোরালো হাওয়া। সঙ্গে মালপত্র যা এনেছি সব সরাইখানায় রেখে আমরা তিনজন ঝড় বৃষ্টিতে সত্যিই বেরোলাম উইসটেরিয়া লজ-এর দিকে। মার্চের কনকনে ঠাণ্ডা ছুঁচের মত বিঁধছে চোখেমুখে। খানিকদূর এগোতে বৃষ্টির ছাঁট সয়ে এল, রহস্যঘেরা নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতি দেখতে আমরা পা চালালাম।

(দ্বিতীয় পর্ব)

দ্য টাইগার অফ সান পেড্রো

প্রায় ছ'মাইল পথ হেঁটে পেরোনোর পর ইন্সপেক্টর বেনেজের সঙ্গে আমাদের দু'জোড়া পাও থামল। আকাশের রং তখন শ্লেটের মত কালচে ধূসর। পিচের মত কালো রঙের বাড়ি একনজর তাকালে উইসটেরিয়া লজকে সত্যিই বিষণ্ণ মনে হয়। কাঠের গেট থেকে ভেতরে গাড়ি নিয়ে যাবার একটানা পথের দু'পাশে সারি সারি চেস্টনাট গাছ, দরজার বাঁদিকে একটা জানালা খোলা, ভেতরে কমজোরি আলো।

'ভেতরে একজন কনস্টেবল পাহারায় আছে', বলে ইন্সপেক্টর বেনেজ ঘাস মাড়িয়ে এগিয়ে এলেন, জানালার কাচের শার্সিতে হালকা টোকা দিলেন।

জানালার শার্সির কাচ কুয়াশায় ঝাপসা, তার ভেতর দিয়ে দেখলাম ঘরের ভেতর একজন পুলিশ কনস্টেবল লাফিয়ে উঠল। একটু পরেই দরজা খুলে সে মোমবাতি নিয়ে বেরিয়ে এল। ঠাণ্ডায় আর ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে, কাঁপুনির চোটে হাতে ধরা মোমবাতির শিখাও কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'কি হল, ওয়াল্টার্স?' কড়া গলায় জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর বেনেজ।

'আপনারা এসেছেন দেখে এতক্ষণে স্বস্তি পেলাম,' রুমাল বের করে কপাল মুছল ওয়াল্টার্স, আমার নার্ভ আর এসব সইতে পারছে না।'

'কি বলছ, ওয়াল্টার্স,' ইন্সপেক্টর বেনেজ চাপা ধমক দিলেন, 'তোমার শরীরে নার্ভ আছে জানতাম না!'

'রান্নাঘরে ঐসব অদ্ভুত জিনিস', ওয়াল্টার্স কাঁপা গলায় বলল, 'এত বড় বাড়িতে কোথাও এতটুকু শব্দ নেই! জানালার শব্দ শুনে ভাবলাম ভূতটা হয়ত আবার এসেছে আমায় ভয় দেখাতে।'

'কে এসেছে বললে?'

'আজ্ঞে ভূত, স্যার!' জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে।'

'কখন?'

'তা প্রায় দু'ঘণ্টা আগে, সূর্য ডুবেছে, বাইরে আলো তেমন নেই, চেয়ারে বসে বই পড়ছিলাম। হঠাৎ মুখ তুলতেই দেখি জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে একটা ভূত, শার্সিতে মুখ চেপে দেখছে আমাকে। কি ভয়ানক সে মুখ স্যার, ঘুমের মধ্যে দেখলে হয়ত মরেই যেতাম!'

'ছিঃ, ওয়াল্টার্স,' ইন্সপেক্টর বেনেজ গলা নামালেন, 'একজন পুলিশ কনস্টেবল হয়ে তুমি ভূতের ভয় পাচ্ছ?'

'জানি স্যার, কিন্তু নিজে চোখে দেখলে আপনিও আঁতকে উঠতেন,' কাঁপা গলায় ওয়াল্টার্স বলল, 'দুধ দিয়ে চটকানো নরম মাটির মত তার মুখের রং, আপনার মুখের দুগুণ বড়। সেই কিম্ভূত মুখে দুটো টকটকে লাল চোখ, একনাগাড়ে ঘুরছে মার্বেলের মত। বললে বিশ্বাস করবেন না স্যার, তার দু'পাটি দাঁত জঙ্গলের বুনো জানোয়ারের মত ঝকঝকে, শান দেওয়া। সেই ভয়ানক মূর্তির দেহের বাকিটুকু ভাগ্যিস চোখে পড়েনি, পড়লে নির্ঘাৎ বেহুঁশ হতাম। তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার হাতপায়ের সাড় চলে গিয়েছিল। খানিক বাদে মুখটা সরে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে এলাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। ছুটে ঝোপের ভেতর গেলাম কিন্তু সেখানেও কাউকে পেলাম না। আমি বাইরে আসার আগেই হতচ্ছাড়া পালিয়েছে।'

'কনস্টেবল ওয়াল্টার্স,' পুলিশি মেজাজে গলায় চাপা ধমক দিলেন ইন্সপেক্টর বেনেজ, 'এতক্ষণ ভূতের গালগপ্পো শুনিয়েছো, তারপর তাকে হাতেনাতে ধরতে পারোনি বলে জাহির করছ বুক ফুলিয়ে। সাধারণ লজ্জাবোধটুকুও কি হারিয়েছো তুমি? রেকর্ড ভাল তাই তোমার সার্ভিস বুকে কালো দাগ না দিয়ে এবারের মত ছেড়ে দিলাম। আর কেউ হলে এত সহজে রেহাই পেত না। বাজে কথা রেখে সত্যি কি দেখেছো বলো। তোমার আজগুবি ভূতের গল্প শুনতে আমরা আসিনি।'

'সত্যি না মিথ্যে এক্ষুণি বোঝা যাবে,' নীচু হয়ে পকেট লন্ঠন জ্বালল হোমস, খুঁটিয়ে ঘাস দেখে বলল, 'ওয়াল্টার্স খুব ভুল বলেনি। লোকটা দানবের মত বিশাল, বারো নম্বর জুতো পরে সে। ওয়াল্টার্সকে বেরোতে দেখেই দৌড়ে ঝোপের ভেতর পালিয়েছে।'

কোনও মন্তব্য না করে ইন্সপেক্টর বেনেজ আমাদের নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন। খানাতল্লাশি করে স্প্যানিশ ভাষায় ছাপানো কয়েকটা বই, ধূমপানের দানী, একটা গিটার, আর একটা পুরোনো আমলের পিস্তল পাওয়া গেল। আগের বাসিন্দারা এখানে আসার সময় বেশি মালপত্র সঙ্গে আনে নি বোঝা গেল। তাদের ব্যবহার করা কিছু জামাকাপড় বেরোল যাতে মার্কস অ্যাণ্ড কোম্পানি, হাই হলবর্ণ, লেবেল আঁটা। খোঁজ নিয়েও লাভ হল না, দুটি প্রতিষ্ঠানই যা বলল তার অর্থ খদ্দেররা

কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে তা তাদের জানা নেই। ওগুলো বিক্রি করার সময় খদ্দেরদের কাছ থেকে ন্যায্য দাম পেতেও তাদের অসুবিধে হয়নি।'

রান্নাঘরে খানাতল্লাশি চালিয়ে এক অদ্ভুত জিনিস উদ্ধার হল— শুকনো চামড়ার মত কোঁচকানো একটি জিনিস যা দেখে মনে হল কোনও নিগ্রো বাচ্চা নয়ত আদ্যিকালের কোনও বাঁদর মেরে মমি বানিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তার কোমরে ঝুলছে একজোড়া বাঁশের মালা। কিছু প্লেটে পড়ে আছে এ বাড়ির বাসিন্দাদের গত রাতের ডিনারের ভুক্তাবশেষ। ইন্সপেক্টর বেনেজের নির্দেশে কনস্টেবল ওয়াণ্টার্স বড় একবাটি রক্ত আর একগাদা পোড়া হাড় নিয়ে এল, ইন্সপেক্টর বেনেজ বললেন,'আমরা গোড়ায় ভেবেছিলাম কাউকে খুন করে কেটে হয়ত এখানে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে এসব রক্ত আর হাড়গোড় তারই। কিন্তু আজ সকালে আমাদের ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে জানালেন এই হাড় আর রক্ত কোনোটাই মানুষের নয়।'

'এভাবে তদন্ত করার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি বেনেজ,' হোমস বলল, 'তা এই হাড় আর রক্ত তাহলে কার?'

'ছাগলের, নয়ত ভেড়ার বাচ্চার,' বেনেজ জানালেন, 'ডাক্তার পরীক্ষা করে তাই বলেছেন। কিন্তু মরা মোরগটা সম্পর্কে কোনও মন্তব্য উনি করতে পারেননি। আপনার নিজের কি ধারণা, মিঃ হোমস?'

'অদ্ভুত, এছাড়া আপাতত আর কিছুই বলা যাবে না, মিঃ বেনেজ,' হোমসের গলা কেমন গম্ভীর শোনাল।

'ঠিক বলেছেন, আপনি!' সায় দিলেন ইন্সপেক্টর বেনেজ, 'কত গুলো অদ্ভুত লোক গতকাল এ বাড়িতে এসে জুটেছিল, তাদের মধ্যে একজন খুন হয়েছে। কে খুন করল তাকে সেটাই এ মুহূর্তে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুনি যেই হোক না কেন সে পালিয়ে রেহাই পাবে না, আজ হোক কাল হোক সে ধরা পড়তে বাধ্য। তবে আপনার কাছে লুকোব না, এই খুন সম্পর্কে আমি নিজে একটা থিওরি খাড়া করেছি সেই অনুযায়ী তদন্ত চালাব, আপনার সাহায্য চাইব না।'

'তাই করুন, বেনেজ,' হেসে সায় দিল হোমস, 'আপনি আপনার থিওরি মেনে চলুন, আমি এগোব আমার থিওরি মেনে। এখানে দেখার মত আর কিছু নেই, তাই আমরা লণ্ডনে ফিরে চললাম। বিদায় বেনেজ, দরকার হলে আমার থিওরি মেনে এগোবেন আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। চলো হে ওয়াটসন।'

একটি কথাও না বলে বন্ধুবরের সঙ্গে ফেরার পথ ধরলাম। কিন্তু নিজের বহুদিনের অভিজ্ঞতায় আন্দাজ করলাম হোমস শিকারের গন্ধ পেয়েছে, শিকারি কুকুরের ক্ষিপ্রতা আর উত্তেজনা তার হাঁটাচলায়, চোখের চাউনিতে। এমন পরিস্থিতিতে সে বরাবর চুপ মেরে যায়, এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। আমিও কোনও প্রশ্ন না করে চরম মুহূর্তের অপেক্ষায় রইলাম।

সময় কাটতে লাগল কিন্তু বন্ধুবর তার নিজস্ব পদ্ধতিতে তদন্তের ব্যাপারে কতদূর এগিয়েছে বুঝে উঠতে পারছি না। একদিন শহরে গেল, ফিরে এসে বলল, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়েছিল গারশিয়ার খুনের তদন্তের ব্যাপারে। বাকি দিনগুলো শুধু পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আর স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ করে কাটাল। বলতে ভুল হল, এই ফাঁকে কেন কে জানে সে মেতে উঠল বোটানি নিয়ে—সময় পেলেই বোটানির বইয়ের পাতায় চোখ বোলাতে লাগল, খুরপি আর টিনের কৌটো হাতে রোজ বেরোতে লাগল উদ্ভিদের হরেক নমুনা জোগাড় করতে।

কয়েকদিন বাদে খবরের কাগজ খুলতেই দারুণ খবর চোখে পড়ল :

অক্সসট খুনের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গুপ্ত ঘাতক গ্রেপ্তার

'হেডিংটুকু শুনেই লাফিয়ে উঠল হোমস, হায়! হায়! বেনেজ কি খুনিকে সত্যিই ধরে ফেলল?'

'হয়ত তাই', খবরটা পড়ে শোনালাম :

'অক্সসটে অবস্থিত উইসটেরিয়া লজের বাসিন্দা মিঃ গারশিয়ার খুনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চাকর ও রাঁধুনি বাড়ি থেকে ফেরার হয়। রাঁধুনি জাতে সুনাটো (সংকর নিগ্রো), ভয়ানক তার চেহারা, গারশিয়া খুন হবার পরদিন রাতে সে ফিরে এসেছিল ঘটনাস্থলে, কনস্টেবল ওয়াল্টার্স তাকে দেখেছে, তদন্তকারী অফিসার ইন্সপেক্টর বেনেজ আঁচ করেছিলেন রাঁধুনি ফেরারি, আবার ফিরে আসবে ঘটনাস্থলে। তাঁর অনুমান মিলে গেল। লোকটি ফিরে আসতেই ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। আশা করা যায়, আসামিকে আদালতে হাজির করবার পরে সব ঘটনা জানা যাবে।'

'এখন চলো আমার সঙ্গে,' খবরের কাগজটা হাত থেকে একরকম কেড়ে নিল হোমস, 'বেনেজের সঙ্গে এক্ষুণি দেখা না করলেই নয়।'

ইন্সপেক্টর বেনেজ সবে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন এমন সময় আমরা গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম তাঁরও হাতে সেদিনের খবরের কাগজের এক কপি।

'খবরটা পড়েছেন, মিঃ হোমস?' কাগজটা নেড়ে বেনেজ জানতে চাইলেন।

'পড়েছি, মিঃ বেনেজ,' হোমস শান্ত গলায় বলল, 'তাই বন্ধুর মত আপনাকে হুঁশিয়ার করতে এসেছি।'

'আমায় হুঁশিয়ার করতে এসেছেন আপনি, কি বলতে চান, মিঃ হোমস?'

'আপনি ভুল পথে এগোচ্ছেন বেনেজ,' হোমস বলল, 'আরও এগোলে মুশকিলে পড়বেন।'

'সে কি মিঃ হোমস!' অবাক চোখে তাকালেন বেনেজ, 'আপনি আর আমি যে যার মত আলাদাভাবে তদন্ত চালাব এ বিষয়ে তো আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি দু'জনে। তাহলে—?'

'বেশ, তাহলে সেইভাবেই এগোন,' হোমস গম্ভীর গলায় বলল, 'পরে কিছু ঘটলে যেন আমায় দায়ী করবেন না আগেভাগে হুঁশিয়ার করিনি বলে।'

'আহা আমি কি তাই বলেছি?' ইন্সপেক্টর বেনেজের সুর নিমেষে পাল্টে গেল, 'আপনি যে আমার হিতাকাঙ্খী তা কি আমি জানিনা? আসলে আমি বলতে চাইছি আমাদের দুজনেরই কাজের ধারা আলাদা, আপনার ধারার সঙ্গে আমার ধারা মিলবে না।'

'বাদ দিন, বেনেজ,' হোমস বলল, 'এ প্রসঙ্গ আর না তোলাই ভাল।'

'আমায় ভুল বুঝছেন, মিঃ হোমস,' বেনেজ গলা নামালেন, 'আমার সব খবর দেব আপনাকে; যে লোকটা আমার ফাঁদে ধরা পড়েছে কনস্টেবল ওয়াল্টার্স তাকেই ভূত বলেছিল। আমার মতে ও দত্যিদানোর চেয়েও ভয়ানক জীব, গায়ের জোরে ব্যাটা পশুকেও হার মানায়। ধস্তাধস্তির সময় কনস্টেবল ডাউনিং-এর হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা কামড়ে প্রায় ছিঁড়ে ফেলেছে হতভাগা। ইংরেজি মোটে জানে না, জেরার জবাবে শুধু হাউমাউ করে চেঁচায়।'

'এই লোকটি তার মনিব মিঃ গারশিয়াকে খুন করেছে এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত, বেনেজ?'

'আমি সে কথা একবারও বলিনি, মিঃ হোমস্' বেনেজ আমতা আমতা করলেন, 'আগেই তো স্থির হয়েছে আপনি আপনার পথে এগোবেন। আমি এগোব আমার পথে।'

আর কথা বাড়াল না হোমস, সরাইখানায় ফিরে এসে বলল, 'বেনেজ যখন চাইছে তখন ও নিজের পথেই তদন্ত করুক। কিন্তু ওর পথটা ভুল তাও আগেই বলে রাখছি। ওয়াটসন যা বলছি মন দিয়ে শোন,' হোমস্ বলতে লাগল, 'আজ রাতে আগের মত অ্যাডভেঞ্চারে বেরোব, তার আগে সব জেনে নাও। মিঃ স্কট এক সাঙ্গে খেতে বসেছেন সেই রাতে এমন সময় একটা অদ্ভুত চিঠি এল গৃহস্বামী গারশিয়ার নামে। এ সময়ে অ্যালিবাই তৈরি করতেই গারশিয়া সে রাতে মিঃ একলেসকে নেমন্তন্ন করেছিল। আর অ্যালিবাই তৈরি করার অর্থ হল কোনও অপরাধ করা বা তাতেও সামিল হওয়া। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাজ সেরে নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে এলে চিন্তার কিছু থাকত না। পুলিশ সন্দেহ করলে মিঃ একলেস জানাতেন ঐ সময় সে বাড়িতেই ছিল। পুলিশ তাকে ধরতে পারত না। কিন্তু এত আটঘাট বেঁধে এগিয়েও গারশিয়া বিফল হল, মাঝখান থেকে

সে নিজেই খুন হল। যদি জানতে চাও কার হাতে তাহলে একটাই উত্তর আপাতত ধরে নিতে হবে—যার স্বার্থে সে যা দিতে বেরিয়েছিল তার হাতে। হ্যাঁ, ওয়াটসন, গারশিয়ার চাকর বা রাঁধুনি দুজনের কেউ তাকে খুন করেনি, সে রাতে গারশিয়ার বিফল অভিযানে তারাও হাত মিলিয়েছিল। গারশিয়া নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে না এলে সে খুন হয়েছে ধারে নিয়ে সে কাজের দায়িত্ব তারা দুজনে পেত এটাই স্থির হয়েছিল তিনজনের মধ্যে।

'তাহলে রাঁধুনি ফিরে এল কেন?' জানতে চাইলাম।

'হয়ত এমন কোনও জিনিস সে ফেলে গিয়েছিল যার দাম তার কাছে অনেক' হোমস্ বলল, 'সেটা নিয়ে যেতেই ও আবার এসেছিল আর রান্নাঘরে বসে তাকে দেখে কনস্টেবল ওয়াল্টার্স ভূত ভেবে ঘাবড়ে যায়।' 'তারপর কি হল?'

'বলছি' একটু থেমে দম নিল হোমস।

'এবার সেই চিঠির ব্যাপারে আসছি যার মধ্যে লুকানো আছে রহস্যের চাবিকাঠি। চিঠির লেখক যেই হোক ধরে নিতেই হবে সে গারশিয়ার বিশ্বাসী লোক। কিন্তু কোথা থেকে পাঠানো হয়েছিল ঐ চিঠি? চিঠির সংকেতে একটা বড় বাড়ির উল্লেখ ছিল আশা করি মনে রেখেছো। হঠাৎ বোটানি চর্চা করার ঝোঁক চেপেছে দেখে দুদিন আগেও তাজ্জব হয়েছিলো আমি জানি। আসলে আমার মতলব ছিল আলাদা। দুর্লভ গাছ গাছড়ার নমুনা। খুঁজে বেড়ানোর ছুতোয় কয়েকটা দিন গোটা এলাকায় যত বাড়ি আছে, সবগুলোর ওপর নজর রাখলাম। আর সব বাড়ি যেমন তেমন শুধু হাইগেবল এর হ্যাকেরিয়ান জমিদারদের বাড়িটা একটু অন্যরকম মনে হল। ঘটনাস্থলে অর্থাৎ উইস্টেরিয়া লজ থেকে ঐ বাড়ির দূরত্ব আধ মাইলেরও কম, আবার অক্সমাই থেকে দূরত্ব এক মাইলের কম হবে না। এটা প্রথম ও প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ বাড়ির মালিক মিঃ হেণ্ডারসন আর তার বাড়ির লোকেদের দেখলে মনে হয় সবার পেছনে কোনও না কোনও রহস্য আছে।'

'কেমন দেখতে ভদ্রলোককে?'

'পঞ্চাশের আশেপাশেই বয়স' হোমস্ একই সুরে বলতে লাগল, 'গর্তে ঢোকা দুচোখে গভীর চাওনি। সেই চোখের ওপর ঘন কালো মোটা ভুরু, একমাথা কাঁচা-পাকা চুল। লোকটা হাঁটে একচ্ছত্র অধিপতির মত কিন্তু পা ফেলে টিপে টিপে যাতে পায়ের আওয়াজ কেউ শুনতে না পায়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দিগ্বিজয়ী সম্রাটের বিপুল ব্যক্তিত্ব। ওয়াটসন, এ যেমন তেমন গাঁইয়া জমিদার নয় সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। গায়ের চামড়া হলদে আর শুকনো। মনে হয় গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে বহুদিন থেকেছেন। শরীর তো নয় যেন লিকলিকে একখানা বেত। ছুতো করে দেখাও করেছি তার সঙ্গে কিছু হালকা কথাবার্তার ফাঁকে লোকটার চাউনি দেখে বুঝেছি আমার মতলব ঠিক আঁচ করতে পেরেছে। ওর সেক্রেটারির নাম খুমাস। সবসময় আঠার মত সেঁটে আছে মনিবের গায়ে। এ লোকটার কথাবার্তা সব মিছরির ছুরির মত, মনিবের মতো পা টিপে হাঁটা চলা করে। চামড়ার রং গাঢ় বাদামি। এই লুকাস লোকটাও নির্ঘাৎ বিদেশী।'

'তাহলে রহস্যের এপাশে ওপাশে দুদিকেই দু'দল বিদেশী চোখে পড়ছে,' আমি বললাম, একদল উইস্টেরিয়া লজে, আরেকদল হাইগেবলএ।

'বাঃ, এই তো মাথা খুলেছে,' হোমস্ বলল, 'মিঃ হেণ্ডারসনের বড় মেয়ের বয়স তেরো, ছোট মেয়ের বয়স এগারো, মিস বার্নেট নামে এক ইংরেজ গভর্নেস ওদের দেখাশোনা করেন। এছাড়া বাগানের বাড়িতে আর্দালি কাজের মেয়ে, মালি, রাঁধুনি, দারোয়ান আছে যেমন আরও পাঁচটা গাঁইয়া ইংরেজ জমিদারের থাকে। এমন একজন চাকরও আছে যে মিঃ হেণ্ডারসনের সব চাইতে বিশ্বস্ত। গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছি মিঃ হেণ্ডারসন খুব বেড়াতে ভালবাসেন, মেয়ে আর তাদের গভর্নেসকে সঙ্গে নিয়ে যখন তখন বেরিয়ে পড়েন। শুনে এটুকু বুঝলাম লোকটা প্রচুর টাকার মালিক। ইন্সপেক্টর বেনেজ নিজের কাজের ধারার কেমন ঢাক পিটিয়েছেন নিজেই শুনেছো,

এবার আমারটাও শোন। বরাত জোরেই কিনা কে জানে জন ওয়ার্নার নামে একটা লোককে পেয়েছি যে একসময় ছিল মিঃ হেণ্ডারসনের বাড়ির বাগানের মালি। অন্যায়ভাবে মাথা গরম করে উনি তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই থেকে ওয়ার্নার বেচারা ভীষণ রেগে আছে পুরানো মনিবের ওপর। বাড়িতে তার মত আরও কিছু কাজের লোক আছে মনিবের বদ মেজাজের জন্য যাদের বুকে ক্ষোভ আছে, ওদের সবার সঙ্গে ওয়ার্নার যোগাযোগ রেখেছে, সবাই মনিবের বিরুদ্ধে একজোট হতে চায়। ওয়াটসন, মিঃ হেণ্ডারসনের ঐ বাড়িতে দুটো মহল। একটায় কাজের লোকেরা থাকে, বাকিটায় থাকেন মিঃ হেণ্ডারসন, তাঁর দুই মেয়ে আর তাদের গভর্নেস। দুটো মহলের মধ্যে যোগাযোগের দরজা একটাই, হেণ্ডারসনের বিশ্বস্ত কাজের লোক সেই দরজা দিয়ে খাবারদাবার নিয়ে অন্য মহলে ঢোকে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম. মিঃ হেণ্ডারসনের সেক্রেটারি চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর মনিবের পায়ে পায়ে পোষা কুকুরের মত ঘোরে, এমন কি সকালে বিকেলে বাগানে পায়চারি করার সময়েও সে একটি মুহূর্তের জন্যও তাঁর সঙ্গ ছাড়ে না। এ বাড়ির কাজের লোকেরা বলে সেক্রেটারি মনিবকে কোন যাদুমন্ত্রে হাতের মুঠোর ভেতর পুরে রেখেছে। তাকে মিঃ হেণ্ডারসন জুজুর মত ভয় পান। তার কোনও কথার অবাধ্য হন না তিনি। সেক্রেটারিকে এত ভয় পাবার কারণ কি তা বাড়ির কাজের লোকেরা কেউ বলতে পারেনা। তবে জন ওয়ার্নার নামে যে বরখাস্ত মালির কথা খানিক আগে বললাম তার ধারণা মিঃ হেণ্ডারসন শয়তানের কাছে নিজেকে বিক্রি করেছেন। কথায় বলে শয়তানের কখনও ভুল হয় না তাই কবে কখন সে তাঁকে দাবি করতে এসে হাজির হয় এই ভয়ে মিঃ হেণ্ডারসন সবসময় সিঁটিয়ে থাকেন। এও শুনলাম যে মিঃ হেণ্ডারসন ভীষণ বদমেজাজী, একবার কুকুরের ঠ্যাঙানো চাবুক দিয়ে কাজের লোকের ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন, পরে থানা পুলিশের ভয়ে প্রচুর টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করেন।

তা আমাদের প্রসঙ্গ ছিল গারশিয়াকে লেখা সেই চিঠি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিঃ হেণ্ডারসনের মেয়েদের গভর্নেস মিস বার্নেটই সে রাতে ঐ চিঠি লিখেছিলেন। এই থিওরির ওপর ভরসা করে মিস বার্নেটের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলাম কিন্তু ফল হল না। গারশিয়া খুন হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। এও হতে পারে যে গারশিয়ার মত তিনিও খুন হয়েছেন অথবা তাঁকে কোথাও আটকে রাখা হয়েছে। ওঁর হাল কি হয়েছে কিছুই আঁচ করতে পারছি না। আইনের পথে এগিয়ে লাভ হবে না। খানাতল্লাশি করার জন্য ওয়ারেন্ট দরকার। মনে হয় হাকিম আমাদের আবেদনে কান দেবেন না। বাড়ির গভর্নেসকে দেখা যাচ্ছে না বলেই তাঁকে ঐ বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে এই যুক্তি তিনি বিশ্বাস করবেন না। তবু হাল ছাড়ার লোক আমি নই। তাই আড়াল থেকে জন ওয়ার্নারকে সঙ্গে নিয়ে পালা করে এই ক'দিন নজর রেখেছি ঐ বাড়ির সদর ফটকের ওপর। ওয়াটসন, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, আইনের সাহায্য না পেলেও পিছু হটব না, নিজেরাই মিস বার্নেটকে খুঁজে বের করতে এগোব তাতে যত বড় ঝুঁকিই থাক না কেন।'

'কি ভাবে এগোবে ঠিক করেছো?'

'মিস বার্নেটের ঘর আমার চেনা,' হোমস দৃঢ় গলায় বলল, 'আউটহাউসের ছাদে একবার উঠতে পারলে সে ঘরে ঢুকতে কষ্ট হবে না। তৈরি হও, আজ রাতে তুমি আর আমি দুজনে হানা দেব ঐ বাড়িতে।'

বন্ধুবরের পরিকল্পনা শুনে গোড়ায় ঘাবড়ে গেলাম, কিন্তু অনেক ভেবে দেখলাম কাজ হাঁসিল করতে হলে এছাড়া অন্য পথ নেই। তাই শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলাম।

কিন্তু হোমসের পরিকল্পনা কাজে লাগলা না। সন্ধের মুখে একটি লোক ছুটে এসে ঢুকে পড়ল ঘরে, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সে।

'শয়তানগুলো উধাও হয়েছে, মিঃ হোমস,' লোকটি বলল, 'মিস বার্নেটিকেও নিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু পারেনি, ওদের খপ্পর থেকে ওঁকে উদ্ধার করে এনেছি।'

'সাবাশ ওয়ার্নার!' হোমস বলল, 'তা ওঁকে কোথায় রেখে এসেছো?'

'আপনার কাছেই নিয়ে এসেছি, মিঃ হোমস,' ওয়ার্নার হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বাইরে ঘোড়ার গাড়িতে বসে আছেন।'

তিনজনে তড়িঘড়ি বেরিয়ে এলাম। ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দুই ঘোড়ার গাড়ি, জানালায় উঁকি দিতেই দেখলাম ধাবালো চেহারার এক যুবতী এলিয়ে পড়ে আছেন সিটের ওপর। একটানে দরজা খুলে ল্যাম্প তুলে ধরতেই তিনি মুখ ফেরালেন, তখনই দেখলাম তাঁর দুচোখের মণি খুব ছোট হয়ে এসেছে। মিস বার্নেট আফিং-এর ঘোরে আছেন বুঝতে অসুবিধে হল না। আমাদের ল্যাণ্ডলেডি মিসেস হাডসনও ততক্ষণে নীচে নেমে এসেছেন, আমার কথামত গ্লাসভর্তি জল নিয়ে এলেন তিনি, জলের ঝাপটা বারবার দিতে লাগলেন মিস বার্নেটের চোখেমুখে।

জলের ঝাপটায় তেমন কাজ হল না, এবার চারজনে ধরাধরি করে বেহুঁশ মিস বার্নেটকে নিয়ে এলাম ওপরে, কৌচে শুইয়ে দিয়ে মিসেস হাডসনকে দুধ ছাড়া দু'কাপ কড়া কফি আনতে বললাম।

'এবার বলো শুনি তোমার বীরত্বের বিবরণ,' ওয়ার্নারের দিকে তাকাল হোমস, 'কি করে এঁকে উদ্ধার করলে?'

'আপনি যেমন বললেন সেইমত বাড়ির সদর ফটকের ওপর নজর রেখেছিলাম আড়াল থেকে। বাড়ির সবাইকে গাড়িতে উঠতে দেখে আমি পিছু নিলাম। স্টেশনে পৌঁছোবার পরে মিস বার্নেটকে ওরা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল, হাঁটা দেখে বুঝলাম ওঁর হুঁশ নেই, যেন ঘুমের ঘোরে হাঁটছেন। ট্রেনের কামরায় জোর করে উঠিয়ে দেবার পরেই হঠাৎ ওঁর হুঁশ ফিরে এল। ধস্তাধস্তি করে নেমে পড়লেন প্ল্যাটফর্মে। আমি গাড়ি নিয়ে তৈরি ছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ওঁকে পাঁজাকোলা করে তুলে গাড়িতে বসালাম। শয়তান হেণ্ডারসন দূর থেকে যেভাবে কটমট করে তাকাচ্ছিল আমার দিকে তাতে আঁচ করলাম এরপর সামনে পেলেই ও আমায় খুন করবে!'

মিসেস হাডসনের তৈরি দু'কাপ কড়া কফি আস্তে আস্তে ঢেলে দিলাম মিস বার্নেটের গলায়। কফির প্রভাবে আফিং-এর ঘোর কেটে গেল অল্প কিছুক্ষণের ভেতর, মিস বার্নেট সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন। হোমস আর দেরি করল না, তখনই ইন্সপেক্টর বেনেজকে একবার আসবার জন্য চিঠি পাঠাল ওয়ার্নারের হাতে।

ইন্সপেক্টর বেনেজ আধঘন্টার মধ্যে এসে হাজির হলেন। মিস বার্নেটকে দেখেই হাসিমুখে হোমসকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'দেখুন ত কাণ্ড! যে যার আলাদা পথে চলব ঠিক করেছি অথচ দুজনে একই পথে এগোচ্ছি আগে টের পাইনি!'

'তার মানে?' হোমস অবাক হল।

'মানে এই যে আমিও মিঃ হেণ্ডারসনের বাড়ির ওপর নজর রাখছিলাম, মিস বার্নেটকে আমি আপনার মতই এতদিন খুঁজে বেড়িয়েছি। আপনি ওর বাড়ির বাইরে ঝোপের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে আছেন, গাছের মগডালে বসে আমি ঠিক দেখেছি। আপনার বরাত ভাল, আমার আগে আপনিই আসল সাক্ষিকে হাতে পেলেন।'

'মিঃ হেণ্ডারসনকে আপনিও সন্দেহ করেছিলেন বলছেন,' হোমস বলল, 'তাহলে গারশিয়ার রাঁধুনিটাকে ধরলেন কেন?'

'এইখানেই আমি আপনার চাইতে এক কদম এগিয়ে মিঃ হোমস' ইন্সপেক্টর বেনেজ বললেন, 'হাইগেবল-এর ঐ পেল্লায় বাড়ির মালিকের আসল নাম আলাদা, হেণ্ডারসন ছদ্মনাম নিয়ে ও এখানে লুকিয়েছিল। লোকটা টের পেয়েছিল আমরা ওকে সন্দেহ করছি, ওর ওপর দিনরাত

নজর রাখছি, তাই ওর নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে ঐ রাক্ষুসে চেহারার রাঁধুনিকে আটকে রেখেছিলাম।'

'আপনাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না,' ইন্সপেক্টর বেনেজের কাঁধে হাত রাখল হোমস, 'আমি আপনার উন্নতি কামনা করছি।'

'হাইগেবল-এর শয়তানগুলো পালিয়ে পার পাবে না, মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর বেনেজ চাপাগলায় গর্জে উঠলেন, 'আমার লোকেরা ওদের পিছু নিয়েছে, শীগগিরই তারা খবর পাঠাবে। যাক, মিস বার্নেট অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন, এবার ওঁর এজাহার লিখে নিই।'

'তার আগে বলুন হাইগেবল-এর বাসিন্দা মিঃ হেণ্ডারসনের আসল পরিচয় কি?'

'সান পেড্রোর নাম আশা করি শুনেছেন,' ইন্সপেক্টর বেনেজ বললেন, 'উনি সেখানকার ভূতপূর্ব ডিরেক্টটর ডন মুরিলো, যিনি 'সান পেড্রোর টাইগার' নামেও পরিচিত ছিলেন।'

'সান পেড্রোর টাইগার' নাম শুনে গা শিউরে উঠল। মধ্য আমেরিকায় অবস্থিত রাষ্ট্র সান পেড্রোর বাসিন্দারা একসময় ডন মুরিলোর ভয়ে থরথর করে কাঁপত। অত্যাচার আর নির্বিচারে হত্যা, এই ছিল ডন মুরিলোর রাষ্ট্রশাসনের মূলমন্ত্র। অপার মনোবলের অধিকারী ডন মুরিলো ভয় কাকে বলে জানত না।

কিন্তু মানুষকে কখনও নির্মম অত্যাচার চালিয়ে অনন্তকাল জুতোর নীচে রেখে দিতে কেউ পারেনি, মুরিলোও পারল না। দেশের মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে একসময় রুখে দাঁড়াল তার বিরুদ্ধে, তার অপশাসনের অবসান ঘটাতে গড়ে উঠল বিপ্লবী দল। সময় পাল্টাচ্ছে আঁচ করে ডন মুরিলো দেশের সব ধনরত্ন জাহাজে তুলে দুই মেয়ে, তাদের গভর্নেস, সেক্রেটারি আর অনুগত লোকদের সঙ্গে নিয়ে দেশ ছেড়ে উধাও হল। সশস্ত্র বিপ্লবীরা পরদিন প্রাসাদে হানা দিল কিন্তু তারা জানত না স্বেচ্ছাচারী মুরিলো আগেরদিনই পালিয়েছে দেশ ছেড়ে। তারপর আর তার নাম কেউ শোনেনি।'

'সান পেড্রোর জাতীয় পতাকার রং সাদা আর সবুজ,' ইন্সপেক্টর বেনেজের ঠোঁটে বিজয়ীর হাসি, 'আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে মিঃ হোমস, গারশিয়াকে লেখা চিঠিতে এই দুটি রং-এর উল্লেখ ছিল, আসলে তা ছিল প্রতিহিংসা পরায়ণ বিপ্লবীদের সংকেত যাতে গারশিয়া বুঝতে পারে চিঠিটা কারা পাঠিয়েছে।'

'ঠিক ধরেছেন, স্বাভাবিক গলায় মিস বার্নেট জানালেন, 'দেশের সম্পদ নিয়ে ডন মুরিলো প্যারিস, রোম, বার্সিলোনা আর মাদ্রিদে গিয়েছিল, এ খবর সান পেড্রোর বিপ্লবীদলের সদস্যরা পরে জানতে পেরেছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তারা জানতে পারল ডন মুরিলো এদেশে হেণ্ডারসন নামে লুকিয়ে আছে। আজ থেকে বছরখানেক আগে ওরা এই খবর পায়। তারা মুরিলোকে গোপনে হত্যা করার পরিকল্পনা করল, কিন্তু সে দিব্যি প্রাণে বেঁচে গেল। মাঝখান থেকে বিপ্লবীদলের সদস্য গারশিয়া নিজেই খুন হল। তবে এও জানবেন, ডন মুরিলোর দিন চিরকাল একভাবে কাটবে না, একদিন তাকে প্রাণ দিয়ে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।'

'একটা প্রশ্নের জবাব দিন, মিস বার্নেট', হোমস প্রশ্ন করল, 'আপনি ডন মুরিলোর খপ্পরে পড়লেন কিভাবে?'

'আমার স্বামী সেনর ভিক্টর ডোরাণ্ডো ছিলেন লণ্ডনে সান পেড্রোর রাষ্ট্রদূত। ডন মুরিলো তার দেশের প্রতিভাবান মানুষদের বেছে বেছে খুন করতে যাচ্ছে যাতে তারা তার ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে না দাঁড়ায়। আমার স্বামীও ছিলেন এক প্রতিভাবান মানুষ, আর সেই কারণেই মুরিলোর কোপদৃষ্টিতে পড়েন। আমার স্বামীকে সে ছুতো করে দেশে ফিরিয়ে আনে তারপর একদিন বাড়িতে ডেকে পাঠায়। আমার স্বামী ডন মুরিলোর মতলব আঁচ করতে না পেরে বিশ্বাস করে তার বাড়িতে যান, সেখানে মুরিলো নিজে হাতে গুলি করে মারে তাঁকে। খুন করেই সে শান্ত হল না, তাঁর যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল। সব হারিয়ে আমি হলাম পথের ভিখিরি,

কিন্তু বুকের ভেতর প্রতিহিংসার আগুন নানা দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও জ্বালিয়ে রাখলাম। এর কিছুদিন বাদে সান পেড্রোতে জ্বলে উঠল বিপ্লবের আগুন, আমার মত আরও যাদের সর্বনাশ করেছে মুরিলো তারা এবার প্রতিশোধ নিতে একজোট হল। বিপদের গন্ধ পেয়ে দুই মেয়ে আর অনুচরদের নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাল মুরিলো, সঙ্গে নিয়ে গেল দেশের যাবতীয় ধনসম্পদ। দলের নির্দেশে আমি বহুদিন পরে আবার ফিরে এলাম ইংল্যাণ্ডে, অনেক চেষ্টাচরিত্র করে মুরিলো মেয়েদের গভর্নেসের চাকরি নিয়ে ঢুকলাম তার বাড়িতে। মুরিলো বা তার অনুচরেরা গোড়ায় একবারের জন্যও আমায় সন্দেহ করেনি। এর আগে প্যারিসে একবার ওকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু শয়তানটা সেবারেও বেঁচে যায় অদ্ভুতভাবে।'

ইন্সপেক্টর বেনেজ দ্রুত হাতে মিস বার্নেটের এজাহার লিখছেন। ঝড় কাটবার পরে নির্মল আকাশের মত হোমসের মুখ।

'গারশিয়ার বাবা ছিলেন সান পেড্রোর এক নামকরা মানুষ, আমার স্বামীর মতই তিনিও মুরিলোর হাতে প্রাণ দেন। গারশিয়া নিজেও ছিল আমাদের বিপ্লবীদলের সদস্য। আরও দুজন সদস্যকে নিয়ে সে এখানে এসেছিল ডন মুরিলোকে খুন করার দায়িত্ব নিয়ে।

কিন্তু মুরিলো সবসময় আগু বিপদের গন্ধ পেত। সান পেড্রোর বিপ্লবীরা তাকে খুন করার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডে এসেছে সেই খবরও কিভাবে জানতে পেরেছিল সে। প্রাণের ভয়ে একেক রাতে বাড়ির একে এক ঘরে রাত কাটাতে লাগল সে। দিনের বেলা সেক্রেটারি লুকাস কুকুরের মত সবসময় তার পায়ে পায়ে ঘোরে। খুন করার পক্ষে আদর্শ সময় হচ্ছে গভীর রাত। একদিন রাতে মুরিলোকে খুন করার মতলব করলাম। কিভাবে কোন পথে বাড়িতে ঢুকতে হবে সব উল্লেখ করলাম একটা চিঠিতে সংকেতের ভাষায়। কিন্তু মুরিলোর সেক্রেটারি লোপেজ যে পেছনেই দাঁড়িয়ে তা আগে খেয়াল করিনি। চিঠি লেখা শেষ হতে সে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর, ডন মুরিলোর কাছে টানতে টানতে নিয়ে গেল আমায়। গুপ্তঘাতকদের নাম জানাব জন্য মুরিলো আর লোপেজ অমানুষিক অত্যাচার চালাল আমার ওপর, আমার হাত মুচড়ে ভেঙ্গে দিতে উদ্যত হল। প্রচণ্ড যন্ত্রণা সইতে না পেরে গারশিয়ার নামটা একসময় বেরিয়ে এল আমার মুখ দিয়ে। তখনও টের পাইনি ওরা গারশিয়াকে খুন করে তারপর আমায় খুন করার মতলব এঁটেছে। টের পেলে হাত ভেঙ্গে গেলেও তার নাম বলতাম না। আমার লেখা সেই চিঠি খামে ভরল মুরিলোর সেক্রেটারি, শার্টের আস্তিনের বোতাম গালার ওপর সীলমোহর করল তারপর সেটা চাকরের হাত দিয়ে পাঠাল গারশিয়ার বাড়িতে। গারশিয়া সেই চিঠি পেয়ে এসে হাজির হলে শয়তান ডন মুরিলো তাকে খুন করল তারপর তার মৃতদেহ ফেলে দিল বাড়ির বাইরে ঝোপের ভেতর। এরপর শুরু হল আমার ওপর নির্মম অত্যাচার। আমায় খেতে না দিয়ে ঘরের ভেতর আটকে রাখল, যখন তখন ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে আমার পিঠ ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। ক'দিন একটানা উপোষ করিয়ে আজ দুপুরে ওরা আমায় পেটভরে খাওয়ালো, খাওয়া শেষ হলে বুঝলাম খাবারে অফিম মেশানো ছিল। পুরো জ্ঞান না হারালেও একটা আচ্ছন্ন ভাব আমায় পেয়ে বসল। সেই অবস্থায় ওরা আমায় গাড়িতে তুলল। কিছুদূর যাবার পর একবার হুঁশ হল, জানালা দিয়ে মুখ বের করে চেঁচাতে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে মুরিলোর কুকুর লোপেজ একরাশ ন্যাকড়া গুঁজে দিল আমার মুখে। স্টেশনে নিয়ে এসে ওরা আমায় হাঁটিয়ে ট্রেনে ওঠাল, তখন ধস্তাধস্তি করে লাফিয়ে নেমে পড়লাম ট্রেন থেকে।' জন ওয়ার্নারকে ইশারায় দেখালেন মিস বার্নেট, 'এই ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলেন, আমাকে সঙ্গে সঙ্গে পাঁজাকোলা করে তুলে স্টেশনের বাইরে ছুটে বেরিয়ে এলেন, তারপর একটা গাড়িতে তুললেন। ওঁকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত আমায় ঐ শয়তানদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, ওরা আমার কিছু করতে পারবে না।'

'পুলিশের কাজ মিটল ঠিকই', হোমস বলল, 'কিন্তু এবার শুরু হবে আইনের কাজ।'

'সে তো বটেই,' ইন্সপেক্টর বেনেজ সায় দিলেন, 'হাইগেবল-এর মিঃ হেণ্ডারসন আর তাঁর চ্যালা চামুণ্ডাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে আদালতে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর দায়িত্ব এবার চাপল আমার কাঁধে, তার আগে আমি শান্তিতে ঘুমোতে পারব না।'

কিন্তু বিধাতা ইন্সপেক্টর বেনেজের বাসনা এবার অত সহজে পূরণ করতে চাইলেন না। বেনেজও ছাড়বার লোক নন, ফেরারি মুরিলো ওরফে হেণ্ডারসনের সঙ্গে ওঁর লুকোচুরি খেলা শুরু হল, একবার উনি প্রায় কবজা করে এনেছিলেন তাকে কিন্তু শেষ মুহূর্তে পুলিশের তাড়া খেয়ে মুরিলো একটা বাড়িতে ঢুকে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল। এই ঘটনার মাস ছয়েক বাদে ইন্সপেক্টর বেনেজ দুটি মৃতদেহের ফোটো নিয়ে এলেন হোমসের কাছে, ওঁর মুখ থেকেই শুনলাম স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের এক হোটেলে মালটাভার মারকুইস আর তাঁর সেক্রেটারি সেনর রুলি খুন হয়েছে অজ্ঞাত আততায়ীদের হাতে, ঐ ফোটো দুটি তাঁদেরই মৃতদেহের। ফোটো দেখে সান পেড্রোর টাইগার নামে পরিচিত ডন মুরিলো আর তার সেক্রেটারি লোপেজকে সনাক্ত করতে অসুবিধে হল না। সান পেড্রোর বিপ্লবীদের প্রতিহিংসা এইভাবে পূরণ হল।

'এত কাণ্ডের শেষে একটা বিষয় পরিষ্কার হল না, গারশিয়া খুন হবার পরে ওর রাঁধুনিটা ফিরে এল কেন?'

'গারশিয়ার রান্নাঘরে তল্লাশি চালিয়ে একটা কিম্ভূত মূর্তি পেয়েছিলাম আশা করি মনে আছে,' হোমস জবাব দিল, 'রাঁধুনিটা আসলে সান পেড্রোর গভীর জঙ্গলের আদিবাসী যে এখনও সভ্যতার আলো দেখেনি। ঐ মূর্তিটা ছিল তার দেবতা। সে ওটা পুজো করত। বাড়ি ছেড়ে পালানোর সময় মূর্তিটা কোনও কারণে নিয়ে যেতে পারেনি তাই সেটা নিয়ে যেতে পরদিন আবার ফিরে আসে, কিন্তু রান্নাঘরে কনস্টেবল ওয়াল্টার্সকে দেখে ঘাবড়ে পালিয়ে যায়। তাকে দেখে ওয়াল্টার্স নিজেও ঘাবড়ে যায়, ধরে নেয় সে মানুষ নয়, ভূত বা দত্যি দানো। তিনদিন বাদে মুলাটো আবার মূর্তিটা নিয়ে যেতে ফিরে আসে, ইন্সপেক্টর বেনেজ সেদিনই ধরে ফেলেন তাকে। বলো, আর কিছু বোঝার আছে?'

'রান্নাঘরে গলা ছেঁড়া মোরগ, গামলা ভর্তি রক্ত আর পোড়া হাড়গোড়, এসবের কি অর্থ?'

'একটু আগেই বলেছি গারশিয়ার মুলাটো রাঁধুনি জঙ্গলের আদিবাসী,' মুখ টিপে হাসল বন্ধুবর, 'আদিবাসীরা ভূত প্রেত উপাসনা করে তাদের খুশি করতে নানারকম পাখি, ছাগল এমনকি মানুষ পর্যন্ত বলি দেয়। একই উদ্দেশ্যে রান্নাঘরে সে মোরগের গলা ছিঁড়ে তাকে নিজের দেবতার কাছে বলি দিয়েছিল। বড় বড় চোখ মেলে দেখছো কি? ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে অবসর সময়ে এ নিয়ে আমি বিস্তর পড়াশুনো করেছি, সব লিখে এনেছি,' বলে পকেট থেকে একটা নোটবই বের করল হোমস, 'তাহলে দেখতে পাচ্ছো ডাক্তার, অদ্ভুত, সাংঘাতিক, ভয়ানক, এসব শব্দের অর্থ কখনও একই হয়ে দাঁড়ায়।'

তিন

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ব্রুস পার্টিংটন প্ল্যানস

১৮৯৫ সালের নভেম্বরের সকাল, গাঢ় কুয়াশার ঘোমটা লণ্ডন শহরকে ঢেকে ফেলেছে, জানালায় দাঁড়ালে উল্টোদিকের বাড়ি চোখে পড়ে না। ঘরে বসে বসে অস্থির হয়ে উঠেছে হোমস, কখনও খাতায় কাগজের খবর সেঁটে নয়ত মধ্যযুগের সঙ্গীত নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তার সময় আর কাটছে না। কিন্তু অফুরন্ত উদ্যমে ভরপুর কাজপাগল একজন মানুষ কতদিন কাটাতে পারে? এক সময় অস্থির হয়ে পড়ল সে, দাঁতে নখ কেটে আর টেবিলে টোকা মারতে মারতে বলে উঠল,

'ওহে ওয়াটসন, কৌতূহলী হবার মত কোনও খবর আজকের কাগজে বেরিয়েছে?'

অর্থাৎ নতুন কোনও অপরাধের খবর বেরিয়েছে কিনা। নয়ত যুদ্ধের আশংকা, সরকার পতনের সম্ভাবনা, বিপ্লব, এসব খবর নিয়ে মাথা ঘামাবার পাত্র হোমস নয়।

'গোটা শহরে এমন গাঢ় কুয়াশা অথচ বদমাশগুলো তা দেখেও দেখছে না,' চাপাগলায় আপন মনে আক্ষেপ করল হোমস, 'সাংঘাতিক অপরাধ করে চোখের আড়ালে সরে পড়ার এইতো আদর্শ সময়। হতভাগাদের কপাল ভাল যে আমি নিজে অপরাধী নই নয়ত কুয়াশার ঘেরাটোপের সুযোগে দারুণ ক্রাইম করার জবরদস্ত নজির রেখে ছাড়তাম!'

'যা বলেছো,' ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম, 'আমাদের সৌভাগ্য তুমি সত্যিই ক্রিমিন্যাল হওনি!'

কাজের মেয়েটি একটি টেলিগ্রাম এনে তুলে দিল হোমসের হাতে, খাম ছিঁড়ে তার বয়ান পড়েই গলা ফাটিয়ে হাসল বন্ধুবর।

'কি সর্বনাশ! মাইক্রফট আসছে আমার কাছে!'

'মাইক্রফট, মানে তোমার বড়দা? এতে সর্বনাশের কি আছে?'

'যদি ভাবো মাইক্রফট আমারই মত জীবন যাপন করে তাহলে বলব ভুল করেছো ওয়াটসন,' হোমস হাসল, 'আমার ভাবনা সেখানেই। ধরে নাও বড়দা একটা ট্রামগাড়ি, বড় রাস্তায় বাঁধাধরা লাইনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে, টলমল, হোয়াইট ক্লাব আর ডায়োজিনিস ক্লাব, এরই মাঝে তার দিন কাটে। বড় রাস্তা ছেড়ে ট্রামের গলিতে ঢোকা আর মাইক্রফটের আমার কাছে আসা একই ব্যাপার। এখানে একবারই এসেছিল মাইক্রফট, সে অনেককাল আগে।'

'টেলিগ্রামে কিছু লেখেনি?'

উত্তর না দিয়ে খোলা টেলিগ্রামখানা আমার দিকে এগিয়ে দিল হোমস, তাতে লেখা—
'ক্যাডোগান ওয়েস্টের ব্যাপারে কথা আছে, এখুনি আসছি। মাইক্রফট।'

'ক্যাডোগান ওয়েস্ট!' হোমসের চোখে চোখ রেখে বললাম, 'নামটা চেনা ঠেকছে।'

'ভাল কথা, মাইক্রফট সম্পর্কে কতটুকু জানো, ডাক্তার?'

'সরকারি চাকুরে এইটুকু, তার বেশি নয়।'

'ওর সম্পর্কে আরও যা যা জানা দরকার বলে যাচ্ছি শুনে যাও। মাইক্রফটের উচ্চাশা বলতে কিছুই নেই, বছরে মাইনে পায় মাত্র সাড়ে চারশো পাউণ্ড। নাইটহুড, ও বি ই, এস বি ই, ইত্যাদি সরকারি সম্মান পাবার স্বপ্ন দেখে না, আবার কোনও চেষ্টাও করে না। এসব সত্ত্বেও দাদা আমার এমনই এক লোক যাকে বাদ দিয়ে দেশ এক পাও এগোতে পারেনা।'

'তার মানে?'

'ব্যক্তিগত উচ্চাশা আর উদ্যমের ঘাটতি মাইক্রফটের আছে ঠিকই,' ধোঁয়া ছাড়ল হোমস, 'অন্যদিকে তেমনই তার মগজ এত সার্প আর কর্মক্ষম যা বললে বিশ্বাস করতে পারবে না। সেন্ট্রাল ব্যাংকের ক্লিয়ারিং, সশস্ত্র বাহিনী, খনি, ইস্পাত, বিদ্যুৎ, রাজকীয় আর বাণিজ্যিক নৌবহর, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা এসব দপ্তরে কোথায় কি কাজকর্ম হচ্ছে, কোন ফাইল কোথায় আছে, সব ঠাসা আছে মাইক্রফটের মগজের একেকটা খোপে। শুধু তাই নয়, এসব দপ্তরের কাজকর্মে কোথায় কি ঝামেলা বাধতে পারে তাও মাথা খাটিয়ে আগেভাগে জানিয়ে দেবার ক্ষমতা ওর আছে। বিশ্বাস করো ছাই না করো মাইক্রফটের পরামর্শে বহুবার আমাদের সরকার বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করেছে, তৈরি হয়েছে একাধিক পরিকল্পনা। দিনরাত নিজের মাথা খাটানোই মাইক্রফটের কাজ বা নেশা, যা খুশি বলতে পারো। এমনকি বেশ কয়েকবার আমিও পরামর্শ নিতে মাইক্রফটের শরণ নিয়েছি, সেও সাধ্যমত বুদ্ধি দিয়ে আমায় সাহায্য করেছে। কিন্তু এ যে উল্টো ব্যাপার — মাইক্রফট নিজেই আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসছে। কোথাকার কে এক ক্যাডোগান ওয়েস্ট, তাকে নিয়ে হঠাৎ ওর এত ভাবনা কেন?'

পুরোনো খবরের কাগজ ঘাঁটতে গিয়ে হোমসের প্রশ্নের উত্তর পেলাম—

'এই যে পেয়েছি! মঙ্গলবার সকালে পাতাল রেলের লাইনে কমবয়সী এক যুবকের লাশ পড়েছিল তার নাম ক্যাডোগান ওয়েস্ট!'

'তাহলে ব্যাপারটা গুরুতর ওয়াটসন,' টানটান হয়ে বসল হোমস, 'খবরটা আমিও দেখেছি। যতদূর জানি ছেলেটা ট্রেন থেকে পড়ে মারা গেছে, কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়নি। চুরি, মারপিট, ডাকাতি কোনও অপরাধের হদিশ নেই অথচ মাইক্রফট তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন? তাজ্জব ব্যাপার! ওয়াটসন, খবরে নিহত লোকটির যা যা বিবরণ ছাপা হয়েছে পড়ে শোনাও তো!'

'নিহতের পুরো নাম আর্থার ক্যাডোগান ওয়েস্ট, বয়স সাতাশ, অবিবাহিত, উলউইকে সরকারী অস্ত্রাগারের কেরানি।'

'হুঁম্!' হোমস ভুরু কোঁচকাল, 'তাহলে তো মাইক্রফটের ভাবনার একটা কারণ পাওয়া যাচ্ছে! আর কি লিখেছে পড়ে যাও।'

'আগের দিন অর্থাৎ সোমবার রাতে ছেলেটি হঠাৎ উলইউচ থেকে রওনা হয়। ক্যাডোগান ওয়েস্টকে শেষবার জীবন্ত অবস্থায় দেখেছে তার প্রেমিকা মিস ভায়োলেট ওয়েস্টবেরি। ঐদিন সন্ধ্যায় দারুণ কুয়াশা পড়েছিল, সেই সময় আচমকা ক্যাডোগান তার কাছ থেকে বিদায় নেয়, তখন সাড়ে সাতটা বেজেছে। দু'জনের মধ্যে সেদিন কোনও ঝগড়াঝাঁটি বা মন কষাকষি হয়নি, এবং তার ঐভাবে আচমকা বিদায় নেবার সঙ্গত ব্যাখ্যা পুলিশকে মিস ওয়েস্টবেরি দিতে পারছে না। ম্যাসন নামে পাতাল রেলের এক কর্মচারী লাইনে প্লেট বসায়, অ্যাল্ডগেট স্টেশনের বাইরে পড়ে থাকা ক্যাডোগান ওয়েস্টের মৃতদেহ প্রথমে তারই চোখে পড়ে।'

'কটা নাগাদ?'

'মঙ্গলবার ভোর ছ'টা নাগাদ। স্টেশনের কাছাকাছি টানেলের পূর্বে বাঁদিকে লাইনের খানিকটা তফাতে লাশ পড়েছিল।'

'অন্য কোথাও ক্যাডোগানকে খুন করা হয়েছে, তারপর লাশ এনে রেললাইনের ধারে ফেলা হয়েছে এই ধারণা এখানে অচল যেহেতু সে ক্ষেত্রে স্টেশনের টিকিট কালেকটরের চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়ত। মৃতদেহের মাথা ভয়ানক থেঁতলে গিয়েছিল, ট্রেন থেকে কোনও কারণে পড়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পাবার ফলেই তা ঘটেছে এবং ট্রেন থেকে [illegible] যাবার ফলেই মৃতদেহ ঐভাবে রেল লাইনের ধারে পড়েছিল।

'তাহলে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে জীবিত নয়ত মৃত অবস্থায় সে ট্রেন থেকে পড়ে গেছে নয়ত কেউ তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। তারপর? না থেমে পড়ে যাও ওয়াটসন'।

'বেশি রাতের দিকে এ ঘটনাটা ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সে কখন ট্রেনে চাপল জানা যায়নি।'

'মৃতদেহের পকেটে ট্রেনের টিকিট ছিল না?' হোমস জানতে চাইল, ওটা দেখলেই জানা যাবে।'

'মুশকিল তো সেখানেই,' কাগজ থেকে মুখ না তুলেই জানালাম, 'মৃতদেহের পকেটে ট্রেনের টিকেট পুলিশ খুঁজে পায়নি।'

'এ তো তাজ্জব ব্যাপার ওয়াটসন! টিকেট না দেখিয়ে পাতাল রেলের প্ল্যাটফর্মে ঢোকা যায় না তা সবাই জানে, অথচ—একটু থামল হোমস, মৃতদেহের পকেটে ট্রেনের টিকেট পুলিশ খুঁজে পায়নি! এ থেকে দুটো সম্ভাবনা আসছে—এক, কোনও কারণে ক্যাডোগান ওয়েস্ট মারা যাবার আগে ট্রেনের টিকিটগুলো ফেলে দেয় কামরার মেঝেতে। দুই—কোন স্টেশনে সে ট্রেনে চেপেছে পাছে তা জানাজানি হয় সেই ভয়ে হত্যাকারী নিজেই তা সরিয়ে ফেলেছে! বাস্তবে যাই ঘটুক না কেন, ঘটনাটা অদ্ভুত! যাক, মৃতদেহের পকেটে কি কি ছিল পড়ো!'

'ওয়েস্টের পার্স তার পকেটে ছিল, ভেতরে ছিল দু'পাউণ্ড পনেরো শিলিং-এর খুচরো। একটা চেকবই ছিল ক্যাপিটাল এ্যাণ্ড কাউন্টিজ ব্যাংকের উলউইচ ব্র্যাঞ্চের। এই চেকবই ঘাঁটলে ওর অনেক খোঁজখবর মিলবে মনে হচ্ছে।'

'ব্যস, আর কিছু পকেটে ছিল না?'

'ছিল বইকি,' গলা নামিয়ে বললাম, উলউইচ থিয়েটারে ঐদিন ইভনিং শো-এর ড্রেস সার্কেলের একজোড়া টিকেট পুলিশ তার পকেট হাতড়ে বের করেছে! হ্যাঁ, আরও একটা জিনিস ছিল—কারিগরি তথ্যসমৃদ্ধ একতাড়া কাগজ!'

'পড়ে শোনানোর জন্য অশেষ ধন্যবাদ, ওয়াটসন,' হোমসের গলায় খুশির সুর, 'ক্যাডোগান ওয়েস্ট উলউইচের সরকারি অস্ত্রাগারে কাজ করত, মারা যাবার পর তার পকেট থেকে মিলেছে কারিগরি তথ্যসমৃদ্ধ একতাড়া কাগজ!'

'এসবের মধ্যে কোনও যোগসূত্র নেই কেউ বলতে পারে? ঐ যে মাইক্রফট এসে গেছে! এসো মাইক্রফট, তোমারই অপেক্ষায় আমরা বসে আছি!'

কথায় বলে হাতি জঙ্গলের সবচাইতে বুদ্ধিমান জীব, তার বিশাল মাথার দিকে তাকালে বোঝা যায় কথাটা কতদূর সত্যি। বিশাল ধড়ের ওপর বসানো হাতির মাথার মত পেল্লায় মুণ্ডুখানা মাইক্রফটের অগাধ বুদ্ধির সাক্ষ্য বহন করছে। সেই মাথায় বসানো একজোড়া ধারালো চোখ আর কঠোর দুটি ঠোঁট—একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। হোমসের দাদা একা আসেননি, পেছন পেছন ঢুকলেন আমাদের খুব চেনা আরেক ভদ্রলোক, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর লেসট্রেড। ওভারকোট খুলে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসল দু'জনে।

'একটা যাচ্ছেতাই কেসে শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়লাম!' আক্ষেপ করলেন মাইক্রফট, 'সায়ার্সের এখন দারুণ ঝামেলা চলছে কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামানোর যত দায় যেন আমার একার! আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যত দুর্ভাবনা শুধু ঐ ওয়েস্ট ছোঁড়ার অকাল মৃত্যু নিয়ে, ওঁর করুণ দশা দেখে আর চুপ করে থাকি কি করে! নৌবাহিনীর বড়কর্তারা আরও এগিয়ে আছেন, দিন রাত প্যানপ্যান ঘ্যানঘ্যান করে বেড়াচ্ছেন কানের কাছে, বোলতা নয়ত ভীমরুল যেন একেকজন কি বলবেন, কি করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না! ইয়ে—কাগজে খবরটা পড়েছো শার্লক?'

'খানিক আগেই ডাক্তার পড়ে শোনাচ্ছিল, ইশারায় আমায় দেখাল হোমস, 'আচ্ছা, মৃতদেহের পকেট হাতড়ে পুলিশ একতাড়া কাগজ পেয়েছে। কাগজে লিখেছে, তাকে কি সব কারিগরি তথ্য নাকি লেখা ছিল। এ সম্পর্কে কিছু জানো?'

'আরে ওগুলোর জন্যই তো তোমার কাছে আসা!' মসৃণ টাকে হাত বোলালেন মাইক্রফট, 'ব্রুস পার্টিংটন সাবমেরিনের নাম আশাকরি শুনেছো। শার্লক ওয়েস্টের মৃতদেহের পকেটে ঐসব কাগজ ছিল সেই সাবমেরিনের নকশার অংশ। ভাগ্যিস ব্যাপারটা কাগজে ছাপেনি, নয়ত কেলেংকারিতে কান রাখা যেত না।'

'গোড়া থেকে সব খুলে বলো, মাইক্রফট,' হোমস বলল, 'তাতে আমার তদন্ত সহজ হবে।'

'যে নামটা এক্ষুণি শোনালাম,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের দিকে একপলক তাকালেন মাইক্রফট, 'সেই ব্রুস পার্টিংটন সাবমেরিন এক সাংঘাতিক শক্তিশালী ডুবোজাহাজ। ত্রিশটা আলাদা পেটেন্ট দিয়ে ঐ নকশা তৈরি হয়েছে, ত্রিশটার সবটাই গুরুত্বপূর্ণ। উলউইচ অস্ত্রাগারের সিন্দুকে ছিল ঐ নকশা। যে ঘরে ঐ সিন্দুক আছে সেখানকার জানালা দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢোকা চোর ডাকাতের পক্ষে সম্ভব নয়, এমনকি নৌবাহিনীর বড়কর্তাদের যদি দরকার পড়ে তাহলে তাঁদেরও ঐ ঘরে ঢুকে সিন্দুক থেকে নকশা বের করে দেখতে হবে। এত নিরাপত্তা সত্ত্বেও ঐ নকশা পাওয়া গেল সেখানকার এক ছোটদরের কেরানির মৃতদেহের পকেটে। কি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে আশাকরি বোঝাতে পেরেছি শার্লক।'

'নকশার কাগজগুলো সব ফিরে পেয়েছো, মাইক্রফট?' হোমস শুধোল।

'না, শার্লক,' মাইক্রফটের গলা করুণ গোঙানির মত শোনাল, 'খুঁজে দেখেছি উলউইচের সিন্দুক থেকে মূল নকশার দশটা কাগজ খোয়া গেছে, তাদের ভেতর সাতটা কাগজ ক্যাডোগেন ওয়েস্টের মৃতদেহের পকেট থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে, কিন্তু বাকি তিনটে কাগজ কোথায় গেল? শার্লক, হাতে আর যেসব কেস আছে সব এখন কিছুদিনের জন্য সরিয়ে রাখো। ক্যাডোগান ওয়েস্ট কেন, কিভাবে মারা গেল, নকশাগুলো কে সরালো, নকশার তিনটে দরকারি কাগজ কোথায় গেল, যেভাবে পারো এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করো। মনে রেখো এই মুহূর্তে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজটা উদ্ধার করতে পারলে বড়সড় রাজকীয় খেতাবও পেয়ে যেতে পারো।'

'তুমি নিজে আমার চাইতে কম মাথাওয়ালা নও মাইক্রফট,' হোমস বড় ভাইয়ের দিকে তাকাল, 'এ সমস্যার সমাধান তো তুমি নিজেও করতে পারো!'

'দৌড়োদৌড়ি, ছুটোছুটি আমার ধাতে পোষায় না শার্লক,' মাইক্রফট বললেন, ' ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রেনের গার্ডকে জেরা করে মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল উবু হয়ে বসে সেখানকার মাটি পরীক্ষা করা, এসব কাজ আমায় দিয়ে হবে না। ওসব তোমার কাজ। তবে যেসব প্রয়োজনীয় তথ্য আমার দরকার সেগুলো হাতে পেলে এই চেয়ারে বসেই সমস্যার সমাধান করতে পারব সেই ক্ষমতা আমার আছে।'

'কেসটা যত গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন আমার কাছে তার চেয়ে ঢের বেশি ইন্টারেস্টিং,' হোমস বলল, 'এমন কেস নিয়ে আমি খেলতে ভালবাসি। তবে যা শোনালে তা যথেষ্ট নয়, আরও কিছু খবর আমার জানা দরকার।'

'এটা রেখে দাও, তদন্তে কাজে লাগবে,' একটুকরো কাগজ টেবিলে রেখে চাপা দিলেন মাইক্রফট, 'কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ আর দরকারি ঠিকানা লিখে এনেছি। উলউইচ অস্ত্রাগারের যাবতীয় নথিপত্র স্যার জেমস ওয়াল্টারের হেফাজতে থাকে, সরকারি কাজে উনি যেমন অভিজ্ঞ তেমনই বিশ্বাসভাজন। স্যার জেমসের দেশপ্রেম সন্দেহের উর্ধ্বে, এছাড়া উনি রীতিমত পণ্ডিত মানুষ যাঁর ডিগ্রি দুলাইনেও ধরে না। সিন্দুকের দুটো চাবি, একটা হ... ওঁর হেফাজতে। সোমবার কাজের সময় কাগজগুলো সিন্দুকে ছিল এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, শার্লক। স্যার জেমস ঐদিন বিকেল তিনটে নাগাদ লণ্ডন রওনা হন, সিন্দুকের একটি চাবি সঙ্গে নিয়ে। ঐদিন পুরো সন্ধেটুকু স্যার জেমস লণ্ডনে বার্কলে স্কোয়ার অ্যাডমিরাল সিনক্লেয়ারের বাড়িতে কাটিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।'

'খবরটা সত্যি কিনা পরখ করেছো?' হোমস শুধোল।

'দেখেছি, শার্লক,' মাইক্রফট বললেন, 'সেদিন স্যার জেমস উলউইচ থেকে কটা নাগাদ বেরিয়েছিলেন তা ওঁর ভাই কর্ণেল ভ্যালেন্টাইন ওয়াল্টার জানিয়েছেন। লণ্ডনে কখন পৌঁছোন, কতক্ষণ ছিলেন তা জানিয়েছেন অ্যাডমিরাল সিনক্লেয়ার। কাজেই স্যার জেমসকে সন্দেহের আওতা থেকে বাদ দেওয়া যায় অনায়াসেই।'

'সিন্দুকের আরেকটা চাবি আছে বলেছিলে, সেটা কার কাছে থাকে?'

'সিডনি জনসনের কাছে,' মাইক্রফট বলল, 'লোকটা একাধারে সিনিয়র কেরানি আর ড্রাফটসম্যান অর্থাৎ নকশা আঁকিয়ে। বয়স চল্লিশ, বিবাহিত, পাঁচটি ছেলেমেয়ে, কথা কম বলে, কাজের রেকর্ড সত্যিই ভাল। তা হলেও সবসময় মুখ গোমড়া করে থাকে আর হয়ত এই কারণেই অফিসে সে ভীষণ অপ্রিয়, সহকর্মীরা কেউ ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। অথচ সিডনি খুব খাটে। জেরার জবাবে সিডনি জনসন জানিয়েছে সোমবার অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পর সে আর বেরোয়নি, পুরো সন্ধেটা বাড়িতেই ছিল। সিন্দুকের অন্য চাবিটা তার ঘড়ির চেনে ঝোলে,

অন্যান্য দিনের মত সেদিনও সিডনি সে চাবি একবারের জন্যও কাছছাড়া করেনি। সিডনির বৌকেও জেরা করা হয়েছে, সেও তার স্বামীর বিবৃতিতে সায় দিয়েছে।'

'এবার ক্যাডোগান ওয়েস্টের কথা বলো।'

'ছেলেটা দশ বছর আগে সরকারি চাকরিতে ঢুকেছিল। মাথা গরম ধাঁচের হলেও স্বভাব চরিত্র ছিল ভাল, সোজা সরল বলতে যা বোঝায়, কাজও ভাল করত। আবেগপ্রবণ তড়বড়ে, এই ছিল ক্যাডোগান ওয়েস্ট, ওকে সন্দেহ করার কারণ নেই, পদমর্যাদায় সিডনি জনসনের পরেই ছিল ক্যাডোগান। যে নকশা খোয়া গেছে তা নিয়ে ক্যাডোগানকে রোজই কাজ করতে হত, আর কারও হাত দেবার সুযোগ ছিল না এটা ঠিক।'

'সেদিন অফিস ছুটি হবার পর নকশা সিন্দুকে কে তুলে রেখেছিল?'

'সিডনি জনসন, একটু আগে যার কথা বললাম।'

'ক্যাডোগান ওয়েস্টের মৃতদেহের পকেট হাতড়ে পুলিশ যখন নকশা পেয়েছে তখন চুরিটা সেই করেছে অনায়াসে ধরে নেওয়া যায়। কেমন, মাইক্রফট?'

'তোমার এই যুক্তি অস্বীকার করা যায় না মানছি, শার্লক,' মাইক্রফট দ্বিধা জড়ানো গলায় বললেন, 'কিন্তু সমস্যার সমাধান তাতে হল না বরং জটিলতা বেড়ে গেল। আমার প্রশ্ন, ক্যাডোগান ঐরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ নকশা নিতে গেল কেন?'

'হয়ত ওগুলো পাচার করে মোটা টাকা পেটার মওকা পেয়েছিল।'

'কয়েক হাজার পাউণ্ড তো বটেই, কি বলো, শার্লক?'

'তা'বেশি ছাড়া কম নয়,' হোমস সায় দিল, 'পাচার করা ছাড়া ওগুলো লণ্ডনে নিয়ে যাবার পেছনে আর কি মতলব থাকতে পারে?'

'সেটাই তো ভেবে পাচ্ছি না।'

'বেশ, তাহলে এই পয়েন্টের ওপর ভিত্তি করেই এগোনো যাক,' হোমস বলল, 'ধরে নিচ্ছি নকল চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে ক্যাডোগান ওয়েস্ট নকশা হাতাল।'

'একটা চাবিতে হবে না,' বাধা দিলেন মাইক্রফট, 'কয়েকটা লাগবে, আগে বাড়িতে ঢোকার সদর দরজার চাবি, তারপর সিন্দুক যে ঘরে থাকে সেই দরজার চাবি।'

'তাই না হয় হল, কয়েকটা নকল চাবি দিয়ে আগে দরজা তারপর সিন্দুক খুলল ক্যাডোগান, ভেতর থেকে নকশা বের করে পাচার করতে গেল লণ্ডনে। ভোর হবার আগেই উলউইচ ফিরে আসবে। আসল নকশাটা সিন্দুকে যেমন ছিল তেমনই রেখে দেবে এই মতলব এঁটেছিল। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে ওয়েস্ট নকশার নকল পাচার করার মতলব এঁটেছিল।'

'তারপর?'

'তার পরিকল্পনা সফল হল না, উলউইচ ফেরার পথে ক্যাডোগান ট্রেনের কামরায় খুন হল, তার মৃতদেহ রেললাইনের ধারে ফেলে দিল আততায়ী।'

'অ্যাল্ডগেট স্টেশনের কাছেই তার মৃতদেহ পড়েছিল,' মাইক্রফট বললেন, 'লণ্ডন ব্রীজ পেরিয়ে উলউইচ যাবার পথে ঐ স্টেশন পড়ে।'

'তাহলে ধরে নিচ্ছি ট্রেনের কামরায় বসে ক্যাডোগান কারও সঙ্গে কথা বলছিল। কোনও কারণে হয়ত দুজনের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে, সেই থেকে ধস্তাধস্তি, পরিণতিতে খুন। আততায়ী খুন করে তার মৃতদেহ বাইরে ছুঁড়ে ফেলে কামরার দরজা এঁটে দিল, অথবা কোন কারণে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পালাতে গিয়ে মারা পড়ল ক্যাডোগান। চারপাশে সেদিন ঘন কুয়াশা ছিল তাই ঘটনা কি ঘটল তা ট্রেনের আর কোনও যাত্রী দেখতে পেল না।'

'যুক্তি খাড়া করেছো ভালই, শার্লক,' মাইক্রফট ফ্যাকড়া তুললেন, 'কিন্তু একটা ধাঁধা থেকে যাচ্ছে। মৃতদেহের পকেট থেকে পুলিশ সেদিনের ইভনিং শোয়ের দুটো টিকিট পেয়েছিল, আশা

কবি মনে আছে। আমার প্রশ্ন, যে নকশার নকল পাচার করতে লণ্ডন যাবার মতলব এঁটেছে সে ঐদিনের ইভনিং শোয়ের দুটো টিকেট কাটতে যাবে কেন বলতে পারো?'

'আমি বলছি,' এবার ইন্সপেক্টর লেসট্রেড মুখ খুললেন, 'প্রেমিকার চোখে যাতে কোনও সন্দেহজনক আচরণ ধরা না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে। এককথায় তার চোখে ধুলো দিতে।'

'এত সহজ ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারছি না,' মাইক্রফটের গলা শুনে বুঝলাম দুই ভাইয়ের কথাবার্তার মাঝখানে এইভাবে ওঁর আচমকা নাকগলানো হজম করতে পারছেন না।

'শার্লক তোমার ব্যাখ্যা আরও একটি কারণে টিকছে না,' মাইক্রফট তাকালেন ভাইয়ের দিকে, 'ক্যাডোগান রওনা হল নকশার দশটা কাগজ নিয়ে, সকাল হবার আগে ওগুলো ফিরিয়ে না আনলে ধরা পড়ে যাবে জানত সে, তারপরেও তার পকেটে মূল নকশার মাত্র সাতটা কাগজ পুলিশ খুঁজে পেল এটা কেমন? নকশার বাকি তিনটে কাগজ গেল কোথায়?'

'খুবই সোজা ব্যাপার,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেড আবার মুখ খুললেন, 'ক্যাডোগান নকশার দশটা কাগজ পকেটে সঙ্গে নিয়েই সেদিন লণ্ডন রওনা হল, কিন্তু দরে পোষায়নি বলে ওগুলো নিয়েই সে আবার উলউইচে ফেরার ট্রেনে উঠল। এদিকে খদ্দেররূপ দুশমন যে তার পিছু নিয়েছে তা ক্যাডোগানের চোখে পড়েনি। যথাসময়ে সেই দুশমণ ঢুকল ক্যাডোগানের কামরায়, তাকে খুন করল সে, তার পকেট হাতড়ে নকশার সেই তিনখানা কাগজ বের করে নিল তারপর ক্যাডোগানের লাশ বাইরে ছুঁড়ে ফেলে কামরার দরজা এঁটে দিল ভেতর থেকে। ব্যস, সমস্যা মিটে গেল।'

'পুলিশ ক্যাডোগানের মৃতদেহের পকেটে ট্রেনের টিকেট পায়নি কেন?'

'ক্যাডোগানের খুনিই তার পকেট থেকে ট্রেনের টিকিট সরিয়েছিল।'

'কারণ?'

'ঐ টিকেটের হদিশ পেলে কোন স্টেশনের কাছে ক্যাডোগান খুন হয়েছে তা জানাজানি হত, ঐ টিকেটকে সূত্র হিসেবে কাজে লাগিয়ে পুলিশ খুনির পিছু নিত, এইসব আঁচ করেই খুনি ট্রেনের টিকিট সরিয়ে ফেলেছিল লাশের পকেট থেকে।' ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের বক্তব্যে প্রখর আত্মবিশ্বাস ফুটে বেরোল।

'লেসট্রেড, আপনার থিওরি মেনে নিলে সব ঝামেলা চুকেবুকে গেছে,' হোমসের কথায় চাপা বিরক্তি গোপন রইল না। 'ক্যাডোগান খুন হলেও আমাদের চোখে সে বিশ্বাসঘাতক অতএব তার মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার দেখছি না। অন্যদিকে আপনার থিওরি অনুযায়ী ব্রুস-পার্টিংটন সাবমেরিনের আসল নকশা অনেক আগে শত্রুর হাতে চলে গেছে। মাইক্রফট, এত সহজেই যখন তোমার রহস্যের সমাধান হল তখন এ নিয়ে আমার আর মাথা ঘামানোর দরকার কি?'

'কিন্তু আমি তো এত সহজে এই থিওরি মানতে রাজি নই, শার্লক,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মাইক্রফট, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই রহস্য ভয়ানক জটিল, এত সহজে এর সমাধান হবে না। আমার কথা রাখো শার্লক, আমি বলছি তুমি নিজে একবার ঘটনাস্থলে যাও, যেসব লোক এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তুমি নিজে তাদের জেরা করো! মাতৃভূমির সেবা করার এত বড় সুযোগ জীবনে দ্বিতীয়বার পাবে না!

'বেশ, তোমার কথাই থাকবে কথা দিলাম! ওয়াটসন, চলো আমার সঙ্গে। আর হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর লেসট্রেড, আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে, বড়জোর দু'এক ঘণ্টা, তার বেশি সময় আপনাকে আটকাব না আগেই বলে রাখছি। ক্যাডোগান ওয়েস্টের মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল সেই অ্যাল্ডগেট স্টেশন থেকে আমরা তদন্ত শুরু করব। আমরা এগোচ্ছি মাইক্রফট। তুমি শান্ত মনে ঘরে যাও। সন্ধের আগেই খবর পাবে, তবে দারুণ কিছু এখনই আশা কোর না আগেই বলে রাখছি।'

একঘণ্টা পরে পাতাল রেলে টানেলের বাইরে এসে দাঁড়ালাম দু'জনে, ইন্সপেক্টর লেসট্রেডও আমাদের সঙ্গে এসেছেন। রেল কোম্পানির তরফ থেকে এক বয়স্ক ভদ্রলোক আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমরা যে টানেলের বাইরে দাঁড়িয়েছি তারই ওপারেই অ্যাল্ডগেট স্টেশন।

'লাশ ঐখানে পড়েছিল,' রেললাইন থেকে আন্দাজ তিন ফিট দূরে একটা জায়গা হাত তুলে দেখালেন তিনি, 'দেখলে যে কেউ বলবে চলন্ত ট্রেনের কামরার ভেতর থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, ওপর থেকে পড়া অসম্ভব, কারণ ওখানে কোনও দেওয়াল নেই, সোমবার রাত বারোটার পরে যে ট্রেন এখান দিয়ে গেছে খবর পেয়েছি সেই ট্রেন থেকেই লাশ বাইরে ফেলা হয়েছে।'

'পরে ঐ ট্রেনের কামরাগুলো খুঁটিয়ে দেখেছেন আপনারা?' হোমস শুধোল, 'ভেতরে ধস্তাধস্তির চিহ্ন চোখে পড়েছে?'

'আমরা খুঁটিয়ে দেখেছি,' ভদ্রলোক জানালেন, 'কিন্তু তেমন কোনও চিহ্ন চোখে পড়েনি।'

'কোনও কামরার দরজা খোলা ছিল?'

'আজ্ঞে না।'

'পুলিশ একটা খবর পেয়েছে,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেড বললেন, 'সোমবার রাত এগারোটা চল্লিশ নাগাদ ট্রেন অ্যাল্ডগেট স্টেশনে ঢোকার মুখে ভারী কোনও জিনিস পড়ার আওয়াজ একজন যাত্রী শুনতে পায়। তবে চারপাশে ঘন কুয়াশা থাকায় কিছু দেখতে পায়নি সে। কি হল মিঃ হোমস, হাঁ করে কি দেখছেন?'

হোমসের দিকে তাকাতে চমকে উঠলাম। মাথা হেঁট করে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে ইস্পাতের লাইনগুলোকে। তার চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা।

'লাইনে একফোঁটা রক্ত পড়েনি,' চাপাগলায় প্রায় ফিসফিস করে বলে উঠল বন্ধুবর।

'রক্ত পড়েছে, তবে খুব অল্প!' জানালেন লেসট্রেড।

'কিন্তু ক্যাডোগান মাথায় দারুণ চোট পেয়েছিল!'

'হাড় থেঁতলে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল তবে বাইরে কোনও ক্ষত ছিল না।'

'তা হলেও কিছুটা রক্তপাত হওয়াই স্বাভাবিক,' হোমস তাকাল বয়স্ক ভদ্রলোকের দিকে, 'একজন যাত্রী ভারী কিছু পড়ার আওয়াজ শুনেছিলেন, একটু আগে কানে এল, ট্রেনের কামরাগুলো খুঁটিয়ে একবার দেখা দরকার।'

'কিন্তু তা এখন আর সম্ভব নয়, মিঃ হোমস,' ভদ্রলোক জানালেন, 'সেই ট্রেনটি খুলে ফেলা হয়েছে, তার কামরাগুলো জোড়া হয়েছে অন্য ট্রেনে।'

'সবকটা কামরা আমার সামনে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে, মিঃ হোমস,' ইন্সপেক্টর লেসট্রেড বললেন, 'কিছুই চোখে পড়েনি।'

'ভুল করছেন!' হোমস হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল, 'কামরা পরীক্ষা করার এতটুকু সাধ আমার নেই! সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ, ইন্সপেক্টর লেসট্রেড! এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অশেষ ধন্যবাদ ! ওয়াটসন, এখানে আমাদের থাকার আর দরকার নেই, এবার তদন্তের বাকি কাজটুকু সারতে হবে উলউইচে। তার আগে মাইক্রফটকে একটা টেলিগ্রাম পাঠানো দরকার।'

হোমসের খেঁকিয়ে ওঠা আমার চোখে একদিক থেকে আশাপ্রদ। দায়িত্বশীল মানুষের নির্বুদ্ধিতা দেখলে তার এরকম ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে আগেও বহুবার দেখেছি। অন্যদিকে, ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের নির্বুদ্ধিতা চোখে পড়া মানে একটাই — কোন পথে এগোলে রহস্যের সমাধান সম্ভব তা হোমস আঁচ করতে পেরেছে, এবং লেসট্রেডের মত অভিজ্ঞ গোয়েন্দার চোখে তা পড়েনি বলেই তাঁর ওপর চটেছে সে।

লেসট্রেড আর রেল কোম্পানির প্রতিনিধির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোমস আমায় নিয়ে এল লণ্ডন ব্রীজ টেলিগ্রাফ অফিসে, ফর্মে যে বয়ান লিখল তা এরকম —

'গহন আঁধারে আলোর কণা দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে। ইংল্যাণ্ডে যত বিদেশী গুপ্তচর আছে তাদের নামের তালিকা লোক মারফৎ পাঠাও, ঠিকানা সমেত। আমার জন্য পত্রবাহক যেন অপেক্ষা করে। — শার্লক।'

'মাইক্রফটকে কি বলতে চাইছি আঁচ করেছো, ওয়াটসন?' উলউইচে যাবার ট্রেন ছাড়তেই বন্ধুবরের জেরার মুখে পড়লাম।

'না, হোমস, সত্যি বলছি আমার চোখের আঁধার এখনও কাটেনি। তুমি যে আলোর কণার উল্লেখ করলে তা খোলসা করলে বাধিত হব।'

'আমার চোখের আঁধারও পুরো কাটেনি,' হোমস মুখ টিপে হাসল, 'তবে পরিস্থিতি মাথার ভেতর একটা সম্ভাবনা গড়ে তুলেছে যা আঁকড়ে ধরে বহুদূর এগোনো যায়। শোন ওয়াটসন, ক্যাডোগান ওয়েস্ট কোথাও খুন হয়েছে, তার লাশটা পড়েছিল ট্রেনের ছাদে।

'শেষ পর্যন্ত ট্রেনের ছাদে! বলছ কি হোমস! এত জায়গা থাকতে—'

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি, ওয়াটসন,' হোমস ব্যাখ্যা করতে লাগল, 'অ্যাল্ডগেট একটা জংশন স্টেশন আশা করি বলে দেবার দরকার নেই। সব জংশন স্টেশনেরই আশেপাশে অসংখ্য লাইন ক্রস-এর মত আড়াআড়িভাবে মিলিত হয়। এর ফলে লাইনের একাধিক জায়গায় বাঁক তৈরি হয় যার ওপর দিয়ে চাকা যাবার সময় ট্রেন এদিক ওদিক ঘনঘন দুলতে শুরু করে। এই অবস্থায় ট্রেনের কামরার ছাদে যাই রাখা হোক না কেন, দুলুনির ফলে একসময় তা গড়িয়ে পড়তে বাধ্য। ক্যাডোগান ওয়েস্টের লাশও ঐভাবেই কামরার ছাদের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড চোট খেয়ে মাথা থেঁতলে গেছে অথচ যেখানে লাশ পড়েছে সেখানে রক্ত পড়েছে খুবই অল্প। অতএব তাকে আগেই খুন করা হয়েছে এবং লাশ রেখে দেওয়া হয়েছে ট্রেনের ছাদে, লাইনের বাঁক পেরোনোর সময় গাড়ির প্রবল দুলুনিতে সেই লাশ গড়িয়ে পড়েছে লাইনের ওপর। তুমি নিজে তো ডাক্তার, ওয়াটসন, আমার যুক্তি কি খুব অসাড় ঠেকছে তোমার নিজের কানে?'

'মোটেই নয়,' গলা চড়িয়ে সায় দিলাম, 'তোমার ধারণায় আমি এতটুকু ফাঁক দেখছি না, হোমস! মৃতদেহের পকেটে ট্রেনের টিকিট না থাকার কারণও তাতে স্পষ্ট হল!'

'ঠিক ধরেছো!' বলেই মুখ বুঁজল বন্ধুবর, বাকি পথ একটি শব্দও উচ্চারণ করল না সে।

'আগে চলো স্যার জেমস ওয়াল্টারকে দর্শন করে আসি।' উলউইচে পৌঁছে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে মুখ খুলল হোমস, আরও অনেকের সঙ্গে দেখা করতে করতেই হয়ত বিকেলটা কেটে যাবে।'

কিন্তু স্যার জেমসের সঙ্গে দেখা করা হল না, টেমস নদীর ধারে তাঁর ভিলায় পৌঁছে বাটলারের মুখে দারুণ দুঃসংবাদ পেলাম—স্যার জেমস ওয়াল্টার আজ সকালে মারা গেছেন।

বাটলার আমাদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালো, খানিকক্ষণ বাদে লম্বা চওড়া সুন্দর দেখতে এক ভদ্রলোক ভেতরে এলেন। মাথার চুল এলোমেলো, একমুখ হালকা দাড়ি। ইনিই স্যার জেমসের ছোটভাই কর্ণেল ভ্যালেন্টাইন ওয়াল্টার।

'আমার দাদা মানী লোক ছিলেন,' বলতে গিয়ে কর্ণেল ওয়াল্টারের দু'চোখ জলে ভরে উঠল, রুমালে চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন, 'জীবনের শেষভাগে পৌঁছে এত বড় ধাক্কা সইতে পারেননি। এমন বিশ্রি কেলেংকারিতে জড়িয়ে পড়তে হবে দাদা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি।'

'ওঁর মুখ থেকে সবকিছু শুনব আশা করেই আমরা এসেছিলাম,' হোমস বলল, 'সব জানতে পারলে এই কেলেংকারির দায় থেকে ওঁকে বাঁচানো হয়ত সহজ হত আমাদের পক্ষে।'

'দাদা যা কিছু বলার পুলিশকে বলেছেন,' কর্ণেল ওয়াল্টার হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'দাদা জানতো এই কেলেংকারির মূলে ছিল একটি লোক— ক্যাডোগান ওয়েস্ট। সে নিজেও তো সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে। মিঃ হোমস, বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই চরম শোকের মুহূর্তে এসব বিষয়ে কথাবার্তা বলতে আমার এতটুকু ভাল লাগছে না। ভদ্রতাবোধে বাধলেও তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনারা এবার আসুন।'

মৃতের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মুখ থেকে একথা বেরোনোর পরে আর সেখানে থাকা যায় না, হোমস আমার হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে বেরিয়ে এলে, গাড়িতে ওঠার পরে চোখে পড়ল

তার মুখখানা মেঘের মত থমথমে হয়ে উঠেছে। খানিকদূর যাবার পর মুখ খুলল সে, কোনও ভূমিকা না করেই বলল, 'অভাবনীয় ঘটনা! সত্যি বলতে কি ওয়াটসন এমন কিছু ঘটবে তা আগে থেকে একবারও আঁচ করতে পারিনি। স্যর জেমস ওয়াল্টারের মৃত্যু হার্টফেল না আত্মহত্যা তা এখনও বুঝতে পারছি না। যাক গে, এবার চলো। ক্যাডোগান ওয়েস্টের বাড়ি যাওয়া যাক।'

শহরের বাইরে ছোটখাটো সাজানো একটি বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামল। ক্যাডোগান ওয়েস্টের মার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এমন চরম শোকাবহ ঘটনার ধাক্কা তিনি এখনও সামলে উঠতে পারেননি তাই তাঁর সঙ্গে কথা বলে লাভ হল না। ক্যাডোগানের প্রেমিকা মিস ভায়োলেট ওয়েস্টবেরি পাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, প্রিয়জন হারানোর বেদনায় সুশ্রী মুখখানা তার ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। সোমবার রাতে ক্যাডোগানকে জীবিত অবস্থায় শেষবার দেখেছে ভায়োলেট।

'ব্যাপারটা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না, মিঃ হোমস,' জেরার জবাবে মিস ওয়েস্টবেরি মুখ খুলল, 'শুধু সরকারি চাকুরে বলেই না, আর্থার তার দেশের জন্য জীবন দিতে পারত। দেশের ক্ষতি হয় এমন কাজ করার আগে নিজের হাত কেটে ফেলার মত হিম্মৎ তার ছিল। সেই আর্থার সরকারি দলিল নিজের হাতে বাইরে পাচার করেছে এ আমি কোনমতেই মেনে নিতে পারছি না। ঘটনার পর থেকে আমার চোখ থেকে রাতের ঘুম বিদায় নিয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টা শুধু ভাবছি, কিন্তু কূলকিনারা পাচ্ছি না।'

'তা তো বুঝলাম মিস ওয়েস্টবেরি,' গম্ভীর গলায় হোমস বলল, 'কিন্তু যেসব প্রমাণ হাতে এসেছে তাতে আপনার যুক্তি কতদূর টিকবে বলতে পারছি না।'

'আমি তা জানি, মিঃ হোমস,' মিস ওয়েস্টবেরি সায় দিলেন, 'তাই বারবার মনে হচ্ছে আপনারা সবাই মিলে আর্থারকে ভুল বুঝছেন।'

'আমি আপনার মানসিক অবস্থা আন্দাজ করতে পেরেছি, মিস ওয়েস্টবেরি,' হোমসের গলায় সহানুভূতি ফুটল, 'আমার কাছে সবকথা খুলে বলুন' এতটুকু সঙ্কোচ বা দ্বিধা করবেন না।'

'বলুন কি জানতে চান।'

'মারা যাবার আগে আর্থারের কি টাকার দরকার হয়েছিল?'

'না, মিঃ হোমস, আর্থার ভাল রোজগার করত, তার চাহিদাও ছিল কম। বিয়ের জন্য কয়েকশ পাউণ্ড জমিয়েছিল, নতুন বছরেই আমরা বিয়ে করব ঠিক করেছিলাম।'

'হালে আর্থারের স্বভাবে বা কথাবার্তায় কোনও পরিবর্তন চোখে পড়েছিল?'

সরাসরি এই প্রশ্নের জন্য ওয়েস্টবেরি তৈরি ছিল না, দ্বিধার ছাপ ফুটে উঠল তার চোখেমুখে।

'পড়েছিল, মিঃ হোমস,' মিস ওয়েস্টবেরি অকপটে জানালেন, 'গত হপ্তায় চোখে পড়েছিল, দিনরাত ও কি যেন ভাবছে, মনে হত কোনও উদ্বেগে ভুগছে। আমি বারবার অনুরোধ করেছি ব্যাপার কি জানার জন্য, কিন্তু সে বারবার একই জবাব দিয়েছে, যার সারমর্ম হল খুব গোপন কোন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগে আছে সে যা হাতিয়ে নিতে বিদেশী গুপ্তচরেরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে বসে আছে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আর্থার এই কথার পিঠেই বলল আমাদের সরকারি গোপনীয়তা রক্ষা ব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি আছে, যার সুযোগ নিয়ে যে কোন বিশ্বাসঘাতক যেকোন নামী নকশা সরাতে পারে।'

'কথাটা ক' দিন আগে আর্থার বলেছিল?' হোমসের গলা আচমকা গম্ভীর শোনাল।

'হালে।'

'শেষবার যেদিন দেখা হল সেদিন আপনি কোথায় ছিলেন?'

'আর্থারের সঙ্গে ইভনিং শোয়ে থিয়েটার দেখব বলে বেরিয়েছিলাম,' মিস ওয়েস্টবেরির গলা ভারি হয়ে উঠল, রুমালে চোখ মুছে খেই ধরলেন, 'কুয়াশার ভেতর আমরা হেঁটে যাচ্ছিলাম।

এমন সময় আর্থার এক অদ্ভুত কাণ্ড করল, ওর অফিসের কাছাকাছি আসতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, তারপর কিছু না বলে মিশে গেল কুয়াশার ভেতর।'

'কি রকম চিৎকার মনে আছে?'

'আচমকা অভাবনীয় কিছু ঘটলে বা ঐরকম কাউকে চোখের সামনে দেখলে সবাই যেমন চেঁচিয়ে ওঠে, তেমনই, মিঃ হোমস, অন্তত তখন আমার তাই মনে হয়েছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম কিন্তু আর্থারের সঙ্গে আর দেখা হল না। বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে এলাম। পরদিন সকালে পুলিশ আমার অফিসে এল আর্থার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে, সেদিনই দুপুর নাগাদ চরম দুর্ঘটনার সংবাদ পেলাম। মিঃ হোমস, আর্থার আর ফিরে আসবে না জানি, কিন্তু মিথ্যে বদনামের হাত থেকে অন্তত ওকে বাঁচান!' বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন মিস ভায়োলেট ওয়েস্টবেরি।

হোমস কোনও উত্তর না দিয়ে আমায় নিয়ে বেরিয়ে এল, গাড়িতে উঠে বলল, 'নকশা যেখান থেকে হারিয়েছে এবার সেখানে যাব ওয়াটসন।'

'ক্যাডোগানের প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলে কি বুঝলে?'

'বিয়ের জন্য ওরা দুজনে তৈরি হচ্ছিল আর সেজন্য টাকাও দরকার ছিল, এটুকু মোটিভের হদিশ পাওয়া যায়। নকশা চুরি করার মতলবের কথা আগে থাকতে মেয়েটাকে কেন জানিয়ে রেখেছিল বলতে পার?'

'কেন?'

'যাতে ধরা পড়লে ওকেও ঝামেলায় জড়ানো যায়, তাই।'

'কিছু মনে কোর না,' বন্ধুবরের ব্যাখ্যা মানতে না পেরে মুখ খুললাম, 'তোমার এই থিওরি মানতে বাধো বাধো ঠেকছে। যাকে দু'দিন বাদে বিয়ে করবে তাকে কথা নেই বার্তা নেই পথের মাঝখানে একা ফেলে পালানো ক্যাডোগানের মত লোকের পক্ষে কোনওমতেই সম্ভব নয়। অন্ততঃ আমার নিজের তাই ধারণা।'

'যাক, কেসটা নিয়ে তুমি শেষ পর্যন্ত মাথা ঘামাতে শুরু করেছো দেখে ভাল লাগছে, ওয়াটসন,' মিটিমিটি হাসল হোমস, 'তোমার মুখ থেকে এমনই জোরালো মন্তব্যই শুনতে চাইছিলাম।'

আরও কিছুক্ষণ বাদে আমরা এসে পৌঁছোলাম উলউইচ অস্ত্রাগারে। সরকারি নিয়মকানুনের বেড়া ডিঙ্গিয়ে একসময় ক্যাডোগানের দপ্তরে ঢুকে সিনিয়র কেরানি সিডনি জনসনের মুখোমুখি হলাম, খাতির করে তিনি আমাদের বসালেন। মাঝবয়সী, পাতলা গড়ন, চোখে চশমা। চাপা উত্তেজনায় দুহাতের আঙ্গুল থেকে থেকে শিউরে উঠছে।

'আমাদের কি শুরু হল বলুন তো মিঃ হোমস,' সিডনি কোনও ভূমিকা না করেই বলল, 'আমার সহকারী মারা যেতে না যেতে বড়সাহেবও চলে গেলেন! আমি স্যর জেমস ওয়াল্টারের কথা বলছি।'

'জানি মিঃ জনসন,' হোমস সায় দিল, 'আমরা শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ওঁর বাড়ি গিয়েছিলাম, এখন সেখান থেকেই আসছি।'

'সত্যি বলছি মিঃ হোমস, ক্যাডোগান এভাবে নকশা চুরি করবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। মাতৃভূমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা! ধিক তাকে!'

'ক্যাডোগানই নকশা চুরি করেছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে?'

'পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে কি এটাই প্রমাণ হচ্ছে না, মিঃ হোমস?'

'সোমবার বিকেলে অফিস কখন বন্ধ হয়েছিল?'

'ঠিক পাঁচটায়।'

'আপনি নিজে বন্ধ করেছিলেন?'

'না মিঃ হোমস, আমি সবার শেষে অফিস থেকে বেরোই।'

'নকশা কোথায় ছিল?'

'ঐখানে,' ইশারায় একটা সিন্দুক দেখালেন সিডনি জনসন, 'কাজ মেটার পরে আমি নিজে হাতে নকশা ওখানে তুলে রাখি, সেদিনও রেখেছিলাম।'

'ছুটির পরে রাতে অফিস পাহারা দেবার লোক নেই?'

'আছে, মিঃ হোমস, লড়াই ফেরৎ এক বুড়ো সেপাই বাড়ি পাহারা দেয়। লোকটা খুব বিশ্বস্ত। তবে এ জায়গা ছাড়া আরও যেসব দপ্তর এখানে আছে তাকে সে সব জায়গার ওপরেও নজর রাখতে হয়। সেদিন বড্ড কুয়াশা পড়েছিল, সন্ধের পর সন্দেহজনক কাউকে দারোয়ান দেখতে পায়নি।'

'তাহলে পাঁচটার পরে এখানে ঢুকতে গেলে ক্যাডোগান ওয়েস্টের নিশ্চয় তিনটে চাবি দরকার হল, তাই না?'

'তা তো বটেই,' সিডনি সায় দিলেন, 'সদর ফটকের চাবি, এই দপ্তরে ঢোকার দরজার চাবি, তারপর নকশা হাতানোর জন্য সিন্দুকের চাবি।'

'আমি যতদূর জানি, দুজনের হেফাজতে চাবি থাকত, স্যর জেমস ওয়াল্টার আর আপনি।'

'দরজার নয়,' সিডনি ভুরু কোঁচকালেন, 'শুধু সিন্দুকের চাবি আমার হেফাজতে থাকে।'

'স্যর জেমস সব ধরাছোঁয়ার বাইরে তাই আপনাকেই প্রশ্ন করছি,' হোমস শুধোল, 'ভুল করে চাবি এখানে সেখানে ফেলে রাখা কি তাঁর পক্ষে সম্ভব? আমি জানতে চাইছি মনের ভুলে চাবি অন্যখানে রেখে খুঁজে পাচ্ছেন না এমন ঘটনা তাঁর অতীতে কখনও ঘটেছিল?'

'না, মিঃ হোমস, সার জেমসকে কখনও এমন ভুল করতে দেখিনি, চাবির রিং সবসময় তিনি নিজের কাছে রাখতেন।'

'সিন্দুকের যে চাবি আপনার কাছে থাকে তা কখনও হাতছাড়া করেননি তো?'

'কখনোই না, মিঃ হোমস।'

'তাহলে ভেবে দেখুন, মিঃ জনসন,' সিডনির চোখে চোখ রাখল হোমস, 'আপনার মতে নকশা চুরি করেছে ক্যাডোগান নিজে, কিন্তু তার মৃতদেহের পকেট ঘেঁটে পুলিশ এই অফিসের তিনটে চাবির কোনটিরই নকল পায়নি। আরও একটা কথা শত্রুকে বিক্রি করার মতলব থাকলে ক্যাডোগান নকশার কপি করে নিতে পারত, তাই না?'

'নকশায় অনেক জটিলতা ছিল মিঃ হোমস,' সিডনি জবাব দিল, 'এত জটিল যে নকশা করা খুবই কঠিন। তাছাড়া এখানে অফিসে বসে নকল করতে গেলে আমার চোখ এড়ানো ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

'আপনার জবাবের গোড়ার দিক উদ্ধৃত করলে আপনি নিজে, ক্যাডোগান ওয়েস্ট আর স্যর জেমস ওয়াল্টারের, তিনজনেরই কারিগরি জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে থাকার কথা।'

'আপনার কথা ঠিক হলেও নকশা যখন ক্যাডোগানের মৃতদেহের পকেটে পাওয়া গেছে তখন আমাকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকা থেকে বাদ দেবেন এটাই আশা করব মিঃ হোমস।' সিডনি জনসনের গলায় আকুতি ফুটে বেরোল।

'আমি একটা ব্যাপার ভেবে পাচ্ছি না,' হোমস বলল, 'নকল করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ক্যাডোগান মূল নকশা হাতিয়ে নিল কেন? যে তিনটে কাগজ ক্যাডোগানের পকেটে ছিল না শুনলাম নকশার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কি ঐ তিনটে কাগজেই উল্লেখ করা ছিল?'

'ঠিকই বলেছেন আপনি।'

'এবার তাহলে সরাসরি বলুন শুধু ঐ তিনটে কাগজের সাহায্যে ব্রুস পার্টিংটন সাবমেরিন তৈরি করা শত্রুপক্ষের পক্ষে সম্ভব কিনা?'

'গোড়ায় আমরা তাই ধরে নিয়েছিলাম, এমনকি নৌ সেনাপতির সদর দপ্তরেও সেই রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আজ কাগজপত্র ঘেঁটে দেখলাম আমরা শুধু ভয় পাচ্ছি, জোড়া ভালভের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা এবং আরও কিছু কারিগরি নতুন করে উদ্ভাবন করতে হবে নইলে শত্রুপক্ষ হাজার চেষ্টা করলেও ঐ সাবমেরিন বানাতে পারবে না। তবে শত্রুর ক্ষমতাকে কখনও খাটো করে দেখতে নেই, কাজেই আজ না হলেও কিছুদিন বাদে একাজ তারা করে উঠতে পারবে না তা কখনোই জোর দিয়ে বলা যায় না।'

ঘরে ঢোকার দরজা, সিন্দুকের তালা, জানালার কপাট খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল হোমস, বাইরে লনে এসে একটা লরেল ঝোপের সামনে থামল সে। এটা সিডনি জনসনের অফিসের পেছন দিক। ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে ঝোপের মাটি পরীক্ষা করল হোমস—মাটির বুকে জুতোর ছাপ অস্পষ্ট হলেও আমাদের চোখ এড়াল না। লরেল ঝোপের অনেকগুলো ডাল ভাঙ্গায় ছেঁড়া পাতাগুলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। দেখে বোঝা যায় জুতোপরা পায়ে কেউ ঐসব ডালপালা মাড়িয়ে ভেঙ্গেছে নির্মমভাবে। ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে হোমস গলা চড়িয়ে ডাকল সিডনি জনসনকে। তিনি জানালায় এসে দাঁড়াতে সে কপাট বন্ধ করতে বলল। মিঃ জনসন অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু জানালার কপাট পুরোপুরি বন্ধ হল না।

'ঘটনার পর তিনটে দিন কেটে গেছে,' হোমস এতক্ষণ বাদে আমার দিকে তাকাল, 'গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু এখানে ছিল তিনদিনে সব মুছে গেছে। অতএব, ওয়াটসন, এবার ফিরে চলো লণ্ডনে।'

রেল স্টেশনে গিয়ে বুকিং ক্লার্কের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলল হোমস, ক্যাডোগান ওয়েস্টের চেহারার বর্ণনা দিতে তিনি জানালেন সোমবার রাতে ঐরকম দেখতে একজন টিকেট কাটতে এসেছিল ঠিকই, দেখে মনে হয়েছিল কোনও কারণে সে ভয়ানক ঘাবড়ে গেছে। তার হাত পা কাঁপছিল। টিকেট কাটার পর কাউন্টারে পড়ে থাকা ফেরৎ পয়সাগুলো তুলে নেবার কথা ভুলে গিয়েছিল, বুকিং ক্লার্ক সেকথা বলতে পয়সাগুলো লোকটি তুলে নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কাঁপা হাতে সেগুলো তুলতে তার খুবই অসুবিধে হচ্ছিল। বুকিং ক্লার্কের বিবরণ মানলে ক্যাডোগান ওয়েস্ট সে রাতে ট্রেনে ওঠে সোয়া আটটায়।

'এসো ওয়াটসন, এবার দুজনে মিলে একটু মাথা খাটানো যাক,' লণ্ডনগামী ট্রেনের নিরিবিলি কামরায় পছন্দসই জায়গায় বসে বন্ধুবর তাকাল আমার দিকে, 'উলউইচ অস্ত্রাগারে তদন্ত করতে গিয়ে গোড়ায় মনে হয়েছিল ক্যাডোগান ওয়েস্টই নকশা চুরি করেছে। কিন্তু পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি দেখে এখন আমি নিশ্চিত যে কোনও বিদেশী গুপ্তচরের হাত আছে এর পেছনে আর ক্যাডোগান তা জেনে ফেলে। সোমবার অফিস ছুটি হবার পরে সে প্রেমিকাকে নিয়ে বেরল থিয়েটার দেখতে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল কুয়াশার ভেতর সেই বিদেশী গুপ্তচর তার অফিসে ঢুকছে। সম্ভাব্য পরিণতি আন্দাজ করে ক্যাডোগান আতংকে চেঁচিয়ে উঠল কিন্তু প্রেমিকাকে কিছুই খুলে বলল না। ক্যাডোগান অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ ছিল তা মনে রেখো, ডাক্তার, আর তাই সে সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিকাকে একা ফেলে দৌড়োল সেই গুপ্তচরের পেছনে। খানিক বাদে ক্যাডোগান নিজের চোখে দেখল সেই বিদেশী গুপ্তচর সাবমেরিনের নকশা হাতিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। আমার মতে এই থিয়োরির ওপর ভিত্তি করে তদন্ত চালাতে হবে।'

'একটু দাঁড়াও,' বাধা দিয়ে বললাম, 'চোখের সামনে বিদেশী গুপ্তচরকে সাবমেরিনের নকশা চুরি করতে দেখেও ক্যাডোগান বাধা দিল না এমনকি চেঁচিয়ে অফিসের দারোয়ানকেও ডাকল না, এরপরেও কর্তব্যপরায়ণতার সাফাই গাইছো কি করে?'

'তোমার যুক্তি অকাট্য, মানছি,' হোমস অসহায় চোখে তাকাল, 'আর এখানেই আমার মনেও একই প্রশ্ন জেগেছে। লোকটাকে ক্যাডোগান একবারও বাধা দিল না কেন? তবে কি সে ক্যাডোগানেরই কোনও ওপরওয়ালা ছিল? চেনা লোক হওয়ায় তার বাড়ি থেকে মূল নকশা

উদ্ধার করতে সেরাতেই ছুটে গিয়েছিল সে, হাতে সময় ছিল না বলে প্রেমিকাকে এ সম্পর্কে কোনও আভাস দেয়নি? নকশা উদ্ধার করতে চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে গিয়েছিল ক্যাডোগান আর তখনই খুন হয় সে এই সম্ভাবনা কিন্তু আমার থিওরি মানলে প্রবল হয়ে উঠছে। না ওয়াটসন, কোথায় যেন সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, সমাধানের কাছে এসেও ধোঁয়াটে ভাবটা পুরো কাটছে না। দেখি মাইক্রফট বিদেশী গুপ্তচরদের নাম ঠিকানা পাঠালে হয়ত আবার কোনও সূত্র খুঁজে পাব।'

বেকার স্ট্রীটের আস্তানায় পৌঁছে দেখি মাইক্রফটের চিঠি এসেছে, সরকারি বাহকের হাতে পাঠিয়েছে। এক পলক চোখ বুলিয়ে চিঠিটা আমায় দিল হোমস। শত্রুপক্ষের হয়ে এদেশে থেকে কাজ করছে এমন বিদেশী গুপ্তচর প্রচুর আছে, মাইক্রফট লিখেছে, কিন্তু এত বড় কাজের দায়িত্ব কাঁধে নেবার হিম্মৎ তাদের নেই। যাদের আছে তাদের তিনজনের নাম পাঠালাম। এক, অ্যাডলফ মেয়ার, তেরো গ্রেট জর্জ স্ট্রীট, ওয়েস্ট মিনিস্টার। দুই, লুই লা রোনিয়েরে, ক্যাম্পডেন ম্যানসানস, নটিং হিল। তিন, হুগো ওবেরস্টাইন, তেরো, কলফিল্ড গার্ডেনস, কেনসিংটন। খবর পেয়েছি এই হুগো লোকটা সোমবার অর্থাৎ ঘটনার দিনও শহরে ছিল, তারপর আর তার হদিশ মিলছে না। বুঝতেই পারছো আমাদের সরকার খুব চিন্তায় আছেন, রাতের ঘুম ছুটে গেছে। দরকার হলে খবর দিলে গোটা সশস্ত্র বাহিনী তোমার পেছনে দাঁড়াবে। ভাল থেকো। মাইক্রফট।'

চিঠিটা দেরাজে রেখে মুখ ফেরাতে দেখি বন্ধুবর লণ্ডনের ম্যাপে তন্নতন্ন করে কি খুঁজছে আর আপন মনে বকবক করছে। চোখে চোখ পড়তেই উঠে দাঁড়াল।

'আঁধারে আবার এক ঝলক আলো চোখে পড়ল ওয়াটসন,' হোমসের উল্লাস ফুটে বেরোল, 'এবার আমি একা একটু বেরোব, তুমি বাড়িতে থাকো। তবে মুখ কালো কোর না, দুজনকে হাতে নাতে ধরার সময় তুমি ঠিকই আমার পাশে থাকবে। এখন তাহলে চলি। সাবধানে থেকো।' কথা শেষ করে ঘর ছেড়ে বেরোল হোমস।

নভেম্বরের গোটা দিনটা ঘরে বসে কাটালাম। রাত ন'টার পরে হোমসের চিঠি বয়ে নিয়ে এল একটি লোক, তাতে লেখা—

'কেনসিংটনে গ্লসেস্টার রোড এলাকাটা চেনো? ঐখানে গোলডিনির রেস্তোরাঁয় আমরা আজ ডিনার খাব, এক্ষুণি চলে এসো। ভাল কথা, মজবুত দেখে সিঁধকাঠি, বাটালি, ঢাকা লণ্ঠন সঙ্গে এনো। তোমার সার্ভিস রিভলভার আনতে ভুলোনা, কাজে লাগতে পারে। শার্লক হোমস।'

অর্থাৎ আজ রাতে আমরা দুজনে কোনও গোপন অ্যাডভেঞ্চারে বেরোব। যেটুকু জড়তা এসেছিল হোমসের চিঠির বয়ান পড়ে তা নিমেষে কেটে গেল। ন'টা বেজে গেছে, রাত ক্রমেই বাড়ছে। জিনিসগুলো ওভারকোটের ভেতরের পকেটে পুরে যথাস্থানে এসে হাজির হলাম। রেস্তোরাঁয় ঢুকেই হোমসকে দেখলাম।

'বোস, ডাক্তার,' চাপাগলায় সে বলল, 'গরম কফি খেয়ে চুরুট ধরাও। জিনিসগুলো কোথায়?'

'কোটের ভিতরের পকেটে,' মুখোমুখি চেয়ারে বসলাম।

'সাবাশ! এবার মন দিয়ে যা বলি শুধু শুনে যাও। ক্যাডোগান ওয়েস্টের মৃতদেহ ট্রেনের কামরার ছাদের ওপর খুনি রেখেছিল আগে বলেছি মনে পড়ে? যে যাই বলুক, কামরার ভেতর থেকে তার মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলা হয়নি এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'রেল লাইনের কাছাকাছি কোনও ব্রিজের ওপর থেকে মৃতদেহ নীচে ফেলে দেবার সম্ভাবনা থাকতে পারে?'

'না, ওয়াটসন, মৃতদেহ রাখা ছিল কামরার ছাদে, গড়াতে গড়াতে একসময় সেটা নীচে লাইনের ওপর পড়েছে। কামরার ছাদগুলো গোল ঢালু নিশ্চয় দেখেছ। চারপাশে রেলিং নেই। তার ফলেই এমনটা ঘটেছে।'

'তা না হয় হল,' চুরুট ধরিয়ে বললাম, 'কিন্তু খুনি ক্যাডোগানের মৃতদেহ ওখানে রাখল কি করে?'

'জটিল প্রশ্ন ঠিকই, কিন্তু উত্তরও আছে আমার হাতে। বেশ মনে আছে পাতাল রেলের লাইন যেখানে টানেল থেকে বেরিয়েছে ঠিক তার ওপর একটা পেল্লায় বাড়ির গরাদহীন জানালা আমি দেখেছি। টানেল থেকে বেরিয়ে ট্রেনটি কোনও কারণে ঐ জায়গায় থামলে সেই জানালা গলে মৃতদেহটা ট্রেনের কোনও একটা কামরার ছাদে ফেলে দেওয়া কি খুব কঠিন কাজ? এবার শোন, ঐ বাড়ির ঠিকানা তেরো, কলফিল্ড গার্ডেনস, যেখানে বাস করে এক মহা ধুরন্ধর বিদেশী গুপ্তচর হুগো ওবেরস্টাইন।'

'কি বলছ হোমস?' আমার মুখে কথা সরে না, তাহলে এত বড় সূত্র হাতে আসার আনন্দেই আজ সকালে বন্ধুবরের মুখ ঝলমল করছিল।

'আমার কথা আগে শোন,' হোমস খেই ধরল, 'সকালে তোমাকে একা বাড়িতে রেখে আমি সোজা চলে গেলাম ঘটনাস্থলে যেখানে ক্যাডোগানের মৃতদেহ রেললাইনের ওপর পড়েছিল।' রেলের লোকেদের কাছ থেকে জেনেছি তেরো নম্বর বাড়ির পেছনদিকে অনেকগুলো লাইন পরস্পরকে ছেদ করেছে। তাই প্রায়ই সেখানে কয়েক মিনিটের জন্য সব ট্রেনকে দাঁড়াতে হয়।'

'এ যে আর্কিমিডিসের মত আবিষ্কার হোমস, তোমার প্রতিভার তারিফ না করে পারছি না!'

'তারিফ করার সময় আরও পাবে, ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'এসব খবর জোগাড় করে তেরো নম্বর বাড়ির সামনের দিকে এলাম। একজন ভ্যালেট নিয়ে হুগো ওবেরস্টাইন থাকে সেখানে আগেই বলেছি, কিন্তু তারা বাড়িতে নেই। নামেই ভ্যালেট, আসলে লোকটি যে হুগোর সহকর্মী তাতে সন্দেহ নেই। ব্রুস পার্টিংটন সাবমেরিনের নকশা হাতানোর পরে ওরা ইওরোপ গেছে খদ্দেরদের খোঁজে। বাড়িতে কেউ নেই, এই ফাঁকে আমরা সেখানে হানা দেব।'

'অর্থাৎ খানাতল্লাশি করবে হুগো ওবেরস্টাইনের বাড়িতে, তারই অনুপস্থিতিতে, এই তো? কাজটা বেআইনি হবে হোমস, আগে একটা খানাতল্লাশির ওয়ারেন্ট জোগাড় করা উচিত না কি?'

'সেক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণ দরকার ওয়াটসন, যা আমার হাতে এই মুহূর্তে নেই।'

'তাহলে খামোখা গিয়ে লাভ কি?'

'প্রমাণ তো এই কেসে গোড়া থেকেই হাতের নাগালে নেই, ওয়াটসন, শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই এতদূর এগিয়েছি। আমি বলি কি, আরেকটু ঝুঁকি তদন্তের স্বার্থে নিতে বাধা কোথায়। বেআইনি খানাতল্লাশি চালিয়ে কিছু দলিল আর চিঠিপত্রের হদিশ তো মিলতে পারে যা পরে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের চেহারা নেবে?'

'এরপর আমার আর কিছু বলার নেই, হোমস, তবে কাজটা আমার কেন জানিনা ভাল হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'বুঝতে পেরেছি ওয়াটসন, তুমি পুলিশি ঝামেলার আশংকা করছো। পাশাপাশি একবার ভাবো তো, ওরকম গুরুত্বপূর্ণ একখানা নকশা সত্যিই শত্রুপক্ষের হাতে গেলে আমাদের নৌবাহিনী কতটা দুর্বল হয়ে পড়বে? মাইক্রফটের কথাটা ভাবো, ও বেচারা তো আমারই ওপর ভরসা করে আছে। তবু যদি ভয় থাকে তাহলে বলছি চুরিচামারি যা করার আমিই করব, তুমি শুধু বাইরে দাঁড়িয়ে দেখবে রাতের পাহারাদার টহল দিতে বেরিয়েছে কিনা। কাছাকাছি এলেই আমায় সংকেত পাঠাবে। বলো, এবার আর ভয় নেই তো? আমায় কিন্তু ওখানে যেতেই হবে, ওয়াটসন, ঝুঁকি নিতেই হবে।'

হোমসের কথায় এবার লজ্জা পেলাম, সেই সঙ্গে আমার ভেতরের সৈনিকের সত্তা বহুদিন বাদে মাথা চাড়া দিল। আমি লড়াই ফেরত ডাক্তার, আফগান যুদ্ধের বীর, এসব তুচ্ছ ঝামেলার ভয় আমাকে সাজে না। অতীতের সেই গৌরবময় দিনগুলোর কথা মনে পড়তে উঠে দাঁড়ালাম

চেয়ার ছেড়ে, বললাম, 'ঠিক কথা, হোমস, আমাদের এ ঝুঁকি নিতেই হবে।' হোমস আমার হাত মুঠোয় নিয়ে উষ্ণ করমর্দন করল।

'আমি তোমার ধাত জানি, ওয়াটসন,' সে বলল, 'জানি ঝুঁকির ভয়ে কখনোই তুমি পেছোবে না। এবার তাহলে কাজে বেরোন যাক, প্রায় আধমাইল যেতে হবে, চলো হেঁটেই যাই। যন্তরগুলো সামলে রেখো। রাস্তায় পড়লে মুশকিল, পুলিশ তখন খাতির করবেনা, সিঁধেল চোর বলে ঠিক হাজতে পুরবে, সেই সঙ্গে আমাকেও। মাইক্রফটের সব জেনেও কিছু করার থাকবে না।'

ঘন কুয়াশার ভেতর হাঁটতে হাঁটতে দুজনে এলাম কলফিল্ড গার্ডেনসে। লণ্ডনের এই ওয়েস্ট এণ্ড এলাকার বেশিরভাগ বাড়ির গায়ে ভিকটোরিয়ান যুগের প্রভাব এখনও অক্ষত আছে, বেশির ভাগ বাড়ির সামনে থ্যাবড়া থামের ওপর ঝুলবারান্দা। মাঝে একটি বাড়িতে কচি ছেলেমেয়েদের পার্টি হচ্ছে, তাদের গান বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে।

'বাপরে!' চোরা লণ্ঠনের আলোয় বন্ধ দরজার পানে একপলক তাকিয়ে হোমস বলল, 'ভেতরে ছিটকিনি দিয়ে শান্তি হয়নি, তাই বাইরে থেকে আবার তালা ঝুলিয়েছে। নাঃ, এখান দিয়ে সুবিধে হবে না, তার চেয়ে এসো পাঁচিল টপকাই।'

পাঁচিল টপকে বাড়ির আঙ্গিনায় পা দিতেই এল রাতের পাহারাদারের ভারি বুটের আওয়াজ। আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাবার পরে হোমস হাঁটু গেড়ে বসল তালাবন্ধ দরজার সামনে, হাত বাড়িয়ে একটার পর একটা যন্তোর চেয়ে নিল আমার কাছ থেকে। আহা, লণ্ডনের সেরা সিঁধেল চোর এই মুহূর্তে তালা ভাঙ্গতে ব্যস্ত গোয়েন্দা হোমসকে দেখলে তাকে এককথায় গুরু মানত।

ঠং করে আওয়াজ হতেই ভেঙ্গে গেল কবজা, দরজার পাল্লা ঠেলে পা টিপে হোমস ভেতরে ঢুকল, পেছন পেছন আমি। খানিক বাদে একটা সিঁড়ির সামনে এলাম দু'জনে, সিঁড়ি বেয়ে কিছুদূর ওঠার পর একটা জানালায় চোখ পড়তে হোমস সেখানে গিয়ে দাঁড়াল. পাল্লা দুটো খুলে লণ্ঠন নামিয়ে নীচের কাঠে কি দেখল খুঁটিয়ে তারপর হাত নেড়ে আমায় কাছে ডাকল। সবে পা বাড়িয়েছি এমন সময় কানে এল ছুটন্ত ট্রেনের আওয়াজ। আওয়াজের উৎসস্থল যে জানালার ঠিক ওপারে তাতে সন্দেহ নেই, নিঃশ্বাস বন্ধ করে হোমসের পাশে এসে দাঁড়ালাম।

'এই সেই জানালা, ওয়াটসন, ভাল করে দ্যাখো। আরে, কাঠের ওপর এই দাগটা কিসের?' লণ্ঠনের আলোয় জানালার কপাটের নীচের কাঠে লেগে থাকা খানিকটা শুকনো কালচে দাগ দেখাল হোমস, 'ওয়াটসন, এটা মানুষের রক্তের দাগ সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত, ঘরে ঢোকার আগে সিঁড়ির গায়েও এ দাগ চোখে পড়েছে। একটু দাঁড়াও, আরেকটা ট্রেন আসুক, তখন এখানে কি ঘটেছিল সব হাতেকলমে বুঝিয়ে দেব।'

শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করেও হোমস যে সঠিক পথে তদন্ত চালাচ্ছে তার পরপর অনেকগুলো প্রমাণ অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেলাম। টানেলের ভেতর থেকে গুমগুম শব্দ ভেসে আসতেই বুঝলাম আরেকটা ট্রেন আসছে। দেখতে দেখতে প্রচণ্ড বেগে সেই ট্রেন বাইরে বেরিয়ে এল, কয়েক সেকেণ্ড বাদে তা আচমকা ব্রেক কষে থেমে গেল। উঁকি দিতে দেখলাম খুব কাছেই ট্রেনের একটা কামরা থেমেছে, জানালা থেকে একটা কামরার ছাদের দূরত্ব চার ফিটেরও কম।

'আমার থিওরি যে ভুল নয়, আশা করি এবার তা বুঝতে পেরেছো, ওয়াটসন?' গরাদহীন জানালার খোলা পাল্লা ভেজিয়ে বলল হোমস।

'সত্যিই হোমস তোমায় তারিফ জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না!'

'তারিফ করার সময় পরে অনেক পাবে, আরও কিছু কাজ তার আগে সারতে হবে। আমার সঙ্গে এসো।'

হোমসের পেছন পেছন রান্নাঘরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এলাম। খাবার ঘরের লাগোয়া শোবার ঘর, তার গা ঘেঁষে স্টাডি। আমরা দু'জন স্টাডিতেই ঢুকলাম। দেরাজের পর দেরাজ ঘাঁটল হোমস, কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখল প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে, তারপর মুখ তুলে বলল, 'ওবেরস্টাইল লোকটা পাজির পাঝাড়া। যাবার আগে আমাদের কাজে লাগবে এমন সব কাগজপত্র পুড়িয়ে ছাই করেছে, নয়ত সঙ্গে নিয়ে গেছে।' কথা শেষ করেই হোমস টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। একটা ঢাকনি আঁটা টিনের বাক্স পড়ে আছে দেখে সেটা তুলে নিল, ঢাকনি খুলতে না পেরে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'বাটালি দাও।'

বাটালির এক চাড়ে খুলে গেল টিনের বাকসোর মজবুত ঢাকনা, ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একগাদা পাকানো কাগজ বের করল হোমস, খুলে চোখ বোলাতেই অবাক হল সে, সেই সঙ্গে আমিও।

একটি কাগজের ওপর সংক্ষেপে লেখা হয়েছে, 'জলের চাপ,' আরেকটাতে 'প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে জলের চাপ,' অবাক হবার মতই নয় কি? এসব কাগজ যে সেই সাবমেরিনের নকশার অংশ তা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হয়ে উঠল, কিন্তু হোমস এত অল্পে খুশি নয়, তন্নতন্ন করে সে সেই টিনের বাক্সের ভেতরটা ঘাঁটতে লাগল। একসময় ঘাঁটাঘাঁটি শেষ হল। আলিবাবার গুহা থেকে হারানো মাণিক খুঁজে বের করার ভঙ্গিতে একখানা খাম টেনে বের করল সে, মুখ খুলে টেবিলের ওপর ঝাড়তেই খবরের কাগজে পাকানো কয়েকটা বিজ্ঞাপনের কাটিং বেরিয়ে এল। সবকটা বিজ্ঞাপন ছেপে বেরিয়েছে ডেইলি টেলিগ্রাফে। সেগুলো পরপর এভাবে সাজালো হোমস।

'শর্তে রাজি। জলদি খবর পাঠান। কার্ডের ঠিকানায় সব খোলাখুলি লিখুন।—পিয়েরট।'

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন।

'বড্ড জটিল। আরও খোলাখুলি রিপোর্ট চাই। মাল দেবেন টাকা নেবেন।—পিয়েরট।'

তৃতীয় বিজ্ঞাপন।

'অবস্থা ঘোরালো হচ্ছে। চুক্তিতে গরমিল হলে অফার ফিরিয়ে নেব। চিঠিতে যোগাযোগ করুন। বিজ্ঞাপনে হ্যাঁ না না জানাব।'—পিয়েরট।

চতুর্থ বিজ্ঞাপন।

'সোমবার রাত ন'টার পরে দরজায় টাকা দেব। আমরা ...ড়া বাইরের কেউ যেন না থাকে। এত সন্দেহ করবেন না। মাল হাতে পেলেই নগদ টাকা দেব।—পিয়েরট।'

'কাজের রেকর্ড খাসা রেখেছে হে ওয়াটসন।' এতক্ষণে হোমসের গলায় খুশির আভাস পেলাম, এবার আসল বদমাশটাকে ধরতে পারলেই কেল্লা ফতে। চলো ফেরার পথে একবার ডেইলি টেলিগ্রাফ হয়ে যাব।'

উল্লেখ করার মত আর কিছু সে রাতে ঘটল না, পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টে যোগ দিলেন মাইক্রফট, হোমস আর ইন্সপেক্টর লেসট্রেড। রাতের অ্যাডভেঞ্চারের ফলাও বিবরণ শুনে লেসট্রেডের মুখ কালো হল, থমথমে গলায় বললেন, 'বরাত চিরকাল একরকম থাকে না, মিঃ হোমস, এসব বেআইনি কাজ যে ক'দিন পারেন করে নিন। তারপর যেদিন আমাদের কারও হাতে ধরা পড়বেন সেদিন কিন্তু সহজে পার পাবেন না, বিস্তর ঝামেলা পোয়াতে হবে আগেই বলে রাখছি।'

'কার জন্য ঝামেলা লেসট্রেড?' হোমস পাল্টা জবাব দিল, 'ইংল্যাণ্ডের জন্য? জেনে রেখো সে ভয় এই বান্দার নেই। দেশের জন্য ঝামেলা পোয়ানো বা প্রাণ দেওয়া তাতে ভয় কিসের? কি বলো, ওয়াটসন? মাইক্রফট, এ বিষয়ে তোমার কি মত?

'এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত,' মাইক্রফট জোর গলায় সায় দিলেন, 'করেছো, বেশ করেছো, দরকার হলে ফের করবে। গোটা দেশ তোমার পেছনে আছে, মনে রেখো। তেমন কিছু

হলে সরকার তোমার পেছনে দাঁড়াতে তৈরি। যে যাই বলুক, তোমার ভয়ের কিছু নেই। শুধু একটা প্রশ্ন করছি, কাল রাতে এক কষ্ট করে কি পেলে?'

'সে কি! খবরের কাগজটা ইশারায় দেখাল হোমস, 'রহস্যময় পিয়েরটের ধাঁধায় ফেলে দেওয়া বিজ্ঞাপন আজ আবার বেরিয়েছে, খেয়াল করোনি?'

'তাই নাকি!' উৎসাহে লাফিয়ে উঠলেন মাইক্রফট, দেখাদেখি ইন্সপেক্টর লেসট্রেডও নড়েচড়ে বসলেন।

'এই দ্যাখো,' খাতা খুলে বিজ্ঞাপনটা দেখাল হোমস, তার বয়ান—'আজ রাতে। একই সময়। একই জায়গায় দু'বার টোকা খুব জরুরি। আপনার নিজের নিরাপত্তার স্বার্থ জড়িত।—পিয়েরট।

'ভালই হল,' লেসট্রেড বললেন, 'বিজ্ঞাপন দেখে যে ব্যাটা আসবে তাকেই ধরব! পালাবে কোথায়?'

'অনেক ভেবে শেষকালে বিজ্ঞাপনটা দিয়ে দিলাম,' হোমসের গলায় এতটুকু উদ্বেগ নেই, 'তাহলে ঐ কথাই রইল, রাত আটটায় কলফিল্ড গার্ডেনসের তেরো নম্বর বাড়ি। দুজনেই চলে এসো।'

পরদিন রাত ন'টা। আমাদের সঙ্গে ওবেরস্টাইনের স্টাডিতে এসে জুটেছেন মাইক্রফট আর ইন্সপেক্টর লেসট্রেড, শিকার ধরার আশায় ওৎ পেতেছেন তাঁরাও, থেকে থেকে ঘড়ি দেখছেন দুজনে। হোমস এতক্ষণ ঝিমোনোর ভঙ্গিতে বসেছিল, দু'ঘন্টা বাদে এগারোটা নাগাদ সে বলে উঠল, 'হুঁশিয়ার দুশমন আসছে!'

বন্ধুবরের তীক্ষ্ণ অনুভূতির ওপর আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাই বলার সঙ্গে সঙ্গে মোকাবিলার জন্য তৈরি হলাম। গুলিভরা সার্ভিস রিভলভার সঙ্গে আছে। হোমসের আগাম হুঁশিয়ারির পর কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর চাপা পায়ের শব্দ কানে এল, খানিক বাদে আবার দরজার বাইরে চাপা ঘষটানো আওয়াজ, তারপর দরজার পাল্লার বাইরে দুবার টোকা পড়ল। ইশারায় আমাদের শান্ত থাকার নির্দেশ দিয়ে উঠে দাঁড়াল হোমস, হলঘরের গ্যাসবাতির আলোয় তাকে দরজার কাছে পৌঁছোতে দেখলাম। দরজার পাল্লা অল্প খুলতেই দেখলাম কে যেন ভেতরে ঢুকল, কালো পোশাকে মাথা থেকে পা ঢাকা। সঙ্গে সঙ্গে হোমস দরজার ছিটকিনি আঁটল, চাপা গলায় বলল, 'এই যে, এদিকে।' লোকটা ভেতরে আসতেই হোমস পেছন থেকে সামনে এল, তাকে দেখেই চমকে উঠল সেই রহস্যময় আগন্তুক। আর দেরি করল না হোমস, জামার কলার ধরে এক হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে ছুঁড়ে ফেলল। আচমকা মেঝেতে পড়ে বেহুঁশ হল সে। হুঁশ ফিরে আসার আগে চওড়া কানাত দেওয়া টুপি খসে পড়ল মাথা থেকে, খসে পড়ল ঠোঁট ঢাকা ক্র্যাভট, বেরিয়ে পড়ল আসল চেহারা, সুন্দর মুখে লালচে দাড়ি— কর্ণেল ভ্যালেন্টাইন ওয়াল্টার।

'ওয়াটসন, আমি কি বোকা,' শিস দিয়ে বলল হোমস, 'এঁর কথা একবারও মাথায় আসেনি!'

'এ লোকটা কে, শার্লক?' জানতে চাইলেন মাইক্রফট।

'সাবমেরিন বিভাগের দায়িত্ব যাঁর ওপর ছিল সেই মৃত স্যার জেমস ওয়াল্টারের ছোটভাই ইনি। ওঁকে আমিই জেরা করব মাইক্রফট। ওয়াটসন, কর্ণেল ওয়াল্টারকে সোফায় শুইয়ে দাও।'

সোফায় শোয়ানোর খানিক বাদে চোখ মেললেন কর্ণেল ওয়াল্টার। দুচোখে ফুটে উঠল আতংক আর বিস্ময়।

'আপনাদের চিনতে পারছি না,' কর্ণেল ওয়াল্টার বললেন, 'মিঃ ওবেরস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'তা আমরা জানি বলেই এখানে এসেছি, কর্ণেল ওয়াল্টার,' হোমস এগিয়ে এসে তাঁর চোখে চোখ রাখল, ইশারায় লেসট্রেড আর মাইক্রফটকে দেখিয়ে বলল, 'এদের একজন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর আরেকজন এমন চাকরি করেন যার টেলিফোন পেলে প্রধানমন্ত্রী মশাই

সব কাজ ফেলে এই মুহূর্তে এখানে ছুটে আসবেন আপনাকে খাতির করতে। একাধারে উচ্চ সামরিক অফিসার হয়ে এবং স্যার জেমসের মত সম্ভ্রান্ত ও দেশভক্ত মানুষের ভাই হয়ে আপনি হুগো ওবেরস্টাইনের মত এক নোংরা বিদেশী গুপ্তচরের সঙ্গে সম্পর্ক পাতালেন কি করে বুঝে উঠতে পারছি না। আপনার জন্যই নিরীহ ক্যাডোগান ওয়েস্টকে মরতে হয়েছে, তাও আমরা জেনেছি। এবার আপনার অপকর্মের কথা সবার সামনে খুলে বলুন, আপনার স্বীকারোক্তি আমরা শুনতে চাই।'

কর্ণেলের সুন্দর মুখখানা নিমেষে ফ্যাকাশে হয়ে গেল, একটি কথাও না বলে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন তিনি।

'স্বীকার করতে যখন আপনার এতই লজ্জা তখন আমিই বলছি,' হোমস বলল, 'কর্ণেল ওয়াল্টার, আমরা জেনেছি হঠাৎ টাকার দরকার হয়েছিল বলেই আপনি এত নীচে নেমেছিলেন। ব্রুস পার্টিংটন সাবমেরিনের নকশা ওবেরস্টাইনকে মোটা টাকায় বিক্রি করবেন স্থির করেছিলেন। পাছে জানাজানি হয় এই ভয়ে ওবেরস্টাইন ডেইলি টেলিগ্রাফে পিয়েরট ছদ্মনামে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে আপনার চিঠিপত্রের উত্তর দিত। ঘটনার দিন অর্থাৎ সোমবার সন্ধের পর বড্ড কুয়াশা পড়েছিল, সেই সুযোগে সবার চোখ এড়িয়ে আপনি অফিসে ঢোকেন। স্যার জেমসের কাছে যে তিনটে চাবি থাকত আপনি তাদের নকল তৈরি করিয়েছিলেন তাই ভেতরে ঢুকতে অসুবিধে হয়নি। ঘটনাক্রমে ক্যাডোগান ওয়েস্ট তার প্রেমিকাকে নিয়ে ঐখানে থিয়েটারে যাচ্ছিল। আপনাকে সে দেখে ফেলেছিল। ওপরওয়ালা স্যার জেমসের ভাই বলেই সে লোক ডাকেনি কিন্তু নিজে আপনার পিছু নিল সে। আপনাকে সে নকশা চুরি করতেও দেখেছে, কিন্তু বাধা দেয়নি একটাই কারণে— ক্যাডোগান ধরে নিয়েছিল আপনি নকশা নিয়ে যাচ্ছেন আপনার দাদা স্যার জেমসের কাছে। বিশ্বস্ত, দেশভক্ত, সরকারি কর্মচারী ক্যাডোগান ছায়ার মত আপনার পেছনে লেগে রইল। তারপর দাদার কাছে না গিয়ে আপনি নকশা নিয়ে যখন এ বাড়িতে পা দিলেন তখনই সে আঁচ করল আপনি দেশের কি চরম ক্ষতি করতে চলেছেন। দেশভক্ত ক্যাডোগান আপনাকে বাধা দিল আর আপনি কর্ণেল ওয়াল্টারের কর্তব্যপরায়ণ ক্যাডোগান ওয়েস্টকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করলেন।'

'না! আমি নই!' এতক্ষণে মুখ খুললেন কর্ণেল ওয়াল্টার। ক্যাডোগানকে আমি খুন করিনি।'

'তাহলে কে তাকে খুন করে ট্রেনের কামরার ওপর ফেলে রাখল?'

'সব কথা খুলে বলছি,' কর্ণেলের স্বীকারোক্তি গোঙানির মত শোনাল, 'ওবেরস্টাইন আমায় পাঁচ হাজার পাউণ্ড দেবে বলল, স্টক এক্সচেঞ্জে আমার প্রচুর দেনা হয়েছিল, টাকাটা শোধ না করলে মুশকিল হত।'

'ক্যাডোগান কিভাবে খুন হল, না থেমে বলে যান!'

'কেন জানি না ক্যাডোগান আমায় গোড়া থেকেই সন্দেহের চোখে দেখত, ও সেদিন আমার পিছু নিয়েছিল তা আগে টের পাইনি। এখানে দরজায় দু'বার টোকা দিয়ে ভেতরে ঢোকার পর ক্যাডোগানও চট করে ঢুকে পড়ল, দারুণ হৈ চৈ জুড়ে দিল সে। ঝামেলা মেটাতে ওবেরস্টাইন রিভলভারের বাঁট দিয়ে এক ঘা মারলো তার মাথায়, সেই আঘাতে ক্যাডোগানের খুলি ভেঙ্গে গেল, তখনই মারা গেল সে। বিনা ঝামেলায় লাশ পাচার করার বুদ্ধিটা ওবেরস্টাইনের মাথাতেই এল, আমায় বলল, 'অত ভাবছেন কেন, ট্রেন আমার জানালার নীচে এসে থামে তখন কোনও একটা কামরার ওপর লাশ ফেলে দেব। এখন কি নকশা এনেছেন বের করুন দেখি। দশটা নকশা আমার সঙ্গে ছিল, খুঁটিয়ে দেখে মাত্র তিনটে রাখল, বলল, 'বড্ড জটিল, নকল করা মুশকিল।' বললাম, তাহলে দশটা কাগজই ফেরৎ নেব। ওবেরস্টাইন তখন এক মতলব বাৎলাল, নকশার সাতটা কাগজ ক্যাডোগানের লাশের ট্রাউজার্সের পকেটে গুঁজে দিল, খানিকক্ষণ বাদে একটা ট্রেন এসে থেমে গেল গরাদহীন জানালার নীচে, দু'জনে মিলে ক্যাডোগানের লাশ একটা কামরার

ছাদে শুইয়ে দিলাম, কুয়াশা বেশি ছিল তাই কেউ আমাদের দেখেনি। এর বেশি আমার জানা নেই।'

'ওবেরস্টাইন এখন কোথায়?' কর্ণেল ওয়াল্টার থামতে প্রশ্ন করলেন মাইক্রফট।

'জানিনা, শুনেছি প্যারিসের হোটেল দ্য লুভরে চিঠি লিখলে ওর হাতে পৌঁছোবে।

'খুব ভাল,' হোমস বলল, 'এবার যা বলছি লিখুন। কোনও প্রশ্ন করবেন না। খামের ওপর যা ঠিকানা আছে তা লিখুন। বেশ, এবার বয়ান লিখুন—

মান্যবর,

লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনা, যেসব কাগজপত্র আপনি পেয়েছেন তার মধ্যে একটি দলিল নেই, তার হুবহু নকল আছে আমার কাছে, যার অভাবে নকশা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাড়তি অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে তাই আরও পাঁচ হাজার পাউণ্ড দাবী করছি। এখনকার যা পরিস্থিতি তাতে ডাগযোগে ঐ কাগজ পাঠানোর ভরসা পাচ্ছি না, হাতেনাতে মাল দেব, পারিশ্রমিক নেব। চেক নয়। কারেনসি নোটে নয়ত গিনিতে। এক্ষুণি বিদেশে গেলে পেছনে লোক লাগতে পারে তাই আপনাকেই আসতে বলছি। শনিবার দুপুরে চেরিং ক্রশ হোটেলের স্মোকিং রুমে আপনার জন্য অপেক্ষা করব, শুধু ইংলিশ নোট বা গিনি, অন্য দেশের টাকা নেব না। ইতি। ব্যস, আর কিছু লিখতে হবে না। নাম সই করে শেষ করুন।'

সেই চিঠির ফাঁদে ধরা দিল হুগো ওবেরস্টাইন। তার ট্রাঙ্ক থেকে পুলিশ হারানো ব্রুস পার্টিংটন প্ল্যান উদ্ধার করল। চড়া দরে ইওরোপের কোনও শক্তিশালী দেশকে ঐ নকশা বিক্রি করার মতলব এঁটেছিল ওবেরস্টাইন, কিন্তু তার আগেই হোমসের পাতা ফাঁদে পা দিতে সেই মতলব বানচাল হল। আদালতের বিচারে পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল হুগো ওবেরস্টাইন।

কর্ণেল ভ্যালেন্টাইন ওয়াল্টারও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন, কিন্তু দু'বছর বাদে জেলের ভেতরই মারা গেলেন তিনি। হোমসকে উইণ্ডসরের এক ভদ্রমহিলা পান্না বসানো টাইপিন উপহার দিলেন। প্রশ্নের উত্তরে তাঁর নাম চেপে গেল সে, শুধু বলল ভদ্রমহিলা উইণ্ডসরের বাসিন্দা, বন্ধুসদৃশ উপকারের নিদর্শন হিসেবে ঐ টাইপিন উপহার দিয়েছেন তাকে। মুখ ফুটে না বললেও ভদ্রমহিলার নাম আন্দাজ করতে আমায় বেগ পেতে হয়নি, আমি জানি ভবিষ্যতে ঐ ছোট্ট উপহারের দিকে যতবার চোখ পড়বে ততবার ব্রুস পার্টিংটন প্ল্যান-এর অ্যাডভেঞ্চারের কথা তার মনে পড়বে।

চার
দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ডেভিলস ফুট

বিশ্রাম নিয়ে হোমসকে কখনও মাথা ঘামাতে দেখিনি, কিন্তু সব কাজকর্ম শিকেয় তুলে কিছুদিন একটানা বিশ্রাম না নিলে কাজ করার ক্ষমতা চিরকালের মত হারাতে হবে নামী ডাক্তার মুর আগার-এর এই বিধান হোমস এড়াতে পারে না। সত্যিই হাতে জমে থাকা সব কাজ কিছুদিনের জন্য শিকেয় তুলে সে বায়ু পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল। কর্ণিয়া উপদ্বীপের প্রান্তপ্রান্তে পোলধু উপসাগরের কাছে একটা ছোট্ট কটেজে আমরা দুজনে গিয়ে উঠলাম।

১৮৯৭-এর মার্চের গোড়ার দিক, বসন্তের হাওয়া সবে বইতে শুরু করেছে। কটেজের খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে সমুদ্রের সুন্দর জলরাশির মধ্যে প্রকৃতির এক ভয়াল রূপ চোখে পড়ে—জলের ভেতর থেকে সারি সারি অসংখ্য চোরা পাহাড়ের এবড়ো খেবড়ো মাথা উঁচু হয়ে আছে, এসব পাথরের খোঁচায় বহু জাহাজ ডুবেছে, যাত্রী আর নাবিক সমেত। জায়গাটার নাম মাউন্টস বে, উত্তুরে হাওয়া বইলে খুব শান্ত দেখায় তাকে। তেমনই দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে

ঝোড়ো হাওয়া বইলে মাউন্টস বে'-র শান্ত রূপ ঘুচে যায়, বেরিয়ে আসে তার ভয়াল চেহারা, ঝড়ের দাপটে জলে ফুঁসে ওঠে চোরাঘূর্ণি।

সমুদ্র থেকে ডাঙ্গার দিকে চোখ ফেরালে শুধু জলাভূমি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। গ্রামগুলো সব ছড়ানো ছেটানো, তাদের মধ্যে গির্জা থেকে প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের তৈরি পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ, সবই আছে।

সুপ্রাচীন এক জাতির বসতি একদা অতীতে এখানে ছিল যাদের সভ্যতার স্মারকচিহ্ন হিসেবে আশেপাশে এখনও ছড়ানো আছে অদ্ভুত গড়নের পাথরের অসংখ্য থাম আর বাসনপত্র। এসব কিছু হোমসকে গবেষণার প্রেরণা দিয়েছে, যুৎসই প্রবন্ধ লিখবে বলে সবে কিছু আকর গ্রন্থ আনিয়েছে সে এমনই সময় দেখা দিল এক জটিল রহস্য।

ট্রেডানিক ওলাস এখানকার সবচেয়ে কাছের গ্রাম, একটা পুরানো গির্জা আর কয়েকশ বাসিন্দা আছে সেখানে। গ্রামের পাদ্রি মিঃ রাউণ্ড হে পুরাতত্ত্বের সমঝদার তাই হোমসের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। খুব অল্প সময়ে মর্টিমার ট্রেগেনিস নামে এক ভদ্রলোক পাদ্রির বাড়ির কয়েকখানা ঘর ভাড়া নিয়েছেন, পাদ্রির বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্নে গিয়ে দেখা হল তাঁর সঙ্গে। ভদ্রলোক মনমরা মুখে আগাগোড়া বসে রইলেন। লক্ষ্য করলাম, সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটেন।

১৬ই মার্চ সকালে সবে ব্রেকফাস্ট সেরেছি এমন সময় মিঃ রাউণ্ড হে তাঁর ভাড়াটে মিঃ ট্রেগেনিসকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। ধূমপান সেরে হোমসকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাবার উদ্যোগ করছি তাই ওঁদের আগমনে খুব খুশি হলাম না। হোমসের কথা আলাদা, হাত নেড়ে দুজনকে ইশারায় বসতে বলল সে পাইপ টানার ফাঁকে। শিকারের গন্ধ পেলে হাউণ্ড যেমন খাড়া হয়ে বসে হোমসও দেখলাম তেমনই নড়ে চড়ে শিরদাঁড়া টানটান হয়ে বসল। মিঃ ট্রেগোনিসের পোশাকে খুঁত নেই, কিন্তু পাদ্রি তাড়াহুড়ো করে পোশাক পরেছেন দেখেই বুঝলাম।

'আপনি মুখ খুলবেন?' ভাড়াটে মিঃ ট্রেগোনিস বাড়িওয়ালা পাদ্রিকে বললেন 'না আমি শুরু করব?'

'আগে আমি বলছি,' পাদ্রি মিঃ রাউণ্ড হে শুরু করলেন, 'জায়গাটা আশা করি দেখেছেন মিঃ হোমস যেখানে আদিকালের একটা পাথরের ক্রস এখনও [illegible] উঁচিয়ে খাড়া আছে, জায়গাটার নাম ট্রেডানিক ওয়ার্থা। মিঃ ট্রেগোনিসের দু'ভাই ওয়েন আর জর্জ তাঁদের বোন ব্রেণ্ডাকে নিয়ে ঐখানে নিজেদের বাড়িতে থাকেন। গতকাল সন্ধের পরে মিঃ ট্রেগোনিস তাঁদের কাছে যান, ডাইনিং রুমের টেবিলে বসে তাস খেলেন তিনজনে একসঙ্গে। ঘড়িতে দশটা বাজবার অল্প খানিকক্ষণ বাদে মিঃ ট্রেগোনিস ভাইবোনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুস্থ দেহে খোসমেজাজে ফিরে আসেন। উনি খুব ভোরে ওঠেন, আজও উঠেছিলেন। বেড়াতে বেরিয়ে মাঝপথে ডঃ রিচার্ডসের সঙ্গে ওঁর দেখা হল, তাঁর কাছ থেকে যা শুনলেন তাতে তিনি ভাবনায় পড়লেন, ডঃ রিচার্ডসের সঙ্গে তিনিও গেলেন সেখানে। গিয়ে দেখেন অস্বাভাবিক দৃশ্য— গতকাল রাত দশটা পর্যন্ত যেখানে বসে তিনি তাস খেলেছেন সেই টেবিল ঘিরে বসে তাঁর দুভাই জর্জ, ওয়েন আর বোন ব্রেণ্ডা। ব্রেণ্ডার দেহে প্রাণ নেই আর দুভাই পাগলের মত কখনও হাসছে, কখনও কাঁদছে। তিনজনের মুখেই আতংকের ছাপ স্পষ্ট। মিসেস পোর্টার পুরানো কাজের লোক, রান্নার দায়িত্বও তার ওপর, রাতের বেলা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সে কোনও আওয়াজ তার কানে ঢোকেনি, ঘুম ভাঙ্গার মত কোনও ঘটনাও ঘটেনি। বাড়ি থেকে কিছু চুরি হয়নি, ভেতরের জিনিসপত্র যা কিছু যেখানে যেমন ছিল তেমনই আছে।'

'শয়তান, মিঃ হোমস!' ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মিঃ ট্রেগোনিস বললেন, 'এ নির্ঘাৎ শয়তানের কাজ তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই!'

'ভূত-প্রেত, শয়তান এদের কাজ হলে আমার কাছে মিছেই এসেছেন, মিঃ ট্রেগোনিস,' হোমসের গলা কঠোর শোনাল, 'স্বাভাবিক ব্যাখ্যা খুঁজে বের করাই আমাদের কাজ। কাল রাতের কথা বলুন, ভেবে বলুন। ভাই বোনের সঙ্গে সময় কাটানোর সময় অথবা ফিরে যাবার মুহূর্তে অস্বাভাবিক কিছু আপনার চোখে পড়েছিল কি?'

'একটা ঘটনা মনে পড়ছে,' কিছুক্ষণ ভেবে মিঃ ট্রেগোনিস জবাব দিলেন, 'জানালার বাইরে কে যেন দাঁড়িয়েছিল, চোখে চোখ পড়তেই সে উধাও হল। কালো ছায়ার মত তাকে দেখতে, মানুষ, না জানোয়ার বলতে পারব না। আমার ভাই জর্জকে জিজ্ঞেস করলাম কাউকে চোখে পড়েছে কিনা। সেও একই কথা বলল, কিছু একটা জানালার বাইরে আঁধারে দাঁড়িয়েছিল সেও দেখেছে। এর বেশি কিছু সে বলতে পারল না।'

'বেশ, মিঃ ট্রেগোনিস, এবার একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি। ভাইবোনেদের কাছ থেকে আপনি আলাদা থাকতেন কেন?'

'রেডরুমে একসময় আমাদের টিনের খনি ছিল, মিঃ হোমস', মিঃ ট্রেগোনিস জানালেন, 'সেই খনি চালাতে না পেরে একটা কোম্পানিকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হই। খনি বিক্রির টাকা ভাগ করে নেবার সময় নিজেদের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়, পরে সে সব মিটেও যায়। কিন্তু সেই থেকে আমি ওদের কাছ থেকে আলাদা হয়েছি। তবে আলাদা থাকলেও নিজেদের মধ্যে ভাব ভালবাসা, মেলামেশা একইরকম আছে।'

'আজ সকালে দুঃসংবাদ কিভাবে পান?'

'সকালে উঠে রোজ আমি খানিকক্ষণ বেড়াই,' মিঃ ট্রেগোনিস বললেন, 'আজও বেরিয়েছি, পথে ডঃ রিচার্ডসের সঙ্গে দেখা, মিসেস পোর্টারের জরুরি কল পেয়ে যাচ্ছেন আমার ভাইদের কাছে। শুনেই উঠে পড়লাম ওঁর গাড়িতে। ট্রেডনিক ওয়ার্থে পৌঁছে আমি তো অবাক, ব্রেণ্ডা মারা গেছে, আর তার পাশে বসে জর্জ আর ওয়েন পাগলের মত একবার কাঁদছে, একবার হাসছে। ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভেছে খানিকক্ষণ আগে, নিভে গেছে টেবিলের ওপর জ্বলন্ত মোমবাতি। ডঃ রিচার্ডস খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেও ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন ব্রেণ্ডার দেহে পেলেন না। আমার দাঁড়ানোর ক্ষমতা ছিল না, এর মধ্যে ডঃ রিচার্ডস সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে নিজেই বেহুঁশ হন আর কি। অনেক কষ্টে ওঁকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এলাম।'

'এ এক অদ্ভুত কেস,' টুপি চাপাতে চাপাতে হোমস মন্তব্য করল, 'আর সময় নষ্ট না করে চলুন এখনই ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক।'

ট্রেগানিক ওয়ার্থে যাবার পথে দেখলাম ঘোড়ার গাড়িতে মিঃ ট্রেগোনিসের দুই ভাই ওয়েন ও জর্জকে চাপিয়ে স্থানীয় কয়েকজন বলিষ্ঠ যুবক নিয়ে যাচ্ছে হেলসটনের পাগলা গারদে। পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখে পড়ল গাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে একটা মুখ দু'চোখ পাকিয়ে দেখছে আমাদের, মানুষের মুখ যে এমন বিকৃত ও বীভৎস দেখায় তা আগে জানা ছিল না।

ট্রেগানিক ওয়ার্থ বেশ বড়সড় ভিলা, চারদিকে বাগান ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। বাগানের দিকে খাবার ঘরের জানালা, যার বাইরে দাঁড়িয়েছিল মিঃ ট্রেগোনিসের বর্ণনা অনুযায়ী একটি মানুষ, অথবা জানোয়ার, নয়ত শয়তান স্বয়ং যাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে প্রাণ হারিয়েছে তাঁর বোন আর ভাই দুজন পাগল হয়ে গেছে।

বাড়ির রান্নাবান্না আর অন্যান্য কাজকর্মের দায়িত্ব মিসেস পোর্টারের হাতে। তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, হোমসের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন রাতে বাড়ির সবাই দিব্যি সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিলেন। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর মনিবদের ঐ অবস্থায় দেখে মিসেস পোর্টার বেহুঁশ হয়ে পড়েন। হুঁশ ফিরে এলে বাইরে গিয়ে একটি ছোট ছেলেকে দিয়ে ডাঃ রিচার্ডসকে খবর পাঠান।

ব্রেণ্ডা ট্রেগোনিসের মৃতদেহ ওপরে রাখা ছিল, সত্যিই রূপসী দেখতে তাকে। কিন্তু ভয়াবহ আতংকে তার সুন্দর মুখখানা অস্বাভাবিক বিকৃত দেখাচ্ছে। ব্রেণ্ডাকে পরীক্ষা করে হোমস আমাদের নিয়ে এল সেই ঘরে যেখানে ব্রেণ্ডা মারা যায়। টেবিলের ওপর চারটে মোমবাতি পুড়ে শেষ হয়ে গেছে, ছড়ানো আছে একরাশ তাস। ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভেছে বহুক্ষণ আগে, কাঠকয়লা ছাড়া এখন সেখানে আর কিছুই চোখে পড়ে না, ঘরের কোনও জিনিস সরানো হয়নি, শুধু চেয়ারগুলো টেনে আনা হয়েছে দেওয়ালের গা ঘেঁষে। গম্ভীর মুখে ঘরের ভেতর কিছুক্ষণ পায়চারি করল হোমস, চেয়ারগুলো টেনে এনে রাখল আগের জায়গায়, আলাদা ভাবে একেকটায় বসে বাগানের দিকে যতটা দেখা যায় দেখল। ঘরের মেঝে ফায়ারপ্লেসও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল সে। সবশেষে মিঃ ট্রেগোনিসকে প্রশ্ন করল, 'এখন তো বসন্তকাল, ঠাণ্ডা নেই বললেই চলে। তাহলে কাল সন্ধেব পর ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালানো হল কেন, বলতে পারবেন?'

'গতকাল আবহাওয়া স্যাঁতসেঁতে ছিল, মিঃ হোমস,' মিঃ ট্রেগোনিস জবাব দিলেন, 'হয়ত তাই। আমি বাড়িতে ঢোকার পরেই আগুন জ্বালানো হয় এটুকু মনে আছে। বলুন মিঃ হোমস এখন কি করবেন?'

'এখনকার কাজ আপাতত শেষ, মিঃ ট্রেগোনিস,' হোমস হাসল, 'আমি তাই ওয়াটসনকে নিয়ে তামাক খেতে চললাম। দরকার পড়লে পরে খবর দেব। চললাম তাহলে, এসো ওয়াটসন।'

আস্তানায় ফিরেই হোমস আমায় নিয়ে আবার বেরোল, সমুদ্রের ধারে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'শুধু শুধু ভেবে থই পাবেনা, ওয়াটসন, ঘটনার গভীরে যেতে হলে আগে যেটুকু জেনেছি সব পরপর সাজাতে হবে। গোড়াতেই বলে রাখি, যে যাই বলে বেড়াক, এই ঘটনা ভৌতিক বা এর পেছনে শয়তানের হাত আছে এ যুক্তি আমি কখনোই মানব না। যা কিছু ঘটেছে তার মূলে আছে মানুষেরই হাত। এই সিদ্ধান্তকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে আমাদের এগোতে হবে। মিঃ ট্রেগোনিসের বিবৃতি মানলে দেখা যায় তিনি গতরাতে ভাই বোনেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার খানিক বাদেই ঐ নারকীয় ঘটনা ঘটে। বিবৃতি সত্যি কারণ ঘটনাস্থলে গিয়ে আমরা দেখেছি যে তাসগুলো নিয়ে ওঁরা কালরাতে খেলছিলেন সেগুলো টেবিলেই ছড়িয়ে পড়ে আছে। শোবার সময় হওয়া সত্ত্বেও ভাইবোনেব কেউ টেবিল ছেড়ে ওঠেননি। আবার দ্যাখো, ওঁর কথা মানলে ধরে নিতে হয় জানালার বাইরে কেউ এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিকে মুখ ফেরাতেই মুখটা সরে যায়। গতকাল রাতে বৃষ্টি পড়েছে, বাগানের মাটি ভিজেছে। মিঃ ট্রেগোনিসের কথা মানলে জানালার বাইরে বাগানের মাটিতে পায়ের ছাপ থাকার কথা। কিন্তু সেখানে কারও পায়ের ছাপ আমার চোখে পড়েনি। এই জটিলতা ভেদ করব কিভাবে কিছুই বুঝতে পারছিনা।'

বন্ধুবরের কথায় সায় দিতে বাধ্য হলাম। কিন্তু পরিস্থিতি জটিল হলেও হোমসের গলা শুনে বুঝলাম সে আদৌ হাল ছেড়ে দিতে রাজি নয়। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে মানসিক ক্লান্তি হালকা করে আস্তানায় ফিরে এলাম দুজনে। বিশাল চেহারার এক ভদ্রলোক আমাদের অপেক্ষায় বসেছিলেন। শিকারি বাজপাখির মত ধারালো নাক, তীক্ষ্ণ চোখ, একমাথা তেলতেলে চুল। বয়সের ভারে মুখের চামড়া কুঁচকে গেলেও অদম্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর। চুরুটের ধোঁয়ায় গোঁফদাড়ির রং সোনালি হয়ে গেছে। আলাপ না থাকলেও চিনতে কষ্ট হলনা বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চারার এবং সিংহ শিকারি ডঃ লিয়ন স্টার্নডেল। ভদ্রলোক মানুষজন এড়িয়ে চলেন, জঙ্গলের ভেতর একটা ছোট বাংলোয় থাকেন, এদিকে এলে দিনরাত বইপত্র আর ম্যাপে ডুবে থাকেন। নিজের কাজকর্ম সব নিজেই করেন, কারও সাহায্য চান না, কারও সঙ্গে মেলামেশা করেন না।

'স্থানীয় পুলিশের ওপর আমার আস্থা নেই, আপনি অভিজ্ঞ লোক তাই আপনার কাছে এসেছি। ট্রেগোনিস পরিবারের শোচনীয় পরিণতির কথা বলছি, মিঃ হোমস। ওরা আমার আত্মীয়। প্লাইমাউথ পর্যন্ত গিয়েছিলাম, তারপর আজ সকালে খবরটা পেয়ে ছুটে এলাম কি হয়েছে দেখতে।'

'কিন্তু আপনার জাহাজ তো ছেড়ে গেছে, ডঃ স্টার্নডেল?' ভুরু কোঁচকাল হোমস।

'ওটা কোনও ব্যাপার নয়,' ডঃ স্টার্নডেন চুরুট ধরালেন, 'পরের জাহাজ ধরব।'

'ট্রেগোনিস পরিবারের সঙ্গে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্কটা কিরকম বলবেন?'

'মায়ের দিক থেকে, মিঃ হোমস,' ডঃ স্টার্নডেল জানালেন।

'খুবই নিকটাত্মীয় সন্দেহ নেই,' বলল হোমস, 'কিন্তু খবরটা যতদূর জানি এখনও কাগজে বেরোযনি, তাহলে প্লাইমাউথে বসে আপনি জানলেন কি করে?'

'টেলিগ্রাম পেয়েছি।'

'কে পাঠালেন টেলিগ্রাম?'

'মিঃ হোমস,' ডঃ স্টার্নডেলের গলা হঠাৎ কঠিন হল, 'আপনি দেখছি বড্ড বেশি কৌতূহলী।'

'না হলে উপায় কি বলুন, আমার পেশাই তো তাই,' হোমস বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিল।

'মিঃ রাউণ্ড টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন।'

'আপনার মালপত্র কি জাহাজে রেখে এলেন?'

'কিছু মাল জাহাজে আছে তবে বেশিরভাগই আছে হোটেলে। তা তদন্ত করে কি পেলেন জানতে পারি?'

'মাফ করবেন, ডঃ স্টার্নডেল,' হোমস বলল, 'তদন্ত আদৌ করব কিনা এ ব্যাপারে এখনও মনস্থির করিনি। তবে মনস্থির করলেও সবকিছু গোপন রাখতে আমি বাধ্য। আপনাকে কিছু জানাতে পারবনা।'

'কাকে সন্দেহ করছেন এটুকু তো বলতে পারেন?'

'দুঃখিত, এই প্রশ্নের উত্তর আমার নিজের জানা নেই।'

'তাহলে আর বসে সময় নষ্ট করব না, আমি যাচ্ছি,' বলে ডঃ স্টার্নডেল বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। পাঁচ মিনিট বাদে হোমস তাঁর পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল, যখন ফিরে এল তখন সূর্য ডুবতে বেশি দেরি নেই। একটা টেলিগ্রাম এসেছিল তার নামে, একনজর চোখ বুলিয়ে সেটা দুমড়ে ফায়ারপ্লেসে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'ডঃ স্টার্নডেলের বিবৃতি সত্যি কিনা জানতে প্লাইমাউথ হোটেলে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, এটা তারই জবাব। ডঃ স্টার্নডেল একরাত হোটেলে ছিলেন, নিজের কিছু মাল জাহাজেও তুলেছেন, তারপর মিঃ রাউণ্ডের টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে এসেছেন। ওকে তোমার কেমন লাগল, ওয়াটসন?'

'মনে হল এ ব্যাপারে ওঁর যথেষ্ট আগ্রহ আছে।'

ঠিক বলেছো, আর এই যথেষ্ট আগ্রহের মধ্যেই রয়েছে একটা সূত্র যার নাগাল এখনও পাচ্ছিনা। যাক এ নিয়ে এত মাথা এখন ঘামিয়োনা। বেড়াতে এসেছো, খাও দাও আর আনন্দে থাকো।'

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সবে দাড়ি কামাতে বসেছি, এমন সময় ঘোড়ার গাড়ি চেপে হাজির হলেন পাদ্রি মিঃ রাউণ্ড, কোনও ভূমিকা না করে জানালেন, 'মিঃ ট্রেগোনিস কাল রাতে মারা গেছেন, মিঃ হোমস, ওঁর মৃত বোনের মুখে যেসব লক্ষণ ফুটে উঠেছিল সবই ফুটে উঠেছে ওঁর মুখেও। শয়তান ফের হানা দিয়েছে, এ নির্ঘাৎ তার কাজ।'

খবর শুনে লাফিয়ে উঠল হোমস, আমায় নিয়ে দৌড়ে এসে উঠল গাড়িতে, পাদ্রিকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে বলল।

মিঃ রাউণ্ডয়ের বাড়িতে দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন মিঃ ট্রেগোনিস, ওপরে শোবার ঘরে আর নীচে বসার ঘর।

পাদ্রির বাড়িতে পা দেবার পর থেকেই অসহ্য গুমোটে হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। কাজের লোকটি মিঃ ট্রেগোনিসের বসার ঘরে ঢুকে জানালা খুলে দিতে একঝলক হাওয়া বাগানের দিক থেকে ঘরে ঢুকে সেই গুমোট দূর করল। যে দৃশ্য দেখলাম তা জীবনে ভুলব না। ঘরের মাঝখানে টেবিলের

ওপর রাখা একটা তেলের ল্যাম্প থেকে অনর্গল ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পাশে চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়ে বসে মিঃ ট্রেগোনিস, চশমাটা কপালে তোলা, জানালার দিকে মুখ ফেরানো। পাদ্রির বক্তব্যে ভুল নেই, মৃত ব্রেণ্ডা ট্রেগোনিসের চোখেমুখে যে সীমাহীন আতঙ্ক ফুটে উঠতে দেখেছি সেই একই আতংক ফুটে উঠেছে মিঃ ট্রেগোনিসের চোখেমুখেও। মোচড়ানো হাতপায়ের সবকটা আঙুল বেঁকে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। রাতেববেলা কোনও অজ্ঞাত কারণে তাড়াহুড়ো করে পোশাক পরেছেন তা একনজর দেখলেই বোঝা যায়। চাদরে ভাঁজ পড়েছে, কুঁচকে আছে বালিশের তোয়ালে। অর্থ একটাই— মারা যাবার আগে মিঃ ট্রেগোনিস বিছানায় শুয়েছিলেন। সেদিক থেকে ধরে নিতে হয় খুব ভোরবেলা তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

হোমসের দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠলাম, তার দুচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, প্রবল প্রেরণায় ছটফটিয়ে উঠছে সে। প্রচণ্ড নৈরাশ্যের মাঝখানে বন্ধুবরের এইসব লক্ষণ বরাবর আমার চোখে আশাপ্রদ ঠেকেছে। কয়েক মুহূর্ত বাদে হোমস গরাদহীন খোলা জানালা দিয়ে ছুটে লাফিয়ে পড়ল বাগানে. একটু বাদে আবার একইপথে ফিরে এল ঘরে। বসার ঘরে কিছুক্ষণ পাক খেয়ে ছুটে গেল ওপরে শোবার ঘরে, মিঃ রাউণ্ড হে-কে নিয়ে আমিও সেখানে এলাম। রক্ষা, পুলিশ এখনও আসেনি তাই স্বাধীনভাবে তদন্ত করতে পারছে হোমস।

ওপরের ঘরটি শোবারঘর হিসেবে ব্যবহার করতে মিঃ ট্রেগোনিস আগেই বলেছি। আমরা পৌঁছোনোর পরে জোর ধাক্কা মেরে হোমস বন্ধ জানলাটা খুলে দিল পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল জোরে। তার গলায় উল্লাস শুনে বুঝলাম গুরুত্বপূর্ণ কোনও সূত্র খুঁজে পেয়েছে। নীচের ঘরের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটাল হোমস, সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে বাগানে ঢুকল, দোতলার শোবার ঘরের জানালার ঠিক নীচে বাগানের মাটির ওপর শুয়ে পড়ল উবু হয়ে। খানিক বাদে আবার বাগান থেকে খোলা জানালা পথে একতলায় বসার ঘরে ফিরে এল হোমস।

আমরাও ততক্ষণে নেমে এসেছি, দেখি আতসকাঁচে চোখ রেখে তেলের ল্যাম্পটা খুঁটিয়ে দেখছে সে। খানিক বাদে ল্যাম্পের চিমনির ওপর কাচের গুঁড়োর ঘেরাটোপ থেকে খানিকটা ছাই কাগজে মুড়ে খামে রাখল হোমস, স্থানীয় থানার পুলিশ ডাক্তার নিয়ে ঘরে ঢুকতে আমাদের নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল।

'আমার এখানকার তদন্ত শেষ, মিঃ রাউণ্ড হে,' পাদ্রির দিকে তাকাল হোমস, 'এ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলার সাধ আমার নেই, ওরা কথা বলতে চাইলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন তবে শোবার ঘরের জানালা আর বসার ঘরের তেলের ল্যাম্প এ দুটো জিনিস ওদের খুঁটিয়ে দেখতে বলবেন এটা আপনাকে আমার অনুরোধ। তাহলে, এসো ওয়াটসন, ফেরা যাক।'

পরের কয়েকটা দিন হোমস নিজের ধ্যানে বিভোর হয়ে রইল। মাঝে পাইপ মুখে কয়েকবার বেরোল, ফিরে এসে মুখে তালা এঁটে রইল। মিঃ ট্রেগোনিসের বসার ঘরে যেমন দেখেছিল হুবহু তেমন দেখতে একটা তেলের ল্যাম্প হোমস কিনে আনল। একটানা কতক্ষণ জ্বলে দেখতে তাতে তেল ভরে জ্বালিয়ে রাখল, সময়ের হিসেব লিখে রাখতে ভুলল না। তারপর সেই ল্যাম্প নিয়ে এক মারাত্মক পরীক্ষা করল হোমস যার কথা চিরকাল মনে রাখব।

'একটা বিষাক্ত আবহাওয়া ঘরের ভেতর ছড়িয়ে পড়ার ফলেই প্রথমে ব্রেণ্ডা তারপর মর্টিমার ট্রেগোনিসের মৃত্যু ঘটেছে ওয়াটসন,' পরীক্ষা শুরু করার আগে হোমস বলল, 'পরিস্থিতি সবদিক থেকে বিচার করে এই সিদ্ধান্তেই এসেছি আমি। প্রথম ক্ষেত্রে, এক মারাত্মক ক্ষতিকারক বিষ ফেলা হয় ফায়ারপ্লেসের আগুনে। ঘরের জানালা ছিল বন্ধ, বিষাক্ত ধোঁয়া বেরিয়ে গেছে চিমনি দিয়ে, তার আগে বিষাক্ত ধোঁয়ার প্রভাবে দমবন্ধ হয়ে মরেছে ব্রেণ্ডা ট্রেগোনিস, আর তার দুভাই পরিণত হয়েছে উন্মাদে। মেয়েদের হৃদযন্ত্র পুরুষদের চেয়ে দুর্বল বলেই ব্রেণ্ডা বাঁচেনি, বাঁচলে সেও উন্মাদে পরিণত হত। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে মিঃ ট্রেগোনিসের বসার ঘরের ল্যাম্পের

ভেতর থেকে খানিকটা ছাই চেঁছে আনলাম যা তুমি নিজে চোখে দেখেছো। যে বিষের ধোঁয়ায় ব্রেণ্ডার মৃত্যু ঘটেছে সেই একই বিষ মিঃ ট্রেগোনিসের বসার ঘরের তেলের ল্যাম্পের ভেতরের ঘেরাটোপে লাগানো হয়েছিল যার বিষাক্ত ধোঁয়ার প্রভাবে তিনি মারা গেছেন। এ বিষের ধোঁয়া নিঃশ্বাসের মাধ্যমে মস্তিষ্কে গেলে প্রথমে চোখেমুখে আতংকের ভাব ফুটে ওঠে তারপর ঘনিয়ে আসে নিশ্চিত মরণ। তবে সবটুকু বিষ আমি ল্যাম্প থেকে তুলে আনিনি, কিছুটা রেখে এসেছি পুলিশর জন্য। বুদ্ধি থাকলে ওরা তা জোগাড় করুক। যাক এবার আমার পরীক্ষা শুরু করার পালা। জানালা খুলে রাখো, বিষাক্ত ধোঁয়ার প্রভাবে এত শীগগির মরতে চাই না। তুমি পরীক্ষায় অংশ নেবে বলছ? বেশ, কিন্তু পুরোপুরি নিজের দায়িত্বে তা আগেই বলে রাখছি। খোলা জানালার ধারে বোসো তুমি, মুখোমুখি বসছি আমি। দরজাও খোলা থাক। জেনে রাখো আমরা দুজনেই বিষাক্ত ধোঁয়ার খপ্পরে পড়ব সমানভাবে, ভয়ানক কোনও পরিণতি ঘটার আগে পরীক্ষা শেষ করবে হয় তুমি নয়ত আমি। যাও ঐ আর্মচেয়ারে গিয়ে বোস।'

কথা শেষ করে হোমস ল্যাম্পের ভেতর থেকে অল্প কিছুটা গুঁড়ো তুলে তেলের ল্যাম্পের আগুনে ফেলে দিল। দেখতে দেখতে গোটা ঘর ভরে গেল মৃগনাভির কড়া গন্ধে। মনে হতে লাগল আমি যেন আমার মধ্যে নেই, মাথাও ঠিক কাজ করছে না। পরপর অনেকগুলো কালো ছায়ার মত প্রাণি মেঘের মত ভেসে বেড়াচ্ছে চোখের সামনে, তাদের অস্তিত্ব এক ভয়ানক আতংক ছড়িয়ে দিল আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। নিজেকে সংযত রাখতে বারবার চেষ্টা করেও আমি বিফল হলাম, সেই নারকীয় অস্তিত্বগুলো বারবার এগিয়ে আসতে লাগল, আমার সমগ্র সত্তা দখল করে গিলে খেতে তারা বদ্ধপরিকর। মাথার চুল গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে শজারুর কাঁটার মত, দুচোখ অক্ষিকোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, জিভ ঝুলে পড়চে, এসব অনুভূতি এখনও টের পাচ্ছি। সেই মুহূর্তে একটা আর্তনাদ আমার বুক ফেটে গলা চিরে বেরোল, যা নিজের কানে ঠেকল কাকের ডাকের মত। সেই আওয়াজ শুনে থরথর করে কেঁপে উঠলাম। বহুকষ্টে নিজের সর্বশক্তি সংযত করে তাকালাম উল্টোদিকে, হোমসের মুখখানা দেখে মনে হল এইমাত্র কবর থেকে উঠে এসেছে সে। তার মুখের এই ভয়ানক চেহারাই শেষ মুহূর্তে আমাদের দুজনকে বাঁচাল আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে, নিমেষে আমার শেষ শক্তি আর মস্তিষ্কের সুস্থতা চাবুকের ঘায়ের মত আছড়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে পেলাম আমার হারানো সত্তা। লাফিয়ে উঠে হোমসকে জড়িয়ে গড়িয়ে পড়লাম মেঝের ওপর, গড়াতে গড়াতে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে জমির ওপর আছড়ে পড়লাম। সূর্যের আলো আর খোলা হাওয়ার ছোঁয়ায় ভেতরের সব জড়তা কেটে গেল দেখতে দেখতে, দুজনে ঘাসের ওপর উঠে বসলাম। খানিক বাদে কানে এল হোমসের গলা, 'মাফ করো ওয়াটসন, তোমায় এই মারাত্মক পরীক্ষায় জড়ানো আমার উচিত হয়নি।' বলতে গিয়ে তার গলা কেঁপে উঠল।

'বাজে কথা রাখো,' আমি বললাম, 'তোমার কাজে সাহায্য করা আমার কর্তব্য তা ভুলে যাচ্ছ কেন?'

আরও কিছুক্ষণ লোনা হাওয়ায় কাটিয়ে দুজনে ফিরে এলাম আস্তানায়। তেলের ল্যাম্পটা একটান মেরে বাইরে ঝোপের ভেতর ছুঁড়ে ফেলে হোমস বলল, 'এবার তাহলে বুঝতে পেরেছ কিভাবে পরপর দুটি নারকীয় ঘটনা ঘটেছে?'

কিছু না বলে শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

'এসো বাইরে খোলা হাওয়ায় বসা যাক,' বলে আমায় নিয়ে বাইরে এল হোমস, আস্তানার লাগোয়া একফালি বাগানে ঘাসের ওপর মুখোমুখি বসলাম দু'জনে।

'দমবন্ধ করা বিষাক্ত গ্যাসটা যেন এখনও গলায় আটকে আছে,' কয়েকবার গলা ঝেড়ে হোমস বলল, 'যেসব সূত্র হাতে এসেছে তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওয়াটসন, এই

বীভৎস নাটকের নায়ক মিঃ মর্টিমার ট্রেগোনিস স্বয়ং। প্রথম ঘটনায় তিনি খুন করেছেন, দ্বিতীয় ঘটনায় নিজে খুন হয়েছেন। পারিবারিক টিনের খনি বিক্রির টাকার অংশ নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে ওঁর ঝগড়া হয়েছিল মিঃ ট্রেগোনিস নিজেই তা শুনিয়েছেন মনে পড়ে? সে সব পরে মিটে যাবার কথাও তিনি বলেছেন। কিন্তু এসব ভুল বোঝাবুঝি সহজে মেটে না। মিঃ ট্রেগোনিসের বেলাতেও মিটেছিল কিনা জানা যাবে না। তবে ঐরকম ধূর্ত মতলববাজ দেখাতে মানুষেরা সচরাচর কাউকে ক্ষমা করতে পারে না। তারপর দেখ, জানালার কাছে বীভৎস মুখ দেখে আঁতকে ওঠা এবং অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেই মুখের হদিশ না পাওয়া, এখন এক মনগড়া ভৌতিক গালগল্প শুনিয়ে গোড়াতেই মিঃ ট্রেগোনিস আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য একটাই, ভুল দিকে তদন্তের মোড় ঘোরানো। সবশেষে, সে রাতে ভাইবোনদের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে তাদের চোখ এড়িয়ে বিষাক্ত গুঁড়োটা উনিই আগুনে ফেলেছিলেন তারও অকাট্য প্রমাণ আছে—উনি চলে যাবার পরে আর কেউ ঘরে ঢুকলে ভাইবোনেরা অবশ্যই সরে আসত টেবিল থেকে, সরে বসত। কিন্তু এক্ষেত্রে তা ঘটেনি, আমরা পরদিন দেখেছি ব্রেণ্ডার মৃতদেহ টেবিলের ধারে চেয়ারে পড়ে, বাকি দু'ভাই জর্জ আর ওয়েনও বসে সেখানে। স্থানীয় মানুষেরা শান্তিপ্রিয় ত বটেই, সর্বোপরি ভদ্র, রাত দশটার সময় তারা কারও বাড়িতে যায় না। অতএব, আবার প্রমাণ হচ্ছে মিঃ মর্টিমার ট্রেগোনিসই অপরাধী।'

'তাহলে তুমি বলতে চাও মিঃ ট্রেগোনিস এরপর আত্মহত্যা করেছেন?'

'ওপর থেকে দেখলে তেমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক,' একটু চুপ করে থেকে, হোমস বলল, তিন ভাইবোনের চরম সর্বনাশ করে পুরোনো রাগ মিটিয়েছেন, তারপর অনুতাপের জ্বালায় নিজেও একইভাবে শেষ করেছেন নিজের জীবন। তবে এই থিওরি মেনে নিতে আমি রাজী নই। আসলে কিভাবে ওঁর মৃত্যু ঘটেছে তা একজনই জানেন। কি আশ্চর্য। এই ত তিনি এসে হাজির হয়েছেন। আসুন ডঃ স্টার্নডেল, অনুগ্রহ করে এখানেই বসুন ঘরের ভেতরের পরিবেশ আপনার মত বিশিষ্ট অতিথির বসার পক্ষে উপযুক্ত নয়।'

লোহার গেট খোলার ধাতব শব্দ কানে এল, পরমুহূর্তে ডঃ স্টার্নডেলের বিশাল চেহারা চোখে পড়ল, কাছাকাছি এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন।

'আধঘণ্টা আগে আপনার চিঠি পেলাম, আপনি এখানে [illegible] তে বলেছেন। বলুন মিঃ হোমস, কি ব্যাপার যদিও আপনার নির্দেশ মানতে যাব কেন তা এখনও বুঝতে পারছিনা।'

'এক্ষুণি বুঝতে পারবেন, ডঃ স্টার্নডেল,' বিনয়ে গদগদ হল হোমস, 'সেই হাঁড়ি ভাঙ্গার আগে খোলা নীল আকাশের নীচে আপনাকে এভাবে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি বলে আমায় মাফ করবেন। আরেকটু ভূমিকা বাকি—আমার বন্ধু এবং সহকারী ডঃ ওয়াটসনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে খানিক আগে দারুণ এক ভয়ানক কাহিনীর উপাদান যোগাড় করেছি যা শুনলে আপনার গায়ে কাঁটা দেবে, তার নাম দিয়েছি কার্নিশ রহস্য, কর্ণওয়ালের ভয়ঙ্কর বলতেও বাধা নেই। আগেই বলে রাখি যেসব কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোবে তাতে আপনার পক্ষে ভেঙ্গে পড়া স্বাভাবিক। প্রচণ্ড ক্ষতিও হতে পারে। সেদিক থেকে খোলামেলা হলেও এই একফালি জায়গা যথেষ্ট নিরাপদ, এখানে আমাদের কথা আড়ি পেতে কেউ শুনছেনা। হ্যাঁ, মনে রাখবেন, আমি পুলিশকে এখনও খবর পাঠাইনি, অথচ ইচ্ছে করলেই তা পারতাম। তা না করে শুধু আপনাকে এখানে একবার আসতে বলেছি।'

দৈত্য দানো চোখে না দেখলেও সেই মুহূর্তে নামজাদা সিংহ শিকারিকে তেমনই মনে হল, প্রচণ্ড রাগে যাঁর শুধু ফেটে পড়তে বাকি। বন্ধুবর ঠাণ্ডা মাথায় যেভাবে ঠেসে ধরেছে তাতে রাগে ফেটে পড়লেও লাভ হবেনা তা তিনি বিলক্ষণ বুঝেছেন, আর তাই নিজেকে শান্ত রেখেছেন।

ঘাসের ওপর যেবারে বসে পড়লেন তাতে প্রমাণ হল অভিযাত্রী জীবনে এর আগে এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি তিনি হননি।

'কি বলতে চান আপনি?' আধপোড়া চুরুটটা দুই আঙ্গুলে চেপে পিষে চাপাগলায় গর্জে উঠলেন ডঃ স্টার্নডেল, 'আমাকে এভাবে ডেকে পাঠানোর অর্থ কি, মিঃ হোমস?'

'অর্থ খুব সহজ, ডঃ স্টার্ণডেল,' হোমসের গলা এতটুকু পাল্টালনা, 'মিঃ মর্টিমার ট্রেগোনিসকে কিভবে খুন করলেন তা আপনার নিজের মুখ থেকে আমি শুনতে চাই।'

'মিঃ হোমস!' দুহাত মুঠো করে সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেললেন ডঃ স্টার্নডেল, নিজেকে বহুকষ্টে শান্ত রেখে বললেন, 'বুনো জানোয়ার আর জংলি মানুষের মোকাবিলা আমায় করতে হয় আশা করি জানেন। আমার হাতে জখম হবার সাধ না থাকলে মুখ সামলান, অন্য কথা বলুন! আমি আইন কানুনের ধার ধারি না!'

'তেমন জখম আমার হাতে আপনিও হতে পারেন, ডঃ স্টার্নডেল,' নির্ভীক শোনাল হোমসের গলা, 'মনে রাখবেন, ইচ্ছে থাকলে সোজা পুলিশ ডেকে আপনাকে ধরিয়ে দিতাম, খুনের অভিযোগে, কথা বলার জন্য আপনাকে এভাবে ডেকে পাঠাতাম না। আমার চোখকে ফাঁকি দেবেন কি করে। আমি নিজে চোখে সেদিন দেখলাম আপনি মাটি থেকে কিছু ছোটপাথর কুড়িয়ে পকেটে রাখলেন, তারপর পাদ্রি মিঃ রাউণ্ড হের বাড়ির সামনে পৌঁছে দোতলায় মিঃ ট্রেগোনিসের শোবার ঘরের বন্ধ জানালা তাক করে ওগুলো পকেট থেকে বের করে ছুঁড়তে লাগলেন।'

'আপনি জানলেন কি করে?' ডঃ স্টার্নডেল যে ঘাবড়ে গেছে তা ওঁর গলা শুনেই বুঝলাম।

'আমি পেছন থেকে আপনার ওপর নজর রেখেছি তাই জেনেছি,' হোমস বলল, 'খানিক বাদে মিঃ ট্রেগোনিস ভেতর থেকে শোবার ঘরের জানালার পাল্লা খুলে দিলেন, আপনি হাত নেড়ে ওঁকে নীচের বসার ঘরে নেমে আসতে বললেন। মিঃ ট্রেগোনিস বসার ঘরে এসে জানালা খুলে দিলেন, আপনি সেই খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। অল্প কিছুক্ষণ কথা বললেন, তারপর জানালা দিয়ে বাগানে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে পাল্লা ভেজিয়ে দিলেন, চুরুট ধরিয়ে কি হয় দেখতে লাগলেন। এরপরেও শুনতে চান? মিঃ ট্রেগোনিস বসার ঘরে দম বন্ধ হয়ে ভয়ানক মৃত্যু বরণ করেছেন জেনে আপনি যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই বাড়ি ফিরলেন। মিঃ ট্রেগোনিসকে কেন খুন করলেন, ডঃ স্টার্নডেল? দেখছেন ত, আমি সবই জেনেছি। এবার সত্যিকথা খুলে বলুন। অনুগ্রহ করে বাজে কথা বলবেন না, সেক্ষেত্রে আপনাকে বাঁচানো আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না।'

ডঃ স্টার্নডেলের মুখখানা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। খানিকক্ষণ তিনি মাথা নীচু করে বসে রইলেন তারপর পকেট থেকে একটা ছোটো ফোটো বের করে সামনে রেখে ভাঙ্গা গলায় বললেন, 'যা কিছু করেছি সব এরই জন্য মিঃ হোমস।' ফোটোটি এক রূপসী যুবতীর অল্প কিছুদিন আগে তার মৃতদেহ দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।

'ইনিতো ব্রেণ্ডা ট্রেগোনিস!' চাপা গলায় বলে উঠল হোমস।

'ঠিক বলেছেন, মিঃ হোমস,' ডঃ স্টার্নডেল বললেন, 'ব্রেণ্ডাকে আমি মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম। শুধু ওর মুখখানা দেখব বলেই সেই আফ্রিকা থেকে একেবারে ছুটে এসেছি এতদূরে, শুধু তার ভালবাসার টানে। আমার বৌ বহুদিন হল আমায় ছেড়ে চলে গেছেন কিন্তু আইনগত অসুবিধার জন্য তাকে ডিভোর্স করতে পারিনি। এইকারণে, শুধু এই কারণে দিনের পর দিন বেচারি ব্রেণ্ডাকে অপেক্ষাই করতে হয়েছে, কিন্তু আমাদের বিয়ে হয়নি। পাদ্রি মিঃ রাউণ্ডহে সবই জানেন, বিশ্বাস করে আমরা দুজনেই ওঁকে সব কথা বলেছি। ব্রেণ্ডার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে তাই তিনিই আমায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। মিঃ হোমস, আমার ব্রেণ্ডা আমায় পাবার আশায় সারাজীবন শুধু অপেক্ষা করে গেল, কিন্তু শেষকালে তার যে এমন নির্মম পরিণতি ঘটবে তাত আমি স্বপ্নেও

ভাবিনি!' বলতে বলতে দু'হাতে মুখ ঢেকে ডঃ স্টার্নডেল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। কিছুটা সামলে নিয়ে আবার খেই ধরলেন, ব্রেণ্ডা বেঁচে নেই জেনে আমার মাথাটা যেন কেমন হয়ে গেল, প্রতিশোধ নিতে ছুটে এলাম, সঙ্গে নিয়ে এলাম এক মারাত্মক বিষাক্ত শেকড়। এই দেখুন, মিঃ হোমস!'

কথা শেষ করে একটা কাগজের প্যাকেট বের করে সামনে রাখলেন ডঃ স্টার্নডেল, তার গায়ে লেখা 'র‍্যাডিক্স পোডিস ডায়ারোলি,' নীচে লাল কালিতে লেখা 'বিষ'।

'আধুনিক বিজ্ঞান এই মারাত্মক বিষের খোঁজ এখনও পায়নি, তাই আপনারা এর নাম শোনেন নি। পশ্চিম আফ্রিকার থেকে এই বিষের নমুনা আমি যোগাড় করেছিলাম। সে দেশের গণ্ডগ্রামগুলোতে জংলি ওঝারা এখনও স্থানীয় সমাজ শাসন করে, কাউকে খতম করার দরকার হলে তারা লোকজনের সামনে আগুন জ্বালায়, তারপর সেই শত্রুকে ধরে এনে আগুনে এই শেকড়ের গুঁড়ো ফেলে দেয়। শেকড়ের গুঁড়োর পোড়া ধোঁয়া নাকে গেল সেই শত্রু হয় তখনই মরে, নয়ত পাগল হয়ে যায়। শেষবার যখন আসি তখন এই গুঁড়ো কিছুটা সঙ্গে এনেছিলাম। ব্রেণ্ডার সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে তার ভাইদের সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল। মর্টিমার ট্রেগোনিসের সঙ্গেও। সম্পত্তি বিক্রির টাকার অংশ নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে ওঁর মন কষাকষি হয়েছিল হয়ত শুনে থাকবেন। মুখে বলে বেড়ালেও মিঃ মর্টিমার ট্রেগোনিস কিন্তু ভাইবোনেদের ওপর রাগ পুষে রেখেছিলেন। এমন মতলববাজ, ধূর্ত, পাজির পাঝাড়া লোক আর একজনকেও জীবনে দেখিনি আমি।

হপ্তা কয়েক আগের ঘটনা আমি তখন এখানেই। মর্টিমার ট্রেগোনিস একদিন এলেন আমার কাছে। আফ্রিকার সিংহ শিকারের গল্প শোনানোর ফাঁকে আমি ওঁকে এই বিষ দেখালাম, এর ধোঁযায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার কথাও শোনালাম। উনি যতক্ষণ ছিলে ততক্ষণ একবারও আমি বাইরে যাইনি, আলমারি খুলে দরকারি কাগজপত্র এটা সেটা দেখছিলাম। আমি নিশ্চিত সেই ফাঁকে উনি এই গুঁড়ো খানিকটা হাতিয়ে নেন। সন্দেহ করার আরও কারণ আছে, মানুষ মারতে কতটুকু বিষ দরকার হয়, কতক্ষণে মৃত্যু ঘটে এইসব প্রশ্ন উনি বারবার আমায় করছিলেন। কিন্তু উনি যে বিষয় সম্পত্তি সব হাতানোর জন্য তিন ভাইবোনকে খতম করার মতলব আঁটছেন তা একবারও তখন আঁচ করতে পারিনি। মার্টিমার ধরেই নিয়েছিলেন আমি আবার ফিরে যাব আফ্রিকার জঙ্গলে। কিন্তু টেলিগ্রাম পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম। বি[illegible] শেকড়ের গুঁড়োর সাহায্যে এই নারকীয় কাণ্ড ঘটানো হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে গেলাম। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম, কিন্তু আলাপ করে বুঝলাম এ ব্যাপারে আপনি কিছুই জানতে পারেননি। পরিস্থিতি বিচার করে বুঝলাম আসল অপরাধী মিঃ মর্টিমার ট্রেগোনিস নিজেই। পুলিশকে বলে লাভ হত না যেহেতু নির্দিষ্ট প্রমাণ আমার হাতে কিছুই নেই। অতএব ব্রেণ্ডার ভাগ্যে যা ঘটেছে সেইভাবে মর্টিমোরকে শাস্তি দেবার শপথ নিলাম।

আপনি ঠিকই দেখেছেন মিঃ হোমস, মিঃ রাউণ্ডহের বাড়ি গেলাম, পথে একমুঠো ছোট কুচো পাথর পথ থেকে তুলে পকেট ভরলাম। দোতলায় মর্টিমারের শোবার ঘরের জানালা তাক করে পাথর ছুঁড়তে লাগলাম। খানিক পরে মর্টিমার এসে জানালা খুললেন, আমি ইশারায় তাঁকে নীচে বসার ঘরে আসতে বললাম। নীচে এসে জানালা খুলে উনি আমায় ভেতরে ঢোকালেন। সময় নষ্ট না করে সরাসরি জানালাম ওঁর অপরাধ আমার কাছে গোপন নেই এবার আমি তার সাজা দিতে এসেছি। আমার কথা শুনে ভয় পেলেন মর্টিমার, দৌড়ে ঘর থেকে পালাতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার বের করে তাঁকে চেয়ারে বসতে বাধ্য করলাম। টেবিলের ওপর তেলের ল্যাম্পটা আগেই দেখেছিলাম, এবার দেশলাই জ্বেলে তার পলতেয় আগুন দিলাম, বিষাক্ত শেকড়ের গুঁড়ো খানিকটা আগুনে ছড়িয়ে জানালা দিয়ে বাগানে বেরিয়ে এলাম, বললাম পালাতে গেলে কুকুরের মত গুলি করে মারব। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই প্রচণ্ড যন্ত্রণার যে

ছাপ তাঁর মুখে ফুটে উঠল তা কি ভয়ানক আপনি নিজে চোখে দেখেছেন, মিঃ হোমস। কিন্তু আমার প্রেয়সী ব্রেণ্ডাকেও তো একইভাবে মরতে হয়েছে, আমার কাছ থেকে চিরদিনের মত তাকে সরিয়ে দিয়েছেন ঐ মর্টিমার ট্রেগোনিস কাজেই তিনি মারা যাবার আগে যত কষ্টই পেয়ে থাকুন তাতে এতটুকু বিচলিত হইনি আমি।

'আমার কথা শেষ,' হোমসের চোখের দিকে সোজা তাকালেন ডঃ স্টার্নডেল, 'এবার আপনার যা ইচ্ছে করতে পারেন। পদে পদে মরণের সঙ্গে লড়াই করে জীবনের এতগুলো বছর কাটিয়েছি, মৃত্যুভয় তাই এখন আমার নেই।'

'এখন আপনি কি করবেন স্থির করেছেন?' খানিকক্ষণ চুপ করে জানতে চাইল হোমস।

'মধ্য আফ্রিকায় আমার অনেক কাজ এখনও পড়ে আছে, এখানকার আকর্ষণ যখন শেষ হল তখন সেখানেই ফিরে যাব ভেবে রেখেছি, বাকি জীবনটুকু সেখানেই কাটাব।'

'তাই যান, ডঃ স্টার্নডেল,' বিচারকের থমথমে গলায় হোমস বলল, 'আমি আপনাকে আর আটকাব না। কথা দিলাম এতক্ষণ যা বললেন সব আমাদের তিনজনের মধ্যে চাপা থাকবে, আর কেউ জানবে না।'

একটি কথাও না বলে উঠে দাঁড়ালেন ডঃ স্টার্নডেল, ঘাড় হেঁট করে হোমসকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

'হাতে পেয়েও কেন ওঁকে ছেড়ে দিলাম এই ভেবেছো ত?' এতক্ষণ বাদে পাইপ ধরালো বন্ধুবর, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ওয়াটসন, নারীর ভালবাসার স্বাদ আমি পাইনি, আজ পর্যন্ত কোনও নারী আমায় ভালবাসেনি। তেমন কেউ যদি সত্যিই আসত আর ব্রেণ্ডার মত দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি যদি তাঁর জীবনে ঘটত তাহলে কে জানে, হয়ত আমিও ডঃ স্টার্নডেলের মতই নিজের হাতে আইন তুলে নিতাম। যাক, এ নিয়ে আর তোমায় জ্ঞান দিতে হবেনা, রহস্যের সমাধান যখন হয়েছে তখন আমরাও আবার আমাদের ভাষাতত্ত্বের পুরোনো গবেষণায় ফিরে যেতে পারি।'

পাঁচ

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য রেড সার্কেল

'শুনুন মিসেস ওয়ারেন, আমার ধারণা আপনি খামোখা ভেবে মরছেন, তাই এ ব্যাপারে নাক গলানো ঠিক হবে মনে হচ্ছে না।' পেল্লাই খাতায় হালের কয়েকটি কেসের যাবতীয় বিবরণ আঠা দিয়ে ক্রমানুযায়ী সাঁটতে সাঁটতে হোমস বলল, 'তাছাড়া আমার নিজের সময়ের তো দাম আছে।'

যাকে এসব বলা মিসেস ওয়ারেন নামে সেই বাড়িউলি কিন্তু এত সহজে হার মানার পাত্রী নন। সোজাকথায় এগোনো মুশকিল দেখে এবার তিনি কঠিন স্বভাবের পুরুষদের মন জয় করার সনাতন পথ ধরলেন—তোষামোদ। গলা নামিয়ে বললেন, 'মিঃ হোমস, আমার কথা আপনি কানেই তুলছেন না, কিন্তু গত বছর আমারই এক ভাড়াটের কেস আপনি নিয়েছিলেন। তার বেলায় কোনও আপত্তি করেন নি।'

'আপনার ভাড়াটে, কার কথা বলছেন?' গলা শুনে মনে হল হোমসের মেজাজের বরফ গলতে শুরু করেছে।

'মিঃ ফেয়ারডেল হবস-এর কথা, বলছি, মিঃ হোমস উনি আমারই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।'

'ওহো, মনে পড়েছে কার কথা বলছেন,' হোমস খাতা থেকে চোখ তুলল, 'কিন্তু সে তো একটা খুবই মামুলি কেস, কবে চুকে গেছে।'

চুকে গেলেও আপনাকে তিনি এখনও ভোলেননি মিঃ হোমস, আজকের যুগেও আপনার মত মহান মানুষ বিপন্ন মানুষের উপকার করছেন একথা সবাইকে বলে বেড়ান মিঃ হবস,' তোষামোদের

দ্বিতীয় ডোজ ঢাললেন মিসেস ওয়ারেন, 'আমিও তেমনি বিপন্ন, মিঃ হোমস, বিপদে পড়েই অনেক আশায় বুক বেঁধে ছুটে এসেছি আপনার কাছে। জানি বিপন্ন মানুষকে আপনি কখনও ফেরান না।'

তোষামোদে বরফ গলে না, কিন্তু দেবতারা গলে জল হতেন বিলক্ষণ জানি। মিসেস ওয়ারেনে তোষামোদে হোমসের মনও গলে গেল। এটা তার ধাত, অন্যায় অবিচার যেমন সইতে পারে না তেমনই মেয়েদের মুখে তোষামোদ শুনলেই গলে যায়। খাতাপত্র সরিয়ে রেখে এবার টানটান হয়ে বসল।

'ঠিক আছে, বলুন কি বলবেন বলে এসেছেন মিসেস ওয়ারেন,' পাইপে তামাক ঠাসতে ঠাসতে হোমস বলল, 'কড়া তামাকের গন্ধ ধাতে সইবে তো? ওয়াটসন হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা দাও। ঠিক আছে। তারপর? কি যেন বলছিলেন? নতুন ভাড়াটে দিনরাত ঘরের ভেতর কাটাচ্ছেন, তাকে একবারও দেখতে পাচ্ছেন না বলে ভেবে মরছেন। এই তো? এ একটা তুচ্ছ ব্যাপার। মিসেস ওয়ারেন, আমি আপনার ভাড়াটে হলেও একই ঘটনা ঘটত। হপ্তার পর হপ্তা কেটে যেত কিন্তু আমার মুখে একবারও আপনার চোখে পড়তনা।'

'আপনি যত হালকাভাবে ব্যাপারটা নিচ্ছেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ব্যাপারটা আদৌ তত হালকা নয়,' মিসেস ওয়ারেন ভয়ে ভয়ে বললেন, 'লোকটা কি ফেরারী আসামি, পুলিশের ভয়ে দিনরাত লুকিয়ে আছে? আমায় দয়া করুন, মিঃ হোমস, আমার স্বামি আর আমি দুজনেই এ নিয়ে অনেক ভেবেছি কিন্তু কোন কুলকিনারা পাচ্ছি না!'

'অত ভয় পাচ্ছেন কেন,' আশ্বাস দিল হোমস, 'আপনার রহস্যময় ভাড়াটে দশ দিন আগে থাকাখাওয়ার খরচ বাবদ পনেরো দিনের টাকা আগাম দিয়েছে?'

'তা তো দিয়েছে মিঃ হোমস, ঘর ভাড়া নেবার সময় হপ্তায় পাঁচ পাউণ্ড দেবে বলল আর বলল বাড়ির চাবিটা তার কাছে থাকবে। অনেক ভাড়াটেই পাঁচরকম ঝামেলা এড়াতে বাড়ির চাবি নিজের কাছে রাখতে চায় তাই এ কথায় আমি রাজিও হয়েছিলাম।'

'তাহলে এত ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'ভেবে দেখুন মিঃ হোমস, ঘর ভাড়া যেদিন নিল শুধু সেদিন রাতে ঐ ভাড়াটে বাড়ির বাইরে একবার গিয়েছিল, ফিরে এসেছিল বেশি রাতে, তখন আমরা শুয়ে পড়েছি পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝলাম বাবু ফিরলেন। তারপর থেকে সে লোক একবারও মুখ দেখায়নি, দরজা এঁটে দিনরাত হেঁটে বেড়াচ্ছে ঘরের ভেতর, মাথার ওপর আওয়াজ হচ্ছে ধুপধাপ। ধুপধাপ! জানেন, আমার কাজের লোকটি আজ পর্যন্ত তার মুখ দেখতে পায়নি!'

'লোকটা খাওয়া দাওয়া করে কোথায়?'

'ভেতর থেকে ঘণ্টা বাজলে দরজার সামনে চেয়ারের ওপর দু'বেলা খাবারের ট্রে রেখে আসে কখনও আমার কাজের লোক, কখনও আমি। এঁটো বাসন বাইরে বের করে আসবাব ঘণ্টা বাজালে ওগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাই, দু'বেলাই এই ব্যবস্থা। এছাড়া যখন যা দরকার কাগজে লিখে ও দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে গলিয়ে ঘণ্টা বাজায়। খাবারের মতই সেগুলো দিয়ে আসি। এই দেখুন, কয়েকটা কাগজ নিয়ে এসেছি। কথা শেষ করে মিসেস ওয়ারেন ব্যাগ খুলে তিনটে কাগজের টুকরো এগিয়ে দিলেন। ফুলস্ক্যাপ কাগজ থেকে ছেঁড়া কাগজে বড় ইংরেজি হরফে লেখা 'SOAP', 'MATCH', আর 'DAILY GAZETTE'

'রোজ ব্রেকফাস্টের সঙ্গে ঐ খবরের কাগজটা রেখে আসি ভাড়াটের দরজার বাইরে,' মিসেস ওয়ারেন বললেন।

'অদ্ভুত!' কাগজের টুকরোগুলো খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হোমস বলল, 'একা ঘরের ভেতর চুপচাপ কাটানো তেমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এভাবে বড় হরফে একেকটা জিনিসের নাম

লেখার কোনও মানে ভেবে পাচ্ছি না। এটা সত্যিই অদ্ভুত। বলো ডাক্তার, তোমার মাথায় কি আসছে?'

'এমন তো হতে পারে যে লোকটা কোনও কারণে নিজের হাতের লেখা দেখাতে চায় না?'

'তোমার ধারণাটা বড্ড বিটকেলে, ওয়াটসন। আচ্ছা মিসেস ওয়ারেন, আপনার ভাড়াটের বয়স আন্দাজ কত হবে?'

'ত্রিশের ওপিঠে কোনমতেই নয় একদম ছোকরা।'

'চেহারায় মোটামুটি বর্ণনা দিতে পারেন?'

'তামাটে ফর্সা রং, মুখে দাড়িগোঁফ আছে, বেশ স্মার্ট।'

'কোথাকার লোক?'

'কথাবার্তা ইংরেজিতেই হয়েছে, কিন্তু উচ্চারণে ভিনদেশি যেন।'

'আর কি চোখে পড়েছে?'

'নিভাঁজ পোশাক পরে।'

'কি নাম?'

'জানিনা মিঃ হোমস, ঘরভাড়া নেবার সময় নাম বলে নি।'

'আশ্চর্য বাড়িউলি বটে আপনি,' আপনমনে বলল হোমস, 'ওর নামে চিঠিপত্র আসে তো?'

'এখনও পর্যন্ত আসে নি, মিঃ হোমস,' বললেন মিসেস ওয়ারেন, বাইরের লোক কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। মিঃ হোমস, আমার কাজের লোককে পর্যন্তক ওর ঘরে ঢুকতে দেয় না। ঘরদোর নিজেই ঝাঁট দেয়।'

'আশ্চর্য! তা ওর সঙ্গে জিনিসপত্র কি কি আছে মনে পড়ে?'

'বাদামি রংয়ের চামড়ার একটা পেল্লাই ব্যাগ ব্যাস। আর কিছু নয়। মিঃ হোমস, আমার ভাড়াটে খুব সিগারেট খায়, পোড়া কয়েকটা টুকরো সমেত অ্যাশট্রে বাইরে বের করে দিয়েছিল। আপনার কথা ভেবে কয়েকটা তুলে রেখেছি, এই যে!' বলে একটা খাম ঝেড়ে একটা সিগারেটের টুকরো আর দুটো পোড়া দেশলাই কাঠি বের করলেন মহিলা।

'ভাড়াটের দাড়িগোঁফের কথা এইমাত্র বলেছেন,' পোড়া সিগারেটের টুকরোটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হোমস বলল, কিন্তু যেভাবে এই সিগারেট ফোঁকা হয়েছে তাতে দাড়িগোঁফ পুড়ে যাবার কথা। মিসেস ওয়ারেন আপনার ভাড়াটে ঘরে আর কাউকে ঢোকায়নি তো? ঘরে দু'জন লোক নেই এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?'

'পুরোপুরি নিশ্চিত, মিঃ হোমস, 'লোকটা খায় খুব কম, দুজন থাকলে অত কম অবশ্যই খেত না।'

আমার কাছে এসেছেন যখন তখন যা বলি তাই করুন মিসেস ওয়ারেন' হোমস বলল, সে যতক্ষণ কোনও অপরাধ না করেছে ততক্ষণ ওকে খোঁচানো আমার মতে উচিত হবে না। তাছাড়া গোড়াতেই সে আপনাকে আগাম টাকা দিয়েছে। হয়ত সৃষ্টিছাড়া গোছের লোক, তা নিয়ে এত ভয় পাবেন না। তবে আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে কেসটা আমি হাতে নিলাম। ঘটনা যাই ঘটুক না কেন আমায় জানাতে ভুলবেন না।'

'আশ্বস্ত হয়ে মিসেস ওয়ারেন চলে যাবার পর, মুখ টিপে হাসল হোমস, 'ওয়াটসন, মানতেই হবে এটা একটা ইন্টারেস্টিং কেস। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিসেস ওয়ারেনের ঘরে অন্য লোক ঢুকেছে, যে গোড়ায় ভাড়া নিয়েছিল সে এখন ওখানে নেই, ভাড়াটে পাল্টে গেছে যেভাবেই হোক।'

'কি দেখে নিশ্চিত হচ্ছ?'

পরপর অনেকগুলো ঘটনা শুনে প্রথমে মিসেস ওয়ারেন বললেন ভাড়াটের মুখে গোঁফদাড়ি আছে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ যেভাবে লোকটি সিগারেট খেয়েছে তাতে দাড়িগোঁফে আগুনের ছ্যাঁকা

লাগার কথা। তুমি নিজে গুঁফো লোক, তুমিও নিশ্চয়ই এভাবে চুরুট বা সিগারেট ফোঁক না। এরপর দেখ, ঘরভাড়া দিয়ে লোকটা প্রথম দিন দিনের বেলা বেরোল, ফিরে এল অনেক রাতে, মিসেস ওয়ারেন তার আগেই শুয়ে পড়েছেন, তিনি তাকে দেখেননি, শুধু পায়ের আওয়াজ শুনে ধরে নিলেন সে ফিরে এসেছে। আমার প্রশ্ন, সকালে যে ঘর ভাড়া নিয়েছিল সেই বেশি রাতে ফিরে এল তা জোর গলায় কে বলবে? অন্য কেউ ত হতে পারে। আমার ধারণার ভিত্তি আছে, ওয়াটসন — মিসেস ওয়ারেন যে কাগজের টুকরোগুলো এনেছিলেন তুমি নিজে দেখেছো তাদের একটিতে বড় ইংরেজি হরফে লেখা আছে 'MATCH'। মিসেস ওয়ারেন বলেছেন বিদেশী টান থাকলেও তাঁর ভাড়াটে ইংরেজি জানে। ওয়াটসন, দেশলাই দরকার হলে ইংরেজি জানা লোক কখনও 'MATCH' চায় না, চায় 'MATCH BOX'। কিন্তু এ লোকটা ইংরেজি জানেনা বলেই কাগজে লিখেছে শুধু 'MATCH'।

'তা ত বুঝলাম, কিন্তু এভাবে ভাড়াটে পাল্টানোর মানে কি, হোমস?'

'সেটাই ত প্রশ্ন ডাক্তার,' এইটুকু বলে হোমস ক'দিনের জমিয়ে রাখা ডেইলি গেজেট খুলে 'হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ' স্তম্ভ খুঁটিয়ে পড়তে লাগল। খানিক বাদে মুখ তুলে বলল, 'ওয়াটসন, মনে হচ্ছে আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি। একটা বিজ্ঞাপন পড়ছি, কান খাড়া করে শোন—'ধৈর্য হারিয়ো না, যোগাযোগের পথ ঠিক বের করব, এই কলমে রোজ নজর রেখো—জি।' সেই রহস্যময় ভাড়াটে মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে ঘরভাড়া নেবার দু'দিন বাদে এটা বেরিয়েছে। আরে, কি আশ্চর্য! তিনদিন বাদে আবার বিজ্ঞাপন দিয়েছে—ধৈর্য ধরো, ব্যবস্থা হচ্ছে, দুঃসময় কেটে যাবে—জি।' বোঝা যাচ্ছে রহস্যময় ভাড়াটে ইংরেজি লিখতে না জানলেও পড়তে পারে।'

সারা দিনে উল্লেখ করার মত কিছু ঘটল না। পরদিন সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে দেখা হল হোমসের সঙ্গে, দেখলাম তার মুখে খুশির হাসি। টেবিল থেকে সেদিনের ডেইলি গেজেট খুলে সে বলল, 'ওয়াটসন আজ আবার সেই বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, শোন —

সংকেত সূত্র মনে রেখো ঃ

এ-এক, বি-দুই, এবকম।

লাল উঁচু রংয়ের বাড়ি, সামনের অংশ শ্বেত পাথরের। চারতলা। বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় জানালা, সন্ধের পরে—জি।' এতেই সব পরিষ্কার হল। ব্রেকফাস্ট খেয়ে চলো মিসেস ওয়ারেনের বাড়ি যাওয়া যাক, ওঁর সেই সৃষ্টিছাড়া ভাড়াটের মুখখানা দেখে আসি।'

কিন্তু আমাদের বেরোতে হল না, তার আগেই মিসেস ওয়ারেন নিজেই এসে হাজির হলেন।

'এই ত আপনার কথাই হচ্ছিল,' হোমস খেতে খেতে মুখ তুলে বলল, 'বলুন মিসেস ওয়ারেন, কি খবর নিয়ে এলেন?'

'এক ঝামেলা কাটতে না কাটতে আরেক বিপদ এসে ঘাড়ে চেপেছে, মিঃ হোমস,' মিসেস ওয়ারেন বললেন, 'আমার স্বামির কথা বলছি। আজ সকালের ঘটনা। ব্রেকফাস্ট খেয়ে সাতটা নাগাদ উনি কাজে যাবেন বলে সবে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন এমন সময় দুটো উটকো লোক পেছন থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওঁর ওপর, বড় ওভারকোট দিয়ে ওঁকে ঢেকে একটা গাড়িতে ঢুকিয়ে দিল। তারপর স্টার্ট দিল গাড়িতে। ঘণ্টাখানেক বাদে ঐ লোকগুলো ওঁকে হ্যাম্পস্টিড হিথের ফুটপাথে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। সেখান থেকে বাসে চেপে উনি বাড়ি ফিরেছেন, আজ আর কাজে যেতে পারেননি। একগ্লাস গরম দুধ খেয়ে সোফায় শুয়ে ভয়ে কাঁপছেন ঠক ঠক করে। গাড়িটা কেমন দেখতে, কি মডেল, কত নম্বর, এসব ওঁর দেখা হয়নি।'

'গাড়ির ভেতর যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ লোকগুলোর কথাবার্তা মিঃ ওয়ারেন শুনেছেন?'

'না, মিঃ হোমস, এই প্রশ্ন আমিও করেছিলাম, কিন্তু উনি কিছুই শুনতে পাননি। আসলে মিঃ ওয়ারেন খুব ছোটোখাটো দেখতে, তার ওপর ওঁর স্বাস্থ্যও তেমন ভাল না। জোরে গাড়ির ভেতর

আছড়ে ফেলায় ওর মাথা তখন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে, লোকগুলো কিছু বলাবলি করলেও তা ওঁর কানে যায়নি।'

'সব তো শুনলাম, মিসেস ওয়ারেন,' হোমস বলল, 'তা আপনি এবার কি করতে চান?'

'মিঃ হোমস, আমার পাজি নচ্ছার ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে এ কাজ করেছে এ বিষয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। এখান থেকে গিয়েই ওকে তাড়িয়ে ছাড়ব।'

'আমার মনে হয় আপনি ভুল করছেন, মিসেস ওয়ারেন,' হোমসের গলা গম্ভীর হল, 'হঠকারিতা করবেন না, ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করুন। আপনার ভাড়াটে মিঃ ওয়ারেনের পেছনে গুণ্ডা লাগায়নি, লাগানোর কোনও কারণ ঘটেনি। আসলে গুণ্ডারা আপনার ভাড়াটেকেই অপহরণ করতে এসেছিল। সাতসকালে কুয়াশার ভেতর ওরা ঠাহর করতে পারেনি তাই ভাড়াটে ভেবে ভুল করে ওরা আপনার স্বামীকে তুলে নিয়েছে। নয়ত এর উল্টোটা হলে মিঃ ওয়ারেনের পক্ষে সুস্থ দেহে বাড়ি ফেরা সম্ভব হত না একথাটা ভেবে দেখেছেন?'

'ঠিকই বলেছেন, মিঃ হোমস,' মিসেস ওয়ারেন বললেন, 'কিন্তু এবার আমি কি করব আপনিই বলুন।'

'একটা কাজ করতে পারেন?' মুচকি হাসল হোমস, 'আপনার ভাড়াটের মুখখানা একবার দেখাতে পারেন?'

'আমি দরজার সামনে খাবার রেখে চলে গেলে তবে ও দরজা খোলে, মিঃ হোমস, লোকটা ভীষণ সেয়ানা। তবে পথ একটা আছে,' কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন মিসেস ওয়ারেন, 'ওর দরজার ঠিক মুখোমুখি একটা ছোট গুদামঘর আছে, আমি সেখানে দেয়ালের গায়ে একটা আয়না ঝুলিয়ে রাখব, আপনারা সেখানে ঘাপটি মেরে বসে থাকবেন। খাবারের ট্রে নেবার সময় ও দরজা খুলবে তখনই ওর মুখখানা কেমন আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখে নেবেন।'

'বাঃ, খাসা মতলব এঁটেছেন, তা ওকে খেতে দেন কখন?'

'বেলা একটায়।'

'আজ দুপুরে আমরা যাচ্ছি আপনার ওখানে, তৈরি থাকবেন, মিসেস ওয়ারেন, এবার তাহলে আসুন।'

দুপুরে মিসেস ওয়ারেনের বাড়ির সামনে এসে হোমস থামল। কোণের দিকে একটা বাড়ি ইশারায় দেখিয়ে চাপা গলায় বলল, 'গতকাল ডেইলি গেজেটের একটা বিজ্ঞাপন পড়ছিলাম মনে পড়ে? সেই যে বড় লাল বাড়ি, সামনেটা পাথর দিয়ে তৈরি। এত হুবহু সেরকম। ঐ দ্যাখো, ওপরে একটা জানালায় ঘর ভাড়ার নোটিশ। আরে, এই তো মিসেস ওয়ারেন, দেখুন ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। চলুন কোথায় নিয়ে যাবেন।'

জুতো খুলে শুধু মোজা পায়ে দুজনে মিসেস ওয়ারেনের পেছন পেছন একটা ছোট গুদাম ঘরে ঢুকলাম। ভেতরের দেয়ালে মিসেস ওয়ারেন সত্যিই একখানা আয়না ঝুলিয়েছেন দেখলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর উল্টোদিকে ভাড়াটের ঘর থেকে ঘণ্টার আওয়াজ কানে এল। মিসেস ওয়ারেন বেরিয়ে গেলেন, ট্রেতে খাবারের প্লেট সাজিয়ে ফিরে এলেন খানিক বাদে, বন্ধ দরজার বাইরে চেয়ারের ওপর ট্রে রেখে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। হোমস আর আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি আয়নার দিকে। একটু পরে কানে এল দরজা খোলার আওয়াজ। পাল্লা সামান্য ফাঁকা হল, দুটো নমনীয় হাত ভেতর থেকে বেরিয়ে তুলে নিল সেই ট্রে। আর তখনই চোখে পড়ল একটি সুন্দর মুখ, ভীতি মাখানো চোখ মেলে সে তাকিয়ে আছে দরজার পানে। পরমুহূর্তে সেই মুখ অদৃশ্য হল, দরজা বন্ধ হবার আওয়াজও কানে এল। হোমসের পেছন পেছন আমি বেরিয়ে এলাম। মিসেস ওয়ারেন নিচে অপেক্ষা করছিলেন, হোমস তাঁকে বলল, 'সন্ধের পরে আবার আসব। এস ওয়াটসন হাতে একগাদা কাজ জমে আছে।'

'যা ভেবেছিলাম কেস্‌টা শেষকালে তাই দাঁড়াল, ওয়াটসন,' আস্তানায় ফিরে এসে হোমস মুখ খুলল, 'মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে তাঁর অজান্তে অন্য ভাড়াটে ঢুকেছে। তবে ঘরের ভেতর যিনি আছেন তিনি একজন সুন্দরী মহিলা এটাই আশ্চর্য ব্যাপার যা মিসেস ওয়ারেন এখনও আঁচ করতে পারেন নি।'

'হেঁয়ালি রেখে আসল কথায় এসো তো, আমি বললাম, 'আয়নায় আর কি খুঁজে পেলে?'

'আমি যা দেখেছি তার নাম ভয়, ওয়াটসন, সীমাহীন ভয় পলকের মধ্যে, আমি দেখেছি সেই মেয়েটির দু'চোখে।'

'কিন্তু ভয়ের কারণ কি?'

'আমার ধারণা মারাত্মক কোনও বিপদের ভয়ে ঐ মেয়েটি তার স্বামীকে নিয়ে নিজেদের দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে লণ্ডনে। এখানে এসেই মিসেস ওয়ারেনের ঘরভাড়া নিয়েছে তারা, তারপর তাঁর অজান্তে বৌকে শিখিয়ে পড়িয়ে ঘরে ঢুকিয়েছে তার স্বামী। হয়ত সাংঘাতিক নিষ্ঠুর এক দুশমন তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে যে কারণে ছেলেটি তার বৌয়ের সঙ্গে রোজ দেখা করতে পারছেনা। চিঠি লেখাও হয়ত অনেক ভেবে সে এক বুদ্ধি বের করল, খবরের কাগজের হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ কলমে বিজ্ঞাপন দিয়ে খবর পাঠাতে লাগল বৌকে। মেয়েদের হাতের লেখার ছাঁদ মেয়েলি হয় আশা করি জানো, যা দেখেই বোঝা যায় তারা মেয়ে। হাতের লেখা গোপন করতে সে কাগজ ছিঁড়ে বড় বড় ইংরেজি হরফে নিজের দরকারি জিনিসগুলো চাইতে লাগল। কেসটা জটিল সন্দেহ নেই, ওয়াটসন। লেগে থাকলে এ কেস থেকে অনেক কিছু শিখতে পারব আশা করছি।'

সন্ধের কিছু পরে আমরা আবার এসে হাজির হলাম মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে। শীতের সন্ধ্যার গাঢ় কুয়াশার পর্দার মাঝখানে চৌকো ফোকর তৈরি করেছে একেকটা বাড়ির আলোকিত জানালা। ফুটপাথের গ্যাস ল্যাম্পের আলো ঝাপসা ঠেকছে। ড্রইংরুমে বসে বাইরের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল জানালার বাইরে অনেক উঁচুতে একটা আলো জ্বলছে। একপলক তাকিয়ে বুঝলাম সকালবেলা এই বাড়িটাই হোমস ইশারায় দেখিয়েছিল গতকালের কাগজের বিজ্ঞাপনে যার উল্লেখ ছিল—বড় লাল রংয়ের বাড়ি, সামনের দিকটা পাথর দিয়ে তৈরি।

'ঐ বাড়ির অনেক ওপরের একটা ফ্ল্যাটের ঘরের জানালা,' হোমসের চাপা গলা স্পষ্ট কানে এল, 'মোমবাতি হাতে কেউ ওখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে আলো নেড়ে কোনও সংকেত পাঠাচ্ছে সে। ওয়াটসন, আমি বলে যাচ্ছি, তুমি চটপট সংকেতটা লিখে নাও—A. T. T. E. N. T. A! ঐ আবার। একই সংকেত ATTENTA। এটা ইটালিয়ান শব্দ, মানে হুঁশিয়ার। আহা, লোকটা সরে গেল দেখছি। ঐ আবার সে এসেছে, এবার সংকেত 'PERICOLO!' ওয়াটসন, ইটালিয়ান ভাষায় এর অর্থ বিপদ। এই রে, আলোটা নিভে গেল!'

হোমসের কথা শেষ হতেই সামনের ঐ বাড়ি থেকে ভেসে এল চাপা গলায় আর্তনাদ।

'ওয়াটসন, সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে ওখানে, আর চুপ করে বসে থাকার সময় নেই!' বলে গরাদহীন জানালা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে এসে পড়ল, তার পেছন পেছন আমিও।

'পুলিশে খবর দিতেই হবে,' বাইরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হোমস বলল, 'তার আগে চলো দেখে আসি কি ঘটেছে ওখানে।'

হোমসের ইশারায় ঘাড় তুলে তাকালাম, মিসেস ওয়ারেনের বাড়ির ওপরতলায় জানালার কাছে মুখ চেপে দাঁড়িয়ে এক যুবতী, স্পষ্ট দেখলাম। কোনও মন্তব্য না করে হোমস আমায় নিয়ে এল সামনের বাড়ির সদর দরজার সামনে। এ জায়গাটার নাম হোয়ে স্ট্রিট। সদর দরজার সামনে রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। গ্রেটকোট পরা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক, আমাদের দেখে তিনি এগিয়ে এলেন, 'মিঃ হোমস, ডঃ ওয়াটসন! এখানে কি মনে করে?'

গলা শুনে বুঝলাম, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সিনিয়র ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর গ্রেগসন।

'ইন্সপেক্টর গ্রেগসন,' হোমস হাসল, 'এই মুহূর্তে আপনাকেই আমার বড্ড দরকার। তার আগে আমার এখানে আসার কারণ বলছি, এই বাড়ির ওপরের একটা জানালায় দাঁড়িয়ে কেউ জ্বলন্ত মোমবাতি নেড়ে কাউকে সংকেত পাঠাচ্ছিল।'

'তাই নাকি! মনে হচ্ছে ঠিক সময়েই এসে পড়েছি,' হাতের ছড়ি ফুটপাথে ঠুকলেন ইন্সপেক্টর গ্রেগসন, 'আমি এসেছি গোরজিয়ানোর খোঁজে! কিন্তু তার আগে আরেকটু কাজ বাকি। মিঃ লেভারটন নেমে আসুন, দেখুন কে এসেছেন!'

রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল একটা ঘোড়াবগাড়ি, তার গাড়োয়ান এবার চাবুক হাতে নেমে এল।

'মিঃ হোমস,' গাড়োয়ানকে ইশারায় দেখালেন গ্রেগসন।

'ইনি পিংকারনিস আমেরিকান এজেন্সির মিঃ লেভারটন, আমাদের সাহায্য করতে আমেরিকা থেকে ছুটে এসেছেন! এঁর নাম আশা করি শুনে থাকবেন!'

'কি বলছেন গ্রেগসন?' হোমস গাড়োয়ানের সঙ্গে গভীর করমর্দন করল, লং আইল্যাণ্ডের গুহা থেকে রহস্য যিনি ভেদ করেছেন সেই বিখ্যাত গোয়েন্দার নাম আমি জানিনা এও কি হতে পারে?'

'মিঃ হোমস, ডঃ ওয়াটসন, আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি,' মিঃ লেভারটন বললেন।

'কাজের কথায় আসা যাক,' হোমস চাপাগলায় বলল, ইন্সপেক্টর গ্রেগসন, আপনি খানিক আগে যে ভয়ানক অপরাধীর নাম শোনালেন সে কি কুখ্যাত রেড সার্কেল-এর পাণ্ডা কুখ্যাত গোরজিয়ানো?'

'ঠিক ধরেছেন, মিঃ হোমস,' লেভারটন বললেন, 'নিউইয়র্কে থেকে সে হতচ্ছাড়া লণ্ডনে এসে ঘাঁটি গেড়েছে। পঞ্চাশটা খুনের মামলা ঝুলছে যার মাথার ওপর তাকে হাতেনাতে ধরার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছি না।ওকে ধরবেন বলেই নিউইয়র্ক থেকে মিঃ লেভারটন ছুটে এসেছেন এখানে। খবর পেয়েছি ব্যাটা এই বড় বাড়িটায় ঘাঁটি গেড়েছে। বাড়িতে যারা ঢুকছে বেরোচ্ছে তাদের ওপর কড়া নজর রেখেছি।'

'আচ্ছা, মিঃ হোমস, খানক আগে আপনি আলোর সাহায্যে সংকেত পাঠানোর কথা বলছিলেন। ব্যাপারটা কি খুলে বলবেন?'

হোমস কিছু গোপন করল না, মিঃ ওয়ারেনের বাড়ির সেই ভাড়াটেকে নিয়ে যে রহস্য গড়ে উঠেছে তা সংক্ষেপে খুলে বলল।

'সর্বনাশ!' মিঃ লেভারটন আক্ষেপের সুরে বলে উঠলেন, 'তার মানে গোরজিয়ানো জানতে পেরেছে, আমরা ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি!'

'কি করে এই সিদ্ধান্তে এলেন?' হোমস পাল্টা প্রশ্ন করল।

'এত খুব সোজা,' লেভারটন বললেন, 'আলো নেড়ে ও স্যাঙাতদের খবর পাঠাচ্ছিল, আচমকা ওপর থেকে দেখে ফেলেছে আমরা নীচে দাঁড়িয়ে। আমরা যে ওকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি তা বোঝার মত বুদ্ধি গোরজিয়ানোর আছে, তাই খবর পাঠানো থামিয়ে সরে গেছে। এবার কি করব বলুন, মিঃ হোমস?'

'এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে চলুন ওপরে যাই,' হোমস মিঃ লেভারটনকে চাঙ্গা করতে চাইল, গোরজিয়ানো সত্যি ওপরে থাকলে তাকে কবজা করার এমন মওকা আর পাবেন না। গ্রেগসন, আপনি তৈরি?'

'আমি তৈরি, মিঃ হোমস।'

'কিন্তু, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ত আমাদের কাছে নেই,' লেভারটন আমতা আমতা করতে লাগলেন।

'বেদখল জায়গায় ও সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে আছে, গ্রেগসন বললেন, 'গ্রেপ্তার করার পক্ষে আপাতত এটুকুই যথেষ্ট। চলুন, মিঃ হোমস!'

একদিকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সরকারি গোয়েন্দা অন্যদিকে শার্লক হোমস, এদের দুজনের সাহসের মুখে পিছিয়ে পড়তে লজ্জা পেলেন মিঃ লেভারটন, এক রকম বাধ্য হয়েই তিনি আমাদের সঙ্গে হানা দিলেন ঐ বাড়িতে।

তেতলায় উঠে বাঁদিকে একটা দরজা খোলা অন্ধকার ফ্ল্যাট চোখে পড়ল। ইন্সপেক্টর গ্রেগসনের লণ্ঠনের আলোয় ফ্ল্যাটে ঢুকতেই চোখে পড়ল মেঝেতে, সেখানে রক্তের ধারা বইছে। রক্তমাখা কিছু পায়ের ছাপও চোখে পড়ল। খুঁজতে খুঁজতে ভেতরের একটা ঘরে ঢুকতে চোখে পড়ল বীভৎস দৃশ্য—কাঠের মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে এক বিশালদেহী পুরুষ, নিখুঁতভাবে দাড়িগোঁফ কামানো মুখ, গায়ের রং, খাড়া নাক আর চওড়া কপাল দেখে যে কেউ বলবে সে ইটালিয়ান। লোকটির গলায় আমূল বেঁধানো একটি পাতলা ছুরি তার সাদা বাঁটটুকু দেখলে অজানা আতংকে গা শিরশির করে, মৃতদেহের ডান হাতের সামনে পড়ে আছে একখানা কালো দস্তানা আর একটা দু ফলা ছোরা।

'আশ্চর্য! মৃতদেহের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন মিঃ লেভারটন, 'এ যে দেখছি গোরজিয়ানো স্বয়ং! ধরা পড়ার আগেই কারও হাতে খতম হল!'

'দেখুন মিঃ হোমস, জানালার সামনে মোমবাতি জ্বলছে! গ্রেগসন চাপাগলায় বলে উঠলেন, 'কি ব্যাপাব মিঃ হোমস, আলো নেড়ে আপনি কাকে সংকেত পাঠাচ্ছেন?'

চমকে মু্খ তুলে তাকাতেই দেখি খোলা জানালার সামনে হোমস দাঁড়িয়ে, একটা জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে সংকেত পাঠানোর ঢংয়ে এদিক ওদিক নাড়াচ্ছে। গ্রেগসনের প্রশ্ন কানে যেতে মোমবাতি নিভিয়ে সেটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল।

'ঠিক ধরেছেন, গ্রেগসন,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল হোমস, 'একজনকে সংকেত পাঠাচ্ছিলাম। ঐ যে তিনি এসেছেন!'

দরজার দিকে তাকাতে আবার চমকে উঠলাম—এক অপরূপ সুন্দরী যুবতী দরজায় দাঁড়িয়ে দুচোখে আতংক। পরমুহূর্তে চিনতে পারলাম, ইনি মিসেস ওয়ারেনের বাড়ির সেই রহস্যময় ভাড়াটে, আজ দুপুরে যার মুখ পলকের জন্য আমাদের চোখে পড়েছে।

'ডিও সিও, বেচারা! তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না!' তুখোড় ইটালিয়ানে আক্ষেপ করতে করতে যুবতী ভেতরে ঢুকল, গোরজিয়ানোর ছুরি বেঁধা মৃতদেহ দেখেই পাল্টে গেল তার হাবভাব। আনন্দে দু'হাত তুলে নাচতে লাগল সে। খানিক বাদে নাচ থামিয়ে যুবতী আমাদের চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল, 'আপনারা পুলিশের লোক তাই না? ঐ শয়তান গোরাজিয়ানকে আপনারাই খতম করেছেন?'

'আপনার ধারণার অনেকটাই সত্যি,' হোমস গম্ভীরগলায় জানাল, 'আমরা পুলিশের লোক। কিন্তু এই লোকটাকে আমরা খুন করিনি।'

'কিন্তু জেনারো — আমার স্বামী কোথায় গেলেন? যুবতী প্রশ্ন করল, 'আমার নাম এমিলি লুক্কা, আমরা দুজনে নিউইয়র্কে সুখে দিন কাটাচ্ছিলাম। এই নোংরা কুকুর গোরজিয়ানোর উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে এসেছি এখানে। খানিক আগেই তো উনি জানালা দিয়ে আলোর সংকেত পাঠালেন, চোখে পড়তে ছুটে এসেছি এখানে। দয়া করে বলুন জেনারো কোথায়?'

'ভুল করছেন, ম্যাডাম,' হোমস বলল, 'আপনার স্বামী নন, জানালায় দাঁড়িয়ে খানিক আগে আলোর সংকেত আমিই পাঠিয়ে আপনাকে এখানে আসতে বলেছি।'

'আপনি আলোর সংকেত পাঠিয়েছেন?' এমিলির গলায় অবিশ্বাসের সুর, 'কিন্তু সংকেত লিপি পেলেন কোথায়?'

'আপনার স্বামী যে পদ্ধতিতে আপনাকে সংকেত পাঠাতেন তা খুব সহজ ম্যাডাম, হোমস বলল, 'যেভাবেই হোক তা আমি জেনে ফেলেছি। এখানে আপনার আসা দরকার তাই ভিয়েন শব্দটা সংকেতে পাঠিয়েছি, যা চোখে পড়তেই আপনি ছুটে এসেছেন।'

'আমার আর কিছু বুঝতে বাকি নেই,' গর্বমেশানো সুরে যুবতী বলল, 'জেনারো — আমার স্বামীই নিজের হাতে এই বর্বর পিশাচ গোরজিয়ানোকে খুন করেছে। ওর স্ত্রী হিসেবে যথেষ্ট গর্বিত বোধ করছি।'

'আপনি কে, কে আপনার স্বামী, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছেনা ম্যাডাম,' ইন্সপেক্টর গ্রেগসন পুলিশি গলায় বললেন, 'আপনি বরং আমার সঙ্গে থানায় চলুন, কথাবার্তা যা হবার সেখানে বলবেন।' বলতে বলতে গ্রেগসন এমনভাবে যুবতীর কাঁধে হাত রাখলেন যেন নটিংহিল এলাকার কোনও কুখ্যাত গুণ্ডা বদমায়েশকে গ্রেপ্তার করেছেন।

'এক মিনিট, গ্রেগসন,' হোমস বাধা দিল, যুবতীর চোখে চোখ রেখে বলল, 'মানুষ খুনের অপরাধে আপনার স্বামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে। তার আগে এই খুন সম্পর্কে যতটুকু জানেন বলুন, তাতে আপনার স্বামীর ভাল বই মন্দ হবে না।'

যুবতী একবার তাকাল মৃতদেহের দিকে, হোমস বলল, 'মৃতদেহ এখানে পড়ে থাক, বাইরে গিয়ে আমরা এ ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিচ্ছি, তারপর চলুন আপনার ঘরে বসে সব শুনব। কেমন গ্রেগসন, আপনার আপত্তি নেই তো?'

কোনও কথা না বলে ইন্সপেক্টর গ্রেগসন ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে নিজের ঘরে বসে সিগনোরা লুক্কা মুখ খুললেন। ভুল ব্যাকরণে ভর্তি ভাঙ্গা ইংরেজিতে যা বললেন তা হুবহু তুলে দিলাম।

'নেপলসের কাছে পোসিলিস্কো নামে একটা জায়গার প্রধান সরকারি উকিল ছিলেন আমার বাবা অগাস্টো বেরিলি, জেনারো ছিল ওঁর কর্মচারি। রূপ, যৌবন, প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস, সবই জেনারোর ছিল, ছিল না শুধু টাকা আর সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সব জেনেও আমি ওর প্রেমে পড়লাম। বাবার কাছে বিয়ের অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। আমরা পিছু হটলাম না, দুজনে সবার চোখ এড়িয়ে পালালাম, বারিতে বিয়ে করলাম, তারপর গয়নাগাঁটি বেচে সেই টাকায় চলে এলাম আমেরিকায়। এ হল চারবছর আগের ঘটনা, আমরা ঘর বেঁধেছিলাম নিউইয়র্কে।

গোড়ার দিকে সৌভাগ্য ছিল আমাদের সহায়। ক্যাসটালোট্টি অ্যাণ্ড জাম্বা কোম্পানির সিনিয়র পার্টনার টিটো ক্যাসটালোট্টি বাওয়ারি নামে একটি জায়গায় একদিন কিছু গুণ্ডার হাতে পড়েন, সেইসময় আমার স্বামি তাদের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করে। যার কথা বলছি তাঁদের কোম্পানি নিউইয়র্কে সবচাইতে বড় ফল রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান। তাঁর অপর পার্টনার সিনর জাম্বা পঙ্গু, তাই কোম্পানির কাজকর্ম সব সিনর ক্যাসটালোট্টিকেই দেখতে হত, তিনশো লোক তাঁর অধীনে কাজ করে। ঐ ঘটনার প্রতিদান হিসেবে তিনি আমার স্বামিকে নিজের প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেন এবং অল্প সময়ের ভেতর একটি বিভাগের কর্তার দায়িত্ব তাকে দেন। সিনর ক্যাসটালোট্টি নিজে বিয়ে করেননি, তিনি জেনারোকে নিজের ছেলের মত ভালবাসতেন। আমরাও তাঁকে বাপের মতই শ্রদ্ধা করতাম। ব্রুকলিনে ছোট একটা বাড়ি ভাড়া নিলাম আমরা, সেখানেই গড়ে তুললাম আমাদের দু'জনের ছোট সংসার।

কিন্তু সেই সুসময় ফুরিয়ে এল অল্প কিছুদিনের মধ্যেই। একদিন রাতে কাজ থেকে ফেরার সময় গোরজিয়ানো নামে একটি লোককে জেনারো নিয়ে এল বাড়িতে। শুনলাম সে পোসিলিস্কো থেকে এসেছে অর্থাৎ এককথা আমাদের দেশের লোক। আপনারা তার মৃতদেহ দেখেছেন, এবার

আন্দাজ করুন কেমন দশাসই অসুরের মত ছিল তার চেহারা। শুধু চেহারাই নয়, গলার আওয়াজও ও ছিল বাজখাঁই। অথচ লোকটা কথা বলত চমৎকার ঢংয়ে, শুনলে ওঠার ক্ষমতা থাকত না। গোরজিয়ানো আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসত, নানা বিষয়ে ভাষণ দিত কিন্তু জেনারোর মুখ দেখে আঁচ করতো সে তাকে পছন্দ করছে না। পরে টের পেলাম আসলে জেনারো গোরজিয়ানোকে যমের মত ভয় করে। একদিন আমার কাছে জেনারো তার অতীত বিবরণ শোনাল—একসময় বিয়ের অনেক আগে কম বয়সে অপরিণত বুদ্ধির বশে এক নিদারুণ হঠকারিতা সে করেছিল। 'রেড সার্কেল' নামে নেপলসের এক কুখ্যাত দলে যোগ দিয়েছিল। এদের নিয়মকানুন ছিল ভয়ানক, একবার দলে যোগ দিলে মৃত্যুর আগে সে বেরোতে পারত না। যেখানে সেখানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করাই ছিল তাদের কাজ। আমায় বিয়ে করে দেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে এসে জেনারো গোড়ায় ভেবেছিল সে প্রাণে বাঁচল। কিন্তু সে জানতনা গোরজিয়ানো নিজেও ইটালিয়া পুলিশের তাড়া খেয়ে দেশ ছেড়ে আমেরিকা এসে আশ্রয় নিয়েছে, এখানকার নিউ ইয়র্ক শহরে ও গড়ে তুলেছে তার দলের একটি শাখা। একদিন এই শহরেই দুজনের দেখা হল, আর তখনই গোরজিয়ানো লাল চক্র আঁকা নির্দেশ তুলে দিল জেনারোর হাতে, মুখে জানিয়ে দিল নির্দিষ্ট তারিখে ঐ কুখ্যাত সমিতির বৈঠক যাতে আমাদের বাড়িতে বসে তার ব্যবস্থা করতে। ঐ বৈঠকে জেনারোকেও হাজির থাকবার নির্দেশ দিল সে।

সন্ধের পর গোরজিয়ানো আসত আমাদের বাড়িতে যতক্ষণ থাকত ততক্ষণ রাক্ষুসে দুচোখ মেলে তাকিয়ে থাকত আমার দিকে, ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলেও প্রতিবাদ করার ক্ষমতা আমার ছিল না। একদিন জেনারোর অনুপস্থিতিতে সে এল, দু'হাতে আমায় চেপে ধরল, চুমু খেল জোর করে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সবশেষে তার সঙ্গে তখনই চলে আসতে বলল। কিন্তু একটু বাদেই জেনারো ফিরে এল। আমার চোখমুখ দেখে আঁচ করল কি ঘটেছে। একটি কথাও না বলে গোরজিয়ানোকে মারতে মারতে বাড়ি থেকে বের করে দিল সে।

গোরজিয়ানো কিন্তু এই অপমানের বদলা নিল। কয়েকদিন বাদে রেড সার্কেলে আবার বৈঠক বসল, সেখানে স্থির হল জেনারো যার অধীনে কাজ করছে সেই টিটো ক্যাস্টালোট্টির বাড়ি ডিনামাইট দেগে উড়িয়ে দেওয়া হবে। নিউইয়র্কে প্রবাসী ইটালিয়ানদের ব্ল্যাকমেইল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গোরজিয়ানো। ক্যাস্টালোট্টি তার পয়লা শিকার। কিন্তু তিনি টাকা দেননি, উল্টে খবর দিয়েছেন পুলিশে তাই তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার এই সিদ্ধান্ত যা দেখে প্রবাসী অন্য ইটালিয়ানরা হুঁশিয়ার হয়। গোরজিয়ানো এই কাজের দায়িত্ব দিয়েছে জেনারোকে। দল থেকে কোনও দুশমনকে সরিয়ে দিতে হলে গোরজিয়ানো এই ধরনের সর্বনাশা দায়িত্ব তাকে দিত, কেউ গররাজি হলেই দলের বাকি সদস্যদের তাকে খুন করার নির্দেশ দিত। জেনারোর মুখ থেকে এসব শুনে আতংকে শিউরে উঠলাম, রাতের ঘুম বিদায় নিল দুচোখ থেকে। শেষকালে দুজনে লণ্ডনে পালিয়ে যাব স্থির করলাম—যেদিন ক্যাস্টারলোট্টি বাড়ি উড়িয়ে দেবার কথা সেদিন দুপুরে দুজনে নিউইয়র্ক থেকে পালালাম, তার আগে ক্যাস্টারলোট্টি আর তার স্থানীয় পুলিশকে সব জানিয়ে দিলাম।

তারপর যা কিছু ঘটেছে সব আশা করি আপনারা জানেন। গোরজিয়ানোর ভয়ে জেনারো এই ঘর ভাড়া নিল, সবার চোখ এড়িয়ে আমায় নিয়ে এল এখানে, কিভাবে থাকতে হবে সব বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল। পাছে শত্রুর হাতে পড়ি এই ভয়ে চিঠিপত্র লিখত না, ডেইলি গেজেটে খবরের কাগজের হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপনে নির্দেশ দিত। একদিন চোখে পড়ল রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুজন লোক একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার জানালার দিকে। নাকমুখের গড়ন দেখেই বুঝলাম ওরা ইটালিয়ান। শয়তান গোরজিয়ানো আমাদের আস্তানার খোঁজ পেয়েছে বুঝতে বাকি রইল না। এর কিছুদিন বাদে জেনারো কাগজে বিজ্ঞাপন দিল সামনের বাড়ির তেতলার ঐ জানালা থেকে আলোর সংকেতে আমায় খবর পাঠাবে। সংকেত পাঠাতে পাঠাতে ও থেমে গেল, তার

আগে বিপদের হুঁশিয়ারি দিল। আঁচ করলাম ও গোরজিয়ানো সম্পর্কে আমায় হুঁশিয়ার করতে চাইছে, কিন্তু আমাদের সুখের জীবন যে তছনছ করে দিয়েছে সেই অশুভকে ও আজই ঐ বাড়িতে নিজে হাতে বধ করবে তা তখনও জানতে পারিনি। এই আমার বক্তব্য। এবার আপনারা আমায় নিয়ে যা খুশি করতে পারেন। একটাই শুধু প্রশ্ন এই কাহিনী শুনেও আপনারা কি আমার স্বামী জেনারোকে খুনের অপরাধে গ্রেপ্তার করবেন?'

'ব্রিটিশ আইন আমার জানা নেই,' ইন্সপেক্টর গ্রেগসনের দিকে তাকালেন আমেরিকান গোয়েন্দা মিঃ লেভারটন, 'তবে পুলিশ আর দেশবাসীর কাছ থেকে যা পেতেন তা হল অজস্র ধন্যবাদ।'

'এখানেও ওঁর ভয় পাবার কোনও কারও নেই,' গ্রেগসন বললেন, 'কিন্তু ওঁকে একবার থানায় আসতে হবে আমার সঙ্গে। ওঁর বিবৃতি সত্যি প্রমাণিত হলে ওঁর স্বামির বিপদের ভয় নেই একথা জোর দিয়ে বলতে পারি। কিন্তু মিঃ হোমস, এই ঘটনায় আপনি জড়ালেন কি করে?'

'আমি আগের জামানার লোক, গ্রেগসন,' হোমসের ঠোঁটে বিজয়ীর হাসি, 'সারা জীবন শুধু শিখেই চলেছি। ধরে নিন শিখতে শিখতেই একসময় এই মামলায় এসে ঠেকলাম। ওয়াটসন আটটা এখনও বাজেনি, কভেন্ট গার্ডেনে ভ'গনারের কনসার্ট শুনতে হলে আর বসে না থেকে গা তোল। জলদি চলো!'

ছয়

দ্য ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ লেডি ফ্রান্সেস কারফ্যাক্স

'টার্কিশ চাপালে কেন?' বন্ধুবরের প্রশ্নে চমকে উঠলাম।

বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছি, চোখ মেলতে দেখি হোমসের সন্ধানী চোখ আমার জুতোজোড়া খুঁটিয়ে দেখছে।

'টার্কিশ আবার কোথায় দেখলে? এত ইংলিশ, ল্যাটিমারের দোকান থেকে কেনা।'

'তুমিও যেমন!' হোমস হাসল, 'বলছি টার্কিশ বাথ, তুমি শুনলে জুতো। বাড়ির স্নানে তো বেশি আরাম, খরচও কম। ওটা ছেড়ে হঠাৎ টার্কিশ বাথ-এর শখ মাথায় চাপল কেন? পয়সা কি আজকাল সস্তা ঠেকছে?'

'ওসব কিছু নয়,' এতক্ষণে পুরো ব্যাপার আন্দাজ করলাম, 'দিশি স্নানে খরচ কম ঠিকই, টার্কিশ বাথ সেই তুলনায় দামি তাও মানছি, তবু ওতে এক বাড়তি সুবিধে আছে, শরীর আর মন, দুটোই তাজা হয়ে ওঠে। বয়স তো বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে ধরছে বাত — টার্কিশ বাথ নিলে ঐ বেতো ধাতটা কিছুদিনের মত ছেড়ে যায় দেখেছি। কিন্তু এত জিনিস থাকতে হঠাৎ আমার জুতো আর টার্কিশ বাথ নিয়ে পড়লে কেন জানতে পারি?'

'বলছি, অত ব্যস্ত কেন,' হোমস বলল, 'এবার বলো তো আজ সকালবেলা একই গাড়িতে তোমার সঙ্গে আর কেউ ছিলেন কিনা?'

হোমসের সন্ধানী চোখে কিছু এড়ায়না জানি, তাই প্রতিবাদ না করে বললাম, 'এ তো শুধু প্রতিপক্ষকে ধাঁধায় ফেলা। এর মধ্যে যুক্তি কোথায়?'

'এতদিন আমার সঙ্গে থেকেও এমনই বোকার মত প্রশ্ন করছ, ডাক্তার?' ঠোঁট টিপে হাসল হোমস, 'যাক, এইমাত্র কি যেন বললে যুক্তি, কেমন? যুক্তি সহকারেই তাহলে শুরু করছি— বাড়িতে ঢোকার আগে হয়ত খেয়াল করোনি তোমার কোটে রাস্তার কাদার দাগ লেগেছে। কোটের বাঁ হাতে আর কাঁধে। তাই দেখে বুঝলাম তুমি নিশ্চয়ই গাড়ির ভেতরে একধারে বসেছিলে, তোমার পাশে আরেকজন ছিলেন। তুমি একা মাঝখানে বসলে রাস্তার কাদা জানালা দিয়ে ছিটকে সমানভাবে লাগত, কোটের দু'পাশে সমানভাবে।'

'কিন্তু এর মধ্যে তোমার বুট আর টার্কিশ বাথ এল কি করে?'

'আবার একই বোকামি করলে ওয়াটসন,' এতটুকু অপ্রতিভ হল না হোমস, 'কোনওদিন যা চোখে পড়েনি আজ তাই করেছো তুমি, জুতোর ফিতে জোড়ায় গিঁট দিয়েছো। তুমি না দিলে আর কেউ দিয়েছে নিশ্চয়ই। জুতোজোড়া একদম আনকোরা তাই মুচির কথা মনে আসে না। যা আসে তার নাম টার্কিশ বাথ। টার্কিশ বাথ নিলে শরীর মন তরতাজা হয় যখন তখন নিয়ে ভালই করেছো বলব। এক কাজ করি এস, চলো একবার হাওয়া বদল করে আসি। লুসান যাবে? বেড়ানোর পক্ষে খাসা জায়গা, তার ওপর গ্যাঁটের কড়িতে হাত না দিয়েও ফার্স্ট ক্লাসে যাওয়া আসা, সেইসঙ্গে অন্যান্য খরচখরচা সব পাবে, থাকবেও রাজার হালে। কেমন, মন উঠছে, বাছা?'

'শুনতে তো ভালই লাগছে,' বন্ধুর অফার শুনে চমৎকৃত হলাম, 'কিন্তু এই রাজকীয় ব্যবস্থার কারণটা কি?'

'তাহলে বলেই ফেলি,' চেয়ারে ঠেস দিয়ে পকেট থেকে নোটবই বের করল হোমস, 'ভূমিকা না করে উপায় নেই তাই বলছি, এখনকার দুনিয়ায় সবচাইতে বিপজ্জনক কারা জানো? থাক, জবাবটা আমিই দিচ্ছি—সঙ্গি সাথী নেই এই অবস্থায় যেসব মেয়েরা ঘুরে বেড়ায় তারা। উদ্দেশ্য ছাড়াই এরা দিনরাত ঘুরে বেড়ায়। নিছক আবেগের বশে যে কোনও হাওয়ার স্রোতে গা ভাসায়। মনে রেখো এরা কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ, কিন্তু এদের কেন্দ্র করেই বাকি সবাই মারাত্মক অপরাধ বাধায়। এসব মেয়েদের হাতে প্রচুর টাকাকড়ি থাকে, ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। প্রচুর টাকা উড়িয়ে এরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, ভাল হোটেলে ওঠে। এইভাবে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এরা পড়ে বদ লোকদের খপ্পরে। আমার ধারণা লেডি ফ্রান্সেস কারফ্যাক্সও এমনই কোনও বিপদে পড়েছেন, শেয়াল যেভাবে মুর্গি ধরে, ঠিক সেইভাবে কোনও বদলোক ফাঁদ পেতে ধরেছে তাঁকে।'

ভূমিকা, বর্ণনা শেষ। এবার আসল ঘটনার শুরু, আমি তাই কৌতূহলী হলাম। নোটবইয়ের পাতায় চোখ বুলিয়ে হোমস খেই ধরল, 'মৃত আর্ল অফ রাফটনের একমাত্র জীবিত বংশধর হলেন লেডি ফ্রান্সেস। ওঁর আগে ঐ জমিদার বংশের যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি পেয়ে এসেছে ছেলেরাই, এই প্রথম সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল। লেডি ফ্রান্সেস মাঝবয়সী হলেও রূপসী, কিন্তু নিঃসঙ্গ। জড়োয়া হীরের গয়নাগাঁটি উনি ব্যাংকে না রেখে সবসময় ট্রাংকে পুরে নিজের কাছে রাখেন, যখন যেখানে যান ওটা সঙ্গে নিয়ে যান। এটা ওঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য'

'ওঁর কি হয়েছে?'

'সেটাই তো প্রশ্ন, ওয়াটসন,' হোমস ভুরু কোঁচকাল, 'উনি আদৌ বেঁচে আছেন কিনা তাই বুঝতে পারছিনা। মহিলার কিছু বাঁধাধরা অভ্যেস আছে তার মধ্যে একটি হল ওঁর এককালের গভর্নেস মিস ডবনিকে প্রতি দুহপ্তা পরপর একটা করে চিঠি লেখা। গত চারবছর ধরে এর নড়চড় হয়নি। কাজ থেকে অবসর নিয়ে মিস ডবনি এখন আছেন ক্যামবারওয়েলে। কিন্তু গত পাঁচ হপ্তা হল লেডি ফ্রান্সেসের কোনও চিঠি মিস ডবনি পাচ্ছেন না। লেডি শেষ চিঠি ওঁকে লেখেন লুসানের হোটেল ন্যাশনাল থেকে। খবর নিয়ে জানা গেছে ওখান থেকে যাবার সময় লেডি ফ্রান্সেস তাঁর পরবর্তী ঠিকানা উল্লেখ করেননি। মিস ডবনির অনুরোধেই এই কেস হাতে নিয়েছি, ওয়াটসন। বুঝতেই পারছো, লেডি ফ্রান্সেসের এই রহস্যময় অন্তর্ধানে ওঁর পরিবারের সদস্যরা সব যারপরনাই দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ওদের টাকাকড়ির অভাব নেই, তাই এ কেসের তদন্তে টাকার অভাব হবে না। যে করেই হোক, এই রহস্য সমাধান আমায় করতেই হবে, ওয়াটসন।'

'মিস ডবনি ছাড়া খবরের আর কোনও সূত্র নেই,' জানতে চাইলাম, 'লেডি কি আর কাউকে চিঠিপত্র লিখতেন না?'

'অবশ্যই লিখতেন, ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'সে হল ব্যাংক! বুঝতেই পারছ লেডি ফ্রান্সেসের মত নিঃসঙ্গ মেয়েদের বাঁচার জন্য প্রচুর টাকা দরকার যা আসে ব্যাংক থেকে। উনি সিলভেস্টার

ব্যাংকে টাকা রাখতেন। আমি সেখানে গেছি, ওঁর অ্যাকাউন্ট খুঁটিয়ে দেখেছি। সুসানে হোটেলের বিল মেটাতে মোটা টাকার চেক কেটেছেন। আমার হিসেব অনুযায়ী প্রচুর টাকা হাতে নিয়েই উনি লুসান ছেড়েছেন। তারপর মিস মেরি ডেভাইনের নামে আরও একটা চেক কেটেছেন।'

'ইনি কে জেনেছো?'

'অবশ্যই, মিস ডেভাইন হলেন লেডি কারফ্যাক্সের কাজের লোক। কিন্তু তাকে কেন হঠাৎ এত টাকা দিলেন সেই প্রশ্নের উত্তর এখন খুঁজে পাইনি।'

'চেকের পরিমাণ কত?'

'পঞ্চাশ পাউণ্ড। প্রায় তিন হপ্তা আগে মন্ট পেলিয়ারে ক্রেডিট লিওনেস ব্যাংকে চেকটা ভাঙ্গানো হয়েছে তাও জেনেছি, কিন্তু চেকটা কোথায় কাটা হয়েছে এখনও জানিনা। কেসের যাবতীয় বিবরণ পেয়ে গেলে, এবার লুসানের দিকে পা বাড়াও।'

'তুমি যাবে না?'

'আমি? মাথা খারাপ? আমি লণ্ডন ছাড়লেই এখানকার বদমাশগুলোর চর্বি বাড়ে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড একা ওদের সামলাতে হিমশিম খায়, তাই তুমি একাই বেরিয়ে পড়ো। হাতে সূত্র এলেই টেলিগ্রাম করবে। শব্দ পিছু খরচ মাত্র দুপেনি, চিন্তার কিছু নেই। তাছাড়া সব খরচ মক্কেলের ত আগেই বলেছি। অতএব ওয়াটসন, আর দেরি না করে রাতারাতি লুসান যাও, ওখানকার জলহাওয়ায় তোমার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হবে।'

'হোমসকে বাদ দিয়ে তার নির্দেশে আমায় একা বেরোতে হল। লুসানে পৌঁছে হোটেল ন্যাশনালে উঠলাম দুদিন বাদে। হোটেলের ম্যানেজার মঁশিয়ে মোজারকে নিজের কামরায় ডাকিয়ে এনে বেপাত্তা লেডি ফ্রান্সেস সম্পর্কে খোঁজখবর নিলাম। মঁশিয়ে মোজারের কথায় লেডি ফ্রান্সেসের বয়স চল্লিশ পেরোলেও অসামান্য রূপসী ছিলেন, তিনি কমবয়সে যে আরও সুন্দরী ছিলেন বলাই বাহুল্য। হোটেলের কর্মচারিরা সবাই তাঁকে সুন্দর স্বভাবের জন্য পছন্দ করত। তাঁর কাজের মেয়ে মেরি ডেভাইনও তাদের সবার প্রিয় হয়ে উঠেছিল। হোটেলের হেড ওয়েটারদের একজনের সঙ্গে মেরির বিয়ে ঠিক হয়েছে জানালেন ম্যানেজার। লেডি কারফ্যাক্সের সঙ্গে প্রচুর জড়োয়া গয়না ছিল কিনা এ প্রশ্নের জবাব মঁশিয়ে মোজার দিতে পারলেন না, শুধু বললেন হোটেলের কাজের লোকেদের মুখ থেকে জেনেছেন একটা তালাবন্ধ ভারি ট্রাংক লেডি ফ্রান্সেস নিজের শোবার ঘরে রাখতেন।

মেরির সঙ্গে যার বিয়ে ঠিক হয়েছে ম্যানেজার জানালেন হোটেলের সেই হেড ওয়েটারের নাম জুল ভিবার্ট, মন্টপেলিয়ারে এগারো নম্বর রু দ্য ত্রাজানে থাকে সে, মেরিও সেখানেই তার কাছে থাকে। ঠিকানা লিখে নিলাম।

হোমসের সঙ্গে না থেকে যেটুকু জেনেছি এতটা তার একার পক্ষেও জানা সম্ভব হত না ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম। কিন্তু লেডি কারফ্যাক্স কেন এইভাবে আচমকা উধাও হলেন সেই রহস্যের সমাধান করতে পারলাম না। লুসানের লেকের ধারে এই হোটেলের পরিবেশে আরামে তাঁর দিন কাটছিল, পুরো সিজন এখানে কাটাতে চেয়েছিলেন ম্যানেজার তাও বললেন। তবু কেন যে হপ্তার ভাড়া মিটিয়ে তিনি চলে গেলেন কে জানে।

এরপর দেখা করলাম জুলে ভিবার্টের সঙ্গে যার সঙ্গে মেরির বিয়ে ঠিক হয়েছে। লেডি কারফ্যাক্স সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে সে জানাল লেডি যেদিন হোটেল ছেড়ে যান তার আগের দিন দাড়ি গোঁফওয়ালা, ঢ্যাঙ্গা চেহারার একজন লোক তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। লোকটার চামড়ার রং তামাটে, এই শহরেই থাকে সে। জুলে ভিবার্ট জানাল লেকের ধারে দাঁড়িয়ে লেডির সঙ্গে সেই অচেনা লোকটিকে অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলতে দেখেছে সে। এরপরে সেই লোকটি আবার এসেছিল কিন্তু লেডি সরাসরি বলে পাঠান তিনি তার সঙ্গে দেখা করবেন না। এর পরদিনই লেডি ফ্রান্সেস

কারফ্যাক্স হোটেল ছেড়ে চলে যান। ভিবার্টের মতে, লেডির সঙ্গে যে লোকটি দেখা করতে এসেছিল সে যে ইংরেজ এবং তার স্বভাব অসভ্য বর্বরদের মত এ বিষয়ে তার মনে একতিল সন্দেহ নেই। এমন ইঙ্গিতও সে দিল যার অর্থ শুধু ঐ লোকটিকে এড়াবার জন্যই লেডি কারফ্যাক্স এইভাবে কাউকে কিছু না বলে উধাও হয়েছেন। কিন্তু একই সঙ্গে তার ভাবী স্ত্রী মেরি কেন লেডির পরিচারিকার কাজ ছেড়ে দিল তার ব্যাখ্যা করতে পারল না ভিবার্ট। মেরি আছে মন্টপোলিয়ারে। সেখানে তার সঙ্গে দেখা করলে এই রহস্যের কিছু উত্তর পাওয়া যেতে পারে, এমন ইঙ্গিতও দিল সে।

এবার গেলাম কুক কোম্পানীর স্থানীয় অফিসে। সেখান থেকে যেটুকু খবর পেলাম তার সারমর্ম লেডি ফ্রান্সেস কারফ্যাক্স অকারণে বহুপথ ঘুরে নিজের মালপত্র সমেত রেনিজে পৌঁছেছেন, খনিজ জলের উৎস হিসাবে ঐ জায়গাটি বিখ্যাত। আরও জানলাম। লেডি ফ্রান্সেসের সঙ্গে যেসব মালপত্র ছিল তাদের কোনটিরও গায়ে বাদেন-এর লেবেল আঁটা ছিল না। কুক কোম্পানির কর্মচারি এর কারণ ব্যাখ্যা না করলেও বুঝতে বাকি রইল না লেডি আঁচ করেছিলেন কেউ তাঁর অনুসরণ করছে তাই নিজের গন্তব্যস্থল তাকে বুঝতে দেননি। এসব খবর টেলিগ্রামে হোমসকে পাঠালাম। জবাবে বাহবা জানিয়ে পাল্টা টেলিগ্রাম পাঠাল সে ঠিকই, তবে সেই বাহবার মধ্যে বিদ্রূপও মেশানো ছিল। তবে বহুদিন একসঙ্গে কাটানোর ফলে হোমসের বিদ্রূপ আমার গা সওয়া হয়ে গেছে তাই ও নিয়ে মাথা ঘামালাম না।

লেডি ফ্রান্সেসেব খোঁজে এরপর ছুটলাম বাদেনে। ইংলিশচার হফ হোটেলে খোঁজ নিয়ে জানলাম লেডি সেখানে হপ্তা দুয়েক ছিলেন। হোটেলের জার্মান ম্যানেজার জানালেন ডঃ শ্লেসিংগার নামে এক খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সস্ত্রীক এসে উঠেছিলেন তাঁর হোটেলে, ঘটনাচক্রে লেডি ফ্রান্সেসের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে ডঃ শ্লেসিংগারের শরীর ভেঙ্গে পড়ে। যে ক'দিন হোটেলে ছিলেন সে ক'দিন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে লেডি ফ্রান্সেসও তাঁর সেবা করেন। একটু সেরে ওঠার পর ডঃ শ্লেসিংগার দম্পতি লণ্ডন রওনা হন, লেডি ফ্রান্সেসও তাঁদের সঙ্গে যান। কিন্তু ওঁর পরিচারিকা মেরি কেন কাজ ছেড়ে দিল সেই প্রশ্নের জবাব ম্যানেজার দিতে পারলেন না।

না পারলেও এক চমকপ্রদ খবর দিলেন তিনি—আমার আগে আরও একজন লেডি ফ্রান্সেসের খোঁজে এসেছিল, এইত গত হপ্তায় মেরির হবু স্বামী জুলে ভিবার্টের দেয়া খবর অনুযায়ী প্রশ্ন করলাম, 'লোকটার কি নাম বলেছে?'

'নামধাম কিছু বলেনি,' ম্যানেজার বললেন, 'তবে জাতে ইংরেজ তাতে সন্দেহ নেই, কথাবার্তা, ধরনধারণ অদ্ভুত।'

'অদ্ভুত না বলে বলুন অসভ্য, তাই তো?' সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়লাম।

'যা বলেছেন,' ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন ম্যানেজার, 'ভদ্রলোকের পোশাকে সে এক আস্ত জানোয়ার।'

তাহলে কি এই লোকটির ভয়ে লেডি ফ্রান্সেস লণ্ডনে পালিয়েছিলেন? কেন সে তাঁর পিছু নিয়েছে কে জানে। সব উল্লেখ করে আবার টেলিগ্রাম পাঠালাম হোমসকে।

উত্তরে হোমস পাল্টা টেলিগ্রামে ডঃ শ্লেসিংগারের বাঁ কান দেখতে কেমন জানতে চাইল। কাজের সময় হোমসের এই রসিকতা ভাল ঠেকল না, জবাব না দিয়ে আমি ছুটে গেলাম মন্টপোলিয়ারে লেডি ফ্রান্সেসের কাজের লোক মেরির কাছে। আমার প্রশ্নের জবাবে মেরি যা বলল তাতে বুঝলাম ঠিকই আন্দাজ করেছি, সেই অসভ্য ইংরেজের হাত থেকে পালাতেই লণ্ডনে গেছেন তিনি। নিজের চোখে ঐ লোকটাকে লেডির হাত মুচড়ে দিতে দেখেছে সে। বলেই জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল মেরি—'ঐ তো, সেই লোক। আমার খোঁজে এখানেও ধাওয়া করেছে! কি হবে এখন?'

জানালায় এসে দাঁড়াতে চোখে পড়ল বিশাল চেহারার এক পুরুষ বাড়ির নম্বর খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ। মেরিকে আশ্বস্ত করে বেরিয়ে এলাম বাইরে, সরাসরি সামনে এসে দাঁড়াতেই হাঁটা থামিয়ে চোখ পাকিয়ে তাকাল সে আমার দিকে।

'আপনি ইংরেজ?' আমি জানতে চাইলাম।

'কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে, 'কোন কম্মে?'

'আপনার নামটা বলবেন?'

'না, বলবনা!'

'লেডি ফ্রান্সেস কারফ্যাক্সের কি হয়েছে এক্ষুণি বলুন।' এবার ধমকে উঠলাম, 'কেন আপনি ওঁর পিছু নিয়েছেন? আটকে রেখেছেন কোথায় তাঁকে?'

শুনেই লোকটা লাফিয়ে পড়ল আমার ওপর দু'হাতের মোটা মোটা আঙ্গুলে আমার গলা চেপে ধরল। এই আচমকা আক্রমণের জন্য আমি তৈরি ছিলাম না, তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠলাম না। দম প্রায় যাওয়ার অবস্থা, এমন সময় আমার পাশের ক্যাবারে থেকে বেরিয়ে এল একটি লোক যাকে দেখলে ফরাসি মজুর ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। হাতের ছোট লাঠি দিয়ে সে বেদম জোরে এক ঘা কষাল আমার আততায়ীর হাতে। এক ঘায়েই ছিটকে সরে গেল আততায়ী, কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে আগুনহানা চাউনি মেলে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল আমার দিকে, তারপর যে কটেজ থেকে বেরিয়েছিল, আবার সেঁধোল সেখানে।

'ঢের হয়েছে, ওয়াটসন,' উদ্ধারকারী অচেনা ফরাসি মজুর নিখুঁত ইংরেজিতে বলে উঠল, 'এখানে আর নয়, আজ রাতেই আমাদের লণ্ডনের ট্রেন ধরতে হবে।'

'কেসটার এমন হাল করে ছাড়বে আগে জানলে আমি তোমায় এতদূর মোটেও পাঠাতাম না ওয়াটসন,' হোটেলে আমার ঘরে বসে হোমস মুখ খুলল, 'আমার সঙ্গে এতদিন ওঠাবসা করেও যদি কিছু না শেখো তাহলে আর বলার কিছু থাকে না।'

হোটেলের বাথরুমে ভাল করে স্নান করে ফরাসি মজুরদের ছদ্মবেশ ধুয়ে মুছে ফেলেছে হোমস, এই মুহূর্তে সে আমার মুখোমুখি বসে—লণ্ডনের বেকার স্ট্রীটের দুশো একুশের বি বাড়ির ভাড়াটে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম শার্লক হোমস।

'তদন্ত করতে গিয়ে একের পর এক যে ভুল করেছো,' বলল হোমস, 'তার ফলে অপরাধী-হুঁশিয়ার হয়েছে আর তোমার হয়েছে লবডংকা!'

'তা আমায় না পাঠিয়ে তুমি নিজে এলেই পারতে,' খানিক আগে অচেনা দুশমনের হাতে মরতে মরতে বেঁচে গেছি তার ওপর এই দোষারোপ শুনে পিত্তি জ্বলে গেল, 'তবে তুমি নিজে এলেও আমি যেটুকু করেছি তার চেয়ে বেশি একপা হয়ত এগোতে পারবে না!'

'ওটা রেগেমেগে বলছ,' নিমেষে শামুকের মত নিজেকে গুটিয়ে মুচকি হাসল সে, 'হয়ত নয়, তোমার চেয়ে এক পা বেশি আমি ইতিমধ্যেই এগিয়েছি।' তার কথা শেষ হতে ওয়েটার ভেতরে ঢুকল আর তার পেছন পেছন এসে ঢুকল সেই অচেনা দেড়ে আততায়ী, খানিক আগে যে আমার গলা দু'হাতে টিপে ধরেছিল।

'এই দ্যাখো মিঃ ফিলিপ গ্রিন এসে গেছেন,' হোমস ভুরু কোঁচকাল, 'একই হোটেলে উনি উঠেছেন আর সেখবর তুমি রাখোনি। আমাদের এ কেসের তদন্ত এঁকে দিয়ে শুরু করতে হবে।'

'আপনার ব্যাপার কি বলুন তো মিঃ হোমস,' আমায় দেখেই রেগে উঠলেন মিঃ গ্রিন, 'আপনি খবর পাঠালেন বলেই এলাম। কিন্তু এই লোকটা কি মতলবে এখনে এসে ঢুকেছে?'

'ইনি কিন্তু দুষমণদের কেউ নন, মিঃ গ্রিন,' হোমস হাসল, 'ইনি একাধারে আমার বহুদিনের বন্ধু আর সহকারী ডঃ ওয়াটসন। এ কেসের তদন্তে ইনিও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।'

'আমার আগের ব্যবহারের জন্য মাফ চাইছি, ডঃ ওয়াটসন,' রোদে পোড়া হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন মিঃ গ্রিন, 'আসলে আমি লেডি ফ্রান্সেসকে আটকে রেখেছি আপনার মুখ থেকে একথা কানে যেতেই আমার মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। যাক, আপনার গলায় লাগেনি তো?' মিঃ হোমস, 'শুধু আজ বলে নয়, এই ঘটনা আমার স্নায়ুর ওপর এক চাপ ফেলেছে যে প্রায়ই আমার মাথা রাগে আগুন হয়ে ওঠে। আচ্ছা, এবার বলুন তো শুনি আমার নাম কার মুখ থেকে শুনলেন?'

'লেডি ফ্রান্সেসের গভর্নেস মিস ডাবনি আমায় আপনার কথা বলেছেন, মিঃ গ্রিন।'

'সুসান ডবনির কথা বলছেন?' উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন মিঃ গ্রিন, 'আমি ওকে চিনি।'

'উনিও আপনাকে চেনেন, মিঃ গ্রিন,' হোমস বলল, 'দক্ষিণ আফ্রিকার পাড়ি দেবাব আগে থেকে উনি চেনেন আপনাকে।'

'হুঁম!' গম্ভীর আওয়াজ করলেন মিঃ গ্রিন, 'তাহলে তো আমার সবকিছুই আপনার জানা হয়ে গেছে, মিঃ হোমস! আপনাকে আমার লুকোবার কিছু নেই। খোলাখুলিভাবেই বলছি, অল্প বয়সে আমি খুব বেপরোয়া জীবনযাপন করতাম। লেডি কারফ্যাক্স তা জানতে পারেন। তার আগে বলে নিই ফ্রান্সেসকে আমি যেভাবে ভালবেসে এসেছি তেমনভাবে অন্য কোনও পুরুষ কখনও কোনও নারীকে ভালবাসেনি। যেকথা বলছিলাম, আমার বেপরোয়া জীবনযাপনের কথা জেনে ফ্রান্সেস আমার ওপর ক্ষুণ্ণ হয়। আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে সে। কিন্তু আমাকে ভুলতে পারেনা— এই কারণে সে অন্য কোনও পুরুষকে বিয়ে করতে পারেনি। এইভাবে অনেকগুলো বছব কাটল। বারবারটনে মোটা টাকা কামানোর পর মনে হল এতদিনে হয়ত ফ্রান্সেসের রাগ পড়েছে। ফান্সেস তখনও বিয়ে করেনি জেনেই কথাটা মনে হল। লুসানে গিয়ে আমি দেখা করলাম ফ্রান্সেসের সঙ্গে, কথা বলে দেখলাম আমার অনুমান ভুল নয়, আমার ওপর থেকে ওর রাগ পড়েছে। কিন্তু রাগ পড়লেও আমাকে সে আগের জায়গায় বসাতে পারেনি। এ বিষয়ে নিশ্চিত হলাম দ্বিতীয়বার লুসানে গিয়ে জানলাম আমি পৌঁছবার আগেই ও লুসান ছেড়ে চলে গেছে। আসলে ফ্রান্সেস চিরকালই বড্ড জেদী।

কিন্তু মিঃ হোমস, এতদিন বাদে ফ্রান্সিসকে পেয়ে আর তাকে হারানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা, তাই পাগলের মত তাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। অনেক খোঁজার পর জানতে পারলাম সে বাদেনে এসেছে। আমিও চলে এলাম বাদেনে, এও জানলাম ফ্রান্সেসের পুরোনো কাজের মেয়ে থাকে এখানে। ফ্রান্সেসের খোঁজ নিতে ওর কাছে গেলাম, কিন্তু তার আগেই রাস্তার মাঝখানে মোলাকাত হল ডঃ ওয়াটসনের সঙ্গে, ওঁর জেরা শুনে মনে হল ফ্রান্সেসকে আমিই কোথাও লুকিয়ে রেখেছি। মিঃ হোমস, ওঁর কথা শুনে আমার মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল! যাক, ওসব বাদ দিন, লেডি ফ্রান্সেস কারফ্যাক্স কোথায় আছেন যদি জানেন তো ভগবানের দোহাই আমায় বলুন।'

'আমরাও তাই জানতে চাই মিঃ গ্রিন,' হোমসের গলা গম্ভীর হল, 'আপনি লণ্ডনে কোথায় থাকেন, মিঃ গ্রিন?'

'আপাতত ল্যাংঘাম হোটেলে আছি', দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিঃ গ্রিন, ওখানে খোঁজ করলে আমায় পাবেন।'

'তাহলে আমার অনুরোধ, লেডি ফ্রান্সেসের খোঁজে এখানে ওখানে না ঘুরে আপনি ফিরে যান লণ্ডনে। আমরাও যাচ্ছি। হোটেলে ফিরে চেপে বসে থাকুন, যে কোন মুহূর্তে আপনাকে দরকার হতে পারে। আমার এই কার্ডখানা রাখুন দরকার মত আপনিও যোগাযোগ করবেন। একটা কথা বলে রাখি, আপনার মন ভাল করার মত আজে বাজে আশা আমি দেব না, তবে সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাব। ব্যস, আমার কথা শেষ। ওয়াটসন, মালপত্র গোটাও আজ রাতের ট্রেন যে করে হোক ধরতেই হবে। আমিও বেরোচ্ছি, কাল সকালের ব্রেকফাস্ট তৈরি রাখতে মিসেস হাডসনকে টেলিগ্রাম পাঠাব।'

অবশেষে লণ্ডন। বেকার স্ট্রিটের আস্তানায় পৌঁছে হোমস দেখল তার নামে পাঠানো একটা টেলিগ্রাম পড়ে আছে টেবিলে। খাম ছিঁড়ে ভেতরের কাগজটা বের করে একপলক দেখেই ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'নাও পড়ো।'

টেলিগ্রাম এসেছে বাদেন থেকে। পাঠিয়েছেন ইংলিশচার হফ হোটেলের ম্যানেজার। টেলিগ্রামের বয়ানে মাত্র দুটি শব্দ—'ছেঁড়া খাঁজকাটা।'

'এর মানে কি?' টেলিগ্রামটা টেবিলে চাপা দিয়ে জানতে চাইলাম, 'তুমি কিছু বুঝেছো?'

'আলবৎ বুঝেছি,' হোমসের গলায় প্রখর আত্মবিশ্বাস ফুটল, লেডি ফ্রান্সেস যে পাদ্রির পাল্লায় পড়েছেন তাঁর বাঁ কানটা এরকম দেখতে। ওয়াটসন, লোকটার আসল নাম হোলি পিটার্স, অস্ট্রেলিয়ার এক সাংঘাতিক ক্রিমিন্যাল। নিঃসঙ্গ অথচ ভক্তিপ্রাণা মেয়েদের ধর্মের কথার ফাঁদে ফেলে তাদের টাকাকড়ি ছিনিয়ে নেওয়াই ওর অপরাধের ধরণ। পাদ্রির নাম ডঃ শ্লেসিংগার শুনেই আমার খটকা লেগেছিল, তাই ওর বাঁ কানটা দেখতে কেমন জানতে চেয়ে টেলিগ্রাম করেছিলাম। অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড শহরে ১৮৮৯-এ হোলি পিটার্স বেদম মার খায় মারপিটের ফাঁকে, কেউ কামড়ে বদমাশটার বাঁ কানের চামড়া ছিড়ে নেয়। ফ্রেজার নামে যে ইংরেজ মহিলা বৌ সেজে সঙ্গে থাকে সে আসলে ওরই মত নচ্ছার মেয়েমানুষ, পিটার্সের যাবতীয় কুকীর্তির ও হল সাধনসঙ্গিনী। এই দুই মার্কামারা ক্রিমিন্যালের খপ্পরে পড়েছে লেডি ফ্রান্সেস কারফ্যাক্স, ইতিমধ্যে ওঁর কি হাল করে ছেড়েছে কে জানে? হয় ওরা তাঁকে খুন করেছে নয়ত এমন অবস্থায় রেখেছে যার ফলে পরপর পাঁচ হপ্তা একটি চিঠিও লিখতে পারেন নি তিনি। খেয়েদেয়ে খানিক জিরিয়ে নাও, সন্ধের পর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডেগিয়ে এদের হাল হকিকৎ জানতে হবে। মনে হয় লেসট্রেড আমায় নিরাশ করবেনা।'

কিন্তু হোমসের ধারণা বাস্তবে রূপ নিল না, ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর লেসট্রেড হোলি পিটার্স সম্পর্কে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া থেকে শুরু করে লণ্ডনের সেরা ক্রিমিন্যালদের ডেরায় ধাওয়া করা, চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখল না। এক হপ্তা বাদে খবর এল ওয়েস্টমিনস্টার বেলভিনটানের গয়নার দোকানে পাদ্রির মত দেখতে একটা লোক একটা সাবেকি ডিজাইনের গয়না মোটা টাকায় বাঁধা দিয়েছে।

মিঃ গ্রিন ল্যাংঘাম হোটেল থেকে প্রায় রোজই একবার করে হানা দিচ্ছেন আমাদের আস্তানায় তাঁর নিখোঁজ প্রেমিকার খোঁজে। ওঁর উপস্থিতিতেই গয়না বাঁধা দেবার খবরটা এল।

'এবার আপনিও আমাদের সঙ্গে হাত লাগান, মিঃ গ্রিন,' হোমস বলল, 'বন্দিনী প্রেমিকাকে উদ্ধার করার কাজে মদৎ দিন।'

'আমি একপায়ে খাড়া, মিঃ হোমস,' মিঃ গ্রিন উঠে দাঁড়ালেন, 'বলুন কি করতে হবে?'

'মনে হচ্ছে বেলভিংটনের গয়নার দোকানে পিটার্স ব্যাটা আবার গয়না বাঁধা দিতে আসবে,' হোমস বলল, 'আপনি গিয়ে ঐ দোকানের ওপর নজর রাখুন। ...কিন্তু হুঁশিয়ার, পিটার্স এলে আপনি যেন রাগের মাথায় মারধোর করবেন না, পা টিপে টিপে পিছু নিয়ে ওর ডেরাটা শুধু দেখে আসবেন। কেমন, গায়ে হাত দেবেন না তো?'

'ঠিক আছে, দেব না।'

'অ্যাডমিরাল ফিলিপ গ্রিনের ছেলে কথা দিচ্ছেন ত? ইয়ে, ওয়াটসন, তোমায় বলা হয়নি। কিরিমায়র যুদ্ধে আজোফ সাগরে যুদ্ধের নায়ক অ্যাডমিরাল ফিলিপ গ্রিনের নাম মনে আছে তো? আমাদের এই মিঃ গ্রিন তাঁরই ছেলে।'

'তাই নাকি?' উঠে শুনে চমৎকৃত হলাম 'এত ভাবাই যায় না!'

'সত্যিই মিঃ হোমস, আপনাকে কি বলব ভেবে পাচ্ছি না,' মিঃ গ্রিন গলা নামিয়ে বললেন, 'আমার সম্পর্কে এত খবর জেনেছেন, কিন্তু আমি কিছুই টের পাইনি?'

'অবাক হবার কিছু নেই মিঃ গ্রিন,' মুচকি হাসল হোমস, 'গোপনে খবর জোগাড় করাই আমার পেশা তা ভুলে যাচ্ছেন কেন? যাক, আপনি তাহলে বেরিয়ে পড়ুন, যা বললাম মনে রাখবেন।'

'অবশ্যই রাখব, মিঃ হোমস, অপরাধীকে হাতের মুঠোয় পেলেও তাকে ঠ্যাঙাবনা। চললাম তাহলে।' হাত নেড়ে বিদায় নিলেন মিঃ গ্রিন।

দুদিন কিছুই ঘটল না। তিনদিনের দিন সন্ধের পর মিঃ গ্রিন দেখা দিলেন, হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, খোঁজ পেয়েছি, মিঃ হোমস। ডঃ শ্লেসিংগারের সঙ্গে যে মেয়েটা ওর বৌ সেজে থাকে সেও বেলভিংটনের দোকানে আবার গয়না বাঁধা দিতে এসেছিল। আমি দোকানের ওপর নজর রেখেছিলাম, বেরোতেই পিছু নিলাম।'

'উত্তেজিত হবেন না,' হোমস বলল, 'ধীরেসুস্থে বলুন তারপর কি হল।'

'দোকান থেকে বেরিয়ে ফ্রেজার নামে মেয়েটা এল কেনসিংটন রোডে এক কফিন বানানোর অফিসে।' শুনে থরথর করে কেঁপে উঠল হোমস, পরমুহূর্তে নিজেকে শান্ত করে বলল, 'তারপর?'

'কাউন্টারে একটা মেয়ে ছিল, ফ্রেজারকে দেখে সে বলল, দেরি হয়ে গেছে, ওটা আরও আগে পৌঁছে দেবার কথা ছিল। আসলে সাইজটা বেটপ কিনা, তাই বানাতে বেশি সময় লেগেছে। আপনি যান ওটা এতক্ষণে ঠিক পৌঁছে গেছে।' এই কথাগুলো স্পষ্ট শুনেছি, মিঃ হোমস, তারপর অমার দিকে চোখ পড়তে মেয়েটা থেমে গেল। একথা সেকথা বলে আমি বাইরে বেরিয়ে ঘাপটি মেরে আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম।'

'নিজের দায়িত্ব খুব ভালভাবে পালন করেছেন, মিঃ গ্রিন,' হোমস বলল, 'তারপর কি হল?'

'খানিক বাদে ফ্রেজার বাইরে বেরিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চাপল আমিও আরেকটা গাড়িতে চেপে পিছু নিলাম। এইভাবে আমরা এসে হাজির হলাম ব্রিক্সটনে পোল্টনি স্কোয়ারে, ৩৬ নম্বর বাড়ির সামনে এসে আগের গাড়িটা দাঁড়াল। সন্দেহ এড়িয়ে আমায় নজর রাখতে হবে তাই ঐ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পার্কের কোণে এসে গাড়ি থেকে নামলাম, ভাড়া মিটিয়ে নজর রাখলাম বাড়িটার ওপর।'

'কাউকে চোখে পড়ল?'

'বাড়ির সব কটা জানালা বন্ধ ছিল শুধু একটা বাদে,' মিঃ গ্রিন বললেন, 'সেটা একতলায়। কিন্তু খড়খড়ি নামানো ছিল তাই ভেতরে কেউ থাকলেও দূর থেকে চোখে পড়েনি। এরপর কি করব ভাবছি এমন সময় একটা ফাঁকা ভ্যান এসে থামল বাড়ির সামনে, দুজন লোক ভেতর থেকে একটা জিনিস কাঁধে করে ভেতরে ঢুকল। মিঃ হোমস, জিনিসটা ছিল বড়সড় একটা কফিন।'

'বলে যান!' কফিন শব্দটা শুনে আজ আর বন্ধুবরকে বিচলিত হতে দেখলাম না।

'বুঝতেই পারছেন জিনিসটা চোখে পড়ার পর আমার মানসিক অবস্থা কি হতে পারে। এমন সময় ফ্রেজার নামে ঐ মেয়ে দরজা ফাঁক করতেই আমায় দেখে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে। সে যে আমায় চিনেছে তাতে সন্দেহ রইলনা। 'আমি নিজে ওদের ঠ্যাঙাবনা বলে আপনাকে খবরটা দিতে ছুটে এলাম।'

'আপনার কাজের তুলনা হয়না, মিঃ গ্রিন!' খসখস করে একটা কাগজে কি লিখল হোমস, মিঃ গ্রিনকে সেটা দিয়ে বলল, 'এখন কিছু করার আগে ওদের বিরুদ্ধে খানা তল্লাশির ওয়ারেন্ট জোগাড় করতে হবে। আপনি এটা নিয়ে সিধে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলে যান, ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের সঙ্গে দেখা করে এটা দিন। লেডি ফ্রান্সেসের জড়োয়া গয়না আপনি বাঁধা দিতে দেখেছেন, ওয়ারেন্ট বের করার পক্ষে এটুকু যথেষ্ট।'

'কিন্তু মিঃ হোমস,' মিঃ গ্রিন ভিতু ভিতু গলায় বললেন, 'এর মধ্যে ওরা তো ফ্রান্সেসকে মেরেও ফেলতে পারে। পেল্লায় কফিনটাই বা কার জন্য এল, নিশ্চয়ই ওর জন্য?'

'আপনাকে যা করতে বললাম, তাই করুন, মিঃ গ্রিন। আমাদের সাধ্যমত যতটুকু করার আমরা করব, একটি মুহূর্তও নষ্ট হবে না। ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'ওয়াটসন,' মিঃ গ্রিন চলে যাবার পর হোমস আমার দিকে তাকাল, 'অবস্থা কেমন দাঁড়াবে বলতে পারছি না। তবে শুনে যা মনে হল খুব সুবিধের নয়। মিঃ গ্রিনকে আইনের সাহায্য নিতে পাঠিয়ে একটা কর্তব্য সেরেছি, এবার আমার নিজের পথে এগোতে হবে। ওঠো, তাঁবু গোটাও, পোর্টনি স্কোয়ারে আগে চলো।'

'কেসটা ভয়ানক জটিল ওয়াটসন,' যাবার পথে হোমস বলল, 'লেডি ফ্রান্সেসের গয়নাগুলো হাতিয়ে বদমাশগুলো তাঁকে খুন করেছে এটুকু ধরে নিয়েই এগোনো যাক। প্রশ্ন হচ্ছে, বাগানের মাটি খুঁড়ে ওরা অনায়াসে লেডির মৃতদেহ পুঁতে ফেলতে পারত, তা না করে একটা পেল্লাই কফিন আনিয়েছে, মিঃ গ্রিনের কথা থেকে যা বুঝলাম। তার মানে ওরা সবাই বোঝাতে চাইবে যে লেডি ফ্রান্সেসের মৃত্যু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। ডাক্তারের সার্টিফিকেট না থাকলে মৃতদেহ কফিনে পুরে কবর দেয়া যায় না। তাহলে কি ডাক্তারকে দিয়ে বিষ খাইয়ে তাঁকে খুন করেছে ওরা? কিন্তু ডাক্তারকে ওরা দলে টানতে পারেনি বলেই আমার ধারণা। আরে ঐ ত সেই কফিন তৈরির দোকান। ওহে ছোকরা, গাড়িটা এখানে একটু রাখো। ওয়াটসন, ভারিক্কি তোমার চেহারাখানা বেশ, তুমিই নামো, দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করো, পোর্টনি স্কোয়্যারের যে কফিন তৈরি হয়েছে আগামিকাল কটা নাগাদ সেটা কবর দেওয়া হবে?'

হোমস বসে রইল গাড়িতে, আমি নেমে ঢুকলাম দোকানে। কাউন্টারে দাঁড়ানো মেয়েটিকে হোমস যা বলেছে সেই প্রশ্ন করলাম।

'সকাল আটটায়', মেয়েটি বিনা দ্বিধায় জবাব দিল।

'তাহলে দেখা যাচ্ছে বদমায়েশরা আইন মেনেই লেডি ফ্রান্সেসকে কবর দেবার ব্যবস্থা করেছে,' হোমস বলল, 'কিন্তু আইনের সাহায্য নিয়ে ওদের রুখতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। ওয়াটসন, সঙ্গে রিভলবার এনেছো?'

'না,' হোমসের প্রশ্ন শুনে সেই মুহূর্তে নিজেকে বড্ড অসহায় মনে হল, হাতের ছড়িটা তুলে বললাম, 'এটা ছাড়া অন্য হাতিয়ার সঙ্গে নেই।'

'পুলিশের অপেক্ষায় বসে না থেকে চলো এগোই, কপালে যা থাকে হবে,' হোমস গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে আমায় নিয়ে চলল নির্দিষ্ট বাড়ির দিকে। ৩৬ নম্বর বাড়ির সামনে এসে নামলাম দুজনে, জোরে কলিং বেল বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজার পাল্লা খুলে গেল। সামনে এসে দাঁড়াল রোগা লম্বা দেখতে এক যুবতী।

'কাকে চান?' হেঁড়ে গলায় জানতে চাইল সে।

'ডঃ শ্লেসিংগারকে ডেকে দিন, বিশেষ দরকার,' হোমস বলল।

'এ নামে এ বাড়িতে কেউ থাকে না,' বলে মেয়েটা দরজা বন্ধ করতে গেল কিন্তু তার আগেই ভেতরে পা বাড়িয়ে তাকে রুখে দিল হোমস।

'এখানে এসে ও কি নাম নিয়েছে জানি না, জানার দরকারও নেই,' গলা চড়ালো হোমস, 'ওকে ডেকে দিন, জরুরি দরকারে এসেছি।'

কথা না বাড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত কি ভাবল মেয়েটি, তারপর হলঘরের দরজা খুলে বলল, 'ভেতরে আসুন। কোথাকার কে না কে, তাকে আমার স্বামি ভয় করতে যাবে কোন দুঃখে? বসুন মিঃ পিটার্সকে খবর দিচ্ছি।'

তার কথা শেষ না হতেই ভেতরে যাবার দরজা খুলে লম্বা চওড়া টাক মাথা একটি লোক হলঘরে ঢুকল, লক্ষ্য করলাম তার বাঁ কানের খানিকটা চামড়া ছেঁড়া।

'আপনার ভুল করে এখানে এসে পড়েছেন,' লোকটি বলে উঠল, ' কেউ হয়ত ভুল ঠিকানা দিয়েছে, বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে বরাবর গেলেই—'

'ব্যস, ওতেই হবে,' হোমস কড়াগলায় তাকে দাবড়ে দিল, 'নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই। আপনিই অ্যাডিলেডের হোলি পিটার্স তা আমার জানতে বাকি নেই, হালে বাদেন আর দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে ডঃ শ্লেসিংগার নাম নিয়ে প্রচারক সেজেছিলেন। ওহো, বলতে ভুলে গেছি আমার নাম শার্লক হোমস।'

'কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন আপনার নাম শুনে আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ব। আমি খোলামনের মানুষ। যাক, এখানে কি চান?'

'একটা প্রশ্নের উত্তর চাই, যে,' হোমস গলা নামিয়ে বলল, 'লেডি ফ্রান্সেস কারফ্যাক্সের নাম আশা করি শুনেছেন, যাকে বাদেন থেকে ভুলিয়ে এনেছেন এখানে? আমি জানতে চাই তিনি কোথায়, আপনি তাঁর কি করেছেন?'

'ভাল প্রশ্ন করেছেন, মিঃ হোমস,' পিটার্স জোরগলায় বলল, যাঁর নাম নিলেন সেই মহিলাকে আমিও খুঁজে বেড়াচ্ছি কারণ তিনি একশো পাউণ্ড আমার কাছ থেকে ধার নিয়ে আর শোধ করেন নি, টাকা কটা আমার বড্ড দরকার। বাদেন থেকে আমার সঙ্গে এসেছেন জাহাজ আর ট্রেনের টিকিট, হোটেলের বিল, সব খরচ আমি মিটিয়েছি। লণ্ডনে এসেই মহিলা কয়েকটা সেকেলে গয়না ফেলে রেখে উধাও হয়েছেন। ভালই হয়েছে মিঃ হোমস আপনি এসেছেন, মহিলাকে খুঁজে বের করতে পারলে আমার টাকাটা আদায় করতে পারি।'

'সেই উদ্দেশ্যেই আমরা এসেছি,' হোমস বলল, 'এই বাড়ি খানাতল্লাশি করব।'

'খানাতল্লাশি করতে গেলে ওয়ারেন্ট লাগে, এনেছেন ওয়ারেন্ট?'

'এই যে ওয়ারেন্ট,' পকেট থেকে রিভলবার বের করল হোমস, 'পাকা ওয়ারেন্ট না আসা পর্যন্ত এতেই কাজ চলে যাবে।'

'হতভাগা বদমাশ্!' প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ল পিটার্স, 'দিনদুপুরে ডাকাতির মতলবে আমার ডেরায় ঢুকেছো?'

'আরও আছে,' ইশারায় আমাকে দেখাল হোমস, 'আমার বন্ধুর কিন্তু মারকুটে গুণ্ডা বলে বদনাম আছে! ওর একখানা আফগানী প্যাঁচ খেলে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে হবে! আমরা দুজনে মিলেই খানাতল্লাশি করব!'

'আর দেরি না, অ্যানি,' কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে পিটার্স হেঁকে উঠল, 'পুলিশে খবর দাও!' সদর দরজা খোলার আর স্কার্টের খসখস আওয়াজ কানে আসতে আঁচ করলাম পিটার্সের সাধনসঙ্গিনী পুলিশ ডাকতে বেরোল।

'ওয়াটসন, আমাদের হাতে সময় কম। উঁহু, পিটার্স, এক পা এগোলে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হব! কফিনটা কোথায় রেখেছো?'

'কফিনের ভেতর মৃতদহে আছে,' পিটার্স বলল, 'ও দিয়ে আপনি কি করবেন?'

'মৃতদেহটা একবার দেখব।'

'যদি দেখতে না দিই?'

'তাহলে আমি নিজেই দেখব, এসো ওয়াটসন! পাশের খোলা দরজা দিয়ে হোমস আর আমি ভেতরে ঢুকলাম। এটা খাবার ঘর, ভেতরে গ্যাসের আবছা আলো জ্বলছে। সামনে খাবার টেবিলের ওপর বিশাল কফিনটা চোখে পড়ল। ওপরের ঢাকনা তুলে ভেতরে উঁকি দিতেই এক মৃত বৃদ্ধার রোগা মুখ চোখে পড়ল। নিখোঁজ লেডি ফ্রান্সেস কারফ্যাক্সের মৃতদেহ এটা নয় সে বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহ রইল না।

'কি হল, ওয়াটসন!' আক্ষেপের সুরে বলে উঠল হোমস, 'এত দেখছি আরেকজন, আগে কখনও দেখিনি এই মহিলাকে!'

'কেমন মিঃ হোমস, আপনার সন্দেহ ঘুচল?' পেছন থেকে পিটার্সের বিদ্রূপ ভেসে এল, 'আপনার মত তুখোড় গোয়েন্দারও ভুল হয় দেখতেই পাচ্ছেন!'

'এটা কার মৃতদেহ?'

'ইনি ছিলেন আমার স্ত্রীর নার্স,' পিটার্স এতক্ষণে সামনে এসে দাঁড়াল, 'নাম রোজ স্পেণ্ডার। তিনদিন চিকিৎসা করিয়েও বাঁচাতে পারিনি। ব্রিক্সটন ওয়ার্কহাউসের হাসপাতালে এতদিন ছিলেন, এখানে নিয়ে আসার পর ডঃ হর্সোস চিকিৎসা করছিলেন, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন তিনিও ওঁকে বাঁচাতে পারলেন না। ডাক্তারের ঠিকানাটা লিখে রাখুন হোমস—তেরো নম্বর, ফেয়ারব্যাংক ভিলা, পরে হয়ত কাজে লাগবে। আগামিকাল সকাল আটটায় এঁকে কবর দেওয়া হবে। মিঃ হোমস আপনি যে এমন মহামূর্খ আগে জানতাম না! লেডি ফ্রান্সেসকে খুঁজতে এসেছিলেন, কিন্তু তার বদলে পেলেন এক বুড়ির লাশ!'

'আমি বাড়ি তল্লাশি করব,' গলা শুনে বুঝলাম হোমস এরপরেও হার মানতে রাজি নয়. ভেতরে রাগে জ্বলছে সে।

'আমি থাকতে তা কখনোই হবেনা,' বলে উঠল পিটার্স, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকল পিটার্সের সাধনসঙ্গিনী ফ্রেজার, দুজন সার্জেন্ট আর কনস্টেবলকে নিয়ে।

'এই যে সার্জেন্ট,' ইশারায় আমাদের দেখাল ফ্রেজার, 'এই উটকো লোক দুটো কোথা থেকে এসে ঢুকে পড়েছে, বলছে খানা তল্লাশি করবে। এদের এক্ষুণি মারতে মারতে বের করে দিন।' ফ্রেজারের সুরে সুর মেলাল পিটার্স নিজেও কিন্তু তার গলায় তেমন জোর নেই।

ফ্রেজারের অভিযোগ শেষ হতে হোমস পকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ড বের করল, তাতে চোখ না বুলিয়েই সার্জেন্ট বলল, 'মিঃ হোমস, কার্ডের দরকার নেই, আপনাকে আমরা সবাই চিনি। কিন্তু মুশকিল হল ওয়ারেন্ট ছাড়া খানাতল্লাশি করা বেআইনি হবে।'

'এদের দুজনকে এক্ষুণি গ্রেপ্তার করুন সার্জেন্ট!' চেঁচিয়ে উঠল পিটার্স।

'আপনি চুপ করুন! কি করতে হবে আমি জানি, আমায় হুকুম দিতে আসবেন না।' সার্জেন্ট দাবড়ে দিল পিটার্সকে।

'মিঃ হোমস,' সার্জেন্ট চাপা গলায় বলল, 'এত কাণ্ডের পর এখানে আপনার থাকা চলবে না!'

'জানি, সার্জেন্ট, আমি এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাচ্ছি, এসো ওয়াটসন!' আমার হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে বেরিয়ে এল হোমস। গলা নামিয়ে বলল। 'লেডি ফ্রান্সেস কারফ্যাক্স নামে এক মহিলাকে ঐ বাড়িতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে খবর পেয়ে এসেছিলাম। ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর লেসট্রেড সব জানেন, উনি ওয়ারেন্ট নিয়ে আসবেন জেনেই খানাতল্লাশি করতে চেয়েছিলাম।'

'আমি এদিকেই থাকব, মিঃ হোমস,' সার্জেন্ট বলল, 'ঐ বাড়ির ওপর নজর রাখব। আপনার ঠিকানা জানি, সন্দেহজনক কিছু দেখলেই খবর দেব।'

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম কিন্তু লেসট্রেড এল না। হোমস তখনও আশা ছাড়েনি, আমায় নিয়ে এল ব্রিক্সটন ওয়ার্ক হাউসের হাসপাতালে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তিনদিন আগে এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের পুরোনো কাজের মেয়ে ওখানে ভর্তি ছিল, তাঁরা ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছেন নিজেদের কাছে রেখে চিকিৎসা করাবেন বলে। রোগিনী শেষ অবস্থায় পৌঁছেছিল, চিকিৎসার বাইরে চলে গিয়েছিল সে।

ডঃ হর্সোস চেম্বারেই ছিলেন, প্রশ্নের উত্তরে জানালেন জীবনীশক্তি ফুরিয়ে যাওয়াতেই পিটার্সের পরিচারিকা রোজ স্পেণ্ডার মারা গেছে, তার মৃত্যুর মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখেননি বলেই ডেথ

সার্টিফিকেট সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিয়েছেন। ডঃ হর্সোস শুধু একটা কথা বললেন যার সারমর্ম, পিটার্স দম্পতির টাকার অভাব নেই, অথচ তাদের বাড়িতে কাজের লোক একজনও নেই এই ব্যাপারটা তাঁর চোখে অস্বাভাবিক ঠেকেছে। হোমস শুধু শুনল, কিছু বলল না।

সবশেষে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। লেসট্রেড জানাল আগামিকাল সকালের আগে ম্যাজিস্ট্রেটের সই মিলবে না তাই তার আগে ওয়ারেন্টও হাতে আসবে না। সকালে একবার আসবার অনুরোধও করল। প্রতিশ্রুতি না দিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।

খাওয়া ঘুম বিসর্জন দিয়ে শুধু পায়চারি করে দিন কাটাল হোমস, একটানা পাইপ টেনে গেল। ক্লান্তি এলে কয়েকবার না শুয়ে চেয়ারে বসল, দুহাতের আঙুলে টেলিগ্রাম পাঠানোর ঢংয়ে টোকা মারল হাতলে। এসব আমার কাছে নতুন না, আগেও অনেকবার রহস্য সমাধান করতে গিয়ে এইভাবে স্নায়ুযুদ্ধ করতে দেখেছি তাকে।

পরদিন সকালে মৃদু ঠেলায় ঘুম ভাঙল, চোখ মেলে দেখি ... সাতটা কুড়ি বেজেছে। হোমসের পরনে ড্রেসিং গাউন, দুচোখের কোলে কালি। বুঝলাম না ঘুমিয়ে গোটা রাত কাটিয়েছে।

'কবর দেবার সময় ঘটনাস্থলে থাকতে চাও তো উঠে পড়ো,' হোমস বলল, 'আটটা বাজতে দেরি নেই। সত্যিই, এত সহজ ব্যাপারটা একবারও মাথায় এলনা কেন ভেবে পাচ্ছিনা। ওঠো ভাই, লেডি ফ্রান্সেসকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা একবার করে দেখি। জানি না এখনও সত্যিই উনি বেঁচে আছেন কিনা—

গতকাল যেখানে এসেছিলাম আজও ব্রিক্সটনের সেই বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাল হোমস। ভাড়া মিটিয়ে নামতেই চোখে পড়ল কবর দেবার লোকেরা পেল্লায় কফিনখানা ধরাধরি করে বের করে আনছে। বাড়ির সদর দরজা দিয়ে।

'রোখ! ফিরে যাও! ফিরে যাও!' সামনের লোকটির বুকে হাত রেখে হুকুম দিল হোমস, 'ওটা আবার ভেতরে নিয়ে গিয়ে আগের জায়গায় রেখে দাও!'

'তার মানে?' কফিনের পেছনে আসছিল পিটার্স, আমাদের দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল সে, 'কালকের এত কাণ্ডের পর আজ আবার বেহায়ার মত এসেছেন মিঃ হোমস? আমাদের কাজে বাধা দেবার ওয়ারেন্ট এনেছেন?'

'ওয়ারেন্ট এখনই এল বলে', হোমস গলা চড়াল, 'ততক্ষণ এই কফিন বাড়ির ভেতরে যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে!'

হোমসের গলায় এমন কিছু ছিল যার প্রতিবাদ করার সাহস আজ আর পেল না পিটার্স, কেঁচোর মত গুটিয়ে গেল সে। কফিন বাহকেরা হোমসের নির্দেশ মেনে কফিন এনে নামিয়ে রাখল খাবার ঘরের টেবিলে। এবার একটা স্ক্রু ড্রাইভার আমার হাতে দিয়ে হোমস বলে উঠল, 'জলদি, ওয়াটসন, কফিনের ঢাকনাটা এক্ষুণি খোল! আরেকটা স্ক্রু ড্রাইভার শববাহকদের একজনের হাতে গুঁজে দিল হোমস, চেঁচিয়ে বলল, 'তুমিও হাত লাগাও! জলদি খোল ভাই, এক গিনি বকশিস দেব!'

সমবেত চেষ্টায় কফিনের ঢাকনা খুলে গেল অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে, টেনে তুলতেই ক্লোরোফর্মের কড়া গন্ধ থাবা মারল স্নায়ুতন্ত্রে। স্পষ্ট দেখলাম, এক যুবতীর দেহ কফিনে শোয়ানো, তুলোর প্যাডে মুখখানা ঢাকা। তুলোর প্যাড হোমস তুলে নিতেই চোখে পড়ল যুবতীর সুন্দর মুখখানা।

'লেডি ফ্রান্সেস কারফ্যাক্স!' চাপা গলায় বলে উঠল হোমস। পিঠের নিচে হাত দিয়ে তাঁকে টেনে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'দ্যাখো ওয়াটসন, বেচারি এখনও বেঁচে আছেন কিনা!'

গোড়ায় মনে হল সত্যিই অমরা খুব দেরি করে ফেলেছি। মনে হল লেডি ফ্রান্সেসকে হয়ত আর ফিরে পাব না। তা সত্ত্বেও চেষ্টার ত্রুটি রাখলাম না — ইথার ইঞ্জেকশান, কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস,

কিছুই বাদ দিলাম না। চেষ্টা বিফল হল না, খানিকক্ষণ পরে লেডির মৃতকল্প দেহের চোখের পাতা নড়ে উঠল, শ্বাসপ্রশ্বাসও স্বাভাবিক হয়ে এল।

প্যাসেজে ভারি বুটের আওয়াজ হতেই হোমস বলে উঠল, লেসট্রেড এসেছে সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে, কিন্তু অনেক দেরি করে ফেলেছে, বদমাশ দুটোই তো পালিয়েছে! আরে এই যে মিঃ গ্রিন, আপনিও এসেছেন। লেডি ফ্রান্সেসকে আমরা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। যত শীগগির পারেন, ওঁকে এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করুন।' একটু থেমে শববাহকদের আদেশ দিল হোমস, 'এবার তোমরা কফিনটা নিয়ে যেতে পারো স্বচ্ছন্দে, ওর ভেতরে যে বৃদ্ধার মৃতদেহ আছে তাকে স্বচ্ছন্দে কবর দিতে পারো।'

'শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আমার মগজেরও তো বয়স বাড়ছে ওয়াটসন,' রাতের বেলা হোমস এই কেসের প্রসঙ্গে বলল, 'সারারাত না ঘুমিয়ে শুধু পাগলের মত ভেবেছি, বারবার মনে হয়েছে রহস্য সমাধানের একটা সূত্র কোথাও চোখে পড়ছে না। তাজ্জব ব্যাপার ভোরবেলা সূত্রটা হঠাৎ মাথায় এল। কফিন বানানোর দোকানে মিঃ গ্রিন ঢুকেছিলেন, মনে পড়ে? সেখানে কাউন্টারে যে ছিল তাকে বলতে শুনেছিলেন যে কফিনটা আকারে বড্ড বড়, মনে পড়ে? প্রশ্ন এখানেই, ... এত বড় কফিন বানানো হল কেন? একটু মাথা খাটাতেই উত্তর পেলাম—মারা গেছে বৃদ্ধা রোজ স্পেণ্ডার, তার মৃতদেহের নীচে থাকবে লেডি ফ্রান্সেস কারফ্যাক্সের মৃতদেহ। ডেথ সার্টিফিকেট একটাই কিন্তু কবর দেওয়া হবে দুটি মৃতদেহ। সকাল আটটা বাজার আগেই তাই ছুটে সেখানে গেলাম, কফিন আটকালাম। তবে সত্যি বলতে কি লেডি ফ্রান্সেসকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পাব কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারিনি তখনও।'

পিটার্সের মত অপরাধীরা খুনখারাপির ধারে কাছে ঘেঁষে না, শুধু লেডির পুরোনো গয়নাগুলো হাতানোর মতলবেই ও তাঁকে এইভাবে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার মতলব এঁটেছিল। ওদের বাড়িতেই ওরা দুজনে তাঁকে আটকে রেখেছিল, বৃদ্ধ স্পেণ্ডারের মৃতদেহ বাড়ি নিয়ে আসার পরে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে তাঁকে বেহুঁশ করে, সেই অবস্থায় তাঁকে কফিনে পুরে স্ক্রু এঁটে ঢাকনা এঁটে দেয়। পিটার্স শীগগিরই ধরা না পড়লে আরও নতুন নতুন অপরাধের খবর কানে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।'

সাত
দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ডাইং ডিটেকটিভ

সাতসকালে হোমসের ল্যাণ্ডলেডি মিসেস হাডসনের কথা শুনে আঁতকে উঠলাম। দু'বছর আগে বিয়ে করেছি, তাই বন্ধুর আস্তানা হোমসকে ছেড়ে আলাদা ভাড়া বাড়িতে আছি। 'আপনার বন্ধু মরতে বসেছেন, ডঃ ওয়াটসন,' মিসেস হাডসন ধরা গলায় বললেন, আজ তিনদিন হল উনি তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, আজকের রাতটা কাটবে বলে মনে হচ্ছে না। যতবার ডাক্তার ডাকতে চাইছি ততবার বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু আজ সকালে ওঁর চোখমুখের অবস্থা দেখে আর বসে থাকতে পারলাম না, সাফ বললাম, 'মিঃ হোমস, আপনার কথা আর কানে তুলছি না, আমি এক্ষুণি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।' শুনে বললেন, 'তাহলে ওয়াটসনকেই খবর দিয়ে দেখুন, ধরে নিয়ে আসতে পারেন কিনা!' তাই এসেছি আপনার কাছে। উনি আপনার এতদিনের বন্ধু। একবার চলুন ডঃ ওয়াটসন।'

ল্যাণ্ডলেডি হলেও মিসেস হাডসন মহীয়সী সন্দেহ নেই, নইলে ভাড়াটের জন্য এত দরদ! হোমসকে হাড়ে হাড়ে চিনি বলেই বলছি, এমন বদখত ভাড়াটে গোটা লণ্ডন শহরে আর একটিও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। একে তো ভয়ানক অগোছালো, তারপর দিনরাত নানারকম গবেষণায়

ফলে ছড়ানো দুর্গন্ধে বাড়িশুদ্ধ সবার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এর ওপর আছে ঘরে বসে হাতের টিপ বজায় রাখা, যখন তখন রিভলভার ছুঁড়ে এটা সেটা ভাঙ্গা। কিন্তু টাকা দেবার সময় এই লোকই কোনরকম কিপটেমি করে না, দেদার টাকা তুলে দেয় মিসেস হাডসনের হাতে। যে টাকা এতদিন ধরে হোমস ভদ্রমহিলাকে দিয়েছে, তাতে ঐ বাড়ির পুরো দাম উঠে এসেছে, বলেই মনে হয়। হোমসের ধাত জানি বলেই বলছি ও মেয়েদের পছন্দ করে না, তাদের বিশ্বাসও করে না, কিন্তু তার ব্যক্তিত্বে এমন কিছু আছে যা মেয়েদের আকৃষ্ট করে — যে কোন বয়সের মেয়ের মন কিভাবে জয় করতে হয় সে কৌশল বন্ধুবরের হাতের মুঠোয়। ল্যাণ্ডলেডি হলেও মিসেস হাডসন হোমসকে যেমন ভয় পান, তেমনই শ্রদ্ধাভক্তি করেন, তাই উনি বাজে কথা বলছেন না বুঝেই তৈরি হয়ে ওঁর সঙ্গে রওনা হলাম পুরোনো আস্তানার দিকে।

'নদীর ধারে রজাহাইথ নামে একটা এলাকা আছে,' ওখানে একটা কেসের তদন্ত করতে গিয়েছিলেন মিঃ হোমস, সেখান থেকেই এই অসুখ বাধিয়ে এসেছেন। শুনেছি গরীব কুলিকামিন আর খালাসিরা ওখানে থাকে।'

নভেম্বর মাস, শীতের কুয়াশা ঘরের আলো অনেকটা ঢেকেছে, তারই মধ্যে দেখলাম বিছানায় পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আমার এতদিনের বন্ধু গোয়েন্দা চূড়ামণি শার্লক হোমস। হাতের সবকটা আঙ্গুল থেকে থেকে কেঁপে উঠছে থরথর করে, চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে। ঘোলাটে চাউনি দেখে বুঝলাম তেড়ে জ্বর এসেছে।

'এসেছো, ওয়াটসন?' গোঙাতে গোঙাতে কোনমতে বলল সে, 'দিনকাল ভাল যাচ্ছে না, বড্ড বিপাকে পড়েছি। খবরদার! এক পাও কাছে আসবে না!' নাড়ি দেখব বলে এগোতেই হোমস ধমকে উঠল, 'কথা না শুনলে ঘাড় ধরে বের করে দেব! ডাক্তারি ফলাতে এসেছো আমার ওপর?'

মুশকিলে পড়লে হোমসের মেজাজ ভীষণ চড়ে যায় জানি, কিন্তু ডাকিয়ে এনে এহেন অভদ্রতার জন্য তৈরি ছিলাম না। থমকে গিয়ে জানতে চাইলাম, 'কেন কাছে যেতে নিষেধ করছ কেন?'

'কারণ আমার ইচ্ছে,' হোমসের সাফ সাফ জবাব।

'হোমস, আমি তোমায় সাহায্য করব বলেই ছুটে এসেছি।'

'তোমার ভালর জন্যেই আমার কাছে আসতে নিষেধ করছি,' সে বলল, 'কি রোগে আমায় ধরেছে তা তো এখনও জানো না।'

'বেশ তো, কি রোগ তুমিই বলো শুনি।'

'এটা ভয়ানক মারাত্মক আর এক ধরনের ছোঁয়াচে রোগ, সুমাত্রার কুলিকামিনদের মধ্যে এর প্রকোপ বেশি। এই রোগের খোঁজ অনেকেই জানে কিন্তু এর প্রতিষেধক এখনও বেরোয়নি। হুঁশিয়ার ওয়াটসন, কাছে এসো না, আবার বলছি।'

'হোমস আমি ডাক্তার,' নাছোড় হয়ে বললাম, 'তোমাকে সারিয়ে তোলা আমার কর্তব্য সেটুকু করতে আমাকে বাধা দিও না।'

'তুমি একজন সাধারণ লড়াই ফেরত জেনারেল প্র্যাকটিশনার, ওয়াটসন,' হোমস কোঁকাতে কোঁকাতে বলল, 'এ রোগের চিকিৎসা করার মত দৌড় তোমার নেই।'

উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম। আমার বিদ্যাবুদ্ধির ওপর যে আস্থা হারিয়েছে তাকে কিই বা বলা যায়।

'শুনতে খারাপ লাগলেও কথাটা ঠিক, জেনো,' হোমস আবার বলল, 'ব্ল্যাক ফরমোসা নামে কোনও মারাত্মক অসুখের নাম শুনেছো? টাপাপুলি ফিভার?'

'না, এই প্রথম শুনলাম।'

'এরকম আরও অনেক রোগ পূবের দেশগুলোতে ছড়িয়ে আছে,' হোমস বলল, 'এসব ব্যাধির সঙ্গে কোনও না কোনও অপরাধ জড়িত। তাই বলছিলাম, আমাকে সারানো তোমার কম্মো নয়।'

'খুব ভাল কথা,' আবার চেষ্টা করলাম, 'তোমার যুক্তি মেনেই বলছি, আমার চেয়ে হাজারগুণ বড় অনেক স্পেশ্যালিস্ট ডাক্তার এই লণ্ডন শহরে আছেন, তাঁদের কাউকেই না হয় ডেকে আনছি।'

'যথা?'

'যেমন ডঃ এইনসটে, যাবতীয় ট্রপিক্যাল রোগব্যাধির সেরা স্পেশ্যালিস্টদের উনি একজন, উনিও তোমাকে চেনেন। আমি ওঁকে ডেকে আনছি।'

'খ-ব-র-দা-র!' পা বাড়াতেই হোমস বিছানা থেকে ছিটকে এসে পড়ল দরজার ওপরে, চাবি দিয়ে দরজা এঁটে আবার টলতে টলতে শুয়ে পড়ল। মৃত্যুপথযাত্রী রোগির মধ্যে জঙ্গলের চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতা এল কোন মন্ত্রবলে অনেক ভেবে মাথায় এল না।

'এখন ঠিক চারটে, পুরোনো দেওয়ালঘড়ির দিকে একপলক তাকাল হোমস, সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত বসে থাকো চুপটি করে। দেখো চালাকি করে দরজার চাবি যেন হাতাতে যেয়ো না, মুশকিলে পড়বে।'

'হোমস তোমার মাথা ঠিক আছে? আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছ কেন?'

'আমার মাথা এখনও ঠিক আছে ওয়াটসন,' কোঁকাতে কোঁকাতে বলল হোমস, 'কথা শোন, ছটা পর্যন্ত বসে বইটই পড়ো, তারপর একজনের নাম ঠিকানা দেব, ঠিক ছ'টায় তার কাছে যাবে। সে ছাড়া লণ্ডনের আর কেউ আমায় সুস্থ করতে পারবে না।' কথা শেষ করে মুখ পর্যন্ত মোটা চাদর টেনে চোখ বুজল সে, তফাতে দাঁড়িয়ে মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছে।

কি করব ভেবে পাচ্ছি না, কিন্তু এই অবস্থায় বইয়ের পাতায় মন বসানো যায় না, তাই পুরোনো আস্তানার ভেতর পায়চারি করতে লাগলাম। ঘরের দেওয়ালে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের সাংঘাতিক সব অপরাধিদের ফটো টাঙানো, সে সব দেখতে দেখতে একফাঁকে চলে এলাম ম্যান্টলপিসের সামনে। তামাকের থলে, হাইপোডার্মিক ইনজেকশন সিরিঞ্জ, রিভলভারের কার্ট্রিজ, কাগজকাটা ছুরি, লেখার একতাড়া কাগজ, এইসব জিনিস যা আগেও পড়ে থাকত অগোছালো অবস্থায় জঞ্জালের চেহারা নিয়ে। হঠাৎ চোখে পড়ল তাদের মধ্যে পড়ে আছে একটা আইভরির ছোট বাক্স, দেখলেই হাতে নেবার সাধ হয়। হাতে নিয়ে দেখব বলে সবে হাত বাড়িয়েছি এমন সময় কান ফাটানো চিৎকার করে উঠল হোমস, 'ওয়াটসন! ওতে হাত দেবে না! কথাটা যেন আবার বলতে না হয়!'

আমার বাড়ানো হাত সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল আগের জায়গায়। ঘাড় ফেরাতে দেখি বালিশের ওপর মাথা তুলে দুচোখ পাকিয়ে হোমস তাকিয়ে দেখছে আমায়।

'এখানে তো কম দিন কাটাওনি ওয়াটসন,' আবার খেঁকিয়ে উঠল হোমস, 'আমার জিনিসে আর কারও হাত দেওয়া যে আমার বরদাস্ত হয় না তা এত শীগগির ভুলে গেলে? আমায় পাগল না করে কি তুমি ছাড়বে না? যাক, এসে যখন জুটেছো, তখন ছ'টা পর্যন্ত বসে জিরোও। হ্যাঁ। ভাল কথা, সঙ্গে খুচরো পয়সাকড়ি কত আছে?'

'আছে পাঁচটা আধক্রাউন,' নিরাপদ দূরত্বে বসে বললাম।

'ভাল, এবার একটা কাজ করো ওয়াটসন, গ্যাসটা জ্বালাও। তারপর ম্যান্টলপিসে রাখা ছোট চিমটেটা নাও, এবার খানিক আগে যেটা ধরতে গিয়েছিলে, হ্যাঁ, ঐ ছোট সাদা কালো আইভরির বাক্সটা ঐ চিমটে দিয়ে তুলে রাখো আমার টেবলে কাগজের ওপর। ঠিক আছে। এবার লোয়ার বার্ক স্ট্রিটে একবার যাও, ওখানে তেরো নম্বর বাড়িতে থাকেন মিঃ কালভারটন স্মিথ, তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো।'

'কি যা তা বলছ?' চাপা গলায় ধমক দিলাম, 'এ নামে কোনও স্পেশ্যালিস্ট ডাক্তারের নাম আগে কখনও শুনিনি।'

'শোনার কথা নয়, ওয়াটসন, যেহেতু ইনি ডাক্তার নন, সুমাত্রার বাসিন্দা, হালে লণ্ডনে এসেছেন। আমি যে রোগে ভুগছি তার জীবাণু কিছুদিন আগে ওঁর কিষাণদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ওখানে চাইলেই হাতের কাছে ডাক্তার মেলে না, তাই মিঃ স্মিথ নিজেই এই রোগ আর তার নিরাময় পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেছেন। ভদ্রলোক ঘড়ি ধরে পা ফেলেন, সন্ধে ছ'টার আগে গেলে দেখা পেতে না বলেই এতক্ষণ আটকে রেখেছি তোমায়। তুমি ডাক্তার, মিঃ স্মিথ নিজে পেশাদার ডাক্তার না হলেও চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে বিস্তর পড়াশুনো করেছেন। যাও, এবার বেরিয়ে পড়ো, যেভাবে হোক ওঁকে বুঝিয়ে নিয়ে এসো এখানে। আহা গোটা সমুদ্র যদি ঝিনুকে ভরে যেত, আর তাদের সবকটার ভেতরে যদি থাকত এককেটা পেল্লায় মুক্তো —'

জ্বরের ঘোরে হোমস প্রলাপ বকছে বুঝতে পারছি। কাছে ঘেঁষার উপায় নেই তাই দূর থেকেই গলা চড়ালাম, 'মিঃ স্মিথকে কি বলব বলে দাও।'

'মিঃ স্মিথ আমার ওপর খুব চটে আছেন ওয়াটসন,' হোমস স্বাভাবিক গলায় বলল, 'কিছুদিন আগে ওঁর এক ভাইপো মারা গেছে, সেই ব্যাপারে আমি ওঁকে সন্দেহ করেছিলাম। তখন থেকে মিঃ স্মিথ রেগে আগুন হয়ে আছেন আমার ওপর, আমার নাম পর্যন্ত অসহ্য ঠেকে ওঁর কানে। তুমি আমার হয়ে মাপ চাইবে ওঁর কাছে, তারপর ভুলিয়ে ভালিয়ে যেভাবে হোক নিয়ে আসবে, বলবে তিনি ছাড়া আমায় সারায় এমন ডাক্তার একজনও লণ্ডনে নেই। একসঙ্গে এসো না। ওঁকে যা বলার বলে তুমি আগে চলে আসবে, পরে উনি আসবেন। যাও, এবার ভাগো!' গর্জে উঠে আমার হাতে দরজার চাবি তুলে দিল সে।

কথা না বাড়িয়ে দরজা খুলে চাবিটা দিলাম ওর বিছানায়। সিঁড়ি দিয়ে নেমে মিসেস হাডসনকে দেখলাম, প্যাসেজে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছছেন। ওপর থেকে হোমসের প্রলাপ তখনও স্পষ্ট কানে আসছে।

রাস্তায় বেরোতেই ইন্সপেক্টর মর্টনের মুখোমুখি, জানতে চাইলেন, 'কি মশাই, মিঃ হোমস কেমন আছেন?'

'খুব ভাল নয়।'

'আমিও তাই শুনেছি,' বলেই থেমে গেলেন।

কালভারটন স্মিথরে দর্শনলাভ সহজে হল না, বাটলারের হাতে আমার ভিজিটিং কার্ড ফেরত পাঠাতে চেঁচিয়ে বলল, 'আমি এখন ব্যস্ত আছি, দরকার থাকলে লোকটাকে কাল সকালে আসতে বলো।' সঙ্গে সঙ্গে হোমসের রোগা মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। শিষ্টাচারের তোয়াক্কা না করে বাটলারের পাশ কাটিয়ে জোর করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

স্টাডিতে ফায়ারপ্লেসের পাশে চেয়ারে বসা লোকটি আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠল, তার মুখে গড়ন বিটকেলে, চামড়ার রং গাঢ় হলুদ, বয়সের ভারে চিবুকে ভাঁজ পড়েছে। ভেলভেটের টুপির নীচ থেকে উঁকি দেওয়া টাক দেখে বোঝা যায় খুলির আকার বিশাল, অথচ সেই তুলনায় তার দেহ আর হাত পা বেমানান। সরু হাত পা আর পুঁচকে শরীর। দেখে মনে হয় রিকেটে ভুগছে।

'বললাম তো কাল সকালে আসবেন,' আগুনহানা চাউনি ছুঁড়ে সে বলল, 'তারপরেও এমন অভদ্রের মত ঘরে ঢুকলেন কেন?'

'আগে আমার কথা শুনুন', যতদূর সম্ভব বিনীত সুরে বললাম, 'মিঃ শার্লক হোমস খুব অসুস্থ, কাল সকাল পর্যন্ত বাঁচবেন না মনে হচ্ছে, তাঁরই অনুরোধে আপনার কাছে ছুটে এসেছি মিঃ স্মিথ!'

'হোমস অসুস্থ! কি বলছেন আপনি?' কথার সুরে কেমন এক চাপা উল্লাস ফুটে বেরোল, 'তা আমি ওঁর কাছে গিয়ে কি করব?'

'হোমস বারবার বলছে আপনি ছাড়া আর কেউ ওকে সারিয়ে তুলতে পারবে না, অন্ততঃ তেমন কেউ লণ্ডনে নেই।'

'উনি একথা বলেছেন?' টুপি খুলে টাকে হাত বোলাল মিঃ স্মিথ, 'কিন্তু আমি তো ডাক্তার নই, মশায়, আমি কিভাবে ওকে সারিয়ে তুলব বলুন দেখি!'

'ডাক্তার না হলেও পূব দেশের অনেক জটিল রোগব্যাধি সম্পর্কে আপনার গবেষণার কথা হোমস জানে মিঃ স্মিথ, আর তাই আমায় পাঠিয়েছে আপনাকে এই অনুরোধ করতে। হালে কয়েকজন পূবদেশীয় খালাসির দলে ভিড়তে হয়েছিল তাকে তদন্ত করতে, তাদের থেকেই এ রোগ ওকে ধরেছে বলে ওর ধারণা। গত তিনদিন একটানা জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে বেচারা। দোহাই আপনার মিঃ স্মিথ, একটিবার চলুন।'

'তাহলে তো আর দেরি করার মত সময় হাতে নেই, ডঃ ওয়াটসন, চলুন, আপনার সঙ্গেই যাচ্ছি।'

'আমার যেতে কিছু দেরি হবে মিঃ স্মিথ,' হোমস লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে নিষেধ করেছিল মনে পড়ে গেল। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, আপনি বরং —'

'বেশ, তাহলে আমি একাই যাচ্ছি,' স্মিথ এবার উৎসাহী হল, 'ওঁর ঠিকানা জানি, আধঘণ্টার ভেতর হাজির হব।'

'হতভাগার সঙ্গে দেখা হল, ওয়াটসন?' ফিরে আসতেই হোমস জানতে চাইল। কথার সুরে খানিক আগের তুলনায় কিছুটা সুস্থ মনে হল তাকে।

'হয়েছে, এসে পড়ল বলে,' মিঃ স্মিথের সঙ্গে কথাবার্তার বিবরণ সংক্ষেপে শোনালাম।

'সাবাশ ওয়াটসন! সাবাশ তোমার জবাব নেই! তুমি যে দূত হিসেবেও পয়লা নম্বর তার নজীর রেখেছো। যাক, এবার তুমি কেটে পড়ো।'

'তুমি যত খুশি গালাগাল দাও হোমস,' কড়াগলায় বললাম, 'কিন্তু মিঃ স্মিথের সঙ্গে কথাবার্তা না বলে যাব না!'

'যেয়ো না, খাটের মাথার দিকে একটা ছোট কামরা আছে ওখানে ঢুকে ঘাপটি মেরে বোস। আমাদের কথাবার্তা কান খাড়া করে দিব্যি শুনতে পাবে। কিন্তু হুঁশিয়ার কথাবার্তা যাই হোক শুধু শুনে যাবে, বোকার মত কিছু বলে বোস না যেন। যাও, ওয়াটসন, ও এসে গেছে, সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ হচ্ছে।' কথা শেষ হতেই বালিশের ওপর ঝিমিয়ে পড়ল হোমসের মাথা। পায়ের আওয়াজ আমার কানেও আসছে। দেরি না করে খাটের মাথার দিকে ছোট খুপরির ভেতর গিয়ে সেঁধোলাম।

'মিঃ হোমস, আমি কালভারটন স্মিথ,' ঘরের ভেতর থেকে গলা ভেসে এল, 'আপনাকে দেখতে এসেছি। কেমন আছেন?'

'আপনি এসেছেন, মিঃ স্মিথ?' হোমস জবাব দিল, 'দেখুন ভিক্টরের মত আমিও তিলে তিলে এগিয়ে যাচ্ছি নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।'

'সে তো নিজের চোখেই দেখছি, মিঃ হোমস। এশিয়ার এই মারাত্মক রোগে কিভাবে লণ্ডনের এক বাসিন্দা মারা গেল তাই ভেবে অবাক হয়েছিলেন, এবার সেই একই রোগের শিকার হয়েছেন নিজে।'

'জানি মিঃ স্মিথ, আপনার ভাইপো ভিক্টরও এই একই রোগে মারা যায়, আপনি নিজে তার দেহে এই রোগের বীজাণু ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।' হোমসের সবকটা কথা আমার কানে এল।

'সবই যখন জেনেছেন তখন মরার সময় আমাকে ডাকিয়ে আনলেন কেন? আপনার আয়ু আর বেশিক্ষণ নেই এখনও টের পাননি?'

'জেনেছি বলেই তো আপনাকে আসতে বলেছি, মিঃ স্মিথ, আপনি আমায় বাঁচান, যেভাবে পারেন সুস্থ করুন। বিনিময়ে আমি সব ভুলে যাব কথা দিলাম।'

'কি ভুলে যাবেন, মিঃ হোমস?'

'ভিক্টরের মৃত্যুর ঘটনা মিঃ স্মিথ। আপনি নিজেই তাকে খুন করেছেন একটু আগেই স্বীকার করেছেন। তবু কথা দিচ্ছি, পুরো ব্যাপারটাই আমি ভুলে যাব।'

'ভিক্টর মরেছে, আপদ গেছে, ওর কথা আবার তুলছেন কেন? আচ্ছা, মিঃ হোমস, এই মারাত্মক রোগের জীবাণু কিভাবে আপনার দেহে ঢুকল, জানেন?'

'আজ্ঞে না।'

'জানেন না? বেশ, তাহলে শুনুন, কয়েকদিন আগে ডাকে সাদা কালো একটা ছোট আইভরির বাক্স আপনাকে কেউ পাঠিয়েছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, মিঃ স্মিথ, কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?'

'বাক্সের ঢাকনা খুলেছিলেন?'

'খুলেছিলাম, মিঃ স্মিথ, ভেতরে একটা স্প্রিং আছে, খুলতেই তার খোঁচা লাগল আঙ্গুলে, একফোঁটা রক্ত বেরোল।'

'যেমনটি ভেবেছি ঠিক তেমনটি কাজ হয়েছে। আপনি একটি হাঁদারাম। ঐ স্প্রিংএর আগায় লাগানো ছিল এই রোগের বীজাণু, খোঁচা লাগাতে তা ঢুকেছে চামড়ার ভেতরে । তারপর কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে, নিজেই টের পাচ্ছেন—'

'পাচ্ছি মিঃ স্মিথ,' হোমসের কাতরানি আবার কানে এল। কিন্তু এসব কি শুনছি আমি? চিকিৎসা করাবে বলে একটা খুনিকে ডাকিয়ে এনেছে হোমস যে ইতিমধ্যেই তাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে এসেছে। এখন উপায়?

'ঐ তো সেই বাক্স,' মিঃ স্মিথের গলা আবার শুনলাম, 'এটা এখন পকেটে নিয়ে ফিরে যাব, আমার ভাইপো ভিক্টর আর আপনি দুজনেরই খুনের হাতিয়ার এটি তার প্রমাণ নিলাম। আরও কিছুক্ষণ এখানে আপনাব কাতবানি আমি দেখব মিঃ হোমস আপনার মরণ নিজে চোখে দেখে তারপর বাড়ি ফিরব। কি হল, কিছু বলবেন?'

'একটু জল খাওয়াবেন, মিঃ স্মিথ, আর গ্যাসের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিন, এত আঁধার সইতে পারছি না!'

'ফাঁসির আসামির শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করার একটা রীতি চালু আছে জানেন তো হোমস? আমিও সেই রীতি মেনে শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করছি। এই নিন জল, এই বাড়িয়ে দিলাম গ্যাস। আর খানিকক্ষণ বাদে আঁধারের দেশে পাড়ি দেবেন তার আগে দুচোখ ভরে গ্যাসের আলো দেখে নিন।'

'একটা ওষুধ দিন, মিঃ স্মিথ, আমায় বাঁচান!'

'ওষুধ দেবার ব্যবস্থা অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছেন, তা কি এখনও টের পান নি? হাতে পায়ে যন্ত্রণা মনে হচ্ছে? আঙ্গুল জমে যাচ্ছে?'

'ঠিক ধরেছেন, মিঃ স্মিথ।'

'আর বেশি দেরি নেই, মিঃ হোমস। আমার ক্ষেতের কিষাণেরা মরার সময় এমনই গোঙাত, কলে চাপা পড়া ইঁদুরের মত, আওয়াজ বেরোত ওদের মুখ থেকে। বলুন মরার আগে আর কি সাধ আছে আপনার।'

'টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা যদি দেন —'

মৃত্যুর মুহূর্তে সিগারেট আর দেশলাই চাইছে হোমস, অথচ গলার আওয়াজ তার পাল্টে গেছে, এতটুকু গোঙানি বা কাতরানি তাতে নেই।

'তার মানে?' মিঃ স্মিথের প্রশ্ন শুনে বুঝলাম যেমন তাজ্জব হয়েছেন, তেমনই ঘাবড়ে গেছেন।

'মানে একটাই — অভিনয় করে আপনাকে ফাঁদে ফেলা। সিগারেটের জন্য ধন্যবাদ, মিঃ স্মিথ। জেনে রাখুন গত তিনদিন আমার পেটে কিছু পড়েনি, এক ঢোক জলও না। আঃ কে যেন

'হোমস এদিকে আসছে। আসুন ইন্সপেক্টর মর্টন, ইনিই আপনার আসামী, ভিক্টর স্যাভেজকে খুন করার অপরাধে এঁকে গ্রেপ্তার করুন। হ্যাঁ, সেই সঙ্গে শার্লক হোমসকে ইনি খুন করতে চেয়েছিলেন এই চার্জ জুড়ে দেবেন মনে করে। ওঁর কোটের ডানদিকের পকেটে একটা ছোট আইভরির বাক্স আছে, ওটা আগে বের করে নিন, মামলার সময় খুনের হাতিয়ার হিসেবে পেশ করবেন। হ্যাঁ, এই বাক্সটা হুঁশিয়ার, খুলতে যাবেন না, ভেতরে মারাত্মক রোগের বীজাণু আছে, যার সংক্রমণে মরেছে বেচারা ভিক্টর স্যাভেজ। বাক্সটা ডাকে পাঠিয়ে আমাকেও ইনি মারতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওঁর চেয়ে আমার বুদ্ধি কিছু বেশি তাই বেঁচে গেলাম। গ্যাসের আলো বাড়ালেই ছুটে আসবেন বলেছিলেন, মনে পড়ে, মর্টন? মরার আগে আমার শেষ সাধ পূরণ করতে উনি নিজেই সেই আলো বাড়িয়ে নিজের ফাঁদে পড়েছেন। অধিক আত্মবিশ্বাসের মারাত্মক পরিণাম যাকে বলে।'

'এবার এক থাপ্পড়ে তোমার সবকটা দাঁত ফেলে দেব হতভাগা!' ইন্সপেক্টর মর্টনের ধমক কানে এল, 'মারধোর খাবার যখন এত সাধ তখন আগে থানায় চলো। পৌঁছে যত চাও খাবি। এই খাড়া হয়ে দাঁড়া, নড়লেই গুলি ছুঁড়ব।' কথা শেষ হতে হাতকড়া লাগানোর আওয়াজ কানে এল।

'রোগ সারানোর কথা বলে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া? কাজটা ভাল করলেন না মিঃ হোমস, আগেই বলে রাখছি! এসব মনগড়া অভিযোগ আদালতে প্রমাণ করার ক্ষমতা আপনার নেই। দাঁড়ান এবার আপনাকে কেমন ফাঁসাই দেখবেন। দেখি কে বাঁচাবে আপনাকে।'

'এই যে ওয়াটসন, এসো।' দরজা খুলে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি মিঃ কালভারটন স্মিথের দু'হাতে হাতকড়া, তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন ইন্সপেক্টর মর্টন।

'মাফ চাইছি, ওয়াটসন,' হোমস বলল, 'মিঃ স্মিথের সঙ্গে বকবক করতে গিয়ে তোমার কথা মনেই ছিল না। এই জঘন্য খুনিটার সঙ্গে আজ বিকেলেই কথা বলে এসেছো, তাই পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার নেই। মর্টন ... একে নিয়ে আপনি পা বাড়ান, আমি পোষাক পাল্টে আসছি। থানায় হয়ত আমার দরকার হতে পারে।'

ইন্সপেক্টর মর্টন আসামিকে নিয়ে বেরোতেই হোমস তড়াক করে উঠে বসল, দুটো বিস্কিট আর একটু ব্র্যাণ্ডি খেয়ে অনশন ভাঙ্গল।

'কিছু মনে কোর না ওয়াটসন', হোমস বলল, 'লোকটাকে ধরার জন্য এটুকু অভিনয় অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। তিনদিন উপোসী থাকে গাল বসে গেল, কালি পড়ল চোখের নীচে, তার ওপর এমন প্রলাপ বকতে শুরু করলাম যা দেখে মিসেস হাডসন ধরে নিলেন আমি মারাত্মক অসুখে পড়েছি। উনি খবর দিয়ে তোমায় ডেকে আনলেন। জানতাম আমার অসুখের কথা কানে গেলে না এসে পারবে না। এটুকু বন্ধুর মত মেনে নিও, কিছু মনে কোর না।'

'মৃত্যুপথযাত্রীর মেকাপ কে দিল তোমায়?'

'আমি নিজেই নিয়েছি', হোমসের ঠোঁটে বিজয়ীর হাসি, গালে মেখেছি ভেসলিন, চোয়ালের হাড়ে অল্প রুজ, ঠোঁটে লেপে দিয়েছি একটু মোম। খানিকটা স্পঞ্জও মুখে পুরেছি যাতে গলার আওয়াজ বিকৃত শোনায় এই মেকাপ নিয়ে আমি অভিনয়ে নেমেছি। গোঙাতে গোঙাতে সমুদ্রের বিশাল ঝিনুক নিয়ে এমন উল্টোপাল্টা বকেছি যে তোমার মত অভিজ্ঞ ডাক্তারের চোখেও ধরা পড়েনি। নাও, এবার কোটটা বাড়িয়ে দাও। আগে থানায় যাব, ওখানকার ঝামেলা চুকিয়ে সিম্পসনের রেস্তোরাঁয় ঢুকব। ভালমন্দ খাবার মুখোমুখি বসে বহুদিন বাদে আজ আবার খাব আমরা।'